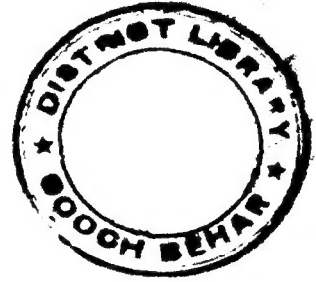


বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম সম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুস্মৃতি এবং
আর্য ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্থায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোচ্যপাঠ্য,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, উদ্ভিদ, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সার সংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

Ac. No. 8409
8. 17. 12. 73
দ্বিতীয় খণ্ড।



বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সাহায্যে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত।

কলিকাতা ৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৮ সাল।



বিশ্বকোষ।

৬১৬

আ

আইও

আ

আ। আকার। অকার এবং অকার মিলিত (অ+অ) হইলে আকার হয়। ইহা দীর্ঘ এবং প্লুত হইয়া থাকে। বঙ্গভাষার চলিত স্বর বর্ণের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থানে লিখিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত আকৃতি (১) এই রূপ। অর্থাৎ অকারে এবং সমস্ত হ্রস্ববর্ণে আকার যোগ করিতে হইলে (১) এই প্রকার আকৃতি লিখিত হইয়া থাকে। যেমন, অ+আকার আ, ক+আকার কা ইত্যাদি। আকারের ত্রয় অকার। অকারে অকারে, আকারে আকারে মিলিত হইলে আকার হয়। যেমন, নব+অকুর=নবাকুর; সুখ+আলয়=সুখালয়; মহা+আশয়=মহাশয়। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে যে, আকার শব্দজ্যোতির্গণ বর্ণ। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং কল্প বিরাজ করিতেছেন। ইহা পঞ্চ প্রাণময়। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।

(অব্য) আপ-কিপ্ পূ প-লোপঃ। বাক্য। স্মরণ। অমুকম্পা। সমুচ্চয়। অঙ্গীকার। ঈষদর্থ। ক্রিয়া-যোগ। সীমা। ব্যাপ্তি।

ঈষদর্থে ক্রিয়াযোগে মর্যাদাভিবিধৌ চ যঃ।

এতমাতং ভিতং বিদ্যাং বাক্যস্মরণয়োঃ। (ভাষ্য)।

ঈষদর্থ, ক্রিয়াযোগ, মর্যাদা (পূর্বসীমা) ও অভি-বিধি (শেষসীমা) এই সকল স্থলে আ-ঙিৎ হয়, অর্থাৎ উহার সঙ্গে ঙ-অনুবন্ধ থাকে। যেমন,—আঙ্। কার্য-কালে ঙ ইৎ হয়, তখন কেবল আকার থাকে। কিন্তু বাক্য এবং স্মরণ বৃথাইলে ঙ-অনুবন্ধ থাকে না।

ঈষদর্থে,—আ-রক্ত অর্থাৎ অঙ্গরক্তবর্ণ। ক্রিয়াযোগে —আহরতি। মর্যাদা—আসমুদ্রঃ রাজদণ্ডঃ, অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত রাজদণ্ড। অভিবিধি—আসত্যলোকাদা-পাতালাং, অর্থাৎ সত্যলোক এবং পাতাল ব্যাপিয়া।

এই সকল স্থলে ঙ-ইৎ আকার গৃহীত হইয়াছে।

প্রগৃহ সংজ্ঞক আ-নিপাত। উহার ঙ-ইৎ হয় না। স্মরণ এবং বাক্যপূরণে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আকার প্রগৃহ হয়, অর্থাৎ উহার সন্ধি হয় না,—প্রকৃতি দশাতেই থাকে। *। নিপাত একাজনাঙ্। পা ১।১। ১৪। আঙ্-নিপাত ভিন্ন যে সকল একাচ্-নিপাত আছে, তাহাদের প্রগৃহ সংজ্ঞা হয়।

বাক্যে,—আ এবং তু মন্তসে? আপনি এমন মনে করেন নাকি? স্মরণে,—আ এবং কিল তৎ। ইহা সত্যসত্যই এই রূপ হইয়া থাকে। এ স্থলে বাক্য শব্দে বাক্যার্থের প্রকাশকতাকে বুঝায়, এবং স্মরণশব্দে অস্ত্র প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত বাক্যের স্মরণকে বুঝাইয়া থাকে। এই সকল স্থলে আকার এবং একারের সন্ধি হয় নাই। কিন্তু ঙিৎ হইলে সন্ধি হইবে; যেমন—ঈষদর্থে আঙ্+উচ্চ ওচ্চ।

*। আঙ্ মর্যাদাবচনে। পা ১।৪।৮২। মর্যাদা এবং অভিবিধি অর্থে আঙের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। *। পঞ্চম্যাপাঙ্ পরিভিঃ। পা ২।৩।১০। কর্মপ্রবচ-নীয় অপ, আঙ্ এবং পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। *। আঙ্ মর্যাদাভিবিধৌঃ। পা ২।১।১৩। মর্যাদা এবং অভিবিধি অর্থে আঙের পঞ্চম্যন্ত সমর্থের সহিত বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

আঃ (পুং) মহেশ্বর। পিতামহ। বাক্য। (অব্য) কোপ। পীড়া। (সবিসর্গদ্বা ইতি যো নিপাতঃ স পীড়ার্যঃ কোপে চ বর্ততে। ইতি মহেশ্বরঃ)। আঃ স্মরণে হপাক-রণে কোপসম্ভাপয়োরপীতি কোষান্তরম্। (মহেশ্বর)। আই (দেশজ) মাতামহী। ‘বিদ্যা বলে বটে আই বলিলে বিস্তর’। (বিদ্যাসুন্দর)। (অব্য) লজ্জাবোধক বাক্য। যেমন—‘আই, কি লাজের কথা! আইও (দেশজ) সধবা। বিবাহিতা স্ত্রী। এই শব্দ

‘এয়ো’ এই প্রকারেও লিখিত হয়; যথা—‘আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তার’। (বিদ্যাসুন্দর)।

আইন (যাবনিক) রাজনিয়ম। ব্যবস্থা শাস্ত্র।

আইন-ই-অকবরী। এই পুস্তক পারস্তভাষার প্রসিদ্ধ অকবরনামার তৃতীয় খণ্ড। মহাকবিশেখ আবুলফজল ইহার রচয়িতা। ইহাতে সম্রাট অকবরের রাজত্বকালের যাবতীয় বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে অকবরের পারিবারিক ও সভার বিবরণ এবং সম্রাটের নিজের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সম্রাটের কর্ণ-চারীদের বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে শাসন ও বিচার বিভাগের বৃত্তান্ত, ভূমি জরিপ এবং রাজস্ব নিরূপণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সামাজিক নিয়ম, বিদ্যা আলোচনার উৎকর্ষ সাধন, বিদেশীয় রাজার আক্রমণ, পরিত্রাজক, মুসলমান ফকির প্রভৃতি নানা বিষয়ের কথা আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নীতিবাক্য গ্রথিত হইয়াছে।

আইল (গ্রাম্য) এটা আলবাল শব্দের অপভ্রংশ। দুই দিকের ভূমির মধ্যস্থলে কিম্বা গাছের গোড়াতে মাটি কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া বাধাইয়া দিলে তাহাকে আইল কহে। ভূমির সীমা নির্দেশের জন্ত এবং ক্ষেত্রে শস্ত থাকিলে লোকের যাতায়াতে জন্ত আইল বাধাইতে হয়। বৃক্ষাদির মূলে জল স্বেঁচিলে যেন জল বাহির হইয়া না যায় তজ্জন্তও লোকে আইল বাধাইয়া দেয়।

আইবড় (দেশজ) বোধ হয় ইহা অনুচ শব্দের অপভ্রংশ। অবিবাহিত। যাহার বিবাহ হয় নাই।

বরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখে চেয়ে,

বিবাহের না ভাব উপায়। (বিদ্যাসুন্দর)।

আউচ। (Morinda citrifolia) ইহাকে আইচ বা আচও বলা যায়। উদ্ভিদ বেত্তারা ইহার বহুজাতীয় গাছকে Morinda tintoria কহেন। আউচ গাছ দেখিতে অনেকটা বাসকের মত। ইহার ফুল শাদা এবং সুগন্ধ যুক্ত। আল নামে আর এক প্রকার গাছ আছে, তাহাও এই জাতীয়; কিন্তু আউচের চেয়ে বর্ণ অধিকতর গাঢ়।

আউচের কলম পুতিলে গাছ হয়। ক্ষেত্রে সারি সারি আইল বাধাইয়া তাহাতে কৃষকেরা কলম পুতিয়া দেয়। উর্বরা শুষ্ক মৃত্তিকাই এই গাছের উপযোগী। ইহার গোড়ায় মধ্যে মধ্যে জলসেক করিতে হয়। গাছ শরিপক হইলে তাহার মূল উঠাইয়া লয়। ফটকির

সঙ্গে আউচে সূতা বা কাপড় ছোপাইলে পাকা রঙা রঙ হয়। কত সূতা এবং থেকুয়া কাপড় আউচের রঙে ছোপান। বুদ্ধেলখণ্ড, মাজাজ এবং বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আউচ জন্মে।

আউটরাম। (Sir James Outram, Lieutenant-General G. C. B.) ইনি ভারতবর্ষের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ডার্কিনশায়ারের অন্তর্গত বটলিহলে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম বেঞ্জামিন আউটরাম। প্রথমে তিনি আবাক্কিনের অন্তর্গত উদনীতে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর মারিকাল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ সালে তিনি নিম্ন শ্রেণীর সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। পরে তিনি ১৩ নং বোম্বে দেশীয় পদাতিকের লেফটেন্যান্ট ও আডজুট্যান্ট হন। থম্পসনের অসভ্য ভিলদিগকে ইনি যুদ্ধকৌশলে সুশিক্ষিত করেন। অবশেষে ভিল সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি দৌড় জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি মাহীকান্তায় সুশৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাপৃত থাকেন। লর্ড কিনের সদস্ত হইয়া তিনি আফগানস্থান আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি গুজরাটের পোলটিক্যাল এজেন্ট এবং সিন্ধুদেশের কমিশনর হইয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুদেশের আমিররা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেনাপতি আউটরাম, সার চার্লস নেপিরের মন্ত্রণাভূসারে তাহাদিগকে দমন করেন। পরে তিনি সেতারা এবং বরদার রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। লর্ড ডালহাউসী, আউটরামকে তথাকার রেসিডেন্ট এবং কমিশনর নিযুক্ত করিলেন।

অনেক দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া আউটরামের শরীর অসুস্থ হয়, তজ্জন্ত ১৮৫৬ সালে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। কিন্তু পারস্তের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে তিনি কমিশনর হইয়া সেনাসঙ্গে পারস্ত উপসাগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে কার্যসিদ্ধি হইলে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। তিনি লর্ড ক্যানিংয়ের পরামর্শভূসারে লক্ষৌ নগরে আসিলেন। প্রথমে হাবিলক সাহেব বিদ্রোহীদিগকে অনেকটা দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্বার অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয়। আউটরাম আলমবাগে থাকিয়া সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে

অসংখ্য অসংখ্য বিদ্রোহী বর্ষাধারার মত গোলা গুলি বৃষ্টি করিতেছে। পরিশেষে লর্ড ক্লাইড আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন আউটরাম সৈন্য সমভিব্যাহারে গোমতী নদীর পূর্বধারে গিয়া তুমুল সংগ্রাম করেন, তাহাতেই বিদ্রোহীরা চতুভঙ্গ হইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি অযোধ্যার চিফ কমিশ্বনর হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে লেভটেন্যান্ট জেনারেল করা হয়। অবশেষে তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সভার (Supreme Council) সদস্য হন। ১৮৬০ সালে তিনি পীড়িত হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৬১-৬২ সালের শীতঋতু মিশরে অতিবাহিত হয়, শেষে অল্পকাল ফ্রান্সে অবস্থিতির পর ১৮৬৩ সালের ১১ মার্চ তিনি পারিস নগরে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার প্রতিমূর্তি কলিকাতার গড়ের মাঠে বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাবীর আউটরাম অশ্বের উপরে নিষ্কাশিত অসি লইয়া পশ্চাদ্ধিকৈ চাহিয়া আছেন, এ দিকে ঘোড়ার খুর লাগিয়া একটা কামান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আউড় (গ্রাম) বাঙ্গালার অনেকস্থানে খড় বা বিচালীকে আউড় কহে।

আউল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। ইহার কর্ত্তাভজার একটা শাখা মাত্র, তজ্জন্ত ইহাদিগকে সহজ-কর্ত্তাভজাও কহে। ইহার প্রকৃতি লইয়া সাধন করিয়া থাকে। এক এক জন আউলের সঙ্গে অনেক প্রকৃতি থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ বেস্তা, কেহ বা কুলবতী। সকল জাতির প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে বসিয়া পান ভোজন করে, তাহাতে কোন জাতিবিচার নাই। কাহার জীর কাছে অস্ত্র পুরুষ গমন করিলে মমুষ্যমাত্রেয়ই মনে ঈর্ষ্যা জন্মে, কিন্তু আউলদের মন অত্যন্ত উদার। ইহাদের একজনের প্রকৃতি অস্ত্র পুরুষের নিকটে গেল কাহার মনে বিদ্বেষ জন্মে না। আউলরা দাড়ী গোপ রাখে ন।

আউলেচাঁদ। ইনি প্রথমে কর্ত্তাভজার সৃষ্টি করেন। আউলে চাঁদের প্রকৃত ইতিহাস কিছুই জানিবার উপায় নাই, নানা জনে নানা প্রকার গল্প করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, একবার কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে খড়ম, গায়ে কাঁথা, কটিতে কোপীন পরা। তিনি খড়ম পায়ে দিয়া একটা বড় তেঁতুল গাছের উপরে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। ইচ্ছা হইলে কখন গাছ হইতে নামিতেন, নতুবা

দিবারাত্র সেই গাছেই বাস করিতেন। পরে কোন গৃহস্থের একটা বালকের মৃত্যু হয়। তাহার জননী পুত্রশোকে কাতর হইয়া কাদিতে কাদিতে সন্তানের মৃতদেহ সেই তেঁতুলতলা দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সন্ন্যাসী সদয় হইয়া মৃত শিশুকে বাচাইয়া দেন। সেই পর্যন্ত আউলের দৈবশক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কেহ কেহ অস্ত্র প্রকার গল্প করেন। উলাগ্রামে নাকি মহাদেব নামে এক বাকুই ছিল। এক দিন সে আপনার বরজে পান তুলিতে গিয়াছে; পান তুলিতে তুলিতে বরজের ভিতরে আট বৎসরের একটা বালককে দেখিতে পাইল। ১৬১৬ শকের ফাস্তন মাসের প্রথম শুক্রবারে নাকি ঐ বালককে পাওয়া যায়। বালকটাকে, কাহার সন্তান, নাম কি, তাহার নিবাস কোথায়—এ সকল পরিচয় কেহই বলিতে পারিল না, বালক নিজেও আপনার কিছুই পরিচয় দিল না। মহাদেব তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া পুত্রের মত প্রতিপালন করিতে লাগিল। এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়া দিল। কথিত আছে, পূর্ণচন্দ্র প্রায় বার বৎসর কাল বাকুইয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন।

বার বৎসর পরে তিনি এক গন্ধবর্ণিকের বাটীতে গিয়া দুই বৎসর থাকেন। সেখানে হইতে এক জমিদারের ঘরে দেড় বৎসর বাস করেন। তাহার পর পূর্ববাঙ্গালায় গিয়া দেড় বৎসর ছিলেন। পরিশেষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সাতাইশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি বেজরা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে হট্ট ঘোষ প্রথমে তাঁহার শিষ্য হইলেন। অতঃপর ঘোষপাড়ার রামশরণ পালও তাঁহার উপদেশ পাইয়া কর্ত্তাভজা মত প্রচার করিতে লাগিলেন। আজও দোলের সময়ে তথায় মহা সমরোহে মেলা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, ছিন্নান্তরে মধুসূতরের সময়ে (১১৭৬ সালে) রামশরণ পাল স্মৃৎসাগরের বাজারে চাউল খরিদ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে আউলে চাঁদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আউলেচাঁদ, রামশরণের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার আর একটা গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। রামশরণপাল আপনার ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছিল। আউলেচাঁদ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে রামশরণের সঙ্গে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাহাকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

আউলেচাঁদের গায়ে কাঁথা, কোমরে কোপীন; তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান ভাবিতেন এবং সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন। রন্ধনভাতির প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল না। মুসলমানেরাও তাঁহার কাছে উপদেশ লইত। বোধ হয়, মুসলমানেরাই তাঁহাকে ‘আউলে’ এই নাম দিয়া থাকিবেন। পারস্যভাষায় আউলিয়া শব্দে বৃজ্জগৎ অর্থাৎ বৃজ্জককে বুঝায়। এবাদ আছে আউলেচাঁদ পায়ে খড়ম দিয়া গজার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেন; অনেক কৃষ্ঠ আত্মরকে আরোগ্য করিয়াছিলেন, এবং মৃতব্যক্তিকেও বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। অসুমান হয়, এই সকল বৃজ্জকীর জন্ত মুসলমানেরা তাঁহাকে ‘আউলিয়া’ বলিয়া ডাকিতেন।

আউলেচাঁদের অনেকগুলি নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আউলেচাঁদ, প্রভু, আউলে মহাপ্রভু, আউলে ফকির, আউলে ব্রহ্মচারী, কাকালি প্রভু, ফকির ঠাকুর, সাঁই, গোসাঁই এই রূপ অনেক নামে তিনি জন সমাজে প্রসিদ্ধ। কর্তাভজারা বলেন যে মহাপ্রভু ত্রীকৈত্রে গিয়া তিরোহিত হন। পরে তিনিই আবাব ‘আউলেচাঁদ’ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সর্ব প্রথমে বাইশজন লোক আউলেচাঁদের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম এই,—১ হটুঘোষ, ২ বেচুঘোষ, ৩ রামশরণপাল, ৪ নয়ন, ৫ লক্ষ্মীকান্ত, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরিঘোষ, ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্দরাম, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণুদাস, ১৬ কিশু, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্রামকাসারী, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচু কইদাস, ২১ নিধিরাম ঘোষ, ২২ শিশু-রাম। (আউলেচাঁদ দোয়াগোরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার)।

এ প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে আউলেচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রভু পর-লোকগমন করিলে শ্রামবৈরাগী, হরিঘোষ, হটুঘোষ, কানাইঘোষ, রামশরণ পাল, ভীমরায় রজপুত, সহস্র-রাম ঘোষ এবং বেচু ঘোষ এই আট জন শিষ্য বোয়ালে গ্রামে তাঁহার কাঁথার সমাধি দেন। পরে চাকদহের তিন ক্রোশ পূর্বে পরারি নামক গ্রামে তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া সেইখানে সমাজ দিলেন।

এখন অনেক ভক্তলোক আউলেচাঁদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুবর্ণবণিকই অধিক।

অনেক বৈশ্যও এই মতামতসারে চলিয়া থাকে। আউলেচাঁদের শিষ্যদের সকলেরই একমন, সকলেই মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া থাকিতেন, তজ্জন্ত এই মতাবলম্বীদের ‘একমুনে’ও কহে। এবং তাঁহারা ‘জরকর্তা’ বলিয়া আউলেচাঁদের সম্বোধন করিতেন, সে কারণ ঐ সম্প্রদায়ের লোক ‘কর্তাভজা’ নামে বিখ্যাত।

এ ভাবের মানুষ কোথা হ’তে এল।

এর নাইকো রোর, সদাই তোঁর, মুখে বলে সত্য বল।

এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটা মন,
জর কর্তা বলি, বাছ তুলি, কলো প্রেমে চলাচল।

এ যে তারা দেওরায়, মরা বাঁচায়;

এর ছকমে গঙ্গা শুকাল।

আউলে সম্প্রদায়ের গুরু নাম মহাশয় এবং শিষ্যের নাম বরাতি। দীক্ষা করিবার সময়ে মহাশয়, শিষ্যকে প্রথমে এই উপদেশ দেন যে,—‘গুরু সত্য’। গুরু, শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন,—‘তুই এ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবি?’ শিষ্য উত্তর দেয়—‘পারিব’। তাহার পর গুরু বলেন,—‘তবে তুই মিথ্যা কথা কহিতে পারিবি না, চুরী করিবি না, পরজীগমন করিবি না এবং আপ-নার জীসঙ্গও অধিক করিবি না।’ শিষ্য অঙ্গীকার করে,—‘আমি করিব না’। শেষে গুরু কহেন,—‘বল তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য’। শিষ্য তখন এই বলিয়া মন্ত্রগ্রহণ করে,—‘তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য’। মন্ত্রদান করা হইলে গুরু এই কথা বলিয়া দেন যে,—আমার অনুমতি ভিন্ন তুই এ নাম আর কাহাকে বলিস্ নে।

ক্রমে শিষ্যের মনে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিলে গুরু এই রূপ উপদেশ করেন,—‘কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার স্তূপে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমাছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু’।

আউলেচাঁদ মহাপ্রভু দশটি পাপকর্ম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সেই দশটি পাপ কর্ম এই,—

তিনটি শারীরিক পাপকর্ম—পরজীগমন, পরজব্যা অপহরণ এবং প্রাণিহত্যা করা।

তিনটি মানসিক পাপ—পরজীগমনের ইচ্ছা, পরের জব্যা অপহরণের ইচ্ছা এবং পরের প্রাণনাশ করিবার ইচ্ছা।

চারটি বাচনিক পাপ—মিথ্যা কথা বলা, কটুবাক্য প্রয়োগ, অনর্থক বাক্য বলা এবং প্রলাপ বাক্য বলা।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে প্রথমে এ সম্প্রদায়ের কিছু মাত্র ব্যভিচার দোষ ছিল না। ইহাদের একটি প্রচলিত বচন আছে,—‘মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা’। এই নিয়মামুসারে পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগিনীর মত জানিতেন এবং ভগিনী বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাদের জাতিভেদ নাই, সকলে এক সঙ্গে ভোজন ও এক সঙ্গে শয়ন করিতেন। কিন্তু এই রূপে স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে বাস করিতে করিতে এখন ব্যভিচার দোষ এই সম্প্রদায়ের সাধনের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্প্রদায়ের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এক মাত্র জন্মের উপাসনা করাই ইহাদের সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু আউলেচাঁদ নিজে মানুষ ছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহারা বলেন যে, মানুষই সত্য এবং মানুষ গুরুই পরম পদার্থ। চৈতন্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা যেমন ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুপাত করেন এবং তাঁহাদের শরীর কম্পিত ও পুলকিত হয়, আউলে সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যেও ঠিক সেই নিয়ম আছে। রাত্রিতে গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রেমালাপন ও গৃঢ়সাধনের সময়ে ইহাদের অশ্রুপাত ও শরীর রোমাঞ্চিত এবং মোহ হইয়া থাকে। [অন্তান্ত্র বিবরণ ‘কর্তাভজা’ শব্দে দেখ]।

আউলো। পাগল। নির্বোধ।

আউশধান। ইহা ‘আশুধান’ এই শব্দের অপভ্রংশ। কোন কোন স্থানে ইহা বৈশাখ মাসে বোনে। কোথাও বা আউশধান আষাঢ় মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহা ভাদ্রমাসের শেষে পাকিয়া থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে ইহা মধুর, পাকে গুরু এবং ইহাতে অন্ন ও পিত্তবৃদ্ধি হয়।

আওটান। ইহা আবর্ত শব্দের অপভ্রংশ। দুধাদি হাতা প্রভৃতি দ্বারা নাড়িয়া সিদ্ধ বা পাক করা।

আওড় (গ্রাম্য) যেখানে নদী বক্র হইয়া ফিরিয়া যায় তাহাকে আওড় কহে।

আওড়ান (দেশজ) আবৃত্তি করণ। ‘তিনি মন্ত্র আওড়াই-তেছেন’ এই রূপ ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ হয়।

আওতা (দেশজ) ছায়া। আবরণ। আবৃত স্থান। যেমন—‘আওতার বৃক্ষাদি জন্মে না’।

আওতান (দেশজ) ফুল বা গাছের পাতা শুকাইবার পূর্বে নম্র হইয়া পড়া। গাছে পাতা ‘আউতিয়া’ বা ‘আওতিয়া’ পড়িয়াছে’ এই রূপ ক্রিয়া পদেরও ব্যবহার হয়।

আওলাত (রেজ) বৃক্ষাদি সম্পত্তি।

আংটা। আগুন রাখিবার নিমিত্ত লোহার পাত্র বিশেষ। বড়শীর মত ঝাঁক দ্রব্য বিশেষ। আঁকড়া।

আংটি। আকুটি। ইহা অনুরীক শব্দের অপভ্রংশ।

আঁক। ইহা অঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। দাগ। যেমন—‘তিনি অঙ্কার দিয়া আঁক পাড়িতেছেন’। গণিতের বিষয়। যেমন—‘তিনি আঁক কসিতেছেন’। অর্থাৎ হিসাব করিতেছেন।

আঁকা। চিত্র করা। যথা—‘আঁকা সেই বাকা ঠাম উজ্জল কজ্জলে’। কোন দ্রব্য পাক করিবার সময়ে আগুনের তাপে তাহা কিঞ্চিৎ পুড়িয়া গেলে এক প্রকার পোড়া-দুর্গন্ধ হয়, তাহাকে ‘আঁকা’ বা ‘আঁকাগন্ধ’ কহে।

আঁকড়া। লৌহ প্রভৃতি নিখিত বড়শীর দ্বারা পদার্থ। ইহাতে কোন দ্রব্য লাগাইয়া রাখা যায়। আংটা।

আঁকড়ান (দেশ) বোধ হয় ইহা আকুড়ান শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ—হস্তাদির দ্বারা জড়াইয়া ধরা। তিনি তাহাকে আঁকড়াইয়া বা আঁকুড়িয়া ধরিয়াছেন, অর্থাৎ জড়াইয়া ধরিয়াছেন। আঁকড়ে বা আঁকুড়ে ‘ক’—এই ক যুক্ত বর্ণের একরূপ নাম হইবার কারণ এই যে, ঐ বর্ণ যেন কুণ্ডলী-আকারে কাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে।

আঁকুড়। ইহা অঙ্কুর শব্দের অপভ্রংশ। যেমন—‘ঘারে আঁকুড় পাতিয়াছে,’ অর্থাৎ বা শুক হইবার পূর্বে তাহাতে নূতন মাংস গজাইয়াছে। তালের আঁকুড় অর্থাৎ তাল-আঁটার শাঁস।

আঁকুষি। ইহা আকর্ষণী শব্দের অপভ্রংশ। কষ্টির বা বাকারির ডগায় ছোট এক খণ্ড কাঠী বাধিয়া অঙ্কুর আকার করিলে তাহাকে আঁকুষী বা আঁকুষি কহে। আঁকুষি দ্বারা উচ্চ স্থান হইতে ফল, ফুল প্রভৃতি দ্রব্য টানিয়া পাড়িতে পারা যায়। আঁকুষি বড় আকারের হইলে তাহাকে হুকা বা নগা অথবা লগা কহে।

আঁকনী। পোলাও প্রভৃতি পাক করিবার পূর্বে নানাবিধ মসলা সিদ্ধ করিয়া যে জল প্রস্তুত করা হয় তাহাকে আঁকনী বা আঁকনীর জল কহে। আঁকনী প্রস্তুত করিতে হইলে সচরাচর এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়,—আদা ২ তোলা, পিঁয়াজ আধতোলা, রসুন আধ তোলা, এই সকল দ্রব্য অন্ন ছেঁচিয়া লইবে। ধনে ২ তোলা, গোলমরিচ ১ তোলা, কাঁচাবিচনি আধ তোলা, হরিদ্রা ছেঁচা ১ তোলা, কুচুম অর্দ্ধ তোলা, এই সকল

জ্বা কাপড়ের পুঁটুলীতে বাধিয়া আবৃত পাঞ্জের মধ্যে ছই সের জল ও এক সের মাংস ও অর্দ্ধ পোয়া বুটের ডাউলের সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। বুটের ডাউলও কাপড়ের পুঁটুলীতে বাধিয়া রাখিবে। অমুমান এক সের জল থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই জলকে আঁকনী কহে। ইহাতে পোলাও, খিচুড়ী, ডালনা প্রভৃতি পাক করিলে তাহা বিলক্ষণ সুস্বাদু হয়।

আঁকশলী (দেশজ) ঢেঁকীর মধ্যস্থলের ছিন্ন দিয়া যে কাঠবণ্ড উত্তর পার্শ্বের পোয়ার উপরে থাকে। ‘আঁকশলী পোয়া মোনা করে মেকামেকি’। (অন্নদায়জল)। আঁখি। ইহা অন্ধ শব্দের অপভ্রংশ। ‘যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকে দেখতে পাই, সজল আঁখি জলধর বরণে’ (হরু)।

আঁচ। আঁচনের উত্তাপ। যেমন—‘অধিক আঁচ না দিলে তামা গলে না’।

আঁচড়। আঁচড়ান। নথাঘাত। কোন অস্ত্র বাঁরা অন্ন আঘাত করা বা সামান্য দাগ দেওয়া। ‘নথ আঁচড় লাগিল দেখ’। (বিদ্যা)। চিকুণী দিয়া চুল মার্জিত করাকে আঁচড়ান কহে।

আঁচল। ইহা অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ।

আঁচা-আঁচি। বিবেচনা করাকরি। ঠাহরান ঠাহরানি। ‘কি করি ছজনে মনে করে আঁচা-আঁচি’। (বিদ্যা)।

আঁচান। ইহা আচমন শব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালার অন্নাদি ভোজনের পর মুখ ধৌত করাকে আঁচান কহে।

আঁচিল। শরীরে কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিৎ উচ্চত্রণের জায়গা পদার্থ জন্মে তাহাকে আঁচিল কহে। স্থান বিশেষে ইহাকে আঁচুলী বলে।

আঁজনাই। চকুর পাতার ত্রণ রোগ বিশেষ। গিরগিটী জন্ত বিশেষ। [অজ্ঞানিকা শব্দের অপভ্রংশ]।

আঁজলা। ইহা অঞ্জলি শব্দের অপভ্রংশ। এক আঁজলা জল।

আঁটি। দৃঢ়। শক্ত। কড়া কড়।

আঁটকুড়া। বাহার সন্তানাদি নাই। অপুত্রক।

আঁটন (দেশজ) দৃঢ়রূপে বন্ধন।

আঁটা। আঁটাল (দেশজ) দৃঢ়বন্ধ।

আঁটি। ইহা অণী শব্দের অপভ্রংশ। ফলের কঠিন বীজ। তৃণাদির মুষ্টিপরিমিত গুচ্ছ। কোন স্থলে আঁটি-এইরূপ উচ্চারিত হয়।

আঁতুড়। ইহা অস্ত্রকট অথবা অরিষ্টশব্দের অপভ্রংশ। হুতিকাগ্ধ।

আঁৎ। ইহা অস্ত্র শব্দের অপভ্রংশ। পেটের মাড়ীফুঁড়ী।

আঁৎকান। চমকিয়া উঠা। ভয় পাওয়া।

আঁৎমোড়া। বৃক্ষবিশেষ। (Heticteris Isora) এই গাছ অধিক বড় হয় না। ফল গুলি পিপুলের মত লম্বা ও সরু এবং তাহাতে ছুর মত পাক দেওয়া। ইহা বাঙ্গালার দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। তৈলের সঙ্গে ফল পাক করিয়া সেই তৈল কাপে দিলে পুঁজ পড়া নিবারণ হয়। শিশুদের পেটবেদনা করিলে তৈলের সঙ্গে ফল বসিয়া পেটের উপরে মর্দন করিলে উপকার হইয়া থাকে। এই ফলের আকার অস্ত্রের মত মোচড় দেওয়া, তাই লোকের বিশ্বাস যে, অস্ত্র-রোগে ইহা হিতকর।

আঁৎরসা। শিশুদিগের উদরাময় সীড়া।

আঁধার। ইহা অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশ।

আঁব। অস্ত্র শব্দের অপভ্রংশ।

আঁশ। অস্ত্র শব্দের অপভ্রংশ। শোঁরা। শক। হুস্ত তত্ত্ব।

আঁশান। অন্ন শুক হওয়া। ‘কাপড় আঁশাইয়া লইয়াছে’।

আঁকাঁড়া। ইহা ‘আকণ্ডিত’ শব্দের অপভ্রংশ। চাউল ধান প্রভৃতি যাহা ঢেঁকীতে কাঁড়া হয় নাই। যে চাউল প্রভৃতির কুঁড়া প্রভৃতি পরিত্যক্ত করা হয় নাই।

আক। ইহা ইক্ষু শব্দের অপভ্রংশ।

আকজ। আকেকজ। শত্রুতা। বিবাদ।

আকত্যা (স্ত্রী) ন কতঃ স্বচ্ছতাকারী। নঞ-তৎ। তত্ত্ব ভাবঃ ব্যঞ্। অস্বচ্ছতাকারিত্ব। *। ন নঞ পূর্বাৎ তৎপুরুষাদচতুর সঙ্গত লবণ বট যুধ কত রস লসেভ্যঃ। পা ৫। ১। ১২১। চতুরাদি ভিন্ন নঞ-তৎপুরুষের উত্তর পূর্বোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয় হয় না। এখানে চতুরাদি হইয়াছে বলিয়া ব্যঞ্ হইল। নাস্তি কতো যন্ত। এই রূপ বহুব্রীহি প্রভৃতি হইলে তল্ বা স্ব হইবে। যেমন,—অকততা। অকতত্ব। (চতুর, সঙ্গত, লবণ, বট, যুধ, কত, রস, লস এই কয়কটা চতুরাদিগণ)।

আকন (পুং) আ-কন-অচ্। ঋষি বিশেষ। কর্ণাদি। কিঞ্ আকনারনি।

আকনাদী (Stephania hernandifolia) পাঠালতা। ইহার এই কয়েকটি সংস্কৃত পর্যায় দেখা যায়—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্টিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যুধিকা, স্থাপনী, প্রেরনী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাঙ্গীলা, কুচেলী, দীপনী, বন-তিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহতিক্তিকা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃন্তপর্ণী।

আকন্দাণী এবং নিমুখা একই লতা কিবা ইহার বিভিন্ন এ বিষয়ে উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা অনেক বিরোধ করিয়া থাকেন।

ইহা তিক্ত, শুষ্ক, উষ্ণ; ইহাতে বাত, পিত্ত, অর, দাহ, অভিসার, শূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। বৈদ্যেরা পুরাতন জ্বরে পাঠামূল ব্যবহার করেন। সাপে কামড়াইলে ইহার মূল মরীচের সঙ্গে বাটিয়া সেবন করিলে এবং দষ্ট স্থানে লাগাইলে উপকার হয়।

আকন্দ। অর্কবৃক্ষ (*Oalotropis gigantea*. ইংরাজি Mudar) বোধ হয় ইহা অর্ক শব্দের অপভ্রংশ। আকন্দ গাছ দুই প্রকার, খেত ও রক্ত। নদীর ধারে বালুকা-ময় স্থানেই এই গাছ অধিক জন্মে। সাধারণ আকন্দ গাছের এই কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়,—কীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, কীরকাণ্ডক, বিকীর, কীরী, ধর্জুয়, লীতপুশক, জন্তন, কীরগণী, বিকীরণ, সদাপুশ, সূর্যাস্রব, আক্ষোতক, তুলকল, শুকফল, বস্ক, আক্ষোত, গণরূপ, মন্দার, অর্কপর্ণ।

খেত আকন্দের এই কয়েকটি পর্যায়,—অলর্ক, রাজার্ক, প্রতাপস, গণরূপী। রক্ত আকন্দের এই কয়েকটি পর্যায়,—বিষোর, সদাপুশী, রূপিকা, আদিভ্যাপুশিকা, দিব্যাপুশিকা, অর্ক।

আকন্দ গাছ দুই হাত হইতে ৪।৫ হাত উচ্চ হয়। ইহার ফুল খেত ও রক্তবর্ণ। শিমূল পাকড়ার মত ইহার ফল ধরে; ফল পরিপক হইলে তাহাতে উত্তম তুলা জন্মে। ইহার পাতা, ফল ও ফুল ছিঁড়িলে তাহার বোটা হইতে জ্বরের মত আটা বাহির হয়। আকন্দ গাছে প্রায় বার মাস ফুল ফুটে। ডালের ছালের নীচে রেমের শ্রায় চিকণ খেতবর্ণ হুতা আছে।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা কটু, উষ্ণ, আধের, ইহাতে বাত, শোথ, ত্রণ, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রিমি প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহার মূল, শুষ্ক এবং জ্বদ বমনকর, শর্মকর, ধাতু পরিবর্তক এবং বিরেচক। ইহার মূলের ছাল চূর্ণ ১৫।৩০ গ্রেণ মাত্রার সেবন করাইলে রক্ত আমাশয় রোগ নিবারণ হয়। এই রোগে ইহা ঠিক ইপিকাকুরানার মত কার্য করে। অধিক মাত্রার সেবন করাইলে বমন হয়। ২ ড্রাম শুষ্ক মূলের ছাল অর্কসের উষ্ণজলে ভিজাইয়া অর্দ্ধছটাক মাত্রার সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ এবং কুষ্ঠরোগে উপকার করে। ইহাতে জ্বরের ক্রমি;

কাসি, শোথ এবং উদরী রোগও নষ্ট হয়। ইহার মূলের ছাল, ডালের ছাল, পাতা, আটা এবং ফুল সমভাগে লইয়া উত্তম রূপে পেষণ করিবে। পরে তাহাতে ছোট মটরের মত নড়ী করিয়া শুকাইয়া রাখিবে। এই বড়ী প্রত্যহ প্রাতে একটা করিয়া সেবন করিলে মানা প্রকার চর্মরোগ নষ্ট হয়। ইহার ফলের চূর্ণ ২।৩ রতি সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং সর্দি ও ইশানীকাসি আরোগ্য হইয়া থাকে। কত স্থানে আকন্দের আটা লাগাইলে বা শুকাইয়া বার। ঘুঁটের ছাইয়ের সঙ্গে আকন্দের আটা মিশাইয়া নাস লইলে হাঁচি হয়, হুঁতরাং সর্দিজনিত মস্তকবেদনা থাকে না। কথিত আছে যে, খেত আকন্দের মূল মরীচের সঙ্গে বাটিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

আকন্দের আটার গটাপার্চ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার তুলার বালিস হয়। উহাতে হুতা কাটিয়া কাপড় বুনিলে ঠিক কেলানালের মত বস্ত্র হইয়া থাকে। এই তুলার উত্তম কাগজও প্রস্তুত হয়। আকন্দের ছালের হুতা বিলক্ষণ ভারসহ। ইহাতে অনেকে ধনুকের হিলা করিয়া থাকে। আকন্দের এবং অস্ত্রান্ত হুতার কত ভার রাখিতে পারে, সিকি ইঞ্চি ফুল তে-থেরে নড়ীতে তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|--------|-----|-----|
| আকন্দ | ... | ... | প্রায় | সের | ২৭৬ |
| শণ | ... | ... | " | " | ২০৩ |
| মুগরা | ... | ... | " | " | ১৮১ |
| কার্পাস | ... | ... | " | " | ১৭০ |
| মুর্কামূল | ... | ... | " | " | ১৫৮ |
| মেস্তাপাট | ... | ... | " | " | ১৪৫ |
| নারিকেল ছোবড়া | ... | ... | " | " | ১১২ |

আকম্প (পুং) আ-ঈষদর্থে-কপি চলনে-সক্। অন্নকাঁপা।

আকম্পন (ত্রি) আকম্পাতে আ-ঈষদর্থে-কপি-বৃচ্। ৯।

চলন শকার্থাদকর্মকাহ্যচ্। পা ৩। ২। ১৪৮। অন্ন-কম্পনশীল। (ক্লী) ভাবে লুট্, অন্ন কাঁপা। আ-কপি-গিচ্-ভাবে লুট্। অন্ন কাঁপান। আ-কপি-গিচ্-ল্যু, (ত্রি) যে অন্ন কম্পিত করে।

আকম্পিত (ত্রি) আ-কপি-কর্তরি ক্ত। ঈষৎ কম্পিত।

(ক্লী) ভাবে ক্ত। ঈষৎ কম্পন। (ত্রি) গিচ্-কর্মণি ক্ত ইট্-গিচ্-লোপঃ। ঈষৎ চালিত।

আকম্প্র (ত্রি) আ-কপি-র। ঈষৎ কম্পনশীল। ৯। নমি-কম্পি ইত্যাদি রঃ। পা ৩। ২। ১৬৭।

আকর (পুং) আকর্ষতি সত্ত্বয় নিশাদয়তি ব্যবহারঃ যত্র।
আ-ক-আধারে ব। সমুহ। শ্রেষ্ঠ। আকীর্ণ্যতে ধাত-
বোহ্য আ-ক-আধারে অপ। ধাতুরাদির উৎপত্তিস্থান।
খনি। কোন জব। থাকিবার স্থান মাত্র। যেমন, পদ্মা-
কর সরোবর; গুণাকর ব্যক্তি ইত্যাদি।

আকরকড়া (Pyrethrum indicum) গুলনগ্ৰীবা গুল-
চিনি এবং আকরকড়া বাজারে প্রায় এক বস্ত বলিয়াই
বিক্রীত হয়। ইহা কন্দীর এবং লাধকে জন্মে। ইহার
মূল অঙ্গ কাল, মুখে রাখিলে কাসি নিবারণ হয়।
তত্ত্ব ইহা শূলরোগে, বায়ুশুলে, মস্তকবেদনার এবং
সান্নিপাতিক জরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আকরিক (ত্রি) আকরে নিযুক্ত: ঠাঞ্। রত্নাদির উৎ-
পত্তি স্থলে রাজার নিযুক্ত লোক।

আকরিন্ (ত্রি) আকরঃ উৎপত্তিস্থানমন্ত্যন্ত আকর-
প্রাশস্ত্যে ইনি। প্রশস্ত আকরজাত।

আকরোট। আখরোট (Aleurites moluccana) ইহা
সংস্কৃত আখোট শব্দের অপভ্রংশ। এক প্রকার ফলের
গাছ। ইহা পঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি স্থানের পর্বতে
জন্মে। ফল গুলি দেখিতে প্রায় বহেড়ার মত, উপরে
শিরা আছে এবং বৃক বাদামের জায় কঠিন। ভিতরের
শাঁস তৈলাক্ত এবং খাইতে প্রায় বাদামের মত।
ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং লঙ্কায় ইহার তৈল বাহির
করা হয়। উহার নাম 'কেকুনা তেল'। তৈল বাহির
করা হইলে খইল গোরুতে খায়। সারের জন্ত উহা
ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়।

আকর্ণ (অব্য) আকর্ণং কর্ণপর্যন্তঃ (আঙ্ মর্যাদা-
তিবিধ্যোঃ। পা ২। ১। ১৩) ইতি অব্যয়ী। কর্ণ
পর্যন্ত। আকর্ণ সন্ধান—অর্থাৎ কর্ণপর্যন্ত ধনুকের
ছিলা টানিয়া সন্ধান। পূর্ণসন্ধান।

আকর্ণন (ক্ৰী) আকর্ণ-লুট্। শ্রবণ। শুনা।

আকর্ষ (পুং) আকৃষ্যাতে হনেন আ-কৃষ-করণে ঘঞ্।
পাশক। পাশা বা দাবা খেলার ছক্। পাশা খেলা।
ইঞ্জির। ধর্ম্মচারীর ধর্ম্মবিদ্যা অভ্যাস। ভাবে ঘঞ্।
আকর্ষণ। আধারে ঘঞ্। কঠি পাথর। অত্রানিতে শাণ
দিবার পাথর। বৃকসং ফলপত্রাদি আকৃষ্যাতে হনেন করণে
ঘঞ্। অকুশাকার আঁকুবি। আকর্ষঃ শ্বেব আকর্ষষঃ।
সি० কো०। পা ৫। ৪। ১৭ হৃত্বে; আকর্ষতি কর্ত্তরি অচ্।
(ত্রি) আকর্ষণকর্ত্তা। যে আকর্ষণ করে। আকর্ষণে চরতি
ঠল্। (ত্রি) আকর্ষিক। আকর্ষণচারী। (ক্ৰী) আক-

র্ষিকী। আকর্ষণচারিণী স্ত্রী। (আকর্ষঃ পাশকে ধরা
ভাসানে। দ্যুতইঞ্জিরে। আকৃষ্টোশারিকলংকেহপি। হেম)
আকর্ষক (পুং) আকর্ষতি সরিকৃষ্টং লোহং আ-কৃষ-মূল।
চুষক। (ত্রি) আকর্ষণকর্ত্তা। আকর্ষে কুশলঃ (আকর্ষা-
দিভ্যঃ কন্। পা ৫। ২। ৬৪) ইতি কন্। আকর্ষণকুশল।
যিনি ভাল আকর্ষণ করিতে পারেন। (আকর্ষাদিত্য
ইতি রেক রহিতো মুখ্যঃ পাঠঃ। অকর্ষো নিকষঃ।
সি० কো०)।

আকর্ষণ (ত্রি) আ-কৃষ-লুট্। এক স্থানের বস্তুকে বলপূর্বক
অন্য স্থানে টানিয়া আনা। আকৃষ্যাতে হনেন করণে
লুট্। আকর্ষণসাধন তত্ত্বোক্ত হয়টী কর্ণের অন্তর্গত
বিধান বিশেষ। এই বিধান দ্বারা ক্রীলোক প্রভৃতির
মন চকল করিয়া তাহাদিগকে কোন অভীষ্ট স্থানে আনা
যায়। ত্রিপুরাসারতন্ত্রে তাহার প্রক্রিয়া এই রূপ লিখিত
হইয়াছে; যথা,—‘ওঁ শ্রী শ্রী শ্রী ত্রিপুরাদেবি। অমুকীং
আকর্ষ আকর্ষ স্বাহা’। এই মন্ত্র দশ হাজার বার জপ
করিতে হয়। রক্তচন্দন এবং কুঙ্কুম দ্বারা ঘটকোণ চক্র
আঁকিয়া শ্রী এই বীজ দ্বারা পূজা করিবে। ত্রিপুরা-
সার ধ্যান এই—

ভাবয়েচ্ছতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চক্রেশেখরাং।

বালার্ককিরণপ্রখ্যাং সিন্দুরারুণবিগ্রহাং।

পদ্মক দক্ষিণে পাণৌ জপমালাং বামকে।

এই রূপ ধ্যান করিয়া ঘোড়শোপচারে দেবীর পূজা
ও উক্ত মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করিলে উর্ধ্বলী রক্তা
প্রভৃতি অঙ্গরো গণকেও আকর্ষণ করা যায়।

আকর্ষণী (ক্ৰী) আকৃষ্যাতে উঠেঃসং কলাদি নিকটং
নীরতে অনয়া আ-কৃষ-করণে লুট্ টিহাং কীপ্। বৃক
হইতে ফল প্রভৃতি পাড়িবার আঁকুবি। তত্ত্বোক্ত মুদ্রা
বিশেষ। যথা তন্ত্রসারে,—

মধ্যমাতর্জনীভ্যাঙ্ক কনিষ্ঠানামিকে সমে।

অকুশাকার রূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেখরি ॥

অঙ্গুষ্ঠন্ত নিযুক্তীত কনিষ্ঠানামিকোপরি।

ইয়মাকর্ষণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণীমতা ॥

অকুশাকার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির সহিত
প্রথমে কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমান রূপে ধরিয়া
পরে হাতের তেলোর মধ্যস্থলে সেই অঙ্গুলি দুইটা গুটা-
ইয়া তাহার উপরে অঙ্গুষ্ঠ দিবে। তাহারই নাম আকর্ষণী
মুদ্রা। এই মুদ্রা দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল আকর্ষণ
করা যায়।

আকর্ষাদি। অকর্ষাদি (পুং) আকর্ষঃ আকর্ষঃ বা আদি-
যন্ত। বহুব্রী। কন্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত পানিনির উক্ত-
শব্দের গণ বিশেষ। আকর্ষ, আকর্ষ, অসক, পিশাচ, পিচু, অশনি, অশ্বিন, নিচর, বিজয়, জয়, চর, আচর, অর, নর, পান, পীঠ, হ্রদ, হ্রাদ, হ্রাদ, গঙ্গাদ, শকুনি, নিপাদ, দীপ, এই কয়েকটি আকর্ষাদিগণ। (পা ৫।২।৬৪ হ্রদে দেখ)।

আকর্ষিক (ত্রি) আকর্ষণে আচরতি আকর্ষ- (আকর্ষাৎ ঠল্। পা ৪।৪।৯) ইতি ঠল্। যে আকর্ষণ দ্বারা আচরণ করে। আকর্ষণ কারী। (স্ত্রী) বিদ্যাং ভীষ্ম আকর্ষিকী। আকর্ষণকর্ত্রী। (আকর্ষণে নিবোধপলঃ। আকর্ষাদিতি পাঠান্তরম্। তেন চরতি আকর্ষিকঃ। বিদ্যান্ ভীষ্ম আকর্ষিকী। সিং কোঁ উক্ত হ্রদে)।

আকর্ষিন্ (ত্রি) আকর্ষতি আ-কৃষ-গিনি গুণঃ। আকর্ষণ কর্তা। (স্ত্রী) ভীষ্ম আকর্ষিণী, আকর্ষণকর্ত্রী। সম্পূর্ণক আকর্ষিন্ শব্দ দ্বারা (সমাকর্ষিন্) দূরগামী গন্ধকে বুঝায়, কারণ সে দূরস্থ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে। (সমাকর্ষী তু নির্হারী। অমর)।

আকলন (স্ত্রী) আ-কল-লুট্। আশঙ্কা। গ্রহণ। সংগ্রহ। গণন। অহুসঙ্কান। পরিসংখ্যা। বন্ধন। আকাজ্জা।

আকলিত (ত্রি) আ-কল-ক্ত। অমুগত। অমুকৃত। গ্রথিত।

আকল্ল (পুং) আকল্লতে আ-ক্লপ-ঘঞ্। বেশরচনা। ভূষণ। অলঙ্করণ। সজ্জীভূত করা। (অব্য) কর পর্যন্ত। 'আকল্লং নরকে বঃসং। স্মৃতি।

আকল্লক (পুং) আকল্ল-কন্। তমঃ। মোহ। গ্রহি। উৎ-
কর্ষা। হর্ষ।

আকষ (পুং) আকষাতে যত্র আ কষ- (গোচরসঞ্চর ইত্যাদি পা ৩।৩।১৯ হ্রদে চকারোহমুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। চাৎ কষ ইতি সিং কোঁ) ইতি ঘ-প্রত্যয়ঃ। স্বর্ণাদি কসিবার পাথর। কণ্ঠি পাথর। আকষে কুশলঃ। আকষ-
কন্ (ত্রি) আকষক। স্বর্ণ কসিবার হিতজনক। [আকর্ষ শব্দে হ্রদে দেখ]।

আকস্মিক (ত্রি) অকস্মাৎ ইত্যবায়ং কারণাভাবার্থকং অকস্মাৎ কারণং বিনৈব ভবঃ বা (বিনয়াদিভ্য ঠক্। পা ৫।৪।৩৪। ইতি ঠক্ টিলোপঃ। অকস্মাৎ জাত। হঠাৎ উৎপন্ন। (স্ত্রী) ভীষ্ম আকস্মিকী। চার্বাকেরা এই জগৎকে আকস্মিক কহেন। কারণ তাঁহাদের মতে সকল পদার্থই অকস্মাৎ অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা কহেন, বনে কেহই বীজ

রোপণ করে না; তাহাতে কেহ জল দেয় না, তথাপি সেই বীজ যেমন আপনি অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া থাকে, তেমনি জগতের কোন কারণ নাই, আপনিই এক ভাবে চলিতেছে। আর অগ্নির যেমন উষ্ণতা গুণ এবং জল ও বায়ুর শৈত্যগুণ স্বাভাবিক, তদ্রূপ অন্ত সকল বস্তুর গুণও স্বাভাবিক, অর্থাৎ তাহার কোন কারণ নাই।

আকাজ্জা (স্ত্রী) আ-কাজ্জ- (গুরোচ্চ হলঃ। পা ৩।৩। ১০৩) ইতি অ টাপ্। অভিলাষ। ইচ্ছা। প্রীতিতির শেষ না হওয়া। প্রোতার জিজ্ঞাসা স্বরূপ।

(বাক্যং শ্রাদ্ যোগ্যতাকাজ্জাসত্তিযুক্তপদো-

চরঃ। সাহিত্যং দ০)।

যোগ্যতা আকাজ্জা আসত্তিযুক্ত পদ সমূহের নাম বাক্য। (আকাজ্জা প্রীতিতি পর্য্যবসান বিরহঃ। স চ প্রোতুর্জিজ্ঞাসা স্বরূপঃ। নিরাকাজ্জস্ত বাক্যে গো-রথঃ পুরুষো হস্তীত্যাাদীনামপি বাক্যং শ্রাদ্। সাহিত্যং দ০)। জায়শান্নোক্ত বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতু সৰ্ব্বদ বিশেষ। যে পদ ব্যতিরেকে যে পদের অর্থ হয় না, সেই পদে সেই পদবস্তুরূপ সৰ্ব্বদ। একটা পদ ব্যতিরেকে অর্থের অভাব। যেমন 'দাসভাৰ্য্যা'। এই কথা বলিলে, 'কাহার দাসভাৰ্য্যা' ? এই রূপ আকাজ্জা থাকে বলিয়া অর্থের অভাব হয়। পরে 'চৈত্রস্ত' চৈত্রের, এই রূপ সৰ্ব্বদ পদের উল্লেখ করিলে তাহার সহিত অর্থ হয়ইয়া থাকে। তখন আকাজ্জার নিবৃত্তি হয়।

আকাজ্জিত (ত্রি) আ-কাজ্জ-কর্মণি ক্ত। ইচ্ছার বিষয়। যে বস্তুকে ইচ্ছা করা হইয়াছে।

আকাজ্জিন্ (ত্রি) আকাজ্জতি অভিলষতি আ-কাজ্জ-গিনি। ইচ্ছাযুক্ত। প্রত্যাশী। (স্ত্রী) ভীষ্ম আকাজ্জিণী। আকটমূর্খ। আকটমগুণ। অত্যন্ত মূর্খ। অত্যন্ত গোমার। [অকটমূর্খ শব্দ দেখ]।

আকামান। অমুণ্ডিত। যে সাপের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই।

আকার্য (পুং) আ-চি-কর্মণি ঘঞ্ চিত্তৌ কৃৎস্ম। চীর-মান অগ্নি। যজ্ঞেব যে অগ্নিকে সঞ্চর করিতে হয়। *। নিবাস চিতিশরীরোপসমাধানেন্দ্ৰাদেশ কঃ। পা ৩।৩।৪১। নিবাস, চিতি (চয়ন), শরীর, উপসমা-ধান (রাশীকরণ), এই সকল অর্থে চি শব্দের উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয় এবং আদির চ স্থানে ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ আকার্য শব্দে নিবাস কহেন।

আকার্যাব। ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকান

বিভাগের একটি জেলার নাম। কথিত আছে, গৌত-
মের জন্মের পূর্বে আরাকান ও ইহার রাজধানী রামবদী
বারাণসীর রাজাকে কর দিত। প্রায় ৮০০ খৃঃ অব্দে মুসল-
মানেরা আরাকান আক্রমণ করিতে আইসেন। নবম
শতাব্দীতে আরাকানের রাজা বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করেন।
তিনি চট্টগ্রামে সীতাগঙ্গ নামে একটি জয়ন্তস্ত নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলেন।

আকারাবে মহাভী নামে একটি মন্দির আছে।
গলয়ী নামে জনৈক রাজা এই মন্দিরনিৰ্ম্মাণ করাইয়া-
ছিলেন। ইহা পূর্বে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্তদিগের দুর্গ ছিল ;
তাহার পর ১৮২৫ সালে ইংরাজ সৈন্ত আসিয়া ইহা
অধিকার করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরাকানবাসীরা
দক্ষিণ পূর্ববঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে
ঢাকার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতির রাজারা তাহাদিগকে
কর দিয়া নিরুত্তি পান। ইহাকেই আমরা সচরাচর
মগের দৌরাখ্য বলি। মগেরা মেঘনা নদীর ধারে
সমস্ত দেশে আসিয়া বিস্তার অত্যাচার করিয়াছিল।
ক্রমে তাহারা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লইল এবং
তথায় পর্ন্ত গিজদিগকে বাস করিতে দিল। এই পর্ন্ত-
গিজরাও অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা
নৌকা করিয়া সর্বদাই মেঘনা নদীতে বেড়াইত এবং
বণিক, পথিক ও তীর্থযাত্রীদের সর্বস্ব লুটিয়া লইত।
কবিকল্পে যে—‘হারামের ডরে,’ ইত্যাদি উল্লেখ করা
হইয়াছে, সেই হারামরা এই ভলদস্য। তাহাদের এই
রূপ অত্যাচার দেখিয়া কিছুদিন পরে আরাকানবাসীরা
সমস্ত পর্ন্তগিজকে চট্টগ্রাম হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়।
এখান হইতে পলাইয়া তাহারা সান্তাইপ দীপে গিয়া
বাস করে। কিন্তু তাহাদের সেনাপতি ক্রোধে আরা-
কান আক্রমণ করিল। আরাকানের রাজা যুদ্ধে তাহার
প্রাণবিনাশ করিয়া সান্তাইপ দীপ অধিকার করিলেন
এবং তথাকার সমস্ত লোককে বন্দী করিয়া আনিলেন।

১৬৬১ সালে শা-সুজা, অরঙ্গজেবের ভয়ে আরাকানে
গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তথাকার রাজা
শা-সুজার কন্ডার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহা-
দিগকে বিবাহ করিতে চাহেন। শা-সুজা তাহাতে
অসম্মত হন। তজ্জন্ত আরাকানের রাজা, শা-সুজা ও
তাহার পুত্র প্রভৃতিকে একটি নদীতে ডুবাইয়া মারেন।

১৭৮৪ সালে আরাকান ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত করিয়া
লওয়া হয়। তজ্জন্ত আরাকানবাসীরা চট্টগ্রামে ও

অন্যান্য স্থানে আসিয়া ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় লইল।
ব্রহ্মবাসীরা তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য ইংরাজ-
দিগকে অহুরোধ করে, কিন্তু কেহই সে প্রস্তাবে
কর্ণপাত করিলেন না। সে কারণ ১৮২৪ সালে ব্রহ্ম-
দেশের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়। পরে ১৮২৬ সালের
সন্ধিস্থলে আরাকান ও তেনাসারিম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত
হইয়া পড়ে।

আকারাবে জলপথেই বাণিজ্য চলে। ধান, সুপারি,
পান, কলা, সরিষা, নারিকেল, নীল ও নানা প্রকার
শাকসব্জী এখান হইতে অন্ত্র আনীত হয়।

আকার (পুং) আ-কৃ-ঘঞ। মুক্তি। অবয়ব সংস্থান বিশেষ।
আক্রিয়তে বাজ্যতে হৃদগতোভাবোহেনেন আ-কৃ-করণে
ঘঞ। হৃদগত ভাব জ্ঞাপক মুখের প্রসন্নতা ও বিবর্ণতা।
রূপ-হর্ষ ও দুঃখ সূচক দেহের চেষ্টা। ভাবে ঘঞ।
হৃদগত ভাব জ্ঞাপন। মনোগত ভাব প্রকাশ। ইঞ্জিত।
তাদাত্ম্য। অভেদোপগম। সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ অভেদ
স্থানীয় পদার্থ বিশেষ। বিষয়িতা বিশেষ। সাংখ্যবাদীরা
বলেন, যে রূপ শরীরের পৃষ্টি দ্বারা ভোজনের অনুমান
হয়, যেমন মহুঘোর ভাষা দ্বারা তাহার জন্মভূমি অনু-
মান করা যায়, যে রূপ সন্তান দ্বারা স্নেহের অনুমান হয়,
তজ্জপ জ্ঞানরূপ আকার দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুমান হইয়া
থাকে। (ত্রি) আকারে কুশলং ঠঞ আকারিকম্।
ইঞ্জিতাদিতে নিপুণ।

আকারগুণ্ডি (স্ত্রী) গুণ্ডিগোপনম্ আকারস্ত মনোগত-
ভাবস্ত গুণ্ডিঃ। ৬-তৎ। রতাদিজনিত মুখের প্রসন্নতার
এবং ভরজনিত বিষাদদির প্রকৃত হেতু না বলিয়া অস্ত
হেতু বলিয়া তাহার গোপন।

আকারণ (ক্লী) আ-কৃ-গিচ্-ল্যুট্ গিচ্ লোপঃ। আস্থান।
যুচ্ টাপ্ আকারণ। আস্থান। (অব্যয়ী অব্যয়)
কারণপর্যন্ত।

আকাল (অব্য) কাল পর্যন্ত (আঙম্যাদাভিবিধ্যোঃ।
পা ২। ১। ১৩) ইতি অব্যয়ী। পূর্বদিনের যেকোন সময়ে
নিমিত্ত ঘটনাছে পরদিনের সেই সময় পর্যন্ত। যেমন,
এককালে বিদ্যাংগজনের সহিত বর্ষণ ও ইতস্ততঃ উদা-
পাত হইলে, পূর্বদিনে ঐ কারণগুলি যেমন সময়ে ঘটে
তৎপরদিনের সেই সময় পর্যন্ত অনধ্যায় হয়।
নিমিত্তকালমাত্র পরেদ্ব্যর্থ্যৎসএব কালস্তাবদাকালং।

(স্মার্ত)।

যে কালে যে কার্যের বিধান আছে সেই কাল

পর্বে ৬৯ অধ্যায়ে উহার বিবরণ লিখিত আছে।

আকাশপ্রদীপ (পুং) আকাশে লক্ষ্যীক বিকোন্তোবার্থঃ দীপমানো প্রদীপঃ। শাক॰ তৎ। সৌর কার্তিক মাসে প্রত্যহ উচ্চ স্থানে যে প্রদীপ দেওয়া হয়। উহাকে আকাশদীপও কহে।

হেমাদ্রির আদিপুরাণে আকাশপ্রদীপের এই রূপ নিয়ম করা হইয়াছে। গ্রহের নিকটে কোন প্রকার বজ্রের কার্ঠের পুরুষ প্রমাণ একটি স্তম্ভ পুতিবে। তাহাতে ববাস্থল তুল্য চিত্র করিয়া চুইহাত প্রমাণ পট্টিকা লাগাইবে। তাহার পর চারিকোণযুক্ত অষ্টদলাকৃতি কর্ণিকার মধ্যে আলো দিতে হয়।

আজিকালি আকাশ প্রদীপ দিবার প্রথা অল্প রূপ হইয়াছে। গ্রহস্বেরা বাটার ভিতরে অথবা বাহিরে বড় বাশ পুতেন। বাঁশের ডগার রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। তাহার পর আট-পলা ফানসের ভিতরে আলো দেওয়া হয়।

সমস্ত কার্তিকমাস আকাশ প্রদীপ দিবার নিয়ম আছে। কার্তিক মাসের প্রথম দিনে ব্রাহ্মণে গাছ পূজা করেন। ইহাতে লক্ষ্মীদামোদয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। পরে সন্ধ্যাকালে ফানসে প্রদীপ বসাইয়া দড়ী টানিয়া তাহা উপরে তুলিতে হয়। প্রদীপে তিলতৈল কিম্বা দ্বতাদি দিবার নিয়ম আছে। অপরাধে আকাশ প্রদীপ দিবার এই মন্ত্র লেখা হইয়াছে,—

দামোদরায় নভসি তুলার্যাং লোলয়া সহ।

প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোহ্নস্তায় বেধসে।

কার্তিকমাসে লক্ষ্মীর সহিত দামোদরকে আমি আকাশে এই প্রদীপ দিতেছি। বেধা অনন্তকে নমস্কার।

ইহার অল্প মন্ত্রও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—
নিবেদ্য ধর্ম্মায় হরায় ভূম্যৈ দামোদরায়াপ্যথ ধর্ম্মরাজে।
প্রজাপতিভাস্থথ সৎপিতৃভ্যাঃ প্রেতেভ্য এবাথ তমঃ
স্থিতেভ্যাঃ।

আকাশভাবিত (স্ত্রী) ভাব-ভাবেক্ত আকাশে ভাবিতম্।

৭-তৎ। আকাশে অদৃশ্য রূপে থাকিয়া দেবতারা যে কথা কহেন। দৈববাণী। শাক্যৎ দৈববাণী শুনা যায় না, কিন্তু মনে মনে একটি বিষয় ভাবা যাইতেছে তাহাতে দূর হইতে যদি কোন ব্যক্তি অন্তকে লক্ষ্য করিয়া, 'তাহা হইবে না বা হইবে', এই রূপ উত্তর দেন, তবে সেই বাক্য ফলিয়া থাকে। ইহাই এখনকার দৈব বাণী। ইহার নাম লরাক্ষিত। নাট্যশালায় কোন

দেবতার বাক্য বলিবার ক্ষমতা যেন দৈববাণী হইতেছে এই রূপ ভাবে নট অদৃশ্য থাকিয়া যে কথা বলেন, তাহাকে আকাশভাবিত কহে।

আকাশমণ্ডল (স্ত্রী) আকাশে মণ্ডলমিব। গগনমণ্ডল। আকাশের কোন আকার বা ইয়তা নাই, কিন্তু আকাশের মণ্ডলাকার বেটন না থাকিলেও উহা গোল বোধ হয়। সেই জন্ত উহার নাম আকাশ মণ্ডল হইয়াছে। নভোমণ্ডল প্রভৃতি শব্দ গুলিও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। তত্ত্বোক্ত ভূতগুলির অন্তর্গত চিন্তনীর জন্ম হয় হইতে ব্রহ্মরক্ষু পর্যন্ত অবস্থিত বৃত্তাকার স্বচ্ছ নভো-মণ্ডল।

আকাশময় (পুং) আকাশ (তৎ প্রকৃত বচনে ময়ট্। পা ৫।৪।২১) ইতি ময়ট্। আকাশ তুল্য আত্মা। আত্মাই ব্রহ্ম এবং আত্মাই বিজ্ঞানময়, মনোময়, বায়ুয়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, আকাশময়, বায়ুময়, তেজোময়, জলময়, পৃথিবীময়, এই কথা শাস্ত্রপত ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। শাস্ত্রপত ব্রাহ্মণের ভাব্যাকার লিখিয়াছেন, আত্মায় যে এই সংসার বন্ধ আছে তাহা বাস্তবিক নহে, কেবল উপাধি বিশিষ্ট মাত্র।

আকাশমাংসী (স্ত্রী) আকাশে জটা মাংস ইব বস্তাঃ। শাক॰ বহব্রী। জাতিদ্বাং ভীপ্। জটামাংসী।

আকাশমুখী। শৈব সম্প্রদায় বিশেষ। যে সকল সন্ন্যাসী সর্বদা উর্দ্ধমুখে থাকেন তাহাদিগকে আকাশমুখী কহে।
আকাশমূলী (স্ত্রী) আকাশেতে অভূমিবদ্ধতয়া প্রোক্ততে আকাশ-ভাবে যঞ্ তথোক্তং মূলমস্তাঃ। বহব্রী। জাতিদ্বাং ভীপ্। কৃত্তিকা। পান।

আকাশযান (স্ত্রী) আকাশে শূন্তে যারতে হনেন আকাশ-বা-লুট্। ৭-তৎ। যদ্বারা আকাশে উঠা যায়।
ব্যোমযান।

আকাশরক্ষিন্ (পুং) আকাশে রক্ষতি আকাশ-রক্ষণিনি। চর্গের বহিঃস্থিত প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া যাহারা গড় রক্ষা করে।

আকাশললিত (স্ত্রী) আকাশস্ত ললিতম্। আকাশ হইতে পতিত জল।

আকাশবচন (স্ত্রী) আকাশে বচনম্। ৭-তৎ। অলক্ষ্য হইয়া দেবতারা যে বাক্য বলেন। তদল্লকরণ নাট্য-কাণ্ডে বাক্য বিশেষ। [আকাশভাবিত দেখ]।

আকাশবৎ (ত্রি) আকাশঃ শূন্যম্ অন্ত্যস্ত গম্যম্বেন। আকাশ-মতুপ্ মন্ত বহুম্। আকাশপানী। (স্ত্রী) ভীপ্

আকাশবতী। আকাশগামিনী।

আকাশবন্ধন (স্ত্রী) আকাশে শৃঙ্খল বন্ধ পড়াঃ। ৭-৩২।

শৃঙ্খল মার্গ। আকাশ পথ।

আকাশবন্দী (স্ত্রী) আকাশত বন্দী লভেব। অমরবেল লভা। আকাশবেল।

আকাশবাণী (স্ত্রী) আকাশে ভবা বাণী। শাক. ৭-৩২।
অদৃষ্ট থাকিয়া শৃঙ্খল হইতে দেবতার বাক্য। [আকাশ ভাষিত শব্দ দেখ]।

আকাশবায়ু। (Atmosphere) পৃথিবীর চারিদিকে যে বাষ্পরাশি বেঠেন করিয়া আছে তাহাকে আকাশবায়ু কহে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদিগের জীবন ধারণের জন্য আকাশবায়ু নিত্যকাল আবশ্যক। এই বায়ু যোগে এক স্থান হইতে অল্প স্থানে শব্দ চালিত হয়। ইহার দ্বারা সূর্যের উত্তাপ লাগে এবং রৌদ্রের রূপান্তর ঘটে। আকাশবায়ু আছে বলিয়া গোখলী সময়ে আলোর পর ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসে। নতুবা সূর্য্য অস্ত গেলো একেবারেই অন্ধকার হইয়া পড়িত। ইহা দ্বারা মরীচিকা প্রভৃতি অদৃষ্ট ভৌতিক দৃশ্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধ্যাকর্ষণের নিমিত্ত আকাশবায়ুর আকার ঠিক ডিমের মত। ইহার সমস্ত ভার পৃথিবীর উপরে চাপিয়া আছে। অল্প অল্প তরল বস্তুর দ্বারা ইহারও চাপের ক্রিয়া ঠিক জলের তুল্য। কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অল্প অল্প তরল দ্রব্যের সদৃশ নহে। আকাশবায়ুর পরমাণু পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল হইতেছে। সুতরাং যে পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার জোর উপস্থিত হয় ইহার চাপও সেই পরিমাণে অল্প অল্প তরল বস্তু হইতে পৃথক হইয়া থাকে। কাজেই বাহিরের জোর দেখিয়া ইহাকে অস্বচ্ছ তরল বস্তুর সমান বলা যায়। অতএব সমান আকারের জল এবং আকাশবায়ু লইলে বাহিরের চাপে আকাশবায়ুরই অধিক পরিবর্তন হয়, জলের তেমন হয় না। তজ্জন্ত উপরের চেয়ে পৃথিবীর নিকটে যে বায়ুর স্তর আছে তাহা অধিক ঘন। কারণ অধিক উচ্চে চারিদিকের অতি অল্প পরিমিত বায়ুর চাপ লাগে, তাই উহার পরমাণুর প্রতিক্রিয়া বল ছড়াইয়া পড়ে।

বায়ু ওজন করিলে ইহার গুরুত্ব স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায়। প্রথমে বায়ুপূর্ণ একটি কাচের গোলপাত্র ওজন করিয়া পরে বায়ুনিষ্কাশন বস্ত্রদ্বারা বাতাস বাহির করিয়া দিয়া আবার সেই পাত্র ওজন করিলে আর তত ভার

থাকে না। কাজেই যে পরিমাণে ভার কমিয়া যায় তাহাই বায়ুর গুরুত্ব। তাপমাত্রা বয়ে ৬০° তাপ হইলে এবং বায়ুমান বস্তু ৩০ হইলে ১০০ ঘন ইঞ্চি পরিমিত শুষ্ক বায়ুর ওজন প্রায় ৩১.০৭৪ গ্রেণ হইয়া থাকে।

কোন দ্রব্য জলে ডুবাইয়া ধরিলে তাহার চারিদিকে জল সরিয়া যায়। আর্কিমিডিস স্থির করিয়াছেন, কোন দ্রব্য জলে ডুবাইয়া ধরিলে তাহার চারিদিকে যে পরিমাণে জল সরিয়া যায় দ্রব্যটির ঠিক সেই জলের পরিমাণে ওজন কমিয়া থাকে। বায়ুর পক্ষেও ঠিক সেই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরীক্ষা অতি সহজেই হইতে পারে। একটি স্থল নিষ্কির ডাঙীর এক দিকে বায়ুপূর্ণ কাচপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ডাঙীর অল্প দিকে ঠিক সমান ওজনের ঢক চড়াইয়া দিবে। তাহার পর ঐ নিক্ষিপ্ত বায়ু নিষ্কাশন বস্ত্রে বসাইয়া সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিলে যে দিকে বৃহদাকার দ্রব্য থাকিবে অধিক ভারের জন্য নিক্ষিপ্ত ডাঙী সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে।

আকাশবায়ুর আকৃতি ডিম্বের মত; পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকট উহার দুই প্রান্ত সরু ও চাপা এবং মধ্যস্থল উচ্চ। শৃঙ্খল কত দূর পর্যন্ত আকাশবায়ু আছে তাহা ভাল রূপে নিশ্চিত হয় নাই। অনেক অনুমান করেন যে, ৫০ হইতে ১০০ ক্রোশ পর্যন্ত এই বায়ু থাকিতে পারে।

বায়ুর চাপ ইহার একটি বিশেষ গুণ। জলের দমনকালে এই গুণ স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায়। নলের ভিতরে ডাঙী উত্তম রূপে আঁটা থাকে, তাহার পাশ দিয়া বায়ু বাতাস ক্রিয়া করিতে পারে না। ডাঙী টানিয়া উপর দিকে তুলিয়া লইলে ভিতরে ফাঁক হয়। সে সময়ে নলের বাহিরে জল উঠিয়া আসিলে তাহাতে বায়ুস্তম্ভের চাপ লাগে, সুতরাং বায়ুর গুরুত্বের জন্য উহা উপর দিকে উঠিয়া পড়ে। নলের ডাঙীটা প্রায় ৩৪ ফিট উঠিয়া আসিলে জল উপর দিকে তৈলিয়া উঠে। ইহাতে স্পষ্টই জানা বাইতেছে যে, কোন বায়ুস্তম্ভের ওজন ঠিক তদনুরূপ চক্রাকার এবং ৩৪ ফিট উচ্চ জলস্তম্ভের সঙ্গে সমান।

জলাপেক্ষা পারা ১৩.৬ গুণ ভারী। পারদস্তম্ভের এক দিকে বায়ুর চাপ না দিলে এবং অল্প দিকে বায়ুর চাপ লাগাইলে জলস্তম্ভের চেয়ে ইহার উচ্চতা ১৩.৬ গুণ কম হয়, অর্থাৎ প্রায় ৩০ ইঞ্চি হইয়া থাকে।

সাময়িক পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা হইরাছে যে, ১০০ গ্রেণ শুষ্ক বায়ুতে এই সকল পদার্থ আছে, বরফার ৭৬৮৪ গ্রেণ, অক্সিজেন ২০১০ গ্রেণ এবং কার্বার ০০৬ গ্রেণ।

আকাশকটিক (পুং) আকাশজ কটিক ইব। করক। চলিত কথায় ইহাকে শিল কহে। শিলের আকার কটিকের স্থায়, তজ্জন্ত উহার নাম আকাশকটিক হইয়াছে।

আকাশাশ্বিকার (পুং) কর্মধা। অর্হৎ মতসিদ্ধ জীবতির। আবরণতির পদার্থ বিশেষ।

আকাশীয় (ত্রি) আকাশভেদম্। আকাশসম্বন্ধি। (ত্রি) দিগাদিৎ বৎ। আকাশ্য, আকাশের বস্তু। আকাশ্য ইদং আ-কাশী-হ। কাশী প্রভৃতির বস্তু। আকাশভেদং আ-কাশ-হ। কাশ প্রভৃতির, ইহা কেশ প্রভৃতির।

আকাশে (অব্য) আকাশ কে। নাটকাদি আকাশবাচ্য। নাটকে আকাশ হইতে দৈববাণী বুঝাইবার নিমিত্ত 'আকাশে' এই রূপ উল্লিখিত থাকে।

আকিঞ্চ (স্ত্রী) অকিঞ্চনস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। দরিদ্রতা।

আকিঞ্চতি (পুং) দেশ বিশেষ। তদেশবাসী। নামজাদি ত্রিগুণযষ্ঠাক্ষঃ। পা ৫। ৩। ১১৬। ইতি আয়ুধজীবিনঃ সংবোধে-হ। আকিঞ্চদীঃ। তদেশীয় আয়ুধজীবিনম্। বহু-চ্চত্। আকিঞ্চতি। বহু-বৎ।

আকীর্ণ (ত্রি) আ-কৃ-ক্তৎ ব্যাণ্ড। বিক্ষিপ্তঃ।

আকীর্ম (অব্য) আ-কন-বাহুৎ। ভীমি। বর্জন। বিতর্ক।

আকুলন (স্ত্রী) আ-কৃ-চি-ল্যুট্। লঙ্ঘোচ। বিস্তারিত নহে। কোন দ্রব্য গুটাইয়া লওয়া।

আকুলিত (ত্রি) আ-কৃ-চি-ক্ত। আকুল্য। সঙ্কুচিত।

আকুল (ত্রি) আ-কুল-ক্ত। ব্যগ্র। উদ্বিগ্ন। নিরাশ্রয়। পর্য্যাকুল, ব্যাকুল, সমাকুল, এই সকল শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়। আকুল-কৃত্যর্থং পিচ্। আকুলয়তি। কৃত্যস্তি-পদের অন্ততভাবে চি আকুলীভূত। আকুলীকৃত।

আকুলাকুল (ত্রি) আকুল-প্রকারে দ্বিভাবঃ। আকুল প্রকার। অত্যন্ত আকুল। *। প্রকারে গুণ বচনস্ত। পা ৮। ১। ১২। সান্দ্র অর্থ বুঝাইলে স্তম্ভ বাচক শব্দের দ্বিভাব হয় এবং কর্মধারয়ের স্থায় হওয়ার পূর্ক পদের পুষ্ট্যাব হইয়া থাকে।

আকুলি (পুং) আ-কুল-(সর্লধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। ব্যাকুল্য।

আকুলিত (ত্রি) আ-কুল-ক্ত। ব্যাকুলীভূত। আকুল-কৃত্যর্থং পিচ্। কর্মণি-ক্ত। আকুলীকৃত।

আকুলীকৃত (ত্রি) অনাকুলম্ আকুলং কৃতম্ আকুলম্ অন্ততভাবে চি কৃ-কর্মণি-ক্ত। ব্যাকুলতা প্রাপিত। বাহ্যকে ব্যাকুল করান হইয়াছে।

আকুলীভূত (ত্রি) অনাকুলং সমাকুলং কৃতম্ আকুল-চি-ভূ-ক্ত। যিনি আপনাই আকুল হইয়াছেন।

আকৃত (স্ত্রী) আ-কৃ-ভাবে ক্ত। আশ্রয়। অভিশ্রাব। চলিত কথায় কোতুক বা তামালাকে আকৃত কহে।

আকুণ্ডিত (ত্রি) আ-কৃ-ক্ত। জীবৎ সঙ্কুচিত।

আকৃতি (স্ত্রী) আ-কৃ-ভাবে ক্তিন্। অভিশ্রাব। সংজ্ঞারঃ ক্তিন্। স্বয়ম্ভুব মনু কর্তৃক নিজ শতরূপা নামক পত্নীতে উৎপাদিত কস্তা বিশেষ। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আকৃতির উৎপত্তির বিষয় এই রূপ লিখিত আছে,—ব্রহ্মার শরীর প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগ পুরুষ ও এক অংশ স্ত্রী। ভগ্নাংশে পুরুষের নাম স্বয়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর নাম শতরূপা। স্বয়ম্ভুব মনু শতরূপার গর্ভে পাঁচটি সন্তান উৎপাদন করেন। ভগ্নাংশে দুইটি পুত্র ও তিনটি কস্তা। পুত্র দুইটির নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপান। কস্তা তিনটির নাম, আকৃতি, দেবহুতি ও প্রমুতি। পরে সেই স্বয়ম্ভুব মনু কৃতির সহিত আকৃতির বিবাহ দিরাছিলেন।

আকৃতি (স্ত্রী) আকৃতিতে ব্যাক্যতে জাতিরনন। আ-কৃ-করণে ক্তিন্। অবয়ব সংস্থান বিশেষ। যদ্বারা যজুযাজ গোষ প্রভৃতি জাতি বৃদ্ধিতে পারা যায়। আকার। ইদ্রিতং জ্ঞানগতো ভাবো বহিরাকার আকৃতিঃ। লঙ্ঘন। আকৃতিযুক্ত। আকর মূলপ্রমাদি।

আকৃতিগণ (পুং) আকৃতিৌ আকারে প্রসিদ্ধো গণঃ। শাকৎ তৎ। যাহার আকৃতি বা রূপ দেখিরা গণ স্থির করা যায়। পাণিন্যুক্ত তত্তৎ কর্ণের নিমিত্ত শব্দ সমূহ। যেমন পটাদিরাকৃতি গণঃ ইত্যাদি।

আকৃতিজ্ঞাতা (স্ত্রী) আকৃতিং ছাদয়তি ছদ-স্বার্থে পিচ্। (সর্লধাতুভ্য ট্রি। উণ্ ৪। ১৫৮) ইতি ট্রি। ক্ত্বঃ পিচ্। লোপঃ টাপ্। ৩-তৎ। ঘোষাতকী লতা। উহার পাতার ডাঁটা ঢাকা থাকে এজন্য উহার নাম আকৃতিজ্ঞাতা।

আকৃষ্ট (ত্রি) আ-কৃ-ক্ত। আকর্ষণযুক্ত।

আকৃষ্টি (স্ত্রী) আ-কৃ-ক্ত-ক্তিন্। আকর্ষণ।

আকে (ত্রি) আঙ্। ক্রামভেদঃ, (বলাকানয়ক। উণ্ ৪। ১৪) ইতি আকে প্রত্যয়ে ঞাতোর্লোপশ্চ নিপাত্যতে। (নিষট্)। অর্ধাকগন্তা। (অব্য) অস্তিক। নিকট। দূর।

আকেকরা (স্ত্রী) আকে নিকটে-করো। বস্তাঃ। বক্রাক্ষি।

টেরা। নিকটের দৃষ্টি। নেত্রের বিশেষণ হইলে এই শব্দ
ক্রীবলিহ কর।

আকেনিপ (ত্রি) আক্রে নিকটে নিপত্তি আ-ক্রে-নি-
পত-ড। নিকটপাতি। যে নিকটে পতিত হয়। নিকট-
গামী। কে আত্মনিপত্তি অধ্যাত্মজ্ঞানে পত্তন্ত ইত্যর্থঃ।
মেধাবী। (নিষট্)।

আকোকের (পুং) জ্যোতিষোক্ত মকররশ্মি।

আকোলা। বেরারের অন্তর্গত একটি প্রধান নগরী।
আলা-উ-দ্দিন হকিমদিকে যুদ্ধযাত্রা করিয়া এই দেশ জয়
করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তথাকার হিন্দুরা
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। কিন্তু
মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেবেখরের
রাজাকে পোড়াইয়া মারেন। তৎকাল হইতে ইহা বরা-
বর যোগল সম্রাটদিগের অধীনে ছিল। অকবর সম্রাট
ইহা আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার পুত্র
শুরান মিজল লেখানে একটি রাজবাটী নির্মাণ করাইয়া-
ছিলেন। অকবরের মৃত্যুর পরে আবসিনিয়াবাসী মলি-
কাবর বেরারের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু
অবশেষে উহা পুনর্বার যোগল রাজ্যের অধীন হইয়া
পড়ে।

এখানে চাল, সরিষা, পান, সুপারি, আলু, কলা,
ইন্দু, তামাক, সব ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

আকৌশল। আকৌশল (ক্ৰী) অকুশলস্ত ভাবঃ। অকুশল
অণু হি পদবৃদ্ধি: পূর্বস্ত বা। অপাটব। অপটুতা। *।
নঞ: শুচীষর ক্ষেত্রস্ত কুশলনিপুণানাম্। পা ৭। ৩৩০।

আকায়া। মহার্ঘ। হুন্ধ্য।

আক্কেল (ম্লেচ্ছ) জ্ঞান। বোধ।

আক্চার। সর্বদা। লচরাচর।

আক্তা। কোষ বাহির করা ঘোড়া প্রভৃতি পশু। দামড়া।

আক্রন্দ (পুং) আ-ক্রন্দ-বঞ্। চীৎকার করিয়া রোদন।
আহ্বান। শব্দ। আক্রন্দ্যতে আহুয়তে আ-ক্রন্দ-কর্ষণি-
বঞ্। মিত্র। স্রাতা। আক্রন্দ্যতে পরস্পরং স্পর্ধরা
আহুয়তে যত্র আয়ারে বঞ্। দাক্ষণবৃদ্ধ। হুংখিগণের
রোদন স্থান। আক্রন্দতি-অচ্। সমীপস্থ রাজার পচার্যর্তী
রাজা।

আক্রন্দন (ক্ৰী) আ-ক্রন্দ-শূট্। চীৎকার করিয়া রোদন।
আহ্বান।

আক্রন্দিক (ত্রি) আক্রন্দে রোদনস্থানে গচ্ছতি আক্রন্দ
ঐক্ ঐঞ্ রা। হুংখীর রোদন শব্দ শুনিয়া বিসি সেই

স্থানে গমন করেন। (ক্ৰী) ক্ৰীপ্ আক্রন্দিকা। রোদন
স্থান গম্ভী ক্ৰী।

আক্রন্দিত (ক্ৰী) আ-ক্রন্দ-ভাবে ক্র। ক্রন্দন। রোদন।
আক্রন্দিন্ (ত্রি) আক্রন্দতি আ-ক্রন্দ-ণিনি। রোদন
পূর্বক আহ্বানকর্তা।

আক্রন্দে (অব্য) ক্রন্দ্যতে আহুয়তে হস্তোত্তমজ। ক্রন্দতি
বানেন বহুবিশেষত্বাৎ আক্রন্দ-আয়ারে-কে। বৃছে।

আক্রম (পুং) আ-ক্রম-বঞ্। (নৌদাত্তোপদেশস্ত যাত্ৰ-
তানাত্তমঃ। পা ৭। ৩। ৩৪) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। বলদ্বারা
অতিক্রমণ। (ক্ৰী) লুট্ আক্রমণ ঐ অর্থ। আক্রম্যতে
পরলোকোহনেন করণে বঞ্। পরলোক প্রাপ্তিসাধন
বিদ্যাকর্মাদি। কৃতাক্রমণ। অতিকৃত। ব্যাপ্ত। আগ্রহ
আক্রমতি অভিভবতি ক্রুধাং আ-ক্রম-অচ্। অগ্র।

আক্রান্ত (ত্রি) আ-ক্রম-ক্ত। পরাভূত। অধিষ্ঠিত। (বহু
৪। ৪ শ্লোকের টীকার সমাজান্তম্ অধিষ্ঠিতম্। মরি)।

আক্রান্তি (ক্ৰী) আ-ক্রম-ক্तिन्। আক্রমণ। উপরে
স্থাপন দ্বারা ব্যাপ্তি।

আক্রীড় (পুং) আক্রীড়াতে হ্র। আ-ক্রীড়-বঞ্।
ক্রীড়া স্থান। উদ্যানাদি। (পুমানাক্রীড় উদ্যানঃ
রাজঃ সাধারণঃ বনম্। (অমর)। আক্রীড়তি। আ-
ক্রীড়-কর্তরি অচ্। (ত্রি) বিহারশীল।

আক্রীড়িন্ (ত্রি) আ-ক্রীড়-মিহন্। ক্রীড়া শীল। (ক্ৰী)
ক্ৰীপ্ আক্রীড়িনী। ক্রীড়া শীল ক্ৰী।

আক্রুষ্ট (ত্রি) আক্রুষ্টেত্ব আ-ক্রু-ক্ত। যাহার প্রতি
আক্রোশ করা হইয়াছে। শঙ্কিত। নিম্নিত। (ক্ৰী)
ভাবে ক্র। পুরুষভাবণ। মল্লকথন।

আক্রোশ (পুং) আ-ক্রু-বঞ্। বিরুদ্ধচিত্তা। শাপ। নিন্দা।
অপবাদ। (ক্ৰী) লুট্ আক্রোশন ঐ অর্থ। অভিঘন।

আক্রোশক (ত্রি) আক্রোশতি আ-ক্রু-বঞ্। আক্রোশকর্তা।
*। দেবিক্রুশোশোপসর্গে। পা ৩। ২। ১৪৭। উপ-
সর্গের পর দেব এবং ক্রুশ বাতু থাকিলে বৃঞ্ প্রত্যয়
হয়।

আক্রোষ্ট (ত্রি) আক্রোশতি আ-ক্রু-ভৃচ্। আক্রোশকর্তা।
আক্রী (অব্য) আ-ক্রী-ডী। বিকার। উর্ধ্বনিম্ন-
ক-ল্যপ্ আক্রীকৃত্য। *। উর্গাদিচিডাচচ্। পা ১। ৪।
৬১। উর্গাদিগণ চি প্রত্যয়াস্ত ও ডাচ্ প্রত্যয়াস্ত শব্দ
ইহার প্রক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞ হয়।

আক্রেন্দ (পুং) আ-ক্রেন্দ-বঞ্। আক্রীতাব। স্যাব্দসেতে।
আক্রম্যতিক (ক্ৰী) অক্রম্যতেন মিহুতঃ ঐক্। পাশা

খেলিতে খেলিতে বেবিৰোধ আছে। ঠৈৰ। *। নিবৃত্তে-
হক্ষদ্যুতাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪। ১২। নিষ্কর অর্থ বুঝাইলে
অক্ষদ্যুতাদি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়।

আক্ষপাটিক (পুং) অক্ষপাটে ক্রীড়াফানে বিচারণানে
বা নিযুক্তঃ। অক্ষক্রীড়াধ্যক্ষ। পাশক্রীড়াধ্যক্ষ। বিচারা-
ধ্যক্ষ। প্রাড়বিবাক। রাজার প্রতিনিধি বিচারকের
নাম প্রাড়বিবাক।

আক্ষপাদ (ত্রি) অক্ষপাদন্ত গৌতমেনঃ অক্ষপাদ-অণ্।
গৌতমমুনির মন্ত। অক্ষপাদেনোক্তম্ অণ্। গৌতমমুনি-
কৃত শাস্ত্র। গৌতম সূত্র। উক্ত শাস্ত্র পাঁচ অধ্যায়ে
সমাপ্ত। তাহাতে প্রমাণ প্রেমের আদি বোড়শ
তত্ত্ব বর্ণিত আছে। অক্ষপাদপ্রণীতঃ বেত্তি অণ্। স্তায়-
শাস্ত্রজ্ঞ। নৈয়ায়িক।

আক্ষাণ (ত্রি) অক্ষোত্তেৰ্গতি শানচ্। (সিদ্ধহলং লেটি।
পা ৩। ১। ৩৪) ইতি বাহুলকাৎ সিপ্, উপধাদীৰ্ষচ,
ব্রহ্মাদিষভে, বচো কঃ সি। পা ৮। ২। ৪১; আদেশ
প্রত্যয়য়োঃ। পা ৮। ৩। ৫৯; গদ্যম্। ব্যাপ্যমান।
আক্ষাণে শূর বজ্রিবঃ। ঞ্ক ১০। ২২। ১১। আক্ষাণে
যোদ্ধৃতিৰ্য্যাপ্যমানে। (সায়ন)।

আক্ষার (পুং) আ-ক্ষর-পিচ্-বঞ্-পিচ্-লোপঃ। পুরুষের
প্রতি অগম্যাগমন দোষারোপ অথবা ক্রীলোকের প্রতি
অগম্যাগমনের দোষারোপ করা। আ-ক্ষর-পিচ্-লুট্
পিচ্-লোপঃ। (ক্রী) আক্ষারণ, আক্ষার শব্দের অর্থ।
(ক্রী) বুচ্-টাপ্। আক্ষারণ, আক্ষার শব্দের অর্থ।

আক্ষারিত (ত্রি) আ-ক্ষর-পিচ্-ক্ত ইট-পিচ্-লোপঃ।
অগম্য ক্রী পুরুষবিষয়ক অপবাদ দ্বারা দূষিত পুরুষ ও ক্রী।
আক্ষিক (ত্রি) অটকঃ দীব্যতি জয়তি জিতং বা অক-
ঠক্। যিনি অক্ষ দ্বারা জয় করেন। যিনি অক্ষ দ্বারা জিত।
। *। ভেন দীব্যতি ইত্যাদি পা ৪। ৪। ২।

আক্ষিৎ (ত্রি) আ-ক্ষি-কিপ্-তুক্। আবর্তমান। যিনি
কিরিয়া আসিতেছেন।

আক্ষিণ্ড (ত্রি) আ-ক্ষিপ-ক্ত। কৃতাক্ষেপ। যাহার সম্বন্ধে
আক্ষেপ করা হইয়াছে। আকৃষ্ট।

আকীব (পুং) আ-কীব-পিচ্-অচ্-পিচ্-লোপঃ। শোভ-
নাজনক। (ত্রি) কীব-ক্ত নিং। ক্ত অ কীবো মন্তঃ
আ-কীবৎ সম্যথা কীবঃ। প্রাদি সৎ। অন্ন উন্নত। সম্যক
উন্নত। এখানে প্রাদি সমাস না করিয়া আ এই উপ-
সর্গের পর কীব ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ‘আকী-
বিত’ এই প্রকার রূপ হইত। *। অমুপসর্গাৎ ক্তকীব-

কৃশোন্নাঘাঃ। পা ৮। ২। ৫৫।

আক্ষেপ (পুং) আ-ক্ষিপ-বঞ্। তৎসন। অপবাদ।
আকর্ষণ। ধনাদি গচ্ছিত রাখা। অর্থালঙ্কার বিশেষ।
বস্ত্রনো বস্ত্রমিষ্টত্ব বিশেষপ্রতিপত্তয়ে।

নিবেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্তগোহিবা। সাহিৎসং

বলিবার জন্ত ইচ্ছিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপত্তির
নিমিত্ত (বৈলক্ষণ্য সূচনের জন্ত) যে নিবেধাভাস, তাহার
নাম আক্ষেপ। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে কোন স্থলে সামান্ত
প্রকারে সকল বিষয়ের নিবেধ উক্তি থাকে। আবার
কোন এক অংশের অংশান্তরে নিবেধ থাকে। ইহাতে
প্রথমে এই দুইটা ভেদ করা হইয়াছে। এতদ্বির আরও
দুইটা ভেদ আছে; যথা;—উক্ত বিষয়ে কোন
স্থলে বস্তুরূপের নিবেধ করা হয়; আবার কোন স্থলে
বস্তুরূপেরও নিবেধ হইয়া থাকে। অতএব উত্তরে দুইটা
দুইটা করিয়া আক্ষেপের চারিটা ভেদ আছে। যথা,—
‘অরশরশতবিধুরায়া ভগামি সখ্যাঃ কুতে কিমপি।

ক্ষণমিহ বিপ্রাম্য সখে! নির্দয়হৃদয় কিং বদাম্যথা।

হে সখে! তুমি এই ধানে কিছু কাল বিভ্রাম কর,
কক্ষপের শত শরদ্বারা কাতর সখীর নিমিত্ত তোমার
কাছে কিছু বলিব। অথবা তুমি নির্দয়হৃদয়, তোমার
কাছে আর কি বলিব।

এটা বিরহিণী সখীর নারকের নিকটে প্রিয়
সখীর উক্তি। এই শ্লোকে, ‘কক্ষপের শত শরদ্বারা
কাতর’ এই বাক্য দ্বারা এবং নির্দয়হৃদয় এই বাক্য দ্বারা
সামান্ততঃ সূচিত সখী বিরহের বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিষয়ে
অর্থাৎ এতাদৃশ বিরহে মরণেরই সম্ভাবনা এই কথা
বলিব বলিয়া, পরে বলিল,—‘কি বলিব’ অর্থাৎ
বলিব না এই বক্ষ্যমাণ বিশেষের নিবেধ হইল।
কিন্তু একথা উল্লিখিত না হইলেও ইহার ভাব বুঝা
যাইতেছে। ইহার নাম নিবেধাভাস।

‘তব বিরহে হরিণাক্ষী নিরীক্ষ্য নবমালিকাং বিদলিতাং।
হস্ত নিত্যান্তমিদানীমাঃ কিং হতজগ্নিতৈরথবা।’

এটা কোন বিরহিণীর নারকের প্রতি দ্বিতীয় উক্তি।
হরিণাক্ষী (তোমার নারিকা) তোমার বিরহে নব-
মালিকা পুষ্পকে বিকসিত দেখিয়া এক্ষণে নিত্যন্তই
খেদ ও সন্তাপের বিষয় হইয়াছে, অথবা যে বাক্য
বলিতে পারা যায় না সে কথার আর প্রয়োজন কি?

এই শ্লোকে,—‘তিনি আর প্রাণ রাখিবেন না,—
এই অংশটুকু কথিত হয় নাই, তাহাই এখানে নিবেধা-

ভাস। এখানে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগের নিন্দা হেতু এই বাক্যটি লুহনের অনিষ্টজনক; ইহাই কাছে বলিতে পারা যায় না, অতএব তাহাই বন্ধুর বিশেষ।

বালক গাহং দূতী তু অপিসিদ্ধিমহাবাবারো।

সাম্বরইতুজ্ববঅসোএঅং ধর্মকথং ভণিমঃ। (প্রাংকং)

বালক নাহং দূতী ভক্তাঃ প্রিরোহনীতিনমব্যাপারঃ।

সা দ্বিরতে তবায়শ এবং ধর্মাকরং ভণামঃ। (সংকং)

এটা নারকের নিকটে নারিকা প্রেরিত দূতীর উক্তি,—হে বালক! আমি দূতী নহি অর্থাৎ দূতীর বৈকল্পিক নান। মিথ্যা প্রবন্ধনাবাক্য কহে, সেরূপ আমি নহি। নারিকার প্রিয় হও ইহা আমার কার্য্য নহে। তবে সে মরিতেছে ইহা তোমার অপবশের কথা; তাই এই ধর্ম বাক্য তোমাকে বলিতেছি।

এখানে, ‘আমি দূতী নহি,’ এই উক্ত বাক্যেরই নিবেদ্যভাস হইতেছে।

বিরহে তব তবঙ্গী কথং ক্ষণরতু ক্ষণাম্।

দারুণ ব্যবসায়ন্ত পুরন্তে ভণিতে ন কিম্ ॥

এটা দূতীর উক্তি,—কুশাগী তোমার বিরহে কি প্রকারে রাজিষ্যপন করিতে পারে, তোমার ব্যবসায় অতি ভয়ঙ্কর। অতএব তোমার নিকটে বলিয়া আর কি হইবে?

এখানে কথনেরই নিবেদ্যভাস হইল। প্রথম উদাহরণে সখীর অবশ্রম্ভাবি মরণই বিশেষ। দ্বিতীয় উদাহরণে অশক্য বক্তব্যাদিই বিশেষ। তৃতীয় উদাহরণে বধার্থ কথনই বিশেষ। চতুর্থ উদাহরণে ছুঃখাতিশয়ই বিশেষ।

নিবেশন। উপস্থাপন। অহুমান। জাতিশক্তি-বাদীর মতে আক্ষেপ (অহুমান) হেতু ব্যক্তির বোধ হয়। তিরস্কারের সহিত বাক্য।

আক্ষেপক (ত্রি) আ-ক্ষিপ্-ধূল্। নিন্দক। আকর্ষক। (পুং) বায়ুরোগ বিশেষ। যে রোগে হস্তপাদাদির পেশীর র্বেচ্ছনী হয়। ব্যাধ।

(আক্ষেপকোহনিলব্যাব্যো ব্যাধে নিন্দাকরেনি চ। বিখ)

আক্ষেপণ (ক্লী) আ-ক্ষিপ-লুট্। আক্ষেপ লব্ধের অর্থ।

আক্কেত্রজ্য। অক্কেত্রজ্য (ক্লী) অক্কেত্রজ্য এব ত্রাক্ষণাদি-ব্যঞ্ দ্বিপদবুদ্ধি পূর্বপদন্ত বা। অক্কেত্রজ্য। কেত্রান-ভিজ। অক্কেত্রজ্য। অনিপুণ। [অকৌশল দেখ]।

আক্ষেপিন্ (ত্রি) আক্ষিপতি আ-ক্ষিপ-গিনি। আকর্ষণকারী। আক্ষেপঃ স্তম্ভদৃষ্টা পর্য্যালোচনমন্ত্যস্ত ইনি।

স্বস্ত দৃষ্টদ্বারা আলোচনা করিয়া আকর্ষণ কর্তা।

আক্ষেপটি (পুং) আ-ক্ষিপ-ওট। পর্তের পীলু বৃক্ষ বিশেষ। আধরোট গাহ। [আধরোট শব্দ দেখ]।

আক্ষেপড় (পুং) আ-ক্ষিপ-ওড়। পর্তের পিলু বৃক্ষ। আধরোট গাহ।

আখড়া। আখাড়া। গান বা কুতী প্রভৃতির আড়া।

বৈরাগী প্রভৃতির আশ্রয়। কণীরা আপন আপন মঠ হইতে এক একটা নাম পান। তাঁহারা কেবল মঠেরই অন্তর্গত। কিন্তু সন্ন্যাসীরা মঠ এবং আখাড়া এই উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের দ্বারা ইহাদেরও সাতটা আখাড়া আছে। যথা—নিরবাকী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, বৃন্দা, আনন্দ এবং বড় আখাড়া। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই ইহার কোন না কোন একটা আখাড়ার অন্তর্গত।

মঠ এবং আখাড়ার প্রভেদ এই,—মঠের মোহান্তেরা মঠসংক্রান্ত সকল বিষয়েরই কর্তা। ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সন্ন্যাসীদিগকে মঠে স্থান দেন, ইচ্ছা না হইলে স্থান দেন না। কিন্তু আখাড়ার তেমন নিয়ম নর; আখাড়ার সন্ন্যাসীরাই সর্বময় কর্তা। লোকে মঠে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আখাড়ার সে বিধি নাই।

আখ (পুং) আখন্যভেহেনেন আ-খন-ড। খনিজ।

খন্ডা। *। খনো ডডরেকেকবকাঃ। পাতঞ্জলভাষ্য বার্তিক, পা ৩। ৩। ১২৫। খন ধাতুর উত্তর ড, ডর, ইক এবং ইকবক প্রত্যয় হয়। বাচস্পতির প্রকাশিত সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে—খনেডডর ইক ইকরকা বাচ্যা—এই রূপ পাঠ গ্রহীত হইয়াছে। এ পাঠ ঠিক নহে। অস্তান্ত সিদ্ধান্ত কৌমুদীতেও এ পাঠ নাই। ভো বক্তব্যঃ। আখঃ। ডরো বক্তব্যঃ। আখরঃ। ইকো বক্তব্যঃ। আখনিকঃ। ইকবকো বক্তব্যঃ। আখনিবকঃ। মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি পুস্তকে এই প্রকারে পৃথক পৃথক করিয়াও প্রত্যয়গুলির রূপ দর্শিত হইয়াছে।

আখণ্ডল (পুং) আখণ্ডয়তি পরবলং আ-খণ্ড-গিচ্ বাহ-অলচ্ গিচ্ লোপঃ। ইন্দ্র। সহস্রাক। ইন্ডা। (নিষট্)

আখণ্ডি (ত্রি) আ-খণ্ড-ইন্। আখণ্ডক। ভেদক।

আখন (পুং) আখন্ততেহেনেন খন-ব। খনিজ। খন্ডা। বৈদিক প্রয়োগে পুং গদ্য হয়। *। খনো ব চ। পা ৩। ৩। ১২৫। খন ধাতুর উত্তর করণ ও অধিকরণ বাচ্যে ব এবং বঞ্ প্রত্যয় হয়।

আধনিক (পুং) আধন্ততেহেনেন ধন-করণে-ইক। খনিজ।

ধস্তা। (এতে ধনিজ বাচকাঃ। সি। কোঁ। পা ৩। ৩। ১২৫ হুজ্জে)। আ সম্যক্ ধনতি ভিত্তিং ভূমিং বা আ-ধন-কর্তরি ইকন্। চোর। শূকর। মূষিক। ইঁহর। (জি) ধনন কর্তা। [আখ শব্দে হুজ্জ দেখ]।

আধনির্কবক (পুং) আধন্ততে হনেন আ-ধন-করণে ইকবক। ধনিজ। ধস্তা। [আখ শব্দে হুজ্জ দেখ]। আধ-নতি ভিত্তিং কেত্রং বা আ-ধন-কর্তরি ইকবক। চোর। শূকর। মূষিক। (জি) ধনন কর্তা।

আধর (পুং) আধন্ততে হনেন আ-ধন-করণে ডর। ধনিজ। ধস্তা। মৃগব্রজ। [আখ শব্দে হুজ্জ দেখ]। সুপর্ণা বাচমক্ৰতোপ দ্যাবাধরে। ঋক্ ১০। ৯৪। ৫। মৃগাণাং ব্রজ আধরঃ। (সায়ন)।

আধরেষ্ঠ (জি) আধরে স্থিত। *। হে চ ভাষায়াম্। পা ৬। ৩। ২০। সমাসের উত্তর পদে স্থা ধাতু থাকিলে লৌকিক ভাষার সপ্তমী বিভক্তির অলুক হয় না। কিন্তু বৈদিক ভাষার নিত্য অলুক হয়। ‘কৃষ্ণোহস্তাধরেষ্ঠঃ’। আধান (পুং) আ-ধন-বঞ্। সকল দিকে ধনন। [আধন শব্দে বিকল্পের হুজ্জ দেখ]।

আধিরি (বাবনিক) শেষ।

আধু (পুং) আধনতি আ-ধন (আঙ্ পরসোঃ ধনি শূভ্যা-ণ্ডিচ্চ। উণ্ ১। ৩৩) ইতি কু প্রত্যয়ন্তস্ত ডিহস্তাবচ। ইন্দুর। চোর। শূকর। কৰ্ম্মণি কু-ডিৎ। দেবতাড় বৃক। (আধুর্হি মূষিকঃ। উণ কোঁ) (আধনভীত্যাধুঃ স্তাষরা হচ্চ। কৃপণঃ। উজ্জলদত্ত)। কৃপণ।

আধুকরীষ (ক্লী) আধোঃ করীষম্। ৬-তৎ। মূষিকের শুক বিষ্ঠা।

আধুকর্ণপর্ণিকা (ক্লী) আধুকর্ণাবিব পর্ণান্ততাঃ। বহব্রী বা কপ্। ইন্দুরকানী লতা।

আধুকর্ণী (ক্লী) আধোঃ মূষিকস্ত কর্ণ ইব পর্ণমন্তাঃ ক্লীপ্। ইন্দুরকানী লতা। ইহার পাতা ইন্দুরের কাণের মত।

আধুগ (পুং) আধুনা মূষিকেন গচ্ছতি আধু-গম-ড। মূষিক বাহন। গণেশ। আধুবাহন প্রভৃতি শব্দেরও ঐ অর্থ বুঝায়।

আধুঘাত (পুং) আধুং হস্তি আধু-হন- (কৃত্যানুটো বহলম্ পা ৩। ৩। ১১৩) ইতি বহলবচনাৎ অণ্-প্রত্যয়ঃ। শূভ্রাদি নীচজাতি। অমহুবোতি কিম্? আধুঘাত শূভ্রঃ। * * * চোরঘাতো নগরঘাত হতীতি ভু বাহলকাদপি। (সি। কোঁ। ৩। ২। ৫৩ হুজ্জে)।

আধুদী (দেশজ) বালকের আবদার।

আধুপর্ণিকা (ক্লী) আধোঃ কর্ণাবিব পর্ণমন্তাঃ। শাক-বহব্রী। বা কপ্ টাপ্। অত ইষম্। উন্দুরকানী লতা। আধুপাষণ (পুং) আধুনা পাষণঃ। শাক-তৎ। পাষণ বিশেষ। চূষক পাথর।

আধুভুজ্ (পুং) আধুং ভুজ্কে আধু-ভুজ্-কিপ্। মূষিক ভক্ষক বিড়াল। ইণ্ডপধাৎ ক-আধুভুজ্। বিড়াল।

আধুবিষহা (ক্লী) আধোমূষিকস্ত বিষং হস্তি আধু-বিব-হন-ড টাপ্। মূষিক বিষহর। দেবতাড় বৃক। দেব-তালী লতা।

আধুৎকর (পুং) আধুভিষ্কৎকীৰ্য্যতে আধু-উন্-কৃ-ঝদো-রবিত্তি কৰ্ম্মণি অণ্। ইন্দুরের তোলা মাটি।

আধুথ (জি) আধুভ্য উত্তিষ্ঠতি আধু-উন্-স্থ-ক। আধু হইতে উখিত। আধুত্ব। (ক্লী) আধুর উধান।

আধেট (পুং) আধেটন্তি বিভেতি প্রাণিনো হস্তাং আ-ধিট-অপাদানে বঞ্। মৃগয়া। (আকোদনং মৃগবাৎ স্তাদাধেটো মৃগয়া স্তিয়াং। অমর)। স্বার্থে কন্ আধে-টক। মৃগয়া। কর্তরি গুল্। শিকারী জন্তু। যে জন্তু অন্য জন্তুর মাংস খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

আধেটশীর্ষক (ক্লী) আধেটতে বিভেতি আ-ধিট-কর্তরি অচ্। আধেটং শীর্ষং বহু বা কপ্। সূড়ঙ্গ।

আধেটিক (পুং) আধেটে কুশলঃ ঠক্। মৃগয়াকুশল কুকুর। শিকারী কুকুর।

আধোট (পুং) আধোটতি থজ্জতি গতি রাহিত্যাৎ আ-ধুট-অচ্। শৈলপীলু বৃক। আকরোট গাছ।

আখ্যা (ক্লী) আ-খ্যা-অঙ্-খ্যা-ইত্যাকার লোপঃ টাপ্। সংজ্ঞা। রূঢ় নাম। বাচক শব্দ। (অথাহবঃ। আখ্যা-হেচাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ। অমর)।

আখ্যাত (জি) আখ্যায়তে স্ব আ-খ্যা-কৰ্ম্মণি ক্ত। কথিত। জ্ঞানং ভাষিতমুদিতং জল্পিতমাখ্যাতমভিন্নিতং লপিতং। অমর)। আখ্যাতেপযোগে। পা ১। ৪। ২৯। আখ্যায়তে শব্দবোধোহনেন আ-খ্যা-বাহ্। করণে ক্ত। তিঙ্ এই প্রত্যয়। ‘গ্রামং গচ্ছতি’ ইত্যাদি বাক্যের অর্থ তিঙের দ্বারাই শেষ হয়, এই জন্তু তিঙের নাম আখ্যাত এবং তিঙস্ত পদকেও আখ্যাত কহে। (আখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়া সাতত্যে। গণ সূ°। সি। কোঁ°। পা ২। ১। ৭২ হুজ্জে)। সতত ক্রিয়া করণ অর্থে আখ্যাতান্ত পদের সহিত আখ্যাতান্ত পদের মনুর-ব্যংসকাদি সমাস হয়।

আখ্যাতি (ক্লী) আ-খ্যা-ভাবে ক্তিন্। কখন। কৰ্ম্মণি

জিন্। আখ্যাত। কথিত।

আখ্যাত (জি) আ সম্যক খ্যাতি আ-খ্যা-ত্। উপ-
দেশক। বিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আখ্যান (ক্রী) আ-খ্যা-ভাবে লুট্। কথন। প্রতিবচন।
প্রত্যুত্তর। (বিভাখ্যান পরিপ্রয়োরিঞ্ চ। পা ৩।
৩। ১১০)। পূর্ববৃত্তান্তের কথন। গল্প। ইতিহাস।
করণে লুট্। ভেদক ধর্ম*। লক্ষণেখত্খ্যানভাগ-
বীজান্ত প্রতিলিখনবঃ। পা ১। ৪। ১০। আর্ষমহা-
কাব্যের অন্তর্গত সর্গ বিশেষ। যথা ভারতে রামো-
পাখ্যান, নলোপাখ্যান। আখ্যান অন্ত্যর্থে অর্শ-

দিং অচ্। প্রসিদ্ধ আখ্যান সংজ্ঞক সর্গযুক্ত আর্ষ
সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদি।

আখ্যান্যং প্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।

কপালানীতিহাসাংশ পুরাণানি খিলানি চ। মমু ৩২৩২।

আখ্যানানি সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদীনি। কুর্মু।

স্বার্থে কন্। আখ্যানক। সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদি।

অখ্যানকী (ক্রী) বিবমবৃত্তবিশেষ। তাহার লক্ষণ। যথা
আখ্যানকীভৌ জগুরু গওজৈজতাবনোজৈজগুরুগুরু-
শ্চেৎ। বৃত্তং রং।

আখ্যায়ক (পুং) আখ্যায়তে কথয়তি আ-খ্যা-ধূল্।
যে পরের কথা অন্তের কাছে গিয়া বলে। বার্তাবহ।
দূত। (জি) কথক।

অখ্যায়িকা (ক্রী) আ-খ্যা-ধূল টাপ্ যুক্ত। গল্পকথা বিশেষ।
বেমন, হর্ষচরিত, কানদ্বরী প্রভৃতি উপলক্ষার্থ কথা
প্রসঙ্গের নাম। গল্প। (আখ্যায়িকোপলক্ষার্থ। অমর)।
আখ্যায়িন্ (জি) আখ্যায়তি কথয়তি আ-খ্যা-গিনি যুক্ত।
কথক। আবেদক। দূতাদি।

আগ্। বিবাহাদি মঙ্গল কার্যে পিটুলী নির্মিত মন্দিরের
মত বরণ দ্রব্য বিশেষ। ইহাকে 'শ্রী' ও কহে।

আগড়া। ইহা অগ্র শব্দের অপভ্রংশ। ধাত্তাদির যে
শেষ ভাগ কোন কাজে লাগে না।

আগড়। ইহা অর্গল শব্দের অপভ্রংশ। হারাদি বন্ধ করি-
বার অথবা ঢাকা দিবার কাঁপ। পূর্বে বাঙ্গালাদেশের
অবস্থা যখন মন্দ ছিল, সে সময়ে গৃহস্থেরা শরন গৃহেও
আগড় দিতেন। এখন কেবল গোয়ালে এবং দরিদ্দের
ঘরে আগড় দেখা যায়। ইহার অপর নাম টাইট বা
টাটা। ইহা দন্দা, খল্গা অথবা বাশে নির্মিত হয়।

আগত (জি) আগ-গম-ক্ত। উপস্থিত। প্রাপ্ত। (ক্রী)
ভাবে-ক্ত। আগমন।

আগতি (ক্রী) আগ-গম-ক্তিন্। আগমন। প্রাপ্তি।

আগত্য। আগম্য (অব্য) আগ-গম-ল্যপ্। বা যোদ্যোপে
তুচ্। আগমন করিয়া। *। বা লপি। পা ৬। ৪। ৩৮।
বপ্ পরে থাকিলে অহুনাভোপদেশ বন্ ও তন্
ধাতুর বিকল্পে অহুনাসিকের লোপ হয়। ইহা বিকল্প
বিধি, তজ্জন্ত মাস্ত অনিট্ ধাতুর বিকল্পে অহুনাসিকের
লোপ হইয়া থাকে। কিন্তু নাস্ত অনিট্ ধাতুর অহু-
নাসিকের নিন্য লোপ হয়।

আগন্তব্য (জি) আগ-গম-তব্য। আগম্য। প্রাপ্ত। (ক্রী)
ভাবে-ক্ত। আগমন।

আগন্ত (পুং) আগ-গম-ত্বন্। যে সর্বদা থাকে না।
অতিথি। হঠাৎ উপস্থিত। স্বার্থে কন্। আগন্তক। ঐ অর্থ।
আগন্তজ (জি) আগন্তোঃ হঠাৎ আগতাক্কারতে জন-ড।
হঠাৎ উৎপন্ন রোগাদি।

আগম (পুং) আগ-গম-ব। আগমন। (গুরুত্ববৈবাগবএব-
ধৃষ্টতাম্। মাঘ। ১। ৩০)। (আগম আগমনমেব। মন্নি)।
প্রাপ্তি। উৎপত্তি। আগম্যতে প্রাপ্যতেহেনেন আগ-গম-
করণে ব। সামদানভেদাদি উপায়। শাস্ত্রে পরিভ্রম।
(রঘু ১। ১৫ শ্লোকে, প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ। প্রজ্ঞাহরুপ
শাস্ত্রপরিভ্রমঃ। মন্নি)। আগম শব্দের অর্থ ক্রয়াদি, এই
কথা ব্যবহারমাতৃকার এবং বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়া-
ছেন। বাজবল্য দীপকলিকাকারের মতে সাক্ষিপত্রাদি।
(আগমত্বিতি আ-গম্যগ্ গম্যতে প্রাপ্যতে স্বং ভবতি
বেন ক্রয়াদিনা স আগম ইতি ব্যবহারমাতৃকা।
আগমঃ সাক্ষিপত্রাদিরিতি বাজবল্যদীপকলিকা।
আগমো ধনোপার্জনোপায়ঃ ক্রয়াদিরিতিমৈথিলাঃ।

Acc No. 8409 ব্যবহারতবে স্মার্ত)
তব আবেদকশাস্ত্র। শাস্ত্রমাত্র। বেদ। মন্ত্র। সর্কে-
গত্যর্থ জ্ঞানার্থাশ এই নিয়মাধীন, শব্দ জন্ত বোধ শব্দ
বোধের সাধন শব্দ রূপ প্রমাণ। (পুং ক্রী) তত্ত্বশাস্ত্র।
ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অল্পপঘাতী অট্ ইট্
ইত্যাদি শব্দ বিশেষ।

আগমকী। আগমী। কুত্রলতা বিশেষ। গর্ভবতী
ক্রীলোকের অরাদি রোগ হইলে ইহাতে উপকারদর্শে।
আগমন (ক্রী) আগ-গম-ভাবে লুট্। আগতি। আসা।
উৎপত্তি।

আগমনী। শারদীর দুর্গাপূজার সময়ে ভগবতীর কৈলাস
হইতে হিমালয়ে আগমন সম্বন্ধীর গান। এই রূপ
প্রবাদ আছে যে, বতীর দিন দুর্গা কোন হাড়ীর গৃহে

আমিরা বাস করেন। পরে সপ্তমীর দিন তিনি মাতৃ-
গৃহে আসেন। মাতৃগৃহে তিন দিন বাস করিয়া দশমীর
দিন আবার হিমালয়ে চলিয়া যান। ভগবতী সত্বৎসর
কাল কৈলাসে থাকেন, এখানে মারের মন বুঝে না;
ভক্ত মেনকা, দুর্গার পুনর্বার আগমন সময়ে বাৎ-
সল্যভাবে নানা প্রকার হুঃখ করেন। কখন বা তিনি
গিরিরাজকে ভৎসনা করেন। পূর্বে কবির দলে দুর্গা
পূজার সময়ে আগমনী গানের সৃষ্টি হয়। তাহার পর
পাঁচালীতেও ইহা প্রচলিত হইয়া পড়ে। বিজয়ার
সময়ে বেগান করা হয়, তাহার নাম বিজয়া।

আগমনী বধা—

১ চিত্তান। গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররাজী

করণবচনে কর।

১ পরচিত্তান। উমা মা আমার সুবর্ণলতা অশ্বানুবাসী
সুত্মজয় ॥

১ কুকা। মরি জামাতার খেদে তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ
কাদে দিবানিশি।

আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না
বে দেখে আসি।

১ মেলতা। আছি জীবন্ত হয়ে, আশা পথ চেয়ে,
তোমার না হেরিয়া নয়ন করে।

মহড়া। কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।

খাদ। শুনে জামাতার হুঃ খেদে বুক বিদরে।

২ কুকা। তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গময়নী কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,

শিরে জটা বাকুল পীরা।

২ মেলতা। আমি লোক মুখে শুনি, ফলে দিবে মণি,
ফলী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে।

অস্তরা। মরি হি! হি! হি! একি কবার কথা শুনে
লাজে মরে যাই, তোমা হেন গৌরী,
দিয়েছেন গিরি, ভুজ্জতে যার তর নাট,
মাথে অঙ্গেতে ছাই।

২ চিত্তান। তুমি সর্বমঙ্গলা, অকুলের ভেলা
কুলে এনে দিতে পার।

২ পরচিত্তান। দেখে খেদে কাটে বুক, তোমার এত হুঃ
সে হুঃ বুচাতে নার।

৩ কুকা। তুমি রাজার বালিকা, মারের প্রাণাধিকা,
ভাগ্যেতে মা হলি শিবদায়।

মরি হুঃখেতে শকরি, শকর ভিখারী,

উপজীব্য ভিক্ষা করা।

৩ মেলতা। সদা বলি মা গিরিকে, আন গে গৌরীকে,
কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে। (রামবন্ধু)।

কোন কোন স্থলে আগমনীতে উমারও খেদবাকা
থাকে। বধা,—

রাজীকে ভৎসনা চলে কহিছেন ভবানী।

হাঁগো মা, মা গো মা, তাই তোমারে গো সুখাই।

মা বাপ থাকতে কি মা, কস্তার মুখ চাইতে নাই।

ইত্যাদি।

কোন স্থলে পুরবাসীদেরও উক্তি থাকে। বধা—

পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা

তারি এল ওই।

শুনে পাগলিনীর প্রার, অমুনী রাজী ধার,

কই উমা বলি কই। ইত্যাদি।

আগমবৎ (জি) আগমোহস্তান্ত আগম-অস্তার্থে মতুপ
মন্ত্ৰ বত্ম। আগম যুক্ত। (অব্য) তত্র তন্ত্বেব। পা ৫।
১। ১৬ ইতি বতি। বেদের স্তায়।

আগমবুদ্ধ (জি) আগমেন শাস্ত্রালোচনতা বৃদ্ধঃ প্রবীণঃ।
৩-তৎ। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বাহার বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছে।
আগমবেত্ত (জি) আগমং বেত্তি আগম-বিদ-তৃচ্। ৬-তৎ।
আগমজ্ঞ। যিনি আগম জানেন। (জী) ভীপ্। আগম-
বেত্তী। যে জ্ঞী আগম জানেন।

আগমবেদিন (জি) আগমং বেত্তি আগম-বিদ-গিনি।
৬-তৎ। আগমবেত্তা। (পুং) শকরাচার্যের পরম গুরু
গোড়পাদাচার্য।

আগমাপায়িন্ (জি) আগমন্ত অপারন্ত তৌ ত্তোহন্ত
ইনি। উৎপত্তি এবং বিনাশশীল। (জী) ভীপ্। আগমা-
পায়িনী।

আগমাবর্তী (জী) আগমমাজ্জেন প্রাপ্তিমাজ্জেন আবর্ততে
কল্পনমন্তাঃ আগম-আ-বৃত্ত-অপাদানে ষঞ্। বৃষ্টি-
কালী। বিছাতি। কুপবিশেষ।

আগমিক (জি) আগমাদাগতং ঠঞ্। আগমপ্রাপ্ত।

আগমিত (জি) আগম-স্বার্থে-গিচ্। ক ইট্। গিচ্। লোপঃ।
অধীত। জাত। পঠিত। প্রেরণে-গিচ্। ক ইট্। গিচ্। লোপঃ।
বাগিত। প্রাপিত।

আগমিন্। আগামিন্ (জি) (ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ।
পা ৩। ৩। ৩) ইতি ইনি গিৎ। পুনশ্চ, গমেরিনিঃ। উণ্
৪। ৬।, আঙি গিৎ। উণ্ ৪। ৭। অনন্যতনে গম্যাদী-
নামুপসংখ্যানম্। বার্ষিক, ইতি বা হ্রস্বঃ)।

আ-গম-ইনি গিৎ। বাহা আসিবে। ভাবী।

আগর (পুং) আগরতি সিক্তি জলং বর্ষায়াং প্রারোণাজ
আ-গ্ সেচনে-আধারে অপ্। অমাবস্তা। বর্ষাকালে
অমাবস্তা তিথিতে প্রায় বৃষ্টি হয়, তজ্জন্ত অমাবস্তাকে
‘আগর’ কহে।

আগরওয়ারা। ইহাদিগকে সচরাচর ‘আগরওয়ারা বেণে’
কহে। বোধ হয় ইহারাই পূর্বের বৈশ্রজ্যতি, কিন্তু এ
বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনু-
মান করেন যে, প্রথমে ইহাদের পূর্বপুরুষের বাস
আগরায় ছিল, তজ্জন্ত লোকে ইহাদিগকে আগরওয়ারা
কহে। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এই রূপ প্রবাদ আছে যে, রাজপুতানার প্রান্তে
আগ্রহ নামক স্থানে উগ্রসেন রাজা ছিলেন। তিনি
বৈশ্রজ্যভীর। ইহার জাতিদের মধ্যে কোন কোন
শাখার লোকেরা শূত্র কস্তা বিবাহ করে, তাহাতে বর্জ-
মান আগরওয়ারা বণিক জাতির উৎপত্তি হয়। শাহা-
উদ্দিন ঘোরা আগরওয়ারাদের দেশ অধিকার করিয়া
লইলে তাহার ভায়বর্ষের নানা স্থানে গিয়া বসতি
করিতে আরম্ভ করিল।

কথিত আছে উগ্রসেন, নাগরাজ কুমুদের কস্তাকে
বিবাহ করেন। তাহার নাম মাধবী। লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদে
মাধবীর গর্ভে উগ্রবল নামে এক সন্তান জন্মে। এখন-
কার প্রচলিত ‘আগরওয়ারা’ শব্দ উগ্রবল শব্দের অপ-
ভ্রংশ। লক্ষ্মীদেবী উগ্রসেনকে এই বর দিয়াছিলেন
যে,—‘যাবৎ তোমার বংশধরেরা দেওয়ারী পার্শ্বভক্তি
পূর্বক সম্পন্ন করিবে, সে পর্য্যন্ত সকলের ভাণ্ডার ধন-
ধাত্তে পূর্ণ থাকিবে। আগরওয়ারা বণিকদের মধ্যে
অনেকেই জৈনধর্মাবলম্বী।

আগল। আগলান। রক্ষা করা। চোকা দেওয়া।

আগবীন (জি) গোঃ প্রত্যর্পণ পর্য্যন্তঃ বঃ কৰ্ম করোতি।

আঙ্ পূর্বান্নোঃ কৰ্ম করে হর্থে প্রত্যয়ে নিপাত্যতে।
গৃহ বাটী হইতে গোরু ছাড়িয়া দিলে যে রাখাল সেই
গোরু চালায় বা পালন করে। (আগবীনঃ। পা ৫। ২।
১৪। আঙ্ পূর্বান্নোঃ কৰ্ম করে প্রত্যয়ে নিপাত্যতে।
গোঃ প্রত্যর্পণপর্য্যন্তঃ বঃ কৰ্ম করোতি স আগবীনঃ।

সি। কো। উক্ত হ্রস্বে)।

আগস্ (ক্রী) এতি গচ্ছতি দণ্ডনান্য। ইণ-ইণ-আগো-
হপরাধে চ। উণ্ ৪। ২১১) ইতি অহ্ন্ ধাতোরাগা-
দেশ্। অপরাধ। দণ্ড। পাপ। (পাপাপরাধরোরাগঃ।
অমর)। (আগোহপরাধদণ্ডরোঃ। উজ্জলদত্ত)।

আগন্ত (জি) আগস্-কৃত-ক্। অপরাধী। অপরাধকারী।

আগন্তী (ক্রী) অগন্ত্যন্তেরম্ অগন্ত্য-অণ্ ভীপ্ বলাপঃ।
দক্ষিণদিক্। *। সূর্য্যতিব্যাগন্ত্য মংস্তান্যং ব উপধায়ঃ।

পা ৬। ৪। ১৪২। সূর্য্যাদি শব্দের উপধায় ত সংজ্ঞক
বকারের লোপ হইয়া থাকে।

আগন্তীয় (জি) অগন্ত্যর হিতং হণ্ ব লোপঃ। অগন্ত্যর
হিতকারক। [যকার লোপের হ্রস্ব আগন্তী শব্দে দেখ]।

আগন্ত্য (জি) অগন্ত্যন্তেরম্ অগন্ত্য-বঞ্ বলাপঃ। অগন্ত্য
মুনি সম্বন্ধীয় বস্ত্ত। দক্ষিণদিগ্ভাগ। (পুং ক্রী) অগন্তে-
রপত্যং গর্গাদিঃ বঞ্। অগন্তির অপত্য পুত্র বা কস্তা।
অগন্ত্য-কণাদিঃ অণ্। অগন্ত্যের গোত্রাপত্য। পুত্র বা
কস্তা এই উভয় স্থলেই (ক্রী) ভীপ্ বকার লোপঃ আগন্তী।
[যকার লোপের হ্রস্ব আগন্তী শব্দে দেখ]।

আগা। অগ্র শব্দের অপভ্রংশ। ডগা। ধার।

আগাছা। বুনা গাছ। যে বৃক্ষাদি ফল পুষ্পাদির জন্ত
রোপণ করা হয় না।

আগাধ (জি) অগাধঃ অন্তলম্পর্শ এব স্বার্থে অণ্ আদ্যা-
চোবৃদ্ধিঃ। অন্তলম্পর্শ। বাহা সহজে বুঝা যায় না।

আগান্ত (পুং) আ-গম-তুন্ নিঃ বৃদ্ধিঃ। অতিথি। আগন্তুক
শব্দের অর্থ।

আগাম্যক (জি) আগময়তি ভবিষ্যদ্বস্ত্ত বোধয়তি আ-গম-
গিচ্ বৃদ্ধি প্ ন হ্রস্বঃ গুল্ গিচ্ লোপঃ। ভবিষ্যদ্বিস্ত
জ্ঞাপক।

আগামিন্ (জি) আগমিষ্যতি আ-গম- (আঙি গিৎ।
উণ্ ৪। ৭) ইতি ইনি গিতাদ্ বৃদ্ধিঃ। আগন্তুক। ভবিষ্যৎ
কালে যাহা হইবে।

আগামারা। আগামারা। আগামারা অর্থাৎ যাহার বুদ্ধির
অগ্রভাগ মরিয়া গিয়াছে। যাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধার
নাই। অগামারা—অজ্ঞানতা যাহাকে মারিয়া রাখি-
য়াছে। অজ্ঞানতার যে জড়ীভূত হইয়া আছে।

আগামুক (জি) আ-গম-উকঞ্। ঐচ্ছাহুপাধাবৃদ্ধিঃ।
আগমনশীল। *। লব-পত-পদ-হা-ভু-বৃষ-হন-কম-গম শূভ্য
উকঞ্। পা ৩। ২। ১৫৪। এই সকল ধাতুর উক্ত
কর্তৃবাচ্যে ভাঙ্গীল্যাदि অর্থে উকঞ্ প্রত্যয় হয়।

आगृहिन्, (त्रि) आगृहम् अनेन हेष्टादि० हेनि। कृतादायम् ।

আগ্নে। অগ্নে শব্দের অপভ্রংশ। প্রথমে।

আগ্নাপৌষ (ত্রি) অগ্নিচ পূবা চ বন্দ্যং আনন্ডং অগ্না-
পূবাণৌ তৌ দেবতে হস্ত অগ্নি পদ বৃদ্ধিঃ বাহুং নেৎ।
অগ্নাপূষদেবতাক হবিঃ প্রভৃতি। যে সকল হবনীর
জ্বরের দেবতা অগ্নি এবং সূর্য।

।*। সান্ত দেবতা। পা ৪।২।২৪। তিনি ইহার
দেবতা এই অর্থে অগ্ন প্রত্যয় হয়।*। দেবতা বন্দ্য
চ। পা ৭।৩।২১। ঞ্ ইৎ, ৭ ইৎ, এবং ক ইৎ প্রত্যয়
পরে থাকিলে দেবতাবাচক শব্দের বন্দ্য সমাসে পূর্ব
এবং উত্তর পদের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়।*। ইবৃকৌ।
পা ৬।৩।২৮। উত্তর পদের বৃদ্ধি হইলে দেবতাবন্দ্য-
বিষয়ে অগ্নি শব্দ স্থানে ইৎ হয়। এই সূত্রানুসারে ইৎ
হইতে পারিত, কিন্তু নিপাতনে তাহা হয় নাই। আনন্ডং
হইয়াছে।

আগ্নাবৈষ্ণব (ত্রি) অগ্নিচ বিষ্ণুচ বন্দ্যং আনন্ডং অগ্না-
বিষ্ণু তৌ দেবতে হস্ত অগ্নি পদ বৃদ্ধিঃ। যে সকল হবনীর
জ্বরের দেবতা অগ্নি এবং বিষ্ণু।*। ইবৃকৌ বিষ্ণোঃ
প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। বার্তিক, পা ৬।৩।২৮ সূত্রে।
এই বার্তিক সূত্রানুসারে ইৎ হয় নাই। অগ্নাবিষ্ণুসকৌ
বিদ্যাতে যজ্ঞ (বিমুক্তাদিত্যোহগ্ন। পা ৫।২।৬১) ইতি
অগ্ন। আগ্নাবৈষ্ণবশব্দযুক্ত অধ্যায়। আগ্নাবৈষ্ণব শব্দ-
যুক্ত অমুবাচ।

আগ্নিক (ত্রি) অগ্নিরিদ্ং বাহুং ঠক্। অগ্নি সঞ্চকী।

আগ্নিদত্তেন্দ্র (ত্রি) অগ্নিদত্তেন্দ্রম্ অগ্নিদত্ত চাতুরর্থ্যাং
সখ্যাদি চ ঞ্ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। অগ্নিদত্তের সমীপস্থ দেশাদি।
।*। বৃহৎ ইত্যাদি পা ৪।২।৮০ সূত্রস্থ সখ্যাদিত্যো
চ ঞ্।*। অমুশতিকাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।২০। ঞ্
ইৎ, ৭ ইৎ, ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অমুশতিকাদি-
গণের উভয় পদের আদ্যচের বৃদ্ধি হয়।

আগ্নিপদ (ত্রি) অগ্নিপদে দীপ্যতে কার্যং বা ব্যুৎপাদি-
অগ্ন। অগ্নিস্থানে দীপ্যমান জব্য। অগ্নিস্থানে কর্তব্য বস্ত।
আগ্নিমারুত (ত্রি) অগ্নিচ মরুতশ্চ বন্দ্যং আনন্ডং অগ্না-
মারুতৌ তৌ দেবতে হস্ত অগ্নি পদ বৃদ্ধিঃ (ইবৃকৌ।
পা ৬।৩।২৮) ইতি ইৎ। অগ্নি এবং মরুত দেবতাক
স্তোত্র বিশেষ। যে হবনীর স্তোত্রাদির দেবতা অগ্নি এবং
বায়ু। স্বনামধ্যাত্য যুনিবিশেষ।

আগ্নিবরুণ (ত্রি) অগ্নিচ বরুণশ্চ বন্দ্যং ঞ্ অগ্নীবরুণৌ
তৌ দেবতে হস্ত অগ্নি পদ বৃদ্ধিঃ ইৎ। অগ্নিদেবতাক
হবিঃ প্রভৃতি। যে সকল হবনীর জ্বরের দেবতা অগ্নি

এবং বরুণ।

আগ্নিবেশ্ত (পুং ত্রী) অগ্নিবেশ্তস্ত ঋবেদপত্যম্ অগ্নিবেশ্ত
(পর্গাদিত্যো বঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি বঞ্। অগ্নি-
বেস্ত ঋষির পুত্র বা কন্তারূপ অপত্য। (ত্রী) ভীপ্
য লোপঃ অগ্নিবেশী। অগ্নিবেশ্ত গোত্রজ কন্তা।

আগ্নিশর্ম্মি (পুং ত্রী) অগ্নিশর্ম্মণোহপত্যঃ (বাহ্বাদিত্য
ইঞ্। পা ৪।১।১৬। ইতি ইঞ্। আদ্যচ বৃদ্ধিঃ। অগ্নি-
শর্ম্মার পুত্র বা কন্তারূপ অপত্য। ততঃ গোত্রে কক্।
আগ্নিশর্ম্মারণঃ অগ্নিশর্ম্মার গোত্রজ পুত্র বা কন্তা। (ত্রি)
অগ্নিশর্ম্মৌ ভবঃ গহাদি হ অগ্নিশর্ম্মার। অগ্নিশর্ম্মা
হইতে জাত।

আগ্নিষ্টোমিক (পুং) অগ্নিষ্টোমং ক্রতুং বেত্তি তৎপ্রতি-
পাদক গ্রহমধীতে বা ঠক্। অগ্নিষ্টোম বজ্রজাত ব্যক্তি।
যিনি অগ্নিষ্টোম ব্রত করিতে জানেন। যিনি অগ্নিষ্টোম
বজ্র প্রতিপাদক গ্রহ পাঠ করেন। অগ্নিষ্টোম গ্রহস্ত
ব্যাখ্যানঃ গ্রহঃ ঠঞ্। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ব্যাখ্যান গ্রহ।
(ত্রী) ভীপ্। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিবৃতি।*। ক্রতুৎখাদি
সূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০। ক্রতু যজ্ঞেত্যশ্চ।
পা ৪।৩।৬৮। (অগ্নিষ্টোমস্ত ব্যাখ্যানস্তজ্ঞ ভবো বা
আগ্নিষ্টোমিকঃ। সিং কোং)।

আগ্নিষ্টোমিকী (ত্রী) অগ্নিষ্টোমস্ত দক্ষিণা (তদন্ত দক্ষিণা
যজ্ঞাখ্যেভ্যঃ। পা ৫।১।১৫) ইতি ঠক্ ভীপ্। অগ্নি-
ষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণা।

আগ্নীগ্র (ত্রী) অগ্নিমিচ্চে অগ্নি-ইক-কিপ্ অগ্নীৎ তন্ত
শরণং গৃহং। (অগ্নীগ্রঃ শরণে রণ্ ভক্। বার্তিক
পা ৪।৩।১২০ সূত্রে) ইতি রণ্-প্রত্যয়ঃ। যজমানের
স্থান। (পুং) সায়িক দ্বিজ। (অগ্নিমিচ্চে অগ্নীৎ তন্ত
স্থানং আগ্নীগ্রং। তাৎপর্য্যং সোহপি আগ্নীগ্রঃ। সিং
কোং উক্ত সূত্রে)। অগ্নিং ধারয়তি অগ্নি-ধ-ম্মাদি-
ক পূর্বপদদীর্ঘশ্চ ততঃ স্বার্থে অগ্ন্ ইতি বা। সায়িক
যজমানদ্বিজ। অগ্নীগ্র স্বার্থে অগ্ন্। আগ্নীগ্র স্থান। (ত্রী)
ভীপ্। আগ্নীগ্রী। স্বার্থে গহাদি হ আগ্নীগ্রীর, অগ্নিস্থান
(ত্রি)। বুদ্ধাচ্। আগ্নীগ্র সঞ্চকীর।*। অগ্নীগ্রসাধারণা-
দঞ্। বার্তিক, পা ৫।৪।২৫ সূত্রে। আগ্নীগ্র—সাধারণ।
ত্রী-ভীপ্ আগ্নীগ্রী, সাধারণী। বিকল্পে টাপ্ আগ্নীগ্রা
শালা। সাধারণা।

আগ্নীগ্র্যা (ত্রী) আগ্নীগ্রস্থানমর্হতি বৎ টাপ্। অগ্নিহুতির
যোগ্যশালা। যে গৃহে অগ্নি থাকে।

আগ্নেয় (ত্রি) অগ্নিচ ইন্দ্রশ্চ বন্দ্যং আনন্ডং তৌ দেবতে

অগ্নি অগ্নি। (নেত্রস্ত পুরাণ। পা ৭। ৩। ২২) ইতি ন
পরমবুদ্ধিঃ বৃক্ষাভাবায় ইৎ। অগ্নী ইত্যাকারেণ ইজ্ঞে
তীকারস্ত সন্ধিঃ। আগ্নেয় দেবতাক হবিঃ প্রভৃতি জব্য।
যে সকল হবনীর জব্যের দেবতা অগ্নি এবং ইজ্ঞে। (জী)
তীপ্। আগ্নেয়ী। অগ্নি ও ইজ্ঞে সন্ধি আহুতি প্রভৃতি।
আগ্নেয় (জি) অগ্নিরিন্দ্র অগ্নিদেবতা বাস্ত (অগ্নেচক্।
পা ৪। ২। ৩৩) ইতি চক্। যে ব্রত প্রভৃতি অগ্নি দেব-
তাকে দেওয়া হয়। যে সকল হবনীর জব্যের দেবতা
অগ্নি। অগ্নিসন্ধি। (ক্লী) কৃত্তিকা নক্ষত্র। কৃত্তিকা
নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি, তজ্জন্ত উহার নাম আগ্নেয়।
অগ্নিনা প্রোক্তং পুরাণম্। আগ্নেয় পুরাণ। ইহাকে
অগ্নি পুরাণও কহে। (জী) প্রতিপৎ। প্রথম তিথি।
প্রতিপদেরও দেবতা অগ্নি, তজ্জন্ত উহার আগ্নেয় নাম
হইয়াছে। স্বর্ণ। কথিত আছে যে, স্বর্ণ অগ্নির বীৰ্য্যে
উৎপন্ন হইয়াছে, সে কারণ স্বর্ণকে আগ্নেয় কহে।
(পুং) কার্ত্তিকের। মহাদেবের বীৰ্য্য অগ্নিতে পতিত
হয়, তাহাতে কার্ত্তিকের জন্ম গ্রহণ করেন। তজ্জন্ত
উহার নাম আগ্নেয়। (ক্লী) রক্ত। রক্তের উৎপত্তি
জঠরানলে, সেই জন্তই হউক বা দেহস্থ পিত্ত-রূপ-অগ্নির
বিকার বলিয়াই হউক রক্তের নাম আগ্নেয়। (জি)
অগ্নরে হিতং চক্। জঠরানলের বুদ্ধিকর ঔষধ দ্রব্য
বিশেষ। বাহু অগ্নি বর্দ্ধক ধূনা, রজন, জতু প্রভৃতিজব্য।

যে পর্বতের উপরিভাগে গহ্বর থাকে এবং তাহার
গর্ভ হইতে ধাতুজব্য ও অন্যান্য নানা প্রকার পদার্থ
আগুনের সঙ্গে তেজে সেই গহ্বর দিয়া সময়ে সময়ে
বাহির হয়, তাহাকে আগ্নেয় গিরি কহে। যেমন এটন
বিস্তারিত প্রভৃতি।

(পুং) দেশ বিশেষ। যে দেশে স্বাভাবিক অগ্নির
উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই দেশ। দক্ষিণাপথের নিকটে
কিচ্ছিকা দেশের সমীপস্থ মাহিন্তীপুর বিশিষ্ট। সে
খানে অগ্নি নীলরাজের কস্তুর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া
ঊহাকে বিবাহ করেন। পরে ঊহাকে রক্ষা করিবার
নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তথায় বাস করিয়াছিলেন। মহা-
ভারতের সভাপর্বে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নির উপাসনার মন্ত্র। (জী) অগ্নি সন্ধীর ধারণা
বিশেষ। দক্ষিণ ও পূর্ব এই উভয়ের মধ্যাদিক্। অগ্নে-
চক্। অগ্নিচক্। অগ্নির অপত্য পুত্রকন্তা (জি)।
অগ্নি হইতে আগত। (ক্লী) অগ্নিদুই সামবেদ। (ক্লী)
ভস্ম মাথিয়া দান বিশেষ। রাজার চরিত্র বিশেষ।

(জি) অগ্নী অগ্নীপনে সাধু চক্। আগুন লাগাইলে
যাহা সহজে জলিয়া উঠে; যেমন জতু, ব্রত, ধূনা
ইত্যাদি। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্ত
বারণাবতে জতু প্রভৃতি দ্বারা গৃহ নির্মাণ করা হইয়া-
ছিল, তজ্জন্ত উহাকে আগ্নেয় গৃহ বলিয়া উল্লেখ করা
হইয়াছে। (কৃত্তং হি ব্যক্তমাগ্নেরমিদং বৈশ্ব পরস্তপ)।
(ক্লী) অগ্নবিশেষ; যেমন বন্ধক প্রভৃতি যে অগ্নি-
সংযোগ দ্বারা ছুড়িতে হয়, কিংবা যাহা হইতে অগ্নিময়
দ্রব্য গিয়া আঘাত করে। অগ্নেরাগতঃ চক্। অগ্নি
প্রকৃতিক কীট বিশেষ। অর্থাৎ সেই সকল কীটের
প্রকৃতি অগ্নি (পিত)। ঐ কীট চব্বিশ প্রকার। ১
কোণ্ডিল্যক, ২ করভক, ৩ বরটী, ৪ পত্রবৃশ্চিক, ৫ বিনা-
শিকা, ৬ ব্রহ্মনিকা, ৭ বিন্দল, ৮ ভ্রমর, ৯ বাহুকী,
১০ পিচ্চিট, ১১ কুন্ড, ১২ বর্ধকী, ১৩ অরিসেদক,
১৪ পদ্মকীট, ১৫ কুন্ডুভি, ১৬ মকর, ১৭ শতপাদক,
১৮ পাকাল, ১৯ পাকমৎস্ত, ২০ কৃষ্ণভূগু, ২১ গর্দভী,
২২ ক্রীড়, ২৩ কুমি সরাসী, ২৪ উৎক্লেশক। এই চব্বিশ
প্রকার কীট যাহাকে দংশন করে তাহার পিত্তজ রোগ
জন্মে। আগ্নায়ী দেবতা অগ্নি চক্ পুষ্পভাবঃ। যে হালী-
পাকের দেবতা স্বাহা।

আগ্ন্যাধানিকী (জী) অগ্ন্যাধানস্ত বজ্রস্ত দক্ষিণা চক্।
অগ্ন্যাধান বজ্রের দক্ষিণা। [আগ্নিষ্টোমিক শব্দ দেখ]।
আগ্নেভোজনিক (পুং) অগ্নেভোজনং নিয়তং দীপ্যতেইত্শ
চক্। নিয়ত অগ্নেভোজনদানের সম্প্রদান। অগ্নদানী
ব্রাহ্মণ। যাহারা ব্রাহ্মের অগ্নেভোজন দ্রব্য লয়।

আগ্নেয়ণ (জি) অগ্নেভবৎ অগ্ন-অগ্ন-আগ্ন-আগ্ন-অগ্ননং
ভোজনং শব্দাদেবর্ধন, শব্দাদি। অকার লোপঃ।
নূতন শস্ত আনিবার নিমিত্ত সাগ্নি কর্তব্য বজ্রবিশেষ।
শস্তপাকান্তে সমাধেয় যাগবিশেষ। আশ্বলায়ন শ্রোত
যুজ্ঞে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

আগ্নেহ (পুং) আগ্নেহ বশীভূত্রে মনো যেন আ-গ্নেহ-
(গ্রহবৃদ্ধিনিষ্টিগমশ্চ। পা ৩। ৩। ৫৮) ইত্যপ্। আবেশ।
আসক্তি। অভিনিবেশ। আশ্রম। অহুগ্নেহ। গ্রহণ।

আগ্নেহায়ণ (পুং) অগ্নেহায়ণী যুগশিরো নক্ষত্রং। যুগ-
শীর্ষে যুগশিরস্তন্মিরেবাগ্নেহায়ণী। তয়া যুক্তা পৌর্ণ-
মাসী। অগ্নেহায়ণ মাস, চান্দ্রমার্গশীর্ষমাস।

আগ্নেহায়ণক (ক্লী) আগ্নেহায়ণ্যং দেবম্ ঋণম্ আগ্নেহায়ণী
(সংবৎসরাগ্নেহায়ণীভ্যাক্। পা ৪। ৩। ৫০) ইতি চাৎ
বৃক্। যে ঋণ আগ্নেহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে দিতে হয়।

আগ্রাহারগিক (জী) আগ্রাহারগ্যাং দেওয়ান্ ঋণং আগ্রাহারগী ঠাক্। আগ্রাহারগমাসের পূর্ণিমাতে দাতব্য ঋণ। [ঠাকের স্ত্র্য আগ্রাহারগক শব্দে দেখ]। (আগ্রাহারগ্য-বখাট ঠাক্। পা ৪।২।২২) ইতি ঠাক্। আগ্রাহারগী পৌর্ণমাসীযুক্ত বাস। চান্দমার্গগীর্ষ বাস। মতভেদে ইহাই বৎসরের প্রথম মাস।

আগ্রাহারগী (জী) অগ্রে হারনমত্যাঃ প্রজ্ঞাদিঃ অণ্ তীপ্। আগ্রাহারগী। অগ্রাহারগ মাসের পূর্ণিমা। অগ্রে হারন-মত্যা ইতি আগ্রাহারগী। প্রজ্ঞাদেবাকৃতিগণস্বাদণ্। পূর্ণপদাৎ সংজ্ঞারামিতি গম্। আগ্রাহারগী পৌর্ণমাসী অগ্নিন্ আগ্রাহারগিকো মাসঃ। সিং কোঁ উক্ত স্ত্রে।

আগ্রাহারিক (জি) অগ্রহারোহপ্রভাগো নিরতঃ দীরতে-হৈশ্ব ঠাক্। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ।

আগ্রা। (ইহা অগ্রবণ শব্দের অপভ্রংশ)। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিভাগ বিশেষ। ইহার উত্তরে মথুরা ও ইটা; পূর্বদিকে মৈনপুরী এবং এটোরা; দক্ষিণে টোলপুর এবং গোরালিরর, পশ্চিমে ভরতপুর। আগ্রা, মথুরা, ফরকাবাদ, ইটা, এটোরা এবং মৈনপুরী, ইহার মধ্যে এই ছয়টা জেলা আছে।

আগ্রা নগর যমুনা নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানে অনেক দিন পর্যন্ত মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল। অকবরের পূর্বে প্রথমে লোদী বংশীয় মুসলমান সম্রাটেরা এখানে অবস্থান করেন। ইব্রাহিম লোদী, বাবরের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন। ইহার এক বৎসর পরে ফতেপুর সিক্রিতে বাবর, রাজপুত সৈন্যকে পরাভূত করেন। ইহার পরেই আগ্রায় রাজধানী সংস্থাপিত হয়। বাবর পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন, শের-শাহ কর্তৃক পরাস্ত ও দূরীভূত হন। শেষে হুমায়ুনের পুত্র অকবর শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দিল্লি হইতে আগ্রাতে রাজধানী স্থাপিত করেন। অকবরের রাজত্বকালে এই নগরে অনেকগুলি কেল্লা ও মনোহর হস্ত্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে অরঙ্গজিব দিল্লিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে আগ্রা নগরের পতন আরম্ভ হইল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইহা সিক্কিয়ার হস্তগত হয়। পরিশেষে ১৮০৩ সালে লর্ড লেক এই স্থান ইং-রাজদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

আগ্রার অট্টালিকা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। জাহাঙ্গির তাঁহার মৃত্যুর পরে অরঙ্গজিব একটা কবর নির্মাণ করিয়া-

হিলেন, উহার নাম জাহাঙ্গির মহল। মতি-মসজিদ, জমা-মসজিদ, খাস মহল, তাজমহল প্রভৃতি অপরূপ বাটী ও কবর শাহ-জেহানের সময়ে নির্মিত হয়।

জমা-মসজিদ অর্থাৎ বৃহৎ মসজিদ; ইহা খেত ও রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। শাহ-জেহানের কস্তা জাহানারার স্মরণার্থ ইহা নির্মাণ করা হয়। জাহানারা অরঙ্গজিবের ভগিনী। অরঙ্গজিব তাঁহাকে কারাকুদ্ধ করিয়া-হিলেন। দিল্লির নিকটে তাঁহার কবর আছে। উহা ফটিকের ভাঙ্গ পরিষ্কার খেত পাথরে নির্মিত।

আগ্রার প্রসিদ্ধ দুর্গ রক্তবর্ণ পাথরে নির্মাণ করা। ইহার পাঁচিল উর্দে প্রায় ৪৬ হাত, পরিধি অনুন দেড় মাইল। কেল্লার ভিতরে অনেকগুলি বাড়ী আছে। সর্বপ্রথমে দেওয়ানী আম। ইহা অরঙ্গজিব নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর দেওয়ানী বাস। ইহার পর খাসমহল। খাসমহলের দক্ষিণে জাহাঙ্গির মহল। এই অট্টালিকা সুলতান খেত প্রস্তরে নির্মিত। মতি. মস-জিদ দেওয়ানী আমের উত্তরে। প্রবাদ আছে, এক বার সম্রাট মানসিংহের উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত মানসিংহ কেল্লার উপর হইতে বোড়া চড়িয়া নিম্নে লাফাইয়া পড়েন। নিম্নে পড়িয়া বোড়াটা তৎ-ক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। মানসিংহের এই বীরত্বের স্মরণার্থ অদ্যাবধি কেল্লার পাশে একটা পাথরের বোড়ার মাথা পোতা আছে। আগ্রার কেল্লার কাছে এখনক রেলওয়ের স্টেশন হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমে নর, কেবল এ ভারতেও নর,— তাজমহল ভুবন বিখ্যাত। পাথরের খোদাই কৌশল এবং অট্টালিকা নির্মাণের কারিকরির কথা বলিতে হইলে তাজমহলের নাম আগে করিতে হয়। বিচিত্র উদ্যানের ভিতরে এই মনোহর কবর। আগাগোড়া পরিষ্কার খেত পাথরে নির্মাণ করা। কতকাল হইল,— আজও নূতন, যেন সে দিন কে গড়িয়া দিয়াছে।

বাহির হইতে প্রথমে কিছু উপরে উঠিলে উদ্যানের দ্বার। তাহার পর নিম্নে নামিলে বাগানের অম্বি। সম্মুখে প্রশস্ত বাগা রাস্তা। দুই ধারে জলপ্রপাতী; বড় বড় পুরাতন আমগাছ, কলের কলের নানাবিধ ফুল,— নন্দনবনের মত এই বন বহু করিয়া লাভান হইয়াছে। সম্মুখে তাজমহল। প্রথমে অনেকটা প্রশস্ত চতুষ্কোণ পীঠ খেত পাথরে বাধান। ইহার চারিদিকে কলিকাতার গড়ের মাঠের মত মসজিদের মত চারিদিক উন্মুক্ত।

তত্ত্ব। তাহার ভিতর দিয়া উপরে উঠিবার পথ আছে। মধ্যস্থলে তাজমহলের গুহ। গুহজের নীচের দেউলে বহুসূত্র রত্ন বসানো,—তাহাতে কত রকম কুল লতা পাতা কাটা। গুহজের ভিতর কি ভাবে আগনিই বেন গজীর হইয়া আছে। ধীরে ধীরে একটা কথা কও, অমনি উপর দিকে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি তোমার সঙ্গে সাতবার কথা কহিবে। মধ্যস্থলে উজ্জল খেত পাথরের কবর, তাহার ধারে ধারে পাথরের রেল-গাঁথা। উপরের কবর আসল নহে। সন্ধ্যাবারের পাশ দিয়া নিয়ে সামিতে হয়। সেই খানে সম্রাট শা-জেহান, পাশে প্রিয় মহিষী মুমতাজ মহল। সম্রাট প্রেরণীর প্রণয়সিদ্ধিতে দুবিয়া প্রাণের সঙ্গে প্রাণ দিয়া বেন এক যুমেই ছুজনে ঘুমাইয়া আছেন।

শা-জেহান বাদশার প্রিয়তমা মহিষী আর্জিমন্সবাহুর স্মরণার্থ তাজমহল নির্মিত হয়। আর্জিমন্সবাহুর অপর নাম মুমতাজ মহল। ১৬২৯ খৃঃ অব্দে মুমতাজের মৃত্যু হয়। তাহার পরেই এই মনোহর কবর নির্মাণ করিতে লোক লাগিল। কথিত আছে, বিশ হাজার কারিকর একাদিক্রমে বিশ বৎসর কাজ করিয়া তাজমহল সমাপ্ত করিয়াছিল। শা-জেহানের মৃত্যুর পরে তাঁহাকেও মুমতাজ রানীর পাশে সমাহিত করা হয়।

তুলা এবং লবণ আগ্রার প্রধান বাণিজ্যজ্য। কথিত আছে, এখানে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে আগ্রার ইংরাজগণকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর কর্ণেল ব্রেস্বে বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন।

আগ্রায়ণ (পুং ক্রী) অগ্রনাসঃ ঋষেঃ গোত্রাপত্যং নড়াদি-কক্। অগ্রৈ নামক ঋষির গোত্রাপত্য। *। শরৎকুনক-মর্দান্ভৃগুবৎসাগ্রায়ণেহু। পা ৪। ১। ১০২। অগ্রৈ অয়নঃ শস্ত্রস্ত অস্ত্রস্ত অণ্। নবশস্ত্রেটি। নবান্ন নিমিত্ত সান্ধি-কর্তব্য বাগবিশেষ।

আঘটক (পুং) আঘটরতি রোগান্ আ-ঘট-কুল্। রক্ত অপামার্গ। রাঙা আপাওঁ গাছ। (জি) চালক।

আঘটনা (ক্রী) আ-ঘট্ যুচ্ টাপ্। চালনা। এক ভান হইতে আর এক স্থানে রাখা।

আঘটিত (জি) আ-ঘট্-ক্ত ইট্। চালিত।

আঘর্ষ (পুং) আ-ঘৃষ-ঘঞ্। মর্দন। (ক্রী) আ-ঘৃষ-লুট্ আঘর্ষণ। মর্দন। ঘষা। মছন।

আঘর্ষণ (ক্রী) অঘর্ষণে হিতং অণ্। পাপ নাশের

হিতকর যুক্ত বিশেষ।

আঘাট (পুং) আ-হন্ কর্তরি সংজ্ঞারঃ ঘঞ্ পৃ০ তত্ত টঃ। অপামার্গ। আপাওঁ গাছ। (জি)। যে আঘাত করে। নদী প্রকৃতির যে স্থানে লোক ভ্রান না করে, চলিত কথায় সেই স্থানকে আঘাট কহে। (আঘাট ঘাট হবে আপঘ পথ হবে। অগজ্ঞঃ আখ্যায়িকা।

আঘাটিন্ (জি) আ-হন্-গিনি পৃ০ তত্ত টঃ। আঘাত কর্তা। আঘাত (পুং) আ-হন্-ঘঞ্। (হমন্তো ইচিরলোঃ। পা ৭। ৩। ৩২। ইতি মন্ত তঃ (হো হন্তেঞ্ গিরেহু। পা ৭। ৩। ৫৪) হন্ত যচ্। বধ। আহনন। তাড়ন। আধারে ঘঞ্। বধ স্থান।

আঘাতন (ক্রী) আহন্ততে হ্র আ-হন্-স্বার্থে গিচ্-তকার স্বকারে আঘাতি ততঃ আধারে লুট্ গিচ্-লোপঃ। বধ স্থান। ভাবে লুট্। হনন।

আঘার (পুং) আঘ্রিয়তে বহৌ-সিচ্যতে আ-ঘৃ-কর্শণি ঘঞ্। যুত। ভাবে ঘঞ্। আলিত অমিতে বায়ু কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া আগের কোণ পর্যন্ত এবং নৈর্গত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐশানী দিক্ পর্যন্ত অবি-চ্ছেদে ধারাক্রমে যুত সেচন।

আঘূর্ণিত (জি) আ-ঘূর্ণ-ক্ত ইট্। চালিত। জ্ঞাত।

আঘুণি (পুং) 'ঘুণি-পুণি-পাকি-চুণি-ভূণি'। যু করণ-দীপ্যোঃ নি-প্রত্যয়ে ণগাভাবো নিপাত্যতে। জিঘর্ষি দীপ্যতে। বহা, যুণু দীপ্যো ইণপধ্যৎ কিং (উণ্ ৪। ১১৯) ইতি ইন্ প্রত্যয়ঃ। ঘুণিঃ দীপ্তিঃ। করতি অনেন যেদাদি, দীপ্যতেহনেন বা, ক্রুদ্ধোহগ্নিরিব জলতি-হি-প্রসিদ্ধঃ। ক্রোধঃ। আ-আগতঃ ঘুণি দীপ্তির্থেন। আগত দীপ্তি। আগত ক্রোধ। (নিঘণ্ট)।

আঘোষণ (ক্রী) আ-ঘৃষ-লুট্। সকল স্থানে প্রচারের জন্য উঠেঃ স্বরে শব্দ করা। গিচ্ যুচ্ টাপ্। আঘোষণা।

আজ্ঞাণ (জি) আ-জ্ঞা-ক্ত তকারন্ত নঃ রেফাৎ পরতয়া-ণম্। গৃহীত গন্ধ। যে পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করা হই-য়াছে। তৃপ্ত। (ক্রী) ভাবে ক্ত। গন্ধগ্রহণ। তৃপ্তি। *। হৃদবিদোন্মজ্জাজ্ঞাতীভ্যোহজ্ঞতরভ্যাম্। পা ৮। ২। ৫৬। এই সকল ধাতুর নিষ্ঠা স্থানে বিকল্পে ন হয়।

আজ্ঞাত (জি) আজ্ঞারতে স্ব আ-জ্ঞা-কর্শণি ক্ত বা তত্ত নদ্যভাবঃ। গৃহীত গন্ধ। যে পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে। [ক্ত স্থানে বিকল্পে নকার হইবার সূত্র আজ্ঞাণ শব্দে দেখ]। অবিষমীভূত। (লাচ ইণ্মদ্যন্যাজ্ঞাত তিথি কর্শ পরা। তিথি ভবে স্বার্ত)।

আজের (জি) আ-জা-যৎ। জাণ দ্বারা প্রাক্। বাহা জাণ করিবার যোগ্য।

আর্ঘ্য (ক্ৰী) এক প্রকার মধু। বে মাহীর চাকে এই মধু হয়, সেই সকল মাহী প্রায় ভ্রমরের মত বড়, পীতবর্ণ এবং উহাদের হল দীর্ঘাকার। বৈদ্যশাস্ত্র মতে উহা চক্ষুর হিতকর এবং উহাতে কক, পিত্ত ও রক্তদোষ নষ্ট হয়।

আণ্ড (অব্য) ঞ-বাহ্। ডাঙ্। প্ররোগে তন্তু ভিত্তম্। আ—শকার্ধ। [আ শকে বিবরণ দেখ]।

আকুশায়ন (জি) অকুশেন নিবৃত্তম্ অকুশ পক্ষাদি। (পা ৪।২।৮০) ইতি কক্। অকুশ দ্বারা নিবৃত্তাদি। অকুশ দ্বারা নিষ্পাদিত।

আকুশিক (জি) অকুশ প্রহারনমন্ত ঠক্। অকুশ প্রহারযুক্ত।

আক (ক্ৰী) অক-স্বার্থে অণ্। কোমলাক। অকানাগতং অণ্। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অকের অধিকার বিহিত কার্য।

(জি) অকে ভবং অণ্। অকদেশজাত। অকানাং নিবাসো জনপদঃ অকঃ বহবঃ। [অবস্তি শকে সূত্র দেখ]।

অকানাং রাজা অণ্। অকদেশের রাজা ইতি অণ্।

অকানাং রাজানঃ অণ্। বহবে অণোলুক্ অকঃ অক-দেশীয় বহুরাজা। স্ত্রিয়াং প্রোচ্যত্বাদণো ন লুক্ আজী। *।

তজ্রাজন্ত বহবু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্। পা ২।৪।৬২। জীলিজ ভিন্ন বহুত্ব অর্থে রাজ্যার্থে বিহিত প্রত্যয়ের লুক্ হয়।

*। ন প্রোচ্য ভর্গাদি যৌধেয়াদিভ্যঃ। পা ৪।১।

১৭৮। প্রোচ্য ভর্গাদি আর যৌধেয়াদি এই সকল শব্দের পরস্থিত তজ্রাজ প্রত্যয়ের লুক্ হয় না। (আজী সি. কোঁ)।

তজ্রাপত্যং অক-অণ্। অকরাজের অপত্য। *। বঞ-

মগধ কলিজসুরমসাদণ্। পা ৪।১।১৭০। যে রাজা

অকদেশ বা বজ্রদেশ পালন করেন তাঁহার নাম অক বা

বজ্র। অক বজ্র ইত্যাদি দুইটি অচ্ বিশিষ্ট শব্দ এবং

মগধ কলিজ ও সুরমস শব্দ এই সকলের উত্তর অপত্য অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

অকক (জি) অকেষু জনপদেষু ভবং ব্যুঞ্। অকদেশ জাত। অকঃ ক্ষত্রিয়াঃ তদেশঃ নৃপতয়োঃ ভক্তিরন্ত ব্যুঞ্।

অকদেশীয় ক্ষত্রিয় যাহার সেব্য। বহু অকদেশীয় ক্ষত্রিয়-

গণের সেবক। অকঃ জনপদঃ ভক্তিরন্ত ব্যুঞ্। (জি)

বহু অকজনপদের সেবক।

আকচা। অকমোচা। গামোচা।

আকটি। ইহা অজুরীয়ক শব্দের অপভ্রংশ।

আজরাধা। অজরকণী শব্দের অপভ্রংশ। জামা।

আজবিদ্যা (জি) অজন্ অজানাবিদ্যাং বেদ (পা ০।৪।

২।৬০) সূত্রে অজ-কজ-ধর্ম্ম জিপুর্কীদ্বিত্যাত্মারেতিবক্তব্যঃ ইতি বাস্তিকেন ঠকো নিবেদ্যং অণ্। যিনি ব্যাকরণাদি অজবিদ্যা জানেন।

শিক্ষাকল্পে ব্যাকরণং নিরুক্ত জ্যোতিষাং গণঃ।

ছন্দসাং বিবৃতিশ্চৈব বড়কো বেদ উচ্যতে ॥

শিকা শাস্ত্র, কল্প শাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃসমূহ, এই ছয়টি বেদের অজ বলিয়া উহাদের নাম অজবিদ্যা। যিনি এই সকল বিদ্যা জানেন, তাঁহার নাম আজবিদ্যা। তদ্ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঞগয়নাদিঃ অণ্। অজ-বিদ্যার ব্যাখ্যান গ্রন্থ। (জি) অজবিদ্যারঃ ভবং অণ্। অজবিদ্যাদি জাত সংস্কারাদি। [পা ৪।৩।৭৩। সূত্রহ ঞগয়নাদি গণে অজবিদ্যা শব্দ দেখ]।

আজার (ক্ৰী) অজারাগাং সমূহঃ ভিক্ষাদিঃ অণ্। অজার সমূহ। [পা ৪।২।৩৮ সূত্রহ ভিক্ষাদি গণে অজার শব্দ দেখ]।

আজিক (জি) অজেন অজচালনেন নিবৃত্তম্ ঠক্। ভাবপ্রকাশক অজনিম্ন নটাদির জ্বিকৈপাদি। আলংকারিকদের মতে ভাব প্রকাশক সেই জ্বিকৈপাদি, আজিক (অজদ্বারা নিম্ন), বাচিক (বচন দ্বারা নিম্ন) আহাব্য (বেশভূষা দ্বারা নিম্ন), স্বাত্মিক (স্বাভাবিক নিম্ন), এই চারি প্রকার। জ্বী-লোকদিগের হাব ভাব জ্বত্বজি প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষ। অজং মৃদঙ্গং তদ্বাদ্যং শিরমন্ত ঠক্। (জি) মৃদঙ্গ বাদ্যকার শিরী। যিনি মৃদঙ্গ বাজাইতে পারেন। *। শিরম্। পা ৪।৪।৫৫। শির অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

আজিরস (পুং ক্ৰী) অজিরসোহপত্যম্ অজিরস-অণ্। অজিরা ঞবির পুত্র বা কন্তা। অজিরার অনেক পুত্র সন্তান বুঝাইলে গোত্রপ্রত্যয়ের লুক্ হয়; যেমন,—অজিরসঃ। কিন্তু কন্তাসন্তান বুঝাইলে লুক্ হইবে না; বধা—আজিরন্তঃ। *। অজিহুস্ত কুংস বশিষ্ঠগোত্রমাজিরোভ্যশ্চ। পা ২।৪।৬৫। এই সকল শব্দের উত্তর বহুবচনে গোত্রাপত্য প্রত্যয়ের লুক্ হয়। পা ২।৪।৬২। এই সূত্র হইতে জীলিজ বিধের অপত্য প্রত্যয় লুক্ নিবেদনের অনুবৃতি আসিতেছে। অজিরার তিন পুত্র। ১—বৃহস্পতি। ২—উত্থ। ৩—সংবর্ত্ত। অজিরলা দৃষ্টং সার অণ্। অধর্ম্মবেদোক্ত সূত্র বিশেষ। অজিনাং অজানাক রসঃ সারঃ স্বার্থে-অণ্। আত্মা।

আজিরসেন (পুং) আজিরসেন প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরঃ।

শাক-৩-তৎ। আদিরসের প্রতিষ্ঠিত কাম্বী-শিব-শিখ
বিশেষ।

আজুর (Vitis vinifera)। ইহা পারস্ত শব্দ। হিন্দীতে
ইহাকে আজুর, দাক বা দাধ কহে। দাধ শব্দ সংস্কৃত
ভ্রাক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। বাজালায় ইহার সরস ফলকে
আজুর কহে এবং শুক ফলকে কিস্মিস্ ও মনকা বলিয়া
থাকে। আজুরের এই কয়েকটা সংস্কৃত পর্যায়,—ভ্রাক্ষা,
মুহীকা, গোস্তনী, দ্বাবী, মধুরসা, চাক্কলা, কুকা,
প্রিয়ালী, ভাপসপ্রিয়া, শুদ্ধকলা, রসালী, অমৃত-
কলা, চাক্কলা, রসা।

এই লতা হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম দিকে আগনিই
অগ্নে। ভারতবর্ষের মধ্যে পাটনা এবং উত্তর পশ্চিম
অঞ্চলের নানা স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে
এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও লঙ্কার ইহার গাছ তেজ
করে না এবং ভাল ফলও ধরে না। কাবুল ও পারস্ত
প্রভৃতির আজুর উৎকৃষ্ট। এই লতায় থলো থলো ফল
ধরে। কাঁচা অবস্থায় ইহা সবুজবর্ণ ও দেখিতে যেন
দেবদারু ফলের মত। পাকিলে ইহা কোমল, স্বচ্ছ,
সরস এবং স্নেহ পীতবর্ণ হয়। পাকা ফলের আশ্বাদ
অন্নমধুর। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা অতিমধুর, অন্ন, কটু-
কর, দ্রিষ্ট, এবং উহাতে শীত, পিত্ত, দাহ, মূত্রদোষ,
তৃকা, বায়ু, কৃত, কীণতা প্রভৃতি নষ্ট হয়। আজুরে
মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজুরিক। আজুলিক (পুং) অজুলি-ঠক বা রত্নম্।
অজুলির আকৃতি। বাহার আকার অজুলির স্তায়।

আজুল। অজুলি শব্দের অপভ্রংশ। আজুল।

আজুলহাড়া (Whitlow) সচরাচর বুড়া আজুলের উপ-
রের পর্ক ফুলিয়া এই পীড়া অগ্নে। ইহাতে অত্যন্ত
ব্যথা হয়। উহাতে মসিনার প্রলেপ দিয়া অন্ন পুঁজ
হইলেই কাটিয়া দিবে। অধিক দিন থাকিলে ভিতরের
হাড় পচিয়া বাইতে পারে। এ দেশের লোকে সিমুলের
কচি শাখার কাঠ বাহির করিয়া তাহার ছালের ভিতরে
আজুল প্রিয়ালী রাখে, তাহাতে অনেকের পীড়া নিবা-
রণ হয়।

আজুব (পুং) আঙ, পূর্বাং যুব-কর্মণি যৎ। ত্রোত্র।
স্তোম। আঘোষ। (নিরুক্ত)। এনাভূষণ বরমিজ-
বস্ত্রঃ। ঋক্ ১। ১০৫। ১১। আজুবোণ, আঙ, পূর্বাং
যুবে: কর্মণি যৎ। আঙো ওকারলোপাভাবহান্দসঃ।
মৌর শব্দতত্ত্ব প্রভাবান্দ প্রবোধরাহিত্যৎ। (ইতি সারণ)।

আঙ, পূর্বাং যুবে: যৎ। আঘোষে আঘোষঃ।
ঘো-কারত্ব জু-কার ভাবঃ। *। আঙোইহ্মনাসিকহান্দসি।
পা ৬। ১২৬ ইতি অহ্মনাসিকো! ব্যত্যরেন। (নিঘণ্টু)।

আজ্য (ত্রি) অজে ভবং আজং চতুরর্থ্যাং সন্ধাশাসি। গ্য।
অজ জাতের নিকটস্থ দেশাদি। পা ৪। ২। ৮০। (সহা-
শাসিত্যো গ্যঃ। সিং কোঃ)।

আচকা। আচমকা। হঠাৎ। মূল্য বিনা।

আচকে (অব্য) আ-চক-এ, একারটা বিভক্তির প্রতিরূপ।
নিকটস্থ ইহার অর্থ কামনা। ‘আচকে কামনে’ অর্থাৎ
কামনা করি এই রূপ বেদদীপিকার লটের স্তায় বর্ত-
মানার্থে লিখিত হইয়াছে। নিঘণ্টুতেও লিখিত আছে,—
চক তৃণৌ ভাদিরাস্মনেপদী, লভুস্তমপুরুষৈকবচনম্।

আচক্ষাণ (ত্রি) আচটে আ-চক্ষ-শানচ্। ব্যাখ্যান কর্তা।
বিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আচতুর (অব্য) চতুঃ পর্য্যন্তম্ অব্যয়ী টচ্। চারি পর্য্যন্ত
। *। অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১০৭।

আচক্ষুস্ (ত্রি) আ-চক্ষ-বাহ্। উসি। আখ্যান কর্তা।
বিনি বলেন। *। বহুলমহত্বাদপি। উণ্ ২। ১২০।

আচতুর্য্য (ক্লী) অচতুরস্ত ভাবঃ (ননঞ পূর্বাং ইত্যাদি
পা ৫। ১। ১২১ সূত্রে চতুরাদি পর্য্যদাসাৎ) ব্যঞ্
প্রত্যয়ঃ। অটেনপুণ্য।

আচম (পুং) আ-চম-অচ্। আচমন।

আচমকা। হঠাৎ। সহসা।

আচমন (ক্লী) আ-চম-ভাবে ল্যট্। ভোজনের পর মুখ
ধোত করা। পূজাদির পূর্বে হস্ত গোষ্ঠাকার করিয়া
তত্রহ জল তিনবার পান ও ওষ্ঠঘর দুই বার মার্জন
পূর্বক বথস্থানে হস্ত প্রদান করা। কর্তৃসংস্কারক অজ
বিশেষ। ক্রিয়া বিশেষ। ভরবাল মুনি আচমনের এই
রূপ নিয়ম করিয়াছেন,—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির পর্ক
গুলি সরল ও বিস্তৃত করিয়া হাত গোষ্ঠের কাণের মত
করিবে এবং আজুল গুলি পরস্পর সংলগ্ন রাখিবে। সেই
অবস্থায় একটা মাঝকলাই ডোবে এতটুকু জল তাহাতে
গ্রহণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠা এই দুইটা অঙ্গুলি ভ্যাগ
করিয়া ভ্রাক্ষণ, ‘ওঁ বিজু’, এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার জল
পান করিবেন। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, তিনবার এক্রপে
জল পান করিয়া ওষ্ঠঘর দুই বার মার্জন পূর্বক মুখের
উপরে হাত দিবে। পরে একবার হাত দুইটা কেলিবে।
তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী এই দুইটা অঙ্গুলির অগ্রভাগ
সংলগ্ন করিয়া নাসিকার স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ

ও অনারিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। তদনন্তর নাতি, বক্ষঃস্থল, মস্তক এবং স্বল্পকয়ে হাত দিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যায়,—আম্রতবার স্বাহা, বিদ্যাতবার স্বাহা, শিবতবার স্বাহা, এই মন্ত্রদ্বারা তিনবার জল পান করিতে হয়। কালী ও তারা এবং বিষ্ণু পূজা পক্ষে পৃথক রূপ আচমনের বিধি আছে। দেবল বলেন যে, গমন করিতে করিতে বা শয়ন করিয়া অথবা কাঁপিতে কাঁপিতে কিছা অল্প কাহাকেও স্পর্শ করিয়া, হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে কিছা বক্ষঃস্থল দেখিয়া আচমন করিতে নাই। চুল, অধোবস্ত্রের অধোভাগ বা মূর্তিকা স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে না। যদি স্পর্শ করে তবে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

আচমনক (ক্লী) আচমনস্ত কং জলমত্র। পতঙ্গ্গহ। পিকদানি। ডাবর। আচম্যতে হনেন করণে লুট্ স্বার্থে কন্। আচমনের জলাদি।

আচমনীয় (ক্লী) আচমনায় দীয়তে বৃদ্ধাচ্ছ। আ-চম-করণে-বাহ। অনীয়ন্ বা। আচমনের নিমিত্ত দেয় জাতি ফলাদি চূর্ণমিশ্রিত হয় পল পরিমিত জল। স্বার্থে কন্, ঐ অর্থ। (আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। তদ্র)। কর্মণি অনীয়ন্, পেয় জল। স্বার্থে কন্, পেয় জল। চলিত কথায় চালিভাজা বা লুচি প্রভৃতিকে আচমনী কহে। যেমন, তিনি আচমনী খান না।

আচম্য (ক্লী) আ-চম-বৎ। আচমনের যোগ্য জলাদি। (অব্য) আ-চম-ল্যপ্। আচমন করিয়া।

আচম্বিং (গ্রাম্য) হঠাৎ। অকস্মাৎ।

আচয় (পুং) আ-চি-অচ্। দূরস্থ পুষ্পাদির চয়ন। দূর হইতে ফুল প্রভৃতি তুলিয়া আনা। হস্তদ্বারা চয়ন করিলে ঘঞ্ হইয়া আচয় এই প্রকার রূপ হইবে। তত্র নিযুক্তঃ আকর্ষাদি। কন্ আচয়ক (ত্রি)। চয়নে নিযুক্ত। যাহাকে পুষ্পাদি চয়ন করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আচরণ (ক্লী) আ-চর-লুট্। আচার। আচরত্যায়েন করণে লুট্। রণ। শকট।

আচরিত (ক্লী) আ-চর-ভাবে ক্ত ইট্। আচার। ঋণীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের উপায় বিশেষ। কর্মণি ক্ত। অমুষ্ঠিত।

আচরণীয় (ত্রি) আ-চর-অনীয়ন্। অমুষ্ঠের। কর্তব্য। আচরিতব্য প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আচর্য্য (ক্লী) আচর্য্যতে বজ্। আ-চর-আধারে বৎ।

গমনের যোগ্য স্থান। (চর্য্যোক্তি চাণ্ডরৌ। বার্তিক, পা ৩। ১। ১০০ হুজে)। গুরুতির অর্থে আ পূর্বক চর ধাতুর উত্তর বৎ প্রত্যয় হয়। (আচর্য্যদেশঃ গন্তব্য ইত্যর্থঃ। অণুরৌ কিম্? আচর্য্যো গুরুঃ। সি। কো। উক্ত হুজে)। আচর্য্যতে কর্মণি বৎ। আচরণীয় কর্ম। গুডকর্ম। অনিত্য অর্থ বুঝাইলে হুট্ হইয়া ‘আশর্য্য’ এই প্রকার রূপ হইবে। *। আশর্য্যমনিত্যে। পা ৬। ১। ১৪৭। অমুত অর্থে হুট্ হয়। (আশর্য্যং যদি স ভূজীত। অনিত্যে কিম্? আচর্য্যঃ কর্ম শোভনম্। সি। কো। উক্ত হুজে)।

আচাত্ত (ত্রি) আ-চম-ক্ত। আচমনকর্তা। যে জলে আচমন করা হইয়াছে। *। অমুনাসিকস্ত কিব্ বণোঃ কণ্ঠিতি। পা ৬। ৪। ১৫। কিপ্ এবং ক ইৎ, ও ইৎ বলাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অমুনাসিকস্ত উপধার দীর্ঘ হয়।

আচাত্তুরা (গ্রাম্য) অমুত। যাহা কখন দেখা যায় না। অসম্ভব। মিথ্যা।

আচাম (পুং) আ-চম-ভাবে ঘঞ্ বৃদ্ধিঃ। আচমন। কর্মণি ঘঞ্। ভক্ষ্য বস্ত্র। ভক্তের মণ্ড। ভাতের মাড়। যে আমানীতে সুরা প্রস্তুত হয়।

*। নোদাতোপদেশস্ত মাস্তস্তান্যচমঃ। পা ৭। ৩। ৩৪। চিণ্ এবং কৃৎ বিষয়ে ঞ্ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে মকারান্ত উদাত্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয় না। আঙ্ পূর্বক চম ধাতুর বৃদ্ধি হয়। আচম গণে আচম, কম এবং বম ধাতু গৃহীত হইয়াছে। *। অনাচমি কমি বমীনামিতি বক্তব্যম্। বার্তিক, উক্ত হুজে। এই কয়েকটা উদাত্ত ধাতু হইলেও উক্ত হুজাহুসারে কার্য্য হয় না।

আচার (পুং) আ-চর-ভাবে ঘঞ্। আচরণ। অমুষ্ঠান। নিয়ম। পদ্ধতি। চলিত কথায়, আত্র প্রভৃতি দ্রব্য নানা প্রকার মশলার সঙ্গে কুটিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলে তাহাকে আচার কহে। যেমন—নেবুর আচার, আমের আচার ইত্যাদি।

আচারদীপ (পুং) আচারার্থঃ নীরাজনার্থে দীপঃ। নীরাজনের নিমিত্ত দীপ। আকৃতির জন্ত দীপ। রাজা-দেব বাজিনীরাজনার প্রদীপ।

নাগদেব ভট্ট প্রণীত আচার নির্ণয় বিবরণের গ্রন্থ বিশেষ। ইহাতে—

আচার মাতৃকা, আশ্চর্য্যচন্দন, হুপ্রভাত, বৃদ্ধপূরী-বোৎসর্গ, শৌচ, আচমন, দস্তধাবন, বস্ত্রোপধীত, দর্ভ,

প্রাতঃসন্ধ্যা, অভিষেক, প্রাতঃকালের হোম, দান, মঙ্গলাবেশন, অভিষেক, বেদাধ্যয়ন, যোগক্ষেম, মধ্যাহ্নদান, সংক্ষেপ দান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা, তর্পণ, জলদেবতার পূজা, প্রৌক্ষণাহরণ, গৃহদেবতার পূজা, পঞ্চমহাবজ্রনির্কণন, ভোজন, সারং সন্ধ্যা, সারং হোম, শরন এবং জীসংসর্গ প্রভৃতি বিষয়ের বিধি বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা ৮৫।

আচারবৎ (ত্রি) আচারঃ শাস্ত্রবিহিতানুষ্ঠানং করণীয়-
বেদন সৌম্যত্বম্ মতৃপ্ মতৃ বহুম্। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান
যুক্ত। (স্ত্রী) আচারবতী—অনুষ্ঠানবতী।

আচারবর্জিত (ত্রি) আচারেণ বেদ যুত্যাদি সদনুষ্ঠানেন
বর্জিতম্। ৩-তৎ। শাস্ত্রোক্ত আচার হীন। আচারহীন
প্রভৃতি শব্দে ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

আচারবেত্ত (ত্রি) আচারং বেত্তি বিদ-তৃচ্। আচারজ্ঞ।
যিনি আচার জানেন। (স্ত্রী) জীপ্ আচারবেত্তী।

আচারবেদিন্ (ত্রি) আচারং বেত্তি আচার-বিদ-গিনি।
আচারজ্ঞ। যিনি আচার জানেন।

আচারবেদী (স্ত্রী) আচারস্ত বেদী। পুণ্যভূমি।
আর্য্যাবর্ত।

আচারাক (স্ত্রী) আচারো হ্রস্বমিব। দৃষ্টিবান্। স্বাদশ
অঙ্গের মধ্যে অঙ্গ বিশেষ।

আচারিন্ (ত্রি) আচরতি যথাশাস্ত্রং আ-চর-গিনি।
শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠাতা। যিনি শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করেন।

আচারী (স্ত্রী) আ সম্যক্ চারঃ প্রসরণং (বিস্তৃতিঃ)
বস্ত্রাঃ গৌরাদি। জাতিদ্বাষা জীপ্। হেলঞ্চ লভা।

আচার্য্য (পুং) আ-চর-ণ্যৎ। গুরু। মহু বলেন, যে
ব্রাহ্মণ, শিষ্যের উপনয়ন দিয়া তাহাকে সকল ও সরহস্ত
বেদ অধ্যয়ন করান, সেই বেদ অধ্যাপকের নাম আচার্য্য।
কিন্তু এখন বেদের আলোচনা নাই; তজ্জন্ত বালককে
যিনি উপনয়ন দিয়া গায়ত্রী উপদেশ দেন আজিকালি
তাহাকেই আচার্য্য বলা যায়। মত সংস্থাপক শঙ্করা-
চার্য্যাদি। (স্ত্রী) টাপ্ আচার্য্যা। জীব্ আচার্য্যস্ত পত্নী
আম্বক্ আচার্য্যানী। এখানে নকার গণ্ড হইবে না।
। * । ইন্দ্রবরুণভবশর্করব্রহ্মহুডহিয়ারণ্যবযবনমাতুল-
চার্য্যাপামাম্বক্। পা ৪। ১। ৪২। ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ক,
ব্রহ্ম, হুড, হিম, অরণ্য, যব, যবন, মাতুল, এই সকল
শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে আম্বক্ ও জীব্ হয়। (আচার্য্য-
দণ্ডম্। বার্তিক উক্ত হুত্রে। আচার্য্য শব্দের পরহিত
নকার গণ্ড হয় না। আচার্য্যস্ত স্ত্রী আচার্য্যানী। পুং

যোগইত্যেব আচার্য্য স্বয়ং ব্যাখ্যাতী। সিং কো-
উক্ত হুত্রে)। বজ্রাদিতে ক্রমোপদেশক। বজ্রাদিতে
বাহার পরে বাহ্য করা কর্তব্য এই রূপ ক্রম যিনি
বলিয়া দেন। যেমন বুঝাৎসর্গে ব্রহ্মা, হোতা ও
আচার্য্য। (ত্রি) পূজ্যমাত্র। শিক্ষক মাত্র। তট্টাচার্য্য।
সচরাচর আমরা গণক বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আচার্য্য
অথবা গ্রহাচার্য্য বলি।

আচার্য্যক (স্ত্রী) আচার্য্যস্ত কর্ম ভাবো বা (যোগধা-
গুরুপোত্তমাদ্ বুঞ্। পা ৫। ১। ১৩২) এখানে আচার্য্য
শব্দে উপত্তম বর্ণ গুরু এবং বকারোপধ আছে, তজ্জন্ত
বুঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। আচার্য্যের কর্ম। (স্ত্রী) স্ব
আচার্য্যক। আচার্য্যের কর্ম বা ধর্ম। (স্ত্রী) তল্
আচার্য্যতা। আচার্য্যের কর্ম বা ধর্ম।

আচার্য্যভোগীন (ত্রি) আচার্য্যভোগায় হিতং ধ।
আচার্য্যভোগের যোগ্য বস্ত্র। (আচার্য্যাদণ্ডম্ বার্তিক,
পা ৪। ১। ৪২ হুত্রে)। তজ্জন্ত নকার গণ্ড হয় নাই।
আচার্য্যমিশ্র (পুং) আচার্য্যোমিশ্রঃ। অভিশর পূজ্য।
আচিখ্যাসা (স্ত্রী) আখ্যাভূমিচ্ছা। আ-খ্যা-সন্-অ প্রত্য-
য়াদিতি অ টাপ্। আখ্যানের নিমিত্ত ইচ্ছা। বলিবার
নিমিত্ত ইচ্ছা।

আচিখ্যাসু (ত্রি) আখ্যাভূমিচ্ছুঃ। আ-খ্যা-সন্-(সনাশংস-
ভিক উঃ। পা ৩। ২। ১৬৮) ইতি উ। আখ্যানের
নিমিত্ত ইচ্ছুক। বলিতে ইচ্ছুক।

আচিখ্যাসোপমা (স্ত্রী) অলঙ্কার শাস্ত্রের উপমা বিশেষ।
চন্দ্রেন স্বল্পাং তুল্যমিত্যাচিখ্যানু মে মনঃ, স গুণো
বস্ত্রদোষো বেত্যাচিখ্যাসোপমাং বিদুঃ।

আচিত (ত্রি) আ-চি-ক্ত। ব্যাপ্ত। গুপ্তিত। প্রথিত।
(স্ত্রী) দ্বিসহস্র পল পরিমাণ। ২৫ মণ। দশভার পরিমাণ।
(পুং) শাকট ভার। একগাড়ি ঘোড়াই বস্ত্র। (আচিতং
দশভারঃ স্ত্র্যঃ শাকটোভার আচিতঃ। অমর)।
সংগৃহীত। সঞ্চিত। হিন্ন। গুপ্ত। আচিতং সন্ত-
বতি (স্বপ্নিন্ সমাবেশয়তি) অবহরতি (উপসং-
হরতি পচতি বা) আচুকাচিত পাত্রাৎ (খোহুতরম্যাম্
পা ৫। ১। ৫৩) ইতি থ ঠঞ্ বা। (ত্রি) আচিতীনঃ।
আচিতিকী। আচিত পরিমাণ দ্রব্যের আপনাতে যে
সমাবেশ করে, তাহার উপসংহারক। আচিত পরি-
মিত দ্রব্যের পাচক।

আচির্ভাদি (পুং) আচিত আদির্য্যস্ত। সংজ্ঞাবিশয়ে গতিকার-
ক উপপদ থাকিলে ক্র-প্রত্যয় নিশ্চয় উত্তরপদ অন্তো-

দাত হয়। কিন্তু আচিতিদি শব্দের পর হয় না। এইগুলি আচিত গণমধ্যে গৃহীত হইয়াছে—আচিত। পর্যাচিত। আত্মপিত। পরিগৃহীত। নিরুক্ত। প্রক্তিপন্ন। অপল্লিষ্ট। প্রলিষ্ট। উপহত। উপহিত। সংহিত। গো সংজ্ঞা বিষয়ে সংহিতা শব্দ অন্তোদাত্ত হয়, অন্তত্ব হয় না। পা ৬।২। ১৪৬ সূত্রে।

আচুষণ (ক্ৰী) আ-চুষ-ল্যুট্। চোষা। ওষ্ঠাদিসংযোগ বিশেষ দ্বারা আকর্ষণ। করণে ল্যুট্। শরীরস্থ রক্ত চুষিবার শিল্প। [ইহার বিবরণ অস্বক্‌মোক্ষণ শব্দে দেখ]। আচোট। [অচোট শব্দ দেখ]।

আচ্ছদ্ (ত্রি) আচ্ছাদ্যতেহেনেন আ-ছদ-গিচ্-কিপ্ (ইন্-রন্‌কিষু চ। পা ৬।৪। ৯৭) ইতি হ্রস্বঃ গিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদন বক্ত। অ-ছদ-ব। (পুং) আচ্ছদ, আচ্ছাদনবহু।

আচ্ছন্ন (ত্রি) আ-ছদ-ক্ত। আবৃত।

আচ্ছ। অচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ। হাঁ, বেশ, তাই বটে। যেমন—তুমি সে খানে যেও। উত্তর—আচ্ছা, অর্থাৎ হাঁ, আমি যাইব। এই কাজ আচ্ছা হইয়াছে অর্থাৎ উত্তম হইয়াছে।

আচ্ছাদ (পুং) আচ্ছাদ্যতেহেনেন আ-ছদ-গিচ্-করণে বঞ্ গিচ্ লোপঃ। আবরণ। যদ্বারা আচ্ছাদন করা যায়। আচ্ছাদক (ত্রি) আচ্ছাদয়তি আ-ছদ-গিচ্-বুল্ গিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদনকর্তা।

আচ্ছাদন (ক্ৰী) আচ্ছাদ্যতেহেনেন আ-ছদ-গিচ্-করণে ল্যুট্ গিচ্ লোপঃ। যে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা যায়। যেমন ঘটচ্ছাদন। ভাবে ল্যুট্। আচ্ছাদন করা। ঢাকা দেওয়া। অপবারণ। ব্যবধান। আড়াল করা।

আচ্ছাদিত (ত্রি) আ-ছদ-গিচ্-ক্ত ইট্ গিচ্ লোপঃ। আবৃত। গুপ্ত।

আচ্ছাদিন্ (ত্রি) আচ্ছাদয়তি আ-ছদ-গিচ্-গিনি গিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদনকারী।

আচ্ছাদ্য (ত্রি) আচ্ছাদ্যতে আ-ছদ-গিচ্-কর্মণি ষৎ। আচ্ছাদনীয়। গোপ্য। (অব্য) আ-ছদ-গিচ্ ল্যাপ্ গিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদন করিয়া।

আচ্ছিন্ন (ত্রি) আ-ছিদ-ক্ত। বলদ্বারা গৃহীত। সম্যক রূপ ছিন্ন।

আচ্ছুক (পুং) আ-ছো-বাহ° ডু সংজ্ঞায়াং কন্। আইচ্-রক্ত-।

আচ্ছুরিত (ক্ৰী) আ-ছুর-ক্ত ইট্। শব্দ যুক্ত হস্ত। নখা-বাত। নখদ্বারা বাহ্য। (ত্রি) মিশ্রিত। আর্থে কন্ ঐ

অর্থ। আচ্ছুরিতকং হাগ নখাবাত প্রেভেনরোঃ। (বিব°)। আচ্ছদ (পুং) আ-ছিদ-বঞ্। সমস্তাৎ ছেদন। সকল প্রকারে ছেদন। ভেদং ছেদন। বল করিয়া কেড়ে লওয়া। (ক্ৰী) ল্যুট্ আচ্ছদন ঐ অর্থ।

আচ্ছোটন (ক্ৰী) আ-ক্ষুট-ল্যুট্। পু° ক্ষুট্য ছ। অঙ্গুলি-মোটন। তুড়ি দেওয়া।

আচ্ছোটিত (ত্রি) আ-ক্ষুট-ক্ত পু° ক্ষুট্য ছ। মোটন দ্বারা কৃতধ্বনি অঙ্গুলি প্রভৃতি। যে অঙ্গুলি দ্বারা তুড়ি দেওয়া হইয়াছে। যে অঙ্গুলি মট্‌কাইয়া শব্দ করা হইয়াছে।

আচ্ছোদন (ক্ৰী) আচ্ছিন্যতেহজ্জ আ-ছিদ-ল্যুট্। পু° ইতৎ। যুগ্ম। (অমরে আচ্ছোদন শব্দ আছে)।

আচ্যাতদন্তি (পুং) অচ্যাতদন্তাপত্যম্ অচ্যাতদন্ত-ইঞ। আয়ুধজীবিশেষ। ততঃ দামন্তাদি° স্বার্থে হ। আচ্যাত-দন্তীয়। এক স্থানে অনেক আয়ুধজীবিশেষ। [পা ৫। ৩। ১১৬ সূত্রস্থ দামন্তাদিগণে আচ্যাতদন্তি শব্দ দেখ]।

আচ্যাতন্তি (পুং) অচ্যাতদন্তাপত্যম্ ইঞ। আয়ুধজীবিশেষ। ততঃ দামন্তাদি° স্বার্থে হ। আচ্যাতদন্তীয়। একত্রস্থিত অনেক আয়ুধজীবিশেষ। [পা ৫। ৩। ১১৬ সূত্রস্থ দামন্তাদিগণে আচ্যাতন্তি শব্দ দেখ]।

আচ্যাতিক (ত্রি) অচ্যাতন্ত ছাত্রঃ কাশ্মাদি° ঠঞ্ ঞ্ঠি° বা। অচ্যাতের ছাত্র। ঠঞ্ (স্ত্রী) ভীষ্-আচ্যাতিকী। [পা ৪।২। ১১৬ সূত্রস্থ কাশ্মাদিগণে অচ্যাত শব্দ দেখ]।

আচ্ আয়ামে (দীর্ঘবিস্তারে) ইদিৎ ভাদি° সক্র° পর° সেট্। লট্—আহতি। লুঙ্—আহীৎ। লিট্ আনাহ, আহ। লুট্—আহিতা। কর্মণি—আহ্যতে। গিচ্—আহয়তি-তে। আকিচ্ছৎ-ত। সন্ আকিচ্ছিষতি। ক্রিপ্ আন্ আহৌ। ছোঃ শূড়মুনাসিকে চ। পা। ৬।৪। ১৯ সূত্রে অতুচ্ছাপি গ্রহণমিতি। আন্ আ° পৌ ইত্যেকে। ক্ত আহিত। ক্ত্ আহিত্বা।

আচ্ছাড়। পড়িয়া যাওয়া। আঘাত। ভাঙন।

আচ্ছাড়ান। আঘাত করণ। ছাড়ান নহে।

আচ্ছোলা। যে বীশ প্রভৃতি চাচিয়া পরিষ্কার করা হয় নাই। অপরিচ্ছন্ন।

আজ (ক্ৰী) আজ্যতেহনেতেতি আ-অজ-বঞ্ ঞ্ঠে ক। যুত। (ত্রি) ছাগমাংসাদি। অজ-ভাবে বঞ্ ন বীতাবঃ। বিক্লেপ। চলিত বাঙ্গালার আজ বা আজি শব্দে অদ্য বুঝায়। 'আমি আজ যাইব'।

আজক (ক্ৰী) অজানাং সমূহঃ বৃঞ্। ছাগসমূহ।

আজকরৌণ (জি) আজকরৌণলক্ষিতা রৌণী নাম
কাচিং নদী তট্যঃ সন্নিকটে স্থানাদি অণ্। ছাগসমুৎসুক
নদীর নিকটস্থ দেশাদি। *। রৌণী। পা ৪। ২ ৭৮। চতু-
র্থের রৌণী শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়।

আজকার (পুং) অজত বিকোরয়ঃ অজ-অণ্ আজঃ
আকারঃ শব্দাদি। শিবের বৃষ। বিষ্ণু জিপুরাজর বধ
কালে বৃষের আকার ধারণ ও বৃষের কার্য্য করিয়া-
ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর নাম আজকার হইয়াছে। বিষ্ণুর
বৃষরূপ ধারণের বিষয় হরিবংশের ৩২৪ অধ্যায়ে আছে।

আজগর (ক্লী) অজগরঃ সর্পরূপঃ নহবম্ অধিকৃত্য
কৃতো গ্রহঃ অণ্। অগস্ত্যমুনির শাপে সর্পরূপ প্রাপ্ত
নহবের বিবরণ বিশিষ্ট মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত
পর্ব বিশেষ। মহাভারতের বন পর্বের ১৭৬ অধ্যায়
হইতে ১৮০ অধ্যায় পর্য্যন্ত উহার বিবরণ আছে।

আজগব (ক্লী) অজগবমেব প্রজ্ঞান্য। শিবের ধনুক।
অজগবঃ শিবধনুঃ তৎসাদৃশ্যমন্ত্যজ্ঞ অণ্। অজগবের
জায় অতি কঠিন ধনুক। *। গাণ্ড্যজগাৎ সংজ্ঞায়াম্।
পা ৫। ২। ১১০। ত্রুদীর্ঘয়োৰ্ধণা তন্ত্ৰেণ নির্দেশঃ।
অজগ-ব প্রত্যয়ঃ।

আজগবী। আজগুবী। আশ্চর্য্য। অপূৰ্ণ।

আজধেনবি (পুং ক্লী) অজৈব ধেনুরন্ত পুং পুংস্তাবঃ
তত্তাপত্যং বাহ্যাদেবাকৃতিগণ্যাদিঞ্। ছাগী রূপ ধেনু
যুক্ত মুনির অপত্য। যে মুনির গোরুর কার্য্য ছাগীর
স্বারা হয়, সেট মুনির পুত্র বা কন্যা রূপ সন্তান।

আজনন (ক্লী) আ-অভিব্যাপ্তৌ-জননম্। প্রাদি সঃ।
বিখ্যাত জন্ম। (ত্রি) আ-বিখ্যাতঃ জননং যন্ত। বহুব্রী।
বিখ্যাতজন্ম। ব্যক্তি। (অব্য) জননাৎ আ-সীমার্থে
অব্যয়ী। জন্মপর্য্যন্ত।

আজনাই। অজনিকা শব্দের অপভ্রংশ। জ্যোতি বিশেষ।
চক্ৰরোগ বিশেষ। (Stye)।

আজন্ম। আজন্ম (অব্য) জন্মঃ আ পর্য্যন্তঃ সীমার্থে
অব্যয়ী। (নপুংসকাদন্তরতাম্। পা ৫। ৪। ১০৯) ইতি
বা অচ্। জন্মপর্য্যন্ত। (আজন্মমরণান্তিকম্। স্থতি)।
আজন্মসুরভিপত্র (পুং) আজন্মঃ জন্মপর্য্যন্তঃ সুরভি
জগন্ধি পত্রং যন্ত। বহুব্রী। মরুৎক বৃক্ষ।

আজমার্ব্য (পুং ক্লী) অজমারস্তাপত্যং আজমার—(তুর্কী-
দিভ্যো) পাঃ। পা ৪। ১। ১৫১) ইতি পা রেফাৎপরস্তা-
কারয়ন্ত শোণঃ। অজমারের কন্যা বা পুত্ররূপ সন্তান।
আজমীড় (পুং) অজমীড়োনাম কচ্চিদেশঃ তত্র ভবঃ অণ্।

আজমীড়দেশজাত। অজমীড় রাজা-অণ্। অজমীড়
দেশের রাজা।

তৈঃ সংকৃতঃ সচতানাজমীড়ো যথোচিতং পাণ্ডুপ্রজ্ঞান্
সমেনাৎ। মহাভারত বনপর্ব ৪ অ ১০।

আজমীড়রাজ বিহুর পাণ্ডবগণ কর্তৃক যথোচিত
সমাদৃত হইয়া পাণ্ডবগণের যথোচিত সন্মর্দন করিয়া-
ছিলেন।

বহু রাজার্থ তদ্বিত প্রত্যয়ন্ত (তজ্জাজন্ত বহু
তেনৈবাক্ষিরায্। পা ২। ৪। ৬২) ইতি লুক্। অজ-
মীড়াঃ। (ক্লী) আজমীড়াঃ। এক্ষেণে এই দেশের নাম
'আজমীর' হইয়াছে। অতি পূর্বে মালববংশীয়েরা এই
দেশের রাজা ছিলেন। (ত্রি) অজমীড়েষু ভবঃ বুঞ্।
আজমীড়কঃ বহুব্রূজ্ঞ অজমীড় দেশজাত।

আজমীর। রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর মাড়ওয়ার
বিভাগের প্রধান নগর। কেহ কেহ বলেন সূর্য্যবংশীয়
অজমীড় রাজা এ নগর প্রথমে নির্মাণ করেন। কাহার
জ্ঞে মহাভারতের বনপর্বে উক্ত বিহুর রাজের এই
রাজ্য। কালক্রমে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। পরে ১৪৫ খৃঃ
অঙ্কে অজরপাল নামক জনৈক চোহান রাজা উচ্চা পুন-
র্কার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

আজমীর মাড়ওয়ার প্রদেশ পূর্বে চোহান বংশীয়
রাজপুতদিগের অধীনে ছিল। ঐ বংশের অজরপাল
রাজা প্রথমে নাগ পর্ব্বতে একটি দুর্গ নির্মাণ করিবার
জন্ত চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়। তাহার
পর তিনি তারাগড় পাহাড়ে গড়-বিতলী নামে একটি
দুর্গ নির্মাণ করাইলেন। ১৪৫ খৃঃ অঙ্কে ইল্হকোট
নামে উহার উপত্যকার আজমীর নগর স্থাপিত হয়।

গুজরাটের সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠ করিতে যাইবার
সময়ে মামুদ আজমীরের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন।
পথে এখানকার অনেক দেবালয় ও দেবমূর্তি বিনষ্ট
করিয়া ফেলেন।

বিশালদেব নামে আজমীরের এক জন প্রসিদ্ধ
রাজা ছিলেন। এই বংশের সোমেশ্বর রাজা, দিল্লির
নৃপতি অনঙ্গপালের কন্যা রুস্তা বাইকে বিবাহ করেন।
সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ আজমীর এবং দিল্লি এই
উভয় স্থানের রাজা হন। ১১৯০ খৃঃ অঙ্কে পাহা-উদ্দিন
বোরী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া সোমেশ্বরের
পুত্র বিজয় রাজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।
কিন্তু তিনি অল্প দিন পরেই আপনাদের সহযোগীকে লইয়া

জলন্ত চিতার প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর রাত্বে বঙ্গীয় হিন্দু রাজগণ এখানে চকিণ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পরিশেষে অকবর বাদশা উহা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

আজমীরের চোহন রাজারা অধিকুল সম্ভূত। এই বংশের প্রথম রাজার নাম অনুহল। তাঁহার অপর নাম অগ্নিপাল। তিনি বিক্রমাব্দের ৬৫০ বৎসর পূর্বে প্রোভূত হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে তুরস্কের ভারত আক্রমণ করেন। তাহার পর হুবাচমল। তাহার পর গুলন-সুর। ইহার অপর নাম অজরপাল। তাহার পর খোলা রায়। তৎপরে মাণিক রায়; ইনি সম্ভব স্থাপন করেন। তৎপরে হর্ষরায়। তাহার পর বীরবিলকু; মামুদ আজমীরে আসিলে ইনিই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর বিশালদেব। তৎপরে সরঙ্গদেব। তৎপরে অনহ; ইনি অনহ সাগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরে জরপাল, অজয়দেব এবং বিশালদেব রাজা হন।

১৭২০ খৃঃ অব্দে মোগল শাসনের অবনতির প্রথম অবস্থায়, মাদুওয়ারের রাজা অজিতসিংহ, এখানকার মুসলমান শাসনকর্তাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে চারিদিকে গৃহবিচ্ছেদ। তাই অজিতসিংহ কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না; আজমীর মহারাজারদের হস্তে গিয়া পড়িল। পরিশেষে ১৮২০ সালে মাদুওয়ার ইংরাজ অধিকারে আসিয়াছে।

আজমীরের অন্তর্গত পুন্ডর আমাদের প্রধান তীর্থস্থান। যাত্রীরা গিয়া পুন্ডর হ্রদে স্নান করেন। এই হ্রদে বিস্তার কুস্তীর আছে। এখানে ব্রাহ্মের মন্দির আর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তাহার পর সাবিজী পাহাড়। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে সাবিজী ও সরস্বতী দেবীর প্রতিমূর্তি আছে। সম্রাট অকবর আজমীরে দুর্গ ও অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই বাটীতে জাহাঙ্গির ও শাহজাহান বাস করিতেন। এখানকার দর্গা দেখিতে অতি সুন্দর। মুসলমান এবং হিন্দু এই উভয় জাতিই ঐ দর্গাকে পবিত্র জ্ঞান করেন। শাহাউদ্দিন আজমীর আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্বে খোয়াজা মুয়েজ্জিন উদ্দিন চিঙ্গি নামে এক জন ফকির এই খানে আসেন। সচরাচর তিনি খোয়াজী সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দর্গা তাঁহারই গোরস্থান। প্রতি বৎসর তথায় উর্স নামে একটা মেলা হয়। উহা ছয় দিন থাকে এবং তথায় প্রায় ২০,০০০ লোক সমবেত হয়।

আজমীরে আহেই-দিনকা জনপ্রা নামে আর একটি মসিদ আছে। প্রথমে ইহা কৈনদিগের মন্দির ছিল। তাহার পর ইহা মুসলমানেরা অধিকার করিয়া লন। আনহ সাগর হ্রদের উপরে জাহাঙ্গির খেতপাথরের বাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন তথায় চিক্ কমিশনের বাস করেন।

আজমীন (রী) আ-সমাক্ জায়তেহ-সিন্ আ-জি-আধারে মুট্। যুদ্ধ।

আজরস (অব্য) জরাপর্যন্তঃ সীমার্থে অজন্ত অব্যরী। জরা পর্যন্ত। বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। (অব্যরীভাবে শরৎ প্রভৃতিভাঃ। পা ৫। ৪। ১০৭)। (জরারাজসচ্। সিং কোঁ)। (জি) আগতা জরা যন্ত প্রাদি বহব্রী অচ্ জরসাদেচ্। জরাপ্রাপ্ত। প্রজাপতিরাজরসায়। শব্দ ১০। ৮৫। ৪০। আজরসার জরাপর্যন্তঃ জীবনার। (সায়ন)।

আজব। অদ্ভুত। আশ্চর্য। ‘আজব সহর’।

আজবন্তেয় (পুং ক্রী) অজবন্তেঃ ধ্বংসপত্যং শুভ্রাদি। ঢক্। অজবন্তি নামক ধ্বংস পুঞ্জ বা কল্পা রূপ সন্তান। [পা ৪। ১। ১২৩ ব্রহ্মশুভ্রাদিগণে অজবন্তি শব্দ দেখ]। গৃষ্টাদি। ঢক্ আজবন্তেয়। [ঐ অর্থ। পা ৪। ১। ১৩৬ ব্রহ্মশু গৃষ্টাদিগণেও অজবন্তি শব্দ দেখ]। (ক্রী) ভীপ্ আজবন্তেয়ী। পুং—আজবন্তিক, ক্রী—আজবন্তিকী এই প্রকার রূপও চলিত আছে।

আজবাহ (ক্রী) অজো বাহতেহ-অজ-বহ-গিচ্ আধারে ঘঞ্। ৩-তৎ। অজবাহো নাম কশিচ্দেশঃ তত্র ভবাদি অণ্। অজবাহ দেশজাতাদি। বদরিকাক্রমের উত্তরস্থ পর্বতময় উচ্চ স্থানের নাম অজবাহ। কারণ তথাকার লোকেরা ছাগের দ্বারাই ভার বহন করাইয়া থাকে।

আজবুক্। আজবোজ্। নির্দোষ। বোকা। ‘টাকা পেয়ে মুটা ভরা, হীরা পরধন হরা, বুঝিল এমেনে আজবোজ্’। আজাড়। (গ্রাম্য) শুভ্র। মোচন। অবসর।

আজাতশত্রু (পুং) অজাতশত্রোরপত্যং অজাতশত্রু অণ্। যুধিষ্ঠিরের অপত্য। (পুত্র) ন জাতঃ শত্রুরত্। অজাতশত্রু নামক কোন রাজা তাঁহার অপত্য। ভক্তসেন নামক রাজা।

আজাতি (ক্রী) আ-জন্-কিন্। আজনন। জন্ম। (অব্য) জাতিপর্যন্তঃ সীমার্থে অব্যরী, জন্ম পর্যন্ত। জাতি পর্যন্ত।

আজাদ্য (পুং ক্রী) অজং হাগম্ অতি অজ-অন-অণ্। উপ। স। তত্ব মূনেরপত্যং গর্গাদি। ঘঞ্। অজাতক মুনির অপত্য। (ক্রী) ভীপ্ ব লোপঃ আজাদী। অজ-

ভকক মুনির কত্তা।

আজান (অব্য) জনো জননমেব জন-অণ্। সীমার্থে অব্যয়ী। সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত মুখ্য। প্রকৃতি। (পুং) উৎপত্তি।

মুসলমানেরা জৈশ্বের নেমাজ করিবার পূর্বে অস্ত্রস্ত সাধককে মসিদে ডাকিবার জন্ত কানে আঙ্গুল দিয়া উর্দ্ধমুখে উচ্চ স্বান হইতে—‘আল্লা হো অকবর’— বলিয়া চীৎকার করেন। ইহার নাম ‘আজান দেওয়া’। ইহা পারস্ত আজ্জা শব্দের অপভ্রংশ।

আজানজ (ত্রি) আজানং জায়তে আজান-জন-ড। সৃষ্টিকাল পর্য্যন্তজ্ঞাত বেদাদি। বেদ ছই প্রকার আজান বেদ ও কৰ্ম বেদ। সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত যে বেদ তাহারই নাম আজান। যজ্ঞাদি কৰ্ম কালে প্রকাশিত বেদের নাম কৰ্ম বেদ।

আজানদেব (পুং) আজানং সৃষ্টিকালং প্রকৃতি দেবঃ দেবত্বমাপ্তঃ। চিরপ্রসিদ্ধ দেব। যে দেব কৰ্মদ্বারা প্রকাশিত হন নাই।

আজানা (গ্রাম্য) অজ্ঞাত। বাহা জানা নাই।

আজানি (ত্রি) আ-জন-অস্তকৃত্যর্থ ইনি। ছন্দসীতি দীর্ঘঃ। জনক। জনন কৰ্ত্তা। অজ্ঞাত। আজানীকব-সন্তে, অয়ে। ঋক্ ৩। ১৭। ৩। আজানীশ্বামমুক্তাতাঃ। পুনশ্চ—জন জননে। জনিষসিত্যামিণ্ ইতি কৰ্ত্তরি ইণ্। নিষাছপধাবৃদ্ধিঃ। বা ছন্দসীতি বর্ণদীর্ঘঃ। তবাজানির্জনয়িত্র্যো মাতরঃ। (সায়ন)।

আজানিক্য (ক্লী) আজানো তব ঠন্ তন্ত তাবাদৌ পুরো যক্। আজান্য সিদ্ধ পদার্থের ভাব ও কৰ্ম। [আজ-নিক্য শব্দে পুরোহিতাদির হ্রস্ব দেখ]।

আজানু (অব্য) হাঁটু পর্য্যন্ত। যেমন—আজানু লুপ্ত ভূজ। অর্থাৎ হাঁটু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত।

আজানেয় (পুং) আজৈ বিপক্ষমধ্যে আনয়ো যুদ্ধার্থম্। উত্তম অর্থ।

আজায়ন (পুং ক্লী) অজতাপত্যং নড়াপিং ফক্। অজ নামক রাজার অপত্য। অজ নামক ব্রাহ্মণের অপত্য। [পা ৪। ১। ৯৯ হ্রস্ব নড়াদিগণে অজ শব্দ দেখ]।

আজি (ক্লী) অজতাপত্যং (অজ্যতিভ্যাক্। উণ্ ৪। ১৩০) ইতি ইণ্। নিষাছপধাবৃদ্ধিঃ। সমর ভূমি। সংগ্রাম। (আজিযুদ্ধং। উণ কো০)। আজিঃ সংগ্রামঃ (উজ্জলদন্ত) সমতল ক্ষেত্র। (আজিঃ স্রাৎ সমভূমৌ চ সংগ্রামে। মেদিনী)। (ক্লী) বা ভীপ্ আজী মর্যাদা। (পুং) কণ। মার্গ। ভাবে ইণ্। আক্ষেপা* চলিত কথায়

‘আজি’ শব্দে অন্য এই অর্থ বুঝায়।

আজিনীয় (ত্রি) অজিন-চতুরর্থ্যাং কৃশাখাদিঃ। হণ্। চত্বের নিকটস্থ দেশাদি। [পা ৪। ২। ৮০ হ্রস্ব কৃশাখাদিগণে অজিন শব্দ দেখ]।

আজিরি (ত্রি) অজির চতুরর্থ্যাং স্ততজমাদিঃ। ইঞ্। অজনের সমীপস্থ দেশাদি। উঠানের নিকটস্থ স্থানাদি। [পা ৪। ২। ৮ হ্রস্ব স্ততজমাদিগণে অজির শব্দ দেখ]।

আজিরেয় (ত্রি) অজির শুভ্রাদিঃ চক্। উঠানে যে যে বস্তু জন্মাইয়াছে। [পা ৪। ১। ১২৩ হ্রস্ব শুভ্রাদিগণে অজির শব্দ দেখ]।

আজিহীর্ষা (ক্লী) আহর্ষু মিচ্ছা আ-জ-সন্ ভাবে অ প্রত্য-রাদিতি জ টাপ্। আহরণের ইচ্ছা। (সনাশংসভিক উঃ। পা ৩। ২। ১৬৮) ইতি উ আজিহীর্ষু। (ত্রি) আহরণ করিতে বাহার ইচ্ছা আছে।

আজীকুণ (ক্লী) আজীং কৃণতি আবৃণোতি যন্নি। আজী-কুণ-আধারে ক। মর্যাদার আবরক দেশ। ততঃ ধূমাদিঃ ভবাদৌ পথ্যাদৌ বুঞ্। আজীকৃণিক। আজী-কুণদেশ জাত, পথ, অধ্যায়, শ্রায়, বিহার, মনুষ্য, হস্তী, গোময়। [পা ৪। ২। ১২৭ হ্রস্ব ধূমাদিগণে আজীকুণ শব্দ দেখ]।

আজীগতি (পুং ক্লী) অজীগত্ভাপত্যঃ অজীগত্ভ বাহাদিঃ। ইঞ্। অজীগতের পুত্র বা কন্তারূপ সন্তান। [পা ৪। ১। ৪৫ হ্রস্ব বাহাদিগণে অজীগত্ভ শব্দ দেখ]।

আজীব (পুং) আজীব্যতেহনেন আ-জীব-করণে ঘঞ্। জীবনোপায় দ্রব্যাদি। উপায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন,—অন্নপ্রাশনের দিন ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার পরে তাহার সম্মুখে কাপড়, অস্ত্র, পুস্তক, লেখনী, স্বর্ণ, রূপা প্রভৃতি রাখিবে। বালক সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যেরূপে হাত দিয়া লইবে, সেইটাই তাহার জীবনোপায় হইবে।

আ-জীব ভাবে ঘঞ্। জীবনের নিমিত্ত অবলম্বন। আজীবতি কৰ্ত্তরি অচ্। জীবনোপায়কারী। আজীবতি কৰ্ম নৃপমাত্রিত্য বা আ-জীব-অণ্। উপ। স০। যে কোন কৰ্ম অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। যে রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে।

আজীবন (ক্লী) আজীব্যতেহনেন আ-জীব-করণে ল্যুট্। বৃত্তির উপায়। জীবনের উপায়। ভাবে ল্যুট্। জীবনের নিমিত্ত উপায় গ্রহণ। (জীগামাজীবনাথক্। স্তুতি)।

আজীবিকা (ক্লী) আজীবয়তি আ-জীব-গিচ্। ধূল্। গিচ্।

লোপঃ। জীবিকাবৃত্তি। জীবন ধারণের উপায়। আ-
জীব-কর্তরি মূল্ (জি)। আজীবক। জীবনরক্ষক।

আজীব্য (জি) আজীব্যতেহনেন বাহ্। করণে গ্যৎ।
জীবনোপায় বৃত্ত্যাদি। বৃত্তির নিমিত্ত অবলম্বনীয় নৃপাদি।
আজীব্যতেহজ্ঞ আধারে বাহ্। গ্যৎ। আজীবনদেশ।
যে দেশে জীবিত থাকে বায়।

আজুপুজু। আজুপুজু। দীপাবিতা। অমাবস্তার সন্ধ্যা-
কালে বালকেরা পা-কাঠীর বড় বড় তড়াতাড়ি
তাহাতে আগুন দিয়া ঘুরাইতে থাকে। ঐ প্রজ্বলিত
তড়াতাড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলে চীৎকার করিয়া
বলে—‘আজু রে, পুজু রে; বড়ো বড়ীর গো দে
আগুন রে’।

বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ডোম প্রভৃতি নীচ
জাতির আজুপুজুর মহা সমারোহ হইয়া থাকে। প্রায়
চারি পাঁচ শত লোক শ্রমশানে, কিম্বা নদী অথবা বড়
পুকুরিগীর ধারে মিলিত হয়। তাহাদের পুরোহিত
আসিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তখন ঐ সকল অনার্যজাতি
পাত-কাঠী জালিয়া আপন আপন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে
ভোজ্য এবং পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া জলন্ত পাতকাঠী
নাড়িতে নাড়িতে বলে—‘এয়ো জীও রে, পুও জীও রে;
বড়ো বড়ীর পুও দে আগুন রে’। অর্থাৎ এয়ো জী-
লোকেরা এবং বালকেরা জীবিত থাকুক, বৃদ্ধ এবং
ব্রহ্মদিগের পুত্রেরা মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আগুন
দিতুক। আমাদের আজুপুজুর প্রথা অনার্যজাতির
নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না বলা যায় না।

আজু (জী) আজবতি আ-জু ক্ৰিপ্ (জবতেদীর্ঘশ্চ নিপা-
ত্যতে। বার্তিক, পা ৩।২।১৭৭। সূত্রে) ইতি দীর্ঘঃ।
বেতন রহিত কর্মকারক। বেগার।

আজুরু (জী) আ-জর-ক্ৰিপ্ উট্। বিষ্টি। বেগার। মুকুট।

আজ্ঞপ্ত (জি) আ-জ্ঞা-গিচ্ পুচ্ হ্রস্বঃ ক্ত। আদিষ্ট।
মাহাকে আদেশ করা হইয়াছে। *। বা দাস্তশাস্তপূর্ণ-
দন্তস্পষ্টচ্ছন্ন জপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭। গিচ্ পরে মিঠা
প্রত্যয়ান্ত এই সকল শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পক্ষে
‘আজ্ঞাপিত’ এই প্রকার রূপ হইবে।

আজ্ঞপ্তি (জী) আ-জ্ঞা-গিচ্ পুচ্ হ্রস্বঃ ক্তিন্। আ-জ্ঞপ-
ক্তিন্ বা। আজ্ঞা। আদেশ।

আজ্ঞা (জী) আ-জ্ঞা (আতশ্চোপসর্গে)। ৩।৩।১০৬।
ইতি অণ্ টাপ্। আদেশ। নিকট ভৃত্যাদিকে কার্য
করিতে বলা। (আজ্ঞালাভোদ্যুখো দূরাৎ। ভট্টি ৪।২৪)।

আজ্ঞাকর (জি) আজ্ঞাম্ আদেশং করোতি প্রতিপালয়তি
আজ্ঞা-কৃ-ট। উপ। স। আজ্ঞা করোতি আজ্ঞা-কৃ-অচ্।
৩-তৎ বা। আদেশ প্রতিপালক। আজ্ঞাক্রমারে কার্য-
কারী ভৃত্যাদি। (জি) পিনি আজ্ঞাকারী। ঐ অর্থ।
(জী) ভীপ্ আজ্ঞাকারিণী। ক্ৰিপ্ ভূক্। আজ্ঞাকৃৎ।
আজ্ঞাগত (জি) আজ্ঞাম্ আদেশং গতং প্রাপ্তম্। ২-তৎ।
যে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। *। দ্বিতীয়া শ্রিতাভীতপতিত-
গতাত্যন্ত প্রাপ্তাপনৈঃ। পা ২।১।২৪। শ্রিত আদি
স্ববস্ত প্রকৃতির সহিত দ্বিতীয়াস্ত পদের বিকল্পে সমাস
হয়, তাহার নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। ৩-তৎ। আজ্ঞা দ্বারা
গত। পা ২।১।৩২।

আজ্ঞাচক্র (জী) আজ্ঞাধ্যং চক্রম্। শাক। তৎ। তত্র
প্রসিদ্ধ দেহস্থ সূর্য্যনাদীর মধ্যগত ক্রমবাহিত দ্বিদল
পদ্মাকার চক্রবিশেষ। বট্ চক্রের অন্তর্গত বর্ষ চক্র।
(মূল্যধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুরকানাহত বিগুজ্ঞাজ্ঞাধ্যানি
বট্ চক্রাণি ভিষা। ভূত শুদ্ধি)।

বট্ চক্রের আজ্ঞাচক্র পদ্ম দ্বিদল; তাহার একটা
দলে ‘হ’ এবং আর একটা দলে ‘ক্’ এই দুই বর্ণ
আছে। উহা খেত বর্ণ। ঐ চক্রের মধ্যে গুরুবর্ণা,
বহুবর্ণী, জ্ঞানমুক্তা চিহ্নিতা হাকিনী শক্তি বাস করেন।
আজ্ঞাপত্রের ধ্যান করিলে সাধক, অস্ত্রের শরীরে
প্রবেশ করিতে পারেন এবং তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ, সর্বদর্শী,
সর্বজ্ঞ ও সকলের হিতকারী হন।

আজ্ঞাত (জি) আ-জ্ঞা-ক্ত। সম্যক্ জ্ঞাত। আজ্ঞাপ্রাপ্ত।
আজ্ঞাতীর্থ (জী) ৬-তৎ। আজ্ঞাচক্র। ক্রম যামল তত্ত্ব
আজ্ঞাচক্রে মানস মান করিতে লিখিত আছে, এজন্য
উহার নাম আজ্ঞাতীর্থ।

আজ্ঞান (জী) আ-জ্ঞা-ন্যট্। আজ্ঞা করা। মানসবৃত্তি
বিশেষ। সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, শ্রুতি,
মতি, মনীষা, জুতি, শ্রুতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অহু, কাম,
বশ এই পনরটা আজ্ঞানের বা প্রজ্ঞানের পর্যায়।
এগুলি অন্তঃকরণ সংজ্ঞক সকল জ্ঞানের উপলব্ধি কর্তা।
প্রজ্ঞান রূপ ত্র্যক্ষের বাহ ও অন্তর্কর্ষিবিষয়াশ্রিত অন্তঃ-
করণ বৃত্তি। শাঙ্করভাব্যে ইহার এই রূপ বিবৃতি করা
হইয়াছে। বথা—সংজ্ঞান সজ্জপ্তি চেতনভাব। আজ্ঞান—
আজ্ঞপ্তি দৈশ্বর ভাব। বিজ্ঞান—কলাদি পরিজ্ঞান।
প্রজ্ঞান—প্রজপ্তি প্রজ্ঞতা। মেধা—গ্রহ ধারণে সামর্থ্য।
দৃষ্টি—ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের আকাজক্ষা। বশ—জী-
সক বিষয়ক অভিলাষ।

আজ্ঞানুগ (ত্রি) আজ্ঞাম্ আদেশম্ অনুগচ্ছতি আজ্ঞা-
অনু-গম-ড। ৬-তৎ। স্বামীর আদেশানুসারে গমনকারী
দাসাদি। আজ্ঞানুবর্তী। (ত্রি) ক্ আজ্ঞানুগত ঐ অর্থ।
আজ্ঞানুগামিন্ (ত্রি) আজ্ঞামনুগচ্ছতি আজ্ঞা-অনু-গম-
গিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারী। আদেশ ক্রমে গতা
দাসাদি। (স্ত্রী) ভীপ্। আজ্ঞানুগামিনী।

আজ্ঞানুযায়িন্ (ত্রি) আজ্ঞামনুযাতি আজ্ঞা-অনু-যা-
গিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারে গমনকারী দাসাদি।
আজ্ঞানুবর্তিন্ (ত্রি) আজ্ঞাঃ অনুবর্ততে আজ্ঞা-অনু-
বৃত্ত-গিনি। ৬-তৎ। আজ্ঞানুসারে বর্তমান। ডাকিবা-
মাত্র যে উপস্থিত হয়। ভৃত্যাদি।

আজ্ঞানুসারিন্ (ত্রি) আজ্ঞামনুসরতি আজ্ঞা-অনু-সৃ-গিনি।
৬-তৎ। আজ্ঞানুসারে কর্তৃকারী দাসাদি।

আজ্ঞাপক (ত্রি) আজ্ঞাপরতি আদিশতি আ-জ্ঞা-পিচ-
পৃক্-বুল্ গিচ্ লোপঃ। আদেশে। অনুমতি কর্তা স্বামী।
আজ্ঞাপত্র (স্ত্রী) আজ্ঞাজ্ঞাপকং পত্রম্। শাকং তৎ।
আদেশজ্ঞাপক পত্র। হুকুম নাম।

আজ্ঞাত্ত্ব (পুং) আজ্ঞার আদেশত্ব ভঙ্গঃ স্থলনম্। আদে-
শের অন্তর্ভুক্তকরণ। হুকুম না মানা।

আজ্ঞাবহ (ত্রি) আজ্ঞাঃ বহতি আজ্ঞা-বহ-অচ্। আজ্ঞা-
নুসারে কার্যকারী দাসাদি।

আজ্ঞাসম্পাদিন্ (ত্রি) আজ্ঞাঃ সম্পাদয়তি আজ্ঞা-সম-
পদ-পিচ-গিনি গিচ্ লোপঃ। ৬-তৎ। আদিষ্ট বিষয়
সম্পাদক। যিনি আজ্ঞা প্রতিপালন করেন।

আজ্য (স্ত্রী) আ-সম্যক্ অজ্যতে ত্র্যক্যতে অনেক আ-অজ-
করণে বা। ক্যপ্ ন লোপঃ। যত। হবিঃ। *। আঙ-
পূর্বাদজ্ঞেঃ সংজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্। অজ্ ব্যক্তি ত্র্যক্যাদিবু
বাহুলক্য করণে ক্যপ্। অনিদিতামিতি ন লোপঃ।
সিং কৌং, পা ৬। ১। ৭১ হুত্রে।

আজ্যদোহ (স্ত্রী) সামবেদীর পাঠ্য হুক্ত বিশেষ। বাম-
দেব্য, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথস্তন্, পুরুষ হুক্ত, রুদ্র
হুক্ত, আজ্যদোহ, সাম, শাস্তিক, ভাণ্ড, পশ্চাৎ হার
পাল হর সামগের এই কর গ্রন্থ পাঠ্য। তাহার মধ্যে
তিন খানি দেব ব্রত সংজ্ঞক।

আজ্যপ (পুং) আজ্যঃ পিষতি আজ্য-পা-ক। উপ-
সং। বহবং। পুলস্ত্যের পুত্র বৈশ্বদিত্যের পিতৃদেব।
বধা মহাত্মারত আদি পর্বে—

সোমপা নাম বিপ্রাণাঃ কজিরাগাং হবির্ভূজঃ।

বৈশ্বানরাজ্যপা নাম পুল্লাপান্ত্ব হুকালিনঃ ॥ ৩। ৫৭

সোমপান্ত্ব কবেঃ পূজা হবির্ভূজাংদিত্যঃ হুতঃ।

পুলস্ত্যাজ্যপাঃ পূজা বশিষ্ঠে হুকালিনঃ। ৩। ৫৮।

ব্রাহ্মণের পিতৃদেব সোমপ, কজিরগণের পিতৃদেব
চবির্ভূজ, বৈশ্বদিত্যের পিতৃদেব আজ্যপ, পুল্লাপের
পিতৃদেব হুকালিন।

শুক্রাচার্যের পুত্র সোমপ, অজিরার পুত্র হবির্ভূজ,
পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ, বশিষ্ঠের পুত্র হুকালিন। উহারা
আদি পিতৃদেব বলিরা উহাদিগকে তর্পণ করিবার
বিধান আছে।

আজ্যভাগ (পুং) আজ্যস্ত ভাগঃ। ৬-তৎ। যুতের এক-
দেশ। যুতের বৈদিক আহুতি বিশেষ। অগ্নির উত্তর
দিকে স্রব দ্বারা অগ্নির উদ্দেশে দীর্ঘমান ঋগেদীদিগের
আহুতি বিশেষ। তাহার দক্ষিণদিকে সোম উদ্দেশে
দীর্ঘমান আহুতিকেও আজ্যভাগ কহে। বজ্রবেদীর
অগ্নির উত্তর পূর্বাদ্ধে—‘অগ্নয়ে স্বাহা’, ‘ইদমগ্নয়ে’—
বলিরা খুরী প্রভৃতি পাতে যে শেষ আহুতি দেন এবং
দক্ষিণ পূর্বাদ্ধে—‘সোমায় স্বাহা’, ‘ইদং সোমায়’—
বলিরা যে শেষাংশ প্রক্ষেপ করেন তাহারও নাম আজ্য-
ভাগ। ‘অগ্নয়ে স্বাহা’ এবং ‘সোমায় স্বাহা’ এগুলি
অগ্নিতে আহুতি দিবার মন্ত্র। ‘ইদমগ্নয়ে’ এবং ‘ইদং
সোমায়’ এই দুইটি খুরিতে আজ্যভাগ রাখিবার মন্ত্র।

আজ্যভূজ্ (পুং) আজ্যং মন্ত্রেণ বিধিবদগ্নৌ দত্তং যুতং
ভূক্তে আজ্য-ভূজ্-কিপ্। দেবতা। অগ্নি। যিনি হুত
যুত ভোজন করেন।

আবাল। ঝাল নহে। কটুরস নহে। ‘আবালী’ এ প্রকার
শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যেমন আবালী তরকারী।

অঞ্জন (স্ত্রী) আ-অজ-লুট্। সমস্তাদভ্যঞ্জন। সকলদিকে
কজল। অঞ্জনায়ং ভবঃ অণ্। অঞ্জনায় পুত্র হনুমান্।
(ত্রি) অঞ্জনস্তদং অণ্। অঞ্জন সষদী। কজল সষদী।

অঞ্জনিক্য (স্ত্রী) অঞ্জনায় হিতং অঞ্জন-ঠন্ ততঃ পুরো-
ভাবে কর্মণি চ যক্। অঞ্জন সাধনম্। *। প্রত্যস্তপুরো-
হিতাদিত্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮। প্রত্যস্ত প্রাতিপদি-
কের এবং পুরোহিতাদি শব্দের উত্তর ভাব ও কর্ম অর্থে
যক্ প্রত্যয় হয়।

অঞ্জাম (পারস্ত) নির্বাহ। সরবরাহ।

অঞ্জনের (পুং) অঞ্জনায় অপত্যং (স্ত্রীভ্যো চক্। পা
৪। ১। ১২০) ইতি চক্। অঞ্জনায় গর্ভজাত হনুমান্।

অঞ্জলিক্য (স্ত্রী) অঞ্জলিরেব। স্বার্থে কন্ ততঃ পুরো-
ভাবে কর্মণি চ যক্। অঞ্জলিকরা। দুইটি হাত একত্র

করা। [যক্ প্রত্যয়ের হ্রস্ব আঞ্জিলিকা শব্দে দেখ]।
আঞ্জিনের (পুং) অঞ্জিতাঃ ভবঃ (স্ত্রীভ্যো চক্ । পা ৪।
১। ১২০) ইতি চক্। সন্ন্যাস্তং বিশেষ। আঞ্জনাই।
আঞ্জিনে। নিরগিটী বিশেষ।
আঞ্জিহিষা (স্ত্রী) আংহিভূমিচ্ছা আ-অন্থ-সন্ অ। গম-
নের ইচ্ছা। [আঞ্জিহীর্ষা শব্দে অ প্রত্যয়ের হ্রস্ব দেখ]।
আট। অষ্ট শব্দের অপভ্রংশ।

আটক। আবরণ। বাধা। অস্বরোধ। অসম্ভব। যেমন—
তাহাকে আটক করিয়াছে। তাহার আটক নাই অর্থাৎ
বাধা নাই। আটক কি ? অর্থাৎ অসম্ভব কি ?

পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা নগর ও দুর্গের নাম আটক।
ইহা সিদ্ধনদের পূর্বধারে অবস্থিত। ১৫৮১ খৃঃ অব্দে
সম্রাট্ অকবর এই নগর ও দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।
কোন বিদেশীয় শত্রু যেন সিদ্ধনদের পরপার হইতে
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্ত এখানকার
দুর্গাদি নির্মিত হয়। ১৮৮৩ সালে ইংরাজেরা এইখানে
সিদ্ধুর উপর দিয়া রেলগাড়ীর সেতু বাধাইয়াছেন।
ঐ সেতুতে ১৩০ ফিট্ উচ্চ পাঁচটা খিলান আছে।
গ্রিসের প্রসিদ্ধ বীর সেকেন্দার এইখানে সিদ্ধনদ পার
হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তক্ষশীল
এবং আটক একই স্থান।

আটকান। রুদ্ধ করা। বাধা দেওয়া।

আটকাল। অনুমান। আন্ডাজ। যেমন—তিনি দেখিতে
পান না, কেবল আটকালে আটকালে পথ চলেন,
অর্থাৎ অনুমান করিয়া।

আটকুড়া (দেশজ) এই শব্দ এঁটো অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট কুড়া
শব্দ হইতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র, ভরণ-
পোষণ করিতে বাহার কেহই নাই। সে কারণে যে
পরের উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়া প্রাণধারণ করে। তজ্জন্ত
এই শব্দে পুত্রহীনকে বুঝায়।

আটকোড়ে, (গ্রাম্য) সম্ভান ভাঙ্গিলে পর অষ্টম দিবসের
লৌকিক উৎসব বিশেষ। অষ্টম দিবসের সম্ভানকালে
পাড়ার বালকেরা স্ততিকা ঘরের উঠানে একত্রিত হয়।
গৃহস্থেরা তাহাদিগকে একটা কুলা দেন। বালকেরা
সেই কুলার চারিদিক্ ধরিয়া ছোট ছোট লাঠীর দ্বারা
তাহাতে জোরে আবাত করিতে করিতে চীৎকার
করিয়া বলে,—‘আটকোড়ে বাটকোড়ে ছেলে আছে
ভাল’ ? এই কথা শুনিয়া স্ততিকা ঘর হইতে ধাত্রী
এই উত্তর দেন—‘ভাল’। তখন বালকেরা কুলা বাজা-

ইতে বাজাইতে বলে,—‘ছেলের বালাই যাক্ ছেলের
বাপের দাড়ী ঘরে হাগো’। এই রূপে কুলা বাজাইয়া
বালকেরা আটবার ঐ প্রকার প্রহর করে এবং ধাত্রী
আট বার তাহার উত্তর দেন। তাহার পর ভাত্রী
কুলাটা ছুড়িয়া স্ততিকা ঘর পার করিয়া বাটার বাহিরে
কেলিতে হয়। কুলা ফেলা হইলে গৃহস্থেরা কড়ী ও
আটভাজা উঠানে ছড়াইয়া দেন, বালকেরা ঠেলাঠেলি
করিয়া তাহা কুড়াইতে থাকে। অবশেষে গৃহিণী
প্রত্যেক বালকের কোঁচড়ে আটভাজা, মিষ্টান্ন এবং
কড়ী দিয়া বিদায় করেন। এই ক্রিয়ার নাম আটকোড়ে।

সম্ভান ভূমিষ্ঠের অষ্টম দিবসে এই ক্রিয়া হয় এবং
ইহাতে কড়ী ছড়ান হইয়া থাকে, তজ্জন্ত ইহার নাম
‘আটকোড়ে’ হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। বালকেরা
ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে,—আটকোড়ে বাটকোড়ে
ছেলে আছে ভাল ? বোধ হয়, ‘আটকোড়ে’ শব্দ
‘এঁটোকুড়ো’ শব্দের রূপান্তর, এবং ‘বাটকোড়ে’ শব্দ
‘বাটকুড়ো’ শব্দের রূপান্তর। ছেলে মৃত্যুর পরিত্যাজ্য
হইবে বলিয়া অনেকে সচরাচর মড়াফে পোয়াতীর
পুত্রের নাম তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া পাতকুড়ো, কানি-
কুড়ো ইত্যাদি রাখেন। পাতকুড়ো অর্থাৎ যে পাতের
উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। কানি-
কুড়ো অর্থাৎ যে পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র কুড়াইয়া পরিধান
করে। তজ্জপ এঁটোকুড়ো অর্থাৎ যে কেবল, উচ্ছিষ্ট
কুড়াইয়া খাইয়া থাকে এবং বাটকুড়ো অর্থাৎ যে
কেবল পথের পরিত্যক্ত দ্রব্য কুড়াইয়া খায়, তেমন
অকিঞ্চিংকর ছেলে কেমন আছে।

ইহাতে কুলা বাজাইবার তাৎপর্য্য এই,—বাল্যলা
দেশে এই রূপ কথা চলিত আছে যে, অপমানপূর্ব্বক
কাহাকে দূরীভূত করিতে হইলে লোকে বলে—‘কুলা
বাজাইয়া অথবা কুলার বাতাস দিয়া তাহাকে বাহির
করিয়া দাও’। দীপাঘিতা অমাবস্তাতে গৃহস্থেরা কুলা
বাজাইয়া আলম্বীকে বাটী হইতে দূর করিয়া দেন।
তজ্জপ এখানেও বালকেরা কুলা বাজাইয়া শিশুর
বালাই অর্থাৎ অমঙ্গলকে দূর করিয়া দেয়।

আটপরে, (অষ্টপ্রহর শব্দের অপভ্রংশ) বাহা অষ্টপ্রহর
ব্যবহার করা যায়। যেমন আটপরে কাপড় আর্থাৎ
যে কাপড় সর্সদা পরা যায়। পোলাকী নহে।
আটপলিয়া। আটটা ধার বিশিষ্ট। যেমন—আট পলিয়া
ঘটী। আটটা আঁজি তোলা।

আটপিটা। যে একা আটটা পৃষ্ঠ যুক্ত অর্থাৎ যে একাকী আট জনের কাজ করিতে পারে। অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু। আটকপালে শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আটভাজা। ঐ, মুড়ী, চাঁড়ভাজা, তিল, ছোলা, মটর, মুগ, মাষকলাই এই আট দ্রব্য। অনেক মঙ্গল কাজে ইহার ব্যবহার আছে।

আটমিক। অটমিক। ব্রজবুলী অষ্টমী শব্দের অপভ্রংশ। 'আটমিক চাঁদ'। (বিদ্যাপতি)।

আটরুখ (পুং) অটরুখ এবং স্বার্থে অণ্। বাসক বৃক্ষ। স্বার্থে কন্ প্রত্যয়ও বিহিত হয়।

আটল। বাকা। মাছ ধরবার বড় ঘনী বিশেষ।

আটলা। বিড়া। গুচ্ছ। আটি।

আটল্যান্টিকমহাসমুদ্র। ইহা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত। আটলাস পর্বত অথবা কাল্পনিক আটল্যান্টিস দ্বীপ হইতে এই নাম হইয়াছে এই রূপ অনুমান হয়।

আটবিক (ত্রি) অটব্যং চরতি ভবো বা ঠক্। অরণ্যচারী। সৈন্তবিশেষ। সৈন্ত ছয় প্রকার। ১-মৌল। ২-ভূত্য। ৩-সুহৃৎ। ৪-শ্রেণী। ৫-দ্বিষদ্। ৬-আটবিক।

মৌলং ভূত্যঃ সুহৃদ্ব্যং দ্বিষদাটবিকং বলম্'।

রঘু ৪। ২৬ শ্লোঃ মল্লিঃ ইতি কোষ।

আটবী (স্ত্রী) অটব্যঃ সন্নিকৃষ্টা পুং অণ্। দক্ষিণদিকস্থ যবনপুরী বিশেষ।

আটা। আঠা। গদ। গোধূমচূর্ণ।

আটাসটা। আটানোটা। মজবুত। দৃঢ়।

আটালীনী। বাহাতে আটা আছে। অপক।

আটালীয়া। আটালো। (অষ্টমাসজ শব্দের অপভ্রংশ)। যে সন্তান আট মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। অপরিপক্কাবস্থায় জাত সন্তান। 'আমি নই তোমার আটালো ছেলে'।

আটি (পুং) আ সম্যক্ অটতি আ-অট্ বাহুলকাৎ ইণ্। শরীরপক্ষী। মৎস্ত বিশেষ। কুদিকারাস্ত্রহাৎ ত্রিয়াং বা ভীপ্। আটী। আটি শব্দ ছাত্রাদির মধ্যে পঠিত, এজ্ঞ শালা শব্দ পরে ইহা আত্মদান্ত হইয়া থাকে।*। ছাত্রা-দয়ঃ শালায়াম্। পা ৬। ২। ৮৬। শালা শব্দ পরে থাকিলে ছাত্রাদিগণ পঠিত শব্দগুলি আত্মদান্ত হয়। [উক্তসূত্রস্থ ছাত্রাদিগণে আটি শব্দ দেখ]। চলিত কথায়, গুচ্ছ বা একমুষ্টি তৃণাদিকে আটি কহে।

আটিক (ত্রি) আটার গমনায় প্রবৃত্তঃ ঠন্। গমনে প্রবৃত্ত। (স্ত্রী) স্বার্থে ব্যঞ্ আটিক্য। গমনে প্রবৃত্ত।

আটিকী (স্ত্রী) আটং গমনম্ অর্হতি অণ্ ভীব্। গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার বোগ্য অজাতগরোধর স্ত্রী। বালিকা। যে স্ত্রীর স্তন উঠে নাই।

আটিকন (স্ত্রী) আটিক্যতে ইবদগম্যতে আ-টিক-ভাবে ল্যুট্। বৎসদিগের প্রথম প্রথম অন্নগতি। স্বার্থে কন্ আটিকনক ঐ অর্থ।

আটিমুখ (স্ত্রী) আট্যাঃ শরীরপক্ষিণ্যা মুখমিব মুখং যন্ত। শাকং বহত্ৰী। শুক্রতোক্ত শত্রুবিশেষ।

আটেকাটে, (দেহের অষ্ট কোষ্ঠে) শরীরের আট কোষ্ঠে। সর্কাজে। 'আটে কাটে নড়, ঘোড়ার উপর চড়'।

আটোপ (পুং) আ-তৃপ্-ঘঞ্ পুং তন্ত টছম্। নর্প। সংরক্ত। আড়ধর। বায়ু জন্ত উদরের শব্দ। পেট ডাকা।

আঠার। অষ্টাদশ শব্দের অপভ্রংশ।

আড়ধর (পুং) আ-ডবি ক্ষেপণে-অরন্। হর্ষ। নর্প। তুর্ধ্যখন। যুদ্ধকালীন ডাকা। আরম্ভ। সংরক্ত। চক্ষুর লোম। মেঘের শব্দ। যুদ্ধ। হস্তীর গর্জন। (আড়ধর তুর্ধ্য খন পশ্ন সংরক্তে গজগর্জিতে। মেদিনী)। (ত্রি) যত্বার্থে ইনি আড়ধরিন্। তত্তদযুক্ত।

আড় (দেশজ) গ্রন্থ। পরিসর। বাকা। নদীর আড়-পার অর্থাৎ গ্রন্থদিকে পার, লম্বালম্বি নহে।

আড়কাঠা (দেশজ) ঘরের উপরে যে কাঠ বা বাঁশ গ্রন্থ-দিকে লাগান থাকে। কড়ীকাঠ। আড়া।

আড়চা (দেশজ) বাকা। টেড়াচে।

আড়ৎ (দেশজ) গঞ্জে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্ত আড়া বা গোলা ঘর। যে ব্যক্তি আড়তের তত্ত্বাবধান করেন, তাঁহাকে আড়তদার কহে।

আড়রি। আড়লি। আড়ুলী। (দেশজ) নদী প্রভৃতির কিনারার উচ্চ পাড়।

আড়মাদলা (দেশজ) পরিমিতাঙ্গুলারে বাহা দীর্ঘে প্রস্থে ঠিক নহে।

আড়শ। বৃক্ষ বিশেষ। অশ্বগন্ধার পরিবর্তে ইহার ছাল প্রভৃতি ঔষধে ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ কহেন যে, অশ্বগন্ধা এবং আড়শ একই গাছ; কেবল স্থানভেদে ইহাদের রূপান্তর হয়।

আড়ষ্ট (দেশজ) অবশ। কঠিন। নিশ্চল। বেমন—মরিলে শরীর আড়ষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ শক্ত হইয়া যায়। সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াছে।

আড়না। আরসা। অপরিষ্কার স্থান। যেখানে জঞ্জাল ও ছোট তৃণাদি আছে। বোধ হয় ইহা অদৃশ্য শব্দের

অপভ্রংশ। জঙ্গলাদির জন্ত যে স্থানের ভিতরে কি আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তজ্জন্ত উহাকে আড়সা কহে।

আড়া (গ্রাম্য) বক্র। মাছ ধরির স্থান, 'যেমন—আড়া দেওয়া বা আড়াপাতা'। আড়ক শব্দের অপভ্রংশে আড়া শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন—এবার দশ আড়া জল হইবে। আড়কাঠ বা কড়ীকাঠকেও আড়া কহে।

নয় মাত্রার তাল বিশেষ। ইহাতে তিনটি তাল ও একটা ফাঁক। ইহাকে আড়াঠকাও কহে। ঠেকা—

+ | | x | | x | | x | | x | |
ধি ধি তাধি, ধিতা, তিতি তা ধি,
| x
ধি ধা ::।

Acc No. 8409

আড়াআড়ি (গ্রাম্য) পরস্পর বিবাদ। পাশাপাশি।

আড়াই। (ইহা সার্কিদি শব্দের অপভ্রংশ) ২২ ছই এবং অর্দ্ধ মিলিত সংখ্যা।

আড়াধেমটা। বার মাত্রার তাল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে ১৩ সাড়ে তেরটা তাল আছে। তিনটি তাল ও একটা ফাঁক। ঠেকা—

+ | | | | |
ধাগে ত্রেকেটে ধেনে, ধাগে ধাগে তেনে,
| | | | |
তাকে ত্রেকেটে ধেনে, ধাগে ধাগে ধেনে::।
আড়াচৌতাল। সাত মাত্রার তাল। চারিটা তাল ও
দুইটা ফাঁক। ইহাকে ছোট চৌতালও কহে। ঠেকা—
| | | | |
ধাগে ধাদা ধিতা কতি নাধা

| | | | |
ত্রেকেট ধা ধিতা ::।

আড়ান। জঙ্গলা রাগিণী বিশেষ। ইহা দুই প্রকার। সুররাই, কানাড়া ও সারঙ্গ মিশ্রিত এক প্রকার। সুরট বা মোল্লার এবং কানাড়া বোগে অল্প প্রকার। ইহাতে সারঙ্গের ভাগই অধিক। সুরগ্রাম বথা—

△ △ △
নি স ঞ্ গ ম প ধ

আড়ানী। আড়ার্য। (দেশজ) বড় পাখা। কালরদার কাপড়ের বড় পাখা।

আড়ামোড়া। গা ভাঙ্গা। গাভুড়।

আড়াল। অন্তরাল শব্দের অপভ্রংশ। আচ্ছাদন।

• আড়ারক (পুং) অড় উদ্যমে-ইণ্ তত আরক্। ঋষি

বিশেষ। ততঃ গোত্রাপত্যস্ত বহু লুক্।

আড়ি (পুং) অড় উদ্যমে-ইণ্। স্বনামধ্যাত মৎস্তবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে আড়মাছ কহে। (পুং স্ত্রী) শরারী পক্ষী। (স্ত্রী) ভীপ্ আড়ী। স্বার্থে কন্ আড়িক। শরারী পক্ষী। চলিত কথায় বিরোধের নাম আড়ি। প্রতিজ্ঞা। পাশার 'আড়িমারা' অর্থাৎ কোন বিশেষ দান ফেলিয়া নির্দিষ্ট বড়োয়ারা। ধাত্তানির পরিমাণ বিশেষ। চারি কাঠার এক আড়ি। এই পরিমাণ বাচক আড়ি শব্দের আকারের একটু উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য আছে।

আড়ুমাড়ু (গ্রাম্য) বমনোবেগ। গা-বমি বমি করা। যেমন—'গাটা আড়ুমাড়ু করিতেছে'।

আড়ু (পুং) অণ-দণ্ডকঃ (অণো ডঙ্। উণ্ ১। ৮৬) ইতি উ গিৎ গিত্বাহপধা বৃদ্ধিঃ গন্ত ডঙ্। উড়ুপ। গ্নব। ভেলা। (আড়ুর্জলগ্নব দ্রব্যং। উজ্জলদন্ত)। (জলগ্নবে সাধনং পুংস্তথাড়ুঃ স্তাৎ। উণ্ কো০)।

আড়ডা (গ্রাম্য) বিশ্রাম করিবার স্থান। সরাই। আধাড়া।

আড়ক (পুং) আচৌক্যতে ধাত্তাদেঃ পরিমাণার্থং গম্যতে আ-চৌক-কর্মণি যঞ্ পৃ০ ঔকারস্ত আৎ।

| | | | |
|---------------|------------|---|--------|
| ৮ | মুষ্টিতে | ১ | কুঞ্চি |
| ৮ | কুঞ্চিতে | ১ | পুঙ্কল |
| ৪ | পুঙ্কলে | ১ | আড়ক |
| মতান্তরে ১০২৪ | মুষ্টিতে | ১ | আড়ক। |
| মতান্তরে— ১২ | প্রস্থতিতে | ১ | কুড়ব |
| ৪ | কুড়বে | ১ | প্রস্থ |
| ৪ | প্রস্থে | ১ | আড়ক |

মুষ্টিতের মতে স্বর্ণাদি ওজনের জন্ত

২৫৬ পলে ১ আড়ক।

অর্দ্ধচর্চাদিগণে পাঠ হেতু ক উপধ এবং অনন্ত হইলেও ইহা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীবলিঙ্গ। এটা পরিমাণ বাচক বলিয়া 'আড়কোস্ত্রীহিঃ' ইত্যাদি স্থলে প্রোতিপাদিকার্ব লিঙ্গ পরিমাণ বচন মাজে প্রথম। পা ২। ৩। ৪৬) এই লক্ষণদ্বারা প্রথম হইবে। তাহার অর্থ এই, আড়ক রূপ যে পরিমাণ তৎপরিমিত স্ত্রীহি, এখানে প্রথমার অর্থই পরিমাণ। (স্ত্রী) আড়কং সম্ভবতি অবহরতি পচতি বা ধ ঠঞ্ বা। আড়কীন। আড়কিক। আড়ক পরিমিত ধাত্ত হাপন। তাহার অবহারক পাড়। তাহার পাচক সূদাদি। ঠঞ্ (স্ত্রী) ভীপ্ আড়কিকী। আড়কা-চিত পাড়াৎ (বাহুস্ততরতাদ্। পা ৫। ১। ৫০) আড়ক

আচিত, পাত্র এই তিন শব্দের উত্তর বিকল্পে ষ প্রত্যয় হয়। পক্ষে ঠঞ হয়। (আচকীনা আচকীকী। সি। কৌ। উক্ত হুত্রে)। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত জলের আচক জল রূপ। যেমন বর্তমান ১২২৩ সালে পঞ্চাশ আচক জল, তন্মধ্যে পঁচিশ আচক সমুদ্রে, পনের আচক পর্কতে, লশ আচক পৃথিবীতে হইয়াছে। আগামী ১২২৪ সালে এক শত আচক জল। তাহার পঞ্চাশ আচক সমুদ্রে, ত্রিশ আচক পর্কতে, কুড়ি আচক পৃথিবীতে হইবে। বৃষ্টির আড়া পরিমাণ স্থির করিবার নিয়ম এই—

আড়া অর্থাৎ আচক-নামক পাত্র অনাবৃত স্থানে রাখিলে সমস্ত বর্ষার বৃষ্টিতে তাহার বস্তু আড়া জলে পূর্ণ হয়, সেবার তত আড়া জল পৃথিবীতে হইয়া থাকে।

আচকজম্বু (পুং) আচকমিতা জম্বুগম্বিন্ দেশে। বহত্ৰী। গোত্রিয়োরুপসর্জনস্ত্রুতি ব্রহ্মঃ। স্থল জম্বুয়ুত দেশ। (ত্রি) তত্র ভবঃ ব্রহ্মাণ্ড প্রোচাঃ ঠঞ হস্তাপবাদকঃ। আচকজম্বুক। স্থলজম্বুয়ুত দেশজাত।

আচকী (স্ত্রী) আচকেন মীয়তে আচক অণ্ জাতিহাৎ ভীপ্। অরহর। শবীধান্ত বিশেষ। [অহরর শব্দ দেখ]।

আচ্য (ত্রি) আ-চ্য-ক পৃং সাধু। যুক্ত। বিশিষ্ট। সম্পন্ন। ধনী। (ইভ্য আচ্যো ধনী। অমর)।

আচ্যকুলীন (পুং স্ত্রী) আচ্যকুলে ভবঃ ষ। আচ্যকুল-জাত। বড় বংশজাত।

আচ্যকরণ (স্ত্রী) অনাচ্যমাচ্যকরোভ্যনেন আচ্য-করণে খ্যন্ মুম্। উপং সৎ। যে আচ্য ছিল না যদ্বারা তাহাকে আচ্য করা হইয়াছে।*। আচ্য স্তভগ স্থল পলিতনখাক্ষপ্রিয়েষু চার্ঘেষ্টৌ কৃষ্ণঃ করণে খ্যন্। পা ৩।২।৫৬। চি প্রত্যয়ান্ত হইবে না অথচ চি প্রত্যয়ের অর্থ বুঝাইবে এরূপ স্থলে আচ্য, স্তভগ, স্থল, পলিত, নখ, অক্ষ, প্রিয়, এই সকল শব্দ উপপদ হইলে কৃ ধাতুর উত্তর খ্যন্ প্রত্যয় হয়। চি প্রত্যয়ান্তের নিষেধ হইল বলিয়া ‘আচ্যী কুরুস্ত্যনেন’ এখানে খ্যন্ প্রত্যয় হইবে না। ভাষ্যের মতে এখানে লুট প্রত্যয় হইতে পারিবে। কিন্তু কাশিকাকার তাহাতে আপত্তি করেন। খ্যনি চি-প্রতিষেধানর্থক্যং লুটখ্যনোরবিশেষাৎ। খ্যনি চি-প্রতিষেধোহনর্থকঃ। কি কারণম্? লুটখ্যনোরবিশেষাৎ। খ্যানামুক্তে লুট। ভবিতব্যম্। (ভাষ্য)। ন চ লুটঃ খ্যানচ্চ বিশেষোহস্তি তত্র কিং প্রতিষেধেন এবং তর্হি প্রতিষেধসামর্থ্যাৎ খ্যনি অসতি লুডপি ন ভভতি, ভেন লুটোহপ্যারমর্থতঃ প্রতিষেধঃ। (কাশিকা)।

আচ্যচর (ত্রি) ভূতপূর্বম্ আচ্যং (ভূতপূর্বে চরট্। পা ৫।৩।৫০) ইতি চরট্। যে পূর্বে আচ্য ছিল। যে ধনবান্ ছিল। (স্ত্রী) আচ্যচরী।

আচ্যাতম (ত্রি) অতিশায়েন আচ্যং (অতিশায়েন তম-বিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ইতি তমপ্। অতিশয় আচ্য। অতিশয় ধনবান্।

আচ্যাপদি (অব্য) আচ্যং পদং গ্রহণং যজ। বিদগ্যাদি-ইচ্। ইজন্তবাদব্যায়ম্। আচ্যাপদ গ্রহণযুক্ত যুক্ত। ১০। বিদগ্যাদিভ্যচ্। পা ৫।৪।১২৮। বিদগ্যাদির উত্তর ইচ্ প্রত্যয় হয়।

আচ্যান্তবন (স্ত্রী) অনাচ্যম্ আচ্যং ভবত্যনেন। আচ্য-ভূ-করণে খ্যন্ মুম্। উপং সৎ। যে পূজ্য ছিল না পরে যদ্বারা সে পূজ্য হয়।

আচ্যান্তবিস্কু (ত্রি) অনাচ্যম্ আচ্যং ভবতি আচ্য-ভূ-কর্তরি ভুবঃ বিষ্কুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭) ইতি কর্তরি বিষ্কুচ্ মুম্। উপং সৎ। আচ্যতা প্রাপ্ত। পূজ্য হওয়া।

আচ্যান্তাবুক (ত্রি) অনাচ্যম্ আচ্যম্ ভবতি আচ্য-ভূ-কর্তরি চার্ঘে খুকঞ মুম্। উপং সৎ। যে পূর্বে আচ্য-ছিল না এক্ষণে আচ্য হইতেছে। [আচ্যভবিস্কু শব্দে হুত্রে দেখ]।

আচ্যবাত (পুং) আচ্যো বাতো যজ। বহত্ৰী। উরুস্তম্ভ রোগ বিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্র মতে, বায়ু কক মেদো দ্বারা আবৃত হইয়া উরুদেশ প্রাপ্ত হইলে, উরুস্তম্ভ জন্মে, এজন্ত উহার নাম আচ্যবাত বা উরুস্তম্ভ হইয়াছে।

আগক (ত্রি) অগকমেব-স্বার্থে অণ্। অধম। কুৎসিত। (স্ত্রী) পাশে শয়ন করিয়া (কাইত হইয়া) মৈথুন করা।

আগব (স্ত্রী) অগোভাবঃ পৃথাদিৎ বা অণ্। অগুত্ব। হুম্মতা। [পা ৫।১।১২২ হুত্ৰহ পৃথাদিগণে অণু শব্দ দেখ]।

আগবীন (ত্রি) অগুধাত্তানাং শর্ষপাদীনাম্ ভবনং ক্ষেত্রং বা অগু-থঞ্। শুনা ডাল। ক্ষেত্র বিশেষ। যে ক্ষেত্রে অগুধাত্ত শর্ষপাদি উৎপন্ন হয়। পক্ষে যৎ অগব্য যে ক্ষেত্রে শরিবাদি অগুধাত্ত উৎপন্ন হয়।

আগি (পুং স্ত্রী) অগ্-ইণ্। (স্ত্রী) বা ভীপ্। আগী। রথ চক্রের অগ্রস্থিত কীলক। খোঁটা। কোটি। সীমা।

আগীবেয় (পুং স্ত্রী) অগিরন্ত্যন্ত বা দীর্ঘঃ অগীয়ঃ ঋষি বিশেষঃ তস্তাপত্যং শুভ্রাদিৎ চক্। অগীষ ঋষির অপত্য পুত্র বা কন্যা। [পা ৪।১।১২৩ হুত্ৰহ শুভ্রাদিগণে অগীষ শব্দ দেখ]।

আন্টাল (দেশজ) খেলিবার তাঁটা।

আণ্ড (ত্রি) অণ্ডে ভবৎ অণ্। বাহা অণ্ডে জন্মে, পক্ষী সর্প প্রভৃতি। (স্ত্রী) ভীপ্-আণ্ডী। বেদে কচিং টাণ্-আণ্ডা। চলিত কথায় কোন কোন জাতিরা ডিমকেও আণ্ডা কহে। (পুং) হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। অণ্ডমেব স্বার্থে অণ্। পুরুষের বৃষণ। অণ্ডকোষ। কোন কোন স্থলে লিঙ্গ ও বচনের অতিক্রম জন্ত বেদে আণ্ড শব্দকে পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অণ্ড বৃষণমন্ত্যন্ত অণ্। অণ্ডকোষ যুক্ত। অণ্ডেন নিবৃত্তং অণ্ড-অণ্-অণ্ডনিম্পন্ন কপাল রূপ আকাশলোক এবং ভুলোক। হুই খানি কপাল দ্বারা যেরূপ ঘট নির্মাণ করা যায়, পর-ব্রহ্ম তদ্রূপ স্বপ্রসূত অণ্ডকেই দ্বিখণ্ড করিয়া তদ্বারা আকাশ এবং ভুলোক নির্মাণ করিয়াছেন। তজ্জন্ত ঐ হুই লোকের নাম অণ্ড হইয়াছে।

আণ্ডজ (পুং) অণ্ডে জায়তে অণ্ড-জন-ড স্বার্থে অণ্-অণ্ডজাত পক্ষী সর্পাদি। (স্ত্রী) তাহাদের শরীর।
আণ্ডয়ন (ত্রি) অণ্ডেন নিবৃত্তং অণ্ড-পক্ষাদি-ফক্। অণ্ড-নিবৃত্ত। অণ্ডনিম্পন্ন। [পা ৪।২।৮০ স্বত্রস্থ পক্ষাদিগণে অণ্ড শব্দ দেখ]।

আণ্ডীর (পুং) আণ্ডমন্ত্যন্ত আণ্ড-কাণ্ডাণ্ডাদীরমীরচৌ। পা ৫।২।১১১ ইতি জৈরচ্। অণ্ডযুক্ত। পুরুষ। কাশিকা প্রভৃতি, 'আণ্ডীর' এই প্রকার রূপ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আণ্ডিল। আণ্ডেল, (দেশজ) অতিশয় ধনী। সম্পন্ন।

আণ্ডীবত (পুং) রাজা বিশেষ। তেন নিবৃত্তং কথাদি-ফিঞ্। (ত্রি) আণ্ডীবতায়নি। আণ্ডীবত রাজা কর্তৃক নিম্পন্ন। [পা ৪।২।৮০ স্বত্রস্থ কথাদিগণে আণ্ডীবত শব্দ দেখ]।

আণ্ (অব্য) অত-বিণ্। অনন্তর অর্থ। (পুং) অ-শব্দের পক্ষম্যন্তের রূপ। *। আদৃণঃ। পা ৬।১।৮৫। আকার। *। তপরন্তৎ কালজ্ঞ। পা ১।১।৭০। কোন স্বরবর্ণের পর তৎকার থাকিলে, তাহাতে তৎকালের সংজ্ঞা বুঝাইবে অর্থাৎ তৎকারের অব্যবহিত পূর্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে হ্রস্ব স্বর বুঝাইবে, এবং দীর্ঘ স্বর থাকিলে দীর্ঘ স্বর বুঝাইবে। যেমন অকারের পরে ত থাকিলে অৎ (অকার), আকারের পরে ত থাকিলে আৎ (আকার), এই রূপ বুঝাইবে।

আত (ত্রি) আ-অত্-অচ্। সতত গত। প্রসূত। গত।

আতক (ত্রি) অত-ধূল্। সতত গমনকারী। (পুং) সর্প

বিশেষ। (মহাভারত আদিপ-৫৭ অধ্যা-০)।

আতক (পুং) আ-তকি-ঘঞ্। রোগ। সন্তাপ। সন্দেহ। মূরজ বায়ের ধ্বনি। ভয়। (আতকো রোগ সন্তাপ শব্দান্ত মূরজধ্বনৌ। মেদিনী)। জর। (ইতি রাজনির্ঘণ্ট)। চলিত কথায় 'আতক' এই প্রকার শব্দ ব্যবহার করা হয়।
আতকন (স্ত্রী) আ-তক-ল্যুট্। বেগ। প্রাণ। আপ্যায়ন। দধি প্রস্তুত করিবার জন্ত হুত্রে অন্ন দ্রব্য প্রক্ষেপ। (দধল দেওয়া)। নিক্ষেপ। উপজব। দ্রব্যদ্রব্যের প্রক্ষেপ দ্বারা কঠিন দ্রব্যের চূর্ণন। গলিত স্বর্ণাদির দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগে জারণ (সোনাজারা)। (আতকনং প্রতীবাণ জবনাপ্যারনর্থকম্। অমর)। করণে ল্যুট্। বাহাতে দই পাতা যায় অর্থাৎ অন্ন।

আতত (ত্রি) আ-তন-ক্ত। বিতৃত।

আততভ্য (ত্রি) আততা আরোপিতা জ্যা যন্ত। অধিজ্যা। বিতৃত ছিলাবুক্ত।

আততায়িন্ (ত্রি) আততেন বিতীর্ণেন শত্ৰ্বাদিনা অরিতুং বধাদ্যর্থং গন্তং শীলমন্ত আতত-অর-ণিনি। যে বধ করিতে উদ্যত হয়। যে ঘরে আণ্ডন দেয়, তদ্যবস্তুর সহিত বিষ প্রদান করে, অনিষ্টের নিমিত্ত শত্রুধারণ করে, যে ধন অপহরণ করে, যে ভূমি ও জমী হরণ করে, বশিষ্ঠ এই ছয় জনকে আততায়ী কহিয়াছেন। কোন কোন মতে আততায়িবধে পাতক নাই। কিন্তু মতান্তরে ইহাতে পাপ আছে। পাণ্ডবেরা শত্রুবিনাশ করিয়া সেই পাপ ক্রয়ের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

আতনি (ত্রি) আ-তন- (সর্গধাতুভ্য ইন্। ৪।১১০) ইতি ইন্। বিস্তারক। ধিনি বিস্তার করেন।

আতপ্ (ত্রি) আতপতি আ-তপ-কিপ্। যে তপ দেয়।

আতপ (পুং) আতপতি আ-তপ- (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ। দ্যোত। রোজ। প্রকাশ। যে চাউল সিদ্ধ না করিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে আতপ চাউল বলে।

আতপত্র (স্ত্রী) আতপাৎ রোজাৎ ত্রায়তে আ-তপ-ত্রে-ক। ছত্র। মহাভারতের অমুশাসন পর্বের ২৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রাদ্ধ এবং অন্ন অন্ন পুণ্য কর্মে ছত্র ও জুতা উৎসর্গ করা হয় ইহার কারণ কি। ভীষ্ম বলিলেন, পূর্বকালে ভৃগু-বংশোদ্ভব জমদগ্নি বাণপ্ররোগ অভ্যাস করিবার নিমিত্ত একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ শর ছুড়িতে লাগিলেন। একটা করিয়া বাণ ছোড়া হয়, জমদগ্নির পত্নী রেণুকা

সেইটা কুড়াইয়া আনিয়া দেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপ-
স্থিত, প্রথর রৌদ্র হইয়া উঠিল। পথের বালি তাতিয়া
আগুনের মত হইল। রেণুকা ক্রান্ত হইয়া গাভের ছায়ার
বিশ্রাম করিয়া অনেক বিলম্বে বিলম্বে বাণ কুড়াইয়া
আনিতে লাগিলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া এত বিলম্বের
কারণ কি জিজ্ঞাসিলেন। রেণুকা বিনয়বাক্যে স্বামীকে
বলিলেন,—‘মাথার উপরে প্রথর সূর্যের তাপ, এ দিকে
রৌদ্রে মাটি পুড়িয়া যাইতেছে, আমি আর হাঁটিতে
পারি না’। এই কথা শুনিয়া জমদগ্নি সূর্যের প্রতি বাণ
নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সূর্যদেব ব্রাহ্মণের বেশে
জমদগ্নির কাছে আসিয়া ছত্র ও জুতা প্রদান করিলেন
এবং কহিলেন,—‘অদ্য হইতে কেহ ছত্র ও জুতা দান
করিলে তাহার মহৎফল হইবে। সেট সময় হইতে
ব্রাহ্মদিগে পুণ্যকার্যে ছত্র ও জুতা দান করা হয়।

আতপবৎ (ত্রি) আতপো হস্তান্ত আতপ-মতুপ্ মকারস্ত
বকারঃ। তাপযুক্ত।

আতপবর্ষা (ত্রি) আতপে নিমিত্তে সতি বর্ষন্তি বাহু-
কর্তরি বৎ। বৃষ্টির জল।

আতপবারণ (ক্লী) আতপং রৌদ্রং বারয়তি আতপ-বৃ-
ণিচ-ল্য। ছত্র।

আতপাত্যয় (পুং) ৬-তৎ। রৌদ্রের অপগম। আতপস্ত
অভ্যায়ো বয়। বহুত্বী। বর্ষাকাল।

আতপাত্যাব (পুং) ৬-তৎ। রৌদ্রের অভাব। আতপস্ত
অভাবো বয়। বহুত্বী। ছায়া। ছায়াযুক্ত স্থান।

আতপীয় (পুং) আতপস্ত সন্নিবৃষ্ট দেশাদি উৎকরাদি-
ছ। রৌদ্রের নিকটস্থ স্থানাদি। [পা ৪।২।৯০ সূত্রস্ত
উৎকরাদিগণে আতপ শব্দ দেখ]।

আতপোদক (ক্লী) আতপে রৌদ্রে লক্ষ্যমাণম্ উদক-
মিব। শাকং তৎ। মরীচিকা। মৃগ তৃক্ষা। অতি
রৌদ্রের সময়ে বালুকাময় ভূমিতেই এই ভৌতিক দৃশ্য
দেখা যায়। [মরীচিকা দেখ]।

আতমাম্ (অব্য) আ-তমপ্ আম্। অতিশয় আভিমুখ্য।
অতিশয় সাংস্রুধ্য। সমস্তাভাব। সকল দিক্।

আতর (পুং) আতীর্ষ্যতে অনেন আ-তৃ করণে (ঋতোরপ্)
ইতি অপ্। পায়ের কড়ী। পারাণী। (আতরস্তর-
পণাং জ্ঞাৎ। জমর)।

গোলাপের সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। প্রথমে ধাতুময়
স্তম্ভ মধ্যে গোলাপ ফুল ও জল দিয়া বক যন্ত্র দ্বারা
তাহার জল চুয়াইয়া লইতে হয়। পরে ঐ চোয়ান

জলের সঙ্গে পুনর্বার নূতন ফুল দিয়া আবার জল
চুয়াইয়া লইবে। এই রূপে ৪।৫ বার ফিরান করিয়া
শেষে খেতচন্দনের চূর্ণ সঙ্গে ঐ জল চুয়াইলে আধার
ভাণ্ডে যে জল আসিয়া পড়ে তাহা রাত্রিকালের শীতল
বাতাসে রাখিলে উপরে তৈলবৎ আতর ভাসিয়া উঠে।
উহা ঝিঝুক দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট আতর,
সুগন্ধি, উগ্র এবং মনের প্রীতিকর। গাজিপুর, জোয়ান-
পুর প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রস্তুত হয়।

আতপর্ণ (ক্লী) আ-তপ্-ল্যুট্। তৃপ্তি। আ-তপ্-ণিচ-
ল্যুট্। পিচ্। লোপঃ। তৃপ্তি জন্মাইয়া দেওয়া। মঙ্গল
দ্রব্যের আলেপন। (ত্রি) কর্তরি ল্যুট্। যে তৃপ্ত করে।
আতব (পুং) আ-তু-অপ্। হিংসা করা। (ত্রি) কর্তরি
অচ্। হিংসক। (পুং) রাজা বিশেষ। (পুং স্ত্রী) আতব-
শ্রাপত্যম্ আতব-অশ্বাদিঃ ফক্। আতবায়ন, আতব-
রাজের পুত্র ও কন্তা রূপ অপত্য। [পা ৪।১।১১০
সূত্রস্থ অশ্বাদিগণে আতব শব্দ দেখ]।

আতস্বাজী, (দেশজ) হাউই। [অধিক্রীড়া দেখ]।

‘নিবাস আতস্বাজী উত্তাপে পলায়’। (বিদ্যাসূত্র)।

আতা (স্ত্রী) আভিমুখ্যেন অত্যন্তে গম্যতে প্রাণিভিঃ
আ-অত- (অকর্তরি চ কারকে। পা ৩।৩।১৯) ইতি
ঘঞ্। অথবা, আ-তন্- (উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।
২।৯৯) ইতি জনৈর্বিধীয়মানো ড প্রত্যয়ো বহুবচনাদ্
ভবতি। (নিঘণ্টু)। দিক্।

আতা নামক ফল বিশেষ (Anona squamosa)।
বাঙ্গালার স্থান বিশেষে ইহাকে আতাকাঁটাল কহে।
ইহার সংস্কৃত নাম আতুপ্য। কথিত আছে, ইহা আমে-
রিকা হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা
হইলে ইহার সংস্কৃত নাম কিরূপে হইল বলা যায় না।
হিন্দীতে ইহাকে সরিফা বলে। তামিল এবং তেলুগু
ভাষায় ইহার নাম সিতাকল। ইহা নোনা জাতীয় গাছ।

এখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই যথেষ্ট আতা জন্মে, কিন্তু
পূর্বে এই গাছ আমাদের দেশে ছিল না। আমেরিকা
হইতে আনিয়া এখানে রোপণ করা হয়। বাঙ্গালার
চেরে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের আতা বড় ও সুস্বাদু।
ইহার ফল খাইতে শীতল, তৃপ্তিকর এবং মিষ্ট; কিন্তু
অনেকের ইহাতে কাসি ও সর্দি হয়। বৈদ্যশাস্ত্র মতে,
ইহা তৃপ্তিকর, রক্তবর্দ্ধক, স্বাদু, শীতল, হৃদয় এবং ইহাতে
বল ও মাংস বৃদ্ধি হয় এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ু নষ্ট
হইয়া থাকে।

আতার কচি পাতা দ্বত কিয়া মাখনের সঙ্গে বাটিয়া ফোড়া প্রভৃতির উপরে প্রলেপ দিলে শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহার মূলের ছাগ অতিশয় বিরেচক। আমাদের দেশের অবধৌতেরা তরুণ রক্ত আমাশয় রোগে উহা সেবন করাইয়া থাকেন; তাহাতে অনেক রোগী এক দিনেই আরোগ্য লাভ করে, কচিং কাহার মৃত্যুও ঘটে। আতার বীজ কিয়া কাঁচা আতার শাঁস চূর্ণ করিয়া বেস-মের সঙ্গে চুলে লাগাইলে উকুণ মরিয়া যায়। বালক-দের রক্তদ্রব বাহির হইয়া পড়িলে প্রথমে তাহা ভিতরে প্রবেশ করাষ্টবে, পরে উপরে আতাপাতার কাথ লাগা-ইলে আর উঠা বাহির হয় না। আতার ছালে শিকা, দড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, কিন্তু ইহার চেয়ে নোনার ছাল উৎকৃষ্ট।

আতান (পুং) আতন্ত্রতে আ-তন-ঘঞ্। আতিমুখ্যে বিস্তার। দীর্ঘ বিস্তার। বস্তাদি বৃনবার জন্ত স্তার টানা দেওয়া। কন্দ্বি-ঘঞ্। বিস্তার্য। যে বস্তকে বিস্তার করিতে হইবে। কর্তব্য কার্য বা বস্তু।

আতানক (ত্রি) আ-তন-বুল। বিস্তারক।

আতাপি (পুং) আ-তপ্-ইণ্। অস্তুর বিশেষ। ইহার। ছট ভাট, বাতাপি ও আতাপি। দম্ভাবৃত্তিই ইহাদের প্রধান জীবিকার উপায় ছিল। বাটীতে কোন অতিথি আসিলে বাতাপি, তাহার ভাই আতাপিকে কাটিয়া তাহার মাংস অতিথিকে খাইতে দিত। শেষে ভোজনের পর বাতাপি তাহার ভাইকে ডাকিলে সে পুনর্বার জীবিত হইয়া অতিথির পেট বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইত। তাহাতে অতিথির মৃত্যু হইলে ঐ অস্তুরেরা তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইত। এক দিন অগস্ত্য মুনি আতাপির বাটীতে অতিথি হইলে তাহার ভ্রাতা বাতাপি কহিল, ভগবন্ কি মাংস ইচ্ছা করিবেন? ঋষি তাহাতেই সন্মত হইলে সে নিজের ভ্রাতা আতাপিকে গোপনে কাটিয়া ঋষির সমক্ষে দিল। ঋষি উত্তম রূপে সেই মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করিলেন। বাতাপি সামান্য অতিথের জায় ভাবিয়া দূর হইতে আতাপিকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু ঋষি তাহাকে জঠরানলে ভস্মীভূত করিয়াছেন। একজ্ঞ আর সে ঋষির উদর বিদীর্ণ করিয়া অল্প দিনের মত বাহির হইতে পারিল না।

আতাপিন্ (পুং) আতপতি আ-তপ্-পিনি। চিল নামক পক্ষী। আতায়ী। চিল।

আতায়িন্ (পুং) আ-তা-গ-পিনি। চিল নামক পক্ষী।

আতার (পুং) আতীৰ্যতে হমেন আ-তু-করণে ঘঞ্। নৌকার পারের গুহ। পারের মূল্য। পারাণী।

আতারকাতার (দেশজ) ছটকট। আকুলিঝাকুলি। যেমন—‘পাথারে পড়িয়া করে আতারকাতার’।

আতালপাতাল (দেশজ) বোধ হয় ইহা ‘আতলপাতাল’ শব্দের অপভ্রংশ। সর্বত্র। যেমন—‘তিনি আতালপাতাল করিয়া খুঁজিলেন’।

আতালিপাতালি (দেশজ) ছটকট করা। সর্বত্র।

আতালী (অব্য) আ-তল-বাহ্-ইণ্। কাতর ব্যক্তিকে ব্যাকুল করা।

আতি (পুং) অত-ইণ্। শরারী পক্ষী। (ত্রি) সর্বদা গমনকারী।

আতিথি (পুং) অতিথিং গচ্ছতি অতিথি-গম-ড। দিবো-দাস নামক রাজা। তত্তাপত্যং অণ্। দিবোদাস রাজার পুত্র।

আতিথ্যে (ক্ৰী) অতিথয়ে ইদম্ অতিথি-চক্। অতিথির নিমিত্ত ভোজনাদি। তত্র সাধু চঞ্। (ত্রি) অতিথি সেবার কুশল। (ক্ৰী) ভীপ্ আতিথ্যেয়ী। *। পথ্য তিথি বসতি স্বপতে চঞ্। পা ৪।৪।১০৪। পথিন্, অতিথি, বসতি ও স্বপতি শব্দের উত্তর কুশল অর্থে চঞ প্রত্যয় হয়।

আতিথ্য (ক্ৰী) অতিথয়ে ইদং ঞ্য। অতিথি পরিচর্যা। স্বার্থে ঘ্যঞ্। অতিথি। আতিথ্যোহতিথ্যে তদ্ব্যোগ্যপি। হেম। *। অতিথ্যেঞ্য। পা ৫।৪।২৬। অতিথি শব্দের উত্তর তাদর্থ্যে ঞ্য প্রত্যয় হয়।

আতিদেশিক (ত্রি) অতিদেশানাগতঃ ঠক্। অস্বভাব আরোপিত। অতিদেশ প্রাপ্ত। আতিদেশিকমনিত্যম্। পরিভাষেন্দু, ৯৩ চ।

আতিযাত্রিক (ত্রি) অতিযাত্রায়াং নিযুক্তাং ঠক্। আতি-বাহিক দেব। [আতিবাহিক লক্ষ দেখ]।

আতিরেক্য (ক্ৰী) অতিরিক্ততে কন্দ্বি ঘঞ্ তত্ত ভাবঃ ঘ্যঞ্। অতিশয় বৃদ্ধি। নিজের পরিণতির আধিক্য।

আতিবাহিক (ত্রি) অতিবাহে ইহলোকাৎ পরলোক প্রাপণে নিযুক্তঃ ঠক্। ইহলোক হইতে পরলোক প্রাপক ঈশ্বর নিযুক্ত অর্চিরাদি অভিমানী দেবগণ। ধূমাদি অতি-মানী দেবগণ। অতিবাহনে নিযুক্ত দেবগণ দুইরূপ; দক্ষিণ পথে স্থিত এবং উত্তর পথে স্থিত। বাহ্যরা ইহলোকে বাপী কুপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা এবং অগ্নিতোম বাগ প্রভৃতি বৈদিক কন্দ্বকাণ্ড করেন, তাহারা পরলোকে

বাইবার দক্ষিণদ্বার প্রাপ্ত হন। সেই স্থানে দৈবর নিযুক্ত ধূমা-
দিগণ থাকেন, তাঁহারা সেই সকল ব্যক্তিকে পরলোকে
লইয়া বান। আর বাইবার ইহলোকে জানী অর্থাৎ জান-
মাত্র দ্বারা পরমাত্ম চিন্তা করেন, তাঁহারা পরলোকে বাই-
বার উত্তর দ্বার প্রাপ্ত হন। তথায় দৈবর নিযুক্ত অভিমানী
দেবগণ জানী মনুষ্যদিগকে পরলোকে লইয়া বান।
তাঁহাদেরই নাম আচিরাদি। সাআহুত্রের শাকরভাষ্যে
ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতিবাহে অতিবাহকালে
(লোকান্তর গতিকালে) ভবঃ ঈশ্ (পুং)। মনুষ্যের
মৃত্যুকাল জাতদেহ। বিমুখমোক্তর পুরাণে লিখিত
হইয়াছে, মনুষ্য মরিবামাত্র আতিবাহিক শরীর প্রাপ্ত
হন। সেই শরীর হইতে তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই
তিন ভূত উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। আতিবাহিক শরীর
কেবল মনুষ্যেরই হয়, অন্ত কোন প্রাণীর হয় না।
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃত)।

আতিবিত্তি, (গ্রাম্য) শীত। তাড়াতাড়ি। ‘আতিবিত্তি
গেল রায় বিদ্যার ভবন’। (বিদ্যাহাস)।

আতিশ (হিন্দী) অতিবিষা, আতাইচ (Aconitum he-
terophyllum)। [অতিবিষা শব্দ দেখ]। যথার্থ
আতিশের মূলে বিষক্রিয়া করে না। এই গাছ হিমালয়
প্রদেশে জন্মে, প্রায় দেড় হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত
উচ্চ হয়। ইহার মূল অরুণ ও বলকর। আমাদের দেশের
বৈদ্যেরা ইহা অরুণ বিকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন।
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কঠিন অরুণোগে ইহার চূর্ণ ১-২ রতি
মাত্রায় ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিলক্ষণ
উপকার দর্শে। কিন্তু ইহার অকৃত্রিম মূল পাওয়া অ-
কঠিন। বাজারে ইহার পরিবর্তে প্রায় সফেদ মসলী
বিক্রীত হয়।

আতিশয্য (ক্লী) অতিশয় এব। স্বার্থে ব্যঞ্। অতিশয়।
আধিক্য। প্রাধান্য।

আতিশ্রায়ন (ত্রি) অতিক্রান্তঃ স্থানং কুত্বং পূং ন সমা-
সান্তঃ অতিশ্রায়নঃ অত্যধীনদ্বাং। (পক্ষাদিভ্যঃ ফ্।
পা ৪।২।৮০) ইতি ফ্। দাসের নিকটস্থ দেশাদি।

আতিষ্ঠ (ক্লী) অতি-স্থ-ক যত্নম্ অতিষ্ঠস্ত ভাবঃ অণ্।
অন্তকে অতিক্রম করিয়া স্থিতি। উৎকর্ষ।

আতু (পুং) অত-বাহ্-উণ্। তেলক। তেলা। উড়ুপ।

আতু আতু। আতুপুতু, (দেশজ) অতিশয় যত্ন। অতি-
শয় জেহ। আমি ইহাকে আতু আতু বা আতুপুতু
করিয়া রাখিয়াছি।

আতুচ্ (পুং) ‘আতুচির্গমনার্থঃ’ (অপ্-ভাণ্য) আধারে
কিপ। সূর্যের অন্তর্গতিকাল। সূর্যের নিম্নে চলনকাল।
অন্তকাল। যম্যধ্যানিন আতুচি। অক্ ৮। ২৭।২১।
আতুচির্গমনার্থঃ। সূর্যাস্ত নিম্নোচনে, সারমিত্যর্থঃ। (সারন)।
আতুজি (ত্রি) আ-তুজ হিংসাবলাদান নিকতনেব্ (ইণ্ড-
পধাৎ কিৎ। উণ্ ৪। ১১৯) ইতি ইন্ কিচ্। হিংসক।
বলগ্রাহক। পিবন্তঃ সোনমাতুজী। ঞক্ ৭। ৬৬। ১৮।
আতুজী শক্রগাং সর্কতো হিংসকাবাদাতারৌ বা। সারন)।
আতুর (ত্রি) অত সাতত্য গমনে (মদগুরাদয়শ্চ। উণ্
১। ৪১) ইতি উরচ্ পূং অকারদীর্ঘঃ। কার্যাক্ষম।
(অতসাতত্য গমনে। ধাতোরাদৌ দীর্ঘঃ। আতুরেহক্ষমঃ।
(উজ্জলদত্ত)। পীড়িত। (আসবাসীবিহ্বতো ব্যাধিতো
ইপটুঃ। আতুরঃ। অমর)। আতুরে নিয়মোনাতি। (স্বতি)।
চলিত কথায়, ‘অতুর’ এই প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আতুরসন্ন্যাস (ক্লী) ৬-তৎ। সন্ন্যাস বিশেষ। ভারতবর্ষের
দক্ষিণে কোন কোন স্থানের লোকের মধ্যে এই রূপ
প্রথা চলিত আছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইয়া নিশ্চণ্ড উপাসনার
দীক্ষা দেন। ইহাকেই আতুরসন্ন্যাস কহে। আতুর
সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাহার মৃত্যু না হইলে আর তিনি
গৃহে বাইতে পারেন না। তুলসীদাস নামক জনৈক
ব্রাহ্মণের ভাগ্যে এই দশা ঘটয়াছিল। মুমূর্ষুকাল
দেখিয়া তাঁহাকে আতুরসন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করান হইল,
কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটিল না। তজ্জন্ত তিনি কাশীবাসী
হইয়া বেদান্তের অমূলীন করিতে লাগিলেন। তিনি
বিলক্ষণ ভক্তজ্ঞানী, নীতিবীর এবং তেজিয়ান্ পুরুষ
ছিলেন। একবার তিনি জুতা পায়ে দিয়া পঞ্চকোশী
কাশী প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, কোন সন্ন্যাসী তাঁহার
এই আচারণ দেখিয়া কহিল,—‘আপনি কোন ব্যবস্থা
অনুসারে জুতা পায়ে দিয়া কাশী প্রদক্ষিণ করিতেছেন’?
তুলসীদাস উত্তর করিলেন—‘আমি জুতা কোথায়
পাইব, যে পরিব? একপাটা জুতা কপ্টাদের মাথায়
রহিয়াছে, আর একপাটা উপাসকদের মস্তকে আছে,
তবে আমার জুতা কৈ?’

আতুরোপক্রমণীয় (পুং) আতুরং রোগিণমধিকৃত্য
রোগনিবারণায় উপক্রমণীয়ঃ। শাক० তৎ। পীড়িতের
চিকিৎসার নিমিত্ত আয়ু, ব্যাধি, ঋতু, অগ্নি, বয়স, দেশ,
বল, সঙ্কল্য, প্রকৃতি, ভেদজ, দেশ, এই সকল অনুসারে
উপক্রমণীয় ব্যাপার বিশেষ। তদধিকৃত্য কৃতোগ্রহঃ হ।

তৎপ্রতিপাদক গ্রহ।

আতুর্বা (ক্লী) আতুর্বা ভাবঃ ব্যঞ্। আতুর্বা। পীড়া।
কলনাশক অরাংশবিশেষ। বস্তুভেদে অরাংশ নানাবিধ।
ইহা হরিবংশের ১৮০ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে।

আতুর্ (ত্রি) আ-তু-ক্ত। হিংসিত। ছিন্ন।

আতুপ্য (ক্লী) আতুপ্যতেহেন্নে আ-তুপ-বাহ্। ক্যপ্।
আতা নামক ফল বিশেষ। [আতা দেখ]।

আতোদ্য (ক্লী) আ-সমস্তাৎ তুদ্যতে আ-তুদ-ণ্যৎ। বীণাদি
চারি বাদ্যের নাম। এই চারি প্রকার বাদ্য যথা—
বীণাদিবাদ্য তত, মুরজাদি বাদ্য অনক, বংশী প্রভৃতি
বাদ্য শুধির, কাংস্ত তালাদি বাদ্য ঘন।

আত্ত (ত্রি) আ-না-ক্ত। গৃহীত। [অপাত্ত শব্দ দেখ]।

আত্তগন্ধ (ত্রি) আত্তো গৃহীতঃ শক্রণা গন্ধঃ গর্ভো যন্ত।
শাকং বহব্রী। শক্র কর্তৃক অত্তিভূত। গৃহীতগন্ধ পুষ্পাদি।
যে পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে।

আত্তগর্ভ (ত্রি) আত্তো গৃহীতো গর্ভো যন্ত। বহব্রী।
অত্তিভূত। পরাজিত।

আত্তি, (গ্রাম্য) ইহা আত্তীরতা শব্দের অপভ্রংশ।
স্নেহ। মমতা। যত্ন।

আত্তকর্ম্মন (ত্রি) ৬-তৎ। আত্তনা ক্রিয়তে আত্তন-ক্-
(সর্বধাতুভ্যোমনি। উণ্ ৪। ১৪৪) ইতি মণি।
স্বীয় কর্তব্য কার্য। নিজের করণীয় কর্ম্ম।

আত্তকাম (ত্রি) আত্তানং কাময়তে আত্তন-কম-ণিঙ্-
অণ্। উপং সৎ। যিনি অত্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া
কেবল আত্তাকে অভিলাষ করেন। যিনি কেবল আত্তাকে
প্রাণিতে ইচ্ছুক।

আত্তকামের (ত্রি) আত্তকামার ইদং টক্। আত্তকামের
সম্বন্ধী। ততঃ স্বার্থে রাজজাদিৎ বৃঞ্। আত্তকামেরক।
আত্তকামার সম্বন্ধী। [পা ৪। ২। ৫০ হ্রস্ব রাজজাদি-
গণে আত্তকামের শব্দ দেখ]।

আত্তগুপ্ত (ত্রি) আত্তনা গুপ্তঃ রক্ষিতঃ। নিজ শক্তিবারা
রক্ষিত। (স্ত্রী) আলকুশীলতা। (আত্তগুপ্তাজড়াহ্যগু।
অমর)।

আত্তগ্রাহিন (ত্রি) আত্তানম্ আত্তার্থমেব বা গৃহ্ণাতি।
আত্তন-গ্রহ-ণিনি। উদরভরি। স্বার্থপর। আত্তগ্র।

আত্তবাস্তব (ত্রি) আত্তানং দেহং হস্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধেন
উৎকলনাদিনা বিনাশয়তি আত্তন-হন-ঘিহুণ্। ৬-তৎ।
যে আত্তহত্যা করে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে আত্তবাস্তব
চারি প্রকার; বৈধ, অবৈধ, জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত।

মহু এবং বুদ্ধ গর্গ লিখিয়াছেন, মহুদ্য যখন আত্তাত্ত
বুদ্ধ হইয়া শৌচবর্জিত এবং লুপ্তক্লিষ্ট হন, চিকিৎসা
করিলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না; এরূপ অবস্থার
উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া, অনশন
করিয়া কিম্বা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, ত্রিরাত্র
অশৌচ হয়। তাহার দ্বিতীয় দিনে অস্থি লক্ষ্য করা
আবশ্যক। তৃতীয় দিনে উদক ও পুরক পিণ্ডদান করিবে
এবং চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অবৈধ আত্তবাস্তব
অশৌচ, উদকক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি কিছুই নাই।

আত্তবোষ (পুং) আত্তানং বোষয়তি (কা কা কু কু)
ইত্যাদি স্বশব্দে লোকে প্রচারয়তি। আত্তন-বু-ব-যঞ্।
কাক। কুটু। কাকে কাকা করিয়া এবং কুটুটেরা
'কু...কু...কু' করিয়া আত্তপরিচয় দেয়, এজন্য
উহাদের আত্তবোষ নাম হইয়াছে।

আত্তজ (পুং) আত্তনং দেহাৎ মনসো বা জায়তে আত্তন-
জন্-ড। পুত্র। কন্দর্প। (স্ত্রী) টাপ্—আত্তজা। কস্তা।
মনোজাত বুদ্ধি প্রভৃতি।

আত্তজন্ম (ক্লী) আত্তনো জন্ম পুত্ররূপেণ উৎপত্তিঃ।
৬-তৎ। আত্তার পুত্ররূপে উৎপত্তি। (পুং) আত্তনো
জন্ম যন্ত। বহব্রী বা। পুত্র। (রঘু ১। ৩০ শ্লোকের
টীকায়, আত্তনো জন্ম যন্ত অসৌ আত্তজন্ম। পুত্রঃ
তস্মিন্ উৎস্রকঃ। যথা, আত্তনো জন্মনি পুত্ররূপেণ উৎ-
পত্তৌ। মণিঃ)।

আত্তজ্ঞান (ক্লী) আত্তনো জ্ঞানম্। ৬-তৎ। যথার্থরূপে
আত্তার জ্ঞান। যথার্থ আত্তজ্ঞানই মোক্ষসাধন এই কথা
প্রতিতে লিখিত হইয়াছে। আত্তবোধাদি শব্দেরও
ঐ অর্থ।

আত্ততত্ত্ব (ক্লী) আত্তনন্তত্ত্বম্। ৬-তৎ। আত্তার যথার্থ
স্বরূপ। চৈতন্য রূপ। মতভেদে কর্তৃত্ব রূপ। আত্তরূপ
পরম পদার্থ।

আত্ততুষ্টি (ত্রি) আত্তন্তেব তুষ্টিগন্ত। বহব্রী। আত্ত
জ্ঞানদ্বারা যিনি তুষ্টি লাভ করিয়াছেন। যিনি কেবল
আত্তজ্ঞানদ্বারা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং পরমতত্ত্বকে
জানেন। (স্ত্রী) ৬-তৎ। আত্তার সন্তোষ।

আত্তত্যাগিন (ত্রি) আত্তানং দেহং ত্যজতি আত্তন-
ত্যা জ সম্প্ জাদি (পা ৩। ২। ১৪২) ইতি বিহুণ্। ৬-তৎ।
আত্তবাস্তব। [আত্তবাস্তব শব্দ দেখ]।

আত্তদর্শ (পুং) আত্তা দেহো দৃশ্যতেহজ্ঞ আত্তন-দৃশ-
আধারে যঞ্। দর্শণ। আদর্শ। তাবৎ যঞ্। ৬-তৎ।

আত্মার দর্শন। আত্মসাক্ষাৎকার।

আত্মদর্শন (ক্ৰী) আত্মা দৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তেহেনেন
আত্ম-দৃশ-করণে লুট্। আত্ম সাক্ষাৎকারের সাধন
প্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন। ভাবে লুট্, আত্মসাক্ষাৎ-
কার। সকল ভূতে আত্মজ্ঞান।

আত্মদেবতা (ক্ৰী) আত্মনো দেবতা। নিজের ইষ্টদেবতা।
আত্মদ্রোহিনী (ত্রি) আত্মনে দ্রোহতি দ্রোহ-গিনি। আত্মঘাতী।
আত্মধ্যান (ক্ৰী) আত্মনো ধ্যানং চিন্তারূপযোগবিশেষঃ।
আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন মানসবৃত্তি বিশেষ। শব্দ-
স্বতিতে তাহার প্রকরণ দর্শিত হইয়াছে।

আত্মন- (পুং) অত্যন্তে গম্যতে জায়তে ইতি বাবৎ অত-
গতো (সাত্ত্বিয়াং মনিম্মনিণো)। উণ্ ৪। ১৫২) সাত্ত্ব-
তিভ্যাং বধাক্রমং মনিন্ মনিণো স্তাত্মাসিত্তিমনিণ্।
পুরুষ। স্বভাব। প্রযত্ন। মন। ধৃতি। মনীষা (বুদ্ধি)।
শরীর। ব্রহ্ম। (আত্মা পুংসি স্বভাবো চ প্রযত্ন মনসোরপি।
ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপি। হেম)। (আত্মা-
পুরুষঃ। উচ্ছলদত্ত)। অর্ক (সূর্য্য)। অগ্নি। বায়ু। জীব।
আত্মা চিত্তে ধৃতৌ যত্নে ধিষণায়াং কলেবরে।
পরমাশ্মনি জীবেহর্কে হতাশনসমীরয়োঃ।

স্বভাবে, হেম।

পুত্র। 'আত্মা বৈ পুত্রনামসি'। ইতি শ্রুতি।

শ্রুতিতে আত্মার অহং-প্রত্যয়-বিষয়স্থ লিখিত
আত্মে, অর্থাৎ পুরুষ, 'অহমসি' এই রূপ জ্ঞান দ্বারা
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সাধ্যাত্ম্যে অহং প্রত্যয়
বিষয়েও বহুবাদী ও প্রতিপত্তি দর্শিত হইয়াছে। যথা
প্রাকৃতজনেরা এবং লৌকায়তিকেরা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ-
মাত্রকে আত্মা কহেন। কেহ কেহ বলেন, চেতন ইঞ্জি-
য়ই আত্মা। কেহ কেহ মনকেই আত্মা কহিয়া থাকেন।
কেহ আত্মাকে কণিক বিজ্ঞান মাত্র কহেন। কাহারও
মতে, আত্মা শূন্যময়। কেহ কেহ বলেন, সংসারী কর্তা
এবং ভোক্তা দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা আছে। দেহাদি
ব্যতিরিক্ত সর্বশক্তি সর্বজ্ঞ দেখাই আত্মা, ইহাও কাহার
কাহার মত। কাহার মতে, ভোগীনেরই আত্মা থাকে।
আত্মনিষ্ঠ (ত্রি) আত্মনি আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা যত্ন। বহুব্রী।
যিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ,
মুখুজ্জ। আত্মনি তিষ্ঠতি আত্মন-নি-স্থ-ক যত্নম্। যে
আত্মাতে থাকে।

আত্মনীন (ত্রি) আত্মনে হিতং (আত্মস্থিতজনভোগোত্তর
পদাৎ থঃ। পা ৫। ১। ৯) ইতি থ। আত্মহিতকর। (পুং)

পুত্র। প্রালক। নাটক প্রসিদ্ধ বিদ্যক। (ত্রি) বলবান।
আত্মনেপদ (ক্ৰী) আত্মনে আত্মার্থকলবোধনায়ৈব পদম্।
অলুক সঃ। আত্মগামী কলবোধক ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ
তত্ত্বাদি। যে পদ থাকিলে আত্মগামী কলই বুঝায়।
। *। বৈয়াকরণার্থায়াং চতুর্থীঃ। পা ৬। ৩। ৭। ব্যা-
করণের সংজ্ঞা বুঝাইলে চতুর্থীর লুক হয় না। আত্মন
ইত্যেব আত্মনেপদঃ। আত্মনেভাবা, তাদর্থে চতুর্থী।
সিঃ কোঃ। *। তত্ত্বানাবাত্মনেপদম্। পা ১। ৪। ১০০।
তত্ত্ব প্রত্যাহার এবং শানচ্ কানচ্ প্রভৃতি আত্মনেপদ
সংজ্ঞ হয়। *। অমুদাত্ত ভিত আত্মনেপদম্। পা ১। ৩।
১২। অমুদাত্ত ধাতু এবং উপদেশ অবস্থায় যে সকল
ধাতুর ঙ-অনুবন্ধ থাকে তাহারা আত্মনেপদ হয়। *।
স্মরিতপ্রিতঃ কত্র ভিপ্রায়ৈ ক্রিয়াফলে। পা ১। ৩। ৭২।
ক্রিয়ার কল কর্তৃগামী হইলে স্মরিত এবং প্রিৎ ধাতু
আত্মনেপদ হয়। তত্ত্ব প্রত্যাহার যথা,—ত আত্মা থ;
থাস্ আত্মা থম্; ইট্ বহি মহিঙ্। এই নয়টি।

আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং কচিৎ। প্রাক্তঃ।

আত্মনেপদিন- (পুং) আত্মনেপদং বিহিতত্বেনাত্মাত্ম
আত্মনে-পদ-ইনি। পাণিনিয়ুক্ত আত্মনেপদি ধাতু। গণ
পাঠে হলন্ত অমুদাত্তেৎ এবং স্বরাস্ত ঙ ইৎ ধাতু গুলি
আত্মনেপদী। আর কর্তৃগামী ক্রিয়াফল বিশিষ্ট স্মরিত
এবং প্রিৎ ধাতু গুলিও আত্মনেপদী। তত্ত্বিন্ন অর্থ
বিশেষে উপসর্গবিশেষের যোগে কর্তৃবাচ্যে ধাতু
আত্মনেপদী হইয়া থাকে।

আত্মনেভাষা (ক্ৰী) আত্মনে আত্মোদ্দেশেন ভাষা পরি-
ভাষা। অলুক সঃ। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আত্মনেপদের অর্থ।
আত্মস্বং (ত্রি) আত্মা অত্যন্ত মতুপ্। (এখানে বেদে ভ-
সংজ্ঞা হইয়াছে, তজ্জন্ত নকারের লোপ হয় নাই)।
আত্মবিশিষ্ট। (ক্ৰী) ভীপ্ আত্মঘতী। আত্মবিশিষ্টা ক্ৰী।
লৌকিক ভাষায় নকারের লোপ হইয়া 'আত্মবৎ' এই
প্রকার রূপ হয়। যত্ববান্। স্তমনস্ত।

আত্মশ্বিন- (ত্রি) আত্মন-অন্ত্যার্থে-বাহঃ। বিনি। ভ-সংজ্ঞা
জন্ত নকারের লোপ হয় নাই। মনস্বী। প্রশস্তমনা।

আত্মপূরণ (পুং) আত্মনঃ পূরণং সৃষ্টাদি কর্তৃত্বাদি
রূপ নিমিত্তমধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ অণ্। শঙ্করানন্দ প্রণীত
উপনিষদের অর্থ পুস্তক বিশেষ। ইহা আঠার অধ্যায়ে
সমাপ্ত। ইহার ১ম অধ্যায়ে ঐতরেয়োপনিষদের অর্থ।
২য়, বৃহদারণ্যকের কোষীতিক ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা।
৩য়, বৃহদগার্গ্যজাত শত্ৰু সংবাদের অর্থ। ৪র্থ, বৃহৎ

মধুকণ্ঠের অর্থ। ৫ ম, বৃহদ্ব্যজ্ঞবল্য কণ্ঠের অর্থ। ৬ ঠ, বৃহদ্ব্যজ্ঞবল্য জনক সংবাদের অর্থ। ৭ ম, বৃহদ্ব্যজ্ঞবল্য মৈত্রেয়ী সংবাদের অর্থ। ৮ ম, খেতাবতরোপনিষদের অর্থ। ৯ ম, কাঠকোপনিষদের অর্থ। ১০ ম, তৈত্তিরীরোপনিষদের অর্থ। ১১ শ, গর্তাঙ্গ্যোপনিষদের অর্থ। ১২ শ, ছান্দোগ্যের খেতকেতু সংবাদের অর্থ। ১৩ শ, ছান্দোগ্য সনৎকুমার নারদ সংবাদের অর্থ। ১৪ শ, ছান্দোগ্য প্রজার প্রতি ইন্দ্র সংবাদের অর্থ। ১৫ শ, তলবকারোপনিষদের অর্থ। ১৬ শ, মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ। ১৭ শ, প্রেন্দোপনিষদের অর্থ। ১৮ শ, মাণ্ডুক্য ইশা জাবালি প্রভৃতির প্রণীত উপনিষৎ সকলের সারার্থের বিবৃতি আছে। এই গ্রন্থ সূগম উপায়দ্বারা বেদান্ত জ্ঞানের অতিশয় উপযোগী। কাকারাম শাস্ত্রী ইহার টীকা করিয়াছেন।

আত্মপ্রকাশ (পুং) চৈতন্ত্যের প্রকাশ।

আত্মপ্রভ (ত্রি) আত্মনা স্বয়মেব প্রভা যন্ত। বহুব্রী। স্বয়ং প্রকাশমান্। (পুং) পরমাত্মা। (স্ত্রী)। ৩-তৎ। স্বয়ং প্রভা। স্বয়ং প্রকাশ।

আত্মপ্রভব (পুং) প্রভবত্যায়াং প্র-ভূ-অপাদানে অপ্। আত্মা দেহঃ মনো বা প্রভবো যন্ত। তনুজ। পুত্র। মনোভব। কন্দর্প। (স্ত্রী) কন্তা। বুদ্ধি। (পুং) আত্মা পরমাত্মেব প্রভবঃ কারণং যন্ত। বহুব্রী। আকাশ পরমাণু প্রভৃতি। আত্মভব আদি শব্দেরও ঐ অর্থ।

আত্মবন্ধু (পুং) আত্মনো বন্ধুঃ। ৬-তৎ। নিজের মিত্র। পিসীতুত ভাই। পিসীতুত ভাই ও মাতুল পুত্র এই তিন জন শাস্ত্র সম্মত আত্ম বন্ধু। আত্মেব বন্ধুঃ কর্মধা। আত্মা। আত্মাই আপনার উপকার সাধন করে, এজন্য আত্মাই আপনার বন্ধু।

আত্মভূ (পুং) আত্মনো মনসঃ দেহায়া ভবতি আত্মন্-ভূ-কিপ্। ৫-তৎ। কন্দর্প। পুত্র। (স্ত্রী) কন্তা। বুদ্ধি। (পুং) আত্মনা স্বয়মেব ভবতি আত্মন্-ভূ-কিপ্। ৩-তৎ। ঈশ্বর। শিব। বিষ্ণু। আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ ভবতি আত্মন্-ভূ-কিপ্। ব্রহ্মা। আত্মনো ভবতি আত্মন্-ভূ-অচ্। আত্মভব প্রভৃতি শব্দেরও ঐ অর্থ। বিতক্তি অচ্ থাকিলে দৃণ্ড, পুনর্ভূ, বর্ষাভূ, কারাভূ, শব্দের জায় আত্মভূ শব্দের উকারের স্থানে ব হইবে না। কিন্তু আত্মভূঃ আত্মভূবো আত্মভূবঃ এই প্রকার রূপ হইবে।

আত্মভূত (ত্রি) আত্মনঃ দেহাৎ মনসো বা ভূতঃ। তনুজ। পুত্র। কন্দর্প। (স্ত্রী) টাপ্। আত্মভূতা। কন্তা। বুদ্ধি।

(ত্রি) মনোভূত মাত্র। অনাত্মা আত্মা-ভূত শ্রেণ্যাদিঃ কর্মধা। (ত্রি) দেহাদি পূর্বে আত্মসম্বন্ধী থাকে না। পরে জন্ম হেতু আত্মসম্বন্ধী হয় বলিয়া উহাদের নাম আত্মভূত। অল্পকূল সেবক বিশেষ। ৩। শ্রেণ্যাদিরঃ কৃতাদিভিঃ। পা ২। ১। ৫৯। শ্রেণ্যাদিষু চ্যর্থ রচনং কর্তব্যম্। সিং কোঃ। চির অর্থে কৃতাদির সহিত শ্রেণ্যাদিগণ পঠিত শব্দের সমাস হয়।

আত্মভূয় (স্ত্রী) আত্মনো ভাবঃ আত্মন্-ভূ (ভূবঃ ক্যপ্। পা ৩। ১। ১০৭) ইতি ক্যপ্। ৬-তৎ। আত্মত্ব। ব্রহ্মরূপ। আত্মময় (স্ত্রী) আত্মাত্মকঃ আত্মন্-ময়ট্। আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ভীপ্। আত্মময়ী।

আত্মমানিন্ (ত্রি) আত্মানমুৎকর্ষণে মন্ততে মন-শিনি। ৬-তৎ। আপনার উৎকর্ষ অভিমানী। গর্কিত। সকল প্রাণীকে যে আপনার মত জ্ঞান করে।

আত্মমূর্তি (পুং) আত্মনো মূর্তিরিব মূর্তিবন্ত। বহুব্রী। ভ্রাতা। এক পিতামাতার সন্তানদের আকৃতি প্রায় এক রূপই হয়, এজন্য ভ্রাতার নাম আত্মমূর্তি। (স্ত্রী) ৬-তৎ। বেদান্তের মতে, আত্মার স্বরূপ চৈতন্যাদি। জ্ঞান মতে কর্তৃবাদি।

আত্মমূলী (স্ত্রী) আত্মেব রক্ষণে মূলং কারণমন্তাঃ অন্ত জন্ত কর্তৃক ব্যাহতত্বাৎ জাতিত্বাৎ ভীপ্। ছুরালভা লতা। ছুরালভা লতাতে অন্ত কোন জন্ত গাত্র কতুরনাদি করিতে পারে না। (স্ত্রী) আত্মা ব্রহ্মেব মূলং কারণং যন্ত। বহুব্রী। জগৎ। ব্যাজবল্যসংহিতার এই রূপ লিখিত আছে যে, কুন্তকার যেরূপ মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সলিল, হুত্র প্রভৃতি দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে; গৃহ কর্তারা মৃত্তিকা, তৃণ ও কাষ্ঠদ্বারা যেরূপ গৃহ-নির্মাণ করে; স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করে, গুটী পোকারা যেমন নিজের লালার দ্বারা গুটী প্রস্তুত করে; পরমেশ্বর তদ্রূপ কারণ ও করণ গুলি সংগ্রহ করিয়া তত্তদ্ব্যবহিত্তে আত্মাকে সৃষ্টি করিতেছেন।

আত্মস্তরি (ত্রি) আত্মানং বিভর্তি আত্মন্-ভূ-ইন্ মুচ্। উপ। সঃ। যে কেবল আপনার উদর পূরণ করিবার জন্য যত্নবান্। ফলেগ্রহিরাত্মস্তরিচ। পা ৩। ২। ২৬। ফলেগ্রহি এবং আত্মস্তরি এই দুইটী শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অহুতসমুচ্চরার্থচকারঃ—কৃষ্ণিস্তরি, উদরস্তরি।

আত্মমাজিন্ (ত্রি) আত্মানং ব্রহ্মরূপেণ কর্মকরণাদিকং ভাবয়ন্ বজ্রতে বজ-গিনি। কর্মযোগী।

আত্মবোধি (পুং) আত্মেব বোনিরন্ত। বহুব্রী। হিরণ্য-গর্ভ। ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব। কন্দর্প।

আত্মরক্ষা (ক্রী) আত্মন এব রক্ষা যন্তাঃ। ইন্দ্রবাক্যী
বৃক। আত্মনঃ রক্ষা। ৬-তৎ। শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞকারী-
পণের নিকট হইতে অস্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষা করা।

আত্মরাম (পুং) আত্মনি রমতে সংজ্ঞারঃ কর্তরি বক্।
আত্মজ্ঞান মায়ে তৃপ্ত বোগীজ্ঞ।

আত্মলাভ (পুং) আত্মনো লাভঃ। ৬-তৎ। আত্মার
বধাধ্বরূপ জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্তি।

আত্মলিঙ্গ (ক্রী) আত্মার অস্তিত্বের পরিচায়ক স্বং হৃৎ
প্রভৃতি। ধর্মার্থার্থী স্বং হৃৎপমিচ্ছাধেবো তথৈব চ।
প্রবন্ধ জ্ঞান সংস্কারমাঙ্গলিকমুদ্রাতম্। (কামন্দকীর
নীতিসার)।

আত্মলোক (পুং) আত্মৈব লোকঃ আত্মপ্রকাশঃ। স্বপ্রকাশ।
আত্মা।

আত্মলোমন (ক্রী) ৬-তৎ। মুখজাত লোম বিশেষ। ঋশ্র।
নাড়ি। শরীরস্থ লোম।

আত্মবঞ্চক (ত্রি) আত্মানং বঞ্চতি বঞ্চ-ধূল্। কৃপণ।
যে আপনাকে বঞ্চিত করে।

আত্মবৎ (ত্রি) আত্মা মনঃ বশীভূতত্বেনান্ত্যস্ত আত্মন-
মতুপমন্ত বঃ। বশীভূত চিত্ত। নির্বিকার চিত্ত। (ক্রী)
ভীপ্ আত্মবতী। আত্মা প্রকাশত্বেনান্ত্যস্ত মতুপ্।
আত্ম প্রকাশক শাস্ত্র। (অব্য) (তেন তুল্যং ক্রিয়া চে-
ষতিঃ। পা ৫। ১। ১১৫) ইতি বতি। আপনার জ্ঞায়
ক্রিয়াযুক্ত। আত্মৈব, তজ্ঞ তন্ত্বেব। পা ৫। ১। ১১৬)
আপনার জ্ঞায়। এখানে বতী ও সপ্তমী সমর্থো ইব অর্থো
বৎ প্রত্যয় হইয়াছে। মুক্তবোধে প্রথম সমর্থেরও উদা-
হরণ দেখা যায়; যথা, কৃষ্ণ ইব কৃষ্ণবৎ।

আত্মবশ (ত্রি) আত্মনো বশমায়ত্ততাজ্ঞ অন্ত বা। আপনার
অধীন। স্বাধীন।

আত্মবশ্য (ত্রি) আত্মা মনো বশ্যো যন্ত। বহুব্রী। বশী-
ভূত চিত্ত। কর্তৃকম শরীর। আত্মনো বশ্যম্। ৬-তৎ।
আত্মার বশনীয়।

আত্মবিক্রম (পুং) ৬-তৎ। স্বদেহবিক্রম। নিজের শরীর
এক জনের নিকটে বেচিয়া তাহার দাস হওয়া। মহু
ইহাকে উপপাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন,—
গোবদোহ্যাজ্য সংযাজ্য পারদার্থ্যাঙ্গবিক্রমঃ।

ওক্ মাতৃ পিতৃত্যাগঃ স্বাধারারোগঃ স্তম্ভচ ॥ মহু ১১। ৬০

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরত্নীগমন, আত্মবিক্রম,
মাতাপিতা প্রভৃতি ওক্কনের সেবা না করা, পাঠ হোম
প্রভৃতি ব্রহ্ম বজ্রের এবং মাতৃপিতৃ ত্যাগ, পুত্রের জাত

কর্মাদি সংস্কার না করা, এগুলি উপপাতকের মধ্যে
পরিগণনীয়।

আত্মবিদ্ (ত্রি) আত্মানং বাথার্থেন বেত্তি আত্মন-বিদ্-
কিপ্। ৬-তৎ। আত্মজ্ঞ। যিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে
জানেন। আত্মানং স্বপকং বেত্তি। স্বপকজ্ঞাতা।

আত্মবিদ্যা (ক্রী) আত্মনো বিদ্যা। ৬-তৎ। ব্রহ্মবিদ্যা।
যে বিদ্যার দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায়।
যোগশাস্ত্র।

আত্মবীর (ত্রি) আত্মা প্রাণঃ বীর ইব যন্ত। বহুব্রী।
অতিশয় বলযুক্ত। আত্মনো বীরঃ আত্মীরত্বেন শ্রেষ্ঠঃ।
৬-তৎ। স্ত্রালক। পুত্র। বিদূষক।

আত্মবৃত্তি (ক্রী) আত্মনো বৃত্তিঃ। ৬-তৎ। আপনার জীব-
নোপায়। (ত্রি) আত্মনি স্বস্বিন্ বৃত্তিরন্ত। বহুব্রী।
আত্মাতে স্থিত পদার্থ। আত্মনো বৃত্তিরিব বৃত্তিগন্ত।
শাক° বহুব্রী। আপনার জ্ঞায় বৃত্তিযুক্ত।

আত্মশক্তি (ক্রী) আত্মন ইব শক্তিঃ। ৬-তৎ। আত্মাস্বরূপ
শক্তি। পরমেশ্বরের জগৎ উৎপাদন করিবার মায়।

আত্মশল্যা (ক্রী) আত্মা স্বরূপং শল্যমিব যন্তাঃ। শতা-
বরী। শতমূলী।

আত্মশুদ্ধি (ক্রী) আত্মনঃ দেহস্ত মনসো বা শুদ্ধিঃ। ৬-তৎ।
দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি।

আত্মস্বাঘা (ক্রী) আত্মনঃ স্বাঘা। ৬-তৎ। আপনার মিথ্যা
গুণের প্রকাশ। নিজগুণের প্রশংসা। নিজমুখে আপনার
গর্ব প্রকাশ করা।

আত্মসংযম (পুং) আত্মনো মনসঃ সংযমঃ নিষমমন্।
মনোবশীকরণ। মনের বিকার পরিত্যাগ।

আত্মসমুদ্ভব (পুং) আত্মনঃ সর্কং সমুদ্ভবমন্ত। বহুব্রী।
পুত্র। কল্পর্প। (ক্রী) টাপ্ আত্মসমুদ্ভবা। কত্থা। বুদ্ধি।
(ত্রি) মনের স্রুতাদি। পরমাঙ্গ সমুদ্ভূত আকাশাদি।
(পুং) হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। আত্মনা স্বয়মেব সমুদ্ভবতি।
আত্মন-সম্-উৎ-ভূ-কর্তরি অচ্ অপ্ বা। শিব। বিষ্ণু।
পরমাঙ্গা।

আত্মসম্ভব (পুং) সমুদ্ভবতি সম্-ভূ-কর্তরি অচ্ আত্মত্বেন
সম্ভবঃ। শাক° ৩ তৎ। আত্মাটৈব জায়তে পুত্রঃ (প্রতি)।
যদা সমুদ্ভবতি আত্মাৎ সম্-ভূ-অপাদানে অপ্। আত্মা-
সম্ভবোহন্ত। বহুব্রী। তনুজ। পুত্র। (ক্রী) টাপ্। আত্ম-
সম্ভবা। কত্থা। বুদ্ধি। (ত্রি) বাহা মনের ভিতরে জন্মে।
আকাশাদি কৃত্ত। (পুং) হিরণ্যগর্ভ। চতুর্মুখ। আত্মনা
স্বয়মেব সমুদ্ভবতি আত্মন-সম্-ভূ-কর্তরি অচ্ (পুং) ৮

শিব। বিষ্ণু। পরমাত্মা। (জী) টাপ্। ভগবতী।

আত্মসাক্ষিন্ (ত্রি) আত্মনঃ বুদ্ধিবৃত্তে: সাক্ষী প্রকাশকঃ।
বেদান্তাদির মতসিদ্ধ বুদ্ধি বৃত্তি প্রকাশক চৈতন্য।
আত্মৈব সাক্ষী প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। বস্ত। বহব্রী। শৈবাতি-
ভাষেতি বা কপ্। আত্মসাক্ষিক। যে কার্যের সাক্ষী
কেবল পরমাত্মা। নিজে যাহার সাক্ষী।

আত্মসাৎ (অব্য) কাৎ২নৈ নাত্মনোহধীনো ভবতি সম্পদ্যতে
অধীনং করেতি বা সাতি। সকল প্রকারে আপনার
অধীন সম্পদ। অধীনীভূত। অধীন ক্রিয়মাণ। সম্প-
দাদি যোগে সাতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় (অভিবিধৌ
সম্পদা চ। পা ৫।৪।৫৩) তজ্জন্ত, —আত্মসাৎ সম্পদ,
আত্মসাভূত, আত্মসাৎকৃত এই প্রকার প্রয়োগ হয়।

আত্মসিদ্ধ (ত্রি) আত্মনা স্বয়মেব সিদ্ধম্। স্বয়ং সিদ্ধ।
যাহা স্বয়ং দ্বারা নিম্পন্ন করিতে হয় নাই।

আত্মসিদ্ধি (জী) আত্ম-রূপা সিদ্ধিঃ। আত্মভাবলাভ।
মোক্।

আত্মস্থ (ত্রি) আত্মৈব স্থমন্ত। আত্মলাভ মাত্রে স্থা।
(জী) আত্মৈব স্থং সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ। আত্মরূপ
পরমানন্দ।

আত্মস্থ (ত্রি) আত্মনে আত্মজ্ঞানার তিষ্ঠতে বততে আত্ম-
স্থা-ক। ৪-তৎ। আত্মস্বরূপ জানিবার জন্ত যত্নবান্।
আত্মনি মনসি তিষ্ঠতি স্থা-ক। (ত্রি) মনোবৃত্তি পদার্থ।
প্রকৃতিহ।

আত্মহত্যা (জী) আত্মনো দেহন্ত হননম্ আত্ম-হন-ক্যপ্।
এখানে হন্ ধাতুর নকার স্থানে তকার হইয়াছে, পরে
লৌকিক ভাষায় ইহা জীলিঙ্গ হয়। আপনার জীবন
আপনি নষ্ট করা। আত্মঘাত। স্বঘ। [আত্মঘাতিন্ শব্দ
দেখ]। *। হনন্ত চ। পা ৩।১।১০৮। উপসর্গভিন্ন
উপপদ থাকিলে ভাববাচ্যে হন্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্
প্রত্যয় হয়। কাজেই উপপদ না থাকিলে ‘হত্যা’ এ
প্রকার রূপ সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব, ‘সেখানে
একটা হত্যা হইয়াছে,’ ‘সেই হত্যা কাণ্ড,’ ইত্যাদি
প্রয়োগ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।

আত্মহন (ত্রি) আত্মানং হতবান্ আত্ম-হন-কিপ্। যথার্থ
আত্মজ্ঞানরহিত। দেহাদির অভিমানী। আত্মঘাতী।
যে অতৈবধরূপে প্রাণত্যাগ করে। [আত্মঘাতিন্ শব্দ
দেখ]। (পুং) দেবল।

আত্মাধীন (পুং) আত্মনোহধীনঃ। পুত্র। জ্ঞাপক। বিদু-
বক। (জী) বলযুক্ত। স্বাধীন।

আত্মানুরূপ (ত্রি) আত্মনোহুরূপং সৰ্ব্ব প্রকারেণ সদৃশম্।
জাতি, গুণ কিংবা ক্রিয়াদি দ্বারা আপনার তুল্য। আপ-
নার সদৃশ।

আত্মাপহারক (ত্রি) আত্মানম্ অপহরতি নিহন্তে আত্ম-
অপ-হ-ধূল্। আত্মার যথাস্বরূপের অপহরকারী।
যে আত্মপরিচয়ের গোপন করে।

আত্মারাম (ত্রি) আত্মা আরাম ইব বস্ত। বহব্রী। জ্ঞান-
প্রাপ্তির জন্ত যত্নবান্ যোগী। (আরামঃ শ্রাহুপবনম্।
অমর)। উপবন যেমন মনোজ্ঞ, বাহার আত্মা তজ্জগ
মনোজ্ঞ ও তত্বসাধন তিনিই আত্মারাম। যোগীজ্ঞ বিশেষ।
কালীখণ্ডে লিখিত আছে, বাহার আত্মা সৰ্বদা পরি-
তৃপ্ত এবং যিনি সমস্ত বিষয়েই আত্মরূপ জ্ঞান করেন,
সেই আত্মারাম যোগী ব্রহ্ম স্বরূপ।

আত্মালম্ব (পুং) ৬-তৎ। জ্বরম্পর্শ।

আত্মাশিন্ (পুং) আত্মানং স্বকূলমশ্নাতি অশ-গিনি।
৬-তৎ। স্বকূল ভক্ষক মীন। মৎস্ত। মাচ। মাচে ডিম
ছাড়িলে অস্ত মাচে গিরা সেই ডিম খাইয়া ফেলে,
এজন্ত মাচের নাম আত্মাশী।

আত্মাশ্রয় (পুং) আত্মানম্ আশ্রয়তি আত্ম-আ-শ্রি-অচ্।
৬-তৎ। নিজ স্বাপেক্ষিত্ব হেতুক অনিষ্ট প্রসঙ্গ রূপ তর্কের
দোষবিশেষ। (ত্রি) ৬-তৎ। নিজ আশ্রিত। চিন্তাশ্রিত।
(পুং) নিজের আশ্রয়।

আত্মীয় (ত্রি) আত্মন টদং আত্ম-হ। আত্মস্বকীয়।
স্বকীয়। অন্তরঙ্গ।

আত্মোচ্ছর (ত্রি) আত্মনো মনস জ্জ্বরঃ। ৬-তৎ। মনের
সংঘমণীল। নিরস্ত। যে আপনার মনকে বশীভূত
করিয়াছে।

আত্মোৎপত্তি (জী) আত্মন উৎপত্তিঃ। স্বোপাধ্যাত্তঃ-
করণ বৃত্তিকর্মণাহপূর্বদেহসংযোগঃ। ৬-তৎ। কোন
কারণ বশতঃ অন্তঃকরণ বৃত্তি কর্ম দ্বারা অপূর্ব দেহ-
সংযোগরূপ আত্মার জন্ম। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন,
শরীর প্রতিক্রমে নূতন হইতেছে, তাহার মধ্যে
কোন কারণ বশতঃ মনে মনে একটা কর্ম ইচ্ছা করিলে
তাৎকালীন অপূর্ব দেহের সহিত আত্মার সংযোগ হয়
বলিয়া আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা যায়।

আত্মোক্তবা (জী) আত্মটেনব উক্তবতি আত্ম-উৎ-কৃ-
অচ্ টাপ্। মাষপর্ণীযুক্ত। আত্মনঃ দেহাৎ মনসো বা
উক্তবো বক্তাঃ। কস্তা। বুদ্ধি। (পুং) পুত্র। কন্দর্প।
(ত্রি) চিত্তভব শোকাদি।

আক্সোপজীবিন্ (জি) আক্সনা দেহব্যাপারেণ উপজীবতি। আক্সন-উপ-জীব-নিমি। ৩-৩৭। আপনার দেহের ব্যাপার দ্বারা বাহারা জীবন ধারণ করে। নট, ভারী, বাকী প্রভৃতি ভূত্য।

আক্সোপম (জি) আক্সা দেহ উপমা যন্ত। বহত্রী। পুং। আপনার সদৃশ।

আক্সোপম্য (ক্রী) উপমারা ভাবঃ শ্যৎ উপম্যম্ আক্সন উপম্যম্। ৬-৩৭। আপনার সাদৃশ্য। আক্সনঃ বস্ত্র উপমাঃ যন্ত যন্ত বা। আক্স সদৃশ। নিজের ভার।

আত্যন্তিক (জি) অত্যন্তঃ ভবতি অত্যন্ত-ভবার্থে ঠক্। অতিশয়। অতিরিক্ত।

আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি (ক্রী) আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ কন্দথা পূর্বপদন্ত পুংভাবেঃ। অপবগ্গমুক্তি। বেক্রপ দুঃখ নিবৃত্তি হইলে পুনর্বার আর দুঃখ হয় না।

আত্যন্তিকপ্রলয় (পুং) কন্দথা। প্রলয় বিশেষ। বেষ-পরিশিষ্টে চারি প্রকার প্রলয় লিখিত হইরাছে। যথা—১—নিত্য প্রলয়। ২—প্রাকৃত প্রলয়। ৩—নৈমিত্তিক প্রলয়। ৪—আত্যন্তিক প্রলয়। তাহার মধ্যে মোক্ষের নাম আত্যন্তিক প্রলয়।

আত্যয়িক (জি) অত্যয়ঃ নাশঃ প্রয়োজনমন্ত ঠক্। নাশ প্রয়োজনক কর্ম।

আত্রেয় (পুং) অত্রেয়গত্যঃ ঠক্। অত্রিমূনির সন্তান। দত্ত। দুর্কাসা। চক্ষু। শরীরস্থ রস ধাতু।

আত্রেয়িকা। আত্রেয়ী (ক্রী) ঋতুমতী। নবী বিশেষ।

আখরুণ (পুং) অখরুণা মুনিয়া নৃষ্টো বেদঃ অণ্ আখরুণঃ। তমধীতে বেত্তি বা পুনঃ অণ্। অখরু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। পুরোহিত। (অখরুণঃ পুরোহিতে। অখরু-ব্রাহ্মণে চ। হেম)। অখরুণিকভারং ধর্মঃ আয়াসো বা অণ্ ইক লোপন্ত। অখরুবেদিধর্ম। অখরুবেদী আয়াস। ১*। আখরুণিকভেকলোপন্ত। পা ৪। ৩। ১৩৩। আখরুণিকের সহজীৱ এই ধর্ম, কিবা আয়াস এই অর্থে আখরুণিক শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার ইক ভাগের লোপ হইয়া থাকে। অখরুণং বেদম্ অধীতে বেত্তি বা অণ্। অখরুবেদ অধ্যয়নকর্তা। অখরু-বেদজ্ঞ। অখরুণং সমূহঃ অণ্। (ক্রী) অখরুবেদের সমূহ। অখরুণা প্রোক্তমধীতে অণ্ তন্ত বহুবু লুক্। অখরুণাঃ এই রূপ প্রয়োগ হইবে। অখরুণি বিহিতং কর্ম অণ্। অখরুবেদবিহিত অভিচারাদি কর্ম। অখরুবেদবিহিত কর্ম।

আখরুণিক (পুং) অখরুণং বেদং বেত্তি অধীতে বা দণ্ডাদি। নি-ঠক্। বে ব্রাহ্মণ অখরুবেদ পাঠ করেন।

আদংশ (পুং) আ-দনশ-ভাবে যঞ্। দংশন। কামড়ান। আদংশতেহত্র-আধারে যঞ্। বে স্থলে কামড়ান হইরাছে। আদংশতেহনেন করণে যঞ্। যদ্বারা কামড়ান যায়, দন্ত।

আদন্ত। মোট দেয়। জমিদারী হিসাবে লিখিত হয়—‘আসামী—আদন্ত তকরা’। অর্থাৎ মোট দেয় টাকা। চলিত কথায় অনেকে বলেন,—‘আমি আদন্তে ইহা জানিতাম না’। এখানে ‘আদন্ত’ শব্দ ‘আদৌ’ শব্দের অপভ্রংশ।

আদমি (জি) আ-দা-কি ধিভাবঃ। বে আদায় করে। *। আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ মিট্ চ। পা ৩। ২। ১৭১। ঋদন্ত, গম, হন, জন এই সকল ধাতুর উত্তর কি ও কিস্ প্রত্যয় হয় এবং লিটের ভ্রাতৃ কার্য হইয়া থাকে।

আদম। ইহুদী এবং মুসলমানদের ধর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর আপনাদ অমরূপ আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনিই পৃথিবীর আদিপুরুষ। ইহুদীদের তালমদ গ্রন্থে ইহার অনেক অলৌকিক বিবরণ লেখা আছে। ইহুদীরা কহেন, প্রথমে আদমের বিরাটমূর্ত্তি ছিল,—দাঁড়াইলে তাঁহার মস্তক আকাশে ঠেকিত। সূর্য্যমণ্ডলের চেয়ে তাঁহার মুখ অধিক জ্যোতির্ম্বর বোধ হইত। দেবভারা আসিয়া সসজ্জমে তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং সমস্ত প্রাণী তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। তাহার পর ঈশ্বর আপনাদ মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য আদমকে ভূমি পাড়াইলেন। আদম ভূমি হইলে তিনি তাঁহার শরীরের এক একখানি করিয়া অস্থি খুলিয়া লইলেন, তাই আদমের আকার ধরু হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে তিনি অকলীন হইলেন না।

আদমের প্রথম পত্নীর নাম লিলিথ। ইনিই দৈত্য-দিগের মাতা। লিলিথ আদমকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে পরমেশ্বর ইবকে সৃষ্টি করিলেন। ইবের অপর নাম হাবা। হাবার সঙ্গে আদমের বিবাহ হয়। এই পরিণয় উৎসবে চক্ষু সূর্য্য নক্ষত্রগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন কোন দেবতা বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, কেহ বা নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিলেন। পরে আদম এবং হাবার জ্ঞানসম্পত্তি সামুদ্রিক দৈত্যের সংহ হইল না। সে হিংসা বলতঃ তাঁহাদিগকে পাগপথে প্রবর্ত্তিত করিল।

কোরানের মত অন্তরকন। সমস্ত দেবতারা আসিয়া আদমের পূজা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবিলিস তাঁহার পূজা করিলেন না। এই অপরাধে এবিলিসকে সুখোদ্যান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। এবিলিস তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত আদম এবং হাবাকে কুপথে প্রবৃত্তি দেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। আদম অমৃতপুষ্প হৃদয়ে মেকার মন্দিরের কাছে একটা তাম্বুতে বাস করিতে লাগিলেন। সেইখানে গাব্রিল তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ জ্ঞাত করেন। দুই শত বৎসর বিচ্ছেদের পর আদম, আরাকটপর্বতে পুনর্বার হাবার সাক্ষাৎ পান।

জেনিসিসের মতে জগৎ সৃষ্টির বর্ষ দিবসে পরমেশ্বর কর্দম দিয়া আদমকে নির্মাণ করেন। তাহার পর হাবার জন্ম হয়। এই দম্পতি সুখোদ্যানে বাস করিতেন। তাঁহাদের জরা মৃত্যু ছিল না; তাঁহারা প্রথমে লজ্জা, ভয়, শোক, তাপ কিছুই জানিতেন না। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সুখোদ্যানের সকল ফলাদি উপভোগ করিতে বলিয়াছিলেন, কেবল একটা গাছের ফল খাইতে নিষেধ করেন। পরে সর্তান অনেক প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সেই গাছের ফল খাওয়াছিল। সৃষ্টধর্মের মতে সেই অপরাধে মনুষ্য জাতির পতন হয়। আদমগিরি। ইহার অপর নাম সোমগিরি বা সোমশৈল। লঙ্কার দক্ষিণের একটা পর্বতের নাম। ইহা প্রায় ৭৪২০ কিট উচ্চ। এই পর্বতের উপরে মাছুষের পায়ের মত একটা চিহ্ন আছে। মুসলমানেরা কহেন, আদমকে সুখোদ্যান হইতে দূরীভূত করা হইলে তিনি এইখানে একাদিক্রমে একহাজার বৎসর দাঁড়াইয়া অমৃত্যুপ করিয়াছিলেন। তাই অদ্যাবধি তাঁহার পদচিহ্ন পড়িয়া আছে। বৌদ্ধেরা ইহা ত্রীপদ কহেন। তাঁহাদের মতে, বুদ্ধদেব সিংহল হইতে প্রস্থান কালে ঐ শৈলচূড়ায় আপনার পদচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দুরা ইহাকে মহাদেবের পদচিহ্ন কহিয়া থাকেন। এই পুণ্য স্থানের উপরে কাঠের আচ্ছাদন আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান বাদীরা ঐ পদচিহ্ন দর্শন করিতে বান্। আদর (পুং) আ-দৃ-(ধনোদয়) ইতি অ-প্-৩য়ঃ। মধ্যালা। অমৃত্যুগ। সন্মান। আরম্ভ। আসক্তি। বহু। আদরগীর (জি) আ-দৃ-অনীয়র্। সন্মাননীর। (জি) তব্য আদর্তব্য। ঐ অর্থ।

আদর্শ (পুং) আদৃতেহজ্জ আ-দৃশ-আধারে দৃষ্ণ্। দর্শণ।

প্রতিলিপি। বাহা দেখিরা লেখা বার। চলিত কথায় ইহাকে দাগা কহে। মনুনা। স্থানের নক্সা (আদর্শো-দর্শণে তীকা প্রতিপুস্তকরোরশি। মেনিনী)। (জি) ভবানৌ বুজ্। আদর্শকঃ। প্রদেশের সীমাসূচক স্থান জাত। আর্ধ্যাবর্তের পশ্চিমদিকের স্থানবিশেষের নাম। (পুত্রাণাবনিরবসিতানাম্। ২। ৪। ১০) এই পাণিনি সূত্রে মহাভাষ্যে লিখিত হইরাছে,—আর্ধ্যাবর্তানির-বসিতানাম্। কে পুনরার্ধ্যাবর্তাঃ? প্রাগ্ আদর্শাৎ প্রত্যাক্ কালকবনান্ দক্ষিণেন হিমবতাসুত্তরেণ পরি-পাত্রম্। অর্থাৎ—আর্ধ্যাবর্ত হইতে বহিষ্কৃত নহে। কিন্তু আর্ধ্যাবর্ত কোথায়? আদর্শের পূর্বে, কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে এবং পরিপাত্রের উত্তরে। আদর্শমণ্ডল (পুং) আদর্শ ইব মণ্ডলমন্ত। আদর্শের মণ্ডল-বৃত্ত সর্প বিশেষ। আদর্শোমণ্ডলমিব (ক্লী)। গোল আদর্শ। আদল (গ্রাম্য) আকৃতির ভাব। যেমন—‘ইহার সুধের আদল ঠিক উহার বাপের মত’।

আদবাদি। আদো-আদি, (বাবনিক) বিবাদ।

আদহন (ক্লী) আ-দহ-ভাবে লুট্। দাহ। পোড়ান। হিংসা। কুৎসন। মিন্দা। আদহতেহজ্জ আধারে লুট্। যেখানে দাহ করা হয়। অশান।

আদা (আজক শব্দের অপভ্রংশ)। (Zingiber)। সচ-রাচর তিন প্রকার আদা দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত আদা (Zingiber officinale), ইহা ভারতবর্ষ এবং মার্কিনবণ্ডে জন্মে। ইহার এই কয়েকটা সংস্কৃত পর্যায় আছে—আর্জক, শূলবেব, কটুভজ্জ, কটুংকট, শুশুমূল, মূলজ, কন্দর, বর, মহীজ, সৈকতেষ্ট, অনুপজ, অপাক-শাক, চাত্রাখ্য, রাহজ্জ, সুশাকক, শার্জ, আর্জশাক, সচ্ছাক।

ইহার মূলই ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু ও আধের। বৈদ্যশাস্ত্রমতে আদার কফ, বাত, শূল ও পিত্ত নষ্ট হয়। আদা ও লবণ একত্র মিলাইয়া ভোজনের পূর্বে সেবন করিলে অম্লিত্বি এবং কঠ ও জিহ্বার শোধন হয়। মধু কিম্বা চিনির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দি ও কালি নষ্ট হইয়া থাকে। ছোলার সঙ্গে আদা খাইলে পিত্ত নষ্ট হয়। শুক আদার নাম শুকী। ইহা নানাপ্রকার পীড়ার বিস্তার উপকার করে। পচা দাঁতে বজ্রণা হইলে আদা চিবাইলে বজ্রণার লাঘব হয়।

বন আদা (Zingiber cassumunar)। ইহা অতি-শর তীক্ষ্ণ। খাইবার জন্ত এই আদা কেহ ব্যবহার করেন

না। মীহা প্রভৃতির উপরে ইহার প্রলেপ দিলে বেলে-
জার মত কোকা হর অথচ আলা করে না।

আঁব আদা (Curcuma Amada) ইহার সংস্কৃত
নাম কপূর হরিজ। ইহার গন্ধ ঠিক কচি আত্মের মত।
পেঁপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, কাঁচা তেঁতুল এবং আঁব আদার
রসে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিলে ঠিক আঁবের মত খাইতে
স্বাস্থ্য হয়।

আদাকী, (অর্দ্ধাঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ) সম্পূর্ণ নহে। অর্দ্ধাঙ্গ।

যেমন—‘এই কাজ আদাকী করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে’।

আদাড়, (গ্রাম্য) অঙ্গুলপূর্ণ হান। অঙ্গুলপূর্ণ হান।

আদাড়িয়া, (গ্রাম্য) বস্ত্র। ছুঁড়াস্ত।

আদাত্ (জি) আ-দা-ত্। গ্রহীতা। যে গ্রহণ করে।

আদাদিক (জি) অদাদিগণে পঠিতং ঠক্। আদাদিগণ
পঠিত ধাতু।

আদান (ক্রী) আ-দা-ভাবে লুট্। গ্রহণ। হস্তীর অলঙ্কার
বিশেষ। (আদানং গ্রহণেগিতাদলঙ্কারে চ বাজিনাম্।
মেদিনী)। (ক্রী) আদীয়তে আ-দা-কর্মণি লুট্। ভীপ্।
আদানী। হস্তিষোবা। রত্নমালা।

আদায় (জি) আদদাতি গৃহ্নাতি আ-দা- (ভাষ্যধাক্ষসং-
প্রতীপ বসাবহুলিহ স্নিব স্বলশ্চ। পা. ৩। ১। ১৪১) ইতি গ
যুক্। গ্রহীতা। গ্রহণকর্তা। (পুং) আ-দা-ভাবে ঘঞ
যুক্ আদান। গ্রহণ। (অব্য) আ-দা-ল্যপ্। গ্রহণ করিয়া।

আদায়চর (জি) আদায় চরতি চর-ট। উপ স০। গ্রহণ
করিয়া গমনকারী। *। ভিক্ষাসেনাদায়েষু চ। পা. ৩।
২। ১৭। ভিক্ষা, সেনা এবং ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত আদায়
শব্দের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়।

আদায়িন্ (জি) আদদাতি গৃহ্নাতি আ-দা-গিনি যুক্।
যে গ্রহণ করে। (ক্রী) ভীপ্। আদায়িনী।

আদার (পুং) আ-দৃ-বেদে বাহু০ ঘঞ। আদর। সম্মান।
(অব্য) দারগ্রহণ পর্য্যন্তঃ সীমার্থে অব্যয়ী। বিবাহ পর্য্যন্ত।

আদারিবিদী (ক্রী) আদারিগী বিদীৰ পৃ০ পৃষভাবঃ।
আনেষী। আদ্রবেতসের তুল্য পুষ্পযুক্ত লতা।

আদালত, (পারস্ত) বিচারালয়।

আদি (পুং) আ-দা- (উপসর্গে-ষোঃ কিঃ। পা. ৩। ৩।
৯২) ইতি কি। প্রথম। প্রাক্সতা। কারণ। সামীপ্য।
প্রকার। অবয়ব। (জি) আদ্য। পূর্ব। পৌরস্ত্য।
(পুং) আদিঃ পূর্ব পৌরস্ত্য প্রথামাদ্যাঃ। অমর)। (ইত্যাদি
বহুবচনান্তা গগন্ত সংস্রুচকাঃ। প্রাক্ষঃ) ইতি শব্দের সঙ্গে
বিলিভ আদি অর্থাৎ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা এবং আদি

শব্দের বহুবচনান্ত রূপ আদরঃ এই পদ দ্বারা গণ বুঝা-
ইয়া থাকে। যেমন—শাখা গল্লব পত্র ইত্যাদি। এখানে
‘ইত্যাদি’ শব্দ দ্বারা শাখা প্রভৃতির গণ বুঝাইল।

ভাদ্যাদানী জুহোত্যাদির্নিবাদিঃ আদিরেব চ।

তুহাদিশ্চ কুধাদিশ্চ তনক্র্যাদি চুরাদয়ঃ ॥

এখানে ‘আদরঃ’ শব্দ দ্বারা জু প্রভৃতির গণ বুঝাইল।

আদৌ ভবঃ (দিগামিত্যো যৎ। পা. ৪। ৩। ৫৪)

ইতি যৎ আদ্যাম্। আদিত্যে জাত। আদ্যম।

আদিকর (জি) আদিং কেরোতি অহেতানাবপি ট।
প্রথমকারক। প্রাক্সতা কর্তা।

আদিকর্তৃ (পুং) আদিং কেরোতি আদিঃ কর্তা বা। আদি-
কারক। আদিভূত কর্তা।

আদিকর্ম্মন্ (ক্রী) কর্ম্মধা। কর্ম্মের আগে ক্রিয়াপদ
বসাইয়া বাক্য আরম্ভ করিলে তাহাকে আদি কর্ম্ম
কহে। যেমন—প্রকৃতঃ কটং দেবদত্তঃ। এখানে ‘প্রকৃতঃ’
এই ক্র-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদ প্রথমে বসিয়াছে, তাহার
পর ‘কটং’ এই কর্ম্মপদ আছে। ইহাকেই আদিকর্ম্ম
কহে। আদিকর্ম্মে কর্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে এবং ভাব
বাচ্যে ক্র প্রত্যয় বিহিত হয়। কর্তৃবাচ্যে-প্রভুক্ত ওদনং
দেবদত্তঃ। কর্ম্মবাচ্যে-প্রভুক্তঃ ওদনো দেবদত্তেন। ভাব-
বাচ্যে-প্রভুক্তঃ দেবদত্তেন। *। আদিকর্ম্মণি ক্রঃ
কর্তরি চ। পা. ৩। ৪। ৭১। প্রথম জাত কর্ম্ম মাত্র।
(জি) আদি আদিভূতং কর্ম্ম যন্ত। বহুব্রী। আদি কর্ম্ম-
যুক্ত। যিনি আদি কার্য্য করিয়া থাকেন।

আদিকবি (পুং) আদিঃ আদিভূতঃ কবিঃ। হিরণ্যগর্ভ।
ব্রহ্মা। ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়া স্বয়ং বেদ ও কবিত্ব
প্রকাশ করেন, এজন্ত তিনি আদি কবি। কথিত আছে,
বান্দীকির মুখ হইতে প্রথমে ‘মানিষাদ’ ইত্যাদি অল্প-
টুপ ছন্দঃ বাহির হয়, এজন্ত বান্দীকির নামও আদি
কবি। ইহাতেও অনেক মত বৈধ আছে। কেহ কেহ
কহেন, ব্যাস বান্দীকি অপেক্ষা প্রাচীন কবি।

আদিকারণ (ক্রী) আদিভূতং কারণম্। শাক০ তৎ।
পরমেশ্বর। সকল কারণের মূল কারণ। পূর্ব নিমিত্ত।

মহর্ষি কপিল,—(ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাম্য ২২) ঈশ্ব-
রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলিয়া ঈশ্বরের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বর না থাকিলে
এই জগতের সৃষ্টি কি রূপে হইল ইহা নিশ্চিত করিবার
জন্ত তিনি বলেন, পূর্বের কিছু উপাধান না থাকিলে
কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। কোন একটা ত্রব্য নিম্মাণ

করিতে হইলে তাহার উপাদান চাই। আগে ছদ্ম থাকিলে তবে দধি প্রস্তুত হইতে পারে। ছদ্ম না থাকিলে দধি হয় না। সে জন্য তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটা নিত্য পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতি জড় পদার্থ। ইহারই বিকার দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকৃতিই আদি কারণ। আদিকারণ নিত্য, ইহা উৎপন্ন হইবার জন্য কোন কারণ নাই। কপিল ইহাকে ‘অমূলমূল’ বলিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদীদের মতে ইহার আর একটি নাম প্রধান।

নৈসর্গিক প্রকৃতির মতে, কারণ শব্দে বধন নিমিত্ত বলা যাইবে তখন ঈশ্বরকে বুঝিতে হইবে। আর বধন সমবায়িকারণার্থ বলা যাইবে তখন পরমাণুকে বুঝাইবে। এই ভেদের নিমিত্ত আদিকারণ শব্দে ঈশ্বর এবং পরমাণুকে বুঝায়।

আদিকায়া (ক্ৰী) আদিভূতং কাব্যম্। শাক० তৎ। চারি চরণ যুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্য। বাঙ্গালীক রচিত রামায়ণ। আদিকেশব (পুং) আদিভূতঃ কেশবঃ। শাক० তৎ। কাশীস্থ কেশব মূর্তি বিশেষ।

আদিগদাধর (পুং) কাশীস্থ বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ। গয়াতীর্থস্থ বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ।

আদিজিন (পুং) আদিভূতঃ জিনঃ। শাক० তৎ। ঋষভদেব। জৈনদিগের আদি দেবতা।

আদিতস্ (অব্য) আদি-তসি। আদিতো। আদি হইতে।

আদিতাল (পুং) কন্দর্পা। তালবিশেষ। ইহাতে একটি লঘু তাল থাকে।

এক এব লঘুর্জ্ঞ আদিতালঃ স কথ্যতে।

ঋকসং পুরতো বাচ্যঃ প্রায়ৈগৈতন্নিদর্শনম্। সঙ্গীত দা०।

আদিত্যেয় (পুং) আদিত্য্য অপত্যং চক্। আদিত্যের সন্তান, সমস্ত দেবতা, সূর্য্য। [আদিত্য দেখ]।

আদিত্য (পুং) আদিত্য্য অপত্যং (দিত্যাদিত্যাদিত্য ইত্যাদি পা ৪।১।৮৫) ইতি প্য। আদিত্যের সন্তান। সকল দেবতা। সূর্য্য। অ ৬ পূর্বাং দাতেদীপ্যতেবা (অগ্ন্যাদিত্যং) যং অ কারেকারয়েৱিকারঃ, দাঞস্তক্ নীপ্যতেঃ পকারস্ত তকারস্ত নিপাত্যতে। (নিঘণ্টু)। সূর্য্য অধিষ্ঠিত গগন। সূর্য্যের তেজোমণ্ডল। আদিত্য মণ্ডলান্তর্গত হিরণ্যবর্ণ পরম পুরুষ বিষ্ণু। উপাসকদিগের অতিবাহনের নিমিত্ত দক্ষিণ ও উত্তরপথে ঈশ্বর নিযুক্ত ধূমাদি ও অর্চিরাদি অভিমানী দেবগণ। (পুং) অর্কবৃক। আকন্দগাছ। (পুং ক্রী) আদিত্যস্তাপত্যং প্য

যোলোপঃ। সূর্য্যের পুত্র ও কন্যা।

ঋগ্বেদের (২।২৭।১) ঋকে আদিত্যগণের সংখ্যা হয়,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। আবার (৯।১১৪।৩) ঋকে ইহাদের সংখ্যা সাত। কিন্তু এ স্থলে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। (১০।৭২।৮-৯) ঋকে লিখিত হইয়াছে যে, আদিত্যের আট সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহার মধ্যে সাত জনকে তিনি দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন, কেবল মর্ত্ত্যকে দেন নাই। অথর্ব্ববেদেও (৮।৯।২১) আট জন আদিত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সচরাচর দ্বাদশ আদিত্যেরই নাম লেখা যায়,—বিবস্বান, অর্য্যমা, পুষা, ষষ্ঠা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র এবং উরুক্রম। ঋগ্বেদের ২।২৭।১। ঋকে সারনাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি ঋক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশ, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান এই আট আদিত্যের নাম আছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।৫।৬।১) আদিত্যের এই রূপ জন্ম বিবরণ লেখা আছে—আদিত্য পুত্রকামনার সাধ্য দেবতাদের নিমিত্ত ব্রহ্মোদন পাক করিলেন। তাহার আদিত্যকে উচ্ছিষ্ট দান করেন। তিনি ঐ প্রসাদ খাইয়া গর্ভবতী হইলেন। তাহাতে চারিজন আদিত্যের জন্ম হয়। আদিত্য দ্বিতীয়বার পাক করিলেন। কিন্তু এবার তাবিলেন যে, উচ্ছিষ্ট খাইয়া বধন আমার এরূপ সন্তান জন্মিয়াছে তখন চকুর অগ্রভাগ খাইলে আরও তেজস্বী সন্তান জন্মিতে পারিবে। এই ভাবিয়া তিনি চকুর অগ্রভাগ খাইয়া গর্ভবতী হইলেন। পরে তিনি একটি অপক অণু প্রসব করেন। তিনি আদিত্যদের অন্য তৃতীয়বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চকুরাধিলেন—(ভোগ্যায় মে ইদং শ্রান্তমন্ত্ৰ) ‘এই শ্রান্তি যেন আমার ভোগে আসে’। আদিত্যেরা কহিলেন,—‘আমরা বর দিতেছি, যিনি ইহাতে জন্ম লইবেন তিনি আমাদেরই হইবেন। ঐ প্রজাতে যিনি সমৃদ্ধ হইবেন তিনি আমাদেরই ভোগে লাগিবেন’। তজ্জন্ম আদিত্য বিবস্বানের জন্ম হয়।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঠিক এই রূপ একটি বিবরণ দেখা যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, আদিত্য প্রথম ব্রহ্মোদন প্রসাদ খাইয়া ধাতা এবং অর্য্যমাকে প্রসব করেন। দ্বিতীয়বার খাইয়া মিত্র এবং বরুণকে প্রসব করেন। তৃতীয়বারে অংশ এবং ভগের জন্ম হয়। চতুর্থ

বারে ইন্দ্র এবং দিব্যদানের জন্য হইরাছিল।

তৈত্তিরীয় সংহিতার এ রূপও দেখা যায় যে, প্রজাপতি হইতে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হইরাছিল। এদিকে শাতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যকে দ্বাদশ মাসের সঙ্গে সমান করা হইরাছে।

আদিত্যকেতু (পুং) আদিত্যঃ কেতুর্ভক্ত। বহুব্রী। আদিত্য-ধ্বজরথ যুক্ত। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। তাঁহার ভাই হনাত নিহত হইলে তিনি মহোদর প্রভৃতি ছয় জন ভ্রাতার মিলিত হইরা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরে তিনিও নিহত হন। অদিত্য কেতুরিব। ৬-তৎ। অরুণ। সূর্য্যের সারথি।

আদিত্যকেশব (পুং) আদিত্যো ন পূজিতঃ কেশবঃ। ৩-তৎ। কাশীস্থ কেশবমূর্ত্তি বিশেষ।

আদিত্যপত্র (পুং) আদিত্যস্ত অর্কবৃক্ষস্ত পত্রমিব পত্র-মন্ত। বহুব্রী। সুপবিশেষ। ইহার এই কয়েকটি পর্য্যায় আছে,—অর্কপত্র, অর্কদল, সূর্য্যপত্র, তপনচ্ছদ, কুঠারি, বিটপ, স্রপত্র, রবিপ্রির, রশ্মিপতি, রক্ত। ইহা কটু ও উষ্ণ। ইহাতে কক, বাতরোগ, গুণ্ড এবং অকচি নষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইরা থাকে। (ক্লী) ৬-তৎ। অর্ক-বৃক্ষের পত্র। আকল গাছের পাতা।

আদিত্যপর্ণিনী (স্ত্রী) আদিত্যবর্ণঃ পর্ণমন্ত্যন্তা ইনি। সূক্ষ-তোক্ত ওষধি বিশেষ। যে ওষধির মূলদেশ সূর্য্যের রক্তবর্ণ এবং টিরা পাখীর স্তায় কোমল পাঁচটা পাতা থাকে।

আদিত্যপুরাণ (ক্লী) আদিত্যো নোক্তং পুরাণম্। শাক-৩-তৎ। উপপুরাণ বিশেষ। সৌর পুরাণ, ভাস্কর পুরাণ, ইত্যাদি শব্দেও আদিত্যপুরাণকে বুঝায়।

আদিত্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) আদিত্যবর্ণঃ রক্তঃ পুষ্পমন্তাঃ। রক্তপুষ্প। অর্কবৃক্ষ। রাক্ষা আকলগাছ।

আদিত্যভক্তা (স্ত্রী) আদিত্যো বিধয়ে ভক্তা। ৭-তৎ। হৃদহড়িয়া। ইহার আর কয়েকটি পর্য্যায় এই—বরদা, অর্কভক্তা, সূর্য্যভক্তা, সূর্য্যভক্তা, অর্কভক্তা, মণ্ডুকপর্ণী, সুরসম্বা, সৌরী, সুরভক্তা, অর্কভিত্তা, বরিত্তা, মণ্ডুকী, সপ্তনামা, দেবী, মার্কণ্ডেয়ভক্তা, বিক্রান্তা, ভাস্করেষ্ঠী।

আদিত্যব্রত (ক্লী) আদিত্যস্ত তদুপাসনার্থং ব্রতম্। ৬-তৎ। সূর্য্যের উপাসনার নিমিত্ত ব্রতবিশেষ। (ত্রি) আদিত্য ব্রতস্ত ব্রতচর্য্যমন্ত ঐঞ্। আদিত্যব্রতিক। আদিত্যের ব্রতের নিমিত্ত ব্রতচর্য্যযুক্ত।

আদিত্যশুভ্র (পুং) ৬-তৎ। সূর্য্য পুত্র। সূর্য্যদ। কর্ণ।

যম। শনি।

আদিংসু (ত্রি) আদাত্মিঙ্কু আ-দা-সন্-উ। গ্রহণের নিমিত্ত ইচ্ছুক।

আদিত্যেব (পুং) আদিত্যতো দেবঃ। শাক-৩-তৎ। নারায়ণ। শিব। (আদিত্যেবো মহানিশিখিবলিঙ্গতয়োক্তবঃ। স্মৃতি)। আদৌ দীবাতি আদি-দিব-অচ্। ৭-তৎ। আদিকারণ। পরমেস্বর।

আদিত্যৈত্যা (পুং) আদিত্যতো দৈত্যঃ। শাক-৩-তৎ। হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্য। ঐ দৈত্য দিতির প্রথম গর্ভে জন্মে, তজ্জন্ত উহার নাম আদিত্যৈত্যা হইরাছে। ভা-আদি প-৬৫ অ- উহার বিবরণ লিখিত আছে।

আদিন্ (ত্রি) অতি অদ্-গিনি। উচ্চক।

আদীনব (পুং) আদীনবন্ত পু-বেদে ব্রহ্মঃ। আদীনব শব্দের অর্থ।

আদিপর্কন্ (ক্লী) আদিত্যতঃ পর্কন্। শাক-৩-তৎ। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্কের অন্তর্গত প্রথম পর্ক।

আদিপুরাণ (ক্লী) আদিত্যতঃ পুরাণম্। শাক-৩-তৎ। পুরাণ বিশেষ। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত প্রথম পুরাণ। সকল উপপুরাণেরও আদিত্য পুরাণ। চতুর্লক্ষাঙ্ক ব্রহ্মনির্মিত পুরাণ বিশেষ।

আদিপুরুষ। আদিপুরুষ (পুং) আদিত্যতঃ পুরুষঃ পুরুষো বা। শাক-৩-তৎ। মহুস্ব্যের আদিবীজ স্বরূপ হিরণ্য গর্ভ। ব্রহ্মা। নারায়ণ।

আদিত্যব (পুং) আদৌ তবভীতি আদি-ত্ব-অচ্। হিরণ্য-গর্ভ। ব্রহ্মা। সকলের কারণ স্বরূপ রূপে আবির্ভূত বিষ্ণু। (ত্রি) অগ্রজমাত্র।

আদিম (ত্রি) আদৌ ভবঃ। আদি-ভিমচ্। প্রথমে জাত। আদিত্যে উৎপন্ন। (অগ্রাদি পশ্চাড্ভিমচ্। বার্ত্তিক, পা ৪। ৩। ২৩ সূত্রে)। অগ্র, আদি এবং পশ্চাৎ এই সকল শব্দের উত্তর ভবার্থে ভিমচ্ প্রত্যয় হয়।

আদিমৎ (ত্রি) আদিরন্ত্যন্ত মত্প্। আদিত্যক। সকারণ। আদি সীমায়ুক্ত। (স্ত্রী) ভীপ্ আদিমভী।

আদিরাজ (পুং) আদিত্যতো রাজা শাক-৩-তৎ। (রাজাহঃ সম্ভিত্যট্। পা ৪। ৪। ৯১) ইতি টীকস্ত তৎ। পুণ্ড্রনামক নৃপতি। ভাগ-৪। ৯০ সেই নৃপতির বিবরণ লিখিত হইরাছে। কালিদাস রঘুবংশে বৈবস্বত মহাকে আদি-রাজ কহিয়াছেন।

আদিবরাহ (পুং) আদিত্যতো বরাহঃ। শাক-৩-তৎ। বরাহবরাহ রূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর অবতার বিশেষ।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, পূর্বে এই জগৎ প্রজাপতির মূর্তিধর হিরণ্যর অণ্ডে পরিণত ছিল। সহস্র বৎসরের পর নারায়ণ সেই অণ্ডকে উদ্ধৃদ্ধ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উহার জলভাগ হইতে পর্কতের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল পর্কতের ভাৱে ব্যথিত হইয়া এবং নারায়ণকে জলরাশিতে ডুবিয়া পৃথিবী রসাতলে বাইতে লাগিল। তখন নারায়ণ যজ্ঞবরাহমূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন।

আদিবরাহের মূর্তি দশ বোজন বিস্তৃত এবং শত বোজন উন্নত। তাঁহার দেহের কান্তি মেঘের স্তার নীলবর্ণ এবং জলদগভীর গর্জন। দংষ্ট্রা শ্বেতবর্ণ, দীপ্তিযুক্ত, উগ্র এবং তাহাতে পর্কত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। চক্ষু, বিছাৎ-অগ্নি ও সূর্য্যাকিরণের স্তার তীব্র। স্বক, স্কুল, বিস্তৃত এবং গোলাকার; ব্যাঘ্রের স্তার অতি ভয়ঙ্কর বিক্রম। কটিদেশ পীম ও উন্নত; দেখিতে ঠিক বুকের লক্ষণযুক্ত।

চতুর্দেহ আদিবরাহের চারিটা পা; যুগ তাঁহার দংষ্ট্রা; ক্রতু তাঁহার হস্ত; চিত্তী তাঁহার মুখ; অগ্নি তাঁহার জিহ্বা; দর্ভ তাঁহার লোম; প্রণব তাঁহার মস্তক; দিবারাজ তাঁহার চক্ষুদ্বয়; বেদাঙ্গ তাঁহার কর্ণভূষণ; আজ্য তাঁহার নাসিকা; স্রব তাঁহার তুণ্ড; সামবেদ-ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠনিধন; ক্রিয়াময় গোদানাদি তাঁহার ঘোণা; পশু তাঁহার জাহ্নু; মথ তাঁহার আকৃতি; উল্লাতা তাঁহার অস্ত্র; হোম তাঁহার লিঙ্গ; মহাকল তাঁহার বীজ ও ওষধি; বায়ু তাঁহার অন্তরাশ্রয়; সজ তাঁহার ফিক্; সোমরস তাঁহার শোণিত; বেদি তাঁহার স্বক; হবিঃ তাঁহার গন্ধ; হব্য কব্য তাঁহার বেগ; প্রাণংশ তাঁহার শরীর; দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়; বেদের উপকরণ তাঁহার ওষ্ঠের অলঙ্কার; হোমাদি তাঁহার নাভিভূষণ; ছন্দঃ তাঁহার গতিপথ; গুহ উপনিষদ্ তাঁহার আসন; ছায়া তাঁহার পত্নী।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় লেখা আছে যে, প্রজাপতি বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন,—
আপো বৈ ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ।

তস্মিন্ প্রজাপতির্বাযুভূত্বা অচরৎ।

স ইমামপশ্যৎ। তং বরাহো ভূত্বা আহরৎ। (৭।১।৫, ১)।

প্রথমে এই জগৎ জলময় ছিল, সকলি সলিল। প্রজাপতি বায়ু হইয়া তাহাতে বিচরণ করিতে লাগি-

লেন। তিনি ইহাকে দেখিলেন। তিনি বরাহ হইয়া ইহাকে আহরণ করিলেন।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

রাজৌ চৈকার্ণবে ব্রহ্মা নষ্টে স্থাবরজলমে।

স্থাপাশান্তি বতস্মাৎ নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ।

শর্কর্যন্তে প্রবৃদ্ধো বৈ দৃষ্টা শৃঙ্গং চরাচরম্।

শ্রষ্টুং ভদ্রা মতিং চক্রে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যধরঃ।

উদৈকরাসুতাং স্মাৎ তাং সমাদার সনাতনঃ।

পূর্ববৎ স্থাপ্যামাস বরাহং রূপমাস্থিতঃ। ১।৫।৫০।

রাজিতে একার্ণবে স্থাবর জলম সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মা জলের উপরে নিদ্রিত ছিলেন, সে কারণ তাঁহাকে নারায়ণ কহে। রাজি অবসান হইলে জাগ-রিত হইয়া তিনি চরাচর স্তম্ভ দেখিলেন; তখন ব্রহ্ম-বিদ্যদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর সেই সনাতন বরাহমূর্তি ধারণ পূর্বক জলমাবিত পৃথিবীকে তুলিয়া পূর্ববৎ স্থাপিত করিলেন।
নারায়ণ এবং বায়ুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা পৃথিবী উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন।

শর্কং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী ভজ নিশ্চিতা।

ভতঃ সমস্তবদ্ ব্রহ্মা স্বরভূদৈবতৈঃ সহ।

স বরাহভূতো ভূত্বা প্রোজ্জহার বহুজরাস্।

রামায়ণ ১১০।৩।

সকলি জলময় ছিল, তাহাতে পৃথিবী নিশ্চিত হয়। তাহার পর দেবতাদের সঙ্গে স্বরভূ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তিনি বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়া ছিলেন। [বায়ুপুরাণ ৬।১—১১ দেখ]।

এরূপ মত ভেদ হইবার কারণ আছে। এখন আমরা বিজ্ঞকেই নারায়ণ বলি, কিন্তু বাস্তবিক ভাৱা নহে। ব্রহ্মাই যথার্থ নারায়ণ। মহাসংহিতায় নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে যে, নর নামক পরমাত্মার দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নার। ঐ জল প্রলয়কালে পরমাত্মার অরস অর্থাৎ স্থান হয় সে কারণ পরমাত্মাকে নারায়ণ কহে। সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা জলে ছিলেন, তৎকালে তিনিই প্রকৃত নারায়ণ। [মহা ১।১—১২ দেখ]।

আদিবিষ্ণু (পুং) আবিভূতো বিষ্ণু নিখিল সজ্জাদার প্রবর্তকত্বাৎ। কপিল। তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রব-

উক্ত উপাসনাবারা অগৎ কর্তাকে সিদ্ধ করিয়াছেন,
তাই তাঁহাকে আদিবিদ্যান্ কহে।

আদিশক্তি (স্ত্রী) আদিভূতা শক্তিঃ। পরমেশ্বরের মারা-
রূপ শক্তি। দেবীমূর্তি বিশেষ। [আদ্যা শব্দ দেখ]।

আদিশরীর (স্ত্রী) আদি আদিভূতঃ শরীরম্। শাক-
ভং। ভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর সৃষ্ট আদ্য লিঙ্গাধ্য
শরীর। আদি কারণং পরং জাতং স্মৃতং শরীরম্।
শাক- ভং। অবিন্যাধ্য স্মৃত শরীর। বেদান্তের মতে
কারণ স্মৃত স্থল ভেদে শরীর তিন প্রকার।

আদিশূর (পুং) ইনি বজ্র ও গোড়ের রাজা ছিলেন।
বিক্রমপুরে মেঘনা নদীর পূর্বধারে রামপালে তাঁহার
রাজধানী ছিল। আজও সেখানে রামপাল দিঘী এবং
পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বোধ
হয়, পালবংশীয় কোন রাজা এই নগর নির্মাণ করাইয়া
থাকিবেন, তাই এই নগরের ও দিঘীর নাম রামপাল
হইয়াছে।

কিতীশবংশাবলী চরিতে লেখা আছে যে, একবার
মহারাজের ছাদের উপরে গৃধ বসে। ঘরের উপরে গৃধ
বসিলে অমঙ্গল ঘটে, সে জন্ত মহারাজ সভ্যদগণকে
ইহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু
সে সময়ে বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না, তজ্জন্ত
মহারাজের কথার কেহ উত্তর দিতে পারিলেন না।
কিন্তু তাঁহার সভ্যদের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ ইতঃপূর্বে
ভীর্ষব্রাত্য উপলক্ষে কান্তকূজে গিয়াছিলেন। সেখান-
কার রাজার ছাদে ঐ রূপ গৃধ বসিয়াছিল। পরে ব্রাহ্ম-
ণেরা মন্ত্র দ্বারা সেই পক্ষী ধরিয়া তাহার মাংসে বজ্র
করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, মহারাজ আদিশূরকে সেই সমস্ত
বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। মহারাজ সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া
পক্ষ বাজিক বিগ্রহ আনিবার জন্ত তাঁহাকে কনোজে
পাঠাইয়া দিলেন।

এই গেল কিতীশবংশাবলীর মত। দুর্গামঙ্গলে
লিখিত আছে যে, আদিশূর বাজপেয় বজ্র করিবার
নিমিত্ত বেদবিৎ পক্ষ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।

পৌড় নগরেতে রাজা নাম আদিশূর।

বাজপেয় বজ্র হবে তাঁর নিজ পুর।

ঐ পুস্তকে একথাও লেখা আছে যে, তৎকালে
অতি বৃষ্টির জন্ত প্রজাগণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল,
তাই মহারাজ বজ্রের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

প্রজার সন্তত পীড়ালোক বলে শীর্ণ।

দুর্ভিক্ষ হইল দেশে তুরি শত্বহীন।

বজ্রায় বৃষ্টির বার কত শত দেশ।

জ্বোয় মাহার্য্য দেখি প্রজাদের ক্লেশ।

এদিকে কুলাচার্য্যদের মতে, আদিশূর পুত্রোত্তর
জন্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কিতীশবংশা-
বলীর মতে, ব্রাহ্মণেরা ২২২ শাকে এ দেশে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। (নবনবত্মিকমবশতিশকাঙ্কে প্রাপ্তপ-
কমিতবাসে নিবেশয়ামাস)। কিন্তু কুলাচার্য্যদের
পুস্তকে লিখিত আছে যে, ২৫৪ শাকে ব্রাহ্মণেরা গোড়
আসিয়াছিলেন (বেদবাণ্যাক শাকে তু গোড়ো বিপ্রাঃ
সমাগতাঃ)।

ব্রাহ্মণেরা নাকি যবনদের মত গায়ে জামা ও পায়ে
জুতা দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আদিশূরের দ্বারে
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই রূপ ব্যবহার
দেখিয়া মহারাজের অভক্তি জন্মে, সে কারণ তিনি
তাঁহাদের সঙ্গে প্রথমমুসাক্ষাৎ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা
কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সিংহদ্বারের কাছে একটি
মল্লকাঠের উপর আশীর্বাদী কুল রাখিয়া প্রস্থান করি-
লেন। কেহ কেহ বলেন, সেটা মল্লকাঠ নহে,—হাতী
বাধিবার আলান। ঐ ব্রাহ্মণদের এরূপ দৈবশক্তি ছিল
যে, দুর্কা ও অক্ষত স্পর্শ করিয়া শুষ্ক কাঠ পল্লবিত হইল।
বিক্রমপুরে রামপাল দিঘীর দক্ষিণঘাটে একটি গাছ
আছে, উহার নাম গজাড়ি বৃক্ষ। কথিত আছে, ঐ
গাছটাই নাকি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ বলে পুনর্বার
জীবিত হইয়াছিল। ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত মধুপুর
পর্বত ভিন্ন গজাড়ি গাছ আর কোথাও দেখা যায় না।
অজ্ঞলোকেরা রামপালের গজাড়ি বৃক্ষের পূজা করে
এবং বজ্রানারীরা তাহার কাছে পুত্র কামনা করিয়া
থাকে।

শুক কাঠ পল্লবিত হইল দেখিয়া রাজা সেই ব্রাহ্মণ-
দিগের দ্বারা বজ্র করাইয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে বাস
করাইয়াছিলেন। [অস্ত্রাস্ত্র বিবরণ কুলীনশব্দে দেখ]।

আদিশূ (অব্য) আ-দিশ-ল্যপ্। অমুশাসন করিয়া।
বলিয়া। আদেশ করিয়া।

আদিষ্ট (স্ত্রী) আ-দিশ-ভাবে ঙ্। আদেশ। উপদেশ।
(ত্রি) কশ্বণি-ক্ত। উপদিষ্ট। যাঁহাকে আদেশ করা
হইয়াছে। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ স্থানীজাত বর্ণ। যথা ইকের
স্থানে যণ্ আদেশ হয় বলিয়া সেই যণ্ (যবরল)
আদিষ্ট। আজপু। আজায়ুক্ত। অমুশিষ্ট।

আদিষ্টিন্ (পুং) আদিষ্টম্ আদেশো ব্রতাদেশোহন্ত্যত ইনি। যে ব্রহ্মচারীকে ব্রতাদেশ করা হইয়াছে। (ত্রি) আদিষ্টমেনে ইষ্টাদি। ইনি। আদেশ কর্তা। (স্ত্রী) ভীপ্। আদিষ্টিনী।

আদিসর্গ (পুং) আদিঃ আদিভূতঃ সর্গঃ। শাক্। তৎ কর্মধা বা। প্রাকৃত প্রলয়ের পরে প্রথম সৃষ্টি।

আদীনব (পুং) আ-দী-ভাবে ক্ত। আদীনন্ত বানং প্রাপ্তিঃ বাহ্। ক। দোষ। ক্লেশ। (ত্রি) কর্মণি ক, দুর্দম। পরিষ্টিষ্ট। ক্লেশ যুক্ত। *। ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। যে সকল ধাতুর ওকার অল্পবদ্ধ থাকে তাহাদের উক্ত র নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হয়। দীড়্ ধাতু দিবাदि-গণের ওকার ইৎ মধ্যে পঠিত, তাই এখানে তকার স্থানে নকার হইয়াছে। (স্বানরশ্চ ওদিতঃ। তৎফলন্ত নিষ্ঠা নত্বম্। সিং কোং)।

আদীপক (ত্রি) আদীপয়তি অজ্ঞত গৃহমগ্নিনা। আ-দীপ-গিচ্-ধূল্ গিচ্ লোপঃ। যে অজ্ঞলোকের ঘরে আগুন দেয়। উদীপক। প্রকাশক।

আদীপন (স্ত্রী) আ-দীপ-গিচ্-লুট্ গিচ্ লোপঃ। পিটুনি দ্বারা গৃহ চিত্র করা। আলিপনা দেওয়া। উদীপন।

আদীপিত (ত্রি) আ-দীপ-গিচ্-ক্ত ইট্ গিচ্ লোপঃ। আলিপনা দেওয়া উঠান। যে স্থান আলিপনা দ্বারা চিত্রবিচিত্র করা হইয়াছে। উদীপিত। প্রকাশিত।

আতুড়। আতুল (গ্রাম্য) অনাবৃত। আঢাকা।

আতুরি (ত্রি) আ-দৃ-অন্তর্ভূতগ্যার্থে কি। যে বিদারণ করে। শিয়ারণ কর্তা। চলিত কথায় সোহাগে মেয়েকে আতুরী কহে। সোহাগে ছেলেকে আতুরে বলা যায়।

আতুলী (গ্রাম্য) টাকার অর্কভাগ অর্থাৎ আট-আনী মুদ্রা।

আদৃত (ত্রি) আ-দৃ-কর্মণি ক্ত। বাহার আদর করা হইয়াছে। সম্মানিত। পূজিত। কর্তরি ক্ত। যিনি আদর করিয়াছেন। (স্ত্রী) ভাবে ক্ত। আদর।

আদৃত্য (ত্রি) আদ্রিয়তে আ-দৃ-(এতিভাষাস্বরদুর্ভবঃ ক্যপ্। পা ৩। ১। ১০০) ইতি ক্যপ্। আদরগীর।

আদর করিবার যোগ্য। (অব্য) ল্যপ্। আদর করিয়া।

আদৃষ্টি (স্ত্রী) আ-দৃ-বৎ দৃষ্টিঃ। প্রাদি সৎ। ত্রিভাগসঙ্-চিত দৃষ্টি। উপাত্ত সম্মিলিত নেত্র। চক্ষুর দুই কোণ সংলগ্ন ও মধ্যস্থল অন্ন খোলা একগুণ দৃষ্টি।

আদেয় (ত্রি) আদীয়তে আ-দা-বৎ। গ্রাহ্। গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আদেবক (ত্রি) আদীব্যতি আ-দিব-ধূল্। দ্যুতকারক।

যে পাশা বা দাবা খেলে।

আদেবন (স্ত্রী) আ-দিব-ভাবে লুট্। পাশা বা দাবা খেলা। করণে লুট্। দ্যুতসাধন পাশা বা দাবা। আধারে লুট্। পাশা বা দাবা খেলিবার ছক।

আদেশ (পুং) আ-দিশ-ভাবে বঞ্। উপদেশ। আজ্ঞা। লোপ। (লোপোহি প্যাদেশ উচ্যতে। ব্যাংকারিঃ)। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ কোন এক বর্ণস্থানে অস্ত্র বর্ণের উৎপত্তি। আ-দিশ-কর্মণি বঞ্। আদিষ্ট। কথিত। উপ-দিষ্ট। *। স্থানিবদাদেশোহনল্ বিধৌ। পা ১। ১। ৫৬।

আগমাদেশয়োর্মধ্যে বলীরাণাগমৌ বিধিঃ। ব্যাংকাং।

আগম ও আদেশের মধ্যে আগম বিধিই বলবান্ অর্থাৎ এক স্থানে আগম ও আদেশ বিধির প্রাপ্তি হইলে, সে স্থানে আদেশ বিধির বাধ হইরা আগম বিধিই হইবে।

আগমোহুপঘাতী যঃ প্রকৃতোঃ প্রত্যয়ন্ত বা।

তয়োর্ব উপঘাতী স আদেশঃ পরিকীর্তিতঃ। ব্যাংকাং।

প্রকৃতি বা প্রত্যয় এ উভয়ের বাহা উপঘাত (নাশ) না করে, তাহার নাম আগম। আর সেই উভয়কে যে নাশ করে তাহার নাম আদেশ।

জ্যোতিবশাত্তোক্ত শুভাশুভ ফল।

আদেশক (ত্রি) আদিশতি আ-দিশ-ধূল্। যে আদেশ করে।

আদেশন (স্ত্রী) আ-দিশ-ভাবে লুট্। আদেশ।

আদেশিন্ (ত্রি) আদিশতি আ-দিশ-গিনি। আদেশকর্তা।

আদেশ্য (ত্রি) আদিশতে আ-দিশ-কর্মণি প্যৎ। উপদেশ্য। আজ্ঞাপ্য। কথনীয়।

আদেশ্ট্ (পুং) আ-দিশ-ভৃচ্। বজ্রমান। (ত্রি) আজ্ঞা কর্তা মাত্র।

আদৌ (আদি শব্দের সপ্তম্যন্ত রূপ) প্রথমে। অগ্রে।

আমি 'আদৌ' ইহার কিছুই জানিতাম না।

আদ্যশ (গ্রাম্য) নিবেদন। অভিযোগ।

আদ্য (ত্রি) আদৌ ভবম্ (দিগাদিত্যো যৎ। পা ৪।

৩। ৫৪) ইতি যৎ। আদিত্যে জাত। বাহা অগ্রে হই-

রাছে। প্রধান। শ্রেষ্ঠ। অদ্যতে অদ-কর্মণি প্যৎ। ভক্ষণীয় ভব্য। (স্ত্রী) ধাত্ত। (রাজনিং)।

আদ্যকবি (পুং) কর্মধা। ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভ। বায়ীকি।

আদ্যমাবক (পুং) মব্যতে পরিমীরতে স্বর্ণাক্যেনে মব-করণে বঞ্, স্বার্থে কন্, ভত্তঃ আদ্যঃ মাবকঃ কর্মধা।

মাবা। পাঁচ কুঁচ পরিমিত বস্ত্র। এক আনা ওজনের বস্ত্র। সাত ককলাতে এক মাবক হয়, তাহা বারণের

জন্ত এখানে আদ্যমাবক লিখিত হইয়াছে।

দাদ্যবীজ (ক্লী) কৰ্মধা। মূল কারণ। আদি কারণ।
জৈবর। সাধ্যমতসিদ্ধ প্রধান।

দাদ্যশ্রাক (ক্লী) কৰ্মধা। মৃত্যুর পর অশোচাক্ত হইলে
প্রথম শ্রাক।

দাদ্যা (স্ত্রী) আদৌ ভবা আদি (দিগাদিত্যো বৎ। পা
৪। ৩। ৫৪) ইতি বৎ টাপ্। তত্ত্বোক্ত দুর্গা। যুগভেদে
জন্মদ্রী। সত্যযুগে জন্মদ্রী আদ্যা, ত্রেতাযুগে ভুবনে-
ষরী আদ্যা, দ্বাপরযুগের আদ্যা তারিণী, কলিযুগের
আদ্যা কালী। (মুণ্ড০ মা০ তন্ত্র০)।

আদ্যাকালী (স্ত্রী) নিত্যসংসজ্ঞাধার পুষ্পভাবঃ। নির্বাণ
তত্ত্বোক্ত পরম প্রকৃতি। তিনি কালকে গ্রাস করেন,
এই জন্ত তাঁহাকে কালী বলা যায় এবং তিনি সকলের
আদি রূপিণী বলিয়া তাঁহাকে আদ্যা কহে।

আদ্যাদি (পুং) আদিরিত্তি আদির্ঘন্ত। বহুব্রী। পঞ্চমীর
স্থানে তসি প্রভৃতি প্রত্যয়ের নিমিত্ত কাশিকা ও বাৰ্ত্তিক
উক্ত শব্দ গণ বিশেষ। (তসি প্রকরণে আদ্যাদিভ্য উপ-
সংখ্যানম্। কাশিকা, পা ৫। ৪। ৪৪ হুত্রে)। আদি।
মধ্য। অন্ত। পৃষ্ঠ। পার্শ্ব। ইত্যাদি আকৃতিগণ।

আদ্যুদাত (ত্রি) আদিঃ উদাতো যন্ত। যাহার আদি
স্বর উদাত হয় তাদৃশ প্রত্যয়াদি।

আদ্যুত (ত্রি) আ-দ্য-ক্ উট্ নহক। ওদরিক। পেটুক।
জয়ের ইচ্ছা বর্জিত। জয়েচ্ছা অর্থ বুঝাইলে এখানে
নকার হইবে না। তখন আদ্যুত এই প্রকার রূপ হইবে।
ইহার অর্থ জয়েচ্ছায় ক্রীড়া কর্তা। *। জ্যোঃ শূড়ম্-
নাসিকে চ। পা ৬। ৪। ১৯। ক ইৎ, ও ইৎ অমুনাসিক
ও বলাদি এবং কি প্রত্যয় পরে থাকিলে তুক্ যুক্ত ছকা-
রের স্থানে শ এবং বকারের স্থানে উট্ হয়। *। দিবো-
হবিজিগীষারাম্। পা ৮। ২। ৪৯। জয়েচ্ছা এরূপ অর্থ
না বুঝাইলে দিব ধাতুর পরস্থিত নিষ্ঠা (ক্ ক্তবতু)
স্থানে নকার হয়।

আদ্যোপান্ত (পুং) আদ্যমবধীকৃত্য অন্তঃ অন্তর্পর্যন্তঃ।
শাক০ তৎ। প্রথমাবধি শেষপর্যন্ত। আদি হইতে
অন্ত পর্যন্ত।

আধ। আধা (অর্দ্ধ শব্দের অপভ্রংশ)।

আধকপালে (Hemicrania) চলিত কথায় ইহাকে সূর্য-
ফোড়ন্ত কহে। এই রোগে কপালের কেবল এক রূপ
বেদনা করিতে থাকে। কখন কখন এই বেদনা অতি-
শয় তীব্র হয়। মেলেরিয়া বিষ, দুর্বলতা, উপদংশের

বিষ, অথবা পারদ সেবন, রৌদ্র, পিত্তবৃদ্ধি, অকীর্ণতা,
মদ্রিা সেবন, পচাদাত, প্রস্রাবের পীড়া, স্ত্রীলোকদের
রজোরোগ, বায়ুগুণ, প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ।
এরূপ মস্তক বেদনা প্রায় রাত্ৰিকালে হয় না। কোন
স্থলে প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়, তাহার পর
সন্ধ্যা হইলে আর থাকে না। কোন স্থলে বৈকালে
আরম্ভ হয়, পরে সন্ধ্যা হইলেই নিবারণ হইয়া যায়।
চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে মূলকারণ দূর করা
আবশ্যক। কুইনাইন, আণ্ডিড অব্ পটাস, ব্রমাইড
অব্ পটাস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা মতে সেবন করাইবে।
সামান্য কারণে এই উপসর্গ ঘটিলে কুমীকা পোকার ঘর
চূর্ণ করিয়া নাস লইলে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

আধমন (ক্লী) আ-ধা-ক্মনম্। বন্ধকদান। ঋণের জন্ত
কোন বস্তু বন্ধক রাখা। আধি।

আধমর্গ্য (ক্লী) অধমর্গন্ত ভাবঃ বর্ষ বা ব্যঞ্। ঋণের ধর্ম।
আধর্মিক (ত্রি) অধম্মং চরতি ঠক্। অধর্মশীল। (অধর্ম্মা-
চ্চেতি বক্তব্যম্। বাৰ্ত্তিক, পা ৪। ৪। ৪১ হুত্রে)। দৈব-
বশাৎ কখন অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আধর্মিক এ প্রকার
রূপ হইবে না। সে স্থলে ন ধার্মিকং এই রূপ নঞ-
পুরুষ সমাস করিয়া 'অধার্মিক' এই প্রকার শব্দের
ব্যবহার হইবে। (চরতিরাসেবায়াং নাহুষ্ঠানমাত্রে।
ইতি কাশিকা)।

আধর্ষ (পুং) আ-ধৃষ-ভাবে ঘঞ্। তিরস্কার। বলহেতু
পীড়ন।

আধর্ষণ (ক্লী) আ-ধৃষ-ভাবে ল্যুট্। আধর্ষ। তিরস্কার।
বলহেতু পীড়ন।

আধর্ষিত (ত্রি) আ-ধৃষ-ক্ ইট্ কিত্বাভাবঃ। অবমানিত।
তিরস্কৃত। বল দ্বারা পরাজিত। *। নিষ্ঠা শীঘ্ শ্বিদি-
মিদিচ্চিদিধ্বঃ। পা ১। ২। ১৯। শীঘ্, শ্বিদ, মিদি, চ্চিদি,
ধ্ব, এই সকল ধাতুর পরে ইট্ যুক্ত নিষ্ঠা কিং হয় না।

আধর্ষ্য (ত্রি) আধৃষ্যাতে আ-ধৃষ-ণ্যৎ। অবমাননীয়। বল-
হেতু পীড়নীয়। দুর্বল। ভাবে ণ্যৎ (ক্লী)। দুর্বলতা।

আধলা (গ্রাম্য) এক পয়সার অর্দ্ধ। ইটের অর্দ্ধ।

আধলী (গ্রাম্য) আধটাকা। অর্দ্ধমুদ্রা।

আধান (ক্লী) আ-ধা-ল্যুট্। সংস্কার পূর্বক অগ্নি প্রভৃতির
স্থাপন। অধ্যাধান। গর্ভাধান। বিদ্যমান পদার্থে গুণান্ত-
রকরণ। (প্রতিষেদ্যো গুণাধানং। সিং কো০। পা ৬।
১। ১৩৯ হুত্রে)। নিবেশন। বন্ধকদান।

আধানিক (পুং) আধানং গর্ভাধানপ্রয়োজনমন্ত ঠক্।

গর্ভাধানের নিমিত্ত বৈদবহিত গর্ভ পাত্রে সংস্কার।

আধার (ত্রি) আদধাতি আ-ধা-ণ। আধানকর্তা। [৭
প্রত্যয়ের হ্রস্ব আদার শব্দে দেখে]। ভাবে-বঞ্ (পুং)
আধান। (অব্য) ল্যপ্ আধান করিয়া।

আধারক (ত্রি) আ-ধা-ধূল্। আধান কর্তা।

আধার (পুং) আধ্রিয়তে পরম্পরয়া ক্রিয়া যজ্ঞ আ-
ধ-অধিকরণে বঞ্। অধিকরণ। আশ্রয়। ব্যাকরণ
প্রসিদ্ধ ঔপনৈষিক অভিযাপক নামক কারক। শত
সম্পাদনার্থ জলরোধের নিমিত্ত বন্ধন। বাধ। আইল।
বৃক্ষে জল দিবার স্থান।

। *। আধারোহধিকরণম্। পা ১। ৪। ৪৫ (কর্তৃকর্ম্মদ্বারা
তর্জিত ক্রিয়ায়া আধারঃ কারকমধিকরণসংজ্ঞঃ শ্রাৎ।
সিং কোঃ)। কর্তা বা কর্ম্মদ্বারা কর্তা বা কর্ম্ম নিষ্ঠ
ক্রিয়ায় যে আধার, তাহার অধিকরণ কারক সংজ্ঞা হয়।
ভর্তৃহরিও ইহার এই রূপ কারিকা করিয়াছেন। যথা—
কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়েৎ ক্রিয়াম্।

উপকূর্ব্বৎ ক্রিয়াসিকৌ শাস্ত্রেহধিকরণং স্মৃতম্ ॥

। *। সপ্তম্যধিকরণে চ। পা ২। ৩। ৩৬। অধি-
করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। (ঔপনৈষিকো
বৈষয়িকোহভিযাপকশ্চেত্যাধারস্তি। কটে আন্তে।
স্তাল্যাং পচতি। মোক্ষে ইচ্ছান্তি। সর্গস্তি। স্তাল্যাং
'কটে আন্তে', এখানে দেবদত্তাদিকোন একটা কর্তৃপদের
অধ্যাহার হইবে এবং তদ্বারা 'আন্তে' এই ক্রিয়ার
আধার কট হইয়াছে। অতএব কটই কর্তৃদ্বারা ক্রিয়ার
আধার রূপ ঔপনৈষিক (একদেশ সম্বন্ধযুক্ত) আধার।
'স্তাল্যাং পচতি', এখানে অন্নাদি পদের অধ্যাহার হইবে
এবং তদ্বারা 'পচতি' এই ক্রিয়ার আশ্রয় স্থানী হইয়াছে।
অতএব ইহা কর্ম্মদ্বারা ক্রিয়াশ্রয়রূপ ঔপনৈষিক আধার।
'মোক্ষে ইচ্ছান্তে' এখানে মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছা আছে এই
অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব এটা বৈষয়িক আধার। 'সর্গ-
স্তি' শব্দে, পরমাত্মা সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।
এখানে আত্মা এই কর্তৃদ্বারা 'স্তি' এই ক্রিয়ার আধার
সকল স্থান হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল স্থানই অভি-
যাপক আধার।

আধারশক্তি (ত্রি) আধারশ শক্তিঃ। ৬-তৎ। আধার
এব শক্তিঃ কর্ম্মধা বা। সকল আধারের শক্তি স্বরূপ বা
আধাররূপ পরমেশ্বরের শক্তি। মায়া। প্রকৃতি। চন্দ্রের
অমানামক মহাকলা। (আধারশক্তিরূপা অমানারী
মহাকলা প্রোক্তা। স্মৃতি)। তদ্ব্যক্ত মূলধারহু কুণ্ড-

লিনী পরমদেবতা।

আধারোহধিকরণম্ (পুং) আধারশ্চ আধেরশ্চ তৌ তয়ো-
র্ভাবঃ। ৬-তৎ। যেটা বাহার আধার (অধিকরণ)। আর
যে বাহার আধের (অধিষ্ঠের) এই উভয়ের সম্বন্ধ
বিশেষ। যেমন ঘট আর ভূতল, এখানে ভূতল আধার
এবং ঘট আধের, ঐ উভয়ের যে সম্বন্ধ তাহারই নাম
আধার আধের ভাব।

আধি (পুং) আধীয়তে অধিক্রিয়তে শোকাদিতো মনো-
হনেন আ-ধা-করণে কি। মানস হুঃখকর ব্যথাবিশেষ।
আ দ্বেৎ বীরতে অধিক্রিয়তে উত্তমর্গয়েনাত্ম অসৌ
বা আ-ধা-অধিকরণে কর্ম্মণি বা কি। অধমর্গ কর্তৃক
উত্তমর্গের নিকটে রক্ষিত বন্ধক দ্রব্য। খাতক, মহা-
জনের নিকটে যে দ্রব্য রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে। গচ্ছিত
বস্তু। মনঃপীড়া। আধান। অধিষ্ঠান।

আধিকরণিক (পুং) অধিকরণে বিচারস্থানে নিযুক্তঃ
ঠক্। বিচারস্থানে নিযুক্ত প্রোড়্‌বিশেষকাদি। বিচারক।
আধিক্য (স্ত্রী) অধিকন্ত ভাবঃ ব্যঞ্। অধিকতা।
আতিশয্য।

আধিজ্ঞ (ত্রি) আধিঃ মনঃপীড়াং জ্ঞানান্তি আধি-জ্ঞা-ক।
৬-তৎ। ব্যাথার অনুভাবক। মনোহুঃখযুক্ত। ব্যথিত।
আধিদৈবিক (ত্রি) অধিদেবে ভবঃ দেবান্ বাতাধীন
অধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ বা ঠক্। অনুশতিকাদিঃ দ্বিপদবুদ্ধিঃ।
দেবতার অধিকারে প্রবৃত্ত শাস্ত্র। অর্থাৎ দেবতা বিষয়ে
যে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বাতাদি নিবন্ধন হুঃখ।
বায়ু প্রভৃতি জন্ত হুঃখ।

আধিপত্য (স্ত্রী) অধিপতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা পত্যস্তাৎ বক্।
স্বামিত্ব। [আঞ্জনিক্য শব্দে সূত্র দেখে]।

আধিবন্ধ (পুং) আধিঃ বহুপ্রজানাং কথং পালনং
শ্রাদিতি চিন্তা এব বন্ধঃ। বহুপ্রজা রক্ষণার্থ চিন্তা।

আধিভোগ (পুং) আধেবন্ধক দ্রব্যস্ত ভোগঃ। ৬-তৎ।
বন্ধক দ্রব্যের ভোগ। আধেম নোব্যবধার ভোগঃ।
মনোব্যথার অনুভব রূপ ভোগ।

আধিভৌতিক (ত্রি) ভূতানি ব্যাঙ্গসর্পাদীতধিকৃত্য
জাতম্। অধিভূত ঠক্ দ্বিপদ বুদ্ধিঃ। ব্যাঙ্গ সর্পাদি
জনিত হুঃখ।

আধিমন্তব্য (ত্রি) অধিমন্তবে হিতং জ্ঞ। অরের সন্তাপ।

আধিরিধি (পুং) অধিরথঃ দ্বুতরাষ্ট্র সারথিঃ তত্ত্বায়ম্ ইঞ।
স্বত পুত্র কর্ণ।

আধিরাজ্য (স্ত্রী) অধিরাজস্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা ব্যঞ্।

আধিপত্য।

আধিবেদনিক (ত্রি) অধিবেদনার অধিকবিবাহার হিতঃ ঠক্। তত্রকালে দত্তং ঠক্ বা। প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের সময়ে প্রথম স্ত্রীর সন্তো-বার্থে যে ধন দেওয়া যায়।

আধিস্তেন (পুং) আধেঃস্তোঃধেঃস্তোঃগাং স্তেন ইব। যে গোপনে গচ্ছিত ধনের বলপূর্বক ভোগ করে।

আধীকরণ (স্ত্রী) অনাধেঃ আধেঃ করণম্ আধি-চি-ক্ লুট্। ঋণ লইবার জন্য কোন বস্তু বন্ধক দেওয়া। (ত্রি) আধি-চি-ক্-ক্ আধীকৃত। যে দ্রব্য বাধা দেওয়া হইয়াছে।

আধুত (ত্রি) আ-ধু-ক্ত। চালিত। ঈষৎ কম্পিত।

আধুনিক (ত্রি) অধুনা তবং ঠক্। বাহা সম্প্রতি হইয়াছে। সম্প্রতিজাত। অর্ধাটীন। অগ্রাটীন।

আধ্বাণি (স্ত্রী) আ-ধ্ব-ভাবে ক্ৰিন্। পরিভব। পরাজয়। বলপূর্বক নিগ্রহ করা।

আধের (ত্রি) আধীরতে কন্ধ্বণি যৎ। উৎপাদ্য।

আধেরশ্চাক্রিয়াজন্ম সোহসদ্ব প্রকৃতিশ্চঃ। ব্যাং কাং।

বাহার স্বাভাবিক গুণের অভ্যুপা করিয়া অন্ত গুণের উৎপাদন করা হয়, তাদৃশ উৎপাদ্য বিদ্যমান গুণ। যে ঘটাদি পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করা হইয়াছে তাদৃশ ঘটাদি।

(পুং) বিধিক্রমে স্থাপনীয় বহিঃ। অধিকরণে অভি-নিবেশনীয় পদার্থ। স্থাপনীয় দ্রব্য। (স্ত্রী) ভাবে যৎ। আধান।

আধোরণ (পুং) আ-ধোর গতিচাতুর্থে-ল্যু। হস্তীর গতি নিপুণ হস্তিপক। সুশিক্ষিত মাহুত।

আধ্বাত (ত্রি) আ-ধ্বা-ক্ত। শব্ভিত। দধ্বা' বাতদোবজাত উদরক্ষীতভাসম্পাদক রোগযুক্ত। (স্ত্রী) ভাবে ক্। আধান। শব্দ। অধিসংযোগ।

আধ্বান (পুং) আ-ধ্বা-আধারে ল্যুট্। বাতরোধকারী বাতব্যাধি। ভাবে ল্যুট্ (স্ত্রী)। উদরক্ষীতভা। পেট কাঁপা। করণে ল্যুট্ স্ত্রী ভীপ্। নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য।

আধ্বাপন (স্ত্রী) আ-ধ্বা-পিচ-পৃক্ ভাবে ল্যুট্ পিচ-লোপঃ। শব্দনিশাদন। আধ্বাননিশাদন। শরীরে বিক্লবাণাদি উচ্চারের উপায় বিশেষ।

আধ্যাক্ষ্য (স্ত্রী) অধ্যাক্ষ্য ভাবঃ ব্যাঞ্। অধ্যাক্ষ্যতা।

আধ্যা (স্ত্রী) আ-ধ্যো-ভাবে অঞ্। চিন্তন। চিন্তা। উৎসৃক্যাহেতু স্রবণ।

আধ্যাত্মিক (ত্রি) আত্মানং মনঃ শরীরাদিকমধিকৃত্য ভবঃ ঠক্। শোক মোহ অরাদিরূপ দ্বঃখ।

আধ্যান (স্ত্রী) আ-ধ্যো-ল্যুট্। চিন্তা। উৎকর্ষাপূর্বক স্রবণ।

আধ্যাপক (পুং) অধ্যাপক এব স্বার্থে ঈণ্। অধ্যাপক।

আধ্যায়িক (পুং) অধীরতে অধ্যায়ো বেদস্তমধীতে ঠক্। অধীরবেদ। যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

আধ্যাসিক (ত্রি) অধ্যাসেন কল্পিতং ঠক্। বেদান্তের মতে, অধ্যাসন (চিন্তা) দ্বারা অব্যর্থ বস্তুতে যথার্থ জ্ঞান। যেমন শুদ্ধিক্রান্তে রজতাদি কল্পন। এবং পরম-ব্রহ্মে ঈণ্যং আরোপ।

আধ্ব (পুং) আ-ধ্ব-ক। আধার। অধিকরণ।

আধ্বনিক (ত্রি) অধ্বনি কুশলং ঠক্। পথে কুশল। যে পথের বিষয় ভাল রূপ জানে।

আধ্বরায়ণ (পুং স্ত্রী) অধ্বরো বজ্রাভিজ্ঞস্তত্ত গোত্রাপত্যং নড়াদিং কক্। যিনি উত্তম রূপ বজ্র জানেন তাঁহার পুত্র বা কন্তা রূপ গোত্রাপত্য।

আধ্বরিক (পুং) অধ্বরস্ত ব্যাখ্যানো গ্রহঃ ঠক্। অধ্বর ব্যাখ্যান গ্রহঃ। অধ্বরং যজ্ঞং বেত্তি তৎপ্রতিপাদকগ্রহ-মধীতে বা ঠক্। তৎপ্রতিপাদক গ্রহ অধ্যয়ন কর্তা।

আধ্বর্য্যব (ত্রি) অধ্বর্য্যোর্থজ্ঞবেদ বিদ ইদম্ অঞ্। অধ্বর্য্যু' সধ্বকীর কন্ধ্যাদি।

আন (পুং) আনিত্তি জীবত্যনেন আ-অন-করণে ক্ৰিপ্।

আন প্রাগবায়ুঃ ততঃ (সুব্রহ্মাদিভ্যোঃ প। ৪। ২।

৭৭) ইতি অদূর ভবাদৌ অণ্। জীবন সাধন শরীর

মধ্যস্থিত প্রাগবায়ুর নাসিকা দ্বারা বহির্নিষ্কার রূপ উচ্চাস। নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস ফেলা।

আনক (পুং) আনয়তি সোৎসাহান্ ক্রোধতি অন্-গিচ-

ধূল্। পঠহ। ভেরী। মৃদঙ্গ। শব্দযুক্ত মেঘ। (আনকঃ

পটহে ভের্য্যং ধ্বননমেঘ মৃদঙ্গয়োঃ। হেম)। (ত্রি)

উৎসাহক। (ত্রি) কর্ণাদিঃ ফিঞ। আনকারিনি আন-

কের নিকটস্থ দেশাদি। [বুজ্জগিত্যাদি। প। ৪। ২।

৮০ ব্রহ্মস্থ কর্ণাদিগণে আনক শব্দ দেখ]।

আনকহুস্তুভি (পুং) আনকঃ উৎসাহকঃ হুস্তুভিঃ দেব-

বাদ্যবিশেষো যট্টে। বহুস্ত্রী। কৃষ্ণ জম্বগ্রহণ করিলে

দেবতারা সাধুবাদ করিয়া বাহার উদ্দেশে বাদ্য বাজা-

ইয়াছিলেন। বহুদেব। (স্ত্রী) বা ভীপ্ আনকহুস্তুভী।

বৃহড্ঢক।

আনকহুলী (স্ত্রী) আনক প্রধানা হুলী। শাকং তৎ।

আনক-প্রধান-হুলী অর্থাৎ দেশবিশেষ। (ত্রি) তজ্জাং

ভবঃ অদূর দেশাদৌ (ধূমাদিভ্যশ্চ। প। ৪। ২। ১২৭)

ইতি বুঞ আনকহুলকঃ। আনকহুলীর নিকটস্থ দেশাদিঃ।

আনন্দা (অনীকিত শব্দের অপভ্রংশ)। বাহা কখন দেখা
বার নাই। যেমন—‘তুমি কেবল আনন্দা কাজ কর’।

আনন্দুহ (স্ত্রী) অনন্দুহ ইদম্ অণ্। বুকের গোমর কিছা
চর্ম মাংসাদি। বাঁড়ের গোবর, চর্ম অথবা মাংস। অনন্দুহা
কৃতম্ অণ্। স্বনাম খ্যাত তীর্থ বিশেষ। উক্ত তীর্থ
সহ পর্বতের নিকটে আছে। হরিবংশের ৯৫ অধ্যায়ে
ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণ এবং বলরাম ঐ
তীর্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

আনন্দুহক (ত্রি) অনন্দুহা কৃতং সংজ্ঞার্যং কুললাদি-
বৃঞ্। বাঁড়ের গোবর প্রভৃতি।

আনন্দুহ (পুং) অনন্দুহো গোত্রাপত্যং গর্গাদি- ব্যঞ্।
অনন্দুহ নামে মূনির গোত্রাপত্য। ততঃ পুনঃ গোত্রাপত্যে
অখাদি- কঞ্। (পুং স্ত্রী) আনন্দুহারনঃ। আনন্দুহের
পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। (ত্রি) চতুরর্থ্যং কর্ণাদি-
ফিঞ্। আনন্দুহারনঃ। আনন্দুহের নিকটস্থ দেশাদি।
[(পা ৪।১। ১০৫) সূত্রস্থ গর্গাদিগণে, (পা ৪।
১। ১১০) সূত্রস্থ অখাদিগণে, এবং (পা ৪।২। ৮০)
সূত্রস্থ কর্ণাদিগণে আনন্দুহ শব্দ দেখ]।

আনন্ত (ত্রি) আ-নম-ন্ত। যিনি মন্তক নত করিয়াছেন।
যিনি প্রণাম করিয়াছেন। অধোমুখ। বিনয়হেতু
নম্রীভূত। পতিত।

আনন্তি (স্ত্রী) আনমতি নম্রীভবতানয়া আ-নম-করণে
কিন্। আনুগত্য ভক্ত সন্তোষ। অধোমুখ। নম্রতা।

আনন্দ (ত্রি) আ-নহ-রু। বহু। গ্রথিত। (স্ত্রী) বেশভূষাদি।
বাস্যবস্ত্রের মুখ চর্ম দ্বারা ছাওয়া। ইহার মধ্যে
বামা, তব্লা, ঢোলক, পাকোয়াজ মুজরা ও বৈঠকিরী
নৃত্যগীতাদিতে ব্যবহার করা হয়। মৃদঙ্গ সংকীর্ণনে ব্যব-
হৃত হইয়া থাকে। ঢাক, ঢোল, নোবৎ, জগবাম্প, ডম্প,
টিকারা, কাড়া, নাগাড়া প্রভৃতি বাদ্য অন্নপ্রাশন বিবা-
হাদিতে বাজানো হয়। ঢাক, জয় ঢাক, জগবাম্প, তাগা,
কাড়া, দামামা, প্রভৃতি আনন্দ বাদ্য যুদ্ধকালে বাজানো
হইয়া থাকে। খঞ্জনী, ডমরু, গোপীবন্ত্র, ঘোড়ঘাই,
নাদল, হড়কা, ঘুটক, খোর্দক প্রভৃতি গুলি গ্রাম্য
আনন্দ যন্ত্র।

আনন (স্ত্রী) অনিত্যনেন ভক্ষণ পানাদি হেতুত্বাৎ।
অন-করণে ল্যুট্। মুখ। মুখদ্বারা অন্নাদি ভোজন এবং
জলাদি পান করা যায়, তাহাতে জীবন রক্ষা পায়, তজ্জন্ত
মুখকে আনন কহে। আনন শব্দে স্থলবিশেষে কেবল
মুখকে বুঝায়, বধা (তদাননং মৃত্যুরতি। রঘু ৩।৩)।

স্থল বিশেষে সমস্ত মস্তককেও বুঝায়। বধা—(কচিহ্ন-
মিতাননো। রঘু ১।৪১)।

আনন্তর্য্য (স্ত্রী) অনন্তরমেব স্বার্থে ব্যঞ্। অব্যবহিত।
অনন্তরন্ত তাবঃ ব্যঞ্। অব্যবধান। অনন্তরতা।

আনন্ত্য (স্ত্রী) নান্তি অন্তঃ শেবো বস্ত। অনন্তঃ অনন্তঃ সএব
স্বার্থে এ্য। অনন্ত। অসীম। অবিনাশী। অনন্তন্ত তাবঃ
ব্যঞ্। সীমাপূজ্য। নাপাদিরাহিত্য। চিরবিখ্যাতি।

আনন্দ (পুং) আ-নন্দ-বঞ্। হর্ষ। সুখ। আনন্দ।
পরমব্রহ্ম। (সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। বেদান্ত)। অর্প
আদি- অচ্। (ত্রি) আনন্দযুক্ত। (পুং) বিষ্ণু। (ত্রি)
আনন্দরতি আ-নদি-পিচ্-অচ্। আনন্দকর। (পুং) বাটি
সহস্রসরের মধ্যে আনন্দ নামক বর্ষ বিশেষ। জ্যোতিষে
ঐ বর্ষের এই রূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে; ইহাতে শতের
সুন্দর উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়
না। দ্রুত এবং তৈলের মূল্য সমান থাকে। ইহাতে
প্রজাগণ আনন্দে কালহারণ করে।

(স্ত্রী) মদ্য। মদ্য পান করিলে অতিশয় আনন্দ
জন্মে, তজ্জন্ত ইহার নাম আনন্দ হইয়াছে। গৃহ বিশেষ।
(পুং) বিষ্ণুর গণ বিশেষ।

আনন্দকানন (স্ত্রী) আনন্দানি আনন্দযুক্তানি কাননানি
গৃহাণি যত্র। বহুব্রী। যথা আনন্দজনকং কাননমিব।
অবিমুক্ত কালীক্ষেত্র। কালীর সকল গৃহই আনন্দযুক্ত।
তদ্রূপ গৃহবাসীদিগের মনে সর্বদা আনন্দ থাকে।
একন্ত উহার নাম আনন্দকানন হইয়াছে। কালী খণ্ডের
২৬ অধ্যায়ে আনন্দকাননের বিবরণ আছে।

আনন্দগিরি (পুং) ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। তিনি
শঙ্কর দ্বিজয়র নামে শঙ্করাচার্য্যের চরিত পুস্তক রচনা
করেন। তন্নিম্ন সূত্রভাষ্য, উপনিষদভাষ্য প্রভৃতি আরও
অনেক পুস্তকের টীকা করিয়াছিলেন। আনন্দগিরি
অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ষুট নবম শতাব্দিতে
তিনি প্রাহৃত হন।

আনন্দজ (ত্রি) আনন্দাৎ আরতে আনন্দ-জন-ড। ৫-তৎ।
আনন্দ জাত অশ্রুপাতাদি।

আনন্দতৃতীয়া (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। বৈশাখ, শ্রাবণ অথবা
অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার এই ব্রত করিতে
হয়। সাবিজীর শাপে গৌরী লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলেন।
পরে মহাদেবের উপদেশে তিনি এই ব্রত করিয়া লক্ষ্মী-
যুক্তা হইলেন।

আনন্দধু (পুং) আ-ই নদি (ঈতোহধুচ্। পা ৩।৩। ৮২)

ইতি ভাবে অধুচ্। প্রীতি। হর্ব। প্রমোদ। আমোদ।
আনন্দ। আনন্দ।

আনন্দদত্ত (পুং) আনন্দো দত্তো যেন। বহুব্রী। উপস্ব।
মেটু। এখানে আনন্দ স্ত্রুবাচক শব্দ, তজ্জন্ত তৎপর-
হিত নিষ্ঠাক্ত শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে।
(নিষ্ঠারাঃ পূর্বনিপাতে জাতিকালসুখাদিত্যঃ পরবচনম্।
বার্তিক, পা ২।২। ৩৬ সূত্রে)। নচেৎ। (পা ২।২। ৩৬)
সূত্র দ্বারা দত্তানন্দ এই প্রকার রূপ হইত।

আনন্দন (স্ত্রী) আনন্দয়ত্যানেন আ-নদি-গিচ্-করণে লুট্।
গমনাগমন কালে বন্ধুদের আরোগ্য আগতাদি প্রের।
যেমন, বাটী হইতে যাইবার সময়ে বন্ধুবান্ধব বলেন—
তথায় যাইয়া সাবধানে থাকিবে, আর মধ্যে মধ্যে শুভ
সংবাদ প্রদান করিবে। গমনাগমনের সময়ে আলিঙ্গন।
অভিবাদন। কোলাকুলি। ভাবে লুট্। স্ত্রুজনন।
স্ত্রু হওয়া।

আনন্দপট (পুং স্ত্রী) আনন্দজনকং পটম্। শাক. তৎ।
নবোচ্চার বস্ত্র। যে বালিকার নূতন বিবাহ হইয়াছে,
তাহার হরিদ্রাক্ত বা চেলীর কাপড়। শুভরাত্রের অন্তর্গত
প্রাচীন নগর বিশেষ।

আনন্দপূর্ণ (পুং) আনন্দেন পূর্ণত্বশ্চ। আনন্দময় পর-
মাত্মা। পরমব্রহ্ম।

আনন্দপ্রভব (পুং) আনন্দঃ প্রভবঃ অপাদানং যন্ত।
বহুব্রী। বীৰ্য্য। রেতঃ। ভূতাদিপ্রপঞ্চ। ক্রতির মতে
প্রাণিগণ আনন্দ রূপ পরব্রহ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করে,
আনন্দ রূপ পরব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত থাকে এবং অন্তর্কটিল
আনন্দ রূপ পরব্রহ্মে লীন হয়, তজ্জন্ত প্রাণিসমূহের
নাম আনন্দপ্রভব।

আনন্দভূজ (পুং) আনন্দঃ ভূক্তে আনন্দ-ভূজ-কিপ্।
পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যিনি আনন্দভোগ
করেন। প্রোক্ত। তত্ত্বজ্ঞান বিশারদ।

আনন্দভৈরব (পুং) কর্ণধা। তত্ত্বোক্ত শিবমূর্ত্তি বিশেষ।
(স্ত্রী) তত্ত্ব পত্নী ভীপ্ আনন্দভৈরবী। আনন্দভৈরবের
পত্নী। রক্তবাসলে আনন্দভৈরবী প্রের করিয়াছেন এবং
আনন্দভৈরব তাহার উত্তর দিয়াছেন। শঙ্করভরণ ও
ভৈরব মিলিত রাগ বিশেষ।

আনন্দময় (পুং) আনন্দঃ প্রচুরোহিত আনন্দ-প্রাচুর্যো
ময়ট্। প্রচুরানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। (স্ত্রী) আনন্দময়
সম্পন্ন স্ত্রুপ্ত্যবস্থায়ুক্ত। আনন্দময় কোবাভিমাত্রী জীব।
(স্ত্রী) ভীপ্ আনন্দময়ী। তারামূর্ত্তি বিশেষ।

আনন্দময়কোষ (পুং) আনন্দময়ন্ত পরমাত্মনঃ কোষ ইবা-
বরকঃ। বেদান্তের মতে, পঞ্চকোষের মধ্যে পঞ্চম কোষ।
অবিদ্যা স্বরূপ কারণশরীর। স্ত্রুপ্তি। সত্ত্বপ্রধানজ্ঞান।
আনন্দলহরী। বাদ্যবজ্র বিশেষ। ছোট ঢোলকের মত
কাঠের খোল, তাহার এক মুখ সরু এবং অন্য মুখ প্রশস্ত
ও চর্ম্মদ্বারা ছাওয়া। আর একটা ছোট তাঁড়ের মুখও
চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। এক গাছী ছুল তাঁইত ঐ উভয়
যন্ত্রের চর্ম্মের মধ্যস্থলে ছিঁড় করিয়া লাগান থাকে।
কাঠের খোলটা বাম কক্ষে ঝুলাইয়া এবং বাম হাতে
ভাঙটা ধরিয়া একটা কাটা দ্বারা তাঁইতটা বাজাইতে
হয়। ইহা অনেকটা গোপীযন্ত্রের মত।

আনন্দবন (পুং) ইনি একজন প্রসিদ্ধ পরমহংস পরিত্রা-
জক। তিনি রামতাপনী উপনিষদের টীকা করেন, ঐ
টীকার নাম শ্রীরামকাশিকা।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পু। কর্ণপূর কবি বিরচিত চম্পুকাব্য
বিশেষ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৪৫০০। ইহাতে অনেক
গদ্যও আছে। ইহা বারটা স্তবকে বিভক্ত। ইহার
টীকার নাম স্ত্রুসম্বর্দ্ধনী।

আনন্দব্রত। ইহাতে চৈত্রাদি চারি মাসে অর্থাচিত্ত ব্রত
করিতে হয় এবং ব্রতান্তে বস্ত্রযুক্ত তিল কিম্বা হিরণ্য
দান করা আবশ্যক।

আনন্দসম্ভব (পুং) আনন্দন্ত ব্রহ্মানন্দন্ত সম্ভবঃ প্রকাশঃ।
৬-তৎ। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ। (স্ত্রী) আনন্দঃ
সম্ভবোহন্ত। ভূতাদি। প্রাণী। বাহাতে আনন্দের
উৎপত্তি হয়।

আনন্দ্য (স্ত্রী) আনন্দয়তি আ-নদি-গিচ্-অচ্-গিচ্ লোপঃ।
বিজয়া। সিদ্ধি। ভাঙ।

আনন্দার্ণব (পুং) আনন্দঃ অর্ণব ইব অসীমদ্ব্যং। ব্রহ্মা-
নন্দ। পরমেশ্বর। জ্যোতিষ প্রসিদ্ধ যোগ বিশেষ।

আনন্দি (পুং) আ-নন্দ- (সর্বধাতুভ্য টন্। উপ্ ৪। ১১৭)
ইতি টন্। হর্ব। কোতুক। মহাস্ত নৃসিংহের শিষ্য বিশেষ।
তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বিরচিত চৈতন্তচরিতামৃত
গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন।

আনন্দিত (স্ত্রী) আ-নদি-ক্ত। হর্বযুক্ত। কষ্ট। স্ত্রুধী। (স্ত্রী)
আ-নদি গিচ্-ক্ত। অভিনন্দিত। বাহার আনন্দ জন্মা-
ইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আনন্দিন্ (স্ত্রী) আ-নদি-গিনি। আনন্দযুক্ত। (স্ত্রী)
আ-নদি-গিচ্-গিনি। আনন্দজনক।

আনন্দী (স্ত্রী) আনন্দয়তি আ-নদি-গিচ্-অচ্-গৌরাদি।

ভীষ্ : আনক পাতা। বৃক্ষ বিশেষ।

আনমন (ক্রী) আনমন্যে আরতী ক্রিয়তে হ্রেনন করণে ল্যুট্। সন্তোষের নিমিত্ত পশ্চাদগমনাদি রূপ নম্রতা। ভাবে ল্যুট্। সম্যক্ নতি। নত হওয়া। আ-নম-গিচ্-ল্যুট্। নম্রতা সম্প্রদায়ক ব্যাপার।

আনমিত (ত্রি) আ-নম-গিচ্-ক্ত ইট্ পিচ্ লোপঃ। আবর্জিত। আনতীকৃত। আকুলীকৃত।

আনম্য (ত্রি) আ-নম্-গিচ্-বৎ। নম্র করিবার যোগ্য। (অব্য) আ-নম-ল্যপ্। পক্ষে মকার লোপ এবং তকারের আগম হইলে—আনত্যা—এই প্রকার রূপ হইবে। নত হইয়া বা নম করার করিয়া।

আনয় (পুং) আ-নী-ভাবে অচ্। এক দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাওয়া। আনীয়তে বেদাধ্যয়নাদি আধারে হচ্। উপনয়ন সংস্কার। (ক্রী) ভাবে ল্যুট্। আনয়ন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লওয়া।

আনর্ত (পুং) আনৃত্যতি হ্রজ আধারে ঘঞ্। নৃত্যশালা। নাচ ঘর। বৃক্ষ। সূর্যবংশীয় রাজা বিশেষ। হরিবংশের ১০ অধ্যায়ে তাঁহার বিশেষ বিবরণ আছে। তৎকৃত দেশ বিশেষ। তদ্রাজ্য বাসী জন সকল। তদ্রাজ্যীয় রাজা সকল। চন্দ্রবংশীয় রাজা বিশেষ। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে লেখা আছে—বর্ষকেতুর পুত্র বিভূরাজ, বিভূর পুত্র আনর্ত, আনর্তের পুত্র সুকুমার। (ক্রী) কর্তরি অচ্। জল। জলের তরঙ্গ গুলি দেখিতে নৃত্যের জায়, তজ্জন্ত জলের নাম আনর্ত। (ত্রি) যে নৃত্য করে। (পুং) ভাবে ঞ্। নর্তন। নাচ।

আনর্তক (ত্রি) আনৃত্যতি আ-নৃত-ধূল্। নর্তক। নৃত্যকারী। আনর্ত দেশে ভবং (ধ্রুমাভিভ্যশ্চ। ৪। ২। ১২৭) ইতি বুঞ্। আনর্ত দেশ জাত।

আনর্তপুর (ক্রী) আনর্তদেশস্ত প্রধানং পুরম্। দারবতী-পুরী।

আনর্তীয় (ত্রি) আনর্ত দেশে ভবং বৃক্ষদ্বাচ্। আনর্তদেশ জাত।

আনর্থক্য (ক্রী) অনর্থকস্ত ভাবঃ ঘ্যঞ্। নিম্প্রয়োজনত্ব। প্রয়োজনের অভাব।

আনব (ত্রি) অনিতি অন-উণ্ আয়ুঃ প্রাণী তন্ত্ৰেদম্ অণ্। প্রাণী সঞ্চরী বলাদি।

আনব্য (ক্রী) আনোন্নরত্বেদং যৎ। নরসঞ্চরী তন্ত্ৰোক্ত দুইটা মল।

আনস (ত্রি) অনসঃ শকটস্ত পিতৃবা ইদম্ অণ্। শকট

সঞ্চরী। গাড়ির কোন বস্তু। পিতৃসঞ্চরী।

আনা (গ্রাম্য) অননয়ন করা। টাকার খোল-ভাগের এক ভাগ, চারি পয়সা। এক আনার সাংকেতিক চিহ্ন ১/০ এক পোণ।

আনাগোনা (গ্রাম্য) ইহা গমনাগমন শব্দের অপভ্রংশ। আসা-যাওয়া। যাতায়াত।

আনাজ (হিন্দী) উদ্ভিদ শাকসজী কল মূল ইত্যাদি, তরকারী। কেবল নাজ এই রূপ শব্দ চলিত আছে।

আনাড়ী (গ্রাম্য) বাহার নাড়ীজ্ঞান নাই। স্তব্ধতা, মূর্খ, অকর্মণ্য প্রভৃতি অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়।

আনাথ্য (ক্রী) অনাথস্ত ভাবঃ ঘ্যঞ্। স্বামিশূন্য। পতিরাহিত্য।

আনামৎ (পারস্ত) জমা। গচ্ছিত।

আনাম্য (ত্রি) আ-নম-কর্মণি গ্যৎ অনিট্ কদ্বাৎ হ্রস্বা-ভাবঃ। নমস্কার্য।

আনায় (পুং) আনীয়তে মৎস্তাদ্যনেন আ-নী-করণে (জালমানারঃ। পা ৩। ৩। ১২৪) ইতি ঘঞ্। মৎস্তাদি ধরিবার নিমিত্ত শণমৃদাদি নির্মিত জাল। জাল এই অর্থ না বুঝাইলে অচ্ প্রত্যয় দ্বারা 'আনয়' এই প্রকার রূপ হইবে।

আনায়িন্ (ত্রি) আনায়তি আ-নী-শিন্। যিনি একস্থান হইতে কাহাকেও স্থানান্তরে লইয়া যান। আনারোজাল-মস্তান্তি আনায়-ইনি। জালিক। জেলে।

আনায়্য (পুং) আনায়তে গার্হপত্যাদানীয় সংস্কৃ যতে-হ্মসৌ আ-নী-গ্যৎ নিঃ আয়াদেশঃ। বেদ প্রসিদ্ধ দক্ষিণায়ি বিশেষ। *। আনায্যোহনিত্যে। পা ৩। ১। ১২৭। দক্ষিণায়ি বিশেষ এবোদম্ স হি গার্হপত্যাদানীয়তে হনিত্যশ্চ সততমপ্রজলনাৎ। আনয়ো হস্তো বটাদিঃ বৈশ্বকুলাদেয়ানীতো দক্ষিণায়িচ্চ। (সিং কোং। উক্ত সূত্রে)।

আনারস (Ananassa sativa) ইহা কোকো প্রভৃতি জাতীয় গাছ। পাতা প্রায় কোকোর মত, উহার ধারে ধারে বাকী কাটা আছে। ফলে চকুর মত দাগ। ফলের উপরে গাছেতেই চারা বাহির হয়। কাঁচা আনারস সবুজবর্ণ, স্থপক হইলে গাঢ় পীতবর্ণ হয়। ফলের ভিতরে ছোট ছোট বীজ আছে। পাকা আনারসের খোলা অনেকটা ছাড়াইলে তবে উহা খাইতে ভাল লাগে। এখন ভারত-বর্ষের অনেক স্থানেই উৎকৃষ্ট আনারস জন্মে। অজুমান ১৫৯৪ খৃ অব্দে পণ্ডিত গির্জার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই

গাছ এ দেশে আনিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের আনারস বড়, সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু। ভাল পরিপক্ব ফলের রস গরম হুখে দিলে ছানা কাটে না। বাংলাদেশের অনেক স্থানে বৃক্ষের তলে আনারস রোপিত হয়। কিন্তু ততটা ছারা ইহার পক্ষে উপযোগী নহে। প্রথমে মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুঁড়িয়া সরস জমিতে এই গাছ পুতিবে। অধিক ছারার পুতিবে না। বর্ষাকালে ইহার ফল পরিপক্ব হয়। আনারসের পাতার রস চূণের জলের সঙ্গে সেবন করাইলে অস্ত্রের বড় ক্রমি নষ্ট হয়। ইহার পাতার আঁশ স্নায়ু, পরিষ্কার ও ভারসহ। ইহাতে দড়ী ও কাগজ প্রভৃতি হইতে পারে।

আনাহ (পুং) আ-নহ-যঞ্। দৈর্ঘ্য। বহু। আনহুতে অপসরণ প্রতিরোধেন বধ্যতে বিঞ্চুজ্ঞান্যেন আ-নহ-করণে যঞ্। কোষ্ঠবদ্ধ রোগ। মলমূত্র রোধক রোগ বিশেষ।

আনাহিক (পুং) আনাহে আনাহরোগপ্রতীকারে বিহিতঃ ঠক্। আনাহ রোগের প্রতীকারের বিধি। যে উপায়ে আনাহ রোগ সারিতে পারে।

আনিচের (ত্রি) সমস্তারিচীরতে আ-নি-চি-কর্ষণি যৎ। সমস্তাৎ সঞ্চরনীয়। বাহা সকল দিকে সঞ্চর করিতে হয়।

আনিরুদ্ধ (পুং ত্রী) অনিরুদ্ধতাপত্যং বৃষ্টিহাৎ অণ্। উষাগতির পূজ বা কল্পা রূপ অপত্য। (ত্রী) ভীপ্। আনিরুদ্ধী। ন নিরুদ্ধম্। নঞ-তৎ। রুদ্ধ নহে। তস্তা-পত্যম্ ইঞ্ আনিরুদ্ধিঃ। যে রুদ্ধ নহে তাহার অপত্য।

আনিহৃত (পুং) অনিহৃতএবং স্বার্থে অণ্। দেব হৃদয় তুল্য দেবতা বিশেষ।

আনিল (ত্রি) অনিলস্তেদম্ অনিল-অণ্। বায়ু সম্বন্ধীয়। অনিলো দেবতাহস্ত অণ্। বায়ুদেবতাক হবনীর দ্ব্যাদি। (ত্রী) ভীপ্। আনিলী। স্বাতি নক্ষত্র। স্বাতি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনিল। তজ্জন্ত তাহার নাম আনিলী হইরাছে।

আনিলি (পুং) অনিলতাপত্যম্ অনিল-ইঞ্। আদ্যাচোবুজিঃ। ভীম। বায়ু, পাতুরাজের ত্রী কুজিতে সঙ্গত হওয়ার ভীমের অঙ্গ হয়, তজ্জন্ত ভীমের নাম আনিলি।

আনীত (ত্রি) আ-নী-কর্ষণি ক্। বাহা কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে আনা হইরাছে।

আনীতি (ত্রী) আ-নী-ক্তিন্। আনয়ন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোন বস্তু আনা।

আনীল (পুং) আ জিবধর্মে নীলঃ। প্রাদি সৎ। জিবৎ নীল-বর্ণ। (ত্রি) নীলবর্ণযুক্ত। আ সমস্তাৎ নীলম্। প্রাদি সৎ।

সুন্দর নীলবর্ণ। (তদীরমানীলমুখং জনঘরম্। রঘু। ৩। ৮)। (আ সমস্তারীলে মুখে চুচুকে বস্ত। মল্লিঃ)। (পুং) নীলঘোটক। নীলবর্ণ ঘোড়া। তজ্জাতি (ত্রী) ভীপ্। আনীলী। নীলবুড়ী।

আমু (ত্রি) অনিতি জীবতি অন-উণ্। গিহাচুপধা বুদ্ধিঃ। প্রাণী।

আমুকল্লিক (ত্রি) অমুকল্লং বেত্তি ততোধকগ্রহমধীতে বা উক্খাদি। ঠক্। অমুকল্লাভিজ্ঞ। অমুকল্লবোধক গ্রন্থের অধ্যয়নকারী। অমুকল্লেন প্রাপ্তং ঠক্। অমুকল্ল দ্বারা প্রাপ্ত। অমুকল্লার হিতম্ ঠক্। অমুকল্লের সাধন।

আমুকুলিক (ত্রি) অমুকুলং বর্জতে ঠক্। আমুকুল্য দ্বারা বর্জমান।

আমুকুল্য (ত্রী) অমুকুলস্ত ভাবঃ কর্ম বা ব্যঞ্। অমুকুলতাচরণ। সাহায্য করা। আমুকুল্য।

আমুগজ্য (ত্রি) অমুগজং ভবৎ পরিমুখাৎ এয। গজ্জার পশ্চাদ্ভব। গজ্জার পশ্চাৎ জাতাদি। (পরিমুখাদিভ্য এবেষ্যতে। সিং কোঃ)। পা ৪। ৩। ৫৯ সূত্রস্থ পরিমুখাদি গণে অমুগজ শব্দ দেখে।

আমুগতিক (ত্রি) অমু-গম-ভাবে ক্তে তেন নিবৃত্তম্ অক্ষ-দ্যুতাং ঠক্। অমুগমন দ্বারা নিবৃত্ত সন্তোষাদি। পশ্চাদ্-গমন দ্বারা জাত সন্তোষাদি।

আমুগত্যা (ত্রী) অমুগতস্ত ভাবঃ কর্ম বা ব্যঞ্। অমুগমনরূপ আচরণ। অমুগতত্ব। পশ্চাদ্গতের ধর্ম।

আমুগাদিক (ত্রি) অমুগদতি অমু-গদ-গিনি অমুগাদী সএব অমুগাদিন স্বার্থে ঠক্। পশ্চাৎ কথক।

আমুগণিক (ত্রি) অমুগণম্ অমুকুলম্ অমুকুলং বা অধীতে বেদ বা অমুগণ (বসস্তাদিভ্য ঠক্। পা ৪। ২। ৬৩) ইতি ঠক্। অমুকুলজ্ঞ। স্বরূপজ্ঞ। অমুকুল বোধক গ্রন্থের অধ্যোতা। যিনি সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

আমুগণ্য (ত্রী) অমুগণস্ত ভাবঃ কর্ম বা ব্যঞ্। অমুকুলতাচরণ। সাহায্য করা। অমুকুলত্ব। সহায়তা।

আমুগ্রামিক (ত্রি) অমুগ্রামং ভবৎ ঠক্। গ্রামের পাশ্চাৎ জাতাদি। (ত্রী) ভীপ্। আমুগ্রামিকী।

আমুচারক (ত্রী) অমুচরতি পশ্চাদ্গচ্ছতি অমু-চর-ধূল্। অমুচারকোভূত্যঃ তস্ত ধর্ম্যং (অণ্ মহিষ্যাদিভ্যঃ। পা ৪। ৪৮) ইতি অণ্। অমুচরের ধর্মযুক্ত আচরণ। ভূত্যের কর্তব্য কর্ম।

আমুতি (পুং ত্রী) আমুততাপত্যম্ ইঞ্। অমুত নামক মূনির পূজ বা কল্পা রূপ অপত্য। *। ইঞঃ প্রোচাম্।

পা ২। ৪। ৬০। গোত্রার্থে বে ইঞ প্রত্যয় হয় তদন্ত শব্দের উত্তর যুব প্রত্যয়ের লুক হয়। এই হ্রস্ব এখানে খাটিতে পারিত। কিন্তু (ন তৌলুগ্ধ্যঃ। পা ২। ৪। ৬১) তৌলুগ্ধ্যাদির পরস্থিত যুব প্রত্যয়ের লুক হয় না, এই হ্রস্বসূচ্যে তাহার লুক হইবে না। আনুভিঃ পিতা আনুভারনঃ পুত্রঃ। (জী) আ-নু-ভিন্। সম্যক্ ভব করা। আনুভিল্য (ত্রি) অনুভিলং ভবং পরিমুখাদি। এত্। তিলের পশ্চাৎ জাতাদি। [পা ৪। ৩। ৫৯ হ্রস্ব পরিমুখাদি গণে অনুভিল শব্দ দেখ]।

আনুদৃষ্টিনেয় (পুং জী) অনুদৃষ্টৌ ভবঃ (ভূতাদিত্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩। কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্ চ। ৪। ১। ১২৬) ইতি ঢক্ ইঙ্ চ। অনুকূল দৃষ্টিজাত।

আনুনাশ্র (ত্রি) অনুনাশং বিনাশস্ত পশ্চাত্ত্বং সঙ্ঘাণ্য। নাশের পশ্চাদ্ জাত। (জী) ভীপ্ আনুনাশ্রী।

আনুনাসিক্য। অনুনাসিকস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। অনুনাসিকের ধর্ম। নাসিকার সহিত তত্তৎস্থানে উচ্চাষ্য। (প্রতিজ্ঞানাসিক্যঃ পানিনীয়াঃ। পরিভাষেন্দুশেখর)।

আনুপথ্য (ত্রি) অনুপথং ভবং পরিমুখাদি। এত্। বাহা পথের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ হ্রস্ব পরিমুখাদি গণে অনুপথ শব্দ দেখ]।

আনুপদিক (ত্রি) অনুপদং ধাবতি অনুপদ-ঠক্। পশ্চাৎ ধাবমান। পদস্ত বেদপাঠবিশেষস্ত পশ্চাৎ অনুপদং তদেতি তবোধকগ্রহমধীতে বা উক্খাদি। ঠক্। পদ গ্রহের অধ্যয়ন কর্তা। তদতিজ্ঞ।

আনুপদ্য (ত্রি) অনুপদং ভবং পরিমুখাদি। এত্। পদের পশ্চাদ্ জাত। বাহা পদের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ হ্রস্ব পরিমুখাদিগণে অনুপদ শব্দ দেখ]।

আনুপূরী (জী) পূর্বমহুক্ৰম্য অনুপূরং তস্ত ভাবঃ ব্যঞ্।

আনুপূর্যং ততো বা ভীবি বলোপঃ। পরিপাটী। মূল-বধিক্রম। (জী) ভীষের অভাব পক্ষে আনুপূর্য্য। ঐ অর্থ।

আনুমানিক (ত্রি) অনুমানাদাগতং ঠক্। অনুমান প্রাপ্ত। যুক্তিসিদ্ধ। ব্যাপ্তি বিশিষ্ট লিঙ্গ জ্ঞান হেতু অবগত। অনুমিত পদার্থ। ধূমদর্শন হেতু বহির অনুমান হয়। অতএব সেই বহিঃ স্মর্য ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূম হেতু অবগত হয় বলিয়াই পক্ষতাদি হিত বহিঃ অনুমানিক। (জী) অনুমান। সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রদান।

আনুমাণ্য (ত্রি) অনুমাণং ভবং পরিমুখাদি। এত্। মাণের পশ্চাৎ জাত। বাহা মাণকলাইয়ের পরে হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ হ্রস্ব পরিমুখাদিগণে অনুমাণ শব্দ দেখ]।

আনুব্য (ত্রি) অনুবং ভবং পরিমুখাদি। এত্। মনের পশ্চাৎ জাত। বাহা মনের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ হ্রস্ব পরিমুখাদিগণে অনুব শব্দ দেখ]।

আনুবৃপ্য (ত্রি) অনুবৃপং ভবং পরিমুখাদি। এত্। বৃপের পশ্চাৎ জাত। বাহা বৃপের পশ্চাৎ হয়। [পা ৪। ৩। ৫৯ হ্রস্ব পরিমুখাদিগণে অনুবৃপ শব্দ দেখ]।

আনুরক্তি (জী) আ-অনু-রক্ত-জিন্। অনুরাগ। আনুগত্য।

আনুরাহতি (পুং জী) অনুরহতোহপত্যম্। বাহাদি। ইঞ। অনুশতিক গণ মধ্যে পঠিত হেতু উত্তর পদবৃদ্ধি। মুনিবিশেষ। অনুরহতের অপত্য কিবা তাঁহার জীবদশার পৌত্রকে বুঝাইলে কক্ হইবে এবং তৌলুগ্ধ্যগণ মধ্যে পঠিত হেতু কক্ প্রত্যয়ের লুক হইবে না। আনুরাহতারন। অনুরহতের পুত্র কিবা পৌত্র। আনুরাহতি এক্ষণ পাঠান্তরও আছে। [পা ৪। ১। ৯৬ হ্রস্ব বাহাদিগণে এবং পা ২। ৪। ৬১ হ্রস্ব তৌলুগ্ধ্যাদিগণে অনুরহত, এবং পা ৭। ৩। ২০ হ্রস্ব অনুশতিকাদিগণে অনুরহৎ শব্দ দেখ]।

আনুরূপ্য (জী) অনুরূপস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। সাদৃশ্য। ওচিতি।

আনুরোহতি (পুং জী) অনুরোহতোহপত্যম্। বাহাদি। ইঞ। অনুরোহৎ নামক মুনির পুত্র পৌত্রাদি। তাঁহার জীবদশার পৌত্রাদি বুঝাইলে কক্ প্রত্যয় হইবে এবং তৌলুগ্ধ্যাদি গণ হেতু তাহার লুক হইবে না। আনুরোহতারন। অনুরোহতের পৌত্রাদি। [পা ৪। ১। ৪৫ হ্রস্ব বাহাদির আকৃতিগণে, এবং পা ২। ৪। ৬১ হ্রস্ব তৌলুগ্ধ্যাদিগণে অনুরোহৎ শব্দ দেখ]।

আনুলেপিক (ত্রি) অনুলেপিকার্যঃ জীরা ধর্ম্যঃ (অণ্ মহিষাদিত্যঃ। পা ৪। ৪। ৪৮) ইতি অণ্। অনুলেপিকার ধর্মজনক কর্ম।

আনুলোমিক (ত্রি) অনুলোমং বর্ততে অনুলোম-ঠক্। যথাক্রমে কার্য্যকারী। ক্রমাহুয়ারী।

আনুলোম্য (জী) অনুলোমস্ত ভাবঃ কর্ম বা (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিত্যঃ কর্মণি চ। পা ৪। ১। ১২৪) ইতি ব্যঞ্। অনুক্রম। অনুকূলতা।

আনুবংশ (ত্রি) অনুবংশং ভবং পরিমুখাদি। এত্। বাহা বাশ গাছের পশ্চাতে হয়।

আনুবিধিৎসা (জী) অনু-বি-ধা-লন্-অ, টাপ্। নঞ-তৎ। প্রত্যাপকার করিবার অনিচ্ছা।

আনুবেশ্য (ত্রি) অনুবেশং বলতি (অব্যয়ীভাবাক্। ৪। ৩। ৫৯) ইতি এত্। নিজ গৃহের পার্শ্বস্থিত গৃহের পাশে

বে বাস করে।

আনুশাতিক (জি) অনুশতিক্তেনম্ অনুশতিক-অণ্।

বিপদবৃদ্ধিঃ। অনুশতিক সৰ্বস্বীয়। [অনুশতিক শব্দ দেখ]।

আনুশাসনিক (জি) অনুশাসনার হিতম্ অনুশাসন-ঠক্।

শাসনের পক্ষে হিতকর নীতি বাক্য প্রভৃতি। মহাত্ম-
রত্নের অন্তর্গত পূর্ববিশেষ। এই পূর্বে মানুষের কর্তব্য
কর্মের অনেক উপদেশ আছে।

আনুশ্রবিক (জি) গুরুপাঠানুশ্রয়তে অনুশ্রবো বেদ-
স্তম্ বিহিতং ঠক্। বেদবিহিত ক্রিয়া কলাপ।

আনুশ্রবিক (জি) অনুশ্রবাদাগতং ঠক্। সঙ্গ ঘটতি।
অপ্রধান। মুখ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাহ্য ঘটে। [অনুশ্রব
শব্দ দেখ]।

আনুশ্রব (অব্য) আ-অনু-সঙ্গ-কিপ্। আনুশ্রবী।
পরিপাটী।

আনুশ্রব (জি) অনুশ্রবো দেশে ভবং কচ্ছাদিৎ অণ্।
অনুশ্রব দেশ জাত।

আনুশ্রুত (জি) অনুশ্রুপ্ হ্রস্বোহস্ত উৎসাদিৎ অণ্।
অনুশ্রুপ্ হ্রস্বোযুক্ত মত্মাদি। (জী) ভীপ্। আনুশ্রুতী।
অনুশ্রুপ্ হ্রস্বোযুক্ত বর্ক্। অনুশ্রুত ইদম্ অণ্। অনুশ্রুপ্
সৰ্বস্বীয়। অনুশ্রুপ্ সৰ্বস্বতী উদ্দেশ্যে হবনীয় দ্রব্যাদি।
(ক্ৰী) স্বার্থে অণ্। তান্মসো ভীবতাবঃ। অনুশ্রুপ্ হ্রস্বঃ।
স্বার্থ প্রত্যয়ান্ত শব্দে কোন স্থলে প্রকৃতির লিঙ্গান্তর
হইয়া থাকে।

আনুসায্য (জি) অনুসাযং ভবং পরিমুখাদিৎ অণ্। সক্ষার
পশ্চাৎ জাত।

আনুসীত্য (জি) অনুসীতং ভবং পরিমুখাদিৎ অণ্।
লাভের পশ্চাৎ জাত।

আনুসীৰ্য্য (জি) অনুসীরং ভবং পরিমুখাদিৎ অণ্। লাভ-
নের পশ্চাদ্জাত।

আনুস্মর (জি) অনুস্মরয়া অজিপত্যা দত্তম্ অণ্। অনু-
স্মর দত্ত।

আনুস্মতিনেয় (জি) অনুস্মতো ভবং শুভ্রাদিৎ চক্।
কল্যাণ্যাদিৎ ইনঙ্ চ। অনুস্মরণজাত। পশ্চাদ্গমনজাত।

আনুস্মতিনেয় (জি) অনুস্মতৌ ভবং শুভ্রাদিৎ চক্। কল্যাণাদিৎ
ইনঙ্ চ। স্মৃতির পশ্চাদ্জাত। স্মানের পশ্চাদ্জাত।

আনুস্মরতি (জি) অনুস্মরতি ভবং বাহ্যাদিৎ ঠক্।
অনুশতিকাদিহাদিপদ বৃদ্ধিঃ। যিনি পশ্চাদ্ হরণ করেন
তাঁহা হইতে জাত।

আনুপ (জি) অনুপদেশে ভবম্ অনুপ- (কচ্ছাদিত্যক্।

পা ৪।২।১০০) ইতি অণ্। অনুপদেশ জাত জন্ত, মহিব
গণ্ডার শূকর প্রভৃতি। জল বহল। জল প্রার। (জী) ভীপ্।
আনুপী।

আনুপক (জি) আনুপো জলপ্রার দেশস্থো মনুষ্যস্তমিন্
তৎস্থিতে হসিতে চ বাচ্যো (মনুষ্য তৎস্থিতো বাক্যে। পা ৪।
২। ১০৪) ইতি বৃণ্। জল প্রার দেশস্থ মনুষ্য। জল প্রার
দেশস্থ মনুষ্যজাত জয়না।

আনুত (জি) অনুতং শীলমন্ত অনুত- (হ্রস্বাদিত্যো ণঃ।
পা ৪।৪। ৬২) ইতি ণ। যে সর্বদা মিথ্যার অনুশীলন
করে। জিহ্বাং (ণে ইপি কচিনণ্ কার্যং ভবতি। পা
৪।১। ১৫ সূত্রে) ইতি ভীপ্। আনুতী।

আনুণ্য (ক্ৰী) অনুণন্ত ভাবঃ কর্ণ বা ব্যঞ্। ণগণশ্রুত।
ণগ হইতে মুক্ত হওয়া।

আনুশংসি (পুং জী) অনুশংসন্তাপত্যম্ ইঞ্। দয়ানুর
অপত্য। (জি) আনুশংসৌ ভবম্ আনুশংসি (গহাদি-
ভ্যচ্। পা ৪।২। ১০৬) ইতি হ্র। আনুশংসীঃ। দয়ানুর
অপত্য হইতে জাত।

আনুশংস্ত (ক্ৰী) অনুশংসন্ত ভাবঃ কর্ণ বা ব্যঞ্। অনি-
তুরতা। অনুশংস্ত। স্বার্থে ব্যঞ্। কারুণ্যযুক্ত।

আনেত্ (জি) আ-নী-তৃচ্। আনয়নকর্তা। (জী) ভীপ্।
আনেত্ৰী। আনয়নশীল।

আনেয় (জি) আনীয়েতে আ-নী-কর্মণি বৎ। একদেশ
হইতে দেশান্তরে আনয়ন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে
লইয়া যাওয়া। দক্ষিণাশি। (আনেয়োরন্তঃ ঘটাদিঃ
বৈশ্বকুলাদেয়ানীভো দক্ষিণাশিচ্। সিংকোং পা ৩। ১।
১২৩ সূত্রে)।

আনৈপুণ। আনৈপুণ (ক্ৰী) অনিপুণন্ত ভাবঃ অণ্। উত্তর
পদবৃদ্ধিঃ। পূর্বপদন্ত বিকরে বৃদ্ধিঃ। অপটুতা। অনি-
পুণন্ত ভাবঃ ব্যঞ্ আনৈপুণ্য, আনৈপুণ্য। পটুতার
অভাব।

আনৈশ্বৰ্য্য। আনৈশ্বৰ্য্য (ক্ৰী) অনীশ্বরন্ত ভাবঃ অনীশ্বর
ব্যঞ্। উত্তর পদবৃদ্ধিঃ, পূর্বপদন্ত বা বৃদ্ধিঃ। ঐশ্বৰ্য্যের
অভাব। ঐশ্বৰ্য্যের বিরোধী সাংখ্যাদি মতসিদ্ধ বৃদ্ধির
ধর্ম বিশেষ। ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈ-
রাগ্য, ঐশ্বৰ্য্য, আনৈশ্বৰ্য্য এই আট প্রকার বৃদ্ধির ধর্ম।
তাহারা ভাব রূপ। তন্মধ্যে জ্ঞান ভিন্ন আর সাতটাই
বদ্ধ হেতু।

আন্ত (জি) অম-জ বা ঠক্ভাবঃ উপধা দীর্ঘঃ। পীড়িত।
ইট্ পক্ষে অমিত। পিড়িত। ৩। ক্রবামস্মরসংযুযাস্বনাম্।

পা ৭।২।২৮। কব, অম, স্বর, সংস্ব, আশ্বন এই সকল ধাতুর পরস্থিত নির্ভান্ধানে বিকল্পে ইট্ হর। (আন্তঃ অমিতঃ। সিং কো)। *। অহুনাসিকত্ব ক্রিয়ালো: কৃতিতি। পা ৬।৪।১৫। ক্রিপ্ বা কং ইৎ, ও ইৎ, বলাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অহুনাসিকত্ব ধাতুর উপধা দীর্ঘ হয়।

আন্তর (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভবন্ অণ্। অন্তর। অন্তরন্তরে জাত। মধ্যে জাত।

আন্তরভ্রম্য (ক্লী) অন্তরভ্রমন্ত অন্তরভ্রমণত্ব ভাবঃ ব্যঞ্। সৌসাদৃশ্য।

আন্তরপ্রপঞ্চ (পুং) আন্তরশাসৌ প্রপঞ্চঃ বিস্তারশ্চেতি। কর্মধা। অন্তরন্তরজাত আধ্যাত্মিক বৈভবিস্তার।

আন্তরাগারিক (ত্রি) অন্তরাগারন্ত ধর্ম্যাং ঠক্। অন্তঃপুর রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত পুরুষের কর্তব্য কর্ম।

আন্তরাল (ত্রি) অন্তরালং মধ্যস্থিতিং বেতি অণ্। শরীরের মধ্যে আশ্রয় স্থিতিজ্ঞ। বাহ্যরা শরীরের মধ্যে আশ্রয় স্থিতি জানেন। বাহ্যরা জীবের অণুত্ববাদী। পূর্ণপ্রজ্ঞ মাধব।

আন্তরিক (ত্রি) অন্তরে ভবং ঠক্। অন্তর্গত। মানসিক।

আন্তরিক্ষ। আন্তরীক্ষ (ত্রি) অন্তরিক্ষে ভবন্ অণ্। আকাশজাত উৎপাতাদি। আকাশজাত জল।

আন্তরীপক (ত্রি) অন্তরীপে ভবং (ধুমাদিত্যচ। ৪।২। ১২০) ইতি বুঞ্। অন্তরীপজাত। বাহ্য অন্তরীপে জন্মায়।

আন্তর্গণিক (ত্রি) অন্তর্গণং ভবং ঠক্। গণমধ্যে জাত।

আন্তর্গেহিক (ত্রি) অন্তর্গেহং ভবং ঠক্। গৃহমধ্যে জাত।

আন্তর্বেশিক প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

আন্তর্ধ্য (ক্লী) অন্তরন্ত ভাবঃ ব্যঞ্। অন্তর্ভর্তিষ।

আন্তিকা (স্ত্রী) অন্তিকেব অণ্ অজাদি। টাপ্। জেষ্ঠা ভগিনী। অন্তিকা। (বিরূপকোষ)।

আত্ম (ক্লী) অমত্যেনেন অম-গতো (অমি চি মিত্দি শসিত্যঃ ক্রুঃ। উণ্ ৪। ১৬০) ইতি ক্রু। (অহুনাসিকত্ব ক্রি় বলা কৃতিতি। পা ৬।৪। ১৫) ইতি উপধাদীর্ঘঃ। বায়ু বাহক নাড়ী বিশেষ। (ত্রি) অত্মত্ত্বেনম্ অণ্। অত্ম সঞ্চরীষ। (স্ত্রী) ভীপ্ আত্মী।

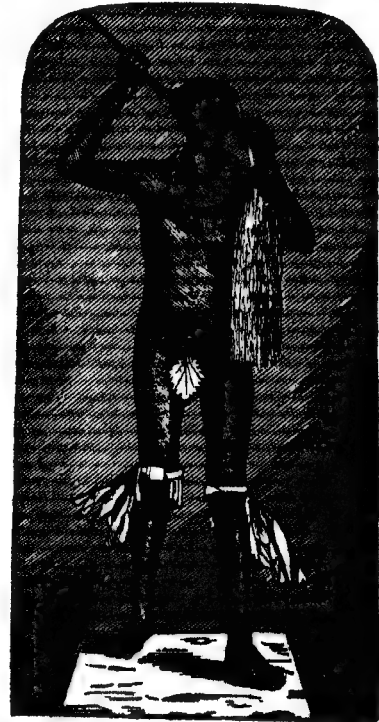
আন্দাজ (পারস্ত) অহুমান।

আন্দাজী (পারস্ত) আহুমানিক।

আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ। ইহা বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ১০° এবং ৪০° উত্তর অক্ষাংশের এবং ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কতকগুলি

দ্বীপ বৃহদাকার এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। বৃহৎ কোকো ৩ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১ ক্রোশ প্রশস্ত। প্রোপারিদ দ্বীপ সকলের উত্তরে আছে। ক্ষুদ্র কোকো প্রায় ১ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১ পোরা প্রশস্ত। এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম ধারে বড় বড় প্রবালস্তর আছে। উত্তর আন্দামানদ্বীপ প্রায় ২২ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৭ ক্রোশ প্রশস্ত। মধ্য আন্দামান প্রায় ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৮ ক্রোশ প্রশস্ত। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ প্রায় ২২ ক্রোশ দীর্ঘ এবং সাড়ে চারি ক্রোশ হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ পর্যন্ত প্রশস্ত। ১৭৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে লেক-টেনান্ট আর্কিবাল্ড বেরার এই সকল দ্বীপের পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

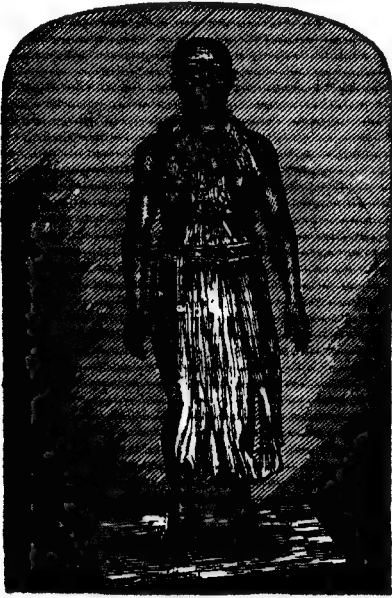
এই দ্বীপ গুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার আদিম নিবাসীরা অতিশয় অসভ্য। দেখিতে মানুষের মত, তাই পত্নী বলা যায় না; নতুবা তাহাদের আচার ব্যবহার ঠিক পশুর সঙ্গে সমান। শরীর কান্ডিদের মত



পুরুষ।

কৃকবর্ণ; চুল পশমের দ্বারা মুগ্ধ ও কোমল, শুষ্ক শুষ্ক হইয়া মাথার উপরে কুঁকুঁ করিয়া উড়িতেছে। আজি কালি আন্দামানে ইংরাজদের গতিবিধি হইয়াছে, অতএব বোতলের অভাব নাই। অসভ্য আন্দামান-

বাসীরা সেই সকল বোতলের কুচি কুড়াইয়া আনে। ইহাই তাহাদের জ্বর। ঐ বোতল কুচি দিয়া তাহারা মাথার চুল কামায়। পুরুষের প্রায় দাড়ী গোপ হয় না। জীলোকদের মাথাতেও বড় বড় চুল নাই। ইহারা খর্রাকার,—অধিক বড় হইলেও পাঁচ ফিটের চেয়ে কাহাকেও দীর্ঘ দেখা যায় না। উদর স্থূল। দাঁত গুলি গোল, ছোট ছোট এবং পরিকার পরিচ্ছন্ন; যেন পাঁতি পাঁতি করিয়া মৃৎ মৃত্তকার দানা সাজান রহিয়াছে। আন্দামানীদের কাপড় নাই। কাজেই কাপড়ের সঙ্গে যে লজ্জা থাকে, আন্দামানীদের সে লজ্জাও নাই,—মাতা পিতা, ভাই ভগিনী, সকলের কাছেই তাহারা বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া থাকে। তবে ইহাদের জীলোকেরা কখন



স্ত্রী।

কখন গাছের পাতা পরে। পাতা পরে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানতার জন্ত নয়,—সে কেবল শরীরের বেশভূষা। মন হইল, পাতার বালর করিয়া কোমরে পরিল; মন হইল না, কিছুই পরিল না। ইহাদের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া আঁজি কাটা, দেখিতে অনেকটা হাতীর গালের মত। ইহাদের মাক চেপ্টা ও ঠোট স্থূল।

আন্দামানবাসীদের কুটার অতি সামান্য। চারি পাঁচটা কাঠী মাটিতে পুতিয়া তাহার উপরিভাগ একত্র করিয়া বাঁধে। চালের উপরে গাছের পাতা দিয়া ছাওরা। কুটারে প্রবেশ করিবার ক্ষুদ্র একটা দ্বার থাকে। ঐ দ্বার দিয়া তাহারা ভুঁড়ি মারিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। কুটা-

য়ের মেঝেতে শয়্যি নাই, গাছের পাতা বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করে। কুটারের চালে শূকরের মাথা এবং দাঁত জুলানো থাকে, ইহাই তাহাদের গৃহলজ্জা।

সমুদ্রে শিকার করিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত ইহাদের ডোঙ্গা ও বাশের ভেলা আছে। কাঠ খুঁদিয়া ডোঙ্গা নির্মাণ করিবার জন্ত কোন প্রকার লৌহ অস্ত্র নাই। গাছের শুঁড়ির এক দিক গোড়াইয়া তাহার পর পাথরদিয়া অঙ্গার চাচিয়া ফেলে, তাহাতেই ক্রমে ডোঙ্গার খোল প্রস্তুত হয়। ইহাদের ধনুক অভিশর লম্বা। তীরের ফলার মাছের কাঁটা কিম্বা শূকরের দাঁত লাগান থাকে। কাহার বা তীরে কাঠের ফলা; ফলার মুখ একটু গোড়াইয়া তীক্ষ্ণ করা। কাঠের বন্ডাম, দা, কুঠার এবং চালও অনেকের হাতে দেখা যায়। এই সকল সামান্য অস্ত্র লইয়া তাহারা শূকর প্রভৃতি বস্ত্রপণ্ড এবং মৎস্ত শিকার করে।

শিকার করিতে বাটবার পূর্বে তাহারা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া সর্বাঙ্গে ধূলা মাখে। ধূলা মাখিলে মশা, মাছী, ডাঁশ প্রভৃতি দংশন করিতে পারে না। তাহার পর পুঠের উপরে বুড়ী জুলাইয়া তাহারা শিকার করিতে বাহির হয়। খাদ্যদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত জীলোকেরাই অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। সমুদ্রে ভাটা পড়িলে তাহারা জলের ধারে ঝিঝুক শামুক প্রভৃতি কুড়াইয়া আনে। পুরুষেরা বস্ত্র পণ্ড মারিবার জন্ত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তন্নিম্ন সমুদ্রের বড় বড় মাছ বিধিবার নিমিত্তও ইহারা তীর ধনুক লইয়া জলের ধারে ধারে বেড়াইতে থাকে। ইহাদের অব্যর্থ সজ্জানের উপমা কেবল অর্জুনের লক্ষ্য বৈধার কথা মনে পড়িলে একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায়,—নতুবা তাহার ঠিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে অগতে আর দ্বিতীয় স্থল নাই। ইহারা রাজ্যিকালে আলো আলিয়া দূর হইতে তীর দিয়া মাছ বিধিতে পারে। সমুদ্রের জলে সাঁতার দিতে দিতে দূরতরবর্তী শকর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে।

পূর্বে আন্দামানবাসীরা বিদেশীর লোককে সহজে আপনাদের ঘীর্ষে আসিতে দিত না,—তাহারা আগন্তুক শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিত। ইউরোপীয়দের জাহাজ প্রথমে আন্দামানের কূলে আসিয়া লাগিলে এখানকার অসভ্য লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ কেহ কুৎসিত অস্ত্রভঙ্গী দেখাইয়া এবং তর্জন গর্জন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

এবং এখন অনেক নাবিককে ও আহাদের ভক্তলোককে ইহার। বিনষ্ট করিয়াছিল। শত্রুকে নষ্ট করিবার সময়ে ইহার। বিলম্ব পঠতা প্রকাশ করিত। সমুদ্রের ধারে আহাদ লাগিলে বলবান পুরুষের। তীর ধুক লইয়া কোণের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। তাহার পর কোন ক্রম বৃদ্ধ ব্যক্তি গিয়া নাবিকদিগকে তুলাইয়া আনিবার চেষ্টা করিত। দৈবাৎ কেহ নিরস্ত্র হইয়া উপরে উঠিলে সকলে মিলিয়া তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে থাকিত। ইহার। অত্যন্ত কৃত্রিম। কোন কোন সময়ে ইউরোপীয়ের। কাচের খেলানা দেখাইয়া তাহাদিগকে তুলই বার অস্ত্র বন্ধ করিয়াছিলেন। আল্লামানবীরা বিনীত ভাবে তাহাদের হাত হইতে খেলানাগুলি লইয়া আবার তীর ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। কিন্তু এখন পূর্বের সে ভাব নাই, ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ইহাদের অনেকটা বনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।

আল্লামানবীরা খ্রীপূর্ববে একত্র মিলিয়া নৃত্য গীত করে। গান কিছুই নয়,—কেবল এক এক বার সিস্দিবার মত চীৎকার করে। নাচিবার সময়ে ইহার। অনেকে মিলিত হইয়া উরুর উপরে ছই হাত দিয়া আঘাত করে। একাকী নৃত্য করিতে হইলে পা ঘোড় করিয়া জন্মার উপরে আঘাত করিতে করিতে সমুখ দিকে লাফাইয়া আসে। ইহাদের নমস্কার বা অভিবাদন করিবার নিয়ম অতি চমৎকার। কাহাকে অভিবাদন করিতে হইলে পা তুলিয়া সম্মান দেখানো হয়। পা দেখাইয়া পরে তাহার। উরুর উপর চাপড়াইতে থাকে। বোবন কাল উপস্থিত না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। সচরাচর বয়ের বয়ঃক্রম ১৮ আঠার কিংবা ২২ বাইশ বৎসর এবং কন্ডার বয়ঃক্রম ১৬ বোল কিংবা ২০ বিশ বৎসর হইলে বিবাহ হয়। জীলোকদের মধ্যে কেহই অসতী নাই। পরকাল, কি, তাহা ইহার। জানে না। ঈশ্বর কি, জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ আছেন কি না,—একথা তাহার। কখন ভাবে নাই, এখনও ভাবিয়া দেখে না। পুরুষের। জীলোকদের প্রতি অভিশর নির্ভর ব্যবহার করে। ইহাদের ভাবার সমস্তপদই অধিক। মূল ধাতু বা শব্দগুলি এক অল্‌বিশিষ্ট, প্রত্যেক শব্দের শেষে একটা করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়া পদের শেষে প্রায় ‘রা’ এই বিভক্তি থাকে। মনুষ্য সম্বন্ধে কিছু বুঝাইলে তখন পদের অন্তে ‘রে’ এই বিভক্তি যোগ করা হয়।

ইহার। ছইয়ের চেয়ে আর অধিক সংখ্যা গণিতে পারে না। ছইয়ের চেয়ে অধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে—‘অনেক,’ কিংবা ‘অসংখ্য’—এই রূপ কোন শব্দ তাহার। ব্যবহার করে। ৯নং সংখ্যা গণিতে হইলে তাহার। এক একটা আঙ্গুলের অগ্রভাগ নাকে ঠেকাইতে থাকে। প্রথমে কনিষ্ঠ আঙ্গুল নাকে ঠেকাইয়া বলে—‘এক’। তাহার পরে অনামিকা নাসিকার দিয়া বলে—‘ছই’। ছই সংখ্যা গণনা করা হইলে অস্ত্র অস্ত্র আঙ্গুলগুলি এক একটা করিয়া নাকে ঠেকাইয়া কহিতে থাকে—‘এই আর একটা, এই আর একটা’। এই রূপে সমস্ত গুলি গণনা করা হইলে বাম হাতের বুজাছুঁ মুড়িয়া ছই হাতের বাকি আঙ্গুলে ৯নং সংখ্যা বুঝাইয়া দেয়। ১ এক গণিতে হইলে দক্ষিণ কিংবা বাম হাতের তর্জনী আঙ্গুল তুলিয়া বলে—‘উবতুল’।

এখন এই জাতির সংখ্যা ২,০০০ ছই হাজারের অধিক হইবে না। ইউরোপীয়ের। আল্লামানবীপুত্র অধিকার করিয়া লইলে অসভ্য লোকদের খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়া পড়িয়াছে, সে কারণ তাহাদের আর বংশবৃদ্ধি নাই। এ দিকে অনেকেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। আল্লামানবীদের পরমাত্মর গড় পরিমাণ ২২ বাইশ বৎসরের অধিক নহে। পকাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার। অভিশর বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব দেখা বাইতেছে, স্বাধীন অবস্থার মানুষের ভাগ্যে উত্তম আহার সামগ্রী জুটে না, তাহার। স্বাস্থ্যকর স্থানে উত্তম গৃহেও বাস করিতে পার না, সে জন্য তাহার। দীর্ঘজীবী নহে।

আল্লামানের মাটি অত্যন্ত সরল এবং জললে পরিপূর্ণ। সে জন্য এখানে মেলেরিয়া জরের অভিশর প্রাচুর্য। সভ্য লোকের কথা কি?—অসভ্য আল্লামানবাসী এবং বনের পশুপক্ষীও মেলেরিয়া জরে প্রাণত্যাগ করে। বঙ্গদেশে মেলেরিয়ার প্রাচুর্য দেখিয়া অনেকে অশ্রয়ান করেন যে, ইংরাজি ঔষধ আমাদের শরীরের উপযোগী নহে। ইংরাজি ঔষধ সেবন করিয়াই আমাদের শরীর ভয় হইয়া গিয়াছে, তাই মেলেরিয়া জরে আমরা কষ্ট পাই। বস্তুতঃ ইহা আমাদের বুঝিবার তুল। ইংরাজি ঔষধ সেবন আমাদের জরের কারণ হইলে অসভ্য আল্লামানবীরা মেলেরিয়া জরে কষ্ট পাইত না।

ইংরাজের। কয়েকবার এখানে সামান্য একটা আড্ডা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু

মেলেরিয়ার উপদ্রবে কেই এখানে সুস্থ থাকিতে পারেন নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেক বিদ্রোহীকে এইখানে আনিয়া আবদ্ধ করা হয়। সেবে নির্কামিত অপরাধীদের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ চারি হাজার হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে যে সকল অপরাধীকে বীপান্তরিত করা হয়, তাহারা আন্দামানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৭২ সালে পের-আলী নামে জনৈক পঞ্জাবী এইখানে ভারতের তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেওকে ছুরীর দ্বারা আঘাত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।

আন্দোল। দোলনে মুহুশালনে অদন্ত চুরাদি। পরং সন্ধ্যা সেট্। লট্-আন্দোলয়তি। লুণ্-আন্দোলয়। লিট্-আন্দোলয়ত্ব-মাস-চকার। ক্ত-আন্দোলিত।

আন্দোলক (পুং) আন্দোলয়তি আন্দোল-কুল্। দোলন কর্তা। যিনি কোন বিষয়ের চালনা করেন।

আন্দোলন (ক্ৰী) আন্দোল-ভাবে লুট্। পুনঃ পুনঃ দোলন। বারবার-সকালন। অস্থানকান। বিবেচনা।

আন্দোলিক (ত্রি) অন্ধো ভক্তঃ শিরসস্ত ঠক্। পাচক।

আন্দোলিব (ক্ৰী) অন্ধীকৃত্য তরামকমুনিয়া দৃষ্টং সাম অণ্। তৃতীয় মবনে-গের আর্ভবপবমান স্তম্ভগত স্তম্ভ বিশেষ।

আন্ধ্য (ক্ৰী) অন্ধত ভাবঃ ব্যঞ্। দৃষ্টি শক্তি রাহিত্য।

আন্ধ (পুং) আ-অন্ধ-রন্। দেশ বিশেষ। তদেশবাসী। সেই দেশের রাজা।

আর (ত্রি) অরং লঙ্কা-ণ। অরলাত কর্তা। *। অরঃ। পা ৪। ৪। ৮৫। তাহা লাভ করিয়া এই রূপ বিত্তীয় সমর্থ অর শব্দের উত্তর ণ প্রত্যয় হয়।

আশ্রয় (ইহা উদ্ভাষনা শব্দের অপভ্রংশ)। অশ্রয়নক।

আশ্রতরয় (পুং ক্ৰী) অশ্রতরয়পত্যং (তত্ত্বাদিত্যন্ত)। পা ৪। ১। ১২৩। ইতি টক্। অশ্রতরয়ের পুত্র বা কস্তা রূপ অপত্য। (ক্ৰী) ভীপ্-আশ্রতরয়ী।

আশ্রতাব্য (ক্ৰী) অশ্রো ভাবো যন্ত অশ্রতাবঃ তন্তাবঃ (শুণবচনক্রাঙ্গাদিত্যঃ কন্দলি চ। পা ৫। ১। ১২৪) ইতি ব্যঞ্। অশ্রতপদ্য।

আশ্রয়িক (ত্রি) অশ্রয়ে প্রশস্তকুলে ভবং ঠক্। প্রশস্তকুল জাত। (ক্ৰী) ভীপ্-আশ্রয়িকী। প্রশস্ত কুলজাতা ক্ৰী।

আশ্রয়ক্য (ক্ৰী) অশ্রয়টেকর অশ্রয়ক্য। স্বার্থে ব্যঞ্। অশ্রয়ক্য শব্দার্থঃ (অপরেচ্যাপ্রায়টক্যং। আশ্রয়ান গুং)।

আশ্রয়িক (ত্রি) অশ্রয়ি অশ্রয়ি অশ্রয়ং তন্ত ভবং ঠক্।

অশ্রুপতিকারিহাঃ হিগদবুজিঃ। প্রতিদিন সাধ্য পাণ্ডা। অশ্রীকিকী (ক্ৰী) অশ্রুপদ্যু ইক্সা পৰ্য্যালোচনা সা প্রয়োজনমত্যাঃ ঠক্। তর্কবিদ্যা। (অশ্রীকিকী হুণীতি-তর্কবিদ্যার্থ শাস্ত্রমোঃ। অমরঃ)। গৌতম প্রণীত আশ্রু-বিদ্যা। অক্ষপাদ তাহা পাঁচ অধ্যায়ে রচনা করিয়াছেন। তাহার আদিত্য সূত্রের অর্থ প্রমাণ, প্রেমের, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, অবয়ব, তর্কনির্ণয়, বাহ্যজ্ঞান, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ছল, জাতি নির্ণয়। এই সকল স্থানের তত্ত্বজ্ঞান হেতু মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। অশ্রীকী শীলমত্যাঃ তন্তে হিতং বা ঠক্। দুর্গা।

অশ্রীপ (ক্ৰী) অশ্রুগতা অপো যমিন্ অশ্রু-অপ (ব্যস্তরূপ-সর্গেভ্যোহপ জেৎ। পা ৬। ৩। ১৭) ইতি জেৎ। অশ্রুকুল। দেশ বুঝাইলে অশ্রু এই উপসর্গের পর অপ শব্দ স্থানে জেৎ হইত না। সে স্থলে উকার আদেশ হয়। (উদনোদ্যেপে। পা ৬। ৩। ১৮)। যেমন, অনূপ।

আশ্রীপিক (ত্রি) আশ্রীপং বর্ততে ঠক্। অশ্রুকুল।

আপ (আপ্) ব্যাপ্তি। চুরাং উভং (পরস্মৈ বুধঃ)। স্বাং পং সন্ধ্যা অনিট্। স্বাং লট্—আপ্নোতি, আপ্নুতঃ, আপ্নু বন্তি। চুরাং লট্—আপয়তি, পক্ষে আপতি। আপয়তে, আপতে। স্বাং লোট্—আপ্নোতু। লঙ্—আপ্নোৎ, আপ্ন-তাম্, আপ্নু বন্। লুঙ্—আপৎ। চুরাং লুঙ্—আপিপৎ। স্বাং লিট্—আপ। আপয়ত্ব-স্বাং বিধিলিঙ্—আপ্নুয়াৎ। আশ্রীলিঙ্—আপ্যুয়াৎ। লুট্—আপ্যতি। লুঙ্—আপ্যৎ। লুট্—আপ্তা। লন্ [আপ্-অপ্যুয়া-মীৎ। অতিপেঙ্গু শব্দ দেখ]। ল্পতি। শত্—আপ্নু বৎ। শানচ্—আপ্নু বান। কন্ধগি—আপ্যতে। তব্য—আপ্তব্য। ক্ত—আপ্ত।

অব পূর্বক আপ ধাতুর প্রাপ্তি বা লাভ অর্থ হয়। যেমন—অবাপ।

পরিপূর্বক আপ ধাতুর প্রচুরতা অর্থ বুঝায়। যেমন—পরিপ্যাপ্ত। অ পূর্বক আপ ধাতুর প্রাপ্তি বা প্রকর্ষ রূপে প্রাপ্তি এই অর্থ বুঝায়। যেমন—প্রাপ্তি।

সম্পূর্বক আপ ধাতুর সম্পূর্ণতা অর্থ বুঝায়। যেমন—সমাপ্ত।

বি পূর্বক আপ ধাতুর সর্বতঃ প্রাপ্তি অর্থ বুঝায়। যেমন—ব্যাপ্ত।

আপ (পুং) আপ্যতে আপ কন্দলি-ব্যঞ্। অষ্টবহুর অস্ত-র্গত চতুর্থ বহু। ধর, প্রব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যাঘ, প্রভাস, বহুদিগের এই আটটি নাম

এসিদ্ধ। অপাং সমূহঃ অণ্। জলসমূহ। আপ্যতে সৰ্বত্র
ব্যাপ্যতে আপ-কৰ্মণি বঞ্। আকাশ। আম্ ব্যাপ্তৌ-
(আপ্যোতেষ্বচ। উণ্ ২। ৫৫) ইতি কিপ্ প্রত্যয়ঃ,
উপধাহবন্ত। অনি অণ্ড্‌চ্‌, স্ব ইত্যাদি পা ৬। ৪।
১১। ইত্যাদিনা দীৰ্ঘঃ। ব্যাপ্যোতি হি অন্তরীকং সৰ্বত্র
জগৎ, আপ্যতে বা প্রাণিভিঃ। অপ্-শব্দে নিত্যং
বহুবচনান্তর্হাৎ বহুবচনান্তত পাঠঃ। (নিষট্)।

পুনশ্চ—কৃৎসং তাতির্হি ব্যাপ্তম্, আপ্যোতেঃ সংগ্রহ
কৰ্মকৰ্মণ্যং। বহা, কৰ্মণি কিপ্, ইচ্ছোণ আপ্য আপঃ,
তদাপ্যোতি ইচ্ছো বা। (নিষট্)।

আপক (ত্রি) আপ ব্যাপ্তৌ ধূল্। আপক। প্রাপ্তিকর্তা।

বিনি কাহাকেও কোন বস্তু বা স্থানাদি প্রাপ্ত করেন।

আপকর (ত্রি) আপকরে ভবম্ অণ্ অঞ্‌চ্‌। আপকরজাত।

আপক (ক্ৰী) আ-পতৎ পকং আ-পত্-ক্ত। অন্নপক কলাই
প্রভৃতি। হড়াপোড়া। অন্ন পাক করা বস্তু।

আপক্ৰিতি (পুং) অপক্ৰিতস্তাপত্যম্ ইঞ। অপক্ৰয়পয়ের
অপত্য। (ক্ৰী) (ক্রোড়াদিত্যশ্চ। পা ৪। ১। ৮০) ইতি
ব্যঞ্ টাপ্ আপক্ৰিত্য। অপক্ৰিতির কত্ম।

আপগা (ক্ৰী) অপাং সমূহঃ অণ্-অণ্ আপগমেন গচ্ছতি
(জলসমূহেন গচ্ছতি) আপ-গম-ড। বহা অপাং সমূহঃ
আপগম্যন্ (সমুদ্রে) গচ্ছতি-ড। নদী। (নদী সরিৎ
ইত্যাদি নিয়গাপগাঃ। অমর)।

আপগেয় (পুং) আপগায়্যং গলায়্যং ভবঃ ঢক্। গাদেয়।
গলায় পূজ। ভীষ।

আপক্ৰিক (ত্রি) আপদং চিক্ৰতি ছিনতি। আপদ-চিক্-
অণ্ পূ-কলোপঃ। বিনি আপৎ ছেদন করেন।

আপটব (ক্ৰী) ন সন্তি পটবোহস্ত তস্ত ভাবঃ অণ্-পটু-
শৃঙা। ন পটু অপটু—এই রূপ তৎপুরুষ সমাস
করিলে অণ্ প্রত্যয় বিধানের পর উত্তর পদের বৃদ্ধি
হইবে। যেমন—অপাটব।

আপণ (পুং) আপণাব্যতে বিক্রয়ার্থং সম্যক্ স্তুরতে
প্রশস্ততে দ্রব্যমত্র আপণ পূ-আধারে ব। হাট। দোকান।
ক্রয় বিক্রয় স্থান। বিক্রয়ের নিমিত্ত যে স্থানে বিক্রেতার
নিজ নিজ দ্রব্যের প্রশংসা করিয়া থাকে। নিয়ম্য।

আপণিক (ত্রি) আপণানিবন্যায় আগতং ঠক্। হাট
হইতে আগত। আপণস্ত ধর্ম্যং ঠক্। হাটের বণিকদের
ধর্ম্য। আপণস্তাবক্রয়ঃ রাজগ্রাহ্যঃ ঠক্। হাটের রাজ-
কর বা তোলা। (আপণ্যতে বিক্রয়ার্থং ত্যোতি
আপণ-আপ্তি-পণি পণি পতি ধনিভ্যঃ। উণ্ ২। ৪৫)

ইতি ইকন্। বণিক। (আপণিকো বণিক্। উজ্জলকত)।

আপতন (ক্ৰী) আ-পত-ভাবে লুট্। আগমন। প্রাপ্তি।
জান। দৈববশাৎ পতন।

আপতি (পুং) আ-পত-সর্গবাতুতা ইন্। উণ্ ৪। ১১৭

ইতি ইন্। সতত গামী বায়ু। সদাপতি।

আপতিক (পুং) আপততি শীঘ্রম্ আ-পত-ইকন্। তেন।
বাজপকী। (ত্রি) দৈবায়ত। (তেনদৈবায়তরোক্ত সত্ত
আপতিকোবুধেঃ। (উণ কো)। [আপনিক শব্দে
স্বয়ং দেখ]।

আপতিত (ত্রি) আ-পত-ক্ত ইট্। হঠাৎ আপত। দৈবায়
পতিত। বাহা ঘটরাছে।

আপৎকল্প (পুং) আপদি উচিতঃ কল্পঃ বিধিঃ। শাক-
তৎ। আপৎকালে বাহা করা কর্তব্য।

আপৎকাল (পুং) আপহ্যক্তঃ কালঃ। শাক-তৎ।
আপদ্বুক্ত কাল।

আপৎকালিক (ত্রি) আপৎ কালে ভবৎ (কাভাদিত্য-
ঠক্ ঞ্ঠৌ। পা ৪। ২। ১১৬) ইতি ঠক্ ঞ্ঠি কা।
আপৎ কালে জাত।

আপত্তি (ক্ৰী) আ-পদ-ক্তিন্। আপদ্ব। রোগাদি দ্বারা
অভিভূত অবস্থা। জীবনোপায়ের অপ্রাপ্তি। প্রাপ্তি।
অর্থাদির সিক্তি। অনিষ্ট এসকল অর্থাপত্তি। ব্যাপ্যের
আহার্য্যেহেতু ব্যাপকে আহার্য্যের আরোপ। বহা, যদি
বহি না থাকে তবে ধূম থাকে না।

আপত্য (পুং) অপত্যাদিকারে বিহিত অণ্। পানিনি
প্রভৃতি কর্তৃক (তস্তাপত্যং পা ৪। ১। ৯২) এই অধিকারে
বিহিত প্রত্যয়। *। আপত্যস্ত চ তদ্ধিতেহনাতি। পা। ৬।
৪। ১৫১।

আপথ (গ্রাম্য) মন্ম পথ। যে পথ দিয়া লোক চলে না।

আপথি (পুং) অভিযুথঃ পথঃ বস্ত বেদে নি-ইৎ ল-।
সমুৎথের পথ সম্বন্ধীয়। (ক্ৰী) বা ঙীপ্। আপথী।

আপদ্ব (ক্ৰী) আ-পদ্ব (সম্পদাদিত্যঃ কিপ্। পা ৩। ৬।
৯৪ হুজ্বে) ইতি কিপ্। বিপত্তি। দুর্ঘটনা।

আপদকাল (পুং) আপদ্ব। কতোহকালঃ। শাক-তৎ।
বিপদের দ্বারা যে অসময় ঘটরাছে।

আপদেব (পুং) আপত্ত জল সমূহস্ত দেবঃ। জলাদিহাত
দেবতা। বরুণ। আপ এব দেবঃ। জলদেবতা।

আপদ্বর্ম (পুং) আপদি আপৎকালে অনুষ্ঠেয়ো ধর্ম।
শাক-তৎ। বিপদ কালে যে রূপ ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে
হয়। (ক্ৰী) আপদ্বর্মবিধিত্য কতো গ্রহঃ অণ্। মহা-

ভারতের অন্তর্গত শান্তি গর্বের মধ্যে কৃত্ত পক্ষ বিশেষ।
আপন (স্ত্রী) আপ-ভাবে লুট্। প্রাপ্তি। কর্ণি লুট্।
মরিচ। চলিত কথার আপন শব্দে 'নিজ' এই অর্থ
বুঝায়। আত্মীয়। 'কেবা কার, কে তোমার, কারে
ভাব রে আপন'।

আপনা-আপনি (দেশজ) নিজে নিজে। স্বতাবতঃ।

আপনি। বালা। ভাবার মাননীয়া ব্যক্তিকে তুমি তুই
ইত্যাদি না বলিয়া আপনি বলা যায়। ইহা সংস্কৃত ভবৎ
শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হয়। 'আপনি কোথা যাইবেন' ?

আপনিক (জি) আপনাব্যতে জনৈঃ স্তরভে আপন
ইকন্। ইন্দ্রনীলমণি। কিরাত। ব্যাধ। (ভিন্নেন্দ্রনীল-
রৌচিবাপনিকাপনিকৌ শ্বভৌ। উৎ কো০)। (আপ-
নিকঃ ইন্দ্রনীলঃ কিরাতশ্চ। উজ্জলমন্ত)। [আপনিক
শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

আপনের (জি) আ-অপ-নী-কর্ণিণি যৎ। সর্বদা আপনের।
দুরীকার্য।

আপন্ন (জি) আ-পদ-ক্ত। আপদগ্রস্ত। প্রাপ্ত।

আপন্নস্বা (স্ত্রী) আপন্নং প্রাপ্তং স্বং গর্ভরূপঃ প্রাণী
যয়া। বহুব্রী। বাহার গর্ভে প্রাণী জন্মিয়াছে। গর্ভিণী স্ত্রী।
(আপন্নস্বা ভাদ্গুর্বাণ্যন্তব্রী চ গর্ভিণী। অমর)।

আপমিত্যক (জি) অপমিত্য পরিবর্ত্য নিবৃত্তং (অপ-
মিত্য যাচিতাত্ম্যং কক্কনৌ। পা ৪। ৪। ২১) ইতি
কক্। বিনিময় দিয়া ক্রয় করা। বদল দিয়া বস্তু লওয়া।

আপয়া (স্ত্রী) আপেন জলসমূহেন যাতি আপ-বা-ক।
নদী বিশেষ।

আপয়িত্ব (জি) অপ-পিচ্-তৃচ্। প্রাপণকর্তা। যিনি কোন
বস্তু পাওয়াইয়া দেন।

আপরাধা (স্ত্রী) অপ-রাধ-গিচ্-বাহ০ ন অপরাধঃ তত্ত
ভাবঃ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিত্যঃ কর্ণি চ। পা ৫। ১।
১২৪) ইতি ব্যঞ্। অপরাধ কর্তৃষ।

আপরাধিক (জি) অপরাধে ভবৎ (পূর্বারূপরাধা-
মূল প্রদোষাবকারাণু। পা ৪। ৩। ২৮) ইতি বুন।
অপরাধে জাত। অপরাধে ভবৎ অপরাধ-ঠঞ্। অপ-
রাধে জাত। বাহ্য বিকালে হইয়াছে। অপরাধ ব্যাপক।

আপর্তুক (পুং) ঋতুমধিকৃত্য অধ্যায়ঃ তত্র বিহিতঃ
করঃ অপ-অতৃ ল০ কন্ স্বার্থে অণ্। ঋতুবিশেষে যাগাদি
নিমিত্ত নির্দিষ্ট অধ্যায় বোধক বেদের কর গ্রহ বিশেষ।

আপব (পুং) আগুনাত্তি স্পর্শমাজেণ আপু জলং তদধি-
ষ্ঠাত্য বকগোহপি আপুঃ তস্তাপত্যম্ অণ্। করভেদে

বকপের অপত্য বলিষ্ট বুন। মহাকারভের আদিপর্বের
৯৯ অধ্যায়ে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে।

আপং জলসমূহং যাতি আশ্রয়তরা প্রাপ্যোতি
আপ-বা-ক। নারায়ণ। পরমপুরুষ। সৃষ্টির প্রথমে নারা-
য়ণের আবাস স্থান জল ছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ
হরিবংশের ১। ২ অধ্যায়ে আছে।

আপস্ (স্ত্রী) আগ্নোতি ব্যাপ্যোতি এলভে বহুভন্ আপ-
(আপঃ কর্মাধ্যায়ঃ হ্রস্বোহুট্। চ। উৎ ৪। ২০৭) ইতি
অভ্। জল। চলিত কথার দ্বারাও বহুবচন দ্বারা বিবাদ
পরিহার করাকে আপস কহে। আপস শব্দে গোপন
এই অর্থও বুঝায়।

আপত্ত্ব (পুং) অপ-বিপর্যায় তন্মিন্ ভবঃ অণ্ আপঃ
তত্ত বারণে ত্ব ইৎ। অষ্টাদশ শ্রুতিকারের মধ্যে এক
জন শ্রুতিপ্রণেতা ঋষি। তৈত্তিরীয় যজুর্বেদেও ইহার
নাম দেখা যায়; কিন্তু এই ঋষির বিশেষ বিবরণ
পাওয়া দুর্ঘট। তিনি কল্পতরু সঙ্কলন করিয়াছেন,
তাহার প্রণীত সংহিতা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তাহাতে
কেবল প্রামাণ্যিত্বের বিধান আছে। আপত্ত্ব যজ্ঞপরি-
ভাবার লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণকে বেদের সঙ্গে
সমান বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য। (যজ্ঞব্রাহ্মণাত্মকং
তাবৎ, অহুইৎ লক্ষণম্। অতএব আপত্ত্বো যজ্ঞপরি-
ভাবায়ামেবাহ—'যজ্ঞব্রাহ্মণরোবেদনামধেয়ম্'। (সারণ
কৃত ঋগ্বেদ উপক্রমণীকার)। কিন্তু একথা সকলে স্বীকার
করেন না।

অনেকে কল্পতরুকেও বেদের সঙ্গে সমান বলিতে
চাহেন। কিন্তু গুরু প্রভাকর তাহা অসঙ্গত বলিয়া
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কহেন যে, কল্পতরুর বেদত্ব
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। (কল্পত বেদত্বং নাদ্যপি
সিদ্ধম্)।

ভারমালাবিন্দ্যারে লিখিত আছে—বৌদ্ধায়নাপ-
ত্ত্বাখলয়ন কাভ্যায়নাদি নামাঙ্কিতাঃ কল্পতরাদিগ্রন্থাঃ,
নিগম-নিরুক্ত-বড়দগ্রন্থাঃ, মানবাসিন্দুতরশ্চ অপৌরু-
ষেয়াঃ ধর্মবুদ্ধিজনকৃষ্যং বেদবৎ। ন চ মূলপ্রমাণসা-
পেক্ষেণ বেদবৈবম্যমিতি শব্দনীয়ম্। উৎপন্নানাঃ বুদ্ধেঃ
স্বতঃপ্রামাণ্যাদীকারেণ নিরপেক্ষত্বাৎ। যৈবন্, উক্তাহু-
মানস্ত কালাভ্যরোপদিষ্টত্বাৎ। বৌদ্ধায়নহ্রদ্রাপত্ত্ব-
হ্রদ্রমিত্যেবং পুরুষনারা ভে গ্রন্থ উচ্যতে।

বৌদ্ধায়ন, আপত্ত্ব, আখলয়ন ও কাভ্যায়ন গ্রন্থ-
তির নামে চলিত কল্পতরাদি গ্রন্থ; নিগম, নিরুক্ত এবং

বড়ই গ্রহ; এবং মনু প্রভৃতি প্রবীণ দ্বিতীয়ার্থ এ উলি
আপোকলিপ্সের। ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে ধর্মবুদ্ধি জন্মে বলিয়া
উহাদের বেদতুল্য আদর করা চাই। উহাতে মূল-
প্রমাণের অপেক্ষা আছে বলিয়া বেদ হইতে বিভিন্ন
জ্ঞান করা উচিত নহে। যে হেতু তাহাতে যে জ্ঞান
উৎপন্ন হয় তাহা নিরপেক্ষ, কারণ তাহা স্বতঃসিদ্ধ
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এ যুক্তি
সঙ্গত নহে; কারণ বহুকাল গত হইলে উক্ত অহুমান সিদ্ধ
হইয়াছে। বোধায়ন হৃত্র, আপস্তম্ব হৃত্র ইত্যাদি স্মৃ-
ত্বের নামে ঐ সকল গ্রন্থ কথিত হইয়া থাকে।

আপস্তম্বসাপত্যং (অনুযানস্তথো বিদাদিত্যোহঙ্।
৪।১।১০৪) ইতি অঙ্ (পুং স্ত্রী)। আপস্তম্বের পুত্র
বা কস্তারূপে অপত্য। (স্ত্রী) ভীপ্ আপস্তম্বী। (ত্রি)
আপস্তম্বশ্চেদম্ আপস্তম্ব-ছ। আপস্তম্বীয়। আপস্তম্বেন
প্রোক্তমধীতে বা অণ্ তন্ত লুক্। (বহবৎ)। যিনি আপ-
স্তম্বের কথিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। আপস্তম্বাং
ভবঃ চক্ আপস্তম্বের। আপস্তম্বের কস্তা হইতে জাত।
আপস্তম্বিনী (পুং) অপাং বিকারঃ অণ্ আপস্তম্ তন্ততে
নিবারয়তি আপ-স্তম্ব-গিনি। নকারান্ত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে
ভীপ্। লিঙ্গিনী লভা।

আপাক (পুং) আ সম্যক্ পচ্যতে ঘটাদি অত্র আ-
পচ-আধারে ঘঞ্। কুস্তকারদের পোষান, বাহাতে
হাঁড়ি কলসী পোড়ায়। ভাবে ঘঞ্। ইষৎ পাক। সম্যক্
পাক। পুটপাক। (অব্য) মর্যাদার্থে অব্যয়ী। পাক পর্য্যন্ত।
আপাঙ্ (অপামার্গ শব্দের অপভ্রংশ) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ।
বড়তরু। [অপামার্গ শব্দ দেখ]।

আপাক্য (স্ত্রী) অপাঙ্গে নেত্রপ্রান্তে দেয়ৎ ঞ্য। অপাঙ্গে
দেয় অঙ্গন। কাজল।

আপাত (পুং) আ সম্যক্ পাতঃ পাতনম্। পতন।
আপততি যন্মিন্ আধারে ঘঞ্। পতন কাল। আ হঠাৎ
পাতঃ। বিবেচনা না করিয়া আগমন। বর্তমান কাল।
উপক্রম। পথ। সমীপে আগমন।

আপাতক (আপাততঃ শব্দের রূপান্তর) চলিত বাঙ্গালায়
ইহাতে 'এখন' এই অর্থ বুঝায়।

আপাতলতিকা (স্ত্রী) বৃত্তরত্নাকরোক্ত বৈতালীর বৃত্ত
বিশেষ। তাহার লক্ষণ যথা—

আপাতলতিকা কথিতেষং ভাদ্রশুককাবে পূর্ববদন্তঃ।

যে বৃত্তে ভ গণের উত্তর দুইটা গুরু বর্ণ থাকে এবং
অন্ত সমস্তই বৈতালীর জ্ঞান হয় তাহার নাম

আপাতলতিকা। বৈতালীরের লক্ষণ যথা, বড়বিশদে
হঠাৎ সবে কলান্তান্ত সবে স্ত্যমো নিরন্তরাঃ। ন সমান্ত
পর্য্যাপ্তা কলা বৈতালীরে হন্তেরলৌ গুরুঃ।

আপাততন্ (অব্য) আপাত-তলিন্। কারণ বিনা।
অকমাৎ। অবধারণ না করিয়া। চলিত বাঙ্গালায়
'আপাততঃ' শব্দে সম্প্রতি, ইমানীং এই রূপ অর্থ বুঝায়।
আপাত্য (ত্রি) আপততি আগচ্ছতি স্বরমাক্রমিতুং
(ভব্যপেরপ্রবচনীরোপহানীরজ্ঞাপ্লাব্যাপাত্য বা।
পা ৩।৪।৬৮) ইতি নিং গ্যৎ। আক্রমণ করিতে যিনি
স্বয়ং আগমন করেন। ভাবে গ্যৎ। কর্তব্যের আগমন।
কর্মণি গ্যৎ। আগমনীর দেশাদি। (অব্য) আ-পত-
গিচ্-ল্যপ্। সকল প্রকারে পতন করাইয়া।

আপাদি (পুং) আ-পদ-ঘঞ্। কললাত। আগতি।
(অব্য) মর্যাদার্থে অব্যয়ী। পাদপর্য্যন্ত। 'আপাদ মন্তক'
অর্থাৎ পা হইতে মন্তক পর্য্যন্ত।

আপাদন (স্ত্রী) আ-পদ-গিচ্-ল্যট্। আপত্তি বিবরী-
করণ। সম্পাদক জ্ঞানদ্বারা সম্পাদ্যের নিশ্চয়। পদ-
গিচ্-ভাবে ল্যট্। সম্পাদন।

আপান (স্ত্রী) আ সম্যক্ পীয়তে সুরা অত্র আধারে
ল্যট্। যে স্থলে অনেকে বসিয়া মদ্যপান করে।
ভৈরবী চক্র। (আপানং পানগোষ্ঠিকা। অমর)।
ভাবে ল্যট্। মিলিত হইয়া সুরাপান। স্বার্থে কন্।
আপানক। সুরাপান স্থান। ভৈরবী চক্র। সুরাপান।

আপামর (অব্য) মর্যাদার্থে অব্যয়ী। পামর পর্য্যন্ত।
সকলে। 'আপামর সাধারণ' অর্থাৎ পামর পর্য্যন্ত সকল
লোকেই।

আপায়িন্ (ত্রি) আপিবতি আ-পা-গিনি। সুরাপান
কর্তা। মদ্যপারী। (স্ত্রী) ভীপ্ আপায়িনী।

আপালি (পুং) আ-পা-ভাবে কিপ্ আপঃ সম্যক্ পানং
শোণিতাদেঃ তদধর্মলতি ব্যাঘ্রোতি কেশান্। অল-
(সরু ধাতুভ্য ইন্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। কেশ কীট। উকুন।
আপি (পুং) আপ্-গিচ্-ইন্। ধনাদি প্রাপক। আপ্যতে
আপ-কর্মণি ইন্। প্রাপ্ত বহু। তন্ত ভাবহম্ আপিহ।
বহুত্ব। ক্ষণ্যতা।

আপিঞ্জর (স্ত্রী) ইষৎ পিঞ্জরম্। প্রাদি সৎ। বর্ণ। (পুং)
অন্ন হরিতাল বর্ণ। (ত্রি) অন্ন হরিতাল বর্ণযুক্ত।

আপিল (ইংরাজি appeal) নিম্ন আদালতে কোন বিচার
হইলে পুনর্বিচারের নিমিত্ত উক্ত আদালতে প্রার্থনা।

আপিশলি (পুং) অপিশলত তন্নামক মুনিভেদস্তাপত্যম্

ইচ্ছা আশ্রয়িত্তে বৃদ্ধিঃ। আদি শাস্তিক মুনিবিশেষ। এক জন প্রাচীন বৈয়াকরণ। ইনি পানিনির পূর্বে প্রোক্ত হইয়াছিলেন। অষ্টাধ্যায়ীতে ইহার নামোদ্যে দেখা যায়। অপিশলিনা প্রোক্তম্ অণ্। আপিশল। (স্ত্রী) অপিশলিনপ্রাপ্ত শাস্ত্র।

আপী (ত্রি) আ-পৈ-কিপ্। পী-সম্প্রসারণঃ পীৰ্ণঃ। হুল। বৃদ্ধিবৃত্ত।

আপীড় (পুং) আ-পীড়-অচ্। মাধার পরিবার নাল। শিরোভূষণ। (শিখাআপীড় শেখরৌ। অমর)। গৃহের বাহিরে নির্গত কাষ্ঠ। (ত্রি) যে পীড়া দেয়।

আপীড়া (স্ত্রী) আ-পীড়-অ টাপ্। সম্যক্ পীড়া।

আপীড়িত (ত্রি) আ-পীড়-ক্ত। নিন্দীকৃত। নিহৃত।

আপীত (স্ত্রী) আ জৈবং পীতম্। প্রাদি স০। মাস্তিক বাতু। (পুং) অন্ন পীতবর্ণ। (ত্রি) অন্ন পীতবর্ণযুক্ত। যে জল বা দুগ্ধ প্রভৃতি বস্তু অন্ন পান করা হইয়াছে।

আপীন (স্ত্রী) আ-প্যার-ক্ত পী আদেশঃ। (তকার স্থানে নকার)। গোত্র প্রভৃতির পালান। (পুং) কৃপ। *। প্যারঃ পী। পা ৬। ১। ২৮। 'ওপ্যারী' এই ধাতুর পর নিষ্ঠা প্রত্যয় বিহিত হইলে প্যার ধাতুর স্থানে বিকরে পী আদেশ হয় এবং নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হয়। স্বাক্ ব্রহ্মাইলে নিত্য পী আদেশ হইয়া থাকে, অন্তত্বে বিকরে পী হয়। যেমন,—পীনং সুখম্। অন্তত্বে—প্যানঃ পীনঃ বা স্বেনঃ। উপসর্গ থাকিলে পী আদেশ হয় না। যেমন—প্রপ্যান, আপ্যান ইত্যাদি। কৃপ এবং পণ্ড-নিগের পালান ব্রহ্মাইলে আঙ্ পূর্বক প্যার ধাতুর স্থানে নিত্য পী আদেশ হয়। (আঙ্ পূর্বকত্বাচ্ছলোঃ ভাদেব। পা ৬। ১। ২৮। স্বরে)।

আপুপিক (ত্রি) অপূপঃ শিরমন্ত ঠক্। যে পিটে পুলি কটি প্রভৃতি পাক করে। অপূপে—অপূপতকণে সাধু (উড়ানিত্যঠক্। পা ৪। ১। ১০০) ইতি ঠক্। শুক প্রভৃতি দ্রব্য বাহা দিয়া পিঠা ধাওয়া যায়। অপূপো ভক্তিরত (অচিত্তানদেশকালং ঠক্। পা ৪। ৩। ১৬) ইতি অচিত্ত-দ্বাং ঠক্। অপূপতক্ত। অপূপঃ পণ্যমন্ত ঠক্। অপূপ বিক্রেতা। অপূপতক্তকণং শীলমন্ত ঠক্। অপূপতক্তকণশীল। অপূপতক্তকণং হিতমন্ত ঠক্। অপূপ তক্তকণ বাহার হিত-কর। অপূপানাং সমূহঃ অচিত্তদ্বাং ঠক্। (স্ত্রী) অপূপসমূহ।

আপুপ্য (পুং) অপূপায় সাধুঃ বা ক্র্যাচাউলের চূর্ণ, বব, গোধূম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে অপূপ প্রস্তুত করা হয়।

আপূর (পুং) আপূর্যতে ইনেন আ-পূর-করণে বঞ্। জলাদির প্রবাহ। ভাবে বঞ্। সম্যক্ পূরণ। অন্ন পূরণ। অভিব্যাপ্তি।

আপূরণ (স্ত্রী) আ-পূর-ভাবে লুট্। সম্যক্ পূরণ। আপূরয়তি আ-পূর-ণিচ্-ল্যু আপূরক। যে সম্যক্ প্রকারে পূরণ করে। (পুং) নাগবিশেষ।

আপূরিত (ত্রি) আ-পূর-ক্ত ইট্। বাহার পূরণ করা হইয়াছে। অভিব্যাপ্ত।

আপূর্তি (স্ত্রী) আ-পূর-ক্তিন্। জৈবং পূরণ। সম্যক্ পূরণ।

আপূর্যমাণ (ত্রি) আ-পূর-কর্ণণি শানচ্। সম্যক্ পূর্য-মাণ। সম্যক্ ব্যাপ্ত। আপূর্যতে সূর্য্যকিরণৈশ্চন্দ্রোহজ আধারে শানচ্। শুক্ল পক্ষ।

আপুষ (স্ত্রী) আপূর্যতি শরীরমনেন আ-পুষ-বৃদ্ধৌ অচ্। রক্ত। রাঙ। (অব্য) মর্যাদার্থে অব্যয়ী। সূর্য্য পর্য্যন্ত।

আপূচ্ (ত্রি) আ-পূচ্-কিপ্। সংসর্গযুক্ত।

আপূচ্ছা (স্ত্রী) আ-প্রচ্ছ-(বিত্তিদাদিত্যোহঙ। পা ৩। ৩। ১০৪) ইতি অঙ্ সম্প্রসারণম্ টাপ্। প্রস্র। আলাপ। আভাবণ। বাতারাতির সমর শুভপ্রস্র। আনন্দ।

আপূচ্ছ্য (ত্রি) আ-প্রচ্ছ-বেদে (হুলসি ইত্যাদি। পা ৩। ১। ১২০) ইতি নি০ ক্যপ্। জিজ্ঞাত। (অব্য) আ-প্রচ্ছ-ল্যপ্। জিজ্ঞাসা করিয়া।

আপেক্ষিক (ত্রি) অপেক্ষাতঃ আগতং ঠক্। তুলনা দ্বারা প্রাপ্ত। অন্তের সঙ্গে তুলনা করিয়া বাহা নির্ধারিত হয়। (স্ত্রী) ভীপ্ আপেক্ষিকী।

আপোক্রিম (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত জন্ম লগ্ন হইতে তৃতীয় বর্ষ, নবম এবং দ্বাদশ স্থান।

আপোময় (ত্রি) আপস্ বিকারে প্রোচুর্ধ্যো বা ময়ট্। জলের বিকার। জল প্রচুর।

আপোমুর্তি (পুং) সারোচিব ময়ুর গুজে বিশেষ। হরি-বংশের ৬। ৭ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে।

আপোহশান (স্ত্রী) অশ ব্যাপ্তৌ-ভাবে বাহ্। শানচ্। অশানম্ আপসা জলেন অশানম্। ৩-তৎ। জলদ্বারা উপর এবং নিম্নে আন্তরণ রূপ অশ্রাচ্ছাদন কর্তব্য।

আপ্ত (ত্রি) আপ-ক্ত। প্রাপ্ত। বিশ্বস্ত। বৃত্তিমুক্ত। কৃশল। সম্পূর্ণ। বহু। সম্বন্ধ। সত্য। (পুং) স্বনামধাত্যত নাগরাজ। ভ্রমপ্রমাদ রহিত জ্ঞানযুক্ত ঋষি। (স্ত্রী) আপ্তা, অট।

আপ্তকাম (ত্রি) আপ্তঃ প্রাপ্তঃ কামো বেন। বহুব্রী। যিনি ব্রহ্ম এবং আত্মাকে এক বলিয়া জানেন।

পরমাঙ্গ। আশ্বে যুক্ত উচিতঃ কাম ইচ্ছা বস্ত এই
রূপ বিব্রাহ করিলে নৈমারিক বস্ত সিদ্ধ জৈবরকে বুঝায়।
আপ্তকারিন্ (জি) আশ্বে যুক্ত করোতি আশ্বে-ক-পিনি।
৬-তৎ। যুক্ত কারক। আপ্তচালো কারী চেতি কর্মবা।
বিবস্ত ত্তা প্রভৃতি।

আপ্তগর্ভা (জী) আশ্বে প্রাপ্তঃ গর্ভো বরা। বহত্ৰী। গর্ভিণী
জী। যে জীর গর্ভ হইয়াছে।

আপ্তবাচ্ (জী) আশ্বে যুক্তা ভ্রম প্রমাণাদি দোষ রহিতা
বাক্য কর্মবা। বেদ। বেদমূলক স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি।
(জি) আশ্বে যুক্তা বাগ্ বস্ত। বহত্ৰী। ভ্রম প্রমাণাদি
বাক্য রহিত মহর্ষি প্রভৃতি।

আপ্তজ্ঞতি (জী) আশ্বে চালো ক্রতিশ্চেতি কর্মবা পূর্ন
পদন্ত পুস্তভাঃ। বেদ। (জি) বহত্ৰী। স্মৃতি পুরাণাদি।

আপ্তি (জী) আপ-ক্তিন্। প্রাপ্তি। সংযোগ। জী সংযোগ।
(আশ্বে জী সংযোগ সংপ্রাপ্তোঃ। মেদিনী)। লব্ধ।
লাভ। (আশ্বে লব্ধ লাভয়োঃ। হেম)। সমাপ্তি।
সম্পদ। হিত। (আশ্বে লব্ধিহিতো। জিকাওশেব।

আপ্তোর্থ্যম (জী) বাগবিশেষ। ইহা ব্রহ্মার উত্তর যুধ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

আপ্ত্য (জি) আপ-তব্য বেদে-পুং সাধু। গাইবার
যোগ্য। লৌকিক ভাষায় 'প্রাপ্তব্য' এই প্রকার রূপ
হইবে।

আপ্তবান (পুং) অগ্নবান এব স্বার্থে অগ্ন। অগ্নবান
শব্দার্থ। বৎসগোত্র প্রবর ঋষি বিশেষ।

আপ্য (জি) অপামিহম্ অগ্ন। চাতুং স্বার্থে ব্যঞ্জন লব্ধকীর।
(জি) আপ-ব্যং। প্রাপ্য। চাতুসমবস্তরীয় দেব বিশেষ।
হরিবংশের ১৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চাতুস বহুর
সময়ে এই পাঁচ দেবতা ছিলেন। যথা, আপ্য, প্রভূত,
ঋষব, পৃথুক, লেখা। বেদোক্ত জনৈক বীর পুরুষ।
ইহার সন্তানের নাম জিত। তিনি অজগরের সঙ্গে যুদ্ধ
করেন এবং তিনটা মস্তকবিশিষ্ট ও সাতটা লাজুলবিশিষ্ট
অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া পশুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।
(পুং) কৃৎ যুক্ত।

আপ্যান (জী) আ-প্যার-ভাবে ক্ত। প্রীতি। বৃদ্ধি। (জি)
কর্তরি-ক্ত। প্রীত। বৃদ্ধ।

আপ্যায়ন (জী) আ-প্যার-ল্যুট্। বৃদ্ধি। প্রীতি। শিচ্
ল্যুট্ শিচ্ লোপঃ। তৃপ্তি করান। বৃদ্ধি পাওরান।
দীক্ষণীয় মন্ত্রের সংকার বিশেষ। শিষ্যকে যে মন্ত্রে দীক্ষা
করা হইবে তাহার দশ প্রকার সংকারের অন্তর্গত

সংকারবিশেষ। দীক্ষণীয় মন্ত্রের দশ প্রকার সংকার যথা,
১—জনন। ২—জীবন। ৩—ত্যাগন। ৪—বোধন।
৫—অভিবেক। ৬—বিমনীকরণ। ৭—আপ্যায়ন। ৮—
তর্পণ। ৯—দীপন। ১০—তৃপ্তি গোপন।

মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ শতবার, দশবার অথবা সাত
বার, 'ওঁ হ্রৌং' এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। ইহারই
নাম মন্ত্রের আপ্যায়ন সংকার। (জি) ল্যু। আপ্যায়ক।
তৃপ্তিকারক।

আপ্যায়িত (জি) আ-প্যার-শিচ্-ক্ত ইট্ শিচ্ লোপঃ।
পীণিত। তৃপ্তিপ্রাপিত। পূরিত। বর্দ্ধিত। আনন্দিত।
আপ্ত (জি) আপ-পৃ (ক প্রকরণে যুগবিভুক্ত্যামিত্য উপ-
সম্ব্যয়ানম্। পা ৩। ২। ৫ নৃত্তে) ইতি ক। পুরক। বিনি
পূরণ করেন।

আপ্তাচ্ছন (জী) আ-প্রচ্ছ-ল্যুট্। গমনাগমন সময়ে বহু-
গণের পরস্পর কুশল প্রশ্ন। আনন্দ সন্মানম।

আপ্তাচ্ছর (জি) আ-প্র-চ্ছ-ক্ত, তকারন্ত নকারঃ। অত্যন্ত
তৃপ্ত। জৈবতৃপ্ত।

আপ্তপদ (অব্য) প্রপদং পাদাং তৎ পর্যন্তঃ সর্বাধার্থে
অব্যয়ী। পাদাংপর্যন্ত। পারের অঙ্গুলি পর্যন্ত।

আপ্তপতীন (জি) আপ্তপদং পাদাংপর্যন্তঃ ব্যাপ্তোতি
(আপ্তপদং প্রাপ্তোতি। পা ৫। ২। ৮) ইতি খ। মস্তক
হইতে পাদাং পর্যন্ত লম্বমান বস্ত্রাদি। (পাদভাগ্যাপ্তপদ
তদ্ব্যর্থাদীকৃত্য আপ্তপদম্। আপ্তপতীনঃ পটঃ। সিংকৌ)।

আপ্তবণ (জি) জৈবং প্রবণম্। অন্ন নত্র। (জী) আ-প্র-ল্যুট্।
জৈবং প্রবণ। অন্নকরণ।

আপ্তী (জী) আপ্তীপাত্যনয়া আ-প্তী-ড গৌরাদি। জীব্।
প্রযাজ্য দ্বারা বজনিয়।

আপ্তীত (জি) আ-প্তী-ক্ত। সম্যকপ্তীত। জৈবতৃপ্ত।

আপ্তীতপ (পুং) আপ্তীতং সম্যক তৃপ্তং পাতি আপ্তীত-
পা-ক। বিহু। আপ্তীত পা-কিপ্ আপ্তীতপ। বিহু।

আপ্তব (পুং) আ-প্ত-ব্যক্তভাবপক্ষে ঋদোরবিত্তি অপ্।
মান। দেশ ভাসিয়া যাওয়া। জলপ্রাবন। (জী) আ-প্ত-
ল্যুট্। আপ্তবন। মান। জলপ্রাবন।

আপ্তবত্রতিন্ (পুং) আপ্তবঃ সমাবর্তন মানমেব ত্রত-
মন্ত্যন্ত ইনি। স্নাতক গৃহস্থ বিশেষ। বিনি বেদ সকল
অধ্যয়ন করিয়া দারপরিগ্রাহের নিষিদ্ধ সমাবর্ত মান
করিয়া জীবাভের পূর্বে স্মৃতি ঋত্বোক্ত ত্রত বিশেষের
আচরণ করেন।

আপ্তাব (পুং) আ-প্ত- (বিভাবাতি কর্মবাঃ। পা ৩। ৩।

৬০) ইতি স্বপ্ন। আগ্রব শব্দের অর্থ।

আগ্নাবিত (ত্রি) আ-প্ৰ-গিচ্-ক্ত গিচ্-লোপঃ। জলাদি প্রবাহ দ্বারা অভিযান্ত। যে দেশ জলাগ্নাবিত হইয়াছে। আগ্নাব্য (ত্রি) আগ্রবতে আ-প্ৰ-(ভব্যগের প্রবচনীয়োপ-হানীয় জ্ঞাপ্রাব্যাপাত্য। বা। পা ৩। ৪। ৬৮) ইতি কর্তরি গ্যৎ। যিনি জল প্রাবন করেন। ভাবে গ্যৎ। (ক্রী) আগ্রাবম। কর্মণি গ্যৎ। (ত্রি) জলাদি দ্বারা প্রাবিতব্য স্থান।

আগ্নুত (ত্রি) আ-প্ৰ-ক্ত। নাত। গিনি স্নান করিয়াছেন। আর্জীভূত। জ্ঞানেন্তে। (পুং) নাতক গৃহস্থ বিশেষ। (ক্রী) আ-প্ৰ-ভাবে ক্ত। স্নান।

আগ্নুতব্রতিন্ (পুং) আগ্নুতন্ত নাতকন্ত ব্রতমন্ত্যন্ত ইনি। নাতক গৃহস্থ বিশেষ। [আগ্রবব্রতিন্ শব্দ দেখ]।

আগ্নুত্যা (অব্য) আ-প্ৰ-গ্যপ্-ত্বক্। স্নান করিয়া। উন্নয়ন করিয়া।

আগ্নুষ্ট (ত্রি) আ-প্ৰ-ষ-ক্ত। অন্নদক্ষ। সম্যক দক্ষ।

আপু (পুং) আগ্রোতি ব্যাপ্রোতি জগৎ আপ-(শেষযন্ত-জিহ্বা গ্রীবাপ্ৰমীবাঃ। উণ্ ১। ১৫২) ইতি বন্। বায়ু।

আফগনস্থান। আসিয়ার অন্তর্গত একটি দেশ বিশেষ। ইহার উত্তর দিকে হিন্দুকোষ পর্বত। এই পর্বত হিমালয়ের একটি অংশ। তাহার পর সফেদ-কো বা স্বেত-গিরি আছে। স্থল সীমা ধরিতে হইলে ইহার উত্তরে তুর্কস্থান। পূর্বদিকে ভারতবর্ষ; পশ্চিমে পারস্ত এবং দক্ষিণ দিকে বেলুচস্থান। ইহা ৬১° হইতে ৭১° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে, এবং ৩০° হইতে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিক পর্যন্ত ইহার বিস্তার ৭৫০ মাইল এবং উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে ইহা ৪৫০ মাইল প্রশস্ত। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০,০০০ পাঁচ কোটি।

এখানে এই কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদ নদী আছে—কাবুলনদ; ইহার পূর্ব নাম কোফেসু। হেলমন্দ; ইহার অপর নাম ইতিমন্দর। হরিরুদ। সিন্ধুনদও কাবুলের পৃথক ধারে প্রবাহিত হইতেছে।

হিন্দুকোষ, সুলেমান এবং পত্রোপমিসাম বা ঘোর, এই কয়েকটি এখানকার পর্বত। সিন্ধান এবং অবি-হস্তাদ এই দুইটি এখানকার হ্রদ।

এখন আফগনস্থানের মধ্যে প্রধান পাঁচটি বিভাগ আছে; কাবুল, জেলালাবাদ, গজনী, কান্দাহার এবং হিরাত।

আফগনস্থানের উত্তর দিক পর্বতময়। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট উপত্যকা আছে, সেখানে প্রচুর বৃক্ষাদি জন্মে। দক্ষিণদিক বায়ুকাপূর্ণ মরুভূমি।

স্বর্ণ, লৌহ, সীস, সূর্য্য, দস্তা, গন্ধক, সোরা, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি অনেক প্রকার পার্থিব পদার্থের আকর এখানে আছে। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য খনি হইতে তুলিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন করা হয় নাই। গম, যব, ধান, মুগ, ভামাকু, ইক্ষু, বিটপালং, আঙ্গুর, শেউ, তরমুজ, দাড়িম প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্ত ও ফল মূল্যাদি এখানে জন্মিয়া থাকে।

উট, ঘোড়া, গোরু, ছষভেড়া, ছাগল এবং কুকুর, এখান হইতে অত্যন্ত প্রেরিত হয়। আফগনস্থানের উট অতিশয় বলবান্ এবং কষ্টসহিষ্ণু। এখানকার গোরু বিলক্ষণ দুগ্ধবতী। এখানে দুই জাতীয় ছষভেড়া আছে; একজাতির পশম শাদা, আর একজাতির পশম কালবর্ণ। ইহার মধ্যে স্বেতবর্ণ পশম বোম্বাই, পারস্ত এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়। রেশম, কার্পেট এবং নানা প্রকার মালা এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আফগন শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহা ঠিক নিশ্চিত করা যায় না। কেহ কেহ বলেন আরবিক বহুবচন 'ফেগান' শব্দ হইতে আফগন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আফগন জাতিরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তজ্জন্ত উহা-দিগকে ফেগান বলা হইত। আফগনস্থানের আদিম নিবাসীর নাম তৈফা ছিল। আফগানদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ইহুদীদের বংশে জন্মিয়াছেন, সে কারণ তাঁহাদিগকে বন্-ই-ইজ্জেল কহে। এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নেবুদদনেজার জেরুজুলামের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইহুদীদিগকে বাসিনে পাঠাইয়া দেন। আফগন নামক জনৈক ব্যক্তি ইহুদীদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই এখন এই জাতির নাম আফগন হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই জাতিকে আমরা পাঠান বলিয়া থাকি। ইহাদের উপাধি থা। এতদ্ভিন্ন রোহিল প্রভৃতি আরও উপাধি আছে।

আফগনেরা সূর্য্যী সম্প্রদায়ের মুসলমান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক শিয়াও আছেন। বোধ হয়, শিয়ারা যথার্থ পাঠান নহে।

আফগনদের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান,—

হুয়াগী—ইহাদের পূর্ব নাম অবদাখী। ১৭৪৭ খৃঃ আফগানিস্তান শাসন ক্ষুদ্র-পর আফগান-শা কান্দাহার অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি হুয়াগী-হুয়ান (ভ্রমরের রক্ত) এই উপাধি গ্রহণ করেন। আফগান-শাসন উপাধি হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম হুয়াগী হইয়াছে। আফগানিস্তানের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে, বিশেষতঃ হিরাত এবং কান্দাহারে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে।

ঘিলজৈ—ইহারা কান্দাহারের উত্তরে বাস করেন। আফগানিস্তানের মধ্যে ইহারা অতিশয় বলবান এবং সাহসী। শত বৎসর পূর্বে ইহারা ইম্পাহানের অধিপতি ছিলেন। আরবেরা এখানে খিলিজি নামে এক জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খিলিজিরা তুরকবাসী। এ দিকে ঘিলজৈরাও দেখিতে ঠিক তুরকদের মত, সে কারণ বোধ হয় খিলিজি এবং ঘিলজৈ একই শব্দ, কালক্রমে কেবল বর্ণের একটু বিভিন্নতা ঘটিয়া গিয়াছে। ১৮৩৯ সালে ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করেন। তখন আফগানদের দত্তমন্ত্রীদের অজুগত ছিলেন।

যুজুফজৈ—ইহারা পেশোয়ারের উত্তরে পার্শ্বীয় প্রদেশে এবং পর্বতের নিম্নেও বাস করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন, কেবল কতকগুলি লোক ইংরাজ অধিকারে বাস করিয়া আছেন। যুজুফজৈরা অতিশয় কলহপ্রিয়।

ককর—ইহারা আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং তোব ও সুলেমান পর্বতের স্থানে স্থানে বাস করেন। ককরদের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। জেলা-লাবাদের পাঠানদের নাম খুজিয়ানী। পেশোয়ারের পর্বতের উত্তর পশ্চিমদিকে মোহম্মদজৈ শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। ইহাদের প্রধান নগরের নাম লালপুর। খটকদের নিবাস পেশোয়ারে এবং কোহাতে। উৎমান-কেলদের বাস পেশোয়ারের উত্তর দিকের পর্বতে। বজ-সেরা কোহাত, কুরান এবং মিরজৈ উপত্যকায় বাস করে। পেশোয়ারের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে আফ্রিদিগের বাস। ওরকজৈরা কোহাতের উত্তরে এবং পশ্চিমে থাকে। শিনওয়ারীরা খাইবার পর্বতে এবং সফেদ-কোহের উপত্যকায় বাস করে।

এই সকল সম্প্রদায় ভিন্ন আরও কতকগুলি জাতি আছে তাহারা প্রকৃত পাঠান নহে। ইহাদের মধ্যে তাজিকরাই প্রধান। এই রূপে শুনিতে পাওয়া যায় যে,

পূর্বে গাফার প্রকৃতি স্বভাব যে সকল আফগান বাস করিতেন, তাজিকরা তাহাদেরই বংশের লোক। কিন্তু এক্ষণে অল্প অল্প জাতির সঙ্গে তাহারা মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা আফগানদিগকে পার্শ্বীয় বলিয়া থাকে। ইহাদের ভাষাও কতকটা পারস্যের মত। ইহারা গৌরবর্ণ এবং দেখিতে ঠিক পাঠানদের মত, কিন্তু আচরণ-ব্যবহার সর্বোপায়ে সমান নয়। তাজিকদের মধ্যে আর সকলেই কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পাঠানদের মত ইহারা সর্বদা যিৎদলবিশ্বাসে লিপ্ত থাকে না, কাজেই ইহাদিগকে পাঠানদের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। তাজিকরা স্ত্রী মত্তাবলম্বী।

এখানকার কিজিল বাগীরীও প্রকৃত পাঠান নহে। ইহারা আদিম তুরকের লোক। শতের তুরক হইতে পারস্ত দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শেষে নাদির শাহ রাজত্বকালে আফগানিস্তানে আসিয়া বাস করেন। ইহারা গৌরবর্ণ এবং দেখিতে বেশ সুকী। কিজিলবাগীরী কাবুলে নানা প্রকার বাণিজ্য ও চিকিৎসাদি করিয়া থাকেন। এখানকার দেওয়ানি আদালতের কাজেও তাহাদের মধ্যে অনেকে নিযুক্ত আছেন। ইহারা শিখা সম্প্রদায়ের মুসলমান।

আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিম দিকে হজারদিগের বাসভূমি। ইহাদের আকৃতি মোগলদিগের মত। যৌর পর্বত এবং মার্ফের নিকটে অনেক হজার, মোগল ভাষায় কথা কহে। এদিকে ইতিহাসে দেখা যায় যে, চিজিস খাঁর সঙ্গে অনেক মোগল আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিল, সে কারণ স্পষ্টই বোধ হইতেছে, হজার জাতি মোগল ও অল্প কোন জাতির সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিত্তপূর্ণ পারস্তভাষায় কথা কহে। ইহারা কারণ কি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। চিজিস খাঁর অধীনস্থ মোগলদিগকে হুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল; তুমান অর্থাৎ দশ হাজার এবং হজার অর্থাৎ সহস্র। বোধ হয়, পূর্বকার 'হজার' সংখ্যা হইতে এখন এই সম্প্রদায়ের নাম হজার হইয়া থাকিবে।

হজাররা অস্বাভাবিক ঘিলজৈ পটু। তাহারা ঘোড়া চড়িয়া উচ্চ পর্বত হইতে অতি তীব্র বেগে নিম্নে নামিয়া আসে। ইহারা বাক্য প্রকৃত করিতে জানে, দাস বিক্রয় করিয়া থাকে এবং নিকটবর্তী স্থানে লুণ্ঠ করিয়া বেড়ায়। ইহারা শিখা সম্প্রদায়ের মুসলমান। এদাক নামে আর

এক প্রেমীর লোক আছে। ইহার হিরন্ময়ের উত্তর পূর্ব দিকে বাস করে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

হিন্দুকি—হিন্দুজাতি হইতে যাহারা জন্ম লইয়াছে, এখানে তাহাদিগকে হিন্দুকী কহে। কথিত আছে, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা মাকি কজির ছিল। হিন্দুকিরা আফগানহানে বাণিজ্য এবং বেগেতীর কাজ করে। এখানে জাতি জাতিও দেখা যায়। ইহার দরিজ। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মজুর খাটরা দিমশাত করে। ইহাদের মধ্যে নাপিত এবং মেথরও দেখা যায়।

বেলুচি—অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার আখ্যাকুলোভব। ইহাদের মধ্যে কস্তানি, হজদার, খোশাব, লখারি, গুর্কাসি, মরি এবং বজ্রি, এই কয়েকটা সম্প্রদায়ই প্রধান। ইহার অসত্য এবং অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু। বিখ্যাত ইহাদের শরীর বেশ মাজুকের উপাদান দিয়া গড়েন নাই। প্রথম রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কেহ সহজে পিপাসার কান্ডর হয় না। পিপাসা লাগিলেও জলপান না করিয়া স্বহস্তে অনেকদূর থাকিতে পারে। জুংপি পানী সহ্য করিতে মাজুকের মধ্যে জগতে ইহাদের তুল্য আর দ্বিতীয় জাতি দেখা যায় না। ইহাদের ভাষা প্রাকৃতের মত।

শিরা-গোব-কাফের নামে আর এক জাতি আছে। ইহার মুসলমান নহে। শিরা-গোব-কাফের শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ-বস্ত্র পিহিত ব্যক্তিক। মুসলমানেরা এ পর্যন্ত ইহাদিগকে ভোরানের মত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে কাফের কহেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, ইহার আদির আখ্যাজাতির একটা শাখা। ইহাদের কেদেরা ও মেজ আছে। তাঁহারা কাঠের ঘরে বাস করেন। হুংথের বিবর, এই জাতির বিশেষ বৃত্তান্ত এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

আফগানদের মধ্যে কোন জাতি আজও পূর্ব কালের মত পণ্ড লইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের নির্দিষ্ট গৃহ নাই। খোরাসানের মধ্যে এই জাতীয় লোকই অধিক দেখা যায়।

সাধারণতঃ আফগানেরা স্ত্রী, দীর্ঘকায় এবং বিলকণ বলিষ্ঠ। ইহাদের কপালের উপর হইতে মস্তকের মধ্যস্থল পর্যন্ত চুল কামান, দুই পাশের চুল কামান নহে। দাড়ী প্রায় তাম্রবর্ণ, কাহার কাহার কৃষ্ণবর্ণও হইয়া থাকে। ইহাদের মুখাকৃতি গভীর ও গর্বযুক্ত এবং

প্রকৃতি অতিশয় উগ্র। জীলোকদের মধ্যে অনেকই বেশ রূপবতী। তাহার অস্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে। ইহাদের মধ্যে অসত্য নিতান্ত অল্প।

এখন আফগানহান জটনক আরিরের কর্তৃত্বাধীনে আছে। লোকে তাঁহাকে কথায় রাজা বলে, এই ক গোঁরব, নতুবা তাঁহাকে রাজ্যের কর্তা বলিয়া কেহই মানে না। এক একস্থানে এক একজন করিয়া সর্দার আছেন, তাঁহারাই দেশের কতকটা অধীশ্বর। এলকিনিটোন সাহেবকে জটনক প্রাচীন পাঠান বলিয়াছিলেন,—‘আমাদের পরম্পর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটুক, তাহাতে আমরা অস্বাধী নই; রাজ্যে সর্দার বিপ্লব ঘটে, তাহাতে ক্ষতি ভাবি না; বসুমতী যদি শোণিত ধারায় ভাসিয়া যায়,—যাউক, তাহাতেও আমাদের গোঁরব আছে; কিন্তু মাথার উপরে কেহ কর্তৃত্ব করিবেন, পাঠানের প্রাণে সে কা-পুরুষতা সহ হয় না’।

অতি প্রাচীনকালে আফগানহান প্রভৃতি দেশে হিন্দুজাতির বাস ছিল। এখনকার কান্দাহার আমাদের প্রাচীন গান্ধার দেশ। পারস্ত ‘গাক্’ বর্ণের সঙ্গে ‘কাফ্’ বর্ণের সাদৃশ্য আছে, তজ্জন্ত ‘গান্ধার’ শব্দ হলে ভ্রমক্রমে ‘কান্দাহার’ লিখিত হয়। এখন সেই ভুল প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। গান্ধার দেশ গান্ধারীর পিতালয়। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। অনেকের অনুমান এই যে, এখনকার কাবুল দেশই পূর্বে কনোজ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আফগানহানে পূর্বে হিন্দুদিগের অনেক দেবালয়ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এখানে কখন কোন হিন্দুরাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না।

কাবুল নগর কাছে বৌদ্ধদিগের কীর্তির অনেক ভগ্নাবশেষ আজও পড়িয়া আছে। পেশোয়ারের নিকটে কপূরগিরিতে অশোকরাজের নাম দেখা যায়। আফগানহানের উত্তরে বুহদাকার একটা পাবাগমর মূর্তি আছে। উহা একেবারে পর্বত হইতে জন্মিয়া বাহির করা। পৃথিবীতে তত বড় মূর্তি আর আর কোথাও নাই। কাবুলের উত্তরে কোহিসামনে বিস্তর পুরাতন মগরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কাবুলের পর্বতে এবং জেলালাবাদে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ আছে। সিন্ধুনদের কাছে মহাবন পর্বতে এবং পেশোয়ারের নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত নগর, মঠ, মন্দির এবং পুরাতন দুর্গের চিহ্ন পাওয়া যায়। বাস্তব হইতে অনেক প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল।

কান্দাহারের কোন পল্লীতে একটি পাথরের পাত্র আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, শাক্যমুনি ঐ পাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতেন। গজদবী বা গজনী নগর মাঙ্গু কুর্ভুক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন তথায় মাঙ্গুদের কবর ভিন্ন আর কিছুই দেখিবার নাই।

খৃষ্ট ৩২৩ বৎসর পূর্বে মহাবীর আলেকজান্ডার আফগানস্থান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে সেলুকস এই সকল অঞ্চলের রাজা হন। ৩১০ খৃষ্ট পূর্বে তিনি চতুঃশতকে সিদ্ধনদের পর-পারের কতক স্থান বিবাহ সূত্রে দান করিয়াছিলেন। গ্রিসদেশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করিবার সময়ে যে সকল যুদ্ধা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এখনও তাহার অনেক টাকা ও মোহর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল যুদ্ধা হইতে তখনকার রাজাদের কতকটা বিবরণ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩০-৪৫) চীন পরিব্রাজক হুয়েন্সি সাহেব কাবুলে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে তুর্কী এবং হিন্দু রাজা ছিলেন। খৃঃ দশম শতাব্দীতে আফগানস্থান মুসলমানদের হস্তগত হয়। তারিখুল-হিন্দ নামক আরবী পুস্তকে লিখিত আছে যে, বহতি-কিন নামে জনৈক তুর্কী তিব্বৎ দেশ হইতে আসিয়া কাবুলে রাজ্য স্থাপন করেন। পরে বাট পুরুষ পর্যন্ত এই রাজ্য তুর্কীদের হাতে থাকে। কাতোর্মাল এই বংশের শেষ রাজা। তাহার মন্ত্রী নাম কালর। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাতোর্মালের স্বভাব তাদৃশ ছিল না, সে কারণ কালর তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজে রাজা হইলেন। অতঃপর, সুমন, কমল এবং ভীম ক্রমান্বয়ে কাবুলের রাজা হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। পরিশেষে জয়পাল, আনন্দপাল, নারদজনপাল এবং ভীমপাল কাবুলে রাজত্ব করেন।

তৈমুর সমস্ত আফগানস্থান জয় করিয়াছিলেন। ১৫০১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য তৈমুর বংশের কোন সামন্ত রাজার হাতে থাকে। পরে উক্ত কুলোদ্ভব প্রথিত নামা সুলতানবাবর এই স্থান অধিকার করিয়া লন। ১৫২২ সালে কান্দাহার আফগানস্থানের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। দুই শত বৎসর পর্যন্ত দিল্লির মোগল সম্রাটেরা কাবুলের অধীশ্বর ছিলেন এবং হিরাত পারস্তের অধীনে ছিল। কান্দাহার কখন দিল্লির হস্তগত হইয়াছিল,

কোন কোন সময়ে পারস্তের রাজারা ইহা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৩৮ সালে কান্দাহার বাগীর শারভদিগকে দূরীভূত করিয়া ফিলটেল সম্রাটের জনৈক ব্যক্তিকে রাজা করেন। ১৭১৫ সালে হিরাত স্বাধীন হইয়া পড়ে। ১৭২০-২২ সালে ফিলটেলের ইম্পা-হান অধিকার করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত পারস্তে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ১৭৩৭-৩৮ সালে পারস্তের নাদির-শাহ আফগানস্থান পুনর্বার অধিকার করিয়া লন। ১৭৪৭ সাল পর্যন্ত এই স্থান পারস্তের অধীনে থাকে। পরে নাদির শাহ মৃত্যু হইলে আফগানশাহ হুরাণী পারস্তদিগকে দূর করিয়া দিয়া নিজে আফগানস্থানের রাজা হইলেন।

মহাবীর মেলোদিয়ানোর সময়ে কুরাসিসরা ভারত-বর্ষ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পারস্তদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতেছিলেন। তৎকালে শাহ-জুজা আফগান-স্থানের অধিপতি। ইংরাজেরা কুরাসিসদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মালদীর বোর্স্ট্রুমার্টকে শাহ-জুজার নিকটে পাঠাইয়া দেন। এই উপলক্ষে পাঠানদের সঙ্গে ইংরাজদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। ১৮০২ সালে আলেকজান্ডার বর্ণেস বোখারা বাইবার সহরে কাবুলে গিয়াছিলেন। সে সময়ে আমির দস্ত কব্বল এখানকার অধীশ্বর। ১৮৩৭ সালে পারস্তেরা হিরাত আক্রমণ করেন; এদিকে কবেরাও ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, তৎকাল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল উদ্বিগ্ন হইয়া বর্ণেস সাহেবকে রেসিডেন্ট করিয়া কাবুলে পাঠাইলেন। কিন্তু কাবুলের আমির সন্ধিপক্ষে যে সকল সপ্ত রাখিতে চাহিলেন, ইংরাজদের তাহা মনের মত হইল না। এই সময়ে কাবুলের কৃতপূর্ব আমির শাহ-জুজা রাজ্যচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন। ইং-রাজেরা তাহাকেই পুনর্বার কাবুলের আমির করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করেন। ব্রিটিশ সৈন্য সম্মিলিত হইল, রণ সজ্জায় কাবুলাভিমুখে ছুটিতে লাগিল,—সঙ্গে সেনাপতি সার রুড ওরেড। কিন্তু রণজিৎ সিংহ সকল সৈন্যকে আপনার রাজ্যের মধ্যে বাইবার পথ দিয়া বাইতে দিলেন না। সে কারণ সিদ্ধ-প্রদেশের ২১,০০০ সদাতিক সেনা, সার জন কিনের সঙ্গে বোলাল পথ দিয়া সীমা-প্রদেশ পার হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হইলে কান্দাহারের কোহাদিল খাঁ পারস্তে গলাইয়া গেলেন। ১৮৩৯ সালে ইংরাজেরা কান্দাহার অধিকার করিয়া শাহ-জুজাকে আমির করিলেন। তাহার পর সার

হেনরি হুগার গজনীর একটি রুটক ভাঙ্গিয়া ঐ নগর অধিকার করেন। দস্ত মক্কদের সেনাপতি হুজতুল হইরা পড়িল, সে কারণ তিনি হিন্দুকোষপর্বত পার হইয়া পলাইয়া গেলেন। তখন শাহা-সুজা অক্সেসে নগর অধিকার করিয়া লইলেন। যুদ্ধ ক্রাইল। আলেকজান্দার বর্ণেস সাহেব রেসিডেন্ট হইলেন, ম্যাকনটেন সাহেব দৌত্যকার্যের ভার পাইলেন; কাবুল নক্ষার নিমিত্ত শাহা-সুজার সৈন্ত এবং ৮,০০০ আট হাজার ইরাজ সৈন্ত থাকিল, এদিকে সার জন কিন সাহেব বিজয় ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দুই বৎসর কাল ধরিয়া শাহা-সুজা এবং তাঁহার আফগান স্বজনরা, কাবুল আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালের ৩ নবেম্বর, দস্ত মক্কদ আসিয়া ইরাজদের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু পাঠানেরা কখনই স্থির ও শান্তভাবে থাকিবার লোক নহে। তাহার। বীর পুরুষ, পরাধীনতাকে তাহার। নরকের মত ঘৃণা করে। ইরাজের। যে বন্দবস্ত করিলেন, তাহা কাহারও মনঃপূত হইল না। মধ্যে মধ্যে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে ১৮৪১ সালে কাবুলীরা বর্ণেস সাহেব ও তাঁহার কর্মচারীদিগকে বিনষ্ট করিল। সার উইলিয়াম ম্যাকনটেন, দস্ত মক্কদের পুত্র অকবর খাঁর সঙ্গে কথা বার্তা করিতেছিলেন। অকবর খাঁ সুযোগ পাইয়া সেই সময়ে ম্যাকনটেন সাহেবের প্রাণ নষ্ট করেন। ১৮৪২ সালের ৬ জানুয়ারি, ৪,৫০০ সৈন্ত এবং প্রায় ১২,০০০ সহচর কাবুল হইতে পলাইয়া আসে। কিন্তু ঐ সকল লোকের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইদন জেলালাবাদে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। যখন তিনি জেলালাবাদে পৌঁছেন সে সময়ে তাঁহার সর্কাজ অজ্ঞাঘাতে কতবিকৃত এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল। কাবুল হইতে সেমাগণ চলিয়া আসিলে বিজোহীরা শাহা-সুজারও প্রাণ নষ্ট করে। কাবুলে বিভ্রাট ঘটিলে সেনাপতি নট কান্দাহার রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেনাপতি সেল জেলালাবাদে ছিলেন। ১৬ এপ্রেল পোলক সাহেব খাইবার পথ দিয়া জেলালাবাদে উপস্থিত হন। ১৫ সেপ্টেম্বর কাবুল দেশ পুনর্বার ইরাজদের হস্তগত হইল। শাহা-সুজা পূর্বেই নিহত হইয়াছেন, সুতরাং দস্ত মক্কদকে আবার কাবুলের আশ্রয় করা হইল। ১৮৪৮ সালে, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের

সময়ে তিনি আটক অধিকার করিয়া লন। তাহার পর গুজরাটে যুদ্ধের সময়ে শের সিংহের সাহায্যের নিমিত্ত তিনি অনেক আফগান সৈন্ত পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। ১৮৫৫ সালে দস্ত মক্কদ কান্দাহার অধিকার করিলেন। ঐ বৎসরে ইরাজদের সঙ্গে তাঁহার পুনর্বার সন্ধি হয়। ১৮৫৬ সালে পারস্তের। হিরাত লুণ্ঠ করেন, সে কারণ ইরাজের। সঙ্গে পারস্তোপসাগরে উপস্থিত হন। পর বৎসরে পেশোয়ারে গবর্নর জেনারেলের সঙ্গে আমিরের সাক্ষাৎ হয়। পারস্তের আক্রমণ হইতে আফগানিস্তান রক্ষা করিবার নিমিত্ত লাট সাহেব, আমিরকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। ১৮৬৩ সালে দস্ত মক্কদ হিরাত জয় করিলেন। কিন্তু সেই থানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

দস্ত মক্কদের পুত্র শের আলি খাঁ আগির হইলেন। ১৮৬৯ সালে লর্ড মেও, অফলানগরে তাঁহার সঙ্গে বহু সমাদর পূর্বক সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সালে ইরাজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ক্রয়কর্মচারীদের পত্রাদি লেখালেখি হইতে লাগিল। পরিশেষে ক্রয় গভর্নমেন্ট স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। সেই সময়ে ইহাও স্থির করা হয় যে, ব্রি-ই-কুল-ডু-দে, উকুন নদের উৎপত্তি স্থান হইতে বাকের পশ্চিম-ধার পর্যন্ত আফগানিস্তানের সীমা।

১৮৭৮ সালে জেনারেল স্তোমিতফ নামে জনৈক ক্রয় দূতকে কাবুলে প্রেরণ করা হয়। আমির তাঁহার বিস্তর সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু ইরাজের। সার নিবিলি চেম্বারলেনকে প্রেরণ করিলে সের আলি তাঁহার প্রত্যাখ্যান করিয়া আফগানিস্তানের সীমা পার হইয়া যাইতে দেন নাই। তাহার পর আমিরকে অনেক ভৎসনা করিয়া এবং ভয় দেখাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারও কোন উত্তর আসিল না। সুতরাং ইরাজের। কাবুল আক্রমণ করিলেন। শের আলি যুদ্ধ পরাস্ত হইয়া মজরি-শরিফে পলাইলেন, সেই থানে পার্সিক ও মানসিক কষ্টে তাঁহার মৃত্যু হইল। ১৮৭৯ সালে বাকুখ খাকে আমির করা হয়। এই সময়ে একটি নির্দিষ্ট সন্ধিও হইয়াছিল। সেই সন্ধি সূত্রে মেজর সাব লুটিন্ কাভানারী কাবুলের রেসিডেন্ট হইলেন। কিন্তু আফগানিস্তানীরা শান্তভাবে থাকিবার লোক নহে, তাহার। রেসিডেন্ট সাহেব ও তাঁহার অহুচরবর্গকে বিনষ্ট করিল।

সে কারণ ইংরাজেরা পুনর্বার কাবুলে গিয়া অনেক যুদ্ধের পর যাকুব খাঁকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়া, ১৮৮০ সালের ২২ জুলাই আবদর রহমান খাঁকে আমিরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

প্রজাদের কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলে গ্রামের লোকেরা একটা মত স্থির করিয়া পঞ্চায়তের কাছে তাহা পাঠাইয়া দেয়। পঞ্চায়তেরা তাহার পুনর্বিচার করিয়া স্বসম্প্রদায়ের সভার কাছে তাহা প্রেরণ করেন। এই সভায় বিচারের সময়ে মহা হলুহুল ব্যাপার পড়িয়া যায়। বিস্তর বাগ্বিতণ্ডার পরে বিচারের শেষ নিষ্পত্তি হয়। কাজি এবং মুফতিরা পল্লী-গ্রামের বিচার করিয়া থাকেন। মুসলমানদের আইন অনুসারেই বিচার করিবার পদ্ধতি আছে; কিন্তু কাজের সময়ে প্রায় তাহা ঘটয়া উঠে না। প্রচলিত দেশাচার দেখিয়াই অনেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়। এখানে নন-বাতি নামে একটা চমৎকার নিয়ম আছে। কোন লোক অস্ত্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছু প্রার্থনা করিলে গৃহস্থকে অভ্যাগত ব্যক্তির আশা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিতে হয়। ইহাদের একবার কেহ অপকার করিলে পুরুষানুক্রমে তাহা মনে করিয়া রাখে। মনের মত করিয়া প্রতিহিংসা না লইতে পারিলে ক্রোধের শাস্তি হয় না।

আফগনস্থানে বাহারী প্রকৃত পাঠান নহে তাহাদের চলিত ভাষা পারস্ত। আফগনদের ভাষা পুষ্ঠু। ইহা পারস্ত পারস্ত মিশ্রিত।

১৮৫৭ সালে আফগনস্থানের রাজস্ব প্রায় ৪,০০০,০০০ টাকা ছিল। ১৮৬৩ সালে রাজস্বের পরিমাণ ৭,১০০,০০০ টাকা হইয়া উঠে। ১৮৭৯ সালে ৭,৩০০,০০০ টাকা রাজস্ব হয়। ১৮৮০ সালে যাকুব খাঁ, মেজর বিদলফকে বলিয়াছিলেন যে, মোট ১৫,০০০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। আফগনস্থানের রাজস্ব বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, কিম্বা পূর্বের আমিররা ঠিক হিসাব দিতে পারেন নাই, তাহা বলা যায় না।

জমির ফসলের উপর কর নির্দিষ্ট আছে। আবায় বাগাত জমির কর পৃথক্। টাকশাল, গুল, জরিমানা, গুনাহগারী, বাটার কর, ছাইড় পত্রের কর প্রভৃতি নানা বিষয়ে রাজস্ব আদায় করা হয়।

১৮৫৮ সালে আমিরের ১৬ ষোল পণ্টন (৮০০ কোজ) পদাতিক, ০ তিন পণ্টন (৩০০ কোজ) তুঙ্গক-

সোয়ার, প্রায় ৮০ টা ক্ষুদ্র কামান এবং অ.র করেকটা বড় কামান ছিল। আজি কালি পূর্বের চেয়ে সৈন্ত সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

আফলোদয়কর্ম (জি) ফলোদয়পর্যন্তঃ কর্ম যন্ত। বহুব্রী। যে পর্যন্ত না ফললাভ হয় সে কাল পর্যন্ত যে কর্ম করে। অধ্যবসায়শীল।

আফা (দেশজ) জনশ্রুতি। যেমন—এটা আফা মাত্র। মাছ ধরিবার আড়াকল।

আফাপহী। আপাপহী। একশত বৎসরের অধিক হইবে না এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আফাপহীরা এক প্রকার রামায়াত, তাহার সঙ্গে কতকটা বাউলের আচার ব্যবহার মিশানো আছে, আবার মধ্যে মধ্যে একটু মুসলমানী গন্ধও পাওয়া যায়। কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি এই পহী প্রথম সৃষ্টি করিলে আমরা বলিতাম যে, ইহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আফাপহী, সংনামী এবং পণ্টদাসীদের ব্যবহার প্রায় এক রকম।

একশত বৎসরের কম হইবে মোল্লারপুর জেলায় মুন্নাদাস নামে একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তিনিই এই পহীর সৃষ্টি কর্তা। অযোধ্যার পশ্চিমে মাড়বা গ্রামে তাঁহার গাদী আছে। মুন্নাদাসের শিষ্যের নাম গুজদাস, গুজদাসের শিষ্য ভগ্নন দাস। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে মাড়বা গ্রামে একটা মেলা হয়। সেই দিন গুরু কুণ্ডে স্নান করিবার নিমিত্ত অনেক শিষ্য তথায় আসিয়া গাদীর মোহাস্তকে প্রণামী দেয়।

মুন্নাদাস কাহার নিকট শিষ্য হন নাই, মনই তাঁহার গুরু। এই রূপ একটা গাথা চলিত আছে—

রামানুজকে ফোঁজমে বারা গাড়ী পোল।

আফাপহী মনমুখী ফিরে টেলে টোল।

রামানুজের সৈন্ত মধ্যে অনেকগুলি ভাক্সা গাড়ী আছে। মনমুখী আফাপহী গলিতে গলিতে ফিরিয়া বেড়ায়।

এখানে মনমুখী শব্দ হইতেই এই সম্প্রদায়ের গুরুর বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যিনি অস্ত্র কাহাকে গুরু বলিয়া মানেন না, আপনার মন বুঝিয়া কাজ করেন, তিনিই মনমুখী। মুন্নাদাস প্রথমে তাহাই করিয়াছিলেন, তিনি আপনার মনের কাছে উপদেশ লইয়াছিলেন, উপদেশ লইয়া তাহার পর এই মত প্রচার করেন। কিন্তু ইহার ভিতরে একটা কথা আছে,

এখন আফাপহীরা প্রথমে রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হন। গাদীর মোহাস্ত এবং আফাপহীর উদাসীনেরা গৃহস্থদের গুরু। তাঁহারাষ্ট শিষ্যদিগকে মন্ত্র দিয়া থাকেন।

আফাপহীদের মধ্যে গৃহী এবং উদাসীন এই দুই প্রকার লোকই আছেন। উদাসীনেরা গেরুরা বস্ত্রের কোর্ডা, কোঁপীন এবং টুপি পরিয়া থাকেন। কাহার কাহার গলায় তুলসীর হীরা এবং নাক হইতে কপালের উপর পর্য্যন্ত উর্দ্ধ পুণ্ড্র আছে। কেশ রাধিবার নিয়মও এক প্রকার নয়; কাহার মাথা মুণ্ডিত, কাহার আবার গালভরা দাড়ী গোঁপ দেখা যায়। মোহাস্ত-দের গলায় পশমের এক প্রকার মালা থাকে, তাহার নাম সেলী। ইহাদের উপাধি দাস বা সাহেব। পরস্পর দেখা হইলে, 'বন্দিগি সাহেব'—এই কথা বলিয়া অভিবাদন করিতে হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্বে ইহাদের নাকি কোন রূপ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ছিল না।

উদাসীনেরা রামমন্ত্র জপ করিয়া মনকে দৃঢ় করিতে পারিলে তাঁহারা গায়ত্রী সাধন করেন। আপনার শুক্র পান করাকে গায়ত্রী-ক্রিয়া কহে। সাধক হাতে আপনার শুক্র লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রথমে তদ্বারা কপালে উর্দ্ধপুণ্ড্র করেন, তাহার পর চক্ষে অঞ্জনের মত কিঞ্চিৎ শুক্র লেপন করিয়া অবশিষ্ট পান করেন। ইহার বিশেষ বিবরণ সংনামী শব্দে দেখ।

আফিঙ। আফিঙ্গ। [অহিফেন শব্দ দেখ]।

আফিস (ইংরাজি অফিস office শব্দের অপভ্রংশ)। যেখানে লোক হিসাবপত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কার্য নির্বাহ করে। দপ্তরখানা।

আফুক (ক্রী) আ জেং ফুংকার ইবফেনোহু পুং তকারন্ত লোপঃ। আফিঙ।

আফ্রিকা। পৃথিবীর চারটি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি মহাদ্বীপ। ইহার উত্তরে ভূমধ্য সাগর; পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর; পূর্বদিকে ভারত সমুদ্র, লোহিত সাগর এবং সুরেজ বোজক। উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত ইহা ৫২০০ মাইল দীর্ঘ; এবং পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬৫০ মাইল প্রশস্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ১১,৫০০,০০০ বর্গ মাইল। ইউরোপের চেয়ে ইহা প্রায় তিনগুণ বড়। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় ১৮৮,০০০,০০০ জন। এই মহাদ্বীপ ৩৭° ২০' হইতে ৩৪° ৫০' উত্তর অক্ষাংশ

পর্য্যন্ত, এবং ১৭° ৩২' হইতে ৫১° ২২' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

এই কয়েকটি এখানকার প্রধান দ্বীপ—মেদিরা দ্বীপপুঞ্জ; কেনারী দ্বীপপুঞ্জ; কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ; ফার্নাম পো; প্রিন্সেস দ্বীপ; সেন্ট তমাস; আসেন্সন; সেন্ট হেলেনা; মাদেগাস্কার; কোমরো দ্বীপপুঞ্জ; রুনিয়ন, ইহার পূর্ব নাম বোর্কোন; মরিশস; সেচিলিস; সোকোত্রা।

উপসাগর—সাইপ্রা; কেবল; তিউনিস; গিনি, ইহার মধ্যে বাইট অব বেনিন এবং বারেকু আছে; সালদানহা; টেবল; ফলস; আলগোয়া; দেলেগোয়া; সোকোত্রা; লোহিত সমুদ্র।

প্রণালী—জিভ্রালতার; বাবেলমান্দেব; মোজাম্বিক। বোজক—সুরেজ।

অন্তরীপ—বোন, স্পার্টেল, কান্টিন, বোজেদোর, ব্রাকো, ভার্দ, পামাস, কোর্সোসা, লোপেজ, নেগো, উত্তমাশা, আঙলহাস, কোরিয়েণ্টিস, দেলেগেনো, গোয়া-দাফুই।

পর্বত—আটলাস, কোক্স, কামাকন্, মোসাফা, নিউ-ডেলড; লুপাতা, কিলিমানজারো, কেনিয়া, আবিসিনিয়া, তেনিরিফ শেখর।

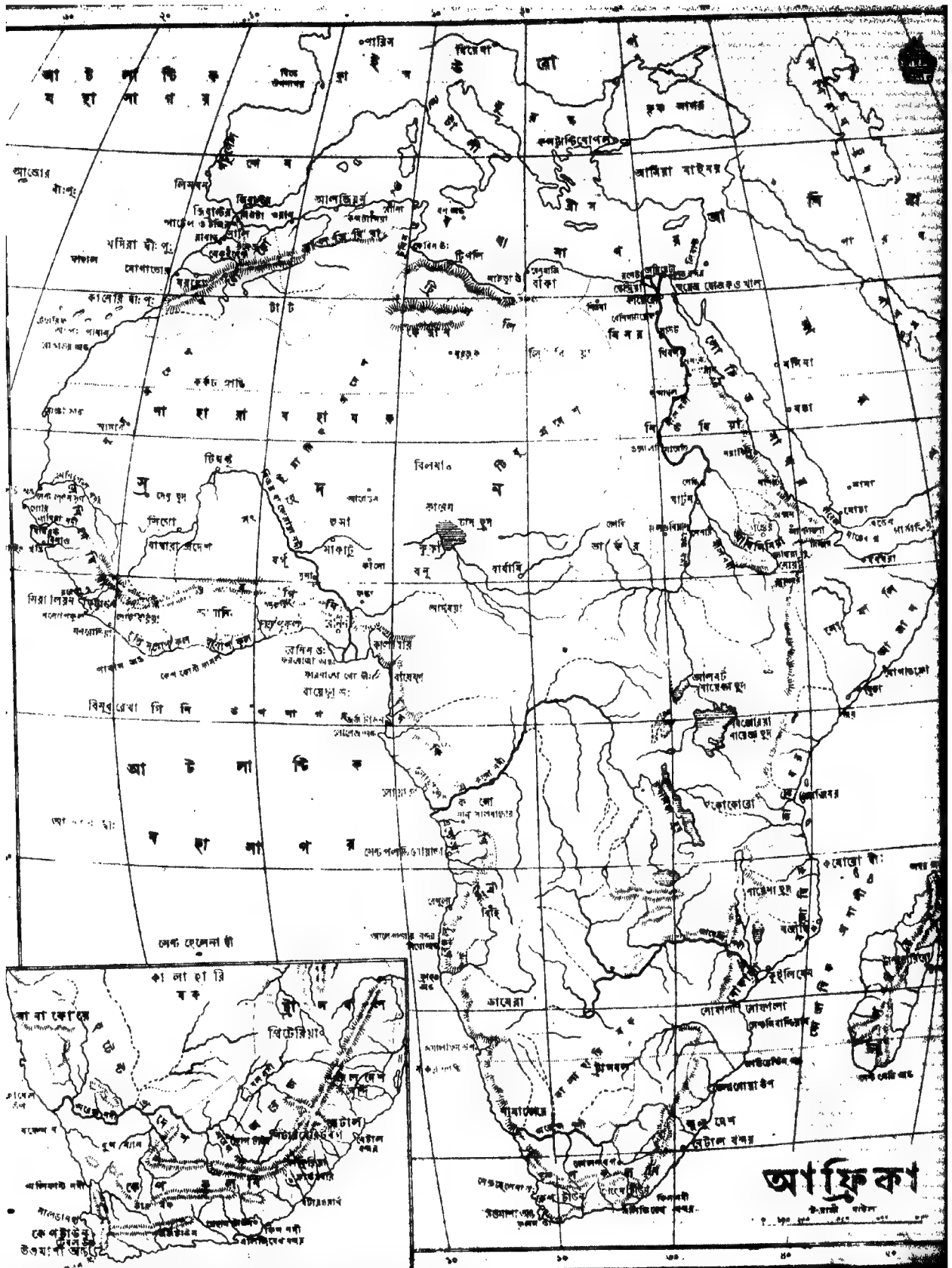
নদ নদী—নীলনদ; নাইজার, ইহার অপর নাম কোরা; সেনিগাল; গাম্বিয়া; রায়ো গ্রান্ডি; আগোবে; জেয়ার, ইহার অপর নাম কঙ্গো; কাসাবি; কোয়াজা; অরেঞ্জ, ইহার অপর নাম গারিপ; জাম্বিজি।

হ্রদ—চাদ, দেহিয়া, ভিক্টোরিয়া-নিয়াঞ্জা, আলবার্ট-নিয়াঞ্জা; তঙ্গানায়িকা, ইহার অপর নাম ইউ-নিয়ামেসি বা উজিজি; নিয়াসা, শিরী; জামি, দিলোলো, মারাবি, ইহার অপর নাম কিলবা; বন্ডোবিলা।

আফ্রিকা অতিশয় উষ্ণপ্রধান স্থান। এখানে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ভিন্ন অস্ত্র নাই। গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। সে সময়ে দক্ষিণ পূর্ব কোণ হইতে সর্বদাই ঝটিকা বহে এবং সাহারার মরু ভূমি হইতে লুচলিতে থাকে।

আফ্রিকার অন্তর্গত প্রদেশ ও নগরের নাম—

| প্রদেশ | নগর |
|---------|--------------------|
| মরোক্কো | মোরোক্কো, মোগেদোর। |



| | |
|-----------|--|
| ফেজ | ফেজ, মেকুইনেজ, ভেতুয়ান, তাকি- লেট কিউতা, তাজিয়ান, সান্নি। |
| সুস | ভারোদাস্ত, ভেনসি। |
| ত্ৰহা | তত্তা। |
| সেগেলমেসা | সেগেলমেসা। |
| তাকিলেট | তাকিলেট্। |
| আলজিরিয়া | আলজিয়ার্স, ওরান, ত্রিমেনেন, বোনা, কলভাস্তাইন। |
| তিউনিস | তিউনিস, কৈরবান, কেব্‌স। |
| ত্রিপলি | ত্রিপলি, মেন্সুরেতা। |
| বেরিয়া | দেৰ্না, বেদাজি। |
| ফেজান | মোর্জুক, সোরা। |

মোগেদের এখানকার একটি প্রধান বন্দর। ফেজ-নগরকে সকলে তীর্থস্থান বলিয়া জানে। এখানে অনেকগুলি মসিদ আছে। মাকুইনেজ নগরে কখন কখন রাজা আসিয়া অবস্থিতি করেন।

অন্তরীপ—বোন, স্পার্টেল, কাস্তিন, নন।

উপসাগর—সাইদ্রা, কেব্‌স, তিউনিস।

পর্বত—আটলাস।

নদ নদী—মহালা, ইহার অপর নাম মূলবিয়া; মেভার্দহ।

হ্রদ—ফারুন, ইহার অপর নাম লোদিয়া; শট, মোলরির।

মরোক্কো পর্বতময় স্থান। ইহার চারিদিকে আটলাস গিরি বিস্তীর্ণ শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে অনেক উর্বরা ভূমিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জলবায়ু মন্দ নহে। গ্রীষ্ম প্রখর, কিন্তু তাহাতে তাদ্ধ কষ্ট হয় না। এপ্রদেশে যব, চিনি, বাদাম, খেজুর, কাপাস, তামাক প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। মরোক্কোর পরিত্রুত চর্ম্ম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাতে পুস্তকাদি বাঁধান যায় এবং গাড়ী, বিছানা প্রভৃতি নানা প্রকার মোড়াই কাজে ইহা লাগিয়া থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণ লোকের জীবিকা লাভের মত অধিক কাজ নাই। আটলাস পর্বতের দক্ষিণে রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর আকর আছে। গৃহস্থেরা ছু-বুটের উট, খচর ও গাধার দ্বারা নানাবিধ কাজ করাইয়া থাকে। এখানকার ঘোড়া, ভেড়া এবং উট বিখ্যাত। ভেড়ার পশম বেশ কোমল ও সূক্ষ্ম, সে কারণ সকলেই উহা আদর করিয়া ক্রয় করে।

বস্ত্র পণ্ডর মধ্যে সিংহ, শূগাল এবং অনেক প্রকার বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। সাপ, বিজু এবং পতঙ্গপাল লোকের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

মুর এবং বার্বার জাতিরা এখানে বাস করে। বার্বারদের অপর নাম রিক, খাবিলি, জৌতি। সমস্ত লোক সংখ্যা প্রায় ৮,৫০০,০০০ জন। ইহারা সকলেই মুসলমান। নগরের মধ্যে ইহুদী জাতিও অনেক। মরোক্কোর সম্রাট আপনাকে প্রকৃত সুলতান বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিই সমস্ত রাজকীয় ও ধর্ম্মকাণ্ডের কর্তা।

আলজিরিয়া হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দূরে কলভাস্তাইন নগর। ৩২৫ খৃঃ অব্দে কলভাস্তাইন দি গ্রেট এই নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বোনার নিকটে প্রবাল পাওয়া যায়। আলজিরিয়া নগর সমুদ্রকূলে অবস্থিত। ইহাতে চূর্ণদ্রব্য গড় আছে। পূর্বে এখানকার লোকেরা জলদস্যু ছিল; তাহারা সমুদ্রযান লুণ্ঠ করিয়া লইত এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ধরিয়া লইয়া তাহাদের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। ১৮১৬ সালে ইংরাজেরা ঐ নগর তোপে উড়াইয়া দেন। তাহাতে দস্যুদের দৌরাণ্ড্য নিবারণ হয়। তাহার পর মুরেরা ফরাসিস্ কন্সালের প্রতি নিতান্ত অসহ্যবহার করিয়াছিল, সে কারণ ১৮২৭ সালে ফরাসিস্‌রা আলজিরিয়া অধিকার করিয়া লইবার নিমিত্ত সৈন্ত পাঠাইয়া দেন। ১৮৩০ সাল হইতে উহা তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তিউনিস নগর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান। ভূমধ্যসাগরে একটি খাড়ী আছে, তাহার নাম তিউনিস হ্রদ। ঐ তিউনিস হ্রদের ধারে তিউনিস নগর। এই হ্রদের পূর্বধারে প্রাচীন কার্থেজ সহরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তিউনিসের প্রায় ৩৫ পরজিহা ক্রোশ দক্ষিণে কৈরবান নগর। ইহা আরবদের প্রাচীন সহর।

ত্রিপলিও একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান। আফ্রিকার মধ্যস্থল হইতে ব্যবসায়ীরা উটের উপরে দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া আনিয়া এইখানে বিক্রয় করে।

শাহার

ইহা একটি বৃহৎ মরুস্থল। এই স্থান বার্বারির দক্ষিণে মিশর হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। শাহারা প্রায় ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৫০০ হইতে ৬০০ ক্রোশ প্রশস্ত। এই মরুভূমির পশ্চিমদিক ঢালু, মধ্যস্থল

প্রায় ৪০০০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম দিকের চেরে পূর্ব দিক অনেকটা উচ্চ, ইহার নাম লাইবিরার মরুভূমি। শাহারার মরুভূমি পাথর, কীকর এবং বালিতে পরিপূর্ণ। এখানে একটাও নদী নাই; পৰ্ব্বতদেবও বছকাল পরে এক একবার সামান্য রূপ জল ঢালিয়া শাহারার শুষ্ক মাটা স্খিতল করেন। মরুভূমি হইতে বালুকা রাশি উড়িয়া সূর্য্যমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলে। সে সময়ে পথিকেরা তথায় উপস্থিত থাকিলে তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার আর কোন উপায় থাকে না। মরুভূমির উপরে কেবল নানা প্রকার কাঁটা গাছ ও বাবলা বৃক্ষ জন্মে। এখানে মানুষের বাস নাই। প্রাণীর মধ্যে উটুক পক্ষী এবং হরিণ বালির উপরে চরিয়া বেড়ায়; ধারে ধারে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং অনেক প্রকার সর্পও দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু শাহারার সকল ঠাই কেবল বালিতে পরিপূর্ণ নয়। ইহার মধ্যে মধ্যে বেশ উর্বরা ভূমি আছে, ইংরাজিতে তাহাকে ওয়াসিস কহে। পশ্চিম দিকে উর্বরা ভূমি অল্প, মধ্য স্থলে এবং পূর্ব ধারেই কিছু অধিক। ঐ সকল উর্বরা ভূমির মধ্যে খাদমিস, ফেজান, তোয়াত, আগাদিস এবং আগাবিলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে জলোৎস আছে এবং নানা প্রকার ফসল ও বৃক্ষাদি জন্মে, সে কারণ তথায় মনুষ্যজাতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। পথিকেরাও পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার সময়ে সেই সকল স্থানে আড্ডা করিয়া বিশ্রাম করে। শাহারার পশ্চিমদিকে মুর জাতির বাস; মধ্যস্থলে তোরিকদের; এবং পূর্বদিকে ভিবু জাতির ঘর। ইহার উত্তরদিকে বার্বারজাতি এবং দক্ষিণে হাফশিই অধিক।

ইজিপ্ত বা মিশর—ইহার উত্তরে ভূমধ্যসাগর; দক্ষিণে নিউবিয়া; পূর্বদিকে সুয়েজখাল এবং লোহিত সমুদ্র; পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি। উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত ইহা ৫০০ মাইল দীর্ঘ; নীলনদের মুখের দিকে ইহা প্রায় ১৫০ মাইল প্রশস্ত। এখানকার ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭৫,৮১২ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৫,০০০,০০০।

কেইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, রোসেতা, দামাইরেতা, সুয়েজ, সাইওত, গির্গে, আসাউয়েন, কোসেইর, এই গুলি মিশরের প্রধান নগর।

কেইরো নগরের অপর নাম ইল-কাহিরা। ইহা নীলনদের দক্ষিণধারে অবস্থিত। এখান হইতে ১১৫

মাইল দূরে ভূমধ্যসাগর। ১৭৩ খৃঃ অব্দে আরবেরা এই নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কেইরোর চারিদিক প্রাচীরে বেষ্টিত। ২০০ ফিট উচ্চ পর্বতের উপরে একটা কেল্লা আছে। ১১৭৬ সালে সালাদিন ঐ দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখানকার পথ অপ্রশস্ত এবং শৃঙ্খলা-বদ্ধ নহে। কিন্তু স্থানে স্থানে বিচিত্রবর্ণ পাথরের অনেক গুলি মসিদ আছে, তাহাতেই এ নগর কতকটা সুশ্রী বলিয়া বোধ হয়। ১২৫০ সাল হইতে ১৫০৭ সাল পর্য্যন্ত ইহা মামলুকদের রাজধানী ছিল। তাহার পর তুর্কেরা এই নগর অধিকার করিয়া লন। বৌলক, দেলতার উপরে আছে। ইহাই কেইরো নগরের বন্দর।

নীল নদের উপরে এই নগরগুলি আছে—সাইওত; ইহা উপর মিশরের রাজধানী; কেইরো হইতে প্রায় ১০৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গেয়েহ কেইরো হইতে ১৫০ ক্রোশ দূর। এয়ে ১৮০ ক্রোশ দূর; আসোয়ান ২২০ ক্রোশ দূর; ইহার নিকটে এক প্রকার রক্তবর্ণ পাথর পাওয়া যায়। লোহিত সমুদ্রের উপরে সুয়েজ বন্দর। এখান দিয়া ভারতবর্ষে জাহাজ যাতায়াত করে। এই বন্দর কেইরো হইতে ৩৮ ক্রোশ দূর।

ভূমধ্যসাগর এবং মারিওতিস হ্রদের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া নগর। খৃষ্ট জন্মের ৩৩২ বৎসর পূর্ব সেকেন্দার শা অর্থাৎ আলেকজান্দার দি গ্রেট ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তজ্জন্ত এই নগরের নাম আলেকজান্দ্রিয়া হইয়াছে। তুরস্ক এবং আরবেরা ইহাকে সেকেন্দারিয়ে কহেন। [আলেকজান্দ্রিয়া শব্দ দেখ]।

মিশরের ভিতরে নীলনদ প্রবাহিত হইতেছে। এখানে কখন বৃষ্টি হয় না। বর্ষাকালে নীলনদে বজা আসে, কাজেই সে সময়ে দুই ধারের ভূমিতে জল উঠে ও পলি পড়ে, সে কারণ এখানকার যুক্তিকা বিলক্ষণ উর্বরা। ভারতবর্ষের মত মিশরও অতি সামান্য প্রাণালীতে চাষ করা হয়। গম, যব, ধান, ভুট্টা, কাঙ্গু, শিম, কার্পাস, নীল, তামাকু, চিনি, আফিম, লিষ্ট প্রভৃতি দ্রব্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পদ্ম, কাগজ-গাছ, জাফা, বাদাম, কমলানেশু, খেজুর প্রভৃতি অনেক ফুল ফল ও বৃক্ষাদি এখানে উৎপন্ন হয়।

মিশরের লোকেরা অতি প্রাচীন কালেই বিলক্ষণ সভ্য হইয়াছিলেন। বাইবেলের মতে ইহাই কেরো রাজাদের রাজ্য। ইজিপ্তাইতরা এইখানে আবদ্ধ থাকিয়া দাসত্ব করেন। এখানকার স্তম্ভ ভূবনবিখ্যাত। [মিশ-

রের বিস্তারিত বিবরণ ইচ্ছা ও মিশর শব্দে দেখ।]

নিউবিয়া—পূর্বে ইহার নাম ইথিওপিয়া ছিল।

| প্রদেশ | নগর |
|----------|--|
| দক্ষিণ | মারাকাহ, ইহার অপর নাম নব দক্ষিণা; দেব, সৌকিন। |
| সেনেয়ার | খার্তুম, সেনেয়ার, শেকী। |

নিউবিয়ার ভূমিরিমণ প্রায় ২৫০,০০০ বর্গ
মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০,০০০ জন। নীলনদের
নিকটবর্তী স্থান ভিন্ন এখানকার আর সমস্ত অংশই
মরুভূমি। সেনেয়ারের মধ্যে বাবলাগাছের নিবিড়
জঙ্গল আছে। এখানকার অনেক স্থানে বিস্তর সুদৃশ্য
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মন্দির বড় বড়
পাথর চট্টাতে ক্ষুদ্রিয়া বাহির করা। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে
মিশরের খেদিব দাসবিক্রয়ের প্রথা রহিত করিবার
নিমিত্ত ইংরাজ ভ্রমণকারী সার সামুয়েল বেকারকে
মধ্য আফ্রিকায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক
সৈন্য গিয়াছিল। চুই বৎসর পরে মিশর রাজ্য আলবার্ট-
নিয়াজা হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। নিউবিয়ার
লোকেরা অনেকটাই মুসলমান; কিন্তু ভাণ্ডারের মধ্যে
বিস্তর পৌত্তলিকও আছে।

আবসিনিয়া—ইহা নিউবিয়ার দক্ষিণপূর্ব দিকে।
ইহারও কিয়দংশ প্রাচীন ইথিওপিয়ার অন্তর্গত। এখান-
কার প্রধান প্রধান নগরের নাম গোল্ডার, আঙ্কোবার,
আফ্রম, আদোবা এবং মাসৌহ। আবসিনিয়া পর্বতময়
স্থান। মধ্যে মধ্যে উর্বরা ভূমিও আছে। নানা প্রকার
শস্য, তৈল, খেজুর, কাফি প্রভৃতি এখানে উৎপন্ন হয়।
কদম্বী, গাওয়ার, সিংহ এবং নানা জাতীয় ব্যাঘ্র ও বানর
এখানকার বহু পশু। নদীতে ও হ্রদে জলহস্তী এবং
কুম্ভীরও অনেক আছে। পূর্বে আবসিনিয়া একজন
সম্রাটের অধীনে ছিল। তাহার পর এই দেশ খণ্ড খণ্ড
হইয়া পড়ে। ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে তিগ্রি এবং
শোয়াই প্রধান। তিগ্রি-গালস নামে এক প্রকার অসভ্য
জাতি আবসিনিয়ার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া
লইয়াছে। এখানকার লোকেরা ঠিক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী
নহে, কিন্তু ভাণ্ডারের মত ও বিশ্বাস কতকটা খৃষ্টানদের
সদৃশ। থিওদর নামে এক জন আবসিনিয়ার রাজা
কয়েকজন ইংরাজকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন।
তাঁহাদের কারামোচনের নিমিত্ত ১৮৬৭ সালে ইংরাজেরা
সার রবার্ট নেপিয়ারের সঙ্গে অনেক সৈন্য দিয়া তথায়

পাঠাইয়া দেন। আফ্রিকার মধ্যস্থলে প্রায় ২০০ চুই
শত কোশ গিয়া নেপিয়ার সাহেব তাঁহাদিগকে মুক্ত
করিয়া আনেন।

মধ্য আফ্রিকার ভালরূপ বিবরণ এখনও কিছুই
জানা যায় নাই। বার্ষিকার দক্ষিণে বৃহৎ মরুভূমি।
ইহার বিষয় পূর্বেই কিছু লেখা হইয়াছে। মরুভূমির
দক্ষিণে সুদন বা নিগ্রিশি।

মরুভূমির নিকটবর্তী স্থানের নাম,—

| প্রদেশ | নগর |
|--------|----------|
| লুদামর | বিনোম। |
| বেব | ওয়ালেত। |

সেনিগালের কুলবর্তী স্থান—

| | |
|-----------|--------------|
| বন্দো | কতেকল্লা। |
| কসন | কুনিয়াকারী। |
| কেয়াত্তা | কেম্বু। |

নাইজারের কুলবর্তী স্থান—

| | |
|---------|-----------------|
| বাঘারা | সেগো। |
| জেয়েহ | জেয়েহ। |
| তিম্বকু | তিম্বকু। |
| য়িওরী | য়িওরী। |
| বোণ্ড | বোসা, কিয়ামা। |
| নাইফি | বাক্সা, ফল্লাহ। |
| যারিবা | এইয়ো। |

চাদ হ্রদের পূর্ব এবং পশ্চিম কুলবর্তী স্থান—

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| হোসা | সাকাতু, কানো, জারিয়া বা জেগজেগ। |
| কানেম | মাউ, বেরী। |
| বোণে | কোকা, বোণে। |
| মল্লর | মোরা। |
| আদমবা | ঘোলা। |
| বেঘাশি | মেন্ন। |
| দার্কালে, বাদী বা বেগ | ওয়ারা। |
| দার্কর | কবে। |

খেতনদের কুলবর্তী স্থান—

| | |
|----------|----------|
| কের্কিত | কের্কিত। |
| কর্দোফান | ওবিদ। |

আফ্রিকার মধ্যস্থলের বিবরণ আজও ভাল রূপ
জানা যায় নাই। ইউরোপের, অনেক বিখ্যাত লোক
পুনঃপুনঃ ইহার বিস্তর অন্বেষণ করিয়া গিয়াছেন।

এখনও কত লোক অসুস্থকান করিতেছেন ; কিন্তু একে পথ দুর্গম তাহাতে ঐ সকল স্থানের লোক নিভাত্ত অসভ্য, সে কারণ ভ্রমণকারীদের অতীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না।

মধ্য আফ্রিকার অনেক স্থানের ভূমি বেশ উর্বর। সেখানে নানা প্রকার ফসল ও বৃক্ষাদি জন্মে। কোকো, জাম্বিজি, নাইজার, খেতনন এবং চাদ, শিকী, ভিক্টোরিয়া নিয়াজা, আলবার্ট নিয়াজা, তাকানিকা, নিয়াল প্রভৃতি হ্রদের ধারে বিস্তর লোকের বাস আছে।

বোর্ণোয়ের পশ্চিমে হোসা দেশ। তথার প্রচুর শস্ত, কার্পাস এবং নীল উৎপন্ন হয়। চাদহ্রদের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে বোর্ণো দেশ। এখানকার রাজার অসীম ক্ষমতা। বিগি ইহার পুরাতন রাজধানী। এখন নগরের আর কিছুই নাই, সকলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্বে এই রাজধানীতে অন্যান ২০০,০০০ লোকের বাস ছিল। এই রাজ্যের কতক অংশ বালুকাপূর্ণ, বাকি বেশ উর্বর ভূমি ; সেখানে অপৰ্য্যাপ্ত শস্তাদি জন্মে। ওরাদী একটা বৃহৎ রাজ্য। এই রাজ্যের ভিতরে ফিও হ্রদ আছে। সেনেগারের পশ্চিমে দারফর। বর্ষাকালে এখানকার ক্ষেতে কসল হয় ; কিন্তু অল্প ঋতুতে মাটি অতিশয় নীরস হইয়া যায়, তাই সে সময়ে শস্তাদি কিছুই জন্মে না। মধ্য আফ্রিকার রাজারা স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইলেও প্রজাদের সঙ্গে কাহার অস্বরস নাই।

সেনিগাল এবং নাইজারনদের উপর দিকে অসংখ্য লোকের বাস। তাহারা প্রায় সকলেই হাফসী। কিন্তু হাফসী বলিয়া তাহারা অল্প অল্প স্থানের লোকের মত নয়, ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা ভাণ। তিব্বত্বে একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। বার্বারি, গিনি এবং সেনিগাঘিয়ার লোকেরা এক একবারে চারি পাঁচ শত উটের উপরে পণ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া এই ধানে বাণিজ্য করিতে আসে। নাইজার নদের নিম্নভাগে এবং বাপরী, বোসা, যারিবা এবং নিকি প্রদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্বর। ঐ সকল রাজ্যে বিস্তর লোকের বাস আছে এবং তাহাদের দিন নির্বাহেব যোগ্য যথেষ্ট কাজও জুটে, কাহাকে নিকর্মা হইয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হয় না। নিকির নিম্নে সমুদ্রকূলের দিকে প্রায় সকলি জলাভূমি। তথার অতিশয় বজা হয় এবং জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার প্রায় সকল লোকেই ব্যবসায়ী। নাইজার নদের মুখ হইতে দেড় শত কোশ

উপরে চাদ নামে আর একটা নদ আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশিয়াছে। চাদ নদের ধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই সকল স্থানে আড্ডা করিবার জন্ত ইংরাজেরা অসেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

আবসিনিয়া এবং সূদানের দক্ষিণে যে সকল স্থান আছে, তাহাদের বিবরণ এখনও ভাল রূপ জানিতে পারা যায় নাই। নিভিষ্টন প্রভৃতি ভ্রমণকারীরা দেখিয়া আসিয়াছেন, মধ্য আফ্রিকা সাগরগর্ভ হইতে প্রায় ৩৫০০ ফিট উচ্চ। এই উন্নত ভূ-প্রদেশের মধ্যস্থলে এবং বিষুব রেখার উত্তর দক্ষিণে অনেকগুলি হ্রদ আছে। তাহাদের মধ্যে তাকানিকা, ভিক্টোরিয়া নিয়াজা এবং আলবার্ট নিয়াজাই প্রধান। এখানে বাকালাহারী, মাকোলোলো ও মাতেবেলি প্রভৃতি জাতিরা বাস করে।

আফ্রিকার পূর্বদিকে এই কয়েকটা প্রদেশ ও নগর আছে,—

| প্রদেশ | নগর |
|---------------------|---|
| সৌমালী বা আদেল | জেইলা, বার্কেরা। |
| আজান | বাদ। |
| জাজুইবার বা জাজিবার | জাজিবার বা শাকানী, মোঘাজ, মাগাদোকো, কুইলোয়া। |
| মোজাম্বিক | মোজাম্বিক, কুইলিয়েন। |
| সোকাল | সোকাল, মানিকা, জিহাও, সেনা। |

জাম্বিজি বা লিয়াবাই, মাকুমা এবং সোকাল, এই কয়েকটা এখানকার নদনদী।

বাবেলমান্দেব প্রণালী এবং গোরাদিফুই অন্তরীপের মধ্যে আদেল রাজ্য। ইহা সোমোলিদের দেশ। এখানে প্রচুর গন্ধবোল এবং কুম্ভূর পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারের দিকে আজান দেশ বালুকাপূর্ণ এবং পর্বতময় ; সেখানে তৃণ লতা বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কিন্তু ইহার ভিতর দিকের ভূমি উর্বর। স্বর্ণ, গজদন্ত, অশ্ব প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আজানে পাওয়া যায়। জাজুইবারের নিম্ন জলাভূমি জলপূর্ণ। সেই বনে অসংখ্য অসভ্য হাতি দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। মোজাম্বিকের ভূমি বেশ উর্বর। এখানকার জাম্বিজি নদীতে যথেষ্ট সোনা পাওয়া যায়। এই নদীর কূলে সেনা এবং তেতি নগরে পর্তুগিজদের কেল্লা আছে। ইহার মধ্য

প্রদেশে অনেকগুলি সামান্য রাজ্য আছে। মালিকা এবং সোকালা রাজ্যে প্রচুর সোনা মিলে। পূর্বে পর্তুগিজেরা আফ্রিকার এই অঞ্চলের একাধীশ্বর ছিলেন। পরে হাকসি ও আরবেরা তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দের। এখন সোকালা এবং মোজাম্বিকের কুল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের অধিকারে নাই।

পশ্চিম আফ্রিকায় এই সকল প্রদেশ ও নগর আছে,—

| প্রদেশ | নগর |
|-----------------------|---------------------------|
| সেনিগাম্বিয়া | বাথর্ট, ফোর্ট সেন্ট লুয়। |
| উপর গিনির অন্তর্গত— | |
| সিরা লিওন | ফ্রিটোন। |
| লাইবেরিয়া এবং | |
| গ্রেণ কোস্ট | মনোভিয়া। |
| আইভোরি কোস্ট | লাহো। |
| গোল্ড কোস্ট | কেপ কোস্ট কাসল, এল মিনা। |
| সুড কোস্ট | হোয়াইলা, বানাগ্রি। |
| আশান্তি | কুমাসি। |
| দাহোমি | আবোমি, আর্জাহ। |
| বেনিন | বেনিন, ওয়ারি। |
| পুরাতন কালেবার | বোলো বা পুরাতন কালেবার। |
| বাএক্সা | বাএক্সা। |
| নিম্ন গিনির অন্তর্গত— | |
| লোয়াকো | লোয়াকো। |
| কোলো | সেন্ট লাল ভেদর। |
| আঙ্গোলা | সেন্ট পল বা লোয়ান্সা। |
| বেঙ্গোএলা | সেন্ট কেলিপ দি বেঙ্গোএলা। |

সেনিগাল, গাম্বিয়া, রাইও গ্রান্সি, নাইজার বা কোরা, আগোবে, জেইর বা কোলো, কোয়ান্সা, এই কয়েকটি এখানকার নদ নদী।

সেনিগাম্বিয়াতে সেনিগাল, গাম্বিয়া এবং রাওগ্রান্সি নদী আছে। ইহাদের কূলে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বসিয়া যেন হাসিতেছেন। কসলের সময়ে চারি দিকের ক্ষেত মেঘের মত সবুজ বর্ণ হইয়া উঠে। ধান, ভুট্টা, নীল, কার্পাস এবং চুপড়ী আনু এখানকার প্রধান কসল। নারিকেল, তাল, তেঁতুল, আম, বট, নেমু, কমলা প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ ও বহুমতীর কোল শোভা করিয়া আছে। নবনীত বৃক্ষ এ প্রদেশের আর একটা আওলাভ। এখানকার বাণবার গাছের গুঁড়ীও বিলক্ষণ ফুল হয়।

অন্য লোকেরা ঐ গুঁড়ী কুদিয়া তাহার ভিতরে দৃত-দেহ রাখে।

গোরিলা বানর, চিম্পাঞ্জি বানর, হাতা, জলহতী, কুতীর, গণ্ডার, সিংহ, নানা প্রকার ব্যাজ, শূগাল, জেব্রা, নানা প্রকার হরিণ, এবং বড় বড় বোড়া ও অন্ত অন্ত সাপ এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জঙ্গলে অনেক প্রকার হুম্বর হুম্বর পক্ষীও আছে।

প্রথমে আমেরিকার ইউনাইটেডেটেডস লাইব্রেরিয়া সংস্থাপিত করেন। পরে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই স্থান স্বাধীন হয়। সেন্ট লুয় এবং ফোর্ট গোরিতে ক্রাসিস-দের আড্ডা আছে। আফ্রিকার পশ্চিম দিকে আশান্তি এবং দেহোমি প্রধান স্বাধীন রাজ্য। পূর্বে এখানে দাসব্যবসারের অতিশয় চলন ছিল। এই কুপ্রথা নিবারণ করিবার নিমিত্ত আজও ইংরাজেরা সিরালিন এবং গোল্ড কোস্টে বসতি করিয়া আছেন। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এত সাবধানতাতেও এখনও নাকি দাসব্যবসার সম্পূর্ণরূপে রহিত হয় নাই।

আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে এই সকল প্রদেশ ও নগর আছে,—

| প্রদেশ | নগর |
|------------------------|------------------------------|
| কেপ কলোনি | কেপ টোঁন, গ্রোহাম টোঁন। |
| পশ্চিম গ্রিকোয়ালান্ড | ক্লিপড্রিপ্ত। |
| নেতাল | পিতরমেরিংস বর্গ, দি-উর্কন। |
| কাকেরিয়া বা | |
| কাকেরভূমি | বডরওয়ার্থ, বণ্টিং। |
| বহুভূমি | ... |
| অরেঞ্জ নদ স্বাধীনরাজ্য | বুএমফণ্টিন। |
| ব্রাসভেরাল প্রজাতন্ত্র | পতশেককরম। |
| জুলুভূমি | ... |
| হতেন্তত জাতির দেশ | ওন্দোকা, বেথানী, জেরুসেলায়। |
| বেচুমানাদের দেশ | কুয়মান বা নব লাভাকু। |

অরেঞ্জ বা গারিপ, বকেলো, ওলিফান্ট, বৃহৎ মৎস্ত, বৃহৎ কি এবং তুগেলা এখানকার নদ নদী।

কেপ কলোনি এবং নেতাল এবং ইহাদের অধীনস্থ স্থান গুলি ইংরাজের অধিকার ভুক্ত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল, বিস্তার ১০০ হইতে ৪০০ মাইল, সমস্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ২১৭,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা অনুমান ৮৫৬,০০০; তাহার মধ্যে অর্ধেকেরও কম ইউরোপীয় বাকি হতেন্তত, কাক্রি ও অন্ত অন্ত

জাতি। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে দিনামারা উত্তমাশা অন্তরীপের চারি দিকে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮০৬ সাল হইতে ইহা ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হইরাছে। ১৮৪৫ সালে ইংরাজেরা নেভালে উপনিবেশ স্থাপন করেন। গ্রিকোয়ালান্ডও ইংরাজদের অধিকারে আছে। এই স্থানে বহুমূল্য হীরক পাওয়া যায়।

নেভাল এবং কেপ কলোনির মধ্যে কাফেরদের দেশ। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। কাফেররা কৃষিকার্য্য হারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাহারা অতিশয় উগ্র, সাহসী ও সবল। ইহারা পরাধীন নহে।

অরেঞ্জনদ এবং বেলোএলার মধ্যে হতেস্তদের দেশ। আফ্রিকার অল্প অল্প জাতির মধ্যে ইহারা অতিশয় অসভ্য। ইহাদের চাস নাই, কেবল পশুপালন করে ও সকলে মৃগয়া করিয়া বেড়ায়। ইহাদের ঘরও সামান্য কুটির বৈ আর কিছুই নহে।

ইংরাজ অধিকারের উত্তরে বেলুয়ানাদের দেশ। ইহারাও অসভ্য; কেবল পশুপালন করে এবং কৃষিকর্ম করিয়া থাকে। এই জাতি কাফ্রিদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী; কিন্তু ইহাদের সাহস ও বিক্রম অনেক কম।

আফ্রিকার দ্বীপসমূহের বিবরণ—মেদিরা দ্বীপপুঞ্জ পর্ন্ত গিজদের অধিকার ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে মেদিরা দ্বীপই প্রধান। নগরের নাম ফুঞ্চাল। এই দ্বীপে মেদিরা নামে উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়। এখানে কেনারী নামক ক্ষুদ্র পক্ষী পাওয়া যায়।

কেনারী দ্বীপপুঞ্জ—এই পুঞ্জের মধ্যে সাতটা বড় বড় এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। লাজারোত, ফার্তেভেগুরা, গ্রান, কেনারিয়া, তেনিরিফি, গোমারা, পামা এবং হিরো বা ফিরো এই সাতটা প্রধান। এই দ্বীপ পুঞ্জ আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে অবস্থিত। এগুলি স্পেনের অধিকার ভুক্ত। এখানকার নগরের নাম সেন্টা ফুজ। তেনিরিক শেখর প্রায় ১২,১৯৮ ফিট উচ্চ। প্রায় ৭৫ ক্রোশ দূর হইতে নাবিকেরা এই পর্বতের চূড়া দেখিতে পায়। এখানেও এক প্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয় এবং কেনারী নামক ক্ষুদ্র পক্ষী এই দ্বীপে জন্মে।

কেপ ভার্ দ্বীপপুঞ্জ—ইহাদের মধ্যে সেন্ট জেগো, সেন্ট আন্টোনিস এবং সেন্ট নিকোলাস এই তিনটা প্রধান। ইহার মধ্যে ফোগো একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই

দ্বীপে একটা আগ্নেয় গিরি আছে, উহা ৯১৭৫ ফিট উচ্চ। কার্পাস, কাফি এবং সমুদ্র লবণ এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জও পর্ন্ত গিজদের অধিকারে আছে।

সেন্টহেলেনা—এই দ্বীপ দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্রে মিগ্রো অন্তরীপের ঠিক পশ্চিমে আছে। ইহার পরিধি প্রায় ২৮ মাইল। এখানকার প্রধান নগরের নাম জেমস টোন। এই দ্বীপের মধ্যস্থলে দায়ানা নামে একটা পর্বত আছে, উহা অনুন ২৬৯৩ ফিট উচ্চ। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ফরাসিস সম্রাট নেপোলিয়ান বোনপার্টকে এই দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আসেন্সন নামে এখানকার আর একটা দ্বীপ ইংরাজদের অধিকারে আছে। ইহা সেন্ট হেলেনার উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। নাবিকেরা জলপথে যাতায়াতের সময়ে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত এইখানে জাহাজ ভিড়াইয়া থাকে। এখানকার নগরের নাম জর্জ টোন।

আফ্রিকার মধ্যে মাদেগাস্কার সকলের চেয়ে বড় দ্বীপ। ইহা ভারতসমুদ্রে আছে। ইহার প্রধান নগরের নাম তানানারিভো। এই দ্বীপ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল। খৃষ্ট সপ্তদশ শতাব্দিতে, ইহার উত্তর পশ্চিম দ্বার হইতে শাকলাব নামে এক জাতি আসিয়া সমস্ত পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমে হবা জাতি শাকলাবদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। পরে ইংরাজদের সাহায্যে ইহারাই এখন মাদাগাস্কারের রাজা। ১৮১৬ সালে এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত পাদরির বিস্তার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮২০ সালে প্রথম রাদাম রাজা দাস-বিক্রয়ের প্রথা রহিত করেন। এই সময়ে ইংরাজ পাদরির মাদাগাস্কারে অনেক গুলি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া প্রজাদিগকে বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। পূর্বে এখানকার লোক লিখিতে পড়িতে জানিত না, এখন অনেকেই লেখা পড়া শিখিয়াছে। পাদরির অনেককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছেন। ১৮২৮ সালে রাজা রাদামের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাণী রণবল মঙ্গক মাদাগাস্কারের অধীশ্বরী হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই ইউরোপীয়দিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং প্রজাদের মধ্যে বাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর পূর্বের পৌত্তলিক মত আবার প্রচলিত হইল। ১৮৬১ সালে

রাণী পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রাদম রাজা হইরা পুনর্বার পাদরিদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৬০ সালে এই রাজার প্রাণ বিনষ্ট করা হয়। সে কারণ তাঁহার মহিষী দ্বিতীয় রাণবালোনা রাণী হইলেন। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইয়াই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে এবং রাজকুলের আরও অনেক স্ত্রী লোককে লইয়া খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করেন। এখন মাদাগাস্কারের প্রায় সিকি ভাগ প্রজা খৃষ্টান হইয়াছে, বাকি সকলেই পৌত্তলিক। ১৮৭৯ সালে সমস্ত ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজেরা, ফরাসিসরা এবং আমেরিকানরা এখানে বাণিজ্য করিতে পারেন। এখন মাদাগাস্কারে ঔষধালয়, চিকিৎসালয়, এবং ৯০০ নয় শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০,০০০ ছাত্র বিদ্যালিক্ষা করিয়া থাকে।

মরিশাস—ইহার অপর নাম ফরাসিস দ্বীপ (Isle of France)। আমাদের দেশে সাধারণ লোকে ইহাকেই মরীচবন বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে ঐ মরীচবনে কুলী প্রেরিত হয়। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে ডন পেদ্রো মাস্কারেগাস নামক জনৈক পর্তুগিজ এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তাহার পর ১৫৯৮ সালে ডান লেক নামে এক জন দিনামা ইহা দেখিয়া যান। দেনমার্কের তদানীন্তন রাজকুমার মরিসের নাম হইতে এই দ্বীপের ‘মরিশাস’ নাম রাখা হইয়াছে। ১৬৪৪ খৃষ্ট অব্দে দিনামারা তথায় একটা আড্ডা স্থাপন করেন; কিন্তু কিছু দিন পরে তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৭২১ সালে ফরাসিসরা এখানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮১০ সালে ইংরাজ সেনাপতি আবাক্রাষি সাহেব ইহা ফরাসিসদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

এই দ্বীপের প্রধান নগরের নাম পোর্ট লুস। এখানে করেকটা আয়রগিরি আছে। চিনি এবং বেত এখানকার প্রধান বাণিজ্য জ্বা। পূর্বে এই দ্বীপে দোদো নামক পক্ষীর বাস ছিল। এখন ঐ পক্ষীজাতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুরেজবোজক ও খাল—পূর্বে আফ্রিকা ও আসিয়া এই বোজক দ্বারা একত্র মিলিত হইয়া ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্ত এখন ঐ বোজক কাটিয়া খাল করা হইয়াছে। সুরেজের উত্তর দিকে ভূমধ্য সাগর এবং দক্ষিণে গোছিত সমুদ্র। খাল কাটিবার পূর্বে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ বেড়িয়া প্রায়

তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বাহাভাদি ইংলণ্ডে পৌছিত। এখন বোম্বাই হইতে ডাকের টিমার কম বেগী ২২। ২০ দিনে ইংলণ্ডে পৌছে। অনেকে এই রূপ অনুমান করেন যে, বাইবেলের লিখিত উর্বরা দেশেন ভূমি এখনকার এই সুরেজবোজকে ছিল।

সুরেজখাল আত নুতন কাটা হয় নাই। বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রাচীনকালেও কোন কোন রাজা এইখানে খাল কাটাইয়াছিলেন। হিরোদোটস কহেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে ফেরোয়া নেকো সুরেজখাল কাটাইতে লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই। আরিস্তটল, দ্রাবো এবং প্লিনি প্রভৃতির সে মত নয়। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সিসত্রিস প্রথমে এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কাহার মতে, পারস্তরাজ দেয়ারসের দ্বারা এই কার্য সর্ব প্রথমে সম্পন্ন হয়। আবার অজ্ঞ লোকের মুখে তলেমিরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে বালি পড়িয়া ঐ খাল বুজিয়া আসে। সেজন্ত খৃঃ ২য় অব্দে জেজান উহার মুখ খুলাইয়া দেন। তাহার পর আবার বালি পড়িয়া সমস্ত নালা বুজিয়া যায়। খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দিতে আরব দেশের কালিফ ওমারের সেনাপতি আমরো মিশর জয় করেন। তাঁহার সময়ে সুরেজখাল পুনর্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৭৬৭ খৃঃ অব্দে ইহা পুনর্বার বুজিয়া যায়।

এই গেল পূর্বকালের কথা। ইদানীং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশর আক্রমণের সময়ে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সমুদ্রের গভীরতা মাপাইয়াছিলেন। ১৮৪৭ সালে ফরাসিসদের পক্ষ হইতে মোশিরেঁ তালাবত, ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে রবার্ট টেকেলসন এবং অষ্ট্রিয়ার পক্ষ হইতে সিগর নিগেলি এখানকার অবস্থা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখেন। ১৮৫০ সালে সুরেজের অবস্থা আরও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। টেকেলসন সাহেব তাবিলেন, এখানে খাল খনন করা এককালে অসম্ভব। তিনি অনেক বিবেচনার পর স্থির করেন যে, সুরেজ হইতে কেইরো পর্যন্ত রেলপথ করিলে অধিক সুবিধার কথা। তদনুসারে ১৮৫৮ সালে তথায় একটা রেলপথ খোলা হয়। ১৮৫৪ সালে মোশিরেঁ দি লেসেল্প সুরেজখালের একটা নুতন প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। ১৮৬০ সালে খাল খনন করিবার কাজ আরম্ভ করা হইল, ১৮৬৯ সালের নবেম্বর মাসে উহা

সমাপ্ত হইয়া যায়। প্রথম দিন খাল দিয়া জাহাজ চালা-
টবার সময়ে (১৬ নবেম্বর ১৮৬৯), বিস্তর ইংরাজ,
মিশরের খেদিব, ফরাসিস সম্রাজ্ঞী, অস্ট্রিয়ার সম্রাট,
প্রশিকার সম্রাট প্রভৃতি অনেক তথ্য উপস্থিত ছিলেন।

সুয়েজ খাল ১০০ মাইল দীর্ঘ, তাহার মধ্যে ২৫ মাইল
হ্রদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই খাল প্রথমে ভূমধ্য
সাগরের কূলে সৈদ বন্দর হইতে মেজালে হ্রদের ভিতর
দিয়া আবু খান্না হ্রদে আসিয়াছে। আবু বাক্সার পর
তেমসা হ্রদ, তাহার পর অচ্ছাদ হ্রদ (Fresh water
Lake)। অচ্ছাদ হ্রদ হইতে ইহা লোহিত সমুদ্রে
আসিয়া মিশিয়াছে। এই খালের উপর দিক ২৬২ ফিট
প্রশস্ত, নিম্নতল ১৪৪ ফিট প্রশস্ত; ইহা প্রায় ২৩ ফিট
গভীর। সমস্ত কার্য শেষ করিতে প্রায় ১১৬,২৭০,০০০
টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। বোম্বাই হইতে উত্তরাংশ অস্ত-
রীপ বেড়িয়া ইংলণ্ডে যাইবার পথ প্রায় ৫৬১০ ক্রোশ
দূর। কিন্তু সুয়েজ খাল দিয়া গেলে ৩১৬৬ ক্রোশের
অধিক হয় না। খাল দিয়া যে সকল জাহাজ বাতায়িত
করে তাহাদের প্রত্যেক টনে ১০ শিলিং করিয়া শুক
আদায় করা হয়। প্রত্যেক যাত্রার করও ১০ শিলিং।
১৮৭০ সালে ৯,১১০,৩২০ টাকা আদায় হইয়াছিল।
১৮৮৩ সালে ২৪,২১৮,৩৫০ টাকা আদায় হয়। সমস্ত
আদায়ের মধ্যে অর্ধেকেরও অধিক লাভ হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমকেরা আফ্রি-
কার উত্তরাংশের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। খৃষ্ট পঞ্চদশ
শতাব্দিতে হেনরী নামক জনৈক নাবিক নন অস্তরীপে
আসিয়াছিলেন। তাহার পর বার্থগোমিউ দায়ের এবং
ডাকোদিগামা উত্তরাংশ অস্তরীপ দেখিয়া যান। বোডুশ
শতাব্দিতে লিও আফ্রিকেনস বার্সারি এবং শাহারা
হইতে আবিসিনিয়াতে গিয়াছিলেন। রামুলফ নামক
জনৈক জার্মান উত্তর আফ্রিকায় পর্যটন করেন। ১৫৭০
সালে পর্তুগিজেরা মনোমোডাপায় আসিয়াছিলেন।
তৎকালে ইহা মোজাম্বিকের কূলে একটি প্রসিদ্ধ স্থান
ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে জলন এবং টমসন নামে দুই
জন ইংরাজ আফ্রিকায় বাণিজ্য করিতে আসেন। ১৮০২-
৫ সালে লিচেনষ্টিন উত্তরাংশ অস্তরীপের উত্তর অঞ্চলে
ভ্রমণ করিয়া বেচুয়ানা জাতির বিবরণ প্রকাশ করেন।
মজোপার্কের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুস্তকে
তিব্বতু এবং বসার বিবরণ লিখিত আছে। অতঃপর
বর্কহার্ট, আউমনি, ক্রাপার্ডন, দেনহাম, লাক্সার প্রভৃতি

অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আফ্রিকার নামা স্থানে ভ্রমণ
করিয়াছেন; কিন্তু ইহার মধ্যস্থলের ঠিক অবস্থা আজও
প্রকাশিত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বাণিকেরা মিশর,
ইথিওপিয়া, আবিসিনিয়া, কিনিসিয়া, রোম প্রভৃতি
স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। বাণিজ্য করিতে
আসিয়া তাঁহারা নাপূজা, বুকের পূজা প্রভৃতি হিন্দু
দেবদেবীর সেবা এবং আচারব্যবহার প্রচার করিয়া
যান। আবিসিনিয়ার একটা স্থান আজও ‘মাগ’ বহিয়া
প্রসিদ্ধ আছে এবং এক স্থানে সম্রাতি একটি ‘বুকের’
প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মিশর প্রভৃতি স্থানের
লোকেরা হিন্দুবিশ্বকর্মে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্তর
অনুকরণ করিয়াছিলেন।

আফ্রিদি। পঞ্জাবের অন্তর্গত উত্তর-সিন্ধুর পেশোয়ার এবং
জেলালাবাদের মধ্যে কাইবার গিরি সঙ্কটের কাছে এই
অসভ্যজাতি বাস করে। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;
আফ্রিদি, শিনোয়ারি এবং ওরাক-জাই। তন্মধ্যে
আফ্রিদি সম্রাদায়ের সংখ্যাই অধিক। শিনোয়ারিরা
কতকটা ব্যবসায় বাণিজ্য করে। ওরাক-জাইরাও অসভ্য।
তাঁহারা লিকটকর্তী স্থানে লুণ্ঠ করিয়া বেড়ায়; তবে
আফ্রিদিদের মত ইহাদের সমাজবন্ধন নিতান্ত বিশৃঙ্খল
নহে। ইহারা অনেকটা নিয়মের বশীভূত হইয়া চলে।
কাইবার পথের পূর্বদিকে পেশোয়ারের কাছে আফ্রিদি-
দের বাস। এই জাতি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। ইহাদের
মধ্যে একজন করিয়া সর্দার আছেন, কিন্তু প্রজারা
তাঁহার বাধ্য নহে। রাজকার্য সম্বন্ধে সকল প্রজাই
আপন আপন মত প্রকাশ করে। তদ্বিত্ত তাহাদের
নিজের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটিলে সর্দার তাহা নিবা-
রণ করিয়া রাখিতে পারেন না।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাপ্রদেশে অনেক দূর
পর্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। কাবুল
নদ এবং কাইবার পথের মধ্যবর্তী পর্যন্ত পর্যন্ত পেশো-
য়ার উপত্যকার তাহাদের অধিকারের পশ্চিম সীমা।
পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বেড়িয়া পেশোয়ারের দক্ষিণ
সীমার পাশ দিয়া কুতুকভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহাদের
অধিকারের দক্ষিণে কোহাত। পেশোয়ার এবং কোহা-
তের মধ্যবর্তী আফ্রিদিদের পর্যন্ত দুইটা পথ আছে;
তাঁহারা একটা পথের নাম কোহাত গলি এবং আর
একটার নাম জেগুরাকি পথ। ইংরাজ অধিকারের

কিকে ইহাদের রাজ্যের সীমা প্রায় ৪০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাদের অধিকাংশই পর্বতগুলি অতিশয় উচ্চ এবং হ্রাস্রোহ। কামার প্রভৃতি তুলিয়া সেখানে বুদ্ধ করা বাহুবীর সাধ্য নয়। আফ্রিকি জাতি অতিশয় উগ্র এবং অসমসাহসী। ইহারা মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ীদের উপর এবং ইংরাজ অধিকারের ভিত্তরে বিস্তর উপদ্রব করে।

পাইবার পথের আফ্রিকিরা অনেকটা বাধ্য। কখন কখন ইংরাজদের সঙ্গে তাহারা হুদ্যতাও দেখাইয়াছে। কিন্তু কোহাত গলি এবং জেওয়াকি পথের আফ্রিকিদের সঙ্গেই ইংরাজ গভর্নমেন্টের বিশেষ বনিষ্টতা জন্মিয়াছে। এই সকল পথ রক্ষা করিবার জন্য পূর্ক হইতে তাহারা অনেক রাজার কাছে কিছু কিছু টাকা পাইয়া আসিতেছে। গজনির সম্রাটেরা, মোকল সম্রাটেরা, হুয়ানী, শিখ, ইংরাজ গভর্নমেন্ট প্রভৃতি সকলেই ইহাদের সঙ্গে এক একটি বন্দবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহারা স্বভাবতঃ অসভ্য, সে কারণ কাহার সঙ্গে সন্তাব রাখিয়া চলিতে পারে নাই। চুর ও তিরাহের ওরাক-কাইদের জটনক মালেক, নাদির-শাহা এবং তাহার সৈন্যকামন্তকে পথ দেখাইয়া পেশোয়ারে আনিয়াছিলেন। চুরতে খাঁ বাহাদুর নামে জটনক প্রসিদ্ধ আফ্রিকি ছিলেন। শাহা-জুজা তাহার একটা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ভারত-বর্ষ হইতে পলাইয়া তিনি ঐ সর্দারের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

জেওয়াকি পথের আফ্রিকিরা সকলের চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর। তাহারা পেশোয়ার এবং কোহাত বিভাগে বিস্তর অভ্যাস করিয়াছে এবং সিদ্ধুদের নৌকা প্রভৃতি লুণ্ঠ করিয়া থাকে।

আবড়-তাবড়। আবল-তাবল (দেশজ) যে বাকের কোন অর্থ নাই। নিরর্থক বাক্য।

আবদার (দেশজ) ভেলের বাহেনা। আখুটী।

আবদ্ধ (ক্ৰী) আ সম্যক্ বদ্ধম্ আ-বদ্ধ-ভাবে ক্। দৃঢ়বদ্ধন। আধারে-ক্। প্রেম। দেহ। (ত্রি) কঙ্গণি-ক্। বদ্ধ। প্রাপ্ত। প্রতিরুদ্ধ। ভূষণ। (আবদ্ধো দৃঢ়বদ্ধে ত্রাৎ প্রেমালঙ্কারয়োঃ যোঃ। মেদিনী)। বাহু করণে ক্ বোক্ত। লালনের যুতি দড়ী।

আবদ্ধ (পুং) আ-বদ্ধ-যঞ্। দৃঢ়বদ্ধন। করণে যঞ্ বোক্ত। লালনের যুতি দড়ী। আ সম্যক্ বধ্যতেহজ আধারে যঞ্। প্রেম। দেহ। (আবদ্ধো ভূষণে প্রেমিবদ্ধে। হেম)। (ক্ৰী) আ-বদ্ধ-ল্যুট্। আবদ্ধন। আবদ্ধ শব্দের অর্থ।

আবদ্ধ। বোধ হয়, এটা প্রকৃত অবদ্ধ শব্দ। বাহুরা প্রেষ্ঠ নহে অর্থাৎ অলভ্য। কিন্তু অলভ্যকীর্তে কঃ শব্দে রাজ-শব্দে বুঝায়; অতএব বাহুরা বাধীন; কাহাকে রাজ্য দেয় না, তাহাদিগকেই অবর বলা যায়। এই শব্দ সচ-রাতর 'আবর' এই রূপ উচ্চারিত হয়। চলিত কালানার আবর বলিলে আমরা নির্দোষ বুঝিয়া থাকি।

আসন্ন বিভাগের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের উত্তরে আবর পর্বত আছে। ইহার পূর্বদিকে শিশনী পর্বত, পশ্চিম দিকে মিধি পর্বত; উত্তর দিকে তিব্বৎ দেশ। এই পর্বতে আবর নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে। ডাণ্টন সাহেবের মতে, আবর, শিশনী এবং মিধি, এই তিন জাতি এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই অসম্ভব ঠিক কিনা, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন; আচার ব্যবহার ও ধর্ম সকলি পৃথক; তবে এক জাতি কিসে?

শিখ নদের কূলে এবং দিল্লীগড়ের ঠিক উত্তরে দিবং ও দিল্লী নদের মধ্যে অনেক আবর আছে। তাহারা আপনাদিগকে পাদম কহে। ইহাদের মুখের ছাঁদ ষোণালদের মত; পায়ের বর্ণ মেটে মেটে; সকলেই প্রায় দীর্ঘাকার; তাহাদের ঘর গম্বীর; কিন্তু কথা শুনি বেশ মিষ্ট ও দীর্ঘ।

আবরদের মতে গুণিয়ার সকল মানুষ এক আদি-পুরুষ হইতে জন্ম লইয়াছে। তাহারা বলে, প্রথমে এক জন স্ত্রী ও একটা মাত্র পুরুষ ছিল। তাহাদের দুইটা পুত্র সন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র যুগয়া করিতে বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ চতুর ও শিল্পী হইল। মাতা এই ছোট ছেলেটিকে অধিক ভাল বাসিতেন। কি জন্য কি মনে হইল, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমদিক পানে চলিয়া গেলেন। অল্প শব্দ, চাসের আসবাব এবং ঘর গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি কিছুই ফেলিয়া গেলেন না। এখন পশ্চিমদিকের সমস্ত লোক সেই কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর। তাহার মাতা সঙ্গে যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন তাহার নমুনা দেখাইয়া সকলকে শির কাণ্ড শিখাইয়া দেন, তাই এখন অল্প অল্প দেশের লোক বিদ্বান ও শিল্পী হইয়াছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জননী অল্প কিছুই দিয়া যান নাই; কেবল একখানি দা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দেখিয়া এখনকার আবররা দা গড়িতে শিখিয়াছে। আর কতগুলি শব্দ কাল বীজ

নিরাহিলেন; সেই বীজ পাইরা আজ পর্যন্ত ইহাদের কৃষিকর্ম চলিতেছে। এতদিন তিনি নাউয়ের বাদ্যবন্ত্র গুড়িতে শিখাইরা নিরাহিলেন। নমুনা দেখিতে না পাইরা আবরেরা আজি কালি শির কাজ করিতে জানে না।

আবরেরা পাহাড়ের গারে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করে। এক একটা ঘর কমবেশী বত্রিশ হাত লম্বা এবং বার হাত প্রশস্ত। সম্মুখে ছোট দাওয়া। ঘরের এক দিকে পাহাড়; আর তিন দিক তক্তা দিয়া ঘেরা। ঘরের কপাট তক্তার নিম্নিত। মেঝে হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চে বাঁশের মাচা। সেই মাচানের উপরে গুইতে বসিতে হয়। ইহারা কাঠ দিয়া উপরের কাঠাম করে। ঘাস ও বনকন্দলীর পাতা দিয়া চাল ছায়। ছাঁইচ মাটি পর্যন্ত ঠেকিয়া থাকে, তাই ঝড়ে ঘর উড়াইরা দিতে পারে না। গৃহাদি নির্মাণ করিবার সময়ে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া কাজ করে, কিন্তু সে জন্ত কাহাকে মজুরী দিতে হয় না। গৃহস্থদের এক একটা কুটীরে জী পুরুষ এবং তাহাদের অবিবাহিতা বালিকারা একত্র বাস করে। কিন্তু বালক কিম্বা অবিবাহিত যুবাপুরুষেরা সেখানে এক সঙ্গে থাকিতে পার না। তাহাদের বাস করিবার পৃথক স্থান আছে; আবরদের তাহার জাহাকে মোরং কহে। মোরং ঘর প্রায় ১০২ হাত লম্বা। তাহাতে ষোল সত্তরটা করিয়া আঙুন রাখিবার স্থান থাকে। আমাদের দেশে যেমন বার-ইয়ারীর চণ্ডী-মণ্ডপ এবং সত্য জাতির যেরূপ টাউন-হল্, আবরদের মোরং ঘরও কতকটা সেই রকম। উহা সাধারণের সম্পত্তি। প্রতিদিন তথায় গ্রামস্থ লোকের সভা হয় এবং রাজিকালে সমস্ত বালক ও অবিবাহিত যুব ব্যক্তির সেখানে গুইরা থাকে।

এখন কোন কোন স্থানের আবরদের পোষাক অল্প রূপ হইরা পড়াইরাছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সকল স্থানে হয় নাই। সচরাচর ইহারা উজ্জ্বল গাছের ছালের কোপীন ধড়া করিয়া পরে। কোপীনের পশ্চাদ্ দিকে শৃগালের লেজের মত প্রায় এক হাত লম্বা ঝালর ঝুলিতে থাকে। বসিবার সময়ে উহা পাতিয়া আসন করা চলে; শয়ন করিবার সময়ে উহাতে বালিশ হয়। ভাল করিয়া সাজিতে হইলে তাহার পোষাক অল্প রকম। সে সময়ে ইহারা হাত-কাটা রঙ্গীন কতুরা গারে দেয়। কতুরার উপরে মোটা কার্পেটের মত পশমী জ্যাকেট পরে। কিন্তু রাজকাৰ্য্যের সময়ে অল্প শজ ধরিয়া এখন ইহারা

পোষাক পরিয়া পাড়াম, ওখন সেদিক্ পানে চাহিলে মহাপ্রাণী শিহরিয়া উঠে। সাধারণ বিকটাকার শিরজ্ঞাপ। ইহার ভিতরের লাজ ঠিক আমাদের দেশের চুবড়ীর মত বেত জড়াইরা বোন। তাহার উপরিভাগ জম্বুকের চন্দ্রদিয়া ঢাকা। মধ্যে মধ্যে শুকরের দাঁড়, চমর-গোকর লেজ এবং পাখীর বড় বড় ঠোঁট বসান। হাতে ব্রহ্মা, ছোরা, লোজা ভলবার এবং তীরধনুক। ইহাদের জী পুরুষ সকলেই ঘোড়া চড়িতে পারে।

জীলোকেরা সচরাচর দুইখানি কাপড় পরে। একখানি কাপড় কোমরে বেড় দেওয়া। পাছে খসিয়া যায়, সে জন্ত বেত দিয়া আঁটা থাকে। এই কাপড় খানিতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। অল্প কাপড়খানি বুকের উপরে বেড় দিয়া জড়ান। কিন্তু কাপড় না হইলে চলে না এমন কিছু কথা নয়। ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, আমরা তাই লক্ষ্য করি, নতুবা আবরদের যুবতীরা স্বচ্ছন্দে বিবস্ত্র হইরা নৃত্য করে, তাহাতে কাহারও লক্ষ্য নাই। মাজ্রাজী জীলোকের মত ইহাদেরও কানে বড় বড় ছিঁড়; তাহাতে বেতের কুণ্ডল ঝুলান। কেহ কেহ ছিঁড়ের মধ্যে কুম্ভবর্ণ পাশা পরে, কেহ বা হাড় লাগাইয়া রাখে। গলায় নানা বর্ণের হালি হালি মালা, কোমর পর্যন্ত পড়িয়া ছলিতে থাকে। পায়ে বিচিত্র বেতের মলা কাঁকালিতে বেতের কোমর-পাটা; তাহার সঙ্গে ছোট ছোট ঘণ্টী লাগান,—চলিবার সময়ে ঝমঝম করিয়া বাজিয়া উঠে। আবরদের জীপুরুষের চুল ছোট করিয়া কাটা।

আবরেরা এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানে। তিনিই সৃষ্টি কর্তা ও সকলের প্রধান। কিন্তু তাহার অধীনে অনেক গুলি সামান্য সামান্য বনদেবতা আছেন। আমরা যেমন বরুণকে জলের দেবতা, লক্ষ্মীকে সৌভাগ্যের দেবতা, সরস্বতীকে বিন্যাস দেবতা বলিয়া মানি; আবরদিগেরও বনদেবতার হাতে সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া আছে। ইহারা পরকাল মানে। মাহুয মরিয়া গেলে যম তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করেন। বিচার হইলে ইহা জন্মে যে যেমন কাজ করে মৃত্যুর পর তাহার ভাগ্যে সেই রূপ সুখ দুঃখ ঘটে। পীড়া হইলে কেহ ঔষধ খায় না। রোগে ঔষধ খাওয়া মিথ্যা। মাহুযকে ভূতে পাইলেই পীড়া জন্মে। অতএব ভূতের কাছে পূজা ও বলি দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়, কাজেই তখন আর পীড়া থাকে না। রিগম নামে

একটা পর্বত আছে। ভূতেরা না কি সেই খানেই থাকিতে অধিক ভাল বাসে। আবরেরা বলে যে, রিগম পর্বতে কোন মাহুয গেলেন তাহাকে আর কিরিয় আসিতে হয় না।

ইহাদের মধ্যে বিচক্ষণ লোকেরাই পুরোহিত; পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কেহ পুরোহিত হইতে পার না। আবরেরা পুরোহিতদিগকে দেবতার কহে। দেবতারদের গুণ এই যে, তাহারা পাখীর নাড়ীভূঁড়ী এবং শূকরের যকুৎ দেখিয়া মনের কথা শুনিয়া বলিতে পারে। শূকরের মেটিলির নাম মিথন। কাহার মৃত্যু কিম্বা পীড়া হইলে পুরোহিতেরা দেবতাদিগকে মিথন উৎসর্গ করিয়া দেয়। তাহার পর রুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোকেরা সেই প্রসাদ খায়। মোরং গৃহে যে সকল লোক বাস করে তাহারাও দেবতাদের প্রসাদ খাইতে পায়। নিমন্ত্রণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে মাংস খাওয়াইলে পর বে কথা স্থির করা হয়, কিছুতেই তাহার অশ্রুতা ঘটে না। এই রূপ প্রতিজ্ঞার নাম সেংমুং।

ইহাদের বিবাহের নিয়ম অতি সহজ। কোন কোন স্থলে বরকর্তা এবং কস্তাকর্তা বিবাহ স্থির করিয়া দেন। কিন্তু এ নিয়ম সকলের পক্ষে নহে। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই, সে কারণ যুবক যুবতীরা আপনারাই কস্তা পাত্র পছন্দ করিয়া লয়। দুই জনের মনে মনে মিলিয়া গেলে বর, কস্তা ও তাহার পিতার কাছে ভেট পাঠাইতে থাকে। আবরদের উপাদের সামগ্রী মেটো-ইন্দুর, এবং কাঠবিড়ালী। বর মধ্যে মধ্যে তাহাই পাঠাইয়া ভালবাসার পরিচয় দেয়। বিবাহের অধিক আড়ম্বর নাই; আশু বন্ধু স্বজনকে ভোজ দিলেই ইহাদের বিবাহ হইয়া যায়।

বিবাহের পর গ্রামস্থ লোকেরা নব দম্পতীর জন্য একটা পৃথক ঘর বাধিয়া দেয়, সেই খানে তাহারা স্নেহে স্বচ্ছন্দে বাস করে। ইহাদের মতে, বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিলে চির দিনের নিমিত্ত কুলে কলঙ্ক পড়ে। পাদম কুলে তেমন কুশ্রুস্তি কাহার ঘটিলে, চন্দ্র সূর্য্য আর আলোক দিবেন না, লোকের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। দেবতাদের কাছে পূজা ও বলি না দিলে সে পাপের শাস্তি নাই।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা অতি বিরল; এমন কি, একেবারে নাই বলিলেও চলে। ইচ্ছা করিলে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না,

সে কারণ স্ত্রী পুরুষে বেশ সত্য থাকে। চান ও অন্ত অন্ত কাজে কি জীলোক, কি পুরুষ, সকলেই সমান শ্রম করে।

আবরদের শিল্প কর্ম কিছুই নাই বলিলে হয়। তাহারা কার্পাসের ও গাছের আঁশে এক প্রকার তুল কাপড় বুনিতেন। পরিবার নিমিত্ত অন্ত অন্ত কাপড় তাহারা তিকরং হইতে এবং চলিকাতাদের কাছে ক্রয় করিয়া লয়। তামাকু খাইবার ধাতুর মল, ধাতুর পাত্র, অন্ত শস্ত্র এবং নানা প্রকার মালা তাহারা তিকরং ও চীন দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনে। চান পরিবার নিমিত্ত ইহাদের লাঙ্গল প্রভৃতি কিছুই নাই। দাঁ এবং বাঁশের বাঁকা কাঠী দ্বারা তাহারা মাটিতে অন্ন গর্ত্ত করিয়া বীজ বুনিয়া দেয়। কিন্তু সেখানকার ভূমি বেশ উর্বরা, তাই অন্ন যত্নেই প্রচুর ফসল জন্মে। ধান, ভুট্টা, কার্পাস, তামাকু, লঙ্কা, আম্রা, ইক্ষু, নানা প্রকার কন্দ, আকিম এবং লাউ ও কুমড়া তাহাদের চানের প্রধান জব্য। নদীর উপর দিয়া পারাপারের জন্য ইহারা এক প্রকার ঘোলা সেতু প্রস্তুত করে। ঐ সেতু, বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়া নিৰ্ম্মিত। পাহাড়ের স্থানে স্থানে পানীর জল অতিশয় কষ্ট। এক স্থান হইতে অন্যত্র জল লইয়া বহিতে না পারিলে কাজ চলে না। সে কারণ তাহারা নিষ্করের মুখে বাঁশের নল বসাইয়া দেয়। তাহার পর সেই নলের মুখে অন্ত নল ঘোড়া দিয়া গ্রামের ভিতরে জল আনে। কিন্তু রন্ধন ও পান করা ভিন্ন কাহার জলের খরচ অধিক নাই। সপ্তসরের মধ্যে কেহ একবারও স্নান করে কি না সন্দেহ। তাহাদের বিশ্বাস, গারে ময়লা পড়িলে সর্দি লাগে না; তাই সাধ করিয়া সকলে দেহ অপরিষ্কার রাখে।

শীত কাল আসিলে ইহারা কাঠবিহ, মৃগনাভি, হাতীর দাঁত, মৃগমদ হরিণের চর্ম প্রভৃতি জব্য পাহাড়ের নিম্নে বিক্রয় করিতে আনে। আবরেরা বলে যে, তাহাদের উপরের পাহাড়ে বর নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। কিন্তু সে খানে কোন মাহুয গেলেন কিরিয় আসিতে হয় না।

আবরেরা আপনাদের স্বজাতির ভিতরে সকলকেই সমান জ্ঞান করে,—ইহাদের মধ্যে ছোট বড় নাই। কিন্তু সুবিধা পাইলে ইহারা অন্ত জাতিকে লইয়া গিরা দাস করিয়া রাখে। গ্রামে কোন দিন কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত মোরং গৃহে প্রতিদিন

সভা বলে। সভার প্রামাণ্য পুরুষেরা মিলিত হন। বাহা কিছু পদমর্যাদা সে কেবল এই সময়ে। প্রাচীন লোক-দের নাম গাম্। তাহার ঘরের মধ্যস্থলে আগুনের কাছে বসেন। তাহার পর একজন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আবার তাহাকে বকপাং কহে। মোই-তেম নামে আর এক ব্যক্তি মন্তব্য বিবর সকলকে শুনা-ইতে থাকেন। জুলোং নামে অস্ত্র এক ব্যক্তি যুদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্তা করেন। জুলুক আর এক ব্যক্তি মোক্তারের স্বরূপ। এই রূপসভা লইয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। প্রামাণ্য অস্ত্র লোকও সেখানে উপস্থিত থাকে, তাহারও আবশ্যক হইলে আপন আপন মত প্রকাশ করে।

অপরাধ করিলে ইহারা স্বজাতির কার্যিক দণ্ড কিম্বা প্রাণ দণ্ড করে না। জরিমানাই ইহাদের এক মাত্র শাস্তি। কিন্তু দাস কিম্বা অস্ত্র কোন জাতি বিশেষ অপরাধ করিলে আবার তাহার প্রাণ দণ্ড করে। জরিমানার বে লক্ষ্য আদায় হয় তাহা সাধারণের উপকারার্থ মোরং ঘরে গচ্ছিত থাকে। আবারদের বিপদের মধ্যে, সময়ে সময়ে তাহাদের বালক বালিকা হারাইয়া যায় এবং ঘরে আগুন লাগে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, চলিকাতারা জ্বিধা পাইলে ইহাদের সন্তানাদি চুরী করিয়া আনে। কিন্তু আবারেরা নিজে সে কথা স্বীকার করে না। তাহার বলে যে, গাছে ভূত আছে; সেই ভূতেরা ছেলে দেখিলে লুকাইয়া রাখে। সে কারণ তাহারও ছেলে হারাইলে সকলে মিলিয়া ঘনের গাছ কাটে। পল্লীর কোন লোকের বিপদ ঘটিলে গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ আসিয়া মোরং ঘরে সংবাদ দেয়। সংবাদ পাইবা মাত্র সকলেই তাহার প্রতিকার করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। আবারদের এই গুণ আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে দরিদ্র নাই, অনাথ নিরাশ্রয় নাই,—সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে। [এই জাতির চিত্র ও পরিচ্ছদ নাগা শব্দে দেখ]। আবারেরা গোমাংস ভিন্ন আর সকল দ্রব্যই খায়। বাহার গোমাংস খায়, তাহাদিগকে ইহারা শূণ্য করে। ইহাদের প্রধান পল্লীর নাম মেছু। এই পল্লীর চারি দিকে বাশ গাছ, কাঁটাল গাছ এবং রবার গাছ বেঠেন করিয়া আছে। পূর্বে ইহারা আসামে আসিয়া অতি-শয় উপভব করিত। তাহার পর ইহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য ১২৬২ সাল হইতে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে

কিছু কিছু কাপড়, কোদাল এবং অস্ত্র অস্ত্র দ্রব্য দিয়া থাকেন। ১৮৮০ সালে দিবং নদের পশ্চিম ধার হইতে তাহার পূর্ব ধারে উঠিয়া আসিবার সন্ধান করে। ইহাতে মিশমীদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিতে পারিত। সে কারণ গভর্ণমেণ্ট কতক কোজ ও পুলিশ পাঠাইয়া তাহাদিগকে কান্ড করেন। ১৮৮২ সাল হইতে আবারেরা শান্তভাবে আপন পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে।

আবর্হ (পুং) আবহতে উৎপাট্যাতে আ-বর্হ-ঘঞ্। উৎ-পাটন। উপড়াইয়া ফেলা। হিংসা। (স্ত্রী) আ-বর্হ-ল্যুট্ আবর্হণ। আবর্হ শব্দের অর্থ।

আবর্হিন্। আবর্হোহন্ত্যন্ত ইনি। উৎপাটন যুক্ত। বাহা উপড়াইয়া ফেলা হইতেছে। *। মূলমন্তাবর্হি। পা ৪।

৪৮৮। আবর্হ আবর্হণঃ তদন্ত্যন্তি আবর্হি। সিং কোং। আবলুশ (Diaspyros Ebenum, ইংরাজি এবনি Ebony) হিন্দীতে ইহাকে আবলুসও কহে। এই গাছ লঙ্কায় এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে জন্মে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানেও কচিং ইহা দেখা যায়। ইহার কাঠ কাল বা কটা বর্ণ। ইহাতে অনেক প্রকার গড়ন হয়।

আবাদ (বাবনিক) চাস। ক্ষেত চসিয়া তাহাতে শস্ত কিম্বা বৃক্ষাদি রোপণ করা। 'এমন মানব-জমিন পতিত রাখ লি আবাদ কল' ফলতো সোনা। সমুদ্রের নিকটে বাদ্যবন প্রভৃতি যে সকল স্থানের জঙ্গল কাটিয়া এবং বাঁধ দিয়া চাস করা হয়, এখন চলিত বাঙ্গালার তাহা-কেও আবাদ কহে।

আবাদ (পুং) আ-বা-ধ-ঘঞ্। পীড়া। *। আবাদে চ। পা ৮। ৯। ১০। (আবাদে পীড়ারাম্। সিং কোং)। (স্ত্রী) নাস্তি বাধা যন্ত। বহত্বী। গোত্রিয়োরুপসর্জনশ্চেতি বৃহৎ। পীড়াশূন্ত। বিষম ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত লম্বরেখার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি।

আবাদা (স্ত্রী) আ-বা-ধ-ভাবে (গুরোচ্চহলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ নিত্য জীহ্বাং টাপ্। পীড়া। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার তাপ।

আবি (পুং) এই শব্দ অস্তঃস্থ বকারেও লিখিত হয়। আবি অন্ধক দৈত্যের পুত্র। মহাদেব অন্ধক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে অস্ত্র আবির মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। পিতার শত্রুকে কি রূপে বিনষ্ট করিবে, ভ্রমভ্রান্ত তাহার চিন্তা হইয়া পড়িল। পরিশেষে তপস্যায় ব্রহ্মাকে ভূষ্ট করিয়া সে এই বর লইল যে, তাহার নিজরূপের অন্তর্থা না ঘটিলে তাহার বেন মৃত্যু হয় না।

মহাদেব উমাকে বিবাহ করিয়া যখন মন্দির পৰ্বতে বাস করেন, সে সময়ে পার্বতী কাল ছিলেন। শিব এক দিন পরিহাস করিয়া উমাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া ডাকেন। পার্বতীর তাহাতে বড় লজ্জা হইল। তিনি পৌরবর্ণা হইবার জন্ত হিমালয়ের উপকণ্ঠে অরণ্যে প্রবেশ করেন। বাইবার সময়ে নন্দীকে এই কথা বলিয়া গেলেন—‘দেখ, যত দিন না ফিরিয়া আসি অস্ত্র নারী যেন এখানে আসিতে না পার’।

পার্বতী চলিয়া গেলেন। আবি দৈত্য বহুকাল হইতে সুরোগ খুঁজিতেছিল। এক দিনে অবসর পাইয়া সে ভূজঙ্গবেশে মহাদেবের ঘরে প্রবেশ করিল। ঘারে ঘারবান্ নন্দী; ভূজঙ্গ শিবের অঙ্গভূষণ, তাই সে কিছুই বলিল না। ঘরের মধ্যে আবি উমার মূর্তি ধরিয়া মহাদেবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন যে, আবি নিজ মূর্তি ছাড়িয়া অস্ত্র মূর্তি ধরিণে তাহার মৃত্যু হইবে, সে কারণ মহাদেব এখন অনার্যাসে তাহার প্রাণবধ করিলেন। (পদ্ম পু.)।

আবিয়ার। ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একজন বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন। ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেকে এই রূপ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ব্রহ্মার পত্নী, শাপভ্রষ্টা হইয়া পৃথিবীতে জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নীতি শাস্ত্র তামিল বিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

আবিল (জি) আ-বিল ভেদনে-ক। অস্বচ্ছ। ঘোলা। কলুষ। কলুষতায়ুক্ত। (মঙ্গিরমাবিলামপি। নৈবধ ১। ৩। আবিলং কলুষাম্। মল্লিঃ)। চলিত কথায় বিষ্ঠাদি পরিপূর্ণ স্থানকে আবিল কহে। (জি) ভেদক।

আবিলকন্দ (পুং) আবিলো ভূমেরাভেদকঃ কন্দো মূল-মস্ত। বহুব্রী। মালাকন্ম লতা বিশেষ।

আবু (ইহা সংস্কৃত অৰ্জুদ শব্দের অপভ্রংশ)। রাজপুতানার অন্তর্গত শিরোহি রাজ্যের মধ্যে অরবল্লী পর্বতের একটি শৃঙ্গ। কিন্তু ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অরবল্লী পর্বতের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। চারি দিকে মরুভূমি, তাহার মধ্যস্থলে এই শৃঙ্গ প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ হইয়া আবের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাই ইহাকে অৰ্জুদ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, অর শব্দে পাহাড়কে বুঝায় এবং বুধ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। এই পর্বতে জ্ঞানের উদয় হয় তজ্জন্ত ইহার নাম অৰ্জুদ হইয়াছে। দিশা হইতে আবু প্রায় বাইশ কোশ দূর। ইহার প্রধান চূড়ার নাম গুরুশেখর।

পূর্বে এখানে মহাত্মেরা বাস করিতেন। রামকৃষ্ণ শেখর, আমোদদেবীর শেখর, ককা পাহাড়, দেবলী পাহাড়, বিমলী পাহাড়, অচলগড়, নাপরভালাও—এই কয়েকটা ইহার মধ্যে আরও উচ্চ শেখর আছে। ইহার ভূমণ্ডল প্রায় সাড়ে ছয় কোশ দীর্ঘ, পাঁচকোশ প্রশস্ত এবং পরিধি প্রায় পঁচিশ কোশ। চারিদিক নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা। শৃঙ্গের উপরে আরোহণ করা অতিশয় কষ্টকর। উত্তর এবং পশ্চিম দিক অত্যন্ত গড়েন। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে উচ্চ নীচ স্থানের মধ্যে প্রশস্ত উপত্যকা। এই উপত্যকা আছে, তাই সুরিধা; পূর্বদিকে কল্মীকৃতক হইতে পাথর কাটিয়া পথ করা হইয়াছে। ঐ পথ প্রায় পাঁচ কোশ হইবে। সেই পথ দিয়া মাহুৰ ও গোন্ধর গাড়ী উঠিতে নামিতে পারে। উপরিভাগে প্রায় তিন কোশ দীর্ঘ এবং এক কোশ প্রশস্ত সমতল ভূমি আছে। বন গোলাপ, শেঁউড়ীলতা, নান্য জাতি গাছ,—বর্ষার জল পাইলে সবুজবর্ণ হইয়া উঠে। বিচিত্রবর্ণ কালিকা কাঁপ, হুর্গা কাঁপ ঢল ঢল করে। চারিদিকে পাহাড়ের গা দিয়া নির্ঝর জল ঝরু ঝরু করিয়া পড়িতে থাকে। ধারে ধারে গো মেষ ছাগল মহিব চরিয়া বেড়ায়। উপরে মনোহর নকী-তালাও। এই রূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মাহিক অস্ত্র ব্রহ্মার বরে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। দেবতার তাহার ভরে লুকাইবার জন্ত নথ দিয়া একটি গর্ত খুঁড়িয়াছিলেন। সেই গর্ত এই নথী তালাও। ইহা নথ দিয়া খনন করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ‘নথী’ হইয়াছে। ইহা প্রায় আট শত হাত লম্বা, বিশ পচিশ হাত গভীর। জলের উপরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপ-গুলি মনোহর তরু ও লতাবনে সুশোভিত। পশ্চিমদিকে ইহার উপর দিয়া এখন একটি বাঁদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এখানে কেহ মাছ ধরিত না, জলচর পক্ষীও কেহ মারিতে পারিত না। কিন্তু এখন সে নিরম উঠিয়া গিয়াছে।

আবু পর্বতের নিকটে অসত্য জাতির বাস। বোধ হয়, তাহার ভিলদের একটি শাখা। ইহাদের নাম লোক। লোক জাতিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহার কাহাকে কর দেয় না। ইহাদের কেহ রাজা নাই; কেবল এক এক জন নামে সর্দার আছে, তাহার উপাধি রায়ত। লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির বাধিয়া তাহাতে বাস করে, তাঁর ধনুক লইয়া গুপ্তা করিয়া বেড়ায় এবং পত-

পালন ও চাস করিয়া থাকে।

আবু শূন্দের জলবানু বেশ স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্ম পড়িলে সমুদ্র হইতে মন্দ মন্দ শীতল বাতাস বহে, সে সময়ে রুগ্ন-শরীরে যেন নবজীবনের আবির্ভাব হয়। শীতকালেও এখানে বাস করিলে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু ডাক্তার কুক কহেন যে, উপদংশ, বাতরোগ, ফুসফুসের পীড়া কিম্বা অন্ত কোন যাত্নিক ব্যাধি থাকিলে এখানে বাস করা কর্তব্য নহে।

গভর্গর-জেনারেলের রাজপুতানার এজেন্ট, গ্রীষ্মকাল পড়িলে এইখানে আসিয়া বাস করেন। রাজপুতানা টেট-রেলওয়ের আবু-পথ-স্টেশন দিরা পর্তুতে যাইবার উত্তম রাস্তা করা হইয়াছে। স্টেশনের চারি দিক উচ্চ উচ্চ পাথরে ঘেরা; কোন খানি কুলিতেছে, কোন খানি বিশাল শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে; আবার কোন খানি যেন নব বধূর মত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইংরাজেরা এই খানিকে নন্ বলিয়া ডাকেন। গির্জা, বারিক, বিদ্যালয়, হাসপাতাল,—আর কত বলিব?—সত্য ইংরাজ আসিয়া বাস করিলে বাহা চাই, এখানে সে সকলি আছে।

আবুপর্বত শিরোহির শেঠদের সম্পত্তি। এখানকার রাজস্ব দেবালয়ের কার্যেই ব্যয় করা হয়। এখানে শেঠদের নিযুক্ত এক জন খামদার, এক জন নারেব এবং দুই জন খানাদার থাকেন। অল্প অল্প লোকের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান দোকান করিয়া আছে। চামার এবং ভিলেরা কুলির কাজ করে। লোকজাতির এখানে চাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রায় ৪,৫০০ লোক তথায় বাস করে। কিন্তু অল্প অল্প সময়ে ৩,৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত লোকের অধিক হইবে না।

আবুশূন্দের হিন্দুদিগের বহুকালের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বোধ হয়, মার্কণ্ডেয়পুরাণে, পদ্মপুরাণে এবং ভাগবতে এই পর্বতেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে এইখানে নাকি বশিষ্ঠমুনির আশ্রম ছিল। আজও তাঁহার নামে একটি মন্দির চলিয়া আসিতেছে। মন্দিরের পাথরে এই রূপ বিবরণ ক্ষোদিত আছে যে, বশিষ্ঠ মুনি হিমালয়ে তপস্তা করিতেছিলেন। বহুকাল কঠোর তপস্তার পর তিনি সিদ্ধ হন। সেখান হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে তিনি ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া হিমালয়ের একটি শূন্দের উপড়াইয়া আনেন। তাহাই এই আবু পর্বত। বাস্তবপালের মন্দিরেও লেখা আছে যে, অর্কুদ

শেখর গৌরীপতির বশুরের পুত্র এবং শশিভূষণ-গঙ্গারের ঞ্জালক। কাজেই ইহাতেও অর্কুদকে হিমালয়ের একটি অংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

অর্কুদ পর্বতে অগ্নিকুল রাজপুত্র বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশের অপর নাম পরমার। পরশকেশককে বুঝায় এবং মার শব্দের অর্থ বে বিনষ্ট করে। পূর্বে দৈত্যেরা বেদ ধ্বংস করিতেছিল। দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ মুনি বজ্র আরম্ভ করেন। সেই বজ্রকুণ্ড হইতে একজন মহাবীর উৎপন্ন হন। তিনি দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম পরমার হইয়াছে।

বোধ হয় বৌদ্ধ এবং জৈনদিগকেই বেদঘেষক দৈত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমার বংশের রাজপুত্রেরা তাঁহাদিগকে দমন করিয়া থাকিবেন। এখানকার মন্দিরাদিতে যে সকল বিবরণ লেখা আছে তাহাতে একটি কৌতুক দেখা যায়। জৈনেরাও অনেক স্থলে শিব ও ভগবতীর নাম স্মরণ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তাই বোধ হয়, সে সময়ে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জৈন মতের সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছিল। এখানে অনেক শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দিরও ছিল; কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্বে এখানকার অচলেশ্বর শিব মন্দিরে অঘোরপহীরা বাস করিতেন।

এখানে সর্ব সমেত পাঁচটি মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটি মন্দির ঋষভনাথের। তিনি জৈনদের চবিশ জন তির্থঙ্করের মধ্যে প্রথম। এই দেবালয়ে তিনি চতুর্মুখিতে মিলিত হইয়া আছেন। ঋষভনাথের মন্দির তেলতা; পূর্বে পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ,—এই চারি দিকে চারিটা দ্বার। মন্দিরের পশ্চিম দিকে ছইটি মণ্ডপ আছে; আর তিন দিকে কেবল এক একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রত্যেক মণ্ডপে আটটি করিয়া থাম। ঋষভনাথের উত্তরে আর একটি বড় মন্দিরে বাহ্যশাহের মণ্ডপ। আবার দক্ষিণ পূর্বে দিকে আদীশ্বর এবং গোরক্ষ-লাঞ্জনের মন্দির।

ঋষভনাথের পশ্চিমে আদিনাথের মন্দির, উত্তর দিকে নেমীনাথের। এই ছইটি মন্দির পরিকার খেত পাথরে নির্মিত। স্তম্ভে, খিলানে এবং মণ্ডপের ভিতরের খোদাই কাজ অতি পরিপাটি। ১০৮৮ সন্থতে (১০৩১ খৃঃ অব্দে) বিমল শাহ নামে জনৈক শেঠ

আদিনাথের মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৩৭৯ সন্থতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, গুরুপঙ্কজের নবমী তিথিতে লোমবারে উহার মেলাসম্ভব করানো হয়।

আদিনাথের মন্দিরের চারি দিক ৫৫টী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। তাহার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে এক এক জন তীর্থ-করের পাবাপন্নীয় মূর্তি,—পায়ের উপরে পা রাখিয়া ঘোণাসনে বসিয়া আছে। উত্তর পশ্চিম দিকের একটা প্রকোষ্ঠে অখাজির প্রতিমূর্তি।

ঘরের সম্মুখে নয়টী খেত পাথরের হাতী,—যে অঙ্ক যেমন হইলে নকল বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সেই সেই অঙ্কে তাহার মত সকলি আছে,—নাই কেবল ভিতরে জীবন, আর বাহিরে চলৎ শক্তি। হাতীগুলির উপরে রত্নভূষিত হাওলা; সম্মুখে মাহত, মাহতের পশ্চাতে বিমল শাহ শেঠ। তাহার পর ঘরে বিমল শাহ, দেবতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত হাতী হইতে নামিয়াছেন। জগতে তেমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি আর কোথাও নাই।

১২৮৭ এবং ১২৯৩ সন্থতে বাজুপাল এবং তেজো-পাল নেমীনাথের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহারা দুই সহোদর। অনাহিলপত্ননে ইহাদের বাস স্থান ছিল। গুজরাটের রাজা বীর ধবলের সময়ে তাঁহারা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পূর্বে আবু পর্বতে আট শত আটটা শিব লিঙ্গ এবং অল্প অল্প দেব দেবীর মূর্তি ছিল। কখন কোন মহাত্মা এখানকার মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কখন কোন মহাত্মা ঐ সকল মন্দিরের সংস্কার করাইয়া-
ছিলেন, এই সমস্ত বিবরণ প্রস্তরে ক্ষোদিত আছে। কিন্তু অনেক দিন হইল, তাই সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না।

এই সকল দেবালয় নির্মাণ করাইতে যে, কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। আবুপর্ব-
তের চারিদিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশের মধ্যে কোথাও খেতপাথর মিলে না। অতএব অনেক দূর হইতে উটের পিঠে বোঝাই করিয়া ঐ সকল পাথর আনিতে হইয়া-
ছিল। তাহার পর পাহাড়ের উপরে তুলিতেও অল্প খরচ পড়ে নাই। এদিকে আবার দেবালয়গুলির খাম, থিলান এবং ক্ষোদাই কাজে কত কাল লাগিয়াছিল বলা যায় না।

আবুপর্বতে জৈন রাজাদের নগর ছিল না। নগর থাকিলে এখন তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে

পাওয়া যাইত। কিন্তু এই শৃঙ্গের দক্ষিণে চন্দ্রাবতী নামে একটা বড় সহরের কিছু কিছু চিহ্ন আজও পড়িয়া আছে। গুজরাট রাজের মন্ত্রী ও পরমায়েরা এই নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন এই নগরের ভয়াবশেষ দিন পরিহার হইয়া যাইতেছে। আক্ষদাবাদের হুলস্থান, গির্গারের ঠাকুরেরা এবং শিরোহির শেঠেরা উহার প্রায় সমস্ত প্রস্তরাদি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

এখানে খেত পাথরের দুইটী খনি আছে। কিন্তু উহার পাথর অতিশয় কঠিন ও উজ্জল, সে কারণ তাহার উপরে কাজ করিতে গেলে তালিয়া যায়। জৈন মন্দির গড়িবার সময়ে কোথা হইতে পাথর আনা হইয়াছিল, বলা যায় না। এখানে গম, যব, ভুট্টা, ধান, দাউল, আলু এবং অল্প অল্প অনেক প্রকার ফসল জন্মে। সিমলা, নাইনীতাল প্রভৃতি পাহাড়ী মধুর মত এখানকারও মধু উৎকৃষ্ট। বস্ত্র পত্তর মধ্যে বড় বাঘ এবং শিয়োগোষ কচিং কখন পাহাড়ের উপরে উঠে। কিন্তু চিতা বাঘ, ভাল্লুক, শজারু এবং শলক প্রায় সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শৃগাল এবং বঁকশিরালাই নাই। সামর হরিণ দল বাঘিরা চরিতে চরিতে পাহাড়ের উপরে আসে; কিন্তু চিতল হরিণ নীচে বালির উপরে চরিয়া বেড়ায়। আবু পর্বতে তাদৃশ সর্প ভয় নাই; কচিং কেহ কখন গোখুরা সাপ দেখিতে পায়।

আবুপর্বতের মন্দিরগুলি কখন কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কখন কোন মহাত্মা তাহাদের সংস্কার করাইয়াছিলেন; মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডে তাহার সমস্ত বিবরণ ক্ষোদিত আছে। স্থানে স্থানে সেই সকল মহাত্মাদের বংশ বিবরণ; তাঁহাদের মন্ত্রিগণের ও কারিকরদিগেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ষাাঁহাদের এ বিষয়ে কোতূহল আছে, তাঁহারা আশিরাটিক রিসার্চের ১৬ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করিবেন। এখানে কেবল কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের নাম লিখিয়া দেওয়া হইতেছে।

পত্তনের অর্থাৎ গুজরাটের রাজপরিবারের—মুল-রাজ, চামুণ্ড ১০১১ খৃঃ অব্দে, বল্লভ, হুল্লভ ১০২৩ খৃঃ অব্দে, ভীম, কলদেব, সিদ্ধরাজ ১০৯৪ খৃঃ অব্দে, কুমার-পাল ১১৭৪ খৃঃ অব্দে, অজয়পাল, মুল, ভীম ১২০৯ খৃঃ অব্দে। (সারস্বদেব ১২৯৪ খৃঃ অব্দে)।

অন্যাহির পরিবার—অর্ণ, লবণপ্রসাদ, বীরধবল
খৃঃ ১২০১ অব্দে ।

প্রথাত পরিবার—চক্ষপ, সোম, অখরাজ ; (লুনিগ,
মন্ন, ভেজঃপাল এবং বাস্তপাল ১২০১ হইতে ১২০৭ খৃঃ
অব্দে) ; জৈত্র সিংহ, লাণ্য সিংহ ।

চক্রাবতীর পরমার বংশ—ধুম, ধুজুক, জব। রামদেব;
যশোধবল ১১৭৪ খৃঃ অব্দে ; ধারাবর্ষ এবং প্রহ্লাদন
১২০০ খৃঃ অব্দে, সোম, ককদেব ১২০১ খৃঃ অব্দে । (বিশাল
দেব ১২৯৪ খৃঃ অব্দে) ।

চক্রাবতীর চোহান রাজবংশ—তেজ সিংহ ১৩০১
খৃঃ অব্দে ; কাহর দেব, সামন্ত সিংহ ১৩০৯ খৃঃ অব্দে ।

চক্রাবতীর রাণা—মৌকল ১৪৫০ খৃঃ অব্দে, কুন্তকর্ণ ।

মেদ পরিবার গুহিল—বগ্নক, গুহিল, ভোজ, কলা-
ভোজ, ভর্তুকট, সমহারিক, কুমান, অন্নাত, নরবাহন,
শক্তিবর্মা, গুচিবর্মা, নরবর্মা, কীর্তিবর্মা, বৈরি সিংহ,
বিজয় সিংহ, অরি সিংহ, বিক্রম সিংহ, সামন্ত সিংহ,
১২০৯ খৃঃ অব্দে, কুমার সিংহ, মধন সিংহ, পদ্ম সিংহ,
জৈত্র সিংহ, তেজঃ সিংহ, সমর সিংহ ১২৮৯ খৃঃ অব্দে ।

শাক্তরী চোহান বাংশ—সিদ্ধুগুজ, লক্ষণ, মণিকা,
অধিরাজ, মহীন্দ্র, সিদ্ধরাজ, কুলবর্দ্ধন, প্রভুরাম, ধুন্ধন
চোহান, সমর সিংহ, উদয় সিংহ, মানব সিংহ, প্রতাপ
সিংহ, দশরথ, লাণ্যকর্ণ এবং লুধন ১৩২১ খৃঃ অব্দে ।

আবুত (পুং) আপনম্ আপ-ক্ৰিপ্ আপে প্রাপ্তো উত্তাম্যতি
উদ্-ভম-ড । (আবুতোহিব্যাংপর ইতি রঘুনাথঃ) । (আ
সম্যক্ বুধ্যতে আবুতো নারীতিতঃ মনীষাদিরিতি
ভরতঃ) । নাট্যোক্তিতে বাহাকে ভগিনীপতি বলা যায় ।
(নির্ধিরঃ সোমপীতী আবুতো মে ভগবানুব্যশ্লঃ আৰ্য্য
চ শাস্তা ? উত্তর চরিত) । অন্তঃস্থ বকারেরও প্রয়োগ
অনেক স্থলে দেখা যায় ।

আবুল-ফজল। ইনি সম্রাট্ অকবরের প্রিয় মন্ত্রী। ইহার
পিতার নাম সুবারিক। ইসলাম-শাহের রাজত্ব কালে
১৪ ই জাহুয়ারি ১৫৫১ খৃঃ অব্দে (বর্ষ মহরম ৯৫৮)
আগ্রা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। হিজরি ১০১১ সালে
(১২ আগষ্ট ১৬০২ খৃঃ অব্দে) রাজা বীরসিংহ তাঁহার
প্রাণ বিনষ্ট করেন ।

সংসারে গুণেরই গৌরব ; গুণ না থাকিলে কাহার
আদর হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সচিবচনা, স্ত্রায়-
পরতা—আবুল-ফজলের এত গুণি গুণ ছিল, তাই
তিনি অকবরের সভার আদর পাইয়াছিলেন। এত

গুণ না থাকিলে জগতে আজি তাঁহাকে কে চিনিত ?

কিন্তু এই সকল গুণ কজলের গুণ নিজের নয় ;
তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা ইহার বীজ-পুত্তিরা গিয়াছিলেন।
সুবারিকের হৃদয়ে তাহার অঙ্কুর গন্ধার ; অঙ্কুর হইতে
চারিদিকে পল্লব দল ছড়াইয়া পড়ে ; শেষে আবুল-
ফজলের হৃদয়ে তাহার কুল ফুটে, সেই ফুলের সৌরভে
জগৎকে মাতাইয়া তুলে ।

আবুল-ফজলের পূর্বপুরুষেরা আরব দেশের লোক।
তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম শেখ মুসা। তিনি রেল
গ্রামে বাস করিতেন। এই পল্লী সিদ্ধ প্রদেশের মধ্যে।
তাঁহার পৌত্র শেখ খাজির ভারতবর্ষে উঠিয়া আসেন।
ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সেবার তিনি এখানে
অধিককাল থাকিলেন না। শীঘ্রই হিজাজে গিয়া তাঁহার
স্বজাতি আরবদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।
তাঁহার পর আজমীরের কাছে নাগরে আবার চলিয়া
আসেন। এখানে তাঁহার আর অন্য কাজ ছিল না ;
সংসঙ্গ, সাধুলোকের সঙ্গে জৈবর আলোচনা, ইহাই
লইয়া তিনি কাল কাটাইতেন।

জগতে বাহা চাই, খাজিরের সে সকল সুখই আছে।
কিন্তু কঠিন মনঃকষ্ট এই,—তাঁহার সন্তান হইয়া বাচে
না। অনেক গুলি ছেলে জন্মিল, জন্মিয়া সকল গুলিই
মরিয়া গেল। শেষে সুবারিক হইলেন। বাচে, আফ্রা-
দের কথা ; না বাচে, জৈবরের ইচ্ছা,—তাঁহাতে মাহু-
বের হাত কি ? খাজির এই ভাবিয়া জৈবরের উপরে
নির্ভর করিয়া থাকিলেন ।

সুবারিক বাঁচিলেন। আবুল-ফজল যে গুণে জগতে
পুজিত, তাঁহার পিতার বালক কালেই সেই সকল গুণের
অঙ্কুর দেখা দিল। চারি বৎসরের অধিক বয়স নয় ;
ছুটাছুটি দৌড়াদৌড় করিয়া খেলাইবার সময় ; কিন্তু
সুবারিক তাহা করিতেন না। শৈশব কালেই তাঁহার
ভীক্ত বুদ্ধির পরিচয় অনেক রকমে প্রকাশ পাইল।
তিনি শেখ আতনের কাছে মন দিয়া লেখা পড়া
করিতে লাগিলেন ।

সাধুজনের প্রাতঃবাক্যে সন্তানটী বাঁচিল, তবে ঘর-
গৃহস্থালী করা চাই। কিন্তু নাগরে তাঁহার স্বজাতি
কেহই নাই। সেকারণ তিনি করেকজন জাতি কুটম্ব
আনিয়া কাছে বাস করাইবার জন্য সিদ্ধদেশে গেলেন।
রাস্তা দুর্গম, কেবল মরুভূমি ; খাজির পীড়িত হইয়া
পড়িলেন। শেষে পথের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই সময়ে নাগরে দারুণ দুর্ভিক্ষ। অসংখ্য অসংখ্য লোক অনাভাবে মরিয়া গেল। খাজিরেরও পরিবারের মধ্যে আর সকলের মৃত্যু হইল; কেবল সুবারিক ও তাঁহার মাতা জীবিত থাকিলেন।

সুবারিক অতিশয় মাতৃভক্ত; জননীকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পড়া শুনাও না করিলে নয়, সে কারণ নাগরের কাছে তখন যে সকল বিদ্বান লোক ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে তিনি বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। ফকির খাওয়া অহরার তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা। ইহার কাছে তিনি নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। সেই সময়ে মালদেওরে গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুবারিক নাগর হইতে গুজরাটের অন্তর্গত আক্কাবাদের উঠিয়া আসিলেন। এখানে শেখ আবুল-কজল, শেখ উমর এবং শেখ উসকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদয়তা জন্মে। পরিশেষে হিজিরা ৯৫০ সালে তিনি আক্কাবাদের হইতে আগ্রার পরপারে রামবাগের কাছে আসিয়া বাস করিলেন।

তৎকালে মীর রফাউদ্দিনের বড় প্রতিপত্তি। রামবাগের নিকটে তাঁহার বাসস্থান ছিল, অনেক ছাত্র ও শিষ্য সেইখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত। উপযুক্ত গুরু পাইয়া সুবারিকও তাঁহার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে শেখ আবুল ফৈজী এবং তাহার কনিষ্ঠ আবুল ফজলেও জন্ম হয়। ফৈজীর চেয়ে আবুল-কজল চারি বৎসরের ছোট। সুবারিক আপনার সন্তানদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে মাধিদের হজ্জামা উপস্থিত হয়। সুবারিক এক জৈথরের অস্তিত্ব মানিতেন; কিন্তু মুসলমান ধর্মে তাঁহার ভালরূপ প্রজ্ঞা ছিল না। তাই লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিত, কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া জানিত। মাধির হজ্জামা হইলে সুবারিক তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এরূপ যোগ দিবার ঠিক অভিসন্ধি কি, তাহার কিছু প্রকাশ নাই। মাধিরা একে সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে, সুবারিক আবার তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইলেন, কাজেই অকবরের সন্তাসদগণের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। সম্রাটও তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত হুকুম দিলেন। সুবারিক দেখিলেন, বিষম কূচক্র; আগ্রায় থাকিলে প্রাণ

বাঁচাইবার উপায় নাই, তজ্জন্ত তিনি গোপনে পলাইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার এ কষ্ট অধিক দিন ছিল না। অকবরের ষাড়পুত্র খাঁ-ই-আজম মির্জা কোঁকা সম্রাটের মনের মলিনতা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ফৈজীর বয়স বিশ বৎসর; কিন্তু তাঁহার মনুর কবিতার সে সময়ের সকল লোকেরই মন তুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বগুণে ক্রমে তিনি অকবরের প্রিয়-পাণ্ড হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে আবুল-কজল দিয়ারাজ নির্ভরনে অধ্যয়ন করিতেন। পনের বৎসর বয়সেই তাঁহার অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান জন্মিয়াছিল। একটা গল্প আছে,—বখশ পঞ্চদশ বৎসরের বালক, তৎকালে একখানি ইম্পাহানী পুস্তক তাঁহার হাতে পড়ে। পুস্তকখানির লগালখি অর্থাৎ আশুনে পুড়িয়া গিয়াছিল; সুতরাং প্রত্যেক ছত্রের অর্ধেক ছিল, আর বাকি অর্ধেক ছিল না। আবুল-কজল পূর্বে সে পুস্তক আর কখন দেখেন নাই। কিন্তু যে যে অংশ পুড়িয়া গিয়াছে, তাহা লিখিয়া দেওয়া চাই। সে জন্ত তিনি পুস্তকের ন্যূনিক ছাটিয়া ফেলিয়া সমস্ত পাতার নূতন কাগজ বোড়া দিলেন। তাহার পর প্রত্যেক ছত্রের আধখানির অর্ধের সঙ্গে মিল রাখিয়া অবশিষ্ট ছত্র পূরণ করিয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে একখানি সমগ্র পুস্তক তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি হুই খানিতে মেলন করিয়া দেখেন যে, অনেক স্থানে নূতন শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক স্থানের পাঠও সম্পূর্ণ নূতন হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটি সমস্ত পুস্তক খানির ভাবের ব্যতিক্রম কোথাও ঘটে নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার বহুবাহুবেরা চমৎকৃত হইলেন।

ফৈজী আপনার কনিষ্ঠের পরিচয় দিয়া সম্রাটের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। প্রথম দিনেই আবুল-কজলের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সময়ে অকবর বাঙ্গালা এবং বিহার জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন; যুদ্ধ সম্ভা হইল; বিহার অভিযুখে সৈন্ত সামন্ত ছুটিল। সঙ্গে স্বয়ং অকবর এবং তাঁহার প্রিয় সদয় কবি ফৈজী। আবুল-কজল সঙ্গে গেলেন না, আগ্রাতেই থাকিলেন। কিন্তু বিহারে কজলকে দেখিতে না পাইয়া সম্রাট ফৈজীর কাছে কয়েকবার তাঁহার তত্ত্ব লইয়াছিলেন। ফৈজী সেই সকল কথা আপনার কনিষ্ঠের কাছে লিখিয়া পাঠান।

বাঙ্গালার বুক দু-দিনের কাজ। অকবর জমী হইলেন। জমী হইয়া তিনি জয়-পতাকা উড়াইতে উড়াইতে শীত্ৰই কতেপুর সিক্রীতে ফিরিয়া আসিলেন। যে সময়ে বাহা ভাল দেখায় সময় বুঝিয়া তাহার মত মজর দেখয়া চাই। আবুল-ফজল কোরাণের বিজয় পরিচ্ছেদের টীকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্রাট বাঙ্গালা ও বিহার জয় করিয়া আসিলে তাঁহার কাছে সেই টীকা-পুস্তক উপহার দিলেন।

তখন মখদুম-উল-মজ্ঞ এবং শেখ আবুজুসবী প্রধান সভাসদ। ইহারা দুই জনেই সুন্নী। তাঁহার ধর্মের দোহাই দিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের উপর এবং হিন্দুদের প্রতি সর্বদাই অত্যাচার করিতেন। সেই সকল কথা অকবরের কানে উঠিল। আবুল-ফজল দেখিলেন, রাজ্যের উন্নতি এবং সমাজ সংস্কার করিতে হইলে তাহার এই সুযোগ। ইহাতে লোকের মজল এবং তাঁহার নিজের প্রতিপত্তি। তিনি অকবরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, সম্রাট রাজ্যের সকল বিষয়ের কর্তা। বাহা কিছু নূতন আইন করিতে হয়, সে সকল সম্রাট নিজে করিবেন। প্রজারা সেই নিয়মানুসারে চলিলে তাহাদের ইহ জন্মের সুখ এবং পরকালের সদগতি।

সভার বাদামুবাদ পড়িয়া গেল,—সকলেই বিরোধী। চারি দিক্ হইতে আপত্তি উঠিল। আবুল-ফজল নাস্তিক কি হিন্দু, তাহার ঠিক নাই। যে প্রস্তাব করা হইরাছে, তাহা কোরাণের বিপরীত মত। কিন্তু বাদামুবাদ করা বিফল, সুন্নী পক্ষরা অবশেষে নিরস্ত হইল। মুবারিক স্বহস্তে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি লিখিয়া নাম স্বাক্ষরিত করিলেন। বাহারা বিরোধী ছিলেন, সে সকল লোককেও স্বাক্ষর করিতে হইল।

এই নূতন নিয়মের উদ্দেশ্য মহৎ। শেষে ইহার দ্বারা বেশ ভাল ফল হইয়া দাঁড়াইল। মুবারিক জানিতেন, জৈন্যের চক্ষে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। কিন্তু কোরাণের সে মত নয়। যে কোরাণ মানে না, সে কাফের। মুবারিক, কোরাণের সকল কথা মানিতেন না, তাই লোকে জানিত তিনি নাস্তিক। আবুল-ফজল বালককাল হইতে পিতার কাছে যে পাঠ পাইয়াছিলেন, অকবরের কানে তিনি সেই মন্ত্র পড়িয়া দিলেন। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনেক। তাহাদের জাতি বিভিন্ন, ধর্ম বিভিন্ন; বিভিন্ন বিশ্বাস। সকল কাজে

কোরাণ দেখিয়া চলিতে হইলে প্রজাদের কল্যাণ নাই। চিরকাল অন্ধ বিশ্বাসে চলিলে মানুষের উন্নতি হয় না। কোরাণের যেখানে ভ্রম আছে, সে স্থল পরিত্যাগ করা আবশ্যক। বাহাতে ভ্রম নাই, এমন বিষয় কোরাণে না থাকিলেও গ্রহণ করা উচিত। আবুল-ফজলের চির জীবনের এই মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রে তিনি অকবরকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সম্রাট নূতন নিয়ম প্রচলিত করিলে তাহার ফল এই দাঁড়াইল,—পূর্বে হিন্দু ও অন্তঃস্থ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইতেছিল, সে সকলের নিবারণ হইয়া গেল। সকল ধর্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের যোগী সন্ন্যাসীরা আসিয়া সভায় আদর পাইতে লাগিলেন। এ দিকে হুটী লোকদেরও ক্ষমতা দিন দিন কমিয়া আসিল।

এই সময়ে অকবরের সভা কতেপুর সিক্রীতে। ফৈজী এবং আবুল-ফজল সেইখানেই থাকিতেন। সর্ব প্রথমে ফৈজী, কুমার মুরাদকে পড়াইবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে আগ্রা, কালি এবং কালিঞ্জরের সদর হইয়াছিলেন। ১৫৮৫ সালে আবুল-ফজল এক হাজার অশ্বরোহী সৈন্তের মন্সব হইলেন। পর বৎসরে তাঁহাকে দিল্লির দেওয়ান করা হইল।

১৫৮৯ সালের শেষে আবুল-ফজলের মাতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে অকবরের প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম চলিত হইয়া আসিয়াছে। সম্রাটকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু সভাসদদের মধ্যে আবুল-ফজলের সকলেই শত্রু। নিজে সলিমও সুযোগ পাইলে শত্রুতা করিতে ছাড়িতেন না। এক দিন সলিম হঠাৎ আবুল-ফজলের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। আবুল-ফজল কোরাণের যে টীকা করিয়াছিলেন, চলিশজন লেখক বসিয়া তাহার নকল করিতেছেন। সলিম সমস্ত কাগজ পত্র সমেত সেই লেখকদিগকে সম্রাটের কাছে ডাকিয়া আনিলেন। তাহার পর কাগজ পত্র গুলি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন,—‘আবুল ফজলের শঠতা দেখুন; তিনি আমাকে পড়াইবার সময়ে কোরাণ এক রূপ বুঝাইয়া দেন, আবার বাটীতে বসিয়া যে টীকা লিখিতেছেন তাহা ঠিক বিপরীত’। এই কথায় আবুল-ফজলের সঙ্গে সম্রাটের দিন কতক একটু মনের অন্তরঙ্গ ছিল।

অকবর, আবুল-ফজল প্রভৃতি তখনকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকদিগকে ভাল ভাল সংস্কৃত এবং হিন্দী পুস্তক গুলি পারস্ত ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। কৈজী নীলাবতীর গণিত শাস্ত্র অতুর্বাদ করিতে লাগিলেন। কালীয় দমন এবং মহাভারতের কিরদংশের ভার আবুল-ফজল লইলেন। ১৫৯২ সালে তিনি দুই-হাজারীর মন্সব হন। এই সময়ে খন্দেশের রাজা আলি খাঁ আপনার কন্যাকে সলিমের কাছে পাঠাইয়া দেন। সম্রাট দেখিলেন, শীঘ্র তাঁহার সম্মান রাখা আবশ্যক। সে কারণ তিনি খন্দেশে এবং দক্ষিণে বর্হান-উল-মন্ডের কাছে দূতস্বরূপ কৈজীকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৫৯৩ খৃঃ অব্দে ৩ঠা সেপ্টেম্বর সুবারিকের মৃত্যু হয়। দুই বৎসর না বাইতে কৈজীও পরলোক গমন করেন। জ্ঞানীলোক সকলি বুঝেন, বুঝিয়াও শোকে সময়ে মনকে স্থির রাখিতে পারেন না। আবুল-ফজল পরম জ্ঞানী, তবু পিতার ও ভ্রাতার শোকে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল।

আবুল-ফজল শীঘ্রই আড়াই হাজারীর মন্সব হইলেন। এই সময়ে দক্ষিণে অত্যন্ত গোলযোগ। সুলতান মুরাদ তথায় শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না, দিবারাত্র মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া তাঁহার শরীরও ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। তাই আবুল-ফজলকে সম্রাট বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি যেন মুরাদকে সঙ্গে করিয়া আনেন।

এ সময়ে দক্ষিণে যুদ্ধ চলিতেছিল। যে সকল কর্ণ-চালী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শঠ। বিপক্ষের কাছে ঘুস লইয়া সমস্ত কাড় নষ্ট করিয়া দিতেছিলেন। আবুল-ফজল আসিলে বাহাদুর খাঁ তাঁহার কাছে উৎকোচ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আবুল-ফজল উৎকোচ লইবার লোক নহেন। তিনি সগর্বে বাহাদুর খাঁর দ্রব্যাদি কেবল পাঠাইলেন।

মুরাদের শিশু সন্তান মির্জা রস্তম এই সময়ে ইলিচপুরে মরিয়া যায়। তিনি পুত্রশোক ভুলিবার নিমিত্ত দিবারাত্র মদ খাইতে লাগিলেন। শেষে মদাত্মক রোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু আবুল-ফজল আসিয়াছেন শুনিয়া সেই অবস্থাতেই তিনি আকদনগরে বাইবার জন্ত সাজিলেন। পথে অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়িল। ইলিচপুর ছাড়াইয়া নয়নালাহ; তাহার পর শাহপুর, নিকটে দক্ষিণ পূর্ণানদী। সেইখানে শরীর রাখিয়া মুরাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল।

আবুল-ফজল পৌছিয়া দেখেন চারিদিকে গোলযোগ। সেনাপতিরা তাঁহাকে কিরিয়া আসিবার নিমিত্ত অতুরোধ করিতে লাগিলেন। আবুল-ফজল কাহারও কথা শুনিলেন না। পূর্বে যে সকল স্থান জয় করা হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে লোক পাঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। বৈতালা, তানটুম এবং সতনন্না তাঁহার হস্তগত হইল।

কিন্তু ইহাতেও দক্ষিণের গোলযোগ মিটিল না, বরং আরও অটল হইয়া দাঁড়াইল। বাহাদুর খাঁ কুমার দানি-রালের কাছে আসিয়া বশুতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। খন্দেশেও যুদ্ধ বাধিল। সম্রাট অকবর তখন উজ্জয়িনীতে। তাঁহার ইচ্ছা যে নিজে গিয়া অতুরগড় আক্রমণ করেন। অতুরগড়, বাহাদুর খাঁর কেল্লা। এ দিকে তিনি আকদনগর আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কুমার দানিয়ারলকে নিযুক্ত করিলেন। আবুল-ফজল আপনার সৈন্যদ্বিগকে মির্জা শাহরুখ, মির মুর্তজা এবং খাওয়া আবুল হোসেনের কাছে রাখিয়া সম্রাটের নিকটে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি চারি হাজারীর মন্সব হন। অকবর এবং আবুল-ফজল উভয়ে মিলিয়া অতুরগড় জয় করিয়া লইলেন। তাহার পর আবুল-ফজল, বাজু মান্না এবং আলি-শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নাসিক, জালনহপুর এবং তাহার নিকটবর্তী অগ্র অগ্র স্থান জয় করেন।

ইদানীং দুই লোকের কুমন্ত্রণার সলিমের (জাহাঙ্গিরের) অনেকটা ভাবান্তর ঘটয়াছিল। মধ্যে তিনি একরার বিজ্রোহী হইয়া উঠেন। অকবর তখন অতুরগড়ের যুদ্ধে ব্যস্ত। তিনি আগ্রায় কিরিয়া আসিয়া সলিমকে নিরস্ত করিলেন। দিন কতক সম্ভাব চলিল। কিন্তু সে সম্ভাব কেবল দু-দিনের জন্ত। সলিম এবার আলাহাবাদে গিয়া আপনিই রাজা হইলেন এবং অকবরকে রাগাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিজের নামে মুদ্রা চালাইয়া সম্রাটের কাছে পাঠাইতে লাগিলেন। অকবর দেখিলেন বিপদের বন্ধু আবুল-ফজল। আর যে সকল লোক আছে, তাহারা ভিতরে ভিতরে সলিমের দিকে। নিজের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত তাহারা সলিমের দুর্ব্বলতাসন্ধিতে বাতাস দিয়া থাকে। সে কারণ তিনি আবুল-ফজলকে শীঘ্র আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন।

দক্ষিণে লোক চলিয়া গেল। সলিম সমস্ত সন্ধান

পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, আবুল-কজলকে বিনষ্ট করিতে পারিলে তাঁহার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। পিতার কাছে প্রতাপ্য হইতেও তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। কজলের প্রাণ নষ্ট করিবার এই সুযোগ। বীর সিংহ তখন উড়চা রাজা। তাঁহার সঙ্গে অকবরের সম্ভাব ছিল না। আবুল-কজলকে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত সলিম, রাজা বীর সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ দেশ হইতে আসিতে হইলে উড়চা রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিবার সম্ভাবনা। বীর সিংহ চারি দিকে লোক রাখিলেন।

আবুল-কজল দক্ষিণে আপনার পুত্র আবদুররহমনের হাতে সমস্ত সৈন্তের ভার দিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেবল জন কতক প্রেরী। তিনি উজ্জয়িনী পর্যন্ত আসিলেন, পথে কোথাও বিপদের আশঙ্কা দেখিলেন না। কিন্তু উজ্জয়িনীর লোকেরা সলিমের চরভিসন্ধির একটু আভাস পাইয়াছিল। তাহারা আবুল-কজলকে সতর্ক করিয়া দিল। আবুল-কজলের অনুচরেরাও তাঁহাকে ঘাটী চান্দা দিয়া আনিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইল; কিন্তু তিনি কাহারও পরামর্শ গুনিলেন না। আবুল-কজল নরোরারের পথে আসিতে লাগিলেন। শেষে আর অধিক দূর নয়, সরাই-বার হইতে অর্ধ-ক্রোশ পরেই কাল স্বরূপ বীর সিংহের লোকেরা আসিয়া সম্মুখে পড়িল। গদাই খাঁ নামক আবুল-কজলের জৈনিক বিশ্বাসী চাকর যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিল। তখন তিন ক্রোশ দূরে অস্ত্রী নামক একটা স্থানে সম্রাটের তিন হাজার তুর্কসোয়ার ছিল। আবুল-কজল মনে করিলে অনায়াসে সেইখানে পলাইতে পারিতেন। কিন্তু সংগ্রামে বিমুখ হওয়া কাপুরুষের কাজ; সে জন্ত তিনি বীরোচিত দর্প করিয়া যুদ্ধে মাতিলেন। শত্রুরা চারি দিকে আসিয়া ঘিরিল। আর কোন দিকে পলাইবার পথ নাই, শেষে এক জন তুর্ককসোয়ার বর্শা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিধিয়া ফেলিল। আবুল-কজল ধূলার লুটাইয়া পড়িলেন। বীর সিংহ আসিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। পরে সেই মস্তক আলাহাবাদে সলিমের কাছে প্রেরিত হয়। সলিম, মনের স্থগা দেখাইবার নিমিত্ত অনেক দিন পর্যন্ত সেই মাথা একটা কদম্ব স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

সম্রাট এক হুই করিয়া দিন গণিতেছেন, আবুল-কজল আসিবেন। কিন্তু আবুল কজল আসিলেন না, আগ্রায়

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। আর সকলেই শুনিয়া, অকবর জানিলেন না,—তাঁহাকে এসংবাদ শুনার কে? তৈমুর বংশের এই রীতি ছিল, রাজপুত্র প্রভৃতি কাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উকিল হাতে কাল ক্রমাল বাধিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইতেন। আবুল-কজলের মৃত্যুর সংবাদ দিবার জন্ত তাঁহার উকিল হাতে ক্রমাল বাধিয়া অকবরের সম্মুখে গেলেন। উকিলকে দেখিয়া সম্রাটের প্রাণ উড়িয়া গেল। শেষে গুনিলেন যে, সলিমই আবুল-কজলের মৃত্যুর কারণ। অকবর মনো-হুঃখে বলিলেন,—‘সলিমের যদি রাজ্য পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিল না কেন? আবুল-কজল বাচিয়া থাকিলে আমি সুখী হইতাম’।

বীর সিংহকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সম্রাট, পাত্র-সিংহ এবং রাজ সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। কয়েকবারের যুদ্ধে বীর সিংহ পরাস্ত হন। শেষে তিনি জঙ্গলের ভিতরে পলাইয়া যান। রাজ সিংহ পুনর্বার তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কিন্তু কিছু কাল পরেই অকবরের মৃত্যু হয়। সে কারণ বীর সিংহের আর আশঙ্কা থাকিল না। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে তিনি উড়চা পুরস্কার পাইয়াছিলেন এবং তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্তের মঙ্গল হন।

পুস্তক—আবুল-কজল তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আছে। (১) অকবর নামা, এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আইন-ই-অকবরী। ইহাতে সম্রাট অকবরের সময়ের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। (২) মুক্ত বাতী আলামী; ইহার অপর নাম ইয়াই আবুল-কজল। আবুল-কজল, রাজা এবং তখনকার সর্দার প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাতে সেই গুলি সংকলিত হইয়াছে। (৩) আইয়ার-ই-দানিশ। এতদ্বিধ, রিসাল-ই-মুনাজাত অর্থাৎ উপাসনা-গ্রন্থ; জামি-উল্লুঘাত, অর্থাৎ অভিধান; এবং কন্সোল অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্র আবুল-কজলের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

আবুল-কজলের রচনা মধুর, পঙ্খীর এবং সতেজঃ। বোধারার রাজা আবদুল্লা একবার বলিয়াছিলেন যে, সম্রাট অকবরের তীরের চেয়ে আবুল-কজলের লেখা দেখিলে তাঁহার অধিক ভয় হয়।

চরিত্র—আবুল-কজলের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। তিনি শত্রুর প্রতিও কখন ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

শেখ আবছুররী এবং মখদুম-উল-মক সুবারিকের বিস্তার অপমান করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে সম্রাট ঐ দুই ব্যক্তিকে কৌশলে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত মক্কার পাঠাইয়া দেন। আবুল-কজল ঐ বৃত্তান্ত আকবরনামার লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার একটা ছত্রেও বিষয়ের কথা নাই।

আবুল-কজল সত্যেরই আদর করিতেন। তাই কোরাণের সকল কথার তাঁহার প্রমাণ ছিল না। সে কারণ কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু বলিত, আবার অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জানিত। তাঁহার চিত্ত অতিশয় উন্নত ছিল। তিনি সকল লোকেরই সঙ্গে প্রণয় রাখিয়া চলিতেন। বাতীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই উপর তাঁহার বিশেষ অহুগ্রহ ছিল। কর্তব্য কর্ত্তে ক্রটি দেখিলেও কখন কাহাকে তৎসনা করেন নাই। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে সকলকেই বেতন চুকাইয়া দিতেন। কাহাকে কার্য্যে অপটু দেখিলেও তবু ছাড়াইয়া দিতেন না। তাঁহার এই ধারণা ছিল, কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া কাজের সময়ে তাহাকে যদি অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, তথাপি সে লোককে কর্ম্মচ্যুত করিতে নাই। কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহাতে প্রভুরই কলঙ্ক। লোকে জানে যাহার মানুষ চিনিবার ক্ষমতা নাই, তিনিই পূর্বে না বুঝিয়া অকর্ম্মণ্য লোক নিযুক্ত করেন। আবুল-কজলের পক্ষে সে কলঙ্কের মার্কনা নাই।

আহারশক্তি—আবুল-কজলের অসম্ভব আহারশক্তি ছিল। তিনি প্রতি দিন বাইশ সের দ্রব্য ভোজন করিতেন। ভোজনের সময়ে তাঁহার পুত্র আবছুররহমান দাঁত বসিয়া থাকিতেন। আবুল-কজল যে পাত্রের দ্রব্য দুই বার লইয়া খাইতেন, আবছুররহমান বুঝিতেন তাহাই সুস্বাদু হইয়াছে। পর দিন তিনি সেই দ্রব্য পাক করিবার জন্য পাচকে অহুমতি করিতেন। যে দ্রব্য সুস্বাদু লাগিত না, আবুল-কজল কথায় কিছুই বলিতেন না, কেবল চাকিয়া দেখিবার নিমিত্ত সেই পাত্রটা তাঁহার সম্মানের কাছে ধরিয়া দিতেন। আবছুররহমান একবার নিজ চাকিয়া পাচকে চাকিতে বলিতেন। পাচক চাকিয়া দেখিয়া তেমন সামগ্রী আর কখন রাখিত না।

আবুল-কজলের পুত্রের নাম আবছুররহমান, পৌত্রের নাম বিশোতান। আবুল-কজলের মৃত্যুর এগার বৎসর পরে আবছুররহমানের মৃত্যু হয়।

আবুল-কৈজী। ইনি সম্রাট্ অকবরেরই সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ কবি। আবুল-কজল শব্দে ইহার বৃত্তান্ত দেখ। আক (জি) অক্ মেঘে তবং তন্ত্বেহম্ ইতি বা অণ্। মেঘজাত। বাহা মেঘে জন্মায়। মেঘসম্বন্ধীয়। এখানে অন্তঃস্থ বকার হইলে বর্ষজাত, বৎসর সম্বন্ধীয়। এই রূপ অর্থ বুঝায়। [অক শব্দ দেখ]।

আভগ (পুং) আ সম্যক্ ভগং মাহাশ্মাং বত। বহব্রী। অতিশয় মাহাশ্মাযুক্ত দেবতা। মাহাশ্মাযুক্ত।

আভগুন (স্ত্রী) আ-ভগ-লুট্। নিরূপণ।

আভয়জাত্য (পুং স্ত্রী) অভয়জাতস্তাপত্যং (গর্গাদিত্যো যজ্ঞ্। পা ৪। ১। ১০৫) ইতি যজ্ঞ্। অভয়জাতের পুত্র বা কন্তারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ভীপ্। বলোপঃ আভর-জাতী। ততঃ অভয়জাত্যস্তাপত্যং (গর্গাদিত্যো গোত্রে। পা ৪। ২। ১১১) ইতি অণ্ য লোপঃ। অভয়জাতঃ। অভয়জাত্যের পুত্র বা কন্তা রূপ অপত্য। (স্ত্রী) ভীপ্ আভরজাতী।

আভরণ (স্ত্রী) আভ্রিয়ন্তে অক্বেষু আভ্রিয়ন্তে শোভার্থম্ আ-ভৃ-কর্ম্মণি লুট্। ভূষণ। অলঙ্কার। আভরণ চারি প্রকার,—আবেধ্য, যেমন কুণ্ডলাদি। বহনীয়, যেমন কুসুমাদি। ক্ষেপ্য, যেমন নুপুরাদি। আরোপ্য, যেমন হারাদি। ভাবে লুট্ (স্ত্রী)। সম্যক্ পোষণ।

আভরিত (জি) আভরঃ আভরণং জাতোহস্ত তারবাদি। ইতচ্। আ-ভৃ-বাহ্। ইতচ্। ইট্ চ। পুরিত। অলঙ্কৃত। আভর্শন (স্ত্রী) আ-ভৃ-(সর্ধাতৃভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। গর্ভাদির সম্যক্ ভরণ। পোষণ।

আভা (স্ত্রী) আ-ভা- (আতশোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬) ইতি অঙ্ টাপ্। দীপ্তি। শোভা। কান্তি। উপমান। ববুল। বাত রোগ বিশেষ।

আভাতি (স্ত্রী) আ-ভা-ক্‌তিন্। প্রতিবিম্ব। তুল্যরূপে দীপ্তি পায় বলিয়া আভাতি শব্দে প্রতিবিম্বকে বুঝায়।

আভাষণ (স্ত্রী) আ-ভাষ-ভাবে লুট্। পরস্পর কথোপকথন। আলাপ। সম্বোধন। (ভাদ্রাভাষণমালাপঃ। অমর)।

আভাষ্য (জি) আ-ভাষ-ণ্যৎ। আমন্ত্রণীয়। সম্বোধনীয়। আলাপ্য। (অব্য) ল্যপ্। সম্বোধন করিয়া। বলিয়া।

আভাস (পুং) আভাসতে আ-ভাস-অচ্। উপাধির তুল্যতা হেতু প্রতিবিম্ব। হৃষ্ট-হেতু প্রভৃতি। ভাবে যজ্ঞ্। তুল্য প্রকাশ। আভাস্ততে ইনের আ-ভাস-গিচ্-করণে অচ্ গিচ্ লোপঃ। গ্রাহ্যভারপের নিমিত্ত প্রভুর অভি-প্রায় বর্ণনরূপ ব্যাখ্যান বিশেষ। চলিত কথায় ইঙ্গিত

বা সামান্য অভিপ্রায়কেও বুঝায়; যেমন—এই কথা
কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছে।

আভাস্য (ত্রি) আ-ভাস (ভঙ্গ ভাস ভিদো ঘুরচ্। পা
৩।২।১৬১) ইতি ঘুরচ্। সম্যগ্‌দীপ্তিশীল।

আভাস্য (ত্রি) আ-ভাস (হ্রেশভাসপিসকসো বরচ্।
পা ৩।২।১৭৫) ইতি বরচ্। সম্যগ্‌দীপ্তিশীল। (পুং)
চৌষষ্টি পরিমিত গণদেব বিশেষ। দ্বাদশ পরিমিত
গণদেব বিশেষ।

আভিচরণিক (ত্রি) অভিচরণং প্রয়োজনমন্ত ঠঞ্।
অর্থঃ বেদাদিপ্রোক্ত শব্দ প্রভৃতি মারণ, উচ্চাটন, বশী-
করণাদি অভিচার সাধন মন্ত্রাদি। মারণাদি সাধন
বিধান বিশেষ। অভিচার প্রয়োজনার্থে ঠঞ্। (ত্রি)
আভিচারিক ঐ অর্থ।

আভিজ্ঞান (ত্রি) আভিজ্ঞানাদাগতম্ অভিজনস্তদং বা
অভিজ্ঞান-অণ্। বংশ পরম্পরাগত। বংশসম্বন্ধীয়, যেমন,
গাঁই পদবী ইত্যাদি।

আভিজাত্য (স্ত্রী) অভিজাতস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। কৌলীন্ত।
পাণ্ডিত্য। সৌন্দর্য।

আভিজিত (ত্রি) অভিজিতি নক্ষত্রে জাতম্ অণ্। অভি-
জিৎনক্ষত্রে জাত। অণ্ প্রত্যয়ন্ত বা লুক্ অভিজিৎ।

আভিজিত্য (ত্রি) অভিজিতি ভবম্ অণ্ ততঃ স্বার্থে
ঘঞ্। অভিজিৎ নক্ষত্রে জাত।

আভিধা (স্ত্রী) অভিধেব স্বার্থে হণ্। অভিধা শব্দের
অর্থ। শব্দবৃত্তি বিশেষ। কথন।

আভিধাতক (স্ত্রী) অভিধাং তকতি সহতে-অচ্। শব্দ।
শব্দ ভিন্ন অর্থ কিছুতেই অভিধা (অর্থ) সহ করে না
তজ্জাত আভিধাতক শব্দে শব্দকে বুঝায়।

আভিধানিক (ত্রি) অভিধানাদাগতং-ঠক্। অভিধান
সম্বন্ধীয়।

আভিধানীয়ক (স্ত্রী) অভিধানীয়স্ত ভাবঃ (যোপধ-
গুরুপোত্তমাদ্ বুঞ্। পা ৫।১।১৩২) ইতি বুঞ্।
কথনীয়ক।

আভিপ্লবিক (ত্রি) অভিপ্লবে বিহিতং ঠক্। অভিপ্লব
বিহিত সূক্ত সামাদি সামবেদ বিশেষ। অভিপ্লবায় হিতং
ঠক্। (পুং) গবাময়ন যাগের অন্তর্গত বড়হবিশেষ।

আভিমানিক (ত্রি) অভিমানে নিবৃত্তং ঠক্। সাংখ্য-
মতসিক অভিমান হেতু উৎপাদিত উভয় ইন্দ্রিয়। শব্দাদি
পক্ষ তন্মাত্র।

আতিমুখ্য (স্ত্রী) অতিমুখস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। অতিমুখ্য।

সমুখ্য। প্রসন্নতা। আত্মকুলোর জন্ত সমুখীন হওয়া।

আভিরূপক (স্ত্রী) অভিরূপস্ত ভাবঃ। (বহুব্রীহী-
ভ্যচ্। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। সৌন্দর্য।

আভিরূপ্য (স্ত্রী) অভিরূপস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। সৌন্দর্য।
উৎকর্ষ। পাণ্ডিত্য।

আভিবিজ্ঞ (ত্রি) অভিবিজ্ঞমভিবেকঃ তেন নিবৃত্তং
(সঙ্কলাদিভ্যচ্। পা ৪।২।১৫) ইতি অণ্। অভিবেক
নিম্পন্ন।

আভিষেচনিক (ত্রি) অভিষেচনং রাজ্যাভিষেকঃ সামান্য-
ভিবেকো বা প্রয়োজনমন্ত ঠঞ্। রাজ্যভিষেকের উপযুক্ত
দ্রব্য বিশেষ। যে যে দ্রব্য দ্বারা রাজ্যের অভিবেক করিতে
বিধি আছে। রাজ্যাদি অভিবেকের দ্রব্য মহাত্মারতের
শাস্তিপুর্বে ৪০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকে নিম্ন
লিখিত রূপ কথিত হইয়াছে। মৃত্তিকা, স্বর্ণ, বিবিধ রত্ন,
নানা উপকরণযুক্ত আভিষেচনিক ভাণ্ড, স্বর্ণময় তাম্রময়
এবং রক্তময় ত্রিকোণাকার পৃথিবী। পূর্ণকুন্ড, পুষ্প,
ধৈ, স্নাত, দুগ্ধ; শমীর পিঙ্গলের পলাশের সন্নিবিষ্ট, মধু-
যুক্ত স্নাত, যজ্ঞদুগ্ধের ক্রব, স্বর্ণভূষিত শব্দ।

(স্ত্রী) ভীপ্ আভিষেচনিকী। অভিষেচনমধিকৃত্য কৃতো-
গ্রহঃ ঠক্। রাজ্যভিষেকের অধিকারে লিখিত মহাত্মারতের
অন্তর্গত পর্ব বিশেষ। অভিষেচনং দ্বানং প্রয়োজনমন্ত
ঠঞ্। দ্বানার্থ বিধান। বিহিত দ্বানের দ্রব্য ও মন্ত্রাদি।
কর্তব্যে যজ্ঞমানের অভিষেকের নিমিত্ত বৈদিক ও
তান্ত্রিক মন্ত্র। তত্তৎকার্যে অধিকার সিদ্ধির জন্ত বৈদিক,
তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মন্ত্র। তত্তৎদ্রব্য বিশেষ। তাহার
বিধান। রাজ্যভিষেক দ্রব্য। তাহার বিধান। বেদাভি-
ষেকাদিসাধন দ্রব্য।

আভিহারিক (ত্রি) আতিমুখ্যেন হারঃ অভিহারঃ স প্রয়ো-
জনমন্ত তত্র সাধু বা ঠঞ্। অভিহারের উপযুক্ত দ্রব্য।
উপচৌকনের দ্রব্য। ভেটের দ্রব্য।

আতীক (স্ত্রী) অতীকেন দৃষ্টং সাম-অণ্। অতীক নামক
ঋষির দৃষ্ট সাম বিশেষ।

আতীক্ষ্য (স্ত্রী) অতীক্ষ্মিত্যব্যয়ং তন্ত ভাবঃ ব্যঞ্।
সর্দদা। সাতত্য। পোনঃপুন্ত। অবিচ্ছেদে এক রূপ
ক্রিয়া করা। *। নিত্য বীক্ষ্যোঃ। পা ৮।১।৪।

এই সূত্রে-(আতীক্ষ্য বীক্ষ্যাক্ষ্যো নোত্যে। সিং কোঁ)।
*। আতীক্ষ্যো নমূল্। পা ৩।৪।২২।

আতীর (পুং) আ সম্যক্ ভিন্নং ভীতি রাতি দধাতি রা-
ক। গোপ। সঙ্কীর্ণ জাতি বিশেষ। বিহুপুয়াগাদিতে

লিখিত হইয়াছে যে ইহার। স্নেহজাতি। সিদ্ধনদের কুলবর্তী আভীররা কৃষ্ণের রমণীদিগকে হরণ করিয়া লইয়াছিল। আভীর শব্দের অপভ্রংশে 'আহীর' এই প্রকার রূপ হইয়াছে। এখন উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের গোরালাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আভীর জাতির। শকদিগের পূর্বে আভীর জাতি সিদ্ধ প্রদেশে দশ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিল।

আভীরপল্লি(স্রী) (স্রী) ৬-তং। কৃদিকারস্তায়াঃ স্রীপ্। গোপ প্রধান গ্রাম। ঘোষ। যে গ্রামে বহগোপের গৃহ আছে। (ঘোষ আভীরপল্লী স্রাং। অমর)।

আভীরী (স্রী) আভীরস্ত পত্নী আভীর জাতিবা স্রী স্রীপ্। গোপ জাতির স্রী। গোপী। মহাশ্রী। (আভীরী তু মহাশ্রী। অমর)।

আভীল (স্রী) আ-সম্যক ভিন্নঃ লাতি গৃহাতি আভী-লা-ক। কষ্ট। কৃচ্ছ্র। দুঃখ। ভয়ানক। তদন্তান্তি অর্শ-আদি। অচ্। (স্রী) কষ্টযুক্ত।

(স্রাং কষ্টং কৃচ্ছ্র মাতীলং ত্রিষেবাং ভেদ্যগামি যৎ। অমর)
(কামিনীত্রিবলীবন্ধে তস্তা এব চ লক্ষণে।

আভীলং ত্রিষু কষ্টে না নাতিগণ্ডেহপি দৃশ্যতে ॥ ব্যাভি)
আভীশব (স্রী) অভীশুন। দৃষ্টং সাম অণ্। সাম বিশেষ।
আভীশু যে সাম দেখিয়াছেন।

আভু (স্রী) আ সমস্তাদ্ ভবতি আ-ভু-ভু। বিভু। ব্যাপক।
আ-ভু-কিপ্। 'আভু' এই প্রকার দীর্ঘ উকারান্তও হয়।
আভুয় (স্রী) আ-ভুজ-কর্তরি কৰ্ম্মণি বা ক্রঃ তকারন্ত
নকারঃ। আকৃষিত। অন্ন বক্র। চারিধারে ভয়। (আভু-
য়ে বিবর্তিতা বলিমতা মধ্যেন কব্রন্তনী। শকু)।

আভতি (স্রী) আ-ভু-ক্রিন্। ব্যাপ্তি।

আভেরী (স্রী) রাগিণী বিশেষ। ইহাকে সচরাচর আভীরী-
কল্যাণ বা আহীরীকল্যাণ কহে। কল্যাণ, গুজরী,
শ্রাম ও দেশকার যোগে ইহার উৎপত্তি। স্বরগ্রাম যথা—
স্ব ঞ্ গ ম প ধ নি।

আভোগ (পুং) আ-ভুজ-আধারে ঘঞ্। পরিপূর্ণতা।
(আভোগঃ পরিপূর্ণতা। অমর)। বরুণের ছত্র। বহু।
আভোগঃ পরিপূর্ণতা বরুণ ছত্র যন্ত্রয়োঃ। বিশ্ব হেম)।
(অরমভোগস্তপোবনস্ত। শকু)। সঙ্গীতাদির শেষে
কবির নাম কথন। ভণিতা। (বটৈব কবিনাম স্রাং স
আভোগ ইতীরিতঃ। সঙ্গীতামোদর)। কিন্তু আজি
কালি গানের জিলকে আভোগ কহে। সম্যক্ সুখাদির
অনুভব।

আভোগয় (স্রী) আভোগং বাতি আভোগ-বা-ক। আপূর্ণ।
আভোগি (স্রী) আভোগং বিবরন্ত সম্যক্ সুখানুভবং
করোতি আভোগ-কৃত্যর্থ-গিচ্। (সর্বধাতুত্ব ইন্।
উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। বিবরাভোগকারী। সম্যক্
সুখানুভবকর্তা।

আভোগিন্ (স্রী) আভোগোহন্ত্যত ইনি। পরিপূর্ণ।
যত্ববান্। সম্যক্ সুখানুভুক্ত। (স্রী) স্রীপ্। আভোগিনী।

আভ্যন্তর (স্রী) অভ্যন্তরে ভবন্ অণ্। মধ্যবর্তী।

আভ্যবহারিক (স্রী) অভ্যবহারায় হিতং ঠক্। ভোজ-
নীয় অন্নাদি। ভোজ্য, ভোজ্য, ভোজনীয়, অভ্যবহার্য,
আভ্যবহারিক ইত্যাদি শব্দের অর্থে কোন প্রভেদ আছে
কি না সে বিষয়ে মতান্তর দেখা যায়। পাণিনি যত্র
করিয়াছেন যে, ভোজ্যং ভক্ষ্যে। ৭। ৩। ৬৯। কাত্যায়ন
বলেন যে, এ স্থলে 'ভক্ষ্য' শব্দ না দিয়া অভ্যবহার্য শব্দ
দিলে ভাল হইত (ভোজ্যমভ্যবহার্যমিতি বক্তব্যম্)।
তাহার এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই,—'ভক্ষ' বলিলে
কঠিন জব্য খাওয়ার ক্রিয়। তরলজব্য খাইলে তাহাকে
ভক্ষ বলা যায় না। কিন্তু, ভোজ্য এবং অভ্যবহার্য
বলিলে সকল প্রকার জব্য খাওয়ার ক্রিয়। কিন্তু
পতঞ্জলি তাহা স্বীকার না করিয়া কাত্যায়নের দোষ
দিয়াছেন। ইহাপি বধা স্রাং। ভোজ্যঃ স্থপঃ। ভোজ্য
যবাগুরিতি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি? তক্ষিরয়ং
ধরবিশদে বর্ততে, তেন জবে ন প্রাপ্নোতি। নাবজ্ঞঃ
তক্ষিঃ ধরবিশদে বর্ততে, কিং তর্হ্যস্তত্রাপি বর্ততে?
তদ্যথা অবভক্ষো বায়ুতক ইতি।

আভ্যাগারিক (স্রী) আগারস্ত অভি অভ্যাগারং (অব্যারী)
তস্মিন্ (তৎস্বকুটুর্ষাভরণে) ব্যাপৃতঃ ঠক্। কুটুর্ষাভরণে
ব্যাপৃত। (উপাধাত্যাগারিকৌ তু কুটুর্ষব্যাপৃতে নরি। হে)।

আভ্যানারিক (স্রী) আভিমুখ্যোনাহারঃ আদানং যন্ত
তস্মিন্ হিতং ঠক্। পিতার কিবা মাতার কুল হইতে
প্রাপ্ত স্ত্রীধন বিশেষ।

আভ্যানিক (স্রী) অভ্যাগে নিকটে ভবন্ ঠক্। নিকটে
স্থিত। অভ্যানাং আভ্যেড়িতোচ্চরণাদাগতং ঠক্। অভ্যান
প্রাপ্ত। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ জাত দৃঢ় সংস্কারাদি।

আভ্যুদয়িক (স্রী) অভ্যুদয়ঃ পূজ্ঞজননাদিঃ স প্রয়োজনং
যন্ত ঠক্। বৃদ্ধি নিমিত্তক শ্রাদ্ধ বিশেষ। মাদলিক।
অন্নপ্রাশন ও বিবাহের পূর্বে যে নান্দী শ্রাদ্ধ করা হয়,
তাহা সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য, সে কারণ ইহাকে আভ্যু-
দয়িক শ্রাদ্ধ কহে। (অন্নদাদাত্যাভ্যুদয়িকেষু। সি.

কৌ०। পা ৫। ৪। ৪২ হুত্রে)। [নান্দী শব্দ দেখ]।

আজিক (জি) অত্রা খনতি ঠক্। কাঠ কুদাল দ্বারা যে খনন করে। অত্রাৎ মেঘাৎ আগতং ঠক্। জল প্রভৃতি।

আজ্য (জি) অত্রৈ আকাশে ভবন্ অত্রস্থাপত্যং বা (কুর্বাদিত্যো গ্যঃ) ইতি গ্য। আকাশজাত। (পুং স্ত্রী) অত্রের পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য।

আম্ (অব্য) অম্ গত্যাঙ্গৌ গিচ্ বাহু। হৃদ্যভাবঃ কিপ্ গিচ্ লোপঃ। অঙ্গীকার। স্বীকার। নিশ্চয়। জ্ঞান। স্মৃতি। প্রতিবচন। প্রতিবচন অ্যা বা অঁ এই শব্দটি আং ইহার অপভ্রংশ।

আম (জি) আ ঙ্গৎ অম্যাতে পচ্যাতে আ-অম-বঞ্। অপক্। কাঁচা। যাহা সিদ্ধ করা নহে। (আমোহপকে তু বাচ্যবৎ। বিখং)। অর্থাৎ অপক অর্থ বুঝাইলে আম শব্দ খেলিঙ্গের বিশেষণ হইবে, উহারও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা ত্রিলিঙ্গ।

জর প্রভৃতি রোগের তরুণাবস্থা বুঝাইতে হইলে আম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—স্বৈদ্যমামজরম্। মাঘ ২। ৫৪। আমজরম্ অপকজরম্। মল্লি०। ফোড়ান পাকিলে সে অবস্থাতেও সুশ্রুতে আম শব্দের প্রয়োগ আছে।

(স্ত্রী) ধান ভানিয়া তুষরহিত হইলে যে চাউল হয় তাহাকে আম কহে। যথা বশিষ্ঠ—

শস্ত্রং ক্ষেত্রগতং প্রাহঃ সতুবৎ ধাতুমুচ্যতে।

আমং বিতুবমিত্যুক্তং শিরমরমুদাহৃতম্।

ক্ষেত্রে ফসল থাকিলে তাহার নাম শস্ত্র। বিচালি ঝাড়িয়া মাড়িয়া তুষযুক্ত যে শস্ত্র পাওয়া যায় তাহাকে ধাত্ত কহে। ধাত্ত তুষরহিত করিলে তাহার নাম আম। আম পাক করিলে তাহাকে অন্ন বলা যায়।

শূদ্রজাতি যদি ছদ্ম কিম্বা তুলাদি পাক না করিয়া দেয়, তবে পাত্রাস্তর করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

শূদ্রের আমান্ন পকায়ের সমান, এবং পকায় উচ্চিষ্টের তুল্য; সে কারণ পূজাপার্কণে আমান্ন দিয়া শূদ্র জাতির ক্রিয়া করিতে হয়। প্রচেতাঃ বলেন যে, আপৎকালে অগ্নির অভাবে তীর্থস্থানে বিজাতিরা আমান্ন দিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণেও আমান্ন দিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শূদ্রেরা সকল সময়েই আমান্ন দিয়া ক্রিয়া করিবে।

বাঙ্গালার অনেক স্থানে চলিত কথার ‘আজ্জ’ শব্দের

অপভ্রংশে আম শব্দের ব্যবহার আছে। ‘নানা জাতি বৃক্ষ তাহে শোভিছে প্রচুর। আম জাম নারিকেল বাদাম খজুর।’

বাবনিক আম শব্দে খাস বা নিজের এই রূপ অর্থ বুঝায়। সম্পূর্ণ। যেমন—আম হকুম।

(পুং) অম্যাতে পীডাতেহনেন অম-করণে যঞ্। রোগমাত্র। ছয় প্রকার অজীর্ণরোগের মধ্যে রোগবিশেষ। আমগন্ধি (জি) আমভাগকস্ত গন্ধ ইব গন্ধো যন্ত। (উপ-মানাচ্। পা ৫। ৪। ১৩৭) ইতি ইৎ সৎ। চিতাধুমাদির গন্ধ। অপক মাংসাদির গন্ধবিশিষ্ট। মতান্তরে আমগন্ধি শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়।

আমচুর (আম্ভর্চুর্গ শব্দের অপভ্রংশ)। কচি আম ছাড়াইয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রোদ্রে শুক করিলে তাহাকে আমচুর কহে। ইহার অপর নাম আমসী।

আমসুর (পুং) আমোহপকঃ জরঃ। কর্মধা०। নব জর। যে জরের তরুণ অবস্থা গত হয় নাই।

আমড়া (ইহা সংস্কৃত আম্রাতক শব্দের অপভ্রংশ)। এক প্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল (Spondias mangifera)। এই গাছ বাঙ্গালা দেশের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বিন্ন সিকিম, ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ ভারত-বর্ষেও ইহা জন্মে; কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষে এ গাছ নাই। এই গাছ বড় হয়, কিন্তু আম্রবৃক্ষের মত নয়।

সচরাচর দুই প্রকার আমড়া দেখা যায়। তাহার এক প্রকারের নাম ‘দেশী’ এবং অল্প প্রকারের নাম ‘বিলাতী’? দেশী আমড়ার পাতা অপেক্ষাকৃত বড়, দেখিতে কতকটা জেওল গাছের মত। কিন্তু জেওল পাতার চেয়ে অনেক পুরু। ইহার ফল ছোট, আঁটা বড়, শাঁস অত্যন্ত কম,—কেবল আঁটার উপরে যেন ছাল ঢাকা আছে। দেশী আমড়া সম্বন্ধে এই রূপ একটি উদ্ভট গাথা শুনিতে পাওয়া যায়,—যে থানে সে থানে বাই, তোমারে দেখিতে পাই, পাত্ত ভাতে মেখে খাই, খেজুরের বড় ভাই, আঁটা আর চামড়া—আমার আমড়া!

দেশী আমড়া পাকিলে তাহা হইতে আত্রের মত একটু একটু গন্ধ পাওয়া যায় এবং খাইতে অন্ন মধুর লাগে।

বিলাতী আমড়া যব দ্বীপ হইতে আনা হই-রাছে। ইহার ফল বড়; পাতা সরু; সুপক ফল খাইতে মিষ্ট। আমড়ার মুকুল ছুটিয়া বাইবার পুর্কে

পাকা কুলের সঙ্গে অন্ন-বাজন পাক করিলে খাইতে মুখরোচক হয়। কচি আমড়ারও বাজন হইয়া থাকে।

জেওল আটার মত আমড়া গাছ হইতে আটা বাহির হয়, তাহার পর গাছ মরিয়া যায়। বিলাতী আমড়ার গাছে সে রূপ আটা হইতে দেখা যায় না। আমড়ার কাঠ হাল্কা ও কোমল। উহাতে কোন প্রকার গড়ন হয় না। ইহা জালান কাঠেরও উপযোগী নহে।

সহস্রবর্ষের পর চৈত্র বৈশাখ মাসে আমড়া পরিপক হয়। গাছে পাকা ফল থাকিতে থাকিতে সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায়, সেই সময়ে মুকুল বাহির হইতে থাকে। কোন কোন গাছে বৎসরের মধ্যে দুইবার ফল ধরে। কিন্তু বিলাতী আমড়াই দোফলা দেখা যায়।

আমড়ার এই কয়েকটি সংস্কৃত পর্যায় আছে— আত্মাতক, পীতন, কপীতন, বর্ষপাকী, পীতনক, কপি-চূড়া, অন্নবাটিক, ভূকীল, রসাঢ্য, তম্বুকীর, কপিপ্রিয়, অম্বরাতক, অম্বরীয়, কপিচূড়, আত্মাবর্ত।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার কাঁচা ফল কষায়, অন্ন এবং হৃদয় ও কণ্ঠের হর্ষণকারী। পাকা ফল মধুরাশ ও স্নিগ্ধ; ইহাতে পিত্ত ও কফ নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা গুরু এবং সর্ষদা খাইলে ইহাতে তৃপ্তি, বল, অজীর্ণ এবং বিষ্টভুক্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সর্ষদা আমড়া খাইলে জ্বর, কুষ্ঠ, কাসরোগ এবং গ্রন্থীর বাত রোগ জন্মে। স্ততরাং ইহা কুপথ্য। কোন স্থান কাটিয়া গেলে কচি আমড়ার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত বন্ধ হয়। কান কামড়াইলে কর্ণের ভিতরে আমড়া পাতার রস দিলে কক্ষ-কখন উপকার দর্শে। সামান্য রক্তামাশয় রোগে আমড়াছালের কাথ সেবন করাইলে পীড়ার উপশম হয়। পিত্তজনিত অজীর্ণ রোগে পাকা আমড়ার শাঁস সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমড়ার আঁটিতে ও ডালে গাছ হয়। উদ্ভিদ বৈভারা বলেন যে, দেশী ও বিলাতী আমড়া একই গাছ। কেবল স্থান বিশেষে মুক্তিকা ও জলবায়ুর গুণে বিলাতী আমড়ার রূপান্তর ঘটয়াছে। আমড়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া বিশেষ গুরু করিলে শীঘ্র পোকা লাগে ও গাছ মরিয়া যায়।

আমড়া। [আমড়ান শব্দ দেখ]।

আমড়ানী (বাবনিক) অল্প স্থান হইতে ব্যবসার দ্রব্য আর এক স্থানে আনা।

আমনস্ত (ক্রী) অপ্রশস্তং মনো বস্ত স অমনস্তস্ত ভাবঃ

ব্যঞ্। হৃৎ। বাতনা। পীড়া। কষ্ট।

আমন্ত্র (পুং) আমানজীর্ণং দ্রাবতে আম-ত্রৈ-ক পু-মুমাগমঃ। এরণ্ড বৃক্ষ। ভ্যারাণ্ডা গাছ। এরণ্ড ফলের তৈল খাইলে অজীর্ণ মল নিঃসরণ হইয়া যায়, তজ্জন্ত উহার ঐ নাম হইয়াছে। আমণ্ড এই প্রকার রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। আ-মন্ত্র-অচ্। আমন্ত্রণ শব্দের অর্থ।

আমন্ত্রণ (ক্রী) আ-অদন্ত চূরা• মন্ত্র-গিচ্-ল্যুট্-গিচ্-লোপঃ। অভিনন্দন। সন্মোদন। কামচারামুজ্ঞা রূপ ক্রিয়া ভেদে প্রবর্তন ব্যাপার। (বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষ্ট সন্ত্রস্ত প্রার্থনেবু লিঙ্। পা ৩। ৩। ১৬১। আমন্ত্রণং কামচা-রামুজ্ঞা। সি• কো• উক্ত হুজ্বে)।

আমন্ত্রিত (ত্রি) আ-অদন্ত চূরা• মন্ত্র-গিচ্-ক্ত ইট্-গিচ্-লোপঃ। আবশ্যক কন্ঠে নিয়োজিত। (ক্রী) ব্যাকরণ পরিত্যক্ত সন্মোদনার্থক প্রথমা বিভক্তি। *। সামন্ত্রিতম্। পা ২। ৩। ৪৮। (সন্মোদনে বা প্রথমা সামন্ত্রিতসংজ্ঞা ত্রাৎ। সি• কো• উক্ত হুজ্বে)। *। আমন্ত্রিতং পূৰ্ব্বমবিদ্য মানবৎ। পা ৮। ১। ৭২। (ত্রি) নিমন্ত্রিত।

আমন্ত্র্য (ত্রি) আ-অদন্ত চূরা• মন্ত্র-গিচ্-বৎ গিচ্-লোপঃ। আমন্ত্রণীয়। সন্মোদনীয়। আবশ্যক কার্যে নিয়োজ্য। (অব্য) ল্যপ্-গিচ্-লোপঃ। সন্মোদন করিয়া।

আমন্দ (পুং) আমং রোগং দ্যতি থণ্ডয়তি আম-দো-ড বাহ্• মুম্। বাহুদেব।

আমন্দা (ক্রী) আমন্দম্ ঈষৎ মনঃ করোতি আ-মন্দ-কৃত্যর্থৈ গিচ্-অচ্-গিচ্-লোপঃ টাপ্। খট্টা বিশেষ। নেয়ালের খাট।

আমস্ত্র (পুং) আ ঈষৎ মস্ত্রঃ। প্রাদি• স•। ঈষদ্ গন্তীর শব্দ। (ত্রি) ঈষদ্ গন্তীর শব্দযুক্ত।

আমপাক (পুং) আমণ্ড অজীর্ণবিশেষস্ত পাকঃ। বৈদ্য-শাস্ত্রোক্ত শোফ (গোদ) রোগাদির অল্প আমের পাক বিশেষ।

আমপাত্র (ক্রী) কর্ণধা। অপক পাত্র। কাঁচা মাটির পাত্র।

আমমোক্তার (বাবনিক)। নিজের যে মোক্তারের উপরে বিশেষ কাজ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

আময় (পুং) আমীয়তে সম্যক্ বধ্যতেহেনৈন আ-মী-হিংসারাৎ (এরজিত) ইতি করণে হ্চ্। রোগ। ব্যাধি। গদ। পীড়া। (রোগব্যাদিগদাময়ঃ। অময়)।

আময়দা (বাবনিক)। ইহার স্থানে আমড়া সর্ষদা আমড়া শব্দ ব্যবহার করি। প্রচুর, অপরিমিত। চলিত

কথার 'আকড়ে' অর্থেও ইহার প্রয়োগ হয়; যেমন—
ইহা আমলা পাইরাহ বটে?

আমরাবিন্ (জি) আমরোহন্ত্যক্ত বিনি দীর্ঘশ্চ। রোগ
যুক্ত। (আমরস্তোপসংখ্যানং দীর্ঘশ্চ। বার্তিক, পা ৫।
২। ১২১ সূত্রে)।

আমরস্ক (স্ত্রী) আমরমপকং রক্তম্। কৰ্মধা০। রোগ বিশেষ।
অভিসার বিশেষ।

আমরশাস্তিক (জি) আমরশাস্তং মরণরূপসীমাপর্য্যন্তং
ব্যাপ্রোতি ঠক্। মরণকাল পর্য্যন্ত ব্যাপক।

আমরস। পাকস্থলীর রস বিশেষ। কোন দ্রব্য খাইলে
প্রথমে এই রস দ্বারা পরিপাক আরম্ভ হয়। পাকস্থলীর
ভিতর দিকে যে শ্লৈষিক ঝিল্লি আছে, তাহা অত্যন্ত
পাতলা। উহার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর গ্রন্থী আছে।
ঐ সকল গ্রন্থীর মুখ উপর দিকে। ইহাদের কতক গুলি
গ্রন্থী সরল, আবার কতক গুলির গঠন অপেক্ষাকৃত
জটিল। ইহাদের বোজা-মুখের দিক শাখা প্রশাখায়
বিভক্ত। জটিল গ্রন্থী গুলির নাম পেপটিক গ্রন্থী (peptic
glands)। কোন দ্রব্য ভোজন করিলে ঐ সকল গ্রন্থী
হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাকেই আমরস
কহে (gastric juice)।

ক্ষুধার সময়ে পাকস্থলীর গ্রন্থী গুলি দেখিতে পিঙ্গল-
বর্ণ; উপরদিক্ অতি সামান্য রূপ সরস। উহাদের
স্থল শিরা কৃষ্ণিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহাদের
ভিতর দিয়া যৎসামান্য রক্ত বাতায়িত করে।

তাহার পর কোন দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী উত্তেজিত
হইয়া উঠে। তখন সরু সরু শিরাগুলি প্রসারিত হয়।
শিরা প্রসারিত হইলে শ্লৈষিক ঝিল্লিতে অধিক রক্ত
আসিয়া পড়ে; কাজেই উহা দেখিতে লালবর্ণ হয়।
সেই সময়ে গ্রন্থী গুলির মুখে বিন্দু বিন্দু রস জমিয়া
ক্রমে তাহা বাহির হইয়া আসে। ইহাই আমরস।

আমরস জলের মত। উহাতে কয়েক প্রকার কার
পদার্থ আছে। তন্মিত্র হাইড্রোসাএনিক এসিড থাকে
বলিয়া উহা অম্ল। ইহার প্রধান একটা উপাদানের নাম
পেপসিন্ (pepsin)।

খাদ্য দ্রব্য প্রথমে উদরস্থ হইলে পাকস্থলী কৃষ্ণিত
হয়। সেই সময়ে ভুক্ত দ্রব্য ঘুরিয়া বেড়ায়; কাজেই
তাহার সঙ্গে আমরস উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে থাকে।
এই রূপে পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরসের সঙ্গে
মিশ্রিত হইলে ভুক্ত দ্রব্য শেষে পিণ্ডাকার হইয়া আসে।

উহার নাম কাইম (chyme)। ইহার কতকটা অংশ
হৃদশাঙ্কুল অস্থির ভিতরে প্রবেশ করে; এবং অনেকটা
রস বহির্বাহ ক্রিয়া দ্বারা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

আমরুত। পেরারাকে হিন্দীতে আমরুত কহে। বাঙ্গালার
অনেক স্থানেও এই শব্দ চলিত হইয়াছে।

আমরুল। (অল্লোগিকা শব্দের অপভ্রংশ)। (Oxalis
carniculata)। ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চাকেরী, চুকিকা,
দস্তশঠা, অঘঠা এই কয়েকটা ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়।
ইহার রস অম্ল। ইহাতে কক, বায়ু ও গ্রন্থী রোগ নষ্ট
হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে,
আমরুলের রসে ধূতুরার নেসা যায়।

কাপড়ে লৌহ প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের দাগ লাগিলে
তাহাতে আমরুল রস মর্দন করিলে ঐ দাগ উঠিয়া যায়।

আমর্দ (পুং) আ-মৃদ-ঘঞ্। বলহেতু নিস্পীড়ন। (স্ত্রী)
আ-মৃদ-ভাবে লুট্। আমর্দিন। বলহেতু নিস্পীড়ন।

আমর্দিন্ (জি) আ-মৃদ-গিনি। বলহেতু নিস্পীড়নকর্তা।
আ-মৃদ-গিচ্-গিনি গিচ্-লোপঃ। বিনি অন্তদ্বারা মর্দন
করান।

আমর্শ (পুং) আ-মৃশ স্পর্শে-ঘঞ্। সম্যক্ স্পর্শ। (স্ত্রী)
আ-মৃশ-লুট্। আমর্শিন। সম্যক্ স্পর্শ করা।

আমর্ষ (পুং) মৃষ ক্ষাত্তো-ঘঞ্। নঞ্-তৎ। (অন্তেষা-
মপিদৃশ্যতে। পা ৬। ৩। ১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। অক্ষমা।
কোপ। অসহন।

আমল (যাবনিক)। অধিকার কাল।

আমলক (জি) আ-মল- (বহুলমন্ত্যাপি। উণ্ ২। ৩৭)
ইতি কুন্। আমলকী গাছ। [আমলকী শব্দ দেখ]।
(স্ত্রী) আমলক্যাঃ ফলং (ফলে লুক্। পা ৪। ৩। ১৬৩)
ইতি প্রত্যয়স্ত ডীপশ্চ লুকি ক্রীবজ্জম্ ইতি ভেদ। (আম-
লক্যাঃ ফলং। আমলকম্। সিং কোঁ০)।

আমলকী (স্ত্রী) অমলাৎ কাৎ অশ্রজলাৎ জাতম্ আম-
লকঃ ততঃ জ্রীলিঙ্গে গোরাদিং ডীষ্। (খ্যাতা আমলকী
নাম্না জাতা কাদমলাৎ যতঃ। ইতি বৃহজ্জম্ পুরাণ)।
আমলা নামক গাছ ও ফল। (Phyllanthus Emblica)।
ইহার এই কয়েকটা সংস্কৃত পর্য্যায় দেখা যায়; তিস্যা-
ফলা, অমৃত্য, বরহা, কায়হা, শ্রীকলা, ধাজিকা, শিবা,
শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষা, বৃত্তফলা, রোচনী, কর্ণ-
ফলা, তিস্যা।

হিন্দীতে ইহাকে দৌলা, আমলা, আঁওলা, অল্লিকা,
অওরা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম আমলা এবং

আমলকী। কোন কোন স্থানে আঁওলাও কহে।

এই গাছ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। উচ্চ দেশেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ বড়; বাবলা পাতার মত ইহার পাতা সরু। ফল গোল, দেখিতে কুলের মত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহা পরিপক হয়।

বৃহদ্রস্মপুরাণে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে এই রূপ লিখিত হইয়াছে,—কোন পুণ্য দিনে ভগবতী এবং লক্ষ্মী প্রভাসভীর্ষে গিরাছিলেন। ভগবতী লক্ষ্মীকে বলিলেন—‘দেবি! আজি স্বকল্পিত কোন নূতন দ্রব্য দিয়া হরির পূজা করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে’। লক্ষ্মী কহিলেন,—‘দেবি! শিবকেও নূতন দ্রব্য দিয়া পূজা করিতে আমারও ইচ্ছা হইতেছে’। তখন তাঁহাদের চক্ষু হইতে অমল অশ্রুজল ভূমিতে পতিত হয়। তাহা হইতে মাষ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবতা এবং অবিগণ এই বৃক্ষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ইহা তুলসী ও বিষ্ণু বৃক্ষের তুল্য। ইহার পত্রে শিবের ও বিষ্ণুর পূজা হয়।

আমলকী বৃক্ষকে নমস্কার করিবার মন্ত্র যথা—

নমাম্যামলকীং দেবীং পদ্মমালাদ্যালঙ্কৃতাম্।

শিববিষ্ণুপ্রিয়াং দিব্যাং ত্রীমতীং স্তব্ধপ্রভাম্।

কাঁচা আমলকী কষায়; চর্ষণ করিলে মুখ সুস্বাদু হয়। বিরেচক, অন্ননাশক, চক্ষুর ও চর্ম্মের রোগ নিবারক; ইহাতে শুক্র বৃদ্ধি হয়; এবং ইহাতে কফ, বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে। শুষ্ক আমলকী ধারক; রক্তশ্রাব রোগে ইহাতে উপকার হয়। উদরাময়, রক্তামাশয় এবং অন্ত্ররোগে সকল প্রকার আমলকীই প্রশস্ত। ক্ষতি রোগে ইহার দ্বারা অনেকে উপকার পাইয়াছেন। আমলকীর রস শীতল, মুহুবিরেচক ও মূত্রকর। চক্ষু উঠিলে ইহার রসে উপকার করে। শুষ্ক আলকীর কাথ কৃত স্থানে লাগাইলে অধিক রস নিঃসরণ হয় না। এবং বা পরিষ্কার হইয়া ক্রমে শুকাইয়া আসে। পরিপক আমলকী সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা গাঢ় চিনির রসে ফেলিলে মোরব্বা প্রস্তুত হয়।

আমলা। ইহা আমলকী শব্দের অপভ্রংশ। [আমলকী শব্দ দেখ]।

আমবাত (পুং) আমোহপাকহেতুকো বাতঃ। শাক० তৎ। বাতরোগ বিশেষ। (Lumbago)। বিকল্প ভোজন অর্থাৎ যে যে দ্রব্য এক সঙ্গে ভোজন করিলে বিপরীত গুণ

করে; যেমন, মৎস্ত মাংসের সঙ্গে দুগ্ধপান। ভোজনের পরেই ব্যায়াম করা; আলস্য, নিদ্রা অথবা ইয়া ব্যায়াম করা, এই গুলি আমবাত রোগের কারণ। অকর্নি রোগে ক্রমে হৃষ্ট আমরস সঞ্চিত হয়, পরে সেই আমরস হইতে মস্তকের ও গাত্রের পীড়া জন্মে। উপদংশ, শীতল বায়ু সেবন এবং আর্জস্থানে বাসও ইহার প্রধান কারণ।

এই রোগে প্রথমে পৃষ্ঠবংশের নিম্নে কোমরের ভিতরে বেদনা আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে ক্রমে শরীরের অন্ত অন্ত গ্রন্থীও ফুলিতে পারে। প্রথমে বেদনা অতি অল্প হয়। তাহার পর ক্রমে ত্রিক অস্থির ভিতরে হুচের মত বিধিতে থাকে। কোমর আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। রোগী শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইতে কিম্বা উঠিয়া বসিতে পারে না। ইহার সঙ্গে অর, পিপাসা, নিদ্রাভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রায় দেড় মাসের কমে ইহার উপশম হয় না।

এলোপ্যাথী মতে, বেদনা স্থানে তাপিন তৈল দ্বারা অঙ্গার কিম্বা বালির স্বেদ, বেলেডোনার পলঙ্গ প্রয়োগ এবং পিচকারী দ্বারা কোমরের ভিতরে মর্ফিরা দিলে কিছু কিছু উপকার করে। মর্ফিরা, আফিম, আইও-ডিড্ অব্ পটাশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। বেদনা স্থান সর্বদা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে, আমবাত রোগে লম্বন, স্বেদ, তিক্ত, আয়েদ ও কটুদ্রব্য, বস্তিক্রিয়া, বিরচন এবং মেহ পান ব্যবস্থা করিবে। বালির পুঁটুলি তপ্ত করিয়া স্বেদ দিলে উপকার হয়। পাকাঠী, কুস্তি কলায়, তিল, যব, লাল ভেরাণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ এই সকল দ্রব্য কুটিয়া ছুইটী পুঁটুলী বাঁধিবে। পরে হাড়ীর মুখে বহু ছিঙ্গযুক্ত সরিষা তাকা দিয়া তাহার ভিতরে কাঁজি সিদ্ধ করিবে এবং সরিষা উপরে পুঁটুলী ছুইটী রাখিয়া দিবে। ঐ পুঁটুলী উষ্ণ হইলে তদ্বারা বেদনা স্থানে স্বেদ করিবে। ইহার নাম সন্ধর স্বেদ।

রাশাদি দশমূল, রাজাপাক প্রভৃতির পাঁচন, আম-গজ সিংহমোদক, রসোন পিণ্ড, বৃহদ্যোগরাজ গুগ্গল প্রভৃতি ঔষধে উপকার হয়।

শীতপর্ণিকা (আর্টিকেরিয়া) নামক ব্যাধিকেও চলিত কথায় আমবাত কহে। ইহাতে গায়ের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, অল্প উচ্চ এবং দাগড়া দাগড়া কণ্ডু বাহির হয়। সেই সময়ে সর্বাঙ্গ অতিশয় চুলকাইতে থাকে।

কোন কোন স্থলে এই পীড়া অল্প লক্ষণ কিম্বা ছুই

তিন দিন থাকে। কিন্তু পুরাতন আমবাত রোগ এক বৎসর পর্যন্ত থাকিতে পারে।

কৌড়ক, সসা, অধিক অন্ন, অতিশয় উগ্রভাব, ক্র্যাও, শেল মাচ এবং অন্ত অন্ত মন্দ সামগ্রী খাইলে এই রোগ জন্মে। পিত্তাধিক্য, পাক বস্ত্রে অধিক অন্ন সঞ্চয়, কিছা কোন কারণে উদরে উগ্রভা জন্মিলে এই পীড়া হয়। পুরাতন বাত রোগ, ক্রম দেহ, পুরাতন ব্যাধি প্রভৃতি হলেও ইহা জন্মিতে দেখা যায়।

আদা, জোরান এবং পুরাতন শুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইলে সামান্য আমবাত নিবারণ হয়। কেহ কেহ গোমুত্র এবং নিম পাতা বাটিয়া গারে মাখে। কণ্ডু বাহির হইলে অনেকে পয়সা এবং গোব্বর ছাঁদন নড়ী দিয়া গা চুলকায়ে। কিন্তু পাকহুলীতে কিছা অল্পে যদ্যপি ক্রিয়াবিকারের জন্ত এই রোগ ঘটে তাহা হইলে ইপিক্যাক চূর্ণ ১৫ কিছা ২০ গ্রেণ সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইবে। পরে পডো-পিলন সিকি গ্রেণ, রেওচিনি চূর্ণ ৩ গ্রেণ, শুঠ চূর্ণ ২ গ্রেণ এবং সোডা বাইকার্ক ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া করিবে। পরে এই রূপ পুরিয়া প্রত্যহ একটা করিয়া সেবন করাইবে। উদরে উত্তেজনা না থাকিলে লাইকর আর্সেনিক ৩ বিন্দু, আদার রসের সঙ্গে প্রত্যহ দুই বার খাওয়াইবে। জ্বালুসন্ধিক অল্প পীড়া থাকিলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক। মদ্য, কাকি, চা, অধিক অন্ন, অধিক মিষ্ট, কাঁচাকল এবং কুপথ্য ব্যবহার করিবে না। উদরে অন্ন থাকিলে তাহার প্রতিকার করিবে।

আমশূল (পুং) আমজনিত উদর বেদনা।

আমশ্রাদ্ধ (স্ত্রী) আমায়েন শ্রাদ্ধম্। শাকং ৩-তৎ। আমায়া দ্বারা শ্রাদ্ধ।

আপদ্যানধৌ তীর্থে চ চক্ষুঃস্ব্যগ্রহে তথা।

আমশ্রাদ্ধং দ্বিভেদঃ কার্য্যং শূজ্ঞেণ চ সন্দৈব তু। (প্রচেতাঃ)।

আপৎকালে, অগ্নির অভাবে এবং চক্ষুঃস্ব্যের গ্রহণে দ্বিভেদে আমশ্রাদ্ধ করিবেন। শূজ্ঞের সকল সময়েই আমশ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। মিরগি আমশ্রাদ্ধে চাউল প্রকাশন করিবে না। কিন্তু বুদ্ধিশ্রাদ্ধে, সংক্রান্তিতে এবং গ্রহণের সময়ে চাউল প্রকাশন করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আমসব্দ। পাকা আন্নের রস পাতলা করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে তাহাকে আমসব্দ কহে। কাঁটালের রস শুষ্ক

করিলে তাহা জমাট বাঁধে না। সে কারণ অকর্ষণ্য বা অসম্ভব হলে চলিত কথার বিজ্ঞপ করিয়া কাঁটালের আমসব্দ, এই রূপ বাক্য ব্যবহার করা যায়।—না জান পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসব্দ, যেহেতু হইবে থেজ্জ কি চরায় রে? (আজু গোঁসাই)।

আমসী। ইহা আন্তর্যক্ষ লব্ধের অপভ্রংশ।

আমহাষ্ট (আরল্)। ইনি লর্ড হেষ্টিংসের পরে ভারত-বর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে আরল্ আমহাষ্টের এদেশে আসিতে কিছু বিলম্ব হয়। অল্প দিনের জন্ত হইলেও এত বড় বৃহৎ রাজ্যের কর্ত্তা না থাকা দোষের কথা। তাই সে সময়ের কাউন্সিলের প্রধান সভ্য আদম সাহেব গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুদিনের নিমিত্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ত্ত্ব পাইয়া তিনি একটা কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকালে মুজা বস্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বকিমহাম নামে জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। সম্পাদক স্পষ্টবাদী; জ্বায়ের মর্যাদা রাখিয়া তিনি গভর্ণমেন্টের দোষগুণ খুলিয়া লিখিতেন। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ভাল হইলে সকল সময়ে গভর্ণমেন্টের সমস্ত কর্ম্মচারী বিচক্ষণ না হইতে পারেন। তাই সংবাদপত্রের স্পষ্টকথা তাঁহাকে কটু লাগিতে লাগিল। ১৮২৩ সালে আদম সাহেব মুজাবস্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করিবার নিমিত্ত একটা আইন বিধিবদ্ধ করেন। এদিকে বকিমহাম সাহেবকেও ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর আদম সাহেবকে আর অধিক দিন গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতে হয় নাই। আরল আমহাষ্ট এ দেশে পৌঁছিলেন। ইহার সময়ে কোম্পানির ভারতপুর লাভ হয়। ১৮২৬ সালে ব্রহ্মদেশে প্রথম যুদ্ধ বাধে। ইহাও তৎকালের একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধে ইংরাজদের প্রায় তের কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু তের কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ব্রহ্মদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান হস্তগত হইয়া পড়ে। মার্ভাবান উপকূল, আসাম, মণিপুর, আরাকান প্রভৃতি স্থানগুলি ইংরাজেরা পাইয়াছিলেন। ১৮২৮ সালে লর্ড আমহাষ্ট পদত্যাগ করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন।

আমহী (জি) আমহায় সম্যক পূজার্ত্তে হিতং ছ। সম্যক রূপে পূজা করিবার সত্ত্ব বিশেষ। (আগমন সাধন মন্ত্র)।

আমহীম্ব (স্ত্রী) অমহীম্বনা ঋষিণা দৃষ্টং নাম-অণ্। নাম বিশেষ।

আমা (আম শব্দ হইতে হইয়াছে)। কাঁচা পোড়া ইট।
যে ইটক ভাল পোড়ে নাই।

আমাদ্ (ত্রি) আমমতি আম-(অদোহনরে। পা ৩।২।
৬৮) ইতি বিট্। যে কাঁচা মাংসাদি খায়।

আমাতিসার। আমাতীসার (পুং) আমকৃতোহতি (স্ত্রী)
সারঃ। শাক ০ তৎ। আমকৃত বর্ষ অতিসার রোগ বিশেষ।
[অতিসার শব্দ দেখ]।

আমাত্য (পুং) অমাত্য এব স্বার্থে-অণ্। মন্ত্রী। সহায়।
আমানৎ (বাবনিক)। গচ্ছিত রাখা। জমা দেওয়া।
আমানী (দেশজ) কাঁজী।

আমানস্ত (স্ত্রী) অপ্রশস্তং মানসমস্ত অমানসস্তত্ভাবঃ
। ব্যঞ্। দ্বঃখ।

আমাবস্ত্র (ত্রি) অমাবস্ত্রায়াঃ ভবং (সন্ধিবোলাদ্যতু-
নকত্রেভ্যোহণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। অমাবস্ত্রা-
জাত। (আমাবস্ত্রং দ্বিতীয়ঃ বদন্যাহায়াঃ বিদ্রব্ধাঃ। স্মৃতি)

আমাশয় (পুং) আমস্ত অপকামস্ত আশয়ঃ। ৬-তৎ।
দেহের মধ্যস্থিত নাভির উর্দ্ধে ভুক্ত অণক অন্নাদির
স্থান। পুষ্কণ্ডের মতে, দেহের মধ্যে সাতটি আশয়
আছে। বথা বাতাশয়, পিত্তাশয়, ক্লেমাশয়, রক্তাশয়,
আমাশয়, পকাশয়, মূত্রাশয়। জীলোকের ইহার অতি-
রিক্ত এটি গর্তাশয় আছে। [আমরস শব্দ দেখ]।

আমি (সর্কনাম) বাঙ্গালার উত্তম পুরুষ, এক বচনের
রূপ। ইহা ~~সংস্কৃত~~ বচন আমরা। এই শব্দ সংস্কৃত অহম্
শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু প্রাকৃত অমি, মাহীটি ‘আম্হী’
এবং উড়িয়া ‘অম্হে’ এই দুই শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালার
‘আমি’ এই সর্কনাম রূপের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।
বাঙ্গালার ইতর লোকেরা ‘আমি’ শব্দের স্থানে ‘মুঁই’
এই রূপ শব্দ ব্যবহার করে। ইহা হিন্দী ‘মৈ’ শব্দের
অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের কোন কোন ভাষায় এই সর্ক-
নামের কি প্রকার রূপ হয়, নিম্নে তাহা দর্শিত হইতেছে,—

প্রথমা ১ বচন। প্রথমা বহুবচন।

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| সংস্কৃত অহম্ | বয়ম্ |
| প্রাকৃত অহম্, হম্, হঞি, হই, মঞি অম্হে | |
| বাঙ্গালা আমি, মুঁই (গ্রাম্য) | আমরা, মোঁরা (গ্রাম্য) |
| হিন্দী হৌ, হঁ, মৈ | হম্ |
| পঞ্জাবী হউ | অসী |
| সৈন্ধবী জাঁউ | অসী |

| | |
|----------------|------------------|
| গুজরাটী হঁ | অমে |
| মহারাষ্ট্রী মী | আম্হী |
| উড়িয়া মু | অম্হে, অম্হেমানে |
| নেপালী ম | হামী |

বিদ্যাপতি ব্রজবুলীতে আমি শব্দের স্থানে হম্ শব্দ
ব্যবহার করিয়াছেন,—‘জনম অবধি হম্ রূপ নিহা-
রিহু নয়ন না ভিরপিত তেল’। কিন্তু বাঙ্গালা কবিভার
‘আমার’ শব্দ স্থানে মোর এই রূপ প্রয়োগ দেখা যায়।
বিদ্যাপতি কোথাও মঝু কোথাও বা মোর এই রূপ
পদ ব্যবহার করিয়াছেন,—হাত হাত হম, বাত শিখা-
য়হু, বাত না রাখলি মোর।

হৌ, হউ, হঁ, হ—এই সমস্ত শব্দগুলিই সংস্কৃত
অহম্ শব্দের অপভ্রংশ। সৌরসেনী অহম্ শব্দও সংস্কৃত
অহম্ শব্দ হইতে হইয়াছে। পঞ্জাবী হউ শব্দ, সৌরসেনী
অহম্ শব্দের রূপান্তর। পূনশ্চ, হউ হইতে পুরাতন
হিন্দী হৌ হইয়া থাকিবে। চাঁদ কবি হৌ শব্দ ব্যব-
হার করিয়া গিয়াছেন,—‘তো হৌ ছণ্ডে দেহ’। আমি
তবে এই দেহ পরিত্যাগ করি।

সংস্কৃত ‘ময়া’ এই তৃতীয়স্ত রূপের অপভ্রংশে প্রথমে
মই কিম্বা মজ এই প্রকার রূপ হইয়া থাকিবে। পরে
‘মই’ এই শব্দ হইতে এখনকার চলিত হিন্দী ‘মৈ’ এই
প্রকার রূপ হইবার সম্ভাবনা। আজি পর্যন্ত হিন্দীতে
এই রূপ কথিত হয়,—‘মৈ’ নে দেখা। ইহা সংস্কৃত—
ময়া দৃষ্টম্—ঠিক এই রূপ বাক্যের ভাব। অর্থাৎ, আমি
কর্তৃক দেখা হইয়াছে। ‘মৈ’ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে
এখানে ‘নে’ এই বিভক্তি সংস্কৃতের তৃতীয়া (টা-এন)
বিভক্তি হইতে হইয়া থাকিবে, এই রূপ অনুমান হয়।
যেমন—ঈশ্বরেণ, ঈশ্বর নে। লোকেন, আদমি নে।
চাঁদ কবি সর্কন্যক ক্রিয়ার পূর্বে মৈ এই সর্কনাম রূপ
ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—‘মৈ স্ত্রী সাহি বিন
অঁবি কীন’। আমি শুনিয়াছি যে, সাহ তাঁহার চক্ষু
তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বিক্রমোর্কশী চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়,—এ মঞি
পুহবি ভমস্তে জই পিঅ পেথিহিমি। (অহং পৃথিবীং
ভ্রমন্ যদি প্রিয়াং প্রেক্ষিষ্যে)। কোন কোন পুস্তকে
‘মঞি’ এই শব্দের স্থানে হঞি এবং হই এই রূপ পাঠা-
ন্তর আছে। অতএব বাঙ্গালার মুঁই এবং হিন্দী মৈ এই
দুই শব্দ প্রাকৃত ‘মঞি’ শব্দ হইতে হইয়া থাকিবে।
বিদ্যাপতি ‘আমি’ এই সর্কনামের স্থানে ‘মুঞি’ শব্দও

আমিষ্কীয় (ক্লী) আমিষ্কট্যেয় হিতং (বিভাষা হবি-
রপ্পাদিত্যঃ । পা ৫।১।৪) ইতি ছ। আমিষ্কার উপ-
করণ দধি। হৃদ্যে বাহা নিশাইলে ছানা হয়। (ক্লী)
আমিষ্কট্যেয় হিতং থ আমিষ্কীণ। দধি।

আমিতৌজি (পুং) আমিতৌজস-ইঞ (বাহাদিভ্যন্ত। পা ৪।১।১৬। বাহপ্রভৃতি বহী বিভক্ত্যন্ত প্রাপ্তিপদিকের উত্তর অপত্য অর্থে ইঞ প্রত্যয় হয়।। আমিতৌজসঃ স-লোপন্ত ইতি বাচিকঃ। আমিতৌজস্ শব্দের সকারের লোপ হয়।) আমিতৌজার অপত্য।

আমিত্র (ত্রি) অমিত্র-অণ। (পা ৪।৪।৩৬।) ১ শত্রুসম্বন্ধী। ('নাশানামিত্রো বাধিরা দধর্ষতি।' * এক্সংহিতা ৬।২৮।৩। 'আমিত্রঃ অমিত্রন্ত শত্রোঃ সধ্বকি' ইতি সারন।)

২ অমিত্রের পুত্র। ('তন্মাদপ্যামিত্রৌ সংগত্য নান্না ইতি' শতপথব্রা ১৩।১।৬।১।। * 'আমিত্রৌ অমিত্রয়োঃ পুত্রৌ' হরিবামী। রোধ ও বোধসিং-প্রকাশিত অভিধানে এখানে ১ম অর্থ গৃহীত হইয়াছে।)

আমিত্রা (ত্রি) সংলুপ্ত। ইতি নিরুক্তে নৈবল্টুককাণ্ডে দেবরাজ ৩।৩।১।

আমিল্ল (বৈ) (ত্রি) আভিযুধ্যে মিল্ল। ('সসোম আমিল্লতমঃ স্রতো তুং।' * এক্ ৬।২২।৪।। * 'আমিল্লতমঃ আভিযুধ্যেন মিশ্রতমঃ' ইতি সারন।)

আমিষ (স্ত্রী) অমৃ গতো, ভোজনে, শব্দে, সেবারাধ টিষচ্। (অমেদীর্ঘচ। উণ্ ১।৪৭।) ১ মাংস। তক্ষ্যমাংস। ইতি বিরূপকোষঃ। ২ ভোজন (পুং) লোভসঞ্চয়। ইতি অনেকার্ষংগ্রহ ৩।৬২২। ৩ ভোগ্যবস্তু। ইতি বর্ণবিবেকঃ। (আমিষং ত্বষ্ট্রীয়াং মাংসে তথা স্যাৎ ভোগ্যবস্তুনি। অমর।) ৪ সম্ভোগ। বিবর। ৫ উৎকোচ। ইতি মেদিনী। ৬ লাভ। ৭ কামগুণ। ৮ মনোহর রূপ। ইতি হারাবলী ২৪০।

আমিষ শব্দে মৎস্ত মাংস এই উভয়ই বুঝায়। তিনি আমিষ ভোজন করেন না—এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, তিনি মৎস্য মাংস কিছুই ভোজন করেন না। ডিম আমিষ মধ্যে গণ্য, কিন্তু হৃৎ শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাকে আমিষ বলা যায় না। শাক্তকারেরা—বড়ী, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা তিথিতে ও রবিবারে এবং সংক্রান্তিতে আমিষ ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎস্ত ও মাংস শব্দে দেখ।]

‘আঁশ বটা’, ‘আঁশ চূড়া’, ‘আঁশ হাঁড়ী’—ইত্যাদি স্থলে আঁশ শব্দ আমিষ শব্দের অপভ্রংশ। যেমন ভাত কোন জ্বায়ে ঠেকিলে সম্পর্কের নিমিত্ত সে জ্বায়েও মগ্‌ড়ী হইয়া যায়, তজ্জন আমিষও কোন জ্বায়ে ঠেকিলে তাহা আঁশ হইয়া যায়। সং জাতীয় বিধবারা এবং ব্রহ্মচারীরা আমিষ ভোজন করেন না। কিন্তু তজ্জের মতাত্মসারে বাহারা

ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তাহাদের আমিষ ভোজন নিষেধ নাই।

আমিষপ্রিয় (পুং) কাকপকী। (সি ২) মাংসভিলাষী।

আমিষী (স্ত্রী) আমিষ-অচ-ভীষ। (অর্ধআকিভ্যে ২৫। পা ৫।২।১২৭। অর্ধস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে এই অর্থে অচ প্রত্যয় হয়।। বিদ্ গোরাহিত্যন্ত। পা ৪।১।৪১।) ইতি ভীষ্ ॥ মিষী। জটামাণী।

আমিস্ (পুং) মাংস।। বেদের প্রাচীন সংহিতার কেবল প্রয়োগ দেখা যায়। ('ন বর্ষতজ্যামিষি গৃভীতা।' * এক্ ৬।৪৬।১৪। 'আমিষি আমিষে মাংসে।' সারন।)

আমীনু (আরব্য = অমীনু) তত্বাবধারণক। মুসলমান নবাবদের সময় আমীনের উপর এক এক জেলার রাজত্ব তত্বাবধানের ভার ছিল। এখন আমীনেরা ভূমি অধিগণ করিয়া থাকেন।

আমীনু। বা অভিমত্যা-ধের। ধানেধরের দক্ষিণপূর্বে একটা বৃহৎ জাকাল। কেহ কেহ এই স্থানকে চক্রবাহ বলিয়া থাকেন। এইখানে জরতথ কর্তৃক অভিমত্যা নিহত হন।

এই জাকালটির উপরে আমীনু গ্রাম; এই গ্রামে অদ্বিতি ও সূর্য্যদেবের মন্দির। এখানে সূর্য্যকুণ্ড আছে। গৌর ব্রাহ্মণের বাস। জীলোকেরা পুজার্থী হইয়া অদ্বিতির মন্দিরে পূজা ও সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন।

আমীনু অক্ষাদ্। একজন গ্রহকার। ইনি ‘হক্ ২ অক্লীন’ অর্থাৎ সপ্তরাজ্য নামে একখানি জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেন। এখানি অকবর পাদশাহের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহাতে সমকটবজ্জের সপ্তদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাহাদের প্রধান নগরসমূহের ভূবৃত্তান্ত, তৎসঙ্গে সেই সেই দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ কবিগণের জীবনী পাওয়া যায়। এই ব্যক্তির অপর নাম আমীনু মুহম্মদ রজি।

আমীনু উদ্দীন খাঁ। লোহরীর নবাব। দিল্লীর একজন প্রধান সামন্ত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১এ ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মীরজা আল-উদ্দীন খাঁ।

আমীনুগড়। বোম্বাই প্রদেশের কলাঙ্গি জেলার নগর। এখানে নারিকেল ও ধাত্তের একটা বড় হাট আছে।

আমীনা। মুসলমান ধর্মপ্রচারক মুহম্মদের স্ত্রী, আবুতাল্লার পত্নী। বহবের কস্তা। ইনি পরমাত্মদারী, নব্বদভাবা এবং অস্তি ধার্মিক ছিলেন। মুহম্মদের জন্মের ছয় বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। মীর আবুল বক। মীর কাসিম খাঁ নব্বদীর

কোট পুত্র। মহাশীর ও শাহজহানের রাজত্বকালে তাঁদের শাসনকর্তা হন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে এক শত বর্ষের অধিক বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। প্রথমে ইঁহার নাম মীর খাঁ ছিল। সম্রাট শাহজহানকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেওয়ার আমীর খাঁ উপাধি লাভ করেন।

আমীর খাঁ। অপর নাম মীর মীরান্। একজন অতি সম্রাট লোক। আলমগীর পাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ ২৮এ এপ্রিলে ইঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট ইঁহার পুত্র উল্-উল্-মুকে 'নবাব আমীর খাঁ' উপাধি দেন। তৎকৃত পারস্য ভাষায় কবিতা ও রেখতা চলিত আছে।

আমীর খাঁ। পিতারীদিগের এসিদ্ধ সেনানায়ক। তোকের বর্তমান নবাবের পূর্বপুরুষ। প্রথমে ইনি যশোবন্ত রাও হোলকারের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত একপ্রকার উম্মাদ হন, সেই সময়ে আমীর খাঁ উক্ত আশায় মত হইয়া পিতারীদের সেনানায়ক হইয়া উঠেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০ অঝারোহী ও ২৪,০০০ পিতারী সঙ্গে লইয়া রাজপুতানা হইতে বাজা করেন। এই সময় নাগপুরের উপর ইঁহার লোভ পড়ে। নাগপুরের রাজার নিকট হোলকারের সম্বন্ধিত মণিরত্নাদি আছে, এইরূপ ছল করিয়া নাগপুর অবরোধ করিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁ সিদ্ধিরা, হোলকার ও পেশোয়ার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিপক্ষে আত্মধারণ করেন। এই সময় ইনি রাজপুতানার নানা স্থলে লুটতরাজ করিতে থাকেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুটীশ গবর্ণমেন্ট অনেক চেষ্টা করিয়াও আমীরের কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরাজেরা ইঁহার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন। লর্ড হেস্টিংস বলিয়া পাঠান যে, হোলকারের দেওয়া প্রদেশ-সকল আমীর খাঁ ভোগদখল করিতে পারিবেন, আর বুটীশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার তোপগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন। প্রথমে আমীর খাঁ সম্মত হইলেন না, হেস্টিংসকে জানাইলেন যে ভবিষ্যতে তিনি বাহা জাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। পরে ভেতিদ্ অউলমিয় সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারই যত্নে সন্ধিকার্য্য নিষ্পত্তি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। প্রথমে ইঁহার নাম মীর খাঁ ছিল, সম্রাট আলমগীর ইঁহাকে আমীর করিয়া দেন। আলমগীরের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইনি শাহজহানাবাদ দুর্গের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। এগার বৎসর পরে কাবুলের সুবাদার হইয়াছিলেন।

আমীর খাঁ। আলিশাহ। কাকীররাজ শিকন্দরের পুত্র। ১৪১৬

খৃষ্টাব্দে শিকন্দর তিনটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিনটীর মধ্যে আমীর খাঁ জ্যেষ্ঠ। পিতার আদেশ মত আমীর খাঁ নাবালক অবস্থায় সিংহাসন আরোহণ করেন। ইঁহার অপর নাম আলিশাহ। কিছুদিন রাজত্বের পর আলিশাহ দেশ ভ্রমণে বাজা করেন। শাহী খাঁ ও মুহম্মদ খাঁ নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর রাজ্যের ভার দিয়া বান। এই অবসরে শাহী খাঁ ভ্রাতার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। [জোনরাজকৃত রাজতরঙ্গিনী ৬১০-৭০০ দেখ।]

আমীর তৈমুর। জগৎবিখ্যাত মোগলবীর। ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে ২ই এপ্রেল, প্রাচীন সোগ্দ্দিয়াস্থ কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পারস্তবিজ্ঞতা চঙ্গিজ খাঁর বংশে এই মহাবীরের জন্ম। তৈমুরের পিতার নাম আমীর তুরাঘাই, মাতার নাম তকীনা খাতুন। চঙ্গিজ খাঁর জাতি করাবার নবিমান হইতে তৈমুর ছয় পুরুষ নিম্নে।

তৈমুরের জন্মকালে চতুর্থে রাজবংশ বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কতকগুলি মোগলবংশীয় প্রধান ব্যক্তি এক একটা নগরের রাজা হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তৈমুরের খুড়া হাজী বলসু কুশনগরে রাজত্ব করিতেন। এইখানে তৈমুর জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শীকার করিতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে কালমকেরা তুর্কীহান অধিকার করিতে থাকে এবং তথাকার স্বাধীন রাজাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়। তৈমুরের খুড়া বিজ্ঞতার ভয়ে পলাইয়া বান; কিন্তু বীরবর তৈমুর পশ্চাৎপদ হইলেন না। এত দিন যে বীর্য লুকান ছিল, সময় পাইয়া জাগিয়া উঠিল। জন্মভূমিকে অপরের করে অর্পণ করিতে তাঁহার প্রাণে সহিল না। কতকগুলিমাত্র সৈন্ত সঙ্গে লইয়া প্রবল বিপদের সম্মুখীন হইলেন। আক্রমণকারী কালমকরাজ তৈমুরের সাহস, বল এবং বীরোচিত সযোধনে চমৎকৃত হইলেন; তাঁহাকে কুশনগরের শাসনভার দিলেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বালখের অধিপতি আমীর হোসেন বিপদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি সৈন্ত সংগ্রহ করেন, তাহাতে তৈমুরও বোণ দেন। উত্তর বীরের যত্নে তুর্কীহান কালমকের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। উভয়ে মিলিয়া তুর্কীহানের রাজা হইলেন। তৈমুর হোসেনের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন না ঘাইতে ঘাইতে উত্তর বীরে মনোবিবাদ

বাটল, তখন তৈমুর আমীর হোসেনকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমগ্র তুর্কীস্থানের একা অধীশ্বর হইলেন। (১০ই এপ্রেল, ১৩৭০ খৃঃ।)

তৎপরে তিনি কলাহার, পারস্ত ও বখদাদ জয় করিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সিহুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। পঞ্চাবের শাসনকর্তা মোবারক খাঁ প্রথমে তৈমুরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি যুদ্ধে বিমুগ্ধ হইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় তৈমুরের পৌত্র পীর মুহম্মদ ভারতের পশ্চিম প্রদেশসকল আক্রমণ করিতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া পৌত্রের বল দৃঢ় করিবার জন্ত, তিনি ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্বে রাজপুতানাহ ভাংনের নগরের রাজা পীর মুহম্মদের হস্ত হইতে মূলতান রক্ষা করিবার জন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৈমুর নিজে দলবল সহ তথায় আসিয়া রাজাকে পরাস্ত ও ভাংনের অধিকার করিলেন। স্বদেশহিতৈষী শত শত নগরবাসী তৈমুরের করাল কবলে পতিত হইল। তৎপরে তৈমুর পাণিপথ দিয়া দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

এই সময় দিল্লীনগরের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। দিল্লীর সম্রাট বলহীন, তাহাতে আবার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত। দিল্লীর সম্রাট মজ্জুদ উজ্জীরের সঙ্গে ৫০০ মাত্র সৈন্য লইয়া তৈমুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই সময় তৈমুরের তাঁবুতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান বন্দী ছিল। দিল্লীর সম্রাট তৈমুরকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে, এই ভাবিয়া তাহার আহ্বান প্রকাশ করিতে লাগিল। তৈমুর ভাবিলেন, বন্দীগণ হইতে তাহার বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তখন অবিলম্বে তাহাদের প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমান, কি যুব, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, অসহায় নিরূপায় অবস্থার শত্রুর তীক্ষ্ণ ক্রপাণে ছিন্নমস্তক হইল। হায় সেই দিন রক্তের নদী বহিল! কেবল এই রাক্ষসিক কার্য সম্পন্ন করিয়া তৈমুর ক্ষান্ত হইলেন না। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী কিরোলাবাদ ক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ১৫ই, চতুর্দশ্যব্যুহ রচনা করিয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট মজ্জুদ পরাস্ত হইলেন, দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়লাভ করিবার জন্ত গুপ্তভাবে গুজরাট বাজা করিলেন। সেই দিবস তৈমুর দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলেন না। পরদিন শুক্রবার শুভদিন, তিনি দিল্লীতে আসিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া আপনাকে ঘোষণা

করিলেন। ১৫ দিন মাত্র তিনি দিল্লীতে ছিলেন। এই সময় দিনে, দিল্লী বেন মহাশয়ান হইয়া উঠিল। সতীর সতীষ নষ্ট, অত্যাচার, ব্যভিচার এবং শত শত অসহায় নগরবাসীর প্রাণ তৈমুরের মদমস্ত সৈন্যকর্তৃক বিনষ্ট হইল। সময় দিন পরে, তৈমুর স্বদেশে বাইবার জন্ত দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিলেন। পথে মিরাট ও লাহোর জয় করেন। স্বদেশে কিরীয়া বাইবার সময় সৈয়দ খিজর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে লাহোরের রাজপ্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

রত্নগ্রন্থ আসিরাখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় তুর্কসম্রাট বাই-অজিৎ কনস্তান্তিনোপল অবরোধ করেন। তৈমুর গ্রীকসম্রাটের অহুরোধে তুর্কসম্রাটকে কনস্তান্তিনোপল ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তুর্কসম্রাট তৈমুরের আদেশ অগ্রাহ্য করেন। তখন তিনি নূতন শত্রুকে দমন করিবার জন্ত সসৈন্যে ফ্র্যাগিয়ায় উপনীত হইলেন। সেখানে তিন দিবস যুদ্ধের পর তুর্কসম্রাট পরাস্ত এবং বন্দী হন। তাঁহাকে লোহপিজরে বদ্ধ করিয়া নগরে নগরে সর্বসমক্ষে লইয়া বেড়ান হইল।

এই সময় ইজিপ্ত এবং কৈরোর রত্নভাণ্ডার তৈমুরের অধিকারভুক্ত হইল। তখন সময়কালে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে কনস্তান্তিনোপলের অধিপতি মাছুএল পলিওলোগস্ এবং ক্যাস্তাইল-রাজ ওয় হেনরি রাজদূত পাঠাইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্য জয় করিবার আয়োজন করেন, কিন্তু এই বৎসরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হওয়ার তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ৭১ বৎসর জীবিত ছিলেন। সময়কালে তাঁহার কবর হয়।

তাঁহার চারি পুত্র, অহাজীর মির্জা, উমর শেখ মির্জা, মীরান শাহ ও শাহুখ মির্জা। মৃত্যুকালে তৈমুর অহাজীর মির্জার পুত্র পীর মুহম্মদকে তাঁহার বিত্তীয় সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার আদেশ কেহ পালন করেন নাই। তাঁহার অপর পৌত্র মূলতান খলীল বলপ্রয়োগ পূর্বক সময়কাল অধিকার করেন। পীর মুহম্মদকেও পিতামহ-লক্ষ বন্দী দিন ভোগ করিতে হইল না। পিতামহের মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইলেন।

চরিত্র—তৈমুর যেমন মহাবীর, বীর্যশালী ও যুদ্ধনীতিপটু, তেমনি খুৎখুতে, নীচগামী ও অস্ত্র রাজা অপেক্ষা মন্দগতি

ত হইল। একদিকে যেমন সকল বিষয়েই কমতাবান্ সাহসী ও মহান, অপর পক্ষে তেমনি উচ্চাভিলাষী, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। বাহ্যর উপর অল্প সন্দেহ হইত, অত্যাচারই তৎকণাৎ প্রাণ বাইত। তিনি প্রায় কাহাকেও বিশ্বাস করিতেম না।

তৈমুরের এই করুণী উপাধি,—১ তিমুরলঙ্গ, ২ সাহিব কিরান্, ৩ কির্দোস্ মকানী। কালমক্দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় উরুতে আঘাত পান, সেই আঘাতে একটা পা ধোঁড়া হয়, তাই লোকে তিমুরলঙ্গ-অর্থাৎ তৈমুরলঙ্গ-ধোঁড়া বলিত। ১৩০০ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন বলিয়া সাহিব কিরান্ নাম হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সময়কালের লোকেরা কির্দোস্ মকানী অর্থাৎ 'দিব্যলাক তাঁহার বাসস্থান হউক', এই নাম প্রদান করেন। [তৈমুরের জীবনী মূলতঃ তৈমুরী, ক্রিস্তা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখ।]

আমীর বরীদ। কাসিম বরীদের পুত্র। পিতার পরলোকের পর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে আক্কাবাব বীদরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহাঁর রাজত্বকালে জুলতান মঙ্গুদশাহ বাক্সীর মৃত্যু হয় (১৫১৭ খৃঃ)। আমীর বরীদ জুলতান আলা-উদ্দীন (৩য়)কে বাক্সীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইল। জুলতান কলীম্ উল্লা বরীদের আক্রোশে পড়িলেন; তখন তিনি প্রাণভয়ে বীদর হইতে আক্কাবাবগরে পলায়ন করেন, সেইখানেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণাংশের বাক্সী বংশের লোপ হয়। এই সময় হইতে আমীর বরীদ এবং প্রত্যয়ে আক্কাবাব বীদরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুত্র আলীররীদ।

আমীর বরীদ (২য়)। আলী বরীদ শাহ (২য়)কে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আক্কাবাব বীদরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বরীদ-শাহী-বংশের শেষ রাজা।

আমীর মির্জা। (নবাব)। জর্জ হফকিন্স ওয়ালটস্ নামক একজন সাংসদেবের পুত্র। ইনি পিতা ও দুই ভগিনীর সহিত লন্ডো নগরে থাকিতেন। ইহাঁর পিতা তথাকার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জুলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নী নবাব নগীর-উদ্দীন হারদারের একজন বেগম হইয়াছিলেন, তাহার নাম বিলায়তী-মহল। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর নাম আশ্রফ উন্-নিসা বেগম। তিনি আজম কুমারীরূপে অবলম্বন করেন। বিলায়তী মহলের মৃত্যুর পর তিনি প্রায় সপ্ত বৎসর টাকা ও বহুমূল্য অধিনায়িকা রাখিয়া যান। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর মৃত্যু

হইলে আমীর মির্জা এই সকল সম্পত্তি পাইলেন। সেই সময় ইনি নবাব উপাধি পান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি অপব্যয় করিয়া ফেলেন। ইনি একজন শিল্প ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়।

আমীর সিং। তঞ্জোরের একজন রাজা। তঞ্জোরের পূর্ব-রাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার মৃত্যুর সময় সৈকজী নামক এক বালককে দত্তকপুত্র করিয়া যান। কিন্তু পূর্বরাজার দত্তকপুত্র অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার, আমীর সিং কোর্ট অব ডাইরেক্টর কর্তৃক তঞ্জোরের আধিপত্য পাইলেন।

আমীর সিং তপ্পা। নেপালের একজন সর্বাধীন সর্দার। মহাবোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মলোম রক্ষা এবং কমান্ডম্যান গিরিগুঞ্জে সন্ন্যাসী অষ্টলীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সেই সময় আমীর সিংহের বীরত্ব ও বিলক্ষণ স্বদেশহিতৈষিতা প্রকাশ প্রায়।

আমীবৎক (বৈ) (জি) সম্মুখে প্রাপক। ("নম আনির্হিতেন্ডো নম আমীবৎকভাঃ" কৃষ্ণবজ্রঃ ৪।৫।১।২। 'আ সমস্তাং নীবন্তি প্রাপ্তুঃ স্বভীতি আমীবৎকাঃ।' সাগনঃ) আমুপ (পুং) কণ্টকযুক্তবংশবিশেষ। বেউড় বাঁশ। (*Bambusa spinosa*, Rox.) বাংলাদেশ, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে। ইহা বড় মোটা হয় না, অপর জাতীয় বাঁশ অপেক্ষা দৃঢ়। এক এক গাছ ৩০ হইতে ৫০ ফিট পর্যন্ত বড় হইয়া থাকে। বেউড় বাঁশ উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণ বালকের (মানবকের) হাতে থাকে।

আমুর [বৈ] (পুং) বাধক। ("নহি দ্যা তে শতং চন রাধো বরস্ত আমুরঃ" ঋক্ ৪।৩১।১। ইত্যাদি। সাগনচাৰ্য্য ঋগ্ভাষ্যে আমুর শব্দের এই করুণী অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, 'আমুরঃ বাধকারাক্সানয়ঃ ৪।৩১।১; 'আমুরন্তেবামতি-মারকাঃ' ১।৬১।২৪; 'আমুর আমুচাঃ' ৮।৩১।২২) আমুরা। এক প্রকার গাছ। (*Amoora cucullata*, Rox.) এই গাছ বাংলাদেশ, নেপাল, আফগান ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। বাংলাদেশে ইহার খুঁটি ও মূলদ্বয়ে ইহার আলানী কাঠ কাজে লাগে।

আমুরি [বৈ] (পুং) মারয়িতা। নাশক। ("ক্রতা বরিষ্টং বর আমুরিস্তা" সাম ১।৪।২।৪।১।১। 'আমুরিং শত্রুণামাভিমুখ্যেন মারয়িতারমিষ্টং।' ইতি ঋগ্ভাষ্যে সাগন ৮।২৭।১০।)

আমুব্যারণ (পুং) অম্বা (অম্ব্য বড়ির ১ বচনে) কক্। (মড়া-মিত্যঃ কক্। পা ৪।১।২৯। নড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর ধোঁজ অর্থে কক্ প্রত্যয় হয়। ১। আমুব্যারণাম্ব্য-

মুক্তিকাম্ব্যাকুলিকৈতি চ। পা ৩। ৩। ২১ বার্ষিক। আনু-
 বাধণ আনু্যাপ্তিকা ও আনু্যাকুলিকা এই তিন প্রযোগে
 বহী বিভক্তির লুক্ক হর না।) অনু্যাপ্ত। প্রখ্যাতবধু ক।
 'আনু্যারণো অনু্যাপ্ত প্রখ্যাতবধু কঃ।' হেমচন্দ্র ও। ১৬৬।
 আমেজ (জি) সম্পূর্ণ পরিমেষ। ("আমেজন্ত রজসো
 বদন্ত অী অপো বৃণানা বিভনোতি।" ঋক্ ৫। ৪৮। ১। ১।
 'আমেন্যন্ত সমভ্যাতব্যন্ত' সায়ন ৪।)

আমেরিকা। একটা মহাবীপ। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই
 তিন ভাগে বিভক্ত। সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগ
 করা হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে আট-
 লান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর।
 উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৪,৬০০ মাইল,
 পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রস্থে ৩,১২০ মাইল। ইহার ভূমি
 পরিমাণ প্রায় ৮৩,১২,৭১১ বর্গমাইল।

উত্তর আমেরিকার এই কয়েকটা বিভাগ আছে।

| বিভাগের নাম। | পরিমাণ (বর্গমাইল।) |
|------------------------------------|--------------------|
| ১। গ্রীনলণ্ড ... | ৩,৮০,০০০। |
| ২। করাদী অধিকার ... | ১১৩। |
| ৩। রুথ অধিকৃত আমেরিকা ... | ৩,২৪,০০০। |
| ৪। নিউ ব্রুটেন ... | ১৪,৮০,০০০। |
| ৫। পশ্চিম কানেডা ... | ১,৪৭,৮৩২। |
| ৬। পূর্ব কানেডা ... | ২,০১,২৮২। |
| ৭। নিউ ব্রান্সউইক্ ... | ২৭,৭০০। |
| ৮। নোভা স্কোশিয়া ... | ১৮,৭৪৬। |
| ৯। প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ ... | ২,১৩৪। |
| ১০। নিউ ফাউন্ডলণ্ড ... | ৫৭,১০০। |
| ১১। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ... | ২,১৩,৫০০। |
| ১২। ইউনাইটেড স্টেটস্ (আমেরিকা) ... | ৩৩,০৬,৮৩৪। |
| ১৩। মেক্সিকোর মিস্ররাজ্য ... | ১০,৩৮,৮৬৫। |

ইহার প্রধান দ্বীপ—গ্রীনলণ্ড, সোমামটন, কলম্বাণ্ড,
 ককবরন, ভিক্টোরিয়া, বঙ্ক্সলণ্ড, পারিপুঞ্জ, এই কয়টা উত্তর
 মহাসাগরে। সিন্ধু, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্, কুইন্‌ সর্গট,
 বঙ্কবর, এইগুলি ব্রিটিশ আমেরিকার পশ্চিমে। বঙ্কবর,
 কেপব্রুটন, প্রিন্স এডওয়ার্ড, নিউফাউন্ডলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান
 দ্বীপপুঞ্জ।

উপদ্বীপ—কালিকোণিরা, মেক্সিকো, কেম্পিচি, হুয়ুয়াস্,
 হডসন, বকিন, সেন্টলয়েন্স, চিলাপিঙ্ক, কারিবসাগর।

প্রাণী—বেরিং, হডসন, ডেভিল।

অস্তরীপ—প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্, সেন্টলিউক্‌স্, সেবল, রে,
 চারল্‌স্, চুড্‌লেথ, কেরারওয়েল, রেন্‌।

উপদ্বীপ—কালিকোণিরা, আলিরাফা, মেরেডেজ, ক্লোরিফা,
 নোভা স্কোশিয়া, ইউকেটন।

পর্বত—রকী গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ ব্রাউনগিরি), আলিগানি
 গিরিশ্রেণী, মেক্সিকোর গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ পোপোকাটি-
 পেটল ১৭,৭৮৩ ফিট), কালিকোণিয়ার গিরিশ্রেণী, সেন্ট-
 ইলিয়স্, কেরারওয়েল।

নদ নদী—গ্রেটফিস্, মেক্সিকো, ওরেগন, স্নিও কোলোরডো,
 মিসিসিপি, জেমস্, সেন্টলয়েন্স।

দ্রুদ—গ্রেটবেয়ার, গ্রেটসেভ, অখাবেঙ্কা, উইনিপেগ,
 জুপিটার, হিউরন, অন্টেরিও, ইরাই, মিচিগান, নিকার-
 ওয়া, চপলা।

উত্তর আমেরিকা বড় শীত প্রধান স্থান, ইহার অনেক
 স্থানে এত অধিক শীত যে কেহ বাস করিতে পারে না, গমাদি
 কোন শস্যও জন্মায় না। এই সকল স্থানে কেবল শীকারীরা
 বস্ত্র জন্তর চর্শের জন্ত আসিয়া থাকে। জুবিধায়ত স্থান
 ধরিতে গেলে রিওব্রভেডেল নটি হইতে কালিকোণিয়ার
 উপদ্বীপের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত।

শীতপ্রধান জায়গা হইলেও ইংরাজদের হাতে পড়িয়া
 উত্তর আমেরিকার পূর্বদ্বারবহা যুক্তিয়া গেছে, এখন অনেক
 স্থান সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বাসভূমি।

দেশ ও তাহাদের রাজধানী ও নগর।

দেনিশ আমেরিকা—১ লিক্টেন কেলস্, জুলিয়েনসহাব।

করাদী অধিকার—২ সেন্ট পায়র।

রুথ " —৩ উত্তর আর্কেন্স।

ব্রিটিশ আমেরিকা—৪ ইয়র্ক ক্যান্ট্রী, ৫ টোরেণ্টো,
 হামিলটন, ৬ কুইবেক, ওটোয়া, ৭ ফ্রেডরিক্টন, সেন্টজন,
 ৮ হালিকাক্স, ৯ সার্নেটন, ১০ সেন্টজনস্, ১১ নিউওয়েস্টমিনিষ্টার।

ইউনাইটেড স্টেটস্—১২ ওয়াশিংটন, বোষ্টন, নিউইয়র্ক,
 ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, রিচমণ্ড, চারলটন, নিউ
 অর্গিন্স্, সেন্টলুই, সিন্সিনাটি, পিটস্‌বর্গ, চিকাগো।

মেক্সিকো—১৩ মেক্সিকো ডেরাজুজ্, শিউব্রা, মেরিডা।

ওটোয়া নগরে চুম্বক পাথরের খনি আছে। টোরেণ্টোর
 বিশ্ববিদ্যালয় ও কুইবেক বানিক্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।
 ওয়াশিংটনে রাজ্যের প্রধান কর্তা থাকেন। এখানে জাতীয়
 সমিতি হইয়া থাকে। নিউইয়র্ক বাণিজ্য ব্যবসা অধিক,
 এখানে নানা শাস্ত্রীয় ও নানা ভাষা শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়
 আছে। চিকাগোতে শস্তের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

মধ্য আমেরিকার এই কয়টি দেশ আছে।

| দেশের নাম | পরিমাণ | রাজধানী। |
|-------------------|--------|-----------------|
| সাল্বাদর | ৯,৫০০ | ককুতেপেক্। |
| নিকারাগুয়া | ৪৪,০০০ | গ্রাণাডা। |
| হুয়ুয়াল | ৫৩,০০০ | কোমাগাওরা। |
| গোয়াটিমালা | ৫২,০০০ | নিউগোয়াটিমালা। |
| কস্টারিকা | ২৫,০০০ | সন্জোশে। |
| মস্কিটো | | বুকিনডুস্। |
| ব্রিটিশ হুয়ুয়াল | | বিলিজ। |

মধ্য আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সহিত একত্র ধরা হইয়া থাকে। কেহ কেহ স্বতন্ত্র করিয়া লয়।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমা কারিব সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ ও পূর্বে দক্ষিণ মহাসাগর; পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ৪,৫০০ মাইল, পূর্ক হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত প্রস্থ ৩,০০০ মাইল; ভূমি পরিমাণ প্রায় ৭২,৮০,০০০ বর্গমাইল।

| দেশ | শাসনপ্রণালী | পরিমাণ | রাজধানী। |
|-----------------------------|--------------|----------|---------------|
| ১ বেনজিউলা | সাধারণতন্ত্র | ৪,১৬,৬০০ | কারাকাস্। |
| ২ বলিবিয়া | ঐ | ৩,৭৪,৪৮০ | লুইজাবা। |
| ৩ ইকোয়েডর | ঐ | ৩,২৫,০০০ | কিটো। |
| ৪ পেরু | ঐ | ৫,৮০,০০০ | লিমা। |
| ৫ চিলি | ঐ | ১,৭০,০০০ | সান্তিয়াগো। |
| ৬ কলম্বিয়া ব্রিটিশ | | ১,২০,০০০ | বগোট। |
| ৭ পেটাগনিয়া | | ৩,৮০,০০০ | পাণ্ডোএরিনস্। |
| ৮ বুয়েন আয়ার সাধারণতন্ত্র | | ৬০,০০০ | বুয়েন আয়ার। |
| ৯ উরুগুয়া | ঐ | ১,২০,০০ | মন্টিভিডিও। |
| ১০ পারাগুয়া | ঐ | ৭৪,০০০ | আসন্সন্। |
| ১১ লাপাটা | | ২,২৭,০০০ | পেরাণা। |
| ১২ ব্রাজিল | | ২৩,০০,০০ | রাইওজেনিরো। |
| ১৩ ওরেনা (ব্রিটিশ) | | ৭৬,০০০ | জর্জ টাউন। |
| ১৪ ঐ (ওলন্দাজ অধিকার) | | ৩৪,৫০০ | পারামারিবো। |
| ১৫ ঐ (ফরাসী) | | ২১,৫০০ | কেয়েন। |
| ১৬ ককুল ও বীপপুঞ্জ | | ১৬,০০০ | পোর্টলুই। |

এখান সাগর ও উপসাগর—ডেরিয়ান, পানামা, মারেকাইবো, গোয়াহুইল।

প্রধানী—ব্রাসিলিয়ান।

প্রধান অধিবাসী—হস্প, সেন্টরোক।

বীপ—ট্রিনিডাড, গালাপাগো, চিকা, জুরান কর্ণামেন্ড,

চিলো, ওয়েলিংটন, টেটন, অরোরা, অর্জিনা, মরকীপ, টেরা-ডেলকিউগো, ককুলও, মরাজো।

পর্বত—আন্ডিস্ (ইহার উচ্চতম একোন্কাওরা), পারিম। আগ্নেয়গিরি—কোটাগারি।

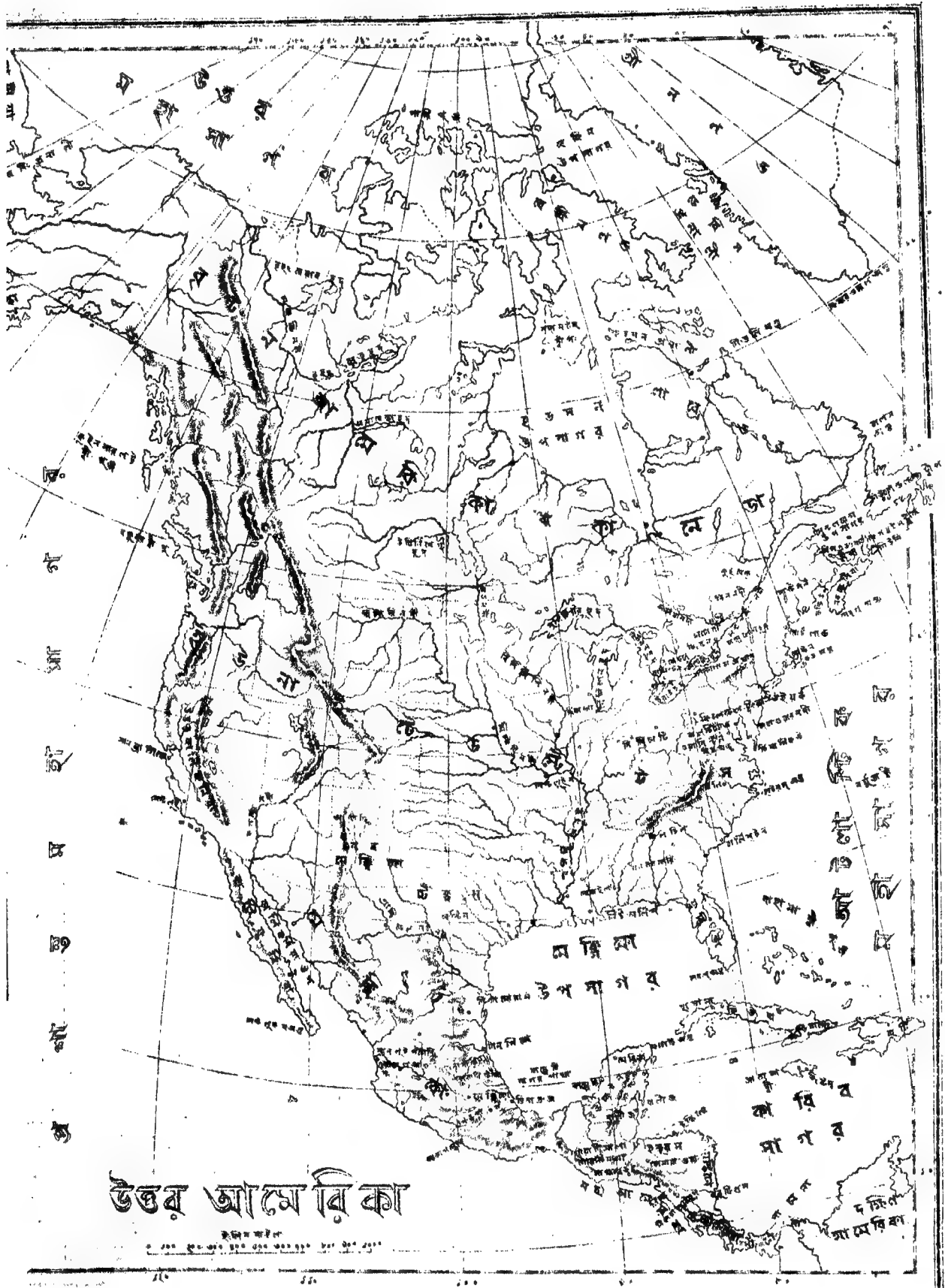
হ্রদ—মারেকাইবো, টিটিকাকা, সিল্বেরো, জুরানকেক।

নদী—অরিনকো, এসেকুইবো, মাগডেলানা, কলরোভো, লাপাটা, পারাগুয়া, ক্রানিয়ো, টোকাণ্ডিন্, আমেজন।

বোজক—পানামা। এই বোজক দ্বারা আমেরিকা উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া আমেরিকার একটা বিভাগ, এখানে অনেকগুলি দেশ ও নগর আছে।

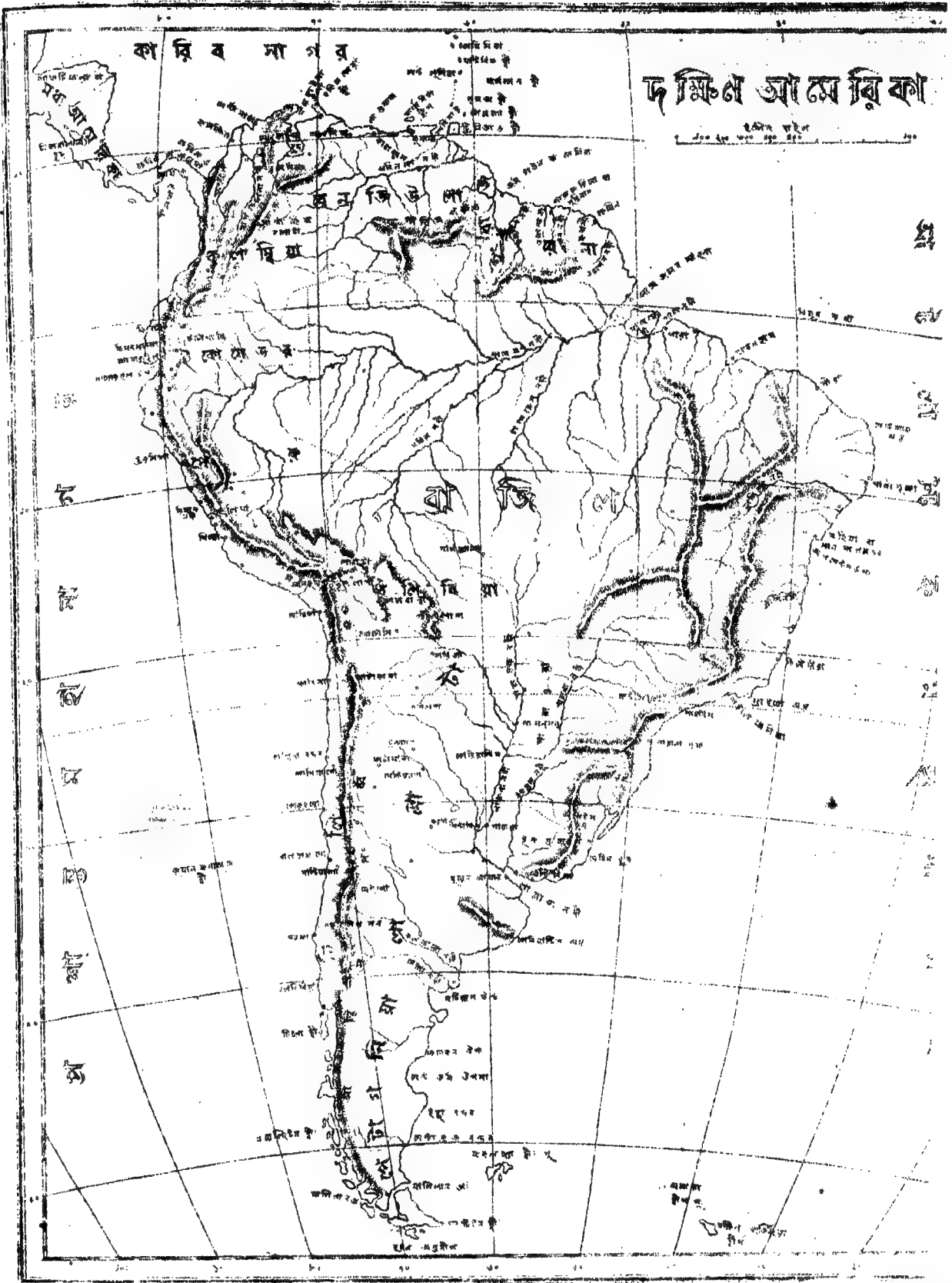
| দেশের নাম | বর্গমাইল পরিমাণ | রাজধানী |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| হায়েটি | ১১,০০০ | হায়েটি। |
| ডোমিনিকা | ১৮,০০০ | সান ডোমিনিগো। |
| কিউবা | ৪২,৩৮৩ | হাবানা। |
| পোর্টোরিকা | ৩,৮৬৫ | সান জুয়ান। |
| জামেকা | ৫,৪৬৮ | স্প্যানিস্ টাউন। |
| ট্রিনিডাড | ২,০০০ | মিউরট। |
| উইণ্ডওয়ার্ড বীপপুঞ্জ | | ব্রিঙ্কটাইন। |
| বার্বাডো | ১৬৬ | " |
| সেন্টভিন্সেন্ট | ১৩১ | কিংস্টন। |
| টোবাগো | ১৮৭ | সারবরো। |
| সেন্টলুসিয়া | ২২৫ | কাস্ট্রিন্। |
| আণ্ডিগুয়া | ১৬৮ | সেন্টজন্স। |
| মন্টসেরাট | ৪৯ | " |
| সেন্ট ক্রিষ্টোপার | ১০৩ | বাসেটর। |
| আজুইলা | | |
| নেভিস্ | ৩০ | চার্লসটাউন। |
| ভার্জিন বীপপুঞ্জ | ১৩৭ | |
| ডোমিনিকা | ২২১ | রোহ্। |
| বাহামা বীপপুঞ্জ | ৫,৪২২ | নহ্। |
| গোয়াডেলুপ | ৫০৪ | বাসেটর। |
| মার্টিনিক | | |
| সেন্টমার্টিন উত্তর | | |
| সেন্টমার্টিন দক্ষিণ | ১১ | উইলেনষ্টড্। |
| কিউরেশোরা | | |
| সান্টাফুজ্ | ৮১ | ক্রিষ্টেনষ্টড্। |
| সেন্ট টমাস্ | | |
| সেন্ট জন্ | | |



উত্তর আমেরিকা

উদ্ভিদ সংগ্রহ

১৯০০ ১৯০১ ১৯০২ ১৯০৩ ১৯০৪ ১৯০৫ ১৯০৬ ১৯০৭ ১৯০৮ ১৯০৯ ১৯১০



সেন্টবার্বেলমিউ (সুইন্স) ২৫ লা পেরেনেজ।
 তুর্ক বীপপুঞ্জ ৪০০
 মাদ্রুডা বীপ ৪৭ হামিল্টন।
 ওয়েষ্ট ইন্ডিয়া বীপের ভূমি পরিমাণ প্রায় ৯১,২১০ বর্গ মাইল।
 আমেরিকার আদিম নিবাসী—দেখিতে তাত্ত্ববর্ণ।
 এই জাতি আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।
 দেখিতে কিছু খাট। ইহাদের ঠোঁট ও গাল কিছু বড় ও
 মোটা; চুল দেখিতে কাল ও লম্বা। কেহ কেহ মনে করেন,
 ইহারা মোগলজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম
 নিবাস দক্ষিণ আসিয়া ছিল, বেরিংপ্রণালী পার হইয়া আমে-
 রিকার আইসে। আমেরিকা যখন স্পেন দেশবাসীদের চক্ষে
 পড়িল, তখন ইহারা কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত। যখন
 কলম্বুস বহু কষ্টের পর ভারতবর্ষ মনে করিয়া আমেরিকার
 পদার্পণ করেন, তখন তিনি এই জাতিকে দেখিতে পান।
 কলম্বুস দেখেন ইহারা সকলেই উল্লঙ্গ, ইহাদের কেশরশি
 পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত খুলিয়া পড়িয়াছে; কাহারও দাড়ী নাই,
 সকলের দেহ সুচিকণ। মুখশ্রী সমান, দেখিতে মন্দ নয়,
 হাবভাব নব্র অথচ ভয়ঙ্কর। শরীর ঢেলা নয়, গড়ন সুন্দর।
 ইহাদের কোমল বদন ও দেহের কোন কোন অংশ চিত্র
 বিচিত্র করে, তাহাতে আবার যখন সূর্যের কিরণ পড়ে বড়ই
 জ্বলন দেখায়। বস্ত্রত: ইহারা যেন প্রকৃতির সুকুমার শিশু,
 ভাল মন্দ কাহাকে বলে জানে না। সদাই প্রফুল্ল, আবার
 আপনাপনাই কিছু সশক্তিত। ইহাদের লোহান্ত্র কিছুই
 ছিল না, কি প্রকারে লোহান্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়
 তাহাও জানিত না। বেতের আগার মাছের কাঁটা বিধিয়া
 তীর করিত। কাঁঠা পোড়াইয়া যুথের দিক্ ধারাল করিয়া
 লইত, তাহাই ইহাদের তরবার। ইউরোপীয়েরা ইহাদের
 রেড ইন্ডিয়ান বলিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই সূর্য্যো-
 পাসক। প্রথমে যখন কলম্বুস আমেরিকার কুলে উত্তীর্ণ হন,
 এই অসভ্যবাসীগণ কলম্বুস ও তৎসঙ্গীদিগকে সূর্য্যালোক-
 প্রেরিত দেবদূত ভাবিয়া তাহাদের ভয় ও ভক্তি করিয়াছিল।
 তৎকালে আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহাদের এক একজন
 রাজাও ছিল। ইহারা যদিও উল্লঙ্গপ্রায় থাকিত, কিন্তু
 ইহাদের গারে সোণাও শোভা পাইত। এখন সভ্যজাতির
 সহবাসে ইহারাও ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে।

উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আজতেক, ও একুইমক্স
 এই তিন ভাগে প্রাচীন জাতি বিভক্ত হইয়াছে।

আজতেক্ জাতি প্রাচীন জাতি, যদিও ইহাদের কোন
 প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ

আছে, ১৩ শত বর্ষ পূর্বে ভোল্ভেক নামক এক রক্তাক্ত জাতি
 উত্তরাকল হইতে আনাহুয়াকে আসিয়া বাস করে। (আনা-
 হুয়াকের বর্ত্তমান নাম মেক্সিকো।) তাহাদের নির্মিত বিচিত্র
 অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ আজও স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে।
 মহামারী হস্তিক প্রভৃতি নানা কারণে তাহারা ঐ দেশ ছাড়িয়া
 চলিয়া যায়। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে চিচেমেক্ নামে এক
 জাতি আসিয়া আনাহুয়াকে রাজ্য স্থাপন করে। ১৩ বর্ষ
 পরে আকলহয়ান জাতি আসিয়া চিচেমেক্দের তথা হইতে
 তাড়াইয়া দেয়।

তৎপরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আজতেক জাতি
 আসিয়া আপনাদের রাজ্য বিস্তার করে। ইহারা আমে-
 রিকার সকল অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শৌর্য্য, বীর্য্য ও
 সভ্যতা ওপে, চৌদ্দ শতাব্দীতে ইহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎ-
 কালে অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, রাজনীতি ও বুদ্ধি বিপ্রদা-
 য়িত ইহারা আমেরিকার মধ্যে প্রধান ছিল। ব্যবহারের
 লব্ধ বস্ত্র, অলঙ্কার, ধাতুসম্র অস্ত্রাদি ও বড় বড় অট্টালিকা
 নির্মাণ করিত। ইহাদের উপাস্ত দেবতা তেজ্জ্জাতল-পোকা,
 আজতেক্কা বলে ঐ দেবতা পৃথিবীর আত্মার বরূপ ও
 সৃষ্টিকর্তা, মনোহর দিব্যপুঙ্খ জ্ঞানে তাহার ধ্যান করিতে
 হয়। ইহাদের মধ্যে নয়বলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ
 দেবতার পূজা উপলক্ষে বিপক্ষপক্ষীয় এক জলকণ পুঙ্খকে
 ধরিয়া আনিয়া ঐ দেবতার সমক্ষে বলি দিত। বলিদানের
 সময় মহাসমারোহ। চারিজন স্থিরবোবনা মনোহরা জুয়রী
 যুবতী তেজ্জ্জাতল-পোকায় সেবার নিযুক্ত থাকিত। সুবিজ্ঞ
 লোকেরা নৈবেদ্য গন্ধ জবাাদি লইয়া আসিত। পাঁচজন
 লোক বধ্য ব্যক্তির হাত পা ধরিয়া থাকিত, বর্ষ কালি লাগ
 কাপড় পরিয়া এক পাথরের ছুরি লইয়া কামায়ের কাছ
 করিত। এই ছুরিকা দ্বারা হৃৎপদ্ম ছিন্ন হইয়া প্রাণ-
 বায়ু বাহির হইতে না হইতে, ঐ হৃৎপদ্ম সূর্য্যদেবকে নর্শন
 করাইয়া দেবতার সম্মুখে ধেওয়া হইত। তাহার পর যে
 লোক বৃদ্ধ হইতে এই নিহত ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়াছিল,
 সে এই মহামাংসে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া ব্রীপুত্র পরিজনসহ
 মহাসমারোহে ভোজন করিত। কথিত আছে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে,
 'হুইটজিলো পোট্রি' দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে ৭২,৩৪৪
 জন ব্যক্তিকে পূর্বোক্তরূপে এককালে বলি দেওয়া
 হইয়াছিল। তেজ্জ্জাতল-পোকায় অধীনে আরও কতকগুলি
 দেবদেবী আছেন, আজতেক্কা তাহাদেরও পূজা করে।
 ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডন সহরে আজতেক্ বন্যীর একটা
 ১৭ বর্ষের বালক ও ১১ বর্ষের দালিকাকে লইয়া ধাওয়া হয়।

তাহাদের দেখিতে কিছু খরস্। যে ব্যক্তি ইহাদের লইয়া যায়, সে বলে, ইন্দিমাগা নামক প্রাচীন নগরের লোকেরা ঐ বালক বালিকাকে দেবতার ভাৱ পূজা করিত। কেহ কেহ বলেন ইহারা অস্বাভাবিক জাতি।

একুইমন্স বা এক্সিমন্স জাতি উত্তর আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। অনেকে বলেন এই জাতি মোগল জাতি হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ বলেন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের সহিত অনেক সাদৃশ্য থাকার ইহারও ঐ জাতীয়। ল্যাথাম সাহেবের মতে এই একমাত্র জাতি উত্তর মহাদীপেই দেখা যায়। এক্সিমন্স শব্দের অর্থ আদিবাসী, ইহারা বোধ হয় কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। আপনাদিগকে ইহারা ইহুইট অর্থাৎ লোক বলে। দশম শতাব্দীর স্বন্দনাভগণ ইহাদের কোলিভার অর্থাৎ ধূর্ত বলিত। এই জাতির যুবক-দের ছোট ছোট দাড়ি হয়, গৌরব দেখা যায় না। প্রাচীন লোকের গালভরা বড় বড় দাড়ি আর কটা গৌরব দেখা যায়, ইণ্ডিয়ানদের এরূপ হয় না, তাহাদের দাড়ি গৌরব নাই, জন্মাবার মাত্র মূলাংগাটন করিয়া কেলে, সেক্স ইণ্ডিয়ানদের দেখিতে মেরেলী মেরেলী। এক্সিমন্স জাতি পাঁচ সাড়ে পাঁচ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। ইহাদের পুরুষেরা শীকার করিয়া বেড়ায়, ঘেরের ঘরকরা করে। মাংস খাওয়া সত্বে ইহাদের প্রায় বাছ বিচার নাই। অনেক স্থলে রক্তন না করিয়াই কাঁচা অবস্থার উদরগাং করে। যে জন্ত খায়, অগ্রে তাহার নির্গত রক্ত চুষক দেয়। রক্ত প্রায় টাটকা টাটকা পান করে। ইহারা বড় অপরিকার ও উগ্র। মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্যের চৰ্ম লইয়া আচ্ছাদন প্রস্তুত করে, উহাই জী পুরুষের গায়ের কাপড়। ইহাদের অনেক কুসংস্কার আছে। দুইটা দেবতা ইহাদের উপাস্ত। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে হান্স এগেড নামক এক ব্যক্তি গ্রীনল্যাণ্ডে গিয়া এই জাতির অনেককে ধ্বংস করিয়া আসেন। ইহারা নিহত পশুর সদ্যরক্ত তৈল ও চর্কির সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রকার অজার প্রস্তুত করে, তাহাই ইহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এখন উত্তর আমেরিকার নানা সভ্যজাতির বাস হইয়া পড়িয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সভ্য ইংরাজগণ পৃথিবীর মধ্যে এখন নানা বিষয়ে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। পূর্বে ইহারা ইংলণ্ড রাজ্যের অধিকারে ছিল, মধ্যে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা আধীন হইয়াছেন। ইহাদের দেশে রাজা নাই, রাজ্যের মধ্যে একজন বিজ লোককে সকলে নির্বাচিত করিয়া রাজ্যের প্রধান পদ প্রদান

করেন। এই প্রধান ব্যক্তিকে অধিবাসীর মত লইয়া কাজ করিতে হয়।

[ইউনাইটেড ষ্টেটসের জাতি প্রভৃতির বিবরণ Historical and Statistical Information respecting the History, Condition, and Prospects of the Indian Tribes of the United States, by H. R. Schoolcraft LL. D. Philadelphia 1, 2, 3rd pt. দেখ।]

দক্ষিণ আমেরিকা—অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব ছিল। এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে রাম সীতার উৎসব প্রচলিত আছে। [Asiatic Researches, Vol. XI.] এই স্থান অনেকে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পাতাল বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ বহুকাল পূর্বেও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই সময়কে ইঙ্ক-পূর্বকাল বলিয়া থাকেন। ইঙ্ক-পূর্ব জাতিগণ সভ্যতায়, ভাষায় ও ধর্ম্মাচরণে দক্ষিণ আমেরিকার অপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের শিল্প ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ভগ্ন মন্দির পেরু দেশের স্থানে স্থানে এখনও পড়িয়া আছে। টিটিকাকা হ্রদের তীরে টিয়া-হনাকুর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার দরজা একখানা পাথরে গাঁথা, এক একখান উচ্চে ১০ ফিট, বিস্তারে ১০ ফিট। ইহার একখান পাথরে গড়া খাম উচ্চে প্রায় ২২ ফিট। মন্দিরের চারিদিকে খোদাই করা দেবমূর্তি, এক একটা মূর্তি লম্বে প্রায় ৩০ ফিট। টিয়া-হনাকুর ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, কোন সময়ে টিয়া-হনাকু নাম দেওয়া হইল, তাহা আজও স্থির হয় নাই; কেহ কেহ অনুমান করেন, ইঙ্কগণ টিয়া-হনাকু এই নাম দিয়া থাকিবে। এই জায়গা সাগর হইতে ১২,৯৩০ ফিট উচ্চে। এখানে বায়ু প্রবল নয়। বোধ হয় ইঙ্ক-পূর্বগণ এখানে রাজধানী করিয়াছিল। লিমা নগর হইতে প্রায় সাড়ে বার কোশ দূরে পচাকমাক নামে একটা প্রাচীন নগর আছে, এখানকার বড় বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে জানা যায়, ইঙ্ক-পূর্বজাতি আন্তিক ছিল। ‘পচা’ পৃথিবী, ‘কমাক’ করা; অর্থাৎ পৃথিবী নির্মাণকারী পরমেশ্বর তাহাদের উপাস্ত দেবতা। পচাকমাকের মন্দিরে কোনরূপ মূর্তি নাই, একজ্ঞ অনেকে অনুমান করেন, তাহারা নিরাকার ও অব্যক্ত ঈশ্বরের পূজা করিত।

ইঙ্কদের উৎপত্তি সত্বে কিছু নিশ্চয় বলা যায় না। ইণ্ডিয়ানরা বলে, মন্ডো নামক প্রথম ইঙ্ক টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন, তাহার জী নামা ওলো সেই গঙ্গে ছিলেন।

মকো পরিচর মেন, তিনি ইন্ডিয় (হুর্থোর) আদেশে অসভ্য আভির পরিচরণের লজ্ঞ আসিলেন। তাঁহার হাতে এক-গাছি সোণার হুড়ি ছিল। এই হুড়ি মাটিতে আঘাত করিলেই, পৃথিবী কাঁক হইত; তিনি অস্তিত্ব হইতেন। মকো তখনকার অসভ্যদিগকে চাব করিতে শিখাইলেন এবং বিত্তিক ধর্ম ও সমাজনীতি প্রচার করিলেন। মামা ওক্সো মেয়েদের পেলাই ও বোনা কাজ শিখাইলেন। তখন কুক্কো নগর স্থাপন হইল। মকো প্রথম ইন্ড হইলেন। তিনি কেবল শাসন-কর্ত্তা এমন নহে, সকলের পিতা-স্বরূপ প্রধান পুরোহিত হইলেন। সকলে তাঁহার স্থিরমে বদ্ধ হইল, অসভ্য সভ্য হইয়া উঠিল। মকো হুর্থোর নিকট চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা ১০৬২ খৃষ্টাব্দে হয়। মকো চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময় হইতে পেরুবাসীরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ আভিদিগের রাজ্যের উপর হাত পড়িল।

তুপক ইঙ্ক যুগনকুই (১১শ ইঙ্ক) বহুদূর অবধি রাজ্য বিস্তার করেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চিলি রাজ্য অতিক্রম করিয়া মোল নদী পর্যন্ত পেরুরাজ্যের দক্ষিণ সীমা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হুয়না কপক আমেজন নদী পার হইয়া কুইটো রাজ্য অধিকার করেন। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদ লাভ করেন।

আমেরিকার আবিষ্কার—খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে বন্দ-নাভগণ মেসাতুসেট্‌স্ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন, ১১৭০-খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌স্ যুবরাজ মাডক পশ্চিম দিক্ ভ্রমণ করিতে যান। সাত দিনের পর তাঁহার জাহাজ ভার্জিনিয়ার উপকূলে আসিয়া পৌঁছে।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট শুক্রবার কলম্বু ভারতবর্ষে আসিবার লজ্ঞ যাত্রা করেন। নানা স্থান অতিক্রম করিয়া, নানা বিপদে পড়িয়া শেষে আমেরিকার উপকূলে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১১ই অক্টোবর প্রথমে তিনি আমেরিকার পদাৰ্পণ করেন। তাঁহার প্রথম আবিষ্কার বাহামা। তিনি স্বর্ণের লোভে আমেরিকার অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়ান এবং সেই সেই স্থান আবিষ্কার করেন। তিনি স্পেন দেশ হইতে ৪ বার আমেরিকার আসেন, এই চারি বারে হিন্‌য়ানিওয়াল, কিউবা, জামেকা, হুয়ান্সের দক্ষিণ হইতে

ভেরাওয়ার উপকূল পর্যন্ত মধ্য আমেরিকা এবং ওরিনকো হইতে মারগরিটো অবধি দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমেরিকা আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে আমেরিগো ভেলপুচি ছিলেন। ভেলপুচির গোষ্ঠচালন বিবরণ লক্ষ্য হইয়া কলম্বু তাঁহার নামানুসারে নতুন মহাদ্বীপের নাম আমেরিকা রাখিলেন।

কলম্বুসের আমেরিকা আবিষ্কারের ১৫ বৎসর পরে পোল্ডি লিওন নামে এক ব্যক্তি কোরিডা আবিষ্কার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডরাজ সপ্তম হেনরী ভিন্স্ নিবাসী গিয়োরী কেবট ও তৎপুত্রকে আটলান্টিক আবিষ্কারের লজ্ঞ নিযুক্ত করেন, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মিউকৌওলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মাগেলন পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে আমেরিকার একটা প্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম মাগেলন প্রণালী হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জুটেন নামে একজন ওলন্দাজ কেপহরন্ আবিষ্কার করেন। ছয় বৎসর পরে লেমেরার ষ্টেটেন ও টেরাডেল্ কিউগোর মধ্য দিয়া বাইবার সময় একটা হ্রদ গিয়া পড়েন, তাহার নামা-নুসারে ঐ হ্রদের নাম লেমেরার হ্রদ। ইহার কিছুকাল পরে মাগেলনের কতকগুলি সঙ্গী ইউরোপে ফিরিয়া যান। তাহাদের মধ্যে ভেক্সানো ছিলেন। করাসীরাজ ১ম ফ্রান্সিস্ তাঁহাকে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সীমান্ত আটলান্টিকের উপকূলের পথ আবিষ্কার করিতে পাঠান। দশ বৎসর পরে উক্ত রাজার আদেশে পুনরায় জ্যাক্স্ কার্টার জনপ্রমাণে বাহির হন। তিনি সেন্টলরেন্স নামক উপসাগর-ও হ্রদ খুঁজিয়া পান। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ড্রেক্সাহেব কালিকোর্গিয়ার উত্তর ভাগ আবিষ্কার করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে করাসীরাজ সর্বপ্রথম মিসিসিপিতে অবতরণ করেন। ১৭১৯ ও ১৭৩৯ মধ্যে আলেক্সান্ডার মেকিজি এখনকার ব্রুটীশ কলম্বিয়ার মধ্য দিয়া মেকিজি নদীতে আসিয়া পড়েন, তথা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া ভেভিস্, বেকিন, লাক্সেটার, হডসন্ প্রভৃতি ইংরাজগণ অনেক স্থান আবিষ্কার করেন। এখনও সকল স্থান আবিষ্কার হয় নাই, অজস্র স্থান চলিতেছে।

উপনিবেশ—ইউরোপীয়দের মধ্যে স্পেনবাসীগণ সর্বপ্রথমে আমেরিকার উপনিবেশ করেন। এই উপনিবেশ স্থাপন করিতে তাহাদিগকে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তদনন্তর মেক্সিকো ও পেরুর সময়ই প্রধান। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো

* ইঙ্ক পেরুর নব্বই হাজার একত অর্থ পূর্য। তখনকার রাজ্যকে বুঝাইত।

স্পেনের অধিকারে আসে। ১৭৬৭ খৃঃ, স্পেনের হইরা ক্যালিফোর্নিয়া আগার ক্যালিফোর্নিয়া অধিকার করেন। ১৮১২ খৃঃ, ৪২° অক্ষান্তর পর্যন্ত স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। পর্তুগালবাসীরা উপনিবেশ স্থাপনে তত বরাবান ছিল না, আসিরাবন্ডের উপরই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ১৫০০ খৃঃ, ব্রজিল অধিকার হইল, তাহার ত্রিশ বৎসর পরে পর্তুগীজেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে, পর্তুগালের সঙ্গে ব্রজিলও স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে ব্রাজিলের সামন্তগণ করাদীসারদের আক্রোশে পড়েন, তাহারা এই স্থানে আসিয়া আত্মর লইলেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে ব্রজিল দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে একটা প্রবল স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল।

করাদীসার সেণ্টলয়েল ও মিনিসিপির উপকূল সকল অধিকার করেন, তাহাদের উপনিবেশ স্থাপনের বড় ইচ্ছা ছিল না, ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। করাদীসার অধিকার মধ্যে শাসনকর্তাই সর্বসম্বল, রাজনীতির চক্র নানা ভাবে ঘুরিতেছে। কাহারও তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে কানাডা ছাড়িয়া দেন।

ইংরাজেরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে সকল জাতি অপেক্ষা তৎপর। কিন্তু, তাহারাও সর্বশেষে আমেরিকার আসিরাহিলেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে নিউ কোঙলগু ও ভার্জিনিয়াতে সর্বপ্রথম ইংরাজ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে, পিউরিটানরা মেসাচুসেট্‌স অধিকার করেন। ১৬৩৪ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নিউ হামসারর ও কনেকটিকটে ইংরাজেরা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও ডেলাবর ওলদারদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়া ইংরাজের অধিকারে আসিল।

আমেরিকার ইংরাজগণ সকলেই স্বাধীনতা-প্রেমী। তাহারা ইংলণ্ডের অধিকারে থাকিতে চাহিল না। এখন ইউনাইটেড স্টেটের ইংরাজেরা সর্বপ্রকারে স্বাধীন, তাহারা যুদ্ধে পৰ্ব্বমেষ্টের শাসনে নাই।

উদ্ভিদ ও জন্তু—আমেরিকার উদ্ভিদ ও বন্যজাতি পুরাতন মহাবীপ হইতে ভিন্ন। এখানে নানা জাতীর বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে দেখশাক, ওক, উইলো প্রভৃতি গাছই অধিক। চুড়া জাতীর এক প্রকার গাছ আছে, এই গাছ হিমালয় পর্বতভেদে দেখা যায়। ধান, ধব, রাই, গম প্রভৃতি শস্য

অল্প। এখানে জন্মের অধিক পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে শগ ও তিলি হয়। ৩৯° অক্ষান্তর মধ্যে তামাকের চাষ বেশী। ৩৭° অক্ষান্তরে তুলা জন্মে। নীলের চাষও হয়, বঙ্গদেশের মত অধিক জন্মে না। এখানে কলা গাছ অধিক বড় হয়, এখানকার লোকেরা কলা খাইতে ভালবাসে। আলু প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বানিওক নামে এক প্রকার লতা আছে, তাহার শিকড় শুকাইয়া শুকা করিলে রসবার মত হয়, আমেরিকানরা তাহার রস করিয়া খায়। চিলি দেশে আরাকট জন্মে। স্থানে স্থানে এক জাতীর মারিকোব, ইন্দু, বাদাম ও দুর্গা পাওয়া যায়।

এখন ইউরোপীয় লতা জাতির উৎসাহে আমেরিকার নানা জাতীর কল ফুলের গাছ জন্মাইতেছে।

জন্তু নানা প্রকার। তন্মধ্যে হরিণ, মহিষ (বাইসন), মেঘ, বিঘর, ধরগোশ, কাঠবিড়াল, ছুঁচা, ইন্দুর, বাহুড়, শজার, ভালুক, খেঁকশিয়াল প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার মাংসাশী জন্তু বড় ভয়ানক, নেকড়ে বাঘ ও জাগুয়ার নামক বাঘই অধিক। এখানকার হাতি, গজার, সিঁচুঘোটক পুরাতন মহাবীপের মত। চিলি ও পেরুদেশে লামা ও আল্পাকা পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার অপোজম দেখা যায়।

আমেরিকার উচ্চ প্রধান দেশে বানর থাকে, তাহারা অনেকটা আসিয়ার বানরের মত।

এখানে বড় বড় বাজপাখী ইগল, চিল, পেচা, দাঁড়-কাক, কাক, চাতক, বাশপাতা, চড়াই, নানা জাতীর পায়রা প্রভৃতি খেচর পক্ষী আছে। হাঁস, রাজহাঁস, পাতি হাঁস প্রভৃতি জলচর পক্ষী পাওয়া যায়। আমেরিকার টুকন পক্ষী প্রসিদ্ধ।

এখানকার সাপের বিষ অধিক, উহা নানা জাতীর। কচ্ছপ অনেক প্রকার।

নদীতে ছোট হইতে বড় বড় নানা প্রকার মাছ বেড়ায়। নিউকোঙলগুয়ের ধারে ভিনি মাছ ধরা হইয়া থাকে।

মৌমাছিতে বড় বড় চাক বাঁধে, তাহাতে প্রচুর মধু হইয়া থাকে। এখানে নানা জাতীর পিপীলিকা, তন্মধ্যে ‘সাদা পিপড়া’ই অধিক।

আমোক্ষণ (স্ট্রী) আ-মোক্ষণ ভাবে লুট। (পা ৩।৩। ১১৫।) ধারণ। পরিধান। (কেয়ুরামোক্ষণ ৮। রামা ২।২৩। ৩২। ৩। ‘অজবধারণত’ ইতি তত্ত্বীকার রামাহুজ।)

আমোচন (স্ট্রী) আ-মুচ-লুট (পা ৪।১। ১১৫।) পরিধান। লংঘণ।

আম্রোদ (পুং) আ-মু-ব-জ্ঞ। ১-প্রমোদ। আহ্লাদ। ঐতি।
 (‘প্রমোদোহুংপ্রীত্যামোদঃ।’ হেম ২।২৩০।) ২-গন্ধ।
 (‘আম্রোদো গন্ধহর্বরোঃ।’ মেদিনী।)

আম্রোদন (স্ত্রী) আ-মু-লুট্। আম্রোদকরণ। প্রহর্ষজনন।
 আম্রোদা। কৈবুর গিরিনিধরহ একটি গ্রাম। বাহরিসনের
 সাড়ে তিন কোশ দক্ষিণ পূর্বে। এখানে গোণ্ডদিগের রাজত্ব।
 এখানে খানী বসিয়ে পত্নী তাহার সহগামী হইয়া থাকে। সতীর
 বড় আদর, তাহারের স্রগর্ভ সতী-তত্ত্ব স্থাপিত হয়।
 ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে গোণ্ডরাজ প্রেমনারায়ণের রাজত্বকালে একজন
 সহস্রতা হইরাছিল, তাহার স্রগর্ভতত্ত্ব তাহার পরিচর সমস্ত
 বোঝা আছে। [Oun, Arch. Reports IX. 89]

আম্রোদিন্ (জি) আম্রোদ-ইনি। হর্ববৃত্ত। গন্ধবৃত্ত।
 (পুং) সুগন্ধি। (আম্রোদী মুখবাসনঃ, ইষ্টগন্ধঃ সুগন্ধিচ।
 হেম ৩।২৭।)

আম্রোব (পুং) আ-মু-ভাবে দৃষ্ণ। অপহরণ। (‘বধা
 বিত্যানামোবমতীষাদেবমেব বোহস্য স্বর্গে লোকো জিতো
 ভবতি’ শতপথব্রা ১২।৫।২।৮।)

আম্রাত (জি) আ-রা-ক্ত। অম্লর অভ্যাস। সমাগমীত
 বেদাদি। কথিত। (স্ত্রী) আ-রা-ভাবে ক্ত। সমাগত্যাস।
 (‘বাক্তিকৈর্যথাসম্রাতাম্’ অথর্ব-প্রাতিশাখ্য ৪।১০৩।)

আম্রাতিন্ (জি) আম্রাতমনেন (ইষ্টাদিত্যশ্চ। পা। ৫।
 ২।৮৮) ইতি ইনি। কৃতবেদাত্যাস। যিনি বেদ অভ্যাস
 করিয়াছেন।

আম্রান (স্ত্রী) আ-রা-লুট্। বেদাদি পাঠ। বেদাদির অভ্যাস।
 (‘শতোদনাখ্যং কৃষ্ণা সাধরেদিত্তি যাজ্ঞিকারানম্’। ১।
 ‘আম্রানম্ পঠনম্।’ অথর্ব-প্রা-ভাষ্যে ৪।১০১।)

আম্রার (পুং) আম্রাভ্যতে সমাগত্যভ্যতে আ-রা-কর্ষণি দৃষ্ণ।
 বেদ। ঋতি। (ঋতিরস্ত্রী বেদ আম্রারস্ত্রী। অমর ১।৬।৭।
 আম্রারস্ত্রী ক্রিয়ার্থবাদানার্থক্যমতদর্শনাং। জৈম পুং।)
 (আম্রারে স্তুতি তস্ত্রেচ লোকাচারে চ হ্রিতিঃ। ইত্যাদি।
 রত্নকনকতত্ত্বপূরণ। ১। আগম প্রধান তর্কশাস্ত্র।
 ইতি মনুভাষ্যে দেবান্তিধি ৮।৮০।) ভাবে দৃষ্ণ।
 ৩ সমাগত্যাস। সম্যক পাঠ। ৪ সম্প্রদায়। (অথারায়ঃ সম্প্রদায়ঃ,
 অমর ৩।২।৭।) ৫ উপদেশ। (আম্রারো নিগমেহপি চ
 উপদেশে। মেদিনী।) ৬ কুল। ৭ কুলক্রম। ৮ শিকাদান।
 ৯ ভক্তশাস্ত্র। তন্ত্রে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

‘মম পঞ্চমুখেন্দ্র্য পঞ্চারায় বিনির্গতাঃ।

পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরপথা।

উচ্চারান্ত পটকতে দোকমার্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।’

আম্র (পুং) ধান্যবিশেষ। (‘সত্যানাম্রায়াঃ চরং বরুণায়
 বর্ষনতকঃ।’ তৈত্তিরীর সূ ১।৮।১০০৭। ১। ১। ‘আম্রাঃ
 ধান্যবিশেষাঃ।’ সারন।) বাজিজে লাখ, লাগপুয়ে আম্র
 (মোহর), বাজালায় আম্র ধান বদে। এই ধান শীতকালে
 জন্মে। ভুবকেরা বৈশাখ মাসে ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া মাটি
 সরম করিয়া রাখে। বর্ষা আসিলে আম্রের বীজ বপন
 করে। ঐ ক্ষেত তিনবার করিয়া চাষ দেয়। ভাল আম্রের
 বীজের শিব একটু বড় হইলে উহা অপর ক্ষেতে লইয়া বনে।
 সুসিদ্ধ আম্র অপর ক্ষেতটী জলে পূর্ণ হয়, সেই সময়
 ভুবকেরা পুনঃ পুনঃ বাটিতে লাঙ্গল দিতে থাকে। এই সময়
 ক্ষেত কামার বজ্জবে হয়। তখন শিব উঠা ধান লইয়া
 এক হাত দেড় হাত অন্তর বসাইয়া দেয়। বেশী নামল
 করিতে হইলে বর্ষার জলে অনেক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।
 আম্রধান বাজালায় প্রচুর জন্মে, ইহা বঙ্গবাসীর জীবন ধারণ।

আম্র ধানের এই কয়েক প্রকার সংস্কৃত পর্যায়—শালি,
 মধুর, রুচা, ক্রীহিপ্রেষ্ট, নৃপপ্রিয়, ধান্যোত্তম, কৈবর্য,
 সুসুমারক, রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনান্নত, সুগন্ধক,
 কর্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিব-মত্তক,
 দীর্ঘশূলক, কাকুনক, হারন, লোমপুষ্পক, কলামক, পুণ্ড,
 লোহিত, গরুড়, শকুনীহত, সুগন্ধিক, পূর্ণচন্দ্র, প্রমোদক,
 শীতলীক, কাকুন, পাণ্ডুগোর, শারিবা, রোমপুষ্প, দীর্ঘলাত,
 মহাদূষক।

[রাকনির্ঘণ্ট, ভাবপ্রকাশ ও মদনবিনোদনিবন্ধ]

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এই ধানের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বল-
 কারক, মলের কাটিত ও অন্নতা-কারক, কবার, লঘুপাকী,
 কটিকর, কঠ-স্রপরিহারক, শুষ্ক ও পুষ্টিকর, অন্নবায়ু ও
 ককর, শীত, পিত্তনাশক ও হৃৎকর।

ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া দিবার পর চারা গজায়। এই
 চারা নাড়িয়া না পুঁতিলে বে ধান হয় সে ধানের গুণ অন্ন,
 কিন্তু যদি ঐ চারা তুলিয়া অপর স্থানে বুনান হয়, আর
 তাহাতে বে কলম হয় তাহা নুতন অবস্থার শুক্রবর্জক
 এবং পুরাতন হইলে পরিপাক লঘু ও উপকারী।
 বৈদ্যশাস্ত্র মতে, উহা মধুর, কষার, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকারক,
 পিত্তনাশক, ককর, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা। ইহাভে অধিক মল
 জন্মিতে পারে না। যে ক্ষেত চাষ দেওয়া হয় নাই,
 তাহাতে ধান জন্মিলে, তাহার গুণ—অন্ন তিক্ত, মধুর,
 কষার, পিত্ত ও কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্জক।

চরা ক্ষেতের আম্র ধান বলকর, বেগুনিকর, শুষ্ক,
 কষ ও শুক্রবর্জক, কষার; ইহাভে মলের অন্নতা,

বায়ু ও পিত্ত-নষ্ট করে। কেত পুষ্টিমা-গেলে যে আমন
হয়, তাহা কবার, লঘু, রসক, হলা ও মৃদকর; কফনাশক।

রক্তশালিকে এ দেশে সাদখানি ও মগধে হাউমখানি
বলে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—বলকর, জিদোব-
নাশক, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, বৃদ্ধ, শুক্র ও অগ্নিবর্ধক এবং
পুষ্টিকর। ইহাতে বর্ণ ও স্বর পরিষ্কার করে; শিপিঙ্গ, জ্বর,
বিষ, ত্রণ, খাঁস কাস ও দাঁহ দূর হয়। [মদনবিনোদ-নিষট্ট
১০: ১৭-৯ শ্লোক:]

এখন আমন ধান পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই জন্মায়।
ভারতবর্ষ হাড়া জাপান, চীন, সিংহল, ভারতমহাসাগরের
দীপসমূহ, ব্রহ্ম, ভাম, লোহিতসাগরের তীরস্থ স্থান, ইজিপ্ট,
মাদাগাস্কার, আফ্রিকার পূর্ব দেশসকল, ইউরোপের দক্ষিণ,
আমেরিকার ব্রাজিল, উরুগুয়া, পারাগুয় প্রভৃতি স্থানে আম-
নের চাষ হয়।

নেপালের আমন ঠিক বঙ্গদেশের মতন নয়, আকারে
কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

আমেরিকার এখন উৎকৃষ্ট আমন জন্মাইতেছে। সকল
স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে অধিক আমন জন্মায়। ব্রীটিশ
গবর্ণমেন্ট আমেরিকা হইতে ধান আনাইয়া মাস্ত্রাজ প্রদেশের
স্থানে স্থানে চাষ করাইতেছেন। হিমালয় প্রদেশের আমন
এখন অবাধ্য ও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে চাষ হইতেছে।

আমন ধান নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বাঙ্গালার এইগুলি
প্রধান—পেশোয়ারী, দাখখানি, আকুল্যা, করিমশাল, সুন্দর-
শাল, চৈৎমলিক, গোয়ামনি, কালাদেমা, কুমড়াভোল,
মাটিচাউল, খেজরচুরি, ধলসার, বরার বাট, হুধে বোটা,
ভাঙ্গা, কামিনী, হোগলা, মরিচশাল, গন্ধমালতী, গন্ধবেণা,
রাণীশাল, রামশাল, টিপুয়ামশাল, মেঘী, মৌলতা, তালমউর,
গোপালভোগ, বনহুদ্র, মহীপাল, পিপড়াশাল, কার্তিকরাজী,
বাঁশমতী, বেণাকুল, পরমারশালি, বাঁধনীপাগল, চন্দ্রহার,
সীতাহার, রাজভোগ, হীরা, কালাজী, জুরিয়া, কালাপানি,
কনকোটা, বোলদার, সাদাবোলদার, আমনলতা, পাস্তারশি,
বোরো, ধিকল, পুরী, কালাকুল, লালকলসী, মুক্তাহার,
খোলা, বীরপালা, উত্তরমেঘী, দরমেঘী, পেনেটী, লোকমারা,
লোহী, বেকি বাজাল, কামিনীসর, কামিনী বাজাল, চেনা-
কানাই, গন্ধতুলসী, লতামুগ, হুগাভোগ, পোলদার, হেলেকা,
কৈকি, চাপা, হেলগড়, কীরকোণ, তালমুগুর, হুগমান্ জটা,
হাতিকানী, গড়িমরি, কাঁটলাজর, কোন্, নোনা, কটকসর,
পাণ্ডিতসার, নাল কলমা, লক্ষ্মীবিনায়, সফনাগরা, রালিদার,
গুণকচুর, শীতলজীরা, লকনটী, লতামন, লকধনী, কাঁটরাঙ্গী,

চিনাখানি, সিলেট, কালাজা, ভাওয়ারমনি, বালাই, গাইনাই,
বাঁশফুলি, খাসকলা, বুনাখোরা, জগদাখোঁগ, কুমুদশাল,
রাধাভোগ, গঙ্গাপাল, রায়গোর, খেজরকাঁদি, দানাগোর,
মধুমাধব, চিনিশকর, খুদিখাল, বোখা, বারি, বনকিন্দু,
পর্কতগিরি, চামরমণি, রোরা কালা, আকুলি, সীতা,
বাকতুলসী, চন্দ্রচৈত্রী, রায়গঙ্গ বালাই, কমলভোগ,
নিকড়াশাল, ধিকুখালি, বাকুই, মুরি, ঠিকুদেখী, পারাঙ্গী,
আমুতানি, মাণিক কলমা, সুখমান, কাজুই, মালকাজুই,
কালু, কার্তিকজাল, কালাজহরা, কালীজীরা, কেলুনা,
কেতক, কেশমুক, কেওফুল, কুস্তিরা গৈর, কুচি, খাউনপাট,
খাটেকোমরা, কুচিনারি, খোরেনুগ্রী, গঙ্গাজলী, গর্ভা, গোরোমী,
দরভালা, দিতোজ, চাপরাশ, চেনাগাই, হুদ্রভোগ, হুদ্রমালা,
ছোটমুলী, ছোট মন্তেখ, জামুয়া, বিজাশাল, কালীকলমা,
হুধকলম, হুধলুটি, নালকোব, নালভোগ, নারিকেল-জিরা,
নীলকানাই, নেংপাশা, পাখীরাঙ্গ, পাড়ুকানি, পাতিরাঙ্গ,
পারিজাত, ফুলকুমারী, বাদরজাতা, বাঁশপাতি, নীলকানন,
বেগুনকীর, বেতি, বানরী, বুলী, ভায়ালা, ভাগলসর, ভোল-
কুনটর, মোঘে সীতাভোগ, মোঘে মুনার, মন্তেখর, মালতী,
মুনার চিকন, মেনি, রতন, রঙ্গেরগুয়া, রাজপাল, রাজভোগ,
রাজশাল, রসেন্দা, রুচি, রূপেখর, লকমা, লতামুনার, লকী-
কাজল, লাম্, লালমাণিক, লোচুয়া, লেচরা, গুম্বালতা,
শ্রামমুনার, স্বর্ণলতা, শগমুকা, সীতাভোগ, হিজলী, হিজুটি,
লক্ষ্মীদিয়া, হুগলী, হলদী, আচড়া, কলমবিধ, কলুভোগ,
খোলপাত, খাটখেমুরা, কল্লি, খইরান, গন্ধুগালি, গন্ধকসর,
গুয়ারেখী, গুয়ারচুরি, চাউভোগ, ছোটো মন্তেখর, ডিকামাণিক
নালভোগ, নেংপাশা, পশমীরাজ, বলেশ্বর, বাহরী, বুড়া-
মন্তেখর, বেগুনবীচি, বোরি, মণ্ডল, রাজলা, রাজমোহন,
সুদালতা, শকুড়ী খোঁরা, লক্ষ্মাকানি, হলদিকোট, হিংলি,
কাম্মীরিজলী, পাণিপং, ভিলকাফুর, মোনা, কীরশাপুং,
হরিলক্ষ, ফুলজিরা, কালীমুগী, শঙ্করমুগী, বজ্রা মুগী, পাখরা
মুগী, পক্ষীরাজ, লহাডাগা, মতিচুর, খুমান, খুলপানি, বেউর
কলি, ভালকুচ, কৈ জোর, শ্রাদ্ধাশ, জগদল, পানিলাল,
সুখ্যমণি, কংসহার, হলিদা জোন, বিলাত কলম, বংশী,
গজলগরিয়া, পছী, উজামারি, লাগছুর, পাণিরা বাগুয়া, কাঠ-
ভোল, হর্ণামগুরি, রাজমোর, কৈজাকোর, গঙ্গা, ধল
গোড়িয়া, দোবরশাল, হুগলার, সুখবহু, তুলসী জিরা,
জমির মাল, দোবরী চাঙ্গা, রঙ্গবোকা, বনগঙ্গাতীর কাহি,
জতা, সিরংটা, জেএরা, বনমতি, মতিয়া, জিকলী, সোনাগী,
আঁকরী, কিসুমলি, আখর বোহোর, রায়কেল, চিনিপুত্র,

ময়ূরালতী, বৈশ্বনবিবি, মুনিপালক, বাদশাভোগ, দেওয়ান ভোগ, ব্রাহ্মণবাণী, বনলা, বেনিভোগ, চন্দনশাল, আকন্দ-রাদী আমনকালো, কালদিরা।

আম্‌হ (দেশজ, — প্রাকৃত অর্থ) : আম্র। আম্র। আম্র গাছ ও তাহার ফলকে বুঝায়।

২. সম্প্রদায় বিশেষ। ছোট নাগপুরের আহীর, কোর্বা, কিশন ও মুণ্ডা সম্প্রদায়কে “আম্‌হ” বলা হইয়া থাকে।

আম্‌হতা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাহারনপুর প্রদেশস্থ একটি নগর। পূর্বে মোগলসৈন্দের আড্ডা ছিল। এখানে শাহ-আবুল মাস্লির জুলার সমাধি-মন্দির আছে। এখানকার পীরজাদারা নিরুজ্জম ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে বড় বড় ইটের বাড়ী আছে। এই নগর অক্ষাংশ ২৯° ৫১' ১৫" উঃ, ও দৈর্ঘ্য ৭৭° ২২' ৩৫" পূঃ মধ্যে।

আম্‌হরীষপুত্রক (পুং) অম্‌হরীষপুত্র-চতুরর্থ্যঃ (গোত্রোক্ত ইত্যাদি। পা। ৪। ২। ৩৯।) ইতি বৃষ্ণ। অম্‌হরীষের পুত্র। আম্‌হরী তামাক। (অম্‌হরী তমাক।) তামাকের সঙ্গে অপর গন্ধ দ্রব্যাদি মিশাইলে আম্‌হরীতামাক হয়। বঙ্গদেশে শুড় মিশাইয়া কাটা তামাক কোন পাত্র মধ্যে পুরিয়া মাটির ভিতর পুতিয়া রাখে। বহুদিন পরে তাহা তুলিয়া লইলে ভাল আম্‌হরীতামাক হয়। তাহা কলিকায় সাজিয়া খাইতে হয়।

আম্‌হল (দেশজ, অম্‌হলকের অপভ্রংশ।) টক।

আম্‌হষ্ঠ (পুং) অম্‌হষ্ঠাপত্যঃ (শিবানিত্যোহণ। পা। ৪। ১। ১১২।) ইতি অণু। অম্‌হষ্ঠের পুত্র বা কথ্যরূপ অপত্য।

আম্‌হলুদ। (আম্‌হলুদি। আম্‌হলুদী। আম্‌হলুদ।) এক প্রকার গাছ (Oncocoma Zedoaria)। এই গাছ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ পূর্বাঞ্চল, কোচীন, কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। বাংলাদেশ কোন কোন স্থানে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে কচুর বলা হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটি পর্যায়—কর্জুর, জাবিড়, কর্শ্য, হুল্লভ, গন্ধমূলক বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটাল, কল্লক, শটী।

বাংলা দেশে দোণবাড়ার সময় যে আবার এত ছড়াছড়ি হয়, তাহী এই গাছের মূলকাণ্ড হইতে হইয়া থাকে। প্রথমে ইহার মোটা মূলকাণ্ড লইয়া শুকাইতে হয়, ভালরূপ শুকাইলে মিহি করিয়া গুঁড়া করিবে। পরে কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, যখন দেখিবে যে জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় শুকাইতে দিবে। শুকাইলে বকম কাঠের কাথ মিশাইবে। তৎপরে ইহার বর্ণ রাস্তা হইবে। ইহার আবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আবারের মত হয়।

[আবার দেখ।]

বোম্বাই বাজারে ইহার মূল আম্‌হলুদি নামে বিক্রয় হয়।

মূলের গুণ—জ্বগন্ধ, তেজস্কর ও বায়ুনাশক। হঠাৎ আঘাত লাগিলে কিম্বা অধিক পরিশ্রমে শরীরের কোন অঙ্গ ফুলিলে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। দেশীয় কোন কোন চিকিৎসক পাকস্থলীর গোলমাল ঘটিলে, কখন কখন ব্যবহার করেন।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, জ্বগন্ধি, কটুপাক, দীপক, রুচিকর, কুষ্ঠ, অর্শ, ত্রণ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, শুষ্ক, বায়ু ও কফনাশক, [মদনবিনোদনিবন্ধ ৩। ৫৭।] কেহ বলেন, ইহা গলগণ্ডের পক্ষে উপকারী। মুখ ধারাপ হইলে কেহ কেহ ইহার মূলকাণ্ড চিবাইয়া থাকেন। দেশীয় জ্বগন্ধির মধ্যে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়।

ঐনসি প্রভৃতি কয়েকজন ডাক্তার এই গাছের অপর নাম নির্দিষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রের মতে নির্দিষ্টা স্বতন্ত্র জাতীয়। নির্দিষ্টার সঙ্গে এই গাছের কোন সংশ্রব নাই। [নির্দিষ্টা দেখ।]

আম্‌হাৎ। (আমাৎ, আমাথ, আমাহ)। বেহারপ্রদেশের এক জাতীয় চাষী। আমাৎ জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ঘরবাহিৎ ও বাহীৎ। ঘরবাহিৎরা অনেক দিনের প্রাচীন, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ডি (শ্রেণী) আছে,—লম্বার, নরহন, গটওয়ার, পরওয়ার, ইত্যাদি। বাহীৎদের ভিতর খবাস, বীবিহার, সাঘার ইত্যাদি উপাধি চলিত আছে। পাটনা, দ্বিহত, ঘরবঙ্গ, মজফরপুর, সায়ন, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে আমাৎ দেখা যায়। তাহারা প্রায় বড় লোকের চাকর।

আমাতের মধ্যে বালাবিবাহের প্রথা আছে। ইহার শৈশব অবস্থায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে মামী মনে করে। বাহাদের পরসার বেশী অনাটন, তাহাদের পুত্র কন্যা কেবল পড়িয়া থাকে। বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত আছে। জীলোকের স্বামী মরিলে পতির স্নেহ সহোদর ছাড়া, অপর দেবরের সঙ্গে পুনরায় বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে সতীর বড় আদর। ইহার প্রায় সকলেই শাক্ত। কানীর নিকট পাঁচা বলি দেয়। ইহাদের পাঁচটা উপাঙ্গ দেবতা, ভবানী, গোরাইয়া, সোখা, বাসী ও পেকুরাম। ভবানী দেবীকে পান, জুপারী, পরমায় ও কলা দিয়া পূজা করে। গোরাইয়ার কাছে শুকরের ছানা বলি হয়। তাহারা পাঁচা দিয়া সোখার পূজা দেয়। বাসীর

পূজা মিঠার দ্বারা সম্পন্ন হয়। পেরুরান আমাং জাতির সর্ব প্রাচীন দেবতা, বহু দিন হইতে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে। আশ্বিন মাসে আমাতেরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আম্বাদ। (অম্বাদ)। হারদরাবাদের অন্তর্গত একটা তালুক। পরিমাণ ৮৬০ বর্গমাইল। এই তালুকে ২৪১টা গ্রাম আছে। মার্হাটাগন ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিলে আম্বাদ প্রদেশ ব্রীশ অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে নিজামের রাজ্যভুক্ত হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, আম্বাদ একটা স্বতন্ত্র জেলা হয়, ইহার অন্তর্গত এই কয়েকটা তালুক—পথরী, পুরভানী, জলুনাপুর, নরসি, পৈতন ও আম্বাদ। চারি বৎসর পরে অনেক পরিবর্তন ঘটিল। আরজাবাদে জেলার প্রধান কাছারী উঠিয়া যায়, আম্বাদ তাহার তালুক হইল। ইহার প্রধান নগর আম্বাদ। এখানে কৃষকদের বাসই অধিক।

আম্বাদা। (আম্বাদা। আমাদা।) এক প্রকার গাছ। (Curcuma Amada)। বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের পাহাড়ে জন্মে। বর্ষার মাঝামাঝি এই গাছে ফুল হয়। এই গাছের মূলে হলুদের চেয়ে মোটা মোটা কাণ্ড হয়। উহার গন্ধ কচি আমের মত, এই জন্য আমরা আমাদা বলি। হলুদের মত জন্মার বলিয়া হিন্দুস্থানীরা আমহলুদী বলিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটা পর্যায়—কপূর-হরিদ্রা, দার্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, হরভী-দারু, দারু, কপূর, পদ্মগন্ধা, হরভী, হরনায়িকা, আম্রগন্ধি, হরিদ্রা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আমাদার গুণ—মধুর, তিক্ত ও পিত্তনাশক। ইহা বড় ঠাণ্ডা। ইহাতে সকল প্রকার চুল্কনা নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)। পেট গরম হইলে ডাক্তারেরা বিশ গ্রেন হইতে দুই ড্রাম পর্যন্ত আমাদার রস ব্যবহার করেন। প্লিউরিট ও ডিমের স্বেতলালার সঙ্গে আমাদার রস মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাতাদি ভাল হয়।

বাঙ্গালার আমাদার আদল ও চাটনি খাইয়া থাকে। আম্বোল। পেশোয়ার প্রদেশের উত্তর পূর্বে একটা গিরিপথ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ওহাবী মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়।

আম্বিকের (পুং) অধিকারী অপভ্রংশ (ভ্রাতৃদ্বিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ১২০) ইতি টক্। দ্বতরাষ্ট্র। অকালে বিচিত্র-বীর্ষের মৃত্যু হইলে সভ্যবতীর আদেশে ব্যাসদেব অধিকার-সঙ্গে দ্বতরাষ্ট্রের উৎপাদন করেন। [এই ব্যাপার মহা-

ভারতের আদিপর্বে ১০৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত আছে।] অধিকারী ভূগয়া অপভ্রংশ। ২ কাণ্ডিকের।

৩ পর্বতবিশেষ। শাকবীণের মধ্যে। এই পর্বতে হিরণ্যাক বধ হয়। ইহার বর্ষের নাম মৈনাক। (মৎস্য পুং ১২২ অঃ—১৬, ২৫ শ্লোঃ।)

আম্বাসিক (পুং) অন্তর্ভুক্ত বর্ষতে ঠক্। মৎস্য।

আম্বি (ত্রি) অন্তর্ভুক্ত জাতাদি (বাহুব্ধিভ্যশ্চ। ৪। ১। ৯৭। ইতি ইঞ্ সলোপশ্চ।) জলজাতাদি। বাহা জলে জন্মে।

আম্ব (পুং) অম-গত্য্যাবিষু (অমিতস্যোদীর্ঘশ্চ। উণ্। ২। ১৬। ইতি রন্ দীর্ঘশ্চ।) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চূত। আম্র। (আম্রশূভোরসালোহসৌ। অমর।) (ক্রী) অম্রত ফলং অণ্। (ফলে লুক্। পা। ৪। ৩। ১৬৩ ইতি অণো লুক্।) আম্রফল।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে কচি আম্রের (বোল) গুণ বায়ু, রক্ত ও পিত্তকারী, কষায়, অন্ন, স্নগন্ধি। ইহাতে কফ ও আমাশর নষ্ট হয়। আধ পাকা আধ কাঁচা আমের গুণ পিত্তকারী। পাকা আমে বর্ণ, রুচি, মাংস, শুক্র ও বল হয়। পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করে; ইহা আম্র, তুটিকর, অধিক ধাতুকর, হৃদয়, গুণ, তৃপ্তি ও কাস্তিজনক, তৃকা ও শ্রম দূরকারী। মধু দিয়া আম্র খাইলে কষরোগ, প্রীহা, বাত ও শ্লেষ্মা নিবারণ হয়। আমের পাতা কচিকারী, কফ ও পিত্তনাশক। ফুল রুচি ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। আমের খোসা কষায়, অন্ন, ভেদক, কফ ও বাতনাশক। চোবা আমের গুণ বড় রুচিকর, বলবীৰ্য্যকারী, লঘু, শীতল, সারক, বাতপিত্তনাশক। ইহা শীঘ্র পরিপাক হয়।

হেঁকা আমের গুণ—গুরু, রুচিকর, হৃদয়, তৃপ্তিজনক, কফ-কর, বাতপিত্ত নষ্টকারী। খণ্ড আমের গুণ—গুরু, পুষ্টিকর, রোচক, মধুর, বলকারী, শীঘ্র পাক হয় না।

আমের কসি কষায়, অন্ন, ভেদক, কফবাতনাশক। অধিক আম খাইলে মন্দামি, রক্তাময়, চক্করোগ ও বিষমজ্বর হয়।

[অম্র শব্দে অন্য বিবরণ দেখ।]

আম্রগন্ধক (পুং) আম্রশ্রেণে গন্ধো বস্ত বহুব্রী। ইতি কপ্। ১ সমষ্টিল বৃক্ষ। শাকবিশেষ। ২ আমাদা।

আম্রগন্ধা। } (ক্রী) মূলকাণ্ড প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ।
আম্রগন্ধ্য। } আমাদা। আমাদা।

আম্রগুণ্ড (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবিশেষ।

আম্রতৈল। আম্রতৈল। কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আন্ত চিরিয়া লক্ষা বাটা, সরিষার তৈল এবং লবণাদি মিশ্রা পুরিয়া সরিষার তৈলে ফেলিয়া রাখিবে। ঐ তৈল মাখে

মাসে রৌদ্রে দিবে। কিছু দিন পরে আমগুলি লবণ সংযোগে তৈল মধ্যে পরিণাক হইবে। পরিণাক হইলে আমতৈল প্রস্তুত হয়। আমতৈল বড় উপায়ের ও মুখ-রুচিকর।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে আমতৈলের গুণ—মধুর, অন্ন পিত্তকর, কফ ও বাতহর, কক্ষ, অগ্নি ও উপকারী। [মদনবিনোদ নিবন্ধ ৮।৪৮।]

আম্রপালী। একজন বৌদ্ধরমণী। বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে ছিলেন, ইনি তাঁহার বিশ্রামের জন্য একটি বাগান উপহার দেন। আম্রপালী বুদ্ধের স্মরণার্থ একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কা-হিয়ান ও হিরোন দিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। [Hardy's Manual of Buddhism গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী দেখ।]

আম্রপেশী (ত্রি) আম্রস্ত পেশীব। শুষ্ক আম্রকোষ। আমনী। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আম্রপেশীর গুণ—অন্ন, কষায়, উষ্ণ, ভেদক, কফ ও বাতনাশক।

আম্রময় (ত্রি) আম্রস্ত বিকারঃ অবয়বো বা বুদ্ধিভ্যাং ময়ট্। আম্রবিকার। আমসম্ব। আম্রের অবয়ব [আম্রাতক দেখ।]

আম্ররসাকৃতি (স্ত্রী) আম্রস্তেবাকৃতিঃ স্বাদো যন্ত বহুব্রী। পীতাত্ম রসানাবিশেষ।

আম্রবন (স্ত্রী) আম্রস্ত বনং ৬তৎ। (প্রনিরন্তঃশরেকু-প্রক্ষাৎকার্যাদিরপীযুক্তাভ্যোহসংজ্ঞায়ামপি। পা। ৮।৪।৫। ইতি নিত্যং গণ্যং।) আম্রবৃক্ষসমূহাত্মক বন। আম-গাছের বন।

আম্রাত (পুং) আম্রঃ আম্ররসঃ অততি আম্র অত-পচাদাচ্। আমড়া বৃক্ষ। (স্ত্রী) আম্রাতস্ত ফলং অণু। (ফলে লুক্ পা। ৪।৩।১৬৩। ইতি লুক্।) আমড়া ফল।

আম্রাতক (পুং) আম্রইব অততি আম্র অত গুলু। আমড়া বৃক্ষ। (অথ যৌ পীতনকপীতনৌ, আম্রাতকে। অমর ২।৪।২৭।) আম্রাতকস্ত ফলং অণু (ফলে লুক্ পা। ৪।৩।১৬৩।) আমড়া ফল। [আমড়া দেখ।] আম্রেন ভৎফলরসেন তকতে প্রেকাশতে তদ্রসং মহতে বা আম্র আতক-পচাদাচ্। আমসম্ব।

“আম্রস্ত গহকারস্ত কটে বিস্তারিতো রসঃ।

বর্ষ শুকো মুহুর্দন্ত আম্রাতক ইতি স্মৃতঃ।” ভাবপ্রকাশ।

সদগন্ধযুক্ত আমের রস বারংবার হেঁকিয়া দরমায় বা পায়ে দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে আম্রাতক হয়। [আমসম্ব দেখ।]

আম্রাতকেশর (পুং) আম্রাতকইব জৈবরলিঙ্গমত্র। শাকং বহুব্রী। তীর্থস্থানবিশেষ। নর্মদার উত্তরকূলে।

এখানে মহাদেবের লিঙ্গ আছে। মন্ত্রপুরণে লিখিত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র মোক্ষানের ফল হয়। (মন্ত্র-পু ১৭০ অঃ ৫ শ্লোঃ।)

আম্রাবতী (স্ত্রী) আম্র আম্ররসোহস্তাস্য মতুপ মন্য বা (শরাদীনাঞ্চ। পা। ৬।৩।১২০। ইতি দীর্ঘঃ) নদী বিশেষ। আম্রাবতী নদীর জলের আবাদ প্রায় আমের রসের জায়, তজ্জন্ত ঐ নদীর নাম আম্রাবতী হইয়াছে।

আম্রাবর্ত (পুং) আম্র আম্র বৃক্ষ ইব আম্রস্ত গাবর্ততে আম্র আবৃত-পচাদাচ্। আম্রাতক বৃক্ষ। আমড়া গাছ।

(স্ত্রী) আমড়া ফল। [ফলে লুক্কের হ্রস্ব আম্রাতক শব্দে দেখ।] আম্রেন আমরসেন আবর্ত্যতে নিম্পাদ্যতে। আম্র আবৃত-গিচ্ কর্মণি ষঞ্। আমসম্ব।

আম্রাবর্ত্তবৃক্ষাচ্ছিবাতপিত্তহরঃ সরঃ।

কচা সূর্য্যাস্তভিঃ পাকাং লঘুচ পরিপীড়িতঃ ॥ ভাং প্রঃ। চত্বের সরের আকার আম্রাবর্ত্ত তুলা, ছর্দি, বাত ও পিত্ত-নাশক এবং রুচিকারী। রৌদ্রে পক রাখিলে আমসম্ব হয়, ইহা পাকে অতি লঘু।

আম্রিমন্ (পুং) অম্ররসোহস্তাস্ত—প্রজাদিহাদগ দৃঢ়াদি গণে আম্র ইতি পাঠসামর্থ্যাৎ রসায়োরভেদেহেন লভ্যং তত আম্রস্য ভাবঃ। (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষাঞ্চ। পা। ৫।১।১২৩। ইতি ইমনিচ্) অম্রঃ। বা ষাঞ্ (স্ত্রী) আম্রা। অম্রঃ। [উক্ত সূত্রস্থ দৃঢ়াদিগণে আম্র শব্দ দেখ।]

আম্রৈড়িত (ত্রি) আ-ম্রৈড় উদ্গাদে ক্ত-ইট্। আঙ পূর্বোহমসকৃদ্রাষণে। (যথা, এতদেব তদা বাক্যমাত্রেভ্যমিতি বাসবঃ। ইতি হরিবংশে।)

ছই তিনবার কণন। বারংবার উচ্চারণ (আম্রৈ-ড়িতং দ্বিগ্নিককং। অমর ১।৬।১২। আম্রৈড়িতং ভৎসমে। পা। ৮।২।১৫।)

আম্রকুচি। আনলকুচি। এক প্রকার গাছ। (Caesalpinia digyna) হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে, পূর্ব ও পশ্চিম উপদ্বীপসমূহে ও সিংহলে জন্মে। ইহার বীজে তৈল হয়, তাগা দ্বায়ে জলে। ইহার শিকড়ের গুণ কষায়। কাস ও কক্ষ রোগসমূহে প্রয়োগ করা যায়।

আম্রোভেতস (পুং) আম্রো অম্ররসমুক্তো বেতসঃ শাকং তৎ। অম্রবেতস বৃক্ষ। অম্রবেত গাছ। সার্বৈ সংজ্ঞায় বা কন্। আম্রবেতসক। তিস্তিডী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্রো (স্ত্রী) আ-গম্যাক্ অম্রো রসো বস্যাঃ। তিস্তিডী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্রিকা (ত্রি) আম্র মনোজ্ঞাদিহাত্বে বঞ্। অম্ররস

আয়োদ্যার। তিস্তিভী বৃক্ষ। তেঁতুলগাছ। (তিস্তিভী
স্মিতিকা চিহ্ন। তিস্তিভীকা কপিপ্রিয়া। বাচস্পতি।)

[আভিরূপকশব্দে মনোজ্ঞানিগণের সূত্র দেখ।]

আয় (পুং) আ-ইণ্ অচ্ বা অয় বঞ্। ১। লাভ। প্রাপ্তি।
২ ধনাগম। ৩ জ্যোতিষোক্ত লম্বাধি এবং রাশি অবধি একা-
দশ স্থান। ৪ বনিতাগার পালক। অস্ত্রঃপুয়রক্ষক। কৰ্ম্মণি
অচ্ বঞ্। জমিদারী হইতে স্বামীপ্রাপ্ত লভ্য ধনাদি।
(কৃত্তরক্ষঃ সন্দোখয় পত্নেদারব্যয়ৌ অয়ম্। বাস্তবক্য ১।
৩২৭। *। তদস্মিন্ বৃদ্ধায় লাভো ভূকোপদাদীয়তে। পা।
৫। ১। ৪৭। (গ্রামেষু স্বামিগ্রাহো ভাগ আয়ঃ। সিং
কৌঃ উক্ত সূত্রে।)

বেদে এই শব্দে 'আগমন' বুঝায়। (যথা, "আয়ে
বামন্য সংগথে রয়ীগাম্।" ঋক্ ২। ৩৮। ১০। *। 'আয়ে
আগমনে' সায়ন।)

বাক্যলার ইহা ক্রিয়াপদ,—সমান বা নীচ পদস্থ ব্যক্তিকে
সম্বোধন করিবার সময় ব্যবহার হয়। তখন ইহার অর্থ
'আগমন কর' এইরূপ বুঝায়।

আয়ঃশূলিক। (ত্রিঃ) অয়ঃ শূলেনার্থান্ অধিচ্ছতি। অয়ঃ
শূল-ঠক্। তীক্ষ্ণ কৰ্ম্ম দ্বারা অর্থকর। কড়া কথার যিনি
কার্য্যনিষ্ঠ করেন। সাহসিক। *। অয়ঃ শূলদণ্ডাজিনাভ্যাং
ঠক্ঠঞৌ। পা। ৫। ২। ৭৬। অধিচ্ছা বুঝাইতে অয়ঃ-
শূল এবং দণ্ডাজিন শব্দের উত্তর ঠক্ এবং ঠঞ্ প্রত্যয় হয়।
আয়ঃশূলিকঃ যো যুহনোপায়েনাঘেষ্টব্যানর্থান্ভসেনাধিচ্ছতি।
মহাভাষ্য। *। তীক্ষ্ণ উপায়োহয়ঃশূলঃ তেনাধিচ্ছতি আয়ঃ-
শূলিকঃ সাহসিকঃ। সিং কৌঃ উক্তসূত্রে।)

আয়জি [বৈ] (ত্রি) আভিযুখ্যেন ইজ্যতে আ-যজ
ঔষমিক ই প্রত্যয়ঃ। আয়জ্য। নিরুক্ত ৯। ৩৬॥ সৰ্ব্বতো
বজ্রসাধন। (আয়জী বজ্রসাতমা। ঋক্ ১। ২৮। ৭।)

আয়জিষ্ঠ [বৈ] (ত্রি) দেবতার সম্মুখ হইয়া যাগের
বিবরীভূত। ("হোতৃগামস্যায়জিষ্ঠঃ। ঋক্ ১০। ২। ১।
আয়জিষ্ঠ আভিযুখ্যেন দেবানাং যজ্ঞতমঃ। সায়ন।)

আয়ত (ত্রি) আ-যত-ক্ত অহুনাসিক লোপঃ। ১। বিস্তৃত।
দীর্ঘ। আ-যত-কৰ্ম্মণি ক্ত। ২। আকৃষ্ট। আকর্ষণবৃত্ত।
৩। সূচ। ৪। নিয়মিত।

আয়তচ্ছদ। (স্ত্রী) আয়তো দীর্ঘচ্ছদঃ পত্রং যস্যঃ বহব্রী।
কলনী। কলাগাছ।

আয়তন (স্ত্রী) আয়তন্তেহত্ব ধর্ম্মার্থং সাধবোহত্র আ-যত
আধারে লুট্। দেবালির বকনস্থান। (পুণ্যেবারঙনে
বুত্। বতি।) আশ্রয়। বিশ্রামস্থান। বজ্রস্থান।

বেদে, দুই প্রকার আয়তন, পৃথিবী ও অন্তরীক। শরৎ,
অহুষ্ঠপু, একবিংশতি স্তোত্র, এবং বৈরাঙ্গসাম, এই গুলি
পৃথিবীর আয়তন। হেমন্ত, পংক্তি, ত্রিণবস্তোম ও শাকর
সাম এইগুলি অন্তরীকায়তন। নৈরায়িকের মতে ১ অব-
চ্ছেদক, ২ প্রতিমা। ব্রহ্ম ও ভোট দেশের বৌদ্ধমতে,
ষড়েক্সিয় স্থান; যথা—১ চক্ষু, ২ কর্ণ, ৩ নাসিকা, ৪ জিহ্বা,
৫ সমস্ত শরীর, ৬ মন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধগণ
বারটী আয়তন প্রকাশ করিয়াছেন। বোধচিহ্নবিবরণে
লিখিত আছে—

"অর্ধাঙ্গপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।

পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যে রিহ পূজিতৈঃ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঠেব তথা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি চ।

মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বৃধৈঃ ॥"

পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই
বারটী আয়তন।

"দুঃখং সংসারিণঃ স্বকান্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।

বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ানি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চমানসম্।

ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥"

বিবেকবিলাস।

আয়তন্তু (ত্রি) আয়তং ভৌতি আয়ত ত্ত (কিব্ধচিপ্রচ্ছায়ত
ত্বকটপ্রজুশ্রীণাং দীর্ঘোহসম্প্রসারণক। বাস্তিক। পা।

৩। ২। ১৭৮।) আয়তস্তাবক। যিনি বিস্তৃতরূপে স্তব করেন।

আয়তি (ত্রি) আ-যা-ডতি। ১। উত্তরকাল। আগামি-

কাল। ২। আগমন। ৩। প্রভাব। কোষদণ্ডভেদ। ৪। ফল-

দান কাল। ৫। আয়াম। বিস্তার। ৭। সংযম। সঙ্গম।

(আয়তিস্ত জিহ্বাং দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগামিকালয়োঃ। মেদিনী।)

৮। প্রাপন। ৯। মেরুকণ্ঠা ভেদ। (বিষ্ণু-পু ১। ১০। ৩।)

আয়তী [বৈ] (স্ত্রী) আ যতী প্রযত্নে (ইন্ সৰ্ব্ব ধাতুভ্যঃ।

উণ্ ৪। ১। ১৪।) ইতি ইন্। বাহ। নিঘণ্টু ২। ৪। ১।)

আয়তীগব (অব্য) আয়তি গাবোহত্র (তিষ্ঠদণ্ড প্রভৃতীনিচ।

পা। ২। ১। ১৭। তিষ্ঠদণ্ড প্রঃ অব্যয়ী।) গোষ্ঠ হইতে

গরুর আগমনকাল।

আয়তীসম (অব্য) আয়তি সমা অত্র তিষ্ঠদণ্ড প্রঃ।

অব্যয়ী।) বৎসের আগমনকাল। [আয়তীগব শব্দে

সূত্র দেখ]

আয়ত্ত (ত্রি) আ-যত-ক্ত। অধীন। বশীভূত। কৃতবত্ত

(অধীনো নিয় আয়তোহত্বচ্ছদো গৃহ্যকোহপ্যসৌ। অমর

৩। ১। ১৬।)

আয়ল্ডি (জী) আ-ব-ত-তিন্। ১ ঘেহ। ২ বনিহ। ৩ দারখ্য।
৪ প্রভাধ। ৫ সীমা। ৬ শরন। ৭ উপার। ৮ ইজ।

(আয়ল্ডি জিরাং মেহে বনিহে বাসবে বলে। মেহিনী।)

আবখাতখ্য (জী) দ-ব-খাতখং তত ডাবঃ মঞতং। ব্যঞ্-
বা পূর্ণপদবুদ্ধিঃ। অনোচিভ্য। বাহার বেরপ হওয়া
উচিত সেরপ না হওয়া। উত্তরপদ বুদ্ধিপক্ষে অবখাতখ্য
এইরূপ প্রয়োগ হইবে তাহারও এই অর্থ।

আয়ন (জী) অয়নযেব বার্থে অণ্। আ-অয়নং প্রাণিসং বা।
সম্যক্ আগমন। “আয়নে তে পরায়ণে দুর্গা রোহিত পুন্নিবীঃ”
শ্লোক ১০। ১৪২। ৮। ‘আয়নে আগমনে।’ সায়ন। (জি)
অয়নভেদং অণ্। গ্রহগণের দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়নসম্বন্ধি
পয়ন প্রভৃতি। জ্যোতিষপ্রসিদ্ধ আয়নবলনাদি কর্ণ।

আয়ন-বলনা। ক্রান্তিমণ্ডলের সাময়িক পরিবৃতি-বলনা।
বলনা হই প্রকার আকবলনা অর্থাৎ অকসম্বন্ধীয় এবং
আয়ন-বলনা অর্থাৎ অয়নসম্বন্ধীয়। গ্রহগণনার এই
দুই প্রকার বলনা নির্ণয় করা আবশ্যক। নতজ্যাকে
অকজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ত্রিজ্যা দ্বারা হরণ
করিলে যে অঙ্ক লভ হয়, তাহাই আকবলনাজ্যা। এই
জ্যা সম্বন্ধীয় চাপভাগ নির্ণয় হইলেই আকবলনাংশ নির্ণয়
হয়, অর্থাৎ সেই চাপভাগই আকবলনাংশ। এই প্রকারে
যে কোন জ্যোতিষ্কের গ্রহণ গণনা আবশ্যক তাহার স্থান
নির্ণীত হয় এবং যে যে স্থান নির্ণীত হয় তাহাতে তিনরাশি
অর্থাৎ ৯০ অংশ বোগ করিয়া যে ক্রান্তি গণিয়া লইতে হয়,
তাহাই আয়ন-বলনা। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৪। ২৪-২৫ শ্লোক।)
[বলনা শব্দে বিখ্যাত বিবরণ দেখ।] পাশ্চাত্য জ্যোতি-
র্বিদেরা বলেন যে, জ্যোতিষ্কগণের ক্রান্তি গণনা করিয়া
তাহাদিগের সমাহুক্রগণিকা প্রস্তুত করা অপেক্ষা তাহাদের
লম্ব অঙ্কসারে গণনা করিলে সুবিধা হয়, কারণ তাহাতে
উত্তর ও দক্ষিণ ভেদের প্রয়োজন হয় না। আয়ন-বলনা
গণনার ক্রান্তি গণনার প্রয়োজন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আয়না (আরব্য=অয়না।) আরনী।

আয়মন (জী) আ-ব-ম-লুট্। বিস্তার। দৈর্ঘ্য। গিচ্-
লুট্। নিয়মন। নিয়ম করান। দৃঢ় লব্ধিভিত্ত বস্তুকে
আকর্ষণ করিয়া দীর্ঘীকরণ। বিস্তার করান। (“বখা দৃঢ়ত
ধরষ আয়মনম্।” ছান্দোগ্য-উ ১। ৩। ৫।)

আয়ল্ড। ইউরোপের একটি দ্বীপ। ইহার উত্তরে, দক্ষিণে
ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। পূর্বে নর্থ চানাল,
আইরিশ সাগর ও সেন্টজর্জচানাল, ইহাতে চারিটা প্রদেশ
ও বহুদ্বীপ দ্বীপ আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত

আয়ল্ডকে পুরাণোক্ত ‘বর্ণপ্রহ’ বলিয়া নির্দেশ করেন।
এখানে বর্ণ ও রোপের খনি ছিল। [As. Researches.
Vol. VIII, p. 205. দেখ।] ইহার পূর্বনাম আএরনিস,
হাইবাগিরা, সুবর্ণ ইত্যাদি। ইহার প্রধান নগর ডবলিন।

আয়ল্লক (পুং) আ-বা-শত্ আয়ৎ তং আয়ন্তং আগচ্ছন্তং
লাতি গৃহাতি আয়ৎ লা ক ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্।

উৎকর্ষা। (ঔৎসুক্যঃ স্বপ্নরূপকৌৎসকে আয়ল্লকারতী।
হেম ২। ২২৮।)

আয়ল (জি) অয়লো বিকারঃ অণ্। লৌহময় (“অবচ্ছরা
বাস্কোর্বজ্জায়লমধারয়ো।” শ্লোক ১। ৫২। ৮। ১। আয়লঃ
অয়োময় কবচবুদ্ধবহঃ। সায়ন।)

(জী) ভীপ্। আরনী। অঙ্গরক্ষণী। জালিকা।
(জালিকা বদরক্ষণী। জালপ্রায়াংনী। হেম ৩। ৪৩৩।)
অর এব বার্থে অণ্। লৌহ। লোহা।

আয়বল। রাজবিশেষ। (“জরো রাজ আয়বলজি কৈফঃ।”
শ্লোক ১। ১২২। ১৫। ১। আয়বলজ সর্কতঃ প্রাণারভ
এতন্নরো রাজঃ। সায়ন।)

আয়ল্লকার (পুং) অয়ল্লকার এব বার্থে অণ্। লৌহকার। কানার।
আয়ল্লত (জি) আ-ব-শত্। ১ ক্রিষ্ট। ২ ক্রেশিত। ৩ প্রতি-
হত। ৪ তীক্ষ্ণীকৃত। ৫ আয়ানযুক্ত। ৬ ক্রুদ্ধ। (আয়ন্তঃ
ক্রেশিতে তেজিতে হতে। ক্রুদ্ধে ক্রিশেহপি। হেম।)

আয়ল্লহান (জী) ৬-ভৎ। লাভস্থান। রাজার শুভগ্রহণ
স্থান। মণি প্রভৃতির আকর স্থান।

আয়ল্লুণ (পুং জী) আরামরী সূণা লৌহপ্রতিমা গৃহস্থস্তো বা
বস্ত্রম অয়ল্লুণঃ। তত্তাপত্যং (শিবানিত্যোহণ্। পা। ৪।
১। ১১২। ইত্যণ্।) অয়ল্লুণাপুত্র বা কল্মাষপ অগত্য।
“আয়ল্লুণায়ান্তেবাসিন উক্তোবাচাপি” ইত্যাদি। দৃ-আর্য্যক
৩। ৩। ১৭।) জীলিঙ্গে ভীপ্। আরল্লুণী।

আয়ল্লুৎ (জি) আ দিবা। বহু বয়ে লভ্। বহুবিধিষ্ট।
“অখায়ন্তন্ কষায়াংঃ।” ভট্টি। ৫। ৮৩।)

আয়া (পৰ্জুণীজ) নাসী। ধাত্রী। পৰ্জুণীজের আগমনের
পর হইতে ভারতবর্ষে এই শব্দ চলিত হয়।

আয়া। (সংস্কৃত আৰ্য্য শব্দের অপভ্রংশ। কাহারও মতে ইহা
আর্য্য শব্দের আৰ্ধপ্রাকৃতের রূপ। ১। চণ্ডাচার্য্যের মতে
আর্য্য ও আয়া আয়ার এই উভয়রূপই সিদ্ধ হয়।) আয়ীনা।
পিতামহী।

আয়াকোট। মলবার প্রদেশের একটি নগর। এই নগর
অতি প্রাচীন। এইখানে সেন্ট টমাস অবতরণ করেন।
অক্ষা ১০°৩৬’১৫” উঃ, দৈর্ঘ্য ৭৬°৩১’১৫” পূঃ।

আয়ুধ (পুং) আ-যা-জিচ্। হরিবংশোক্ত নহবরাজ্যায় চতুর্থ পুত্র। প্রসিদ্ধ যযাতির গৃহোদগ। (আ-যা-জা-বে-জিন্।) আগমন। স্থানান্তর গমন।

আয়ান (ক্ৰী) আ-যা-লুট্। আগমন। (‘অগ্নিরা বায়ামানে বাজিনীবহ।’ ঋক্ ৮।২২। ১৮। ৯। আয়ানে গৃহং প্রতি আগমনে। নারন।) ২ স্বভাব। যাহার যে স্বভাব তাহা আয়ানবন থাকে, তজ্জন্ত স্বভাবের নাম আয়ান হইয়াছে। (অব্য) যান পর্য্যন্ত, গমন পর্য্যন্ত। বাহন পর্য্যন্ত।

আয়ান ঘোষ। শ্রীধার বাবী।

আয়াপহী। সস্ত্রদায় বিশেষ। কোন্ ব্যক্তি এই সস্ত্র-দায়ের প্রবর্তক, তাহার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ জাতি পর্য্যন্ত এই সস্ত্রদায়ভুক্ত দেখা যায়। আয়াপহীরা আয়ামাতার পূজা করে। পূর্বে কেবল রাজপুতানার অসভ্য জাতিরাই আয়ামাতার পূজা করিত। কত দিন পূর্ক হইতে যে আয়ামাতার পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহাও ঠিক জানা যায় না। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীতে এই সস্ত্রদায় বড় প্রবল হইয়াছিল। রাজস্থানে লিখিত আছে, ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে রাণা উদয় সিংহ একজন আয়াপহী ব্রাহ্মণের কন্ডার প্রতি অহরহ হন। ব্রাহ্মণ শুনিলেন তাহার কন্ডা নষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কন্ডার মুক্তার জন্ত একটি বস্ত্রকুণ্ড কাটিয়া আয়া মাতার হোম করিতে বলিলেন এবং কন্ডার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ গাওমাংসের সহিত আয়ামাতার নিকট আহুতি দিলেন। তখন উদয়সিংহকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন যেন তিন প্রহর, তিন দিন ও তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিকূল ভোগ করিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ জলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অভিশাপ বিকল হইল না, নির্দ্বারিত সময়ে উদয়সিংহের মৃত্যু হইল। (Tod's Rajasthan, Vol. II. p. 81)। আয়াপহী ব্রাহ্মণেরা মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করেন।

আয়াপাণা। এক প্রকার গাছ। (Eupatorium ayapana)। আমেরিকা হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার শুক পাতা ও ঊঁটা ঔষধে লাগে। ইহার গুণ—বর্ধকজনক ও বলকর। মরিচ সহরে ইহা, চা পাতার পরিবর্তে, ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় পুরাতন জরে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আয়াস (পুং) আ-যস্-যজ্। দৈর্ঘ্য। পরিমাণবিশেষ। (দৈর্ঘ্যমায়াম আরোহঃ। অমর ২।৬। ১১৪। ৯। বট-চতুর্দ্বাংসুলারামবিজ্ঞানোক্তিশালিনী। শার.তি.।) ব্রহ্ম এবং স্বর্গ মহত্বের অজুত বলিয়া সাংখ্যবাদীরা অণু ও মহৎ এই দুইরূপ পরিমাণ করেন। বৈশেষিকেরা চারি প্রকার

পরিমাণ বীকার করেন। যথা—তুল্য, অণু, ব্রহ্ম ও দীর্ঘ। এটা অণু মহাদানির নাম ৩৭ ও ৩৮ এ উক্ত বীচী নহে, কিন্তু কেবল গুণমাত্রাবীচী। (বস্তু চার্যাম। পা ২।১। ১৩।) আ-যস্-যজ্ অচ্। নিয়ম। প্রাণারাম। (প্রাণারামজ্ঞঃ কৃষা কল্যায়ুখার বৈ বিজঃ। শঙ্খ।)

আয়াস (পুং) আ-যস্-যজ্। অতিবহ্ন।

‘আয়াসশতলক্ক প্রাণেভ্যোহপি গরীরসঃ।

একৈব গতিরর্থন্ত দানমন্যাবিশন্তঃ।’ (বৃতি)

আয়াসক (ত্রি) আ-যস্-গুণ। আয়াসযুক্ত। বহুবান্।

আ-যস্-যজ্-গুণ। আয়াসজনক।

আয়াসিন্ (ত্রি) আয়াস-আ-যস্ গিনি। আয়াসযুক্ত।

আয়াসিন্ (ত্রি) আয়াস-অন্ত্যায় ইনি। লাভযুক্ত। মতুগ্ মস্য বঃ। আয়াসান্। লাভবিশিষ্ট। ইন গিনি। গমনকর্তা। (স্ত্রী) জীপ্ আয়াসিনী। লাভযুক্ত স্ত্রী। গম্ভী।

আয়া (প্রোম্য) পিতামহী।

আয়ু (ত্রি) এতি গচ্ছতি ইণ্-গতো ছলনীণঃ। (উণ্ ১।২। ইতি ইন্।) গমনশীল। জীবনকাল। (আয়ু জীবিত-কালো বা। অমর।) [১৫] (পুং) ১ মনুষ্য। (নিঘঃ ২। ৩। ১৭।) ২ অর। (নিঘঃ ২। ৭। ২৩।) ৩ অমৃত্যুপুত্র। (হরিবংশ ৩। ৭।) ৩ মণ্ডুকরাজ। (ভারতে বন ১২২। ৩৮।) ৪ কক্ষের একজন পুত্র। (ভাগবত ১০। ৬১। ১৭।) ৫ উর্ধ্বশী ও পুত্ররবার পুত্র। ইহার পুত্র নহবরাজ। (রাম ৭। ৫৬ অঃ।) (বহল বচনাত্মকায়ামপি প্রযুক্ত্যতে। জটা আয়ুস্ক্রেতি সমাসে জটায়ুঃ পক্ষিরাণঃ। ইতি উজ্জলদত্ত)। [আয়ুশ্ শব্দ দেখ।]

আয়ুক্ত (ত্রি) আ-যুক্ত্ কর্ণপি ক্ত। সম্যগ্ ব্যাপারিত। (আয়ুক্তকুশলাভ্যাধাসেবায়াং। পা। ২। ৩। ৪০। আয়ুক্তঃ ব্যাপারিতঃ। সিং কোং উক্ত নৃজ্ঞে।) জৈবদ্যুক্ত। (আসেবায়াং কিং? আয়ুক্তা গোঃ শব্দে দৈবদ্যুক্তঃ। সিং কোং উক্ত নৃজ্ঞে।) (ক্ৰী) আ-যুক্ত-ভাবে-ক্ত। সম্যগ্ নিয়োজন। সুকর ভাবে নিযুক্ত। আয়ুক্তমনেন ইষ্টাদিৎ ইনি। আয়ুক্তিন্। সম্যক্ নিয়োগকর্তা।

আয়ুধ (ক্ৰী) আয়ুধ্যতেহ্মনেন। আয়ুধ করণে বক্তব্যে ক। শস্ত্রমাত্র। প্রহরণ, হস্তযুক্ত ও যন্ত্রযুক্ত, এই তিন প্রকার আয়ুধ; তাহার মধ্যে বাহা হস্তে থাকে অথচ তাহা দ্বারা প্রহার করা যায় তাহার নাম প্রহরণ, যথা ধনু, তরবারি প্রভৃতি। বাহা হস্ত হইতে শব্দ উদ্দেশে নিক্ষেপ করা যায় তাহার নাম যন্ত্রযুক্ত, যেমন চক্র, বরন প্রভৃতি। বাহা যন্ত্রে প্রভৃতি হইতে পরিত্যক্ত হয় তাহার নাম যন্ত্রযুক্ত, যেমন বাণ, বাটুল প্রভৃতি।

আয়ুধের ন্যায় প্রহরনের কার্যসাধক বস্তুকেও আয়ুধ কহে। যেমন মধ্যায়ুধ, দণ্ডায়ুধ ইত্যাদি। (মধ্যতুণ্ডায়ুধঃ ধনঃ। ভট্ট। ৫। ১০৫।)

অতি পূর্বকাল হইতে আধ্যাত্মিক আয়ুধ ধারণ করিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা স্বপ্নে হইতে প্রাপ্ত হই। স্বপ্নেদের ১। ৩৯। ২ স্বপ্নে লিখিত আছে।

“হিরা বঃ সংস্কারা পরাধুদে বীলু উত প্রতিকভে।” অর্থাৎ আমাদের আয়ুধ সকল শক্রদের অপমোদনার্থ দৃঢ় হউক। শক্রদিগের প্রতিরোধার্থ কঠিন হউক।

তৎকালে স্ববিগল বস্ত্রধারণ আয়ুধ ধারণ করিতেন। অথর্ববেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (স্ববীণামস্যায়ুধম্। অথর্ব ৬। ১৩৩। ২।)

বৈদিক সময়ে সূর্য্যী ইষু ও ধনু এই কয়েকটা আয়ুধ প্রচলিত ছিল। (কৃকবজুঃ ১। ৫। ৬। ৭, ঐতরেয় ব্রা ৭। ১২।) সূর্য্যী লৌহনির্মিত। ইহার অভ্যন্তরে ছিদ্র থাকে। ইহা অনেকটা বর্তমান ছোট ছোট কামানের মত। একটা নিক্ষেপ করিলে শত লোক বিনষ্ট হয়।

অথর্ববেদের সময় সীসকের গুলি পুরিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইত ;—

“সীসায়ান্যাহ বরুণঃ সীসায়ান্নিরূপাবতি।

সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছং তদঙ্গ বাতুচাতনম্।

বদি নো গাং হংসি বদ্যং বদি পুরুষম্।

তং বা সীসেন বিধ্যামো বধা নোহেসো অবীরহা ॥”

(অথর্ব ১। ১৬। ২, ৪।)

রামায়ণ, মহাভারত ও তৎপরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের আর্ঘ্যেরা নানাপ্রকার আয়ুধ নির্মাণ করিতেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটা নাম পাওয়া যায়—শক্তি, তোমর, নালিক, জুঘণ, ভিলিপাল, লণ্ড, পাশ, চক্র, গদা, মূলগর, পিণাক, দন্তকণ্টক, ভূহস্তী, পরশু, গোশীর্ষ, লবিত্র, ছুগ, অসি, প্রাস, শীর, মূল, পট্টিশ, পুরিখ, ময়ূখী, শতগ্রী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণ-পাশ, বায়ু অস্ত্র, জ্যোৎস্না, শোষণ, বর্ষণ, নন্দন, গাধর, অবিদ্যা, বিদ্যা, হরশির, গারুড়াজ, নাগাজ, বিলাপন, সন্তাপন, প্রশমন, প্রোষাপন, জ্ঞান, নারায়ণ, বজ্র, তুলাগুড়া, ইলী, খড়্গপুঞ্জিকা, লবিত্র, আন্তর, কুন্ত, মোষ্টিক ইত্যাদি। [প্রত্যেক শব্দে তত্ত্ববিবরণ দেখ।]

আয়ুধধর্মিনী (স্ত্রী) আয়ুধভব ধর্মোহিত্যস্যা ইনি ভীপু। অরুণী বৃক। বস্ত্রীগ্রহ। অরুণীবৃক সৌগন্ধ্যানে আয়ুধ-ধারণ তত্ত্ব তাহার ঐ নাম হইয়াছে।

আয়ুধন্যাস (পুং) আয়ুধান্য ভাসঃ। শ্রীপুত্রার বদভাগ বিশেষ। সেই ভাসে তত্ত্ব হানে তত্ত্ব বজ্র দ্বারা হস্তক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া উহার নাম আয়ুধভাস হইয়াছে। [ভজ্ঞগারের শ্রীবিদ্যাপুত্রা প্রকাশে ইহার বিবরণ দেখ।]

আয়ুধাগার (স্ত্রী) ৬তৎ। রাজার অস্ত্র রাখিবার গৃহ। (স্ত্রী) আয়ুধাগারে নিযুক্তঃ (অগারাজাট্টনু। পা। ৪। ৪। ৭০) ইতি ঠনু। আয়ুধাগারিক। রাজার অস্ত্রাগারে নিযুক্ত ব্যক্তি। মন্ত-পুরাণে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি, কোন অস্ত্র কিরূপে রাখিতে হয় এবং কোন অস্ত্র কিজাতীয় ইহার তত্ত্ব জানে এবং সর্বদা সতর্ক থাকে ও কার্য দক্ষ হয় তাহাকে রাজার আয়ুধাগারে নিযুক্ত করা বাইতে পারে।

আয়ুধিক (পুং) আয়ুধেন তব্যবহারেণ জীবতি ঠনু। শত্রুজীব। যে শত্রু ব্যবহার দ্বারা জীবিত থাকে। পক্ষে (আয়ুধাচ্চ চ। পা। ৪। ৪। ১৪) ইতি হ আয়ুধী। ঐ অর্থ। আয়ুধজীব প্রভৃতি শব্দ ও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। (শত্রুজীব কাণ্ডপুষ্ঠায়ুধীয়ায়ুধিকঃ সমাঃ। অমর ২। ৮। ৬৭।)

আয়ুধিনু (পুং) আয়ুধমন্ত্যত ইনি। শত্রুধারী।

আয়ুর্দা [বৈ]। আয়ুর্দাতা। (আয়ুর্দা আয়ুর্দো দাতা। ইতি বেদদীপে মহীধর ৩। ১৭।)

আয়ুর্দার (পুং) আয়ুর্দো দারঃ দানং ৬তৎ। বলবিশেষে হিতি ও যোগাদিদ্বারা রযাদি কর্তৃক আয়ুর্দান। আয়ুর্গণন। (আয়ুর্দারে দ্ব্যতং প্রাট্জ্ঞর্জনকজঃ বট্টিনাডিকং। দ্ব্যতি।) আয়ুর্দব্য (স্ত্রী) আয়ুঃ সাধনং দ্রব্যং শাকংতৎ। ঔষধ। দ্রুত। দ্রুত থাইলে আয়ুর্দ্বি হয়, সে অস্ত্র চার্কাক বলেন “ঋণং কৃষা দ্রুতং পিবেৎ” ঋণ করিয়াও দ্রুত পান করিবে।

আয়ুর্ধু [বৈ] (স্ত্রী) আজীবন যুদ্ধকর।

(“যে পথাং পথিরকস ঐল বৃদা আয়ুর্ধুঃ।” বাজসনেয় সং ১৬। ৬০। ‘আয়ুধা জীবনেন যুদ্ধান্তে তে বাবজীবযুদ্ধকরাঃ যবা আয়ু জীবনং পণীকৃত্য দ্ব্যতি তে আয়ুর্ধুঃ। মহীধর।)

আয়ুর্ধোগ (পুং) উচিতভায়াবো জ্ঞাপকো বোগঃ শাকতৎ। জ্যোতিষোক্ত গ্রহযোগবিশেষ। যে সকল গ্রহের যোগে উচিত আয়ুঃ হয়।

আয়ুর্দ্বি (স্ত্রী) আয়ুর্দো দ্বিঃ ৬তৎ। দ্রব্য বিশেষের সেবন দ্বারা আয়ুঃ দ্বিঃ। সর্বদর্শনে আয়ুর্দ্বিকর কতকগুলি বস্তু লিখিত হইয়াছে। যথা

“অস্ত্রকং তব বীজত মম বীজত পারদঃ।

অনরোরেলনং দেবি। শৃঙ্গাদারিহ্মানশনঃ।”

(হর্গার জ্ঞতি শিবব্যাক্য)

হে রেবি! অত্র তোমার বীজ, সারস (পারা) আকার
কীক এই উভয়ের মিলন হইলে সূক্ষ্মক এবং দারিদ্ৰ্য্যকে
বিনাশ করে। প্রাণাদানো সর্গ ব্যাকিকর ও পরমায়ু বৃদ্ধি
হয়। পূর্বকৃত বস্ত্র জীর্ণ হইলে যদি ত্রোজন করা যায় এবং হল
সুত্রাদির বেগ ধারণ না করা যায়, তবে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।
জুহুতমতে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, দুঃসাহসপরিভ্যাগ, সদ্যোমাংস,
অন্নতকণ এবং বাল্যাদী সেবন, দুগ্ধ স্তূত ও উকজল পান
এগুলিও আয়ুর্ভিকর।

আয়ুর্বেদ (পুং) আয়ুর্বিদ্যাতে জ্ঞারতে লভ্যতে বা অনেন
বিদ্য করণে বঞ্। চিকিৎসাশাস্ত্র।

আয়ুঃ সুখময় করিবার জন্য উহার হিতকর কি, অনিষ্ট
করই বা কি, পরিমাণ কত এবং স্বরূপই বা কিরূপ এই সকল
জ্ঞানের বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা করা যায়, তাহাই আয়ুর্বেদ।
মহর্ষি জুহুতের মতে “আয়ুর্বিদ্যাতে অনেন বা আয়ু-
বিন্ধতীত্যাযুর্বেদঃ।” বাহ্যতে বা বাহার দ্বারা আয়ুঃ লাভ
করা যায়, কিম্বা বাহার দ্বারা আয়ুকে জানা যায়, তাহাকে
আয়ুর্বেদ বলে। তাবগিত্ত্র লিখিয়াছেন—

“অনেন পুরুষো বস্মাদায়ুর্বিদ্যতি বেত্তি বা।

তস্মাদন্যন্যৈরেব আয়ুর্বেদ ইতি বৃত্তঃ।।”

প্রয়োজন।—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিবারণ এবং সুস্থ
ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা আয়ুর্বেদের প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ কোন বেদের অন্তর্গত অথবা কোন বেদের
উপাঙ্গ এ সম্বন্ধে কিছু মত ভেদ আছে। যথা—

“সর্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগেদন্তায়ুর্বেদ
উপবেদঃ। * * অথর্ববেদস্ত শস্ত্রশাস্ত্রাণি।” [চরণবৃহৎ।]

সকল বেদের এক একটি উপবেদ আছে। ঋগে-
দের উপবেদ আয়ুর্বেদ। * * অথর্ববেদের উপবেদ
শস্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ শল্যস্ত্র।

“ইহ যথাযুর্বেদো নাম যজুপাঙ্গমথর্ববেদস্ত।”

[জুহুত বৃহৎসান ১ অঃ]

জুহুত বলেন, আয়ুর্বেদ-অথর্ববেদের একটি উপাঙ্গ।
কোন কোন পুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও
অথর্ববেদের সার লইয়া আয়ুর্বেদ রচনা করিয়াছিলেন।
যদি কথা, আয়ুর্বেদের বীজ সকল বেদেই আছে। তাহার
লক্ষ্যে ঋগেদে কিছু অধিক। কিন্তু বৈদ্যকগণ অথর্ববেদেই
অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? মহর্ষি
চরণ লিখিয়াছেন—

“তত্র তে প্রচীরাঃ স্বাস্ত্যুপাঙ্গস্যমথর্ববেদানাঃ
কমং বেদমুদ্বিক্ষিত্যাযুর্বেদবিদঃ। তত্র তিবজা পৃষ্ঠেনৈব

চতুর্থাঃ স্বাস্থ্যাদিকমথর্ববেদানামাশ্রয়নোমথর্ববেদে ভক্তি
হাসেন্দ্রা। বেদোহাথর্বগঃ। স্বস্ত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম
প্রারম্ভিতোপবাস-মন্ত্রাদি-পরিগ্রহাভিকিৎসাং প্রোহ।”

[চরণে বৃহৎসান ৩০ অঃ।]

যদি কেহ একপ প্রায় করেন, আয়ুর্বেদবেত্তার
ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিবেদের মধ্যে কোন বেদ
অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন? তাহা হইলে
চিকিৎসক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদের মধ্যে
অথর্ববেদে আপনাতত্ত্ব থাকা ব্যক্ত করিবেন। যে যেতু
অথর্ব প্রোক্ত বেদই স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম,
প্রারম্ভিত, উপবাস ও মন্ত্রাদি স্বীকার করিয়া চিকিৎসাতত্ত্ব
উপদেশ করেন।

জুহুতে লিখিত আছে, প্রথমে ব্রহ্মা সহস্র অধ্যায় ও
লক্ষ শ্লোকাক্ষক আয়ুর্বেদ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট
প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের
নিকট ইন্দ্রদেব, ইন্দের কাছে ধৃষত্তরি, তৎপরে জুহুত
আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। লোকের মঙ্গলের জন্য ধৃষত্তরির
কাছে গুনিয়া জুহুতহুনি আয়ুর্বেদ রচনা করিলেন। ব্রহ্মা
আয়ুর্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। (“আয়ুর্বেদ-
স্তথাষ্টাঙ্কো দেহবাংস্তত্র ভারত।” মহাভা সভা ১১।১৩।)
যথা,—১ শল্যস্ত্র, ২ শালাক্যস্ত্র, ৩ কারচিকিৎসাস্ত্র, ৪
ভূতবিদ্যাস্ত্র, ৫ কোমারভূতাস্ত্র, ৬ অগ্নিতন্ত্র, ৭ রসায়নস্ত্র
ও ৮ বাজীকরণস্ত্র।

১। শল্যস্ত্রে নানাপ্রকার তৃণ, কাঠ, পাষাণ, পাংস্ত,
স্বর্ণাদি ধাতু, ছোট ছোট ইষ্টকাদি, অস্থি, কেশ, নখ,
ইত্যাদি শরীরে ঢুকিয়া এবং পুত্র প্রসাব আদি বন্ধ হইয়া
পীড়াদায়ক হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যজু, কার
ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানা
প্রকার রোগনির্ণয় করিবার উপায় আছে।

২। শালাক্যস্ত্রে বৃক্ষসন্ধির উপরিস্থ রোগ সকলের
অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, মস্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড,
তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়,
তাহাদের বিনাশের উপায় লিখিত আছে।

৩। কারচিকিৎসাস্ত্রে অর, অভিসার, রক্তপিত্ত, শোথ,
উন্মাদ, অপম্মার, কুষ্ঠ, মেহ, প্রভৃতি সর্বাঙ্গ ব্যাপী রোগের
শাস্তির উপায় আছে।

৪। ভূতবিদ্যাস্ত্রে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, যক্ষ, পিতৃলোক,
শিলাচ, নাগ ও প্রেহাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আরোগ্যের
উপায়স্বরূপ শাস্তিকর্ম ও বলিদানাদির বিবরণ আছে।

৫। ক্ষেত্রবৃত্তে বাসকের প্রতিপালন, খাদ্যের দ্রবের দ্রব সংশোধন; তদ্যন্যে ও গ্রহদ্রব হইতে উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা লিখিত আছে।

৬। অঙ্গদ্বয়ে সর্প, কীট, লতা, বৃশ্চিক, সুবিকারিত দংশন জনিত বিষ, এ ছাড়া অপরাধের বিষের লক্ষণ, এবং সেই সকল বিষস্পর্শ করিবার অথবা দ্রব্য সংযোগে তৎকণ করিয়া প্রাণীপণ নষ্ট হইলে তাহার উপকারের উপায় লিখিত আছে।

৭। রসায়নতত্ত্বে বুঝার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায়, পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি এবং বেহু্যোগমুক্ত করিবার উপায় বর্ণিত আছে।

৮। বাতীকরণ তত্ত্বে অন্ন অথবা শুষ্ক শুষ্কের বৃদ্ধি করিবার নিয়ম, বিকৃত শুষ্ককে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার উপায়, ক্ষয়প্রাপ্ত শুষ্কের উৎপত্তি, ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি করিবার উপায় এবং মনকে সর্বদা প্রভূত রাখিবার বিধান লিখিত হইয়াছে।

এই অষ্টকের মধ্যে এখনকার দেহতত্ত্ব (Physiology), শারীরবিজ্ঞান (Anatomy), শল্যবিদ্যা (Surgery), ভৈষজ্য ও দ্রব্যগুণতত্ত্ব (Materia Medica), চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of Medicine), রোগনিদান (Pathology), ও খাদ্যবিদ্যা (Midwifery), প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে। এ ছাড়া এখনকার মদুশ-চিকিৎসাপ্রণালী (Homoeopathy), বিরোধি-চিকিৎসাপ্রণালী (Allopathy), ও জল-চিকিৎসাপ্রণালী (Hydroopathy), প্রভৃতির বিধানও পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদের চিকিৎসাতত্ত্ব বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

শারীর বিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসা আয়ুর্বেদের প্রথম অঙ্গের অন্তর্গত। যজুর্বেদে অস্ত্র চিকিৎসার আভাস পাওয়া বাওয়া যায়। “জঘন্যাস্যাগ্রে বদ্যত্যথ জিহবারা অথ বক্ষসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা বজ্রাঘাত নিহত গণ্ডর জঘন, জিহ্বা, বক্ষঃ, বক্ষঃ, বৃক্ক (বৃক্ক), বামহস্ত, দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, শুমনাল-মধ্যভাগ, বর্ণা ও বলা প্রভৃতি, অস্ত্রবিশেষের দ্বারা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার বিধি আছে। শল্যবিদ্যা না জানা থাকিলে এই সকল কার্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যজুর আরণ্যকে শারীরতত্ত্বের বিলক্ষণ আভাস দিয়াছে।

“যথা বৃক্কো মনস্পতিতথৈব পুরুষোহুবা।

তত্ লোমানি পর্মানি কঙ্গস্যোংগাদিকা বহিঃ।

তচ এবাস্য কবিরং প্রাসাদি বচ উৎপত্তিঃ।

তস্যং তদাত্ত্বাং প্রৈতি ককো বৃক্কমিবাহুতঃ।

মাধান্যস্য শকরাণি কিনাটঃ শাব তৎ হিরন্মু।

অহীন্যন্তরতো দারুণি মজ্জা নক্কোপলক্ষিতা।

বৎ বৃক্কো বৃক্কো রোহিতি মূল্যবতঃ পুনঃ।”

আবার অন্যস্থলে শিরাশ্রিরা নামাদি লেখা আছে,—

“য এবোহন্তরদ্বয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অধৈনরোরন্তং

প্রাবরণম্। বদেতনন্তরদ্বয়ে আলকমিব। অধৈনরোরো

মুতিঃ সন্ধরণীতৈরা। হৃদয়াপূর্দ্ধনাড়ী উচ্চরতি বধা কেশঃ

সহস্রাঃ।” [৬ অধ্যায় দেখ।] এ ছাড়া অধর্কবেদীর

গর্ভ ও শারীরোপনিষদে শারীরবিজ্ঞান বিশেষ করিয়া

কথিত হইয়াছে। [যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক ১ অধ্যায়

ও ৬ অঃ দেখ।] উক্তবিদ্যাও আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। উক্ত

তৎ জানা না থাকিলে ওষধির গুণাগুণ স্থির করা যায়

না। প্রাচীন বৈদিক ঔষিগণ ওষধির বিষয় অবগত ছিলেন।

ঔষধে লিখিত আছে—

“স্বক্কেত্রাকুণ্ডলনয়ন্ত সিন্ধু ক্কাতিষ্ঠরোষধীনিস্রমাণঃ।”

(তাহার) কেন্দ্র সকল শস্তসম্পন্ন ও নদী সকল

প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধি সব এবং নির

স্থান জলময় হয়। (ঋকসংহিতা ৪। ৩০। ৭।) পুনরায়—

“মধুমতীরোষধীর্ধ্যাব আপো” অর্থাৎ ওষধি সকল, ছালোক-

সমূহ ও জলসমূহ মধুযুক্ত হউক। (ঋক ৪। ৫৭। ৩।)

এ ছাড়া “যা ওষধিঃ পূর্জকাতা দেবেভ্যাজ্জিবং পুরা।

মনৈশ্চ বজ্রপামেহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥” ইত্যাদি বাজসনে

সংহিতার বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। [দেহতত্ত্ব, শারীর-

বিজ্ঞান, শল্যবিদ্যা, চিকিৎসাতত্ত্ব, রোগনিদান, খাদ্যবিদ্যা

প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] মহাত্মারতে রোগহর,

বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর এই কয় প্রকার আয়ুর্বেদবিৎ

চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়।

অখায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ ও বৃক্কায়ুর্বেদ নামে, আয়ুর্বেদের

কয়েকটা বিভাগ আছে। [অম্মিপুরণে ২৮১-২৯১ অঃ উক্ত

আয়ুর্বেদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।] মধুযুগল সরস্বতী

কামশাস্ত্রকেও আয়ুর্বেদের অন্তর্গত করিয়াছেন। [তৎকৃত

প্রস্থানভেদে গ্রহ দেখ।] আয়ুর্বেদের চিকিৎসাপ্রণালী গ্রীক,

পারসীক ও আরব্য প্রভৃতি জাতির চিকিৎসাপ্রণালী হইবার

পূর্বে গঠিত হয়। বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে সর্বাধিক

উহার মূলোদ্ভাটিত হয়, তৎপরে অপর জাতি দ্বারা উহা

প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

উদ্ভূত উদ্ভূত অথবা কিছু কিছু জাতীয় দ্বারা প্রবর্তন

নিখিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতরা বৎসবাদের রাসসভার উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন। সরক্, সর্দ ও বেদান নামক তিনখানি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে নীত হয়। উক্ত তিনখানি গ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও নিদান নামের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদের নিকট হইতে আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হয়। [Asiatic Res. Vol. XII. দেখ।]

আয়ুর্বেদময় (পুং) আয়ুর্বেদেন প্রচুরঃ আয়ুর্বেদ প্রাচুর্যে ময়ই। ধ্বস্তরি। ধ্বস্তরি প্রচুর আয়ুর্বেদ জানিতেন তজ্জন্য তাঁহার আয়ুর্বেদময় এই নাম হইয়াছে।

আয়ুর্বেদিন্ (ত্রি) আয়ুর্বেদো বেদা তয়াভ্যন্ত ইনি। আয়ুর্বেদাভিজ্ঞ। চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা। বৈদ্য।

আয়ুৰ্জ (ত্রি) আয়ুনা সজতে আয়ু সজ-কিপ্ বহুং। আয়ুঃ সজ্জ। আয়ুৰ্জ (ত্রি) আয়ুবা কার্যতি আয়ুৰ কৈ ক। আয়ুধার প্রকাশমান। প্রশস্তআয়ু।

আয়ুকাম (ত্রি) আয়ুঃ কাময়তে আয়ুন্ কন্ গিঙ্ অণ্ আয়ুরতিলায়ক্। যিনি আয়ুঃ ইচ্ছা করেন।

আয়ুকৃৎ (ত্রি) আয়ুঃ করোতি—আয়ুন্ কৃ কিপ্ তুচ্ ৬তৎ। আয়ুর্দ্ধিকর। বন্ধারা আয়ুর্দ্ধি হয়। অত্র পারদাদি। [আয়ুর্দ্ধি শব্দ দেখ] আয়ুৰ্দ্ধ প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আয়ুস্তোম (পুং) আয়ুঃসাধনং তোমঃ শাকং তৎ বহুং। আয়ুঃসাধন ঋক্সমুদায়াক তোম বিশেষ। সেই তোমযুক্ত অতিরিক্তবিশেষ।

আয়ুয়ৎ (ত্রি) প্রশস্তমায়ুরত্যন্ত আয়ুন্ মতুপ্ বহুং। প্রশস্তায়ু। দীর্ঘজীবী। (পুং) বিকৃত হইতে তৃতীয় বোগ বিশেষ। যথা, বিকৃত, শ্রীতি, আয়ুয়ান্ ইত্যাদি। (জ্যোতিষ)। আয়ুরিতি শব্দেহত্যন্ত মতুপ্। আয়ুস-শব্দযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। আয়ুয়ৎ শব্দ ভবদাদি গণে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা পরে থাকিলে প্রথমার্থেও তদ্বিলাদি হইয়া থাকে; যথা তত আয়ুয়ান্। তত্রায়ুয়ান্ ইত্যাদি।

আয়ুযা (ত্রি) আয়ুঃ প্ররোজন যন্ত (বর্গাদিত্যো বৎ। মহাভাষ্য) ইতি বৎ। আয়ুঃসাধন আয়ুর্দ্ধি শব্দোক্ত অত্র পারদাদি দ্রব্য। প্রাণায়ামাদি কর্ণ। (পুত্রে জাতে ক্রমিঃ সধিকা ভবিনাযুয হোবান্ ক্রোধেতি। ক্রতি)

আয়ুযাস্ত (ক্রী) কর্ণধা। (আয়ুয়ানিতি শাস্ত্যর্থঃ জপ্তা তত্র সমাহিতাঃ) এই হ্রস্বগণপরিপিতোক্ত আয়ুযাস্তিক প্রকারিত্তে পাঠ্য হইয়াবে।

আয়ুন্ (ক্রী) এতি গচ্ছতি অহরহঃ ইণ পঠৌ (এতপিচ্চ। উণ্। ২। ১১৯। ইত্যুসি নিবাধৃকিঃ) জীবিতকাল। অথায়ু-জীবিতাবধৌ। উণ-কোণ। আয়ুর্জীবনং ইতি উচ্চলম্ভ। পুরুষাষি ত্রি আদি আয়ুন্ শব্দের উত্তর নিপাতনে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হইয়া পুরুষায়ু, য্যায়ু, ত্র্যায়ু ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। তাহার অচতুরত্যাদি। পা। ৫। ৪। ৭৭ হ্রস্ব অক্ষিক্রব শব্দে দেখ। মনুয্যায়ু প্রভৃতি প্রয়োগ বাহুলক সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়সিদ্ধ।

অরোগাঃ সর্গসিদ্ধার্থাশ্চতুর্দ্বর্ষশতায়ুযঃ।

কৃতে ত্রোতাদিযু হোবা মায়ুর্হসতি পাদশঃ ॥ মনু। ১। ৮৩।

সত্য যুগের লোকেরা নিরোগ ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল কার্যই সিদ্ধ হইত ও তাঁহাদের পরমায়ু চারিশত বৎসর হইত, ত্রোতাদি যুগে পাদক্রমে পরমায়ু হ্রাস হইবে অর্থাৎ ত্রোতায়ুগের লোকের তিন শত বৎসর, দ্বাপরযুগের লোকের দুই শত বৎসর, কলিযুগের লোকের একশত বৎসর পরমায়ু হইবে। পুরাণান্তরে সত্যাদি যুগে লক্ষ বৎসর প্রভৃতি যে পরমায়ুর কথা লেখা আছে, তাহা মনু-বিরোধ হেতু অগ্রাহ্য।

প্রাকী প্রত্যহ ২১৬০০ খাস ও উচ্চাস রূপ প্রাণক্রিয়া সমাধা করে। ৩৬০ দিন দ্বারা ঐ সংখ্যাকে গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০ হয়, উহা এক বৎসরের। প্রত্যাদিতে পুরুষের স্বাভাবিক পরমায়ু এক শত বৎসর নিরূপিত হইয়াছে, অতএব শত দ্বারা এই ৭৭৭৬০০০ গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০০০ হয়, কাজেই মনুষ্যের জীবনকালে ৭৭৭৬০০০০০ সংখ্যক প্রাণক্রিয়া হইতে পারে। প্রাণা-রামাদি দ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিলে প্রাণক্রিয়ার অমুৎপত্তি হেতু, যতবার প্রাণক্রিয়া হইতে পারিত, সেই পরিমাণে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। পুরুষোক্ত প্রাণক্রিয়া স্নান ব্যক্তির পক্ষেই নিরূপিত হইয়াছে। রোগাদি উপসর্গে এবং শীত দোড়াদোড়ি হেতু অধিক প্রাণক্রিয়া সমাধা হয়, সেই হেতু পরমায়ুও কম হয়। পুরুষের একশত বৎসর পরমায়ুই স্বাভাবিক, কর্ণ ও কুণধ্যাদি বশত তাহার ন্যূনও হইয়া থাকে।

যেদাদিতেও মায়ুযের পরমায়ু শতবৎসর নিখিত হইয়াছে,—

“সমিধা যন্ত আহতিঃ নিশিতিঃ যন্ত্যো নশৎ।

বরাবন্তং স পুণ্যতি করমণে শতায়ুযঃ ॥

(ঋকসংহিতা ৩। ২। ৫১)

অর্থ—যে অগ্নিঃ যে সন্ধ্যা সন্ধ্যা কর্তৃ দ্বারা তোমার (যন্ত

সংস্কৃত) আহুতি পরিপূর্ণ করে, সে পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন করে
শত বৎসর আয়ুতোগ করে।

আয়েষা। মুসলমান ধর্মপ্রচারক মুহম্মদের তৃতীয় পত্নী।
আবু-বকরের কন্যা। সাত বৎসর বয়সের সময় মুহম্মদের
সঙ্গে বিবাহ হয়। মুসলমানগণ আয়েষাকে বড় ভক্তি করিয়া
থাকেন। হিজিরা ৫৮ শকে ইহার মৃত্যু হয়।

আয়োগ (পুং) আয়ুজ্যতে সর্বত্র মঙ্গলাদৌ আ-যুজ্ যঞ্।
১ গন্ধমাল্যোপহার। ২ ব্যাপার। ৩ রোধ। (আয়োগে।
গন্ধমাল্যোপহারে ব্যাপ্তিরোধার্থোঃ। হেম।)

আয়োগব (পুং স্ত্রী) আয়োগং অপ্রশস্ত যোগং বাতি গচ্ছতি
অযোগ-বা-ক ভক্ত অযোগবএব স্বার্থে অণ্। বৈশ্রাগর্ভে
শূত্রের ঔরসে জাত জাতিবিশেষ। (শূত্রাদায়োগবঃ। ইতি
মহু। ১০। ১২।) ইহারা ছুতোরের কার্য্য করিতে করিতে
একগে ছুতোর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। (ভক্তিভায়োগবন্ত চ।
মহু। ১০। ৪৮) ইহারা পুত্র কার্য্যকরণে অক্ষম (১০। ১৬।)
(স্ত্রী) জাতিহাৎ স্ত্রীপ্-আয়োগবী।

আয়োজন (ক্লী) আ সম্যক্ যুজ্যতে কৰ্ম্ম যেন আ-যুজ-
লুট্। উদ্যোগ। আহরণ। নৈয়ায়িক মতে, ১ কৰ্ম্ম,
২ ব্যাখ্যান।

আয়োজিত (ত্রি) আ-যুজ-শিচ্-ক্ত লোপঃ। আয়োজন-
মস্য জাতং তারকাদিহাদিতচ্ বা। বাহার আয়োজন করা
হইয়াছে। সম্যক্ সম্পাদিত।

আয়োদ (পুং) অয়োদস্যাপত্যং বাহুং অণ্। ধোম্য মুনি।
আয়োদন (ক্লী) আ সম্যক্ যুধাতি যোদ্ধারোহস্মিন্ আ-যুধ-
আধারে-লুট্। রণক্ষেত্র। যুদ্ধস্থান। ভাবে লুট্। যোদন।
যুদ্ধক্রিয়া। (যুদ্ধমায়োদনং জন্যং প্রেধনং প্রবিদারণং।
অমর ২। ৮। ১০৩।)

আর (পুং) আ-সম্যক্ গচ্ছতি-কালবশাৎ আ-গ-কর্ত্তরি যঞ্।
১ মঙ্গলগ্রহ। গ্রীকদের হোরাশাস্ত্রেও মঙ্গলগ্রহের নাম
আরন্। ২ শনিগ্রহ। ৩ মধুরান্ কলবৃক্ষ। ৪ প্রান্তভাগ।
(ক্লী) ৫ যুগ লোহ। ৬ পিতল। অরাতক্ মিব স্বার্থ বা অণ্।
৭ কোণ। (পুং) ভাবে-যঞ্। ৮ গমন। আ-অতি-
ব্যান্তৌ অর্থাতে গম্যতে যজ্, আ-গ-আধারে যঞ্। ৯ দূর।
(আরঃ ক্রিতিভূতৈর্কজে। বিশ্ব) (আরৌ রীতিঃ শনিভৌমঃ।
হেম ২। ৩২৫।) রীতিঃ পিতলং।)

আর (বৈশজ, হিন্দী=অউন্) ১ আবার।

“এছে কেরি রস না পারব আর।

ঠেখে লাগি রোই গলরে জলধার।”

মিথ্যাপতি।

২ এবং। যেমন, সে আর আমি।

“লক্ষী বাণী আদি করি, আর বড় সহচরী,

ল'য়ে শরজয়া লখোঁদর।”

কবিকঙ্কণ।

আরক (আরব=অরক্) মূল অর্থ—বন্দ্য। বাম। ২ চৌর্য্য
দ্রব্য। বকবরের সাহায্যে কোন ফল চৌর্য্যইয়া লইলে
আরক হয়। বাঙ্গালা দেশে নেবুর আরক, এলাচের
আরক, আমের আরক প্রভৃতি নানাপ্রকার আরক হয়।

৩। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মদ্য বিশেষ। এই
মদ সাধারণত নারিকেল জল, তালরস, খেজুররস ও
ধান চৌর্য্যইয়া প্রস্তুত হয়। মুসলমান, নিকট জাতি ও
জাহাজের খালানীরা এই মাদক ব্যবহার করে।

[মদ দেখ।]

৪। পল্লিগ্রামের নীচ লোকেরা ঔষধকে আরক
বলিয়া থাকে।

আরকুট (পুং স্ত্রী) আরকু পিত্তলকুট ইব। পিত্তলাভরণ।
পিত্তলের অলঙ্কার। আরময়ঃ কুটোহত। পিত্তল (রীতিঃ
স্ত্রিয়ামারকুটৌ। নস্ত্রিয়াং অমর। ২। ২। ২৭।)

আরকু (পুং) আ-ঈষৎ-রক্তঃ প্রাদিসং। ঈষদ্ রক্ত। ঈষদ্
রক্তবর্ণ। সম্যক্ রক্তবর্ণ। ঈষদ্ রক্তবর্ণযুক্ত। (ত্রি)
সম্যক্ অহরক্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অহুরাগ।

আরক্ক (পুং) আ-সম্যক্ রক্ততি আ-রক্ক-অচ্-হস্তীর মস্তকস্থ
কুস্তের অধঃস্থল। হস্তীর মস্তকের চর্ম্ম। সন্ধি। (ত্রি)
রক্কক। (পুং) ভাবে যঞ্। রক্কাক্রিয়া। (স্ত্রী)
ভাবে অ-টাপ্ আরক্কা। সম্যক্ রক্কা। (আরক্কো
রক্কে হস্তিকুস্তাধঃ। হেম° অনে° ৩। ৭২২।) আ-সম্যক্
রক্ক্যতে আ-রক্ক-কর্ম্মণি যঞ্। রক্কণীঃ। রাধিব্যার যোগ্য।
(আরক্কো রক্কণীয়েস্তাচ্ছীর্ষমর্ম্মণি দস্তিনাম্। বিশ্ব।)

আরক্ধ (পুং) আ-রণে শঙ্কায়ঃ ক্লিপ্-আরগঃ রোগ-
ভয়ং হস্তি আরক্-হন্ অচ্-ব্বাদেশচ্। রাজবৃক্ষ।
সৌদাল গাছ। (Cassia Fistula)।

এই গাছ হিমালয় প্রদেশে ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে
জন্মে। চৌদ্দ হাত হইতে পঁচিশ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।
চৈত্র বৈশাখ মাসে এই গাছে নূতন পাতা ও ফুল ধরে।
শীতকালে বড় বড় গুঁটা হয়।

বাঙ্গালায় ইহাকে সৌদালী, সৌদাল, সোদালী ও
বাদরলী এবং হিন্দীতে আমলতান্ বলে। সংস্কৃত
ভাষায় ইহার এই কয়েকটা পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, সন্দ্যাক, চতু-
বৃল, আরোত, ব্যাধিবাত, কৃতমাল, জুব্বক, মহান, দ্বোচন,

দীর্ঘকল, বৃণকুম, হিমপুশ, রাজতরু, কণ্ডু, অরাতক, অরজ, বর্ণপুশ, বর্ণজ, কুষ্ঠহৃদন, কর্ণাতরণক, মহারাজকুম, কর্ণিকার, বর্ণাঙ্গ, প্রভৃতি।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, ইহার গুণ শুষ্ক, স্বাদু, মীতল, অম্ল, ক্ষয়োগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কক, বিষ্টভ, বাত, রক্ত, উদাবর্ত, পিত্ত ও শূলনাশক। ইহার কলের গুণ—মধুর, শুক্রবর্ধক, বাত ও পিত্তহারী। ক্ষত, ক্রীণ, বাল ও বৃদ্ধাবস্থার বলাধানের নিমিত্ত ব্যবহার করিবে।

বৈদ্যেরা আরম্ভ তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহা ধবল কুষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৈদ্যকোক্ত আরম্ভপাচন শূল, কক ও বাতযুক্ত জরে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ছাল ফটকরির সঙ্গে ধুইলে এক প্রকার ফিকা লাল রঙ বাহির হয়। ইহাতে তসর, রেসম ও পসম ছোবান যায়, কিন্তু ছোবান হইলে ফিকা চলদের মত রঙ হয়। আরম্ভের ছাল চামড়া টানিয়া পরিকার করিবার কালে বিশেষ কাঙ্ক্ষা লাগে।

ইহার মূল ও পাতার জোলাপের কাজ করে। সীও-তালেরা ইহার ফুল খায়। ইহার কাঠ বড় মজবুত। কিন্তু এই কাঠে তেমন চেটালো তক্তা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দেশে এই কাঠে গরুর গাড়ী, টম্‌টম্ ও চাষের যন্ত্রাদি তৈয়ারী হয়।

তিন শত বর্ষ পূর্বে ইংলণ্ডেও ইহা ঔষধ স্বরূপ চলিত ছিল; এখন আর তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

আরজ্ (অরজ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুরের একটা নগর। মহানদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সংনামী, কবীরপন্থী হিন্দু, মুসলমান ও অসভ্য জাতির বাস। আগে এখানে জেলার তহশীল হইত। পূর্বকালে এই নগরে হৈহয় বংশী রাজপুত্রদের রাজত্ব ছিল। এখন তাহাদের নির্মিত আশ্রমবৃক্ষ-বেষ্টিত বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির ও পুষ্করিণী ভয়াবহায় পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে ধাতুনির্মিত পাত্রাদির ব্যবসা হয়। আরজ্ (আরব্য) আবেদন।

আরজ্বেগ (পারত) যে ব্যক্তি আদালতে আরজী দাখিল করেন।

আরজী (পারত) সত্তা।

আরজী (আরব্য) জাপসপত্র। বিচার-পতির নিকট আবেদনপত্র।

আরট (জি) আ-সম্যক রুচি শব্দার্থে আরট অচ। সম্যক শব্দকর্তা। (পুং) নট। মাস। ইতি হেমশেখ। (জী) দোয়াবি ভীষ। আরটী। নটী। শব্দকর্তা। [পা। ৪। ১১। ১১। পুত্রহ দোয়াবিগুণে আরট শব্দ দেখ।]

আরট (পুং) আ-রট-টচ্। বসতি বণীর পেশুপুত্র। ইহার পুত্রের নাম গাকার। (মৎ-পু।)

২। দেশ বিশেষ। পঞ্জাব দেশ।

মহাতারতে লিখিত আছে,—

“পকনদ্যো বহন্ত্যোতা বজ পীলুবনাছ্যাত।

শতক্রশ্চ বিপাশা চ তৃতীরৈরাবতী তথা।

চক্রভাগা বিতস্তা চ সিদ্ধ বস্তা বহির্গিরেঃ।

আরটী নাম তে দেশা নষ্টধর্মী ন তান্ ব্রজেৎ॥”

কর্ণ পর্বে ৪৫ অঃ।

হিমালয়ের বাহিরে যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে, শতক্র, বিপাশা, ইরাবতী, চক্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই আরট দেশ নিতান্ত ধর্মহীন, তথায় গমন করা অবিধেয়।

“আরট দেশের আচার ব্যবহার নিতান্ত অযত্ন। এখানকার লোকেরা মৃগয় পায়ে উট্রি, গর্দভ ও মেঘের ছদ্ম ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন প্রকার অন্ন গ্রহণে বাছ বিচার নাই।

“পূর্বে আরট দেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা রমণীকে অপহরণ করিয়া বলপূর্বক তাহার সতীত্ব ভঙ্গ করে, তাহাতে সেই নারী এই বলিয়া অভিশাপ দেয় যে, তোমরা অধর্ম্য-চরণপূর্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করিলে, এই জন্ত তোমাদের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। এই নিমিত্তই আরটদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগি-নেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।”

“এই দেশের লোকের নাম বাহীক। তাহারা প্রায় সকলেই তরুর, কামুক ও মদ্যপারী; পরবশ উপভোগই তাহাদের ধর্ম। তাহারা সকলেই সংস্কারহীন। এই দেশের গ্রীলোকের মনঃশিলায় ভার উজ্জল অপাক দেশ, লনাট, কপোল ও চিকুরে অজ্ঞানচিহ্ন এবং গর্দভ, উট্রি ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গাদি জইয়া কেলিপ্রসঙ্গ। সকলে গোড়ী সুরাপান ও কথলাজিন ধারণ করে। তাহারা মদ্যপানে বিভোর হইয়া উলঙ্গভাবে নগরের বাহিরে গিয়া অপর পুরুষের কামনা করে।” (কর্ণ পর্ব ৪৫-৪৬ অঃ।)

[বাহ্লীক শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

গ্রীস দেশীয় প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা ইহার নাম আড্রাইট (Adraiste), সুড্রাকি (Sudrakae), আরেষ্টী (Arestae), প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহীকদের সমস্ত আরটদেশের রাজধানী তক্ষশীল ছিল।

আরটুক (পুং স্ত্রী) আরটে দেশে আরতে আরট জন-ড।

বোটক। (ত্রি) আরটদেশোত্তর, আরটদেশোৎপন্ন।

আরট। বাকালার সপ্তশতী ব্রাহ্মণের একটি গাই।

আরড়া। বাকালার একটি প্রাচীন নগর। এইখানে বীজুড়া-

স্বায়ের সময় কবিকল্প আপনার চণ্ডী রচনা করেন।

“আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ বাহার স্বামী,

নরপতি ব্যাসের সমান।”

কবিকল্প।

আরণ্য [বৈ] (স্ত্রী) আত্ম পূর্বাদর্থে লুটি। অক্ষুপাদি।

(“অন্তকং জনমানসারণে।” শ্লক ১। ১১২। ৬। ‘আরণ্য-
মক্ষুপাদি ভজাস্বরৈঃ।’ সায়ন।)

আরণি (পুং) আ-অ- (অস্তিস্থধমাত্যবিত্ত্যোহনিঃ। উণ্।

২। ১০৩)। ইতি অনি। জলের স্বয়ং ভ্রমণ। আবর্ত।

জলের ঘূর্ণণ। ঘূর্ণ। ঘূর্ণি জল।

আরণ্যেয় (পুং) অরণ্যাত্ত ভবঃ অরণী চক্। শুকদেব।

[অরণীহৃত শব্দ দেখ।]

অরণিমরণিহরণমধিকৃত্য কৃতোগ্রহঃ চক্। ২ মহাভা-

রতের বনপর্কের অন্তর্গত অরণিহরণের অধিকারে ব্যাসকৃত

অবাস্তব পর্কবিশেষ। বনপর্কের ৩১১ অধ্যায় হইতে ৩১৪

অধ্যায় পর্যন্ত আরণ্যের পর্ক বর্ণিত আছে। অরণ্য ইদং

স্বার্থে বা চক্।

আরণ্য (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ ৭। বনজাত পশু প্রভৃতি। পৈঠীনসি

বনজ পশু সপ্ত প্রকার নির্দেশ করেন। যথা—মহিষ, বানর,

ভালুক, সাপ, কুরু পৃথক, যুগ। এতদ্বিধি অন্তঃ অনেকরূপ

পশু আছে। ইহা অকুপ্য পশু বিশেষ। কর্ণ বা রোপণাদি

ভিন্ন যে ধান বনে আপনি হইয়া আপনিই পাকে। অমরকোষে

উহার পর্যায়—তৃণাশ্র বা নীবার। চলিত ভাষায় উহাকে

উড়িধান বলে। ৩ জ্যোতিষোক্ত মকর রাশির প্রথম অর্ধ-

দিবসীয় সিংহরাশি। ৪ মেঘ এবং ৫ বুধরাশি। (পুং)

৬ অরণ্যজাত গোময়। সিং কোং। (পা। ৪। ২। ১২৯।

সুত্র।) অরণ্যং অরণ্যবাসমধিকৃত্য কৃতোগ্রহঃ অণ্। ৭ যুধি-

ষ্টিরাদির বনবাসাধিকারে ব্যাসকৃত ভারতাস্তর্গত পর্ক বিশেষ।

বনপর্ক। ৮ রামের বনবাস অধিকারে বাণীকিকৃত

আরণ্য কাণ্ড।

আরণ্যক (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ (অরণ্যাক্ষর্যো। পা ৪। ২।

১২৯) ইতি বৃহৎ। পণ্যার্থ্য-ভার-বিহার-মহুয্যহস্তিযতি বক্তব্যং।

বার্তিক উক্ত সুত্রে। পণ, অধ্যায়, বিহার, মহুয্য, হস্তী,

এই সকল অর্থেই বৃহৎ হইবে অত্র অর্থে অরণ্য

শব্দের উত্তর ৭ প্রত্যয় হইবে। গোবর অর্থে বিকল্পে বৃহৎ

হয় পক্ষে ৭ হয়। বা গোবর্যো। বার্তিক উক্ত সুত্রে।)

১ বনজাত। ২ অরণ্যে গের।

• (স্ত্রী) বেদের অংশ বিশেষ। সংসার হৃদিকা অরণ্যে

গিরি অভ্যাস করিতে হয়, এই অত্র ইহার নাম আরণ্যক হই-

য়াছে। বেদের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক একটা স্বতন্ত্র

আরণ্যক আছে। যেমন ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ-

ণ্যক; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক; শতপথ

ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক; কোবীতকীব্রাহ্মণের কোবীতকী

আরণ্যক ইত্যাদি। আরণ্যক উপনিষদের মূল। উপনিষদে

যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অরণ্যকে তাহার

মূলমন্ত্র পাওয়া যায়। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে মানব কি

প্রকার আচারসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ পথ অবলম্বন করিলে

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, আর ব্রহ্ম কি এই সমস্ত বিষয়

আরণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। এক এক বেদের সংহিতা

শেষ করিয়া সেই সেই বেদের আরণ্যক পড়িতে হয়। মহু

লিখিয়াছেন—“বেদস্যাধীত্য বাণ্যস্তমারণ্যকমধীত্য চ।”

বেদের শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া আরণ্যক অধ্যয়ন

করে। (৪। ১২৩।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

“জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।

যোগশাস্ত্রক মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীশতাঃ।”

যোগ করিতে অভিলষী ব্যক্তিকে আরণ্যক (বাহা আমি

আদিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছি) এবং মৎপ্রোক্ত

যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

২ ভারতাস্তর্গত বনপর্ক। ৩ রামায়ণের অন্তর্গত

আরণ্যাকাণ্ড।

আরণ্যাকুর্কুট (পুং স্ত্রী) অরণ্যে ভবঃ। আরণ্যাকানৌ

কুর্কুটশ্চৈতি কর্মধা। বনকুর্কুট। বনকুর্কুড়া। বনকুর্কুড়ার

মাংস স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, ক্ষেমাবর্দ্ধক, গুরু, বাতপিত্ত-ক্ষর-বহী ও

বিষমজ্বর নাশক। (স্ত্রী) জাতিস্বাং স্ত্রীপ্। আরণ্যাকুর্কুটী।

আরণ্যগান। আরণ্যং বনগেয়ং গানং শাকং তৎ। সামবেদাঙ্গক

গানগ্রন্থবিশেষ। সাম গান চারি প্রকার, গেরগান, আরণ্য-

গান, উহগান ও উহগান। ছন্দোগত্রজ্ঞচারীপন করেক

বৎসরে ঐ সমস্ত গান অভ্যাস করিতেন। অভ্যাসকালীন

তাহারিগকে ভিন্ন অবস্থায় থাকিতে হইত। অরণ্যে থাকিয়া

এক বৎসরের মধ্যে তাঁহানিগকে আরণ্যগান অভ্যাস করিতে

হয়। এই অত্রই উহার নাম আরণ্যগান। আরণ্যগান

প্রথমত ভিন্ন পর্কে বিভক্ত। যথা—অর্কপর্ক, বনপর্ক ও

ব্রহ্মপর্ক। অর্ক পর্কে হইট প্রণতিক, বনপর্কে একটি

এবং ব্রতপূর্বে তিনটি। সর্বমুখ আরণ্যগানে হরী প্রাণীক আছে। প্রত্যেক প্রাণীক দুইভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে ১০টি হইতে ৩০টি পর্যন্ত গান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ত্যভাগের জার আরণ্যগানের গানগুলিও একমূলক। কিন্তু কয়েকটি গানের এক পাওয়া যায় না এবং সারনাচার্য ঐ সকল গানের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ আরণ্যগানকে গের গানের অন্ত্যভাগ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু একথা সন্দেহজনক নহে।

আরণ্যপশু (পুং) কর্ণধা। শূভ্যুক্ত মহিষাদি সাত প্রকার পশু। [আরণ্য শব্দে বিবৃতি দেখ।]

আরণ্যমুদগ (পুং) বনমূল। বনমুগ। আরণ্যমূলগণ্যে বাকারে পর্বে হস্ত্যস্যাঃ অর্শ আদি অচ্ টাপ্। আরণ্যমুগা।

মুগানী। মুগপর্গী। (রাজ-নিং।) [মুগ দেখ।]

আরণ্যরাশি (পুং) নি. কর্ণধা। আরণ্য শব্দোক্ত প্রথমার্দ্ধ দিবসীর মকর ও সিংহরাশি। মেঘ এবং বৃষরাশি।

আরণ্যক-সংহিতা বা আরণ্যক আর্চিক। হনুআর্চিকের বর্ষ প্রাণীকের নাম আরণ্যসংহিতা। উহা অরণ্যে অধ্যয়ন করিতে হয়।

আরতি (স্ত্রী) আ-রম-জিন্। উপরাম। নিবৃত্তি (আরত-ব্রতবিবর্তিত উপরামে। অমর ৩। ২। ৩৬।) ২ নীরাজন। আরজিক। চলিত কথায় আরতি বলে।

দেবতাপ্রতিমা সমীপে ব্রাহ্মণগণ পূজাস্থে বহুপ্রকারে আরতি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গআরতি প্রায়ই সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পঞ্চাঙ্গ আরতি এইরূপ— প্রথমে দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয়ত বারিপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা, তৃতীয়ত শোভবস্ত্র দ্বারা, চতুর্থত আত্র অথবা বিদ্বাদি পত্র দ্বারা এবং পঞ্চমত অগ্নিপাত দ্বারা আরতি করাকেই পঞ্চাঙ্গ আরতি কহে। কোন কোন স্থলে দীপমালার আরতির পর প্রজ্জ্বলিত কর্পূর দ্বারা আরতি করিতেও দেখা যায়, কোথাও বা কোন বিবরের ন্যূনতাও দেখিতে পাওয়া যায়। কলভাঃ কর্ণকর্তার উৎসাহের হ্রাস হুজি অহুসারেই আরতির ন্যূনত্ব দৃষ্ট হয়।

যে দীপমালা দ্বারা আরতি করা যায়, সাধারণত পঞ্চ বস্তিকা বিশিষ্ট থাকায় তাহাকে পঞ্চপ্রদীপ বলে। কোন কোন স্থলে সপ্তপ্রদীপ বা তাহারো অধিক প্রদীপ দ্বারা অথবা কেবলমাত্র একটা শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ দ্বারাও আরতি করিতে দেখা যায়। স্কৃত, কর্পূর, অমরকল্লম প্রভৃতি উত্তম উত্তম ত্রয়া দ্বারা দীপের অধিকাংশ সিন্ধীয়া করা হয় প্রস্তুত। তৈল দ্বারা আরতি করিলে তাহা দ্রুতই বসিয়া পরিণত হয়। আরতি

করিবার সময় প্রতিমার পদতলে চারিবার, মাতিবেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে একবার এবং সমস্ত অঙ্গে সপ্তবার করিয়া দীপমালাদির ভ্রমণ করাইতে হয়। আরতিকালে ঘণ্টা, শঙ্খ ও বাদ্যাদির ধ্বনি হইতে থাকে। এই সময় সাধারণের মনে অভিনব উৎসাহ ও ভক্তিতাবের আবির্ভাব হইয়া একরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ উদ্ভব হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রমণীগণের বরণপ্রথাও এই আরতির প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বোধ হয়। অরপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত মাদলিক কার্যেই বরণের প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে স্ত্রীগণ একত্রে মিলিত হইয়া প্রদীপ ও তাবুলাদি গ্রহণ করত নানাবিধ বাদ্যাদি উৎসবের সহিত যেরূপে বরণ করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে ব্রাহ্মণরূপ আরতির অমুকরণ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অতি সমারোহে আরতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে সমুজ্জল দীপমালা সকল গজাবক্ষে প্রতিকলিত হইয়া এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করে। সেই দৃশ্য দর্শকবৃন্দের অতিশয় মনোহর ও আনন্দজনক হইয়া থাকে।

আরথ (পুং) ঈষদ্রথঃ প্রাদিঃ সং। একটা অশ্ব দ্বারা গমনসাধন রথ। এক্কা। বগী প্রভৃতি।

আরদ্র (হরিত্রা শব্দের অপভ্রংশ) হলুদ।

“আরদ্র মাথিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,

এছন দেখি পীতাম্বর।” চণ্ডীদাস।

আরদ্ধ (ত্রি) আরধ-ক্ত। সংসিদ্ধ। তিকাদিং। কিঞ্। সেতুপূত্র। (বিষ্ণু-পুং)। মৎস্তপুরাণে ইহার নাম আরট্ট ও ব্রহ্মাণ্ডে আরদ্বং লিখিত হইয়াছে। [আরট্ট দেখ।]

(পুং স্ত্রী) আরদ্ধায়নি। আরদ্ধের পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য। [পা। ৪। ১। ১৫৪। সূত্রস্থ তিকাদিগণে আরদ্ধ শব্দ দেখ।] আরনাল (স্ত্রী) আচ্ছতি আ-শ্চ-আরঃ নল গচ্ছ ঘঞ্ নালঃ আরো দূরগামী নালো গচ্ছো বস্ত্র বহত্রী। কাজিক। কাজি। [কাজি দেখ।] স্বার্থে কনু আরনালক।

(আরনালকনৌবীরকুণ্ডাবাভিযুতানি চ।

অবজিসোনধন্যায়কুঞ্জলানি চ কাজিকে। অমর)

আরন্দ, আরদ্ধ (দেশজ) অরুণ। ভাদ্রসংক্রান্তিতে বজ্রবাণীয়া রাধেন না, পূর্বদিনের অর এই দিনে ধান। [অরুণ দেখ।]

আরক (ত্রি) আ-রত-ক্ত। কৃত্যরতন। বাহার আরক করা হইয়াছে। (স্ত্রী) ভাবে-ক্ত। আরক।

(ব্রতবজ্রবিবাহেব্রু শ্রীকে হোমে হর্টনে জপে।

আরম্ভে স্তবকং নভানারকেহু স্তবকং ॥ তিথিতং বিহু)

(আরম্ভে পরিসমাপ্তিক্রিয়াকালো বর্তমানঃ। দুর্গা।)

আরম্ভট (পুং) শূর। বীর। [আরম্ভটী দেখ।]

আরম্ভটী (স্ত্রী) আরম্ভাতে হনরা আ-রম্ভ-অটী-স্ত্রীপ্। অর্থ-বিশেষ যুক্ত নাট্য-রচনা বিশেষ। মায়ী, ইন্দ্রজাল, বৃত্ত, ক্রোধ, উদ্ভাস্তি, বধ, বন্ধন, নানাপ্রকার ছলনা, প্রবন্ধনা, মন্ত, মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি যুক্ত বৃত্তিকে আরম্ভটী বৃত্তি বলে। পরিত্যাগ, অধঃপতন, বস্ত্র উত্থাপন ও সংকেত এই চারটি আরম্ভটী বৃত্তির অঙ্গ। ২ সরস্বতীকণ্ঠভরণোক্ত শব্দালঙ্কার রূপ বৃত্তি বিশেষ।

আরম্ভ্য (ত্রি) আরম্ভাতে আ-রম্ভ কৰ্ম্মণি ক্যাপ্। আরম্ভণার্থ। আরম্ভ করিবার যোগ্য। (অব্য) লাপ্। আরম্ভ করিয়া। (আরম্ভ্য কৃতপে শ্রাঙ্কঃ কুৰ্য্যাদারৌহিণঃ বৃধঃ। স্মৃতি।) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রমতে, সম্বন্ধীয়।

আরমণ (ক্লী) আ-রম-ভাবে লুট্। আরাম। বিশ্রাম। আরম্ভাতে হনেন করণে লুট্। আরতি-সাধন।

আরম্ভণ (ক্লী) আ-লবি-লুট্ বেদে লভ্য রত্নং। আলম্বন। আরম্ভ (পুং) আ-রম্ভ-বঞ্ (রভেরশব্দবিটোঃ। পা। ৭। ১। ৬৩ ইতি বৃহ্।) উদ্যম। ত্বর। স্বার্থে বা পরার্থে। গৃহাদি সম্পাদন ব্যাপার। ৪ উপক্রম। প্রথম কৃতি। ২ প্রথম কাব্য। ৩ প্রস্তাবনা। ৪ বধ। ৫ দর্প। (আরম্ভস্ত বধদর্পয়োঃ, স্বরারামুদ্যমে চ। হেম।) ক্রিয়াসমূহাত্মক পাকাদি ক্রিয়ায় প্রথম উপক্রমের নাম আরম্ভ। প্রোত বা দ্বার্ত কার্য আরম্ভ হইলে পক্ষে যদি অশোচ হয়, তবে সে কার্যের বাধ হয় না। যজ্ঞের আরম্ভে সাধুভবান্ আত্মাং ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বরণ। ব্রত এবং জপের আরম্ভ সঙ্কল্প। বিবাহাদি সংস্কারকার্যে নান্দীশ্রাদ্ধ আরম্ভ। সার্বিক শ্রাদ্ধে পাকারম্ভই আরম্ভ। নিরঞ্জির শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণই আরম্ভ। ৬। দ্রব্যান্তরের সহিত দ্রব্যের, গুণান্তরের সহিত গুণের উৎপাদনে বৈশিষ্ট্যকোক্ত ব্যাপার বিশেষ। আরম্ভাতে কৰ্ম্মণি বঞ্। আরম্ভ্যমান। বাহা আরম্ভ করা হইয়াছে—বা হইতেছে। (প্রক্রমঃ স্যাদুপক্রমঃ। ভাদভ্যাদানমুদ্যাত আরম্ভঃ। অমর ৩। ২। ২৬।)

আরম্ভক (ত্রি) আরম্ভতে আ-রম্ভ-পুল হুম্। আরম্ভকারক। যিনি আরম্ভ করেন। বৈশেষিকমত সিদ্ধ মহাবাদজনক অব্যবহ সঙ্কলের বিভাজ্যের সংযোগ। [হুমের স্তব আরম্ভ শব্দে দেখ।]

আরম্ভণ (ক্লী) আ-রম্ভ-লুট্—হুম্। আরম্ভ শব্দের অর্থ।

কৰ্ম্মণি—লুট্। আরম্ভ্যমান। বাহা আরম্ভ করা যায়। আরম্ভণং প্রয়োজনমত অমুপ্রবচনাদি অণ্ (ত্রি) আরম্ভ প্রয়োজন পদার্থ। (পা। ৫। ১। ১১১ স্তবের অমুপ্রবচনাদি-গণে আরম্ভণ শব্দ দেখ।) আরম্ভাতে হনেন করণে লুট্। উপাদান কারণ।

আরম্ভনীর (ত্রি) আ-রম্ভ-শক্যার্থে অনীয় হুম্। বাহা আরম্ভ করার যোগ্য। বাহা আরম্ভ করিতে শক্তি আছে। আরম্ভ করিবার শক্য প্রয়োজনাদিযুক্ত পদার্থ।

আরম্ভবাদ (পুং) আরম্ভস্ত বাদঃ পরীক্ষাপূর্ব্বক কথা বিশেষঃ। বৈশেষিকাদির অভিমত পরমাণু হইতেই জগৎপত্তিবাদ। বৈশেষিকদের মত সিদ্ধ পরমাণু হইতে যে জগৎপত্তি হয় তাবিষয়ক বাক্য। সেই বাক্য যথা, (ত্রব্যাপি ত্রব্যান্তরমারম্ভস্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং। বৈঃ-স্বঃ।) ত্রব্য সকল ত্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। নীল, পীত ইত্যাদি গুণ সকল অন্য গুণকে আরম্ভ করে। তাঁহাদের মতে কুলাল, দণ্ড, চক্র, সালিল এবং স্তম্ভ যেমন দণ্ডের কারণ—তদ্রূপ আত্মাকাশ ও পরমাণু ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। আরম্ভের যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই সকলের কৰ্ম্ম সংযোজিত পরমাণু সকল ব্যাপ্তকাদি-ক্রমে এই মহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আরম্ভ করে। শব্দরাচার্য্য বীর ভাষ্যে সেই মত উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মকারণবাদীর ভিন্ন মতকে দৃষ্টিগোচর করেন।

আরব। আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমস্থ একটা দেশ। ইহার উত্তর সীমা সিরিয়া ও ইউজেন্টিস্, পূর্বে পারস্ত উপসাগর ও আরবসাগর, দক্ষিণে আরবসাগর ও বাবেলমগুধ প্রণালী, পশ্চিমে লোহিত সাগর। এই দেশ অক্ষা ১২° এবং ৩০° উ., দৈর্ঘ্য ৩২° এবং ৫৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নামের উৎপত্তি।—হিব্রু ‘অরব’ শব্দ হইতে আরব নাম হইয়াছে—উহার অর্থ ‘অন্ত বা ওয়া’;—অর্থাৎ যে জাতি বা দেশ স্বর্ঘ্যাক্তের দিকে অবস্থিত। কেহ কেহ হিব্রু অরবা অর্থাৎ ‘মরুভূমি’ হইতে এই নামে উৎপত্তি নির্দেশ করেন। গ্রীকরা অরব শব্দ আরব্যজাতিতে ব্যবহার করিতেন।

প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা আরবের সীমা কিছু অধিক নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রিন্সির মতে মেশোপোটামিয়ার কতকাংশ, আর্মেনিয়ার সীমানা পর্যন্ত আরবদেশ। (Hist. Nat. 5. 24) জেনোফন ইউজেন্টিসের উপকূলের বাসুকামর স্থান এবং অরক্সেস নদীর দক্ষিণতীর পর্যন্ত আরবের অংশ নির্দেশ করেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তাদের মতে আরবদেশ ৫টা প্রদেশে বিভক্ত,—১ রিমেন, ২ হিহাথ,

৩ তিহামা, ৪ নেজদ ও ৫ যেমামা। আরবদেশে অনেক-গুলি স্বাধীন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—

১। যেমেন প্রদেশ—লোহিত সাগরের উপকূলে এবং হিজাজ, নেজদ ও হজ্রামৌত্তের সীমানা পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে সানা, মোধা, জেবিদ, বাইট-এল-ককী, হোদেদা, লোহেরা এই কয়টা নগর।

২। আদেন—ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ আদেন বন্দর।

৩। কৌকেবানু রাজ্য।

৪। বেলীদ এল-কোবাইল।

৫। আবু আরিষ—লোহিত সাগরের ধারে। জেজান নামে ইহার নগর আছে।

৬। থোলানু।

৭। সাহানু—এখানে বেহুইনরা বাস করে।

৮। নেজরানু—এ প্রদেশটা বেশ উর্বরা, এখানকার উঠ ও ঘোড়া বিখ্যাত।

৯। ওমানু এ প্রদেশটা মক্কটের সুলতানের অধিকার-ভুক্ত। এখানে যল, গম, জনার, আঙ্গুর, কড়াই ও খেজুর জন্মায়; দস্তা ও তামার খনি আছে। এখানকার রোস্তক নগরে ইমামের বাড়ী ছিল।

১০। হিজাজ—এই প্রদেশ মুসলমানদের পুণ্যভূমি। মক্কা ও মেদিনা এই প্রদেশের অন্তর্গত। মুহম্মদের মৃত্যুর পর হইতে এই স্থান কনুত্তাস্তিনোপলাধিপতির অধিকারে ছিল। তিনি এই পুণ্যস্থান রক্ষা করিবার জন্ত একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিতেন। তৎপরে ওহাবীরা প্রবল হইয়া উঠিলে, সেই সময় এখানকার সেরিফ স্বাধীন হইতে চেষ্টা পায়। সেই সময় তুরস্কের পাশার সঙ্গে মক্কার প্রধান সেরিকের বিবাদ হয়। সেরিফ পাশার জিডা নগরস্থ দুর্গধ্বংস করেন, এবং বিষপ্রয়োগ দ্বারা পাশার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। ওহাবীরা সেরিকের বিপক্ষ হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে নিপাত করিলেন। এই সময় ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ আলি প্রধান হইলেন, তিনি ওহাবীদের পরাস্ত করিয়া হিজাজ দখল করেন। কিছুদিন হিজাজ ইজিপ্টের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট ও তুরস্কের যুদ্ধে হিজাজ তুরস্কের সুলতানের হাতে আসিল। এই প্রদেশের প্রধান নগর মক্কা, মেদিনা, জিডা।

[মক্কা শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

১১। সিনাই পাহাড়ের মরুস্থল—আরবের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে দুই একটা নগর ভিন্ন অপর সকল স্থান প্রায় মরু ও পার্কতীয়; এই প্রদেশ স্বাধীন

বেহুইনদিগের অধিকৃত। সুরেক, টোর প্রভৃতি বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত। সিনাই পাহাড়ে বেলেপাথর, অধিক উচ্চস্থানে কোথাও কোথাও মূল্যবান মণিপাথর পাওয়া যায়। উচ্চ অধিত্যকার উপর জেবেল মুসা, ইহারই কাছে বাইবেলোক্ত প্রাচীন সিনাইগিরি। এখানে সেন্ট ক্যাথে-রিনের মনোহর আশ্রম আছে। জেবেল মুসার স্বচ্ছ সলিলে প্রস্রবণ আছে। দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়। এখানে পেয়ারা, খেজুর, দাড়িম প্রভৃতি স্বখাদ্য ফল জন্মে।

আকাবা উপসাগরের ধারে জেবেল সেরা নামক আর একটা প্রদেশ। ওয়াদিমুসা তাহার রাজধানী। কেহ কেহ এই নগরকে স্রাবাথিয়দের রাজধানী প্রাচীন পেটা নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। সিনাই গিরিমালার উত্তরে একটা বিস্তীর্ণ মরুস্থল, ইহার নাম টিয়া-বাণী-ইস্রায়েল অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের মরুভূমি।

১২। নেজদ—এই প্রদেশ উত্তরে সিরীয় মরুভূমি, দক্ষিণে যেমেন হইতে হজ্রামৌৎ পর্য্যন্ত, পূর্বে ইরাক আরবী, পশ্চিমে হিজাজ হইতে লাসার সীমা পর্য্যন্ত সমুদ্র ভূখণ্ড। আরবের মধ্যে এই প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে বেহুইন জাতির বাস। এখানকার আবছাওয়া বড় গরম কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ শীতল সমীর্ণ বহিয়া অধিবাসিদিগকে সুখ প্রদান করে। এই রাজ্য ধর্মোন্মত্ত ওহাবীদের অধিকারে। ইহার প্রধাননগর ডেরাইয়া। এখানে আড়াই হাজারের উপর বসত বাটা আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা এই নগর অবরোধ করেন, সেই সময় এখানে বড় বড় বাইশটা মঠ ও ও ত্রিশটা বিদ্যালয় ছিল। এই নগর বেশ উর্বরা, বব, গম প্রভৃতি শস্য এবং খেজুর, দাড়িম, পিচ, আঙ্গুর, তরমুজ ও ধরমুজ প্রভৃতি ফল জন্মে।

১৩। লাসা বা হজার এই প্রদেশটা পারস্তোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশই বেহুইন-দিগের বাস। ইহার প্রধাননগর লাসা। এখানকার লোকেরা সমুদ্র হইতে মুক্তা আহরণ এবং পিণ্ডী খেজুরের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

১৪। হজ্রামৌৎ—এই প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ভারত-মহাসাগর, উত্তর-পূর্বে ওমান, উত্তরে নেজদ, পশ্চিমে যেমেন। এই স্থান লবণের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। ইহার কতকাংশে বেহুইনদের বাস। অধিকাংশই মক্কটের ইমামের অধিকারভুক্ত। ইহার প্রধান বন্দর দফর ও কেশিন। সকোটা দীপও এই রাজ্যের অধিকারে। এই স্থান অগজ-চন্দনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

আমিতৌজি (পুং) আমিতৌজস্-ইঞ (বাহ্বাদিত্যচ। পা ৪।১।২৬। বাহুপ্রভৃতি বগী বিভক্ত্যন্ত প্রাপ্তিপদিকের উত্তর অপত্য অর্থে ইঞ প্রত্যয় হয়।। আমিতৌজসঃ-স-লোপচ ইতি বাস্তবিকঃ। আমিতৌজস্ শব্দের সকারের লোপ হয়।) আমিতৌজার অপত্য।

আমিত্র (ত্রি) আমিত্র-অণ। (পা ৫।৪।৩৬১।) ১ শত্রুসংক্রীয়। (“নাসামামিত্রৌ ব্যাধিরা দধর্ষতি।” ঋক্‌সংহিতা ৬।২৮।৩। ‘আমিত্রঃ আমিত্রস্ত শত্রোঃ সম্বন্ধি’ ইতি সায়ন।)

২ আমিত্রের পুত্র। (“তন্মাদপ্যামিত্রৌ সংগত্য নান্য ইতি” শতপথব্রা ১৩।১।৬।১।*। ‘আমিত্রৌ আমিত্রয়োঃ পুত্রৌ’ হরিশ্চামী।। রোধ ও বোধলিং-প্রকাশিত অভিধানে এখানে ১ম অর্থ গৃহীত হইয়াছে।)

আমিত্র (ত্রি) সংস্কৃষ্ট। ইতি নিম্নক্কে নৈষট্কককাণ্ডে দেবরাজ ৩।৩।১।

আমিশ্র (বৈ) (ত্রি) আভিমুখ্যে মিশ্র। (“স সোম আমিশ্রতমঃ স্রুতো ভূং।” ঋক্‌ ৬।২২।৪।*। ‘আমিশ্রতমঃ আভিমুখ্যেন মিশ্রতমঃ’ ইতি সায়ন।)

আমিষ (ক্লী) অম্‌ গভৌ, ভোজনে, শব্দে, সেবায়াঞ্চ টিষ্। (অমেদীর্ঘচ। উণ্ ১।৪৭।) ১ মাংস। ভক্ষ্যমাংস। ইতি বিরূপকোষ। ২ ভোজন (পুং) লোভসংক্রয়। ইতি অনেকার্থসংগ্রহ ৩।৬২৯। ৩ ভোগ্যবস্তু। ইতি বর্ণবিবেক। (আমিষং ভক্ষ্যমাংসং মাংসে তথা স্যাৎ ভোগ্যবস্তুনি। অমর।) ৪ সন্তোষ। বিষয়। ৫ উৎকোচ। ইতি মেদিনী। ৬ লাভ। ৭ কামশুণ। ৮ মনোহর রূপ। ইতি হারাবলী ২৪০।

আমিষ শব্দে মৎস্ত মাংস এই উভয়ই বুঝায়। তিনি আমিষ ভোজন করেন না—এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, তিনি মৎস্য মাংস কিছুই ভোজন করেন না। ডিম আমিষ মধ্যে গণ্য, কিন্তু দুগ্ধ শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাকে আমিষ বলা যায় না। শাক্তকারেরা—বগী, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা তিথিতে ও রবিবারে এবং সংক্রান্তিতে আমিষ ভোজন করিতে নিবেদন করিয়াছেন। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎস্ত ও মাংস শব্দে দেখ।]

‘আঁশ বটী’, ‘আঁশ চুড়ী’, ‘আঁশ হাঁড়ী’—ইত্যাদি স্থলে আঁশ শব্দ আমিষ শব্দের অপভ্রংশ। যেমন তাত কোন দ্রব্যে ঠেকিলে সংস্পর্শের নিমিত্ত সে দ্রব্যও সগড়ী হইয়া যায়, তদ্রূপ আমিষও কোন দ্রব্যে ঠেকিলে তাহা আঁশ হইয়া যায়। সং জাতীয় বিধবারা এবং ব্রাহ্মচারীরা আমিষ ভোজন করেন না। কিন্তু তন্ত্রের যত্নানুসারে বাঁহারা

ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের আমিষ ভোজন নিবেদন নাই।

আমিষপ্রিয় (পুং) কাকপক্ষী। (ত্রি) মাংসান্তিলাষী।

আমিষী (ক্লী) আমিষ-অচ্-ডীষ্। (অর্শাদিত্যচ ২৫। পা ৫।২।১২৭। অর্শস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে এই অর্থে অচ্ প্রত্যয় হয়।। ষিদ্‌ গোরাদিত্যচ। পা ৪।১।৪১।) ইতি ডীষ্ ॥ মিষী। জটামাংসী।

আমিস্ (পুং) মাংস।। বেদের প্রাচীন সংহিতায় কেবল প্রয়োগ দেখা যায়। (“ন বর্ন্ততামিষি গৃভীতা।” ঋক্‌ ৬।৪৬।১৪। ‘আমিষি আমিষে মাংসে।’ সায়ন।)

আমীন্ (আরব্য = অমীন্) তত্ত্বাবধারক। মুসলমান্ নবাবদের সময় আমীনের উপর এক এক জেলায় রাজস্ব তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। এখন আমীনেরা ভূমি জরিপ করিয়া থাকেন। আমীন্। বা অভিমহ্য-ধের। খানেখরের দক্ষিণপূর্বে একটা বৃহৎ জাঙ্গাল। কেহ কেহ এই স্থানকে চক্রবাহ বলিয়া থাকেন। এইখানে জয়দ্রথ কর্তৃক অভিমহ্য নিহত হন।

এই জাঙ্গালটির উপরে আমীন্ গ্রাম; এই গ্রামে অদিতি ও সূর্য্যদেবের মন্দির। এখানে সূর্য্যকুণ্ড আছে। গৌর ব্রাহ্মণের বাস। জীলোকেরা পূজার্থী হইয়া অদিতির মন্দিরে পূজা ও সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন।

আমীন্ অন্ধাদ্। একজন গ্রন্থকার। ইনি ‘হফৎ অকলীন্’ অর্থাৎ সপ্তরাজ্য নামে একখানি জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেন। এখানি অকবর পাদশাহের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহাতে সমকটবন্ধের সপ্তদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ কবিগণের জীবনী পাওয়া যায়। এই ব্যক্তির অপর নাম আমীন্ মুহম্মদ রজি।

আমীন্ উদ্দীন খাঁ। লোহরীর নবাব। দিল্লীর একজন প্রধান সামন্ত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১এ ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মীর্জা-আল-উদ্দীন খাঁ।

আমীন্‌গড়। বোম্বাই প্রদেশের কলাঙ্গি জেলার নগর। এখানে নারিকেল ও ধাতুর একটা বড় হাট আছে।

আমীনা। মুসলমান্ ধর্মপ্রচারক মুহম্মদের মাতা, আব্দুল্লাহর পত্নী। বহবের কথা। ইনি পরমাসুন্দরী, নম্রবভাবা এবং অতি ধার্মিক ছিলেন। মুহম্মদের জন্মের ছয় বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। মীর আবুল বক। মীর কাসিম খাঁ নমকীনের

কোট পুত্র। জহাঙ্গীর ও শাহজহানের রাজত্বকালে ঠেটের শাসনকর্তা হন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে এক শত বর্ষের অধিক বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। প্রথমে ইহার নাম মীর খাঁ ছিল। সম্রাট শাহজহানকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেওয়ায় আমীর খাঁ উপাধি লাভ করেন।

আমীর খাঁ। অপর নাম মীর মীরান। একজন অতি সম্রাট লোক। আলমগীর পাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ ২৮এ এপ্রিলে ইহার মৃত্যু হয়। সম্রাট ইহার পুত্র উল্-উল-মুকে 'নবাব আমীর খাঁ' উপাধি দেন। তৎকৃত পারস্য ভাষায় কবিতা ও রেখতা চলিত আছে।

আমীর খাঁ। পিণ্ডারীদিগের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক। তোকের বর্তমান নবাবের পূর্বপুরুষ। প্রথমে ইনি যশোবন্ত রাও হোলকারের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত একপ্রকার উদ্বাধন, সেই সময়ে আমীর খাঁ উক্ত আশার মত হইয়া পিণ্ডারীদের সেনানায়ক হইয়া উঠেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৫০,০০০ অঝারোহী ও ২৪,০০০ পিণ্ডারী সঙ্গে লইয়া রাজপুতানা হইতে বাত্মা করেন। এই সময় নাগপুরের উপর ইহার লোভ পড়ে। নাগপুরের রাজার নিকট হোলকারের পক্ষিত মণিরত্নাদি আছে, এইরূপ ছল করিয়া নাগপুর অবরোধ করিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁ সিদ্ধিয়ার, হোলকার ও পেশবার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিপক্ষে অন্ত্রধারণ করেন। এই সময় ইনি রাজপুতানার নানা স্থলে লুটতরাজ করিতে থাকেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুটান গবর্ণমেন্ট অনেক চেষ্টা করিয়াও আমীরের কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরাজেরা ইহার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন। লর্ড হেষ্টিংস বলিয়া পার্থান যে, হোলকারের দেওয়া প্রদেশ-সকল আমীর খাঁ ভোগদখল করিতে পারিবেন, আর বুটান গবর্ণমেন্ট তাঁহার ভোগগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন। প্রথমে আমীর খাঁ সম্মত হইলেন না, হেষ্টিংসকে জানাইলেন যে ভবিষ্যতে তিনি রাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। লর্ড ডেভিড অর্টগনির সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারই দ্বারা সন্ধিকার্য নিষ্পত্তি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। প্রথমে ইহার নাম মীর খাঁ ছিল, সম্রাট আলমগীর ইহাকে আমীর করিয়া দেন। আলমগীরের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইনি শাহজহানাবাদ দুর্গের কর্তৃক প্রাপ্ত হন।

এরপর বৎসর পরে কাশ্মীরে স্বাধীন হইয়াছিলেন।

আমীর খাঁ। আলিশাহ। কাশ্মীররাজ শিকন্দরের পুত্র। ১৪১৪

খৃষ্টাব্দে শিকন্দর তিনটি পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিনটির মধ্যে আমীর খাঁ কোষ্ঠ। পিতার আদেশ মত আমীর খাঁ নাবালক অবস্থার সিংহাসন আরোহণ করেন। ইহার অপর নাম আলিশাহ। কিছুদিন রাজত্বের পর আলিশাহ দেশ ত্রমণে বাত্মা করেন। শাহী খাঁ ও মুহম্মদ খাঁ নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর রাজ্যের ভার দিয়া যান। এই অবসরে শাহী খাঁ ভ্রাতার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। [জোনরাজকৃত রাজতরঙ্গিনী ৬১০-৭০০ দেখ।]

আমীর তৈমুর। জগৎবিখ্যাত মোগলবীর। ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে ২ই এপ্রেল, প্রাচীন সোমদনিয়াহ কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পারস্যবিজ্ঞতা চঙ্গিজ খাঁর বংশে এই মহাবীরের জন্ম। তৈমুরের পিতার নাম আমীর তুরাঘাজ, মাতার নাম তকীনা খাতুন। চঙ্গিজ খাঁর জাতি করাবার নবিসান হইতে তৈমুর ছয় পুরুষ নিম্নে।

তৈমুরের জন্মকালে চতুর্থে রাজবংশ বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কতকগুলি মোগলবংশীয় প্রধান ব্যক্তি এক একটা নগরের রাজা হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তৈমুরের খুড়া হাজী বরলস কুশনগরে রাজত্ব করিতেন। এইখানে তৈমুর জীবনের প্রথম চক্ষিণ বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শীকার করিতে ও ঘোড়ার চড়িয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে কালমকেরা তুর্কীস্থান অধিকার করিতে থাকে এবং তখাকার স্বাধীন রাজাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়। তৈমুরের খুড়া বিজ্ঞতার ভয়ে পলাইয়া যান; কিন্তু বীরবর তৈমুর পশ্চাৎপদ হইলেন না। এত দিন যে বীর্ঘ লুকান ছিল, সময় পাইয়া জাগিয়া উঠিল। জন্মভূমিকে অপরের করে অর্পণ করিতে তাঁহার প্রাণে সহিল না। কতকগুলি মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রবল বিপদের সম্মুখীন হইলেন। আক্রমণকারী কালমকরাজ তৈমুরের সাহস, বল এবং বীরোচিত সত্বোধনে চমৎকৃত হইলেন; তাঁহাকে কুশনগরের শাসনভার দিলেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বালুখের অভিপতি আমীর হোসেন বিপদের অন্ত্য্যচর্য সহ করিতে না পারিয়া কতকগুলি সৈন্য লগ্ন গ্রহণ করেন, তাহাতে তৈমুরও যোগ দেন। উভয় বীরের দ্বয়ে তুর্কীস্থান কালমকদের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। উভয়ে মিলিয়া তুর্কীস্থানের রাজা হইলেন। তৈমুর হোসেনের ভগ্নিকে বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন না বাইতে বাইতে উভয় বীরে মনোনিবেশ

কটিল, তখন তৈমুর আবীর হোসেনকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমগ্র কুর্দীহানের একাধীশ্বর হইলেন। (১০ই এপ্রেল, ১৩৭০ খৃঃ।)

তৎপরে তিনি কন্যাহার, পারস্ত ও বখাদ জয় করিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। পঞ্চাশের শাসনকর্তা মোবারক খাঁ প্রথমে তৈমুরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার লকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি যুদ্ধে বিব্রূণ হইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় তৈমুরের পৌত্র পীর মুহম্মদ ভারতের পশ্চিম প্রদেশসকল আক্রমণ করিতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া পৌত্রের বল দৃঢ় করিবার জন্ত, তিনি ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্বে রাজপুতানাহ ভাংনের নগরের রাজা পীর মুহম্মদের হস্ত হইতে মূলতান রক্ষা করিবার জন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৈমুর নিজে দলবল সহ তথার আসিয়া রাজাকে পরাস্ত ও ভাংনের অধিকার করিলেন। স্বদেশহিতৈষী শত শত নগরবাসী তৈমুরের করাল কবলে পতিত হইল। তৎপরে তৈমুর পাণিপথ দিয়া দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

এই সময় দিল্লীনগরের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। দিল্লীর সম্রাট বলহীন, তাহাতে আবার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত। দিল্লীর সম্রাট মল্লুদ উজীরের সঙ্গে ৫০০ মাত্র সৈন্য লইয়া তৈমুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই সময় তৈমুরের তাঁবুতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান বন্দী ছিল। দিল্লীর সম্রাট তৈমুরকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে, এই ভাবিয়া তাহার আশ্রয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তৈমুর ভাবিলেন, বন্দীগণ হইতে তাহার বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তখন অবিলম্বে তাহাদের প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমান, কি বুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, অসংখ্য নিরুপায় অবস্থায় শত্রুর তীক্ষ্ণ কুপাণে ছিন্নমস্তক হইল। হার সেই দিন রক্তের নদী বহিল। কেবল এই রাক্ষসিক কার্য সম্পন্ন করিয়া তৈমুর ক্ষান্ত হইলেন না। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী কিসোরাবাদ ক্ষেত্রে সসৈন্তে উপস্থিত হইলেন। ১৫ই, ফর্তেদাবাহ রচনা করিয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট মল্লুদ পরাস্ত হইলেন, দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়লা করিবার জন্ত গুপ্তভাবে গুজরাট রাজ্য করিলেন। সেই দিবস তৈমুর দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলেন না। পরদিন শুক্রবার শুভদিন, তিনি দিল্লীতে আসিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া আপনাকে ঘোষণা

করিলেন। ১৫ দিন মাত্র তিনি দিল্লীতে ছিলেন। এই পনের দিনে, দিল্লী যেন মহাঅগ্নান হইয়া উঠিল। সতীর সতীচ নষ্ট, অত্যাচার, ব্যভিচার এবং শত শত অসংখ্য নগরবাসীর প্রাণ তৈমুরের মদমস্ত সৈন্যকর্তৃক বিনষ্ট হইল। পনের দিন পরে, তৈমুর স্বদেশে বাইবার জন্ত দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিলেন। পথে মিরটি ও লাহোর জয় করেন। স্বদেশে ফিরিয়া বাইবার সময় সৈয়দ খিজর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে লাহোরের রাজপ্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

রত্নপ্রস্থ আসিয়াখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া প্রবল প্রভাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় তুর্কসম্রাট বাই-অজিদ কনস্তান্তিনোপল অবরোধ করেন। তৈমুর গ্রীকসম্রাটের অনুরোধে তুর্কসম্রাটকে কনস্তান্তিনোপল ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তুর্কসম্রাট তৈমুরের আদেশ অগ্রাহ করেন। তখন তিনি নূতন শত্রুকে দমন করিবার জন্ত সসৈন্তে ক্রাগিয়ার উপনীত হইলেন। সেখানে তিন দিবস যুদ্ধের পর তুর্কসম্রাট পরাস্ত এবং বন্দী হন। তাঁহাকে লোহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া নগরে নগরে সর্বসমক্ষে লইয়া বেড়ান হইল।

এই সময় ইজিপ্ত এবং কৈরোর রত্নভাণ্ডার তৈমুরের অধিকার-ভুক্ত হইল। তখন সময়কক্ষে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়া তথার বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে কনস্তান্তিনোপলের অধিপতি মাহমুদ-পলিওলোগস্ এবং ক্যাস্টাইল-রাজ ওর হেনরি রাজদূত পাঠাইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্য জয় করিবার আরোহণ করেন, কিন্তু এই বৎসরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হওয়ার তাঁহার অতিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ৭১ বৎসর জীবিত ছিলেন। সময়কক্ষে তাঁহার কবর হয়।

তাঁহার চারি পুত্র, অহাঙ্গীর্দ মির্জা, উমর শেখ মির্জা, হীরান শাহ ও শাহুখ মির্জা। মৃত্যুকালে তৈমুর অহাঙ্গীর্দ মির্জার পুত্র পীর মুহম্মদকে তাঁহার বিত্তীয় সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর করিয়া বান। কিন্তু তাঁহার আদেশ কেহ পালন করেন নাই। তাঁহার অপর পৌত্র মুলতান খলীল বলপ্রয়োগ পূর্বক সময়কক্ষ অধিকার করেন। পীর মুহম্মদকেও পিতামহ-সদ্ব বন্দী দিন ভোগ করিতে হইল না। পিতামহের মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইলেন।

চরিত্র—তৈমুর বেমন মহাবীর, বীর্যশালী ও যুদ্ধনীতিপটু, তেমনি খুঁতখুঁতে, নীচপানী ও অস্ত্র রাজ্য অপেক্ষা মঙ্গলতি

ও হের। একদিকে যেমন সকল বিষয়েই ক্ষমতাবান, সাহসী ও মহান, অপর পক্ষে তেমনি উচ্চাভিলাষী, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। বাহার উপর অল্প সন্দেহ হইত, তাহারই ভৎসনাও প্রশংসা হইত। তিনি আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না।

তৈমুরের এই করটা উপাধি,—১ তিমুরলঙ্গ, ২ সাহিব কিরান, ৩ কির্দোস্ মকানী। কালমকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় উরুতে আঘাত পান, সেই আঘাতে একটা পা খোঁড়া হয়, তাই লোকে তিমুরলঙ্গ-অর্থাৎ তৈমুরলঙ্গ খোঁড়া বলিত। ৩০ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন বলিয়া সাহিব কিরান্ নাম হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সময়কালের লোকেরা কির্দোস্ মকানী অর্থাৎ 'দিব্যালাক তাঁহার বাসস্থান হউক', এই নাম প্রদান করেন। [তৈমুরের জীবনী মূলতঃ তৈমুরী, কিরিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা।]

আমীর বরীদ। কাসিম বরীদের পুত্র। পিতার পরলোকের পর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে আক্কাবাব বীরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহার রাজত্বকালে হুলতান মক্কাদশাহ বাক্কাবীর মৃত্যু হয় (১৫১৭ খৃঃ)। আমীর বরীদ হুলতান আলা-উদ্দীন (৩য়)কে বাক্কাবীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইল। হুলতান কলীম উল্লা বরীদের আক্রোশে পড়িলেন; তখন তিনি প্রাণভয়ে বীর হইতে আক্কাবাবের পলায়ন করেন, সেইখানেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের বাক্কাবী বংশের লোপ হয়। এই সময় হইতে আমীর বরীদ প্রবল প্রতাপে আক্কাবাব বীরের রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র আলীবরীদ।

আমীর বরীদ (২য়)। আলী বরীদ শাহ (২য়)কে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আক্কাবাব বীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বরীদ-শাহী-বংশের শেষ রাজা।

আমীর মির্জা। (নবাব)। জর্জ হফ্‌কিন্স ওয়াল্টন্‌ নামক একজন সাহেবের পুত্র। ইনি পিতা ও দুই ভগিনীর সহিত লক্ষৌ নগরে থাকিতেন। ইহার পিতা তথাকার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার কনিষ্ঠ ভগ্নী নবাব নসীর-উদ্দীন হাদ-দারের একজন বেগম হইয়াছিলেন, তাহার নাম বিলারতী-মহল। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর নাম আশ্রফ উন্-নিসা বেগম। তিনি আজম কুমারীত্ব অবলম্বন করেন। বিলারতী মহলের মৃত্যুর পর তিনি আর নগর কোর টাকা ও বহুমূল্য অশ্বশাসিক্য রাখিয়া বান। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর মৃত্যু

হইলে আমীর মির্জা ঐ সকল সম্পত্তি পাইলেন। সেই সময় ইনি নবাব উগাধি পান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি অপব্যয় করিয়া কেলেন। ইনি একজন শিরা ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়।

আমীর সিং। ভঞ্জোরের একজন রাজা। ভঞ্জোরের পূর্ব-রাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার মৃত্যুর সময় সৈফজী নামক এক বালককে দত্তকপুত্র করিয়া বান। কিন্তু পূর্বরাজের দত্তকপুত্র অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার, আমীর সিং কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টর কর্তৃক ভঞ্জোরের আধিপত্য পাইলেন।

আমীর সিং তপ্পা। নেপালের একজন সর্বাধীন সর্দার। মহাবোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মলোন রক্ষা এবং কমান্ডন গিরিপুঞ্জের সন্ন্যাসী অষ্টলনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সেই সময় আমীর সিংহের বীরত্ব ও বিলক্ষণ বদেহশক্তিপ্রতিপত্তি প্রকাশ প্রায়।

আমীবৎক (বৈ) (ত্রি) সমুখে প্রাপক। ("নম আনিহঁতেভ্যা নম আমীবৎকেভ্যঃ" কৃকবজ্জঃ ৪।৫।৯।২। 'আ সমস্তাং নীবন্তি প্রাপ্তবন্তীতি আমীবৎকাঃ' সায়ন ॥)

আমুপ (পুং) কটকবৃক্ষবংশবিশেষ। বেউড় বীশ। (Bambusa spinosa, Rox.) বাঙ্গালার, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশে, আসাম ও ব্রহ্মদেশে। ইহা বড় মোটা হয় না, অপর জাতীয় বীশ অপেক্ষা দৃঢ়। এক এক গাছ ৩০ হইতে ৫০ ফিট পর্যন্ত বড় হইয়া থাকে। বেউড় বীশ উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণ বালকের (মানবকের) হাতে থাকে।

আমুর [বৈ] (পুং) বাধক। ("নহি দ্বা তে শতং চন রাধো বরন্ত আমুরঃ" শৃক্ ৪।৩১।৯। ইত্যাদি। সায়নাচার্য্য ঋগ্‌ভাষ্যে আমুর শব্দের এই করটা অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, 'আমুরঃ বাধকারাক্সাদয়ঃ ৪।৩৯।৯; 'আমুরন্তেবামভি-মারকাঃ' ৯।৬১।২৪; 'আমুর আমুতাঃ' ৮।৩৯।২॥) আমুরা। এক প্রকার গাছ। (Amoora cucullata, Rox.) এই গাছ বাঙ্গালা, নেপাল, আন্দামান ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। বাঙ্গালার ইহার খুঁটি ও স্তম্ভবনে ইহার আলানী কাঠ কাজে লাগে।

আমুরি [বৈ] (পুং) মারমিতা। নাশক। ("ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুত।" সাম ১।৪।২।৪।১।১। 'আমুরিং শত্ৰুশাস্তিমুখ্যেন মারমিতারমিতঃ' ইতি ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ন ৮।৯৭।১০॥)

আমুব্যারণ (পুং) অমব্য (অদম্য বস্ত্র ১ বচনে) কক্। (নড়া-দিত্যঃ কক্। পা ৪।১।১৯। নড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর। গোত্র অর্থে কক্ প্রত্যয় হয়। ১। আমুব্যারণামুব্য-

পুজিকাব্যাকুলিকৈতি চ। পা ৬। ৩। ২১ বার্তিক। আম-
বারণ আম্যাপুজিকা ও আম্যাকুলিকা এই তিন প্রয়োগে
কল্পি বিভক্তির লুক্ক হয় না।) অম্যাপুজ। প্রখ্যাতবধূক।
'আম্যবারণো অম্যাপুজ প্রখ্যাতবধূকঃ।' হেমচন্দ্র ৩। ১৬৬।
আমেস্ত (ত্রি) সম্পূর্ণ পরিমেষ। ("আমেস্ত রজসো
বদন্ত অঁ অপো বৃণানা বিভনোতি।" ঋক্ ৫। ৪৮। ১। *।
'আমেস্ত সমস্তাত্যাত্য' সায়ন ৪।)

আমেরিকা। একটা মহাদ্বীপ। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই
তিন ভাগে বিভক্ত। সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগ
করা হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে আট-
লান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর।
উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৪,৬০০ মাইল,
পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রস্থ ৩,১২০ মাইল। ইহার ভূমি
পরিমাণ প্রায় ৮৩,১২,৭১১ বর্গমাইল।

উত্তর আমেরিকার এই কয়েকটা বিভাগ আছে।

| বিভাগের নাম। | পরিমাণ (বর্গমাইল।) |
|-----------------------------------|--------------------|
| ১। গ্রীনলণ্ড ... | ৩,৮০,০০০। |
| ২। করানী অধিকার ... | ১১৩। |
| ৩। কুব অধিকৃত আমেরিকা ... | ৩,২৪,০০০। |
| ৪। নিউ ব্রুটন ... | ১৪,৮০,০০০। |
| ৫। পশ্চিম কানেডা ... | ১,৪৭,৮৩২। |
| ৬। পূর্ব কানেডা ... | ২,০১,২৮২। |
| ৭। নিউ ব্রান্সউইক্ ... | ২৭,৭০০। |
| ৮। নোভা স্কোশিয়া ... | ১৮,৭৪৬। |
| ৯। প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ ... | ২,১৩৪। |
| ১০। নিউ ফাণ্ডলণ্ড ... | ৫৭,১০০। |
| ১১। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ... | ২,১৩,৫০০। |
| ১২। ইউনাইটেড স্টেটস (আমেরিকা) ... | ৩৩,০৬,৮৩৪। |
| ১৩। মেক্সিকোর মিশ্ররাজ্য ... | ১০,৩৮,৮৬৫। |

ইহার প্রধান দ্বীপ—গ্রীনলণ্ড, সোমারসেট, কলম্বিয়া, কক্‌বরন, ভিক্টোরিয়া, বঙ্কসলণ্ড, পারিপুজ, এই কয়টা উত্তর
মহাসাগরে। সিংক, প্রিন্স অব ওয়েলস্, কুইন্‌ সর্গট,
বঙ্কবর, এইগুলি ব্রিটিশ আমেরিকার পশ্চিমে। বম্বুদস্,
কেপব্রুটন, প্রিন্স এডওয়ার্ড, নিউফাউন্ডলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান
দ্বীপপুঞ্জ।

উপসাগর—কালিকোর্নিয়া, মেক্সিকো, কেম্পিচি, হুগুয়াস,
হুডসন, বকিন, সেন্টলরেন্স, চিগাপিক্, কারিবসাগর।

প্রাণালী—বেরিং, হুডসন, ডেভিস।

অন্তরীপ—প্রিন্স অব ওয়েলস্, সেন্টলিউকস্, সেবল, মে,
চারলস্, হুডসন, কেরারওয়েল, রেন্স।

উপদ্বীপ—কালিকোর্নিয়া, আলিগাভা, লেভেডর, ক্লোরিমা,
নোভা স্কোশিয়া, ইউকেটন।

পর্বত—রকী গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ ব্রাউনবিরি), আলিগাভা
গিরিশ্রেণী, মেক্সিকোর গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ পোপোকাটি-
পেটল ১৭,৭৮৩ ফিট), কালিকোর্নিয়ার গিরিশ্রেণী, সেন্ট-
ইলিয়স্, কেরার-ওয়েলস্।

নদ নদী—গ্রেটফিস্, মেক্সিকো, ওরেগন, রিও কোলোরাদো,
মিসিসিপি, জেমস্, সেন্টলরেন্স।

দ্বন্দ্ব—গ্রেটবেয়ার, গ্রেটসেভ, অথাবেস্কা, উইনিপেগ,
অপিরিয়ার, হিউরন, অন্টেরিও, ইরাই, মিচিগান, নিকারাগুয়া,
চপলা।

উত্তর আমেরিকা বড় শীত প্রধান স্থান, ইহার অনেক
স্থানে এত অধিক শীত যে কেহ বাস করিতে পারে না, পশুদি
কোন শস্তও জন্মায় না। এই সকল স্থানে কেবল শীকারীরা
বহু অন্তর চরণের জন্ত আসিয়া থাকে। সুবিধামত স্থান
ধরিতে গেলে রিওব্রভেডেল নর্ট হইতে কালিকোর্নিয়ার
উপদ্বীপের নিম্নস্থান পর্যন্ত।

শীতপ্রধান জায়গা হইলেও ইংরাজদের হাতে পড়িয়া
উত্তর আমেরিকার পূর্বদূরবহা বৃটিশা গেছে, এখন অনেক
স্থান সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বাসভূমি।

দেশ ও তাহাদের রাজধানী ও নগর।

দেনিশ আমেরিকা—১ লিক্টেন কেলস্, জুলিয়েনসহাব।

করানী অধিকার—২ সেন্ট পায়র।

কুব " —৩ উত্তর আর্কেন্স।

ব্রিটিশ আমেরিকা—৪ ইয়র্ক ফ্যাক্টরী, ৫ টোরেন্টো,
হামিলটন, ৬ কুইবেক, ওটোয়া, ৭ ক্রেডরিটন, সেন্টজন,
৮ হালিফাক্স, ৯ সার্গেটন, ১০ সেন্টজনস্, ১১ নিউওয়েস্টমিনিস্টার।

ইউনাইটেড স্টেটস—১২ ওয়াশিংটন, বোষ্টন, নিউইয়র্ক,
ফিলাডেল্ফিয়া, বার্টিমোর, রিচমণ্ড, চারলটন, নিউ
অর্লিনস্, সেন্টলুই, সিনসিনাটি, পিটস্‌বর্গ, চিকাগো।

মেক্সিকো—১৩ মেক্সিকো ভেরাকুজ্, পিউব্লা, মেরিডা।

ওটোয়া নগরে চুন্‌ক পাথরের খনি আছে। টোরেন্টোর
বিশ্ববিদ্যালয় ও কুইবেক বানিজ্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।
ওয়াশিংটনে রাজ্যের প্রধান কর্তা থাকেন। এখানে জাতীয়
সমিতি হইয়া থাকে। নিউইয়র্কে বাণিজ্য ব্যবসা অধিক,
এখানে নানা শাস্ত্রীয় ও মানা ভাষা শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়
আছে। চিকাগোতে শস্তের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

মধ্য আমেরিকার এই কয়টা দেশ আছে।

| দেশের নাম | পরিমাণ | রাজধানী। |
|--------------|--------|----------------|
| গাল্লালভেডর | ২,৫০০ | কছুতেপেক্। |
| নিকারাগুয়া | ৪৪,০০০ | গ্রাণাডা। |
| হুয়াল | ৫৩,০০০ | কোমাগাওরা। |
| গোরাটিমালা | ৫২,০০০ | নিউগোরাটিমালা। |
| কটোরিকা | ২৫,০০০ | সন্জোশে। |
| মস্কিটো | | ব্রুকিনডন্। |
| বুটীশ হুয়াল | | বিলিজ। |

মধ্য আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সহিত একত্র ধরা হইয়া থাকে। কেহ কেহ স্বতন্ত্র করিয়া লন।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমা কারিব সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ ও পূর্বে দক্ষিণ মহাসাগর; পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৪,৫০০ মাইল, পূর্বে হইতে পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত প্রস্থ ৩,০০০ মাইল; ভূমি পরিমাণ প্রায় ৭২,৮০,০০০ বর্গমাইল।

| দেশ | শাসনপ্রণালী | পরিমাণ | রাজধানী। |
|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| ১ বেনজিউলা | সাধারণতন্ত্র | ৪,১৬,৬০০ | কারাকাস্। |
| ২ বলিবিয়া | ঐ | ৩,৭৪,৪৮০ | চুকুইশাকা। |
| ৩ ইকোয়েডর | ঐ | ৩,২৫,০০০ | কিটো। |
| ৪ পেরু | ঐ | ৫,৮০,০০০ | লিমা। |
| ৫ চিলি | ঐ | ১,৭০,০০০ | সান্তিয়াগো। |
| ৬ কলম্বিয়া বুটীশ | | ১,২০,০০০ | বগোটা। |
| ৭ পেটোগনিয়া | | ৩,৮০,০০০ | পান্টাএরিনস্। |
| ৮ বুরেন আয়ার সাধারণতন্ত্র | | ৬০,০০০ | বুরেন আয়ার। |
| ৯ উরুগুয়া | ঐ | ১,২০,০০ | মন্টিভিডিও। |
| ১০ পারাগুয়া | ঐ | ৭৪,০০০ | আসন্ সন্। |
| ১১ লাপ্লাটা | | ২,২৭,০০০ | পেরাণা। |
| ১২ ব্রাজিল | | ২৩,০০,০০ | রাইওজেনিরো। |
| ১৩ গুরেনা (বুটীশ) | | ৭৬,০০০ | জর্জ টাউন। |
| ১৪ ঐ (ওলন্দাজ অধিকার) | | ৩৪,৫০০ | পারামারিবো। |
| ১৫ ঐ (ফরাসী) | | ২১,৫০০ | কেরেন। |
| ১৬ ককলও বীপপুঞ্জ | | ১৬,০০০ | পোর্টলুই। |

প্রধান সাগর ও উপসাগর—ডেরিয়ান, পানামা, মারেকাইবো, গোয়াফুইল।

প্রণালী—মাসিগান।

প্রধান অন্তরীপ—হয়ণ, সেন্টরোক।

দ্বীপ—ট্রিনিডাড, গালাপাগো, চিকা, জুয়ান ফার্নান্দেজ,

চিলো, ওয়েলিংটন, টেটগ, অবোরা, জর্জিয়া, মকমীপ, টেরা-ডেলকিউগো, ককলও, মরাজো।

পর্বত—আণ্ডিস্ (ইহার উচ্চতম একোন্কাগুয়া), পারিম। আন্ডেয়গিরি—কোটাপাক্সি।

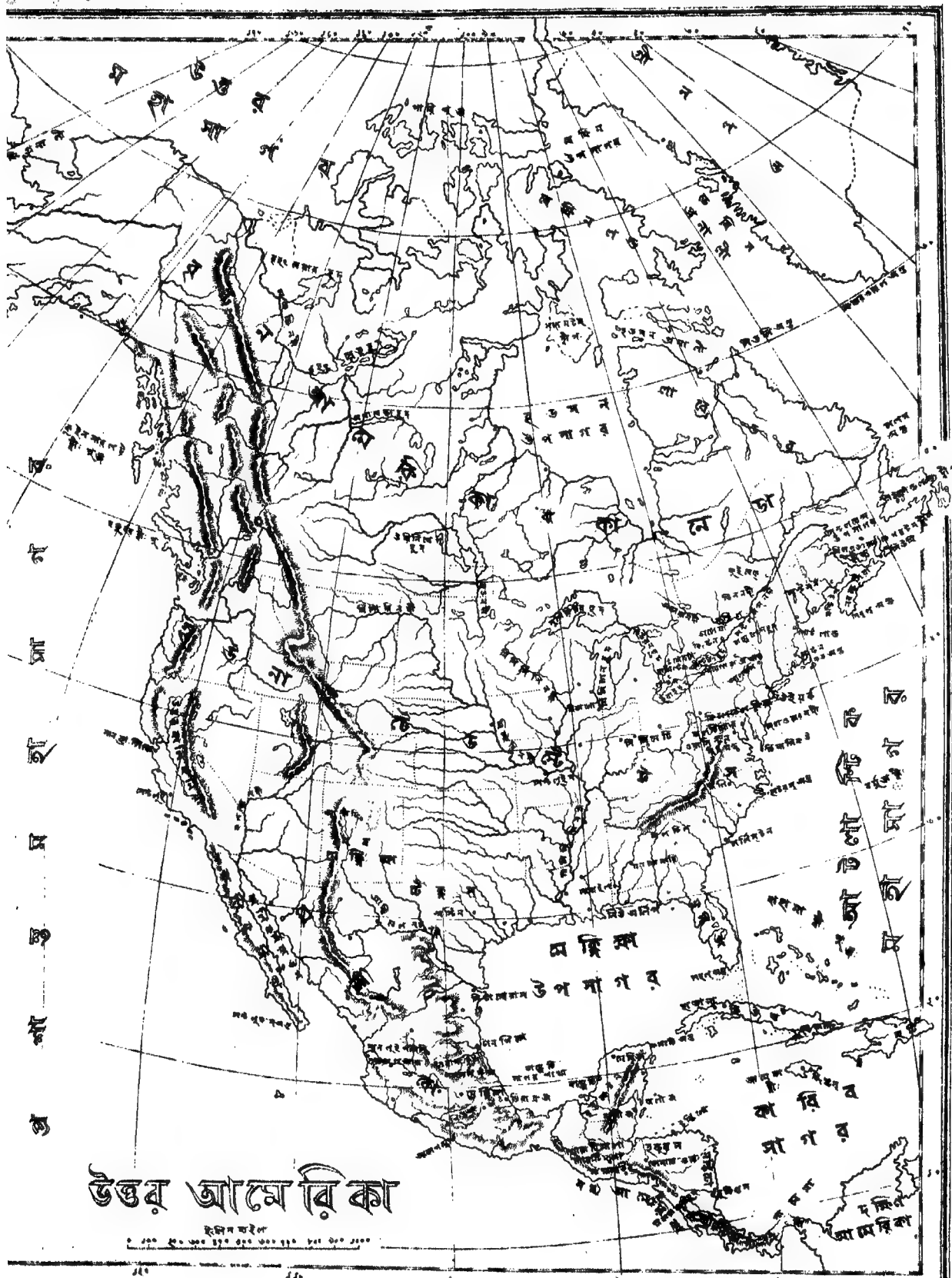
নদী—মারেকাইবো, টিটিকাকা, সিলবেবো, গুয়ানকেক।

নদী—অরিমকো, এসেকুইবো, মাগডেলানা, কলরোতো, লাপ্লাটা, পারাগুয়া, ফ্রান্সিস্কা, টোকাণ্টিন্, আমেজন।

যোজক—পানামা। এই যোজক দ্বারা আমেরিকা উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া আমেরিকার একটা বিভাগ, এখানে অনেকগুলি দেশ ও নগর আছে।

| দেশের নাম | বর্গমাইল পরিমাণ | রাজধানী |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| হায়েটি | ১১,০০০ | হায়েটি। |
| ডোমিনিকা | ১৮,০০০ | সান ডোমিনিগো। |
| কিউবা | ৪২,৩৮৩ | হাভানা। |
| পোর্টোরিকা | ৩,৮৬৫ | সান জুয়ান। |
| জামেকা | ৫,৪৬৮ | স্প্যানিস্ টাউন। |
| ট্রিনিডাড | ২,০০০ | সিউরটা। |
| উইণ্ডওয়ার্ড বীপপুঞ্জ | | ব্রিজটাউন। |
| বার্বাডো | ১৬৬ | " |
| সেন্টভিন্সেন্ট | ১৩১ | কিংস্টন। |
| টোবাগো | ১৮৭ | স্মারবোরো। |
| সেন্টলুসিয়া | ২২৫ | ক্যাসিস্। |
| আণ্ডিগুয়া | ১৬৮ | সেন্টজেন্স্। |
| মন্টসেরাট্ | ৪৯ | " |
| সেন্ট ক্রিষ্টোপার | ১০৩ | বাসেটির। |
| আবুইলা | | |
| নেভিস্ | ৩০ | চার্লসটাউন। |
| জার্মিন বীপপুঞ্জ | ১৩৭ | |
| ডোমিনিকা | ২২১ | রোজ্। |
| বাহামা বীপপুঞ্জ | ৫,৪২২ | নস্। |
| গোয়াডেলুপ | ৫০৪ | বাসেটের। |
| মার্টিনিক | | |
| সেন্টমার্টিন উত্তর | | |
| সেন্টমার্টিন দক্ষিণ | ১১ | উইলমস্ফর্ড্। |
| কিউরেণোরা | | |
| সান্টাফুজ্ | ৮১ | ক্রিষ্টেনষ্টড্। |
| সেন্ট টমাস্ | | |
| সেন্ট জন্ | | |



উত্তর আমেরিকা

ইন্ডিয়াস অফিস

০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০

সেন্টবার্বেলমিউ (সুইন্স) ২৫ লা শেরেনেজ।

ফুর্ক বীপপুঞ্জ ৪০০

মাদ্রুডা বীপ ৪৭ হামিলটন।

ওয়েষ্ট ইন্ডিয়া বীপের ভূমি পরিমাণ প্রায় ২১,২১০ বর্গ মাইল।

আমেরিকার আদিম নিবাসী—দেখিতে ভাববর্ণ।

এই জাতি আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখিতে কিছু খাট। ইহাদের ঠোঁট ও গাল কিছু বড় ও

মোটা; চুল দেখিতে কাল ও লম্বা। কেহ কেহ মনে করেন,

ইহারা মোগলজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম

নিবাস দক্ষিণ আসিয়া ছিল, বেরিংপ্রণালী পার হইয়া আমে-

রিকার আইসে। আমেরিকা যখন স্পেন দেশবাসীদের চক্ষে

পড়িল, তখন ইহারা কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত। যখন

কলম্বুস বহু কষ্টের পর ভারতবর্ষ মনে করিয়া আমেরিকার

পদার্পণ করেন, তখন তিনি এই জাতিকে দেখিতে পান।

কলম্বুস দেখেন ইহারা সকলেই উলঙ্গ, ইহাদের কেশরাপি

পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাহারও দাড়ী নাই,

সকলের দেহ সুচিকণ। মুখশ্রী সমান, দেখিতে মন্দ নয়,

হাবভাব নম্র অথচ ভয়বন্ত। শরীর ঢেলা নয়, গড়ন সুন্দর।

ইহাদের কোমল বদন ও দেহের কোন কোন অংশ চিত্র

বিচিত্র করে, তাহাতে আবার যখন সূর্যের কিরণ পড়ে বড়ই

সুন্দর দেখায়। বস্ত্রতঃ ইহারা যেন প্রকৃতির সুসুন্দর শিশু,

ভাল মন্দ কাহাকে বলে জানেন না। সদাই প্রফুল্ল, আবার

আপনাপনিই কিছু সশক্তিত। ইহাদের লোহাজ্র কিছুই

ছিল না, কি প্রকারে লোহাজ্র প্রস্তুত করিতে হয়

তাহাও জানিত না। বেতের আগায় মাছের কাঁটা বিধিয়া

ভীর করিত; কাঁঠ পেঁচাইয়া মুখের দিক্ ধারাল করিয়া

লইত, তাহাই ইহাদের তরবার। ইউরোপীয়েরা ইহাদের

রেড ইন্ডিয়ান বলিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই সূর্য্যো-

পাসক। প্রথমে যখন কলম্বুস আমেরিকার কূলে উত্তীর্ণ হন,

এই অসভ্যবাসীগণ কলম্বুস ও তৎসঙ্গদিগকে সূর্য্যালোক-

প্রেরিত দেবদূত ভাবিয়া তাহাদের ভয় ও ভক্তি করিয়াছিল।

তৎকালে আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহাদের এক একজন

রাজাও ছিল। ইহারা যদিও উলঙ্গপ্রায় থাকিত, কিন্তু

ইহাদের গারে সোণাও শোভা পাইত। এখন সভ্যজাতির

সহবাসে ইহারাও ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে।

উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আজতেক, ও একুইমক

এই তিন ভাগে প্রাচীন জাতি বিভক্ত হইয়াছে।

আজতেক্ জাতি প্রাচীন জাতি, যদিও ইহাদের কোন

প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ

আছে, ১৩ শত বর্ষ পূর্বে ভোজ্যতক নামক এক স্থলজ জাতি উত্তরাঞ্চল হইতে আনাহুয়াকে আসিয়া বাস করে। (আনা-হুয়াকে বর্তমান নাম মেক্সিকো।) তাহাদের নিশ্চিত বিচিত্র অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ আজও স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। মহামারী দ্রুতিক প্রভৃতি নানা কারণে তাহারা ঐ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে চিচেমেক্ নামে এক জাতি আসিয়া আনাহুয়াকে রাজ্য স্থাপন করে। ১৩ বর্ষ পরে আকলহুয়ান জাতি আসিয়া চিচেমেক্দের তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়।

তৎপরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আজতেক জাতি আসিয়া আপনাদের রাজ্য বিস্তার করে। ইহারা আমেরিকার সকল অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শৌর্য্য, বীর্য্য ও সভ্যতা গুণে, চৌদ্দ শতাব্দীতে ইহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, রাজনীতি ও যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে ইহারা আমেরিকার মধ্যে প্রধান ছিল। ব্যবহারের জন্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, ধাতুময় অস্ত্রাদি ও বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিত। ইহাদের উপাস্ত দেবতা তেজ্জকাতল-পোকা, আজতেকরা বলে ঐ দেবতা পৃথিবীর অঙ্গার স্বরূপ ও সৃষ্টিকর্তা, মনোহর দিব্যপুরুষ জানে তাহার ধ্যান করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ দেবতার পূজা উপলক্ষে বিপক্ষপক্ষীয় এক সুলক্ষণ পুরুষকে ধরিয়া আনিয়া ঐ দেবতার সমক্ষে বলি দিত। বলিদানের সময় মহাসমারোহ। চারিজন স্থিরযোবনা মনোহরা স্ত্রী যুবতী তেজ্জকাতল-পোকায় সেবার নিযুক্ত থাকিত। সুবিজ্ঞ লোকেরা নৈবেদ্য গন্ধ জব্যাদি লইয়া আসিত। পাঁচজন লোক বধ্য ব্যক্তির হাত পা ধরিয়া থাকিত, বর্ষ ব্যক্তি লাল কাপড় পরিয়া এক পাথরের ছুরি লইয়া কামায়ের কাঁজ করিত। এই ছুরিকা দ্বারা হৃৎপদ্ম ছিন্ন হইয়া প্রাণ-বায়ু বাহির হইতে না হইতে, ঐ হৃৎপদ্ম সূর্য্যদেবকে দর্শন করাইয়া দেবতার সম্মুখে দেওয়া হইত। তাহার পর যে লোক যুদ্ধ হইতে এই নিহত ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়াছিল, সে এই মহামাংসে ব্যক্তনাদি প্রস্তুত করাইয়া জীপুত্র পরিজনসহ মহাসমারোহে ভোজন করিত। কথিত আছে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে, 'হুইটজিলো পোট্রি' দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে ৭২,৩৪৪ জন ব্যক্তিকে পূর্বোক্তরূপে এককালে বলি দেওয়া হইয়াছিল। তেজ্জকাতল-পোকায় অধীনে আরও কতকগুলি দেবদেবী আছেন, আজতেকরা তাহাদেরও পূজা করে। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে আজতেক্ বংশীয় একটা ১৭ বর্ষের বালক ও ১১ বর্ষের বালিকাকে লইয়া বাওয়া হয়।

তাহাদের দেখিতে কিছু খর্ব। যে ব্যক্তি ইহাদের লইয়া বার, সে বলে, ইন্দিমাগা নামক প্রাচীন নগরের লোকেরা ঐ বালক বালিকাকে দেবতার ভায় পূজা করিত। কেহ কেহ বলেন ইহারা অস্বাভাবিক জাতি।

একুইমস বা এক্সিমস্ জাতি উত্তর আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। অনেক বলেন এই জাতি মোগল জাতি হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ বলেন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের সহিত অনেক সাদৃশ্য থাকার ইহারও ঐ জাতীয়। ল্যাথাম সাহেবের মতে এই একমাত্র জাতি উভয় মহাদীপেই দেখা যায়। এক্সিমস্ শব্দের অর্থ আমিবাণী, ইহারা বোধ হয় কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। আপনাদিগকে ইহারা ইমুইট অর্থাৎ লোক বলে। দশম শতাব্দীর স্থলনাভগণ ইহাদের ক্রোলিঞ্জার অর্থাৎ ধৃত বলিত। এই জাতির ঘুবক-দের ছোট ছোট দাড়ি হয়, গৌক দেখা যায় না। প্রাচীন লোকের গালভরা বড় বড় দাড়ি আর কটা গৌক দেখা যায়, ইণ্ডিয়ানদের এরূপ হয় না, তাহাদের দাড়ি গৌক নাই, জন্মাবার মাত্র মুলোংপাটিন করিয়া ফেলে, সেজন্ত ইণ্ডিয়ানদের দেখিতে মেরেলী মেরেলী। এক্সিমস্ জাতি পাঁচ সাড়ে পাঁচ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। ইহাদের পুরুষেরা শীকার করিয়া বেড়ায়, মেয়েরা ঘরকরুণা করে। মাংস খাওয়া সত্বে ইহাদের প্রায় বাঁহঁ বিচার নাই। অনেক স্থলে রক্তন না করিয়াই কাঁচা অবস্থায় উদরসাৎ করে। যে জন্ত খায়, অগ্রে তাহার নির্গত রক্ত চুষক দেয়। রক্ত প্রায় টাটকা টাটকা পান করে। ইহারা বড় অপরিকার ও উগ্র। যুগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্যের চর্ম লইয়া আচ্ছাদন প্রস্তুত করে, উহাই জী পুরুষের গায়ের কাপড়। ইহাদের অনেক কুসংস্কার আছে। ছুইটী দেবতা ইহাদের উপাস্ত। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে হান্স এগেড নামক এক ব্যক্তি গ্রীনলণ্ডে গিয়া এই জাতির অনেককে খুঁটান করিয়া আসেন। ইহারা নিহত পশুর সদায় রক্ত তৈল ও চর্কির সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রকার অদার প্রস্তুত করে, তাহাই ইহাদের আন্তর্য্য পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এখন উত্তর আমেরিকার নানা সভ্যজাতির বাস হইয়া পড়িয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সভ্য ইংরাজগণ পৃথিবীর মধ্যে এখন নানা বিষয়ে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। পূর্বে ইহারা ইংলণ্ড রাজ্যের অধিকারে ছিল, মধ্যে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা স্বাধীন হইয়াছেন। ইহাদের বেশে রাজা নাই, রাজ্যের মধ্যে একজন বিজ্ঞ লোককে সকলে নির্বাচন করিয়া রাজ্যের প্রধান পদ প্রদান

করেন। এই প্রধান ব্যক্তিকে অধিবাসীর মত লইয়া কাজ করিতে হয়।

[ইউনাইটেড ষ্টেটসের, জাতি প্রভৃতির বিবরণ Historical and Statistical Information respecting the History, Condition, and Prospects of the Indian Tribes of the United States, by H. R. Schoolcraft LL. D. Philadelphia 1, 2, 3rd pt. দেখ।]

দক্ষিণ আমেরিকা—অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব ছিল। এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে রাম সীতার উৎসব প্রচলিত আছে। [Asiatic Researches, Vol. XI.] এই স্থান অনেকে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পাতাল বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ বহুকাল পূর্বেও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই সময়কে ইক্স-পূর্বকাল বলিয়া থাকেন। ইক্স-পূর্ব জাতিগণ সভ্যতার, ভাষার ও ধর্ম্মাচরণে দক্ষিণ আমেরিকার অপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের শিল্প ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ভগ্ন মন্দির পেরু দেশের স্থানে স্থানে এখনও পড়িয়া আছে। টিটিকাকা হ্রদের তীরে টিয়া-হনাকুর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার দরজা একখানা পাথরে পাঁধা, এক একখান উচ্চে ১০ ফিট, বিস্তারে ১৩ ফিট। ইহার একখান পাথরে গড়া খাম উচ্চে প্রায় ২২ ফিট। মন্দিরের চারিদিকে খোদাই করা দেবমূর্তি, এক একটী মূর্তি লম্বে প্রায় ৩০ ফিট। টিয়া-হনাকুর ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, কোন্ সময়ে টিগা-হনাকু নাম দেওয়া হইল, তাহা আজও স্থির হয় নাই; কেহ কেহ অস্বাভাবিক করেন, ইক্সগণ টিয়া-হনাকু এই নাম দিয়া থাকিবে। এই জায়গা সাগর হইতে ১২,৩৩০ ফিট উচ্চে। এখানে বায়ু প্রবল নয়। বোধ হয় ইক্স-পূর্বগণ এখানে রাজধানী করিয়াছিল। লিমা নগর হইতে প্রায় সাড়ে বার কোশ দূরে পটাকমাক নামে একটা প্রাচীন নগর আছে, এখানকার বড় বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে জানা যায়, ইক্স-পূর্বজাতি আতিক ছিল। ‘পটাক’ পৃথিবী, ‘কমাক’ করা; অর্থাৎ পৃথিবী নির্মাণকারী পরমেশ্বর তাহাদের উপাস্ত দেবতা। পটাকমাকের মন্দিরে কোনরূপ মূর্তি নাই, এজন্য অনেকে অস্বাভাবিক করেন, তাহারা নিরাকার ও অব্যক্ত ঈশ্বরের পূজা করিত।

ইক্সদের উৎপত্তি সত্বে কিছু নিশ্চয় বলা যায় না। ইণ্ডিয়ানরা বলে, মকো নামক প্রথম ইক্স টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন, তাহার জী বঁশা ওকো সেই সঙ্গে ছিলেন।

মহা পরিচর দেন, তিনি ইন্ডিয় (মুর্খের) আদেশে অসভ্য জাতির পরিচারণার জন্ত আসিলেন। তাঁহার হাতে এক-গাছি সোণার হুড়ি ছিল। এই হুড়ি মাটিতে আঘাত করিলেই, পৃথিবী কাঁক হইত; তিনি অস্তিত্ব হইতেন। মহা তখনকার অসভ্যদিগকে চাব করিতে শিখাইলেন এবং বিত্ত্ব বর্ষ ও সমাজনীতি প্রচার করিলেন। মামা ওকো মেয়েদের শেলাই ও বোনা কাজ শিখাইলেন। তখন কুকোকো নগর স্থাপন হইল। মহা প্রথম এই হইলেন। তিনি কেবল শাসন-কর্তা এমন নহে, সকলের পিতা-স্বরূপ প্রধান পুরোহিত হইলেন। সকলে তাঁহার স্তুতিয়মে বদ্ধ হইল, অসভ্য সভ্য হইয়া উঠিল। মহা মুর্খের নিকট চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা ১০৬২ খৃষ্টাব্দে হয়। মহা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময় হইতে পেরুবাসীরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ জাতিদিগের রাজ্যের উপর হাত পড়িল।

তুপক ইঙ্ক যুগনকুই (১১শ ইঙ্ক) বহুদূর অবধি রাজ্য বিস্তার করেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চিলি রাজ্য অতিক্রম করিয়া মোল নদী পর্যন্ত পেরুরাজ্যের দক্ষিণ সীমা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হয়না কপকু আমেজন নদী পার হইয়া কুইটো রাজ্য অধিকার করেন। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদ লাভ করেন।

আমেরিকার আবিষ্কার—খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে দ্বন্দ্ব-নাভগণ মেসাতুসেন্স পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন, ১১৭০ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌স যুবরাজ মাডক পশ্চিম দিক্ ভ্রমণ করিতে যান। সাত দিনের পর তাঁহার জাহাজ ভার্জিনিয়ার উপকূলে আসিয়া পৌছে।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট শুক্রবার কলম্বু ভারতবর্ষে আসিবার জন্ত যাত্রা করেন। নানান স্থান অতিক্রম করিয়া, নানা বিপদে পড়িয়া শেষে আমেরিকার উপকূলে আসিয়া পৌছিলেন। ১১ই অক্টোবর প্রথমে তিনি আমেরিকার পদার্পণ করেন। তাঁহার প্রথম আবিষ্কার বাহামা। তিনি স্বর্ণের লোতে আমেরিকার অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়ান এবং সেই সেই স্থান আবিষ্কার করেন। তিনি স্পেন শেখ হইতে ৪ বার আমেরিকার আসেন, এই চারি বারে হিস্পানিওলা, কিউবা, জামেকা, হুয়ান্সের দক্ষিণ হইতে

ভেরাগুয়ার উপকূল পর্যন্ত মধ্য আমেরিকা এবং ওরিনকো হইতে মায়গরিটো অবধি দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমেরিকা আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে আমেরিগো ভেসপুচি ছিলেন। ভেসপুচির পোতচালন বিষয়ে সন্দেহ হইয়া কলম্বু তাঁহার নামাঙ্কসারে নতুন মহাদীপের নাম আমেরিকা রাখিলেন।

কলম্বুসের আমেরিকা আবিষ্কারের ১৫ বৎসর পরে পোন্‌ডি লিওন নামে এক ব্যক্তি ক্লোরিডা আবিষ্কার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী তিনিস্‌ নিবাসী গিয়োব্রী ক্লেবট ও তৎপুত্রকে আটলান্টিক আবিষ্কারের জন্ত নিযুক্ত করেন, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা নিউফাউন্ডলণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মাগেলন পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে আমেরিকার একটা প্রাণালীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম মাগেলন প্রাণালী হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্কটেন নামে একজন ওলন্দাজ কেপহরন্‌ আবিষ্কার করেন। ছয় বৎসর পরে লেমেরার টেটেন ও টেরাডেল্‌ ফিউগোর মধ্য দিয়া বাইবার সময় একটা হ্রদে গিয়া পড়েন, তাহার নামাঙ্কসারে ঐ হ্রদের নাম লেমেরার হ্রদ। ইহার কিছুকাল পরে মাগেলনের কতকগুলি সঙ্গী ইউরোপে ফিরিয়া যান। তাহাদের মধ্যে ভেঙ্কাজনো ছিলেন। ফরাসীরা ১ম ফ্রান্সিস্‌ তাঁহাকে ইউনাইটেড্‌ টেটেনের সীমান্ত আটলান্টিকের উপকূলের পথ আবিষ্কার করিতে পাঠান। দশ বৎসর পরে উক্ত রাজার আদেশে পুনরায় জ্যাক্স্‌ কার্টার জলভ্রমণে বাহির হন। তিনি সেন্টলরেঞ্জ নামক উপসাগর ও হ্রদ খুঁজিয়া পান। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ডেক্‌নাহেব কালিকোর্গিয়ার উত্তর ভাগ আবিষ্কার করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা সর্বপ্রথম মিসিসিপিতে অবতরণ করেন। ১৭১৯ ও ১৭৩৯ মধ্যে আলেকজান্ডার মেকিজি এখনকার বুটান কলম্বিয়ার মধ্য দিয়া মেকিজি নদীতে আসিয়া পড়েন, তথা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া ডেভিস্‌, বেফিন, লাক্সটার, হডসন্‌ প্রভৃতি ইংরাজগণ অনেক স্থান আবিষ্কার করেন। এখনও সকল স্থান আবিষ্কার হয় নাই, অজস্র স্থান চলিতেছে।

উপনিবেশ—ইউরোপীয়দের মধ্যে স্পেনবাসীগণ সর্বপ্রথমে আমেরিকার উপনিবেশ করেন। এই উপনিবেশ স্থাপন করিতে তাহাদিগকে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত মেক্সিকো ও পেরুর সময়ই প্রাধান্য। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো

* ইঙ্ক পেরুর দশ ইহার একত্ব অর্থ বুঝায়। তখনকার রাজ্যকে বুঝায়।

স্পেনের অধিকারে আসে। ১৭৬৭ খৃঃ, স্পেনের হইরা ক্রালিকানরা আগার কালিকোর্পো অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃঃ, ৪২° অক্ষান্তর পর্যন্ত স্পেনের অধিকারভূক্ত হয়। পটুগালবাসীরা উপনিবেশ স্থাপনে তত যত্নবান ছিল না, আসিয়াথণ্ডের উপরই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ১৫০০ খৃঃ, ব্রজিল অধিকার হইল, তাহার ত্রিশ বৎসর পরে পর্তুগীজেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে, পটুগালের সঙ্গে ব্রজিলও স্পেনের অধিকারভূক্ত হয়। কিছুকাল পরে ব্রাগেজার সামন্তগণ করাসীরাভের আক্রোশে পড়েন, তাহারা এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে ব্রজিল লক্ষণ আমেরিকার মধ্যে একটি প্রবল স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল।

করাসীরা সেন্টলরেন্স ও মিসিসিপির উপকূল সকল অধিকার করেন, তাহাদের উপনিবেশ স্থাপনের বড় ইচ্ছা ছিল না, ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। করাসী-অধিকার মধ্যে শাসনকর্তাই সর্বসর্গী, রাজনীতির চক্র নানা ভাবে ঘুরিতেছে। কাহারও তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে কানাডা ছাড়িয়া দেন।

ইংরাজেরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে সকল জাতি অপেক্ষা তৎপর। কিন্তু, তাহারা ই সর্বশেষে আমেরিকার আসিয়াছিলেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ফোর্ডলও ও তর্জিনিয়াতে সর্বপ্রথম ইংরাজ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে, পিউরিটানরা মেসাসেট্‌স অধিকার করেন। ১৬৩৪ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নিউ হামসায়র ও কনেকটিকটে ইংরাজেরা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও ডেলাবর ওলন্দাজদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়া ইংরাজের অধিকারে আসিল।

আমেরিকার ইংরাজগণ সকলেই স্বাধীনতা-প্রিয়। তাহারা ইংলণ্ডের অধিকারে থাকিতে চাহিল না। এখন ইউনাইটেড স্টেটসের ইংরাজেরা সর্বপ্রকারে স্বাধীন, তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসনে নাই।

উদ্ভিদ ও জন্তু,—আমেরিকার উদ্ভিদ ও মৎস্যাদি পুরাতন মহাবীপ হইতে ভিন্ন। এখানে নানা জাতীয় বৃক্ষ জন্মে, তন্মধ্যে দেবদারু, ওক্, উইলো প্রভৃতি গাছই অধিক। চূড়ান্ত জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে, এই গাছ হিমালয় পার্বত্যভূমিতে দেখা যায়। ধান, বট, রাই, গম প্রভৃতি শস্য

জন্মে। এখানে জনার অধিক পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে শগ ও তিসি হয়। ৩৯° অক্ষান্তর মধ্যে তামাকের চাষ বেশী। ৩৭° অক্ষান্তরে তুলা জন্মে। নীলের চাষও হয়, বঙ্গদেশের মত অধিক জন্মে না। এখানে কলা গাছ অধিক বড় হয়, এখানকার লোকেরা কলা খাইতে ভালবাসে। আলু প্রচুর জন্মিয়া থাকে। মানিওক নামে এক প্রকার লতা আছে, তাহার শিকড় শুকাইয়া শুড়া করিলে মরমার মত হয়, আমেরিকানরা তাহার রুচী করিয়া খায়। চিলি দেশে আরাউকো জন্মে। স্থানে স্থানে এক জাতীয় নারিকেল, ইন্দু, বাদাম ও মুগা পাওয়া যায়।

এখন ইউরোপীয় শস্য জাতির উৎসাহে আমেরিকার নানা জাতীয় ফল ফুলের গাছ জন্মাইতেছে।

জন্তু নানাপ্রকার। তন্মধ্যে হরিণ, মহিষ (বাইগন), মেঘ, বিবর, ধরগোশ, কাঠবিড়াল, ছঁচা, ইন্দুর, বাঘড়, শজার, ভালুক, খেঁকশিয়াল প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার মাংসাশী জন্তু বড় ভয়ানক, নেকড়ে বাঘ ও জাগুয়ার নামক বাঘই অধিক। এখানকার হাতি, গজার, সিঙ্কোটক পুরাতন মহাবীপের মত। চিলি ও পেরুদেশে লামা ও আল্পাকা পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার অপোজম দেখা যায়।

আমেরিকার উষ্ণ প্রধান দেশে বানর থাকে, তাহারা অনেকটা আসিয়ার বানরের মত।

এখানে বড় বড় বাজপাখী ইগল, চিল, পেচা, দাঁড়-কাক, কাক, চাতক, বাঁশপাতা, চড়াই, নানা জাতীয় পায়রা প্রভৃতি খেচর পক্ষী আছে। হাঁস, রাজহাঁস, পাতি হাঁস প্রভৃতি জলচর পক্ষী পাওয়া যায়। আমেরিকার টুকন পক্ষী প্রসিদ্ধ।

এখানকার সাপের বিধ অধিক, উহা নানা জাতীয়। কচ্ছপ অনেক প্রকার।

নদীতে ছোট হইতে বড় বড় নানা প্রকার মাছ বেড়ায়। নিউফোর্ডলণ্ডের ধারে তিসি মাছ ধরা হইয়া থাকে।

মৌমাছিতে বড় বড় চাকু নীধে, তাহাতে প্রচুর মধু হইয়া থাকে। এখানে নানা জাতীয় পিপীলিকা, তন্মধ্যে 'সাদা পিপড়া'ই অধিক।

আমোক্ষণ (ক্লী) আ-মোক্‌ ভাবে লুট্‌। (পা ৩।৩। ১১৫।) ধারণ। পরিধান। (কেয়ুরামোক্ষণত চ। রামা ২।২৩।৩৯।৩। 'অজ্ঞদধারণত' ইতি ভট্টীকার রামায়ণ।)

আমোচন (ক্লী) আ-মুচ-লুট্‌ (পা ৪।১।১১৫।) পরিধান। সংযোগ।

আমোদ (পুং) আ-মু-বঞ। ১ আমোদ। আহ্লাদ। প্রীতি।
(‘আমোদবুৎপ্রীত্যাংমোদঃ। হেম ২।২৩০।) ২ পক্ষ।
(‘আমোদো গন্ধহর্বমোঃ। মেদিনী।)

আমোদন (ক্লী) আ-মু-লুট্। আমোদকরণ। প্রহর্ষজনন।
আমোদা। কৈমুর গিরিশিখরহ একটা গ্রাম। বাহরিনন্দনের
লাড়ে তিন কোশ দক্ষিণ পূর্বে। এখানে গোণ্ডিগের রাজবাড়ি।
এখানে স্বামী মরিলে পরী তাহার সহগামী হইয়া থাকে। সতীর
বড় আদর, তাহারে স্মরণার্থ সতী-স্তম্ভ স্থাপিত হয়।
১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গোণ্ডরাজ প্রেমনারায়ণের রাজত্বকালে একজন
সহমৃত্যু হইয়াছিল, তাহার স্মরণস্তম্ভে তাহার পরিচয় সমস্ত
খোদা আছে। [Cun, Arch, Reports IX. 39]

আমোদিন্ (ত্রি) আমোদ-ইনি। হর্ষযুক্ত। গন্ধযুক্ত।
(পুং) সুগন্ধি। (আমোদী সুখবাসনঃ, ইষ্টগন্ধঃ সুগন্ধিত।
হেম ৬।২৭।)

আমোষ (পুং) আ-মু-ভাবে বঞ। অপহরণ। (“যথা
বিভাদ্যামোষমভীষাদেবমেব যোহস্য স্বর্গে লোকো জিতো
ভবতি” শতপথব্রা ১২।৫।২।৮।)

আম্রাত (ত্রি) আ-ম্রা-ক্ত। সুন্দর অভ্যাস। সমাগমীভ
বেদাদি। কথিত। (ক্লী) আ-ম্রা-ভাবে ক্ত। সমাগত্যাস।
(“যাজ্ঞিকৈর্ষথাসম্রাততম্” অথর্ক-প্রাতিশাখ্য ৪।১০৩।)
আম্রাতিন্ (ত্রি) আম্রাতমনেন (ইষ্টাদিত্যাস। পা। ৫।
২।৮৮) ইতি ইনি। কৃতবেদাত্যাস। যিনি বেদ অভ্যাস
করিয়াছেন।

আম্রান (ক্লী) আ-ম্রা-লুট্। বেদাদি পাঠ। বেদাদির অভ্যাস।
(“শতোদনাত্য্য কশ্ব কৃষা সাধয়েদিতি যাজ্ঞিকামানম্”। ১।
‘আম্রানম্ পঠনম্।’ অথর্ক-প্রা-ভাষ্যে ৪।১০১।)

আম্রান্ (পুং) আম্রাত্যে সমাগত্যস্ততে আম্রা কর্ণপি বঞ।
বেদ। ঋতি। (ঋতিরঙ্গী বেদ আম্রান্ভরী। অমর ১।৬।৭।
আম্রান্ভ ক্রিয়াত্বাদানার্থক্যমতদর্থানাং। জৈং হুং।)
(আম্রায়ে ঋতি তন্ত্রেচ লোকাচারে চ স্মৃতিভিঃ। ইত্যাদি।
রঘুনন্দনভট্টভট্টপুরাণ। ১। আগম প্রধান তর্কশাস্ত্র।
ইতি মহুভাষ্যে মেধাতিথি ৮।৮০।) ভাবে বঞ।
৩ সমাগত্যাস। সমাক্ পাঠ। ৪ সন্দ্রায়ঃ। (অথায়ঃ সন্দ্রায়ঃ,
অমর ৩।২।৭।) ৫ উপদেশ। (আম্রায়ে নিগমেহপি চ
উপদেশে। মেদিনী।) ৬ কুল। ৭ কুলক্রম। ৮ শিক্ষাদান।
৯ তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রে মহাদেব স্রগং বলিয়াছেন—

“মম পঞ্চমুখেন্দ্র্য পঞ্চায়ানি বিনির্গতাঃ।

পূর্বেচ পশ্চিমৈশ্চ দক্ষিণৈশ্চোত্তরৈশ্চ।

উর্দ্ধারান্চ পর্বেতে যোক্তব্যার্থাঃ প্রকীৰ্তিতাঃ ॥”

আম্র (পুং) ধান্যবিশেষ। (“সত্যারামায় চক্রে বরুণায়
ধর্মপতয়ে।” তৈত্তিরীয় সং ১।৮।১০।১।১।) ‘আম্রাঃ
ধান্যবিশেষাঃ।’ সায়ন।) মাক্রাজে সাব, নাগপুরে আম্র
(মোহর), বাদালায় আম্র ধান বলে। এই ধান শীতকালে
জন্মে। কুবকেরা বৈশাখ মাসে ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া মাটি
মরম করিয়া রাখে। বর্ষা আসিলে আম্রের বীজ বপন
করে। ঐ ক্ষেত তিনবার করিয়া চাব দেয়। ভাল আম্রের
বীজের শিব একটু বড় হইলে উহা অপর ক্ষেতে লইয়া ব’নে।
বুনিবার আগে অপর ক্ষেতটি জলে পূর্ণ হয়, সেই সময়
কুবকেরা পুনঃ পুনঃ মাটিতে লাঙ্গল দিতে থাকে। এই সময়
ক্ষেত কাঁদার বজ্রবজ্র হয়। তখন শিব উঠা ধান লইয়া
এক হাত দেড় হাত অন্তর বসাইয়া দেয়। বেশী নামাল
জমিতে বুনিলে বর্ষার জলে অনেক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।
আম্র ধান বাদালায় প্রচুর জন্মে, ইহা বজ্রবাসীর জীবন ব্রহ্মণ।

আম্র ধানের এই কয়েক প্রকার সংস্কৃত পর্যায়—শালি,
মধুর, রুচা, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ, নৃপপ্রিয়, ধান্যোত্তম, কৈদার,
সুসুমারক, রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাস্ত, সুগন্ধক,
কর্দমক, মহাশালি, দ্ব্যক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিব-মস্তক,
দীর্ঘশুক, কাকনক, হারন, লোহপুষ্পক, কলামক, পুণ্ড,
লোহিত, গরুড়, শকুনীহত, সুগন্ধিক, পূর্ণচন্দ্র, প্রমাদক,
শীতভীক, কাকন, পাণ্ডুগৌর, শারিবা, রোহপুষ্প, দীর্ঘলাভ,
মহাদ্ব্যক।

[রাজনির্ঘণ্ট, ভাবপ্রকাশ ও মদনবিনোদনির্ঘণ্ট]

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এই ধানের গুণ—মধুর, নিষ্ক, বল-
কারক, মলের কাঠিঙ ও অন্নভ-কারক, কষার, লঘুপাকী,
কটিকর, কঠ-স্রপরিহারক, শুক্র ও পুষ্টিকর, অন্নবায়ু ও
কক্কর, শীত, পিত্তনাশক ও মূত্রকর।

ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া দিবার পর চারা গজার। এই
চারা নাড়িয়া না পুঁতিলে যে ধান হয় সে ধানের গুণ অন্ন,
কিন্তু যদি ঐ চারা তুলিয়া অপর স্থানে বুনা যায়, আর
তাহাতে যে ফসল হয় তাহা নূতন অবস্থার শুক্রবর্ধক
এবং পুরাতন হইলে পরিপাক লঘু ও উপকারী।
বৈদ্যশাস্ত্র মতে, উহা মধুর, কষার, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকারক,
পিত্তনাশক, কক্কর, শুক্র ও ঠাণ্ডা। ইহাতে অধিক মল
জন্মিতে পারে না। যে ক্ষেত চাব দেওয়া হয় নাই,
তাহাতে ধান জন্মিলে, তাহার গুণ—অন্ন তিক্ত, মধুর,
কষার, পিত্ত ও কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্ধক।

চবা ক্ষেতের আম্র ধান বলকর, মেধাজনক, শুক্র,
কক্ক ও শুক্রবর্ধক, কষার; ইহাতে মলের অন্নভা,

স্বাস্থ্য ও শিল্প নষ্ট করে। কেত পুড়িয়া গেলে যে আমন হয়, তাহা কবার, লবু, কক, মল ও মূত্রকর; ককনাশক।

রক্তশালিকে এ দেশে দ্বাদ্বানি ও মগধে দ্বাউদ্বানি বলে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—বলকর, জিদোব-নাশক, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, মূত্র, শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। ইহাতে বর্ণ ও অর পরিষ্কার করে; পিপাসা, জ্বর, বিষ, ত্রণ, শ্বাস কাস ও দাহ দূর হয়। [মদনবিনোদ-নিষত্বে ১০। ৭-৯ শ্লোঃ।]

এখন আমন ধান পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই জন্মায়। ভারতবর্ষ হাড়া আপান, চীন, সিংহল, ভারতমহাসাগরের দীপসমূহ, ব্রহ্ম, ভাম, লোহিতসাগরের তীরস্থ স্থান, ইজিপ্ট, মাদাগাস্কার, আফ্রিকার পূর্ব দেশসকল, ইউরোপের দক্ষিণ, আমেরিকার ব্রজিল, উরুগুয়া, পারাগুয় প্রভৃতি স্থানে আমনের চাষ হয়।

নেপালের আমন ঠিক বঙ্গদেশের মতন নয়, আকারে কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

আমেরিকায় এখন উৎকৃষ্ট আমন জন্মাইতেছে। সকল স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে অধিক আমন জন্মায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমেরিকা হইতে ধান আনায়া মাস্ত্রাজ প্রদেশের স্থানে স্থানে চাষ করাইতেছেন। হিমালয় প্রদেশের আমন এখন অমোধ্য ও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে চাষ হইতেছে।

আমন ধান নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় এই গুলি প্রধান—পেশোরারী, দাধবানি, আকুল্যা, করিমশাল, সুলল-শাল, চৈৎমলিক, গোরোমণি, কালাদেমা, কুমড়াভোগ, মাটিচাউল, খেজরচুরি, ধলসার, বরার বাট, ছধে বাঁটা, ভাজা, কামিনী, হোগলা, মরিচশাল, গন্ধমালতী, গন্ধবেণা, রাণীশাল, রামশাল, টিপুলামশাল, মেঘী, নোলতা, তালমউর, গোপালভোগ, বনমুর, মহীপাল, পিপড়াশাল, কার্তিকরাজী, রাশমতী, বেণাকুল, পরমায়শালি, রাধনীপাগল, চন্দ্রহার, সীতাহার, রাজভোগ, হীরা, কালাদী, জুরিয়া, কালাপানি, বনবাঁটা, বোলদার, লাদাবোলদার, আমনলতা, পাভারশি, মোরো, ঝিকলা, পুদী, কালাকুল, লালকলসী, মুক্তাহার, ধোলা, বীরপালা, উত্তরমেঘী, দরমেঘী, পেনেচী, লোকমারা, লোহী, বেকি বাজাল, কামিনীসর, কামিনী বাজাল, চেনা-কানাই, গন্ধতুলসী, লতামুগ, হুগীভোগ, পোলদার, হেলেকা, বৈকি, চাপা, হেলগড়, কীরকোণ, তালমুগুর, হুমান জটা, হাতিকানী, গড়িমরি, বাঁটলাজর, কোম, নোনা, কটকসর, পাণিতরাস, নাল কলমা, লক্ষ্মীবিলাস, লক্ষ্মীগরা, বালিদার, লক্ষ্মকর, সীতলজীরা, লক্ষনচী, লতামন, লক্ষ্মী, কাঁটারাজী,

চিনাখানি, সিলেট, কাঁজলা, ভাওয়ারমণি, বালাম, পাটনাই, বাঁশফুলি, খাসকন্দ, ধুনাখোরা, জগদাভোগ, কুম্ভশাল, রাধাভোগ, গজাপাল, রামগোর, খেজরকাঁদি, দানাগোর, মধুমাধব, চিনিশকর, খুদিখাস, বোখা, বাসি, বনকিন, পর্কতগিরি, চামরমণি, রোয়া কালা, আছনি, সীতা, বাঁকতুলসী, চন্দ্রচৈত্রী, রায়গজ বালাম, কমলভোগ, নিকড়াশাল, খিকুখালি, বাকুই, হুরি, ঠিকদেখী, পারাজী, আম্তানি, মাণিক কলমা, সুখদাস, কাছুই, মালকাছুই, কাবু, কার্তিকজাল, কালাজহরা, কালীজীরা, কেন্দ্রা, কেতক, কেশমুক্ত, কেওফুল, কুস্তিরা গৈর, কুঞ্চি, খাউনপাট, খাটকোমরা, কুচিনারি, খোয়েমুখী, গজাজলী, গর্ভা, গোরোমী, ঘরভাঙ্গা, বিভোজ, চাপরাশ, চেনাগাই, ছত্রভোগ, ছত্রমালা, ছোটমুলী, ছোট মস্তেণ, জামুরা, ঝিকশাল, কালীকলমা, ছধকলম, ছধলুচি, নাগকোষ, নাগভোগ, নারিকেল-জিরা, নীলকানাই, নেংপাশা, পাখীরাঙ্গ, পাকুড়কানি, পাতিরাঙ্গ, পারিজাত, ফুলকুমারী, বীদরজাতা, বাঁশপাতি, নীলকানন, বেগুনক্ষীর, বেতি, বানরী, বৃন্দী, ভায়া, ভাগলস্বর, ভোল-কুনাউর, মোঘে সীতাভোগ, মোঘে মুনর, মস্তেশ্বর, মালতী, মুনর চিকন, মেনি, রতন, রজেরগুরা, রাজপাল, রাজভোগ, রাজশাল, রসেন্দা, রুচি, রূপেশ্বর, লক্ষ্মা, লতামুনর, লক্ষী-কাজল, লাম, লালমাণিক, লোচুরা, লেচরা, গুম্ভাজলতা, শ্রামমুনর, স্বর্ণলতা, শগমুক্তা, সীতাভোগ, হিজলী, হিজুটি, লক্ষ্মীদিয়া, হগলী, হলদী, আচড়া, কলমবিব, কলুভোগ, খোলপাত, খাটখেমুরা, কল্লি, খইয়ান, গঙ্গুগালি, গন্ধকস্তুর, গুয়ারেখা, গুয়াচুরি, চাউভোগ, ছোটো মস্তেশ্বর, ডিকামাণিক নাগভোগ, নেংপাশা, পশমীরাজ, বলেশ্বর, বাহরী, বুড়া-মস্তেশ্বর, বেগুনবীচি, বোরি, মঙল, রাজদা, রাজমোহন, সুললতা, লক্ষ্মী খোরা, লক্ষ্মাকানি, হুদিকোট, হিংলি, কাম্মীরিজলী, পানিপৎ, তিলকাকুর, মোনা, কীরশাপুৎ, হরিলক্ষ, ফুলগুজিরা, কালীমুগী, শঙ্করমুগী, বজা মুগী, পাখরা মুগী, পক্ষীরাজ, লহাডাগা, মতিচুর, ধুমান, শূলপানি, বেউর কলি, ডালকুচ, কৈ জোর, ভামুরাশ, জগদল, পানিশাল, সুধ্যমণি, কংসহার, হলিদা জোন, বিলাত কলম, বংশী, গজলগরিয়া, পক্ষী, উজামারি, নাগহুম, পাণিরা মাগুরা, কাঠ-ডোল, হর্ষামগুরি, রাজমোর, কৈজাকোর, গম্ভা, ধল গোড়িয়া, দোবরশাল, মুক্তসার, সুখবহু, তুলসী গুজিরা, জমির মাল, দোবরী চাঙ্গা, রজবোকা, বনগজাতীর কাছি, জতা, দিরংচী, জেগুয়া, বনমতি, মতিরা, ঝিকলী, সোনালী, আঁকরী, কিসমলি, আখর মোহোর, রামকোল, চিনিকপুর,

মধুমাগজী, বৈশ্বনবিবি, মুনিপালক, বান্‌শাভোগ, দেওয়ান ভোগ, ব্রাহ্মণাণী, বনুলা, বেনিভোগ, চন্দনশাল, আকল-রানী আমনকালো, কালজিরা।

আম্‌হ (দেশজ, — প্রাকৃত অম্‌হ) ১ আম্‌হ। আঁব। আম্‌হ গাছ ও তাহার ফলকে বুঝায়।

২ সম্প্রদায় বিশেষ। ছোট নাগপুরের আঁহী, কোঁরা, কিশন ও মুণ্ডা সম্প্রদায়কে “আম্‌হ” বলা হইয়া থাকে।

আম্‌হতা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাহারগপুর প্রদেশস্থ একটা নগর। পূর্বে মোগলসৈন্তের আড্ডা ছিল। এখানে শাহ-আবুল মাস্লির জন্মের সমাধি-মন্দির আছে। এখানকার পীরজাদারা নিকর জমি ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে বড় বড় ইটের বাড়ী আছে। এই নগর অক্ষাংশ ২৯° ৫১' ১৫" উঃ, ও দৈর্ঘ্য ৭৭° ২২' ৩৫" পূঃ মধ্যে।

আম্‌হরীষপুত্রক (পুং) অম্‌হরীষপুত্র-চতুর্থ্যাৎ (গোত্রোক্ত ইত্যাদি। পা। ৪। ২। ৩৯।) ইতি বুঞ। অম্‌হরীষের পুত্র। আম্‌হরী তামাক। (অম্‌হরী তামাক।) তামাকের সঙ্গে অপর গন্ধ দ্রব্যাদি মিশাইলে আম্‌হরীতামাক হয়। বঙ্গদেশে শুড় মিশাইয়া কাটা তামাক কোন পাত্র মধ্যে পুরিয়া মাটির ভিতর পুতিয়া রাখে। বহুদিন পরে তাহা তুলিয়া লইলে ভাল আম্‌হরীতামাক হয়। তাহা কলিকায় সাজিয়া ধাইতে হয়।

আম্‌হল (দেশজ, অম্‌হশব্দের অপভ্রংশ।) টক্‌।

আম্‌হষ্ঠ (পুং) অম্‌হষ্ঠাপত্যঃ (শিবাভিভোক্তাৎ। পা। ৪। ১। ১২।) ইতি অণ্‌। অম্‌হষ্ঠের পুত্র বা কথ্যরূপ অপত্য।

আম্‌হলুদ। (আম্‌হলুদি। আম্‌হলুদী। আম্‌হলুদ।) এক প্রকার গাছ (Curcuma Zedoaria)। এই গাছ চট্টগ্রাম, বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চল, কোচীন, কাজীরা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে কচুর বলা হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটা পর্যায়—কর্জুর, জ্রাবিড়, কর্শ্য, জলভ, গন্ধমূলক বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটাল, করক, শটী।

বাঙ্গালা দেশে দোলযাত্রার সময় যে আঁবীর এত ছড়াছড়ি হয়, তাহা এই গাছের মূলকাণ্ড হইতে হইয়া থাকে। প্রথমে ইহার মোটা মূলকাণ্ড লইয়া শুকাইতে হয়, ভালরূপ শুকাইলে মিহি করিয়া গুঁড়া করিবে। পরে কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, যখন দেখিবে যে জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় শুকাইতে দিবে। শুকাইলে বকম কাঠের কাথ মিশাইবে। তৎপরে ইহার বর্ণ রান্ধা হইবে। ইহার আঁবীর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আঁবীদের মত হয়।

[আঁবীর দেখ।]

বোম্বাই বাজারে ইহার মূল আম্‌হলুদি নামে বিক্রয় হয়।

মূলের গুণ—জ্বগন্ধ, তেজস্কর ও বায়ুনাশক। হঠাৎ আম্‌হাত লাগিলে কিছা অধিক পরিশ্রমে শরীরের কোন গ্রন্থি ফুলিলে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। দেশীয় কোন কোন চিকিৎসক পাকস্থলীর গোলমাল ঘটিলে, কখন কখন ব্যবহার করেন।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, জ্বগন্ধি, কটুপাক, দীপক, রুচিকর, কুষ্ঠ, অর্শ, ত্রণ, বাস, কাস, ক্রিমি, গুণ্ডা, বায়ু ও কফনাশক, [মদনবিনোদনিবন্ধটু ৩। ৫৭।] কেহ বলেন, ইহা গলগণ্ডের পক্ষে উপকারী। মুখ খারাপ হইলে কেহ কেহ ইহার মূলকাণ্ড চিবাইয়া থাকেন। দেশীয় জ্বগন্ধির মধ্যে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়।

ঐনসি প্রভৃতি কয়েকজন ডাক্তার এই গাছের অপর নাম নির্দিষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রের মতে নির্দিষ্টা স্বতন্ত্র জাতীয়। নির্দিষ্টার সঙ্গে এই গাছের কোন সংশ্রব নাই। [নির্দিষ্টা দেখ।]

আম্‌হাৎ। (আমাৎ, আমাধু, আমাঠ)। বেহারপ্রদেশের এক জাতীয় চাষী। আমাৎ জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ঘরবাহী ও বাহীওৎ। ঘরবাহীরা অনেক দিনের প্রাচীন, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ডি (শ্রেণী) আছে,—লম্বাবার, নরহন, পটেওয়ার, পরবওয়ার, ইত্যাদি। বাহীওতের ভিতর খবাস, ঘোবিহার, সাখার ইত্যাদি উপাধি চলিত আছে। পাটনা, দ্বিহত, ঘরবজ, মজফরপুর, সারন, চম্পারণ, মুজের, ভাগলপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে আমাৎ দেখা যায়। তাহারা প্রায় বড় লোকের চাকর।

আমাতের মধ্যে বালাবিবাহের প্রথা আছে। ইহারা শৈশব অবস্থায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে মানী মনে করে। বাহাদের পরস্পর বেশী অনাটন, তাহাদের পুত্র কন্যা কেবল পড়িয়া থাকে। বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত আছে। জীলোকের স্বামী মরিলে পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর ছাড়া, অপর দেবরের সঙ্গে পুনর্বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে সতীর বড় আদর। ইহারা প্রায় সকলেই শাক্ত। কালীর নিকট পাঠা বলি দেয়। ইহাদের পাঁচটা উপাঙ্গ দেবতা, ভবানী, গৌরাইয়া, সোণা, বান্ধী ও পেকুরাম। ভবানী দেবীকে পান, জুপারী, পরমায় ও কলা দিয়া পূজা করে। গৌরাইয়ার কাছে শূকরের ছানা বলি হয়। তাহারা পিঠা দিয়া সোণার পূজা দেয়। বান্ধীর

পূজা নিষ্ঠার দ্বারা সম্পন্ন হয়। পেরুমায় আমাং জাতির সর্ব প্রাচীন দেবতা, বহু দিন হইতে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে। আশ্বিন মাসে আমাতেরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আম্বাদ। (অম্বাদ)। হারদরাবাদের অন্তর্গত একটি তালুক। পরিমাণ ৮৬০ বর্গমাইল। এই তালুকে ২৪১টি গ্রাম আছে। মার্বাট্রাগণ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিলে আম্বাদ প্রদেশ ব্রীটিশ অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে নিজামের রাজ্যভুক্ত হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, আম্বাদ একটি স্বতন্ত্র জেলা হয়, ইহার অন্তর্গত এই কয়েকটি তালুক—পথরী, পুরতানী, জলনাপুর, নরসি, পৈতন ও আম্বাদ। চারি বৎসর পরে অনেক পরিবর্তন ঘটিল। আরম্ভাবাদে জেলার প্রধান কাছারী উঠিয়া যায়, আম্বাদ তাহার তালুক হইল। ইহার প্রধান নগর আম্বাদ। এখানে কৃষকদের বাসই অধিক।

আম্বাদ।। (আম্বাদ। আমাদ।) এক প্রকার গাছ। (Curcuma Amada)। বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষের পাহাড় জন্মে। বর্ষার মাকামাঝি এই গাছে ফুল হয়। এই গাছের মূলে হলুদের চেয়ে মোটা মোটা কাণ্ড হয়। উহার গন্ধ কচি আমের মত, এই জন্য আমরা আমাদা বলি। হলুদের মত অম্মায় বলিয়া হিন্দুস্থানীরা আম্‌হল্দী বলিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটি পর্যায়—কপূর-হরিজ্ঞা, দাক্ষী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভী-দারু, দারু, কপূরা, পদ্মগন্ধা, সুরভী, সুরনায়িকা, আম্রগন্ধি, হরিজ্ঞা। বৈদ্য-শাস্ত্রের মতে আমাদার গুণ—মধুর, তিক্ত ও পিত্তনাশক। ইহা বড় ঠাণ্ডা। ইহাতে সকল প্রকার চুলকনা নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)। পেট গরম হইলে ডাক্তারেরা বিশ গ্রেণ হইতে দুই ড্রাম পর্যন্ত আমাদার রস ব্যবহার করেন। স্পিরিট ও ভিনেগার খেতলালার সঙ্গে আমাদার রস মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাতাদি ভাল হয়।

বাঙ্গালার আমাদার আখল ও চাটনি খাইয়া থাকে।

আম্বোল। পেশোয়ার প্রদেশের উত্তর পূর্বে একটি গিরিপথ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ওহাবী মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়।

আম্বিকের (পুং) অধিকারী অপত্য (উদ্ভাসিত্য)। পা। ৪। ১। ১২৩) ইতি চক্। বৃত্তরাষ্ট্র। অকালে বিচিত্র-বীর্ষের হত্যা হইলে লতাবতীর আদেশে ব্যালম্বের অধিকার পক্ষে বৃত্তরাষ্ট্রের উৎপাদন করেন। [এই ব্যাপার মহা-

ভারতের আম্বিকের ১০৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত আছে।] অধিকারী চুর্গারী অপত্য। ২ কান্তিকের।

৩ পর্তবিশেষ। শাকবীষের মধ্যে। এই পর্ততে হিরণ্যাক বধ হয়। ইহার বর্ষের নাম মৈনাক। (মৎস পুং ১২৯ অং—১৬,২৫ শ্লোঃ।)

আম্বসিক (পুং) অস্ত্রা বর্ততে ঠক্। মৎস।

আম্বি (ত্রি) অস্ত্রো জাতাদি (বাহুব্রীত্য)। ৪। ১। ১৭। ইতি ইঞ্‌ মনোপশ্চ।) জলজাতাদি। বাহা জলে জন্মে।

আম্ব (পুং) অম-গত্যাদিষু (অমিতসোদীর্ঘশ্চ। উণ্। ২। ১৬। ইতি রন্‌ দীর্ঘশ্চ।) স্নানামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চূত। আম্ব। (আম্বশ্চূতোরসালোহসৌ। অমর।) (স্ত্রী) অম্বত ফলং অণ্। (ফলে লুক্। পা। ৪। ৩। ১৬৩ ইতি অণো লুক্।) আম্বকল।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে কচি আম্বের (বোল) গুণ বায়ু, রক্ত ও পিত্তকারী, কষায়, অন্ন, স্নগন্ধি। ইহাতে কফ ও আমাশয় নষ্ট হয়। আধ পাকা আধ কাঁচা আমের গুণ পিত্তকারী। পাকা আমে বর্ণ, রুচি, মাংস, গুক্র ও বল হয়। পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করে; ইহা আম্ব, তৃষ্ণিকর, অধিক খাড়কর, হৃদয়, শুক, তৃষ্ণি ও কান্তিজনক, তৃষ্ণা ও শ্রম দূরকারী। মধু দিয়া আম্ব খাইলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা, বাত ও শ্লেষ্মা নিবারণ হয়। আমের পাতা রুচিকারী, কফ ও পিত্তনাশক। মূল রুচি ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। আমের খোসা কষায়, অন্ন, ভেদক, কফ ও বাতনাশক। চোবা আমের গুণ বড় রুচিকর, বলবীর্ষকারী, লঘু, শীতল, সারক, বাতপিত্তনাশক। ইহা শীঘ্র পরিপাক হয়।

হেঁকা আমের গুণ—গুরু, রুচিকর, হৃদয়, তৃষ্ণিজনক, কফ-কর, বাতপিত্ত নষ্টকারী। খণ্ড আমের গুণ—গুরু, পুষ্টিকর, রোচক, মধুর, বলকারী, শীঘ্র পাক হয় না।

আমের কসি কষায়, অন্ন, ভেদক, কফবাতনাশক। অধিক আম খাইলে মল্লানি, রক্তাময়, চক্ষুরোগ ও বিষমজ্বর হয়।

[অম্ব শব্দে অন্য বিবরণ দেখ।]

আম্রগন্ধক (পুং) আম্রজৈব গন্ধো যন্ত বহুব্রী। ইতি কপ্। ১ সমষ্টিল বৃক্ষ। শাকবিশেষ। ২ আমাদা।

আম্রগন্ধা, } (স্ত্রী) মূলকণ্ড প্রসিক্ত বৃক্ষবিশেষ।
আম্রগন্ধি, } আমাদা। আমাদা।

আম্রগুণ্ড (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবিশেষ।

আম্রতৈল। আম্রতৈল। কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আন্ত চিরিয়া লক্ষা বাটা, সরিষার শুক্লা এবং লবণাদি মলম পুরিয়া সরিষার তৈলে কেলিয়া রাখিবে। এই তৈল বাকে

মাকে যৌজে দিবে। কিছু দিন পরে আমগুলি লবণ সংযোগে তৈল মধ্যে পরিপাক হইবে। পরিপাক হইলে আমতৈল প্রস্তুত হয়। আমতৈল বড় উপদেশ ও মুখ-রুচিকর।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে আমতৈলের গুণ—মধুর, অন্ন পিত্তকর, কফ ও বাতহর, রুক্ষ, স্নিগ্ধ ও উপকারী। [মননবিনোদ নিবন্ধ ৮।৪৮।]

আম্রপালী। একজন বৌদ্ধরমণী। বুদ্ধদেব বধন বৈশালীতে ছিলেন, ইনি তাঁহার বিব্রামের জন্য একটি বাগান উপহার দেন। আম্রপালী বুদ্ধের অরণ্যার্থ একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ফা-হিয়ান ও হিরোন সিরাং তাহার ধর্মশাবল্য দেখিয়া বান। [Hardy's Manual of Buddhism গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী দেখ।]

আম্রপেশী (ত্রি) আম্রস্ত পেশী। শুক আম্রকোষ। আম্রশী। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আম্রশীর গুণ—অন্ন, কষায়, উষ্ণ, ভেদক, কফ ও বাতনাশক।

আম্রময় (ত্রি) আম্রস্ত বিকারঃ অবয়বো বা বুদ্ধিযাং ময়ট্। আম্রবিকার। আম্রময়। আম্রের অবয়ব [আম্রাতক দেখ।]

আম্রসাকৃতি (স্ত্রী) আম্রস্তেবাকৃতিঃ স্বাদো যন্ত বহত্ৰী। পীতাত্ম রসালাবিশেষ।

আম্রবন (স্ত্রী) আম্রস্ত বনং ৬তং। (প্রনিরন্তঃশরেক্ষ-প্রকাশকার্যাদিরপীযুক্তাভ্যাসংজ্ঞারামপি। পা। ৮।৪।৫। ইতি নিত্যং গৎ।) আম্রবৃক্ষসমূহাত্মক বন। আম-গাছের বন।

আম্রাত (পুং) আম্রং আম্রসং অততি আম্র অত-পচাদ্যচ্। আম্রাৎ বৃক্ষ। (স্ত্রী) আম্রাতস্ত ফলং অণ্। (ফলে লুক্ পা। ৪।৩।১৬৩। ইতি লুক্।) আম্রাৎ ফল।

আম্রাতক (পুং) আম্রইব অততি আম্র অত গুল্। আম্রাৎ বৃক্ষ। (অথ যৌ পীতনকপীতনৌ, আম্রাতকে। অমর ২।৪।২৭।) আম্রাতকস্ত ফলং অণ্ (ফলে লুক্। পা। ৪।৩।১৬৩।) আম্রাৎ ফল। [আম্রাৎ দেখ।] আম্রাৎ তৎফলরসেন তকতে প্রকাশতে তত্রসং মহতে বা আম্র আ-তক-পচাদ্যচ্। আম্রময়।

“আম্রস্ত সহকারত্ব কটে বিস্তারিতো রসঃ।

বর্ণ ও রসে মুহুর্দন্ত আম্রাতক ইতি শ্রুতঃ।” ভাবপ্রকাশ।

সদগন্ধবৃক্ষ আম্রের রস বারবার হেঁকিয়া দরবার বা পাতে দিয়া যৌজে শুকাইলে আম্রাতক হয়। [আম্রময় দেখ।]

আম্রাতকেশ্বর (পুং) আম্রাতকইব-ঈশ্বরলিঙ্গরজ। শাকং বহত্ৰী। তীর্থস্থানবিশেষ। নন্দদার উত্তরকূলে।

এখানে মহাদেবের লিঙ্গ আছে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র পোষানের ফল হয়। (মৎস্য-পু ১৭০ অঃ ৫ শ্লোকঃ।)

আম্রাবতী (স্ত্রী) আম্র আম্রসোহন্ত্যাত্ম্যং মতুপ মন্য বঃ (শরাদীনাক। পা। ৬।৩।১২০। ইতি দীর্ঘঃ) নদী বিশেষ। আম্রাবতী নদীর জলের আবাদ প্রায় আম্রের রসের জায়, তজ্জন্ত ঐ নদীর নাম আম্রাবতী হইরাছে।

আম্রাবর্ত (পুং) আম্র আম্র বৃক্ষ ইব আম্রস্ত গাংবর্ত্তে আম্র আ-বৃত-পচাদ্যচ্। আম্রাতক বৃক্ষ। আম্রাৎ গাছ।

(স্ত্রী) আম্রাৎ ফল। [ফলে লুক্কের হ্রস্ব আম্রাতক শব্দে দেখ।] আম্রাৎ আম্রসেন আবর্ত্ত্যতে নিশ্চাদ্যতে। আম্র আ-বৃত-গিচ্ কৰ্ম্মণি স্বঞ্। আম্রময়।

আম্রাবর্ত্তভূত্বাচ্ছর্দিবাপিত্তহরঃ সরঃ।

রুচ্য সূর্য্যাস্তভিঃ পাকাত্ লঘুশ্চ পরিকীর্ণিতঃ ॥ ভাং প্রং। চক্ষুর সরের আকার আম্রাবর্ত্ত তৃকা, ছর্দি, বাত ও পিত্ত-নাশক এবং রুচিকারী। যৌজে পক্ষ রাখিলে আম্রময় হয়, ইহা পাকে অতি লঘু।

আম্রিমন্ (পুং) অন্নরসোহন্ত্যাত্ম্যং—প্রজাদিহাদ্যদৃঢ়াদি গণে আম্র ইতি পাঠসামর্থ্যাৎ রসায়োরভেদাৎ লভ্য রসং তত আম্রস্য ভাবঃ। (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ যাক্। পা। ৫।১।১২৩। ইতি ইমনিচ্) অম্রম্। বা যাক্ (স্ত্রী) আম্রা। অম্রম্। [উক্ত হ্রস্ব দৃঢ়াদিগণে আম্র শব্দ দেখ।]

আম্রোড়িত (ত্রি) আম্রোড় উদ্গাদে জ-ইট্। আঙ পূর্কোহমসকৃত্যরণে। (যথা, এতদেব তদা বাক্যাম্রোড়িত্তি বাসবঃ। ইতি হরিসংশে।)

হুই তিনবার কথন। বারংবার উচ্চারণ (আম্রো-ড়িতঃ দ্বিত্বিকৃতং। অমর ১।৬।১২। আম্রোড়িতং তৎসনে। পা। ৮।২।৯৫।)

আম্রকুটি। আম্রকুটি। এক প্রকার গাছ। (Caesalpinia digyna) হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে, পূর্ব ও পশ্চিম উপদ্বীপসমূহে ও সিংহলে জন্মে। ইহার বীজে তৈল হয়, তাহা বীজে জলে। ইহার শিকড়ের গুণ কষায়। কাস ও কফ রোগসমূহে প্রয়োগ করা যায়।

আম্রবেতস (পুং) আম্রো অন্নরসবৃত্তো বেতসঃ শাকং তৎ। অন্নবেতস বৃক্ষ। অন্নবেত গাছ। স্বার্থে সংজ্ঞার্য বা কন্। আম্রবেতসক। তিত্তিভী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্রা (স্ত্রী) আ-সম্যক্ অন্নো রসো যস্যঃ। তিত্তিভী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্রিকা (ত্রি) আম্র মনোজাদিহাদ্যাবে বৃক্ষ। অমর প

আগমোগার। তিস্তিড়ী বৃক। তেঁতুলগাছ। (তিস্তিড়ী
বাগ্নিকা চিহ্ন। তিস্তিড়ীক। কপিগ্রিয়া। বাচস্পতি।)
[আভিরূপকশব্দে মনোজ্ঞাভিগণের স্বত্র দেখ।]

আয় (পুং) আ-ইণ্ অচ্ বা অয় বঞ্। ১। লাত। প্রাপ্তি।
২ ধনাগম। ৩ জ্যোতিষোক্ত লগ্নাবধি এবং রাশি অবধি একা-
দশ স্থান। ৪ বনিতাগার পালক। অস্তঃপুররক্ষক। কৰ্ম্মণি
অচ্ বঞ্। অমিদারী হইতে স্বামীপ্রাপ্ত লভ্য ধনাদি।
(কৃতরক্ষঃ সন্দোখঃ পশ্চাদায়ব্যয়ৌ স্বয়ম্। বাজবল্য ১।
৩২৭। *। তদস্মিন্ বৃদ্ধায় লাভো ত্ত্বোপদাদীয়তে। পা।
৫। ১। ৪৭। (গ্রামেষু স্বামিগ্রাহো ভাগ আয়ঃ। সিং
কৌং উক্তহুত্রে।)

বেদে এই শব্দে 'আগমন' বুঝায়। (যথা, "আয়ে
বাসস্য সংগথে রয়ীগাম্।" ঋক্ ২। ৩৮। ১০। *। 'আয়ে
আগমনে' সায়ন।)

বাঙ্গালায় ইহা ক্রিয়াপদ,—সমান বা নীচ পদস্থ ব্যক্তিকে
সম্বোধন করিবার সময় ব্যবহার হয়। তখন ইহার অর্থ
'আগমন কর' এইরূপ বুঝায়।

আয়ঃশূলিক। (জিৎ) অয়ঃ শূলেনার্থান্ অধিচ্ছতি। অয়ঃ
শূল-ঠক্। তীক্ষ্ণ কৰ্ম্ম দ্বারা অর্থকর। কড়া কথায় যিনি
কার্য্যসিদ্ধি করেন। সাহসিক। *। অয়ঃ শূলদণ্ডাজিনাভ্যাং
ঠক্ঠঞৌ। পা। ৫। ২। ৭৬। অধিচ্ছা বুঝাইতে অয়ঃ-
শূল এবং দণ্ডাজিন শব্দের উত্তর ঠক্ এবং ঠঞ্ প্রত্যয় হয়।
আয়ঃশূলিকঃ যো যুদ্ধনোপায়নোবৈষ্যনর্থান্নিতসেনাধিচ্ছতি।
মহাভাষ্য। *। তীক্ষ্ণ উপায়োহয়ঃশূলং তেনাধিচ্ছতি আয়ঃ-
শূলিকঃ সাহসিকঃ। সিং কৌং উক্তহুত্রে।)

আয়জি [বৈ] (জি) আভিযুথেন ইজ্যতে আ-য়জ
ঔগাদিক ই প্রত্যয়ঃ। আয়জ্য। নিরুক্ত ৯। ৩৬। সৰ্ব্বতো
বজ্রসাধন। (আয়জী বাজসাতমা। ঋক্ ১। ২৮। ৭।)

আয়জিষ্ঠ [বৈ] (জি) দেবতার সম্মুখ হইয়া যাগের
বিষয়ীভূত। ("হোতৃগামস্যায়জিষ্ঠঃ। ঋক্ ১০। ২। ১।
আয়জিষ্ঠ আভিযুথেন দেবানাং যষ্ট তমঃ। সায়ন।)

আয়ত (জি) আ-যম-ক্ত অহুনাসিক লোপঃ। ১ বিস্তৃত।
দীর্ঘ। আ-যম-কৰ্ম্মণি ক্ত। ২ আকৃষ্ট। আকর্ষণযুক্ত।
৩ দৃঢ়। ৪ নিয়মিত।

আয়তচ্ছদ। (জী) আয়তো দীর্ঘচ্ছদঃ পত্রং বস্যাঃ বহতী।
কবলী। কলাগাছ।

আয়তন (জী)। আয়তন্তেহজ ধর্ম্মার্থ সাধবোহজ আ-যত
আধারে লুট্। দেবাদির বজনস্থান। (পুণ্যেযায়তনে
বুচ। হুতি।) আশ্রয়। বিশ্রামস্থান। বজনস্থান।

বেদে, দুই প্রকার আয়তন, পৃথিবী ও অন্তরীক। পরং,
অনুষ্ঠপ, একবিংশতি স্তোম, এবং বৈরাঙ্গসাব, এইগুলি
পৃথিবীর আয়তন। হেমন্ত, পংক্তি, ত্রিণবন্তোম ও শাকর
সাম এইগুলি অন্তরীকায়তন। নৈয়ারিকের মতে ১ অব-
চ্ছেদক, ২ প্রতিমা। ব্রহ্ম ও ভোট দেশের বৌদ্ধমতে,
ষড়্ভুজিয় স্থান; যথা—১ চক্ৰ, ২ কর্ণ, ৩ নাসিকা, ৪ জিহ্বা,
৫ সমস্ত শরীর, ৬ মন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধগণ
বারটী আয়তন প্রকাশ করিয়াছেন। বোধচিহ্নবিবরণে
লিখিত আছে—

"অর্থানুপার্জ্য বহুশো দাদশায়তনানি বৈ।

পরিভঃ পূজনীয়ানি কিমনৈ রিহ পূজিতৈঃ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঠেব তথা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।

মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দাদশায়তনং বৃধৈঃ ॥"

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই
বারটি আয়তন।

"হুংং সংসারিণঃ স্বদ্বান্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।

বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংসারো রূপমেব চ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিবরাঃ পঞ্চগানসম্।

ধর্ম্মায়তনমেতানি দাদশায়তনানি তু ॥"

বিবেকবিলাস।

আয়তন্তু (জি) আয়তং স্তোতি আয়ত ত্তু (কিব্‌বচিপ্রোচ্ছায়ত
ত্বুকটপ্রজুগ্ৰীণাং দীর্ঘোহ্যস্তসারগণঃ। বাস্তিক। পা।

৩। ২। ১৭৮।) আয়তন্তাবক। যিনি বিস্তৃতরূপে স্তব করেন।

আয়তি (জি) আ-যা-ডতি। ১ উত্তরকাল। আগামি-

কাল। ২ আগমন। ৩ প্রভাব। কোষদণ্ডজ তেজ। ৪ কল-

দান কাল। ৫ আয়াম। বিস্তার। ৭ সংযম। সজম।

(আয়তিস্ত জিয়াং দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগামিকালয়োঃ। মেদিনী।)

৮ প্রাপন। ৯ মেরুকস্তা ভেদ। (বিষ্ণু-পু ১। ১০। ৩।)

আয়তী [বৈ] (জী) আ যতী প্রবহে (ইন্ সৰ্ব্ব ধাতুভ্যঃ।

উণ্ ৪। ১১৪।) ইতি ইন্। বাহ। নিঘণ্টু ২। ৪। ১।)

আয়তীগব (অব্য) আয়তি গাবোহজ (তিষ্ঠদৃশু প্রতৃতীনিচ।

পা। ২। ১। ১৭। তিষ্ঠদৃশু প্রং অব্যয়ী।) গোষ্ঠ হইতে

গরুর আগমনকাল।

আয়তীসম (অব্য) আয়তি সমা অজ তিষ্ঠদৃশু প্রং।

অব্যয়ী।) বৎসের আগমনকাল। [আয়তীগব শব্দে

স্বত্র দেখ]

আয়ত (জি) আ-যত-ক্ত। অধীন। বশীভূত। কৃতবর

(অধীনো নিয়-আয়তোহবচ্ছদো গৃহ্যকোহ্যস্যৌ। অমর,

৩। ১। ১৬।)

আয়লি (ক্রী) আ-বত-ক্রি। ১ বেহ। ২ বশিষ। ৩ সামর্থ্য।
৪ প্রভাব। ৫ সীমা। ৬ শরন। ৭ উপায়। ৮ ইন্দ্র।

(আয়লি ক্রিয়াং বেহে বশিষে বাসবে বলে। মেদিনী।)
আযখাতথ্য (ক্রী) ন যখাতথং তত্ত্ব ভাবঃ নঞতৎ। ব্যঞ-
বা পূৰ্ণপদবৃদ্ধিঃ। অনৌচিত্য। বাহার বেরূপ হওয়া
উচিত সেরূপ না হওয়া। উত্তরপদ বৃদ্ধিগকে অযাখাতথ্য
এইরূপ প্রয়োগ হইবে তাহারও ঐ অর্থ।

আয়ন (ক্রী) অয়নমেব স্বার্থে অণ্। আ-অয়নং প্রাদিসং বা।
সম্যক আগমন। "আয়নে তে পরায়ণে দুর্কী রোহন্ত পুশ্ণিগিঃ"
শ্লক ১০। ১৪২। ৮। "আয়নে আগমনে।" সায়ন। (ক্রি)
অয়নশ্রোতং অণ্। গ্রহগণের দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়নসম্বন্ধি
গমন প্রভৃতি। জ্যোতিষপ্রসিদ্ধ আয়নবলনাদি কর্ম।

আয়ন-বলনা। ক্রান্তিমণ্ডলের সাময়িক পরিবৃদ্ধি-বলনা।
বলনা দুই প্রকার আক্ষবলনা অর্থাৎ অক্ষসম্বন্ধীয় এবং
আয়ন-বলনা অর্থাৎ অয়নসম্বন্ধীয়। গ্রহগণনার এই
দুই প্রকার বলনা নির্ণয় করা আবশ্যক। নতজ্যাকে
অক্ষজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ত্রিজ্যা দ্বারা হরণ
করিলে যে অঙ্ক লঙ্ক হয়, তাহাই আক্ষবলনাজ্যা। এই
জ্যা সম্বন্ধীয় চাপভাগ নির্ণয় হইলেই আক্ষবলনাংশ নির্ণয়
হয়, অর্থাৎ সেই চাপভাগই আক্ষবলনাংশ। এই প্রকারে
যে কোন জ্যোতিষের গ্রহণ গণনা আবশ্যক তাহার স্থান
নির্ণীত হয় এবং যে যে স্থান নির্ণীত হয় তাহাতে তিনরাশি
অর্থাৎ ৯০ অংশ যোগ করিয়া যে ক্রান্তি গণিয়া লইতে হয়,
তাহাই আয়ন-বলনা। (সূর্যসিদ্ধান্ত ৪। ২৪-২৫ শ্লোঃ।)
[বলনা শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] পাশ্চাত্য জ্যোতি-
র্বিদেহা বলেন যে, জ্যোতিষগণের ক্রান্তি গণনা করিয়া
তাহাদিগের সমাজক্রমণিকা প্রস্তুত করা অপেক্ষা তাহাদের
লব্ধ অঙ্কসারে গণনা করিলে সুবিধা হয়, কারণ তাহাতে
উত্তর ও দক্ষিণ ভেদের প্রয়োজন হয় না। আয়ন-বলনা
গণনায় ক্রান্তি গণনার প্রয়োজন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আয়না (আয়ব্য=অয়না।) আয়নী।

আযমন (ক্রী) আ-যম-লুট্। বিস্তার। দৈর্ঘ্য। পিচ্-
লুট্। নিয়মন। নিয়ম করান। দৃঢ় সমুচিত বস্তুকে
আকর্ষণ করিয়া দীর্ঘীকরণ। বিস্তার করান। ("যথা দৃঢ়ত
ধনুৰ আযমনম্।" ছান্দোগ্য-উ ১। ৩। ৫।)

আয়লণ্ড। ইউরোপের একটি দ্বীপ। ইহার উত্তরে, দক্ষিণে
ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। পূর্বে নর্থ চানাল,
আইরিশ সাগর ও সেটলজ্জ চানাল, ইহাতে চারিটি প্রদেশ
ও বহির্দেশ আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত

আয়লণ্ডকে পুরাণোক্ত 'বর্ণগ্রহ' বলিয়া নির্দেশ করেন।
এখানে বর্ণ ও রোপের খনি ছিল। [As. Researches.
Vol. VIII. p. 205. দেখ।] ইহার পূর্বসাম আএরনিশ,
হাইবারিয়ার, ব্রুর্ন ইত্যাদি। ইহার প্রধান নগর ডুবলিন।

আয়লক (পুং) আ-বা-শত্ আয়ৎ তৎ আয়ন্তং আগচ্ছন্তঃ
লাতি গৃহ্মাতি আয়ৎ লা ক ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্।

উৎকর্ষ। (উৎকর্ষ্য রণরণকোৎকর্ষে আয়লকারতী।
হেম ২। ২২৮।)

আয়ল (ক্রি) অয়সো বিকারঃ অণ্। লৌহময় ("অযচ্ছয়া
বাহোর্বজ্জমায়নমধারয়ো।" শ্লক ১। ৫২। ৮। ৯। আয়লঃ
অয়োময় কবচযুক্তদেহঃ। সায়ন।)

(ক্রী) ভীপ্। আয়নী। অজরক্ষণী। জালিকা।
(জালিকা অজরক্ষণী। জালপ্রায়হয়নী। হেম ৩। ৪৩৩।)
অয় এব স্বার্থে অণ্। লোহ। লোহা।

আযবস। রাজবিশেষ। ("অরো রাজ আযবসন্ত জিহোঃ।"
শ্লক ১। ১২২। ১৫। ৯। আযবসন্ত সর্কতঃ প্রোপ্রায়ন্ত
এতন্নামো রাজঃ। সায়ন।)

আয়স্কার (পুং) অয়স্কারএব স্বার্থে অণ্। লৌহকার। কামার।
আয়ন্ত (ক্রি) আ-যস্-স্ত। ১ ক্রিষ্ট। ২ ক্রেশিত। ৩ প্রতি-
হত। ৪ ভীক্ষীকৃত। ৫ আয়াসযুক্ত। ৬ ক্রুদ্ধ। (আয়ন্তঃ
ক্রেশিতে তেজিতে হতে। ক্রুদ্ধে ক্রিশেহপি। হেম।)

আয়স্থান (ক্রী) ৬-তৎ। লাভস্থান। রাজার শুভগ্রহণ
স্থান। মণি প্রভৃতির আকর স্থান।

আয়স্থূণ (পুং ক্রী) আয়াময়ী স্থূণা লৌহপ্রতিমা গৃহস্থভো বা
যন্ত স অয়স্থূণঃ। তস্তাপত্যং (শিবাসিত্যোহণ্। পা। ৪।
১। ১১২। ইত্যণ্।) অয়স্থূণাপুত্র বা কস্তারূপ অপত্য।
("আয়স্থূণায়াস্তেবাসিন উক্তোবাচাপি" ইত্যাদি। দ্ব-আরণ্যক
৬। ৩। ১৭।) ক্রীলিঙ্গে ভীপ্। আয়স্থূণী।

আয়স্তৎ (ক্রি) আ দিবা। যন্ত যন্তে শত্। যন্তবিশিষ্ট।
("অথায়স্তন্ কষায়িকঃ।" ভট্টি। ৫। ৮৩।)

আয়া (পৃষ্ঠগীজ) দাসী। ধাত্রী। পৃষ্ঠগীজদের আগমনের
পর হইতে ভারতবর্ষে এই শব্দ চলিত হয়।

আয়া। (সংস্কৃত আর্ধ্য শব্দের অপভ্রংশ। কাহারও মতে ইহা
আখ্যা শব্দের আর্ধ্যাকৃতের রূপ। ৯। চণ্ডাচার্যের মতে
আদ্যা ও আয়া আয়ার এই উভয়রূপই সিদ্ধ হয়।) আয়ীয়া।
পিতামহী।

আয়াকোট। মলবার প্রদেশের একটি নগর। এই নগর
অতি প্রাচীন। এইখানে সেট টমাস অবতরণ করেন।

অক্ষা ১৩°৩৬'১৫" উঃ, দৈর্ঘ্য ৭৬°৩১'১৪" পূঃ।

আরানি (পুং) আ-বা-জিচ্। হরিবংশোক্ত নহবরাচার চতুর্থ পুত্র। প্রসিদ্ধ বনবাসির সাহোদর। (আ-বা-ভাবে জিন্।) আগমন। স্থানান্তর গমন।

আরানি (স্ত্রী) আ-বা-সৃষ্টি। আগমন। ("অগ্নিরা বাসরানে বাসিনীবহু" শব্দ ৮।২২। ১৮। ১। আরানে গৃহং প্রতি আগমনে। আরাম।) ২ স্বভাব। বাহার যে স্বভাব তাহা আশীর্বাদ থাকে, তজ্জন্ত স্বভাবের নাম আরান-হইয়াছে। (অবা) বান পর্য্যন্ত, গমন পর্য্যন্ত। বাহন পর্য্যন্ত।

আরানি বোষ। আরানার স্বামী।

আরানিপত্নী। সম্প্রদায় বিশেষ। কোন ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, তাহার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ জাতি পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা যায়। আরানিপত্নীরা আরামাতার পূজা করে। পূর্বে কেবল রাজপুতানার অসভ্য জাতিরাই আরামাতার পূজা করিত। কত দিন পূর্বে হইতে যে আরামাতার পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহাও ঠিক জানা যায় না। খৃষ্টের বোড়শ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় বড় প্রবল হইয়াছিল। রাজস্থানে লিখিত আছে, ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে রাণা উদয় সিংহ একজন আরানপত্নী ব্রাহ্মণের কস্তার প্রতি অহরহ হন। ব্রাহ্মণ শুনিলেন তাহার কস্তা নষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কস্তার সূতার জন্ত একটি বস্ত্রকুণ্ড কাটিয়া আরামাতার হোম করিতে বসিলেন এবং কস্তার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ গাভ্রমাংসের সহিত আরামাতার নিকট আহুতি দিলেন। তখন উদয়সিংহকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন যে তিন প্রহর, তিন দিন ও তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিকূল ভোগ করিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ অলপ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অভিশাপ বিকল হইল না, নির্দোষিত সময়ে উদয়সিংহের মৃত্যু হইল। (Tod's Rajasthan, Vol. II. p. 81)। আরানপত্নী ব্রাহ্মণেরা মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করেন।

আরানিপাণা। এক প্রকার গাছ। (Eupatorium ayapana)। আমেরিকা হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার তরু পাতা ও ডাঁটা ঔষধে লাগে। ইহার গুণ—বর্ধকজনক ও বলকর। মরিচ সহজে ইহা, চা পাতার পরিবর্তে, ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার পুরাতন অরে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আরানি (পুং) আ-বস-বজ্। অতিবহু। পরিমাণবিশেষ।

(দৈর্ঘ্যমাত্রার আরোহঃ। অমর ২।৬। ১১৪। ১। বহু-চতুর্থাঙ্গুলারাবিকারোন্নতিশালিনী। পার.ডি.৭) বহু এবং দীর্ঘ মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সংখ্যাবাহীরা অণু ও বহু এই দুইরূপ পরিমাণ করেন। বৈশেষিকেরা চারি প্রকার

পরিমাণ স্বীকার করেন। যথা—মূল, অণু, বহু ও দীর্ঘ। এটি অণু মহাবাহির ন্যায় গুণ ও গুণী এ উত্তর বাতী নহে, কিন্তু কেবল গুণমাত্রবাচী। (বহু চারাম। পা ২।১। ১৬।) আ-বস-গিচ্ অচ্। নিরহ। প্রাণারাম। (প্রাণারামভরং কৃৎ। কল্যামুখার বৈ বিজঃ। শব্দ ৮।)

আরানি (পুং) আ-বস-বজ্। অতিবহু।

"আরানশতলক্কজ্জ প্রাণেত্যোহপি পরীরসঃ।

এতৈব গতিরর্থন্ত দানমন্যাবিপত্তয়ঃ।" (বুত্তি)

আরানিক (ত্রি) আ-বস-পুল। আরানিসূক্ত। বহুবান্।

আ-বস-গিচ্-পুল। আরানিসজনক।

আরানিনি (ত্রি) আরান্ভতি-আ-বস্ শিনি। আরানিসূক্ত।

আরিনি (ত্রি) আরোহণ্যস্য ইনি। লাভযুক্ত। মতুপ্ মস্য বঃ। আরবান্। লাভবিশিষ্ট। ইন শিনি। গমনকর্তা। (স্ত্রী) জীপ্ আরিনী। লাভযুক্ত স্ত্রী। গম্ভী।

আরী (প্রোম্য) পিতামহী।

আরু (ত্রি) এতি গচ্ছতি ইণ্-গতো হ্রস্বশীপঃ। (উণ্ ১।২। ইতি ইন্।) গমনশীল। জীবনকাল। (আরু জীবিত-কালো বা। অমর।) [বৈ] (পুং) ১ মনুষ্য। (নিঘঃ ২। ৩। ১৭।) ২ অর। (নিঘঃ ২। ৭। ২৩।) ৩ অহুহাদপুত্র। (হরিবংশ ৩। ৭।) ৩ মণ্ডুকরাজ। (ভারতে বন ১২২। ৩৮।) ৪ কৃষ্ণের একজন পুত্র। (ভাগবত ১০। ৬১। ১৭।) ৫ উর্ধ্বশী ও পুরুষবার পুত্র। ইহার পুত্র নহবরাজ। (রাম ৭। ৫৬ অঃ।) (বহুল বচনাত্মক্যামপি প্রযুক্তান্তে। জটা আয়ুরভেতি সমাসে জটায়ুঃ পক্ষিরাজঃ। ইতি উজ্জলদত্তঃ)। [আয়ুদ্ শব্দ দেখ।]

আয়ুক্ত (ত্রি) আ-যুক্ত্ কর্ণণি ক্। সমাগ্ ব্যাপারিত। (আয়ুক্তকুশলাভ্যাঞ্চাসেবায়াং। পা। ২। ৩। ৪০। আয়ুক্তঃ ব্যাপারিতঃ। সিং কোং উক্ত সূত্রে)। জৈমদ্যুক্ত। (আসেবায়াং কিং? আয়ুক্তা গোঃ শব্দটে জৈমদ্যুক্তঃ। সিং কোং উক্ত সূত্রে।) (স্ত্রী) আ-যুক্ত-ভাবে-ক্ত। সমাগ্ নিয়োজন। সুল্লর ভাবে নিযুক্ত। আয়ুক্তমনেন ইষ্টাং ইনি। আয়ুক্তিন্। সমাগ্ নিয়োগকর্তা।

আয়ুধ (স্ত্রী) আয়ুধ্যতেহনেন। আয়ুধ করণে বক্তব্যে ক। শস্ত্রমাত্র। প্রহরণ, হস্তযুক্ত ও বস্ত্রযুক্ত, এই তিন প্রকার আয়ুধ; তাহার মধ্যে বাহা হস্তে থাকে অথচ তাহা বাহা প্রহার করা যায় তাহার নাম প্রহরণ, যথা খড়্গ, তরবারি প্রভৃতি। বাহা হস্ত হইতে পক্ষ উচ্ছেদে নিক্ষেপ করা যায় তাহার নাম বস্ত্রযুক্ত, যেমন চক্র, বরদ প্রভৃতি। বাহা রহঃ প্রকৃতি হইতে পরিত্যক্ত হয় তাহার নাম বস্ত্রযুক্ত, যেমন বাণ, বাঁহল প্রভৃতি।

আয়ুধের স্যার প্রহরণের কার্যসাধক বস্তুকেও আয়ুধ কহে। যেমন নখায়ুধ, বস্ত্রায়ুধ ইত্যাদি। (নখবস্ত্রায়ুধঃ কঃ। ভটি। ৫। ১০৮।)

অতি পূর্বকালে হইতে আর্ষাজ্ঞাতি আয়ুধ ধারণ করিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতে প্রাপ্ত হই। প্রবেশের ১। ৩৯। ২-কে লিখিত আছে।

“হিরা বঃ সৎসায়ুধা পরাগুদে বীণু উত প্রতিকভে।” অর্থাৎ আমাদের আয়ুধ সকল শক্রদের অপমোহনার্থ দৃঢ় হউক। শক্রদিগের প্রতিরোধার্থ কঠিন হউক।

তৎকালে অবিগণ যজ্ঞরক্ষার্থ আয়ুধ ধারণ করিতেন। অধর্মবোধে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (অধীণামস্যায়ুধম্। অর্থক ৬। ১৩৩। ২।)

বৈদিক সময়ে হুস্রী ইয়ু ও ধহু এই কয়েকটি আয়ুধ প্রচলিত ছিল। (কৃকযজুঃ ১। ৫। ৬। ৭, ঐতরেয় ব্রা ৭। ১৯।) হুস্রী লৌহনির্মিত। ইহার অভ্যন্তরে ছিদ্র থাকে। ইহা অনেকটা বর্তমান ছোট ছোট কামানের মত। একটি নিক্ষেপ করিলে শত লোক বিনষ্ট হয়।

অধর্মবোধের সময় সীসকের গুলি পুরিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইত ;—

“সীসায়ুধ্যাহ বরুণঃ সীসায়ুধিরূপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়জ্ঞং তদক বাতুচাতনম্।
যদি নো গাং হংসি বদ্যং যদি পুরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসো অবীরহা ॥”

(অর্থক ১। ১৬। ২, ৪।)

রামায়ণ, মহাভারত ও তৎপরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের আর্ঘ্যেরা মর্মান্তিকর আয়ুধ নির্মাণ করিতেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটি নাম পাওয়া যায়—শক্তি, তোমর, নালিক, ক্রবণ, তিলিপাল, লণ্ড, পাশ, চক্র, গদা, হুঙ্গর, পিণাক, দস্তকণ্টক, তুঙ্গুণ্ডী, পরশু, মোল্লীর্ষ, লবিজ, হুগ, অসি, প্রাস, সীর, হুঙ্গল, পট্টিশ, পরিখ, ময়ূখী, শতগ্রী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, বর্ষচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণ-পাশ, বাহু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাঙ্গ, শোষণ, বর্ষণ, নন্দন, গাঙ্করী, অবিদ্যা, বিদ্যা, হরশির, গারুড়াজ, নাগাজ, বিলাপন, সন্তাপন, প্রশমন, প্রোষণ, ভূষণ, নারচ, বজ্র, তুলাণ্ডা, ইলী, খড়্গপুঞ্জিকা, লবিজ, আন্তর, কুস্ত, মোষ্টিক ইত্যাদি। [প্রত্যেক শব্দে তত্ত্ববিবরণ দেখ।]

আয়ুধধর্মিনী (স্ত্রী) আয়ুধস্তেব ধর্মোহন্ত্যাস্য ইনি ভীশ্ম। জয়ভী বৃক। বর্ষীপাছ। জয়ভীবৃক রোগনাশনে আয়ুধ-বরুণ তৎস্ব তাহার ঐ নাম হইরাছে।

আয়ুধন্যাস (পুং) আয়ুধান্যে ভাসঃ। শ্রীশ্রীর অদভাস বিশেষ। সেই ভাসে ভক্ত হানে ভক্ত বস্ত্র দ্বারা হস্তক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া উহার নাম আয়ুধভাস হইরাছে।

[ভক্তস্বরের শ্রীবিদ্যাপূজা প্রকাশে ইহার বিবরণ দেখ।]

আয়ুধাগার (স্ত্রী) ৩৩৭। রাজার অস্ত্র রাখিবার গৃহ। (ত্রি) আয়ুধাগারে নিযুক্তঃ (অগারাভাট্টন। পা। ৪। ৪। ৭০) ইতি ঠন। আয়ুধাগারিক। রাজার অস্ত্রাগারে নিযুক্ত ব্যক্তি। মন্ত-পুরাণে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি, কোন অস্ত্র কিরূপে রাখিতে হয় এবং কোন অস্ত্র কিজাতীর ইহার ভব জানে এবং সর্বদা সতর্ক থাকে ও কার্য দক্ষ হয় তাহাকে রাজার আয়ুধাগারে নিযুক্ত করা বাইতে পারে।

আয়ুধিক (পুং) আয়ুধেন তদ্যবহারেন জীবতি ঠন। শত্রুজীব। যে শত্রু ব্যবহার দ্বারা জীবিত থাকে। পক্ষে (আয়ুধাচ্চ চ। পা। ৪। ৪। ১৪) ইতি হ আয়ুধীর। ঐ অর্থ। আয়ুধজীব প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। (শত্রুজীবে কাণ্ডপুষ্ঠায়ুধীয়ায়ুধিকাঃ সমাঃ। অমর ২। ৮। ৬৭।)

আয়ুধিন্ (পুং) আয়ুধমন্ত্যত ইনি। শত্রুধারী।

আয়ুর্দা [বৈ]। আয়ুর্দাতা। (আয়ুর্দা আয়ুর্বো দাতা। ইতি বেদদীপে মহীধর ৩। ১৭।)

আয়ুর্দায় (পুং) আয়ুর্বো দায়ঃ দানং ৩৩৭। বলবিশেষে স্থিতি ও যোগাদি দ্বারা রবাদি কর্তৃক আয়ুর্দান। আয়ুর্গণন। (আয়ুর্দায়ে স্মৃতং প্রাষ্টেজ্ঞর্নকজঃ যষ্টিনাডিকঃ। স্মৃতি।)

আয়ুর্জব্য (স্ত্রী) আয়ুঃ সাধনং দ্রব্যং শাকং ৩৩৭। ঔষধ। স্মৃত। স্মৃত থাইলে আয়ুর্জ্বি হয়, সে অস্ত্র চার্কাক বলেন “ঋণং কৃদ্ধা স্মৃতং পিবেৎ” ঋণ করিয়াও স্মৃত পান করিবে।

আয়ুর্জ্ব [বৈ] (ত্রি) আজীবন যুদ্ধকর।

(“যে পথাং পথিরকস ঐল বৃদা আয়ুর্জ্বঃ।” বাজসনের সং ১৬। ৬০। “আয়ুবা জীবনেন যুধ্যন্তে তে বাবজীবযুদ্ধকরাঃ ববা আয়ু জীবনং পণীকৃত্য যুধ্যন্তি তে আয়ুর্জ্বঃ। মহীধর।)

আয়ুর্যোগ (পুং) উচিতভাযুর্বো জ্ঞাপকো যোগঃ শাকং ৩৩৭। ষোড়শোক্ত গ্রহযোগবিশেষ। যে সকল গ্রহের যোগে উচিত আয়ুঃ হয়।

আয়ুর্জ্বি (স্ত্রী) আয়ুর্বো বৃদ্ধিঃ ৩৩৭। দ্রব্য বিশেষের সেবন দ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি। সর্গদর্শনে আয়ুর্জ্বিকর কতকগুলি বস্তু লিখিত হইরাছে। যথা

“অস্ত্রকং তব বীজত মম বীজত পারদঃ।

অনরোদেলনং মেঘি। স্তূত্বাদারিজন্যাপনং।”

(হর্ষীর প্রক্তি শিবদ্বা)

হেঁসেবি! অত্র তোমার বীজ, পারদ (পান্না) আরার বীজ এই উভয়ের মিলন হইলে বৃদ্ধকে এবং দারিদ্র্যকে বিনাশ করে। প্রাণায়ামেও সৰ্ব ব্যাধিকর ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। পূৰ্ণভুক্ত বস্ত্র জীর্ণ হইলে বসি ভোজন করা যায় এবং মল মূত্রাদির বেগ ধারণ না করা যায়; তবে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। হৃৎপ্রত্যন্তে ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, হৃৎসাহসপরিভ্যাগ, সন্ধ্যোমাংস, অন্নভক্ষণ এবং বালাস্ত্রী সেবন, হৃৎ স্মৃত ও উষ্ণজল পান এগুলিও আয়ুর্বিদ্যকর।

আয়ুর্বেদ (পুং) আয়ুর্বিদ্যাতে জ্ঞায়তে লভ্যতে বা অনেন বিদ্য করণে যচ্। চিকিৎসাশাস্ত্র।

আয়ুঃ সুখময় করিবার জন্ত উহার হিতকর কি, অনিষ্ট করাই বা কি, পরিমাণ কত এবং স্বরূপই বা কিরূপ এই সকল হৃৎপ্রত্যন্তের বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা করা যায়, তাহাই আয়ুর্বেদ। মহর্ষি হৃৎপ্রত্যন্তের মতে “আয়ুর্বিদ্যাং বিদ্যাতে অনেন বা আয়ু-বিন্দুভীত্যাযুর্বেদঃ।” বাহাতে বা বাহার দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, কিম্বা বাহার দ্বারা আয়ুকে জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে। তাবগিশ্র লিখিয়াছেন—

“অনেন পুরুষো যন্মাদায়ুর্বিদতি বেত্তি বা।

তন্মাদ্যুনিবরৈরেব আয়ুর্বেদ ইতি স্মৃতঃ।”

প্রয়োজন।—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিবারণ এবং সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা আয়ুর্বেদের প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ কোন বেদের অন্তর্গত অথবা কোন বেদের উপাঙ্গ এ সম্বন্ধে কিছু মত ভেদ আছে। যথা—

“সর্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগেদস্তায়ুর্বেদ উপবেদঃ। * অথর্ববেদস্ত শস্ত্রশাস্ত্রাণি।” [চরণবৃহৎ।]

সকল বেদের এক একটী উপবেদ আছে। ঋগেদে উপবেদ আয়ুর্বেদ। * অথর্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ শল্যতন্ত্র।

“ইহ খণ্ডায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ববেদস্ত।”

[হৃৎপ্রত্যন্ত হৃৎস্থান ১ অঃ]

হৃৎপ্রত্যন্ত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের একটী উপাঙ্গ। কোন কোন পুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদের সার লইয়া আয়ুর্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। মূল কথা, আয়ুর্বেদের বীজ সকল বেদেই আছে। তাহার মধ্যে ঋগেদে কিছু অধিক। কিন্তু বৈদ্যকগণ অথর্ববেদেই অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন—

“তত্র চেৎ প্রাচীনঃ স্মৃত্যতুর্ণীযুক্তসামবজুৰথর্ববেদানাম্ কং রেবমুপাঙ্গিত্যাযুর্বেদবিদঃ? তত্র ভিবজা পৃষ্ঠেটেনবৎ

চতুর্ণীযুক্তসামবজুৰথর্ববেদানাম্ স্মৃত্যতুর্ণীযুক্তসামবজুৰথর্ববেদে ভক্তি প্রাদেস্তা? বেদোহাথর্বকং। স্বস্ত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম প্রায়শ্চিত্তোপবাস-মন্ত্রাদি-পরিগ্রহাচিকিৎসাসংগ্রহঃ।”

[চরকে হৃৎস্থান ৩০ অঃ।]

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, আয়ুর্বেদকেভার্য ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিবেদের মধ্যে কোন বেদ অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন? তাহা হইলে চিকিৎসক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদের মধ্যে অথর্ববেদে আপনার ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন। যেহেতু অথর্ব প্রোক্ত বেদই স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মন্ত্রাদি স্বীকার করিয়া চিকিৎসাতত্ত্ব উপদেশ করেন।

হৃৎপ্রত্যন্তে লিখিত আছে, প্রথমে ব্রহ্মা সহস্র অধ্যায় ও লক্ষ শ্লোকায়ুক্ত আয়ুর্বেদ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রদেব, ইন্দ্রের কাছে ধন্বন্তরি, তৎপরে হৃৎপ্রত্যন্ত আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। লোকের মঙ্গলের জন্য ধন্বন্তরির কাছে গুনিয়া হৃৎপ্রত্যন্ত আয়ুর্বেদ রচনা করিলেন। ব্রহ্মা আয়ুর্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। (“আয়ুর্বেদ-স্তথাষ্টাভ্যো দেহবাস্ত্রভ্য ভারত।” মহাভা সভা ১১।১০।) যথা,—১ শল্যতন্ত্র, ২ শালাক্যতন্ত্র, ৩ কারচিকিৎসাতন্ত্র, ৪ ভূতবিদ্যাতন্ত্র, ৫ কোমারভূতাতন্ত্র, ৬ অগ্নিতন্ত্র, ৭ রসায়নতন্ত্র ও ৮ বাজীকরণতন্ত্র।

১। শল্যতন্ত্রে নানাপ্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষণ্ড, পাণ্ড, স্বর্ণাদি ধাতু, ছোট ছোট ইষ্টকাদি, অস্থি, কেশ, নখ, ইত্যাদি শরীরে ঢুকিয়া এবং পুণ্ড্র প্রসাব আদি বন্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্ত যন্ত্র, কার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানা প্রকার রোগনির্ণয় করিবার উপায় আছে।

২। শালাক্যতন্ত্রে স্বকস্কির উপরিহ রোগ সকলের অর্থাৎ চক্ষু, কণ, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ভ্রু, অধর, গণ্ড, তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদের বিনাশের উপায় লিখিত আছে।

৩। কারচিকিৎসাতন্ত্রে অর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপম্মার, কূঠ, মেহ, প্রভৃতি সর্বাঙ্গ ব্যাপী রোগের শাস্তির উপায় আছে।

৪। ভূতবিদ্যাতন্ত্রে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রক্ষ, পিতৃলোক, পিশাচ, নাগ ও প্রেহাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আরোগ্যের উপায়স্বরূপ শাস্তিকর ও বলিদানাদির বিবরণ আছে।

৫। কৌমারভূজো বালকের প্রতিগালন, খাজীর হৃৎকর দোষ সংশোধন; অন্যান্যদোষ ও গ্রহদোষ হইতে উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা লিখিত আছে।

৬। অগ্ন্যবত্রে সর্প, কীট, লতা, বৃশ্চিক, সুবিকাদি-কংশন জনিত বিষ, এ ছাড়া অপরাপর বিষের লক্ষণ, এবং সেই সকল বিষস্পর্শ করিবার অথবা জ্বায়া সংযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণীগণ নষ্ট হইলে তাহার উপকারের উপায় লিখিত আছে।

৭। রসায়ণতন্ত্রে সুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায়, পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি এবং দেহরোগমুক্ত করিবার উপায় বর্ণিত আছে।

৮। বাজীকরণ তন্ত্রে অন্ন অথবা শুক শুক্রেণ বৃদ্ধি করিবার নিয়ম, বিকৃত শুক্রেণ স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার উপায়, ক্ষরপ্রাপ্ত শুক্রেণ উৎপত্তি, ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি করিবার উপায় এবং মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবার বিধান লিখিত হইয়াছে।

এই অষ্টাঙ্গের মধ্যে এখনকার দেহতত্ত্ব (Physiology), শারীরবিজ্ঞান (Anatomy), শল্যবিদ্যা (Surgery), ভৈষজ্য ও জ্বায়াগুণতত্ত্ব (Materia Medica), চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of Medicine), রোগনিদান (Pathology), ও খাজীবিদ্যা (Midwifery), প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে। এ ছাড়া এখনকার সন্থ-চিকিৎসাপ্রণালী (Homœopathy), বিরোধি-চিকিৎসাপ্রণালী (Allopathy), ও জল-চিকিৎসাপ্রণালী (Hydropathy), প্রভৃতির বিধানও পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদের চিকিৎসাতত্ত্ব বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

শারীর বিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসা আয়ুর্বেদের প্রথম অঙ্গের অন্তর্গত। যজুর্বেদে অস্ত্র চিকিৎসার আভাস পাওয়া যাওয়া যায়। “হৃদয়াস্যাগ্রহে বদ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞার্থ নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, বক্ষঃ, বৃক্ক (বৃক্ক), বামহস্ত, হৃই পার্শ্ব, শ্রোণি, শুদনাল-মধ্যভাগ, বপা ও বসা প্রভৃতি, অস্ত্রবিশেষের দ্বারা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার বিধি আছে। শল্যবিদ্যা না জানা থাকিলে এই সকল কার্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যজুর আরণ্যকে শারীরতত্ত্বের বিলক্ষণ আভাস দৃষ্ট হইয়াছে।

“বখা বৃক্কো বনস্পতিভুত্বৈব পুরুষোহমুখা।

ভক্ত লোহানি পর্ণানি বৃগস্যোৎপাদিকা বহিঃ।

স্বচ এবাঙ্গ্য কবিরং প্রস্যাঙ্গি স্বচ উৎপত্তিঃ।

ভদ্রাৎ তদাত্ত্বাৎ প্রৈতি রসো বৃক্কাবিবাহিতাৎ।

মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটঃ শাব তৎ স্থিরম্।

অহীন্যস্তরতো দারুণি সজ্জা সজ্জাপসাক্তা।

বৎ বৃক্কো বৃক্কো রোহিতী মূলারবতরং পুনঃ।”

আবার অন্যস্থলে শিরাপ্রশিরা নামাদি লেখা আছে,—
“য এবোহন্তর্জদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অথৈনরোরোভৎ প্রাবরণম্। বদেত্তদন্তর্জদয়ে জালকমিব। অথৈনরোরোবা হৃতিঃ সন্ধরগীরৈব। হৃদয়াপূর্ক্কনাড়ী উচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা। * * * ভিন্ন এবোত্যন্ত হিতা নাম নাভ্যোহন্তর্জদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ।” [৬ অধ্যায় দেখ।] এ ছাড়া অধর্মবেদীর গর্ভ ও শারীরোপনিষদে শারীরবিজ্ঞান বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে। [যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক ১ অধ্যায় ও ৬ অঃ দেখ।] উত্তিষদ্যাও আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। উত্তিদ্ তৎ জানা না থাকিলে ওষধির গুণাগুণ স্থির করা যায় না। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ ওষধির বিষয় অবগত ছিলেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে—

“মুদ্রোত্রাকুণ্ডলনয়ন্ত সিদ্ধুক্ষাতিষ্ঠরোষধীনিন্মমাপঃ।”

(তাহারা) ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পন্ন ও নদী সকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধি সব এবং নিয় স্থান জলময় হয়। (ঋকসংহিতা ৪। ৩৩। ৭।) পুনরায়—
“মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো” অর্থাৎ ওষধি সকল, দ্র্যলোক-সমূহ ও জলসমূহ মধুযুক্ত হউক। (ঋক ৪। ৫৭। ৩।) এ ছাড়া “যা ওষধিঃ পূর্জজাতা দেবেভ্যজিহুগং পুরা। মনৈমু বজ্রণামেহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥” ইত্যাদি বাজসনেয় সংহিতার বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। [দেহতত্ত্ব, শারীর-বিজ্ঞান, শল্যবিদ্যা, চিকিৎসাতত্ত্ব, রোগনিদান, খাজী-বিদ্যা প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] মহাভারতে রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর এই কয় প্রকার আয়ুর্বেদবিৎ চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়।

অখায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ ও বৃক্কায়ুর্বেদ নামে, আয়ুর্বেদের কয়েকটি বিভাগ আছে। [অগ্নিপু্রাণে ২৮১-২৯১ অঃ উক্ত আয়ুর্বেদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।] মধুসূদন সরস্বতী কাম্যশাস্ত্রকেও আয়ুর্বেদের অন্তর্গত করিয়াছেন। [ভৎকৃত প্রোহানভেদ গ্রন্থ দেখ।] আয়ুর্বেদের চিকিৎসাপ্রণালী গ্রীক, পারসীক ও আরব্য প্রভৃতি জাতির চিকিৎসাপ্রণালী হইবার পূর্বে গঠিত হয়। বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে উহার মূলোদ্ভাটিত হয়, তৎপরে অপর জাতি সাধারণে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উন্ন উন্ অথ বিকুল কাভুল অথবা দাবক গ্রহে

লিখিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বন্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ শিকা দিতেন। সুরক, সর্দ ও বেদান নামক তিনখানি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে নীত হয়। উক্ত তিনখানি গ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও নিদান নামের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। বাহা হউক ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পাশ্চাত্য আভিগণ ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদের নিকট হইতে আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হয়। [Asiatic Res. Vol. XII. দেখ।]

আয়ুর্বেদময় (পুং) আয়ুর্বেদেন প্রচুরঃ আয়ুর্বেদ প্রাচুর্যে ময়ই। ধ্বন্তরি। ধ্বন্তরি প্রচুর আয়ুর্বেদ জানিতেন তজ্জন্য তাঁহার আয়ুর্বেদময় এই নাম হইয়াছে।

আয়ুর্বেদিনু (ত্রি) আয়ুর্বেদো বেদ্য তস্মাৎ ইনি। আয়ুর্বেদা-জিজ্ঞাসু। চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা। বৈদ্য।

আয়ুর্ষজ্জ (ত্রি) আয়ুনা সজতে আয়ু সজ-কিপ্ বহুং। আয়ুঃ সজক। আয়ুর্জ (ত্রি) আয়ুবা কারতি আয়ু কৈ ক। আয়ুধারা প্রকাশমান। প্রশস্তআয়ু।

আয়ুর্কাম (ত্রি) আয়ুঃ কামরতে আয়ু কাম্ গিঙ অণ্ আয়ুরতিলায়ুক। যিনি আয়ুঃ ইচ্ছা করেন।

আয়ুর্কৃৎ (ত্রি) আয়ুঃ করোতি—আয়ু সৃ কৃ কৃৎ ৬তৎ। আয়ুরুদ্ধিকর। যদ্বারা আয়ুরুদ্ধি হয়। অত্র পারদাদি। [আয়ুরুদ্ধি শব্দ দেখ] আয়ুর্কর প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আয়ুঃস্তোম (পুং) আয়ুঃসাধনং স্তোমঃ শাকং তৎ বহুং। আয়ুঃ-সাধন ঋকসমুদায়াক স্তোম বিশেষ। সেই স্তোমযুক্ত অতিরিক্তবিশেষ।

আয়ুঃশ্রুৎ (ত্রি) প্রশস্তমায়ুরত্যন্ত আয়ু স্মৃতপ্ বহুং। প্রশস্তায়ুক। দীর্ঘজীবী। (পুং) বিদ্বন্ত হইতে তৃতীয় বোগ বিশেষ। যথা, বিদ্বন্ত, ঐতি, আয়ুমান ইত্যাদি। (জ্যোতিষ)। আয়ুরিতি শব্দেভ্যস্তত্ত্ব মতুপ্। আয়ু-শব্দযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। আয়ুঃ শব্দ ভববাদি গণে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা পরে থাকিলে প্রথমার্ধেও তসিলাদি হইয়া থাকে; যথা তত আয়ুমান্। তজ্জায়ুমান্ ইত্যাদি।

আয়ুঃ (ত্রি) আয়ুঃ প্রোক্তো বহু (বর্ণাদিত্যো বহু। মহা-ভাষ্য)। ইতি বহু। আয়ুঃসাধন আয়ুর্দ্ধি শব্দোক্ত অত্র পারদাদি জব্য। প্রাণারামাদি কৰ্ম। (পুং) জাতে ইরশিঃ যথিরাঃ কামিনায়ুঃ হোমান্ কুহোতি। ঐতি)

আয়ুর্ষসূত্র (স্ত্রী) কৰ্ম্মণা। (আয়ুর্ষসূত্রি শাস্ত্রার্থঃ অণা-জ্ঞা-সমাহিতঃ)। এই হকোগপরিশিষ্টোক্ত আয়ুর্ষসূত্রিক প্রাণসংক্রান্ত পণ্ডিত হকৃবিশেষ।

আয়ুর্ষ (স্ত্রী) ঐতি গচ্ছতি অহরহঃ ইণ পভৌ (প্রতৈগিচ্ছ। উণ্। ২। ১১২। ইত্যাসি নিষাৎ। ১) জীবিতকাল। অথায়-জীবিতাবধৌ। উণ-কোণ। আয়ুর্জীবনং ইতি উচ্চলমন্ত। পুরুষাদি জি আদি আয়ুর্ষ শব্দের উত্তর নিপাতনে সমাসাত অচ্ প্রত্যয় হইয়া পুরুষায়ুঃ, দ্বায়ুঃ, জ্যায়ুঃ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। তাহার অচতুরেত্যাদি। পা। ৫। ৪। ৭৭ হ্রস্ব অকিক্রব শব্দে দেখ।] মহুর্ষায়ুঃ প্রভৃতি প্রয়োগ বাহুল্যক সমাসাত অচ্ প্রত্যয়সিদ্ধ।

অরোগাঃ সর্কসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ধ্বশতায়ুঃ।

কৃত্তে ত্রোতাদিযুঃ হোবা মায়ুর্ষ সতি পাদশঃ ॥ মহু। ১। ৮৩।

সত্য যুগের লোকেরা নিরোগ ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল কার্যাই সিদ্ধ হইত ও তাঁহাদের পরমায়ু চারিশত বৎসর হইত, ত্রোতাদি যুগে পাদক্রমে পরমায়ু হ্রাস হইবে অর্থাৎ ত্রোতায়ুগের লোকের তিন শত বৎসর, দ্বাপরযুগের লোকের দুই শত বৎসর, কলিযুগের লোকের একশত বৎসর পরমায়ু হইবে। পুরাণান্তরে সত্যাদি যুগে লক্ষ বৎসর প্রভৃতি যে পরমায়ুর কথা লেখা আছে, তাহা মহু-বিরোধ হেতু অগ্রাহ্য।

প্রাণি প্রত্যহ ২১৬০০ শ্বাস ও উচ্চ্বাস রূপ প্রাণক্রিয়া সমাধা করে। ৩৬০ দিন দ্বারা ঐ সংখ্যাকে গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০ হয়, উহা এক বৎসরের। ঐত্যাাদিতে পুরুষের স্বাভাবিক পরমায়ু এক শত বৎসর নিরূপিত হইয়াছে, অতএব শত দ্বারা এই ৭৭৭৬০০০ গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০০০ হয়, কাজেই মহুর্ষের জীবনকালে ৭৭৭৬০০০০০ সংখ্যক প্রাণক্রিয়া হইতে পারে। প্রাণা-রামাদি দ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিলে প্রাণক্রিয়ার অনুৎপত্তি হেতু, যতবার প্রাণক্রিয়া হইতে পারিত, সেই পরিমাণে পরমায়ু হ্রাস হয়। পুরুষোক্ত প্রাণক্রিয়া হ্রস্ব ব্যক্তির পক্ষেই নিরূপিত হইয়াছে। রোগাদি উপসর্গে এবং শীঘ্র দৌড়াদৌড়ি হেতু অধিক প্রাণক্রিয়া সমাধা হয়, সেই হেতু পরমায়ুও কম হয়। পুরুষের একশত বৎসর পরমায়ুই স্বাভাবিক, কৰ্ম ও কুপথ্যাদি বশত তাহার ন্যূনও হইয়া থাকে।

কোনদিকেও মাহুর্ষের পরমায়ু শতবৎসর লিখিত হইয়াছে,—

“সমিধা বহু আহতিঃ নিশিতিঃ বর্জ্যো বশং।

বরাবস্ত ন পুণ্যতি কামরমে শতায়ুঃ।

(বৃহস্পতিঃ ৩। ২। ৫।)

অর্থ—হে অগ্নি! কেবল সমিধ, কাষ্ঠ দ্বারা জোমান (মহু)

সংস্কৃত) আহতি খরিপষ্ট করে, সে পুত্রপৌত্রাদি সম্পদ গ্রহণে
শত বৎসর আয়ুভোগ করে।

আয়েষা। মুসলমান ধর্মপ্রচারক মুহম্মদের তৃতীয় পত্নী।
আবু-বকরের কস্তা। সাত বৎসর বয়সের সময় মুহম্মদের
সঙ্গে বিবাহ হয়। মুসলমানগণ আয়েষাকে বড় ভক্তি করিয়া
থাকেন। হিজিরা ৫৮ শকে ইহার মৃত্যু হয়।

আয়োগ (পুং) আয়ুজ্যতে সর্কজ মজলানৌ আ-যুজ্ বঞ্।
১ গন্ধমাল্যোপহার। ২ ব্যাপার। ৩ রোধ। (আয়োগে।
গন্ধমাল্যোপহারে ব্যাপ্তিরোধাঃ। হেম।)

আয়োগব (পুং স্ত্রী) আয়োগং অগ্রশস্ত যোগং বাতি গচ্ছতি
অযোগ-বা-ক ততং অয়োগবএব স্বার্থে অণ্। বৈশ্বাগর্ভে
শূদ্রের ঈদরে জাত জাতিবিশেষ। (শূদ্রাদায়োগবঃ। ইতি
মহ্। ১০। ১২।) ইহারা ছুতোরের কার্য করিতে করিতে
একগুণে ছুতোর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। (তত্ত্বিকায়োগবন্ত চ।
মহ্। ১০। ১৮।) ইহারা পুত্র কার্যকরণে অক্ষম (১০। ১৬।)
(স্ত্রী) জাতিত্যাগীণ-আয়োগবী।

আয়োজন (ক্লী) আ সম্যক্ যজ্ঞাতে কর্ম যেন আ-যাজ-
লুট্। উদ্যোগ। আহরণ। নৈমায়িক মতে, ১ কর্ম,
২ ব্যাখ্যান।

আয়োজিত (ত্রি) আ-যজ-গিচ্ তু লোপঃ। আয়োজন-
মস্য জাতং তারকাদিত্যাদিতচ্ বা। বাহার আয়োজন করা
হইয়াছে। সম্যক্ সম্পাদিত।

আয়োদ (পুং) অয়োদস্যাপত্যং বাহুং অণ্। ধোম্য যুনি।
আয়োদন (ক্লী) আ সম্যক্ যুদ্যন্তি যোদ্ধারোহস্মিন্ আ-যুধ-
আধারে-লুট্। রণক্ষেত্র। যুদ্ধস্থান। ভাবে লুট্। বোধন।
যুদ্ধক্রিয়া। (যুদ্ধমায়োদনং জন্যং প্রেথনং প্রবিদ্যারণং।
অমর ২। ৮। ১০৩।)

আর (পুং) আ-সম্যক্ ঋ গচ্ছতি-কালবশাৎ আ-ঋ-কর্তরি বঞ্।
১ মজলগ্রহ। গ্রীকদের হোরাশাস্ত্রে ও মজলগ্রহের নাম
আরস্। ২ ননিগ্রহ। ৩ মধুরাস কলবৃক্ষ। ৪ প্রান্তভাগ।
(ক্লী) ৫ বৃণ্ড লোহ। ৬ পিতল। অর্যচক্রে শিব স্বর্গ বা অণ্।
৭ কোপ। (পুং) ভাবে-বঞ্। ৮ গমন। আ-অভি-
ব্যাধৌ অর্ঘ্যতে গম্যতে যজ্, আ-ঋ-আধারে বঞ্। ৯ দূর।
(আরঃ কিতিল্লতেহর্কজে। বিশ্ব) (আরো রীতিঃ শনিভৌমঃ।
হেম ২। ৩২৫।) রীতিঃ পিতলঃ।)

আর (নেপথ্য, হিন্দী-অউর) ১ আবার।

"জিহ্বে কেরি হুস নী পারব আর।

ইথে লাসি রোই গলরে কলবাসি।"

বিদ্যাপতি।

২ এবং। যেমন, সে আর আদি।

"লক্ষী বাণী আদি করি, আর বত সহচরী,
ল'রে শরজয়া লখোদর ॥"

কবিকঙ্কণ।

আরক (আরব্য=অরক্) মূল অর্থ—বর্ম। বাম। ২ চৌর্য্যান
জব্য। বকবজের সাহায্যে কোন ফল চৌর্য্যইয়া লইলে
আরক হয়। বাকলা দেশে নেবুয় আরক, এলাচের
আরক, জামের আরক প্রভৃতি নানাপ্রকার আরক হয়।

৩। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মহা বিশেষ। এই
মদ সাধারণত মারিকেল জল, ডালরস, খেজুররস ও
ধান চৌর্য্যইয়া প্রস্তুত হয়। মুসলমান, নিকট জাতি ও
আহাজের খালসীরা এই মাদক ব্যবহার করে।

[মদ দেখ।]

৪। পরিগ্রামের নীচ লোকেরা ঔষধকে আরক
বলিয়া থাকে।

আরকুট (পুং স্ত্রী) আরক পিতলস্ত কূট ইব। পিতলাতরণ।
পিতলের অলঙ্কার। আরময়ঃ কূটোহস্ত। পিতল (রীতিঃ
স্ত্রিয়ামারকুটৌ। নস্ত্রিয়াঃ অমর। ২। ৯। ১৭।)

আরক (পুং) আ-ঈবৎ-রক্তঃ প্রাদিসং। ঈবদ্ রক্ত। ঈবদ্
রক্তবর্ণ। সম্যক্ রক্তবর্ণ। ঈবদ্ রক্তবর্ণবৃক্ষ। (ত্রি)
সম্যক্ অম্বরক্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অম্বর্য্যগ।

আরক (পুং) আ-সম্যক্ রক্ষতি আ-রক্ষ-অচ্ হতীর মতকহ
কুণ্ডের অধঃস্থল। হতীর মতকের চর্ম। সন্ধি। (ত্রি)
রক্ষক। (পুং) ভাবে বঞ্। রক্ষোক্রিয়া। (স্ত্রী)
ভাবে অ-টাপ্ আরক্। সম্যক্ রক্ষা। (আরকো
রক্ষকে হস্তিকুণ্ডাধশ্চ। হেম° অনে° ৩। ৭২৯।) আ-সম্যক্
রক্ষ্যতে আ-রক্ষ-কর্মণি বঞ্। রক্ষণীয়। রাখিবার যোগ্য।
(আরকো রক্ষণীয়েতাজ্জীর্ঘমর্মণি দত্তিনাম্। বিশ্ব।)

আরক (পুং) আ-রগে শকারাং ক্লিপ্-আরগং রোগ-
ভয়ং হস্তি আরক্-হন্ অচ্ বধাদেশশ্চ। রাজবৃক্ষ।
সৌদাল গাছ। (Oassia Fistula)।

এই গাছ হিমালয় প্রদেশে ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে
জন্মে। চৌদ হাত হইতে পঁচিশ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।
চৈত্র বৈশাখ মাসে এই গাছে নূতন পাতা ও ফুল ধরে।
শীতকালে বড় বড় ফল পড়ি।

বাকালার ইহাকে সৌদালী, সৌদাল, সোনালী ও
বাকলগাছী এবং হিন্দীতে আরলতাল বলে। সংস্কৃত
ভাষায় ইহার এই কয়েকটি পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, সম্যক, তরু-
মূল, আরবত, ব্যাধিহাত, কুডবাল, সুবর্ণক, মহাল, মোচন,

দীর্ঘকল, মৃগজন্ম, হিমপুশ, রাজতক, কথুর, অরাতক, অরক, বর্ণপুশ, বর্ণজ, কুঠহমন, কণাভরণক, মহারাজক, কণিকার, বর্ণাক, প্রাণহ।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, ইহার গুণ গুরু, স্বাদু, শীতল, অম্ল, হ্রাসোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কক, বিষ্টভ, বাত, রক্ত, উদাবর্ত, পিত্ত ও শূলনাশক। ইহার কলের গুণ—মধুর, গুরুবর্দ্ধক, বাত ও পিত্তহারী। ক্ষত, ক্রীণ, বাল ও বৃদ্ধাবস্থার বলা-ধানের নিমিত্ত ব্যবহার করবে।

বৈদ্যেরা আরথথ তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহা ধবল কুষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৈদ্যকোক্ত আরথথপাচন শূল, কক ও বাতযুক্ত অরে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ছাল ফটুকরির সঙ্গে ধুইলে এক প্রকার কিকা লাল রঙ বাহির হয়। ইহাতে তসর, রেসম ও পসম ছোবান যায়, কিন্তু ছোবান হইলে কিকা হলুদের মত রঙ হয়। আরথথের ছাল চামড়া টানিয়া পরিষ্কার করিবার কালে বিশেষ কাজে লাগে।

ইহার মূল ও পাতার জোলাপের কাজ করে। সীও-তালেরা ইহার ফুল খায়। ইহার কাঠ বড় মজবুত। কিন্তু এই কাঠে তেমন চোটালো তক্তা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দেশে এই কাঠে গরুর গাড়ী, টম্‌টম্‌ ও চাষের যন্ত্রাদি তৈয়ারী হয়।

তিন শত বর্ষ পূর্বে ইংলণ্ডেও ইহা ঔষধ স্বরূপ চলিত ছিল; এখন আর তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

আরজ্ (অরজ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুরের একটা নগর। মহানদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সংনামী, কবীরগছী হিন্দু, মুসলমান ও অসত্য জাতির বাস। আগে এখানে জেলার তহশীল হইত। পূর্বকালে এই নগরে হৈহয় বংশী রাজপুত্রের রাজত্ব ছিল। এখন তাহাদের নির্মিত আশ্রয়-বেষ্টিত বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির ও গুরুদেবী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে ধাতুনির্মিত পাত্রাদির ব্যবসা হয়। আরজ্ (আরব্য) আবেদন।

আরজ্বেগ (পারভ) যে ব্যক্তি আদালতে আরজী দাখিল করেন।

আরজা (পারভ) সন্তা।

আরজী (আরব্য) জাপনপত্র। বিচার-পত্রের নিকট আবেদনপত্র।

আরট (জি) আ-সম্যক্ রটতি শব্দারভে আরট্ অচ্। সম্যক্ শব্দকর্তা। (পুং) সট। মাস। ইতি হেমশেখ। (স্ত্রী) সোমাদি ভীষ। আরটী। নটী। শব্দকর্তী। [পা। ৪। ১। ৩১। পুত্রহ গোবাবিপণে আরট শব্দ দেখ।]

আরট্ (পুং) আ-রট্-উচ্। ববাতি বংশীর সেতুপুত্র। ইহার পুত্রের নাম গাঙ্কার। (মৎস্ত-পু।)

২। দেশ বিশেষ। পঞ্জাব দেশ।

মহাতারতে লিখিত আছে,—

“পঞ্চনদ্যা বহন্ত্যোতা যত্র পীলুবনাশ্রয়ত।

শতক্রশ্চ বিপাশা চ তৃতীরৈরাবতী তথা ॥

চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ সিদ্ধু বঠা বহির্গিরেঃ।

আরট্টা নাম তে দেশা নষ্টধর্ম্মা ন তানু ব্রজেৎ ॥”

কর্ণ পর্বে ৪৫ অঃ।

হিমালয়ের বাহিরে যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে, শতক্র, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই আরট্ দেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন, তথায় গমন করা অবিধেয়।

“আরট্ দেশের আচার ব্যবহার নিতান্ত অযত্ন। এখানকার লোকেরা মৃগয় পায়ে উঠে, গর্দভ ও মেঘের ছদ্ম ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন প্রকার অন্ন গ্রহণে বাহু বিচার নাই।

“পূর্বে আরট্ দেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা রমণীকে অপহরণ করিয়া বলপূর্বক তাহার সতীত্ব ভঙ্গ করে, তাহাতে সেই নারী এই বলিয়া অভিশাপ দেয় যে, তোমরা অধর্ম্মা-চরণপূর্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করিলে, এই জন্ত তোমাদের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। এই নিমিত্তই আরট্‌দিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগ-নেরগণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।”

“এই দেশের লোকের নাম বাহীক। তাহারা প্রায় সকলেই তসর, কামুক ও মদ্যপারী; পরবস্ত্র উপভোগই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা সকলেই সংস্কারহীন। এই দেশের জীলোকের মনঃশিলায় ভ্রায় উজ্জল অপাঙ্গ দেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য শব্দাদি লইয়া কেলিগ্রন্থ। সকলে গোড়ী সুরাপান ও কষলাজিন ধারণ করে। তাহারা মদ্যপানে বিভোর হইয়া উলঙ্গভাবে নগরের বাহিরে গিয়া অপর পুরুষের কামনা করে।” (কর্ণ পর্ব ৪৫-৪৬ অঃ।)

[বাক্যীক শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

গ্রীস দেশীয় গ্রীসীয় ভূগোলবেত্তার ইহার নাম আড্রাইট্ (Adraistae), হুড্রিকি (Hudrikae), আরেস্টা (Arastae), প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহীকদের সম্বন্ধ আরট্‌দেশের রাজধানী তক্ষশীল ছিল।

আরটক (পুং স্ত্রী) আরটে দেশে আরতে আরট জন-ড।
ঘোটক। (ত্রি) আরটদেশোক্তব, আরটদেশোৎপন্ন।

আরঠ। বাঙ্গালার সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের একটি গাঁই।

আরড়া। বাঙ্গালার একটি প্রাচীন নগর। এইখানে বীকুড়া-
রায়ের সময় কবিকঙ্কণ আপনার চণ্ডী রচনা করেন।

“আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ বাহার স্বামী,
নয়নপতি ব্যাসের সমান।”

কবিকঙ্কণ।

আরণ [বৈ] (স্ত্রী) আঙ্ পূর্বাদর্থে লুটি। অঙ্কুপাদি।

(“অন্তকং জসমানমরণে।” ঞক্ ১।১২।৬। ‘আরণ্য-
মঙ্কুপাদি তজাহরৈঃ।’ সারন।)

আরণি (পুং) আ-এ- (অর্তিস্বধুম্যক্তবিত্তভোহনিঃ। উণ।
২।১০৩)। ইতি অনি। জলের স্বয়ং ভ্রমণ। আবর্ত।
জলের ঘূর্ণণ। ঘূর্ণ। ঘূর্ণি জল।

আরণ্যেয় (পুং) অরণ্যং ভবঃ অরণী চক্। শুকদেব।

[অরণীস্থত শব্দ দেখ।]

অরণিমরণিহরণমধিকৃত্য কৃতোগ্রহঃ চক্। ২ মহাভা-
রতের বনপর্কের অন্তর্গত অরণিহরণের অধিকারে ব্যাসকৃত
অবাস্তর পর্কবিশেষ। বনপর্কের ৩১১ অধ্যায় হইতে ৩১৪
অধ্যায় পর্যন্ত আরণ্যেয় পর্ক বর্ণিত আছে। অরণ্য ইদং
স্বার্থে বা চক্।

আরণ্য (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ ৭। বনজাত পশু প্রকৃতি। পৈথীনসি
বনজ পশু সপ্ত প্রকার নির্দেশ করেন। বধা—মহিষ, বানর,
ভালুক, সাপ, কুক্কুট, মৃগ। এতত্তির অজ্ঞ ও অনেকরূপ
পশু আছে। ২ অকুটপচ্য ধাতু বিশেষ। কর্ণ বা রোপণাদি
ভিন্ন যে ধান বনে আপনি হইয়া আপনিই পাকে। অমরকোষে
উহার পর্যায়—ভৃগুধাতু বা নীবার। চলিত ভাষায় উহাকে
উড়িধান বলে। ৩ জ্যোতিষোক্ত মকর রাশির প্রথম অর্ধ-
দিবসীয় সিংহরাশি। ৪ মেঘ এবং ৫ বুধরাশি। (পুং)
৬ অরণ্যজাত গোমর। সিং কোং। (পা। ৪।২।১২২।
নৃত্।) অরণ্যং অরণ্যবাসমধিকৃত্য কৃতোগ্রহঃ অণ্। ৭ যুধি-
ষ্ঠিরাদির বনবাসমধিকারে ব্যাসকৃত ভারতাস্তর্গত পর্ক বিশেষ।
বনপর্ক। ৮ রামের বনবাস অধিকারে বাঙ্গীকৃত
আরণ্য কাণ্ড।

আরণ্যক (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ (অরণ্যায়মুখ্যে। পা। ৪।২।

১২২ ইতি বুঙ্। পঞ্চাধ্যায়-ভার-বিহার-মহুয়াহতিষতি বক্তব্যং।

বার্তিক উক্ত নৃত্বে। পথ, অধ্যায়, বিহার, মহুয়া, হস্তী,
এই সকল অর্থেই বুঙ্ হইবে অজ্ঞ অর্থে অরণ্য
পর্কের উক্ত ৭ প্রত্যয় হইবে। গোমর অর্থে বিক্রেত বুঙ্।

হর পক্ষে ৭ হর। বা গোময়েবু। বার্তিক উক্ত নৃত্বে।)
১ বনজাত। ২ অরণ্যে গের।

(স্ত্রী) বেদের অংশ বিশেষ। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে
গিয়া অভ্যাস করিতে হয়, এই জন্ত ইহার নাম আরণ্যক হই-
রাছে। বেদের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক একটি স্বতন্ত্র
আরণ্যক আছে। যেমন ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আর-
ণ্যক; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক; শতপথ
ব্রাহ্মণের শতপথ আরণ্যক; কোষীতকীব্রাহ্মণের কোষীতকী
আরণ্যক ইত্যাদি। আরণ্যক উপনিষদের মূল। উপনিষদে
যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আরণ্যকে তাহার
মূলমন্ত্র পাওয়া যায়। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে মানব কি
প্রকার আচারসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ পথ অবলম্বন করিলে
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, আর ব্রহ্ম কি এই সমস্ত বিষয়
আরণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। এক এক বেদের সংহিতা
শেষ করিয়া সেই সেই বেদের আরণ্যক পড়িতে হয়। মহু
লিখিয়াছেন—“বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ।”

বেদের শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া আরণ্যক অধ্যয়ন
করে। (৪।১২৩।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

“জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং বদাদিত্যাদিবাপ্তবান্।

যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীক্ষতা॥”

যোগ করিতে অভিলষী ব্যক্তিকে আরণ্যক (বাহ্য আমি
আদিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছি) এবং মৎপ্রোক্ত
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

২ ভারতাস্তর্গত বনপর্ক। ৩ রামায়ণের অন্তর্গত
আরণ্যকাণ্ড।

আরণ্যকুকুট (পুং স্ত্রী) অরণ্যে ভবঃ। আরণ্যশাস্ত্রসৌ
কুকুটশ্চেতি কথং। বনকুকুট। বনকুকুড়া। বনকুকুড়ার
মাংস মিষ্ট, পুষ্টিকর, স্নেহাবর্দ্ধক, গুরু, বাতপিত্ত-কর-বমী ও
বিষমজর নাশক। (স্ত্রী) জ্ঞাতিভাৎ স্ত্রীপ্। আরণ্যকুকুটী।
আরণ্যগান। আরণ্যং বনগণ্যং গানং শাকং তৎ। সামবেদোক্ত
গানগ্রন্থবিশেষ। সাম গান চারি প্রকার, গেরগান, আরণ্য-
গান, উহগান ও উহগান। হনোংগব্রহ্মচারীগণ করেক
বৎসরে ঐ সমস্ত গান অভ্যাস করিডেন। অভ্যাসকাণীন
তাঁহাদিগকে তিন অবস্থায় থাকিতে হইত। অরণ্যে থাকিয়া
এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে আরণ্যগান অভ্যাস করিতে
হয়। এই জন্তই উহার নাম আরণ্যগান। আরণ্যগান
প্রথমত তিন পর্কে বিভক্ত। বধা—অর্কপর্ক, বনপর্ক ও
ব্রতপর্ক। অর্ক পর্কে দুইটি প্রাণৈক, বনপর্কে একটি

এবং ব্রতপক্ষে তিনটি। সর্বমুখ আরণ্যগানে ছয়টি প্রপাঠক আছে। প্রত্যেক প্রপাঠক দুইভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে ১০টি হইতে ৩৪টি পর্য্যন্ত গান দেখিতে পাওয়া যায়। অস্ত্রান্ত গানের জায় আরণ্যগানের গানগুলিও ঋকমূলক। কিন্তু কয়েকটি গানের ঋক পাওয়া যায় না এবং সামান্যচার্য্য ঐ সকল গানের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ আরণ্যগানকে গের গানের অন্ত্যভাগ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু একথা সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে।

আরণ্যপশু (পুং) কৰ্ম্মধা। স্বত্বাক্ত মহিষাদি সাত প্রকার পশু। [আরণ্য শব্দে বিবৃতি দেখ।]

আরণ্যমুদগ (পুং) বনমুদগ। বনমুগ। আরণ্যমুদগস্যে বাকারে পর্ণে হস্ত্যস্যাঃ অর্শ আদি অচ্ টাপ্। আরণ্যমুদগা। মুগানী। মুদগপর্ণী। (রাজ-নিং।) [মুগ দেখ।]

আরণ্যরাশি (পুং) নি. কৰ্ম্মধা। আরণ্য শব্দাক্ত প্রথমার্দ্ধ দিবসীয় মকর ও সিংহরাশি। মেঘ এবং বৃষরাশি। আরণ্যক-সংহিতা বা আরণ্যক আর্চিক। ছন্দআর্চিকের ষষ্ঠ প্রপাঠকের নাম আরণ্যসংহিতা। উহা অরণ্যে অধ্যয়ন করিতে হয়।

আরতি (স্ত্রী) আ-রম-জিন্। উপরাম। নিবৃত্তি (আরত্য-বরতিবিরতিয় উপরামে। অমর ৩। ২। ৩৬।) ২ নীরাজন। আরত্রিক। চলিত কথায় আরুতি বলে।

দেবতাপ্রতিমা সমীপে ব্রাহ্মণগণ পূজাস্তে বহুপ্রকারে আরতি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গআরতি প্রায়ই সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পঞ্চাঙ্গ আরতি এইরূপ—প্রথমে দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয়ত বারিপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা, তৃতীয়ত ধৌতবস্ত্র দ্বারা, চতুর্থত আদ্র অথবা বিঘাদি পত্র দ্বারা এবং পঞ্চমত প্রণিপাত দ্বারা আরতি করাকেই পঞ্চাঙ্গ আরতি কহে। কোন কোন স্থলে দীপমালায় আরতির পর প্রক্ষালিত কর্পূর দ্বারা আরতি করিতেও দেখা যায়, কোথাও বা কোন বিষয়ের ন্যূনতাও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ কৰ্ম্মকর্ত্তার উৎসাহের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারেই আরতির ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়।

যে দীপমালা দ্বারা আরতি করা যায়, সাধারণত পঞ্চ বস্তিকা বিশিষ্ট থাকায় তাহাকে পঞ্চপ্রদীপ বলে। কোন কোন স্থলে সপ্তপ্রদীপ বা তাহাতে অধিক প্রদীপ দ্বারা অথবা কেবলমাত্র একটা শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ দ্বারাও আরতি করিতে দেখা যায়। স্তব, কর্পূর, অগরুচন্দন প্রভৃতি উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা দীপের বস্তিকা-নিৰ্ম্মাণ করাই প্রোত্তম। তৈল দ্বারা আরতি করিলে তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। আরতি

করিবার সময় প্রতিমার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে একবার এবং সমস্ত অঙ্গে সপ্তবার করিয়া দীপমালাদির ভ্রমণ করাইতে হয়। আরতিকালে ঘণ্টা, শঙ্খ ও বাদ্যাদির ধ্বনি হইতে থাকে। এই সময় সাধারণের মনে অভিনব উৎসাহ ও ভক্তিতাবের আবির্ভাব হইয়া একরূপ অনির্কচনীর আনন্দ উদয় হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রমণীগণের বরণপ্রথাও এই আরতির প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বোধ হয়। অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক কার্য্যেই বরণের প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে স্ত্রীগণ একত্রে মিলিত হইয়া প্রদীপ ও তাড়ুলাদি গ্রহণ করত নানাবিধ বাদ্যাদি উৎসবের সহিত যেক্রমে বরণ করিয়া থাকে; তাহা দেখিলে ব্রাহ্মণকৃত আরতির অনুকরণ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অতি সমারোহে আরতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে সমুজ্জল দীপমালা সকল গঙ্গাবক্ষে প্রতিকলিত হইয়া এক অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করে। সেই দৃশ্য দর্শকবৃন্দের অতিশয় মনোহর ও আনন্দজনক হইয়া থাকে।

আরথ (পুং) ঈবদ্রথঃ প্রাদিৎ সং। একটা অশ্ব দ্বারা গমন-সাধন রথ। এক্কা। বগী প্রভৃতি।

আরদ্র (হরিত্রা শব্দের অপভ্রংশ) হলুদ।

“আরদ্র মাথিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,

ঐছন দেখি পীতাম্বর।” চণ্ডীদাস।

আরদ্র (ত্রি) আরধ-ক্ত। সংসিদ্ধ। তিকাদিৎ। কিঞ্ঞ। সেতুপুত্র। (বিষ্ণু-পুং)। নবম্পুরাণে ইহার নাম আরদ্র ও ব্রহ্মাণ্ডে আরদ্রং লিখিত হইয়াছে। [আরদ্র দেখ।]

(পুং স্ত্রী) আরদ্রায়নি। আরদ্রের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। [পা। ৪। ১। ১৫৪। সূত্রস্থ তিকাদিগণে আরদ্র শব্দ দেখ।]

আরনাল (স্ত্রী) আচ্ছাতি আ-ঋ-অচ্ আরঃ নল গন্ধে বঞ্ঞা নাঃ আরো দূরগামী নালো গন্ধো যন্ত বহুব্রী। কাজিক। কাজি। [কাজি দেখ।] স্বার্থে কন্ আরনালক।

(আরনালকসৌবীরকুণ্ডাবাভিযুতানি চ।

অবস্তিসোমধন্যান্নকুঞ্জলানি চ কাজিকে। অমর)

আরন্দ, আরদ্র (দেশজ) অরুদ্রন। ভাদ্রমংক্রান্তিতে বঙ্গবাসীরা রাঁধেন না, পূর্বদিনের অন্ন এই দিন খান। [অরুদ্রন দেখ।]

আরক (ত্রি) আরভ-ক্ত। কৃতারভণ। যাহার আরভ করা হইয়াছে। (স্ত্রী) ভাবে-ক্ত। আরক।

(ত্রতথজবিবাহেহু শ্রাঙ্কে হোমে হর্জনে জপে।

আরম্ভে স্তবকং নস্তাদিনারকেতু স্তবকং ॥ তিথিতং বিষ্ণু)

(আরম্ভ পরিসমাপ্তিক্রিয়াকালো বর্তমানঃ। দুর্গা।)

আরম্ভট (পুং) শূর। বীর। [আরম্ভটী দেখ।]

আরম্ভটী (স্ত্রী) আরম্ভাতে ইনয়া আ-রম্ভ-অটী-ভীপ্। অর্থ-বিশেষ যুক্ত নাট্য-রচনা বিশেষ। ময়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, ক্রোধ, উদ্ভাস্তি, বধ, বন্ধন, নানাপ্রকার ছলনা, প্রবন্ধনা, দম্ভ, মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি যুক্ত বৃত্তিকে আরম্ভটী বৃত্তি বলে। পরিত্যাগ, অধঃপতন, বস্ত্র উত্থাপন ও সংকেট এই চারিটি আরম্ভটী বৃত্তির অঙ্গ। ২ সরস্বতীকর্ত্তাভরণোক্ত শঙ্কালঙ্কার রূপ বৃত্তি বিশেষ।

আরম্ভ্য (ত্রি) আরম্ভাতে আ-রম্ভ কৰ্ম্মণি ক্যপ্। আরম্ভণার্থ। আরম্ভ করিবার যোগ্য। (অব্য) ল্যপ্। আরম্ভ করিয়া। (আরম্ভ্য কৃতপে শ্রাঙ্কং কুৰ্যাদারোহিণং বৃধঃ। স্মৃতি।) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রমতে, সঙ্কল্পী।

আরমণ (কৌ) আ-রম-ভাবে লুট্। আরাম। বিশ্রাম। আরম্ভাতে ইনেন করণে লুট্। আরতি-সাধন।

আরম্ভণ (কৌ) আ-লবি-লুট্ বেদে লম্ভ রত্নং। আলম্বন। আরম্ভ (পুং) আ-রম্ভ-ঘঞ্ (রভেরশবিটোঃ। পা। ৭। ১। ৬৩ ইতি হুম্।) উদ্যম। ভ্রম। স্বার্থে বা পরার্থে। গৃহাদি সম্পাদন ব্যাপার। ৪ উপক্রম। প্রথম কৃতি। ২ প্রথম কাব্য। ৩ প্রস্তাবনা। ৪ বধ। ৫ দর্প। (আরম্ভস্ত বধদর্পয়োঃ, ভরারামুদ্যমে চ। হেম।) ক্রিয়াসমূহাত্মক পাকাদি ক্রিয়ায় প্রথম উপক্রমের নাম আরম্ভ। শ্রোত বা শ্রোতৃ কার্য্য আরম্ভ হইলে পরে যদি অশৌচ হয়, তবে সে কার্য্যের বাধ হয় না। যজ্ঞের আরম্ভে সাধুভবান্ আন্তঃ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বরণ। ত্রত এবং জপের আরম্ভ সঙ্কল্প। বিবাহাদি সংস্কারকার্য্যে নান্দীশ্রাঙ্ক আরম্ভ। সাগ্নিক শ্রাঙ্কে পাকারম্ভই আরম্ভ। নিরগ্নির শ্রাঙ্কে শ্রাঙ্কভোক্তা ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণই আরম্ভ। *। দ্রব্যান্তরের সহিত দ্রব্যের, গুণান্তরের সহিত গুণের উৎপাদনে বৈশিষ্টিকোক্ত ব্যাপার বিশেষ। আরম্ভাতে কৰ্ম্মণি ঘঞ্। আরম্ভ্যমান। বাহা আরম্ভ করা হইয়াছে—বা হইতেছে। (প্রক্রমঃ স্যাছপক্রমঃ। শ্রাদ্ধ্যাদানমুদ্বাত আরম্ভঃ। অমর ৩। ২। ২৬।)

আরম্ভক (ত্রি) আরম্ভতে আ-রম্ভ-কুল হুম্। আরম্ভকারক। যিনি আরম্ভ করেন। বৈশেষিকমত সিদ্ধ মহত্বাদিজনক অব্যব সকলের বিজাতীয় সংযোগ। [হুমের স্ত্র আরম্ভ শব্দে দেখ।]

আরম্ভণ (কৌ) আ-রম্ভ লুট্—হুম্। আরম্ভ শব্দের অর্থ।

কৰ্ম্মণি—লুট্। আরম্ভ্যমান। বাহা আরম্ভ করা যায়। আর-ম্ভণং প্রয়োজনমন্ত অহুপ্রবচনাদি অণ্ (ত্রি) আরম্ভ প্রয়োজন পদার্থ। (পা। ৫। ১। ১১১ স্ত্রের অহুপ্রবচনাদি-গণে আরম্ভণ শব্দ দেখ।) আরম্ভাতে ইনেন করণে লুট্। উপাদান কারণ।

আরম্ভনীয (ত্রি) আ-রম্ভ-শক্যার্থে অনীদ্র হুম্। বাহা আরম্ভ করার যোগ্য। বাহা আরম্ভ করিতে শক্তি আছে। আরম্ভ করিবার শক্য প্রয়োজনাদিযুক্ত পদার্থ। আরম্ভবাদ (পুং) আরম্ভস্ত বাদঃ পরীক্ষাপূর্ব্বক কথা বিশেষঃ। বৈশেষিকাদির অভিমত পরমাণু হইতেই জগৎপত্তিবাদ। বৈশেষিকদের মত সিদ্ধ পরমাণু হইতে যে জগৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ক বাক্য। সেই বাক্য যথা, (দ্রব্যাপি দ্রব্যাস্তরমারম্ভস্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং। বৈঃ-সূঃ।) দ্রব্য সকল দ্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। নীল, পীত ইত্যাদি গুণ সকল অন্য গুণকে আরম্ভ করে। তাঁহাদের মতে কুলাল, দণ্ড, চক্র, সলিল এবং স্ত্র যেমন দণ্ডের কারণ—তদ্রূপ আত্মাকাশ ও পরমাণু ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। আরম্ভের যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই সকলের কৰ্ম্ম সংযোজিত পরমাণু সকল দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে এই মহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আরম্ভ করে। শঙ্করাচার্য্য স্মীত ভাষ্যে সেই মত উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মকারণবাদীর ভিন্ন মতকে দৃষ্টিগোচর।

আরব। আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমস্থ একটা দেশ। ইহার উত্তর সীমা সিরিয়া ও ইউফ্রেতিস্, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও আরবসাগর, দক্ষিণে আরবসাগর ও বাবেলমণ্ডল প্রাণালী, পশ্চিমে লোহিত সাগর। এই দেশ অক্ষা ১২° এবং ৩০° উ., দেশা ৩২° এবং ৫৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নামের উৎপত্তি।—হিব্রু ‘অরব’ শব্দ হইতে আরব নাম হইয়াছে—উহার অর্থ ‘অন্ত বা গুয়া’;—অর্থাৎ যে জাতি বা দেশ সূর্য্যাস্তের দিকে অবস্থিত। কেহ কেহ হিব্রু অরব অর্থাৎ ‘মরুভূমি’ হইতে এই নামে উৎপত্তি নির্দেশ করেন। গ্রীকরা অরব শব্দ আরব্যজাতিতে ব্যবহার করিতেন।

প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা আরবের সীমা কিছু অধিক নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রিন্সির মতে মেশোপোটামিয়ার কতকাংশ, আরমেনিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত আরবদেশ। (Hist. Nat. 5. ৪৪) জেনোকন ইউফ্রেতিসের উপকূলের বাসুকানর স্থান এবং অরক্সেস নদীর দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত আরবের অংশ নির্দেশ করেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তাদের মতে আরবদেশ তেী প্রদেশে বিভক্ত,—১ যিমেন, ২ হিজাজ,

৩ তিহারা, ৪ নেজদ্ব ও ৫ বেমায়া। আরবদেশে অনেক-গুলি স্বাধীন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—

১। যেমেন প্রদেশ—লোহিত সাগরের উপকূলে এবং হিজাজ, নেজদ্ব ও হজ্জামোত্তের সীমানা পর্যন্ত। ইহার মধ্যে সানা, মোখা, জেবিদ, বাইট-এল-ককী, হোমেহা, লোহেরা এই করুণী নগর।

২। আদেন—ইহার মধ্যে এসিদ্ধ আদেন বন্দর।

৩। কোকেবান্ রাজ্য।

৪। বেলীদ্ব এল-কোবাইল।

৫। আবু আরিব—লোহিত সাগরের ধারে। জেজান নামে ইহার নগর আছে।

৬। খোলান্।

৭। সাহান্—এখানে বেহুইনরা বাস করে।

৮। নেজরান্—এ প্রদেশটা বেশ উর্বরা, এখানকার উঠ ও ঘোড়া বিখ্যাত।

৯। ওমান্ এ প্রদেশটা মক্কটের স্থলতানের অধিকার-ভুক্ত। এখানে যব, গম, জনার, আঙ্গুর, কড়াই ও খেজুর জন্মায়; দস্তা ও তামার খনি আছে। এখানকার রৌদ্রক নগরে ইমামের বাড়ী ছিল।

১০। হিজাজ—এই প্রদেশ মুসলমানদের পুণ্যভূমি। মক্কা ও মেদিনা এই প্রদেশের অন্তর্গত। মুহম্মদের মৃত্যুর পর হইতে এই স্থান কনুতান্তিনোপলধিপতির অধিকারে ছিল। তিনি এই পুণ্যস্থান রক্ষা করিবার জন্য একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিতেন। তৎপরে ওহাবীরা প্রবল হইয়া উঠিলে, সেই সময় এখানকার সেরিক স্বাধীন হইতে চেষ্টা পায়। সেই সময় তুরকের পাশার সঙ্গে মক্কার প্রধান সেরিকের বিবাদ হয়। সেরিক পাশার জিডা নগরস্থ দুর্গধ্বংস করেন, এবং বিশ্বপ্রয়োগ দ্বারা পাশার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। ওহাবীরা সেরিকের বিপক্ষ হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে নিপাত করিলেন। এই সময় ইজিপ্টের শাসনকর্তা মুহম্মদ আলি প্রধান হইলেন, তিনি ওহাবীদের পরাস্ত করিয়া হিজাজ দখল করেন। কিছুদিন হিজাজ ইজিপ্টের রক্ষণ-বেক্ষণে ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট ও তুরকের যুদ্ধে হিজাজ তুরকের স্থলতানের হাতে আসিল। এই প্রদেশের প্রধান নগর মক্কা, মেদিনা, জিডা।

[মক্কা শব্দে অপরায়ণ বিবরণ দেখ।]

১১। সিনাই পাহাড়ের মরুস্থল—আরবের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে হই একটি নগর ভিন্ন অপর মরুস্থল নাম আরব মরু ও পার্শ্বভাগ; এই প্রদেশ স্বাধীন

বেহুইনদিগের অধিকৃত। সুরেজ, টোর প্রভৃতি বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত। সিনাই পাহাড়ে বেলেপাথর, অধিক উচ্চস্থানে কোথাও কোথাও মূল্যবান মণিপাথর পাওয়া যায়। উচ্চ অধিত্যকার উপর জেবেল মুসা, ইহারই কাছে বাইবেলোক্ত প্রাচীন সিনাইগিরি। এখানে সেন্ট ক্যাথে-রিনের মনোহর আশ্রম আছে। জেবেল মুসার স্বচ্ছ সলিলে প্রস্রবণ আছে। দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়। এখানে পেরারা, খেজুর, দাড়িম প্রভৃতি স্থান্য কল আছে।

আকাবা উপসাগরের ধারে জেবেল সেরা নামক আর একটি প্রদেশ। ওরাদিসুতা তাহার রাজধানী। কেহ কেহ এই নগরকে স্রাবাথিরদের রাজধানী প্রাচীন পেটা নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। সিনাই গিরিমালার উত্তরে একটি বিস্তীর্ণ মরুস্থল, ইহার নাম টিরা-বাগী-ইস্রায়েল অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের মরুভূমি।

১২। নেজদ্ব—এই প্রদেশ উত্তরে সিরীয় মরুভূমি, দক্ষিণে যেমেন হইতে হজ্জামোৎ পর্যন্ত, পূর্বে ইরাক আরবী, পশ্চিমে হিজাজ হইতে লাসার সীমা পর্যন্ত সমুদ্র তুখণ্ড। আরবের মধ্যে এই প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে বেহুইন জাতির বাস। এখানকার আবহাওয়া বড় গরম কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিপুল শীতল সমীরণ বহিয়া অধিবাসিদিগকে সুখ প্রদান করে। এই রাজ্য ধর্মোন্মত্ত ওহাবীদের অধিকারে। ইহার প্রধাননগর ডেরাইরা। এখানে আড়াই হাজারের উপর বসন্ত বাটী আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা এই নগর অবরোধ করেন, সেই সময় এখানে বড় বড় বাইশটী মঠ ও ৩ খ্রিষ্টাব্দ বিদ্যালয় ছিল। এই নগর বেশ উর্বরা, যব, গম প্রভৃতি শস্য এবং খেজুর, দাড়িম, পিচ, আঙ্গুর, তরমুজ ও খরমুজ প্রভৃতি কল আছে।

১৩। লাসা বা হজ্জার এই প্রদেশটা পারস্তোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশই বেহুইন-দিগের বাস। ইহার প্রধাননগর লাসা। এখানকার লোকেরা সমুদ্র হইতে মুক্ত আহরণ এবং পিণ্ডী খেজুরের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

১৪। হজ্জামোৎ—এই প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ভারত-মহাসাগর, উত্তর-পূর্বে ওমান, উত্তরে নেজদ্ব, পশ্চিমে যেমেন। এই স্থান লবণের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। ইহার কতকাংশে বেহুইনদের বাস। অধিকাংশই মক্কটের ইমামের অধিকারভুক্ত। ইহার প্রধান বন্দর দকর ও কেশিন্। নকোটী বীণও এই রাজ্যের অধিকারে। এই স্থান অগ্ন্য-ভস্মের সিদ্ধি প্রসিদ্ধ।

আরবের কোন নদী মাঝল নয়, যে করেকটা ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। কোন কোন প্রদেশে সমুদ্রসরে একবারও বৃষ্টি হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে আরবদেশ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান। ভারত-বর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে বেঙ্গল লু চলে, তদনেকা অধিক উত্তর আরবৎ সেমৌ বা সমিএল্ নামক ঝটকা বায়ু, গ্রীষ্মকালে এখানকার প্রান্তভাগে বহিয়া থাকে। ইহার সমুদ্রবীন হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হয়, অল্প সময় মধ্যেই মৃত দেহ ক্ষীত ও পচিয়া উঠে। এই ঝটকা বাতাস বহিবার সময় গন্ধকবৎ গন্ধ আসে, যে দিক হইতে আসিতেছে, সেই দিকের লোহিতাভা দেখিয়া আরবেরা পূর্ক হইতে সাবধান হয়। সেই সময় তাহারা ভূমিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে; উই প্রভৃতি পশুজাতিরাও মৃতক অবনত করিয়া রক্ষা পায়। একপ্রকার বায়ু ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বহে, সুতরাং এই উপায়ে পথিকেরা পরিজ্ঞান পায়। সচরাচর মধ্যে মধ্যে থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত এই বায়ু বহে।

উষ্ণ প্রদেশগুলি ছাড়া পারস্তোপসাগরের করেকটা দ্বীপও আরব জাতির অধিকারে। ঐ দ্বীপগুলির প্রত্যেকটা আবার স্বাধীন, ইহাদের মধ্যে আওয়াল, হরমুজ, করেক প্রভৃতি করেকটাই প্রসিদ্ধ। মুক্তা-আহারণ, নৌকাচালন ও মস্ত ধরিয়া বেড়ানই এ সকল স্থানের অধিবাসীদের প্রধান জীবনোপায়। খেজুর, একপ্রকার কদুর রুটী ও সাগরের মাছ এখানকার লোকের একমাত্র খাদ্য।

আরবের উৎপন্ন জব্বা—এই দেশের স্তম্ভকুমারী (মুসবর), একপ্রকার কুন্দু বা গুগুণ্ড ও বোল প্রভৃতি লৌহদ্ব্য নির্ম্মাণ পাওয়া যায় বলিয়া বহু প্রাচীনকালাবধি আরব সর্বত্র বিখ্যাত। এখানে অকীক পাথর, মরকত, বৈষ্ণব, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিমাণিক্য পাওয়া যায়। মোথায় যে কাকি পাওয়া যায়, উহা পৃথিবীর অপূর্ণ সকল দেশের কাকি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বট, খেজুর, নারিকেল, তাল, জলা, বাদাম, খুবানি, দেব (Apple), নাহপাতি, বিহিমান (Pyrus Cominunia), পেপিয়া, তেঁতুল, কমলানোবু, আদ্রবি-বাবুল ও বালসাম জন্মায়। ববাল গাছ হইতে তুরজবীন নামে একপ্রকার রস বহির্গত হয়, উহা আরবজাতির বড় উপাদেয়। এখানে স্থানে স্থানে গম, বব, জনার, কড়াই, মসুরি ও ভাতাকের চাষ হয়। তাল তুলা জন্মে। এখানকার সোনাধূবী বড় উপকারী। জেবির প্রদেশে নীল হয়। এ ছাড়া এরও, সোঁদাল, ইকু, জারকল, তিল, লম্বান, পাণ, নানাপ্রকার ধনুজ, শাক ও কৈবজ্য-জলজাতিও বেধা যায়। স্থানে স্থানে নুড ও লোহা

পাওয়া যায়। অল্প মধ্যে—উই আরবজাতির পরম বহু। বাগ্যকাল হইতে আরবজাতি বেগন, কুণা, তুজা, কটনহিহু, তাহাদের উটও সেইরূপ। এই পশু ১৫১৬ দিন জমাহারে জলমাত্র পান না করিয়া হাঁটিতে পারে। আরবজাতি এই পশুর হৃৎ গোছকের নুড পান করে।

আরবের ঘোড়া সর্বপ্রসিদ্ধ। এখানকার গাধা বড় তেজী, দৈনিক পুরুবে এই গাধার চড়িয়া যুদ্ধ করে। স্থানে স্থানে বলদ, মৃগমাত-হরিণ, হরিণ, পাহাড়ে ছাগল, নেকড়া-বাঘ, হারেনা, সিংহ প্রভৃতি জন্তু বেড়ায়। যেমন ও আদেন প্রদেশের মধ্যে দলে দলে লাজুলহীন বীদর বেড়াইতে দেখা যায়। ইগল, বাজ, চিল প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষীও আছে।

আরবদেশের লোকতত্ত্ব—আরবের লোক সেমিতিক জাতি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। প্রাচীন আরব জাতির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রাচীন ইতিহাসলেখক হেরোদোটাস লিখিয়াছেন, পারস্তমন্ত্রী দোরাস্ হৈকম্পিস্ আনিরাথের পশ্চিমস্থ সমস্ত দেশীয় লোকদিগকে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আরব সেই সময়েও স্বাধীন ছিল। যখন কুখাইসিস্ ইজিপ্ট জয় করিতে আসেন, তিনি আরব জাতির সাহায্য লইয়াছিলেন। আলেকসান্দর আরবদেশ অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ার তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই। ডিও-দোরস্ লিখিয়াছেন, এই জাতি প্রবল পরাক্রান্ত, মরুভূমি ইহাদের জন্মভূমি, মরুতে কোথায় জল পাওয়া যায়, ইহারাই কেবল জানে। রোমকেরা অনেকবার আরব আক্রমণ করিতে আসে, কিন্তু আর্দারব্রব্যের অভাবে তাহাদের ফিরিয়া বাইতে হয়। আগন্তকের রাজত্বকালে, ইবিরান-গলান্ নামে এক ব্যক্তি আরব অধিকার করিতে আসেন, সেই সময় ওবোদার নামে একজন আরব তাঁহার সাহায্য করেন; কিন্তু খাদ্যভাবের অভাবে তাঁহাকেও আরব ছাড়িতে হয়।

আরব জাতির প্রাচীন ইতিহাস বাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা পূর্বতন অধিপতিদের কেবল নামমাত্র জানরা অবগত হই। কে কোন সময়ে কতদিন রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার কিছু উল্লেখ নাই। সেমিতিক জাতীর মোকদের পৌত্র শেম, প্রথমে আরবে আসিয়াছিলেন, তৎপরে ঐ জাতীর ইব্রাহিম নামে আর এক ব্যক্তি আসিয়া আরবে বাস করিতে থাকেন।

প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসলেখক আবুলকাসিম, আরব

জাতিতে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, একটা প্রাচীন আর একটা বর্তমান। প্রাচীন আরবের মধ্যে এই কয়েকটা শাখার নাম পাওয়া যায়, আদ, যমুদ, তসম, আদিস, কোহায়, আমলেফ। এই সকল জাতির বংশাবলম্বীরা প্রবাসিত্তির আর কিছুই পাওয়া যায় না। আর জাতীয় পেশাদার নামে এক ব্যক্তি ইরমু নগর ও তবাহর উল্লেখ্য স্থাপন করেন।

বর্তমান আরবজাতি দুই দলে বিভক্ত, একদল খাতি আর একদল প্রাক্ত। প্রথম হল খাতিস (বা জোক্তন) হইতে এবং দ্বিতীয় দল ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশ হইতে উৎপন্ন। খাতিসবংশীর আরবগণ আরবের দক্ষিণাংশে, এবং ইসমাইলের বংশধরগণ হিজাজে থাকে।

খাতিসের পুত্রের নাম আরব। কেহ কেহ বলেন, এই আরব হইতে আরব বংশের নাম হইয়াছে। তৎপুত্র বাশাব। আবহুল নাম বাশাবের পুত্র। তিনি আবাব হিম্যার ও কালানের পিতা। খাতিসবংশের মধ্যে হিম্যার সর্ব প্রথমে রাজা হন। তিনি বামুদ জাতিকে যেমন হইতে তাড়াইয়া রাজমুহুট গ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের পর হিম্যারের মৃত্যু হয়। কেহ বলেন, তৎপুত্র ওয়াবেল তাহার উত্তরাধিকারী হন। তাহারও মতে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা কালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেক পুরুষ অতীত হইলে, আক্রান নামে এক ব্যক্তি যেমনে রাজা হন। তিনি একটা মহাকাব্য করিয়া দেশের উপকার করিয়া বান। ইতিপূর্বে হিম্যার শত্রু উৎপাদনের জন্য খাল কাটরা সাগর হইতে জল আনা হইয়াছিল। এই খালের জলে যেমনের বিশেষ উপকার হইত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্তী প্রবল বাতাসে ঐ জল সমস্ত যেমনে প্রাণিত করিয়া দেশের বড় অনিষ্ট করিত। এই রূপে নিবারণ করিবার জন্য আক্রান মারেরের মধ্যে দুইটা পাহাড় হইতে একটা সুহৃৎ জাকাল বাধাইয়া দেন। সুহৃৎর ক্ষুদ্র শতাব্দীতে এই সুহৃৎ জাকালটা ভাঙিয়া যায়, তাহাতে যেমনে প্রদেশ জল প্রাণিত হয়। আমুবেন আমের তরকে কোলিকিয়া এই সময় শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি তাহা বিপদে আসিতে পারিয়া ইতিপূর্বে যেমনে প্রদেশে সমস্ত ঐশ্বরিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন, এখন তিনি আক্রান প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমুর মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরেরা নানানদানে ছড়াইয়া পড়েন। আমুপুত্র জেকনার পরিবারবর্গ সিরিয়ার পেলেন এবং বাবাকাসের দক্ষিণপূর্বে দলী রাজ্য স্থাপন করিলেন। কালক্রমে এই বংশের সকলে খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেন। আমুর অপর পুত্র জাকল হইতে আউস ও বসরেক নামে দুইটা দল উৎপন্ন হয়,

তাহারা বাজেব (যেহিনা) সিয়া বাস করিলেন। আমুর পৌত্র মেবির মক্কার চমিয়া আসেন, তাহার সন্তানকল্পিত খোজা নামে বিখ্যাত হইল। মক্কার কারা প্রতি প্রাচীন কাল হইতে আরব জাতির অতি পবিত্র ভূখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। খোজাবংশীর আমুর বেন লোহেরা বেকর ও যেমনে হইতে আশ্রিত অপরাধের দলই লোকসিগের সাহায্যে কাফা লম্বল করেন। বেকরের দল দেখিল, অপরিস্রুত যিসেমীর আসিয়া কাবা অধিকার করিল, তখন তাহাদের হিংসা হইল। তাহার কোরাইসের ইসমাইলদের সঙ্গে লক্ষ্মণ্ডে বন্ধ হইয়া খোজাদের নিকট হইতে কাবার কর্তৃত্বভার কাড়িয়া লইল। ৪৬৪ খৃষ্টাব্দে কাবা কোরাইস জাতির অধিকারে আসিল। [মক্কা শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

কোরাইস-রাজ কোসাইয়ের পৌত্র হাসেন। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। একবার ছুতিকা হয়, তাহাতে তিনি আপনায় লক্ষিত রত্ন সকল অকাতরে বিতরণ করেন। তাহার পুত্র আবহুল মোতালেব। আবহুল মোতালেবের সময়, অত্রাহা নামক একজন ইথিওপীয় আর একজন খৃষ্টান কতকগুলি সৈন্ত লইয়া কাবা ধ্বংস করিতে আসে, আবহুল মোতালেব তাহাদিগকে বুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাবাভীর্ষ রক্ষা করেন। এই সময় আর একটা অভূত ঘটনা হয়,—অত্রাহার সৈন্তগণ মক্কার প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু অত্রাহা যে হাতিতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন, সে হাতিটা কিন্তু কোন মতে নগরে প্রবেশ করিল না। ঠিক এই সময় হাসেনের পৌত্র আবহুল্লার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহারই নাম জগদবিখ্যাত মুহম্মদ। (১৫৭১ খৃঃ অবঃ)। [মুহম্মদ শব্দ দেখ।]

পুত্রতত্ত্ব।—মুহম্মদের জন্মাইবার পূর্বে আরবীরগণ নক্ষত্রের উপাসনা করিত। পূর্বে তাহার বিত্তীয় মাঠে মাঠে পশাদি চরাইয়া বেড়াইত। অনন্ত গুলীল আকাশ তাহাদের মাথার উপর শোভা পাইত, নক্ষত্রের কিরণমালা তাহাদের আমোদ প্রদান করিত, সূর্য, চন্দ্র, অশুভি গ্রহণ প্রভৃতি নব নব ভাবে উদয় হইয়া তাহাদের মনে ভয়, তর্কিত ও প্রেমের আভা বিস্তার করিত; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্রহণকে পূজা করিতে নিষিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে হিম্যার জাতি প্রধানত সূর্যের, কেনানা জাতি চন্দ্রের, তাই-জাতি অগ্নিতর, মিসাব জাতি বুকের উপাসনা করিত। যেমনে প্রদেশের সব নগরে চন্দ্রের একটা মন্দির ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্বে মক্কার মন্দিরে শবির পূজা হইত। কোরায়েব ভিনটা দেবীর নাম পাওয়া যায়, অন্নটি, আল-উজা, মেলটি।

আব্দালা নগরে অসীম দেবীর মন্দির ছিল, থাকে জাতি
তাহার পূজা করিত, যোগেন্দ্র এই মন্দির ধ্বংস করে।
কোরোয়ে ও কোরোয়া জাতি আলউজ্জা দেবীর কুমারী পূজা
করিত। হুদনজল ও কোরোয়েদা উপত্যকায় দেবী সেনাং।
আবদু দেব ও সেনা দেবীকেও কোরোয়েদা অর্চনা করিত।
পারভোপসাগরস্থ বীপের ডেমিন নামক আরবজাতি
স্বর্গোপাসনা করিত, তাহার প্রাচীন পারসিকদিগের কাছে
স্বর্গপূজা শিখা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, অলরী, কিররী
প্রভৃতির জ্ঞানও প্রাচীন আরব জাতির ছিল। প্রাচীন
আরবেদা সামুদ্রিক, ইজ্রাজল, কলিতজ্যোতিষ ও ভৌতিক-
বিদ্যার বড় আদর করিত। নকজাদির গতি জানিবার
জন্ত তাহাদের মানবজাদি ছিল। কত সন্তানের উপর
তাহারা বড় বিশ্বাস। শুনা বার, কাহারও কত জন্মিলে
কোবত অবস্থার তাহাকে পুত্রিয়া ফেলিত। [প্রাচীন আরবের
অপরূপ বিবরণ Journal of the Bombay-branch of
the Royal Asiatic Society, Vol. XII. দেখ।]

প্রাচীন আরবের সহিত ভারতবাসী ও অপরূপ জাতির
বাণিজ্য চলিত। [J. A. S. Bengal, VII. 519.]
সামান্যভাবে লোহিত সাগরের উল্লেখও জানা যায়।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে, আরবের উত্তরাংশ গ্রীক
সম্রাটের অধিকারে, ইজ্রিতসু নদীর তটস্থ স্থান পারস্তের
অধিকারে এবং দক্ষিণ অংশ ইথিওপিকদিগের অধিকারে, এ
ছাড়া অপর সকল স্থান স্বাধীন ছিল।

৫৭১ খৃষ্টাব্দে (কাহারও মতে ৫৭০) মুহম্মদ জন্মগ্রহণ
করিলেন। তাঁহার চরিত্র বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি
আপনার ধর্মমত ব্যক্ত করেন। এই ধর্ম প্রচার করিতে
যায় বৎসর কাটিল। গেলু মন্ডার যোঁর বিক্রোহানল জিয়া
উটিল। মুহম্মদের বিপক্ষগণ তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা
করিল। মুহম্মদ মক্কা হইতে বাজেব পলাইয়া গেলেন।
তখন হইতে বাজেব মেদিনা বা মেদিনা-অল্ নবী (অর্থাৎ
ভবিষ্যৎকাল নগর) নামে বিখ্যাত হইল। সেই পলায়নের
দিন হইতে মুহম্মদ শিষ্যগণ হিজিরা শাকের গণনা আরম্ভ
করিল। আবার মক্কা অধিকার হইল, আরবেদা প্রচার
করিতে লাগিল "আল্লা বই উমর নাই, মুহম্মদ তাহাদের
পরম্বর।" মুহম্মদ আরবগণকে অগতে মুহম্মদী ধর্ম প্রচার
করিতে আদেশ করিলেন। তখন আরবেদা বাহুবলে অস্ত্রের
সাহায্যে চারিদিকে নব ধর্ম প্রচার করিতে লাগিল, আরবের
পূর্ব মত ও আচার ব্যবহার এককালে গম্ভীর প্রোতে জালিয়া
গেল, কিছু দিন পরে তাহার অস্তিত্বই রহিল না।

এই সময় পারভোপসাগর হইতে হইয়া পড়িয়াছিল।
জরখুস্তের মত এত পিবিলা হইয়াছিল, যে কনক ধর্মমত
তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিল। এই সময়
মুহম্মদী মত পারভোপসাগর প্রচার হইল। পারভোপসাগর
জাতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীতে আব্দালা
নব বর্ষের প্রবাসি বন্ধ হইলেন। কলিকা মোরারিয়ার
স্পেনদেশে পলাইয়া গিয়া কর্ণোভাতে শুনাএব খলিকা রাজ্য
স্থাপন করিলেন। ক্রিট, কর্শিকা, পার্শ্বিমিকা ও মিসিখী বীপ
আরবজাতির অধীন হইল।

আব্দালাবংশীয় রাজগণ বহুদূরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।
এই বংশে অনেকগুলি বিদ্যোৎসাহী রাজা জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁহাদের মধ্যে খলিকা মানুসু, হাকগ-অল্ রসীদ ও মাযুন
প্রমুখ। এই সকল খলিকার সময় নানাদেশীয় বিচক্ষণ
পণ্ডিতগণ বহুদূরে রাজসভার উপস্থিত থাকিতেন। তাহা-
দের মধ্যে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণেরও নাম পাওয়া
যায়। উরন-অল্ অবা কিতল কাতুল অবা নামক গ্রন্থে
দেখা যায়,—যে এই সকল পণ্ডিতগণের সভার বহুদূরে
ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি পঠিত
হইত।

আরবজাতি বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া
ছিল। পারভো, সিরীয়া, মৌরিতানিয়া ও স্পেনদেশ জয়ের
পর তাহারা নানা দেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে
লাগিল। খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ
করে। এই সময় কতকগুলি হিন্দু নরপতি ইসলাম ধর্মে
সীকৃত হন। ইতিহাসলেখক গিবন সাহেব লিখিয়াছেন,
আরবজাতি হারাই রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। কেহ
কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে আরবেদাই সর্ব প্রথমে
আমেরিকা আবিষ্কার করে।

আরবের ভিতর বেহুইন নামে এক জাতি বাস করে।
কাহারও মতে তাহারা আরবের আদিম অধিবাসী। দ্রাব্যভূতি
তাহাদের ধর্ম। সকলেই বোদ্ধা, আবার সকলেই মেধাশালক।
দরফুরি তাহাদের বাসস্থান। পূর্বে তাহারা আরবের প্রাচীন
ধর্মাবলম্বী ছিল, মুহম্মদের ধর্মপ্রচারের পর অনেকের
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এখন এই জাতি কালুফিয়া, মেসো-
পোটামিয়া, সিরীয়া, বার্বারী, নিউরিয়া এবং হুদনের
উত্তরাংশে বাস করিতেছে। বেহুইন জাতি ধনজন ও সুখ-
সম্ভোগ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রেমা-ভাজ করে। ইহাদের
মতের নানা বল আছে। কেহ কেহ বাবেক আচার ব্যবহারে
অস্বস্তি ভাবনাসে, কেহ আবার এখনকার রীতিনীতি অনুযায়ী

কিন্তু সাধেক প্রথা বাহাদুরের ক্ষেত্রে, তাহাদের মধ্যে এক
একজনের কর্তা থাকে, এই কর্তাকে শেখ বলে। শেখ আশ্রমার
পরিচর্যা ও দাসদাসীর মধ্যে বসন্ত রাখে। শিপদ্ আশদ্
যাটিলে অপর শেখের সাহায্য লয়। কোন প্রবল শত্রুর
সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, নানা দলের শেখ একত্র মিলিত
হইয়া শিপদের সমুদীন হয়। শেখেরা প্রত্যহ ঘোড়ার চড়িয়া
কর্তব্যচরিত্রের কার্যাদি দেখিয়া বেড়ায়, তাহারা শিকার
করিতে ভালবাসে। বেহুইনরা দুই হইতে কাহাকে



আসিতে দেখিলে তাহার কাছে যায়। প্রথমে তাহার কাছে
কি আছে, উল্লহ হইয়া সেই সমস্ত ছাড়িয়া দিতে বসে। যদি
সে দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে দোর করিয়া তাহার
নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কিন্তু প্রাণে কাঁহাকেও বিনষ্ট
করে না। এমনও দেখা যায়, যে কোন পথিক বন্ধুভূমিতে
আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কোথায় বাইবে যে তাহার
পথ জানে না। এমন স্থলে এই বেহুইন জাতি বড় উদা-
সতার কার্য করে। দস্যু হইয়াও প্রান্ত পথিকের পথ
বলিয়া দেয়, আহাতিদিগ দিয়া পথিকের প্রাণরক্ষা করে,
কোন স্থলে যথাযথ সাহায্য করিতেও কাতর হয় না।
বেহুইন জাতি তাঁবুতে বাস করে, কাল রঙের আচ্ছাদন গায়ে
ধরে। ইহাদের বড় বড় তাঁবুতে দুই তিনটা করিয়া কামরা
থাকে, তাহার এক একটাতে জী পুরুষ ও পালিত উষ্ট্র
বেবাদি বাস করিতে পার। ইহারা খড়ের মাছেরে শয়ন
করে। ইহাদের আহাতিদিগ জাতি নিকট। বন্ধুহানের বড়
কড় শেখেরা কেবল পীর (ভাত) খায়।

আরও আরও ভাষা কে আরও আরও আরও বলা।

[ଆବଦ୍ୟ ଦେଖ ।]

[illegible]

ଶିକ୍ଷକ ନିକଟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ : ଆନାବ : ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ : ସିଂ ଡ୍ରାଏ
 ଶିକ୍ଷକ ଯୁକ୍ତ :

আরব্য : আরবদেশের ভাষা। এই ভাষা সেক্ষিতিক ভাষা
হইতে উৎপন্ন। মুহম্মদ কোরাশীতে এই ভাষার প্রচার
করেন। এই ভাষার লিখন-প্রণালী হিব্রু ভাষা হইতে গৃহীত।
জানী মুসলমান্ নামে এই ভাষার বড় আদর করেন।
এখন ইহা আরব, সিরীয়া, ইজিপ্ট ও উত্তর আফ্রিকার
চলিত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। এ ছাড়া সমস্ত তুরক, পারস্য
এবং ভারতবর্ষের মুসলমান কর্তৃক ধর্মভাষা বলিয়া গৃহীত
হয়। এই ভাষার ভাল ভাল মুসলমান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে।
এ ভাষার অনেক কথা ইউরোপীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে মাতৃ-
ভাষার ভাষা গৃহীত হইয়াছে। এখন বলভাষার মধ্যেও অনেক
আরব্য কথা চলিত হইয়া গিয়াছে।

আরিস। (আড়স)। একপ্রকার গাছ। (Solanium
verbascofolium)। বাঙালার ইহাকে নোনাভঁটিও
বলিয়া থাকে। এই গাছ ব্যাকুড় জাতীয়। আসিয়া,
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন স্থানে জন্মে।
বাংলাদেশের অনেক স্থানে এই গাছ দেখা যায়। ইহার
সাদা সাদা ফুল হয়, কল ছোট ছোট। ইহা খাইতে কটু।

আব্রাহামী । (দেশজ) আয়না । আলী ।

আরহুলা । কীট বিশেষ । তেলাপোকা । (*Periplaneta Orientalis*) । এই পোকা দিনের বেলায় কোণে ঝোঁজে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিকালে বাহির হয় । আরহুলা কড়িং-জাতীয় । ইহাদের সমস্ত শরীর বাহ্যতঃ দ্বারা আচ্ছাদিত । এই বাহ্যতঃ পুরু ও বড় কঠিন, কেবল পাটের কাছে নয়ম । বৃকের পাতলা হাড়ে কতকগুলি খাঁজ থাকে । পুরুবস্তুজাতীয় আরহুলার মাখখানের নবম খাঁজটী ছোড়া থাকে । স্ত্রীজাতির সপ্তম খাঁজটী এড়ো ভাবে পিছনদিকে উঠে । পিঠের দিকে সপ্তম খাঁজের সঙ্গে যোনি, উহা বৃকের সপ্তম খাঁজের পাংলা হাড়ের দ্বারা গুপ্ত ভাবে আছে । স্ত্রীজাতি বাদানী আকারের কোবে তাহাদের ডিম রাখে । ছোট ছোট আরহুলার ডানা উঠে না, তাহাদের যৌবনকালে স্ত্রী সপ্তমের অবস্থার ডানা উঠে । স্ত্রীজাতি আরহুলার বড় হইলেও ডানা দেখা যায় না । ভারতবর্ষে আরহুলা বড় অনিষ্টকর । বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে আরহুলার উৎপাত । ইহারা সকল প্রকার জন্ত ও উদ্ভিদ চুবির ধার । আমেরিকার একপ্রকার আরহুলা হয়, তাহা এই দেশের আরহুলা অপেক্ষা অনেক বড় । আমেরিকা হইতে আগত ব্যক্তির মুখে ওনা দ্বারা এই জাতীয় (*Periplaneta Americana*) আরহুলা রক্তিশূন্য

যন হইতে ডাকিতে থাকে, সেই শব্দে নিকটস্থ কোর পুহিলোকের নিক্সা বাওরা ভার হইয়া উঠে। আরহুলা মারিবার সহক উপার—বেখানে আরহুলা থাকে, সেই সেই স্থানে চাপখড়ি হুড়াইয়া দেওয়া। কিবা হুই তিন কোটা ক্রোরোকম্ চালিয়া দিলেও আরহুলা বিনষ্ট হয়। তনা বার, চীনেরা নাকী আরহুলা খাইয়া থাকে।

ইপানি কাশে আরহুলা কলার ভিতর পুরিয়া রোগীকে খাইতে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আরহুলার সংস্কৃত নাম—তৈলপারিকা, তৈলচৌরিকা, তৈলায়ুকা, খলাধারা, পরোক্ষী।

আরসু (স্রী) ন রস নঞতৎ। অরসত্ ভাবঃ অচতুরাদিঃ ব্যঞ্। রসভিরহ। নাস্তি রসো বস্য। বহুং তু স্বতলৌ ন ব্যঞ্। অরসত্। অরসত্।

আরা (স্রী) আ-অ-চ টাপ্। চর্ম-ভেদক অস্ত্রবিশেষ। টেকে। (আরাচর্মপ্রভেদিকা। অমর ২।১০।৩৫।) প্রতোদ। অখাদিতাড়ন দণ্ড। পাঁচুনি।

আরা। বাকালি প্রদেশের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটি নগর। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বহুলোকের বাস। এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় এইস্থান প্রসিদ্ধ হয়। [Kaye's Sepoy War দেখ।] ইহার তিন কোশ পশ্চিমে হিয়োন্ সিয়াং-উক্ত মো-হো-ন-লো (মহাসার) গ্রাম। অনেকদিন পূর্বে হইতে এখানে ব্রাহ্মণ জাতির বাস।

আরাগ্র (স্রী) আরাগ্র অগ্রং ৬তৎ। টেকোর অগ্রভাগ। পাঁচুনির অগ্রভাগ। অর্কচক্রাকার সুরঙ্গাদি অস্ত্রের মুখ।

আরাজী (স্রী) সম্যক্ রাজতে আ-রাজ-কনিন্ ভীপ্। দেশবিশেষ। (ভূমাসিদ্ধ্যন্। পা। ৪।২।১২৭। ইতি বুঞ্।) আরাজক। অরাজ্কদেশ। গ্রীক-ইতিহাসবেত্তাগণ ইহার নাম আরেস্টী (Arestae), আড্রাইটি (Adraistae) ইত্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [আরষ্ট দেখ।] (জি) তদেশজাত।

আরাহ (অব্য) আ-রা বাহুং আতি। দূর। সমীপ। (আরাদ্রসমীপরোঃ। অমর ৩।৩।২৪১।)

আরাতি (পুং) আ-রা-তিচ্। শব্দ। (পরারতিপ্রত্যর্ধি-সম্মিপহিনঃ। অমর। অরতিমারাতিমথো। দিক্.কো.।)

আরাতীয় (জি) আরাদ্ভবঃ জাতঃ আগতো বা (বুদ্ধাঙ্কঃ। পা। ৪।২।১১৪।) ইতি হ্ আরাজকবর্জনাৎ নাব্যরত্। তীলোপঃ। নিকটে বা দূরে ভব, নিকটে বা দূরে জাত, নিকটে বা দূর হইতে আগত।

আরাকান (স্রী) আরাকি রাভেঃ পূর্বসীমা (সোঃ নর্যাসা-

তিবিভ্যাঃ। পা। ২।১।১৩।) ইতি নর্যাসারেন্দ্রব্যাক্যায়ঃ। তজ্জ নিরুৎ ৩৫। নীরাখন কর্। আরক্তি। [আরতি দেখ।]

আরাকান। (বা রখন।) ব্রহ্মপুত্রের উত্তর বিভাগ। এই প্রদেশ চারিভাগে বিভক্ত, আকারাব, উত্তর আরাকান বা আরাকান পর্বত ভূভাগ, করোক-পু, সালোবর।

ব্রহ্মেরা বলে, গৌতমবুদ্ধের জন্মের বহুপূর্বে আরাকান-রাজ্য কাশীরাজের করত ছিল, তখনকার রাজধানীর নাম রামাবতী। যখন শেকবদী (?) কাশীর রাজা ছিলেন, তিনি আপনার চতুর্থ পুত্র কনুমাইনকে মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্যন্ত প্রেরণ করেন। কনুমাইন কতকগুলি আদিম অধিবাসীকে সঙ্গে লইয়া বোমা পাহাড় ও সাগরের মধ্যে বাসস্থান স্থির করিলেন। এই প্রবাদের দ্বারা জানা যায়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বেও ভারতবর্ষের সহিত আরাকানের সংগ্রহ ছিল। ৮০০ খৃষ্টাব্দে আহাঙ্গে করিয়া মুসলমানেরা এই দেশে আসে। এই সময় রামাবতী আরাকানের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্তমান নাম সালোবর। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে আরাকান-রাজ বুদ্ধদেব জর করিতে আসেন, তিনি চট্টগ্রামে একটি বৃহৎ ত্ত স্থাপন করিয়া যান। দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রোমরাজ দ্রোহোজ নগরে রাজধানী পরিবর্তন করেন। এই সময়ের পর, ব্রহ্ম, শান্, তৈলঙ্গ, পাখু প্রভৃতি জাতিরা অনেকবার আরাকান আক্রমণ করে। এই সময়ে ইরাবতীর উপকূলস্থ স্থান হইতে আরাকান পৃথক্ হইল। বুদ্ধগয়ার দ্বাদশশতাব্দীর এক-খানি খোদিত অস্থশাসনপত্র পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মভাবার লিখিত, তাহাতে আরাকানরাজের আধিপত্যের কথা লেখা আছে। ১১৩৩ ও ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গব-লর নামে একজন রাজা হন, বঙ্গ, পেশু, শ্রাম প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি দ্রোহোজ নগরে মহতী নামে একটি মন্দির মন্দির নির্মাণ করান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই স্থানের মন্দিরটী ধ্বংস করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরাকানরাজ সুবর্ণগ্রামের বাকালী রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে গৃহবিবাদ হওয়ায় আনার রাজা বধ্য হইলেন, সেই সঙ্গে আরাকানও তাঁহার শাসনে আসিল। কিছু দিন পরে আরাকান স্বাধীন হয়, দ্রোহোজ তাহার রাজধানী হইল। ষোড়শশতাব্দীতে ব্রহ্ম ও পূর্বসীমার ঈশ্বরাতে আরাকান ব্যক্তিগত হইয়া উঠিল, এই সময় নর হাত

উক্ত শতাব্দের প্রাচীর বিধা রাজধানী বেরা হইল। অতঃপর ১২৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকানীরা চট্টগ্রামের দখল করিয়া সেই সময়ের আরাকানের রাজপুত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। এই সময় পর্তুগীজ রাজাদের সঙ্গে আরাকানীরা মিলিত হন। পর্তুগীজেরা আরাকানে আসিয়া বাস, আর সেই স্থানের প্রিন্সের বিবাহ করিয়া এবং উত্তর আতি একত্র হইয়া যোগদান করিয়া অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন মিল রহিল না। পর্তুগীজেরা আগুনগানের জাহাজ লক্ষ্য করিয়া তুলিতে পারে নাই; তাহার মধ্যে মধ্যে আরাকানীদের উপর অভিযান করিতে লাগিল, আরাকানের রাজা তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে আরাকান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন পর্তুগীজেরা সন্মুখীণে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং তথাকার মুসলমান-বিশ্বাসকে বিনষ্ট করিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। সেবার্ট্তান গঙ্গালো নামে একজন নীচজাতীয় পর্তুগীজ তাহাদের দলপতি হইল। এই সময় আরাকানের একজন প্রতিদ্বন্দী রাজা সন্মুখীণে পলাইয়া বান। গঙ্গালো তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যোগদানের বিপক্ষে হুকুম করিতে আসে। শেষে আরাকানী রাজাকে বিনষ্ট করিয়া আগুনগকে একজন স্বাধীন রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। পোয়ার পর্তুগীজ শাসন-কর্তার সঙ্গে যোগ দিয়া গঙ্গালো আরাকান আক্রমণ করিতে গেল। উত্তরের দূর দূর হইল। আরাকানের অধিপতি সান্ দীপ অধিকার করিলেন। এই স্থান হইতে আসিয়া আরাকানরাজ মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশ লুট করিতেন, বাকালীকে আরাকানে লইয়া গিয়া চাকর করিয়া রাখিতেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা অরঙ্গজিব কর্তৃক পরাস্ত হইলে এই দেশে পলাইয়া আসেন। আরাকানের রাজা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কদম করিলেন; শেষে তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। শাহজাদা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তাহাতে আরাকানরাজ বড় চট্টগ্রামে গেলেন; তিনি শাহজাদাকে চুয়াইয়া দাখিলেন এবং তাহার পুত্রগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন। শাহজাদার কন্যা মান বাঁচাইবার জন্য আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। শাহজাদা স্বীয় অধিকার আত্মা প্রথমে পর্তুগীজদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আরাকানের রাজাকে সমুচিত শাস্তি দিতে বান। চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের ডাকাতী করা গেল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজগণ প্রাচীন আরাকান রাজ্য অংশ করিবার জন্য একত্র হইলেন। এই সময় আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার দ্বারা পলাইয়া আসিয়া বান করিতে গেল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লুট আরাকানী রাজ্যের দল লুট করিয়া করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান দ্বীপ রাজ্যের দাখিল হইল। এই সময় আরাকান চাক্ষুসে বিজিত হয়, আরাকান, বান, রাঙ্গা ও সন্দ্বীপ।

১। আরাকান—অক্ষা ২০° ও ২১° ২৪' উঃ অক্ষা, এবং দৈর্ঘ্য ৯২° ১৪' ও ৯৪° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার কতকংশ সাগরের দিকে কতকংশ পার্বত্যের দিকে। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬৬২ বর্গমাইল। আরাকানের মধ্যে আরাকানই প্রধান রাজ্য। ইহার প্রধাননগর আরাকান। এই নগর কুলবন নদীর মোহানায় আছে। পূর্বে ইহা একটা সামান্য গ্রাম ছিল, এখানে মন্দির আছে ধরিয়া বেড়াইত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম দেশের দখল হইতে, এই নগর সমৃদ্ধশালী হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৩০,৯৯৮ গণিত হয়।

২। উত্তর আরাকান বা আরাকান গিরি ভূভাগ—অক্ষা ২০° ৪৪' ও ২২° ২৯' উঃ এবং দৈর্ঘ্য ৯২° ৪৪' ও ৯৩° ৪২' পূঃ মধ্যে। উত্তর আরাকানের দক্ষিণে আরাকান, পশ্চিমে চট্টগ্রাম, উত্তর ও পূর্বে মণিপুর হইতে স্বাধীন ব্রহ্ম পর্যন্ত অঙ্গল প্রদেশ। ভূমি-পরিমাণ প্রায় ১২১৫ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৪,৪৯৯। উত্তর আরাকানের লোকেরা বলে যে তাহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাহারা উপদেবতার পূজাও করিয়া থাকে। এখানে প্রধানত এই কয় জাতির বাস—২ বংশ বা চৌথো ২ সান্দু, ৩ কামী বা কে-মি, ৪ কান্ বা কোলো, ৫ চীন, ৬ চট বা কুকী, ৭ মরো। চৌথো ব্রহ্মজাতীয়, ইহাদের ভাষা অনেকটা আরাকানীর মত। ইহাদের সাতটা শাখা আছে। সন্মুখাতি নীলগিরির উত্তর পূর্বদেশে বাস করে, ইহাদের ভাষা একাকরী। ইহারা বহুবিবাহ করে, পবন-প্রাণ ইহাদের মধ্যে চলিত আছে। কানীরা পার্বত্য, ভৌমের নামে ইহাদের এক একজন দলপতি থাকে। [কুকী ও চীন মধ্যে অপর জাতির মিতরণ দেখে।] পূর্বে আরাকানের নীলব মরো, চীন এক সামান্যতঃ চৌথো জাতির লোকহিসাবে কর দিতে হইত; অববাহিত ব্যক্তি হাফা, বিবাহিত পুরুষের হই টাকা ও মৃতদেহের এক টাকা লাগিত। শ্রমই এ নিয়ম পরিবর্তন হয়, তাহাতে প্রত্যেক শ্রমীর প্রতি এক টাকা করিয়া কর দাওয়া হইল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য জাতির সঙ্গে বাঘলা চানাইবার এক প্রধানকান মৌবুতো দলপতি একটি হাট স্থাপিত করেন।

১. সারস্বতের প্রদেশ ১৮° ৩২' উঃ অক্ষের মধ্যে। এখানে কৃষিকার্যের দিন বিন উন্নতি দেখা দেখা বাইরেই। ইহার নিকটে কয়েক গুণ নগর। ইহার রাজধানী সারস্বত। কাছেরী, চেনুবা ও কয়েকটা ক্ষুদ্র নগর ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান নগর কয়েক গুণ। এই প্রদেশে ছোট ছোট অরণ্যবিশিষ্ট আছে।

লোকতত্ত্ব।—আরাকানীর ব্রাহ্মণাচার্য, কিন্তু ইহাদের আরাকান ব্রাহ্মণের ব্রাহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের স্থলের চেহারা আর্ধ্য ও মোগল উভয় জাতির মত। ইহারা কনকতবাসীর রীতি নীতি অনুযায়ী চলিতে জানিয়াসে। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই দেখা যায়। হিন্দুর মধ্যে কতকগুলি মণিপুরী ব্রাহ্মণ আছেন, পূর্বে ব্রাহ্মণের রাজ্য করতেন গণক আনাহারা ছিলেন, ঐ মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সম্ভান। এ ছাড়া কতকগুলি ডোম আছে। এখানকার বারআনা লোকে কৃষিকার্য করে। এ দেশে ধান, ধনিয়া ও সরিষা প্রচুর জন্মে। শগ, তামাক, নীল ও তামাকের চাষ হয়। এখানে কলাগাছ, ইক্ষু, নারিকেল ও পান বেশ পাওয়া যায়। এখান হইতে বার্ষিক ৩০,০২,২০০ টাকার অধিক কর আদায় হয়। [The Gaz. British Burma; Journal of the Lond. Geogr. Soc. Vol. I; G. Hughes, Hill Tracts of Arakan প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্য।]

আরাণা (মলয়-অরণ্য) এক জাতীয় মাছ। (Saurida tumbil)। এই মাছ দেখিতে হুন্দে। ইহার পিঠের দিক কটা, পেজের কাছে কতকটা সাধ। ইহা এক ফুট প্রায় বড় হয়। ঘোহিতাগরে, ভারতমুখে, মলয়, চীন ও জাপানে এই মাছ থাকে। এই মাছের তার খাইতে পানস।

আরাধন (স্ত্রী) আ-রাধ-ল্যুট। ১ সাধন। ২ প্রাপ্তি। ৩ ভোগ্য। ৪ পচন, পাক। (আরাধনক পচনে প্রাপ্তো সত্যোমবেহপি চ। মেদিনী।)

আরাধনা (স্ত্রী) আ-রাধ-নিচ-ল্যুট। সেবা। (শ্রদ্ধা-রাধনোপাতি। ইত্যাদি। হেম। ৩। ১৬১।)

আরাধনীর (স্ত্রী) আরাধনিক শব্দ। আ-রাধ-নিচ-ল্যুট। অসীম, পিতৃ-লোপঃ। আরাধন করিবার যোগ্য।

আরাধন (পুং) আ-রাধ-নিচ-ল্যুট। আরাধনকারক। (অপবিত্রতাক্ষরাদিহ্যঃ কথ্যপি চ। গা। ৩। ১। ২২৪। ইতি শব্দ (স্ত্রী) আরাধনা। আরাধনকর্তৃক। আরাধ-নিচ-ল্যুট মধ্যম পুরুষের এক বচনের রূপ (আরাধন বচনিকঃ। হ্রস্ব। ১। ১৬২।)

আরাধনিক (স্ত্রী) আ-রাধ-নিচ-ল্যুট। পরিচারক। সেবক।

আরাধিত (স্ত্রী) আ-রাধ-নিচ-ল্যুট। ইতি পিতৃ-লোপঃ।

সেবিত। (আরাধিতো যদি হরিদ্রপদা ততঃ কিং? উকটী।)

আরাণ্য। বেহারের বনভূমি। মধ্যা নামক নীচ জাতির একটি শাখা।

আরাণ্য (পুং) আরাণ্যকে ২য় আ-রাধ-ল্যুট। উপরন। ক্রিয়ম বন। উদ্যান। কুল বাগান।

(আরাণ্যঃ ক্রিয়মবনঃ ক্রিয়ম বনমেন বৎ। অমর।)

বৃত্তরসাকরোক্ত পনরটী রগণ যুক্ত দণ্ডক বৃত্তবিশেষ।

(যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্তরসাকরোক্তবৃত্তিঃ প্রযোজ্যঃ।

২ তৎবেদকঃ।

প্রতিচরণবিবৃদ্ধিরেকাঃ সূর্যা ২ পর ও ব্যাক ৪ বীরাঙ্কঃ।

৫ বীরাঙ্করো ৬ দান ৭ শব্দ ৮ দান।)

যদি প্রথমে দুইটা নগণ ও তৎপরে সাতটা রগণ থাকে, তবে সেই দণ্ডকের নাম চণ্ডবৃটি প্রযোজ্য।

যদি প্রথমে দুইটা নগণ ও তৎপরে ক্রমে আট হইতে রগণ বৃদ্ধি হয়, তবে তাহার নাম নিরসিখিত ক্রমে অর্গ আদি হয়।

অর্থাৎ দুইটা নগণের পরে যদি আটটা রগণ থাকে। তবে সেটা অর্গ, নয়টা রগণ থাকিলে সেটা অর্ধ, দশটা রগণ থাকিলে সেটা ব্যাক, এগারটা রগণ থাকিলে সেটা জীমুত, বারটা রগণ থাকিলে সেটা লীলাকর, তেরটা রগণ থাকিলে সেটা উদ্যম, চৌদ্দটা রগণ থাকিলে সেটা শব্দ। আদি পদ দ্বারা তৎপরে পনের হইতে কতগুলি রগণ বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের ক্রমে নিরসিখিত নামগুলি হইবে আর প্রথম লক্ষণে "নযুগলং" আছে বলিয়া সর্বত্রই প্রথমে দুইটা নগণের আবশ্যক। বলা—

১৫র আরাণ্য, ১৬র সংগ্রাম, ১৭র সুরানবৈবর্ত, ১৮র সার, ১৯র কানার, ২০র বিসার, ২১র সছার, ২২র নীহার, ২৩র মলয়, ২৪র কেশর, ২৫র আসার, ২৬র সংকার, ২৭র সংকার, ২৮র যাকর, ২৯র গোবিন্দ, ৩০র সানন্দ, ৩১র সন্মোহ, ৩২র আনন্দ। (শিবলোচন জটিকা।)

আ-রাধ-ভাবে বৎ। আরাধি। উপরাম। চলিক রথার আরাধকে বিশ্রাম বলে। এই আরাধ পারলক্ষ্যক।

আরাধ শাহ। দ্বিতীয় একজন বাঘা। সুলতান হুতব উদীন আইবকের পুত্র। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইনি গিহানিস্তাননে আরোহণ করেন। সেই সময়কার বখাউবের শাসনকর্তা আগাআব আরাধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বিজে দ্বিতীয় সুলতান হইলেন।

আরাবলী। (অরবী)। রাজপুতানা হইতে আরবীর
সৈয়বার পর্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী। এই গিরিমালা
অক্ষা ২৫° ৩০' ৩০" উঃ, এবং দৈর্ঘ্য ৭০° ২০' পূঃ
মধ্যে অবস্থিত। ইহার উচ্চশেখর আনু. [আনু. দেখ।]
এই স্থানে পার্শ্বতীর মীনা বা মেরজাতির বাস, উহার
এখানকার আদিম অধিবাসী। এই পাহাড়ে রাজপুত
জাতির সহিত হিন্দীর বাধশাহদের অনেকবার যুদ্ধ হয়।
ইহার অধিকাংশ স্থান মরু ও জলময়, কেবল স্থলপকারে
বাগি ও পাথর। এখানে মূল্যবান চুনি, পাশা প্রভৃতি
পাথর, সূক্ষ্ম ও টিন পাওয়া যায়।

আরামশীতলা (গ্রী) আরামে উদ্যানে শীতলা ৭৩৭।
সুগন্ধি পত্রযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। (রাজ নি.)

আরামিক (গ্রি) আরামে উদ্যানরূপে নিযুক্ত ঠক।
উদ্যানপাল। মালী।

আরারাত। আর্মেণিয়ার পার্শ্বতীর ভূভাগ। প্রাচীন আর্থা-
গীরা ইহাকে 'এরারাত' (আর্থাট) অর্থাৎ আর্থাগিরির
ক্ষেত্র বলিত। ইহার কতকাংশ তুরক ও কতকাংশ
রুশের অধিকারে। প্রাচীন বাইবেলের মতে এই প্রদেশে
ই আরারাত গিরিমালা। জলমগ্নাবনের পর এখানে
নোরার পোত লাগাইরাছিল। (Genesis viii.) আর্থাগীরা
বলে, আরারাতের মাসিস সেউসর (বা পোতশূক) নামক
গিরিতে পোত লাগিয়াছিল। তুরকরা এই শৃঙ্গকে আর্থা-
দাধ বা (আর্থাগিরি) এবং পারস্তেরা কুহি-নুঃ, অর্থাৎ নোরার
পর্বত বলেন। ঐ শৃঙ্গটি আর্থেগিরির মত। সমুদ্র হইতে
উচ্চ প্রায় ১৭,২৬০ ফিট; অক্ষা ৩৯° ৪২' উঃ, এবং
দৈর্ঘ্য ৪৪° ৩৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানকার লোকের
বিশ্বাস, নোরার সেই পোতখানি এখনও গিরিশৃঙ্গের
উপরে আছে; পূর্বে বন ছিল, এখন সব পাবান হইয়া
গিয়াছে। আর্থাগীরা বলে, এখানকার এরিবান নামক
স্থানে নোরা আকলতা পুতিয়াছিলেন, এবং নখজোবন
(অর্থাৎ অবতরণস্থান) নামক নগরে নোরা পোত
হইতে নামিয়া আসিয়া প্রথমে বাস করেন। পাশ্চাত্যেরা
আমাদের মত নোরার এক্যতাহাপন করেন।
কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নহু এখানে অবতরণ করেন নাই।
তিনি হিমালয়ের নিকটস্থ নৌবন্ধন নামক স্থানে প্রথমে
অবতরণ করেন। [নহু ও নৌবন্ধন শব্দে বিস্তারিত
বিবরণ দেখ।]

আরারাকট (ইংরাজী Arrow-root শব্দের অপভ্রংশ।)

এক প্রকার (Maranta arundinacea) ঘাসের শিকড়।

ইহার কাটা কাটা পাতা, লাল সালা ও হলুদ প্রভৃতি নানা
রঙের ফুল হয়। ইহার মূল্যকার কাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
কেহ কেহ এদেশে লাল সর্কজরাকে আরাকটের জাতীয় পাহ
বলিয়া থাকেন। আরাকট পাহ পূর্বে কেবল আমেরিকার
জন্মাইত। তথা হইতে প্রথমে সিংহল আনীত হয়।
[Dictionnaire du commerce, Paris, 1889.]

এদেশে তিথুরের (Ourcuma angustifolia) পাহ হইতে
আরাকট হয়। উহা এই প্রকার উপারে প্রস্তুত হইয়া
থাকে—প্রথমে শিকড় ভাল করিয়া ধুইয়া মিহি করিয়া
বাটিবে, তাহার পর একটু বেশী জল মিশাইবে, জল মিশাইলে
পর থিরকিচ্ আদি ভাসিয়া উঠিবে, পরে থিরকিচ্ আদি
ছাঁকিয়া লইয়া অপর পাত্রে রাখিবে। এইরূপ দুই তিন
বার জল দিয়া বিস্তৃত করিবে। তখন ইহার রস প্রথের
মত হইবে। পরে ঐ বিস্তৃত অংশ রোত্রে ভাল করিয়া
তুকাইতে দিবে। তুকাইলে ভাল ময়দার মত শুদ্ধ হয়।
তাছাড়া টিনের বাস্কে পুরিয়া এদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে।
আরাকট ছোট ছোট ছেলের পক্ষে উপকারী। ইহার গুণ
শীতল, বলকারক, স্ফূর্তিবর্দ্ধক ও বড় লঘু। এদেশে গরম
জলে আরাকট মিশাইয়া রোগীদের খাইতে দেয়। আরাকটের
কটীও প্রস্তুত হয়,—উহা অকীর্ণ বা উদরাময় রোগীর পক্ষে
হিতকর। [তিথুর দেখ।] কোচীন, কনাড়া, জিবাভুর
প্রভৃতি স্থানে আরাকটের ব্যবসা হইয়া থাকে।

আরাল (গ্রি) জৈবদ্রাঘ্য প্রাদি-সং। অন্নকুটিল। অন্ন
বক্ষ। আরালমন্তজাতং তারকাদি। ইত্যচ্। আরালিত।
জৈবং কুটিলিত। অন্ন বজীভূত।

আরালিক (গ্রি) অরালং কুটিলং চরতি ঠক। পাচক।
কুটিল আচরণকর্তা। ধনলোভে শত্রু প্রেরিত পাচক
বিষাদি মিশাইয়া পাক করিয়া দেয়, কাজেই সে কুটিল
আচরণকারী হইল, তজ্জাত তাহার নাম আরালিক হই-
রাছে। (ভক্তকারঃ স্থপকারঃ স্তদারালিকবজ্রবঃ। হেম
৩। ৩৮৭।) [পাচক দেখ।]

আরাবিন্ (গ্রি) আর্যোতি আ-ক-পিনি। সন্ধ্যাক্ষ-
কারক। উচ্চৈশ্বর্যকারক। (গ্রী) ভীশু। আরাবিনী।

আরাজিক (গ্রি) অরিজং নৌকাদণ্ডঃ (পাঁড়) ভক্ত
ভয়াবিঃ (কাড়াবিভ্যর্থক্কাটী)। পা। ৪৪২। ১১৩।
ইতি ঠক্ ক্রিষ্ বা। অরিজতবাধি। নৌকার পাঁড়
বাহ্য হয়। (গ্রী) ঠকি। ভীশু। আরাজিকী। (গ্রী)
ক্রিষ্টি উপ। আরাজিকা।

আরিসন্দ্র। সনকত রাবার পিতা। (ঐ-রায়ঃ ৭। ৩৪)।

আরিন্দা (পারত) করবাহক। যে ব্যক্তি রাজকোষে টাকা আদায় করিয়া লয়।

আরিন্দমিক (ত্রি) আরিন্দমে ভবাদি কাত্যং ঠঙ্ ঞ্ঠি ষা। আরিন্দমে ভবাদি। যিনি শত্রুদমন করেন, তাহাতে বাহা হয় (ত্রী) ঞ্ঠি টাপ্। [ঠঙ্ ও ঞ্ঠি হইবার হ্রস্ব আরাদিক শব্দে দেখ।]

আরিশ্মীয় (ত্রি) রিশতি রিশ-হিংসে (সর্কধাতুভ্যামনি। উৎ। ৪। ১৪৪) ইতি মনি। নঞতৎ আরিশ্মঃ তত্ত সন্নিবৃষ্ট দেশাদি ক্রুশাদিঃ হন। আরিশ্মের নিকটস্থ দেশাদি।

আরীহণক (ত্রি) অরীহণেন নিবৃত্তং অরীহণাধি বুঞ। শত্রুধাতকসম্পন্ন। যিনি শত্রু হনন করেন তাহার নিম্পন্ন। [পা। ৪। ২। ৮০। হ্রস্বহ গণে অরীহণ এইরূপে দীর্ঘ ঈকার আছে তাহা দেখ।]

আরু (পুং) ঋ-উণ্। ১ বৃক্ষবিশেষ। এদেশে আরুল বলে। (Lagerstromia regina) এই গাছ বঙ্গদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলস্থ পাহাড়ে, জয়ন্তী গিরিতে, দক্ষিণ দেশের কোইচাতুর, কানাড়া, হুন্না এবং সিংহল, পেগু ও তেনেসেরিস প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এই গাছ অধিক বড়। বাহ্যঙ্গার ইহার কাঠে তক্তা হয়। সিংহলে ইহা পিপা ও বরগাদির কার্য লাগে। বোম্বাই প্রদেশের জঙ্গলে ভাল ভাল আরুল কাঠ হয়, তাহার তক্তার নোকার তলা তৈয়ারী হইয়া থাকে। এখন বঙ্গদেশে এই কাঠে নানা জিনিস প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীহট্ট, কাছার এবং চট্টগ্রামের আরুল কাঠ সর্বোৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান। ২ কর্কট। ৩ শূকর। দংষ্ট্রী (আরুঃ পুংসি তদ্রোহেভে তথা কর্কট দংষ্ট্রীণোঃ। মেদিনী।) ৪ আলু। [আলু দেখ।]

আরুজ (ত্রি) আরুজতি আ-রুজ-ক। সম্যক্পীড়ক। (“বিদ্যা হি স্বা ধনজয়মিত্র হৃহচ্চ। চিদারুজং।” ঋক্ অভিযুখে যে হনন করে। ৮। ৪৫। ১৩। আরুজং আভিমুখ্যেন ভংক্তারং। সায়ন।)

(পুং) রাবণপক্ষীর রাক্ষস বিশেষ। (মহাভা-বন।) **আরুজতু** [বৈ] (ত্রি) রুজো ভজে ইত্যোগাদিকঃ কত্বুচ্ প্রত্যয়ঃ কিস্বাদিণাভাবঃ। ভজক। ভেদকারী। (“বীণু চিদারুজতুভিঃ।” ঋক্ ১। ৬। ৫। ‘আরুজতুভিঃ ভজতিঃ।’ সায়ন।)

আরুণক (ত্রি) অরুণদেশে ভবাদি (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ১২৭।) ইতি বুঞ। অরুণদেশভবাদি।

আরুণভাঙ্গী (অরুণভাঙ্গী)। যাক্সাজপ্রদেশস্থ ভজোরের একটা ভূভাগ। পূর্বে এখানে চোল রাজাদের রাজত্ব ছিল। ১৫ শতাব্দীতে পাণ্ডুরাজের সেনাপতি সেতুপতি এই স্থান

অধিকার করেন। ১৭ শতাব্দীতে ভজোর রাজ্যের সার্বভৌমত্ব হর। ১৮ শতাব্দীতে এই স্থানে রামনদের একজন ক্রিষ্টাবনের শাসনে আসিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে, আবার ভজোরের রাজা দখল করেন।

আরুণি (পুং) অরুণভাগত্যং (অভইঞ। পা। ৪। ১। ১৪৭।) ইতি ইঞ। উদালক গোতম মূনি। বৈশম্পায়নের শিষ্য-বিশেষ। আলম্ব, লম্ব, কমল, কচাত, আরুণি, তাজ, ভামারন, কঠ, কলাপী এই নয় জন বৈশম্পায়নের ছাত্র ছিলেন। ২ অরুণ উপবেশির পুত্র, খেতকেতুর পিতা। [শতপথ ও ঐত. ব্রাহ্মণ ৮। ৭ দেখ।]। উদালকি। [কঠ-উপ।] ৩ প্রজাপতির পুত্র, জুপর্ণের। [তৈ. আরণ্যক ১০। ৭৯ দেখ।] ১৫ ঝাপরের ব্যাস। (দেবীভাগবত ১। ৩। ২৯।) তেনাধীতং গিনি। ব্রাহ্মণে তত্ত লুক্। আরুণি। ১ সামবেদ ব্রাহ্মণ বিশেষ। ২ আরোদধৌম্য শিষ্য মূনিবিশেষ। *। অরুণ সম্বন্ধী। অরুণভাগত্যং ইঞ। সূর্য্যতনয়। (অরুণস্তুতশব্দে উক্ত বস শনি প্রভৃতি।) অরুণভায়াং অমুরাতত্বাং ইঞ। অরুণের অমুর। বিনতার পুত্র বিশেষ [হরিবংশের ২২৬ অধ্যায়] (পুং ত্রী) অরুণভ গরুড়াগ্রজভাগত্যং ইঞ। গরুড়াগ্রজের পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য। (ত্রী) ভীপ্। আরুণী।

আরুণিন্ (পুং) বহু বং। আরুণিনা বৈশম্পায়নান্তর্যাসিনা প্রোক্তমধীযতে গিনি। বৈশম্পায়নের শিষ্য আরুণি প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকারী ছাত্রসকল।

আরুণী [বৈ] (ত্রী) অরুণবর্ণী। (বড়বা।) *। (“বদাকীণু তবীবীরযুগ্ম।” ঋক্ ১। ৬। ৪। ৭। ‘আরুণীযু অরুণবর্ণাচ্চ বড়বাহু।’ সায়ন।)

আরুণেয় (পুং) আরুণেকদালকভাগত্যং চক্। উদালক-পুত্র খেতকেতু।

আরুণ্য (স্ত্রী) রাগ। (ভাগবতে শ্রীধর ১০। ২১। ১৭।)

আরুত (স্ত্রী) আ-রু ভাবে ক্ত। আরাব। সম্যক্ শব্দ। (ত্রি) আ-রু-কর্তৃশি ক্ত। আরাববৃক্ত। শব্দবৃক্ত।

আরুত্ব (ত্রি) আরুত্বতেহত্ব। আ-রুত্ব কর্তৃশি-ক্তা প্রতি-রুদ্ধ। নিরুদ্ধ। বদ্ধ। বাদী বাহার গতি রোধ করিয়াছে তাহা প্রতিবাদী।

আরুত্বক্ষু (ত্রি) আরোচুমিচ্ছুঃ। আ-রুত্ব-সন্-উ। আরোহণ করিতে ইচ্ছুক।

আরুঘী (স্ত্রী) মহুর কস্তাবিশেষ। ইনি চরনের পত্নী ছিলেন। চ্যবনের উৎপাদিত পুত্র ঠর্ক ইহার ঐক্যসে ভেদ করিয়া ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। (মহাভারত আদি ৭৬ অঃ।)

আরোগ্যবীর (বি) অকথ্য নরিকট্ট দেশাধি কুশালিহু
অকথ্য নরিকট্টদেশাধি। আরোগ্যের নিকটের স্থানাদি।

(পাঃ ৪।২।৮০ হুজ্জত কুশালিগণে অকথ্য নর দেখ।)

আরোগ্য (কী) ভরাতক। তেলাকিল। [ভেলা দেখ।]

আরোগ্য (বি) আরোগ্যহি আরোগ্য-ক। আরোগ্যকর্তা।

কিন সেপানাবিতে আরোগ্য করেন।

আরোগ্য (পুং) বহুভি বা (পিংকশিপদার্থেঃ। উপাঃ ১।৮৭।

ইতি উ পিত।) পিকলবর্ণ। (জি) পিকলবর্ণরূক। (আঃ
পিকলঃ উজ্জলমতঃ।)

আরোগ্য (বি) আ-রোগ্য-কর্তরি ক। আরোগ্যকর্তা। (প্রমুদ
কমলারূপাঃ। লগজাজীধান) উৎপন্ন। কর্ণপি ক।
সাহাতে আরোগ্য করা হইয়াছে। (কী) ভাবে—ক।
আরোগ্য।

আরোগ্য (কী) আ-রোগ্য-কিনু। আরোগ্য।

আরোগ্য (অব্য) [বৈ] হুয়ে। (নিমট্ট ৩।২৭।৭৪।

বধা, "আরে তাম হরিতত হুয়ে।" এক ৩।৩৯।৮।)

বাহাগার এই শব্দ কোন ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ বা হের ভাবে
সহোদন করিবার কালে ব্যবহৃত হয়।

আরোগ্য [বৈ] (জি) নিশাপ। ('আরে হুয়ে অব্য-
পাপঃ বহু ভাষ্য'। ঋগ্ভাষ্যে সারন ৬।১।১২।)

আরোগ্য (পুং) আ-রিচ-ব্যাঃ। সন্দেহ। (সন্দেহ-বাপরা-
রেকাবিচিকিৎসা কু লংগঃ। হেম ৬।১১।)

আরোগ্য (জি) আ-রিচ-পিচ-ক ইই পিচ-লোপঃ। ইবৎ
আরোগ্য। সন্দেহরূক।

আরোগ্য (পুং) আ সম্যক্ রেবরতি অদো গমরতি মলং
আ-রেব-পিচ-অভচ্। পৌদাল গাহ।

(আরোগ্যব্যাধিভাতকৃতমালমূৰ্ছকঃ। অমর)

আরোগ্য [বৈ] (পুং) শিখা।

আরোগ্য (কী) আরোগ্য ভাষ্যে ব্যাঃ। রোগপূজ্য।

"ব্রাহ্মণঃ কুশলং পূজ্যেৎ কত্রবজ্জমনারম্।

বৈজ্ঞঃ কেমঃ সগাপ্য পূজ্যমারোগ্যমেব চ ৪"

পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণের কুশল, কত্রিয়ার অমর,
বৈজ্ঞের কেম অর্থাৎ রস ধাত নিরাপদ এবং বৈজ্ঞের আরোগ্য
জিজ্ঞাসা করিতে হয়। (মহ ২।১২৭।)

আরোগ্যভ্রত (কী) আরোগ্যার্থে ভ্রতঃ শাকং তৎ। ভ্রত-
বিশেষ। বরাহপুরাণোক্ত মাঘমাসের শুক্ল সপ্তমীতে আরভ
করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি শুক্ল সপ্তমীতে কর্ণবা পূজ্য-
ভ্রতঃ। এই ভ্রতের নিয়ম বহুতে লক্ষ্য করিয়া সপ্তমীদিনে
উপবাস এবং ভ্রতের কথাবিধি ভোজনের আবর্তক।

আরোগ্যশালা (কী) আরোগ্যার্থে শালা শাকং তৎ।

চিকিৎসার নিমিত্ত রোগাধির কৃত গৃহবিশেষ। ঔষধ্যুপায়ে
নিখিত আছে, ধর্ম, অর্থ, কাষ এবং ষোল এই চক্রেবর্তাই
সাধন আরোগ্য, অতএব আরোগ্য দান করিলে ধর্ম, অর্থ,
কাম এবং ভোক এই চক্রেবর্তাই দানেরই কল হয়। জাহা
করিবার ক্রম—চিকিৎসাগৃহে মহোৎসব এবং জাহার উৎসব
উপকরণ সারগ্রী সকল থাকি আবর্তক। জাহাতে নিম্নলিখিত
রূপ বিজ চিকিৎসক ও রোগীদেহের আহারীয়, বহু অন্ন, লবন
ব্যঞ্জন এবং দুধাদি রাখিতে হয়। বৈদ্যের লক্ষণ—শাস্ত্রজ্ঞ,
প্রাজ্ঞ, ঔষধসকলের বলবীর্ষাদর্শী, ওষধি এবং হুল সকলের
বর্ষাৎ গুণজ্ঞ, তাহাদের আহরণ-কালবিদ। শালি (বাড়),
মাংস এবং ঔষধের বল, বীর্ষ ও ঐ সকল বস্তু কতকালে
পরিপাক পায়, তাহা ও হতবীর্ষ হইলে তাহাদের পরিভ্যাগের
কারণ এবং রোগীর প্রিয়বদ ব্যক্তিই প্রকৃত বৈদ্য ও
তাৎপশ্য ব্যক্তিকে চিকিৎসা গৃহে নিযুক্ত করা কর্তব্য। এত-
দূর্দশে বোধ হয় পূর্বেও হিন্দু রাজাদের অধিকার সময়ে দাতব্য
ঔষধালয় ছিল ও তাহাতে রাজনিযুক্ত প্রবীণ চিকিৎসকও
থাকিত। এখন এদেশে আরোগ্যশালাকে হাসপাতাল
(Hospital) বলে, ইউরোপে খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীতে সর্ব-
প্রথমে আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়। তখন এখন যে সব
আরোগ্যশালা আছে, তাহার মধ্যে সেন্ট বার্থলমিউর হাস-
পাতাল সর্বপ্রাচীন। (উহা ১১২২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।)

আরোগ্যদান (কী) আরোগ্যে রোগরাহিত্যে সতি
ভরিসিতকং দানং শাকং তৎ। রোগ সারিলে যে দান
করা যায়।

আরোগ্যচন [বৈ] (জি) অকথী। (নিমট্ট ২২।৭।)

আরোগ্যধন (কী) আ-রোগ্য-ভাবে দ্যুই। অবরোধন।

নিরোধ। রুদ্ধ করিয়া রাখা। (জি) দ্যুই। আরোগ্যক।

আরোগ্য (কী) "নব্য আরোগ্যধনে দিব্যঃ।" এক ১।১০৫।১১।

"আরোগ্যধনে সর্বভাবরকে।" সারন।) আরোগ্যতে কর্ণপি

দ্যুই। আরোগ্যবীর। বাহাকে রোধ করিতে হইবে।

করণে দ্যুই। আরোগ্যধন-সাধন গৃহ বা দড়ি প্রভৃতি।

আরোগ্য (পুং) আ-রোগ্য-পিচ (কঃ পোহতভরকঃ।

পা। ৭।৩।৪০। ইতি হত প দ্যুই পিচ-লোপঃ। অত

পদার্থে অত ধর্মের অবতারণা দিখ্যাজান। যে ধর্ম-ধর্মের

নাই, সেখানে বুদ্ধিমান দ্বারা সেই ধর্মের আরোগ্য করা

হয় বলিয়া সেই বুদ্ধির নামই আরোগ্যদান। যেহেতু

ভুক্তিকে রক্ষিতব্য। (অভ্যবহিত্যৎপ্রকারকজানারোগ্যঃ।

বৈজ্ঞানিকঃ) বৈজ্ঞানিকেরা ঔষধকে অবদান করেন।

আরোপ আরোহণ ও অরোহণভেদে দুই রূপ। যেখানে বাধা
নিষ্কর থাকিতেও আরোপ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারই নাম
আরোহণ, সেই যেমন পূর্বোক্ত ভুক্তিতে রক্ত জ্ঞানদি
এতক হইল তখন পক্ষেও আরোহণ হইয়া থাকে। যেমন
‘‘জলমুখ’’ এখানে মুখ চক্রে নহে ইহা নিশ্চয়ই আছে, তাহা
থাকিলেও চক্রে মূখের বোধ হয় বলিয়া সেই জ্ঞানকে
আরোহণ জ্ঞান করে। পরোক্ষজ্ঞানের নামই অরোহণ ও
নিষ্কর।

দৈর্ঘ্যভিক্রম বস্তুতে অবস্থার ভ্রম আরোপ করাকে অধ্যা-
রোপ বলেন। যেমন রক্তে সর্পভ্রম। [অধ্যারোপ দেখ।]

আরোপক (পুং) আ-রুহ-গিচ্-প-পুল গিচ্ লোপঃ।
ব্রুকাতির আরোপণকর্তা। যিনি গাছ প্রভৃতি পোতেন।
[হ স্থানে প হইবার সূত্র আরোপ শব্দে দেখ]

আরোপক (স্ত্রী) আ-রুহ-গিচ্-প-পুল গিচ্ লোপঃ।
আরোপ শব্দের অর্থ। আরোহণ। সম্পাদন।

আরোপিত (জি) আ-রুহ-গিচ্-প-পুল ইট গিচ্ লোপঃ।
বাহাকে আরোহণ করান হইয়াছে।

আরোপণীয় (জি) আ-রুহ-গিচ্-প-অনীয় গিচ্ লোপঃ।
আরোহণ করাইবার যোগ্য। আরোপ্য।

আরোপ্য (জি) আ-রুহ-গিচ্-প-কর্ণি যৎ গিচ্ লোপঃ।
আরোপণীয়। বাহাকে আরোহণ করান হইবে। যেমন মুখ-
চক্রে এখানে চক্রেই আরোপ্য। অধ্যায়ের বিষয়।

আরোহ (পুং) আ-রুহ-যজ্ঞে। আক্রমণ। নীচস্থল হইতে
উর্দ্ধ স্থানে গমন। অঙ্গুরাতির প্রাচুর্য্য। হস্তীর বা
ঘোড়ার উপরে উঠা। দীর্ঘব। উচ্চ। নিতম্ব। মান।
(আরোহো দৈর্ঘ্য মানরোঃ। আরোহণে নিতম্বে চ, বিখ।)

আরোহক (জি) আ-রুহ-পুল। আরোহণকর্তা।
আরোহণ (স্ত্রী) আ-রুহ-পুল। নীচস্থান হইতে উর্দ্ধস্থানে
গমন। অঙ্গুরাতির প্রাচুর্য্য। আক্রমণে হ্রেনের করণে
স্বাচ্ছন্দ্য। লোপান। সিঁড়ি। অতিক্রম। (আরোহণঃ
ভুক্তিক্রমঃ। হেম ৬। ১৪৬। সমারোহ। (আরোহণঃ ভাৎ
লোপাদে সমারোহে আরোহণে। মেদিনী।)

আরোহণীয় (জি) আ-রুহ-পুল-আ-রুহ-কর্ণি অনীয়।
আরোহণের যোগ্য (বোটাধি)। বাহাতে উঠিতে হইবে।
আরোহণঃ আরোহণময় (অঙ্গুপ্রযচনাদিত্যন্তঃ। পা।
৫। ১। ১১১) ইতি হ। আরোহণ-লাভন পরার্থ।

আরোহণ্য (জি) আরোহোঃ প্রাপ্ত নিতম্বস্থানমন্ত্যত
সমুদ্র মত র পক্ষে ইনি। প্রাপ্ত নিতম্বস্থান। বাহীর ভাল
স্থিতি আছে (স্ত্রী) ভীল। আরোহণ্য। আরোহণ্য।

আরোহিণী (জি) আরোহতি আ-রুহ-পিনি। আরোহণ-
কর্তা। নীচস্থান হইতে উর্দ্ধস্থানে গমনকারী। (স্ত্রী)
ভীল। আরোহিণী। গ্রহবিষয়ের নক্ষত্রের দশা বিশেষ।
জ্যোতিষে গ্রহবিষয়ের আরোহিণী দশার স্থল এইরূপ
লিখিত হইয়াছে।

সূর্যের আরোহিণী দশা হইলে সূর্যের মহত্ব, স্বত্ব,
পরোপকারীত্ব, জী, পুত্র, ভূমি, গো, অশ্ব, হস্তী ও কৃষিকার্য্য
হইয়া থাকে।

চক্রে আরোহণী দশার জী, পুত্র, ধন, রক্ত, স্বত্ব,
কাতি, রাজ্য, সূর্যভোগ, দেবার্চন, জ্ঞান প্রভৃতি এই সকল
অর্থাৎ দের।

সূর্যের আরোহণী দশার স্বত্ব, রাজপুত্র, প্রবাসন
দৈর্ঘ্য মনোভিলাষ, দোভাগ্য মত গোক, হস্তী ও অশ্ব লাভ।

সূর্যের আরোহণী দশার বজ্রোৎসব, গো, সুব, স্রব
সমৃদ্ধ, ভূষণ, বজ্র, পান, বাণিজ্য, ভূমি, অর্থ ও পরোপকার
এই সকলের লাভ হয়।

বৃহস্পতির আরোহণী দশার মহত্ব, অর্থ, ভূমি, গান-
কিয়া, জী, পুত্র, রাজপুত্র, স্ববীৰ্য্যবাহু ও বশঃ প্রভাপ
বৃদ্ধি হয়।

শুক্রের আরোহণী দশার প্রভাপ, বজ্র, অলঙ্কার,
কাতি, পুত্র, প্রভৃতিসিদ্ধি, বন্ধনের সহিত বিরোধ, সাত্ত্ব-
বিনাশ, পরজীসঙ্গ এই সকল হয়।

শনির আরোহণী দশার (বিপাক অবস্থার) বৃহস্পতি
ভাগ্য, বাণিজ্যলাভ, কবি, ভূমিলাভ, গরু ও বোকা লাভ,
জী ও পুত্র লাভ হয়।

আরোহী। উদ্ভিদের আভিভেদ। যে সকল উদ্ভিদ আপ-
নার ভার বহন করিতে অসমর্থ। এই আভীর গাছ
কখন কখন আপনাপনি ভীটার ভীটার ভিত্তি থাকে,



(১)



(২)

বেমন ওলক, মোরাল প্রভৃতি কোন কোনটী কেবল মূলোৎপাদন করে, এই মূল বাকল কাণ্ডকে জড়াইরা রাখে।
বেমন : চিত্রটী কখন কখন কাণ্ড নিজের পাতার অঙ্গাঙ্গি দিয়া অপর বাকলকে জড়াইরা উঠে বেমন উলট-চঙাল বা কেশে-লাজুল। [২ চিত্র দেখ।] অপর বস্ত অবলম্বন করিবার জন্য এই জাতীর গাছের কাণ্ড হইতে ছেঁতার মত আকৃতি উৎপন্ন হয়, এই আকৃতি কলিকা বা পত্রের রূপান্তর মাত্র।

আর্ক (ত্রি) অর্ক অভিয্যাপ্য। (ভাঃ শ্রীধর ১০। ১৪। ৪০।)
আর্কট। মাজাজ প্রদেশের একটি জেলা। আর্কট দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর আর্কট ও দক্ষিণ আর্কট। উত্তর আর্কটের উত্তরে কুঙ্গা ও নেলোর, পূর্বে চেঙ্গলপৎ, দক্ষিণে সামেল ও দক্ষিণ আর্কট, পশ্চিমে মহীশূর রাজ্য। এই জেলার নয়টী তালুক ও পাঁচটী বড় বড় জমিদারী আছে। ইহার রাজস্ব আদায় প্রায় চারিলক্ষ টাকা। অক্ষা ১২° ২০' ও ১৩° ৫৫' উঃ, এবং দেশা ৭৪° ১৫' ও ৮০° ৪' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৭২৫৬ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ পার্বত্য। ইহার উত্তর পূর্বে নগরী গিরিজেশ্বরী ও দক্ষিণ পশ্চিমে জবাগি গিরিজেশ্বরী চলিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান নদী পালার। পালার নদীর আবার দুইটী শাখা আছে। আঘর ও গুদিয়তম্। পূর্বদিকে দুইটী নদী বহিতেছে, তাহাদের নাম নারায়ণ বন ও কেটালমার।

এখানকার প্রায় ১৮০০ বর্গ মাইল স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তথাপি এখানে প্রায় বিশ লক্ষ লোকের বাস। ধাতুর মধ্যে লোহা ও তাম্রা অধিক পাওয়া যায়, কোন কোন স্থানে সোনাও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাহাড়ে চূণ ও তাল পাথর দেখা যায়। এখানকার রক্তচন্দনের গাছ বিখ্যাত, উহার কাঠে বরগা ও গরুর গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। জন্তর মধ্যে হাতি, মহিষ, বাঘ, ভালুক, হারেনা, হরিণ, সজাক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পুরাতত্ত্ব।—উত্তর আর্কট প্রাচীন দ্রাবিড় রাজ্যের কির-মুঙ্গা পূর্বকালে এখানে করত রাজাদের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে কোম্বু করত প্রভৃতি পল্লববংশের প্রথম রাজা। কাকীপুর পল্লববংশের রাজধানী ছিল। সপ্তম শতাব্দী অবধি পল্লববংশের আধিপত্য অক্ষর থাকে। তৎপরে কোজ ও চোল রাজারা প্রবল হইল। তাহাদের আক্রমণে পল্লববংশ অবনত ও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইল। [চোল শব্দে বিবরণ

দেখ।] সপ্তম শতাব্দীতে শিবজী প্রবল হইলে, তাহাঁরা এই স্থান অধিকার করে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনাপতি জুলককার বা গিল্লী অধিকার করেন, তিনি হাউদ থাকে আর্কটের শাসনকর্তা করিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সাদৎউল্লা বা কণাটিকের নবাব হন। তিনি আর্কটে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আর্কটের কতকাংশ ইংরাজেরা দখল করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পালার নদীর তিরোবর্তী উত্তর আর্কটের সুলতান স্থান ব্রীশ-অধিকারভুক্ত হইল। এই জেলার প্রধান নগর—আর্কট, বোল্লার ও চঙ্গগিরি। আর্কটনগর অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। পাশ্চাত্যপণ্ডিত টলেমি এই নগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই নগর অক্ষা ১২° ৫৫' ২৩" উঃ এবং দেশা ৭৯° ২৪' ৪৪" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে ইহা কণাটিকের রাজধানী ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত আলি এইখানে নিহত হন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে, এই স্থানে ইংরাজ ও মুসলমানের যোঁরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের দিন মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে;—প্রবল ঝড়, অবিভ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন ঘন বজ্রপাত, তাহার উপর পাঁচ সাত দিন যুদ্ধ। এই দারুণ সময়ে ইংরাজ-অধিনেতা ক্লাইব অল্পমাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া—আর্কট অধিকার করিলেন। [ক্লাইব শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে করানী সেনাধ্যক্ষ লালী এই নগর অবরোধ করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট আক্রমণ করিলেন, সাত দিন অবরোধের পর এই নগর তাহার হস্তগত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী দখল করেন। ১৮০১ খৃঃ অ, পুনরায় ইংরাজদের হাতে পড়িল।

বাণিজ্য—উত্তর আর্কটে জবণ, লোহা, কাপড় ও তুলার আমদানী হয় এবং চাউল ও ইক্ষুর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার বাজাজাপেতের গালিচা, বন্দীবাসের মাছুর, ত্রিপতির পিতলের ও কাঠের কাজ, পুন্ডরের লোহার জিনিস, গুদিয়তমের পাড়াদি এবং কালহস্তীর কাঠের ঝাড় বিখ্যাত।

আর্কট, দক্ষিণ। ইহার উত্তরে চেঙ্গলপৎ ও উত্তর আর্কট, পূর্বে বঙ্গোপসাগরে, দক্ষিণে দ্বিতীয়াপলী ও তঞ্জোর, পশ্চিমে সামেল। অক্ষা ১১° ১১' ও ১২° ২৫' ৩০" উঃ, এবং দেশা ৭৮° ৪১' ৩০" ও ৮০° ৩' ১৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৭০ বর্গমাইল। রাজস্ব আদায় প্রায় বাহার লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ আর্কট তেঙ্গল পার্বত্যের নয়। এখানকার জিনিসের গিরি প্রাকৃতিক সৃষ্ট বস্ত্র প্রভৃতি এখানে

কৌশল, ধোঁয়ার ও পরাবনার নামে তিনটি নদী প্রাচীন হইতেছে। গড়ক, পুণ্ডা প্রভৃতি দুই তিনটি ছোট ছোট নদীও আছে।

অন্তর মধ্যে হাতি, বাঘ, হারেনা, তম্বুক, শকার, শাবর ও নানাপ্রকার হরিণ এবং বড় কুকুর দেখা যায়। পাখীর মধ্যে ময়ূর ও জলচর পাখীই ভাল। এখানে কস্তুর পাওয়া যায়। এখানকার মাছ নানা প্রকার।

কৃষি।—এখানে চীনাবাদ, কঙ্গু, মড়ক, ছোলা, কড়াই, ডামাক, ইক্ষু, তাল, নারিকেল, নীল প্রভৃতি জন্মে। লাখ ও কার নামক ধানের চাষই বেশী।

দক্ষিণ আর্কটের এই কয়েকটি প্রধান নগর—চিলদরম, কুদলোর, পানরুটা, পোর্টো নবো, তিভিবনম, তিরুবরমলয়, বলবাহর, বিলুপুরম এবং বুদ্ধাচলম্। এই জেলা পূর্বে চোল রাজাদের অধিকারে ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে মার্কট্টারা কাড়িয়া লয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এইখানে প্রথমে আসে। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে কুদলোর নগরে সেই সময়কার রাজার অহুমতিক্রমে ইংরাজেরা আপনাদের একটি আড্ডা স্থাপন করে। ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে হরজী রাজা ইংরাজদের একখানি অস্থাপন পত্র দান করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে কুদলোর, কো-নিমির ও পোর্টো নবো এই তিন জায়গার ইংরাজদের থাকিবার স্থান নিরূপিত হয়। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে নবাব মুহম্মদ আলি চিরমণিক নামক স্থান ইংরাজদিগকে জায়গিরির স্বরূপ প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে করাসীরা সেন্ট ডেভিড ও কুদলোর আক্রমণ করেন। দুই বৎসর পরে, বন্দীবাদের যুদ্ধের পর সম্রাটর কুট কুশলোর পুনরীকৃত অধিকার করিলেন। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতান ও করাসীরা এই নগর পুনরায় দখল করেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পড়িল। সেই সময় হইতে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে করাসীদিগকে এখানকার পতি-চেরী ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে এখানে একটি সামান্য বিচারালয় স্থাপিত হয়। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে বিরুদাচলে জেলার জজ আদালত খোলা হয়। এতদ্বারা ১৮৪৩ হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে এই জেলার নানাস্থানে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেকগুলি বিচারালয় স্থাপিত হইল।

এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। পাঁচটি প্রধান শিবমন্দির, এবং আটটি প্রধান বিষ্ণুমন্দির।

বর্ষে বর্ষে মেলা হয়, সেই সময় দানাদেবীর লোক

হেথায় আসিয়া থাকে;—তাঁহার মধ্যে চিলদরম নগরের অল্প মর্শন, বিরুদাচলের বার্ষিক মন্দির এবং ত্রিগুনায়ের কাটিকোৎসবই প্রধান।

আর্কলুম্ব (পুং) অর্কলুম্বত্বেদিতাপত্য (অন্যাস্ত্রব্যে বিদাদিতোহঞ। পা। ৪। ১। ১০৪।) ইতি অঞ। অর্কলুম্বের পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য (স্ত্রী) তীপু আর্কলুম্বী। অর্কলুম্বতাপত্যমিতি বৃনি অপত্যে (হরিতাদিতোহঞ। পা। ৪। ২। ১০০।) ইতি কক্। আর্কলুম্বায়ণ। অর্কলুম্বের বৃষাপত্য। আর্কলুম্বি (পুং স্ত্রী) অর্কলুম্বতাপত্যঃ বাহ্যাদেবাক্তিগণনাং (বাহ্যানিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৪৫।) ইঞ। অর্কলুম্ব এবির অপত্য।

আর্কায়ণ (ত্রি) অর্কায় গোত্রং হরিতাদিঃ অঞ। অর্কের গোত্র। (ইহ গোত্রাধিকারেহপি সামর্থ্যাদনুসং। সিং-কোঃ। পা। ৪। ১। ১০০। সূত্রে। (বিদাদিগণে অর্ক বন্ধ নাই ভৎপর্যায়ক হব্যবশত আছে) ততঃ। পা। ৪। ২। ৮০ সূত্রেণ কর্ণাদিঃ কিঞ। (ত্রি) আর্কায়ণি। অর্কের নিকটস্থ দেশাদি। প্লিনি কথিত 'আরাকোটস্' (Arachotus) বলিয়া অহুমিত হয়। তাঁহার মতে রাণী সেমিরামিস্ এইখানে একটি নগর স্থাপন করেন। [Pliny, vi. 25.] [উক্ত সূত্রস্থ কর্ণাদিগণে অর্কশব্দ দেখ।] অর্কায়ণায়ণঃ সূর্য্যমেকল্য প্রাপ্তয়ে হিতঃ অণ্। সূর্য্যালোকসাধন যজ্ঞাদি। ০। পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা। ৮। ৪। ৩। পূর্ব পদে (বন্ধর) থাকিলে ইহার পরস্থিত নকার গন্ত হয়, সংজ্ঞাবিবয়ে গকার ব্যবধান থাকিলে হয় না। বাচস্পতি 'পূর্বপদাধিগতি নব্ব' এই লিখিয়াছেন; কিন্তু ঐ সূত্র সংজ্ঞা বিবয়ে এজন্য (প্রতিপদিকান্ত হুম্ বিভক্তিবু চ। পা। ৮। ৪। ১১। এই সূত্রবারা গন্ত হইবে। কারণ ঐ সূত্রেই—কাশিকাকার লিখিয়াছেন "বদাতৃ গর্গাণাং ভগোঃ গর্গতগঃ সোহন্ত অতি ইতি ইনিঃ গর্গতগিনীতি...নিত্যমেব গণেন ভবিতব্যং।"

আর্কায়ন (পুং) বজ্রবিশেষ। তগীরথ হোলবার এই বজ্র করিয়াছিলেন। (মহাভারত অস্থাপন ১০০ অঃ)।

আর্কি (পুং) অর্কতাপত্যঃ ইঞ। ১ সূর্য্যের পুত্র বম্। ২.শনি। ৩ বৈবস্বত যজ্ঞ। ৪ সূর্য্যব। ৫ কর্ণ।

আর্ক (ত্রি) অকৃতেনং অণ্। নাক্তজিনির্দাদি। নক্স-সম্বন্ধি বাটিকও। ভরুক সম্বন্ধি স্থানাদি, দোমাদি।

আর্কোদ (পুং) বাকোদঃ পরতোহতিভজনোহিত অণ্। (অতিভজনশ্চ পা। ৪। ২। ৯০। সেইটী ইহার অতিভজন এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। বজ্র বহঃ নিবসতি স নিবাসঃ। বজ্রপূর্বকবিতঃ সোহতিভজন ইতি বিবেকঃ। সিং কোঃ

উক্ত হ্রদে। একদা পর্বতে পিঙ্গাবিক্রমে বাসকারী ছিল বিশেষ।

আর্জ্য (ত্রি) একে ভবং (পর্ণাদিত্যো বঞ্। পা। ৪। ১। ১০৫ ইতি বঞ্।) নকত্রভব। বাহা নকত্রো হয়। ত্রিরাভ লোহিতাংকঃ শিবাং (বিকোরাতিভ্যন্ত। পা। ৪। ১। ৪১।) ইতি ঙী।

আর্গড়া। (আড়গড়া—হিন্দী অর্গড়া। অর্গল শব্দের অগত্ৰংশ বলিরা বোধ হয়।) ১ ঘোড়াগাড়ী ভাড়া বা বিক্রয়ার্থ স্থান। ২ এক জাতীয় ব্যবসায়ী, ব্যক্তি, লোক বা দ্রব্য একত্র রাখিবার স্থান। ৩ (পূর্ণিমা জেলার) শূলী বদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান।

আর্গয়ণ, আর্গয়ন (ত্রি) অগয়নন্ত কৃতো গ্রহঃ তত্রভবং বা অণ্। অগয়ন ব্যাখ্যান গ্রহ তজ্জাত।

আর্গল (ত্রি ক্রী) অর্গলমেব স্বার্থে অণ্। অর্গল শব্দের অর্থ। দ্বাররোধক কাঠবিশেষ। খিল। ছড়কা।

আর্গবধ (পুং) আরগধ। সৌদালগাহ।

আর্ঘ্য (ত্রি) আ-অর্থ-অচ্। পীতবর্ণ দীর্ঘমুখ ভ্রমরের ন্যায় মধুমক্ষিকা বিশেষ। (রাজ-নিং) মালবদেশে এই মোমাছি দেখা যায়। [মোমাছি দেখ।]

আর্ঘ্য (ক্রী) আর্ঘ্য নিবৃত্তং বৎ। আর্ঘ্য মধুমক্ষিকা নিষ্পাদিত মধু। মধুক বৃক্ষের নির্ধাসরূপ মধু। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, জরৎকারাশ্রম মধুক বৃক্ষ হইতে যে ষেতবর্ণ নির্ধাস (আটা) পাওয়া যায়, তাহার নাম আর্ঘ্য। আর্ঘ্য নামক মোমাছির আর্ঘ্যই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা সেবনে চক্ষুর্জ্যোতি কক ও পিত্তের নাশ হয়। তাহার রস কষায় এবং কটু। পরিপাক হইলে তিক্ত এবং তাহা বল ও পুষ্টিকর।

আর্চ (ত্রি) অর্চা অন্ত্যস্ত (প্রজ্ঞাপ্রদীর্ঘাভ্যো ণঃ। পা। ৫। ২। ১০১।) ইতি ণ অর্চাযুক্ত। বাহার পূজা করা যায়।

আর্চৎক (পুং) অচৎকের পুত্র। (শর)। অক্ ১। ১১৬। ২২।

আর্চভিনু (পুং) বহুং বং অচাভেন বৈশম্পায়নন্ত শিষ্য-বিশেষেণ প্রোক্তমধীতে বিনি। অচাভের শিষ্য যে গ্রহ করিয়াছেন তদযেভ্যো, তদযয়নকারী।

আর্চিক (ক্রী) অর্চিতবং অচো ব্যাখ্যানো গ্রহো বা ঠঞ্। নামবোধীয় গ্রহ বিশেষ। নাম অক্-মূলক, এই অজ্ঞ নামের নাম আর্চিক হইরাছে।

আর্চীক (ত্রি) ঐতীকে পর্বতে ভবং অণ্। ঐতীক পর্বতে জাত। স্বার্থে অণ্। ঐতীক পর্বত। ঐ পর্বত পুর-ভীর্ষের নিকটে। (মহাভারত বন ২৫ অঃ ৪)

আর্জব (ক্রী) অর্জোভাবঃ অণ্। সারল্য। সরলতা। প্রত্যঙ্গগাহিত্য। আর্জব দৈহিক ও মানসিক এই দুই রূপ। দেহের বে অংশ বক্র নহে, তাহারই নাম সরল বা সোজা, এইরূপ ব্যবহার্য বস্তু বহি প্রকৃতিতেও সারল্য ও বক্রতা থাকে। মানসিক সারল্য বাহ্য ও আন্তরিক, এই দুয়েরই এক ভাব প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়, কোটিল্য করিয়া বাহিরে সারল্য প্রকাশ করিলে তাহাকে মানসিক সারল্য বলা যায় না। অকুরেব স্বার্থে অণ্। সরল।

আর্জীক (পুং) অর্জীকস্যেদং অণ্। অর্জীক দেশ সম্বন্ধি। (“সুযোমে শরণাবত্যাৰ্জীকে পত্যাৱতি।” অক্ ৮। ৭। ২২। আর্জীকে অর্জীকানামদেশাঃ তৎসম্বন্ধী। সায়ন।)

আর্জীকীয় (পুং) বেদোক্ত দেশ বিশেষ। (“অরং তে শরনাবতি সুবোমায়ামধি প্রিয়ঃ। আর্জীকীয়ে শৃগুত্যা মদিতমঃ।” অক্ সংহিতা ১০। ৭৫। ৫। (আর্জীকীয়ে এতন্মামকে দেশে।” সায়ন।) (ত্রি) টাপ্। বেদোক্ত নদী বিশেষ। (আর্জীকীয়ে শৃগুহা সুবোময়া। অক্। ‘আর্জীকীয়াং বিপাড়িত্যাহ অজুকপ্রভবা বক্ গামিনী বা। যাক ২। ২৬।) বিপাশা নদী। (Hyphasis.) ইহার বর্তমান নাম বেয়া।

আর্জুনায়ন (পুং) অর্জুনন্ত গোত্রাপত্যং। (অশ্বাদিত্যঃ কঞ্। পা। ৪। ১। ১১০। ইতি কঞ্।) অর্জুনের গোত্রাপত্য। (ত্রি) টাপ্। তন্ত্র বিষয়ো দেশঃ (রাজশাসিত্যো বুঞ্। পা। ৪। ২। ৫৩। ইতি বুঞ্। অর্জুনায়নক। অর্জুনায়নের বিষয় বা দেশ। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতার পাঁচ ছয় বার অর্জুনায়ন শব্দ দেশবিশেষ ও তদ্রূপবাসী লোকের নামে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই দেশ কোথায় তাহার কিছু উল্লেখ করেন নাই। ল্যাসেন ও উইলফোর্ড—ভারত সাম্রাজ্যের উত্তরে এই দেশ মনে করেন। (Lassen, Indische Alterthums. ii. 953, Asiatic Res. viii. 340.)

আর্জুনাবক (ত্রি) অর্জুনাবদেশে ভবং (ধুমাদিত্যন্ত। পা। ৪। ২। ১২৭। ইতি বুঞ্। অর্জুনাব নামক দেশভব। অর্জুনাব দেশজাত।

আর্জুনি (পুং) অর্জুনভাপত্যং (বাহ্মাদিত্যন্ত। পা। ৪। ১। ৪৫। ইতি ইঞ্। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অর্জুনের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভজাত ঋতকর্ম্ম।

(পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্যঃ শুভলক্ষণ।

লেভে পঞ্চহতান্ বীরান্ শ্রেষ্ঠান্ পঞ্চাচলাদিব ৪৬৫

মুখিষ্ঠিরাং প্রতিবিজ্ঞং হস্তসোমং বৃকোদরাং।

অর্জুনাজু তরুণীং শতাবীকক নাহুলিং ৥ ৭৬

সহযোজু তসেনং।) ভারত আদিপর্ব ২২২ অঃ।

আর্তব (পুং) অর্জুন গাভ্যা অপত্যঃ। অর্জুনের অপত্য। কোৎস ঋষি। কুৎস ঋষির গাভী অর্জুনী তাঁহাকে প্রাতিপালন করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম কোৎস ও আর্জুনের হইরাছে।

আর্ত (ত্রি) আ-ঋ-ক্ত। পীড়িত। হুঃখিত। অসুস্থ। বিনাশী। (গেঘোঁরনেধিনএওঋকোঃ। এই মুদ্রবোধসূত্রের চাকার দুর্গাধাস অপ্রাপ্তিলেই বিধান লিখিয়াছেন, কিন্তু আ এই উপসর্গের সহিত প্রাপ্ত লিঙ্গ ঋত এই পদের সন্ধি হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ আর্ত এই পদ সিদ্ধ হইরাছে। দুর্গাধাসের মতে অর্ত হইয়া যায়, অতএব সে মত ভাল নয়।)

আর্তগল (পুং) আ-ঋ ভাবে ক্তঃ পীড়া গলতি করতি গল-অচ। আর্তং পীড়া গলো যন্মাৎ বহুতী। নীলকিণ্টী। নীলকীটী। (নীলকিণ্টীদ্বয়োবাণাদাসী চার্ভগলচ্চ সা। অমর ২।৪।৭৪।)

আর্তপর্ণি (পুং) ঋতপর্ণতাপত্যং ইঞ্। ঋতপর্ণরাজার পুত্র। [হরিবংশে: ১৫।]

আর্তভাগ (পুং স্ত্রী) ঋতভাগস্ত ঋবে গোত্রাপত্যং (আনুব্যা-নন্তর্য্যে বিদাদিত্যো হঞ্। পা। ৪।১।১০৪। ইত্যঞ্। ঋতভাগ ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) স্ত্রীপ্। আর্তভাগী।

আর্তব (ত্রি) ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ অণ্। ঋতুভব পুশাদি। স্ত্রীর রজঃ। ঋতু। শোণিত। ঋতুমতী স্ত্রীর রক্ত। (আর্তবজ্জুসজ্জুতে স্ত্রীরজঃ পুশদোরপি। বিশ্ব।) সুস্থ অবস্থার যুবতী স্ত্রীর নিয়মিত সময়ে জরায়ু হইতে যে শোণিত নিঃসৃত হয়, তাহাকে আর্তব বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম ক্যাটামেনিয়া (Catamenia) বা মেন্সেস্ (Menses)। সচরাচর এক্ষেপে বার বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত মাসে মাসে আর্তব নির্গত হয়।

ইংলওদেশের স্ত্রীলোকেরা বোল বর্ষ হইতে ঋতুমতী হয়। প্রায় ৪৫।৫০ বর্ষ বয়স হইলে তাহাদের আর্তব রুদ্ধ হয়। লাম্রাও দেশে ২০।২৫ বর্ষ না হইলে স্ত্রীলোকের প্রায় আর্তব নিঃসৃত হয় না; তাহাদের প্রায় ৬০ বর্ষ অবধি আর্তব স্রীতিমত বাহির হয়। উপরোক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা বাইতেছে—স্রীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা স্রীয়প্রধান দেশের স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র শীঘ্র ঋতুমতী হয়।

• ষাদশাধঃসরাদুর্ভয়াপকাশঃ সনঃ স্ত্রিঃ।

মাসি মাসি ভগবান প্রকৃতিবর্তনং অবৎ।

ভাবপ্রকাশ।

কখন কখনও হয় কি নয় বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের আর্তব নিঃসৃত হইরাছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্তব নিঃসৃত হইবার পূর্বে অথবা সেই সময়ে এই কয়েক লক্ষণ প্রকাশ পায়—শরীরের অবসন্নতা, জ্বাশ, দোর্মল্য, চক্ষুর চারিদিকে বিবর্ণতা ও দৈবং কাল রেখা, পৃষ্ঠদেশ ও ঐবার বৃহৎ ঐহিতে বাধা, কটি উরুদ্বয় ও বস্তির অধোভাগে ঘাতনা ও ভার বোধ, কাহারও সামান্য অন্ন বোধ হয়। শোণিত বাহির হইলে আর তত কষ্ট থাকে না। কেবল শরীর দুর্বল ও সুখের ভাব কিছু মলিন থাকে। রজঃ নিঃসৃত হইবার সময় স্ত্রীলোকের শরীরে এক প্রকার গদ্ধ পাওয়া যায়। কোন স্ত্রীর পূর্বে লক্ষণ প্রকাশের পর অল্প সাদা জলের মত তরল পদার্থ বাহির হয়। এরূপ অবস্থার পুষ্টিকর আহার ও ঔষধ সেবন করাইলে স্বাভাবিক আর্তব নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়। এ সময়ে কাহারও স্তন মধ্যে বেদনা বোধ, কাহারও বা দুগ্ধস্ফার হয়। ঋতুমতী হইলে স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এই সময় হইতে দেহ পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত, গঠন সুগোল, স্তনদ্বয় বর্ধিত ও নিতম্ব প্রসারিত হইতে থাকে। স্রীযতাব লক্ষ্য ও বিনীত ভাব আসিয়া অধিকার করে। তখন তাহারা স্রীজাতীয় কার্য ও আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

দৈহিক ও আর্তব শোণিতে অনেক প্রভেদ, আর্তব শোণিতে রক্তের স্ফ্র অংশ (Fibrine) থাকে, তাহা সামান্য রক্তের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া জমে না বা গলিয়া যায় না।

অণ্ডাধারই আর্তব নিঃসৃত করিবার প্রধান উদ্দীপক। অণ্ডাধারের অভাব হইলে স্ত্রীলোকের ঋতু হয় না। যদি অণ্ডাধার থাকে, তবে জরায়ুর অভাবেও ঋতুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অণ্ডাধার হইতে অণ্ড বাহির বা বাহির হইবার মত হওয়া ঋতুর প্রধান কারণ। প্রত্যেক ঋতুকালে অণ্ডাধারের এক ছুই বা অধিক কোব (Graafian Vesicles) ফাটিয়া তথা হইতে এক ছুই বা তাহার অধিক অণ্ড বাহির হইয়া অণ্ডপ্রণালীর মধ্য দিয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে, তথা হইতে আর্তব সহ বাহির হয়। প্রাক্রিমেণ ভেসিকল হইতে বিনির্গত অণ্ড বাহির হইয়া গেলে চক্রমণ্ডল পীড়বর্ণ ত্ত্ব হান পড়িয়া থাকে, তাহাকে কর্পোরা লিউটরা (Corpora Lutea) বলে। স্ত্রীলোকের যুতুর পর অণ্ডাধারের সমুদয় কর্পোরা লিউটরা গণনা করিলে তাহার করণী সন্ধান হইয়াছিল বলা যায়। [অন্তঃসদ্বা দেখ।]

স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে জরায়ুতে রক্তাধিক্য হয়, এইজন্য

উহার ধমনী ও শিরা রক্তে ফুলিয়া উঠে এবং জরায়ুর ক্রেনো-পার্মক ঝিলি (Mucus Membrane) অল্প রক্তা হইয়া উহার স্থানে স্থানে বিস্মৃ বিস্মৃ রক্ত উৎপন্ন হয়। পরে জরায়ু-কোটর আর্তবে প্রাবিত হইয়া যায়।

কোন জীর গর্ভাবস্থার ঋতু হইতে দেখা যায়, কেহ বা ঋতু হইবার আগে গর্ভবতী হয়, আবার কেহ সন্তানকে প্রসূত করাইবার সময়ই গর্ভবতী হয়, এ সব লক্ষণ অস্বাভাবিক ঋতুর অবস্থা।

গর্ভবতী জীলোকের আর্তববাহিনী নাড়ীর পথ গর্ভ কর্তৃক বন্ধ হয়, এজন্য আর্তব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে আর্তব অধোভাগে নিঃসৃত হইতে না পারিয়া উরুদিকে গমন করে। আর্তব আধের। আর্তবের আধিক্যে কষ্টা আছে।

[সূক্ষ্মত শরীর ৩ অঃ।]

সূক্ষ্মতের মতে, যে আর্তবের বর্ণ শশকের শোণিতের স্তায় অথবা লাল রসের মত এবং তাহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত না হয়, সেই আর্তব নির্দোষ জানিবে।* জিন্দোষ ও শোণিত এই চারিটা পৃথকরূপে বা ইহাদের মধ্যে দুইটা বা সকলগুলি মিলিয়া আর্তবকে দূষিত করে। আর্তব দূষিত হইলেও সন্তান জন্মে না। আর্তবের দোষ বর্ণের ও বেদনার দ্বারা জানা যায়। আর্তবে পচা দুর্গন্ধ, প্রহ্লিনদূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত পূব বা মলের মত হইলে তাহার দোষ ভাল হয় না, এ ছাড়া অল্প লক্ষণ হইলে চিকিৎসালাভ জানিবে। আর্তবের দোষে নানাপ্রকার পীড়া হয়।

ডেন্ম্যান, হামিল্টন, চার্লিস প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মতে, আর্তব রোগ তিন প্রকার—

১ আর্তবরোধ বা আর্তবাতাব (Amenorrhoea), ২ আর্তব-ক্লেশ (Dysmenorrhoea), ৩ অস্থগর বা অধিক শোণিতপ্রাব (Menorrhagia).

১ আর্তবরোধ†—কোমারাবস্থা গত হইলে ঋতু না হওয়া। দুইটা অণ্ডাধার, অণ্ডাধারের উপরিস্থ গুটিগমূহ (Graafian Vesicles) ও জরায়ুর অভাব বা পীড়া হইলে, জরায়ু মুখের নিম্ন বহির্ভাগ (Os Uteri) বন্ধ থাকিলে, যোনির অভাব বা উত্তরপার্শ্ব মিলিত হইয়া গেলে, ভগদ্বার বন্ধ হইলে কিবা সতীদেবী (Hymen) অধিক থাকিলে আর্তবরোধ ঘটে।

* শশাকৃৎ প্রতিমঃ বহু বর্ষা লাক্ষ্যরসোপমঃ।

তদাৰ্তবঃ প্রশংসিত বহাগো ন বিরজয়েৎ।*

সূক্ষ্মত শরীর ২ অঃ।

† বহুবি সূক্ষ্মতের মতে এই রোগের নাম আর্তববিনাশ।

অণ্ডাধার ও জরায়ুর অভাব থাকিলে এই রোগী সন্তান না। কিন্তু যোনিদ্বার বন্ধ হইলে ঐবধ বা অল্প চিকিৎসায় দ্বারা মুক্ত করিয়া দিলে রোগ আরোগ্য হয়। পুনর্বার বন্ধ না হওয়া অল্প মুক্ত স্থানে তৈলযুক্ত লিণ্ট, কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। কাহারও জননপ্রিয়ের স্বাভাবিক অবস্থাসত্ত্বেও আর্তবরোধ হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কেহ অত্যন্ত দৃষ্টপুষ্টি, কেহ বা অত্যন্ত ক্লীণ, কোমলাঙ্গী বা বিবর্ণ। ইহাদের ঋতুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় অথচ আর্তব নিঃসৃত হয় না। কোন কোন স্থলে মাসান্তর ঋতু শোণিতের পরিবর্তে কতকটা শুষ্কবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়।

রোগীর অবস্থা ও ঋতুর কালাকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চিকিৎসা করিবে। দৃষ্টপুষ্টি জীলোককে বিরেচক ঔষধ দিবে ও আহার কমাইবে, পুষ্টিকর খাদ্যাদি আদৌ ব্যবহার করিতে দিবে না। ঋতুর ৪ দিন পূর্ব হইতে সাত দিন গরম জলে নাতি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ তিনবার ৫ গ্রেণ করিয়া পিল রিয়াই কো খাইতে দিবে। দুর্বল রোগীকে পুষ্টিকর আহার দেওয়া আবশ্যিক। এলোস, গম মাড়, হিঙ্গু ও উলট কবলের শিকড়ের ছাল প্রত্যেক ১ গ্রেণ এবং আধ গ্রেণ সলফেট অব আয়রন এক করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, উহা দিনে তিনবার খাওয়াইবে।

২ আর্তবক্লেশ—দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ কোন স্নায়ুস্বকীয় বা মানসিক পীড়া কি যাতনা হইলে এই রোগ জন্মে। অধিক বা নিম্নমিত আর্তব নিঃসৃত হইলেও তৎসঙ্গে জরায়ুতে ব্যথা হইয়া তাহা দুই তিনমাস বা তাহার অধিককাল থাকে। এই রোগ স্নায়ুস্বকীয় (Neuralgic), প্রদাহযুক্ত (Inflammatory), ও যৌথক (Mechanical) ভেদে তিনপ্রকার। স্নায়ুস্বকীয় আর্তব ক্লেশ প্রায় ৩০ বৎসর বয়সের পর হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায়—

ব্রোমাইড্ অব পটাসিয়ম্ ... ১৫২০ গ্রেণ।
ক্লোরোকর্ম ... ১০/১২ কোটা।

আধছটাক জলের সঙ্গে একেবারে খাওয়াইবে, ইহাতে ব্যথা নিবৃত্ত হয়। প্রদাহযুক্ত আর্তব ক্লেশে প্রথমতঃ জ্বর ও শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল ও চক্ষুর রক্তবর্ণ হয়, নাড়ী বেগবতী ও সবলা হইয়া উঠে। ঋতু হইবার পর যাতনা আরও বৃদ্ধি হয়। এই রোগমধ্যে রেচক ও ঋতু-নিঃসারক ঔষধ খাওয়ান প্রয়োজন। ঋতুর সঙ্গে পূর্বমত যাতনা হইলে রক্তনোক্ষপাদির চিকিৎসা করিবে। কেহ কেহ এই রোগে জরায়ু মুখের নিম্ন বহির্ভাগে সৌক লাগাইয়া থাকেন।

ফেব্রুয়ারি একোনাইট ও ঠিকর বেলেডোনা প্রত্যেক পাঁচ কোঁটা, ডাইনম্-একটিমনি ১০ কোঁটা, জল আব-ইটাক একত্রে ছই তিনশতী অন্তর প্রয়োগ করেন।

রোধক আর্থর রোগ—অস্বাভাবি হটক বা প্রবাহ রোগের পরেই হটক অরায় নিয়মুথের (Cervin Uteri) কোটর অপ্রশস্ত হইলে জন্মে। এই রোগে অরায় নিয়মুথে একটা সৰু বুলি প্রবেশ করাইবে। তাড়ন হইলে ছই তিন দিন অন্তর বুলি দিবে। এই উপায়ে রোধকের শান্তি হয়।

অস্থান্দর—ইহাতে শোণিতের তির্যাকার লক্ষণ হয়, অজমর্দ ও বেদনা জন্মে। এই রোগে অতিশয় শোণিত নির্গত হইলে দৌরল্য, ভ্রম, মূৰ্ছা, ঝাপসা দৃষ্টি, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, পাণ্ডু, তন্দ্রা ও বায়ুলক্ষ অন্তান্ত উপদ্রব জন্মে। এই রোগে ২৩ গ্রাণে মাত্রার আকিমের বড়ি করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে উপকার না হইলে ৫ গ্রাণে আর্গট্র অব রাই, ৫ গ্রাণে সোহাগার সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে। কোন কোন চিকিৎসক তলপেট ও বোনিম্বারে শীতল জল বা বরফ লাগাইতে বলেন; কেহ জুগার অব লেড ও লডেনম্ জলে মিশাইয়া বোনিম্বায়ে পিচকারি দিয়া থাকেন। যদি কোন মতে রক্ত না থাকে, তবে বোনিম্বায়ে স্পঞ্জের শুষ্কি দিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে—অন্নবরদ্ধা যুবতীর ১ আর্থবরোধ হইলে এবং মুখ লাল, মাথা ভার ও মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট; মুখের বিবর্ণতা, অধিক তৃষ্ণা, আশঙ্কা প্রভৃতি অবস্থার আর্শেনিক, ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ব্রাইওনিয়া; পেট ফুলিলে ও হৃদয় হইলে চারনা প্রভৃতি ঋষিহার করিবে।

২ আর্থবরুদ্ধে,—কাল রক্তের মতন স্রাব হইলে আম্কার্ব, অন্ন স্রাব হইলে এপিন্ মেল, দৃষ্টি বিষয়, মাথাব্যথা ও ব্যথার সহিত শোণিত স্রাব হইলে বেলেডোনা; রোগী চিৎকার করিয়া কাদিতেছে, শোণিত অন্ন বা বহু হইয়াছে এইরূপ অবস্থার ক্যাকটাস্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

৩ অস্থান্দর রোগে—একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রাইনো-নিয়া প্রভৃতি মচরাচর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শোণিত-স্রাব বন্ধ না হইয়া অধিকক্ষণ থাকিলে সল্ফর, বা প্লাটিনা; অন্ন সময় মধ্যে অধিক স্রাব হইলে নক্সভোমিকা, কল্করন্স প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

ক্রীমাকের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অরায় সফোচন শক্তি প্রকাশ ও রক্ত বন্ধ করিবার জন্য এই সকল গাছগাছড়া ব্যবহার করা যায়—অশোক ছাল, কাবাবচিনি, কেশরাজ, রকোংপলের মূল, আরাপাণ, ইটানটের মূল, দুর্লা, দাক্ষি

মূল, আলতা, কীমড়াশাক, নকীবর, শিরুলমূল, অশ্বখ ছাল ও কল, জিলফা, ওড়ুপত্র, কুলেবাড়া, রক্তচন্দন, বরফ-কাঠ, পীত অশ্বক, লক্ষ্যামূল, কুন্ডম মূল, নাগদোনা মূল, বীরভক, লক্ষ্যামূল, রাজবোণ, নাগপুশী, উচ্চ মূল, মুরমুরিয়া, আউকগাহ, রক্তকাকন মূল, হলপত্র, বট, পাকুড়, কাকুরী, শালবৃক ও পাবাগভেদী।

আর্থব নিঃসরণ করিবার জন্য এই গাছগাছড়া ব্যবহৃত হয়—জেশোলাল, সোহাগা, মুরবর, বিটকরজা, রেণুক, উলটকবল, আবিলা, ঋতুপর্ণি, গোয়োটনা, নিশাদল, সিদ্ধি, শিঙগাহ ও দাক্চিনির তৈল। [ঋতুপর্ণী নামে অপর বিবরণ দেখ।]

আর্থি (ক্রী) আ-ঋ-জিন্। পীড়া। মনোব্যথা। বহুকোটি। বহুকের কোণ। (আর্থি: পীড়া বহুকোটোঃ। মেদিনী।) বিনাশ।

আর্থি, আর্থী (ক্রী) আ-ঋ-বাহং নি। কৃদিকারাতাবা ক্রীপ্। গতিকক্রী। বে ক্রী গমন করেন।

আর্থিজ (ক্রি) ঋষিজ-ইদং-অণ্। ঋষিজসবদী। পুরোহিতের কর্তা।

আর্থিজীন (পুং) ঋষিজং তৎকর্ম অর্থিতি (যজ্ঞবিগ্ভাং যথাক্রো। পা। ৫।১।৭১।) ইতি। ঋঞ্। স্বয়ং যজমান। ঋষিক্। পুরোহিত।

(যজ্ঞবিগ্ভাং তৎকর্মার্থীতৃত্যাপসংখ্যানং। বার্তিক উক্ত-নৃত্তে। আর্থিজীন: ঋষিক্। সিং কো উক্ত নৃত্তে।)

আর্থিজ্য (ক্রী) ঋষিজো ভাবঃ কর্ম বা। ঋঞ্। ঋষিক্-কর্ম। যাজন।

আর্থেরী (ক্রী) আর্থবয়ুক্তা ক্রী। (অমরটী।)

আর্থ্য (পুং) অর্থর্ববেদোক্ত ঋমুর্দ্বা নামক অত্মের পিতা। (অর্থর্বসং ৮।১০।২২।)

আর্থ (ক্রি) অর্থাদাগতং অণ্। অর্থহেতু প্রাপ্ত। বাক্যার্থের মর্যাদা দ্বারা প্রাপ্ত। (ক্রী) ক্রীপ্। অলঙ্কার-পাত্রোক্ত অর্থসম্ভব ব্যঞ্জন। উপমালাকার বিশেষ।

(আর্থীতুল্যসমানাদ্যন্তল্যার্থে বজ্র বা বতিঃ। সাহিত্যদ্যং।) যেখানে তুল্য ও সমানাদি শব্দ বা তুল্যার্থে রচি প্রত্যয় থাকিবে তাহার নাম আর্থীউপমা। তদ্ব্যবহৃত, ভাবনা বিশেষ। ভাবরিত্তার (চিত্তকের) ব্যাপার বিশেষের নাম ভাবনা। তাহা প্রোতি ও আর্থী।

আর্থিক (ক্র) অর্থং গৃহাতি ঠক্। অর্থপ্রাপ্তক। এখানে অর্থ শব্দের অর্থ অভিধেয় (বাস্তব) প্রয়োজন। এবং বন। অর্থদ্বারা ঠক্। অর্থহেতু আগত। বাক্যের মর্যাদা প্রাপ্ত।

আর্জিক, আর্জালী, (ইংরাজী Orderly শব্দের অপভ্রংশ।)
১ পরমাতিক শিলাই, যে প্রধান দৈনিক পুস্তকের নিকটে
উপস্থিত থাকিয়া আত্মবাহকতা করে। ২ কোনসময়ই ব্যক্তির
আগমন যে আপনার প্রভুর নিকটে গিয়া অগ্রে স্থানায়।

আর্জি (জি) আ-অর্জ-অর্জ। সম্যক পীড়ক। (জী) গৌরাদি
জী। আর্জী। অতিপীড়াদায়িকা জী।

আর্জিকংসিক, অর্জকংসিক (জি) কংস: পরিমাণ ভেদ:
অর্জকালো কংসচেতি তেন জীতং ঠক্। অর্জ অর্জাৎ
পরিমাপ্ত পূর্ণপদত্ব বা। পা। ৭। ৩। ২৩ ইতি উত্তরপদত্ব
কুদ্যে প্রাপ্তাবপি। (নাত: পরত। পা। ৭। ৩। ২৭। অর্জাৎ
পরত পরিমাপ্যাকারত বৃদ্ধি পূর্ণপদত্ব ত্ব বা ক্রিাদাদৌ
ইতি নিবেদ্যোত্তরপদবৃদ্ধি কিত পূর্ণপদভবে বা বৃদ্ধি:
(কংসটিষ্ঠম্। পা। ৫। ১। ২৫। ইতি ত্ব ন প্রবর্ততে সনাসে
তত্ত নিবেদ্যৎ।) অর্জকংস পরিমিত বস্ত দ্বারা জীত।
এইরূপ (জি) আ(অ)র্জপ্রহক। অর্জপ্রহজীত। আ-
(অ)র্জকোড়ক। অর্জকুড়বজীত। আ(অ)র্জক্রৌপিক।
অর্জক্রৌপজীত। এই দুই স্থানে অনন্ত নহে বলিয়া পূর্ণ
পদদ্বারা উত্তর পদের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আর্জিধাতুক (জী) (আর্জিধাতুকং শব্দ:। ৩। ৪। ১১৪।)
এই দুই পরিভাবিত—ভিত্ত এবং শিৎ (শইৎ) ভিন্ন ধাতুর
উত্তর বিহিত প্রত্যয় বিশেষ। যথা (আর্জিধাতুকত্বজানো:।
পা। ৭। ২। ৩৫। আর্জিধাতুক বলাদি স্থানে ইভাগম হয়।)

আর্জিপূর (জী) অর্জ পূরত একদেশি-তৎ। তত: স্বার্থে
অপ্। পুরের সমানার্জি। প্রতিপূরিত তৎপূরবে অংশাদি:
নাতোদাত্ততা।

আর্জিরাত্রিক (জি) অর্জরাত্রে ভবং ঠক্। অর্জরাত্র ভব।
অর্জরাত্রে বাহা হয়। (পুং) জ্যোতিবশাত্তের শাখাভেদ।

আর্জিবাহনিক (জি) অর্জবাহনেন জীবতি (বেতনাদিত্যো।
পা। ৪। ৪। ১২। ইতি ঠক্।) বিবি অর্জ বেতন দ্বারা
জীবিত থাকেন।

আর্জিক (পুং জী) অবষ্ঠ বর্ণ।

বৈত্কন্যা-সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন ত্ব সংকৃত:।

আর্জিক: সত্ব বিজ্ঞেরো ভোজ্যো বিজ্ঞের সশবর:।

পরামর।

(জী) আভিবাৎ জীপ্। আর্জিকী। (পুং) অর্জ

কেন্দ্রভাট্টমর্হতি ঠক্। কেন্দ্রভাট শব্দের যেতন রূপে স্বাধী

নিকটে অর্জপ্রবীত কৃষক বিশেষ। ভূমিকর্ষক। কুটুম্বিক।

আর্জিকং কুলমিত্রক গোপালো দাসনাপিতো।

এতে পুত্রেন্ ভোজ্যাদা বচনভাঙ্গ্যং নিকেরয়েৎ।

যে ভূমিকর্ষক করে, যে পুত্রবাহকনে আপন বংশের
মিত্র, যে গোপালন করে, যে দাসের দাস-ও যবে কৌলকর্ষ
করে, এই সকল পুত্রের এবং যে আত্মদর্শন করিয়াছে
তাহার আর ভোজন করা যায়। (মহা।)

আর্জি (জি) অর্জ-গতো। (অর্জেরীর্ষক। উপ। ২। ১৮।
ইতি রক্-বীর্ষক-খাতো:।) ক্রিয়। সরল। নকল-মত। ভিজা।
তিমিত। তিমিত। সমুদ। উত্ত। (আর্জি সার্বং ক্রিয়ং
তিমিতং তিমিতং সমুদবৃত্তক। অমর। ৩। ১। ১০৫।) বৈদ্যক
শাস্ত্র মতে সরল ও নীরস ভেদে আর্জি দুই প্রকার। স্বাত্ত্বক
(বেতো শাক), সরিষার শাক, নিভু-ভী (সিন্ধুক বৃক্ষ), এরও
(ভ্যারেভী), আর্জক ধূতুরাদি এই সকল সরল আর্জি। বট, অম্বথ,
করীর প্রভৃতি নীরস আর্জি। *। কাঠিন্যপূত। আহুতপ্যমুক্ত।
(জী জী) অধিনী হইতে বষ্ট নকজ। [আর্জী দেখ।]

আর্জিক (জী) অর্জয়তি রোগান্ অর্জ-অন্ততৃত্বার্থে—রক্
বীর্ষক সংজ্ঞারায় কন্ অর্জারায় সরসভূমৌ জাতং বা-বুন্
আর্জয়তি লিহ্বা: আর্জ-কৃত্যার্থে শিচ্ (বহুলমন্ড্যাপি।
উপ। ২। ৩৭। ইতি কুন্ বা।) আদ। শৃঙ্গবের। (আর্জকং
শৃঙ্গবেরং ত্রাৎ। অমর ২। ১। ৩৭। (লবণার্জককেশরী।
বৈদ্যকং।) মূলপ্রধান বৃক্ষ। (জী) আর্জিকা। আদ।
[আদ। দেখ।] (পুং) ভলবংশীয় বহুমিত্র রাজপুত্র।
(বিষ্ণু-পুঃ ৪। ২৪। ১০) পুরাণান্তরে অত্রক, অন্তক, ভজক
এইরূপ নাম গ্রহীত হইয়াছে।

আর্জিপদী (জী) আর্জৌ পাদৌ যত্না: (কুন্তপদীহু চ। পা।
৫। ৪। ১৩৯। ইতি।) নিংপাদভাত্তলোপ জীপ্ পদাদেচ।
আর্জচরণাজী। যে জীর পা জলে ভিজা। [হ্রস্বহ কুন্ত-
পদ্যাদিগণে আর্জিপদী শব্দ দেখ।]

আর্জিমাষা (জী) নিত্যকর্মধা। মাষাণী। মাষপণী (রাক-নিং)

আর্জিম্ (অব্য) আ-অর্জ-বাৎ রহু। (স্বাত্ত্বং নিপাতনাৎ।
সিং কোং পা। ১। ৪। ৭৪ সাক্ষাদাদিগণ পাঠাৎ সিং স্বাত্ত্বং
বা।) সরসজ। রসযুক্ত। আর্জিকৃত্য। [হ্রস্বহ সাক্ষাদিগণে
আর্জি শব্দ দেখ।]

আর্জিশাক (জী) আর্জি শাকমতঃ। আর্জিক। আদ।

আর্জিবৃক্ষ (পুং) কর্মধা। সরসবৃক্ষ। তত: ঠিকরাদি
চতুর্থ্যাং হ। (জি) আর্জিবৃক্ষী।

আর্জী। নকজবিশেষ। নকজ চক্র ২৮ বা ২৭ নকজ
সমবিত। সূচা বা ছোঁটা নকজকে প্রথম ধরিয়া ঠিকর মতে
আর্জী বোঝানহানীর হয়। এইরূপে প্রবিষ্টা নকজ প্রথমহানীর
মতে, আর্জীহান একাদশ। সেরসানিপত্ত অধিনী নকজকে
প্রথমহ হির করিয়া আর্জী বটহানীর হয়। ইহাই একপকার

প্রদর্শিত বৃত্ত। এই স্থলভিত্তিক ধরিতে ইহার পৃষ্ঠকীয় বিক্ষেপ (Tabular Celestial latitude) উত্তর ১১ অংশ এবং সূচকীয়ক্ষেপ (True Celestial latitude) উত্তর ১০ অংশ ২০ কলা। পৃষ্ঠকীয় দ্রবক (Tabular Celestial longitude) ৬৭ অংশ এবং সূচকীয়দ্রবক (True Celestial longitude) ৬৫ অংশ ৫ কলা। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইউরোপীয় মতে ১৩৩০ সংখ্যক *Tauri* তারা এতদ্ নক্ষত্রস্থানীয়। ২০০ সংখ্যক পূর্বে ইউরোপীয় পতকে এই নক্ষত্রের উক্ত যোগ ভ্রমার দ্রবক ৮২ অংশ ৩৮ কলা ৩৩ বিকলা। সূর্য্যগতিক মতে এই বর্ষ স্থানীয় আর্জী নক্ষত্রের বিক্ষেপ ৯ অংশ এবং দ্রবক ৬৭ অংশ ২০ কলা। আর্ধ্য-সিদ্ধান্তমতে দ্রবক ৬৮ অংশ ২৩ কলা এবং বিক্ষেপ ১১ অংশ ৭ কলা। ইহাতে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানিগের অনুমানে ইহার যোগতারা ১৩৭ *Tauri*।

আর্জী নক্ষত্রে অক্ষগ্রহণ করিলে এই কর্ণটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—ক্ষুণ্ণ অধিক, কল্পশরীর, কলিগ্রন্থ, ক্রোধযুক্ত, অশান্ত, শরণাগতের প্রতি নির্দয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ।)

আর্জীলুক্ক (পুং) আর্জী। কেতুগ্রহ। (কেতব: শিখিন: প্রোক্ত: আর্জীলুক্ক উচ্যতে। হলায়ুধ।)

আর্জব (পুং) ঋতুগা মৃৎ সাম ঋতুর্দেবতাত্ত বা অণ্। তৃতীয় সাবনে গের পঞ্চমজ্যায়ক সপ্তসামাজ্যক পবমান বিশেষ।

আর্জেন্টিনা। আদিয়ার পশ্চিমস্থ একটা দেশ। ইহার উত্তর সীমার চোরক ও কুর নদী; পূর্বে উর্গিয়া হ্রদ, কুর ও আরকস্ (আরক্স) নদী, দক্ষিণে তরাস্ পর্বত, বীর মরলীন ও নিশিবিধ ভূভাগ, এবং পশ্চিমে কিজিল ইন্দক নদী। ইউক্রেতিস্ নদীর তীরস্থ কতকাংশ ও কাম্পির আর্জেন্টিনা ইহার সান্নীল। এই দেশের কতকাংশ রুধ ও কতকাংশ ভূরকের অধিকারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই দেশ বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, এই দেশই আর্ধ্য জাতির আদিম বাসস্থান। জর্জন জাতির পূর্বপুরুষ এই দেশ হইতে ইউরোপে গিয়া বাস করে। ঐতিহাসিক হিরোদোটাসের সময় এই দেশ আরও কিছু বড় ছিল। [Herodotus v. 52. দেখ।] ঐতিহাসিক মতে এই দেশের উত্তরে অলবনী, ইবেরেশ, এবং পারথোজন্ ও ককেশস্

পর্বত, পূর্বে মহাসমুদ্র (Great Media) ও অ্যাসপটিন (Aspatene), দক্ষিণে মেসোপোটেমিয়া ও তরাস্ (এলবর্স) পর্বত, পশ্চিমে তিবেরেরী, শথ্যাতি ও ফ্রিস্ পর্বত।

হিহিদিগের ধর্মশাস্ত্রে আর্জেন্টিনার নাম পাওরা বার না, তাহাতে ভোগর্স নামে এই স্থানের নাম দৃষ্টি হয়। আর্জেন্টিনার এই কয়েকটা প্রাচীর নাম আছে—হরিণী অর্থাৎ নিরিধের পর্বত, বরি বরি অর্থাৎ অন্ন-মিষ্টি, অন্নোণা বা অন্নপের দুর্গ। [Asiatic Res. viii. 860.]

আর্জেন্টিনার ভূতত্ত্ব দ্বারা ইহা আমাদের পুরাপুরাত্নাত্মক হিরক্স নামক বর্ষের অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হয়।

অনোকন এই দেশকে কর্জুর্সের বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভৌগোলিকেরা এই দেশকে এই রূপে ভাগ করেন,—কুকসাগরের দিক্, চোরকের সমভূত, কুর ও আর্পের সমভূত, পার্শ্বক্ষেত্র, আরজুমক্ষেত্র, মূবক্ষেত্র, বিটলিশ উপত্যকা প্রদেশ, এধিন প্রদেশ, খপটক্ষেত্র, বুরন সমভূত, মূবতাব হইতে তাইগ্রীসনদীর তীর অবধি সমস্ত ভূভাগ, শাপনতাব, বয়জিৎ ও আরিকার্তক্ষেত্র।

কুকসাগরের নিকটস্থ প্রদেশ—কুরকের পাশার অধিকারে। ইহার অন্তর্গত ত্রিবিজল প্রদেশ। ত্রিবিজলের পূর্বে বিস্তীর্ণ উপকূল, উহা প্রায় ১৩০ মাইল। এখানকার পর্বত ভূভাগ সমুদ্র হইতে চারি পাঁচ হাজার ফিট উঠে। এখানে এক জাতীয় সুপারী, বিচ, আখরোট, কোকড়া, আরণ, বাইশী, শিলাগাছ (Boxwood) এবং দেবদারু জন্মে। অনেক স্থানই বন ও পর্বতময়। এখানে লাজ জাতির বাস। বমুরা, রিজা প্রভৃতি প্রদেশে লাজ জাতি থাকে। এখানে লাজিতান নামে পাহাড় আছে। রিজা প্রদেশ বেশ উর্বরা, অল বায়ু ও বন্দ নর। এখানে ভাল পাতিনেবু ও কমলানেবু পাওয়া যায়। লাজিতান পাহাড়ে মতা ও তামা উৎপন্ন হয়। লাজিতানের পূর্বে বাট্টন সাগর, এই সাগরের ধারে বিস্তর অজীর, দাড়িম, আঙ্গুর ও নানা প্রকার নৈবু জন্মে। বাট্টনের পূর্বে গেরজগিরি। এই পাহাড়টি পুরাপুরাত্ন পতঙ্গগিরি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই কিছু দূরে বৈজাট (জ) বন ছিল, এখন উহা 'বিববাট্ট' নগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। গেরজগিরির নিকট হইতে আরও কতকগুলি পাহাড় কুকসাগর হইতে

• অধ্যাপক উইলসন্স ইহার সংস্কৃত নাম 'পারদেজ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত [Ariana Antiqua, p. 147 দেখ।]

কান্দীর হ্রদ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণদিকে সাবিনলী নামে একটি গিরি আছে, এটাকে পুরাণোক্ত সাবিন-হলী বলিয়া অঙ্কিত হয়।

চোরক নদী জোরোক নামেও অভিহিত হয়। প্রাচীন নার অকম্পিস। কেহ কেহ মিনি কথিত বথ্যস্ (Bathys) বলিয়া অঙ্কন করেন। [Pliny vi. c. ৪] এই নদীর তীরে বৈবাট্, আংবিন্ ও অজেরা নগর। এই নদী ককসাগরে পতিত হইয়াছে। অজেরা নগর কোলোবা ও পেরেজা পর্বতের মাঝখানে। এখানে প্রায় আট মাস শীত থাকে। এখানকার লোকেরা দেখিতে সুশ্রী ও বলবান্। ইহারাজর্জিরা ভাবায় কথা কর। পেরেজ পাহাড় হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী অজেরা দিয়া বহিয়া বাইতেছে। আর কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় সাবিনলী গিরিতে আসিয়া মিশিয়াছে। বসন্তকালে এই সকল পাহাড়ে গোমেবারি চরিতে থাকে।

কর ও আর্পিনলীর কুলহ স্থানের মধ্যে কর, আর্পিন ও পঙ্কোত নামক স্থানে লোকের বসতি আছে। এখানকার লোকেরা মাটির ভিতর খর করিয়া তাহাতে বাস করে। এই সকল ঘরে মাছবের এবং পালিত পশুদির জন্ত খতর করিয়া ছুইটা ঘর থাকে। কর নামক স্থানে লোকের বাস অনেক এবং কলানি বেশ উৎপন্ন হয়। শীতকালে এই সকল স্থানে বড় কঠ, একে প্রবল শীত, তাহার উপর বরফ পড়িলে, তাহা অধিক দিন ধরিয়া থাকে। কর প্রদেশের ছই একটি গ্রামে কেবল তুর্ক জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণি ক্লেজ—আর্জেন্টিনার মধ্যপ্রদেশ। এখানকার আরজকমের নিকটস্থ জমি সমুদ্র হইতে প্রায় সাত হাজার ফিট উচ্চে। আরজকমের দক্ষিণ দিকে বিনগোল গিরি। এই গিরির উত্তর দিক হইতে আরকস্ নদী বাহির হইয়াছে। এই প্রদেশে প্রসিদ্ধ আরারাত পর্বত। [আরারাত দেখ।]

সাবিনলী গিরি উচ্চে প্রায় ৫৫০০ ফিট। ইহার উত্তর দিক আরকস্ (আরস্) নদীর দিকে হুঁকিয়া পড়িয়াছে। আর্বিন কাঠিক মাল হইতে এখানে বরফে ঢাকিয়া যায়। পাণিক্লেজ সাবিনলী গিরি হইতে দেবেনবরিনী নদীকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেবেনবরিনীর নিকট দিয়া

আরজকম ক্লেজ চলিয়া গিয়াছে। এখানে কর ও বথ্যস্ উৎপন্ন হয়। এই বিস্তীর্ণ মরদানের মধ্যে হসনকালী নামক স্থানই খ্যাত। এখানে সাতটা মঠ ও সাতটা প্রজবর্ণ আছে। আরজকম ক্লেজ—বৈবো ৪০ মাইল, এবং প্রেহে প্রায় ২০ মাইল। এই স্থান বড় উর্বরা, যে সকল শত জন্মে, তাহা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। এখানে ভাল ভাল বোড়া, অম্বতর ও গোমহিষ চরিয়া বেড়ায়। অনেক জাঙ্গা আর্পিনী জাতি ছাড়িয়া বাওয়ার মরু হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অনেক গ্রামে এককালীন বসতি নাই, কুর্দ জাতি এই সব স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রদেশের প্রধান নগর আরজকম। এই নগরে পূর্বে লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল, এখন আর তত অধিক লোক নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রুবেরা এই নগর অধিকার করেন। এখানে মানা প্রকার বাণিজ্য হয়। কনুতানোপল, আসিয়া-মাইনর, জিবিলন্দ, পারস্ত, আলগো এবং দক্ষিণ ককেশসে বাইবার পথ এই স্থানে আসিয়া একত্র হইয়া মিশিয়াছে। আরজকম প্রদেশের পশ্চিমে বিনগোল গিরি। এই পাহাড়ের নিম্নদেশে শুষ্কশ্রম গ্রাম, উহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৪৩৮ ফিট উচ্চে। ইহার কিছু দূরে চায়বাহার নদী।

মুখক্লেজ—মুয়দ হইতে তরাস, আবায় তথা হইতে ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখতাব বা মুখগিরি এই প্রদেশের পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে। এই স্থান আরজকমের ন্যায় তত শীতপ্রধান নয়, বরফের উপর দিয়া মালগাড়ী বাতায়ানত করে। এখানকার উৎপন্ন জন্মের মধ্যে ধান ও তামাক প্রধান। পর্বতের দিকে দক্ষিণ ভাগে আবুর জম্মার, উহাতে মদ্য প্রস্তুত হয়। মুখগিরিতে বিস্তর রেউচিনির গাছ হয়। পশুর মধ্যে এখানে ভাল জাতের বোড়া, গরু, মহিষ ও বহুতর মেঘ দেখা যায়। এখানে অধিকাংশই আর্পিনীয় বাস। মধ্যে মধ্যে কুর্দ জাতির বসতি আছে। কুর্দগণ তুর্কদের পাশাকে ইষ্টাক অর্থাৎ শীতকালের কর দিয়া থাকে। এই প্রদেশের দক্ষিণে মুয়নগর, এ নগরটির অবস্থা নিতান্ত হীন। এখানে পাঁচ সাত শত মুলকমান এবং প্রায় ততগুলি আর্পিনীয় বাস।

এই প্রদেশে মহিষে শকট টানে। প্রায় ও হেবতের

এই নদীকে কেহ কেহ পুরাণোক্ত অকগোন নদী বলিয়া রচনা করেন।

+ ডাক্তার ককমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বেঙ্গোল কলেজের স্থানীয় বলিয়া নির্দেশ করেন। (Ariana Mithras ও হুয়বচ ৮। ৪। ২ দেখুন)

সরস্বতীকে বীকে বীকে বনা বেড়ায়। সুগিরির দক্ষিণ পাশে খজুর নামে এক আতীর কুর্দ বাস করে, তাহার রাজিকালে পাহাড় হইতে আসিয়া আশ্মাগিরের গোমহিবাধি চুরি করিয়া লইয়া বাইত। এখন তাহারাই ইরান করে কি না জানা যায় নাই।

সুবেজের দক্ষিণ পূর্ব সীমার বিটলিন প্রদেশ। ইহার দুই পাশে পর্বত, মাঝখানে দিয়া কতকগুলি নদী বহিয়া বাইতেছে। এখানকার বিটলিন নগরে অনেকগুলি বাজার আছে। আর্দেবির ও কুর্দিস্তানের উৎপন্ন জ্বালাদি এইখানে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার বাড়ীগুলি পাথরের তৈরারী। এখান হইতে মধু, মোম, পশম, গঁদ ও মাছুলের বাণিজ্য হয়।

আরভরম ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং করনদী হইতে কিছু দূরে বিতীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে—এই স্থানে তর্জন ও অর্জুনন ক্ষেত্র। এখানে কতকগুলি তুর্ক ও আশ্মাগির বাস, এখানকার লোকেরা কুর্দ দস্যবদের ভয়ে সর্বদাই সশস্ত্র। ঐ দস্যবরা হুজিক পাহাড়ে বাস করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে ‘কিজিল বাস’ অর্থাৎ লাল মাথা বলিয়া থাকে। ইহার সকলেই পৌত্তলিক। এক গোছা কাঠে ভাল কাপড় জড়াইয়া, তাহাকে দেবতা জানে পূজা করে। এই জাতির এক জন বড় লোক মরিলে, তাহার সহিত তাহার সন্তান ধনাদিরও সমাধি হয়। ইহাদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শনে বোধ হয় ইহার পুরাণোক্ত কিসাত জাতির পাখা। [কিসাত দেখ।]

এই প্রদেশের পশ্চিম দিকে অর্জুনন নগর, এই নগরে আর তিন হাজার বাড়ী আছে। বাড়ীগুলি মাটির উপরে নির্মিত। এ ছাড়া অনেকগুলি বাগান আছে। এই সকল বাগানে আঙ্গুর, নেবু ও নানা প্রকার ফল হয়। এখানে গম অধিক পরিমাণে জন্মে।

এবিন উপত্যকা প্রদেশ।—করহু (নদী) অর্জুনন ক্ষেত্র দিয়া বামে হুজিকতাষ ও দক্ষিণে অন্তিতরাস পর্বত রাধিয়া কেউবের নদীতে আসিয়াছে—এই নদীর উপরের আরগা এবিন। এবিন উপত্যকার গিরিমালা আর ৪০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়াছে। এখানে গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা, শীতকালে তেমন বরফ জমে না। এখানে সাতুত গাছ অধিক, অধিবাসীরা তুত কল খাইয়া থাকে, এই তুত চৌরাইরা আবার কল তৈরারী হয়। আঙ্গুর ও অপরাপর গাছও জন্মে। উপত্যকার সমস্ত রোঙ্গের বড় প্রভুত্ব।

সুবেজের সবট—খর্পুট ও সুবেজের মধ্যে। ইহার

পূর্বদিকে পেরেজ হু (নদী)। খর্পুটক্ষেত্রের পূর্বদিকের পাহাড়গুলি সুবেজ নদীর দিকে হুজিকতাষ আছে। সুবেজ পার হইবার জন্য পলুর পশ্চাতে একটা প্রাচীন সেতু আছে, উহা সমুদ্র হইতে আর ২৮১৯ ফিট উচ্চে। পলুর নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানে মুসলমান ও আশ্মাগির বাস। পলুর পার দিয়া কতকগুলি পাহাড় নিরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, এই পাহাড়ের নিকট কতকগুলি গ্রাম আছে, তাহাতে কেবল জাকালতার বন, তাহার কিছু দূরে ভাল ভাল চাষের ক্ষেত। ঐ সব ক্ষেত্রের উত্তরদিক্ ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখে উঠিয়াছে, এখানকার যেহিয়া গ্রাম সমুদ্র হইতে আর ৫২৪৫ ফিট উচ্চে। এ প্রদেশে তুরস্বীন ও মাছু কল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার গ্রামবাসীরা—গরু, বলদ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও কেহ কেহ বোড়া রাখে। সুবেজ নদী হইতে তথ্যতা কোপ্রি হু নামে একটা উপনদী বাহির হইয়াছে, ইহার সন্মিলনের নিকট বোখলন গ্রাম। এই গ্রামের কোপ্রি হু চাঙ্গেরী নামে একটা আশ্রম আছে, এখানে আশ্মাগিরী ভীষণ করিতে আসে।

খর্পুটক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সোকেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে মুনহুরতাষ, গোলতাষ ও খর্পুটগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি পর্বত আছে। এখানে করহু ও সুবেজ নদী বহিতেছে। উভয়নদীর সংযোগস্থানের নিম্ন দিয়া ইউক্রেতিস নদী চলিয়াছে, তাহার উত্তর পাশে নানা কন্দর ও পর্বত-মালায় আকীর্ণ। ইহার বামে খর্পুটগিরি, দক্ষিণে গোলতাষ। এই সকল পাহাড়ে তরু, শুষ্ক, লতা প্রভৃতি কিছুই নাই, স্থানে স্থানে কেবল লোহা, তাঁবা ও দস্তা পাওয়া যায়। খর্পুটগিরির কাছে একটা ছোট পাহাড় আছে, এখানকার মাটি খুব উর্বরা। খর্পুটপ্রদেশ তুরকসাত্রাজ্যের মধ্যে পশ্চাতী ভূমি। এখানে নানাপ্রকার শস্ত জন্মে, তন্মধ্যে অল্প স্থান অপেক্ষা দশ বারগুণ গম উৎপন্ন হয়। এইখানে গ্রীষ্মকালে অধিক গরম বোধ হয়। কুর্দভাতি এখানে বড় উপদ্রব করিয়া থাকে, তাহারাই ছবিধা পাইলে অধিবাসীদের সম্পত্তি লুট করিয়া পলায়ন করে।

সুভাষ ও তাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ—ইউক্রেতিস নদীর পূর্ব দিক দিয়া বরাবর গিরিশ্রেণী চলিয়াছে, ঐ গিরিমালায় নাম সুভাষ। উহা আবার সুবেজ ও তাইগ্রীস নদীর মধ্য দিয়া বাহরবের পশ্চিম দিকে মিসরনভাষে গিয়া মিশিয়াছে। এই পর্বত দিয়া অনেকগুলি জোতবর্তী বহিতেছে। সুবেজের দক্ষিণ দিকে তিনটা পাহাড় পড়ে

পরে সরিষা আছে, এই তিনটির নাম কোরমতাষ, অণ্ডোষ বা কণ্ডু তাষ এবং দারকুষতাষ। দারকুষতাষ অত্যন্ত বহু। এই পাহাড়ে উঠা-নামা অতিশয় কষ্টজনক। খর্জন পর্বতের পথ আরও ভয়ঙ্কর, এখানে তার লইয়া কোন পথ চলিতে পারে না। এই প্রদেশের কোলব-নু নদীর তটে কুর্দদের দলপতির বাসস্থান আছে। এখানে আবাত্ত প্রাণমাসে জমিতে শস্ত বপন করে। দারকুষগিরি হইতে সরুম নদী বাহির হইয়াছে, এই নদীর তটে উৎকৃষ্ট তরমুজ জন্মে। এখানকার মাটিতে কাঁচা হইলে, তাহা দেখিতে সাদা হয়। এখানে গ্রীষ্মকালে বাতাসের সঙ্গে লু চলে। সরুমনদীর পশ্চিমদিকে হজেরো, ইনিজে ও খিনি নামে তিনটা ভূভাগ। এগুলি পূর্বে তুরুকের বেগদিগের অধিকারে ছিল। মুঘতাবের ভূভাগসকলের দক্ষিণ দিয়া বরাবর তাইগ্রীস নদী চলিয়াছে। এই নদীর জল ভাল নয়, ইহার তীরবর্তী ভূভাগের লোকের প্রায়ই শিরারোগ (Vena Medinensia) হয়। ইহার তীরে প্রাচীন স্তূপ ও ছুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

তাইগ্রীস নদীর উপরাংশে শুবেরেক ও দিয়র বেকর নামে দুইটা প্রদেশ আছে। নিম্নভাগে বামতীরে জেবেল জুদি পাহাড়। মুসলমানেরা বলে, এইখানে নোয়ার জাহাজ লাগিয়াছিল। ইহার নিকটস্থ ভূভাগসমূহে কুর্দজাতির বাস। এখানকার বুতান নামক পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশে (আর্শাগী কাথলিক) যাকুব সম্প্রদায়, নেস্তোর সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ও য়েজীদীরা বাস করে। এখানে শস্ত হইবার সময় কুর্দজাতি দেখা দেয়, অপর সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে মেবপাল চরাইয়া বেড়ায়, সময়ে সময়ে ডাকাতি করিয়া থাকে। এসব স্থানে ইদারা হইতে জল পাওয়া যায়; পাহাড়ের কাছে কেবল বরষা আছে।

বাগহুদের উপকূল প্রদেশ—বিটলীশ নগর হইতে কর্কুতাষ, তথা হইতে মুঘতাষ পর্য্যন্ত। এখানে অর্জরোষ-তাষ মুঘতাষের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাগহুদের দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই প্রদেশের পূর্বদিকে হুদের ধারে একটা স্বতন্ত্র খাভুনিঃপ্রবের পাহাড় আছে। এটাকে কমেস তহান (অর্থাৎ উটের মত) বলে। পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর বস্তন গ্রাম, ইহার উচ্চ ভূভাগে একটা কোট রহিয়াছে। এখানকার অঞ্জন চৈ নদীর তীরে মাকুদ বে নামে কুর্দাধিপতির একটা ছুর্ভেদ্য ছুর্গ আছে। বাগহুদের পূর্বপ্রদেশ পর্বতময়।

বাগপ্রদেশের প্রধান নগর বাশ। এ নগরটা আত

প্রাচীন। প্রথম এইরূপ, রাশি সেমিরামিস্ এই নগর স্থাপন করেন। কীলরূপা শিল্পলিপির দ্বারাও তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগরে কেলিকো বস্ত্রের আমদানী হয়। এখানকার গম পারস্তে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বাগহুদের উত্তরতীরে সাপনতাষ নামে একটা নির্বাসিত আগ্নেয়গিরি আছে। হুদ হইতে এই পর্বতটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার উচ্চ শৃঙ্গ ককুসাগর হইতে প্রায় ১০,০০০ ফিট উচ্চে। এই পাহাড়ে উঠিলে আরারাতের উচ্চশৃঙ্গ দুটা বেশ দেখা যায়। এই পাহাড়ের গহ্বরে রাশি রাশি বরফ পড়িয়া থাকে।

কোবোতাষ ও আরারাতের মধ্যে আরিফেদ প্রদেশ। এখানকার জমি বেশ উর্বরা ও জলবায়ু ভাল। এখানে প্রায় ত্রিশখানি গ্রাম আছে, তিনখানিতে কেবল আর্শাগীর বাস। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ সকল গ্রামে আর্শাগীরা বাস করিত, কিন্তু এই বর্ষে কৃষকের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে তাহারা জিজিয়াতে গিয়া বাস করিতে থাকে। এই প্রদেশে উচ্-কিলিস নামে একটা প্রাচীন মঠ আছে। এখানকার প্রধান স্থানের নাম তোপরাক্কালে।

ভূতত্ত্ব—আর্শেগিয়ার সকল স্থান পরিদর্শন করিলে জানা যায়, যে পূর্বে এখানে আগ্নেয়গিরি ছিল। কতকাংশ কেবল জলে পূর্ণ ছিল; সেই জলের অবশিষ্ট অংশ বাণ, উর্মিয়া ও কাপ্পীয় হুদ। এই দেশের অনেক স্থানেই চূর্ণস্তর আছে।

ইতিবৃত্ত—ইহার প্রাচীন নগরের নাম আর্শাকতা। কথিত আছে, পুরাকালে একজন হানিবল আর্শাকীয়স্ নামে আর্শেগিয়ার রাজার সহিত এখানে আসিয়া আশ্রয় লয়। এখানকার পুরাতন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, কীলরূপা শিল্পলিপি ও প্রাচীন মন্দিরাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, অতি পূর্বকালে নানাজাতির লোক এইদেশে আসিয়া বাস করিত। ভারত-বর্ষের হিন্দুরাও এদেশে আসিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সৈরীয়দেশের একজন পাত্রী লিখিয়াছেন—একদল হিন্দু এইখানে প্রবাসে আসে। তাহারা দেমিতর ও কিসন্নি নামক দেবতার পূজা করিত, এছাড়া আরও কতকগুলি দেবমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল, আষ্ট্রিট নগরে তাহারা দেবতার কাছে বলি দিত। [Journal of As. Soc. Bengal, Vol. V. 331 দেখ।]

আর্শাগীরা বলিয়া থাকে, তাহাদের আদিপুরুষ ও প্রথম রাজা চৈগ। তিনি ভোগর্মের পুত্র; আদীরীর রাজ বেলাসের অত্যাচারে নিজ জনভূমি সীনেরার পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে আসিয়া আশ্রয় লন। যেলাস্ হৈগের

অনুসরণ করিয়াছিলেন; হৈগের হস্তেই তাঁহার পরমায়ু শেষ হয়। (খৃষ্টের বাইশ শতাব্দী পূর্বে এই ঘটনা ঘটে।)

তিনশত বৎসর গত হইল। হৈগের পাঁচপুরুষ একে একে রাজত্ব করিলেন, তৎপরে হৈগবংশীয় আরাম আর্শেগিয়ার রাজা হইলেন। তিনি মিডিয়া, আসীরীয় ও কম্পডোনিয়া জয় করেন। ঐ সকল দেশের লোকেরা তাহাকে আবনিদিয়স বলিয়া ডাকিত। এই আরামের নামানুসারে এ দেশের নাম আর্শেগিয়া হয়। আরামের পুত্র আরারানী সেমিরামিসের হস্তে নিহত হন। আরার মৃত্যুর পর এই দেশ আসীরীয়ের অধীন হইল। সার্দনপলাসের সময় হইতে আর্শেগিয়া পুনরায় স্বাধীন হয়। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে হৈকক রাজা হন। তাঁহার পরে দিক্রাণ বা তিব্রনেশ রাজা হইলেন, তিনি মিডসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সাইরাশের (করকরের) সাহায্য করেন। এখানকার লোকের বিশ্বাস, তিনিই তিগ্রগোকর্ড নগর স্থাপন করেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এদেশের রাজা বহর দরায়ুসের সঙ্গে মিলিত হইয়া মাকিদননিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাহার ইহলীলা শেষ হয়। তৎপরে আর্শেগিয়া অনেক দিন গ্রীকের অধীনতা স্বীকার করে। কিছু দিন পরে আর্ন্তক্লিস্ ও জরিআতাস্ নামে দুইবীর জয়ভূমিকে শত্রু কর হইতে মুক্ত করেন, এই সময় আর্শেগিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়। একটা ক্ষুদ্র আর্শেগিয়া, আর একটা বড় আর্শেগিয়া। উভয় স্থান ক্রমান্বয়ে ইউফ্রেতিস্ নদীর পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ছিল। বড় আর্শেগিয়া আর্ন্তক্লিসের বংশধররা পায়। ২৩২ খৃষ্টাব্দে অর্দেশীর আর্শেগিয়া আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে ঐ দেশ অনেক দিন পারস্তের অধিকারে ছিল।

২৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্শেগিয়ার অনেক লোক গ্রেগরি নামক এক জন খৃষ্টান কর্তৃক খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে শাসনবংশের অবনতির সঙ্গে আর্শেগিয়ার বড় ভয়বস্থা হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক ও মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে এই দেশের কতকাংশ গ্রীক ও কতকাংশ তুর্কের ভোগ দখলে আসে। ইহার পর বহুদিন আর্শেগিয়া শাস্তাব্য ধারণ করিয়াছিল; ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রুশ ও তুর্কের যুদ্ধে কতকাংশ রুশেরা অধিকার করিয়া লয়।

আর্শেগিয়ার লোকদিগকে আর্শগী বলে। ইহার অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয়। বর্তমান সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে, শিঙ্গাপুরে, আফগানিস্থানে, সৈরীয় ও ইজিপ্ট প্রভৃতি নানাদেশে বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা ককেশ;

তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাই অধিক। কেহ কেহ অনুমান করেন এই ভাষার সহিত আর্শজাতির প্রাচীন ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ভাষার সাইবেরিয়া ও আসিরিয়ার অপরাপর ভাষা মিশ্রিত। এই ভাষা বারমিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত হইয়া থাকে। ইহার শব্দ-বোঝনা গ্রীক ভাষার জায়।

প্রাচীন আর্শগীয়া আর্শজাতিসম্প্রদায়। তাহার অপরাপর জাতির জায় নানা প্রকার উপাসক ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এক্ষণে অধিকাংশ আর্শগী খৃষ্টান।

আর্য্য (পুং) আর্য্যতে গম্যতে পূজা। ঋণ্যৎ। মহাকুল। কুলীন। সভ্য। সজ্জন। সাধু। (মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্যসজ্জনসাধবঃ। অমর।) পূজ্য। শ্রেষ্ঠ। সজ্জত। নাটো-জিতে মাঙ্গ। উদায়চরিত। শান্তচিত্ত। সৌবিদগ্ন। রাজার অন্তঃপুর-রক্ষক। (আর্য্যঃ সাধুঃ সৌবিদগ্নৈঃ বিশ্ব।)

। ৯। বেদোক্ত প্রাচীন জাতি বিশেষ। বর্তমান প্রায় সমস্ত সভ্য জাতির আদিপুরুষ।

এই জাতির উৎপত্তি, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সম্বন্ধনির্ণয় একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই জাতির উপর সভ্যজগতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

প্রথমে দেখা যাউক, অতি প্রাচীন কালে আর্য্য শব্দটী কিরূপে ব্যবহৃত হইত। জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতায় আর্য্য নামটী অনেকবার প্রয়োগ করা হইয়াছে,—তন্মধ্যে আবশ্যক বিবেচনায় কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলাম;—

- ১। বিজানীহার্য্যাত্তে চ দত্তবো
বহিঃসতে রক্ষয়া শাসদত্তান্। ঋক্ ১। ৫১। ৮।
- ২। বিদ্বান্ বজ্রিনস্তবে হেতিমন্তার্য্যঃ
সহো বর্ধয়া ছ্যামিন্ন। ১। ১০৩। ৩।
- ৩। অভি দন্ত্যং বকুরেণা ধমন্তোর
জোতিশ্চক্রথুর্য্যায়। ১। ১১৭। ২১।
- ৪। ইন্দ্রঃ সমৎস্র যজমানমার্য্যং। ১। ২৩০। ৮।
- ৫। হিরণ্যমুত ভোগং সসান হবী
দন্ত্যন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ। ৩। ৩৪। ১।

১। হে ইন্দ্র। কাহার আর্য্য, আর কাহার দত্ত, তাহা জান। কুশ-যজ্ঞের হিংসাকারীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর। (অনুবাদ।)

২। হে বজ্রিন্। আমাদের প্রার্থনা। জানিয়া দহ্যদের প্রতি অগ্নি (দিক্ষেপ কর), হে ইন্দ্র। আর্য্যগণের সমর্থ ও ধন বৃদ্ধি কর।

৩। (হে অশ্বিনয়।) বজ্রের দ্বারা দহ্যকে বধ করিয়া আর্য্যের প্রতি জ্যোতিঃপ্রকাশ কর।

৪। ইন্দ্র যুদ্ধের সময়ে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন।

৫। (ইন্দ্র) হিরণ্ময় ধন দান করিয়াছেন; দত্তাদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

৬ অর্থ ভূমিদানার্থ্যাদিঃ

বৃষ্টিং দাতবে মর্ত্যায়। ৪।২৬।২।

৭ ববা দানাত্মার্থ্যনি বৃজা করে

বজ্রিনুংহুত্বকা নাহবাণি। ৬।২২।১০।

৮ স্বং তী ইজ্রোতরী অমিত্রান্দাসা

বৃজাপ্যার্থা চ পুর। ৬।৩০।৩।

যাহ তাঁহার নিরুক্তে 'আর্য ঈশ্বরপুত্রঃ' (নিরুক্ত ৬।২৬)

আর্যশব্দের অর্থ ঈশ্বরপুত্র এইরূপ লিখিয়াছেন।

সায়নচার্য—পূর্বেক্ত শব্দগুলির ভাব্য করিবার সময় আর্য শব্দের এইরূপ নানা অর্থ করিয়াছেন ;—

১ বিজ্ঞবজ্রাঘাতা, ২ বিজ্ঞতোতা, ৩ বিজ্ঞ, ৪ অরণীয় বা সর্গগন্তব্য, ৫ উত্তমবর্ণ, ত্রৈবর্ণিক, ৬ মনু, ৭ কর্ণযুক্ত, ৮ কর্ণাহুতানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ। *

কল্পবকুঃসংহিতার (১৪।৩০।) আর্য শব্দের ভাব্য-কালে মহীধর 'স্বামী ও বৈজ্ঞ'† এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদের প্রয়োগ দ্বারা এবং যাকের অর্থ দ্বারা জানা বাইতেছে, আর্য শব্দ মানবকে বুঝাইত। এই মানবজাতি বজ্রাদি কর্ণাহুতান করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, সায়নের ভাব্য দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

এখন হির হইল আর্য একটা মানবজাতি। কিন্তু আর্য নাম হইবার কারণ কি ?—এখনকার পণ্ডিতগণের মতে ঋ-ণ্যৎ করিয়া আর্য শব্দ হয়। ঋ ধাতুর অর্থ গমন ও ব্যাপ্ত করা। অতএব আর্য শব্দের মূল অর্থ—সারণোক্ত 'অরণীয় বা গন্তব্য' হইতেছে। এই জাতি সর্গগমন করিত বলিয়া, আর্য এই নাম হইয়া থাকিবে। আর্য শব্দের আর একটা রূপ অর্য।—মহীধরের মতে অর্য অর্থাৎ বৈজ্ঞ। এই মত ধরিলে এই জাতি বৈজ্ঞ ছিল বা ব্যবসা করিতে সর্গগম হইত বলিয়া আর্য নাম হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অর্য ঃ ধাতু হইতে অর্য শব্দ সিদ্ধ

৬। আদি (ইজ) আর্যকে ভূমিদান করিয়াছি। আদি মর্ত্যকে (হব্যদাতাকে) বৃষ্টি দান করিয়াছি।

৭। বে বজ্রিন্। ভূমি বে বস দ্বারা মানবশত্রু দাস ও আর্য সকলকে ভেদ করিয়াছে।

৮। বে ইজ। বে পুর। ভূমি আর্য ও দাস উভয়বিধ শত্রুকে বধ করিয়াছে।

* ১ 'বিজ্ঞবোহুতাঙ্গীন্', ২ 'বিজ্ঞাসঃ তোতারঃ', ৩ 'বিজ্ঞবে', ৪ 'অরণীয় সর্গগন্তব্যন্', ৫ উত্তম বর্ণ ত্রৈবর্ণিকন্', ৬ 'মনবে', ৭ 'কর্ণ-যুক্তাণি', ৮ 'কর্ণাহুতাক্ষেণ শ্রেষ্ঠাণি'।—পূর্বেক্ত শব্দের সংখ্যাহুতানে জানা যেত তাই হইল।

† 'স্বাক্ষোঃ—অর্থঃ স্বামিত্বভয়ে' বেহবীপ।

‡ অর্য ধাতু সংকৃত ভাব্য নাই।

করেন। অর্য ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ল্যাটিন, গ্রীক, এলোগ্যাক্সন্, ইংরেজী, রব, আররিশ্, কর্ণিশ, ওয়েলস্, প্রাচীন গর, লিথুএনিজ্ প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষার হল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্য ধাতু হইতে নিশ্চয়। তাহাদের মতে এই জাতি কৃষিকার্য করিত বলিয়া আর্য নাম হইয়াছে। ইউরোপীয় উক্ত জাতিগুলিও এই আর্যজাতি হইতে সমুদ্ভূত।

কুকমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে আসীরাণীয় শিল্পলিপির অরি শব্দ হলবাচক, এই শব্দটিও আর্যের প্রতিকল্প হইতে পারে।

অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ধরিলে স্বীকার করিতে হয়, আর্য এই নাম প্রাচীন কৃষক জাতিকে বুঝাইত। আর্যেরা তবে কি কৃষক ছিলেন? হইতে পারে প্রাচীন জাতির মধ্যে কৃষিকার্যই প্রধান জীবনোপায় ছিল, তাই বলিয়া কি আর্যশব্দ কৃষিপদবাচ্য হইতে পারে? কি বৈদিক, কি লৌকিক উভয়বিধ প্রয়োগেই আর্যশব্দ শতবার লিখিত হইয়াছে, কিন্তু, কই আর্যশব্দ অথবা এই শব্দের মূল ঋ ধাতু হল বা ভূমিকর্ষণ অর্থে কোথাও প্রয়োগ দেখা যায় না। যেখানে আর্যশব্দের প্রয়োগ আছে, সেইখানেই 'শ্রেষ্ঠ' ও 'বিজ্ঞ' প্রভৃতি অর্থে বিশেষিত হইয়াছে। তাই বলি, সায়নের 'অরণীয়' অর্থই আর্যশব্দের মূল অর্থ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতমান হয়। বোধ হয় বৈদিক সময়ে এই জাতি নানাস্থানে গিয়া বাস করিতেছিল, সেই কারণে আর্য এই নাম হইয়া থাকিবে।

পারসীকদিগের অবস্তা নামক প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ঐর্বা * শব্দ ব্রহ্মপদ ও লোক সাধারণ এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আশ্রাণী ভাষার—অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও সাহসিক। অতএব যখন বেদ ব্যতীত আসিরাণ্ডের অপর প্রাচীন ভাষাতেও বিকৃতাকার প্রাপ্ত আর্যশব্দের অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ এই অর্থের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া বাইতেছে না। তখন তাহাদের কথিত আর্যশব্দের মূল অথবা অর্য ধাতুর অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ এই রূপ ভাব গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারিলাম না। আমরা সায়নের মতকেই এখানে সুক্লিসঙ্গত বোধ করিয়া গ্রহণ করিলাম।

* কখনও এলজী কান্না কৃত কলীদানের ওজরাজি অহুদানের শেষে একখানি অভিধানে ঐর্বা শব্দের আসল অর্থ অর্য ও আর্য পুণীত হইয়াছে। (ঐ অভিধান ২ পৃষ্ঠা দেখ।) এই ঐর্বা শব্দ হইতে কলী ইরান শব্দ হইয়াছে।

এখানে লিখিত আছে, ইন্দ্র আর্য্যকে পৃথিবী দান করেন, (ঋক্ ৪।২৬।২) এবং দনুসিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক-বার তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ৩।৩৪।৯)। সেই সময় দাস বা দস্যুরাই আর্য্যজাতির প্রধান শত্রু ছিল। আর্য্যেরা যুদ্ধ করিত, দস্যুরা তাহার অনিষ্ট উৎপাদন করিত। (১।৫১।৮)।

এখানে (৩।৩৪।৯ ঋকে) আর্য্যবর্ণ এবং অপর অনেক স্থলেই আর্য্য ও দনু্য বা দাসের প্রসঙ্গ আছে। এতদ্বারা জানা যায় যে, এই দুই জাতিই বৈদিককালে প্রবল ছিল। [দনু্য শব্দে দনু্য বা দাস জাতির বিবরণ দেখ।]

এখন স্থির হইল, আর্য্য একটা স্বতন্ত্র প্রাচীন জাতি।

আদিবাসনির্ণয়—এই প্রাচীন মহাজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শূকঠিন। যখন দেখা যাইতেছে, অনন্তকাল হইতে এই আর্য্য নাম চলিয়া আসিতেছে, তখন কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, এই আদি সভ্যজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়? প্রমাণিত হইয়াছে, ঋক্‌সংহিতা জগতের আদিগ্রন্থ, অতএব এই সংহিতার আর্য্যজাতি প্রসঙ্গে যে যে দেশ, নগর, নদনদী ও পবিত্র স্থানের উল্লেখ থাকিবে, স্বীকার করিতে হইবে সেই সেই স্থানে প্রাচীন আর্য্যগণ বাস করিতেন। হয় ত অনেকে বলিতে পারেন, ঋক্‌সংহিতার কেবল দেবাদির স্তুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যগণ আপনাদের আদিম আবাসের কথা উত্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; তবে প্রসঙ্গক্রমে যে যে দেশের নাম কথিত হইয়াছে, হয় ত সেই সেই স্থানে আর্য্যজাতির বাস না হইতে পারে, কারণ সেই সেই স্থলে এমন কিছু উল্লেখ নাই, যে আর্য্যগণ সেই সেই দেশেই বাস করিতেন। এইরূপ আপত্তি অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে সহজেই ক্রমব্রহ্ম হইবে যে, আর্য্যঋষির প্রীতি, সন্ত্রম, ভয় ও ভক্তিভাবে যে যে দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের কিম্বা তাঁহাদের পূর্ব পিতৃ-গণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, হয় ত তাঁহারা সেই সেই স্থানেই থাকিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মাচুচান করিতেন, কিম্বা তাঁহারা সেই স্থান হইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ হইবে, সেই জন্ত যেদে সেই সেই নাম উক্ত হইয়াছে। কারণ প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখা যায়, বাহা বারা তাহারা কিছুমাত্র উপকার পাইত, বাহাকে দেখিলে তাহাদের বিশেষ ভয় হইত, কিম্বা বাহারা তাহাদের অতিশয় অনিষ্টকারী হইত, তাহাদের ভূমিবিধানের জন্ত তাহারা দেবতা স্বরূপে প্রভূতি

জানেন সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে সন্মোদন করিত। তাই ঋক্‌সংহিতার সিদ্ধ, সরস্বতী প্রভৃতি নদী ও নানাতাবে সন্মোদিত হইয়াছে। সমস্ত ঋক্‌সংহিতা মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে এই কয়েকটা দেশ ও নদনদী প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়; যথা—অজ, অর্জীক, অর্জীকীর, উদভ্রজ, কীকট, কৃষ, গন্ধার, গনু, রক্ষু, রশম, শারদী ও শিপু এইগুলি জনপদ।

অশ্বমতী, অঙ্গদী, অনিতভা, অশ্বতী, অসিরী, আপরা, অর্জীকীর, কুভা, কুলিনী, ক্রমু, গলা, গোমতী, গৌরী, জহাবী, তুটামা, দৃষতী, পরুক্ষী, মরুৎবৃধা, মেঘন্তু, বিপাট, বমুনা, রসা, বিতস্তা, বীরপন্নী, শিকা, শুভ্রী, শর্য্যাবতী, শেতরাবরী, শেতী, সরযু, সরস্বতী, সিদ্ধ, সুবাস্ত, সুসোমা, সুসর্বা, সীতা বা সীরা, হরিদ্বীপীয়া বা যবাবতী এইগুলি নদী বা সরঃ।

যে সকল স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন, তাহা স্বভাবতই শরৎ ও হিমপ্রধান।

নিম্নলিখিত ঋক্‌গুলি দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

১ “পূষামে তনয়ং শতং হিমাঃ।” ঋক্ ১।৬৪।১৪।

হে মরুৎগণ! এরূপ তনয়কে আমরা শতহিম (বৎসর) পোষিত করি।

২ “তরম তরসা শতং হিমাঃ” ৫।৫৪।১৫। (এই ত্তোত্রবলে) আমরা শত হেমন্ত (বৎসর) অতিবাহিত করিব।

৩ “মদেম শত হিমাঃ সুবীরাঃ” ৬।১০।৭, ১২।৬, ১৩।৬। আমরা যেন শত হেমন্ত সুথতোগ করি।

৪ “তিস্তো যদগ্নে শরদদ্বামিচ্ছুচিং।” ১।৭২।৩। হে অগ্নি! (মরুৎগণ) তিন শরৎ (বৎসর) পূজা করিয়াছিলেন।

৫ “দদাশিম শরত্তির্মরুতো বরং।” ১।৮৬।৬। মরুৎগণের আশ্রয়ে তোমাদিগকে বহু শরৎ হব্য দান করিব।

৬ “চত্বারিংশাং শরদাষবিন্দং।” ২।১২।১১। চল্লিশ শরৎ অদেবণ করিয়া পাইয়াছিলেন।

৭ “বি রে দধুঃ শরদং মাসমাদর্হব্রজমজুং চানুচং।” ৭।৬৬।১১। বাহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাজি এবং ঋক্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন।

৮ “পশ্চম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং।” ৭।৬৬।১৬। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ বাচিয়া থাকি।

উক্ত ঋক্‌গুলি ব্যতীত শরৎ ও হেমন্তের প্রসঙ্গ অনেক

হলেই আছে। এখান থেকে বাড়িক, উপরোক্ত স্থানান্তরে
কোন কোনও পক্ষও পক্ষের প্রাধান্য থাকে। সমস্ত কি না ?
এবং উক্ত স্থানান্তরিত সত্তা কোন কোন স্থান সমস্ত
প্রাচীন স্থানীয় আর্য্য ঋষিগণ নির্দেশ করেন ?

ঋকসংহিতার প্রথম মণ্ডলে লিখিত হইয়াছে,—

“অহু প্রত্যজোকসো হবে ত্বরি প্রতিং বরং।

বং তে পূর্বাং পিতা হবে।” ঋক ১।৩০।১২।

পুরাতন আবাস হইতে আমি সেই পূর্ববকে আহ্বান
করি। পিতা পূর্বে যাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।—
এই বকে আনা যাইতেছে, আর্য্য ঋষির পিতৃপুরুষগণের স্বতন্ত্র
কোন পুরাতন আবাস ছিল। কিন্তু কোথায় সেই আবাস ?

এই প্রথম মণ্ডলে প্রথমে সরস্বতী, তৎপরে সিদ্ধ নদীর
উল্লেখ আছে। এই দুইটির সর্ব প্রথমে উল্লেখ দেখিয়া
অস্বাভাবিক হয়, এই দুইটির মধ্যেই আর্য্যজাতির আদিম
নিবাস থাকা বা প্রথম উপনিবেশ হওয়া সম্ভব।

সরস্বতী নদী কোথায় ? এই নদীর নাম দেখিয়া বোধ হয়
যে এই নদীর সঙ্গে আদিম আর্য্যগণের বিশেষ সংশ্রব ছিল।

সমস্ত ঋকসংহিতার সরস্বতী শব্দটি প্রায় ৭৫ বার আছে।
তন্মধ্যে প্রায় ত্রিশবার নদীরূপে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে
কয়েক স্থান উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। “পাবকানঃ সরস্বতী বাজেন্দিবানীবতী।” ১।৩।১০।

“মহো অর্ঘঃ সরস্বতী প্রচেতসমতি।” ১।৩।১২।

(এই সরস্বতী শোধয়িত্রী এবং অন্নদানকোষাঃ সরস্বতী।—

সরস্বতী বহিরা মহান্ জন্ উৎপাদিত করিয়াছেন।

২। “ইয়ং শুভেন্দিবিস্থা ইবাকলংসাহু

গিরীণাং তবিশেভিরুর্নিভিঃ।

পারাবতরীমবসে জুবুজিভিঃ

সরস্বতী বা বিবাসের বীজিভিঃ।” ৩।৬১।২।

ইনি বিসম্বার জায় নিম্ন বলে এবং মহান্ তরঙ্গাঘাতে
গিরিসমূহের সাহু সকল ভাঙিতেছেন। আমরা স্বক
পাইবার জন্ত ভক্তি ও কর্ম দ্বারা অতি দুরদেশে বিদ্যমান
পারাবারবাভিনী সরস্বতীর সেবা করিতেছি।

৩। “উত নঃ প্রিরা প্রিরাহু সপ্তগয়া জুহুতী।

সরস্বতী ত্বোয়া জুহু।” ৩।৬১।১০।

আমাদের প্রিরা সপ্তগয়ানীকৃত্য (পুরাতন ঋষি কর্তৃক)
সেবিতা দেবী সরস্বতী যেন আমাদের জতিযোগ্যা হন।

৪। “সরস্বতী নো নেবি বকো যাপ করীঃ

গরস্য মা ন আ বক্।

জুবন নঃ সপ্তাং বেজা চ বা—

স্বং কেজাণ্যরগানি গম।” ৩।৬১।১৪।

হে সরস্বতী! আমাদেরকে প্রসন্ন ধনে লইয়া যাও।

আমরা যেন হীন হই না। তুমি (অধিক) জল দ্বারা
আমাদেরকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদের সখী
ও রাসযোগ্যা হও। তোমার (উপকূলস্থ) কেজ হইতে
আমরা যেন নিরুপস্থ হইতে না বাই।

৫। “একা চেতং সরস্বতী নদীনাং জিহ্বিকী

গিরিভ্য আ সমুজ্যাৎ।” ৭।২৫।২।

শুভা গিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত একা সরস্বতী
(প্রাচীন) জানিয়াছিলেন।

৬। “বর্জ শুভে জবতে রাসি বাজান্।” ৭।২৫।৬।

হে শুভে! বর্জিত হও, যে শুভ করে তাহাকে (অন্ন দাও)।

উক্ত প্রয়োগগুলি পাঠে এই অস্বাভাবিক হয় যে, এককালে
সরস্বতী প্রবল তরঙ্গাকুল ছিল, এই নদী পর্যন্ত হইতে নির্গত
হইয়া সাগরে মিলিয়াছে,—সময়ে সময়ে এই নদীতে বোধ
হয় জল থাকিত না, তখন ঋষিগণ জল বর্জিত হইবার জন্ত
দেবীভাবে তাহার কাছে প্রার্থনা করিতেব। এই নদীর
সাতটা ভগিনী অর্থাৎ সাতটা নদীর সহিত সংশ্রব ছিল।
কিন্তু এই সাতটা নদীর নাম একজ কোন স্থলে প্রয়োগ
নাই। ঋক সংহিতার (৮।৫৪।৪) সরস্বতী ও সপ্তসিদ্ধির
উল্লেখ আছে, ঐ সপ্তসিদ্ধি বোধ হয় সরস্বতীর ভগিনীরূপে
অভিহিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ নদী হইয়া সপ্তসিদ্ধি
ধরা হইত, তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

কোন কোন স্থানে (১) সরস্বতী, দৃষতী ও আপরা
(৩।২৩।৪), কোন স্থানে বা (২) সরস্বতী, সরস্ব ও
সিদ্ধ (১০।৬৪।২), কোন স্থানে সরস্বতী সপ্তগয়া (৩।
৬১।১২) ও সপ্তগী (৭।৩৬।৬) অর্থাৎ সপ্তসংস্থানীয়া;
এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে কি দৃষতী, আপরা ও
সরস্ব নদীর সঙ্গেও সরস্বতীর সংশ্রব ছিল ? এ দেশে
বহুদিন হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, গঙ্গা, যমুনা ও

(১) “দৃষত্যাঃ বাহুব আপরায়াঃ সরস্বত্যাঃ রেবতেরে দিগীহি।”

হে অগ্নি। তুমি দৃষতী, আপরা ও সরস্বতীর (তীরস্থ) মানুষের ঘরে
দীপ্ত হও।

(২) “সরস্বতী সরস্বঃ সিদ্ধজগিভিঃ মহীমবসঃ বজ বকনীঃ।”

সরস্বতী, সরস্ব ও সিদ্ধ বহাজরজগিভিঃ মহীমবসঃ, এই নদীসকল বজা
করিতে আসুন।

* কয়েক স্থানেই বাক্য প্রায় ও সমস্তের উল্লেখ আছে। ঋক ১০।
২০।৬, ১০। ৩৬। ৪ দেখ। এই দুই ঋক ঋকসংহিতার প্রাচীন অংশ নয়।

সরস্বতী প্রাচ্যের বিকট একরূপে মিলিত ছিল, কিন্তু এখন সরস্বতী অন্তর্ধান হইয়াছেন। যে নদী অতি পূর্বেকালে বর্তমান গঙ্গানদী অপেক্ষা সমধিক পুণ্যলক্ষিত ও পূজনীয় ছিলেন, এখন সেই সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব কোথায়? কালে পর্ত্ত সাগর হইয়া যায়, সাগর জাবার বহনক্ষমকীর্ণ জনপদে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক স্মৃতির কত পরিবর্তন ঘটিতেছে, কে ভাষা নির্ণয় করিতে সক্ষম? ঐতিহাসিক নিরূপণসারে আৰ্য্য ঋষির জন্মস্থানোদিনি সরস্বতী নদীরও কি তাহাই ঘটিয়াছে! এখন কি সেই পুরাতন নদীর চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই?

টলেমি নদীর গ্রীক নামে সুস্টিন্ (Suastene) নামে একটা দেশ ও নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেশ ও নদী কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে। এই নদী তৎকথিত কোফেস্ (Kophes), ইণ্ডস্ (Indus) ও গুরীয়াস্ (Gurraes) নদীর সম্মিলিত নাম। নদী ও দেশের নিকটেই বর্ষাজ্য (Varsa Regis)।

উক্ত কোফেস্ বোদ্ধাক কুতা, ইণ্ডস্=সিন্ধু, গুরীয়াস্=গৌরী, বর্ষ পুরাণোক্ত ওরস বা ওরুস(৩) বলিয়া বোধ হয়।

কুতা ও সিন্ধু অতি প্রাচীনকাল হইতে আৰ্য্যঋষিদিগের পূজনীয় ছিলেন, তাহা ঋকসংহিতার অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গৌরী নদী সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ দেখা যায়। এই কারণে এই নদী সম্বন্ধে বিশেষ মীমাংসা করা আবশ্যক। ঋকসংহিতার 'গৌরী' হইবার উক্ত হইয়াছে,—

১ "গৌরীর্নদীয়া সলিলানি ভক্ত্যে কপদী
ষিপদী সা চতুশ্রী।

অষ্টাপদী নবপদী বভূবুধী সহস্রাক্ষরা

পরমে ব্যোম্।" ১। ১৬৪। ৪১।

গৌরী সলিল সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি একপদী, ষিপদী, চতুশ্রী, অষ্টাপদী, কখন বা নবপদী হন এবং কখন ব্যোমে সহস্রাক্ষর পরিমাণে শব্দ করেন।

এখানে সারন 'গৌরী' অর্থাৎ মেঘগর্জনরূপ বা শব্দ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু একই মনোযোগপূর্বক এই ঋকটি পাঠ করিলে, সহজেই একটা নদীর বর্ণনা বলিয়া অনুমানিত হয়। 'ব্যোমে সহস্রাক্ষর পরিমিত শব্দ' নদীর কল-কল শব্দের বর্ণনা মাত্র। বিশেষতঃ ইহার পরের ঋকে 'সমুদ্র'

শব্দের প্রয়োগ থাকায় গৌরী যে একটা নদী তাহা স্পষ্টই জানা যায়।

২ "মরুচ্যুৎ কেতি সাবনে সিক্কোরম্বী বিপশিতঃ।

সোমো মৌরী অধি স্রিতঃ।" ১। ১২। ৩।

মরুচ্যুৎ সোম সিন্ধুতরঙ্গ স্থানে বাস করেন। বিধান সোম গৌরী আশ্রয় করেন।—এখানেও সারন 'গৌরী' অর্থাৎ বাধ্যমিক বা শব্দ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্ট সিন্ধু তরঙ্গের উল্লেখ থাকায় গৌরী নদী না হইয়া কি হইতে পারে?

অথর্ববেদান্তিতে ও মহাত্মারক্তেও গৌরী নদীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাওপুর্নামে কৈলাস পর্বতের উত্তরে 'গৌর' পর্বতের নাম পাওয়া যায়। গৌর পর্বতের স্থান নির্ণয় করিলে স্পষ্টই অসম্ভব হয়, এই গৌরী নদী মৌর গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই গৌরীর পূর্বে সুস্টিন্ নদী। সুস্টিন্ নদী একত্রে মিলিত হইয়া কাবুল (কুতা) নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তথা হইতে সিন্ধু নদীতে আসিয়া একত্র হইয়া গিয়াছে। এই সুস্টিন্ কি সরস্বতী নদী? ঋকসংহিতার সরস্বতী, কুতা, গৌরী ও সিন্ধু এই চারিটা নদীরই উল্লেখ দেখা যায়। যখন সুস্টিন্ প্রভৃতি চারিটা নদীর পরস্পর সংগ্রহ পাওয়া যায় তখন, বিশেষতঃ সিন্ধুনদীও যখন সুস্টিন্ দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন কি অসম্ভব করা যায় না, সুস্টিন্ নদীই ঋকসংহিতার প্রথম যৎলোক সরস্বতী নদী? প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়, এই নদী নানা পর্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঋকসংহিতার সরস্বতীর পর্বতভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সুস্টিন্ দেশও পর্বতময়। পূর্বে এই স্থান কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাশ্মীররাজ্যের উত্তরে বহুদিন হইতে পারদা দেশ বলিয়া বিখ্যাত। পারদা শব্দ সরস্বতীর নামান্তর। বোধ হয় পূর্বেকালে এই সুস্টিন্ দেশ কাশ্মীরের সমধিক উত্তর প্রদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। সুস্টিন্দেশই সরস্বতী বা পারদাদেশ বলিয়া বিলকণ প্রতীতি জন্মে। বোধ হয়, এই দেশে সরস্বতী প্রবাহিত হইত বলিয়া পূর্বেকালে ইহার নাম সরস্বতী ছিল। কালক্রমে গন্তব্য

(৩) মৎস্যপুরাণে (১২০। ৪০) ওরস, মার্কণ্ডেয়ে (৪৭। ৪০) ওরস, বাসনে (১০। ৪১) ওরুস, এই বেশ চারতরফের উত্তরে এবং কাশ্মীরাদি দেশের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

* অধ্যাপক ল্যাসেনকৃত টলেমির সভ্যবাসী প্রাচীন ভারত (Das Alt Indien) নামক বানচিত্রে সুস্টিনের দক্ষিণে গৌরীরইন্ড (Goryais) নামে একটা দেশেরও উল্লেখ আছে। ইহা কি গৌরী দেশ?

† Lassen কৃত টলেমির প্রাচীন ভারত (Das Alt Indien, Lipsig, 1858) দেখ।

কোথায় অবস্থান হইরাছে। কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্তে
কান্দীরের শারদা নাম এখনও লোপ হয় নাই।

[কান্দীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

এই সরস্বতীর উপকূলেই আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ
অথবা বাস ছিল। এই নদীকেই তাহার সর্বপ্রথমে
জানিয়াছিলেন, তাই বোধ হয় ঋকসংহিতার সর্বপ্রাচীন অংশ
প্রথম মণ্ডলে সরস্বতীর নাম প্রথম স্থান পাইরাছে। বেদের
ব্রাহ্মণ অংশে এই দেশকে উদীচী দেশ বলিয়া কথিত
হইরাছে।

শাখ্যায়ন-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“পথ্যাস্বতীকদীচীং দিশং প্রাজ্ঞানাং। বাণ্ বৈ পথ্যা
স্বতিঃ। তস্মাদুদীচ্যাম্ দিশি প্রজ্ঞাততরা বাণ্ধ্যতে। উদকে
উ এব যন্তি বাচং শিক্তুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তন্ত বা
তশ্চবন্তে ইতি শ্রাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।” ৭।৬।

পথ্যাস্বতি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্যাস্বতিই বাক্।
উত্তর দিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে।
লোকেও উত্তর দিকে ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ
আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে
‘তিনি বলিতেছেন’ এই বলিয়া তাহার (উপদেশ) শুনিতে
ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ভাষাকার বিনায়কভট্ট লিখিয়াছেন—“প্রজ্ঞাততরা
বাণ্ধ্যতে কান্দীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদ-
ঘোষঃ শ্রুতে। বাচং শিক্তুম্ সরস্বতী প্রসাদার্থম্ উদকে।”
প্রজ্ঞাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কান্দীরে সরস্বতী
(তাহার স্থানরূপে) কীর্তিত হইয়া থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে
বেদের ঘোষণা শুনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদ লাভের জন্ত
লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস
যে কান্দীরই সরস্বতীর স্থান, কান্দীরই বেদোক্ত উদীচী
প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার
উৎপত্তি হইরাছে।

পূর্বে কান্দীরের আর একটা নাম ‘আর্য্যদেশ’ ছিল ;
তাহার প্রমাণ কল্লন কৃত রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। (৪)
বেদবিদাদের মতে, “ঐর্যন-বএজো বেশই সর্বপ্রথম মানব-
জাতির বাসযোগ্য ও অতিপ্রবৃদ্ধ স্থান। ইহারই বিপরীতে
অল্পে-মৈয়ান্ একটা বৃহদাকার নাগের সৃষ্টি করেন।”

(৪) আক্রান্তে দারবর্তীষ্টরে জৈরুতচিকর্মতিঃ।

দিশটমর্গে বেশেহিন্ পুণ্যচারাবর্জমঃ।

আর্য্যদেশান্ স নং হাপ্য ব্যভোদ্যায়ণং তপঃ। ১।৩৬।

নীলমতপুরাণেও দেখা যায়, মহর্ষি কল্পপৃথিবী ধনন
করিয়া জল উৎপাদন করেন এবং সেই জলের ধারে কান্দীর
রাজ্য প্রথমে স্থাপিত হয়। এখানে বিস্তর নাগজাতির
বাস ছিল।* জম্ গ্রন্থের মতে, ঐর্যন-বএজো দেশে দশ মাস
শীত ও ছই মাস গ্রীষ্ম। কান্দীরের সমধিক উত্তরাংশে
প্রায় সকল সময়েই শীত থাকে। তাই বোধ হয় আর্য্য ঋষি
আর্ত্তস্বরে ডাকিয়াছেন—

“মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং হৃদ্বির্বধাং বরুণাং স্তদান্।”

হে মিত্র ও বরুণ! আমাদেরগকে শীতাদির নিবারণ
করিবার অনতিদূত আশ্রয় দান কর।

এই সকল নানা প্রমাণ দ্বারা অসুমান হয়, ঐর্যন-বএজো
বা সরস্বতী প্রবাহিত দেশ কান্দীরের সমধিক উত্তরাংশেই
থাকা সম্ভব। সেইখানে প্রাচীন পারসিক ও হিন্দুজাতির
আদি পুরুষগণ বহুদিন একত্রে বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীন
পারসিকগণও সেই স্থানকে হরকইতি বা সরস্বতী বলিতেন।
যাহা হউক, ঋগ্বেদ ও অবশ্যশাস্ত্রের দ্বারা জানা
যাইতেছে;—সরস্বতী (৫) আর্য্যজাতির একটা আদি দেশ।

* নীলমত ও রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন কান্দীররাজ্য
পশ্চিমে পাক্কার এবং উত্তরে বাহ্লীক ও দারদরাজ্যের নিকট অবধি বিস্তৃত
ছিল।

+ পাক্কার্য পণ্ডিতগণের মতে হরকইতি আলেক্সান্দরের সময়কার
আরকোটস্ (Arachotus) নামক স্থান। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন,
আরকোটস্ (Arachotis) বা আর্কোসিয়া (Archosia) সরস্বতী বা ইয়া
রকোদনামক নামক স্থান হওয়ার সম্ভব। [Ind. Antiquary, Vol. i.
p. 22.]

অধ্যাপক হৌগ পারসিকশাস্ত্রোক্ত হরকইতি কীলরপা শিল্লিলির
‘হরউবতি’ নামক স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন। [Haug's Persis, 1884,
p. 229].

অধ্যাপক উইলসন ইহাকে কান্দাহারের নিকটবর্তমান অশ্বানাব
নামক স্থান বলিয়া অসুমান করেন। [Ariana Antiqua, p. 156].

অবশ্য-অসুবাদক বিুকের মতে হরকইতির সংস্কৃত নাম সরস্বতী।
[Bleek's Avesta, p. 7].

(৫) কানিংহাম সাহেবের মতে সুষতি নামক স্থানের বর্তমান নাম ষাৎ
(Svat) এবং নদীর নাম শুভবন্ত। এই প্রদেশের সংস্কৃত নাম উলান।
[Cunninghams' Anc. Geo. India, p. 81 দেখ।] অধ্যাপক ভাণ্ডার-
করের মতে, ষাৎ কাবুল নদীর শাখা, ইহাই পানিদি (৪।২।২৭)
কথিত হুয্যত। [Ind. Ant. I. p. 22]

ষাৎ পশ্চিমে বর্তী অথবা সারস্বত শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।
ঋকসংহিতায় লিখিত আছে—

“সরস্বতী সারস্বতেতির্কীক্

ভিত্তো দেবীর্বির্হিরেবং সস্বত।” ৩।৪।৮।

কিন্তু, এই হুজুতিন্ বা বর্তমান স্বাত্ প্রদেশে কি বেদোক্ত
প্রাচীন কবিগণের পূর্বপুরুষদিগের আদিম নিবাস ছিল ?

সারস্বতগণের সহিত সরস্বতী আসন করন। তিন জনে আসন করিয়া
এই ভূপে উপবেশন করন।

এখানে বহিঃ সরস্বতী অগ্নিরূপে ব্যবহৃত এবং সারস্বতগণ অগ্নীপাসক-
রূপে নির্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয় এই সরস্বতীর (অগ্নির) নামও
সরস্বতী নদীর নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহার উহার কুলে বলিয়া
অগ্নির উপাসনা করিত, তাহারাই সারস্বত নামে আৰ্য্যাবির নিকট পরিচিত
হইয়াছিল। এই স্থানে হিন্দু ও পারসিক জাতির আদিপুরুষগণ বহুদিন একত্র
থাকিয়া অগ্নির উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই
মত স্বীকার করিলে উপরোক্ত পণ্ডিতগণের মতের সহিত বিরোধ উপস্থিত
হয়। প্রথমতঃ কামিংহামের মতে* চীনপরিভ্রাজক কাহিয়ান্ ও হু-হু-হু-বে
'উ-চন্' স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত উদ্যান ও পালি উজ্জান।
কিন্তু এই সংস্কৃত নাম কোথা হইতে আসিল? কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার
প্রমাণ আছে? তাহা তিনি কিবা অপর কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত উল্লেখ
করেন নাই। তাহার শব্দশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বোধ হয় এই
নামটির সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ বোধদি কিবা অষ্টাংশ পুরাণে এই উদ্যান
নামটি দৃষ্ট হইল না। পুরাণশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উত্তরাংশ বর্ণনা হলে হিমালয়স্থ
'উজ্জান' নামক জনপদের নাম পাওয়া যায়—

"উজ্জানাস্থা বৎস। যোবসংজাতাশ্চা পশাঃ।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৮।৩।

এই উজ্জান চীন পরিভ্রাজক উ-চন্, প্রদেশ বলিয়া বোধ হয়।

মিডার্সঃ—ভাণ্ডারকরের মত ধরিলে, এই দেশকে পাণিনিকথিত হুবাঙ্গ
প্রবাহিত সৌভাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার মতে সরস্বতী শতলজ
(শতল) নদীর পূর্বে। পানিনির সময় এই স্থানের নাম হুবাঙ্গ ছিল।

কিন্তু শতলজ পূর্বে যে সরস্বতী ছিল, তাহা এই সরস্বতী নয়। বরং

"কেন্দুভূত পুটে তু সর্গাণাং তৎ সরঃ স্কৃতম্।

সরস্বতী প্রভবতি তস্মাৎ জ্যোতিষ্যতী তু বা।"

মৎসপুরাণ ১২০।৩৪।

এই বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে,—হিমালয় হইতে সরস্বতী উৎপন্ন
হইয়াছে। হুজুতিন্ নদীও হিমালয় হইতে উৎপন্ন। এতদ্বারা এই নদী
হুজা (কাবুল), সিদ্ধ প্রভৃতি বেদোক্ত নদীর সহিত মিশ্রিত হওয়ার সরস্বতী
নামের দৃঢ় প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব পুরাণোক্ত উজ্জানই পাশ্চাত্য
প্রাকগোক্ত উজীপ্রদেশ। অতি পূর্বকালে এইখানে লোকে বেদ শিক্ষা

* বোধ হয় কামিংহাম আবেল রেহুল ও জুলিস্ জুলের মত
প্রণয় করেন। এই দুই ব্যক্তি চীনদেশের সংস্কৃতরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন।
[Foë koue ki, Par Abel Remusat, Paris, 1836; Vie de Hiouen
Thsang, Par Stanislas Julien].

† একদম্বিতার দুইটি সরস্বতী নদীর নাম পাওয়া যায়। সংহিতার
প্রমাণে সিদ্ধুর সহিত মিলিত সরস্বতী এবং সেখানে দ্ব্যবতী ও আপরা
নদীর নিকটস্থ দ্বিতীয় সরস্বতী উক্ত হইয়াছে। এক স্থান হইতে এই উত্তর
সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে কিনা, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

গৌরী, সরস্বতী, হুজা ও সিদ্ধুরদের সমস্ত স্থানই আৰ্য্যজাতির
প্রথম উপনিবেশ স্থান বলিয়া অস্বীকার করা যায় না। কারণ এক-
সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই 'প্রত্নতৌকল্' অর্থাৎ পুরাতনের
আবাস এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আৰ্য্যাবি-
কর্তৃক 'পৃথিব্যা-অধিনানি' অর্থাৎ পৃথিবীর অতীতস্থান স্থান
এবং

"কে ভা নরঃ শ্রেষ্ঠতম্য ব একএক আরয়।

পরমত্যাঃ পরাবতঃ।" ৫।৩১।১।

হে শ্রেষ্ঠতম নর! কে তোমরা দূরবর্তী প্রদেশ হইতে
একে একে উপস্থিত হইয়াছ?—ইত্যাদি উল্লেখ দ্বারা জানা
যায়, আৰ্য্যজাতির পিতৃপুরুষগণের দূরে ও সমধিক উচ্চস্থানে
আদিম নিবাস ছিল। এই স্থান সরস্বতী বা সিদ্ধুর উৎপত্তি
স্থান হওয়াই সম্ভব। প্রথম মণ্ডলে সরস্বতী, গৌরী ও সিদ্ধ
ব্যতীত আরও তিনটি ভৌগোলিক নামের উল্লেখ পাওয়া
যায়, তাহা রসা, সীরা ও জল্যাবী। সারন প্রথম দুইটি
নামের ভাষ্য কালে নদী এবং তৃতীয়টিকে 'জল্যাবীর্ঘর্ষে:
স্বচ্ছিনী' বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। রসানদীকে অবস্তা-
শাস্ত্রোক্ত 'রওহ' * বলিয়া সম্ভব হয়। কিন্তু জল্যাবী কোথায়?
সমস্ত একসংহিতা মধ্যে দুইবার ইহার উল্লেখ আছে,—
১।১১৬।১২, ৩।৫৮।৬।

বর্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় অনুবাদকগণ প্রথমটির অর্থ
জল্যাবীর্ঘর্ষের সন্তানাদি এবং দ্বিতীয়টির এতদ্রামক জনপদ বা
নদী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে
উত্তরস্থলেই জনপদ বা নদী হওয়াই সম্ভব। এই জনপদ
সরস্বতী ও সিদ্ধুর নিকটে বলিয়া বোধ হয়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'জল্যাব' নামক জনপদের উল্লেখ
আছে, যথা—

করিতে বাইত। বেদ যোষণা কৃত হইত বলিয়া ইহার পার্শ্বস্থ ভাবের নাম
'যোষ' নামে (পৌরাণিক সময়ের) বিখ্যাত ছিল। এই সরস্বতী প্রবাহিত
প্রদেশেই একসংহিতার প্রমাণ প্রচলিত হয়। যাহা প্রদেশে সরস্বতী ও
যেতীনদীর সম্মিলন স্থলে বাৎসব। চীনপরিভ্রাজক এই ব্যাংকে হু-হো-তো*
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যেতীনদীর উত্তরপশ্চিমে প্রবেশোক্ত হুবাঙ্গনদী
(৮।৩৯।৩৭)। এই নদী সৌরী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদীই
সম্ভবতঃ এরিয়ান্ কথিত হুসাস্টস্ (Suastoe)।

* জল্যাবী অনুবাদক এই স্থানকে বর্তমান 'খোরাসান' বলিয়া অনুমান
করেন।

** Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I.
p. xxxi.

“লম্বক্যঃ স্থানকারান্ত ইতিকারান্তঃ সনঃ।

উত্তরশালিব্রাহ্মণ কীরাতানাক আতরঃ।”

(হতলিপি) ৪ ৫৭। ৪০।

উক্ত জাহ্নব নামক জনপদই যে বেদোক্ত জাহ্নবী তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই জাহ্নব জনপদ ঔরশ ও লম্বকের মধ্যে। ঔরশ (Varsa Regio) অজতিন্ দেশের পূর্বে, লম্বক (টলেমি-কথিত Lambatai) অজতিন্ দেশের উত্তরে, ইহারই মধ্যে বেদোক্ত জাহ্নবী জনপদ ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত সরস্বতী নদীর উত্তরাংশে জাহ্নবী হইতেছে।

একণে ক্রমশঃ আমরা উত্তর দিকে উপনীত হইতেছি। প্রাচীন সংহিতার সমধিক উত্তর দেশস্থ স্থান বা নদনদী উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাও প্রমাণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে। ক্রমে আমরা হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে উপনীত হইলাম। হিমালয় ছাড়িয়া—উত্তর দেশের কথা যদিও ঋকসংহিতায় স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু অথর্বসংহিতায় আমাদের এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। অথর্বসংহিতায় ৫।৪।১।

“উদ্বজাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীরসে জনম্।”

(কুঠ) হিমালয়ের উত্তরে ক্রমে তাহা পূর্বদিকে জনসাধারণে লইয়া গিয়াছে।

সরস্বতীর বর্ণনাকালে এই নদী সপ্তগিণীযুক্তা, সপ্তধা, সপ্তমী বা সপ্তস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ আছে, এবং ঋকসংহিতায় প্রকৃষ্টাংশে প্রসঙ্গক্রমে কেবল ‘সপ্ত যদীঃ’ (১।৭১।৭) অর্থাৎ সপ্তনদী অভিহিত আছে। এখন দেখা যাইতেছে প্রাচীন আৰ্য্যবিগণ সপ্তনদীর বিষয় জানিতেন। সেই সপ্তনদীর উৎপত্তি স্থানেই তাহাদের প্রাচীন আবাস ছিল, তাহাতে অশ্বমজ্ঞ সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ নদী লইয়া সপ্তনদী ধরা হইত, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। তবে এমন কোন অতীতস্থান আছে, যেখান হইতে সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়া সাগরে গিয়া মিশিয়াছে?—

ব্রহ্মসংহিতায় আমরা ‘সপ্তনদীর’ নাম পাই, তাহা এই—

“নদ্যাঃ প্রোক্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।

নলিনী জ্জাম্বিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যাগাঃ।

সীতা বংকুচ সিদ্ধান্ত প্রতীচীঃ শিশব্রাহ্মণা।

সপ্তমী শিশমানীতা ভগীরথ-মহাদ্বনা।

ভগীরথনদী বা না প্রকীর্তঃ লবণেশ্বরিঃ।

সপ্তৈতা ভাবনতীহ হিমাবঃ বর্ষসেব কুঃ।

প্রমুতাঃ সপ্তনদ্যতাঃ স্ততা বিন্দুসরোত্তবাঃ।

নানাদেশান্ ভাবনত্যাঃ প্রোক্তপ্রাচ্যে সর্গশঃ।

উপগচ্ছতি তাঃ সর্গা বভো বর্ষতি বাসকঃ।” ৪৭।৩৮-৪২।

এখানে গঙ্গানদী নলিনী, জ্জাম্বিনী, পাবনী, সীতা, বংকু, সিদ্ধ ও ভাগীরথী এই সাতটীতে সপ্তধা হইয়াছেন। এই সাতটী নদীই বিন্দুসর হইতে উৎপন্ন। এই বিন্দুসরের যেখান হইতে এই সাতটী নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহার উপকূলেই বেদোক্ত ‘প্রমোক্তম্’ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই বিন্দুসর ও সাতটী নদী বর্তমান কোন স্থানে আছে? বিন্দুসরের উপকূলেই যে আৰ্য্যবিগণের পিতৃগণের আদিম আবাস ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি?

ব্রহ্মাও ও মৎস্তপুরাণে এই সকল নদী কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়, এই সকল বর্ণনা দ্বারা সেই সকল নদীর বর্তমান অবস্থিতি অনায়াসেই নিরূপণ করা যায়—

নদীর নাম। যে স্থান দ্বারা প্রবাহিত।

১ সীতা.....সিরিকু (নলিল), কস্তুর, চীন, বর্কর, যবন, ক্রহ, রুব, কুনিদ, অঙ্গলৌক্য, আবর।

২ বংকু.....চীন, মরু, কালক (তাড়ক), খশ, চুলক, লম্বাক, বর্কর, পল্লব, পারদ, শক।

৩ সিদ্ধখশ, দারদ, কান্দীর, ঔরশ, গঙ্গার, বরপ, শিবপোর, ইজ্জাবাল, অজিত, ত্রিপদ, জরা, সৈন্ধব, আরট, বসাতী, আতীর, রক্ষু, কয়ক, মোহক, তনাবুখ, উজ্জবক ইত্যাদি।

৪ ভাগীরথী (গঙ্গা).....কলাপগ্রাম, কলিক, কুহ, পাঞ্চাল, কালী, মৎস্ত, মগধ, কীরাত, ভরত, ব্রহ্মোত্তর, অঙ্গ, বঙ্গ, তামলিষ্ঠ ইত্যাদি।*

উক্ত দেশাদির অবস্থান বর্ণন করিলে এই নদীগুলির উৎপত্তি স্থান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে গিয়া পড়ে। হিমালয়ের উত্তর দিক সমধিক শীতপ্রধান। প্রাচীন আৰ্য্য-

* ব্রহ্মসংহিতায় প্রোক্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা। এই সপ্ত নদীগুলির নাম নলিনী, জ্জাম্বিনী, পাবনী, সীতা, বংকু, সিদ্ধ ও ভাগীরথী। এই নদীগুলির উৎপত্তি স্থান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে গিয়া পড়ে।

* ব্রহ্মসংহিতায় প্রোক্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা। এই সপ্ত নদীগুলির নাম নলিনী, জ্জাম্বিনী, পাবনী, সীতা, বংকু, সিদ্ধ ও ভাগীরথী। এই নদীগুলির উৎপত্তি স্থান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে গিয়া পড়ে।

অবিগত পিতৃশ্রবণে হানে বহন করিতেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

এখন এই নদীগুলির বর্তমান নাম কি? আর এই নদীগুলি কবেণে উক্ত হইয়াছে কি না? জানা আবশ্যক।

১ম সীতা নদী। কবেণে 'সীতা' বা 'সীতা' নদী তিনবার উক্ত হইয়াছে—

১ "সুমিবতী অগোরণঃ সীতা ন অবতীঃ।"

অঙ্ক ১।১৭৪।২।

হে ইন্দ্র! তুমি সেই অস্ত্রই কম্পমানা সীতা নদীর জ্বা অলস্রোত ভূমিতে কেল।

২ "অবাচী হুতগে তব সীতে বন্ধামহে বা।

বধানঃ স্তুতগাসি বধানঃ স্তুতগাসি।" ৪।৫৭।৬।

৩ ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহাতু তং পুত্রাং যচ্ছতু।

শা নাঃ পরশ্বতী হুহাসুতরাশুতরাং সনাং। ৪।৫৭।৭।

২ হে হুতগা সীতা! তুমি অতিমুখী হও। তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান কর এবং স্তুতগা প্রদান কর।

৩ ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পুত্রা তাঁহাকে চালিত করুন। তিনি অলবতী হইয়া উত্তরোত্তর দোহন করুন।

সায়ন উক্ত দুইস্থলেই 'সীতাধারকাষ্ঠাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সীতা 'পরশ্বতী' এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়ার উহা যে অলবতী নদীর বর্ণনা, তাহাই অধিক সম্ভাবনা। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্ত ও পদ্মপুরাণাদি নির্দেশ করিতেছে, সীতা অশ্রুতি নদীতে ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া থাকেন।

"উপগম্যতাঃ সর্গা বতো বর্ষতি বাসবঃ।"

অতএব 'ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহাতু' এই অঙ্ক দ্বারাও উক্ত পুরাণসমূহের বচন দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। সায়ন অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন পুরাণাদিতে এবং মহাভারতেও সীতা একটি নদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিশেষত এই অঙ্কের পরের সূক্তে উক্ত অগ্নিবাক্য বাসবের অবি 'সমুদ্রাদগ্নিমধুমা' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে সমুদ্রানু উর্ধ্ব (উৎপন্ন হয়), এই উক্তি দ্বারা আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন। এই নদীকে গ্রীক ঐতিহাসিক সিসিলাস 'সিডে' (Side) [Pliny, xxxi. 2. 18], পাশ্চাত্য পৌরাণিকেরা সিলিস (Silis) [Ukert, *Geographie der Griechen und Römer*, Vol. iii. 2. p. 288] এবং পরিভ্রাজক হিরোন্‌ সিয়াং 'সি-ডো' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম জাক্সার্তেস (Jaxartes) বা সর্ক-জুস নদী। [Jour. Roy. As. Soc. New S. Vol. vi. p. 120].

২য় বংকু নদী। পুরাণে এই নদীর 'বংকু', 'চকু', 'ইকু' ইত্যাদি পাঠান্তর লক্ষিত হয়। ককুমহিতার 'বংকু' নাম পাওয়া যায়—

"অজানক শিখরো রক্তবকু বসিঃ শিবানি।

অকরখ্যানি।" ৭।১৮।১১।

অক, শিগু ও বংকু ইত্যের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার পাইয়াছিল।

বোথ ও বোধনিং প্রকাশিত পাশ্চাত্য সংস্কৃত অভিধানে এই তিনটি নাম জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে ও পরে অনেকগুলি নদীর উল্লেখ থাকায় এই তিনটি নদী ও জনপদ উভয়বাচক হওয়াই সম্ভব।

যখন পুরাণাদিতে বংকু, বকু, চকু ইত্যাদি নামের পাঠান্তর দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয় প্রাচীন লিপিকার-বিশেষের ভ্রমবশতঃ এইরূপ ঘটয়া থাকিবে। ঐ নামগুলি বোধোক্ত বংকু * বলিয়া অনুমিত হয়।

এই বংকু প্রাচ্যাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি ও ষ্ট্রাবো কথিত ওক্সু (Oxus) এবং চীন-পরিভ্রাজক হিরোন্‌-সিয়াং কথিত 'পো-বংকু'। [Pliny, vi. 20, Strabo xi. 7, 8, Beal's *Buddhist Records of the Western World*, Vol. II. p. 289.] ইহার বর্তমান নাম আন্দ্রু-দরিয়া।

৩য় সিন্ধুনদী। ইহার বর্তমান নাম ইণ্ডু (Indus)।

৪র্থ ভাগীরথী বা গঙ্গা।

৫ম হুয়াসিনী। এই নদীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বর্তমান চীনদেশীয় হোয়াংহো নদী বলিয়া নির্দেশ করেন। [Wilson's *Vishnu Pur.* p. 171n.]

৬ষ্ঠ পাবনী ও ৭ম নলিনী। এই দুইটি নদী বর্তমান তিব্বত দেশে প্রবাহিত বলিয়া অনুমান হয়। [আর্য্যাবর্ত শব্দে আর্য্যাবর্তের মানচিত্রে পারনী ও নলিনী দেখ।]

শেবোক্ত তিনটি নদীর প্রসঙ্গ বেদের কোন অংশে নাই; বোধ হয় এই তিনটি নদীতে প্রাচীন আর্য্যদের এককালীন বাসভাষা ছিল না। এখন দেখা যাউক, বিন্দুসর কোথায়? মৎস্ত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"অভ্যন্তরেণ কৈলাসাদ্ধিবসোবোধো গিরি।

গৌরনাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ।

হিরণ্যশূলঃ স্তম্বহান্‌ দিব্যো ধনিমরো গিরিঃ।

তত্‌ পাদে মহদিব্যং তত্‌ কাকিনবালুকম্॥

* পাশ্চাত্য ভাষায় দেখিলে কোন পণ্ডিত এই 'বংকু' শব্দ লব্ধে কিছুই বলেন নাই।

রম্যং বিন্দুসরো নাম ।* ৪৭। ২৩-২৪।

কৈলাসের উত্তরে শিবসঙ্কীৰ্ণ গিরি, এই পর্বতে হরিতাগময়, স্তম্ভপুঙ্খ, মণিময়, স্তম্ভহান্ ও দিব্য গৌরগিরি, এই গিরির পাদদেশে স্তম্ভবালুকাসম্পন্ন রমণীয় বিন্দুসর।

বেদে এই বিন্দুসর নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহারই নিকটেই মুজবান্ পর্বতের উল্লেখ আছে।

“মুজবান্ স্তম্ভহানিব্যো উৰ্দ্ধশৈলো হিমাক্তিতঃ।

তন্নিম্ন গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধুম্রলোহিতঃ ॥

তত পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদকং নাম তৎসরঃ ॥

তদ্রাৎ প্রভবতে পুণ্যা নদী শৈলোদকা শুভা।

সী বজ্রসীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধি ॥

মৎস্ত ১২০। ১২-২০।*

মুজবান্ স্তম্ভহান্, দিব্য, উৰ্দ্ধশৈল ও হিমাক্তিত। সেই গিরিতে ধুম্রলোহিত মহাদেব বাস করেন। তাহার পাদদেশে শৈলোদকনামক হ্রদ আছে। সেই হ্রদ হইতে শৈলোদকা (শৈলোদা) নদী একটি নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী বজ্র ও সীতানদীর মধ্যে মিলিত হইয়া পশ্চিম সাগরে গিয়া পড়িয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বজ্র ও সীতা বেদোক্ত রক্ষু ও সীতা (নীরা) নদী। মুজবান্ পর্বতও বেদোক্ত ‘মৌজবত’ বা মুজবান পর্বত বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। এই পর্বতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যতা আছে।

“সোমস্তেব মৌজবতস্ত তলো

বিভীদকো জাগৃবিস্তম্ভচ্ছান্ ॥” অঙ্ক ১০। ৩৪। ১।

মুজবান্ পর্বতে যে সোম আছে, তাহা পান করিলে যেমন আমোদ হয়, বিভীদক + আমাকে সেইরূপ আচ্ছাদিত ও উৎসাহিত করে।

এই মুজবান্ পর্বত বিন্দুসরের নিকটে। [মৎস্ত ১২০। ১২-২৪ দেখ।] অতএব বেদোক্ত সপ্তনদী যে এই বিন্দুসর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বিবরণ সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। বেদে যে সরস্বতীকে সপ্তধা ও সপ্তনদী বিশিষ্টা বলা হইয়াছে—তাহাই বিন্দুসরোত্তর পুরাণোক্ত গঙ্গা বলিয়া বলা হইয়াছে।—তাহাই বিন্দুসরোত্তর পুরাণোক্ত গঙ্গা বলিয়া বলা হয়। একসংখিতার সরস্বতী ব্যতীত অপর কোন নদীকে সপ্তধা, সপ্তনদীযুক্তা, বা সপ্তধী বলা হয় নাই। অতএব

বেদোক্ত সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান আর্য্য বিন্দুসরের উপকূলেই আৰ্য্যজাতির পুরাতন নিবাস থাকাই সম্ভব। অতএবে ‘সরপস্’ শব্দ পাওয়া যায়—

“অরময়ঃ সরপসত্তরার কং তুবীতরে

চ বধ্যার চ ক্রতিং।

নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃত্তাং

প্রাক্তং প্রোণং।” অঙ্ক ২। ১৩। ১২।

হে ইন্দ্র! তুমি তুবীতি ও বধ্যাকে জুখে ‘সরপস্’ পার হইবার পথ করিয়া দিয়াছ। তুমি অন্ধ ও পক্ষু পরাবৃত্তকে নীচ (তল) হইতে তুলিয়াছ।—এই ‘সরপস্’ উক্ত হইবার পূর্বে গৃৎসমেদ কর্তৃক ‘সপ্তসিদ্ধ’ (২। ১২। ১২), ‘পরঃ’, ‘রোধনা’, ‘ধোতী’ অর্থাৎ নদী সকল, এবং ‘সম্মানো অক্ষা প্রবতামমুদনয়ঃ’ (২। ১৩। ২) অর্থাৎ নিরগামী জলের গন্তব্য পথ একই ইত্যাদি উল্লেখ থাকার এই ‘সরপস্’কে বিন্দুসর বলিয়া বিলক্ষণ অনুমান হয়।

বর্তমান সরীকুল নামক হ্রদের নিকটে ওক্ষু (Oxus) ও অক্ষতেশ নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বকালে এই স্থান হইতেই উক্ত সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। বোধ হয় এই সরীকুল হ্রদই বেদোক্ত ‘সরপস্’ এবং পুরাণোক্ত বিন্দুসর। এইখানেই বোধহয় আর্য্য ঋগিগণের আদিম নিবাস ছিল। এইস্থানই ‘প্রত্নোক্তস্’ বলিয়া মনে হয়, এই স্থানই বেদের সর্বপ্রাচীন দেবতা ইন্দের লীলাভূমি।†

বর্তমান সরীকুল হ্রদ—অক্ষতেশ ৩৭°২৭’ উঃ, এবং দেশান্তর ৭৩°৪০’ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

উপনিবেশ—আর্য্য ঋগিগণ সিদ্ধ সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব প্রথমে সরস্বতী, সিদ্ধ, সর্ষাপাবৎ, অঙ্গনী, কুলিনী, বীরপত্নী, শিফা, রসা, জহ্নাবী ও গৌরী প্রবাহিত দেশে আসিয়া বাস করেন। (অঙ্ক ১। ৩। ১২। ১। ১১। ৬। ৪। ১৪। ১। ৬৪। ৩। ১। ১১২। ১২। ১। ১১৬। ১২। ১। ১৬৪। ৪১)। তৎকালে বোধ হয় গঙ্গার দেশের সহিত তাহাদের সংগ্রহ ছিল। (১। ১২৬। ৭)।

সরস্বতী ও সিদ্ধ প্রবাহিত দেশ হইতে তাহারা ক্রমশঃ

* সরঃসরপস্—প্রবাহশীল জল। সারস।

† পান্ডিত্য পণ্ডিতগণ মধ্য আসিয়ার আৰ্য্যজাতির আদিম নিবাস ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বিভিন্ন স্থানের কোন কোন স্থানে দেন নাই। [তাহাদের সকলের মত Muir's Sanskrit Texts, Vol. II. দেখ।] হুম্বোল্ডট বন্যোপাখ্যানের মতে বিভিন্ন (সরস্বতী) আৰ্য্যজাতির আদি দেশ। [Arian Witzens, p. ৪৬, ১১১.]

* কোন হুম্বোল্ডটে মুজবানের ‘মুজবান্’ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়াছে। আদিমাতিক সোমসিদ্ধির একাধিত বার পুরাণে ৪৭। ১২।

“মুজবান্ স স্তম্ভহানিব্যো উৰ্দ্ধশৈলো হিমাক্তিতঃ।”

† বিভীদক—বিভীদক কাষ্ঠনির্মিত অঙ্ক। সারস।

আপরা ও শুক্লী (শতরু) নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা নতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। [বৃ ৩। ২৪। ৪, ৩। ৩৩। ১] এই সময় বিশ্বামিত্রবংশীয় কতকগুলি ঋষি পার্বতীর কীকট নামক অভ্যন্তর ভেগে গমন করেন। (৩। ৩৩। ১৩।)

তৎকালে আর এক জন ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া সিদ্ধ ও গোমতীর সন্মিলনে উপনীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে বাজা করেন। (৪। ২১। ৪, ৫। ৬১। ১২)

সমস্ত সিদ্ধ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইলে পর, তাঁহারা শুক্লী, আপরা, সরস্বতী ও দৃষদতী নদী প্রবাহিত স্থানকেই অধিক মনোনীত করিয়া তথায় বহুকাল ধরিয়া বাস করেন। অশ্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আৰ্য্য ঋষি বলিয়া ছিলেন—

“অশ্বতী রীরতে সং রতক্ষয়মুত্তীর্ণতপ্রা তরতা সখায়।
অত্রা অহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবাধ্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্।”
অশ্বতী বহিতেছে। হে সখাগণ। উঠ, উৎসাহ কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অশান্তি ছিল, সকলি এইখানে রাখিয়া চলিলাম। এই নদী পার হইয়া উত্তম উত্তম অঙ্গের দিকে অগ্রসর হইব।

এই নদী পার হইয়াই পূর্বে সরস্বতী ও দৃষদতী নদী। এই সরস্বতী প্রথমোক্ত সরস্বতী হইতে ভিন্ন। অম্বুপাসক সারস্বতগণ (৩। ৪। ৮) এই পূণ্যভূমিতে আসিয়া বাস করেন।* এই উপনিবেশ স্থাপন কালে বিষ্ণু (৭। ১০০। ৪) কর্তৃক চালিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ধর্ম প্রচার করাই আৰ্য্যগণের লক্ষ্য ছিল। আৰ্য্যগণের আসিবার পূর্বে উক্ত নদী-প্রবাহিত দেশসমূহে কুকবর্ণ দস্যুজাতির বাস ছিল। এই সকল দেশে আৰ্য্য জাতি উপস্থিত হইলে কুকবর্ণ দস্যুজাতির সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়। নিম্নোক্ত ঋকগুলি পাঠে তাহাঁদের কতকটা আভাস পাওয়া যায়—

“স্বয়ং সা রিষয়ধৌ যান উপেবে অত্রৈঃ। হতেম।”

আমাদের শত্রুরা আমাদের বিনাশের জন্য আমাদের

বিকছে যে সেনা পাঠাইয়াছিল, (তাঁহারা) আপনাপনি হত হইয়াছে। [বৃ ১। ১২৯। ৮]

“সুং তমিজ্রাপর্কতা পুরোয়ুধা যো নঃ”

পূতভাষণ শুভমিচ্ছত।” ১। ১৩২। ৬

হে ইন্দ্র ও পর্কত! তোমরা উত্তরে অগ্রবর্তী হইয়া যে শত্রু আমাদের বিপক্ষে সেনা সংগ্রহ করে, তাহাকে এককালে বিনাশ কর।

“এত্যাঃ সমাত্মা দিশামত্যং জেবি যোৎসি চ।” ১। ১৩২। ৪।

উহাদের (ঋষিদের) মত আমাদের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর।

“জঙ্ঘরত মভিতো রারতঃ স্তনো হতঃ

মুধো বিদধু স্তান্যশ্বিনা।” ১। ১৮২। ৪।

হে অশ্বিষয়! যাহারা জঙ্ঘরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আমাদের নিকটে যারিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বধ কর, তাহারা যুদ্ধ করিতে চায়, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর।

অনার্য্য জাতির অনেক সময় শুণ্ডভাবে সমাগত আৰ্য্যগণের অনিষ্টসাধন করিত। যথা—

“যো নঃ সহত্য উত বা জিঘরু রুতিধার

স্তং তিসিতেন বিধা।” ২। ৩০। ১।

যে অদৃষ্ট হানে লুক্কায়িত হইয়া আমাদের প্রাণবধ করিতে চায়, তাহাকে খুঁজিয়া তীক্ষ্ণ দ্বারা বিদ্ধ কর।

ঋকসংহিতার আৰ্য্যজাতির আদিম নিবাস ও উপনিবেশ সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা একে একে লিখিত হইল। এখন অন্যান্য বেদে কি নির্দেশ করে তাহাও জানা আবশ্যক।

অথর্বসংহিতার সময়ে আৰ্য্য ঋষিগণ পশ্চিমে বহুক দেশ এবং পূর্বে অঙ্গ ও মগধরাজ্য পর্যন্ত যাতায়াত করিতেন। যথা—

“ওকো অত্র মূজবন্ত ওকো অত্র মহাব্রবাঃ।

যাবজ্জাতস্তন্মত্তাবানসি বহ্লিকেবু ন্যোচরঃ ॥ ৫

ধ্বজারিত্যো মূজবন্ত্যো হজ্জন্ত্যো মগধন্ত্যো।

প্রৈব্যাং জনমিব শেধধিং তন্মানং পরি দমসি ॥ ১৪

অথর্বসংহিতা ৫। ২২।

ইহার স্থান মূজবৎ, ইহার স্থান মহাব্রব। হে তন্ম! জাতমাত্র তুমি বহ্লিকে অগ্রসর হইয়াছ। আমরা তৃত্য ও রত্নের ন্যায় গদ্যারী, মূজবৎ, অঙ্গ এবং মগধদিগকে কল্প পরিবর্তন করিলাম।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে উত্তর-কুক ও উত্তর-মত নামক সমধিক উত্তর দেশস্থ স্থানের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে এই সকল স্থানে আৰ্য্য ঋষিদের সন্মেলন ছিল। যথা—

* পূর্বে লখ্য। মুদ্রিত হইলে পর আরও সরস্বতী নদী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নগোষ্ঠী, এই ভাষায় মুদ্রিত হয় হইয়া এইখানেই লিখিত হইল। যেদে যে সম্ভবপরূপে সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তাহা কুকবর্ণের উত্তরাংশে প্রবাহিত। ‘সত্তসরস্বতী’ হওয়া সম্ভব হইতে পারে। এবং এই স্থানের একটা ভীষণে সত্তসরস্বতী বলা হইয়া থাকে। (Cunningham's Archaeological Survey of India Reports, Vol. xiv. p. 89.)

নীরা অভিব্যক্তি করিয়া তাঁহারা বিদেহ (মিথিলা) অধিকার করিয়াছিলেন।

তৎপূর্ববৎ এইরূপ আৰ্য্যনিবাস স্থির করিয়াছেন—

“সরস্বতী নৃবহুতী দেবনদ্যা বহুভরতঃ।

তং দেবনির্দিষ্টং দেশং ব্রহ্মবর্তং প্রচকতে ॥ ১৭

তস্মিন দেশে ব্রহ্মচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।

বর্ণাশ্রম্য সাত্ত্বিকানীনাং স সঙ্গাচার উচ্যতে ॥ ১৮

কুরুক্ষেত্রক মৎস্তান্ত পঞ্চালঃ শূরসেনকঃ।

এব ব্রহ্মবিদেশো বৈ ব্রহ্মবর্তাদনন্তরঃ ॥ ১৯

এতদ্বৈশ্বক্শেন স কাস্যাবজ্ঞাননঃ।

সং সং চরিত্বাং শিকেরন পৃথিব্যাং সৰ্ম্মমানবাঃ ॥ ২০

হিমবতিকাশ্যোর্মধ্যং বং প্রাশ্বিনশনারণি।

প্রত্যগেব প্রমাগচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২১

আসনুজাতু বৈ পূর্বাদাসনুজাতু পশ্চিমাং।

তদ্বোরবান্তরং গিৰ্য্যোরাৰ্য্যবর্তং বিহক্কুধাঃ ॥ ২২

মহু ২ অধ্যায়।

সরস্বতী ও নৃবহুতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেব-নির্দিষ্ট প্রদেশ আছে, তাহাকে ব্রহ্মবর্ত বলে। ঐ দেশে বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং সঙ্গীর্ণ জাতিদিগের মধ্যে যে আচার পরম্পরাক্রমে আবহমান চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সঙ্গাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত, পঞ্চাল ও শূরসেনক এই দেশগুলি ব্রহ্মবিদেশ, এই ব্রহ্মবিদেশ ব্রহ্মবর্ত হইতে কিছু ভিন্ন। এই সমুদায় দেশজাত অগ্রজন্ম ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। হিমালয় ও বিষ্ণুর মধ্যে, বিনশনের পূর্বে এবং প্রারম্ভের পশ্চিমে যে দেশ, তাহাকে মধ্যদেশ বলে। পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণে পর্বত ইহার মধ্যবর্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আৰ্য্যবর্ত বলেন। [আৰ্য্যবর্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আলেক্সান্ডরের সময়ে গজারের কতকংশকে আরিয়া (Aria) অর্থাৎ আৰ্য্যনিবাস বলা হইত। তৎকালে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি ঐ দেশের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করেন— ইহার উত্তরে মাসিয়া ও বাক্ত্রিয়া (বাক্ত্রীক), পশ্চিমে পার্থিয়া (পারস), ও কর্ণপিরার মহাস্র (পুরাণোক্ত বীরস্র), দক্ষিণে প্রাশ্বিনা এবং উত্তরে পরোপমিসন (নিবধ) পর্বত [Ariana Antiqua, p. 151]

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিডিয়ায় লোকদিগকে আরিয়া (Aria) অর্থাৎ আৰ্য্য বলা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [Herod. iii. 98, vii. 62. বোধ হয় এইরূপে অবলম্বন

করিয়া পাশ্চাত্য ও বেল্লির কোন কোন প্রাচীন মিডিয়া (মিড) দেশকে আৰ্য্যজাতির আদির স্মরণ বাস বর্ণিত হইয়াছিল।

জাতিনির্ণয়—অতি পূর্বকালে এই আৰ্য্যজাতি একটি বহুজাতি মধ্যে পরিণত হইল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তৎকালে তাঁহাদের জাতিভেদ বা বর্ণবিভাগ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই জাতির প্রাচীন, দার্ম ও সামান্য ব্যক্তি সকলেই আৰ্য্যমানে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিজিত অসার্য্য দত্ত হইতে আপনাদিগকে পৃথক করিবার জন্য ‘আৰ্য্যবর্ণ’ বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রাচীন ঋক-সংহিতার ব্রাহ্মণ, কজির, বৈশ্ব প্রভৃতি ত্রৈবর্ণিক সঙ্গীর্ণ প্রসঙ্গ এককালে নাই। তৎকালে সঙ্গবর্ত আৰ্য্য ও শূর কেবলমাত্র এই দুইটি বর্ণবিভাগের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। (শূর বলিলে প্রধানতঃ দহু বা দাস জাতিকে বুঝাইতে)। ক্রমে ক্রমে যতই আৰ্য্যদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে যতই তাঁহারা—নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন, সেই সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কার্য্যবিশেষে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহাদের বর্ণবিভাগের আবশ্যক হইয়াছিল।

ঋকসংহিতার খিল অংশে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমণীষাহ রাজতঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত বৈশ্বতঃ পত্যং শূত্রো অসারতঃ ॥”

ঋক ১০।২০।১২।

ইহার (পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, দুই বাহু রাজত হইল, যাহা উরু তাহাই বৈশ্ব এবং দুই পাশূর হইল।

এতত্তির যজুর্বেদ [বালয়নয়সং ৬৮।৪৮, তৈত্তিরীয় ৫।১।১০।৩ ইত্যাদি] অথর্ববেদ [৫।১৭।২] ঐতরেয়ব্রাহ্মণ [৭।১২] প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণবিভাগের কথা পাওয়া যায়। এই বর্ণবিভাগ আনুমানিক জাতিভেদ-প্রথার মত নয়,—তৎকালে কর্ণ-বিভাগের জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া ছিল। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণ, কজির ও বৈশ্বের মধ্যে পরম্পরের সমান ক্রমতা ছিল। সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, কজির ও বৈশ্ব এই ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে কেহই উচ্চ বা নীচ ভাবে সম্বোধিত হন নাই। ঋক-সংহিতাকালে শেবে আৰ্য্যদিগের মধ্যে ঋক বা পুরোহিত, রাজপুরুষ ও সাধারণ ব্যবসায়ী বা প্রমথীবী এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ছিল, তৎকালে এই তিন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আচারাদি বা শিক্ষাদি কার্য্য নির্দিষ্ট

ছিল না। তখন এই তিনটী প্রেণী পৃথক্ আভিরাগে গণ্য হয় নাই। [ব্রাহ্মণ, তজির, বৈজ্ঞ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

ধর্মবিধান ও উপাস্ত দেবতাগণ—বক্ষাহতানই আর্ধ্যদিগের প্রেণী ধর্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন আর্ধ্যদিগের সমধিক প্রভাবসম্পন্ন তির তির প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায়ের পূজা করিতেন। প্রথমে তাহারা অগ্নি, বায়ু, জ্যোতিষ প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপাসক ছিলেন। ক্রমে যতই তাহারা নানা বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক ক্ষুণ্ণির বিকাশ পাইয়াছিল। ঋকসংহিতার আর্ধ্যদিগের আরাধ্য এই কয়েকটা দেব দেবীর নাম পাওয়া যায়—অংশ, অগ্নি, অদিতি, অরুমতি, অরণ্যানী, অর্ধ্যমন্, অশ্বিন, আরোহী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ইলা, উজ্জিষ্ট, উবস, ঋতু, ঋতু, কাম, কাল, ঋতু, জুহু, জিত, জৈতন, বহু, দক্ষ, দক্ষিণা, দিতি দ্যৌস, বিবণা, নক্ত, নিটিগ্রী, পিতৃ-পুরুষ, পুবা, পুন্নি, পৃথিবী, প্রজাপতি, প্রাণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মগম্পতি, ভগ, ভারতী, মরুদগণ, মহী, মিত্র, রাকা, রুদ্রগণ, রোদসী, রোহিত, লক্ষ্মী, বনম্পতি, বরুণ, বরুণানী, বরুণী, বায়ু, বিশ্বকর্মন, বৃহস্পতি, ভেন, ব্রহ্মা, সরস্বৎ, সরস্বতী প্রভৃতি নদী, সিনিবানী, হর্য্য, হর্য্যা, সোম, বৃহ, হিরণ্যগর্ত, হোজা।

প্রাচীন পারসিকগণ * বৈদিক আর্ধ্যগণের সহিত একজে বাস করিতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্র প্রভাবে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। বৎকালে প্রাচীন পারসিকেরা বৈদিক আর্ধ্যদের সহিত মিলিত ছিলেন, তৎকালে তাহারাও বৈদিক দেবতার উপাসনা করিতেন। তৎকালীন বৈদিক দেবতার ও ঋষির নাম আমরা অবস্থা গ্রহে দেখিতে পাই।

| বৈদিক নাম | আবৃত্তিক নাম। |
|-------------|---------------|
| অদিতা | অদ্রা |
| অর্ধ্যমন্ | আপ্রমন্ |
| অরুমতি | অরুমতি |
| অর্ধ্যমন্ | অইর্মন্ |
| ইন্দ্র ঋতু | বেরেথ্র |
| কাব্য উপসন্ | কব উন্ |
| জিত | প্রিত |
| জৈতন | প্রএতওন |
| মরুদগণ | মইর্যোশহ |

* গুরুবাণি প্রাচীন পারসি : বি কে সনর রাজা বের ও অগ্নির উপাসনার অবধিকারী করেন। তাহারা সনররাজের আদেশে সন হুতন করিতে পারিত না। [বিহুপুত্র ৩।৩।]

| নাসত্য | নাসত্য হইয়াছে |
|------------|----------------|
| মিত্র | মিত্র |
| যম | যিম |
| বরুণ (অহর) | অহর মরুদ |
| বায়ু | বায়ু |
| সোম | হোম |

বেদসংহিতার অনেক স্থলেই দেবতাদিগকে অহর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (ঋক ৭। ২০, ৬। ১, ১৩। ১, ৩০। ৩, ৩৬। ২, ৬৬। ২, ২২। ৫ ইত্যাদি। অবস্থা শাস্ত্রেও দেবতা অহর নামে উক্ত হইয়াছে। [পারসিক শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রাচীন সভ্যতাকে এই আর্ধ্য সভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মতে, বৎকালে তাহারা প্রাচীন আর্ধ্যগণের সহিত একজে বাস করিতেন, সেই সময় তাহাদের বৈদিক বিধান ও ধর্মপ্রণালী ছিল, প্রাচীন আর্ধ্যদিগের সহিত পৃথক্ হইবার পরেও তাহারা সেইগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। মধুপুত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য শাস্ত্রিকগণ বেদোক্ত দেব প্রভৃতি কতকগুলির নাম প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের মতে—

| বৈদিক নাম | গ্রীক নাম। |
|-----------|------------------|
| অশ্বিন | ইলিওন্ |
| অরুণা | জেরন্ |
| অহনা | ডাক্ণী |
| গন্ধর্ষ | কেটৌরন্ |
| পণি | পারিস্ |
| মুত্র | অরথ্রন্ |
| সরগু | ঐরিগ্ণন্ |
| সরমা | হেলেনা |
| হরিৎ | বারিট্। ইত্যাদি। |

প্রাচীন আর্ধ্যেরা ৩০টা দেবতার উপাসনা করিতেন।

“আ নাসত্য। জিতিরেকাদশৈরিহ

দেবেতির্ষাতং মধুপেরমখিনা।

প্রায়ুক্তারিটং নী রপাসি মুকতং” ১। ৩৪। ১১।

হে নাসত্য অবিষয়! এখানে তেজিণ জন দেবতার সহিত মধুপান করিতে এস। আমাদের আয়ু বর্ধন কর, পাপ মোচন কর। [১।২২।৪ ঋক দেখ।]

এই তেজিণটী উপাস্ত দেবতার নাম কি? ঋকসংহিতার তাহার কোন উল্লেখ নাই। ঋকসংহিতার সিদ্ধি আছে—

“বে দেবা দিব্যকানশ হ পৃথিব্যামধ্যকানশ
হানু যদো মহিনৈকানশহ।” ১।৪।১০।

বে দেবগণ আকাশে ১১, পৃথিবী মধ্যে ১১, এবং অস্ত-
রীক্ষে ১১ জন ইত্যাদি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ১১ বাক, ১১
অঙ্গবাক, ও ১১ উপবাক দেব এই ৩৩ দেবতা উক্ত হইয়াছে।
[ঐতরেয় ব্রা ২।১৮।] শতপথব্রাহ্মণে অষ্টবহু, একাদশ
রক্ত এবং ষাটশ আদিত্য লইয়া ৩৩ দেবতা গণিত হইয়াছে।

[শতপথ ৪।৫।৭।২।]

তৎকালে আর্য্যগণেরা অধিক দেবতারও অস্তিত্ব স্বীকার
করিতেন—

“ঐনি শতাজী সহস্রাণ্যরিঃ

ত্রিংশজ দেবা নব চাসপর্শন। ঋক্ ১০।৫২।৬।

তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয় জন (৩৩৩৯) দেবতা
অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন।—পৌরাণিক সময়ে এই সংখ্যা
ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩ কোটি দেবতার পরিণত হইয়াছে।

তত প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ এক ঈশ্বর স্বীকার করি-
তেন। তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

“অচিকিৎসাকিকিতুবশ্চিদম্

কবীন্পুচ্ছামি বিদ্বানে ন বিধান্।

বি বন্ত স্তত্ত বহিমা রজাংস্তত্ত

রূপে কিমপি শ্বিদেকং॥” ১।১৬৪।৬।

আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জানিয়া জ্ঞানীগণের নিকট
জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি; যিনি এই ছয় লোক
স্বস্তন করিয়াছেন, তিনি কি এক অল্পরূপে বাস করেন?

[এ ছাড়া ২।১২।১; ৩।৫৫।২১, ২২; ৫।৮৫।৩-৫ ইত্যাদি
ঋক্ পাঠ করিলে এক ঈশ্বরের কথা আপনি আশ্রয়
মনে উদয় হয়।]

আর্য্যগণের দ্বন্দ্বের যে দিন হইতে এক ঈশ্বরের কথা
উদয় হইল,—সেই দিন হইতে দেবগণের অস্তিত্ব সন্দেহ
হইতে লাগিল। আর্য্য ঋষি ডাকিলেন—

“প্র হু তোমং তরত বাজরত

ইত্মায় সত্যং যদি সত্যমসি।

মেম্বো অস্তীতি নেম উ ষ আহ

ক ঈং নদশ্ কমতি ঈবাম॥” ঋক্ ৮।১০০।৩।

যে বুড়াভিলাষী! ইচ্ছা আছেন ইহা যদি সত্য হয়,
তবে তোমরা ইচ্ছের উদ্দেশে সত্য উচ্চারণ কর। নেম
(ঋষি) বলেন, ইচ্ছা নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে
দেখিয়াছে? কাহাকে ভক্তি করিব?

অবশেষে আর্য্যগণেরা হ্রি করিলেন, ত্রি ত্রি দেবতা

পরমাত্মার ত্রি ত্রি নাম রাখা। [১০।১১৪।৫ ঋক্ ও
তাহার সারনকৃততাব্য এবং নিকৃত ৭।৪ দেখ।]

আর্য্যদিগের রীতি ও অবস্থা—ভাহারা পুত্র পৌত্রাদির
সহিত একত্রে এক অগ্নে বাস করিতেন (১।১১৪।৬), তৎ-
কালে সকল পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হইতেন (১।৭৩।৯)।
অবিবাহিতা পিতৃগৃহে অবস্থিতা কন্যা পিতৃকুলের কাছে ধন
পাইতেন (২।১৭।৭)। পিতার পুত্র ও কন্যা উভয়ে বর্ধ-
মান থাকিলে পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী এবং হ্রিহিতা সম্মানিত
হইতেন (৩।৫।১২)। কাহারও পুত্র না থাকিলে পৌহি-
ত্রকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন (৩।৩১।১)।
তৎকালে জ্ঞীলোকেরা পতির সহিত বস করিতেন (১।১৩১।৩),
যথেষ্ট চড়িয়া অপরস্থানে বেড়াইতে বাইতেন (১।১৬৬।৫)
এবং অবিবাহিত অবস্থায় অধিক বয়স অবধি থাকিতে
পারিতেন তাহাতে পিতৃ ক্রিয়া গুরুজনের কোন আপত্তি
হইত না। বিবাহের সময় বয়স সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত
হইতেন (৫।৬০।৪)। বধু বস্ত্রায়ত থাকিতেন (৮।২৬।১৩)।
যৌবনপ্রাপ্তি হইলে জ্ঞীলোকের বিবাহ হইত (১০।৮৫।২২)।
ভক্ত ও হুন্দরী জ্ঞীলোক মনোমত পতিকে বরণ করিতেন
(১০।২৭।১২)। বিবাহের পর জ্ঞীলোক পতিগৃহে বাইবার
সময় উপচোকন পাইতেন (১০।৮৫।২০)। পতির গৃহে
যাইয়া পত্নী কর্ত্রী হইতেন (১০।৮৫।২৭)। স্বস্তরের উপর
প্রভু, শাপ্তীকে বশ এবং নন্দ ও দেবরের উপর কৃত্য
করিতেন (১০।৪৫।৪৬)। পতির মৃত্যু হইলে জ্ঞীলোক
দেবরকে কামনা করিতেন (১০।৪০।২)। তৎকালে বহু-
বিবাহ চলিত ছিল (১।১০৫।৮), কিন্তু পুরুষেরা প্রায়ই একটা
বিবাহ করিতেন। (১।১০৫।২)। তৎকালে সাধারণী নারী
অর্থাৎ এক রমণীর অনেক প্রণয়ী থাকিত (১।১৬৭।৪)।
এ ছাড়া তৎকালে গুপ্তপ্রসবিনী (২।২৩।১), ব্যক্তিচারিণী
(২।১৬৬।৪) পতিহীন নারীর ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণ,
ভাত্তরহিতা নারীর অপর পুরুষে গমন (১।১২৪।৭) এবং বিধবার
হাতজীড়া দ্বারা অর্ধোপার্জন এই সকল কদাচারও ছিল।

ঋগ্বেদের সময় আর্য্যেরা রাজা (১।৪০।৮, ১।১৩৩।১
ইত্যাদি) পুরপতি ১।১৭৩।১০, প্রাধানী (১০।৬২।১১)
ইত্যাদি ত্রি ত্রি উচ্চপদে বিভক্ত ছিলেন। তৎকালে
রাজা সাধারণের উপর কর দাবী করিতেন (১।৭০।৫);
রাজ্যশাসন প্রণালী স্থাপিত ছিল (১।১৭৩।১)। রাজগণ
অমাত্যবেষ্টিত হইয়া গুরুত্বের গমন করিতেন (৪।৪।১)।
সুবর্ণ সম্ভাষিণী অব (৪।২।৮), সুদেহ সুভাষী অর্থাৎ
মৌহী লৈল প্রভৃতির ব্যবহার ছিল (৪।১।৩৮।৬)।

প্রধান ব্যক্তির স্ততি জনিতে ভাল বাসিতেন (১।২৭।১২)। যুদ্ধকালে রাজগণ একত্র হইতেন (১।২৭।৩)। খণ্ডিগণ সংসারী আবার যুদ্ধকালে বোদ্ধা ছিলেন (৬।২০।১)। সে কালে রাজকর্তার সহিত খণ্ডিগণের বিবাহ হইত (৫।৩১।৮)। বীরপুরুষের বড় আদর ছিল (১।৩১।৬)।

এখনকার মত তখনও উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যবিৎ এই তিন শ্রেণীর লোক ছিল (৪।২৫।৮), কেহ ধনগোরবে মত্ত থাকিত, আবার কেহ পেটের অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত (১০।১১৭ হুক্ত)। মধ্যবিৎ লোকেরা বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা সুখে জীবিকানির্ভর করিতেন। (১।৭৯।১)। সে সময়ে লোকে নানা প্রকার কর্ম করিত—কেহ পুরোহিত, কেহ ভোক্তা (কবি), কেহ বৈদ্য, কেহ ছুতার, কেহ কামার, কেহ মাণিক, কেহ কাঠুরিয়া, কেহ রথ বা গাড়ী প্রভৃতকারী, বকমাড়িয়ার জন্য কোন দ্রব্য, কেহ ধাতু ও অস্ত্রাদি নির্মাণকারী, কেহ জাহাজ অথবা নৌকারী, কেহ কশাই, কেহ অশ্বের গাড়খোঁচকারী ইত্যাদি নানা লোকে নানা কার্যে ব্যাপ্ত থাকিত (১।১৩৫।৫, ৪।২।১৪,—১৬।২০, ৫।১০২।৮)।

তৎকালে পুর (নগরাদি) এবং গ্রাম স্বতন্ত্র ছিল। (১।৪৪।১০,—৪২।৪,—১১৪।১; ১০।১৪৬।১)। তাঁহারা লৌহনির্মিত নগর (৭।৩।৭, ১৫।১৪), প্রস্তরনির্মিত শত সংখ্যক পুরী (৪।৩০।২১), সহস্রবার ও সহস্র ভক্ত বিশিষ্ট অষ্টালিকা (১।১১৩।৪, ২।৪১।৫, ৭।৮৮।৫) নির্মাণ করিতেন। উৎকৃষ্ট গৃহ ও সামান্য কুটার (১।১০১।৮) ও শতবার বিশিষ্ট বস্ত্রগৃহ (১।৫১।৩) প্রভৃতি তাঁহারা অবগত ছিলেন। ইষ্টকাদি দ্বারা তাহারা গৃহাদি নির্মাণ করিতে পারিতেন (বাকসনের ১৩।৩১), দাতারাতের স্তম্ভর স্তাভা (৪।১।৫৮।১) ও হর্ষম পার্বত্যদেশে ভূগম পথ নির্মাণ করিতেন (১।১১৬।২০), এবং বিশ্রামস্থানে (পাহাড়িবালা) খাদ্যদ্রব্যের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। (১।১৬৬।২)। তৎকালে শকট (১।৩০।১৫), ঘনির বা শিঙকাঠ নির্মিত (৪।৫৩।১২), সারথির বসিবার স্থানযুক্ত (১।৬৪।২) ও অশ্বদ্বয় যোজিত রথ (১।৪৪।১০), দ্বিবদ্ধ হস্ত ও জিকোণ রথ (১।৪৭।২), ভিক্ষামণি বসিবার স্থান, তিন চক্র, ও ধাতুজর বিশিষ্ট রথ (১।১৮০।১), সুবর্ণ-বস্তিত ও মুদ্রার রথ (৫।৬৩।৫) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। বোদ্ধারা যুদ্ধকালে সুবর্ণময় কবচ ও উকীষ (১।২৫।১৩, ৫।৫৪।১১), লৌহবর্ষ (১।৫৬।৩), তজ্জাপ, বর্ষ, অলঙ্কার, জপিস, হর্ষ বক্ষাচ্ছাদন (৪।৪০।৪), প্রভৃতি ধারণ

করিতেন। যুদ্ধযাত্রাকালে নিশান উড়িত (১।১০৩।১১), হস্তুতি বাজিত (১।২৮।৫), সেনাপতি সশস্ত্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেন (১।৩৩।৩)। যুদ্ধের সন্দেহবহ থাকিত (৫।৮৩।৩)। যুদ্ধের হইলে শত্রুদিগের নিকট যাহা লুট হইত, বোদ্ধারা সকলে পাইত (১।৭৩।৫)।

তৎকালে রমণীগণ অল্পে অল্পে পরিতে বড় ভাল বাসিতেন। (১।৮৫।১)। তন্মধ্যে নিক (২।৩৩।১০) অস্ত্র, বাণী, ক্রক, ক্রক, খাদি (৫।৫৩।৪) হিরণ্যকর্ণ (কর্ণালঙ্কার) মণি (প্রীবার) অলঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায় (১।১২১।১৪)। মুক্তাদিরও ব্যবহার ছিল, (১০।৬৪।১১)। নিককারী (অর্ণকার) অলঙ্কার নির্মাণ করিত (৮।৪৭।১৫)। তৎকালে বাণ (১।৮৫।১০), কেশী (২।৩৪।১৩) কর্কর প্রভৃতি বীণার দ্বারা বাদ্যযন্ত্র ছিল। নর্তকী নৃত্য-গীত করিত (১।২২।৪), রঙ্গমঞ্চে গুলুল নাচ হইত (৪।৩২।২৩)।

আর্যেরা উর্ণা, মেঘলোম, চর্ম ও বকুলের বস্ত্র পরিধান করিতেন। জীলোকে বস্ত্র বরন করিতেন (২।৩৮।৪), বরনকার্যে রাজিতে হইত, হুইজন জীলোক মিলিয়া টানা ও গোড়েন চালনা করিতেন। (২।৩।৬)।

রমণীগণ রঙ্গনকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আর্যেরা দধি মিশ্রিত সত্ত্ব, তুটীব, পিষ্টক (৩।৫২।৬), দ্বত, হৃদ, দধি, মধু, অপূর্ণ, পক্ষফল, শাকাদি ও ক্ষীরগুড় অন্ন ভোজন করিতেন। সময়ে সময়ে তাহারা মহিষ মাংস (৫।২৯।৭), বরাহ মাংস (৮।৭৭।১০), পর্ককালে গাভী (১০।৭৯।৬), ও বৃষ (১০।৮৬।১৪) মাংস রঙ্গন করিয়া ভক্ষণ করিতেন। অতিথিদিগকে সুখী করিবার জন্ত পশুবলি হইত (১।৩১।১৫)।

ঐতিহাসিক দেশে প্রাচীন আর্যগণের বাস হওয়ার তাহার দেহের স্বাস্থ্য বিধানের জন্ত অধিক সুরাশ্রয় ছিলেন (১।১১৬।৭)। তৎকালে শুঁড়িরা চামড়ার বোতলে সুরা রাখিত এবং সকলকেই সুরা বিক্রয় করিতে পারিত (১।১২১।১০)। সোমরস প্রভৃত আর্যদিগের ধর্ম কর্ম মধ্যে পরিগণিত হইত।

তৎকালে আর্যেরা বাণিজ্যের জন্ত দেশভ্রমণ ও সমুদ্রগমন করিতেন (৪।৫৫।৬)। ক্রয়বিক্রয়ের সময় বাহা চুক্তি হইত, তাহাই থাকিত; চুক্তি ভঙ্গ করা বাইত না (৪।২৪।২)। দুজারও প্রচলন ছিল (৫।২৭।২)।

এখনকার মত সে সময়ে পরিপ্রায়ে কৃষিকার্য হইত। ক্রমকেন্দ্র চাষ করিত (১০।১১।১ হুক্ত)। তাহারা কুপুল

(মহাহিমে) বর রাখিত (১০।৬৮।৩)। পশুর মধ্যে গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেঘ, ও বহনকারী কুহুর প্রাচীন আর্য্যজাতির পালিত পশু মধ্যে গণিত হইত।

প্রাচীন আর্য্যেরা সূর্য্যের দৈনিক গতি (১।১২০।৪), সূর্য্যের ষাটশ অয় (রাশি), উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, প্রাচীন মাস ও ঋতুর বিবরণ অবগত ছিলেন (১।১৬৪ সূক্ত)। তাঁহারা আকর্ষণশক্তির বিষয়ও জানিতেন (৯।৮৫।১-১২)

[জ্যোতিষ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

তাঁহারা ওষধির গুণাগুণ জানিতেন, রোগাদির চিকিৎসা করিতে পারিতেন। [আয়ুর্বেদ দেখ।]

ঋকসংহিতার যুগাদির কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় প্রাচীন আর্য্যগণ যুগাদির বিবরণ অবগত ছিলেন না। ঋকসংহিতার অনেক পরে যজুঃসংহিতার কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপরের উল্লেখ পাওয়া যায়। (বাল্মক্যের সংহিতা ৩০।১৮ দেখ।)

প্রাচীন আর্য্যেরা নরকের নাম জানিতেন না। (অথর্কবেদে ১২।৪।৩৬ নরক শব্দ পাওয়া যায়।)

[প্রাচীন আর্য্যজাতির পরবর্তী আর্য্যগণের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, জাতি, সভ্যতা প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পরশুরাম আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরদেশ হইতে কেরলে লইয়া যান। এক্ষণে কানাড়ার লোকেরা এবং মহারাষ্ট্রের মাঙ্ নামক নীচ জাতির মহারাষ্ট্রদিগকে আর্য্যর বলিয়া ডাকিয়া থাকে। (Indian Antiquary, iii. p. 222.)

কতদিন হইতে আর্য্য নামের পরিবর্তে হিন্দু নাম এ দেশে চলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রাচীন পারসিকেরা সিদ্ধনদতীরবাসী আর্য্যদিগকে সিদ্ধুর নামানুসারে হিন্দু বলিয়া ডাকিতেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [হিন্দু দেখ।]

২ (পুং) শব্দর। স্বামী। সাহিত্যদর্পণের বট পরিচ্ছেদে কাহাকে কাহাকে আর্য্য বলিতে হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। বখা

“রাক্ষসিত্যবিভির্বাচ্যঃ সৌহৃদ্যপ্রত্যয়েন চ।

স্বৈচ্ছয়া নামভির্বিপ্রৈঃ বিপ্রৈঃ আর্য্যোতি চেতনৈঃ।

বরভেদ্যথবানার্য্য বাচ্যো রাজ্যবিদ্বজঃ॥

বাহ্যো নটোহুত্রধারাবার্য্যানার্য্য পরস্পরং।”

অথবা রাজাকে রাজনু। এই বাক্য বলিয়া সম্ভাবণ করিহেন অথবা অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বারা সম্ভাবণ করিবেন। যেমন রাজপুত্রঃ। পৌত্রঃ। পৌত্রঃ। ইত্যাদি। বিপ্র

বিপ্রকে নাম দ্বারা অথবা অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বারা সম্ভাবণ করিবেন। যেমন কৌশিকঃ। কুশিকনন্দনঃ। ইত্যাদি। ইতর লোকে ব্রাহ্মণকে আর্য্য। এইরূপ সম্ভাবণ করিবে। রাজা বিদ্বজকে বরভঃ। বা বিদ্বজঃ। এই বলিয়া সম্ভাবণ করিবেন। নট বা হুত্রধার নটকে আর্য্য বলিয়া সম্ভাবণ করিবেন এবং নট নট ও হুত্রধারকে আর্য্য বলিয়া সম্ভাবণ করিবেন।

কর্ম্মধারার সমাসে ব্রাহ্মণ ও পুত্র শব্দ পরে থাকিলে আর্য্য শব্দ প্রকৃতিস্বর হয়। (আর্য্যো ব্রাহ্মণকুমারয়োঃ। পা। ৬।২।৫৮। আর্য্যব্রাহ্মণঃ। আর্য্যকুমারঃ। সিং কোং উক্তনৃত্তে।)

আর্য্যক (ত্রি) আর্য্যএব স্বার্থে কন্। আর্য্যস্বার্থ। (ত্রি) টাপ্ (উলীচামাতঃ স্থানে বকপূর্য্যায়ঃ। পা। ৭।৩।৪৬। ইতি বা আত ইক্। আর্য্যক। আর্য্যিকা। (পুং) সংজ্ঞায় কন্। পিতামহ। ২ নাগবিশেষ। (মহাত্মনতে আদি পঃ) (স্ত্রী) পিতৃপাত্ৰাদি পিতৃকার্য্য। (ত্রিৎ পে)। আর্য্যগৃহ (ত্রি) আর্য্যগৃহ (পদাঠৈরিবাহ্যাপক্ষেণ চ। পা। ৩।১।১১২।) ইতি পক্ষার্থে ক্যপ্। ৬ ভৎ। আর্য্যপক্ষান্ত্রিত। (পক্ষে ভবঃ পক্ষাঃ দিগাদিত্যো যৎ। আর্য্যগৃহ তৎপক্ষান্ত্রিত ইত্যর্থঃ। সিং কো উক্তনৃত্তে।) সংপক্ষ। (মু ২।৩৩)

আর্য্যভারাদেবী। বৌদ্ধভ্রাতৃ পণ্ডিতবিশেষ। মহাবান সম্রাটেরা বলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথমা ও ত্রেতা শক্তি। বুদ্ধগয়া, নাসিক, অম্বলতা, আরম্বাবাদ, নেপাল, কৈফেরি প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রস্তরমণ্ডী মূর্ত্তি দেখা যায়। নেপাল ও কৈফেরির গুহামন্দিরে অবলোকিতেশ্বরের পার্শ্বে আর্য্যভারাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটা পুষ্প এবং বাম হস্তে একটা বুদ্ধল শোভা পাইতেছে।—বৌদ্ধমতে ইনি মানবের মূর্ত্তিবিধায়িনী। (Vassilief, Bouddhisme, p. 125)

আর্য্যদেব। নাগার্জ্জুনের একজন শিষ্য। তিনি খৃষ্টের ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কোন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শতসমাধি এবং চতুঃশতী গাথা রচনা করেন। একজন তীর্থিক তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া কেলেন। তাঁহার অপর নাম কানাদেব।

আর্য্যধর্ম্ম (পুং) আর্য্যধর্ম্মঃ ধর্ম্মঃ ৬ ভৎ। সদাচার। আর্য্যধর্ম্ম (পুং) আর্য্যধর্ম্মঃ ধর্ম্মঃ (বকপূর্য্যায়ঃ পদার্থানকে। পা। ৫।৪।৭৪ ইতি অকৃত ৬ ভৎ) সদাচার। আর্য্যধর্ম্মাদি শব্দ এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আর্য্যপুত্র (পুং) আর্য্যপুত্রঃ ৬৩৭। স্বামী। মাতের পুত্র।

আর্য্যপ্রায় (পুং) আর্য্যপ্রায়ো বহুলোহত্র বহত্ৰী। আর্য্য-বতাদি দেশ।

আর্য্যভট (পুং) প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ রচয়িতা।

তিনি কুহুমপুরে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন।

“ব্রহ্মকুশলিশিবভৃগুরবিকুলগুরুকোণভগগণারমভৃত্য।

আর্য্যভটতিহ নিগদতি কুহুমপুরেহভ্যজিতং জ্ঞানম্ ॥”

গণিতপাদ ১।

ভৎকৃত আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

“বট্যনানং বট্টবীনা ব্যতীতাত্তর্য্যচ বৃগপাদাঃ।

জ্যোতিকা বিংশতিরবাতদেহ মন জ্ঞানোহতীতাঃ ॥”

কালক্রিয়াপাদ ১০।

তিন বৃগ অতীত হইবার পর $৬০ \times ৬০ = ৩৬০০$ বর্ষ হইলে আসন্ন জন্মের ২৩ বৎসর অতীত হয়।

উক্ত বচনানুসারে (৩৬০০-২৩) কলির ৩৫৭৭ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের জন্ম হয়। তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল খ্রিষ্টের ৪৭৫ অব্দ হইতেছে।

আর্য্যভট এইরূপে সংখ্যা গণনা করিতেন।

ক=১, খ=২, গ=৩, ঘ=৪, ঙ=৫, চ=৬, ছ=৭, জ=৮, ঝ=৯, ঞ=১০, ট=১১, ঠ=১২, ড=১৩, ঢ=১৪, ব=১৫, ব=১৬, ঝ=১৭, ঞ=১৮, ট=১৯, ঠ=২০, ড=২১, ঢ=২২, ব=২৩, ব=২৪, ঝ=২৫, ঞ=২৬, ট=২৭, ঠ=২৮, ড=২৯, ঢ=৩০, ব=৩১, ব=৩২, ঝ=৩৩, ঞ=৩৪, ট=৩৫, ঠ=৩৬, ড=৩৭, ঢ=৩৮, ব=৩৯, ব=৪০, ঝ=৪১, ঞ=৪২, ট=৪৩, ঠ=৪৪, ড=৪৫, ঢ=৪৬, ব=৪৭, ব=৪৮, ঝ=৪৯, ঞ=৫০, ট=৫১, ঠ=৫২, ড=৫৩, ঢ=৫৪, ব=৫৫, ব=৫৬, ঝ=৫৭, ঞ=৫৮, ট=৫৯, ঠ=৬০, ড=৬১, ঢ=৬২, ব=৬৩, ব=৬৪, ঝ=৬৫, ঞ=৬৬, ট=৬৭, ঠ=৬৮, ড=৬৯, ঢ=৭০, ব=৭১, ব=৭২, ঝ=৭৩, ঞ=৭৪, ট=৭৫, ঠ=৭৬, ড=৭৭, ঢ=৭৮, ব=৭৯, ব=৮০, ঝ=৮১, ঞ=৮২, ট=৮৩, ঠ=৮৪, ড=৮৫, ঢ=৮৬, ব=৮৭, ব=৮৮, ঝ=৮৯, ঞ=৯০, ট=৯১, ঠ=৯২, ড=৯৩, ঢ=৯৪, ব=৯৫, ব=৯৬, ঝ=৯৭, ঞ=৯৮, ট=৯৯, ঠ=১০০। প্রত্যেক ব্রহ্মবর দশগুণ করিয়া বুদ্ধি হয়। যেমন—

ই ১০০ গি=৩০০ চি=৬০০।

উ ১০০০০ ঙ=৩০০০০ ইত্যাদি।

এইরূপে আর্য্যভটের মতে ৪৪ লিখিতে হইল ঘর বা ব্র।

আর্য্যভট এইরূপে জ্যোতিষ গণনা করিতেন—

রবির তগণ ৪০২০০০০, চন্দ্রের ৫৭৭৫৩৩৬, পৃথিবীর ১৫৮২২৩৭৫০০, শনির ১৪৬৫৬৪, শুক্রর ৩৬৪২২৪, কুজের ২২২৬৮২৪, ভূকৃ ও বুধের রবির সমান।

চন্দ্রোক্ত ৪৮৮২১২, ভূকৃর ১৭৯৩৭০২০, বুধের ৭০২২৩৮৮।

চন্দ্রের পাত ২০২২৩৬।

২ অপর একজন আর্য্যভটের নাম পাণ্ডুরা বার। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি পুরোক্ত আর্য্যভট প্রভৃতির মত নইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। (তাঁহার বিবরণ Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, N. S. vol. I. দেখ।)

আর্য্যসংহাৰী। জৈনশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধপুরুষ বিশেষ। ইনি

শত বৎসর জীবিত ছিলেন। জৈনসংঘ ২৪৯ বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হয়।

আর্য্যভ্রত (স্ত্রী) আর্য্যগাং ভ্রতং ৬৩৭। সাধুর কর্তব্য নিয়ম। আর্য্যভ্রতের ভ্রতমত।

আর্য্যশ্বেত (পুং) আর্য্যং শ্বেতং শ্বেতং চরিতং যত। শ্বেত-চরিত। ভ্রতঃ (শিবাদিত্যোহত্র। পা। ৪। ১। ১১২। ইত্যং।) আর্য্যশ্বেতের স্ত্রী ও পুত্ররূপ অণ্য (স্ত্রী) ভীপ্।

আর্য্যসিংহ। সিংহলাপুত্র। ইনি মধ্যদেশের অধিবাসী, কাবুলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে যান। তৎকাল রাজা আর্য্যসিংহের প্রাণ বধ করিতে আদেশ দেন। (Indian Antiquary; vol. IX. p. 316.)

আর্য্যসুস্থিত। আর্য্যসুস্থিতের প্রধান শিষ্য। ইনি ব্যাক্রা-পত্যগোত্রীয় ছিলেন। এই ব্যক্তি হইতে জৈনদিগের কোটিকগচ্ছ বংশ উৎপন্ন হয়। ৩১৩ বৎসর পরে, ২৬ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

আর্য্যসুস্থিত। জৈনদিগের একজন সিদ্ধপুরুষ। ইনি বর্ণিত গোত্রীয় ছিলেন। সম্প্রতি রাজাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। (Tod's Rajasthan, vol. i. p. 207. 2 end.)

আর্য্যহলং (অব্য) আর্য্যং হলতি বিদীৰ্য্যতি আর্য্যহল অমু-স্বাদাদি পাঠ্যভাষ্যরসং। বলাৎকার।

আর্য্য। (স্ত্রী) দুর্গা। স্বস্ত্র। (শাক্তী)। শ্রেষ্ঠস্ত্রী। মাত্রা-বৃত্তবিশেষ। (আর্য্যামাত্রাবৃত্তভেদয়োঃ। বিশ্ব।) আর্য্যাবৃত্তের লক্ষণ যথা—“লক্ষিতং সপ্তগণাগোপেতা মেহ ভবতি বিষমে জঃ। বটোজল নলদ্বা প্রথমেহর্কে নিরতমার্য্যারাঃ। বটোষিতীয়লাং পরকেন্লে মুখলাল সবতি পদনিয়মঃ। চর-মেহর্কে পঞ্চমকে তদ্বাদিহ ভবতি বটোলাঃ।” বৃত্তরসাকর)

১ পথ্য ২ বিপুলা ৩ চপলা ৪ মুখচপলা ৫ জঘনচপলা ৬ গীতি ৭ উপগীতি ৮ উদ্গীতি ৯ আর্য্যগীতি আর্য্য এই নয় প্রকার।

আর্য্যগীতি (স্ত্রী) আর্য্য গীতিরিব। বৃত্তরসাকরোক্ত মাত্রাবৃত্ত বিশেষ।

আর্য্যগণক। দেশবিশেষ। ভূবার দেশের নিকটে অবস্থিত। যথা—

“ভূবারবর্ষে বহলৈ স্তমকান্তনিপাতিভিঃ।

আর্য্যগণকতিথে দেশে বিপন্নং কেচিহুচিরে ॥”

রাজতরঙ্গিনী ৪। ৩৬৭।

এই দেশ গ্রীক ঐতিহাসিকোক্ত আরিয়ানা (Ariana) বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকদের বর্ণনানুসারে এই দেশ ভারত-বর্ষের উত্তরপশ্চিমে এবং বর্তমান আফগানিস্তানের অধিকাংশ।

আর্যাবর্ত (পূঃ) আর্য্য: শ্রেষ্ঠ আর্যবর্তে পুণ্যভূমিস্থেন
বসন্ত্যজ আনৃত-আধারে বঞ্। ভারতবর্ষের বিভাগ
বিশেষ। ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত, উত্তরভাগ আর্য্য-
বর্ত ও দক্ষিণভাগ দক্ষিণাপথ। আর্য্যেরা প্রথমতঃ এই খণ্ডে
আসিয়া বাস করেন বলিয়া এই স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত
হয়। মহা আর্য্যাবর্তের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন—
“আসনুজাতু বৈ পূর্বাঙ্গাসনুজাতু পশ্চিমাং।

তরোরোবাস্তরং গির্ঘোরার্য্যাবর্তং বিচুর্খুধা।”

পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণে
গিরি ইহার মধ্যবর্তী স্থানকে পশ্চিমেরা আর্য্যাবর্ত বলেন।

সামান্যে যদিও আর্য্যাবর্ত নামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই,
কিন্তু সন্দেহ আছে। যথা—

“শকরবস্তুরো নামা হিমবানিতি বিশ্রুতঃ।।

বিদ্যাপর্য্যন্তমাসাদ্য নিরীকিতে পরম্পরম্।

তরোমধ্যে সমভবৎ যজ্ঞস্ত পুরুষোত্তম।”

আদি ৩৯। ৪-৫।

শিবের শব্দর হিমবান্ নামে বিখ্যাত পর্বত এবং বিদ্যা
পর্বত, পরস্পরে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে পুরুষোত্তম!
সেই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সগরের যজ্ঞ হইয়াছিল।

ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্ত, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণের মতে—

“পূর্বে কিরাতাহস্তান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্তুতাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ কজিরা বৈভ্রা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।

ইক্যায়ুধবলিভ্যাতিবর্জিতস্তো ব্যবস্থিতাঃ।”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৪। ৮২।

বামনপুরাণের মতে—

“পূর্বে কিরাতা যতান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্তুতাঃ।

আত্মা দক্ষিণতো বীর! তুরুধাৎপিচোত্তরে।

ব্রাহ্মণাঃ কজিরা বৈভ্রা শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ।”

১৩। ১১-১২।

এই বীপের পূর্বে কিরাত ও পশ্চিমে যবনগণ অবস্থান করে,
দক্ষিণে আত্ম ও উত্তরে তুরুক আছে। এখানে ব্রাহ্মণ, কজির,
ও শূদ্র প্রভৃতি নানাবিধ জাতি বাস করে। (মানবগণ
যজ্ঞ, বুদ্ধ, বালিভ্যা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা এই স্থান পবিত্র
করেন।) যদিও পুরাণাদিতে কুমারবীপের বর্ণনা স্থলে
এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাই আর্য্যাবর্তের সীমা
কল্পিত স্বীকার করিলে দোষ পড়ে না।

পাণিনির ২। ৪। ১০-স্বত্রে মহাতাভ্যে পঞ্চজনি আর্য্য-
বর্তের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। পূঃ পুরাণা-
বর্তের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন।

বর্তীঃ? আগাদর্শাৎ যেতাকালকরনাকালকেনে হিমবতঃস্বতঃ
পরিপাঙ্ক।”

আর্য্যাবর্ত আর্য্য কান্দার? যে স্থান আকর্ষণ পূর্বে,
কালকবনের পশ্চিমে, হিমবানের দক্ষিণে এবং পরিপাঙ্কের
উত্তরে।

মেধাতিথি, কুরুক প্রভৃতি মহাসাহিত্যের ভাষ্যকার ও
টীকাকার এবং অমর প্রভৃতি আভিধানিকের মতে হিমালয় ও
বিক্রোর মধ্যবর্তী স্থানকে আর্য্যাবর্ত বলে (পূর্বভরো হিন-
বখিয়ারোর্বনস্তরং মধ্যং স আর্য্যাবর্তো দেবো বুধঃ শিষ্টৈক-
চ্যতে। মেধাতিথিভাষ্য ২। ২২।)

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে, ভারতবর্ষের
পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমুদায় উত্তর দিকভাগকে পূর্বকালে
আর্য্যাবর্ত বলা হইত।

পাশ্চাত্য গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান ভারতবর্ষের উত্তর
সীমা এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন—

“উত্তরে তরাস্ (Taurus) গিরিশ্রেষ্ঠী সমুদ্রতীরবর্তী
পাম্ফিলিয়া (Pamphylia), লাইসিয়া (Lycia) ও সিলিসিয়া
(Cilicia) নামক দেশ দ্বিগু সমস্ত আসিয়াখণ্ডকে ভাগ
করিয়া পশ্চিম দেশে বিভীর্ণ হইয়াছে। এই পর্বত নানা-
স্থানে নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। এক স্থানে
ইমোডস্ (Imodus), আবার কোন স্থানে ইমোস্ (Imeus)
(হিমালয় বলে)। মাকিদনীয়রা ইহাকে কোকাস্ (Caucasus)
বলিয়া থাকে।” (Arrian, Indika, II.) এরিয়ানের মত
স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের উত্তরভাগ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত
অনেক দূর অবধি বিস্তারিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় পূর্বকালে
বর্তমান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তর পশ্চিম দেশসমূহে আর্য্য-
গণের বাস থাকায় ঐ সকল স্থান ভারতবর্ষের উত্তরভাগ বা
আর্য্যাবর্ত বলিয়া গণিত হইত। মহা আর্য্যাবর্তের উত্তর
সীমা নির্ধারণকালে কেবল পূর্বভাগের উল্লেখ করিয়াছেন,
উহা কোন পর্বত তাহা কিছু বলেন নাই, অথচ মহাসাহিত্য
মধ্যে পারস, দরদ, চীন, হুণ, পারসিক প্রভৃতি জাতির
উল্লেখ উহার আর্য্যাবর্তের সন্নিহিত বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়।

মহাতাভ্য ও পুরাণের বচনানুসারে আর্য্যাবর্তের প্রকৃত
সীমা পাওয়া যায়। এখন দেখা যাক, মহাতাভ্য ও
পুরাণে যে সকল সীমান্ত স্থানের উল্লেখ আছে, এখন সেই
সকল স্থান কোথায়?

মহাতাভ্য ও পুরাণের মতে আর্য্যাবর্তের পূর্বে কান্দার
ও কিরাত নামক জনপদ। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমি

আদাইসগ (Adeisaga) নামে একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা রডামকোট (Rhodamarkotta) নামক স্থানের একটি নগর *। [Ptolemy, Geog. VII. Cap. I. 23] সেট মার্টিন এই স্থানের বর্তমান নাম রঙ্গমাটি বলিয়া দিয়া করিয়াছেন। [V. St. Martin, *Etude sur la Geographic Grecque et Latine de l'Inde*, p. 352] এই স্থানের নিকটে আদাইসগ নগর†। এই আদাইসগ মহাভাষ্যোক্ত আদর্শ বলিরাবোধ হয়; উহা বর্তমান চাট্‌গাঁও সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

টলেমি কিরাডিয়া (Airrhadai বা Kirradia) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পুরাণোক্ত লোহিতা নামক নদের পূর্বে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আরাকান নদীর তীরবর্তী স্থানে কিরাত-রাজ্য ছিল।

অতএব আর্যাবর্তের পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব প্রদেশ ও বর্তমান আরাকান রাজ্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাভাষ্য ও পুরাণের মতে আর্যাবর্তের পশ্চিমে কালক ও যবন নামক রাজ্য। কালক নামক জনপদ মহাভারতাবিভে কালভোরক নামে আভীর ও অপরাভাদি দেশের সহিত উক্ত হইরাছে। [মহাভারত ভীষ্ম ৯। ৪৬, মংস্ত ১৩। ৪০, মার্ক ১২৫, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। বামন পু ১৩। ৩৬ ইত্যাদি]। টলেমি কোলক (Kôloká) এবং এরিয়ানু ক্রোকল (Krôkala) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Ptolemy, Geog. vii. ch. i. 58; Arrian, *Indika* sec. 21]। উক্ত উভয় নাম কালক শব্দের রূপান্তরমাত্র। এক্ষণে করাচী উপসাগরের উপকূলে কালুকর বা কার্কর নামে একটি জেলা দেখা যায়, উহা পুরাণোক্ত কালভোরক রাজ্যের অংশমাত্র বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কালযবন নামক একজন যবননৃপতির নাম পাওয়া যায় (বিষ্ণু পু ৫। ২৩। ৫) সম্ভবতঃ তিনি কালক ও যবন দেশের রাজা ছিলেন বলিয়া ঐ নাম হইরা থাকিবে। বিশেষতঃ পুরাণেও যবনরাজ্য পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বলিয়াও উক্ত হইরাছে। [যবন পু ১। ১৩ ও আর্যাবর্তের মানচিত্র দেখ।]

* ইউলির মতে Rhodamarkotta = রঙ্গমতি। (Smith's Historical Atlas of Ancient Geography দেখ।) রাজকীর মানচিত্রে ইহার নাম Rangamatia.

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই স্থানের বর্তমান বা সংস্কৃত নাম নিরূপণ করিতে পারেন নাই। টলেমির মতে ইহা অবস্থিত ২৩° ও ৩৫° উত্তর ৯৫° ও ১০৫° পূর্ব দিকের মধ্যে অবস্থিত।

বামনপুরাণের মতে ভারতবর্ষের উত্তর সীমা তুর্কক এই তুর্কক অপরাপর পুরাণে তুবার নামে কথিত হইরাছে। (মৎস্য পু ১২০। ৪৫, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। বামন ১৩। ৪০, মার্ক ৫৭। ৩৯) ইহা টলেমি কথিত তোখারৈ (Tokharoi)। বর্তমান বাল্খ ও তুর্কতই হুসমান নামক পর্বতের অন্তর্গত স্থানে পূর্বে তুখার জাতির বাস ছিল। সম্ভবতঃ এই স্থানই তুবার বা তুর্কক নামে পৌরাণিক সময়ে অভিহিত হইত। ইহার বর্তমান নাম তুখারিস্তান।

মহাভাষ্য ও মহাভাষ্যকারদিগের মতে আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমা পরিপাত্র ও বিজ্যা। পরিপাত্র পুরাণোক্ত পারিপাত্র বা পারিবাট্র। এই পর্বত বিজ্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশে বিস্তৃত। এক্ষণে এই পর্বতের কিয়দংশকে 'পথর শ্রেণী' বলে। এই পাহাড়ের উত্তরাংশে চীনপরিব্রাজক হিরোন্সিয়াং বর্ণিত গো-লি-বে-তো-লো (পারিবাট্র) নামক জনপদ ছিল। [Beal's Buddhist Records, vol. i. p. 179.]

১। আর্যাবর্তের উত্তরপশ্চিমে, এই কয়েকটি প্রধান জনপদ ছিল। ১ কখীর—(মহাভারত ভীষ্ম ৯। ৫৩, মার্ক ১৫৮। ৪২)। প্রাচীন গ্রীকগণ অস্মিরাই (Asmiraia) বলিয়া ডাকিতেন। (Ptolemy, Bk. vi. cap. 13. 3.)। ইহার বর্তমান নামও কখীর।

২ অভিসার—(মহাভা ৯। ৫৩, মার্ক ৫৮। ৪২, বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৯।) = Abissarai. (Arrian, *Indika* Sec. iv.) এই স্থান কখীরের পশ্চিমে এবং ওরশ রাজ্যের দক্ষিণে। এক্ষণে ইহার কতকাংশ কখীর ও কতকাংশ হজারার অন্তর্গত। এখন এখানে গখর জাতির বাস। [Cunningham's Archaeological Survey of India Reports vol. ii. p. 28-29.]

৩ ওরশ—(মার্ক ৫৭। ৪০, মৎস্য ১২০। ৪৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪, = ওর্শ, বামন ১৩। ৪১) টলেমির অর্শ (Arša বা Varsa) [Geog. vii. l. 45.] ইহা সিঙ্ঘনদী ও বর্তমান কখীর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। হিরোন্সিয়াং ইহাকে উ-ল-বী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। [Beal's Rec. I. 147.] উহা মুজাকরাবাদের পশ্চিমে দত্তবারস্থিত বর্তমান রশ নামক স্থান।

৪ দার্ক—(মার্ক ৪৭। ৪১, ৫৭; = দার্ক, মহাভা ৯। ৫৩ ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৬, মৎস্য ১১৩। ৬, = দার্ক, বামন ১৩। ৪৬) = Dyavaci. ওরশ ও কখীর রাজ্যের উত্তরে

৫ দোব—(মার্ক ৫৮। ৪২) = দোব, ওরশ ও কখীর রাজ্যের মধ্যে

বর্তমান কন্দীর রাজ্যের প্রান্ত সীমার ককগড়ার পশ্চিম দিকে এই জনপদ ছিল।

৬ জাহুব—বর্তমান পাঁজকোরা ও সিদ্ধনদের মধ্যবর্তী-বর্তমান বুনার নামক স্থানের উত্তর। [আর্ঘ্য শব্দ দেখ।]

৭ দরদ্র—(মহাভী ২। ৬৭, বামন ১৩। ৩২, মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১২০। ৪৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ।) টলেমির মতে দরদ্রৈ (Daradrai) নামক জাতি, উহার গোঅস্ত্রিন ও লঘটে নামক স্থানের পূর্বে ও সিদ্ধনদের উত্তরাংশে বাস করিত। এই স্থানের বর্তমান নাম দার্দিস্তান। এখানকার লোকের ভাষা অনেকটা সংস্কৃত ভাষার দ্বার। [Leitner's Dardistan.] মহাভারতে মতাপর্কে লিখিত আছে, এই স্থানের লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর দিতে গিয়াছিল, তাহাদের নাম পিপীলিক। হিরোদ-তস্ স্বর্ণধননকারী পিপীলিকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; [Harod. lib. vi. e. cii.] উহারাই বোধ হয় মহাভারতোক্ত পিপীলিক।

৮ ধন—(মহাভী ২। ৬৭, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৪, মার্ক ৫৭। ৫৬, বামন ১৩। ৫৬) বর্তমান দার্দিস্তানের উত্তরে, পামিরের নিকট অবধি।

৯ কাষোজ—(মহা ১০। ৪৪ রামায়ণ, ২। ৬ অঃ। মহাভী ২। ৬৫, বামন ১৩। ৩২, মার্ক ৫৭। ৩৮) এই স্থান বর্তমান বদকশানের পূর্বে ও কুশ পর্বতের নিকটে ছিল। কাষোজের লোকেরা সংস্কৃত কথা কহিত। [নিরুক্ত ২। ২ দেখ।]

১০ মাণ্ডর—(মার্ক ৫৮। ৬, বামন ১৩। ৪৭) গ্রীকদিগের বণ্ডবণ্ড (Ptolemy, vi. 13. 5.) পাণিনি কথিত ভাণ্ডব বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান চিত্রল নদীর ধারে কাকেরিস্তানের কিয়দংশ। বণ্ডবণ্ড নগরের বর্তমান নাম বণ্ড-ই-গিজর।

১১ স্পার্নাস—(বামন ১৩। ৪২) ইহা এরিয়ান-উক্ত সপার্নস্ (Saparnas) বলিয়া বোধ হয়। [Indika, sec. IV.] বর্তমান স্বাং প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত ছিল।

১২ গোরগ্রীব—(মার্ক ৫৮। ৮ কোন কোন স্থানে গোর এইরূপ নামও পাওয়া যায়)। ইহাই টলেমির Goryaia ও এরিয়ানের Garroia নামক প্রদেশ। [Ptolemy, VII. 1. 42; Arrian, Indika.] বর্তমান স্বাং প্রদেশের উত্তরাংশ লঙই নদীর তীরোবর্তী স্থান। লঙই নদী অর্ধে ৩ মহাভারতে গৌরী নদী নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৩ লম্বাক—[মার্ক ৫৭। ৩০, মৎস্য ১১৩। ৪৩,

মহাভারতে ইহার নাম লম্বাক, দ্রোণ ১১২। ৪২।) টলেমি কথিত (Lambatai) বলিয়া বোধ হয়। হিরোন্সিয়াং বর্ণিত লন্-পো। এক্ষণে লম্বান নামে প্রচলিত।

১৪ অসক—[মহাভী ৯। ৪৩, পুরাণে ইহার নাম অসমুখ, মার্ক ৫৮। ৪৩] এই স্থানই এরিয়ানের অসকনি (Assakani)। ইহার প্রধান নগরের নাম মসসক (Massaca) [Indika. I.] এই নগর পুরাণোক্ত মশক। এই রাজ্য বর্তমান কাকেরিস্তানের দক্ষিণ সীমার অবস্থিত ছিল।

১৫ আর্জুনায়ন—[পাণিনি অশ্বাদিগণে গ্রহণ করিয়াছেন।] এই স্থান অশ্বকের পশ্চিমে। আলাহাবাদের শিল্পলিপিতে এই দেশের নাম আর্জুন গৃহীত হইয়াছে। [Indian Antiquary, vol. XIII. p. 338] এখনও জলালাবাদ ক্ষেত্রে বাইবার সময় ঐ স্থানকে আর্জুন বলিয়া থাকে।

১৬ পারশব—(মার্ক ৫৮। ৩১, বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮)। এই জনপদ আর্জুনায়নের পশ্চিমে। ইহার প্রধান নগর পশ্চ। ইহাই প্লিনি কথিত পার্সিই (Parsioli) [Pliny, vi. c. 18.] হিরোন্সিয়াং ইহার নাম ফো-লি-পি-স-তজ্-ন (পশ্চ/স্থান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান পাসবান শ্রেণীর নিকটস্থ স্থান।

১৭ কাপিসী—(পা ৪। ২। ১২) এই ক্ষুদ্র জনপদকে টলেমি কপিঙ্গ (Capiassa) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। হিরোন্সিয়াং কথিত কি-এ-পি-শি। বর্তমান কোহিস্তানের উত্তরাংশ।

১৮ গন্ধার—(শুক ১। ১২৬। ৭, মহাভী ২। ৫৩; মৎস্য ১১৩। ৪১, মার্ক ৫৭। ৩৬, বামন ১৩। ৩৭; ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ) পূর্বকালে পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও প্রায় সমুদ্রের আক্কাশিস্তান গন্ধার নামে অভিহিত হইত। তৎকালে হিন্দুরাজাদের অধীনে ছিল। পেরিপ্লস্ ইহা গন্ধারই (Gandaraioi) নামে উল্লেখ করিয়াছেন [Periplus, 47 : Indian Antiquary, vol. VIII. p. 12]

১৯ নিগর্হর—(ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫, কোন কোন পুরাণে এই নামের পরিবর্তে নীহার নাম পাওয়া যায়, মার্ক ৫৭। ৫৬) এই স্থান গ্রীক ঐতিহাসিকোক্ত নিসা (Nyssa বা Nysa) বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। [Arrian, lib. v.—Curtius VIII. cap. X. 7.] পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম নগরহাং বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই নাম কোন পুরাণাদি বা সংস্কৃত শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই। অতএব নগরহাংয়ের পরিবর্তে নিগর্হর নাম গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই জনপদ বর্তমান কারুল ও জুর্গাব নদীর সংযোগস্থলে।
কালানাবাদ এই প্রদেশের অন্তর্গত।

২০ উজ্জ্বাহন—(মার্ক ৪৮। ৬, মহাভারতবিহিত ইহার নাম উজ্জ্বাহন—মহা রন ১৩০। ১৭, হরি ১১। ২২)। পরি-
ব্রাজক হিরোনিসিয়াঃ ইহার নাম উ-চক্-ন নামে উল্লেখ
করিয়াছেন। [আর্কাইভ দেখ।]

২১ পুরুষক [ত্রাণ্ড ৪০ অঃ] ইহাই চীন পরিব্রাজক
বর্ণিত পো-লু-ব-পু-লো (পুরুষপুর), ইহার বর্তমান নাম
পেশাবর।

২২ পুরুলাবত—ভরতের পুত্র পুরুল এই স্থানে রাজত্ব
করেন বলিয়া এই স্থানের নাম পুরুলাবত হয়। [রামায়ণ
৭। ১০১ অঃ] পুরাণান্তরে ইহার নাম পুরুলাবত গৃহীত হইয়াছে,
[মার্ক ৫৮। ৪৪] ইহাই পেরিপ্লাসের প্রোক্লাইস্ (Proklais
ও এরিয়ানের পেউকেলৈতেস্ (Peukelaites.) [Periplus
৪৭, Arrian sec. I.] বর্তমান স্থান নদীর তীরোবর্তী
হুস্তনগর।

২৩ তক্ষশিলা—কনিংহামের মতে এখানে তক্ষ জাতির
বাস ছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা
হয়। [Cunningham's Reports vol. II. p. ৪]
কিন্তু এই মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণের মতে
ভরতপুত্র তক্ষের নামানুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা
হয়। [রাম, উত্তর ১০১ অঃ] গ্রীকগণ ইহাকে তক্ষিলা
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইরোনিসিয়াঃ বর্ণিত ত-চ-সি-লো।
ইহার বর্তমান নাম শাহেবেরী।

২৪ বরণা (পা-৪। ১। ৮২।) বর্তমান নাম বুনার, ইহা
আটকের উত্তর পূর্বে।

২৫ কুণ্ড্রাবরণ—[বিষ্ণু, কোন ২ পুরাণের মতে ইহার
নাম চীরাবরণ (মার্ক ৫৮। ৫২) টলেমি বর্ণিত কোড্রন
(Codron) নামক নগর কুণ্ড্রাবরণ-নগর বলিয়া অঙ্কিত হয়।

২৬ বর্ণু—(পা-৪। ২। ১০৩, ৪। ৩। ২৩) এখানে
প্রবাহিত বর্ণু নদীর নামানুসারে এই জনপদের নাম বর্ণু
হইয়াছে। হিরোনিসিয়াঃ বর্ণিত ক-ল-ন (বরণ)। তাঁহার
সময়ে ইহা কাপিশের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার বর্তমান
নাম বর্ণু।

২৭ আর্কোশ (পা-৫। ৩। ২১ কৈ) এই স্থান টলে-
মির অরখোশিয়া (Arakhoshia) বলিয়া অভিপন্ন হইয়াছে।
[Ind. Ant. vol. I. p. ২২.] হেলমণ্ড নদীর নিকটস্থ
অরোখ বা কুজ নামে একটি নগর আছে, উহা আর্কো-
শের রাজধানী ছিল।

২৮ পুত্র (মহা-ভী-২। ৩৭, পুরাণে এই জনপদের
নাম পুত্রকুল, মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৪২, বামন
১৩। ৩২) ইহা টলেমি-বর্ণিত সৈড্রো (Sydroi) বলিয়া
বোধ হয়। বর্তমান লোহন ও জুলিয়ান খেলের
মধ্যে ছিল।

২৯ শিবাট—(মহা-ভী-২। ৩৩) কোন কোন পুরাণে
‘শিবপুর’ গৃহীত হইয়াছে (ত্রাণ্ড ৪৬। ৪৫)। ইহার
বর্তমান নাম শেবিতান।

৩০ কজিয় (মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৩৮, বামন
১৩। ৩২, অপর নাম রাজত, মার্ক ৫৮। ৪৭) সিঙ্কনদের
পশ্চিমে ডেরা ইন্ডাইলটার দক্ষিণে এই রাজ্য ছিল।

৩১ সিঙ্কসোবীর—(মহা-ভী-২। ৫০, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭,
মার্ক ৩৭। ৩৬, বামন ১৩। ৩৫, মৎস্য ১১৩। ৪১) বর্তমান
সিঙ্কসাগর দ্বারা।

৩২ আরট—(মৎস্য ১২০। ৪৭) [আরট দেখ।]

৩৩ বাহীক—(শতপথ ১। ৭। ৩৮, মহা-কর্ণ ৪৪। ৫২)
আরটের কিয়দংশ।

৩৪ মজ্র—(মহা-ভী-২। ৪১, বামন ১৩। ৩৭, মার্ক
৫৭। ৩৬, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, মৎস্য ১১৩। ৪১) এই জনপদ
বর্তমান বিলুপ্ত ও রাবীনদীর স্বাধীন স্থান। বিলুপ্ত তীরবর্তী
বর্তমান ডেরা নামক স্থানে পূর্বতন মজ্র রাজ্যের নগর
ছিল। [Cunningham's Reports XIV. ৩৬.]

৩৫ রোমক (মহা-সভা ৫০। ১৫) বেদোক্ত ক্রমের
জনপদ বলিয়া অঙ্কিত হয়। এই স্থান রোমক নামক
পর্বতের উপর অবস্থিত।

৩৬ কুদ্রক—(মহা-সভা ৫১। ১৫) টলেমি কোড্রিক
(Xodrake) নামে একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা
এই জনপদের নগর বলিয়া অঙ্কিত হয়।

৩৭ মালব (মহা-ভী-২ অঃ, ত্রাণ্ড ৪৪ অঃ)
বর্তমান মুলতান নামক নগর হইতে পঞ্চদশ প্রবাহিত
আরট দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল।
আলেক্সান্দরের সময়ে এই স্থানের অধিবাসীরা গ্রীকদিগের
মিকট মালি (Mali) নামে অভিহিত হইত। পুরাণ-
ান্তরে এই স্থানের নাম মালবানক গৃহীত হইয়া হইয়াছে।

৩৮ শিবি—(মহাভারত, বৃহৎসংহিতা ১২। ৫২)।
এরিয়ান বর্ণিত Sibii এই স্থান লাহোর ও মুলতানের মধ্যে
ছিল। আলেক্সান্দরের ঐতিহাসিকগণ এখানকার লোকদিগকে
সোবিসাই (Sobii) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [Curtius
fit, Alex. viii.]

২৭. আর্যাবর্তের উত্তরদেশে এই কয়েকটি জনপদ আছে।

প্রাচীন জনপদের নাম।

ধৈর্যবিক প্রাচীন নাম।

বর্তমান নাম বা স্থান স্থানে ছিল।

রমণ (মহা. ভী ২ অঃ)

{ রবনী (Rhabannae)
(Ptolemy V. Cap 16. 5.)

কন্নীরের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে।

কুল্লত (মার্ক ৫৮। ৪২, = উল্লত, মহা. ভী ২। ৫৩)

কিউ-লু-তো (চীনপরিভ্রাজকোক্ত)

কুল্ল।

কাপিহুল (মার্ক ৫৮। ২, বৃহৎসংহিতা)

কাপিহোলি (Arrian Sec. IV.)

{ ইয়াবতী ও চতুভাগা নদী মধ্যে,
পঞ্জাব গিরিনিধিরে।

কেকর { (রামায়ণ ২। ৬৮ অঃ = কৈকেয়,
বামন ১৩। ৩৮, মৎস্ত ১১৩। ৪২)

শতদ্রু নদীর উত্তরতটস্থ প্রদেশ।

শতদ্রব (বামন ১৩। ৩৮ = শতদ্রু, মার্ক ৫৭। ৩৭।) শৈ-তো-জু-লু (চীন-প)

শতদ্রু প্রবাহিত উত্তর প্রদেশ।

ত্রিগর্ভ (মহা. ভী ২ অঃ, মৎস্ত ১১৩। ৫৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫)

জালন্ধর প্রদেশ।

সৈরিক (মহা. ভী ২। ৫৭)

সহিব প্রদেশ। (পাটিয়ালায় অন্তর্গত)।

শৈবাল (" " ৫৩)

কুরুক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিমস্থ প্রদেশ।

কর (সাংখ্য ১। ২৮, বৃ. স. ১৬। ১১)

কু-লু-কিন্-ন (চীন-প)

খুব, অহালা প্রদেশে।

কুলিন্দ (মহা. ভী ২। ৫৫, বামন ১৩। ৩৮)

কাইলিন্দ্রিনে (Kylindrinê)

কুনেট।

হুগ (মহা. ভী ২ অঃ, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫)

হুগদেশ (হিমালয়ের উত্তরে)।

অতিকেশ (মার্ক ৫৮। ৩৯)

Daitikhai (Ptolemy.)

হিমালয়স্থ অলকানন্দা নদীর পূর্ব প্রদেশ।

বামাচার (মার্ক ৫৮। ৩৯)

Gymnosophistai

কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরাংশ।

খশ (ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৪, মার্ক ৫৮। ১১, বামন ১৩। ৫৬, মৎস্ত ১১৩। ৫৬)

নেপাল ও কুমায়ূনের কতকাংশ।

তজন { (মহা. ভী ২। ৬৪, মার্ক ৫৭। ৫৬,
বামন ১৩। ৫৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ)

গজটেন বা তজটেন। (Ptolemy.)

রামগঙ্গা হইতে সরস্বতী উত্তর স্থান অবধি।

পার্বতীর (মহা. ভী ২। ৫৭)

নেপালের পূর্বে হিমালয় প্রদেশ।

কুরাঙ্গাল (মহা. বন ; ভাগ ১। ৪৮)

Korangkalo (Ptolemy)

হরিদ্বার ও গোমতীর ব্যবধান প্রদেশ।

মল (মার্ক ৫৭। ৪৪ = মাল, বামন ১৩। ৪৫)

হিমালয়ের মালভূমি।

কঙ্ক (মহা. সভা ৫০। ২৬, মার্ক ৫৮। ৮ =

{ কোয়ঙ্ক (Koangka)
(Ptolemy VII. cap. 1. 53)

নেপাল প্রদেশে।

কনোকেফাল (মৎস্ত ১২০। ৫৮)

Kynokephaloi (Ptolemy.)

নেপাল ও ভূটানের উত্তর।

কিরাত (মহা. অশ্ব ৮৩। ৪)

কিরাত্তি জাতি, হিমালয় প্রদেশে।

তোমর (মহা. ভী ২। ৬২ = তিমির, রামায়ণ)

Zamirai (Ptolemy.)

গারো পাহাড়োপরি।

৩। উত্তর ও মধ্যদেশে।—

বজ-বায়ুন (মার্ক ৫৮। ৪২)

Iamouza (Ptolemy.)

বৃন্দাবন ও তরিকটস্থ স্থান।

দাশেরক (মার্ক ৫৭। ৩৯, বামন ১৩। ৪৩)

{ Takoraioi (Ptolemy.)

রোহিলখণ্ডের দক্ষিণ প্রদেশ।

মাধুর (মার্ক ৫৮। ৭)

Methora.

প্রধান নগর মথুরা।

সুরসেন [মহা. ২। ১২, "]

Sauraseni (Arrian VIII.)

মথুরার দক্ষিণ, যমুনা প্রবাহিত প্রদেশ।

চন্দ্রকান্তপুর (রাম ৭। ১১৫। ২)

Sandrabatis. (Ptolemy.)

প্রধান নগর (বাগ্গরা) পত্তন।

পাকাল (বিষ্ণু ২। ৩। ১৪ ইত্যাদি)

(হিমালয় হইতে চম্পা নদী পর্যন্ত)

(উত্তর ও দক্ষিণ, উত্তর পাকালের প্রধান নগর অহিকেন্দ্র, দক্ষিণ পাকালের প্রধান নগর কাম্পিলায়।)

পোরব (মহা. সভা ; রাম ৪। ৪৪। ১৩, মার্ক ৫৮। ৫২) Poruaxi (Ptolemy.)

গোয়ামিয়ায় ও তাহার উত্তর বিভাগ।

| | |
|--|--------------------------------------|
| (উত্তর) কোশল (মহা. ভী. ২। ৪১) | অবোধা ও বর্ষা নদীর উত্তর প্রদেশ। |
| পৌড়দেশ (কর্ম ১৩ অ:) (উত্তর কোশলের কিয়দংশ, ইহার রাজধানী শ্রাবস্তী) — সাহেব সাহেব। | |
| মৎস্ত (মহা. ভী. ২। ৪০) | ইহার রাজধানী বিরাট — আলোরার হৈরাট। |
| বৎস্য ইহার রাজধানী কোশাবী | কোশাম। |
| মধ্যদেশ (মৎস্ত ১১৩। ৩৬, বিজু ২। ৩। ১৪, বামন ১৩। ৩৬) | কুরুক্ষেত্র হইতে বিদ্যাপুর পর্যন্ত। |
| কাশী (মৎস্ত ১১৩। ৩৫, ইত্যাদি) | বনারস। |
| মিথিলা (বিদেহ) মহা. ভী. ২। ৫৬, মার্ক ৫৭। ৪৪ ইত্যাদি) | চম্পারণ ও হারভাকার অধিকাংশ। |
| কীকট (উত্তর মগধ) (ঋক ৩। ৫৩। ১৪, ভাগবত) | বিহার। (উত্তর) |
| ৪। পূর্বে এই কয়েকটি জনপদ। | |
| প্রাগজ্যোতিষ (মার্ক ৫৭। ৪৪, বামন ১৩। ৪৫) ইত্যাদি | { কুচবিহার, কামরূপ ও আসামের |
| = কামরূপ | { কিয়দংশ। |
| ব্রহ্মোত্তর (বামন ১৩। ৪৪, মৎস্ত ১১৩। ৪৪) | আসামের দক্ষিণ পশ্চিমে। |
| ৫। দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণে এই কয়েকটি জনপদ। | |
| প্রবল (মার্ক ৫৭। ৪৩, বামন ১৩। ৪৪, মৎস্ত ১১৩। ৪৪) | ত্রিপুরার কিয়দংশ। |
| বল (মৎস্ত ১১৩। ৪৪, মার্ক ৫৭। ৪২ ইত্যাদি) | বাঙ্গালা প্রদেশ। |
| অল (মৎস্ত ১২০। ৫০, বামন ১৩। ৪৩) | ভাগলপুর ও তরিকট প্রদেশ। |
| শৌণ্ড (মহা. ভী. ২। ৫৭, মৎস্ত ১১৩। ৪৫) — বারেন্দ্র | বঙ্গপ্রদেশের উত্তরাংশ। |
| তাম্রলিপ্ত (মহা. ভী. ২। ৫৬) | তামোলুক। |
| সমতট (বৃ-সং ১৪। ৬) | বশোহর ও তাহার চতুর্দিকস্থ স্থান। |
| সুন্দ (মহা. আদি; হরি ২০। ১৭, রঘু ৪। ৩৫) | উড়িষ্যার উত্তর পূর্বে। |
| বর্ধমান (ভাগ ৫। ২০। ২১, মার্ক ৫২। ১৩) | বর্ধমান ও তরিকটস্থ স্থান। |
| মগধ (মার্ক ৫৮। ১১, মৎস্ত ১২৩। ৫০, বামন ১৩। ৪৪) | বিহার। |
| মহাকোশল (বা দক্ষিণ কোশল) | { হরিশগড় ও ছোট নাগপুরের |
| ঔড় (=উৎকল, মহা. ভী. ২। ৩৭) | { কিয়দংশ। |
| তোসল (মার্ক ৫৭। ৫৪, মৎস্ত ১১৩। ৫৩) | উড়িষ্যা। |
| অবর্ষ (মার্ক ৫৮। ১৪) | হরিশগড় ও উড়িষ্যা মধ্যবর্তী। |
| মুতিব (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭। ১৮) | মধ্যপ্রদেশে। |
| চেদি (ঋক ৮। ৫। ৩২, রাম ৪। ৪১। ১৪) | বিক্রান্ত প্রদেশে। |
| দশার্ণ (মহা. ভী. ২। ৫৫, মার্ক ৫৭। ৫৩) | |
| মালব (মৎস্ত ১১৩। ৫২, মার্ক ৫৭। ৫৩) | বুন্দেলখণ্ড ও তাহার দক্ষিণ প্রদেশ। |
| শবর (ঐ-ব্রাহ্মণ ৭। ১৮, বৃ-সং ৫। ৩৮) | ধমান নদী প্রবাহিত প্রদেশ। |
| পুলিন্দ (ঐ. ব্রা ৭। ১৮, রাম ৪। ৪০। ২১) | মালোরা। |
| মল্লারী (মহা. ভী. ২। ৪৪) | বিক্রান্ত দক্ষিণ, পার্শ্বীয় প্রদেশ। |
| ভরকছ (বামন ১৩। ৫১, মৎস্ত ১১৩। ৫০) | রাণের উত্তরপূর্ব প্রদেশ। |
| কীর্তিকৌরু নদে ইহার নাম ভরকছ; | নদী ও নর্মদা-মোহনামধ্যস্থিত স্থান। |
| কজ্জাবার শিল্পশিল্পে অবকছ | |
| Barugasa (Pr) | বরোচ। |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| অপরাধ (মহা. ভী ২ অঃ) | Ariake (Peri.) | বরোচ ও শুজরাটের মধ্যবর্তী প্রদেশ। |
| জুয়াই (মহা. অখ ৮৩। ১২, হরি ২২৮। ৫৫, রাবায়ণ ৪। ৪৩। ৫) | Saurastrene (Pt.) Saurastos (Strabo.) | শুজরাট প্রদেশ। |
| আনর্ড (রাম ৪। ৪৩ অঃ, বৃ-স. ৫৮০) | | কাথিরাবাদ। |
| শাখ (পোগথ ভা ২। ৯, মহা. ভী ২ অঃ) | | |
| আতীর (রাম ৪। ৪৩। ৫, মহা. সভা) | Abiria, (Peri.) | আরাবল্লীর পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশ। |
| পশ্চিমে বে কয়েকটি জনপদ আছে | | |
| ভৌলিদি (পা. পৈলাদি) | Bolingai (Pt.) | আরাবল্লী ও মক্কাহলের মধ্যে। |
| মক্কা (ভৈত্তি. আর. ৫। ১। ১, রাম ৪। ৪৩। ১৯) | | মাক্কায়া। |
| হুণ | | পঞ্জাবের মধ্যে। |
| যৌধের (মহা. সভা, হরি ৬১। ২৫, মার্ক ৫৮। ৪৬) | | বোহির। |
| শৌভ্রের (পা. যৌধেরাদি) | Sabraxe (Pt.) | পঞ্জাবের মধ্যে। |
| মুবক (মহা. ভী ২। রাজ ১৩। ৩৮, মার্ক ৫৭। ৩৭) | Mossarna | পঞ্জাবের মধ্যে। |
| প্রহল (মহা. ভী, বৃ-স ১৬। ২৬) | | পঞ্জাবের মধ্যে। |
| বিশাল (রাম ৪। ৪২ অঃ) | | |
| বর্কর (মহা. ভী ২। রাম ১। ৫৫। ২, ভাগ ৯। ৮। ৫) | Barbarikon (Peri.) | সিন্ধুনদের মধ্যমুখস্থ প্রদেশ। * |

| | |
|---|---|
| আৰ্হ (ত্রি) অবেরিদং অণ্। অবিসম্বন্ধি। অবিকৃত পুরাণ- কাব্যাদি। (পুং) অবিসেবিত বেদ। “আৰ্হ ধর্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যত্তর্কেণামুলসংস্কৃতং স ধর্মং বেদ নেতরঃ।” মনু ১২। ২০৬। ঋষ্যভিধারী। ঋষিবাচক। সংস্কারহীনত্বেহপি ঋষিণা প্রযুক্ত অণ্। ব্যাকরণগোক্ত অল্পশাসন উন্নত্বন করিয়া ঋষি প্রযুক্ত অসামু প্রয়োগ। ঋষীগাং সমূহঃ প্রবরগণভেদঃ অণ্। (স্ত্রী) প্রবর ঋষিসমূহ। ঋষেব্রিদং আৰ্হ নাম প্রবর ইতি মিভাকরা। ঋষিবেদমত্বেব্রিহিতঃ অণ্। বিবাহবিশেষ। “যজ্ঞহারহিজে দৈব আদ্যার্যভ গোহরং।” বাজবল্ক্য ১। ৫৯। যজ্ঞস্থ ঋষিভের সহিত কস্তার বিবাহের নাম দৈব। বরের পক্ষ হইতে হুইটী গো লইয়া কস্তার বিবাহের নাম আৰ্হ। “একং গোমিথুনং যে বা বরাদানার ধর্মতঃ। কস্তাপ্রদানং বিধিবদ্যর্হো ধর্মঃ স উচ্যতে।” মনু ৩। ২৯। বর পক্ষ হইতে ধর্মতঃ একটী স্ত্রী গবী, একটী পুং গো অথবা গোমিথুনবর গ্রহণ করিয়া বিধানক্রমে কন্যা প্রদানের নাম আৰ্হ, সেই বিবাহ ধর্মজনক। এখানে ধর্ম পদটী আছে বলিয়া ঐ পোষর গ্রহণ শুদ্ধ মধ্যে পরিগণিত নহে। কুস্ক- | ভট্ট ও লিখিয়াছেন “ধর্মতঃ ধর্মার্থং বাগাদিসিদ্ধয়ে কস্তায়ৈ বা দাতুং নতু শুদ্ধবুদ্ধ্যা।” আৰ্হধর্ম (পুং) কর্মধা। মহাদিপ্ৰোক্তধর্ম। আৰ্হবিবাহ। আৰ্হভ (ত্রি) ঋষভত বৃষভেবং অণ্। বৃষনবন্ধী (স্ত্রী) ঋষভদেব চরিত। আৰ্হভি (পুং) ঋষভস্তাপত্যং ইঞ্। ঋষভদেবপুত্র। চক্রবর্তী নৃপবিশেষ। আৰ্হভী (স্ত্রী) ঋষভস্তেরং প্রিয়া অণ্ভীপ্। কপিকঙ্ক। আলকুশী। ঋষভস্তেরং তুল্যকারিত্বাৎ অণ্ভীপ্। মধ্যপঞ্চ বীথিজয় মধ্যে বীথি বিশেষ। আৰ্হভ্য (পুং) ঋষভস্ত প্রকৃতিঃ ঞ্য। বঙোপবৃত্ত বৃষ। (আৰ্হভ্যঃ বঙভাযোগ্যঃ। অমরঃ।) আৰ্হিক্য (স্ত্রী) ঋষিরেব ঋষিকঃ ঋষিক্ত ভাবঃ পুরো বক্। ঋষিধর্ম। আৰ্হিবেণ (পুং ত্রি) ঋষিবেণস্ত গোত্রাপত্যং। (অনুযান- ভর্যো বিদাদিভ্যোহঞ্। পা ৪। ১। ১০৪। ইতি অঞ্।) ঋষিবেণ মুনির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ভীপ্। আৰ্হেয় (স্ত্রী) ঋষিগাং সমূহ চক্। ঋষিপন্থগ প্রবরবিশেষ। অজ্ঞতবা অণ্ভীপ্। আৰ্হেয়ী। প্রবরজাত। মন্বদর্শী ঋষি বিশেষ। (অসমানার্হেয়ীং। দ্বিভিঃ।) |
|---|---|

* এতদ্বিধ আৰ্হো অনেকগুলি আৰ্য্যাবর্তস্থিত পৌরাণিক জনপদের নাম পাওয়া যায়। সেই সকল স্থানের বর্তমান অবস্থিতি নির্লপিত না হওয়ার
লিখিত হইল না। যে সকল পৌরাণিক নদী ও নগরাদির নাম আৰ্য্যাবর্তের মাধ্যমে যেমন হইয়াছে, তাহার বিবরণ ভূতত্ত্বশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

আষ্টিষেণ (পুং) ঋষিবনজাপত্যং (অনুব্যানস্তর্ষোবিদ্যাদিত্যোহঙ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঙ্। চন্দ্রবংশীয় শল নৃপায়ক নৃপ বিশেষ। [হরিবংশের ২০১ অধ্যায়।] গোত্র প্রবর বিশেষ।

আষ্টিষেণাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

আহঁত (ত্রি) অহঁত ইদং অণ্। জৈনসম্বন্ধী। (ক্লী) জৈন। (শ্রাবাদবাদ্যাহঁতঃ। হেম ৩।৫২৫।)

আহঁস্তী (ত্ৰী ক্লী) অহঁস্তো ভাবঃ (শুগবচনব্রাহ্মণাদিত্যঃ কৰ্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ব্যঙ্। স্মৃচ বিত্তাংভীপ্ যলোপঃ। যোগ্যতা। জীহ্বাতাব। পক্ষে (ক্লী) আহঁস্ত্য। যোগ্যতা।

আহঁয়ণ (পুং ত্ৰী) অহঁতাপত্যং (অবাদিত্যঃ কঙ্। পা ৪।১।১০০ ইতি কঙ্।) অহঁ নামক ঋষির গোত্রাপত্য। (ত্ৰী) ভীপ্।

আহঁয় (পুং) অহঁমভিব্যাপ্য অণ্ অহঁং তত্র বিহিতঃ তন্ত্ৰেদং বা বৃদ্ধাচ্। আহঁদগোপুচ্ছসংখ্যাপরিমাণাট্ঠক্। পা ৫।১।১২ সূত্র হইতে তদহঁতি। পা ৫।১।৬৩ এই সূত্র পর্যন্ত পাণিনি বিহিত প্রত্যয়বিশেষ। সেই সকল সূত্র বিহিত অর্থ (আহঁয়েষার্থে, সিং কো।)

আল (ক্লী) আলতি ভূষয়তি আ-অল-ভূষাদৌ অচ্।

হরিতাল। হরিলতা বর্ণ যেখানে থাকে সে স্থানটী কে যেন ভূষিত করিয়া রাখে একজ্ঞ ঐ নাম হইয়াছে। (পিঞ্জরং পিত্তকং তালমালক হরিতালকে। অমর। ২।৯।১০৪।) আ-অল পর্যাশ্রিতো অচ্। অনন্ন। অধিক। প্রেষ্ঠ। (চলিত ভাষার) প্রাস্তভাগ। (এই অর্থে প্রযুক্ত আল শব্দ আর শব্দের অপভ্রংশ।)

আল। (হিন্দী) অচুতবৃক্ষ। আইচ গাছ। (Morinda citrifolia.) এই গাছ ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে। তন্মধ্যে বুল্লেলখণ্ড, কোটা, বুল্লি প্রভৃতি স্থানে ইহার চাস হয়। এই গাছের শিকড় হইতে এক প্রকার লাল রঙ পাওয়া যায়, তাহাতে কাপড় রুমাল প্রভৃতি রঙ করা হইয়া থাকে। এই রঙে খেরো ছোবান হয়। এই রঙ শীঘ্র উঠিয়া যায় না। মহীশূর হইতে সর্বোৎকৃষ্ট আল পাওয়া যায়।

আল-আলুনি (ত্রি) লবণহীন খাদ্যাদি। যাহাতে লুণ দেওয়া হয় নাই।

আলকাতরা। পদার্থ বিশেষ। যেটে তৈল (Naphtha) এবং শিলাজতু বা পিচ এই দুইটী একত্রে মিশ্রিত করিলে আলকাতরা প্রস্তুত হয়। ইহা প্রাণী, উদ্ভিদ এবং খনি হইতে সমভাবেই উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ

রেজুনে তালরূপ আলকাতরা পাওয়া যায়। সেখানে একটি ৬০ ফিট গভীর পাতকুরা কাটিলে তাহার গাছ হইতে আলকাতরা নির্গত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি এবং কয়লা হইতেও ইহা উৎপন্ন হয়। কব, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি উত্তর দেশ হইতে আলকাতরার আমদানি হয়।

আলকাতরার গুণ—চর্ম্মদ্রক, কাউর ও পুরাতন ক্ষতনাশক, কষ্টসাধ্য ব্রণাদির পক্ষে হিতকর। ইহার গন্ধে দূষিত জল, বায়ু, কীট ও বিষ নষ্ট হয়।

আলকুশী। গুল্ম বিশেষ। (Macuna pruriens)। এই লতা বাঙ্গালায় অধিক জন্মে। ইহার বীজের উপর কেশর গজায়, হিন্দুস্থানীরা তাহাকে কেরোআচ বলে, তাহা গায়ে ছোঁয়াইলে বড় জ্বালা করে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আম্রগুপ্তা, জড়া, অধ্যগু, কতুরা, প্রাবৃষায়ণী, ঋষ্যপ্রোক্তা, শূকশিখী, মর্কটী, স্বগুপ্তা, অজহা, কতুরা, প্রাবৃষায়ণী, প্রাবৃষা, শূকশিখা, কপিকচ্ছু, স্বয়ং-গুপ্তা, মহর্ষভী, লাকলী, কুণ্ডলী, চণ্ডা, ছরভিগ্রহা, কপি-রোমফলা, গুপ্তা, দুশ্পা, অজড়া, প্রাবৃষেণ্যা, বদরী, শুক, আর্ষভী, শিখী, বরাহিকা, ভীক্ষা, রোমালু, বনশুকরী, কীর্ণরোমা, রোমবল্লী, শূকশিখি, বানরী, কপীকচ্ছু, শুক-পিণ্ডী, কপিপ্রভা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার রস স্বাদু ও উষ্ণবৃদ্ধিকর। ইহাতে বাত, ক্ষয়, পিত্ত, রক্ত ও বিকৃত ব্রণ নষ্ট হয়।

আলখনামী। শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। অলঙ্ক্য দেবতার উপাসক বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে।

আলক্ষি (ত্রি) আলক্ষতে আলক্ষ (সর্কধাতুভ্যাইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। জাতা। যিনি বুঝিতে পারেন। (ত্ৰী) ভীপ্। আলক্ষী। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় আলক্ষী—লক্ষ্মীহীনাকে বলে।

আলক্ষিত (ত্রি) আলক্ষক্ত ইট্। সম্যকজ্ঞাত। চিহ্ন-ধারা জ্ঞাত।

আলক্ষ্য (ত্রি) আলক্ষ্যতে আলক্ষ যৎ। সম্যকজ্ঞেয়। লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাতব্য। (অব্য) ল্যপ্। সম্যক লক্ষ্য করিয়া, সম্যক জানিয়া।

আলখেলা। (আম্রব্য-আলখালক) জামা।

আলগর্দ (পুং) অলগর্দ এব স্বার্থে ইণ্। জলগর্দ।

আলগলতা। লতা বিশেষ। (Cymbidium tessalloides)। এই গাছে ছোট ছোট ফুল হয়।

আলগা। (অলগ শব্দের অপভ্রংশ।) বাধা নষ্ট। ফেলা।

আলগোচ (দেশজ-) স্পর্শ না করিয়া প্রদান বা গ্রহণ।

আলগোচলতা (আকাশবেল)। লতাবিশেষ। (Onosotis reflexa) এই লতা অপর গাছ জড়াইয়া উঠে। যে গাছে জন্মে, প্রায় সে গাছটির ভাল লাগা আলগোচলতার চাকিরা যায়। ইহা দেখিতে তুলু বর্ণ। তারিত্ববর্ণ ও হিমালয় প্রদেশে জন্মে। ইহার ফুলে বেশ গন্ধ আছে।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বরী, হুস্পী, বোঁমবলিকা, আকাশবরী।

বৈদ্যশাস্ত্রিতে ইহার গুণ—মধুর, গ্রাহী, কটু, তিক্ত ও বলকর; ইহাতে শুক্র বৃদ্ধি এবং পিত্ত, স্লেষ্মা ও আমনষ্ট হয়।

পঞ্জাবের কোঁস কোঁস স্থানে ইহাতে রঙ প্রস্তুত হয়।

আলগোজা। তারিত্ববর্ণে পূর্বকালে প্রচলিত ত্বির বস্ত্র বিশেষ। ময়ল বস্ত্রী। (Flageolet.)

আলচাল। সিদ্ধ না করিয়া যে চাল খাম হইতে তানিয়া লওয়া যায়। ২ আতপ চাউল।

আলজি (জি) আল-জ (সর্বাধাতুভা ইন্। উপ্ ৪। ১১৭।) ইতি ইন্। আভাবক। (জী) গোরাধিঙীভ্। আলজিভ।

আলজিহ্বা (জী) আলজিভ (Uvula)।

আলটপ্পা (দেশজ) সহজে। চেষ্টাব্যতীত।

আলতা (অলক্তক শব্দের অপভ্রংশ) লাকারস।

“যদি যদি রাজা পার, আলতা লাগায় তার,
রচয়ে মনের হরবিতে।” চণ্ডীদাস।

[লাক্ষা শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

তুলা লাক্ষারসে ভিজাইয়া পরে শুখাইলে আলতা প্রস্তুত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইহা ‘মহাবর’ নামে প্রচলিত।

আলগুগীন। বুখারার একজন প্রধান সামন্ত এবং খুরাসানের শাসনকর্তা। ইনি একটা ছোট রাজ্য স্থাপন করেন, গজনী তাহার রাজধানী। ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে, ইহার অকালকুরাও লম্পট পুত্র আবু-ইস-হাক শাসনভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তথাকার প্রধান লোকেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলগুগীনের সেনাধ্যক্ষ আবুতগীনকে শাসনভার প্রদান করেন।

আলবলা (হিন্দী) বৃহৎ নলযুক্ত হকা। গুড়মুড়ী।

আলক (জি) আল-ক-ত। সংস্কৃত। সংযুক্ত। স্পষ্ট। হিংসিত।

আলকি (জী) আল-ক-তিন্। স্পর্শ। হিংসা। গোরাধিঙী বা ডীভ্।

আলভন (জী) আলভ-লুট্। হিংসা। স্পর্শ। পকে হয়। আলভন। মর্দন।

আলতনীয়া (জি) আল-ত-অনীয়া। স্পৃহ। হিংস-নীয়া। হয়। আলতনীয়া। মর্দনীয়া।

আলভ্য (জি) আল-ভ (পৌরহরণাৎ। পা ৩। ১। ২৮) ইতি বৎ। স্পৃহ। হিংসা।

(অব) ল্যপ্। স্পর্শ করিয়া। হিংসা করিয়া।

আলদ (পুং) আল-দবি কর্ণনি যন্। আশ্রয়কর। বৈশ-স্পায়নের শিষ্য বিশেষ। [আকনি শব্দ দেখ।] তারে মন্। আশ্রয়ণ। অবলম্বন।

আলদ (জী) আলদ্যতে আল-দবি-কর্ণনি-লুট্। আশ্রয়কর। উক্ত রূপালম্বন নায়কাদি। (“আলদনং নায়কাদিকমালম্ব্য রসোদগমাৎ।” সাহিত্যদর্পণে।) রস বিশেষে আলদন বিশেষ কথিত হইয়াছে। যথা শূদ্র-রসে অননুভূতিগণি পরবিবাহিতা বৈশ্যকে ত্যাগ করিয়া অস্ত্র নায়িকাকে অবলম্বন করিবে। হাস্যরসে বিকৃত আকার, বাক্য, চেষ্টা প্রভৃতি বাহ্য দেখিলে লোকে হাসিতে পারে তাহাই আলদন। করণ রসে, শোচনীয় কার্যই আলদন। রৌদ্ররসে অরিই আলদন। বীররসে বিজ্ঞেতব্যাদিই আলদন। বীভৎস রসে ভয়ঙ্কর মাম্, রক্ত, মেদ আলদন। অদ্ভুতরসে অলৌকিক বস্তু আলদন। শাস্তরসে, অনিত্যবাদি দ্বারা অশেষ বস্তুর যে অসারত্ব বা পরমান্বয়রূপই আলদন। ভয়ানক রসে বাহ্য হইতে ভয় উৎপত্তি হয় তাহাই আলদন।

আলম কবি। একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। প্রথমে ইনি একজন সনাট্য ভ্রাতৃগণ ছিলেন, একজন মুসলমান রমণীর প্রণয়ে মজিয়া মুসলমান ধর্মে নীকিত হন। দিল্লী-সম্রাট অরঙ্গজিবের পুত্র বুআলম শাহের নিকট কর্তৃক করিতেন। ইহার কবিতা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত।

আলমগীর (১ম)। সম্রাট অরঙ্গজিব [অরঙ্গজিব দেখ।]

আলমগীর (২য়)। ইহার নাম আজিজ উকীন্। ইনি সম্রাট জহান্নার শাহের ওরসে অল্প বয়সেই মৃত্যু ১৬৮৮ খৃঃ জয়গ্রহণ করেন। ১৭৫৪ খৃঃ, আকবর শাহকে সিংহাসনচ্যুত ও কয়েদ করিয়া উজীর ইমাদ-উল-মুক পাজী উকীন্ খাঁ কর্তৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি পাঁচ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ঐ উজীর কর্তৃক ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হত হন।

আলমডাঙ্গা। বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত নদীরা জেলার একটা গ্রাম। পাল্লালি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে চাউলের ব্যবসা অধিক।

আলমুনগর। অবাধ্যা প্রদেশস্থ সীতাপুরের একটা নগর। এখন ইহার আর একটা নাম উমুনগর। এখানে প্রায় আট হাজার লোকের বাস।—২ অবাধ্যা প্রদেশস্থ পাহা-বাদের একটা পরগণা। পৌরাণিক সময় এই স্থান কণ্ঠব রাজগণের অধিকারে ছিল। কান্তকুণ্দের অন্তর্গতদের পর

নিকুন্তেরা আসিয়া ইহার চারিশাশ অধিকার করে। অক-
বর পাদশার রাজত্বকালে তাহার বিজোহী হইয়া উঠে;
এই সময় নবাব সাদার জহান কর্তৃক তাহার ভাঙিত হয়।
তাহাদিগের ধন সম্পত্তি সৈয়দদিগের করত হইল।
আলমগীর (১ম; অমরজব) বাদশাহের রাজত্বকালে সৈয়-
দেরা এই স্থানের আলমনগর এই নাম প্রদান করেন।
নবাব আসফ-উদ্দৌলার সময় চইতে নিকুন্তেরা পুনরায় এই
স্থানে বসবাস করিতে পার। ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যা
অনুসারে এখানে ১৮,২৮২ লোকের বাস।

৩ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত ভাগলপুরের একটি গ্রাম।
কৃষ্ণগঞ্জের ৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। এই স্থানে চন্দেল রাজা-
দের রাজত্ব ছিল। স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ
দেখিলে এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জানা যায়। এখন
এখানে রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের বাস।

আলম পট্টে। মাজাজ প্রদেশস্থ চেলপৎ জেলার মধ্যে
একটি গ্রাম। পণ্ডিচেরী ও চেলপৎ নগরের মাঝামাঝি,
সাগরকূলে অবস্থিত। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুজফর জঙ্গ ফরাসীসেনা-
নায়ক হুগ্লেকে এই স্থানটী দান করেন। এইখানে ইংরাজ
ও ফরাসী সৈন্তে অনেকবার যুদ্ধ হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে
ঐ গ্রামের নিকট ভীষণ জলবুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে
সর আয়ার কুট এই স্থান দখল করেন। পূর্বে এখানে
বহু কস্তুরী পাওয়া যাইত।

আলম্পুর। বুনেলখণ্ডের মধ্যে ইন্দোর-রাজ্যের অন্তর্গত
একটি পরগণা। ইহার প্রধাননগর আলম্পুর। লোক
সংখ্যা প্রায় সতের হাজার।

২ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াবারের একটি গ্রাম।

আলমারী (পৰ্তুগীজ অলমেরিও (Almario) শব্দের অপভ্রংশ।
লাটিন *Armorium*.) টানাওয়লা বাক্স। পুস্তকাধার।

আলম্বি (জী) আলম্বত্যাপত্যং ইঞ্। বৈশম্পায়নের
শিষ্য। আলম্বের অপত্য (জী) ভীপ্। আলম্বী। ইঞস্তাৎ।
(গোত্রাদিযুক্তজিয়ার্। পা। ৪। ১। ৯৪) ইতি ফঞ্।
আলম্বায়ম্। আলম্বের যুগপত্য। (জী) ভীপ্। আলম্বায়নী।
ইনি বাজসনেরী বংশান্তর্গত ঋষিবেশেষের মাতা।

আলম্বিত (জি) আ-লবি-ক ইট্। যত। গৃহীত।
পতনাদি নিবারণের জন্ত যাহা ধরা যায়।

আলম্বিন্ (জি) আলম্বতে আ-লবি-গিনি। আশ্রয়ী।
যিনি ধরিয়া থাকেন। (জী) ভীপ্। আলম্বিনী। আল-
ম্বেন বৈশম্পায়নশিষ্যবিশেষের প্রোক্তমধীতে ইনি প্র° বহু।
আলম্বপ্রোক্তগ্রন্থাধ্যায়ী।

আলম্ব (পুং) আ-লত-যঞ্ হুহ্। সংস্পর্শ। আলম্বন।
(জীণাক প্রেক্ষণালম্বদুগ্ধভাৎ পরত চ। যজ্ঞ ২। ১৭৯।)
হিংসন। (আলম্বপিঞ্জবিশরবাভোয়ম্বা অপি। অমরঃ)

আলম্ব্য (জি) আলম্বতে আ-লত-(পোরহণধাৎ। পা
৩। ১। ৯৮) ইতি যঞ্। (আভো যিঃ পা। ৭। ১। ৬৫।)
ইতি হুহ্। হিংস্য। (আলম্বস্ত্য গৌ। সিং কোঃ উক্ত নৃত্যে।)

আলম্ব (পুং) আলম্বতেহম্বিন্ আ-লী-আধারে অচ্।
গৃহ। (গৃহাঃ পুংসি চ ভূমোব নিকাৰ্ধ্যানিলয়ালয়াঃ। অমরঃ)
আধার। ভাবে-অচ্। সংল্লেখ। (অব্য) মৰ্যাদার্থে
অব্যয়ী। লয়পর্য্যন্ত। (বৌদ্ধমতে) অম্বা।

আলম্ববিজ্ঞান (কী) আলম্বঃ লয়পর্য্যন্তব্যাপি-বিজ্ঞানঃ।
কর্মধা। বৌদ্ধমতসিদ্ধ অহম্পাদ বিজ্ঞানবিশেষ। বৌদ্ধদের
মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহবন্ত আর কিছুই নাই।

আলর্ক (কী) অলর্কস্তেনং অণ্। কিন্তু কুকুর-বিষ।
খেপা কুকুরের বিষ।

আলবণ্য (কী) ন লবণং নঞ্তৎ, অলবণস্ত ভাবঃ যঞ্।
লবণরসভিন্নত্ব। নাস্তি লবণং যত্র বহুত্রী তস্ত ভাবঃ তন্ম
বা ন যঞ্। (জী) অলবণতা। আলোণা। (কী)
অলবণত্ব।

আলবাল (কী) অরঃ শীত্ৰং বলতে বর্জিতে তরুরনেন যঞ্।
প্ৰমোদনাদিঃ। যদ্বা আ সমস্তাৎ লবং জললবং আলাতি
গৃহাতি আলব-আ-লা-ক। আলম্বতে তরুসেকাৰ্থং ধত্ততে ইদং
লুঞ্চ্ছদনে আণ্ডপূর্বাধলকাদাল ইত্যপরে। *। বৃক্ষমূলে
জলসেকের নিমিত্ত খনিত ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত জলাধার।
গাছের গোড়া খুড়িয়া যেখানে জল দেওয়া যায়। (শ্রাদ্ধাল-
বালমাবালমাবাপঃ। অমরঃ)

আলস (জি) আলসতি ঈষদ্ ব্যাপ্রিয়তে অচ্। যে কার্য
করিতে চাহে না। অলস। আলসে।

“আলসে অবশ প্রায়,
যুগ লাগে জাধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে।”

চণ্ডীদাস।

*। অলস্যাপত্যং। পা। ৪। ১। ১০৪। নৃত্ত্বহ হরিতাদিঃ
যুনি ফক্। (পুংজী) আলস্যায়ন। আলস্যের যুগপত্য।

আলস্ত্য (কী) ন লসতি-অচ্ নঞ্তৎ অলসঃ তস্য ভাবঃ
ব্যঞ্। বিহিত ক্রিয়াকরণে অহুৎসাহ। যে কার্য
করিতে সক্ষম তাহার কার্য করিবার অনিচ্ছা। *। ন নঞ-
পূর্বাভ্যংপুরুষাচতুরস্রতলবণবটমুখকতরসলসভ্যঃ। ৫। ১।
১২১। চতুরাদি ব্যতীত নঞ পূর্বক তৎপুরুষের উত্তর
ইহার পরোক্ত ভাব প্রত্যয় সকল হয় না অর্থাৎ চতু-

রদির উত্তর হয়। অলস শব্দ চতুরাদির মধ্যে পরিকল্পিত তাক্তর তাঁহার উত্তর পরোক্ত ব্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে।) আলভোহত্য্য অর্প আদি. অচ। আলসায়ুক্ত। (মল্লভূদ-পরিমূলআলস্যঃ শীতকোহলসোহমুঃ। অমর।)

আলা-উদ্দীন খিলজি। (মুলতান)। মুলতান জলাল-উদ্দীন কিরোজ শাহ খিলজির ভ্রাতৃপুত্র এবং জামাতা। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জুলাই, ইনি আলা-উদ্দীন কিরোজকে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান পাদশাহদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে দক্ষিণপথ জয় করিতে বান। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইনি চিতোর জয় করেন। সেই যুদ্ধের সময় চিতোর-রাণী পদ্মিনী অলস্ত চিতানলে আত্মসমর্পণ করেন। ইহার রাজত্বের সময় মুসলমান রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল—মুল্লার প্রাসাদ, মনোহর ভজনা-মন্দির, বিদ্যালয়, নানাগার এবং হুর্দোয় হুর্গনিচয় স্থানে স্থানে নির্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দিল্লীস্থিত কুতুব মসজিদের গোপুর একটা দেখিবার জিনিস। সেই সময় অনেকগুলি বিখ্যাত কবি, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিজ্ঞ লোক বিদ্যমান ছিলেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ ডিসেম্বর তারিখে আলাহ মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু পূর্বর তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র মুলতান সিংহাব উদ্দীন উমর কিছুকালের জন্য পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

আলা-উদ্দীন হসন গঙ্গো বামনী। দক্ষিণপথের প্রথম বামনী-রাজ। প্রথমে তিনি গঙ্গো নামক একজন ব্রাহ্মণের নিকট চাকরী করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ গণনা করাই ব্যবসা ছিল। একদিন তিনি আলা-উদ্দীনের জন্যকোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, আলা ভবিষ্যতে একজন বড় লোক হইবে—রাজপদপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আলা বলিলেন যে, যদি তিনি রাজা হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হইল না। দৌলতাবাদের শাসনকর্তা প্রভৃতি বিদ্রোহী হইলেন। হসন গিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহার হসনকে আপনাদের অধিনেতাক্রমে বরণ করিলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট মাসে কুলবর্গ নগরে হসন ‘আলা-উদ্দীন হসন গঙ্গো বামনী’ এই নাম গ্রহণপূর্বক রাজমুকুট পরিধান করিলেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের অন্তিমকালে তিনি দিল্লীর অধিকারভুক্ত অনেকগুলি দক্ষিণ প্রদেশ জয় করেন। ১০ বৎসর ১০ মাস ৭ দিন রাজত্বের পর ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলা-উদ্দীন মসুদ। দিল্লীর একজন মুলতান। মুলতান

ককন-উদ্দীন কিরোজের পুত্র এবং শামস উদ্দীন আলতামি-সের পৌত্র। বহুম শাহের বিনাশের পর ১২৪২ খৃষ্টাব্দে যে মাসে মসুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর রাজত্বের পর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে মসুদের মৃত্যু হয়।

আলাক্ত (জি) বিবাক্ত। (যণা, ঋষেদে ৬। ৭৫। ১৫। আলাক্তা বা কক্ষশীক্যথো যস্য। অয়োমুখঃ। ১। আলাক্তা আলেন বিবেণাক্তা। ইতি সায়ন।)

আলাত (ক্লী) অলাতমেব স্বার্থে অণ্। অলাতি। অলার। আলাতুনি (গ্রাম্য) কোন কাজে আঁট না থাকা। আলাৎ পালাৎ (দেশ্য) অকথ্যকথন। অবোগ্য বলা। এলোমেলো বকা।

আলাদা (আরব্য) স্বতন্ত্রভাবে। ভিন্ন ভাবে।

আলাধ (আলগর্দের অপভ্রংশ) কক্ষ সর্প। বিষধর নাগ-বিশেষ। (Cobuber Naga)

আলাধ-ফেণা। লতা বিশেষ। কেহ কেহ ফেণীমাংস বলে। (Opuntia Dillenii.) এই গাছ রাজপুতানা ও মাজাজ প্রদেশে বিস্তর জন্মে। ইহার ফলকে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই গাছের গায়ে একপ্রকার ক্রিমি কীট দেখা যায়।

আলান (ক্লী) আলীরতেহয় আলী-আধারে লুট। গজ-বন্ধনস্তম্ভ। করণে লুট। বন্ধনরজু। ভাবে লুট। বন্ধন। (আলানঃ করিণাং বন্ধস্তম্ভে রজৌ চ ন দ্বিয়াং। মেদিনী।)

আলানিক (জি) আলানমেব স্বার্থে (বিনয়াদিত্যর্ক। পা ৫। ৪। ৩৪) ইতি ঠক্। আলান। (“সোচ্চুং ন তৎপূর্ব-মবর্ণমীশে আলানিকং স্বাণ্মিব বিপেত্রঃ।” রঘু ১৪। ৩৮।) আলানং বন্ধনং প্রয়োজনমস্যাতি ঠক্। গজবন্ধনের কাঠাদি।

আলাপ (পুং) আ-লপ-ভাবে ঘঞ্। কথন। পরস্পরকথন। (আলাপ ইব ক্রয়তে। শক্.) ভাবে ঘঞ্। (আপুচ্ছালাপঃ সম্ভাঃ। হেম ২। ১৮৮।) স্বরসাধনাক্ষর সা-গ-ম ইত্যাদি। অমুলোম, বিলোম, গমক, মুচ্ছনা, তান, লয়, প্রকৃত সুর অর্থাৎ যে রাগে যে যে সুর যথার্থরূপে আবৃত্তক, এই কয়েকটা সংযোগে রাগাদিকে প্রকৃতরূপে প্রদর্শন করার নাম আলাপ। আলাপ শব্দের অর্থ রাগের সহিত ‘সম্ভাষ’ করা, অর্থাৎ কোন রাগকে যথানির্দিষ্ট স্বরাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করাই আলাপ। ইহাতে তালের বিশেষ সমাবেশের প্রয়োজন করে না। আলাপ কণ্ঠ ও বীণাদি যন্ত্র উভয়েতেই প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু গান বর্ণ সংযোগে হয় বলিয়া কণ্ঠ ভিন্ন যন্ত্রে প্রকাশ করা যায় না, গান ও আলাপে এই প্রভেদ।

“রাগালাপনমানচিত্রঃ প্রেক্ষীতবৎ মতম্।”

ইতি সঙ্কীৰ্ত্তনপৰ্বে।

আলাপন (ক্ৰী) আলপ-নিচ্-ন্যাই। পরস্পর কথন।
বস্তিবাচন।

আলাপূর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বদায়ুনের একটি নগর।
নৈরয় বংশীয় জুলতান আলা-উদ্দৌলার নামানুসারে ইহার
নাম আলাপূর হইয়াছে। এই স্থান বদায়ুন নগর হইতে
১১ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে সারস্বতী
ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা বলেন যে, এই স্থান তাঁহারা আলা-
উদ্দৌলার নিকট হইতে পাইয়াছেন।

আলাপ্য (ত্রি) আলপ্যতে আলপ-ণ্যৎ। কথনীয়।
পিচ্ বৎ। আভাষ্য।

আলাল (দেশজ) পুত্রহীন ধনী। যেমন আলালের
ঘরের জ্বাল,—পুত্রহীন ধনীর ঘরে পুত্র জন্মিলে সে
যেমন আছরে হয়,—আছরে ছেলে।

আলাবু (আলাবু) (ক্ৰী) পূৰ্ণপদঃ দীর্ঘঃ বা উঙ্।
অলাবু। লাউ।

আলাবর্ত (ক্ৰী) আলং পর্য্যাপ্তং আবর্ত্যতে। আল
আ-বৃত-পিচ্ কৰ্ম্মণি অচ্। বস্ত্রনির্ধৃত ব্যজন। কাপড়ের
পাকা। (আলাবর্ত্ত তু বস্ত্রস্ত (ব্যজনং)। হেম ৩।৩৫২।)

আলাস্ত্র (পুং) আলং পর্য্যাপ্তং আস্ত্রং যুগং যস্ত। বহুকী।
কুস্তীর। (নক্রঃ কুস্তীর আলস্ত্রঃ। হেম ৪।৪১৫) (ক্ৰী)
আ-সম্যক্ লাস্ত্রং প্রোদিসং। সম্যক্ নৃত্য।

আলাহাবাদ (ইলাহাবাস্)। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি
বিভাগ। অক্ষা. ২৪°৪৭' ও ২৫°৪৭'১৫" উঃ, এবং দৈর্ঘ্য.
৮১° ১১' ৩০" ও ৮২°২১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা ও
যমুনার সংযোগস্থলে এই প্রদেশ। ইহার ভূমি পরিমাণ
পূর্বপশ্চিমে ৭৪ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি
৬৪ মাইল। এই প্রদেশে গঙ্গা, যমুনা, তোম্স ও বেলন
এই কয়েকটি প্রধান নদী।

এখানে মজুরী, জোয়ার, বজরা ও কার্পাস অধিক
পরিমাণে জন্মে।

ইহার প্রধাননগর আলহাবাদ। উহা প্রয়াগ নামে
হিন্দুসমাজে পরিচিত।

অতি পূর্বকাল হইতে প্রয়াগ হিন্দুর পবিত্র স্থান বলিয়া
প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানকার জল লইয়া গিয়া
প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অভিষেক হইত। রানারণে
(২।১৫।৫।) “গঙ্গা যমুনয়োঃ পুণ্যং সঙ্গমাসক্তং
জলন্” ইত্যাদি বচনের দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া

যায়। রামচন্দ্র বনগমন করিবার সময় এই স্থান হইয়া
যান। তৎকালে এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। [রাম
২।৪৫।২-৫]। ইহার নিকটে শূরবেদপুর—উহার
বর্তমান নাম সিঙ্গরোর,—এইখানে গুরুক আসিয়া
রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। তৎকালে এই লকল স্থান
কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বাদবগণ বহুকাল এইখানে
রাজত্ব করেন।

বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে এখানে অনেক বৌদ্ধাশ্রম ছিল।
খৃষ্টের ২৪০ বৎসর পূর্বে অশোক নৃপতি একটি দৃতিভক্ত
স্থাপন করেন, তাহা আলাহাবাদের দুর্গ মধ্য হইতে পাওয়া
গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারাদেশ
ঘোষিত হইয়াছে। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত
এই স্থান আক্রমণ করেন। ৪১৪ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক
ফা-হিয়ান্ এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন, সে সময়েও
আলাহাবাদ কোশল রাজ্যভুক্ত ছিল। হিয়েন্‌ত্সিয়াং
আসিয়া এখানে অশোকরাজকৃত তিনটি স্তূপ দেখিয়া যান।
ক্রমে ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ হীনবল হইয়া পড়িলে, হিন্দুরা
এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল ধ্বংস করেন। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে
শাহাব-উদ্দীন দৌরী ভারত আক্রমণ করিতে আসিলে,
আলাহাবাদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে
বাবর পাঠানদের নিকট হইতে এই প্রদেশ কাড়িয়া লন।
তৎপোত্র সম্রাট অকবর ‘ইলাহাবাস্’ (বর্তমান আলহাবাদ)
এই নাম প্রদান করেন। অকবরের জীবদ্দশায় তৎপুত্র
সলিম এইখানে আপনার বাসস্থান মনোনীত করেন।
তৎকালে দিল্লী ও আগরার মুসলমানেরা এই স্থানকে ফকীর-
বাদ বলিত। বুন্দেলা ও মার্বাটাদিগের আক্রমণের সময়, এই
স্থান কখন মুসলমানদের, কখন বা মার্বাটাদিগের অধিকৃত
হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময় আলহাবাদে কিছু দিন রাজধানী
ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব তাঁহার দেয় অর্থের
পরিবর্তে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে আলহাবাদ ছাড়িয়া দেন।
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানেও সিপাহীবিদ্রোহ হয়; সেনাপতি
হেবলক্ বিদ্রোহীর হস্ত হইতে আলহাবাদ রক্ষা করেন।
আলাহাবাদের অক্ষয়বট সর্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ—
এই অক্ষয়বট সত্যযুগ হইতে এখানে আছে। পুরাণাদিতেও
এই অক্ষয়বটের উল্লেখ পাওয়া যায়, চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-
ত্সিয়াং এই অক্ষয়বট দেখিয়া যান; মুসলমান ইতিহাসেও
ইহার প্রসঙ্গ আছে। এখন আলহাবাদের কেবল মধ্য
অক্ষয়বট আছে,—নানা স্থানের বাজীরা এই অক্ষয়বট
দেখিতে আলহাবাদে আসে। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থান

হিন্দু মাত্রেয় পরম পবিত্র তীর্থ, এখানে মৃতক মৃতদেহ ও মৃত্যু করিলে পুনর্জন্ম হয় না। তাই কথার বলে—

“প্রয়াগেতে মৃত্তিমে মাথা।

ম’রগে পানী যেথা সেথা ॥”

এখন আলাহাবাদে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, রাজপুত, বেগিরা, আহীর, চামার, কাছী, কুম্বী, মল্লা, কায়স্থ প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এখানে অনেকগুলি সুরম্য হর্থ ও প্রধান বিচারালয়াদি আছে। তন্মধ্যে ‘জমা মসজিদ’ নামক মুসলমানদের ভজনালয় সর্বাঙ্গ প্রসিদ্ধ। আলাহাবাদের ‘চালীস সতুন’ অর্থাৎ ৪০ স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহে মোগল সম্রাটেরা আসিয়া বাস করিতেন।

আলাহিয়া [আলো দেখ।]

আলি (পুং) আ-অল পর্য্যাপ্তৌ (সর্কধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭।) ইতি ইন্। বৃশ্চিক। ভ্রমর। (ত্রী) ভীপ্। তজ্জাতি ত্রী। অল্ ভূষণে ণিচ্ ইন্। বয়স্তা। সখী।

ভীপ্। আলী। সখী। (আলী সখী বয়স্তা চ। অমর।)

আলয়তি বায়রতি জলং আ-অল-ইন্। বা ভীপ্। অন্নকালস্থায়ি ক্ষেত্রস্থ জলের নিবারক সেতু। আটিল। আ-অল পর্য্যাপ্তৌ ইন্। বা ভীপ্। সম্ভতি। শ্রেণী। (বীথ্যালিরাবলিঃ পংক্তিঃ শ্রেণী। অমর) রেখা। সংখ্যা। শুদ্ধান্তঃকরণ। অনর্থ। (আলিঃ পংক্তৌ চ সংখ্যারঃ সেতৌ চ পরিকীর্তিতঃ ॥ বিশ্ব।)

আলিগব্য (পুং ত্রী) অলিগোরপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫।) ইতি যঞ্। অলিগু মূনির কন্যা বা পুত্ররূপ অপত্য। দ্বিরাং যঞ্স্তবাং (প্রোচাং কৃত্তিকিতঃ। পা ৪। ১। ১৭) ইতি কঃ ষিৎবাং ভীপ্। আলিগব্যায়নী।

আলিঙ্গন (ক্লী) আ-লিগি-ল্যুট্। আল্লষণ। একজনের অঙ্গের সহিত অপরের অঙ্গ সংযোগ। কোলাকুলী। ১ আমোদালিঙ্গন। ২ সুদিতালিঙ্গন। ৩ প্রেমালিঙ্গন। ৪ মদনালিঙ্গন। ৫ মানসালিঙ্গন। ৬ ক্রচ্যালিঙ্গন। ৭ বিনোদালিঙ্গন। আলিঙ্গন এই সাত প্রকার।

আলিঙ্গিত (ত্রি) আ-লিগি কশ্মণি-ক্ত ইট্। আল্লিষ্ট। (পুং) তত্ত্বসারোক্ত বিংশতি অক্ষর অবধি ত্রিংশৎ অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র-বিশেষ।

আলিঙ্গিন্ (ত্রি) আলিঙ্গতি আ-লিগি—গিনি। আলি-জন-কর্তা। (ত্রী) ভীপ্। আলিঙ্গিনী।

আলিঙ্গ্য (ত্রি) আলিঙ্গ্যতে আ-লিগি—কশ্মণি গ্যৎ। আলিঙ্গনীয়। আলিঙ্গনের যোগ্য। (পুং) বাদনীর বৃদ্ধ-বিশেষ। বাদোল। (অক্যালিঙ্গ্যোর্ধ্বকাজরঃ। অমর ১। ৭। ৫।) আ-লিগি-ল্যপ্। (অব্য) আলিঙ্গন করিয়া।

আলিঙ্গ্যয়ন (পুং) আলিঙ্গত বৃদ্ধকতেহত্যায়নঃ বজ্র বহত্রী। গ্রামবিশেষ। তত্তা-দূরতবং নগরং অন্ বরণাদি। তত্ত সুপ্। সেই গ্রামের অদূর তব নগর। (মুণিবৃদ্ধব্যাক্তি বচনে। পা ১। ২। ৫১। মুণি প্রকৃতিবলিন-বচনে জঃ।)

আলিঞ্জর (পুং) অলিঞ্জর এব স্বার্থে অণ্। মুখ্যমুহৎ পাত্ৰ। জালা।

আলিন্দ (পুং) অলিন্দ এব স্বার্থে অণ্। বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠ। গৃহের সমুখস্থ হাটিন। (প্রোপপ্রোণালিন্দা-বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে। অমর ২। ২। ১২।) গৃহাত্যন্তর। গৃহের একদেশ। স্বার্থে কন্। আলিন্দক। ঐ অর্থ।

আলিপ (ত্রি) আ-লিপ-ক। আলেপনকারী। যিনি স্তম্ভের লেপন করেন।

আলিপ্ত (ত্রি) আ-লিপ-ক্ত। কৃতালেপন। বাহার লেপন করা হইয়াছে।

আলিপনা (আলিম্পন শব্দের অপভ্রংশ, ত্রজবলীতে আলি-পন ব্যবহৃত হয়।) আল্পনা। গিটুলি দিয়া দেবস্থান লেপন বা চিত্রকরণ।

“আলিপন দেয়ব মোতিম হার।

মঙ্গল কলস করব কুচতার ॥”

বিদ্যাপতি।

আলিম্পন (ক্লী) আ-লিপ-ল্যুট্ পূর্বোদ্রাদিবাৎ হ্রস্ব। গিটুলি দ্বারা আলিপনা দেওয়া।

আলিস্পাইস্ (Allspice)। বৃক্ষবিশেষ। (Pimenta vulgaris) এই গাছ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার পাতা সবুজ ও মুকুল সাদা সাদা হয়। যখন গাছে মুকুল ধরে তখন প্রকৃতির শোভাই বা কত। সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়,—প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক কলি সুগন্ধি প্রদান করে। এই গাছে এক রকম ফল হয়, তাহাতে দালচিনি, জায়ফল ও লবঙ্গের গন্ধ পাওয়া যায়। ইহার পাতা চোয়াইয়া সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কখন কখন লবঙ্গতৈল নামে বাজারে চলিয়া যায়। ব্যবসায়ীরা অণক ফল ছিড়িয়া রোজে শুকাইয়া লয়, তাহাই ব্যবহারে লাগে।

আলিসা (চলিত) কার্দিস। ইষ্টতালয়ের নিকাল।

আলী [আলি দেখ।] মৎস্য বিশেষ। বঙ্গদেশ ও উড়ি-ষায় এই মাছ পাওয়া যায়।

আলী। মুসলমানধর্মপ্রচারক মুহম্মদের আদাত। আব-তালিবের পুত্র। মুসলমানেরা বলেন, আলীই সর্বাঙ্গে মুহম্মদী ধর্মে দীক্ষিত হন। মুহম্মদ নিজের বলিতেন, ‘আমি

জানের ভাণ্ডার, আলী ইহার দ্বার। আমি আলীর নিমিত্ত, আলীও আমার নিমিত্ত।' মূল কথা, মুহম্মদ আলীকে বড় ভালবাসিতেন। মুহম্মদের কস্তা ফাতিমার সঙ্গে আলীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে এসিদ্ধ হসন ও হুসেনের জন্ম। ফাতিমার মৃত্যু হইলে আলী আরও কতকগুলি বিবাহ করেন; ঐ সমস্ত স্ত্রী হইতে তাহার ১৮ পুত্র এবং ১৮ কস্তা জন্মে। মুহম্মদের মৃত্যুর পর আলী স্বত্ত্বের পদলাভে যত্ববান হন, কিন্তু ওসমান ও ওমার কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার তিনি আরবে চলিয়া আসেন। এইখানে তৎকথিত কোরাণের সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইল। ৩য় খলিফা ওসমানের মৃত্যু হইলে আরব ও মিশরের লোকেরা তাঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিলেন (খৃষ্টাব্দ ৬৫৫)। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি স্ব ইচ্ছায় এই পদত্যাগ করেন, তৎপরিবর্তে মোমাবিয়া নামক নগরে খলিফা হইলেন। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে (১৭ই রমজান) আলী মসজিদে বসিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের দেবতাকে ডাকিতেছেন, প্রেমাক্রমে হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটা গুরুতর আঘাত হইল। তাঁহার মৃত্যু নয়ন আর নিম্নীলিত হইল না; মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাশায়ী হইলেন। আবদুর রহমান ইবনু মুলজিম স্বকর্তব্য সাধন করিয়া পলায়ন করিলেন। এই ঘটনার চারি দিন পরে আলীর প্রাণবায়ু অসার দেহ ফেলিয়া চলিয়া গেল। মুসলমানদিগের প্রথম ইমামের জীবন এইরূপে শেষ হইল।

আলী একজন বিদ্বান লোক ছিলেন। আরব্য ভাষায় তিনি কবিতাখানি ধর্মগ্রন্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। (তাঁহার জন্ম ৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ৬৬১ খৃষ্টাব্দে।)

আলী আদিলশাহ। ইব্রাহিম আদিল শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ১৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বিজয়পুরের অধীশ্বর হন। ইনি অতিশয় কামপরবশ ছিলেন। কুপ্রভুতি চরিতার্থ করিবার জন্য মুন্সীর খোজা দাস সকল নিযুক্ত করিতেন। একজন মুন্সী যুবা (খোজা দাসের) প্রতি কুঅভিলাষ সিদ্ধ করিতে গিয়া তৎকর্তৃক নিহত হন। (খৃঃ অঃ ১৫৮৯, ১২ই এপ্রেল।) বিজয়পুরে আলী আদিলশাহের সমাধি-মসজিদ আছে, লোকে তাহাকে রোজা আলী বলে।

আলী আদিলশাহ (২য়)। বিজয়পুরের রাজা। মুহম্মদ আদিলশাহের পুত্র। ইনি শৈশবাবস্থায় রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় মহারাষ্ট্র অধিনায়ক শিবজী প্রবল হইয়া উঠিলেন।

বিজয়পুরের চারি দিকে অশান্তি ও গোলযোগ। আলী বিজয়পুরের সেনাপতি আফ্জল খাঁকে গুপ্ত ভাবে বিনাশ করেন। অতিকষ্টে এগার বার বৎসর রাজত্বের পর, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

আলীচ (জি) আলিহ-জু। আবাদিত। ক্ষত। (ক্লী) দক্ষিণ চরণখানি অগ্রসর এবং বামচরণখানি পশ্চাতে কিছু বাকাইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ধনুর্কারীদের স্থিতি বিশেষ। অগ্নিপুরণে লিখিত আছে—বামপাদখানি ভূমভাবে পশ্চাতে রাখিয়া, দক্ষিণ জাহু ও উরু নিশ্চল ভাবে রাখার নাম আলীচ। স্বার্থে কনু। আলীচক। ঐ অর্থ। (জি)। শুভ্রাদিত্যচ। পা। ৪। ১। ১২৩। ইতি চক আলীচের। আলীচ ভব। (ক্লী) সংজ্ঞাঃ কনু। আলীচক। স্থলে বৎসদের ক্রীড়া বিশেষ।

আলীন (জি) আলী-কর্তৃক-কৃত ও দিব্যং উক্ত ন। আলিষ্ট। ভাবে ক্ত (ক্লী) সংশ্লেষ। আলিনন করা। তত্র সাধু অণু। রজ নামক ধাতু বিশেষ (রাং)। রজধাতু অন্য সকল ধাতুর সহিতই সংশ্লিষ্ট হয় বলিয়া তাহার নাম আলীন হইয়াছে। সংজ্ঞাঃ কনু। (রজ, কস্তুরমালীনকসিংহলে অপি। হেম ৪। ১০৮।)

আলী বহাদুর। বান্দ্রদেশের একজন নবাব। শমশের বহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মাহাটানারক বাজীরাও পেশওয়ার পোজ। ইনি নানাকর্ণবীশের নিকট হইতে বুদ্ধেল খণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হন; তাহাতে ভক্তসিংহের প্রতিপালক নানা-অর্জুন আপত্তি ও বাধা দেওয়ার আলী ভক্তসিংহকে বন্দী করেন এবং পান্নারাজ ও ভক্তসিংহের অধিকার ভুক্ত বান্দ্রাজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করেন। প্রায় ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আলী বহাদুরের মৃত্যু হয়।

আলীবর্দী খাঁ (মহবৎ জজ)। বাজালার নবাব। মীর্জা মুহম্মদের পুত্র। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মাতামহ। আলীবর্দীর সাবেক নাম মুহম্মদ আলী। তাঁহার পিতা একজন তুর্কী ছিলেন, তিনি রাজপুত্র আজম শাহের নিকট চাকুরী করিতেন। তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে তিনি দিল্লী হইতে কটকে আগমন করেন। সেখানে মুর্শিদ-কুলী খাঁর জামাতা সুলতা উদ্দীন আলীবর্দীর পিতাকে যথেষ্ট খাতির মর্যাদা করিলেন এবং তৎপুত্রকে রাজমহলের কোজদারী দিলেন। তিনিই যত্ন করিয়া দিল্লীর বাদশার নিকট হইতে মুহম্মদ আলীর জন্য আলীবর্দী খাঁ এই উপাধি চাহিয়া আনা হইলেন। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী কটকের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত

হইলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্তা কোন অপরাধে পদচ্যুত হইলে শাসন-সমিতির অনুরোধে আলীবর্দী সেই পদ পাইলেন। নব সম্মানে সম্মানিত হইয়া তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য সহ পাটনায় উপস্থিত হইলেন। তখন পাটনায় বড় বিলাট উপস্থিত। বজরা নামক এক দল দস্যু শস্যক্ষেত্রে ভাণ্ড করিয়া নগরে প্রবেশ করে, তাহারা লুট-পাট আরম্ভ করিয়া নগরের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এমন কি তাহারা তথাকার সরকারী খাজানা আদায়ের টাকা অবধি লুট করে। আলীবর্দী এই দৃষ্ট দল এবং কতকগুলি দুর্দান্ত জমিদারকে দমন করিবার জন্য কতকগুলি আফগান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, আবছল করীম খাঁ তাঁহাদের অধ্যক্ষ হইলেন; অনেক আয়াসের পর দস্যুদল ও জমিদারেরা শাসিত হইল। আলীবর্দী তাহাদের সঞ্চিত ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রণদক্ষতা ও সূচত্বর বুদ্ধির গুণে দিল্লীসম্রাট তাঁহাকে 'মহবৎজঙ্গ' এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

যাহারা বড় চতুর, তাহারা প্রায় অধিক সন্দিগ্ধ হয়। এই সন্দেহের ফাঁদে পড়িয়া তিনি আপন প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল করীম খাঁকে হত্যা করিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মুহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী আইজাক্ খাঁ তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত বৎসরে আলীবর্দী নবাব সরকারাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে সরকারাজের মৃত্যু হয়। আলীবর্দী সরকারাজের সঞ্চিত বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সম্রাট মুহম্মদ শাহ ও দিল্লীর প্রধান উজীরকে সম্ভট রাখিবার জন্য সর্বসমেত ১ কোর ৭০ লক্ষ টাকা নজরাণা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন, এই সময় সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার, সাত হাজার সৈন্যের নায়ক এবং স্কা উল্-মুলক ও হিসাম-উদ্দৌলা এই কয়েকটি উপাধি প্রদান করেন।

মালুকের মন সকল সময়ে সমান থাকেনা। আলীবর্দী সম্রাটের বিঘনজরে পড়িলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মুরাদ খাঁকে সরকারাজের সমস্ত ধনরত্নাদি এবং দুই বৎসরের আয় আদায় করিতে বাজালায় পাঠাইলেন। কিন্তু আলীবর্দী কোশল করিয়া মুরাদকে রাজমহলে রাখিয়া কয়েক লক্ষ লগন টাকা লইয়া মুরাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি উড়িষ্যার শাসনকর্তা মুরাদ-কুলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মুরাদ-কুলী পরাজিত হইলেন এবং জামাতার সহিত বালেশ্বরে পলাইয়া গেলেন। আলীবর্দী আপন প্রাক্তন সৈন্য আক্রমণে

উড়িষ্যার শাসনভার দিয়া মুরাদাবাদে চলিয়া আসেন। কিছুদিন পরে সৈয়দের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা সৈয়দকে কয়েদ করিয়া বুকর খাঁকে শাসন ভার দিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র আলীবর্দী সৈন্তে মহানদী তীরে উপস্থিত হইলেন, তথায় বুকর খাঁকে পরাস্ত করিয়া মুহম্মদ মামুদ খাঁকে শাসনভার দিয়া আসিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভৌশলা বঙ্গের চতুর্থাংশ কর আদায়ের জন্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে সৈন্তে বাজালায় প্রেরণ করেন।

বর্দ্ধমানে মার্হাট্টাদের সহিত যুদ্ধ হয়। মার্হাট্টারা প্রস্তাব করে যদি তাহারা দশ লক্ষ টাকা পায়, তাহা হইলে তাহারা চলিয়া যায়। আলীবর্দী প্রথমে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু লোভীর আকাঙ্ক্ষা শীঘ্র মেটে না, অর্থলোলুপ মার্হাট্টাগণ পুনরায় কোর টাকা চাহিয়া বসিল। অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া আলীবর্দী টাকা দিতে অসম্মত হইলেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্তগণ হঠাৎ জগৎশেঠের ধনাগার লুট করেন এবং হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, রাজসাহী, রাজমহল, মেদিনীপুর ও বালেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই সময়ে আলীবর্দী কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগকে কলিকাতার চারিদিকে নালা খনন করিতে আদেশ দেন। ঐ নালা এক্ষণে মার্হাট্টা ডিচ্ নামে অভিহিত। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভৌশলা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সময় পেশোরা বলাজী রাও সম্রাটের প্রাপ্তব্য ১১ লক্ষ টাকা আদায় করিবার জন্ত আলীবর্দীর নিকট আগমন করেন। পেশোরার সহিত রঘুজীর বরাবর শত্রুতা। এখন সময় পাইয়া তিনি আলীবর্দীর সহিত মিলিত হন এবং রঘুজীকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে, ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় আলীবর্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু আলীবর্দীর যুদ্ধ কোশলে পরাস্ত হইয়া ভাস্কর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে, আলীবর্দীর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। আলীবর্দীর আদেশে তথাকার শাসনকর্তা কর্তৃক পরাজিত হইয়া মুস্তাফা চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভৌশলা পুনরায় আলীবর্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু বিহার ও কাটোয়ার যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। এই বৎসর আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলার মহাসমারোহে বিবাহ হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী মীরজাকর খাঁকে কটকের মার্হাট্টাদিগকে আক্রমণ করিতে পাঠান।

এই সময়ে সাম্বেসের খাঁ বিহারের শাসনকর্তা। তিনি

জৈন-উদ্ধীনকে হত্যা করেন এবং আলীর ভ্রাতা হাজী আমেদ ও তাহার কন্যাকে বন্দী করিয়া বিহার অধিকার করেন। এই বিজোহীকে দমন করিতে আলীবর্দী স্বয়ং সৈন্যে বিহার যাত্রা করিলেন, পথে ভাগলপুরে তাহার সহিত মার্হাটাদিগের একটা যুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময় জামোজী ও মীরহাবের ৪০,০০০ অধারোহী সৈন্য লইয়া বিজোহীদের সঙ্গে যোগ দিবার চেষ্টা করেন। সূচতুর ও বিচক্ষণ আলীবর্দীর রণ নৈপুণ্যে তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সরদার খাঁ নামে বিজোহীদের একজন অধিনায়ক রণভূমিতে শয়ন করিলেন, সামসের খাঁ একজন সৈন্য কর্তৃক বমালয়ে যাত্রা করিলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী মার্হাটাদিগকে কটক হইতে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহারা পুনরায় ঐ প্রদেশ দখল করিয়া লয়। এই মার্হাটীগণ বঙ্গবাসীর নিকট বর্গী নামে বিখ্যাত। এই বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের উপদ্রব এতদূর বাড়িয়াছিল যে, অন্তঃপুরের রমণীগণ পর্যন্ত পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার কালে বলিতেন—

“ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।

চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে ॥”

বর্গীদের হাঙ্গামা হইতে প্রজাদের নিরাপদ করিবার জন্ত আলীবর্দী তাহাদিগকে কটকপ্রদেশ ও বাঙ্গালার চতুর্থাংশ করস্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে বর্গীর উৎপাত হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল। আলীবর্দী উভয় প্রজাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব দেশে আনিয়া গৃহাদি পুনরায়নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন, ভূমিতে বাহাতে প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হয় ও প্রজারা সুখে থাকে, তাহাষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ১৬ বৎসর রাজত্বের পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রেল নবাব আলীবর্দী ৮০ বৎসর বয়সে উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আলীবর্দী জ্ঞানী ও কার্যকুশল ছিলেন। তিনি বাংলা-কালাবধি কখনও বুখা অলস-আমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি প্রাতঃকাল হইবার দুইঘণ্টা পূর্বে শয্যা হইতে গাত্ৰো-থান করিতেন এবং জৈশ্বের ভজনাদি কার্য সারিয়া প্রাতে রাজকার্য্য পর্যালোচনারাজসভায় যাইতেন। তিনি পদ্য ও ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। শুনা যায়, তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নজরাণা স্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান, কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা দিতে না পারায় তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। পরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বৈবাহিক বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম ও বিবরণস্বকীর মানা-বিষয়ে সর্বদাই আলাপ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় প্রতি রজনীর প্রথম ভাগে নবাবের সমীপে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উদ্ভাব্য মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। নবাব ইহাতে বড় আমোদিত হইতেন।

দোষের মধ্যে আলীবর্দী কিছু অর্থপ্রয়াসী ছিলেন, তাহা বলিয়া তিনি প্রজাদের সর্বনাশ করিয়া অর্থোপার্জননের চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি তদীয় উত্তরাধিকারী সিরাজ উদৌলকে কয়েকটা কথা বলিয়া বান,— “সিরাজ! বিদেশীর লোককে বিশ্বাস করিও না। বিদেশীদের যেন এদেশে বলবান হইতে না পারে। তাহারা যেন এদেশে কোনপ্রকার দুর্গাদি নির্মাণ করিতে না পারে। সাবধান!”

আলু (পুং) পেচক। ২ কাশালু। (জী) আ-লা-ডু। গলস্তিকা। ঘটাবারী। (ক্লী) আ-লু-ডু। ভেলক। ভেলা।

(আলুর্গলস্তিকায়ঃ জী ক্লীবাং মূলে চ ভেলকে। মেদিনী।)

আলু। বৃক্ষবিশেষ। (Solanum tuberosum)। এই গাছ হইতে যে মূল্যকার কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা বিলাতী আলু বলি। এদেশে পূর্বে আলু ছিল না, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রথমে এদেশে আলু আনীত হয়, এজন্য ইহার নাম বিলাতী আলু হইয়াছে।

আলু সর্বপ্রথমে দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। সর্ ওরাল-টার র্যালো কেরালিনা হইতে আরলণ্ডে লইয়া বান। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তথায় সর্বপ্রথম আলু জন্মাইতে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ফ্রান্সের লোকেরা কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া প্রথমে আলু চাস করিত না, তখন তাহারা ভাবিত, আলুর সহিত বিষগাছ জন্মে। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে নিবাসী টমাস প্রেন্টিস্ নামক এক ব্যক্তি প্রথম আলুর চাস করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে আলু ইউরোপ, আফ্রিকা, আসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার চলিত হইয়া পড়ে।

এদেশে আলু রোপণ করিতে হইলে ছোট ছোট আলু দেখিয়া পর বৎসরের বীজের জন্য বাছিয়া রাখা। কিন্তু ইংলণ্ডে বড় বড় আলুই বীজের জন্য রক্ষিত হয়। রোপণ করিবার কালে সুপক আলু খণ্ড খণ্ড করিতে হয়, প্রত্যেকটা যেন এক বা ততোধিক চক্ষু সংযুক্ত থাকে। উহা পুঁতিলে চারি হয়। ক্ষেত্র অনাবৃত ও জল নির্গমনের উপায় থাকিলে সহজেই ভাল আলু উৎপন্ন হয়।

এখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে আলুর চাষ হইতেছে। এখন আলু বঙ্গবাসীর একটা প্রধান খাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আলুই। ঔষধ বিশেষ। কাল্পনিকের পাতা, জোরান, রাঁধুনি, বড় এলাচীর খোসা, পোড়া লবঙ্গ, বেলফুলের কুড়ি, একত্রে মিলাইয়া রোজে শুকাইতে হয়। শুকাইলে তাহাকে আলুই বলে। ইহা দ্রুতপোষা শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সচরাচর এই তিক্ত দ্রব্য ৪ দিন কিম্বা ৮ দিন অন্তর খাওয়ান হইয়া থাকে। ছেলেদের পেটের অস্বস্তি হইলে স্তনদুগ্ধে অথবা গরুর দুগ্ধে মাড়িয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়।

আলুক (রুী) আলু স্বার্থে কনু। কন্দবিশেষ। এলবালু। ইহা বিলাতী বা গোলআলু হইতে ভিন্ন। বৈদ্যশাস্ত্রে এই কয়েকপ্রকার আলু উক্ত হইয়াছে—কাঠালু, শঙ্খালু, হস্তালু, পিণ্ডালু, মধ্যালু ও রক্তালু। ইহার সংস্কৃত পর্যায় আক্ক, সায়ক, আলুক।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—শীতল, বিষ্টভী, মধুর, শুষ্ক, বৃদ্ধ ও মলরোধক, কৃষ্ণ, হৃদয়, রক্তপিত্তনাশক, কফ ও বাতকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্ট, দুগ্ধের হিতকর এবং পাকে রুচিকর। (পুং) কাসালু। ২ শেবনাং। (শেবো নাগা-ধিপোহনস্তো হিমহস্তাক আলুকঃ। হেম ৪। ৩৭৩)

আলুঞ্চন (রুী) আ-লুচি-লুটি। উৎপাটন। উপড়ান। কেশ-দির বন্ধন না করা। এলো করিয়া রাখা।

আলুঞ্চিত (জি) আ-লুচি-ক্ত। উৎপাটিত। ধোলা। বন্ধনযুক্ত।

আলুণ্টন (রুী) আ-লুটি-লুটি। বলহেতু অপহরণ। লুট করা।

আলুণি (অলবণ শব্দের অপভ্রংশ) লবণহীন।

আলুফা (আরব্য) জীবিকানির্ব্বাহের ধন।

আলুবোখারা। বৃক্ষবিশেষ। (Prunus Communis)।

এই গাছ প্রথমে বোখারা হইতে আনীত হয়। এক্ষণে কুমায়ুন ও গজনীতে ইহার চাষ হইতেছে। ইহার ফল অন্ন ও স্বাদু। ইহার শুষ্ক ফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ ও মলনিঃসারক। ইহাতে অরুচি, উদরাময়, অতিসার, ক্রিমি, আমরক্ত ও আমাশয় নিবারণ হয়।

আলুবা আলুবা (গ্রাম্য) এলোমেলো।

আলুল (জি) আ-লুল-ক। উন্মুক্ত। চঞ্চলীভূত। ভূশারি কণ্ডু (রুী) আলুলারিত। অসংযত। এলো।

আলু (পুং) আলুনাতি আ-লু-কিপ্। আলুপ্। স্বার্থে কনু। আলুক।

আলুন (জি) আ-লু-ক্ত ভক্ত ন। জবছিন্ন। অন্নছিন্ন। লম্বাক্ষ হিন্ন।

আলেক্সান্দার। (আলেকজান্দার)। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর। সিকন্দর নামে মুসলমান-সমাজে বিখ্যাত।

(মাকিডনরাজ ফিলিপের ঔরসে ও ওলিম্পিয়ার গর্ভে এই মহাবীরের জন্ম।)

বীরবর ফিলিপ ওলিম্পিক রণজীড়ার জরলাভ করিয়াছেন। তদীয় সেনাপতি পার্থেণিও ইলিরীয় যুদ্ধ জয় করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া মন্তক অবনত করিলেন;—অকস্মাৎ এফিসস নগরের ডায়োনা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ হইল। এমন সময় মাকিডনরাজ শুনিলেন, তাঁহার একটা পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ফিলিপ আসিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন; দৈবজ্ঞেরা বলিল, এই পুত্র পৃথিবীর রাজা হইবে। ফিলিপ কুমারের নাম আলেক্সান্দার রাখিলেন।

আলেক্সান্দার শৈশবাবস্থা অতিবাহিত করিলেন। প্রথমে লিওনিডাস নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৩ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়, ফিলিপ প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলকে পুত্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। আরিষ্টটলের সুশিক্ষাও আলেক্সান্দারের মনোবৃত্তি বিকসিত হইল। এই শিক্ষার ফলে তিনি ভবিষ্যতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় আরিষ্টটল রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, আলেক্সান্দারকে শিক্ষা দেওয়াই এই গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আলেক্সান্দারের ভাগ্যে যেমন শিক্ষক মিলিয়াছিল, ইউরোপীয় কোন রাজার ভাগ্যে তেমনটা মিলে নাই।

পঠদশায় আলেক্সান্দারের হস্তে সর্সুদাই ইলিড থাকিত। তিনি আকিলেশের বীরকাহিনী শ্রবণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখন আকিলেশের বীরত্ব তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইত, তখন তিনি বীরমদে মত্ত হইয়া উঠিতেন;—তাঁহার তরবারী বন্ বন্ করিয়া উঠিত। লোকে বলিত, তিনিই পূর্বে আকিলেশ ছিলেন। বস্তুতঃ ট্রয়বীর আকিলেশের বংশে আলেক্সান্দারের যাতা জন্মগ্রহণ করেন।

বীরত্বের পরিচয় দিবার সময় আসিল। ফিলিপ আলেক্সান্দারকে রাজ্যভার দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। (এই সময় আলেক্সান্দারের বয়স ১৬ বর্ষ মাত্র।) এই সময় কয়েক জন বিজ্রোহী হইল। আলেক্সান্দার তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। এই সময় হইতে লোকে আলেক্সান্দারকে রাজা ও ফিলিপকে সেনাপতি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

ফিলিপ আলেক্সান্দারকে অভিশপ্ত ভাল বাসিতেন। আলেক্সান্দারও পিতাকে বশেষে ভক্তি করিতেন।

বয়স হইলে লোকের মতিগতি ফিরিয়া যায়। তাই এমন উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও ফিলিপ ক্রিগেণ্ট্রাকে বিবাহ করিলেন। ইহাতে আলেক্সান্দার পিতার উপর মনে

মনে কিছু বিরক্ত হইলেন। কিছু দিন পরে কিলিগু গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। জনরব হইল, আলেক্সান্দার এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন।

এখন আলেক্সান্দার স্বাধীন ভাবে মাকিডনের অধিপতি হইলেন, কিন্তু নিরাপন্ন হইতে পারিলেন না।

অট্টালাস নামে ক্রিওপেট্রার একজন খুঁড়া ক্রিওপেট্রার গর্ভজাত কিলিপের অপর এক পুত্রের জন্ম রাজ্যগ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় উত্তর ও পশ্চিমের অসভ্য জাতিরা স্বাধীন হইবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিল। ডিমহিনিস্ মাকিডনের বিপক্ষ হইলেন, তাহাতে সমস্ত গ্রীসদেশে তুমুল গোলাযোগ উপস্থিত হইল। আলেক্সান্দার দেখিলেন চারিদিকে মহাবিপদ, যদি তিনি এই মহাবিপদ হইতে মুক্ত না হন—তাহা হইলে রাজ্য, ধন, মান, সকলই চিরকালের রত হারাইবেন। বুদ্ধিমান মহাবীর ভাবিলেন অতি সত্বরে একটা নিষ্পত্তি প্রয়োজন। তিনি হেক্কেটস্ নামক সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, ‘হেক্কেট্রা, তুমি সৈন্যে আসিয়ার গমন কর; হুবুঁড় অট্টালাসকে মৃত কিম্বা জীবিত যে উপায়ে পার আমার নিকট উপস্থিত কর।’ মহাবীরের আদেশ প্রতিপালিত হইল। হেক্কেটস্ অট্টালাসকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

এদিকে আলেক্সান্দার সেনাপতিকে আদেশ দিয়া নিজে সৈন্যে গ্রীসে উপস্থিত হইলেন। থেসেলি বিনা যুদ্ধে হস্তগত হইল। তথা হইতে তিনি বিওসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

থিব্‌সের লোকেরা স্বপ্নে ভাবিতেছিল, তাহারা পুনরায় স্বাধীন হইবে, অধীনতার ক্লেশ আর তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে না। এমন সময় হুথ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে শুনিল মহাবীর আলেক্সান্দার থিব্‌সের কাড্মিয়ার দুর্গের নিকট উপস্থিত হইরাছেন। আবেগের অধিবাসীরা আলেক্সান্দারকে উচ্চমস্তক যুবক বলিয়া উপহাস করিত, এখন অকস্মাৎ আলেক্সান্দারের আগমন শুনিয়া সকলে ভীত হইল। সকলেই অপ্রস্তুত, এত শীঘ্র যুদ্ধের আরোজন ঘটনা উঠিল না। তখন তাহারা বিনীতভাবে আলেক্সান্দারের নিকট দূত পাঠাইল, দূত গিয়া জানাইল, আবেগবাসী সকলেই মহাবীরের আগমনে আনন্দিত,—কেবল তাহারা এইজন্য হুঁশিয়ার যে মহাবীরের পারভাস রাজ্য আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দিতে পারে নাই। আলেক্সান্দার দূতকে সমাদর করিলেন। গ্রীসের সকলেই তাঁহার নিকটে মত হইল, কেবল স্পার্টানরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না।

আলেক্সান্দার মাকিডনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তিনি রীতিমত রণসজ্জা করিয়া অসভ্যজাতিদিগকে মন করিবার জন্য উত্তর প্রদেশে যাত্রা করিলেন। ম্যানিয়ুব নদীর তীরে লীরনুস্ নামক অসভ্যদের অধিপতি পরাভ হইলেন। এইখানে অপরায়ণ অনেক জাতি আলেক্সান্দারের অধীনতা স্বীকার করে।

এদিকে স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রীকগণ ডিমহিনিসের উৎসাহবাক্যে প্ররোচিত হইয়া উত্তেজিত হইরাছেন। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা ফিরাইবার জন্য সকলেই জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সময় গ্রীসে যাত্রা হইল, আলেক্সান্দার ইগিরীয় যুদ্ধে নিহত হইরাছেন। থিব্‌সের লোকেরা মাকিডনবাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে লাগিল এবং গ্রীসের অপরায়ণ স্থানে দূত পাঠাইয়া সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, আলেক্সান্দার মরেন নাই, এখনও জীবিত আছেন; থিব্‌সে আসিয়া উপস্থিত।—প্রথমে আলেক্সান্দার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহার প্রস্তাব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। আলেক্সান্দারের সেনাপতি পারদিকাস্ তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভীষণ সময় হইল। অসংখ্য গ্রীক নিহত হইল, রক্তের নদী বহিল। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ভীষণ কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। প্রায় ছয় হাজার থিব্‌সের নরনারী হিরশিরঃ এবং বাট হাজার লোক ক্রতদাসরূপে আলেক্সান্দারের নিকট যাবজীবন বিক্রীত হইল। গ্রীসের অপরায়ণ স্থানের লোকেরা এই দৃষ্টান্তে নম্র হইল, তাহাদের জন্মভূমি স্বাধীন করিবার আশা এককালে বিস্মৃত হইল।

আলেক্সান্দার মাকিডনে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি গুরুতর ব্রতের উদ্বোধনে বসবানু হইলেন। তিনি বালককাল হইতে একটা আশা দ্বারা পোষণ করিয়া আসিতে ছিলেন। সেই আশা—পারভাসরাজ্য জয় করিবেন, আসিয়ার প্রান্তের অধীশ্বর হইবেন। তাঁহার পিতা বহদিন হইতে পারভাস জয় করিবার জন্য নানাপ্রকার আরোজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবার আলেক্সান্দার প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া পারভাস জয়ে অগ্রসর হইলেন। এই সময় তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা কণপাত করিলেন না। এই সময় তাঁহার নিজের কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না, বরং কিছু তাঁহার নিজের ছিল, ইতিপূর্বে বহুবিধ বিতরণ

করিয়া দিয়াছেন। এই মহাকাব্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্বে পারসিকাস্ তাঁহাকে বলিলেন, 'তিনি আপনার সম্বল পরকে দিলেন, এখন নিজের উপায় কি করিবেন।' আলেক্সান্দার হাসিয়া উত্তর দিলেন 'আশা'।

তাঁহার অবিদ্যমানে এন্টিপেটর মাকিডনের শাসনকর্তা হইলেন।

বসন্তের প্রারম্ভে আলেক্সান্দার আসিয়াতিবুধে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে পাঁচ হাজার অখারোহী ও ত্রিশ হাজার পদাতি। তিনি আবিডসে আসিয়া পৌঁছিলেন। আবিডসের কাছেই আরিসবি নামক স্থান। এখানে আকিলেশের মৃতদেহ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। আলেক্সান্দার কেবল হিফাষ্টিয়ানকে সঙ্গে লইয়া আকিলেশের সমাধিস্থান দেখিতে আসিলেন। এই সমাধিস্থান দেখিয়া তিনি বীরমুখে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পূর্বপুরুষের বীরকাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিলম্ব না করিয়া পারস্তজয়ে ধাবিত হইলেন।

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে গ্রানিকস্ নদীর তীরে পৌঁছিলেন। এই নদীর পূর্বকূলে পারস্তরাজের সৈন্য সামন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আলেক্সান্দার আর সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া পারস্তসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মাকিডনীর বীরগণের যুদ্ধ কোশলে পারস্তদলবল ছত্রভঙ্গ হইল। আলেক্সান্দার নিজ অস্ত্রে পারস্তরাজ দরায়ুসের জামাতাকে ধরাশায়ী করিলেন।

এই সময় রোডস্ বীপের শাসনকর্তা মেমনন্ নামক একজন গ্রীক পারস্তরাজের হইয়া মাকিডনের সহিত প্রবল যুদ্ধ করেন। আলেক্সান্দার তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। অসংখ্য গ্রীক ও পারস্তসেনা বিনষ্ট হইল। প্রায় ছই হাজার লোক আলেক্সান্দারের বন্দীও স্বীকার করিল। অনন্তর আসির-মাইনর, লাইসিয়া, আইওনিয়া, করিয়া, প্যাক্সাইলিয়া এবং কাপাডোসিয়া নামক জনপদ জয় করিলেন। কিডনা নদীতীরে আসিয়া তিনি পীড়িত হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার বন্ধু পার্সেনিও তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, "সাবধান! যেন চিকিৎসকের বিধাত্ত ঔষধ সেবনে আপনার মৃত্যু না হয়।" আলেক্সান্দার ক্রুর পত্র পাইবামাত্র তাঁহার চিকিৎসক কিলিপিকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহাকে ঔষধপাত্র সেবন করিতে বলিলেন। সেবনে কিলিপির মৃত্যু হইল। সকলে মূগ্ধিতে পারিল, কিলিপ্ দরায়ুসের কাছে উৎকোচ লইয়া আলেক্সান্দারের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

আলেক্সান্দার আরোগ্য লাভ করিবারাত্র পারস্তরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। সাইলিসিয়া নামক স্থানে পারস্তরাজ প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য সঙ্গে লইয়া আলেক্সান্দারের সম্মুখীন হইলেন। পর্তুতে ও জলে যোঁরতর যুদ্ধ হইল (৩৩৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে)। দরায়ুস্ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও ধনরত্নাদি বিজৈতার হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী মাকিডনপতি দরায়ুসের পরিবারবর্গকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন।

দরায়ুস্ ইক্রেতিস্ তীরে পলাইয়া আসিয়া দুইবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আলেক্সান্দার তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যদি দরায়ুস্ তাঁহাকে সমগ্র আসিয়ার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিতে পারেন। তৎপরে আলেক্সান্দার সিরীয়া ও ফিনিসিয়া অভিযুগ্মে যাত্রা করিলেন। পথে দামাস্কাস ও সেই স্থানের রাজকোবহ রত্নরাশি আলেক্সান্দারের হস্তগত হইল। তিনি টায়রে আসিয়া পৌঁছিলেন, তথাকার লোকেরা তাঁহার বিশেষে অল্পধারণ করিলেন। সাত মাস অবরোধের পর তিনি টায়র নগর ধ্বংস করেন (খৃঃ পূঃ ৩৩২)। তথা হইতে তিনি প্যালেষ্টাইন্ অভিযুগ্মে যাত্রা করিলেন। ভূমধ্যস্র সাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল।

পর বর্ষে তিনি মিসরে উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোকেরা বহুদিন পারস্তের অধিকারে থাকিয়া এককালে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন মহাবীর আলেক্সান্দারকে পাইয়া সকলে উদ্ধারকারী ভাবিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এখানে তিনি আলেক্সান্দ্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন।

মিসরের লোকেরা পারস্তরাজের অধিকারে আপনাদের প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অচ্যুতাবী ধর্ম কৰ্ম করিতে পারিত না;—এখন আলেক্সান্দার তাহাদের পূর্ব প্রথার অনুমোদন করিলেন। তিনি মিসরের আমনদেবের মন্দিরে আসিয়া তথাকার পুরোহিতদিগকে বিশেষ ভক্তি দেখাইলেন। তাঁহার আলেক্সান্দারকে দেবপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সেই-খানে দৈববাণী হইল আলেক্সান্দার পৃথিবীর রাজা হইবেন।

দেবদ্রোণে ভূনিয়া মহাবীর সিকন্দর আরও উৎসাহিত হইলেন। তথা হইতে তিনি আসিরীয়ার আসিলেন।

এদিকে পারস্তরাজ দরায়ুস্ পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবেলার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বাহার

অদৃষ্ট মন্দ মাছুবে তাহার কি করিতে পারে? এত অধিক সৈন্তবল থাকিলেও দরায়ুস আলেক্সান্দারের কাছে আবার পরাস্ত হইলেন।

আলেক্সান্দার দরায়ুসকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারস্তরাজ গুপ্তভাবে ধনজন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

তৎকালে বাবিলন ও তুসা আসিয়াখণ্ডের রক্ত-ভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল। আলেক্সান্দার অবাধে এই দুই স্থান অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি পারস্তের রাজধানী পার্শিপোলিস নগরে অগ্রসর হইলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের কিছু পরিবর্তন ঘটিল। যে মহাবীর যুদ্ধভিন্ন অপর আমোদ জানিতেন না, যিনি দেহের স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন; সেই ব্যক্তি বাসনাসক্ত হইলেন, রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত হইলেন। আলেক্সান্দারের এই অবস্থায় একজন বেস্তা তাঁহার বড় আদরের পাত্রী হইল। একদিন সেই বারবিলাসিনী তাঁহাকে পার্শিপোলিস পুড়াইয়া ফেলিতে বলে। তিনি বেস্তার মনস্তত্ত্বের অল্প পারস্তের বহুজনা-কীর্ণ মনোহর রাজধানী পুড়াইয়া এককালে হারথার করিলেন।

পরে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত অনেক দুঃখ করিলেন। বিলম্ব না করিয়া তিনি পারস্তরাজ্যের অধিবাসী বাহির হইলেন। পথে শুনিলেন, বেসাস নামে বাহ্লিকের ছত্রপতি দরায়ুসকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। বীর বীরের সম্মান রাখিতে জানে। আলেক্সান্দার যখন শুনিলেন যে, বেসাস নামক একজন সামান্য ছত্রপতি প্রবল পরাক্রান্ত পারস্তরাজকে কয়েদ করিয়াছে, সে সময় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল;—দরায়ুসের উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে বাল্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন দরায়ুসের প্রাণ বাহিব হয় হয়, বেসাস তাঁহাকে দারুণরূপে আঘাত করিয়াছেন। আলেক্সান্দার দরায়ুসকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তিনি পারস্তদেশের প্রথামত মহাসমারোহে দরায়ুসের সমাধিকার্য সম্পন্ন করিলেন। পরে হুর্ভ বেসাসকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময় বেসাস হির্কানিয়া, ইরান, বাক্তিয়ানা (বাহ্লিক) ও সোগ্দিয়ানার অধিপতি হইয়াছেন।

আলেক্সান্দার বেসাসকে শাস্তি দিতে আসিতেছেন, চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সোগ্দিয়ানার ছত্রপতি বেসাসকে ধরিয়া দিলেন। বেসাস সমুচিত শাস্তি পাইলেন। এই সময় পার্শিপোলিস পুজ আলেক্সান্দারের বিরুদ্ধে বড়বয় করেন।

মহাবীর মাকিডনপতি তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি রোবপরবশ হইয়া পিতাপুত্র উভয়কে বিদায় করিলেন। সেনাপতি পার্শিপোলিসেও নির্দোষ ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রের বড়বয়ের বিষয় কিছুই জানিতেন না। বিনা দোষে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল, ইহাতে সকলেই আলেক্সান্দারের উপর বিরক্ত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিল যে ব্যক্তি এক সময়ে চিকিৎসকের বিষপাত্র হইতে আলেক্সান্দারকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কি এই পরিণাম!

৩২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে, তিনি শকদিগকে জয় করিলেন। পর বৎসরে তিনি সোগ্দিয়ানায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থান পর্তুগীষ। শীতের সময় এখানে যুদ্ধের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, তিনি নৌতক নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। বসন্তকালে পর্তুগীষে পর্তুগীষ যুদ্ধের পর তিনি সোগ্দিয়ানায় অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে বাহ্লিকবংশীয় একজন রাজপুত্র ও রক্ষণা নামে তাঁহার কন্যা বন্দী হইলেন। আলেক্সান্দার রক্ষণার অল্পম রূপে যুদ্ধ হইয়া তাঁহার পানি-গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে হের্মোন্স ও কালীহেনিস নামে আরিস্টটেলের একজন শিষ্য আলেক্সান্দারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় অনেকগুলি মাকিডনসৈন্য বিনষ্ট হয়। বীরকেশরী আলেক্সান্দার কালীহেনিশকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেক্সান্দার ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গ ১,২০,০০০ সৈন্ত। তাঁহার সেনাপতি টলেমি ও হিকাটিয়ান কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্ত লইয়া সিঙ্ঘর দিকে পূর্বেই ধাবিত হইয়াছিলেন।

আলেক্সান্দার সৈন্তে কাবুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় কুলিশী (Choaspes) ও গৌরী (Gyraeus) নদী পার হইয়া বরনা (Aornos) অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি সিঙ্ঘর অতিক্রম করিয়া আটকে উপনীত হইলেন। ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি পঞ্জাবে পরাধীন করিলেন। পথে সিঙ্ঘরনদীরবর্তী অনেকগুলি পার্শ্বীয় জাতির সহিত যুদ্ধ হইল। এই সময় তক্ষশিলারাজ বহুমূল্য উপহার লইয়া আলেক্সান্দারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্বীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার অনেক সাহায্য করিলেন। আলেক্সান্দার হিদ্দাস্পা (Hydaspes) নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন পুর (Porus) নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। অবিলম্বে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। হিন্দুবনে বোরতর সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে পুররাজ পরাস্ত হইলেন। আলেক্স-

সান্দার হিন্দুস্বাক্ষরের বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে পুরুষাজ বিত্ততা ও চন্দ্রভাগার মহাবর্তী জনপদ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে আলেক্সান্দার আরও কতকগুলি জনপদ জয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইহাতে পুরুষাজের উপর তৎকালিনের বড় হিংসা হইল।

ত্রিশ দিন আলেক্সান্দার বিত্ততা তীরে অবস্থান করেন। তৎপরে বৃক্ষফল ও নিকার নামক দুইটা নগর স্থাপন করিয়া চন্দ্রভাগার পরপারে আগমন করিলেন। ইরাবতীতীরে কাথি নামক প্রবল জাতির সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হয়; এই জাতি কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না। আলেক্সান্দার কাথিজাতির রাজ্যাদি জয় করিয়া যে যে জাতি তাঁহার অধীন হইল, তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন।

ঘর্ষরা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে আলেক্সান্দার তনিলেন, ইহার আরও পূর্বদিকে রত্নাকর বহুমুখিশালী জনপদ সকল আছে। এই সংবাদ পাইয়া আলেক্সান্দারের লোভ অশ্লিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসামন্ত কেহ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাহার বহুদিন জয়যাত্রা হাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছে, এক্ষণে জয়যাত্রা ফিরিয়া যাইতে স্কলেরই ইচ্ছা হইল। তখন আলেক্সান্দার কি করেন, কাজে কাজেই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। তাঁহার ভারতাক্রমণের স্মরণচিহ্ন রাখিবার জন্য ঘর্ষরা নদীর তীরে বড় বড় ১২টা বৃক্ষ স্থাপন করিলেন। গমনকালে ঘর্ষরা নদী পর্য্যন্ত অধিকৃত সকল স্থান তিনি পুরুষাজকে দিয়া গেলেন।

তিনি বিত্ততা নদী তীরে ফিরিয়া আসিলেন, তথা হইতে সিঙ্ঘ নদের মোহানায় উপস্থিত হইবার জন্য জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বর্তমান মুলতানের নিকট মালিব (Malli) নামক জাতির সহিত আলেক্সান্দারের ভীষণ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আলেক্সান্দার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই ঘটনায় তাঁহার সৈন্তগণও ভ্রমোৎসাহ হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া অপরাপর মালবগণ নানাবিধ বহুমূল্য উপভোকন পাঠাইয়া আলেক্সান্দারের বশীভূত হইলেন।

আলেক্সান্দার বিত্ততা ও সিঙ্ঘ নদীর সম্মুখস্থান কতকগুলি দুর্গ ও জাহাজের আড্ডাহান নির্মাণ করাইলেন। এইখানে মুসিক- (Musioanus)-রাজ তাঁহার ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের আদেশে আলেক্সান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু উখানমাত্রই মুসিকের পতন হইল।

সিঙ্ঘ ও করাচীর নিকটবর্তী সমুদ্র হ্রদ অধিকার করিয়া তিনি পারন্তে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে তিনি নরাসু-সের কন্যা স্যাতিরাকে বিবাহ করিলেন। এই সময় প্রায় দশ হাজার মাকিডনসৈন্ত পারসিক রমণীদিগকে বিবাহ করিয়া প্রভুর অঙ্গবর্তী হইল। আলেক্সান্দার তাহাদিগকে অনেক যৌতুক দান করেন।

তাইগ্রীস নদীতীরে আসিয়া তিনি বৃদ্ধ সৈন্তগণকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। এই সময় হিক্সিয়ার্ন নামক তাঁহার বন্ধু ও প্রিয়সেনাপতির মৃত্যু হয়। বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি বড়ই কাতর হইলেন; যেন হিক্সিয়ার্নের সঙ্গে আলেক্সান্দারের বীৰ্য্যরানিও কোথায় চলিয়া গেল। রাজানিগের জ্ঞান বহুসমারোহে হিক্সিয়ার্নের সমাধি হইল।

আলেক্সান্দার বাবিলনে যাত্রা করিলেন। পথে কতকগুলি বৃদ্ধা তাঁহাকে বাবিলনে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথা অগ্রাহ করিয়া বাবিলন নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে গ্রীস, ইটালী, কার্থেজ, সিরিয়া, আইওনিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজদূতগণ আসিয়া আলেক্সান্দারের সম্মানরক্ষা করিলেন।

বাবিলনে রাজধানী স্থাপিত হইল। এইখানে আলেক্সান্দার মহাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার প্রধান ইচ্ছা সমস্ত জগৎ জয় করিবেন, সভ্যতালোকে বিশ্বমণ্ডল আলোকিত করিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা মনেই রহিল। আরব জয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ পীড়িত হইলেন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করিয়া জগৎপুত্র মহাবীর সিকন্দর কালের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বহুজরী তাঁহার একটা বীরপুত্রকে হারাইলেন।

মহাসমারোহে আলেক্সান্দারের শবদেহ স্তম্ভরূপে আধারে রক্ষিত হইয়া আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে সমাধিস্থ হইল।

এখন কে রাজা হন? এই লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত। এক সময়ে করেকজন বন্ধু আলেক্সান্দারকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে? বীরবর উত্তর করিয়াছিলেন, 'যোগ্য ব্যক্তি।' এখন কে এমন যোগ্যব্যক্তি আছে যে আলেক্সান্দারের পদ লাভ করে। ঐ সময়ে রক্ষণা গর্তবর্তী। মৃত্যুর সময় আলেক্সান্দার তাঁহার রাজ-অঙ্গুরী পারসিকাসকে দিয়া যান। তাহাতে সকলে স্বীকার করিল যে, রক্ষণার পুত্রের শৈশবাবস্থায় পারসিকাস তাঁহার রক্ষকস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য চালাইবেন। রক্ষণার পুত্র জন্মিলে, তাহাই করা হইল।

আলেক্সান্দার কেবল যুদ্ধব্যয়ভেদে মেদিনী প্রাণিত করিয়া আশ্রিত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এমন নয়। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য নীতি তাঁহার অধিকৃত রাজ্যসমূহে বিস্তরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমে খেত-বীণ এবং পূর্বে চীনরাজ্যের প্রাদেশিক অবধি সকল স্থানের মহাকাব্যে মাকিডনবীরের নাম স্থান পাইরাছে। বিশেষতঃ পারস্ত প্রভৃতি স্থানে সিকন্দর সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত উপকথার সৃষ্টি হইরাছে। এমন কি প্রাচীনকালের লোকেরা আলেক্সান্দারকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই মহাবীর হইতেই প্রাচীন ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতাত্ত্বিক প্রভৃতি অনেক আবিস্কারীয় বিষয় উদ্ঘাটিত হইরাছে। এই মহাবীরের অনুসরণ করিয়া ইউরোপীয়গণ রয়প্রস্থ ভারতবর্ষের পথ জানিতে পারিয়াছেন।

• **আলীগঞ্জ**। উত্তর প্রদেশস্থ এটা জেলার একটা তহসীল। গঙ্গা ও কালীনদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার চারিটা পরগণা—আলময়নগর, বর্ণা, পট্টালি, নিধিপুর। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৪২৫ বর্গ মাইল। (১৮৮১ খৃঃ অঃ) লোকসংখ্যা ১,৮৬,৩৬৪।

—২—এটা জেলার নগর। এখানে বাতুমর, রাউ-হাট, মাজার ও বড় বড় বাড়ীও আছে। তন্মধ্যে বাতুমর নির্মিত মাটির দুর্গ এবং মসজিদই প্রধান। (১৮৮১) লোকসংখ্যা ৭৪৩৬।

• **আলীগড়**। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ একটা জেলা। অক্ষা ২৭° ২৮' ৩০" ও ২৮° ১০' উঃ মধ্যে এবং দৈর্ঘ্য ৭৭° ৩১' ১৫" ও ৭৮° ৪১' ১৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মিরাতের দক্ষিণ সীমানা।

এই স্থান গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে। ইহার প্রধান নগর আলীগড়।

পূর্বে এইখানে কোইলদিগের রাজত্ব ছিল। প্রবাদ আছে চতুর্বেংশীয় কোবারব নামে একজন কবির তাঁহার নামানুসারে এখানে কোইল নগর স্থাপন করেন। কেহ বলেন, এইখানে বলরাম কোল নামক দৈত্যকে বধ করেন। মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্বে এই প্রদেশ কতকগুলি ডোর রাজপুত্রের অধিকারে ছিল। পুঠের ষাটশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা অধিকার করে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট বাবর কচক আলী নামক এক ব্যক্তিকে কোইলের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন। মোগলদিগের রাজত্ব-কালে এখানকার সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল

নির্মিত হইরাছিল। এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দুরজ মল নামক একজন লুট এই স্থান অধিকার করেন। অল্পদিন মধ্যেই আফগানরা অতদিগকে তাড়াইয়া দেন। তৎপরে কুড়ি বৎসর ধরিয়া উক্ত উত্তর প্রদেশে বিবাদ চলে; তাহাতে অনেক বার যুদ্ধও হইরাছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লির এই প্রদেশ দখল করেন। আলীগড়ে মার্হাটাদের কেরা স্থাপিত হয়। এইখানে দিল্লির সৈন্যগণ ডি বইন নামক এক ব্যক্তির নিকটে বিলাতী প্রাণীতে রণশিক্ষা করিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের সহিত দিল্লির যুদ্ধ হয়। এই যোঁরাতির যুদ্ধে পেরো নামক এক জন করানী দিল্লির সেনানায়ক ছিলেন। সহজে ইংরাজেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই, অনেক কষ্টে তবে এই প্রদেশ বৃটীশ রাজ্যের সামীল হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় এখানকার সৈন্যগণও কেপিয়া উঠে। ইংরাজেরা এই স্থান ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। ঐ বৎসর ২৪এ আগষ্ট ইংরাজেরা বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন।

এখন আলীগড়ে প্রায় দশলক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে রাজপুত, বেনিয়া এবং আহীর, কাহার, কোলি, কচ্ছী, লোবী, গদরিয়া প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির বাসই অধিক। এখানকার সাধারণে হিন্দী ভাষার কথা কয়, সস্তা লোকেরা উর্দু ব্যবহার করেন।

এই প্রদেশ কয়রময়। এখানে আম, জাম, নিম, পিণুল, বাবুল, মোয়া, করাস, বেড় ও বড় বড় শাল গাছ জন্মে। জোয়ার, বজরা, খরীপ ও রবিধানোর চাষ হয়। এখানকার আবহাওয়া ভাল। অধিবাসীরা কখন হুতিকের কষ্ট অনুভব করে না।

আলীগড় হইতে শত, তুলা ও নীলের রপ্তানী হইরা থাকে।

• **আলীগড়**। হগলী নদী-তীরস্থ একটা দুর্গ। কলিকাতার ৫ মাইল দক্ষিণে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এই দুর্গটী দখল করেন। এখন গড়ের সামান্য নিদর্শন পড়িয়া আছে।

• **আলীপুর**। বাঙ্গালা প্রদেশস্থ চব্বিশ পরগণার প্রধান বিভাগ। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৪২০ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১০১৭টা গ্রাম আছে। এই কয়েকটা থানা ইহার অন্তর্গত—১ টালীগঞ্জ, ২ ভাদক, ৩ সোনারপুর, ৪ বিষ্ণুপুর, ৫ আতিপুর, ৬ বরাহনগর, ৭ বাকুইপুর, ৮ মাংলা, ৯ জয়নগর।

ইহার প্রধান আরগা—আলীপুর, উহা কলিকাতার

দক্ষিণপ্রান্তে। এখানে ছোট লাটের প্রমোদভবন এবং আরও কতকগুলি সুন্দর অট্টালিকা আছে। এখানকার পশুশালা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধান। গড়ের মাঠের প্রান্তভাগে আলীপুরের পাশে দুইটি বড় বড় বুক আছে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে এই দুইটি বৃক্ষের তলার হেষ্টিংস ও ক্রাঙ্গিস সাহেবের বন্দবস্ত হয়। আলীপুরে জেল ও আদালত আছে।

• আলীপুর। জলপাইগুড়ির মধ্যবর্তী একটি ভূভাগ। কুচবেহার হইতে বাজা বাইবার পথে কল্যাণী নদীর তীরে অবস্থিত। আলীপুর কুচবেহার সহর হইতে ১০ মাইল দূরে। এখানে বড় বড় কড়িকাঠের আড়ৎ আছে। বাক্সা বনের রক্ষক কর্মচারীগণ এইখানে অবস্থান করেন।

• আলীপুর। পঞ্জাব প্রদেশের মজঃকরগড়স্থিত একটি গ্রাম। অক্ষা ২২° ১৬' উঃ, দেশা ৭০° ৫৫' পূঃ। এখান হইতে সিদ্ধ ও খোরাসনে ইকু ও নীলের রপ্তানী হইয়া থাকে।

• আলীপুর। মধ্যপ্রদেশের বর্ধাজেলাস্থ একটি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা ২০° ৩২' ৪" উঃ, দেশা ৭৮° ৪৪' পূঃ। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও অসভ্য জাতির বাস। ইলিচপুরের নবাব সলাবৎ-খাঁ গ্রামটি স্থাপন করেন। এখানে বেশ চাসবাস হয়। এখানে অনেকগুলি ঐতিহ্যবাহী বাগান আছে। একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

• আলীপুর। দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত বুদ্ধেলখণ্ডের মধ্যবর্তী একটি ভূভাগ। ইহার উত্তর ও পূর্বে হামিরপুর, পশ্চিমে ঝাঁসী এবং দক্ষিণে গরোলা। অক্ষা ২৫° ৭' ১৫" ও ২৫° ১৭' ৩০" উঃ এবং দেশা ৭২° ২১' ও ৭২° ৩০' ১৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পার্শ্বরাজ হিন্দুপুত্র এই ভূভাগ অচলসিংহকে দান করেন। অচলসিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ আবার বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সনদ পান। তাঁহার প্রপৌত্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার পাইলেন। তৎপৌত্র ছত্রপতি দিল্লীর দরবারে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পুরীহর বংশীয় রাজপুত্র।

এই ভূভাগের প্রধাননগর আলীপুর। এখানে দেশের অধিপতির বাস ও একটি দুর্গ আছে।

আলেখ (পুং) আ-লিখ বঞ্। সম্যক্ লেখন। আধারে বঞ্। লেখন-পত্র।

আলেখন (ক্ৰী) আ-লিখ-ভাবে লুট্। সম্যক্ লিখন। আ লিখতি লুট্ (জি) লেখনকর্তা। (পুং) আচার্য্য। করণে লুট্। লিখন সাধন কাগজ প্রভৃতি। আলিখন এরূপ প্রয়োগও হইবে।

আলেখিরা। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। ইহার অলখ

নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ডিকা করিয়া অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করার, এই ভক্ত ইহাদিগকে আলেখিরা বলে। ইহাদের সঙ্গে যে খুলী থাকে, তাহাকে পরম পবিত্র ভাবিয়া বিশ্বাস করে। এই খুলী অঙ্গুলারে তাহার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ তৈরব-খুলীধারী, ২ গণেশ-খুলীধারী, ৩ কালী-খুলীধারী। তৈরব-খুলীধারীরা বৈকালে ও সারংকালে, গণেশ-খুলীধারীরা পূর্বাঙ্কে এবং কালী-খুলীধারীরা বৈশী রাত্রে ডিকা করিয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-খুলীধারীরা কেবল লোকের ঘরে ঘরে গিয়া ডিকা করে, মনে করিলে কাহারও বাড়ীতে বিপ্রায় করিতে পারে। কিন্তু কালী-খুলীধারী বা তৈরব-খুলীধারীরা কাহারও ঘরস্থ হয় না। পথে পথে 'অলখ্' 'অলখ্' এই নাম বলিতে বলিতে চলিয়া যায়, যাহার ইচ্ছা হয় সেই ডিকা দেয়। তৈরব ও কালী-খুলীধারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দেব-সাধনোদ্দেশে নিজের সঙ্গে মদ্য, ছাগলের মেটে ভাজা ও একখানি ছুরি রাখে। তৈরব-খুলীধারীরা সঙ্গে কটীও রাখে, পথে কুকুর দেখিলেই তাহাকে কটী খাইতে দেয়, কারণ কুকুর তৈরবের বাহন।

ইহার গায়ে খেলুকা ও কয়েক রকম অলকার ব্যবহার করে। ইহার বধন বাস হস্তে খুলী ও বর্শা, দক্ষিণ হস্তে একটা চিমটা এবং খুড়ের শব্দ করিতে করিতে ডিকার্থ বাহির হয়, তখন বড় মন্দ দেখায় না। ইহার গির্গির, পুনা প্রভৃতি স্থানে বাস করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রার নির্গত হয়। সন্ন্যাসীরা যখন তীর্থযাত্রা করে, তাহার আলেখিরা সঙ্গে লয়। তখন আলেখিয়ারাই অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করার। এই মহৎকার্য্যটি অপর সম্প্রদায়ে প্রায় লক্ষিত হয় না। আলেখিয়ারা যে 'অলখ্' নাম উচ্চারণ করে, তাহাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি। তাহাকে অলখ্ জানান বলে। আলেখ্য (জি) আ-লিখ্যতে আ-লিখ-কর্মণি গাৎ। পটস্থ চিত্র। (চিত্রমালেখ্যঃ। হেম ৩। ৫৮৩।) লেখ্য দেবদ্বির প্রতিবিম্ব। (জি) লেখনীয়। আধারে গাৎ। যে গটে চিত্র থাকে।

আলেখ্যশেষ (জি) আলেখ্যঃ চিত্রমেব শেষো বস্ত বহুব্রী। মৃত। মৃত ব্যক্তির শেষ প্রতিবিম্বমাত্র চিত্রপটে থাকে; এই জন্য মৃতের নাম আলেখ্যশেষ। (নামালেখ্য বশঃ-শেষো ব্যা-পন্নোপগতো মৃতঃ। হেম ৩। ৩৮)

“বাঙ্গাল্যমানো বলিময়িকেন্ত-

মালেখ্যশেষস্ত পিতৃবিশেষ।”

রঘু ১৪। ১৫।

আলেপ (পুং) আ-লিপ-বঞ্। উপলেপ। আলিপ্পন। আলিপনা দেওয়া। লুট্ (ক্ৰী) আলিপন। আলিপ্যতে কর্ণি লুট্। আলিপ্যমান। বাহা লেপন করা যায়।

আলেপ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্র মতে অংশ। খণ্ড।

আলেয়া (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। ২ অশান বা পঞ্চমুকু হান হইতে উদ্ভিত বাশ বিশেষ। এ দেশের পরিগ্রামের লোকেরা কৃত্ত বলিয়া মনে করে। এই বাশ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা।

আলোক (পুং) আলোক্যতেহেনেন আ-লোক-করণে বঞ্। সূর্যাদি জ্ঞাত প্রকাশ। আলো। নৈমারিকেরা বলেন যে আলোক সংযোগই জব্য চাক্ষু প্রত্যক্ষের কারণ। অর শক। (আলোকশব্দঃ বয়সাং বিরাটৈঃ। রঘু। ২।৯। আলোকশব্দঃ অরশব্দঃ। মল্লিং) (আলোকো অরশব্দঃ ভাৎ। রিষ) ভাবে লুট্। দর্শন।

আলোকন (ক্ৰী) আ-লোক-ভাবে লুট্। দর্শন।

আলোকনীয় (জি) আ-লোক-কর্ণি-অনীরদ্। দর্শনীয়। দেখিবার যোগ্য।

আলোকিত (জি) আ-লোক-কর্ণি ক্ত। দৃষ্ট। ভাবে ক্ত (ক্ৰী) দর্শন।

আলোকিন্ (জি) আলোকতে আ-লোক-গিনি। দ্রষ্টা। দর্শনকর্তা। যিনি দেখেন। (স্ত্রী) ভীপ্। আলোকিনী।

আলোক্য (জি) আলোক্যতে আ-লোক কর্ণি গ্যৎ। দর্শনীয়। (অব্য) ল্যপ্। দেখিয়া।

আলোচক (জি) আলোচতে আ-লোচ-ণুল্। আলোচনকারী। বিবেচক।

আলোচন (ক্ৰী) আলোচ-ভাবে লুট্। বিশেষ ধর্ম দ্বারা বিবেচনা করা। সামান্য বিশেষবস্তু ইন্দ্రిয়জ্ঞাত নির্জিকর-হানীর সাংখ্যমত সিদ্ধ অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ। সাংখ্য মতে বালক মুক (হাবা) ইহাদের বেক্রপ বিজ্ঞান জন্মে তজ্জপ প্রথম নির্জিকর জ্ঞান। গিচ্ যুচ্ (স্ত্রী) টাপ্। আলোচনা। আলোচন শব্দের অর্থ। দর্শন। (অব্য)। সর্ধ্যাদার্থে অব্যয়ী। লোচন পর্য্যন্ত।

আলোচিত (জি) আ-লোচ-ক্ত ইট্। আলোচনার বিপরীত। বিশেষ দর্শনাদি দ্বারা যাহার আলোচনা করা হইরাছে। ইহা এইরূপ কর্তব্য এইরূপ অবধারিত।

আলোচ্য (জি) আ-লোচ গ্যৎ। আলোচনা করিবার যোগ্য। ল্যপ্ (অব্য) আলোচনা করিয়া।

আলোড়ন (ক্ৰী) আ-লুড় মহে ভাবে লুট্। বিলোড়ন।

আলোড়িত (জি) আ-লুড়-ক্ত ইট্। মথিত। মর্দিত। চূর্ণীকৃত। ভাবে ক্ত (ক্ৰী) মখন।

আলোয়ার। (আলবার)। রাজপুতানা হইতে একটা রাজ্য। ইহার উত্তরে গুজরাট, দাক্ষিণে রাজ্যের বাবল পরগণা ও জয়পুরের কোট কাসিম পরগণা, পূর্বে ভরতপুর ও গুজরাট এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে জয়পুর রাজ্য। অক্ষা ২৭°৫ ১৫' ও ২৮° উঃ, দৈর্ঘ্য ৭৬°১০' ও ৭৭°১৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি পরিমাপ সর্বমুদ্র ৩২৪ বর্গমাইল।

এই স্থান প্রায় পর্বতময়। মূলমানবের সমর এই রাজ্যকে দেবাৎ এবং ইষ্ট-ইতিয়া কোম্পানির মচারি বলিত। তখন কতকগুলি সামন্তদের হাতে আলোয়ার ছিল। প্রতাপসিংহ নামক একজন নরক রাজপুত বর্তমান মহারাও রাজাদের আদিপুরুষ। প্রথমে দুইটা প্রায় ও মচারি নামক স্থানের অর্দ্ধাংশ প্রতাপসিংহের অধিকারে ছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জাঠ, মোগল ও মার্হাট্টাদের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ চলে, এই সময় জয়পুরের মহারাজও নাবালক;—উপস্থিত সুবিধা পাইয়া প্রতাপসিংহ বাধীন হইলেন এবং আলোয়ারের সমস্ত দক্ষিণ অংশ আত্মসাৎ করিলেন। [প্রতাপসিংহ দেখ।] প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষাপুত্র ভক্তাবর সিংহ আলোয়ার প্রাপ্ত হন। মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধের সময় (১৮০৩-৬ খৃঃ অঃ) ভক্তাবর ইংরাজদের গল্ফ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধের পর ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট আলোয়ারের অবশিষ্ট উত্তরাংশ ভক্তাবরকে অর্পণ করেন। তাহাতে ৭ লক্ষ স্থানে ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

প্রথমে আলোয়ারের রাজারা ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টকে কোন কর দিতেন না। ১৮১২ খৃঃ, ভক্তাবর জয়পুরের অধিকৃত ধোবী ও সিকাবা চূর্ণ হস্তগত করেন। ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলেও তিনি ঐ চূর্ণ দুইটা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তাহার বিরুদ্ধে ইংরাজসৈন্য আলোয়ারে উপস্থিত হইল। ভক্তাবর দেখিলেন আর নিস্তার নাই, তখন অগত্যা জয়পুরের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র (তাঁহার পোষাপুত্র) বাণীসিংহ আলোয়ারের মহারাও হইলেন। ভক্তাবরের বলবন্ত সিংহ নামে একটা জায়ক পুত্র ছিল;—এই সময় তিনিও উত্তরাধিকার পাইবার চেষ্টা করেন। বাণী ও বলবন্ত সিংহে বিবাদ ঘটিল। ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট বলবন্ত সিংহের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণীসিংহ তাহা অগ্রাহ করিলেন। কাজেই ব্রীটিশসৈন্য আলোয়ারে প্রেরিত হইল। তখন বাণীসিংহ কাঁপরে পড়িয়া আলোয়ারের উত্তর অর্দ্ধেকাংশ বলবন্ত সিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাণীসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার ১৩ বৎসরের পুত্র শিউরান

সিংহ মহারাজ হইলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শিউরান সিংহের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র বা অপূর্ণ জাতি কেহ ছিল না যে, তাহার উত্তরাধিকারী হয়। অনেক অল্পসংখ্যক হইল। পরে নরক বংশোদ্ভব ঠাকুর মঙ্গলসিংহ আলোরার রাজ্যরূপে মনোনীত হইলেন।

আলোরার রাজ্য দুটীশ গবর্ণমেন্ট হইতে সম্মানার্থ ১৫টী করিয়া তোপ পান।

আলোরার রাজ্য ১৪ ভাগে বিভক্ত। ১ তিজার, ২ বহরোর, ৩ মল্লাবর, ৪ কুঙ্গগড়, ৫ গোবিন্দগড়, ৬ রামগড়, ৭ আলবার (আলোরার), ৮ বাগনুর, ৯ কতুঘর, ১০ লক্ষণগড়, ১১ রাজগড়, ১২ থানাগাজী, ১৩ বলদেবগড়, ১৪ প্রতাপগড়। এই রাজ্যের অর্ধেকের বেশী স্থান কৃষিকার্যের নিমিত্ত। ঐ সকল জমি হইতে কচু, জোরার, বজরা, ধান্য, যব, ছোলা, গম, আফিম, তামাক, ইক্ষু ও তুলা জন্মে।

পূর্বে এই স্থানে অনেক লোহার কারবার ছিল, এখন আর নাই। তিজারা নামক স্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়।

এখানে চিনি, লবণ ও টুকরা কাপড়ের আমদানী হইয়া থাকে।

আলোরারে কোজদারী, দেওয়ানী ও আপীল আদালত আছে। এ ছাড়া বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতিও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

এখানকার রাজার ১৮০০ অশ্বারোহী, ৪৭৫০ পদাতি, রণহলের জন্য ১০টী বৃহৎ কামান ও ২০০টী ছোট কামান আছে।

আলোরারের প্রধান নগর আলোরার, এই নগরটীর একদিকে পাহাড় ও তিন দিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার লোকেরা বলে, নিকুন্ত নামক রাজপুত্রেরা এ প্রাকার নির্মাণ করে। এখানে রাজপ্রাসাদ, জগন্নাথের মন্দির, তরঙ্গ স্রলভানের প্রাচীন সমাধিস্থান প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এবং জৈন ও সরগী সম্প্রদায়-দিগের পাঁচটী মন্দির আছে। নগর হইতে আধ ক্রোশ দূরে বসি-বিলাস উদ্যান, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। নগর হইতে প্রায় তিন পোয়া পথে রেসি-ডেন্টের বাটী। এখানে ব্রাহ্মণ, বোলিয়া, চামার প্রভৃতি নানা জাতির বাস। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

আলোলা (ত্রি) ঈষন্নোং প্রাদি সং। ঈষৎচকল। অল্প চকল। “ক্রীড়ালোলা: প্রবণপকটবর্ণজিহ্বৈতৈর্ভীষয়ে:।”

মেঘদূত ৬২ ॥

আলোলিত (ত্রি) আল-ল-জ ইট্। (পা। ১।২।২১। বা-কিভাবেবাদগণ্য) গিচ্ ক ইট্ বা। ঈষৎ চকলীকৃত। ভাবে ক (ক্রী) ঈষৎ চকল।

আলোষ্ঠী (অব্য) ঈষন্নোষ্ঠিমিব করোতি—আলোষ্ঠী করো-ত্যর্থ গিচ্ বাহ ঈ। উর্ধ্যাদিগণ। পা। ১।৪।৬১। হিংসা।

আলোহায়ন (ক্রী) আলোহে ভবঃ (নড়াপিভ্যঃ কক্। পা। ৪।১।২৯) ইতি কক্। (আলোহভব) বাহা লোহাতে হয় না।

আবক (ত্রি) অবতীতি অব-রক্ণে গুল্। রক্ণক। যিনি রক্ষা করেন।

আবট্য (পুং ক্রী) অবটত ঋবিবিশেষত গোত্রাপত্যং। (গর্গাদিত্যো ব্যঞ্। পা। ৪।১।১০৫।) ইতি ব্যঞ্। অবট ঋবির গোত্রাপত্য। (ক্রী) (আবট্যাচ্। পা। ৪।১।৭৫) ইতি চাপ্। আবট্যা। প্রবরবিশেষ।

আবনতীয় (ত্রি) অবনতত সন্নিবৃত্তদেশাদিঃ (পা। ৪।২। ৮০ স্বত্ৰহ কৃশাখাদিঃ ব্যঞ্।) অবনতের নিকটস্থ দেশাদি।

আবনেয় (পুং) অবন্যা অপত্যং (ক্রীভ্যোচ্। পা। ৪।১। ১২০।) ইতি চক্। অবনীস্রুত। মঙ্গলগ্রহ। কাশীখণ্ডের ১৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে—পূর্বকালে শিব দাক্ষায়ণীর বিয়োগ হেতু তপস্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ললাট হইতে ভূমিতে একবিন্দু বর্ষ পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ লোহিতাঙ্গ একটা কুমার পৃথিবীতল হইতে জন্মিল। তদ-র্শনে মেঘময়ী জীজাতি পৃথিবী সেই কুমারটিকে প্রতিপালন ও সংবর্ত্তিত করিলেন, তজ্জন্য সেই কুমারের নামেই ইত্যাদি নাম হইল।

আবস্ত (পুং) অবস্তেরয়ং রাজা অবস্তী অণ্। অবস্তিদেশের অধিপ চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। হরিবংশের ৩৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কুস্তির রণবিশারদ একটা পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম ধুট। ধুটের পরম ধার্মিক তিনটা বীর পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম আবস্ত, দশার্হ, বিষহর। (বৃহৎকোশলাজাদাঞ্-ঞাঙ্। পা। ৪।১।১৭১। জনপদকত্রিয়বাচিত্যোঃ বৃহৎসংজ্ঞকেভ্যঃ ইকারান্তেভ্যঃ কোসল অজাদ আভ্যাং চাপত্যোহর্থে ঞ্চাঞ্ভ্যঃ।) এই সূত্রে ইদম্বের উত্তর ঞ্চাঙ্-বিধান হেতু এখানে আবস্ত্য পাঠ হওয়াই উচিত।

আবস্ত্য (ত্রি) অবস্তিহ ভবঃ তস্তা রাজা বা পা। ৪।১।১৭১। ইতি ঞ্চাঙ্। অবস্তিদেশভব। অবস্তি-দেশের রাজা। (ক্রী) ভীপ্। (ত্রিয়ারবস্তিকুস্তিকুস্ত্যশ্চ। ৪।১।১৭৬ পা। ইতি রাজপ্রত্যয়ত লুকি।) অবস্তী। ত্রাত্যত্রাক্ষণের সর্বণী ক্রীতে উৎপন্ন বর্ণবিশেষ।

ত্রাত্যাং তু জায়তে বিপ্রাং গাপাস্তা তুর্জকটকঃ।

আবস্ত্যব্যাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈথ এব চ ॥ ময়ু। ১০। ২১।

ত্রাত্যব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গীতে উৎপাদিত সস্তানের নাম তুর্জকটক এবং দেশ বিশেষে তাহারিগকে আবস্ত্য, ব্যাটধান, পুষ্পধ ও শৈথ বলে।

আবপন (ক্ৰী) ওপ্যতে স্থাপ্যতে ধাত্বাদ্যজ। আ-বপ-
আধারে লুট্। ধাত্বাদিস্থাপনের পাত্ৰ। থলে।
(গোপী আবপনক্ষেৎ। সিং কোং। পা। ৪। ১। ৪২ নৃত্তে)
আ-বপ-ভাবে লুট্। ভূমিতে বীজাদি নিধান। বোনা।
করণে লুট্। (ত্রি) বপনসাধন (ক্রী) ভীপ্। আবপনী।
অন্তত্বত্বার্থে লুট্। কেশাদির সর্সমুত্তন।

আবপনিক্রিয়া (ক্রী) আবপ নিক্রি ইত্যচ্যতে বস্তাং
ক্রিয়ায়াং ময়ু-ব্যং সং। বীজবপনাদি ক্রিয়া।

আবয় (পুং) আ-অজ-অচ্-বী-ভাবে। আগমন। কর্তরি
অচ্। আগমনকর্তা। (পুং) দেশবিশেষ। ২ জল।
(নিষট্ ১। ১২।) অবয়ে ভবং (ধৃমাদিত্যশ্চ। পা।
৪। ২। ১২৭। ইতি বুঞ।) আবয়ক (ত্রি)

আবরক (ক্ৰী) আবরণতি অনেন আ-ব-করণে অপ্। অবরঃ
ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি। অপবারক।

আবরণ (ক্ৰী) আত্রিয়তে দেহঃ চৈতন্ত্যং বাহনেন আ-ব-
করণে লুট্। চর্মকলক। ঢাল। বেদান্তিমত সিদ্ধ চৈতন্ত্যের
আবরক অজ্ঞান। [আবরণশক্তিশব্দ দেখ।] আচ্ছাদনসাধন-
মাত্র। প্রাচীরাদি। বেটন (বেড়া)। ভাবে লুট্। আবৃত্তি।

আবরণশক্তি (ক্রী) আবরণে শক্তিঃ। ৭তৎ। আব-
রণাতি আ-ব-কর্তরি লুট্। আবরণ শক্তিঃ কর্মধা বা।
বেদান্তিমত সিদ্ধ অজ্ঞানশক্তি। বেদান্তবাদীরা বলেন,
যে রূপ মেঘ অন্ন হইলেও বহুবোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে
দর্শকদিগের নয়নপথের অন্তত্বত্ব করে তদ্রূপ অজ্ঞান অন্ন
হইলেও অপরিমিত অসংসারী আত্মাকে দর্শকদিগের
বুদ্ধি বিপর্য্যয় করিয়া আবরণ করে। ঐ শক্তিতে আবৃত
ব্যক্তির আমি কর্তা আমি ভোক্তা আমি সুখী আমি দুঃখী,
এইরূপ বৃথা অভিমান হইয়া থাকে, যেমন প্রমত্তাদি অবস্থার
রজ্জু দেখিলেও সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়।

আবরসম্যক (ক্ৰী) অবরং সমানাং একদেশিং সং (গ্রীয়া-
বরসমাং বুঞ। পা। ৪। ৩। ৫৯) ইতি নিং হ্রস্বঃ। অবর-
সম বর্ষের আদ্যকাল। তদ্রদেশং ঋণং বুঞ। বর্ষের আদ্য
সময়ে দত্ত ঋণ। প্রথম মাসের ধাক্কা।

আবর্জিত (ত্রি) আ-চুরাং বৃজ-গিচ্-ক্ত। দত্ত। ত্যক্ত।
নিরীকৃত নোমান। আহত। সংঘমিত।

আবর্ত (পুং) আ-বৃত্ত ভাবে ষঞ্। ঘূর্ণয়মান জল। ঘূর্ণণে।
ঘূর্ণো। (তাদাবর্তোহস্তস্যং ভ্রমঃ। অমর) রোমসংস্থান বিশেষ।
ঘূর্ণণ লোম। ময়ূষোর অনেকেরই মাথার চুলের ঘূর্ণণ দেখা
যায়। ঘোড়ার রোমেও ঘূর্ণণ থাকে। রাজাবর্ত নামক মণি।
আবর্তন। মেঘের অধিপ বিশেষ। (আবর্তো মেঘনারকঃ।
পঞ্জিকা) মাকিক ধাতু। লোম। গিচ্-ভাবে অচ্। পুনঃ
পুনঃচালন। পরিঘটন, (আওটান)। ধাতুর জাবণ,
গালান। চিন্তা। চিন্তা দ্বারা চিন্ত বারংবার চালিত হয়
তজ্জন্ত চিন্তার নাম আবর্ত। আবর্ত্যতে সমস্তাং
অনেক কোটিবু আ-বৃত্ত-গিচ্-কর্মণি অচ্। বহুবিশয়ক
সংশয়। আবর্ততে কর্তরি অচ্। (ত্রি) আবর্তমান।
যিনি কিরিয় আসিতেছেন। সম্যকবর্তমান। ব্রহ্মতের
মতে জী জাতির যোনি শব্দের নাতির জায় সেই জন্ত তাহার
নাম আবর্ত, তাহার তৃতীয় আবর্ততে গর্তশয্যা আছে।
শব্দনাতির জায় তাহা উপযুক্তপরি সংস্থিত এবং তাহার বর্ণ
হস্তের তালুর জায়। এই ব্রহ্মতোক্ত জীদেহের মধ্যস্থিত
আবর্তাকার নাড়ী সন্নিবেশ বিশেষ।

আবর্তক (পুং) আবর্ত এব স্বার্থে কন্। মেঘাধিপ
বিশেষ। আবর্ত-ইব কয়তি-আবর্ত-কৈ-ক। আবর্ত-
শব্দোক্ত অখাদির রোম চিহ্নবিশেষ। আবর্তয়তি আ-বৃজ-
গিচ্-পুল্ (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আঘটক, যে বারংবার
হুগাদি আওটায়।

আবর্তকী (ক্রী) আবর্ততে বায়ুনা উর্দ্ধাধঃশলতি আ-বৃত্ত-
পুল্। কোঙ্কণ। ভগবতবল্লী নামক লতা বিশেষ। তদ্র-
দন্তিকা (রাজনিং।)

আবর্তন (ক্ৰী) আবর্ততে গৃহাদেঃ পশ্চিমদিগবস্থিত
ছায়া পূর্কদিশং প্রত্যাবর্ততে যন্নি আ-বৃত্ত-আধারে লুট্।
গৃহাদির পশ্চিমদিকবস্থিত ছায়ার পূর্কদিকে গমনারম্ভ
রূপ মধ্যাহ্নকাল। (আবর্তনে যদাসক্তিঃ পূর্কপ্রতিপদোঃ
তবেৎ। গোক্তিল) (আবর্তনাতু পূর্কাহঃ। অগ্নিপূরণ)
(আবর্তনাং বাসরন্ত ছায়াপরিবর্তনাং প্রাগিতি শেষঃ।
স্মার্ত) আ-বৃত্ত-ভাবে লুট্। আলোড়ন, আওটান।
গুণন। ধাতুর জাবণ (গালান)। আবর্তয়তি সংসারচক্রং
আ-বৃত্ত-গিচ্ কর্তরি লুট্। বিষ্ণু। জম্বুদ্বীপের উপরীপ
বিশেষ। আবর্ততে অনরা আ-বৃত্ত-গিচ্-করণে লুট্ গৌরা-
দিং ভীব্। আবর্তনী। হৃদ্য নাড়িবার হাত। দর্কী।
আধারে লুট্ (ক্রী) ভীব্। ধাতু গলাবার পাত্ৰ, মুচী।
(ক্রী) আবর্ত্যতে পুনঃ পুনঃ ধার্য্যতেহৎ আ-বৃত্ত-গিচ্-কর্মণি
লুট্। ভূষা। করণে লুট্ (ক্রী) বেটন। প্রাচীরাদি।

আবর্তনীয় (ত্রি) আ-বৃত-ণিচ্ কৰ্ম্মণি অনীয়ন্। আব-
ণীৰ ধাতু প্রভৃতি। আলোড়নীয় দুগ্ধাদি। গুণ্য অঙ্কাদি।
পুনঃ পুনঃ পাঠ্যপাদি।

আবর্তমণি (পুং) আবর্তাকারো মণিঃ শাকং তৎ। রাজা-
বর্তমণি।

আবর্তিক (ত্রি) আবর্তঃ প্রয়োজনমত্ ঠক্। আবর্তাকার
ধূমসাধন ধূপাদি।

আবর্তিত (ত্রি) আ-বৃত-ণিচ্ ক্ ইট্ গিচ্ লোপঃ। কৃত-
বর্তন দুগ্ধাদি। যে দুগ্ধাদি আওটান হইয়াছে। দ্রাবিত
ধাতু প্রভৃতি। গুণিত অঙ্কাদি। অভ্যন্ত পাঠাদি। আবর্তঃ
সজাতোহস্ত তারকাদি ইতচ্। জাতাবর্ত জলাদি। যে
জলাদিতে আবর্ত জমাইয়াছে।

আবর্তিন্ (ত্রি) আবর্তিতে আ-বৃত কৰ্ত্তরি গিনি। বর্তন-
শীল, যে সৰ্বদা আবর্তমান হয়। গিচ্ গিনি। আবর্তক।
দ্রাবক। দুগ্ধাদির আবর্তনকারক। আবর্তিনী (স্ত্রী)
যে স্ত্রী কিরিয় আসে। যে স্ত্রী আবর্তন করায়।

আবর্তঃ মেবশৃঙ্গাকারকলমস্তাত্তাঃ ইনি ভীপ্। অজশৃঙ্গী
বৃক্ষ। (রাজনিং।) গাড়লশিঙ্গা।

আবর্তিত (ত্রি) আ-বৃহ উদ্যমে ত্রিচ্ ক্ আবর্হি হিংস্যাং
ক্-বা। উৎপাটিত। উন্মূলিত।

আবলদাভী। একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইত। ইহার নামা-
নুসারে মাল্লাজ প্রদেশের কুদপা জেলায় আবলপল্লি
নামে একটি গ্রাম স্থাপিত হয়। ইহার ডাকাইতির কথা
দক্ষিণাপথ হইতে বনাস নদীর তীরস্থ স্থান পর্যন্ত সকল
স্থানে শুনা যায়। একটি প্রবাদ আছে—

“আবলু ঘোড়া ছুলা কেম নদী নীলো ঘাস।

উল্টে বান্ধা জব চরে পানী পিয়ে বনাস ॥”

আবলি, আবলী (স্ত্রী) আ-বল (সৰ্বধাতুভ্য ইন্। উণ্।
৪।১৭৭) ইতি ইন্। কৃদিকারান্তত্বা ভীপ্। শ্রেণী। এক-
জাতীয় বস্ত্র দ্বারা কৃতপংক্তি। (বীথ্যালিরাবলীপংক্তিঃ শ্রেণী।
অমর।) পরম্পরা।

আবলিত (ত্রি) আ-বল-চলনে ক্ ইট্। স্বেচ্ছলিত।
সম্যক্ চলিত।

আবল্য (স্ত্রী) অবল ব্যঞ্। অবলস্ত ভাবঃ। হর্ষলতা।

আবলীর (পুং) অবলীর-অঞ্। জনপদ বিশেষ। মহাবীর
কর্ণ মগধ কর্ত্ত্বক প্রভৃতি জনপদ জয়ের পর এই স্থান
অধিকার করেন। এই স্থান বৎসরাজ্যের পূর্বে। (মহাভা
বন ২৫২ অঃ।)

আবশ্যক (স্ত্রী) অবশ্যঃ ভাবঃ মনোজ্ঞাদিঃ বৃঞ্।

যাহার নিত্যন্ত প্রয়োজন ও আবশ্যক। নিরত। অবশ
কর্তব্য। নিরবকাশ। নিশ্চয় ও উচিত।

আবসতি (স্ত্রী) বসত্য গৃহে বসতিঃ রাজিঃ আ-সম্যক্
বসতিঃ প্রাদিসং। নিশীথ। অর্দ্ধরাত্র।

আবসথ (পুং) আ-বসত্য আ-বস (উপসর্গে বসেঃ।
উণ্। ৩।১১৪। ইতি অথ।) গৃহ। (গৃহমাবসথস্তথা।
উণ্। কোং) (আবসথে বক্রকবিতানমিত্যাচার্য্যকোশঃ।
উজ্জলদত্ত।) বিশ্রামস্থান। গ্রাম। ব্রতবিশেষ। আৰ্য্য-
চ্ছন্দোরচিত কোষবিশেষ। হোম স্থান।

আবসথিক (ত্রি) অবসথে গৃহে বসতি। (আবসথাং ণ্।
পা। ৪।৪।৭৪) ইতি ণ্। গৃহস্থ। (স্ত্রী) ভীপ্।

আবসথ্য (পুং) আবসথস্তায়ং জ্যৈঃ। গৃহসম্বন্ধীয়
লৌকিক অগ্নি।

আবসান (ত্রি) অবসানমতিজনোহস্ত (অভিজনশ্চ। পা।
৪।৩।১০। ইতি অণ্।) যে গ্রামের সীমায় বাস করে।
(স্ত্রী) ভীপ্। আবসানী। চণ্ডালাদি।

আবসানিক (ত্রি) অবসান অন্তে ভবং ঠঞ্। শেষকালে
ভব। বাহা চরমে হয় (স্ত্রী) ভীপ্। আবসানিকী।

আবসিত (স্ত্রী) আ-অব-সো-ক্ত (দ্যতিস্থতিমান্হামিতিকিতি।
পা। ৭।৪।৪°। ইতি ইকারোহস্তাদেশঃ। পক্ধাত্ত।
ঝাড়ের ধান (ত্রি) নির্ণীত। অবধারিত। সমাপ্ত।

আবস্থিক (ত্রি) অবস্থায়ং ভবং ঠঞ্। কালকৃত। অবস্থা-
ভব। সময়সম্ভব।

আবহ (পুং) আবহতি আ-বহ-অচ্। সপ্তস্বকৃৎ বায়ুর
প্রথম স্বর, ভূবায়ু। ১ আবহ, ২ প্রবহ, ৩ বিবহ, ৪
পরাবহ, ৫ সংবহ, ৬ উবহ, ৭ পরিবহ। হরিবংশে বায়ুর
এই সপ্তস্বকের নাম উল্লেখ আছে। আবহতি প্রাপতি
উদ্দেশ্যস্থানং আ-বহ-অচ্। (ত্রি) প্রাপক।

আবহমান (ত্রি) আ-বহ-মানচ্। ক্রমাগত। ধারাবাহি।

আবাধা (স্ত্রী) আ-সম্যক্ বাধা। হুংথ। পীড়া। ভূমিখণ্ড।
ত্রিকোণ ক্ষেত্রমধ্যে রশি ফেলিলে যে খণ্ড হয় হয় তাহার
নাম।

আবাপ (পুং) আ-বপ আধারে বঞ্। আলবাল। গাছে
জল দিবার আইল (আদালবালমাবালমাবাপঃ। অমর)
ধাত্তাদি রাধিবার পাত্রবিশেষ। ধলো। ভাণ্ড। ভাবে
বঞ্। সকল দিকে বপন। ধাত্তাদির স্থাপন। শত্রুচিন্তা।
পররাজ্যচিন্তা। প্রধান হোম। (প্রাক্সিটি কৃত্তে-
রাবাপঃ। গোভিল। আ-উপ্যত ইত্যাবাপঃ। প্রধান
হোম ইতি সরলা) আক্ষেপ। আ-বপ-কৰ্ম্মণি বঞ্। আব

পনীর। প্রক্ষেপণীয়। বলয়। ঈষৎপাতেল আধারে
বঞ্। নিরোরত ভূমি। উক্ত নীচ ভূমিতে শস্তাদি ভাল-
রূপ বোনা বার না, তৎক্ষণতাহার আবাণ নাম হইরাছে।
আবাণক (পুং) আ-উপ্যতে আ-বণ কর্মণি বঞ্। সংজ্ঞায়াং
কন্। প্রকোষ্ঠান্তরণ বলয়াদি। হাতের ভূষণ, বালা প্রভৃতি।
কর্তরিণী। আবণনকর্তা। সম্যক্‌বণনকারী।
আবাণন (ক্ৰী) আ-বণ-ণিচ্‌ করণে লুট্। হ্রস্বয়ত।
ভীত। আ-বণ-ণিচ্‌ ভাবে লুট্। কেশাদির সম্যক্‌ মুণ্ডন।
আবাণিক (ক্ৰী) আবাণায় সাধু ঠক্‌। আবাণনে সাধু।
যে ভাল আইল করিতে পারে বা বুনিতে পারে।
আবারি (ক্ৰী) আত্রিরতে আচ্ছাদ্যতে আ-বৃ-(উপ্‌। ৪। ১২৪)
বাহুং ইন্‌। সকল দিকে আচ্ছাদ্য হইতান, হাট্‌। আ
সম্যক্‌ বারি যজ বহব্রী (ত্রি) সম্যক্‌ জলবৃক্ষ।
আবাল (ক্ৰী) আবাল্যতে সকার্যতে জলমনেন। আ বাল
ণিচ্‌ করণে অচ্‌। আলবাল। গাছে জল দিবার ক্ষুদ্র
আইল। আ-বল-ভাবে বঞ্। সকার্য। (অব্য) মৰ্যাদার্থে
অব্যয়ী। বালক পর্য্যন্ত (আবালবুদ্ধবনিতা।)
আবালাং (ক্ৰী) বালাং আ আবাল্যং পর্য্যন্তার্থেব্যয়ী
ভাবঃ) বালাংবহা পর্য্যন্ত।
আবাস (পুং) আ-সম্যক্‌ বসত্যজ্ঞ আ-বস-আধারে বঞ্।
বাসস্থান। গৃহাদি। ভাবে-বঞ্। সম্যগ্‌বাস।
আবাহন (ক্ৰী) আ-বহ-ণিচ্‌ লুট্‌। নিকটে আসিবার জন্ত
দেবতার আহ্বান। নিমন্ত্রণ।
আবাহনী (ক্ৰী) আ-বাহতেহনয়। আ-বহ-ণিচ্‌ করণে
লুট্‌। ভীণ্‌ বা। দেবতার আহ্বানার্থ যজ্ঞা বিশেষ। ছইট
হাত অঙ্গলিবদ্ধ করিয়া ছই অনামিকার মূলপর্কে ছইট
অঙ্গুষ্ঠ অর্পণ করিলেই আবাহনী যজ্ঞা হয়। (তন্ত্র।)
আবিক (ক্ৰী) অবিদা তলোয়া নির্মিতং ঠক্‌। কথল।
(ত্রি) মেঘসম্বন্ধী।
আবিকসৌত্রিক (ক্ৰী) হ্রস্বমেব স্বার্থেহণ্‌। সৌত্রঃ
আবিকক তৎ সৌত্রকেতি কর্মধা তেন নির্মিতং ঠক্‌। মেঘ-
হ্রস্ব নির্মিত। (বৈশ্বজ্ঞাবিকসৌত্রিকং। মমু। ২। ৪৪।)
বৈশ্ব জেড়ার লোমজাত হ্রস্বের যজোপবীত ব্যবহার করিবেন।
আবিক্য (ক্ৰী) আবিকানাং ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিত্যো
বক্‌। পা ৫। ১। ১২৮) ইতি বক্‌। আবিকসম্বন্ধিৎ।
আবিগ্ন (পুং) আ-বিজ-কর্তরি-ক্‌ তত্‌ ন। উষ্ণিৎ।
পাণিআমলা বৃক্ষ।
আবিজ্ঞান্য (ক্ৰী) অবিজ্ঞানমেব। চাকুরখ্যাং স্বার্থে
বঞ্। বিজ্ঞানহীন।

আবিচূর্ষ্য (ক্ৰী) অবিচূরত ভাবঃ ব্যঞ্। সন্নিবর্ষ।
নৈকট্য।
আবিদ্ধ (ত্রি) আ-ব্যধ-ক্ত। তাড়িত। বিদ্ধ। ছিঙ্গী-
কৃত। ক্রিষ্ট।
আবিদ্ধকর্ণী (ক্ৰী) আবিদ্ধৌ কর্ণাবিব পত্রমন্তা গৌরাদিঃ
ভীষ্‌। পাঠা। নিম্নইলতা (পাঠাংঘটাবিদ্ধকর্ণী। অমর।
(অমরের টীকায় বিদ্ধকর্ণী লিখিত আছে।)
আবিধ (পুং) আবিধ্যতে কাষ্ঠাদ্যনেন আ-ব্যধ বঞ্ধে
ক। কাষ্ঠাদি বেধনসাধন হ্রচ্যাকারাদ্র অত্রবিশেষ।
ভ্রমর। তুরগিন। (বঞ্ধে কবিধানং। বার্তিক।
পা। ৩। ৩। ৫৮ হ্রস্বে।)
আবির্ভাব (পুং) আবিষ্-ভূ-বঞ্। প্রকাশ। সাংখ্য মতে
উৎপত্তি স্থানীয় অভিব্যক্তিস্বরূপ ভাবধর্মবিশেষ। যেমন
আত্মাতে ক্রিয়া নিরোধ বুদ্ধির ব্যপদেশের জন্ত ক্রিয়ার
ব্যবস্থা ভেদ নিয়ত ভেদ সাধনে শক্ত হয় না, কেননা
একেতে সেই সেই বিষয়ের প্রকাশ ও অমুদয় হেতু বিরোধ
ঘটে। কূর্ম শরীরে নিবিশমান হস্ত শুণ্ডাদি যেমন কখনও
প্রকাশ পায়, কখনও বা লীন হয়, তাহাকে আবির্ভাব বা
তিরোভাব বলা হয় না, যেহেতু কূর্ম হইতে ও সকল হয় না;
বস্ত্তঃ কূর্ম ও তাহা ভিন্ন নয়, সুতরাং বলিতে হইবে সং
বস্ত্তর তিরোভাব আবির্ভাব নাই, তবে একটা অবস্থা ভেদের
নামই আবির্ভাব ও তিরোভাব। দেবতার মহাব্যাদিরূপ
ধারণ করিয়া অবতাররূপে উৎপত্তি। যেমন মহাপ্রভুর
আবির্ভাব। অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব ইত্যাদি।
আবির্ভূত (ত্রি) আবিষ্-ভূ-কর্তরি ক্‌। প্রকটিত।
অভিব্যক্ত। (আবির্ভূতমভূদপূর্কচরিতং বৎকিঞ্চিদেকং
মহৎ। স্বতি।)
আবিল (ত্রি) আবিলতি দৃষ্টিং বারয়তি আ-বিল-ভূতৌ-ক।
কলুষ। অপরিষ্কৃত। ষোলা। (কলুষোহনচ্‌ আবিলঃ।
অমর) (নিধারণসদাবিলং। কুমার ২। ৪৪।)
আবিষ্করণ (ক্ৰী) আবিষ্-ক্‌-ভাবে লুট্‌। পা। ৮। ৩।
৪৫ ইতি বহুং। প্রকাশ। (অহুয়া, শুণেবু দোবাবিষ্করণং।
সিং কোং, পা। ১। ৪। ৩৭। হ্রস্বে) করণে-লুট্‌। প্রকাশ-
সাধন। বঞ্। আবিষ্কার। ঐ অর্থ।
আবিষ্কর্তৃ (ত্রি) আবিষ্-ক্‌-ভূহ্‌। প্রকাশক। (ক্ৰী) আবিষ্কর্তা।
আবিষ্কৃত (ত্রি) আবিষ্-ক্‌-কর্মণি ক্‌। প্রকাশিত। (আবি-
কৃতোহকরণপুংসর একতোহকঃ। শক্‌।)
আবিষ্ক (ত্রি) আ-বিব-ক্ত। ভূতাদিগত। আদ্যশ-
কৃত। নিষিষ্ট।

আবিস্ (অব্য) রাহুলকানবতেরপ্যাণ্ডপূর্বাদিসি:—আ-অব-ইসি:। (উচ্চলদত্ত) প্রকাশ, প্রফুট। (প্রকাশে প্রাহরাবি: তাং। অমর।)

ক, কু ও অস ধাতুর যোগে ইহার গতিসংজ্ঞা হয়। (আবিস্ শব্দ বরাহ্মিণে গঠিত হেতু অব্যয়।) (“প্রোণ তদেবাং নিহিতং শুহাবি:।” ঋক ১০।৭১।১। *। আবিরাবেননাং। বাঙ্ ৮।১৫।)

আবিস্তরাম্ (অব্য) আবিস্-তরপ্-আম্। অতিশয় প্রকাশ, অত্যন্ত প্রকাশ।

আবী (জী) অবিরেব স্বার্থে অণ্ জীপ্। রজস্বলা জী। গর্ভবতী।

আবীত (ত্রি) আ-ব্য-ক্ত। ১ সকল প্রকার গ্রথিত। ২ উৎক্ষেপণ করিয়া ধৃত। ভাবে-ক্ত (ক্লী) সম্যক গ্রহণ, স্তম্ভ করিয়া গাঁথা। উৎক্ষেপণ করিয়া ধারণ।

আবীতিন্ (পুং) আবীতমন্ত্যস্ত (অভইনিঠনো। পা ৫।২।১১৫। ইতি ইনি।) দক্ষিণ স্বকোপরিধৃত যজ্ঞবৃদ্ধ, প্রাচীনাবীতি। যিনি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্বক্কের উপরে রাখিয়া বামভাগে সুলাইয়া রাখেন।

“উক্ত তে দক্ষিণে পাণ্ডাবপত্রীভূত্যাতে দ্বিজ:।

সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কঠসজ্জনে।”

মহু ২। ৬৩।

আবীর (আরব্য) ফাগ্। এদেশে শঠী কিম্বা আলুর শুঁড়ায় আবীর প্রস্তুত হয়।

প্রথমে আলু বা শঠী চূর্ণ করিতে হয়, (যতই অধিক চূর্ণ হইবে ততই জিনিস ভাল হইবে,) পরে লোধ ও বকম কাষ্ঠ জলের সহিত বড় বড় কড়াতে দিয়া জাল দিলে যে কষ বাহির হয়, তাহার সহিত ঐ শঠী বা আলুচূর্ণ (পালো) মিশ্রিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপে আবীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কচুর কিম্বা আচ্ হলদীতে এক প্রকার আবীর তৈয়ার হয়, তাহাই সর্কোংকুট। দোলযাত্রার সময়ে আবীরের বড় আদর। এ সময়ে হিন্দুরা আবীর মাথামাথি করে।

আবুক (পুং) অবতি রক্ষতি পালয়তি বা অব রক্ষপালনয়ো:—উণ্ কন্। নাটোক্তিতে জনক, পিতা (অথাবুক: জনক:। অমর।)

আবুৎ (জী) আ-বৃত-সম্পদাদি ক্‌ প্। ১ আবরণ। (খখেদে ৫।৪৬।১। নাত্তা বন্ধি বিমুচং নাবুভং।” *। আবৃতং আবরণং ধারণং। সায়ন।) ২ আবর্তন, ঘুরণ। ৩ পুন: পুনশ্চালন (ভরুয়ঙ্কুর্দে ২।২৬। “স্ব্যাত্তাবৃতমহাবর্তে।” *। আবৃতমাবর্তনং। মহীধর।) ৪ বারংবার এক জাতীয়

ক্রিয়াকরণ। ৫ পরিপাটী। ৬ অল্পকম। ৭ তুচ্ছীভাব, নি:শব্দ হইয়া থাকা। কঠরি কিপ্। (ত্রি) ১ আবর্তমান, যে কিরিয়া আসিতেছে। যে বর্তমান আছে। ২ জাতকর্মাদি সংস্কার। ক্রিয়া সকল। (মহু ৩।২৪৮।)

আবৃত (ত্রি) আ-বৃ-ক্ত। ১ কৃতাবরণ, অপ্রকাশিত, আচ্ছাদিত। (পুং জী) ২ আশুরি কভার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত বর্ণবিশেষ। (জী) জাতিস্বাং জীপ্। আবৃতী। “ব্রাহ্মণাহগ্রকস্ত্রায়ামাবৃতো নাম জারভে।” মহু। ১০।১৫।

আবৃতি (জী) আ-বৃ-ক্তিন্। আবরণ।

আবৃত্ত (ত্রি) আ-বৃত-ক্ত। ১ পুন: পুনরভ্যস্ত। ২ আবর্তমান, যে কিরিয়া আসিয়াছে, পরাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত।

আবৃতি (জী) আ-বৃত্ত-ক্তিন্। ১ বারংবার অভ্যাস, পুন: পুন: এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ। ২ প্রত্যাবৃতি, কিরে আশা। আবৃতিদীপক (ক্লী) আবৃত্য দীপকং তরা তৎ। ১ দীপকা-বৃত্তি-রূপ অর্থালঙ্কার বিশেষ। ২ মন্তিক।

আবৃষ্টি (জী) আ-বৃ-ক্তিন্। ১ সমাগুবর্ষণ। (“আবৃষ্টে: প্রাণধারকৈ:।” চণ্ডী) অব্য। মর্যাদার্থে অব্যয়ী। ২ বৃষ্টিপর্যন্ত।

আবেগ (পুং) আ-বিজ-ঘঞ্। ১ উৎকর্ষাজনক বা স্বরাধিত মানসিক বেগ। ২ ব্যভিচারী ভাববিশেষ। যথা নির্বেদ আবেগ, দৈহ্য, শ্রম, মদ, জড়তা, ওদ্রা, মোহ ইত্যাদি।

আবেগী (জী) আবেগোহত্যাভা: অর্শাদিৎ অচ্ গোরাদিং ভীষ্। বুদ্ধদারক বুদ্ধ, বিষতাড়ক। (ভাদ্‌কগন্ধা ছগলাস্ত্র্যাবেগী বুদ্ধদারক:। অমর।)

আবেগিক (ত্রি) স্বাধীন, যে অপরের মতের বলশর্তী হয় না। (“বুদ্ধধর্মী আবেগিকাদয়:।” অভিধর্মকোষব্যখ্যা। ১।২)

আবেদক (ত্রি) আ-বিদ-গিচ্-গুন্। বিজ্ঞাপক, রাজার নিকটে ব্যবহারোৎপাদক বাদী, আবেদনকারী।

আবেদন (ক্লী) আ-বিদ-চুরাং গিচ্-ল্যুট্। বিজ্ঞাপন, ব্যবহারোৎপাদন, নালিশ করা। (আবেদ্যতে অনেন আ-বিদ-গিচ্-করণে-ল্যুট্) ব্যবহারোৎপাদক ভাষণত্র, আরজী।

আবেদনীয় (ত্রি) আ-বিদ-গিচ্ অনীয়ন্। বিজ্ঞাপনীয় বাহাকে জানান যায়। যে পদার্থের আবেদন করা যায়। যে গুণাদি আদ্যের জন্ত নালিশ করা হয়।

আবেদিত (ত্রি) আ-বিদ-গিচ্-ক্ত ইট্ গিচ্-গোপং। বিজ্ঞাপিত, বাহাকে জানান যায়, যে পদার্থের আবেদন করা হয়, নালিশের সময়ে উল্লিখিত বস্তু।

আবেদিন্ (ত্রি) আবেদয়তি আ-চুরাং-বিদ-গিচ্-গিনি।

১ বিজ্ঞাপক, নালিশকারী, বাণী। আ-বিদ্-গিনি। ২ আভা-কারী। (স্ত্রী) ভীপ্। আবেদিনী।

আবেদ্য (ত্রি) আ-বিদ্-গিচ্-ঘৎ। বিজ্ঞাপ্য, জানাইবার যোগ্যব্যাপার। আ-বিদ্ গিচ্ ল্যপ্ (অব্য) জানাইয়া।

আবেদ্য (ত্রি) আ-বিদ্-গ্যৎ। যাহা বিদ্ধ করা যায়। মুক্তাদি মণি, ছিত্র করিবার যোগ্য মণি প্রভৃতি।

আবেশ (পুং) আ-বিশ-ঘঞ্। ১ অহংকার বিশেষ। ২ সংরক্ত, ক্রোধ। ৩ অতিনিবেশ। ৪ আসক্ত। ৫ অহুপ্রবেশ।

৬ প্রহতয়, ভূতাদিতে পাওয়া। ৭ অপম্মার রোগ। ৮ অধিষ্ঠান। ৯ গর্ভ, ১০ মনোভাব আয়ত্তীকরণ। ১১ আন্তরিকবস্ত্র।

“আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।

যাওব হাম যতন পুহু” করবে॥” বিদ্যাপতি।

আবেশন (স্ত্রী) আ-বিশ্ততে যত্র, আ-বিশ-আধারে লুট্। ১ শিরশালা। আবেশনং শিরশালা। (অমর)। ২ ভূতাদিতে পাওয়া। ৩ সূর্য এবং চন্দ্রের পরিধি। ৪ ক্রোধাদি। আধারে লুট্) ৫ প্রবেশ সম্পাদন ব্যাপার, যদ্বারা প্রবেশ করান যায়।

আবেশিক (ত্রি) আবেশে গৃহে ভবং তত আগতঃ বা ঠঞ্। ১ অতিথি। ২ অসাধারণ। ৩ বান্ধবাদি (স্ত্রাদাবেশিক আগন্তুতিথিনী গৃহাগতে। অমর) ৪ বেড়া। ৫ প্রতিষ্ঠিত।

আবেশিত (ত্রি) আ-বিশ-গিচ্-ক্ত-ইট্-গিচ্-লোপঃ। নিবেশিত। আবেশযুক্ত। মনোযোগযুক্ত।

আবেষ্টক (পুং) আবেষ্টয়তি আ-বিষ্ট-গিচ্-গুল্। আবরণ-কারক প্রাচীরাদি। বেষ্টক, বেড়া।

আবেষ্টন (স্ত্রী) আ-বেষ্ট-ভাবে লুট্। আবরণ। করণে লুট্। আবরণ সাধন প্রাচীরাদি। বেড়া।

আব্য (ত্রি) অব্যবহৃত বিকারঃ ব্যঞ্। মেঘসম্বন্ধীয় লোমাদি।

আব্যাদিন্ (ত্রি) আ-ব্যধ-গিনি। সম্যক্ পীড়ক। (স্ত্রী) ভীপ্। আব্যাধিনী। পীড়াদায়ক। (শুক্রযজুর্বেদে ১১। ৭৭। “বা সেনা অভীষরীরাব্যাদিনীরুগণা উত”। ১। আব্যাধিনী, আ সমস্তাবিধ্যক্তি তাঃ সর্বতো ২স্বাস্তাভ্রমন্ত্যঃ। মহীধর।

আভ্রশ্চন (স্ত্রী) জ্বদ্রশ্চনং ছেদনং প্রাদিসং। জ্বছেদন।

আধারে লুট্ (ত্রি) ছেদ্যযুক্ত প্রদেশ। যুগাদি করিবার জন্ত যুদ্ধের যে স্থান ছেদন করা হয়। ভাগস্বপে কাটা।

আভ্রশ্চ (পুং) আ-ভ্রশ্চ ঘঞ্। (চোঃ কু বিগ্ গ্যতো। পা ৭। ৩। ৫২। ইতি চত্ কথং। “নিমিত্তা-পারে নৈমিত্তিকস্তা-প্যপার” ইতি শত্ সত্।) জ্বৎ ছেদন। ঘঞ্। (ত্রি) যুগাদি করিবার জন্ত যুদ্ধের যে স্থান ছেদন করা হয়।

আত্মীড়ক (পুং) অত্মীড়ানাং নির্গজানাং বিবরো দেশঃ। পা ৪। ২। ৫৩। ইতি-বুঞ্। নির্গজ দেশ।

আশ (পুং) অশ-ভোজনেন-ঘঞ্। ভোজন। আতরস্রাতি। আতরশঃ। আম মন্ত্রাতি আমাশঃ। কর্ণগ্যত্রিতি অশ্ উপসং। যিনি আতঃকালে ভোজন করেন, যিনি অপক ভোজন করেন। ঐরূপ হতশ আশ্রয়শ মাংসাশ পলাশ হবিষ্যশ ইত্যাদি প্রয়োগগুলি হইবে। (ব্রহ্মবলীতে আশা শব্দের অপভ্রংশ।)

“আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব

অবহি যে করত পয়ান।” বিদ্যাপতি।

আশংসা (স্ত্রী) আ-শন্স্ অঙ্ টাপ্। অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা। ইষ্টার্থের আশংসন (প্রার্থনা) (আশংসায়াং ভূত বচ। পা। ৩। ৩। ১৩২। আশংসা বচনে লিঙ্।

পা। ৩। ৩। ১৩৪। লুট্।) (স্ত্রী) আশংসন। ঐ অর্থ।

আশংসিত (ত্রি) আ-শন্স্ ক্ত ইট্। ১ কথিত। ২ ইচ্ছাবিষয়ী ভূত। ভাবে ক্ত (স্ত্রী) আশংসা, মনোরথ। (“যোজ্যমাশং-সিতাবক্ষ্যপ্রার্থনং।” রঘু ১। ৮৬। আশংসিতং মনোরথঃ মল্লিঃ।)

আশংসিতা [ত্] (ত্রি) আ-শংসতি আ-শন্স্ ভূচ্। ভাবিত্তভেচ্ছায়ুক্ত (স্ত্রী) ভীপ্ আশংসিত্রী। (আশংসুরাশংসি-তরি। অমর)।

আশংসিন্ (ত্রি) আ-শন্স্—গিনি। আশংসু। আশংসাকারী।

আশংসু (ত্রি) আ-শন্স্ (সম্মাশংসভিক উঃ। পা। ৩। ২। ১৬৮) ইতি উ। ১ ইচ্ছাকারক। ২ ভাবি শুভাকাঙ্ক্ষী।

আশক (ত্রি) অন্নাতি অশ গুল্। ১ ভক্ষক। ২ ভোগযুক্ত। আশয়তি আশ গিচ্-গুল্। ৩ ভোগসাধন। ৪ ভোজনকারক। (আরব্য) ৫ প্রণয়ী।

আশক্ত (ত্রি) সত্ত্বক্ শক্তং, প্রাদি সং, আ-শক্—ক্ত। সত্ত্বক্ শক্তিযুক্ত।

আশগন্ধ (হিন্দী) এক প্রকার চারাগাছ (*Physalis flexuosa*) অশ্বগন্ধার অপভ্রংশ।

আশঙ্কনীয় (ত্রি) আ-শকি—অনীয়র্। শঙ্কার বিষয়, শঙ্কা করিবার যোগ্য, অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তনীয়।

আশঙ্ক (স্ত্রী) আ-শকি-অঙ্-টাপ্। ভয়, জ্ঞান। অনিষ্ট-কর বলিয়া চিন্তা। সম্বেহ।

আশঙ্কিত (ত্রি) আ-শকি কর্তরি ক্ত ইট্। ভীত। (কর্ণগি ক্ত)। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তিত, সন্দেহ। ভাবে ক্ত (স্ত্রী) ভয়। সম্বেহ। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তন।

আশঙ্কিন্ (ত্রি) আশঙ্কতে আ-শকি গিনি। আশঙ্কায়ুক্ত। যিনি আশঙ্কা করেন। (স্ত্রী) ভীপ্। আশঙ্কিনী।

আশঙ্ক্য (ত্রি) আশঙ্কতে আ-শকি কর্ণগি গ্যৎ। আশঙ্কার

বিষয়। তরের বোণ্য। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তনীয়। ল্যপ্।
(অব্য) সন্দেশ করিয়া।

আশন (পুং) অশন এব স্বার্থে ২৭। ১ অশন ব্রহ্ম, পিতা
পালগাছ। এক প্রকার বড় গাছ। (Terminalia
tomentosa.) এই গাছ হিমালয়, বালুসা, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রদেশ ও
দাক্ষিণাত্যে জন্মে। ইহার ছালে কালরঙ হয়। অনেক
ঐ ছাল ভস্ম করিয়া চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পানের সহিত
খায়। ইহার ফল হরিতকীর মত। এই গাছে গঁদের
মত আটা বাহির হয়। তসর কীট ইহার পাতা খায়।
ইহার কাঠ অনেক কাজে লাগে। অশ ভোজনে গিচ্ ল্য—
(ত্রি) ২ যিনি ভোজন করান। অশনি রশনি জীবী স্বার্থে
(পর্ষাদিযোথেরাদিভ্যোহণঞো)। পা। ৫। ৩। ১১৭।
ইতি অণ্ (ত্রি) ৩ বজ্রজীবী, ইজ্জ। আশনঃ আশনো।
(বহুতস্য লুক্) অশনয়ঃ, অশনির্যেব (প্রজাদিভ্যশ্চ।
পা। ৫। ৪। ৩৮। ইতি স্বার্থে ২৭।) (পুং জী) ৪ বজ্র।
স্বাধিক প্রত্যয় প্রায়ই প্রকৃতির লিঙ্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া এখানে
পুং জী এই দুই লিঙ্গই হইবে।

আশ্না (পারস্য) চেনা। জানা শুনা।

আশপাশ (অব্য) এদিক ওদিক্। চারিদিক্।

আশয় (পুং) আ-শী (এরচ্। পা। ৩। ৩। ৫৬) ইতি অচ্।
১ অভিপ্রায়। ২ আধার। ৩ বিভব। ৪ পনসব্রু (কাঁঠাল
গাছ)। ৫ বেদ্যশাস্ত্রোক্ত স্থান বিশেষ। (আশয়ঃ স্যাদভিপ্রায়ে
মানসাধারয়োরপি। বিশ্ব) (আ-কলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ
শেতে কর্ত্তরি অচ্) ৬ কর্ম্ম জন্তু বাসনারূপ সংস্কার।
৭ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জন্ম। (আধারে অচ্) ৮ আশয়বিশিষ্টচিত্ত।
(ভাবে অচ্) ৯ শয়ন। ১০ স্থান। ১১ কোঠাগার।
১২ বৌদ্ধমত সিদ্ধ আলয়বিজ্ঞানরূপ বিজ্ঞানসমূহ। ১৩
আশ্রয়। ১৪ কিংপচান নামক পশুধারগাধ গর্ত্তবিশেষ। ১৫
খাত বিশেষ।

আশয়াশ (পুং) আশয়ঃ আশ্রয়ঃ মন্যতি আশয়-অশ-অণ্।
উপংসং। অশ্নি। নিজের আশ্রয় কাঠাদিকে উক্যরূপে
ভোজন করেন তজ্জন্তু অগ্নির নাম আশয়াশ হইয়াছে। যেমন
(আশ্রয়াশ) ইত্যাদি।

আশর (পুং) আশ্ৰণাতি আ-শৃ অচ্। ১ অগ্নি। ২ রাক্ষস।
(ক্রব্যাদোহি ল্প আশরঃ। অমর।)

আশরুফী (পারস্ত) মুজা। মোহর।

আশরীক (ক্লী) যোগবিশেষ। (“আশরীকং বিশরীকং
বলাসঃ পৃষ্ট্যাময়ম্।” অথর্ববৈদ।)

আশশেওড়া। একপ্রকার গাছ। (Limonia Pentaphylla)

এই গাছের পাঁচকোণা পাতা। ইহার ছোট ছোট রাঙা
ফল হয়।

আশব (ক্লী) আশোভাঃ (পৃথাদিভা ইমনিজা। পা। ৫।

১। ১২২। ইতি অঞ্।) শীঘ্রব। পক্ষে ইমনিচ্। (পুং)

আশিমা। ২ (ক্লী) আশুভ। তন্ (জী) আশুভা। শীঘ্রব।

আশস্ (ত্রি) আশনস্ কিপ্। ১ ভাবি শুভেচ্ছাকারী।

ভাবে কিপ্। ২ ভাবি শুভইচ্ছা। ৩ কথন। ৪ স্তুতিসাধন।

(ঋগ্বেদে। ৪। ৫। ৬। “পৃচ্ছমানস্তবশসা জাতবেলো

বদীদম্। *। তবশসা ত্বং স্তুত্যা সাধনেন। সায়ন।)

আশসন (ক্লী) আ-শনস্-বা ক্যুন্। ১ কথন। ২ ভাবি-

শুভেচ্ছা করণ।

আশসন (ক্লী) তুবাধান। (ঋগ্বেদে ১০। ৮৫। ৩৫।

“আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্ত্তনং।” *। আশসনং

তুবাধানং। সায়ন।)

আশস্ত (ত্রি) আ-শনস্-ক্ত। স্তত, বাহাকে স্তব করা

হইয়াছে।

আশা (জী) আ-সমস্তাৎ অনুতে ব্যাপ্রোতি—আ-অশ্

ব্যাপ্তৌ অচ্। দিক্। প্রত্যাশা। (প্রত্যাশাকাঠ-

য়োরশা। রুদ্র) (যাবদেতে হৃদি প্রাণান্তাবশা বিব-

ঙ্কিতে। উত্তট) নৈয়ায়িক মতে সংখ্যা পরিমিতি পৃথক্

সংযোগ বিভাগাশ্রয় দ্রব্যবিশেষ। দৈশিক পরত্বের ও

অপরত্বের অসমবায়ি কারণের সংযোগের আশ্রয় বলিয়াই

নৈয়ায়িকেরা উহা স্বীকার করেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর মতে

যে উপাধি (নাম) দ্বারা পূর্বাপরত্ব ব্যবহার হয় সেই

উপাধির নামই দিক্, তাহার আশ্রয়রূপ অতিরিক্ত দিক্কল্পনা

করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহা

পাইবার তৃষ্ণা।

আশাত্ (পুং) আবাচ্ শব্দের অর্থ। (তবেদাশাত্ আবাচ্।

দিক্। কোং) ব্রতীদিগের পলাশদণ্ড, লাঠী।

আশাতা, আশাড়া (জী) ১ আবাচ্ নক্ষত্র। আশাড়া (চা)

প্রয়োজনমত্ত অণ্। ২ ব্রহ্মচারীর পলাশের দণ্ড। আশাড়া

নক্ষত্রযুক্ত, পৌর্ণমাসী (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা।

৪। ২। ৩।) ইতি অণ্। ৩। আশাড়া চান্দ্রাশাত্ পৌর্ণ-

মাসী সা যত্র মাসে (সাহস্রিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং।

পা। ৪। ২। ২১।) ইতি অণ্। (পুং) চান্দ্র আশাত্

(আবাচ্) মাস।

আশাদায়ন্ (ক্লী) আশা-দায়-উপসিতি সং। আশা-

রূপ বন্ধনসাধন রজ্জু, আশারূপ পুঙ্খল।

আশাধর। একজন এসিক বৈদ্যের নাম। তৎকৃত ধর্ম্মাস্ত

গ্রহে লিখিত আছে, শাক্তরীর নিকটে তাঁহার জন্ম স্থান। (বস্তুতঃ তিনি জয়পুরের একটা দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন।) তাঁহার দুইটা পত্নী ছিল, একটীর নাম শ্রীরমী ও অপরটীর নাম সরস্বতী। সরস্বতীর গর্ভে বাহল নামে একটা পুত্র হয়। যখন সাহাবুদ্দীন জয়পুর আক্রমণ করেন, তখন তিনি মালব রাজ্যে পলাইয়া আসেন, পরে, ধারাতে বিক্র্যরাজ বিজয়বর্মার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে রাজকবি বিহ্লন তাঁহাকে যথেষ্ট সগান্দর করিলেন। অর্জুন মালবের রাজা হইলে তিনি মালকচ্ছে অবস্থান করেন এবং শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন।

১২৯৬ সন্থতে আশাধর বর্তমান ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়েকখানি পাওয়া যায় ;— ১ ক্রটটকৃত কাব্যালঙ্কারের টীকা, ২ সটীক ধর্মামৃত, ৩ অমরকোষের টীকা, ৪ আরাধনাসার, ৫ অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকা, ৬ ইষ্টোপদেশ, ৭ জিনযজ্ঞকল্প, ৮ ত্রিষষ্ঠী স্মৃতিশাস্ত্র (নিবন্ধের সহিত), ৯ নিত্যমহোদ্যোতশাস্ত্র, ১০ প্রেমেরস্বাকর, ১১ ভারতেশ্বরভাষ্য কাব্য, ১২ ভূপাল চতুর্বিংশতি, ১৩ সহস্র নামস্তবন, ১৪ মূলারাদন টীকা।

আশানন্দ। রামানন্দের ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন। রামানন্দের মৃত্যুর পর ইনিই তাঁহার গদীতে আরোহণ করেন।

আশানন্দ টেকি। একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বীর। ৫০ বর্ষ পূর্বে বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের নানান স্থানে আশানন্দ সঙ্ঘে অনেক অলৌকিক বীরত্বের কথা শুনা যায়। তিনি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিক দীর্ঘাাকার ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। শান্তিপুর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার সময় বঙ্গদেশের নানা স্থানে বড় ডাকাইতির ভয় ছিল। এই জন্ত বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি স্থানের সম্রাট জমীদারগণ লাটের সময় আশানন্দের নিকট খাজনার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাহাদের প্রেরিত পাক ও আমলাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজিকালে কাহারির দিকে যাত্রা করিতেন; তৎপর দিন কাহারি গুলিলে টাকা জমা করিয়া দিতেন। এইকার্যে তাঁহার বিলক্ষণ দুইটাকা লাভ হইত। এক সময়ে তিনি লাটের টাকা লইয়া বাহির হইরাছেন, “চিত্তের মার পুফুর” নামক স্থানে কতকগুলি ডাকাইত তাঁহার কাছে টাকা আছে জানিতে পারিয়া বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে আসে। আশানন্দের সঙ্গে কেবল জনকয়েক পাক ছিল, তিনি তাহাদিগকে টাকা রক্ষা করিতে বলিয়া একাকী প্রায় দুই দিন শত ডাকাইতের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাইতেরা

তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আগ্রসর হইলে, তিনি দুইজন প্রধান ডাকাইতকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া কেলিলেন। তাহা দেখিয়া অপর সকলে পলাইয়া গেল। তিনি নিরাপদে দুইজন ডাকাইতকে বগলে পুরিয়া কাহারী অভিযুখে চলিলেন। এই প্রকার অসাধারণ ক্রমতা দেখাইয়া অনেকবার তিনি ডাকাইতের হস্ত হইতে উদ্ধার হইরাছিলেন। কোন কোন সময়ে টেকী ঘুরাইয়া ডাকাইতদের সঙ্গে যুঝিতেন, সেইজন্ত তাঁহার নাম আশানন্দ টেকী হয়। কাঁধে টেকী লাগাইয়া ঘুরাইতেন এই নিমিত্ত তাঁহার কাঁধে লাগ ছিল। তিনি অসম্ভব আহার করিতে পারিতেন। দরিদ্রের উপর তাঁহার বিলক্ষণ দয়া ছিল।

আশাপাল (পুং) আশাং দিশং পালয়তি আশা-পা পিচ্ (পোতেশৌলুথকব্যঃ। বার্তিক। পা। ৭। ৪। ৬। হুজে ততঃ অণ্। উপং সং। ১ পূর্বাদি দিকপাল, ইন্দ্রাদি। ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপাতি নৈঋতো বরুণো মরুৎ। কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ। অমর) উদ্ধিকের পতিব্রহ্ম। অধোদিকের পতি অনন্ত। ২ অশ্বমেধ যজ্ঞের পশুরক্ষক রাজকুমার বিশেষ।

আশাপুর (ক্ৰী) পুষ্কবিশেষ। যে নগরে উত্তম গুগ্গলু পাওয়া যায়। যেখানে উৎকৃষ্ট গুগ্গলুতে ধূপ জগায়।

আশাপুরসম্ভব (পুং) আশাপুরে সম্ভবতি, আশাপুর সং-ভূ অচ্। গুগ্গলু বিশেষ।

আশাবন্ধ (পুং) আশাং দিশং বরাতি-আশা-বন্ধ অচ্। ১ মর্কটজাল। (আশা-বন্ধ যৎ ৩৩০), ২ তৃক্ষাবন্ধ। ৩ দিগবন্ধ। ৪ আশাস। ৫ আশাপাশ।

আশাবরী (সদ্বীত) এটা সম্পূর্ণ রাগিণী। নি, ঞ, গ ও ধ কোমল। “মল্লারী-সৈন্ধবী-তোড়ী-যোগাদাশাবরী মতা।” চলিত ভাষায় ইহাকে আশোয়ারী বলে।

আশার্ক কাত্যায়ন কৃত কর্ণপ্রদীপের টীকাকার।

আশাবৎ (ত্রি) আশা-অন্তর্যর্থ মতুপ্। আশাবিশিষ্ট ব্যক্তি।

আশাবহ (ত্রি) আশাং বহতি আশা-বহ-অচ্। ৬তৎ। আশাবারী। যাহাতে আশা উৎপন্ন হয়। যাহাতে আশাপূর্ণ হয়। (পুং) নৃপবিশেষ। ২ আকাশের পুত্র, বৃহস্পতি, চন্দ্র আশা, বিভাবস, সপ্তিত, ঋতীক, অর্ক, ভাস্কর, আশাবহ, রবি এই দশ আকাশের পুত্র। ভা-আ ১ অং। ৪২ শ্লোক।

আশাস্ত্র (ত্রি) আ-শিস্যতে আ-শাস-প্যৎ। আশীঃসাধ্য। আশংসনীয়। প্রার্থনীয়। কথনীয়। ল্যপ্। (অব্য) বলিয়া (আশাস্ত্র চ শুভং কর্ণ উদ্ধিত চ মনোগতং। স্মৃতি)

আশি (ক্ৰী) আ-অশ-কি। ভোজন।

আশিক। (ক্ৰী) আ-শিক-অঙ-আপ্। সম্যক্ শিক্ষা, উপদেশ।

আশিত (ত্রি) আ-অশ-ক্ত। ১ সম্যক্ভুক্ত অন্নাদি। যে অন্নাদি সম্যক্ৰূপে ভোজন করা হইয়াছে। ভাবে ক্ত (ক্ৰী) ২ সম্যক্ ভোজন। ৩ আশিতমন্ত্ৰাত্ম অর্শ আদিং অচ্। তৃপ্তি। ভোজন দ্বারা তৃপ্তিযুক্ত। (নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রোতরাশিতঃ। মনু।)

আশিতঙ্গবীন (ত্রি) আশিতা অশনেন তৃপ্তা গাবো যজ (পা ৫।৪।৭। হুজ্বে।) নি° মুম্। যে স্থানে ঘাসাদি ভক্ষণ করিয়া গো সকল তৃপ্তি লাভ করে, প্রচুর ঘাসযুক্ত স্থান। (ত্রিঘাশিতঙ্গবীনস্তদগাবো যজ্ঞাশিতাঃ পুরা। অমর) অরণ্য।

আশিতত্ত্ব (ত্রি) আশিতোহশনেন তৃপ্তো ভবত্যানেন আশিত-ভূ (আশিতে ভুবঃ করণভাবয়োঃ। পা। ৩।২।৪৫ ইতি খচ্।) মুম্। উপ সং। ১ যে অন্নাদি ভোজন করিয়া প্রাণীরা তৃপ্ত হয়। ভাবে-খচ্ (ক্ৰী) ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হওয়া।

আশিত্ত্ব (ত্রি) আ-অশ তৃচ্ ইট্। তৃপ্তিহেতু ভক্ষক। পেটুক। (ক্ৰী) ভীপ্।

আশিন্ (ত্রি) অশ-গিনি। ভোক্তা।

আশিন (ত্রি) আশিন্-স্বার্থে-অণ্ বেদে নি° ন টিলোপঃ। ভক্ষক। অতিশয় ভোক্তা।

আশিমন্ (পুং) আশোৰ্ভাবঃ ইমনিচ্ ভিন্নস্তাবঃ। শীঘ্রত্ব। [আশব শব্দে হুজ্বে দেখ।]

আশির্ (ত্রি) আশীয়েতে পচ্যতে আ-আ-কিপ্-নিং সাধু। পাকের যোগ্য হুদ্দাদি।

আশির (ত্রি) আশীরেব স্বার্থেহণ্। ১ পাকের যোগ্য হুদ্দাদি। আ-অশ-ব্যাণ্টো-ভোজনে বা (অশেণিৎ। উণ্ ১।৫৩ ইতি কিয়চ্। পিৎতাহপধাতুজিঃ। (পুং) ২ অগ্নি। ৩ সূর্য্য। রাকস। (অধাশিরঃ। রাকসো বহিরেকোহয়ং। উণ্-কো°।) আশিরোবহিরকসোঃ। উজ্জলদন্ত।)

আশিষিক (ত্রি) আশিষা চরতি ঠক্। আশীর্বাদক। আশীর্বাদে অভিযত। (ইহুস্কৃতান্তাৎ কঃ। পা ৭।৩।৫১। ন কঃ কিন্তু ইক্ এব।)

আশিষ্ট (ত্রি) আ-শাস-ক্ত। যাহাকে আশীর্বাদ করা হইয়াছে।

আশিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন আশু (অতিশয়েন তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) ইতি ইষ্ঠন্ ভিষজ্যাবঃ। অত্যন্ত শীঘ্র।

আশিস্। (ক্ৰী) আ-শাস-কিপ্। (শাস ইদঙ্-হলোঃ। পা ৬।

৪।৩৪। ইতি উপধায়া ইষং) ইষ্টার্থাবিকরণ। সর্পের দন্ত। প্রার্থনা। (আশীঃ হিতাশংসাহিনঃঋয়োঃ। অমর।)। আশীর্দন্তে মরুভুজাং। হিততাশংসেন ক্রী-ত্বাৎ। মেদিনী)

“বাৎসল্যাৎ যজ্ঞ মানেন কনিষ্ঠস্যভিধীয়তে।

ইষ্টাবধারকং বাক্যমাশীঃ সা পরিকীর্ষিতা।”

আশিষি লিঙ্-লোটৌ। পা। ৩।৩।১৭৩।

আশী (ক্ৰী) আ-শীর্ষ্যতেহনয়া আ-শূ-কিপ্ পৃষো°। সর্পের দন্ত এবং বিষ। (আশী তালুগতা দংষ্ট্রা তয়া বিদ্ধো ন জীবতি।) বিষবিদ্যা।

আশীর্গেয় (ত্রি) ওয়াতৎ। নান্দীপাঠ। স্তুতিবাদ।

আশীর্দা (ক্ৰী) আশিস্-দা-ক-আপ্। দেবতা, পুজ্যব্যক্তি।

আশীয় [স্] (ত্রি) অতিশয়েনাশু (ষিষচেনবিভজ্যোপপদে তরবীয়হুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) ইতি ঈয়হুন্ ডিহৎ। অত্যন্ত শীঘ্র। আশীয়ান্ আশীয়ংসৌ (ক্ৰী) ভীপ্। আশীয়সৌ।

আশীর্ত্ব (ত্রি) আ-আ-ক্ বেদে নিং। পক্ হুদ্দাদি।

আশীর্বাদ (পুং) আশিষোবাদঃ। (৬ তৎ) ইষ্টার্থ আবিষ্করণ বাক্য। আশীর্কচেন প্রভৃতিরও ঐ অর্থ।

আশীবিষ (পুং) আশীঃ সর্পদংষ্ট্রা তত্র বিষমস্য পৃষো° সলোপঃ যদ্বা আশ্রাৎ বিষমস্য। সর্প, সাপ। (আশীবিষোবিষ-ধরশ্চক্রী ব্যালঃ সরীসৃপঃ। অমর) সূত্রতে দর্শকর সর্পকেই আশীবিষ বলা হইয়াছে। রঘুনাথ চক্রবর্তী আশীবিষ শব্দের পূর্বে ব্যুৎপত্তিটা লিখিয়া, পরে লিখিয়াছেন, “আশী ঈদস্তোহপি। তথাচ হরবিলাসে, যোবিভক্তি জটাজুট-গাঢ় বন্ধোরগোজ্জ্বিতাৎ। আশীমিব কলামিন্দোর্গন্ধানির্গম-নীমিব।”

আশু (ত্রি) অশু-ব্যাণ্টৌ (ক-বা-পা-জি-মি-অদি-সাধ্য-শুভা উণ্। উণ্ ১।১।) ইতি উণ্। গিহ্মাহুপধাতুজিঃ। ১ শীঘ্র, সত্ত্বর। (সত্ত্বরং চপলং তুর্গমবিলম্বিতমাত্ত চ। অমর) (ক্ৰী) (বোতোঙণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪।) ইতি ভীষ্। আশী। আশু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণে প্রযুক্ত হয় তজ্জন্য তত্তৎস্থলে ক্রীবলিঙ্গ দেখা যায়। (পুং) ২ বর্ষাভবধাত্ত বিশেষ, আউশ ধান। (আশুক্ৰীহৌ চ সত্ত্বরে। বিখ) ঐ ধাত্ত অস্ত্র ধাত্ত অপেক্ষা শীঘ্র পাকে বলিয়া উহার নাম আশু হইয়াছে। কোজব। দ্বাদ্ধান্য।

আশুকু। এক জাতীয় কচু। (Colocasia Antiquorum.) এই গাছ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে অন্নে। সাত মাসের হইলে ইহার মূল তুলিয়া লইতে হয়। এই কচু উৎকৃষ্ট ও হিতকর।

আশুক্যারিন্ (জি) আশু শীঘ্রং করোতি আশু-কৃ-ণিনি।
শীঘ্রকার্যকারী। (জী) জীপ্। আশুক্যারিণী। শীঘ্র
কার্যকারিণী। সূক্ষ্মতোক্ জবজবাবিশেষ। আশু-কৃ-
কিপ্ (জি) আশুকৃৎ।

আশুক্ৰিয়া (জী) আশু যথা তথা ক্রিয়া কর্ণধা। শীঘ্র
করা। (জি) আশু ক্রিয়া যন্ত বহুব্রী। শীঘ্র কর্ণকারী।

আশুগ (পুং) আশু শীঘ্রং গচ্ছতি-আশু-গম-ড। ১ বায়ু।
২ বাপ। ৩ সূর্য্য। (আশুগোহর্কে শরে বায়ো। হেম) ভাগবতে
৫ স্কন্ধ ২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সূর্য্য পনর দণ্ডে ২৩৭৭৫০০০
বোজন গমন করেন তজ্জন্ত ঐ অঙ্কে চারি দিয়া গুল করিলে
২৫১০০০০০ হয়। অতএব ষাট দণ্ডাঙ্ক অহোরাত্রে সূর্য্য
২৫১০০০০০ বোজন অতিক্রম করে, তজ্জন্ত সূর্য্যের নাম
আশুগ হইরাছে। ভাস্করাচার্য্যাদির মতে পৃথিবীর ঐ গতি
তাহাতেই সূর্য্যের গতি বোধ হয়। (জি) শীঘ্রগামী।

আশুগামিন্ (জি) আশু গচ্ছতি আশু-গম-ণিনি। ১ শীঘ্র-
গামী, যিনি শীঘ্র গমন করিতে পারেন। (পুং) ২ সূর্য্য।
৩ বায়ু। ৪ শর। (জী) জীপ্। আশুগামিনী।

আশুঙ্গ (জি) আশু-গচ্ছতি। আশু-গম-বেদে নিং খচ্ মুম্।
শীঘ্রগামী। যে শীঘ্র গমন করিতে পারে।

আশুতোষ (পুং) আশু-শীঘ্রং তোষন্তি যন্ত বহুব্রী। শিব।
বলকাল অর্চনা করিলে শিব তুষ্ট হন, এই জন্ত তাঁহার ঐ
নাম হইরাছে। (জি) শীঘ্রতোষী, যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন।

আশুপত্নী (জী) আশু পত্নঃ যন্তাঃ বহুব্রী গোরাণি জীষ্।
শলকীলতা।

আশুপত্ন[ন] (পুং) আশু পততি—আশু-পত্-বনিপ্।
শীঘ্রগামী। (জী) জীপ্। আশুপত্নী।

আশুফল (পুং) পূর্ব্ববৎ সমাস। শাকসবজি। হঠযোগ।

আশুমৎ (জি) আশু-শৈব্র্যং বিদ্যতেহন্ত আশু-মতৃপ্।
শীঘ্রতাত্ত্বিক।

আশুভ্রীহি (পুং) কর্ণধা। বর্ষাকাল জাত ধাতু। আউশ
ধান।

আশুশুক্ৰণি (পুং) আ-শু-সন্-অনি। অগ্নি। (রোহিতাশ্বে-
বায়ুসখা শিখাবানশুক্ৰণিঃ। অমর) ২ বায়ু।

আশুযাণ (জি) আ-শু-বাহ° কানচ্। যে সম্যক্ শুক
হইতেছে।

আশুহেবস্ (জি) আশু-হেবতে আশু-হেব (সর্গধাতুভ্যো-
হয়ন্। উণ্ ৪।১৮৮। ইতি অয়ন্।) শীঘ্র শকারমান। শীঘ্র
শব্দকারী।

আশু (জি) আশু-বেদে পূর্ব্বোদীর্ঘঃ। শীঘ্র।

আশেকুটিন্ (পুং) আশেতেহয়িন্। আ-শী-বিচ্, স ইব-
কুটতি ণিনি। পর্কভবিশেষ।

আশোকৈয় (জি) অশোক চতুরধ্যাং। পা ৪।২।৮
হ্রস্বসংখ্যানি° চঞ্। অশোক বৃক্ষের নিকটস্থ দেশাদি।
অশোকায়া অপত্যং (শুভ্রাদিত্যচ। পা ৪।২।১২০
ইতি চক্)। শোকরহিতা-স্ত্রীর অপত্য। স্ত্রীরাহ (শাক'রবাদ্য-
ঞো জীন্। পা ৪।১।৭৩ ইতি জীন্) আশোকৈরী।

আশোচ (ক্লী) অশুচে ভাবঃ অণ্। (নঞঃশুচীত্যাदि।
পা ৭।৩।৩০ পূর্ব্বপদস্য বা বৃদ্ধিরন্তরপদস্য তু নিক্ত্যং।
[অশোচ শব্দ দেখ।] ব্যঞ্ আশোচ্য। অশোচার্থ।

আশ্চর্য্য (ক্লী) আ-চর-যৎ। (আশ্চর্য্যমনিত্যো। পা ৬।
১।১৪৭) ইতি হ্রট্। ১ অদ্ভুত। ২ বিস্ময় রস। (বিশ্বমৌহুত-
মাশ্চর্য্যং। অমর)। (আশ্চর্য্যং যদি স ভূজীত। অনিত্যো
কিং আচর্য্যং কর্ণশোভনং। সিং কোঃ উক্ত হ্রজে)। (জি)
৩ আশ্চর্য্যায়িত। "কিমাশ্চর্য্যং হরয়মায়া।"

আশ্চোতন, আশ্চোতন (জি) সম্যক্ শোভতি শোভতি
বা আ-শ্চুত শ্চুত বা ল্য। ১ সম্যক্ করণশীল, যাহা সর্ব্বদা
গলিয়া পড়ে। তাবে ল্যুট্ (ক্লী)। ২ সম্যক্ করণ, গলিয়া
পড়া। পতন।

আশ্ম (পুং) অশ্মনো বিকারঃ অণ্ বা টিলোপঃ। প্রস্তরবিকার,
পাথুরেবাটী, পুতলাদি।

আশ্মক (পুং) অশ্মনা-কারতি। অশ্মন্ কৈ-ক সাধদেশের
একটি গ্রাম বিশেষ। তত্র ভবৎ (সাধাবরবপ্রত্যগ্রথকলকুটাস্থ-
কাদিঞ্। পা ৪।১।১৭৩ ইতি ইঞ্। (জি) আশ্মকি।
আশ্মকগ্রামজাত।

আশ্মন (পুং) অশ্মনো বিকারঃ অণ্ বা টিলোপাতাবঃ।
পাথুরে জিনিস। অশ্মনঃ সূর্য্যসারথেরপত্যং অণ্। (পুং জী)
সূর্য্য সারথির পুত্র বা কল্পারূপ অপত্য।

আশ্মন্ত (জি) অশ্মন্ (পা ৪।২।৮০ হ্রস্ব 'সন্ধাশাদি-
ভ্যো গ্যঃ') প্রস্তরের নিকটস্থ দেশাদি।

আশ্মভারিক (জি) অশ্মভারং হরতি বহতি আবহতি বা
(ভেকরতি বহত্যাবহতি ভারাবশাদিত্যঃ। পা ৫।১।৫০)
ইতি ঠঞ্। প্রস্তরহারক। প্রস্তরবাহক। প্রস্তরের আবাহক।

আশ্মরথ্য (পুং জী) অশ্মরথস্য মূনেরপত্যং (গর্গাদিত্যো
যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। অশ্মরথমুনির-পুত্র বা
কল্পারূপ অপত্য। গোত্রাপত্যো (কণ্ণাদিত্যোগোত্রো। পা
৪।২।১১) ইতি অণ্ যলোপঃ অশ্মরথ ইত্যেয়। অশ্মরথ-
মুনির-গোত্রাপত্য। অশ্মরথমুনির জীবিত পুত্রের অপত্য।
(জী) জীপ্। আশ্মরথী।

আশ্রমিক (পুং) অশ্রমোৎসব কার্যে বাহ্যঃ ঠাক্। অশ্রমী-
রোগ।

আশ্রায়ন (পুং ক্রী) অশ্রমোপগোজাপত্যং (অশ্রমিভ্যঃ কক্।
পা। ৪। ১। ১১০) ইতি কক্। অশ্রম্ নামক ঋষির গোজা-
পত্য (জীবিত পুত্রের পুত্র)। (ক্রী) ভীপ্। আশ্রায়নী।

আশ্রিক (ক্রি) ভারতৃতমশ্রানং হরতি বহতি আবহতি বা।
পা। ৫। ১। ৫০। হ্রজ্জহ বংশাদি ঠন্। প্রত্যয়ের ভার-
হারক, বাহক, আবাহক।

আশ্রয় (পুং ক্রী) অশ্রমোপত্যং (উভাদিত্যন্ত। পা।
৪। ১। ১২০) ইতি চক্। অশ্রম্ নামক ঋষির পুত্র বা কস্তা-
রূপ অপত্য।

আশ্রান (ক্রি) আ-শ্র-ক্ত। বনীভূত। শুকপ্রার।

আশ্র (ক্রি) অশ্রমেব স্বার্থেহণ্। চক্ষুর জল।

আশ্রপণ (ক্রী) আ-শ্র-ণিচ্ পৃক্ মিথ্যাহ্রস্বঃ লুট্।
পাককরণ।

আশ্রম (পুং ক্রী) আ-সম্যক্ শ্রমো যত্র আ-শ্রম-আধারে
যজ্। ১ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির শাস্ত্রোক্ত চারি প্রকার
ধর্মবিশেষ। (ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থোত্তীর্ণকৃত্যুঠয়ে।
আশ্রমোহক্ৰী। অমর।) • — •

“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু ক্ষণমাত্রমপি বিজঃ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন প্রারম্ভিতীয়তে স্বসৌ ॥” দক্ষ)

“গার্হস্থ্যো তৈক্ষুকটৈশ্চ আশ্রমো দৌ কলৌ যুগে।”

কলিতে গার্হস্থ ও তৈক্ষুক এই দুই আশ্রম ভিন্ন অন্য কোন
আশ্রম নাই। (মহানির্বাণ।)

আরও “চক্ষুর্ধ্যাক্ সহস্রাণি চক্ষুর্ধ্যাক্ শতানি চ। কলে-
র্যদা গমিব্যস্তি তদা ত্রোতাপরিগ্রহঃ। সন্ন্যাসচ ন কর্তব্যো
ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।” ব্যাস। কলির ৪৪০০ বৎসরের পর
তিনটি মাত্র আশ্রম থাকিবে। অবশেষে লোক সকল
কীণবল ও অন্নায়ু এবং অশেষ রোগে আক্রান্ত হইবে,
কাজেই তখন বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাস আশ্রম কিরূপে
করিবে। ২ মুনিগণের বাসস্থান। ৩ মঠ। (আশ্রমো ব্রতীনাং
মঠে, ব্রহ্মচর্যাণি চতুর্কেহপি, হেম।) ৪ তপোবন। ৫ যে
ব্যক্তি মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে লীন হন তাঁহার আর শ্রম
থাকে না। একজ্ঞ তাঁহার নামও-আশ্রম। ৬ পরমেশ্বর।

আশ্রমগুরু (পুং) আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্যাধীন্যঃ গুরুনিরুক্ত।
৬তৎ। আশ্রমনিরুক্তা, রাজা। আশ্রমস্য মঠস্য তপোবনস্য
বা গুরুঃ স্বামী। তত্রহ হ্যাজ্ঞানুগমেষ্ঠী বা। ৬তৎ। তপো-
বন স্বামী। মঠে কিংবা তপোবনে হ্যাজ্ঞানের উপদেষ্টা।

আশ্রমধর্ম (পুং) আশ্রমবিহিতঃ ধর্মঃ শাকং তৎ। ব্রহ্ম-

চর্যাদি বিহিত ধর্ম। ধর্ম ছয় প্রকার। যথা—১ ব্রহ্মধর্ম,
২ আশ্রম ধর্ম, ৩ বর্ণাশ্রম ধর্ম, ৪ গুণধর্ম, ৫ নিমিত্ত-
ধর্ম, ৬ সাধারণ ধর্ম। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ কথনই মন্যপান
করিবে না, ইত্যাদি বর্ণ ধর্ম। যজ্ঞের অগ্নিরূপা, তজ্জন্ত
কাষ্ঠাহরণ, তিকার দ্বারা জীকম ধারণ, ব্রহ্মচর্যাদি
আশ্রমধর্ম। ব্রাহ্মণী প্রভৃতিরও পলাশের দণ্ড ধারণাদি
বর্ণাশ্রম ধর্ম। বিহিত কার্যের অকরণ, আর নিষিদ্ধকার্যের
আচরণ নিমিত্ত প্রারম্ভিতাদি নিমিত্ত ধর্ম। অহিংসাদি,
সাধারণ ধর্ম।

আশ্রমপদ (ক্রী) আশ্রমপ্রবেশ পদং স্থানরূপং কর্মধা।
মুনিগণের আশ্রমরূপ স্থান। (রাজা। পরিক্রম্যাবলোক্য চ।
ইদমাত্রমপদং তাবৎ প্রবিশামি। শকু।)

আশ্রমবাস (পুং) আশ্রমে বাসঃ ৭তৎ। মুনিদের তপো-
বনাদিতে বাস। আশ্রমবাসমধিকৃত্য কঠোগ্রহঃ অণ্। ধৃত-
রাষ্ট্রাদির আশ্রমবাস অধিকার করিয়া ব্যাস রচিত ভারতাস্ত-
র্গত পর্ক বিশেষ। (ভাঃ আ ১ অং।)

আশ্রমবাসিক (ক্রী) আশ্রমবাসঃ প্রতিপাদ্যত্বাভ্যাস্য
ঠন্। ভারতাস্তর্গত ব্যাসরচিত ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাস প্রেতি-
পাদক পর্কবিশেষ।

আশ্রমসদৃ (ক্রি) আশ্রমে সীদতি তদ্ব্যসিদ্ধেন তমেবাপ্রিয়তি
আশ্রম-সদ-কিপ্। আশ্রমবাসী। তপোবনবাসিরত বাণ-
প্রহাদি।

আশ্রমিক (ক্রি) আশ্রমে নিযুক্তঃ, সাধুঃ, অন্ত্যত্ব বা ঠন্।
আশ্রমযুক্ত।

আশ্রমিন্ (ক্রি) আশ্রমোহস্য অস্তি ইনি। আশ্রমযুক্ত।

আশ্রয় (পুং) আশ্রীয়তে ইতি। আ-শ্রি কর্মণি অচ্।
১ আশ্রয়ণীয়, আশ্রয় করিবার যোগ্য। অবলম্বন। রক্ষণকর্তা।
আশ্রীয়তেহস্মিন্ আধারে অচ্। ২ আধার। ৩ গৃহ। ৪ বিধয়।
৫ শত্রুকর্তৃক পীড়িত হইয়া বলবানের আশ্রয়রূপ ছয়
প্রকার গুণের অন্তর্গত রাজার গুণবিশেষ। ভাবে অচ্।
৬ অবলম্বন। ৭ আশ্রয়ণ। হ্র (ক্রী) আধারহ্র। তল্ (ক্রী)
আধারতা। আধারহ্র।

আশ্রয়ণ (ক্রী) আ-শ্রি-লুট্। ১ সম্যক্ সেবা। ২ অবলম্বন।
কর্তরি লুট্। (ক্রি) ৩ আশ্রয়কর্তা। (ক্রী) ভীপ্।
আশ্রয়ণী।

আশ্রয়ণীয় (ক্রি) আশ্রীয়তে আ-শ্রি কর্মণি অনীয়ত্।
১ বাহার আশ্রয় করা উচিত। ২ অবলম্বন।

আশ্রয়বৎ (ক্রি) আশ্রমোহন্ত্যাস্য মতুপ্ মস্য বৎম্। আশ্রম-
যুক্ত, অবলম্বনযুক্ত, আধারযুক্ত (ক্রী) ভীপ্। আশ্রয়বতী।

আশ্রয়াশ (পুং) আশ্রয় কাঠাদিকং অশ্রতি আশ্রয়
অশ-অণ্। উপং সং। অগ্নি, অনল, আগুন। অগ্নি
নিজের আশ্রয় কাঠাদিকে দহনরূপে ভোজন করে বলিয়া
অগ্নির আশ্রয়াশ এই নাম হইয়াছে।

(আশ্রয়াশো বৃহদ্রাক্ষঃ কৃশাক্ষঃ পাবকোহনলঃ। অমর)
২ চিত্রকবৃক্ষ। চিতাগাছ। ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র। (ত্রি) আশ্রয়-
নাশক।

আশ্রয়াসিক্ (পুং) আশ্রয়োহসিকো যন্ত। জায়োক
হেছাভাস। যেমন গগনপদ্ম স্নগন্ধি, যেহেতু তাহাও সরোবর
জাত পদ্মের জায়। এখানে গগনপদ্মের যে হেতু পদ্ম তাহা
আশ্রয়রূপে সিদ্ধ নহে বলিয়া এখানে হেতুটা দৃষ্ট হইয়াছে।

আশ্রয়াসিক্ (ত্রি) আশ্রয়সিক্। অপ্রসিক্। ৬তং।
জায়োক, হেতুর দোষবিশেষ।

আশ্রয়িন্ (ত্রি) আশ্রয়তি আ-শ্রি-ইনি। যে আশ্রয় করে,
আশ্রিত। আশ্রয়-ইন্, অন্ত্যার্থে। আশ্রয়বিশিষ্ট।

আশ্রব (ত্রি) আ-শৃণোতি বাক্যং, আ-শ্র-অচ্। ১ যে বাক্য
শ্রবণে, যে বাক্য প্রতিপালন করে, যে বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাহার কার্যের অনুষ্ঠান করে। ভাবে-অপ্। ২ অঙ্গীকার।
৩ ক্লেশ। (আশ্রবো বচনস্থিতে, প্রতিজ্ঞাযাঞ্চ ক্লেশে চ।
হেম।)

আশ্রাব (ত্রি) আ-শ্র-ণিচ-অচ্। ১ শ্রাবণ, শ্রবণ করান,
কাহাকেও কোন বিষয় শুনান। ২ অঙ্গীকার।

আশ্রি (ত্রি) আ-সম্যক্ অশ্রিঃ প্রাদিসং। সম্যক্ কোণ।

আশ্রিত (ত্রি) আশ্রীয়তে আ-শ্রি-ক্ত। আশ্রয়প্রাপ্ত,
শরণাগত। আশ্রয়। অবলম্বিত, অনুস্থত, বশবর্তী,
অধীন।

আশ্রিত্য (অব্য) আ-শ্রি-ল্যপ্। আশ্রয় করিয়া।

আশ্রিন্ (ত্রি) আশ্রং নেত্রজলমত্যাশ্র (মুখাদিত্যশ্চ।
পা ৫।২।১৩১।) ইতি ইনি। চক্ষুজল যুক্ত। (ত্রি) ভীপ্।
আশ্রিণী।

আশ্রো (ত্রি) আ-শ্র-ভাবে কিপ্। ১ অঙ্গীকার। কর্তৃরি
কিপ্। (ত্রি) ২ অঙ্গীকারকর্তা।

আশ্রোত (ত্রি) আ-শ্র-ক্ত। ১ অঙ্গীকৃত। ২ সম্যক্ শ্রুত।
যাহা সুন্দর শুনান হইয়াছে।

আশ্রোতি (ত্রি) আ-শ্র-ক্তিন্। ১ অঙ্গীকার। ২ শ্রবণ।

আশ্রোয় (ত্রি) আ-শ্রি-বৎ। ১ আশ্রিতব্য। ২ আশ্রয়যোগ্য।

আশ্রিষ্ট (ত্রি) আ-শ্রি-ক্ত। ১ আলিঙ্গিত। ২ সম্বন্ধ।

আশ্রোষ (পুং) আ-শ্রি-ব-ঞ্। আ সম্যক্ শ্রোষঃ সম্বন্ধঃ,
প্রাদিসং। ১ একদেশসম্বন্ধ। (সানীপ্যাস্রোষবিষয়েব্যাপ্য-)

ধার শ্চতুর্বিধঃ। মুখ্য।) ২ আলিঙ্গন। কচিং বেদে নিং লভ-
য়ন্ (পুং) আশ্রোষ। আশ্রোষ শব্দের অর্থ। অশ্রোষেব
স্বার্থে-ঞ্ (ত্রি) অশ্রোষানকত্র।

আশ্র (ত্রি) অশ্রানং সমূহঃ অণ্। অশ্রসমূহ। অশ্রেরূপে
শৈবিকঃ অণ্। অশ্রোদং বাহুং অঞ্ বা (ত্রি) ২ অশ্রের
বহনীয়। (অশ্রেরূপে আশ্রো রথঃ সিং কোং। পা।
৪।২।২২ সূত্রে।) এখানে রথের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ
হইয়াছে।

অশ্রভাঃ কৰ্ম বা শ্রোণভূজাতিবাদঞ্। (ত্রি)
অশ্রভ। অশ্রের ভাব (ধর্ম), অশ্রের কর্ম। অশ্রোদং অণ্
(ত্রি) অশ্রসম্বন্ধী মূত্রাদি। অশ্রমূত্রে শ্লেষ্মা, কৃমি ও দ্রু-
নষ্ট হয়।

আশ্রতরাশ্বি (পুং) অশ্রতরতাপত্যং ইঞ্। বৃড়িল মুনি।

আশ্রথ (ত্রি) অশ্রথস্য ফলং। (প্রকাদিত্যোহণ্। পা
৪।৩।১৬৪।) ইতি অণ্। বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ন লুক্।
অশ্রথ ফল। অশ্রথোদং অণ্। (ত্রি) অশ্রথসম্বন্ধী।
(ত্রি) ভীপ্। আশ্রথী শাখা। অশ্র ইব তিষ্ঠতি অশ্র-ত্বা-ক
পূর্বোঃ অশ্রথো অশ্রিনী নক্ষত্রঃ, তস্য অশ্রমন্তকাকারবাৎ।
তেন যুক্তঃ কালঃ নৈক্ষত্রণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩।
ইতি অণ্। সংজ্ঞায়াং শ্রবণাশ্রথাত্যাং। পা ৪।২।৫ ইতি
তস্য লুকি অশ্রথো মূহুর্ভঃ সংজ্ঞায়াং কিং, আশ্রথী, সিং কোং
উক্ত সূত্রে।) অশ্রিনী নক্ষত্রযুক্ত রাত্রি। (গহাদিত্যশ্চ।
৪।২।১৩৮। ইতি ছ। আশ্রথীয়। অশ্রথসম্বন্ধীয়।

আশ্রথিক (পুং) অশ্রথেন যুক্তা পৌর্ণমাসী (পা। ৪।২।৩)
ইতি অণ্ নিং তস্য ঠক্। আগ্রহায়ণ্যশ্রথট্ ঠক্ ইতি ঠক্।
চান্দ্রাশ্রিন মাস। অশ্রথেন যুক্তা পৌর্ণমাসী অশ্রথঃ।
নিপাতনাং পৌর্ণমাস্যামণি ঠক্। আশ্রথিক। (সিং
কোং। উক্ত সূত্রে।)

আশ্রপত (ত্রি) অশ্রপতেরিদং। (অশ্রপত্যাতিত্যাশ্চ। পা।
৪।১।৮৪। ইতি অণ্। অশ্রপতিসম্বন্ধীয়।

আশ্রপস্ (ত্রি) শীঘ্র কর্মকারী।) স্বথেন্দে ১০।৭৬।৫।
“বিভূনা-চিদাশ্রপন্তরেভ্যঃ।”)

আশ্রপালিক (পুং ত্রি) অশ্রপালসাপত্যং। (সেবত্যা-
ভ্যঠক্। পা। ৪।১।১৪৬।) ইতি ঠক্। অশ্রপালীর পুত্র বা
কর্ত্তারূপ অপত্য।

আশ্রপেজিন্ (ত্রি) অশ্রপেজেন প্রোক্ত মধীতে (শৌন-
কাদিত্য শ্রুতসি। পা ৪।৩।১০৬।) ইতি গিনি।
বহুং বৎ। অশ্রপেজ্ স্ববিপ্রোক্তগ্রাহ্যাদ্যায়ী। বাহারা অশ্র-
পেজী মুনির কৃতগ্রহ অধ্যয়ন করেন।

আখবাল (ত্রি) অখবালারী ওবধেরয় অখবালা অণ্।
ওবধিসব্বী। প্রস্তর।

আখভারিক (ত্রি) অখবাহ্য ভারমখভূতং ভারং বা
হরতি বহতি আবহতি বা বংশাদিঃ ঠঞ। অখবাহ্য ভারের
বা অখরূপ ভারের হরণকর্তা, বহনকর্তা, আবহনকর্তা
[আখভারিক শব্দে সূত্র দেখ।]

আখমেধিক (ত্রি) অখমেধার হিতঃ অখমেধ ঠণ্। ১ অখমেধ
বজ্রসাধন জব্যাদি। অখমেধমধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ ঠঞ।
২ শতপথব্রাহ্মণান্তর্গত ১৩ প্রপাঠক পঞ্চাধ্যায়ীরূপ গ্রহবিশেষ।
সেই গ্রহের পাঁচ অধ্যায়ে অখমেধের উৎপত্তি-ফল, ধর্মবিষয়,
অধ্ববৃত্তি, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও বজ্রমানেয় বিষয় আছে। তিন
অধ্যায়ে মন্ত্রব্যাখ্যার সহিত বিশেষ ধর্ম সকল এবং শেষ দুই
অধ্যায়ে পূর্বোক্ত বিষয় সকল ধর্মাস্তরের সহিত সন্নিবেশিত
হইয়াছে। অখমেধমধিকৃত্য কৃতোগ্রহঃ ঠণ্। ৩ বৃষিষ্টির
অখমেধ অধিকারে ব্যাসকৃত ভারভাস্তর্গত পর্ববিশেষ।

আখযুক্ত (পুং) আখযুক্তী অখিনীনকত্রয়ুক্তা পৌর্ণমাসী যস্মিন্।
(সাম্বিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং পা ৪।২।২১।) ইতি অণ্।
তন্ত্রপ্রতিপদাদি অমাবস্তা পর্যন্ত চাত্ত্র আখিন মাস।

আখযুক্তক (পুং) আখযুক্ত্যামুষ্ঠো মাবঃ (আখযুক্ত্য বৃঞ।
পা ৪।৩।৪৫।) ইতি বৃঞ। চাত্ত্র আখিন মাসের
পূর্ণিমাতে উপ্ত (বুনন) মাব, মাবকলাই। মাবকলাই
ঐ তিথিতে বণন করিলে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় এইরূপ
প্রবাদ আছে।

আখযুক্তী (স্ত্রী) অখযুক্তা অখিনীনকত্রয়েণ যুক্তা পৌর্ণমাসী।
(নক্ষত্রের যুক্ত্যকালঃ পা ৪।২।৩।) ইত্যণ্। (টিড্-
চণিত্যাदि পা ৪।১।১৫) ইতি ভীপ্। আখিন মাসের
পূর্ণিমা। (আখযুক্ত্য বৃঞ। পা ৪।৩।৪৫।)

আখরথ (ত্রি) অখেন যুক্তোরথঃ অখরথ ত্ত্তেদং পত্রপূর্ষ-
কবাদঞ্। অখবাহ্যরথের আবহুকীর জব্য।

আখলক্ষণিক (ত্রি) অখলক্ষণং বেত্তি তজ্জ্ঞাপকশাস্ত্র
মধীতে বা ঠক্। অখলক্ষণাভিজ্ঞ। যিনি ষোড়ার শুভ
অশুভ চিহ্ন সকল চিনেন। তদ্বোধক শাস্ত্র অধ্যয়নকারী।

আখলায়ন (পুং) অখং লাতি গুহ্মতি-অখ-লাক অখলো
মুনিভেদঃ ততাপত্যং। (নড়াদিভ্যঃ কক্। পা ৪।১।৯৯।)
ইতি কক্। ঋষেদীয় শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রকারক ঋষিবেশে।
ইনি শৌনকের শিষ্য, শৌনক ইহঁকে অভিশর ভালবাসি-
তেন, এইজন্য নিম্নকৃত সহস্রকীর্ণাত্মক ব্রাহ্মণসমিত বোগ-
সূত্র ভীহার নামেই প্রচার করিলেন তদবধি গ্রহের নাম
আখলায়ন হইল।

আখশ্ব (ত্রি) আশ্ব+অখ। শীত্ৰগামী অখশ্বক্। (ঋষেদে
৫।৫৪।১।) য আখশ্বা অমবহন্ত উতে শিরে। *।
আখশ্বাঃ শীত্ৰগাম্যখোপেতাঃ। সায়ন।)

আখশ্ব্য (স্ত্রী) শীত্ৰগামী অখাশ্বক বল। (ঋষেদে ৮।৬।
২৪। "উতত্যদাখশ্ব্যং বদিত্র।" আখশ্ব্যঃ শীত্ৰগাম্যখশ্ব্যং বদিত্র
বলং। সায়ন।)

আখায়ন (পুং) অখত গোত্রাপত্যং। (অখাদিত্যঃ কঞ্।
পা ৪।১।১১০।) ইতি কঞ্। অখনামক ঋষির গোত্রা-
পত্য (স্ত্রী) ভীপ্। আখায়নী।

আখাবতান (পুং) অখাবতান নামর্ষেরপত্যং (অনুব্যা-
নন্তর্য্যো বিদাদিত্যোহঞ্। পা ৪।১।১০৪।) ইতি অঞ্।
অখাবতান নামক ঋষির পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য। (স্ত্রী)
ভীপ্।

আখ্যাস (পুং) আ-খস-ঘঞ্। ১ নিবৃত্তি ও আশ্রয়দান।
ভীতের ভয় নিবারণার্থ ব্যাপার। ২ সাধনা। ৩ আখ্যায়িকা
৪ পরিচ্ছেদ। (আখ্যাসঃ ভাস্ত্রনিবৃত্তৌ। আখ্যায়িকা পরি-
চ্ছেদে। হেম।)

আখ্যাসক (ত্রি) আখ্যাসয়তি আ-খস-গিচ্ ণ্। ১ আখ্যাস-
কারক। ২ সাধনাকারী।

আখ্যাসন (স্ত্রী) আ-খস্-গিচ্-লুট্। ১ সাধনা। কর্তরি
লুট্। ২ আখ্যাসকারক।

আখ্যাসিন্ (ত্রি) আ-খসিতি আ-খস্-গিনি। বা অন্যার্থে
গিনি, প্রত্যাশায়ুক্ত।

আখ্যাস্ত্র (ত্রি) আ-খস্-গিচ্-বৎ। ১ সাধনীয়। ল্যপ্
(অব্য) ২ সাধনা করিয়া।

আখিক (ত্রি) অখান্ ভারতৃতান্ হরতি বহতি আবহতি বা
ঠঞ্। ১ যিনি অশকে হরণ বহন আবাহন করেন। [ঠঞের
সূত্র আখভারিক শব্দে দেখ] অখ নিমিত্তং সংযোগঃ
উৎপাতো বা ঠক্। ২ অখলাভসূচক সংযোগ, উৎপাত,
নিমিত্ত।

আখিন (ত্রি) অশ্ ব্র্যাপ্তৌ ঔণাদিকো যিনি ততো অণ্।
১ ব্যাপ্ত। (ঋষেদে ৯।৮৬।৪। "প্র তে আখিনীঃ পবমান
ধীজ্জকো।" আখিনীর্ব্যাপ্তাঃ। সায়ন।) ২ অখিদেবতা-
সব্বকীয়। (বাকসনেয় সংহিতায় ২৪।৩। "মহিবালাত্ত্বাখি-
নাঃ স্তোতঃ।" আখিনাঃ অখিদেবত্যাঃ। মহীধর।) (পুং)
অখিনী নক্ষত্রের যুক্তা পৌর্ণমাসী। (নক্ষত্রের যুক্ত্যকালঃ
পা ৪।২।৩।) ইত্যণ্ ভীপ্। আখিনী (সাম্বিন্ পৌর্ণ-
মাসীতি সংজ্ঞায়াং পা ৪।২।২১।) ৩ চাত্ত্র আখিন মাস।
আখযুক্ত। (স্ত্রী) ভীপ্। আখিনী। ৪ ইষ্টকাবিশেষ।

অশ্বিনী দেবতাহস্ত অণ্। ৫ চিত্তিবেশব, চিতা। (পুং)
৬ যজ্ঞীয় কপাল, পাত্রবেশব। অশ্বিনাং ভবং অণ্। ষিং
বং। ৭ অশ্বিনীকুমারবয়। অশ্বিনী দেবতে অস্ত অণ্।
৮ অশ্বিনীকুমার দেবতা সম্বন্ধীয় যজ্ঞ যুতাদি ভব্য। ৯ শব্দ।

।*। এই মাসের অমাবস্যাতে হিন্দুদিগের পিতৃলোক উদ্দেশে প্রাক্ক করিতে হয়। গুরুপক্ষে দুর্গোৎসব হয়, উহা অপেক্ষা আমোদের পক্ষ হিন্দুদের আর নাই। ঐ পূজার নৃত্য, গীত, বাদ্য উদ্যমে দেশ আমোদিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনে যে কি অপূর্ণ আনন্দ হয় তাহা বলিবার নহে। ঐ পূর্ণিমাতে কোলাগর লক্ষী পূজা হয়।

আশ্বিনী (জী) অশ্বিনী-অশ্বাকারবতা নক্ষত্রের যুক্তা পূর্ণিমা। নক্ষত্রাণ্। আশ্বিন পূর্ণিমা। [আশ্বিন শব্দ দেখ।]

আশ্বিনেয় (পুং) অশ্বিনাং ঘোটকাকারবত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ অপত্যং (জীভ্যোঢ়ক্। ৪। ১। ১২০।) ইতি ঢক্। ১ অশ্বিনী কুমারবয়। নিত্য বিবচনান্ত আশ্বিনেয়ৌ আশ্বিনেয়াভ্যাম্।

(স্বর্ষদ্যাবাশ্বিনীস্বর্তৌ। নাসত্যাবাশ্বিনোদজাবাশ্বিনেয়ৌ চ তাবর্তৌ। অমর) তরোরেকৈকস্তাপত্যং অঞ্। ২ নকুল। ৩ সহদেব। অশ্বিন্ পাণ্ডুরাজপত্নী মাত্রীতে ঐ দুই পুত্রের উৎপাদন করেন তজ্জন্য ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম আশ্বিনের হইয়াছে। অশ্বৈককাহগমঃ পদ্মাঃ ঢক্। ৪ অশ্বের গম্যপথ। [আশ্বিন শব্দে সূত্র দেখ।]

আশ্বীন (পুং) অশ্বৈককাহগমঃ পদ্মাঃ (অশ্বৈককাহগমঃ। পা ৫। ২। ১২১।) ইতি ঞঞ্। অশ্বের একদিনের গম্যপথ। একদিনে ষোড়া যতদূর যাইতে পারে সেই পথ। (একা-হেন গম্যতে ইত্যেকাহগমঃ আশ্বীনোহধ্বা, সিং কোং উক্ত সূত্রে।)

আশ্বৈয় (জি) অশ্বী দেবতা অস্ত (জীভ্যোঢ়ক্। পা ৪। ১। ১২০।) ইতি ঢক্। ১ অশ্বী দেবতার যুতাди। যে সকল যজ্ঞীয় যুতাদির দেবতা অশ্বী। ২ অশ্বীর অপত্য।

আষাঢ় (পুং) আষাঢ়নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী আষাঢ়ী সা অশ্বিন্ মাসে। (সাহস্রিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪। ২। ২১।) ইত্যণ্। স্বনাম খ্যাত চাত্রমাস বিশেষ। আষাঢ় মাস ধান্য বপন করিবার প্রশস্ত সময়। এই মাসে কোন সময়ে ধান্য বপন করিলে শস্তের শুভাশুভ ঘটে—তাহা কৃষিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। কৃষিপরাশরে লিখিত আছে—“আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিনে বাতাস পূর্ব দিকে বহিলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ঐ বাতাস অন্যকোণে গেলে শস্তের হানি হয়। দক্ষিণ দিকে গেলে বৃষ্টি বন্ধ হয়। নৈঋত কোণে গেলে ধান্যাদি শস্যের হানি হয়। পশ্চিম

দিকে গেলে জল হয়। বায়ু কোণে গেলে ঝড় হয়। উত্তর দিকে গেলে সকল পৃথিবী ধান্যাদি শস্যে পরিপূর্ণ হয়। দিশান কোণে গেলেও প্রচুর শস্য জন্মে।

আষাঢ় মাসের শুরু নবমীতে যদি বায়ুবর্ষণ (প্রচণ্ড বাতাস) হয় তাহা হইলে নিশ্চয় দেবরাজও বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে দিন যদি বাতাস না হয় জলও হয় না। ঐ নবমীতে উদয়চল নির্গল হইলে সূর্য্যদেব নিজের সময় বিধান করেন। ঐ সময়ে সূর্য্যের মণ্ডল দেখা যায়। সূর্য্য যদি মেঘে আবৃত হন, তবে যত বেলা তুলারশিতে সূর্য্যের অস্ত হইবে ততকাল মেঘ গর্জিবে (অর্থাৎ তখন বৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।)” (শুচিব্রহ্ম আষাঢ়ে। অমর।) আষাঢ়ী পূর্ণিমা প্রয়োজন মন্ত অণ্। ব্রতীদের ধার্ষ্য পালাশ দণ্ড। (পালাশোদণ্ড আষাঢ়োব্রতে। অমর) (পুং) মলয় পর্ব্বত। (আষাঢ়ো মলয়গিরৌ ব্রতিদণ্ডে চ মাসিচ। হেম)

আষাঢ়ক (পুং) আষাঢ় এব স্বার্থে আষাঢ়-কন্। আষাঢ় মাস। আষাঢ়ভব (পুং) আষাঢ়ায়াং নক্ষত্রে ভবতি—আষাঢ়া-ভূ অচ্। মঙ্গলগ্রহ। আষাঢ়াভাত এবং আষাঢ়াভূ শব্দের অর্থও মঙ্গলগ্রহ।

আষাঢ়া (জী) রাশি চক্রস্থিত বিশেষতম নক্ষত্র। একুশ নক্ষত্র। যথা ২০ পূর্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। আষাঢ়ায়াং জাতা (নক্ষত্রান্যাসাঢ়াভ্যাংটানৌ। বার্তিক পা ৪। ৩। ৩৪। জিগামিত্যেব। কল্পনী। অনু অষাঢ়া। সিং কোং উক্ত সূত্রে।) পূর্বাষাঢ়ার প্রথম পাদ ধনু রাশির ঘটক এবং উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন পাদ মকর রাশির ঘটক অতএব তদন্ত রাশি অর্থে আষাঢ় শব্দ ক্রীতলিঙ্গ হইবে। সেই রাশিতে জন্মিয়া মঙ্গল গ্রহের নাম আষাঢ়াভূ হইয়াছে।*। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে জন্ম হইলে দাতা, দয়াবান্, বিজয়ী, বিনীত, ধনবান্, সংকল্পী এবং পুত্রভার্য্যাদি সুখসম্পন্ন হয়।

আষাঢ়াভূ (পুং) আষাঢ়ায়াং ভবতীতি আষাঢ়া-ভূ-কিপ্। মঙ্গল। (মঙ্গলোহঙ্গারকঃকুজঃ। আষাঢ়াভূ নবার্কিচ্। হেম ২। ৩১।)

আষাঢ়ি (জী) আ-সহ-ক্তিন্। পুষো বহং ওকারভাতাবশ্চ। ১ সম্যক্ সহন। ২ রতিদেবী।

আষাঢ়ী (ডী) (জী) আষাঢ় মাস। (“আষাঢ়ীমভূপগতো ভরতঃ কোশলাধিপ।” রাম ৪। ২৮। ৫৫।) আষাঢ়া নক্ষত্রেণ যুক্তা পূর্ণিমা। (নক্ষত্রেণ যুক্তাঃ কালঃ। পা ৪। ২। ৩।) ইতি অণ্। টিডুতানিত্যাদিনা ডীপ্। ১ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। ৪ যজ্ঞীয় ইষ্টকাবিশেষ।

আষাঢ়ীয় (জি) আষাঢ়ায়াং ভবং। (প্রবিষ্ঠাষাঢ়াত্যাণ্।

পা বাস্তবিক। ৪। ৩। ৩৪। হুজ্জে।) তন্ত্ৰেণ বৃদ্ধবাচ্য।
আবাহানকৃত্যে ভব। আবাহনস্বকী। (অজ্জিরাতিতোব্য।
প্রাবলীয়ঃ। আবাহীঃ। সিং কোং।)

আক্ৰম (পুং) অষ্টমোভাগঃ—বষ্টাষ্টমভাগ্যং ঞ্চ ৮। পা ৫। ৩।
৫০।) ইতি ঞ্চ। অষ্টম ভাগ।

আক্ৰা (স্ত্রী) আ-তিষ্ঠতেঃ ঘঞ (দ্বান্নাগাপাব্যধিহলিমুখার্থম্।
পা ৩। ৩। ১৯ হুজ্জে মহাভাষ্য।) ইতি ক। স্ত্রবামাদিত্যং
(পা ৮। ৩। ৯৮) বহম্। দিক্। (নিঘণ্টু ১। ৬।)

আক্ৰমাতুর (ত্রি) অষ্টানাং মাতৃগাং অপত্যং-ইতি-অষ্টন্-
মাতৃ-অণ্। মাতৃকং সংখ্যাসংভূতপূর্কারাঃ। পা ৪। ১। ১৫।)
ইতি মাতৃ শব্দস্ত উকারান্তাদেশঃ। আট মায়ের ছেলে।

আক্ৰি (পুং) অষ্টানামপতামিতি-অষ্টন্ (বাহ্বাদিত্যশ্চেতি।
পা ৪। ১। ১৬।) ইঞ। ৮ জনের অপত্য বিশেষ।

আক্ৰি (স্ত্রী) অশ্লুতে ব্যাপ্রোতি অশ্লু ব্যাপ্তৌ (ভ্রমজি গমি-
নমিহিনিবিশ্রুণাং বৃদ্ধিষ্চ। উণ্ ৪। ১৫৯) ইতি ঙ্রিন্ বৃদ্ধিষ্চ।)
আকাশ। (আক্ৰিমাকাশম্। উজ্জলদত্ত।)

আক্ৰি (স্ত্রী) বন দ্বারা ব্যাপ্তা। (ঋগ্বেদে ১০। ১৬৫। ৩।
“হেতিঃ পক্ষিণী ন দদাত্যন্যানাক্ৰিয়াং। ৪। আক্ৰিয়াং ব্যাপ্তা-
রামরণ্যান্যাম্। সায়ন।)

আস উপবেশনে অদাদিঃ আং-অকং সেট্। লট্ আস্তে
আসাতে আসতে। বিধিলিঙ্ আসীত। লোট্ আস্তাং আস্ম
আধ্বং। লঙ্ আস্ত আসাতাম্ আসত। লুঙ্ আসিষ্টে।
আসিষাতাম্। আসিষত। লিট্ আসাম্ভুব আসামাস আসা-
কৃত্বে। লুট্ আসিতা। লৃট্ আসিষাতে। লৃঙ্ আসিষাত।
আসীনঃ আসিতুং আসিতবান্ আসিতুং আসিতা আস্তিঃ
আসঃ আসনং আসনা। (যত্রান্তে বিষয়সংসর্গঃ। উদ্ভট।
ইত্যাত্মমলমতি বিস্তরণে। আসাৎক্রিরে মৃগপক্ষিণঃ।
ভট্টি। ৫। ৯৫। আসীনমাসন্নপরীরপাতঃ। কুমা। ৩। ৪৪।)
অধি-সকং—আরোহণ করা। বাস করা (অধ্যাত্ত ঘোষম্। মুক্।)
অহু-সকং—পশ্চাত্তপবেশন করা। সেবা করা। (তামসিক।
ন্যস্তবলিপ্রদীপামদ্ব্যস্ত গোপ্তা গৃহিণী সহায়ঃ। রঘু ২। ২৪)
অতি-অকং—অভ্যাস। নৈকট্য। (অভ্যাসোহভ্যাসনেন-
স্তিকে। মেদিনী। *। তত্র বিশ্রামভাষ্যাদে বৈশ্রম্যেকং দদর্শ
নঃ। চণ্ডী।)

উদ্-অকং—উদাত্ত, প্রকৃত কার্যে উপরম (বিরতি)
(তদর্শনমুদাসীনঃ।) কুমা। ২। ১৩।

উপ-সকং—সেবা করা। (সন্ধ্যামুপাসতে যে তু। শ্রুতি।
আদিত্যস্তমুপাস্মহে। কবি কং। *। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।
শ্রুতি।

পরি-উপ-সকং। উপাসনার উৎকর্ষ। (ভুজ্জাঃপূর্বা-
পালভে। কুমা। ২। ৩৮।)

সম্-উপ-সকং। সম্যক্ উপাসনা করা। গায়ত্রীং সমুপা-
সতে। শ্রুতি।

পরি-অকং—সকল দিকে থাকা। সকং—সেবা করা।

সম্-অকং—সম্যক্ স্থিতি। উপবেশন করা।

আস্ (অব্য) আ-অস্-কিপ্। আস্ কিপ্ বা। ১ অন্নয়।
২ আপেক। ৩ সমস্তাৎ। ৪ কোপ। (আঃ সমস্তাৎ প্রকো-
পয়োঃ। হেম।) ৫ পীড়া হেতু গর্ভের সহিত গর্জন। ৬ খেদ।

আস (পুং) আস-ঘঞ। ১ আসন। ২ স্থিতি। ৩ উপবেশন।
অস্যাতে কিপ্যাতে অনেন অস-করণে ঘঞ। ৪ ধমুক। অস
ক্ষেপে ভাবে ঘঞ। ৫ নিক্ষেপ। ৬ বসিবার স্থান, মল-
হারের পাশ।

আসক্ত (ত্রি) আ-সন্জ-ক্ত। ১ আসক্তযুক্ত। ২ অন্য বিষয়
পরিত্যাগ করিয়া এক বিষয়ে নিবিষ্ট। (স্ত্রী) ৩ অনবরত।
৪ সম্যক্ সম্বন্ধ। তৎপর। প্রসিত। (তৎপর প্রসিতা-
সক্তৌ। অমর।)

আসক্তি (স্ত্রী) আ-সন্জ-ক্তিন্। অশ্রুবিষয় পরিত্যাগ
করিয়া এক বিষয় অবলম্বন।

আসক্ত (পুং) আ-সঞ্জ-ঘঞ। ১ অভিনিবেশ। ২ প্রাপ্ত বা
উপস্থিত বিনাশি বস্তুর রক্ষণাভিলাষ। ৩ ভোগাভিলাষ।
৪ কর্তৃবাভিমান। ৫ অশ্রু বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এক বিষয়ে
চিন্তের অভিনিবেশ। ৬ সম্যক্ সম্বন্ধ। ৭ মাধিবার যোগ্য
সৌরভ্রমুত্তিকা, গাজে লেপন করিবার বিধান আছে বলিয়া
আসক্ত শব্দে তাহাকেও বুঝায়।

আসক্ত্য (স্ত্রী) ন সঙ্গতং অঙ্গতং নঞতং তত্ত্ব ভাবঃ
(ন নঞ পূর্বাদিত্যাदि। পা ৫। ১। ১২১।) ইতি ব্যাঞ।
নোক্তর পদবৃদ্ধিষ্চ। সঙ্গতাভাব, অসম্বন্ধ।

আসক্তি (স্ত্রী) আসক্তঃ সাততামস্যাসক্তি ইনি-ভীপ্।
বাত্যাসমূহ (ত্রি) আসক্তযুক্ত। (স্ত্রী) ভীপ্।

আসক্তি (পুং) আসক্তে ভবঃ ভিম্। অশ্রুতোক্ত কর্ণ-
বেধের অঙ্গ, কর্ণবন্ধনের আকৃতি বিশেষ। কর্ণবন্ধনের
আকৃতি পনের প্রকার তন্মধ্যে মধ্যভাগ লম্বা এবং একটা
কোণ যুক্তের নাম আসক্তি।

আসক্তন (স্ত্রী) আ-সক্ত-লুট্। ১ আসক্ত। ২ সম্যক্ সম্বন্ধ।
পিচ্ লুট্। ৩ বোলনা।

আসক্তি (ত্রি) আ-সক্ত-পিচ্-ক্ত ইট্। সংবোজিত।

আসড়। একজন মৈত্র প্রহকার। বালচক্রকৃত বিবেক-
সঙ্গীর টীকার আসড় শব্দে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

“আসদী প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য অন্তরদেব হরির শিষ্য। ভিল্লামবংশীর কটুকরাভের ঔরসে অনলদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে সকলে কবিশোভাশুভার বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর দুই দ্বী, পৃথিবীদেবী ও জৈতল দেবী। ইনি মেঘদূতের চীকা, কতকগুলি জিনিস্তোত্র ও স্ততি, উপদেশকণ্ঠী নামে একখানি ধর্মগ্রন্থ এবং বিবেকমঞ্জরী রচনা করেন।”

আসতি (দ্বী) আ-সদ-কিন্। ১ সঙ্গম। ২ লাভ। (আসতিঃ সঙ্গমে লাভে। হেম) প্রাপ্তি। ৩ নৈকট্যসম্বন্ধ। জ্ঞায়মতে, ৪ প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ। শাক্যবোধের উপযোগী অব্যবধানে পদার্থ পদার্থের উপস্থিতি। (বাক্যে স্যাদেগ্যাতাকাঙ্কাসতি-যুক্তঃ পদোচ্চরঃ। সাহিত্যং দ.)

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসতিযুক্ত পদসমূহই বাক্য, বুদ্ধির বিচ্ছেদ না থাকাই আসতি। (আসতি বুধ্যবিচ্ছেদঃ। সাহিত্যং দং।)

“আসতিযোগ্যতাকাঙ্ক্ষা তাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে।

কারণং সন্নিধানস্ত পদভাসতিক্র্যাতে।” ভাষা পং।

আসতি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এই সকল দ্বারা তাৎপর্যের জ্ঞান হয়। সন্নিধান কারণের নাম পদের আসতি। যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অর্থের আবস্তক সেই দুই পদের অব্যবধানে উপস্থিতির নাম কারণ। সেই অস্ত “পর্যতো ভুক্তং বহিমান্ দেবদন্তেন” ইত্যাদি স্থানে শাক্যবোধ হয় না। তাহার কারণ পর্যন্তের সহিত বহিমানের সহিত এবং ভুক্তং এই শব্দের সহিত দেবদন্তেন এই পদের অব্যবধানে অর্থ হয়ইতেছে না। “অর্থ পদাঙ্ক পদোপস্থিতিঃ আসতিঃ। অব্যবধানেনাধরপ্রতিযোগিপদার্থয়োঃ উপস্থিতিঃ বা।” যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অর্থ সেই পদার্থের অব্যবধানে উপস্থিতির বোধ হওয়ার নাম আসতি।

আসদ (মির্জা আসদ-উল্লা খাঁ)। একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। আগ্রাতে ইহাঁর জন্ম। দিল্লীর শেষ পাদশাহ বাহাদুর শাহ ইহাঁকে নবাব উপাধি প্রদান করেন। ইনি পারস্ত ও উর্দুভাষার অনেক কবিতা লিখিয়া বান। মৃত্যুর কিছু পূর্বে ইনি ভারতবর্ষের মোগলপাদশাহদিগের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৬০ বর্ষ বয়সের সময় ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর রচিত ‘ইনবা’ নামক কাব্য মুসলমান সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহাঁর সাধারণ নাম মির্জা নোশা।

আসদ খাঁ। তুর্কীবংশোদ্ভব একজন সম্রাট ব্যক্তি। পারস্তরাজ শাহ আকাসের অত্যাচারে আসদের পিতা জন্ম-

স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন। এই স্থানে নুরজহানের একটা কুচুখ কস্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাহার গর্ভে আসদের জন্ম। সম্রাট জাহাঙ্গীর আসদের পিতাকে জুলুকিয়ার খাঁ উপাধি দান করেন। ছেলেবেলায় আসদকে সকলে ইব্রাহিম বলিয়া ডাকিত। শাহজহান ইহাঁকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আসদ খাঁ নামক একজন উজীরের কস্তার সহিত আসদের বিবাহ দেন এবং তাহাকে ২য় বক্সীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে আসদ খাঁ চারহাজার মুল্যবদার হইলেন, অল্পকাল পরেই সাতহাজারী উজীরের মহাসম্মান লাভ করিলেন। বাহাদুরশাহের রাজত্বকালে উজীর মুংলকের পদপ্রাপ্ত হন, এই সময় তাহার পুত্রও আমীর উল্-ওমরা জুলুকিয়ার খাঁ উপাধি পাইলেন। ফরুখসিয়ার পাদশাহ হইলে আসদ পদচ্যুত ও অপমানিত হইলেন। ইহার পুত্রও নিহত হন। এই সময় হইতে ইনি বন্দীভাবে সামান্য অবস্থায় কালযাপন করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ৯০ বর্ষ বয়সে আসদের মৃত্যু হয়।

২ অপর একজন আসদ খাঁর নাম পাওয়া যায়, তাঁহার প্রকৃত নাম খর্চী। “ইনি বাঙ্গালা হইতে গিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মলিকার্জুনকে রাজ্যচ্যুত ও তাঁহার ১০৪টা মন্দির ভাঙ্গিয়া কেলেদ ও সেই সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। আদিলশাহ ইহাকে সাম্পগম্ ও বেগম নামক দুইটা স্থান জায়গিরি দেন।”

আসদন (ক্বী) আ-সদ-লুট্। ১ প্রাপ্তি। ২ নৈকট্যসম্বন্ধ। **আসদিভূসি**। একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। গিজ-নীর জুলতান মক্কুদের সভায় থাকিতেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি কিদ্দোসির গুরু। জুলতান মক্কুদ ইহাঁকে শাহনামা লিখিতে বলেন, কিন্তু বার্ককাগ্রযুক্ত এই কার্য্য গ্রহণে অসম্মত হন। কিদ্দোসি শাহনামা লিখিলেন, তিনি গিজনী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় আসদিকে শাহনামার অবশিষ্ট অংশ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। আসদি আরবকর্তৃক পূর্ব-পারস্ত জয় হইতে শাহনামার শেষ পর্যন্ত লিখিয়া দেন। এতদ্বিধা তিনি পারস্ত ভাষায় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আসন (ক্বী) আস-ভাবে লুট্। স্থিতি। স্বস্থানে স্থিতিরূপ রাজার ছয় প্রকার ভূগের অন্তর্গত গুণ বিশেষ। উত্তর পক্ষের সৈন্তের সামর্থ্যের ক্ষয় হইলে আসন (নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রামের নিমিত্ত স্থিতি) আবশ্যক। জয়েজ্জ রাজার বাজা নিবর্তক ব্যাপার। মন্ত্রী যদি পরপক্ষের এবং

স্বামী শব্দের সৈন্য শক্তিতে ও সংখ্যাতে সমান দেখেন তবে স্বরাজ্যকে আসন (একত্রাবস্থান) করিতে বলিবেন। কারণ তৎপরে যদি সৈন্যসংখ্যা অধিক করিতে পারেন তবে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা।

আন্ততে উপবিষ্টতেহত্র আস আধারে লুট্। উপবেশ-
নের আধার কথলাদি। যাহাতে বসি যায়। (সহাসনং
গোত্রতিদাধ্যাবাংসীং। ভট্টি। দেবপূজাঙ্গ উপচার বিশেষ।
(আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। ভজ্জ।)

যোগাঙ্গ বিশেষ। ঘেরণ্ড সংহিতার মতে জীবজন্তুর সংখ্যা
যত আসনেরও তত। পূর্বে শিব ৮৪ লক্ষ আসন বলিয়াছেন।
তাহার মধ্যে ৮৪ প্রকার আসনই প্রধান। তাহার মধ্যে
মর্ত্যালোকে ৩২ প্রকার আসনই শুভপ্রদ।

“সিদ্ধং পদ্মং তথা ভজ্জং মুক্তং বজ্জং স্বস্তিকম্।

সিংহং গোমুখং বীরং ধনুর্ভাসনমেব চ।

মৃতং শুশ্রুং তথা মাংস্ত্রং মৎস্তেজ্ঞাসনমেব চ।

গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা।

ময়ূরং কুকুটং কূর্মং তথাচোত্তানকূর্মকম্।

ঔত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গর্গড়ং বৃষম্।

শলভং মকরং উষ্ট্রং ভূজঙ্গং যোগাসনম্।

ছাত্রিশদাসনানি * * মর্ত্যালোকে চ সিদ্ধিদম্।”

১ সিদ্ধ ২ পদ্ম ৩ ভজ্জ ৪ মুক্ত ৫ বজ্জ ৬ স্বস্তিক ৭ সিংহ
৮ গোমুখ ৯ বীর ১০ ধনু ১১ মৃত ১২ শুশ্রু ১৩ মাংস্ত্র ১৪ মৎ-
স্তেজ্ঞ ১৫ গোরক্ষ ১৬ পশ্চিমোত্তান ১৭ উৎকট ১৮ সঙ্কট
১৯ ময়ূর ২০ কুকুট ২১ কূর্ম ২২ উত্তানকূর্ম ২৩ উত্তান-
মণ্ডুক ২৪ বৃক্ষ ২৫ মণ্ডুক ২৬ গর্গড় ২৭ বৃষ ২৮ শলভ
২৯ মকর ৩০ উষ্ট্র ৩১ ভূজঙ্গ ৩২ যোগ। পৃথিবীতে এই
৩২-প্রকার আসন শুভপ্রদ।

শিবসংহিতা মতে ৮৪ প্রকার আসন। তাহার মধ্যে
১ সিদ্ধ ২ পদ্ম ৩ উগ্র ৪ স্বস্তিক এই চারিটা প্রধান।
ঘেরণ্ড সংহিতার ৩২টি আসনের নিয়ম লিখিত আছে।
যথা—

১ সিদ্ধাসন।

স্থিরমতি যোগীগণ এক শুলফ (পায়ের গোড়ালি) দ্বারা
যোনিস্থান (মল দ্বারের উপর হইতে অণ্ডকোষের নিম্নপর্যন্ত)
সীদ্ধিত করিয়া (গোড়ালিসংযোগ করিয়া) অন্য পায়ের
গোড়ালি লিঙ্গের উপর রাখিয়া বৃকের উপর চিবুক (দাড়ী)
রাখিলে এবং সোজা ভাবে শরীর রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে
জর মধ্যস্থান দেখিলে, ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে। এই
আসনে মোক্ষার্থীরা মোক্ষ লাভ হয়।

শিবসংহিতার মতে—

এক পায়ের গোড়ালি লিঙ্গের উপর সংস্থাপন করিয়া
অন্য গোড়ালিকে তদুপর রাখিলে এবং উর্দ্ধদৃষ্টিতে নিশ্চল,
সরল এবং নিরুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে উভয় জর মধ্যভাগ
দেখিলে। ইহাকে সিদ্ধাসন বলে। ইহাতে যোগীর অভীষ্ট
লাভ হয়। অন্য সকল আসন অপেক্ষা সিদ্ধাসনই শ্রেষ্ঠ।

২ পদ্মাসন।

বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুতের
উপর বাম চরণ রাখিয়া দুই হাতের দ্বারা পিঠের দিক হইতে
দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল শক্ত করিয়া ধরিলে এবং বৃকের
উপর দাড়ী রাখিয়া নাকের আগা দেখিলে। ইহাতে
সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া পেটের অগ্নিবৃদ্ধি করে। এই আসন
দুই প্রকার, বদ্ধ ও মুক্ত; বাহা বলা হইল উহাকে বদ্ধ বলে।
কেবল বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুতে
বাম পদ রাখিয়া তাহার উপর দুই হাতের তালু রাখিলে
মুক্ত পদ্মাসন হয়।

শিবসংহিতার মতে—

দুই পা চিত করিয়া দুই উরুতের উপর রাখিলে এবং
দুই হাত চিত করিয়া ডাইন উরুতে বাঁহাত ও বাম উরুতে
ডাইন হাত রাখিয়া নাকের আগার দৃষ্টি রাখিয়া দন্তমূলে
জিহ্বা রাখিলে এবং দাড়ী ও বুক উচ্চ করিয়া ক্রমশঃ সাধ্য-
মত নাকে বাতাস টানিয়া পেটে পুরিয়া রাখিলে, পরে আন্তে
আন্তে ঐ বাতাস ছাড়িলে। ইহাতেও রোগ নষ্ট হয়।

দুই উরুতের উপর লিঙ্গের নীচ দিয়া দুই পাদতল
সংযোগ করিলেও পদ্মাসন হয়। পদ্মাসনে যোগীর সমস্ত
কার্য্যসিদ্ধি এবং বন্ধন মুক্ত হয়।

৩ ভজ্জাসন।

অণ্ডকোষের নীচে দুই পায়ের গোড়ালি উল্টা করিয়া
দিয়া দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল পিছন দিয়া ধরিয়া জালন্ধর
বন্ধন করিয়া নাকের আগা দেখিলে। ইহাতেও সকল
রোগ নষ্ট হয়।

৪ মুক্তাসন।

মল দ্বারে বামপদের গোড়ালি রাখিয়া তাহার
উপর দক্ষিণ পদের গোড়ালি রাখিলে এবং মাথা ও
বাড় সমান করিয়া ঠিক সোজা হইয়া বসিলে, ইহাতে
কার্য্যসিদ্ধি হয়।

৫ বজ্জাসন।

দুই জন্বা বজ্জের ন্যায় করিয়া দুই পা মলদ্বারের দুই
পাশে রাখিলে বজ্জাসন হয়। ইহা যোগীদের সিদ্ধিপ্রদ।

৬ স্বস্তিকাসন ।

উভয় জাহু ও উরুতের মধ্যে উভয় পায়ের তেলো রাখিয়া ত্রিকোণাকার আসন বন্ধপূর্বক সোজাভাবে স্বহস্তে বসিলে স্বস্তিকাসন হয় ।

শিবসংহিতার মতে—

জাহু ও উরুতের মধ্যে দুইটা পদতল স্তম্ভরূপে ধরিয়া সমান ভাবে স্থতের সহিত বসিলেও স্বস্তিকাসন হয় । ঐ আসনে যোগীর প্রাণারামাদি লক্ষ্য কার্য সিদ্ধ হয় ।

৭ সিংহাসন ।

পদের উভয় গোড়ালি অণ্ডকোষের নীচে পরস্পর উন্টাতাবে পিছন দিকে উর্দ্ধমুখে বাহির করিবে এবং উভয় হাঁটু মাটিতে রাখিয়া ঐ দুই হাঁটুর উপরে মুখ ব্যক্ত ভাবে উঁচু করিয়া রাখিয়া জালন্ধর বন্ধ অবলম্বন করিয়া নাকের আগা দেখিলে সিংহাসন হয় । ইহাতেও রোগ নষ্ট হয় ।

৮ গোমুখাসন ।

দুই পা মাটিতে রাখিয়া পিঠের দুই পাশে যুক্ত করিয়া সোজা হইয়া গোরুর মুখের ন্যায় উপর দিকে মুখ করিলে গোমুখাসন হয় ।

৯ বীরাসন ।

এক পা এক উরুতের উপরে রাখিবে এবং আর এক পা পিছন দিকে রাখিলে বীরাসন হয় ।

১০ ধনু আসন ।

দুই পা লাগির ন্যায় সোজা করিয়া ছড়াইয়া দিবে এবং দুই হাত দিয়া পিঠের দিক হইতে ঐ দুই পা ধরিয়া সমস্ত শরীরটা ধনুকের ন্যায় বাঁকাইলে ধনু আসন হয় ।

১১ শবাসন ।

মড়ার মত চিত হইয়া মাটিতে শুইলেই শবাসন হয় । ইহাতে শ্রমদূর হয় এবং মনের শান্তি হয় । (অন্য নাম মৃতাসন ।)

১২ গুপ্তাসন ।

উভয় হাঁটুর মধ্যে দুইটা পা অতিশয় গোপন করিয়া উভয় পায়ের উপরে রাখিলে গুপ্তাসন হয় ।

১৩ মৎস্যাসন ।

যুক্ত পদ্মাসন করিয়া দুই কনুইর দ্বারা মাথা বেঁটন করিয়া চিত হইয়া শুইলে মৎস্যাসন হয় ।

১৪ পশ্চিমোত্তানাসন ।

দুই পা মাটিতে লাগির মত সোজা ভাবে ছড়াইয়া ভাল করিয়া ঐ দুই পা দুই হাতে ধরিবে এবং দুই পায়ের উপর হাঁটুর নীচের ভাগ মধ্যে মাথা রাখিলে পশ্চিমোত্তানাসন হয় ।

দুই পা পরস্পর অসংলগ্নরূপে ছড়াইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া উভয় হাঁটুর উপর মাথা রাখিলেও উগ্রাসন হয় । উগ্রাসন পশ্চিমোত্তানের অপর নাম ।

১৫ গোরকাসন ।

উভয় জাহু ও উরুতের মধ্যে দুই পা চিত করিয়া অপ্রকাশিতরূপে রাখিয়া দুই হাত চিত করিয়া দুই গুল্ক চাকিবে এবং কণ্ঠসংকোচ করিয়া নাকের আগা দেখিলে ঐ আসন হয় । ইহাতে সমস্ত সিদ্ধি হয় ।

১৬ মৎস্যোত্তানাসন ।

উভয় পিঠের দ্বারা সোজা করিয়া থাকিবে এবং বামপদ নত করিয়া ডাইন হাঁটুর উপরে রাখিয়া তাহার উপরে ডাইন কণ্ঠ রাখিবে এবং ডাইন হাতের উপর মুখ রাখিয়া দুই ক্রর মধ্যভাগ দেখিলে মৎস্যোত্তানাসন হয় ।

১৭ উৎকটাসন ।

দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মৃত্তিকা অবলম্বন করত দুই গুল্ক শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্কের উপর গুহদেশ রাখিলে উৎকটাসন হয় ।

১৮ স্কট্টাসন ।

বামপদ ও বাম হাঁটু মাটিতে রাখিয়া বামপদ দক্ষিণ পদ দ্বারা বেঁটন করিয়া উভয় হাঁটুতে হাত রাখিলে ঐ আসন হইবে ।

১৯ ময়ূরাসন ।

দুই হাতের তালু দ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্বক দুই কণ্ঠের উপরে নাভির পার্শ্ব রাখিয়া যুক্তপদ্মাসনের ন্যায় পদদ্বয় পাছের দিকে উপরে উঠাইয়া শূন্যে লাগির ন্যায় সমভাবে উঠিলে এই আসন হয় ।

২০ কুকুটাসন ।

কোন মাচার (মঞ্চ) উপরে যুক্তপদ্মাসন করিয়া উভয় হাঁটু ও উরুতের মধ্যে দুই হাত রাখিয়া দুই কণ্ঠের দ্বারা বসিলে এই আসন সিদ্ধ হয় ।

২১ কুর্মাশন ।

অণ্ডকোষের নীচে দুই গুল্ক পরস্পর বিপরীত ভাবে রাখিয়া গলা মাথা এবং দেহ সোজা করিয়া বসিলে এই আসন হয় ।

২২ উত্তানকুর্মাশন ।

কুকুট আসন করিয়া দুই হাত দিয়া বাঁধ ধরিয়া কচ্ছপের দ্বারা চিত হইলে এই আসন হয় ।

২৩ মঙ্কু আসন ।

পদতলদ্বয় পিঠের উপর দিয়া দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি

পরস্পর বোঁগ করিবে ও উত্তর হাঁটু সম্মুখে রাখিলে ঐ আসন সিদ্ধ হয়।

২৪ উত্তানমণ্ডু আসন।

মণ্ডু আসনে বসিয়া দুই কণ্ঠে দ্বারা মাথা ধরিয়া ব্যাঙের মতন চিত হইয়া থাকিলে উক্ত আসন হয়।

২৫ বুদ্ধ আসন।

বাম উরুতে দক্ষিণ পদ দিয়া গাছের মত ভূমিতে সোজা হইয়া থাকিলে উক্ত আসন সম্পন্ন হয়।

২৬ গরুড় আসন।

উত্তর জম্বা ও উরু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক দুই হাঁটুর দ্বারা স্থির হইয়া দুই হাঁটুর উপরে দুই হাত রাখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৭ বুধ আসন।

দক্ষিণ গুলফের উপরে গুহদেশ রাখিয়া তাহার বামদিকে বামপদ উল্টাভাবে ধরিয়া ভূমি স্পর্শ করিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৮ শলভ আসন।

অধোমুখে শুইয়া হস্তদ্বয় বৃক্কের উপর রাখিয়া উত্তর হস্তের তালু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিবে এবং দুই পদ শূন্যে আধ হাত উপরে রাখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৯ মকর আসন।

অধোমুখে শুইয়া মাটিতে বুক রাখিবে এবং পদদ্বয় ছড়াইয়া দুই হাত দিয়া মাথা ধরিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি পায়।

৩০ উষ্ট্র আসন।

অধোমুখে শুইয়া দুই পা উল্টাভাবে পিঠের উপর আনিবে এবং দুই হাত দিয়া ধরিবে, পেট ও মুখ গাঢ়রূপে আকৃষ্ট করিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

৩১ ভূজ আসন।

পায়ের বুড় আঙ্গুল হইতে নাভি পর্যন্ত ভূমিতে রাখিয়া দুই হাতের তালু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক সর্পের জায় উপর দিকে মাথা তুলিলে উক্ত আসন হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও রোগ নষ্ট হয় এবং কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসন্ন হয়।

৩২ যোগ আসন।

দুই পা চিত করিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া এবং দুই হাত চিত করিয়া ঐ আসনের উপর রাখিবে এবং পূর্বক দ্বারা বাহু টানিয়া কুন্তক করতঃ নাকের আগা দেখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়। ইহাতে স্তম্ভরূপে যোগসাধন হয়।

শাস্ত্রে আসন দান করিবার বিধি আছে—(আসন

মন্ত্রস্ত বৈষ্ণবপুণ্ডরিকঃ স্তবলং চন্দ্রঃ কুর্শো দেবতা আসন-
পরিগ্রহণে বিনিরোগঃ। পরে কৃতান্তলি হইয়া (পৃথ্বী স্বরা
বৃতা লোকা দেবিত্বং বিজুনা বৃতা। স্বক ধারয় দ্বা
নিত্যং পবিত্রং কুর্য চাসনং।) এটা তন্ত্রোক্ত দেবোদেশে
আসনদানের মন্ত্র। *। পূর্বক এবৎ সর্বং যজ্ঞং যজ্ঞ
ভাব্যং। উতামৃতেশ্বরানো বদন্তেনাতিরোহতি। এটা শ্রুতান্ত
মন্ত্র। *। শেষমণ্ডং মহাদিব্যং কণাধিপিসহস্রকং। কোটিস্বা-
প্রতীকাশং গৃহাণাসননীশ্বর। পৌরানিক।)

আসন সোল। বর্ধমান জেলার মধ্যস্থিত একটি গ্রাম।
অক্ষা ২৩°৪২' উঃ, দৈর্ঘ্য ৮৭°১' পূঃ। এখানে রেলওয়ে স্টেশন
আছে। এখান হইতে রাণীগঞ্জ করলার বিস্তর রপ্তানী হয়।
আসনা (জী) আস-যুচ। স্থিতি। উপবেশন। (পিন্যাস
শ্রোহা যুচ। পা। ৩। ৩। ১০৭। সমস্ত গিজন্ত ধাতু এবং
আস এবং শ্রু এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ প্রত্যয় হয়।
যুবোরনাকো। পা। ৭। ১। ১। ইতিঅনঃ ততঃপা।)

আসনানি (পুং) আসনমাদির্ভ্যস্য বহুব্রী। তন্ত্রোক্ত
পূজার উপচারগণ। যথা ১ আসন। ২ আগত। ৩ পাদ্য।
৪ অর্ঘ্য। ৫ আচমনীয়। ৬ মধুপর্ক। ৭ আচমন। ৮ নান।
৯ বসন। ১০ অভরণ। ১১ গন্ধ। ১২ পুষ্প। ১৩ ধূপ।
১৪ দীপ। ১৫ নৈবেদ্য। ১৬ বন্ধন।

আসনী (জী) আস-আধারে লুটী ভীপ্। বিপণি।
দোকান। স্থিতি। (আসনী বিপণী স্থিত্যাম্। মেদিনী)
আসন্দ (পুং) আসদিত্যস্মিন্। আ-সদ-আধারে বঞ্।
বাহুদেব। পরমন্ত্রক। (আসন্দো বাহুদেবে স্যাৎ বট্টা-
ভেদে চ যোষিতি। মেদিনী)

আসন্দী (জী) আসদ্যভেৎজাং আ-সদ নিং গোরাণিঃ ভীপ্
যথা আসন শব্দভাসন্দী ভাবঃ। উপবেশনযোগ্য আসন
যন্ত্র, কেদারা, কুদ্রখট্ট। কোচ। সভার মধ্যস্থিত বেদিকা।
তাদৃশ পীঠিকা স্বমার্থে কন্ আসন্দিকা, কুদ্র শরনের যন্ত্র
বিশেষ। আসন্দী অন্তর্থে মতৃপ্ যন্ত বহুং আসন্দীবৎ। (জি)
আসন্দীবৃত্ত (জী) ভীপ্। আসন্দীবতী। আসন্দীবদী-
কজীবৎকজীবৎকজীবৎকজীবতী। পা ৮। ২। ১২। এতানি বট্
সংজ্ঞায়াং নিপাত্যন্তে। আসনশব্দভাসন্দীভাবঃ। আসন্দীবান্
গ্রামঃ অস্ত্রভাসনবান্। সিং কোং। উক্তপুত্রো।)

আসন্ন (জি) আস-সদ-জ। নিকটস্থ। উপস্থিত। সরিধান-
যুক্ত। সম্যক্ স্থিত। সুসুখ্। শাকবোধ সাধন আসত্তিযুক্ত
ব্যাক্য। (সমীপে নিকটাসন্ন সরিষ্ঠ সনীড়বৎ। অমর)

আসন্নকাল (পুং) আস-সম্যক্ সীদতি বজ্র আ-সদ-জ
প্রাদি। সৎ। মৃত্যুকাল।

আসন্ড (জি) আন্তে ভবঃ বং আসরাদেশ। মুখভব।

আস্ফ উদৌলা। অযোধ্যার নবাব। নবাব জুজা উদৌলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জুজার মৃত্যু হইলে ইনি নবাব হন। প্রথমে ফৈজাবাদে রাজধানী ছিল, এখন আস্ফ উদৌলা লক্ণৌনগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহার সহিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের একটা চুক্তি হয়, তাহাতে ইনি ইহুইশিয়া কোম্পানীকে প্রতি বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এই বন্দোবস্তের পর অযোধ্যা প্রদেশে শান্তিভাব ধারণ করিল, রাজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সর্জন সোর গবর্নর হইলেন। তিনি ছলে বলে নবাবের নিকট হইতে আরো কিছু আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহজে কিছু হইল না দেখিয়া নবাবের বিনা অসুস্থতিতে তাঁহার মন্ত্রী মহারাজ ঝউলালকে কয়েদ করিলেন। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিল, ঝউলালই বুঝি তাহাদের অর্থলাভের পথে কটক। আস্ফ উদৌলা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়, তখন অগত্যা প্রতিবর্ষে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে কোন কারণে তিনি ইংরাজদিগের দ্বারা বিশেষরূপে মর্শ্বাহত হন; সেই মর্শ্বাবাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। (Dacoitee in excelsis, p. 33-34) আস্ফ উদৌলা লক্ণৌসহরে ইমাম্বাড়া নামে একটা বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করান, এই ঘরটা দৈর্ঘ্যে ১৬০ এবং প্রস্থে ৫০ গজ।

আস্ফ খাঁ। (আবদুল মজীদ)। অকবরের সময়কার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে গারাকোটা আক্রমণ করেন, ঐ স্থান বুলন্দশাহের প্রাচ্যভাগে নর্মদা নদীর উপর। সেই সময় রাণী দুর্গাবতী গারাকোটার অধীশ্বরী। তিনি সটম্ভে আস্ফ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু আস্ফ খাঁর গুচ নীতিতে হিন্দুরমণী পরাজিত হইলেন। আস্ফ তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলেন। দুর্গাবতী নিজ সম্মান রক্ষা করিবার জন্য খড়্গাবাতে আপন শিরঃ বিধ্বং করিলেন। আস্ফ দুর্গাবতীর অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সম্পত্তির অধিকাংশই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার গুপ্তকাণ্ড ধরা পড়িল, তাহাতে তিনি বিজোহী হইয়া উঠেন। বাহা হউক চিতোর জয়ের পর, তিনিই তথাকার জায়গিরি পাইয়াছিলেন।

আস্ফ খাঁ। মির্জা বকী-উজ্জয়ানের পুত্র। সকলে মির্জা জায়ির বেগ বলিয়া ডাকিত। কাজবীর নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আসেন। ইহার খুড়া অকবর পাদশার একজন অমাত্য ছিলেন। তাঁহারই

অনুরোধে ইনি বক্সগিরি কার্যে নিযুক্ত হন। খুড়ার আস্ফ খাঁ উপাধি ছিল, তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি সেই উপাধি পাইলেন, তদবধি ইহার আস্ফ খাঁ নাম হইল। ইনি কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। মোরা অকবরের মৃত্যু হইলে অকবরের আদেশে ইনি ‘তারিখ-অলকী’ লেখেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে অকবর ইহাকে প্রধান দেওয়ানের পদ অর্পণ করেন। জহাঙ্গীর পাদশার রাজত্বকালে ইনি মহা সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ইহার কৃত “শীরীন্ বা খুস্তো” নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

আস্ফ খাঁ। আবুল হসন। জহাঙ্গীরের একজন প্রধান উজীর। ইহার কন্যা মুমতাজমহলের (তাজমহল) সঙ্গে শাহজহানের বিবাহ হয়। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

আসম্বাদ (জি) আ-সমস্তাং সম্বাদা অত্র। সঙ্গীর্ণ স্থানে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা স্রিষ্ট। গায় গায় লাগিবার স্থান।

আসব (পুং) আ-স্বতে আ-স্ব-কর্মণি অণ্। ১ অভিষব। চৌরান। (আসবোহাভিষবঃ। হেম ৩। ৫৬৯।) ২ অভিষবনীয় মদ্য। মদ্য চৌরানিযা মদ্য। (মৈত্রেয়্যমাসবঃ সীধুৎপেদকো জগলঃ সমৌ। অমর ২। ১০। ৪২।)

“যক্ষরক্ষঃ পিশাচাং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।

তদ্ব্রাহ্মণেন নান্তব্যং দেবানামশ্রুতা হবিঃ॥”

মহু ১১:৯৬॥

আসবাব (পারস্য) জবা, জিনিস, যন্ত্র।

আসবার (পারস্য) অখারোহী, বোড়সওয়ার।

আস্বান (পারস্য) আকাশ, শূভ।

আসমানী (পারস্য) আকাশের স্তার নীল।

আসুর (দেশজ) রক্তহল। যাত্রাদি শুনিবার স্তাধারণের সমাগম স্থান।

“আসরে সজ্জন সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা,

গুণহীন কীণ দীন দাস।” ঘনরামঃ

আসল (আরব্য) প্রকৃত, মূল, যথার্থ।

আসল-চোর (আরব-পারস্য) যষ্টীমধু। ২ যথার্থ চোর।

আসা (স্ত্রী) আ-সো-অঙ্। অস্তিকা (নিঘণ্টু ২। ১৬) নিকট। (আরব্য) দৌটা, যষ্টি। সচরাচর আসা দৌটাও বলা হইয়া থাকে।

আসাদিন (স্ত্রী) আ-সদ্-নিচ্-আট্। সন্নিধাপন। স্থাপন আসন্নতাস্পাদন। পাঠরান। মর্দন।

আসাদিত (জি) আ-সদ্-পিচ্-আট্। নিকটীকৃত। প্রাপ্ত। আয়োজিত। সন্নিধাপিত। সম্পাদিত। কামকেশী

আসক্ত। (লক্ষ্য প্রাপ্ত্যে বিহীন ভাবিতমাসানিতক ভূতক।
অমর।)

আসাদ্য (ত্রি) আ-সদ-শিচ-ৎ প্রাপ্য। অবসর করা
(অব্য) আ-সদ শিচ- ল্যপ্। পাইয়া। (সমুদ্রমাসাদ্য
ভবতাপের। রঘু।)

আসানি (পারস্ত) সহজ। সুবিধা। লাভ।

আসাবরদার (পারস্ত) যটিবাহক। যে লাঠি লইয়া
আগে যায়।

আসাব (পুং) স্তোতা। (ঋগ্ভাষ্যে সায়ন ৮। ৯২। ১০।)

আসাব্য (ত্রি) আ-সু-প্যাৎ। অভিষবনীয় মদ্যাদি।

আসাম। ভারতবর্ষের একটা প্রান্ত প্রদেশ। বাঙ্গালা
প্রদেশের উত্তর পূর্বে অবস্থিত।

আসামের উত্তর সীমা হিমালয়, উত্তর পূর্বে মিস্রীগিরি-
শ্রেণী, পূর্বে ব্রহ্মদেশের প্রান্তভাগ ও মণিপুর রাজ্য, দক্ষিণে
গিরিশ্রেণী (এখানে কেবল জুসাইদিগের বাস) এবং
ত্রিপুরারাজ্য, পশ্চিমে ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, কোচবেহাররাজ্য
এবং জলপাইগুড়ি। অক্ষা ২৪° হইতে ২৮° ১৭' উঃ এবং দৈর্ঘ্য
৮৯° ৪৫' হইতে ৯৭° ৫' পূঃ মধ্যে স্থিত। ভূমি পরিমাণ প্রায়
৪৬,৩৪১ বর্গ মাইল।

আসাম প্রদেশ প্রধানতঃ ১১টা জেলার বিভক্ত;—১
গোয়ালপাড়া, ২ কামৰূপ, ৩ দরঙ্গ, ৪ লখিমপুর, ৫ শিবসাগর,
৬ নওগাঁ, ৭ গারোপাহাড়, ৮ ধৰ্মী ও জয়ন্তীগিরি, ৯ নাগা-
পাহাড়, ১০ শিলহট, ১১ কাছাড়।

১। গোয়ালপাড়া—আসামের পশ্চিমাংশে, পূর্বদ্বার
এই গোয়ালপাড়ার সামিল। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায়
৪৪৩৩ বর্গ মাইল। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়
ও অনেকগুলি গিরিশৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা শৃঙ্গ
প্রধান—১ ভৈরবচূড়া, হলুকাস্তা, মেচা খাওয়া, জলড়া
জান্দা, পঞ্চরত্নী, অজাগর। নদী—ব্রহ্মপুত্র ছাড়া মানস,
গদাধর বা গজাধর, সনকোশ বা সুবর্ণকোশ এই কয়েকটা
প্রধান নদী উত্তরদিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে।
আরও কতকগুলি, ছোট ছোট নদী আছে—১ টাঙ্গাবতী,
২ কালানদী, ৩ জিঙ্গিরাম, ৪ জ্বনাই, ৫ কুকাই, ৬ হরিপাণি
বা হাভবাটিকা, ৭ জিনারি, ৮ তিপ্কাই, ৯ বামনাই।
এই ছোট নদীগুলিতে কেবল বর্ষাকালে বাতায়ানত চলে।

গোয়ালপাড়ার সর্বভুক্ত ১৭টা পরগণা;—১ আরজাবাদ,
২ চপু, ৩ ধুবড়ী, ৪ বুলা, ৫ গিলা, ৬ গোয়ালপাড়া,
৭ সোলা আলমগর, ৮ হাবড়াবাট, ৯ জামিরা, ১০ কলুম-
পাড়া, ১১ করাইবাড়ী, ১২ বুড়াবাট, ১৩ কলুমপুর,

১৪ মেচপাড়া, ১৫ নোয়াব্দ কতুরি, ১৬ পৰ্বতজোয়ার,
১৭ তারিয়া।

২। কামৰূপ—আসামের মধ্যে এই জেলা সর্ব-
প্রধান। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩৬৩১ বর্গ মাইল।
এখানে কতকগুলি খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে, তন্মধ্যে
এইগুলি প্রধান—মিকীর, বশিষ্ঠ, ক্ষতমিল, চূর্ণশালী,
কামাখ্যা (কামগিরি), দীবেশ্বরী, শিলা, হাজো, কেশার,
মাধব, হাতিমুড়া, নগরবেড়া।

নদী—এখানে মানস, চাউলখোয়া, পাগ্লা মানস, সৰু
মানস, পছমরা, কালদিয়া, নোয়ানদী, বরলিয়া, রোমী,
লখাই তারা, বড়নদী, দিক্র বা সোণাপুর, বাতা, কুলসি,
সিজারা, সজং, টাঙ্গনমারী, তকিনদী, তেকেলজনদী, অগ্রান
নদী, সিধুনদী, দিঙ্গমানদী, ছয়জনদী, দোকাবনজুলি, মাতঙ্গ-
নদী ও বলদী নদী। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ছোট ছোট
হ্রদও আছে।

ইহার প্রধান নগর গোঁহাটী, বড়পেটা, দিবাজিদি, পলাশ-
বাড়ী, হাজো, কামাখ্যা। এই কয়েকটা প্রধান গ্রাম—
বারপাড়া, দিঙ্গবোগাই, শাকমুক্তি, হাকিম হাট, জয়পুর ও
মালাপাড়া।

৩। দরঙ্গ—আসামের মধ্য জেলা। ভূমি পরিমাণ
প্রায় ৩৪১৮ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি নদী
প্রবাহিত, তন্মধ্যে এই কয়েকটা প্রধান—ভৈরবী, বিলাধারী,
জিরা ধনেশ্বরী, নোনাই, বড়নদী, ভোলা ও লক্ষ্মী।

নগর—ভৈরবপুর, মজলদই, বিশ্বনাথ, হাওলা মোহনপুর,
নলবাড়ী, কুরুয়া গাঁ।

৪। লখিমপুর—এই জেলা ব্রহ্মপুত্রের উভয় পারে,
আসামের উত্তর পূর্ব কোণে। এখানকার নদী—ব্রহ্মপুত্র,
বিহানীমুখ, কুণ্ডিল, দিগন্ধ তেজাপাহাড়, নোয়াদিন্, দিক্র,
বুড়ীদিহিং, তিজরাই, শোভ, লোহিত, সুবনশিদি, রঙ্গা,
দিক্রং, ধোলহাটী ও দিঙ্গমুর ইত্যাদি।

প্রধাননগর—দিক্রগড়।

৫। শিবসাগর—ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণভাগে অবস্থিত।
ভূমি পরিমাণ ২৮৫৫ বর্গ মাইল।

এখানকার প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র, ধনেশ্বরী, বুড়ীদিং,
দিশং ও দিঘুনদী। এতদ্ভিন্ন কাকদাঙ্গা, বিশাই, কোকিলা,
জাজি, বারিকা ও দিঘুনামে কল্লী ছোটনদী আছে।

প্রধাননগর—শিবসাগর, রঙ্গপুর, গড়গাঁ, জোড়হাট,
পেঙ্গলবাড়ী।

৬। নওগাঁ—এই জেলা আসামের মধ্যভাগে। ভূমি

পরিমাণ ৩৪১৫ বর্গ মাইল। এখানে মিকীর, ও কামাখ্যা গিরি শ্রেণী আছে।

নদী—মিচা, দিঙ্গু, ননাই, কপিলি, কলঙ্গ, সোনাই, যমুনা, দেবগানি, বড়গানি, ধনেখরী। এখানে কয়েকটা হ্রদ আছে—গয়লা, কাচধরা, মের, মরিকলঙ্গ, মোরা কলঙ্গ, উদারি, খল্লিয়া ও পকারিয়া।

এই স্থান ১২৭টা পরগণায় বিভক্ত।

৭। গায়ো—ইহা পার্বত্য জেলা। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩৮০ বর্গ মাইল। এইস্থান অনেকগুলি পাহাড় বেষ্টিত। তন্মধ্যে ভুমা ও আরবেলা পাহাড় প্রধান।

এখানকার প্রধান নদী—কুকাই, কালু, ভোগাই, নেতাই ও সোমেশ্বরী।

৮। খশী ও জয়ন্তী গিরি—ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৬১৫৭ বর্গ মাইল।

এই পার্বত্য প্রদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী আছে।

৯। নাগাপাহাড়—এই পার্বত্য প্রদেশে রেঙ্গমা নামক গিরিশ্রেণী প্রধান। প্রধান নদী—দয়াজ, ধনেখরী, যমুনা এতদ্বিধা দিঙ্গু, স্বর্গতি ও পাথর দেশা নামক কএকটা ক্ষুদ্র নদী আছে।

১০। শিলহট (শ্রীহট্ট)—ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৫৪৪০ বর্গ মাইল। এখানে এই কয়টা পাহাড় আছে—রঘু-নন্দন, দিনারপু বা সাতগাঁ, বলিশিরা, ভাঙ্গুগাছ, সরোগজ, পাথরিয়া, প্রতাপগড়, সিদ্ধেশ্বর।

প্রধান নদী—বরাক, স্বর্ষা, কুশিয়ারা, ধনেখরী। এই জেলা ১৮৫টা পরগণায় বিভক্ত। [শ্রীহট্ট শব্দ দেখ]

১১। কাছাড়—এইস্থান আসামের দক্ষিণ পূর্বে। এই জেলার চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। প্রধান নদী—বরাক, টিপাই, বরি, ধনেখরী। প্রধাননগর—শিলচর।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম সর্বাঙ্গপেক্ষা উর্বরা ও শস্যশালী ভূমি। ইহার নদী হইতে সোণার কুচি পাওয়া যায়। অহম্ জাতীর নামানুসারে এই স্থানের নাম আসাম হইয়াছে। পূর্বকালে এই স্থানের নাম প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ ছিল। মহাভারতে ইহা পরশুরামের ভীষণ 'লৌহিত্য' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ ও বোগিনীতন্ত্রের মতানুসারে পূর্বতন আসাম বা কামরূপ রাজ্য করতোয়া হইতে দিকর-বাসিনী (বর্তমান নদিয়া নামক স্থান) অবধি বিস্তৃত ছিল। অতি পূর্বকালে ইহার সকল স্থানে কিরাত জাতির বাস

ছিল, মহারাজ নরক তাহাদিগকে ভাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্তমান কামাখ্যার নিকটে প্রাগজ্যোতিষপুর নামে আপনাদের একটা রাজধানী স্থাপন করেন। [কামরূপ শব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

১২২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের মোমীরেৎ নামক স্থান হইতে অহমেরা আসাম আক্রমণ করিতে আসে। অহমেরা শানবংশীয়, ভ্রামদেশবাসীদিগের সহিত এক জাতীয়। তাহারা স্বভাবতই বলিষ্ঠ ও সাহসী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া শিবসাগর জেলা পর্যন্ত আক্রমণ করে। ১৪২৭ খৃঃ অব্দে অহমরাজ চুহুন্দ হিন্দুধর্ম অবলম্বন করেন। ১৬১১-১৬৫৪ খৃঃ মধ্যে চুচেংফ আসামের রাজা হন; তিনি শিবসাগরে একটা বৃহৎ শিবালয় নির্মাণ করান। তাঁহার সময় তাঁহার রাজ্যের চারিদিকেই হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়। তৎপুত্র চতুর্না ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা জয়ধ্বজ সিংহ নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় অরঙ্গজিব পাদশাহের সেনাপতি মীরজুমলা আসাম জয় করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তথাকার অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ অধীনে আনিতে পারেন নাই। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বাংলায় কিরিয়া আসিতে হয়। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে রুদ্রসিংহ নামে একজন প্রবল প্রতাপশালী অহমরাজ আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরে আসামের অন্তর্বিদ্বেহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা বণিকবেশে আসামে প্রবেশ করিয়াছেন। দেশের অবস্থা দেখিয়া ইংরাজেরা উহা আশ্চর্য্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা গৌরীনাথ সিংহ দরজের কোচরাজ ও মতক জাতীয় ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক রাজচ্যুত হন। ইংরাজেরা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ১৭০২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ওয়েলস্কে সসৈন্তে আসামে পাঠাইয়া দেন। ১৭০৪ খৃঃ কাপ্তেন ওয়েলস্ কতকটা খোলযোগ থামাইয়া আসেন। এই সময়ের পর হইতে আসামরাজ মন্ত্রীগণ কর্তৃক পুস্তলিকাংগ চালিত হইতে লাগিলেন। এমন কেহ উপযুক্ত লোক নাই যে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করে। আসামীরা ব্রাহ্মদিগকে সালিশি করিল, ব্রাহ্মেরা সুবিধা পাইয়া আপনাদের আধিপত্য চালাইতে লাগিল। আসামীরা তাহাদের শাসনে উৎপীড়িত হইয়া পড়িল। ইংরাজদিগের দৃষ্টি বরাবর আসামের দিকে ছিল। ১৮২৪ খৃঃ ইংরাজ ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৮২৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী যম্বু নামক স্থানে একটা সন্ধি হয়। তাহাতে আসামের সমুদায় নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। আসামের উত্তরাংশ মতক (পুরন্দর সিং নামক একজন)

বড় সেনাপতির অধিকারে ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উহা আপনাদের অধিকারের সামিল করিয়া লইলেন। [খ্রীষ্ট, গোরালপাড়া ও কাছাড় শব্দে অস্ত্রাস্ত্র বিবরণ দেখ।]

আসামে নানাপ্রকার অসভ্য জাতির বাস। তন্মধ্যে নাগা, অজামী নাগা, গারো, রেঙ্গমা প্রভৃতি কয়েকটি জাতিই প্রধান। এ ছাড়া আসামের বহির্ভাগে ভোটিয়া, অকা, দক্কা, মীরা, আবর, মিয়ী প্রভৃতি পরাক্রান্ত অসভ্য জাতিরা বাস করে। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক জাতির বিবরণ দেখ।]

আসামীদের বড় একটা কোন ধর্মের উপর আস্থা নাই। তাহারা সকল রকম মাংসই উদরসাৎ করে। মরা জন্তর মাংস খাইতে ভালবাসে। তাহারা ঘৃত খায় না।

আসামীরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের কোন আবর নাই। আসামীদের অর্থের প্রয়োজন হইলে আপন স্ত্রীকে অপর পুরুষের কাছে বীধা দিয়া অর্থ লয়। বতদিন না অর্থ পরিশোধ করিতে পারে, ততদিন সেই স্ত্রী অপর পুরুষের হয়। পুরুষেরা মাথা, দাড়ী ও গাঁক কামায়। সকলেই বড় সাহসী ও যুদ্ধপটু। দয়া মার্য কাছাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। সকলে কাঠ, বাণ ও ঘাস দিয়া গৃহ নির্মাণ করে। বড়লোক শাকী করিয়া যাতায়াত করে। তাহারা তীর, বর্ষা, তরবার ও বাঁসের লাঠী ব্যবহার করে। বড়লোকের মৃতদেহ গোর দেয়, সেই সঙ্গে তাহার পরী, দাস দাসী, স্বর্ণ, রৌপ্য পাত্র ও খাদ্যসামগ্রীও চাপা দেওয়া হয়। এই জন্ত তাহাদের গোরস্থানে বৃহৎ গর্ত করিতে হয়। আসামীদের বিশ্বাস গোরের সঙ্গে ঐ সকল দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ সকল উপভোগ করে।

উৎসব জব্য—আসামে প্রচুর শস্ত জন্মে। এখানে স্নাতিক চাষ মা দিলেও যথেষ্ট ধান্য পাওয়া যায়। এখানে আম, কাঁঠাল, কমলালেবু, পাভিলেবু, কলা, পানিয়ার, নারিকেল, মরিচ, নানা জাতীয় ইক্ষু, আদা, নাগরবেল ও অড়হর গাছ বেশ জন্মে।

এখানে এড়িয়া ও বুগে রেশমের কাপড় তৈয়ার হয়। খ্রীষ্ট ও জুয়ার শীতলপাটী সর্বত্র বিখ্যাত। এখন আসামে নানাজাতি বাস করিতেছে। আসামের চা বাগানের জন্য প্রতিবর্ষে হাজার হাজার কুলী নানা স্থান হইতে পাঠান হইয়া থাকে।

আসামী (আরব্য) ১ কুবী। ২ প্রতিবাদী। দোবী।

১. ১। আসামের লোককে আসামী বলা হয়।

আসার (পুং) আ-স-যঞ। ১ ধারাসম্পাত, অবিরল। ধারার বৃষ্টিপড়া, বেগে বৃষ্টি হওয়া। (ধারাসম্পাত আসারঃ।

অমর) ২ প্রসরণ, সরি, চলিয়া যাওয়া। ৩ সৈন্তদিগের সকল দিকে ব্যাপ্তি। আশ্রিতভেদনেন করণে ঘঞ। ৪ স্নহন। ৫ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যস্থ রাজবিশেষ। (আসারো-বেগবর্ষে স্নহনপ্রসারোঃ। হেম।) দ্বাদশমণ্ডল যথা—আত্মমণ্ডল, রিপুমণ্ডল, সুহৃদমণ্ডল, শত্রুমিত্রমণ্ডল, মিত্রমিত্র-মণ্ডল, মিত্ররিপুমণ্ডল। যুদ্ধের সময়ে এই ছয় মণ্ডল অগ্রে থাকিত। পার্শ্বগ্রাহ, আক্রম, আসার, আক্রমাসার, নিগ্রহ এবং অনুরূপে শত্রু মধ্যস্থ, নিগ্রহ অনুরূপে শত্রু উদাসীন, এই ছয় মণ্ডল যুদ্ধের সময়ে পশ্চাতে থাকিত। ৬ বড়-বিশতি রগণ দ্বারা রচিত দণ্ডকচ্ছন্দা-বিশেষ। [আরাম দেখ।]

আসিক (পুং) অসিঃ প্রহরণমন্ত ঠক্। খড়্গদ্বারা যুদ্ধকারক। তরবারী দ্বারা যুদ্ধকারী।

আসিকা (স্ত্রী) পর্য্যায়ণে আসনং। আস (পর্য্যায়ার্থে) পতিষু। পা ৩। ৩। ১১১। ইতি পর্য্যায়ণে ঋচ্। পর্য্যায়ক্রমে উপ-বেশন। পর্য্যায়ক্রমে থাক।

আসিক্ত (ত্রি) ঈষৎ সমাখ্যাসিক্তং। আ-সিচ-ক্ত। ঈষৎ-সিক্ত। যাহাতে অল্প জলাদি সেচন করা হইয়াছে। সম্যক-সিক্ত। স্নানরূপে জলাদি দ্বারা সেকযুক্ত।

আসিচ্ (ত্রি) আসিচ্যমান। আহতি। (ঋগ্ভাষ্যে সায়ন ২। ৩৭। ১)

আসিত (ক্ৰী) আস-ভাবে-ক্ত। ১ উপবেশন। আধারে ক্ত। ২ উপবেশনের আধার, বসিবার স্থান। *। ক্তোহধিকরণে চ ঋষ্যগতিপ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ। পা ৩। ৪। ৭৬। ঋষ্য (নিশ্চলার্থ) গতার্থ প্রত্যবসানার্থ (ভোজনার্থ) এই সকল ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ক্ত হয় এবং পত্যার্থে কর্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়।

মুকুন্দভাসিতমিদ মিদং যাতং রমাপতেঃ।

ভুক্তমেতদনন্তত্ত্ব্যচুর্গোপ্যাদিদ্ভবঃ ॥ সিং কোঃ

উক্ত ন্ত্রে।

অসিতস্ত মূনেরপত্যং শিবাঙ্গিগণস্তাকৃতিগণস্তাং (শিবাঙ্গি-ভ্যোহণ্। পা ৪। ১। ১১২।) ইত্যণ্। অসিত মূনির পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য। সেই অসিত মূনির পুত্র শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর।

আসিধার (ক্ৰী) অসিধারা ইবাভ্যজ্ঞ অণ্। কামুক ভাব পরিভাষ্য করিয়া যুবা যুবতীর সহিত যদি স্নানর ভর্তার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন তবে সেই আচরণের নাম আসিধার ব্রত।

আসিদ্ধ (ত্রি) আ-সিধ-ক্ত। রাজাজ্ঞাহেতু বাদী যে প্রতিবাদীকে বদ্ধ করিয়াছে, বাহার গমনাদি রোধ করিয়াছে সেই ব্যক্তি।

আসিনাসি (পুং ক্রী) অসি: ধ্বজা: ন ইব ভীক্সাণা নাসা
নন্ত সোহসিনাস: মুনিভেদনন্ততাপত্যং ইঞ। আসিনাস মুনির
অপত্য।

তত: (গোত্রাদ্যুত্থিয়ারং। ৪।১।৯৪) ইতি কক্
(ন ভৌষলিত্যঃ। পা। ২।৪।৬১।) ইতি ভস্য ন লুক্।
আসিনাসারনঃ। তৎপোত্।

আসিয়া। একটা মহাদ্বীপ। [এসিয়া দেখ।]

আসীন (ক্রি) আস-শানচ্। (ঈদাসঃ। পা। ৭।২।৮৩)
ইতি ঈক্। উপবিষ্ট। [আস ধাতুতে উদাহরণ দেখ]

আসীন প্রচলয়িত (ক্রী) আসীনেন উপবিষ্টেনৈব
প্রচলবৎ আচরিতং আসীন প্রচল-ক্যচ্ ভাবে-ক্ত। উপবেশন
করিয়া নিদ্রাহেতু চোলা। ঘুমের বোরে ঢুলনি।

আত্ম (ক্রি) আ-ত্ম-কিপ্-তুক্। কৃত্যভিব্যব। কৃতদ্বান।

আত্মতি (ক্রী) আ-ত্ম-জিন্। ১ সোমলতাদি নিশীড়ন।
২ অভিষব, মদ্যনিশাদান, পাকের দ্বারা মদ চোয়ান
("ইয়মাসুতিশ্চাক্ষমদায়।" ঞক্ ৮।১।২৬।*) আত্মতি:
আসবো মদকরঃ। সারন। ৩ ক্ষীরাদি পের ("বোনাবিক্স
ক্ষুধ্যভ্যো বয় আসুতিং দাঃ।" ঞক্ ১।১০৪।৭।*)
আত্মতিং পেরং ক্ষীরাদিকং। সারন) আ-ত্ম প্রসবে
কিপ্। ৪ প্রসব। আত্মতে: সন্নিবৃষ্ট দেশাদি: চতুরর্থ্যাং
(মহাদিভ্যচ্। পা। ৪।২।৮৬।) ইতি মতুপ্। আত্মতিমৎ
(ক্রি) আত্মতির নিকটহ দেশাদি। অত্যর্থে মতুপ্।
আত্মতিবিপ্লিষ্ট (মদ্যসন্ধানমাত্মতিঃ। হেম) (ক্রী)
ভীপ্-আসুতিমতী।

আত্মতীয় (ক্রি) আত্মং তস্যোৎ (গহাদিভ্যচ্। ৪।২।
১৩৮) ইতি ছ। দানকারী বা মদ্যকারী সম্বন্ধীয়।

আত্মতীবল (পুং) অত্মতিরন্ত্যাস্য (রজ: ক্রব্যাসুতি পরি-
বদো বলচ্। পা। ৫।২।১১২।) ইতি বলচ্। বল ইতি
দীর্ঘঃ। ১ শৌণ্ডিক, তুড়ি। ২ যিনি সোমলতার রস
চোরাইতে পারেন তাদৃশ বাজিক।

আত্মর (ক্রি) অসুরস্যোৎ অণ্। ১ অসুরসম্বন্ধী। (সর্কং
তদাসুরং দানং। স্বতি) কাত্যায়ন লিখিয়াছেন—“কুলালচক্র
নিপন্নমাসুরং মুগ্ধং স্বতং। তদেব হস্তঘটিতং স্থাল্যাদি
বৈদিকং ভবেৎ।” কুলকারেরা চক্র দ্বারা যে সকল মুগ্ধর
পাত্র প্রস্তুত করে সেই সকলই আসুর অর্থাৎ তাহাতে পাক
করিলে তাহা অসুরেরা পায়। আর যে মুগ্ধর পাত্র (মালসাদি)
হস্ত দ্বারা নির্মিত করে সেই স্থাল্যাদি হাঁড়ী বৈদিক
অর্থাৎ বৈদিক পাকাদির উপযোগী। এই জন্যই অন্যাপি
হবিষ্যতে মালসা প্রচলিত আছে। (ক্রী) ভীপ্। ২ আত্মরী।

(আত্মরী রাজিরন্যত্র। স্বতি) (পুং) অসুরের ন্যায়
আচারযুক্ত ব্যক্তি। তাহাদের শৌচ, আচার, সত্য-প্রতি-
পালন প্রভৃতি কিছুই থাকে না। তাহারা কামচারী দাস্তিক
ও মদযুক্ত হয়। তাহারা ঈশ্বরকে মানে না। তাহারা
আমিই ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, সুখী, বলবান, ধনাঢ্য, অভিজ্ঞ-
শালী, আমার সমূহ অন্য আর কে আছে এইরূপ ভাবিয়া
থাকে। ৩ অসুরের ন্যায় কর্তব্য বিবাহবিশেষ।

“ব্রাহ্মোদৈবন্তধৈবর্ষ: প্রোজাপত্যত্থাত্মরঃ।

গাক্কোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাটমোহধমঃ।” মমু। ৩।২১।

মমু এই আটপ্রকার বিবাহ লিখিয়া তাহা করিতে নিষেধ
করিয়াছেন। এবং ৩।৩১। বচনে আত্মর বিবাহের এই
বিবৃতি করিয়াছেন যে কন্যার পিতাদিকে ও কন্যাকে যথাসক্তি
শুদ্র (পণ) দান করিলে বরের ইচ্ছামুসারে যে কন্যাদান
তাহার নাম আত্মর বিবাহ। ৩ কর্ম-বিষয়কারী অসুরহস্তা।
(ঋগ্ভাষ্যে সায়ন।) (ক্রী) ৪ রাজসর্ষপ। রাই সরিষা।
(কব: ক্ষুধ্যভিজননো রাজিকাক্ষিকাহুরী। অমর) (ক্রী)
৫ বিটলবণ। স্বার্থে অণ্। অত্মর। ৬ অযজনশীল (ক্রী)
৭ ছেদাশ্রয় চিকিৎসা। যে চিকিৎসার ছেদনাদি অস্ত্র কার্য
আছে। যেমন তাঁর হস্ত প্রদানির ছেদন।

আত্মরস্ব (ক্রী) ৬তৎ। যজনহীন ব্যক্তির ধন।

আত্মরায়ণ (পুং) আত্মরে রপত্যং যুবা (গোত্রাদ্যুত্থিয়ারং।
পা। ৪।১।৯৪।) ইতি কক্। অসুরের যুবগোত্রাপত্য। (ক্রী)
পা। ৪।১।১৯। স্বত্ৰস্ব (আত্মরে রপসংখ্যানং। ইতি
বাত্তিকাৎ কে ষিষাৎ ভীপ্। আত্মরায়ণী।

আত্মরি (পুং) অত্মতি কিপতি পাপানি তত্ত্বজ্ঞানেন অস্ব কেপণে
(অসেকরণ্। উপ্। ১।৪১।) ইত্যরণ্ অসুরঃ কপিল শুভ
ছাত্র: ইঞ্। সাংখ্যযোগাচার্য কপিলের শিষ্য ঋষিবিশেষ।
(তত: গোত্রাদ্যুত্থিয়ারং। পা। ৪।১।৯৪) ইতি কক্ তন্ত
(ন ভৌষলিত্যঃ। পা। ২।৪।৬১।) ইতি ন লুক্।
আত্মরি। আত্মর মুনির পুত্র। আত্মরায়ণ তৎপোত্, তিনি
একজন বজ্রবেদ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

আত্মরিক (ক্রি) অত্মর ঈঞ্। অত্মরসম্বন্ধীয়।

আত্মরিবাসিন্ (পুং) আত্মরো আসুরমিসনীপে বসতি
গিনি। আসুরি মুনির অন্তঃবাসী। তৎশিষ্য প্রত্নীপুত্র, বজ্র-
বেদ সম্প্রদায়ক ঋষিবিশেষ।

আত্মরীয় (পুং) অত্মরেণ প্রোক্তং অসুর (হৃশ্চৈতিচবকব্যন্।
পা। ৪।১।১৯। বাত্বিকেনেতি) হ। অসুরকথিত কন্যাপুত্র।

আত্মরী (ক্রী) অত্মরভেদমিত্ত্বং ভীব্। অত্মর সম্বন্ধীয়।

আসেচনবৎ (ক্রি) আসেচন মতুপ্। অতি ভালমাসারুক ব্যক্তি।

আসেক (পুং) আ-সিচ-ঘঞ। জলাদিদ্বারা বৃক্ষাদির অন্ন সেচন করা। সম্যক্ সেচন করা।

আসেক্য (পুং) আসেকমহতি আসেক যৎ, আ-সিচ-গাঘা। নপুংসকবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, মাতা ও পিতার তুল্যবীৰ্য্য হইলে আসেক্যের জন্ম হয়, সেই স্ত্রীকে শুক্রপান করিয়া নিশ্চর উন্নত লিঙ্গ লাভ করিতে পারে।

আসেচন (ত্রি) ন সিচ্যতে তৃপ্যতি মনোহর্য্যং অপাদানে লুট্, আসেচনঃ স্বার্থে অণ্। ১ যাহা নিয়ত দেখিয়াও তৃপ্তির শেষ হয় না সেই বস্তু প্রভৃতি। (স্ত্রী) স্বার্থে কন্। আসেচনক। ঐ অর্থ। রায়মুণ্ড “আসেচন” এইরূপই পাঠ করেন। আ-সিচ-ভাবে লুট্। (স্ত্রী) ২ সম্যক্ সেচন। করণে লুট্। (ত্রি) ৩ সম্যক্ বা ঈষৎ সেচন-সাধন পাত্র। (স্ত্রী) ভীপ্। আসেচনী। স্কৃৎ সেচন পাত্র।

আসেদিবস্ (ত্রি) আ-সদ—(ভাষায়াং সদবসশ্চবঃ। পা ৩।২। ১০৮) ইতি ভাষায়াং লিড়াস্ত্যৎ, তন্ত্ৰ চ নিত্যং কন্। তস্মিন্ পরে দ্বিভাবঃ; অভ্যাসলোপঃ, অত এতৎ, তত একাচ-ত্বাৎ (বস্ত্রেকাজাদ্ব্যসাৎ। পা ৭।২। ৬৭।) ইতি বসাবিট্। ১ নিকটগতঃ ২ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ভীপ্। বসোঃ সম্ভাসারণঃ। পা ৬।৪। ১৩১।) ইতি বস্তোহ্ম। অসিক্ংবহিরঙ্গ-মন্তরঙ্গ। ইতীটোহপি নিবৃত্তিঃ, যতঃ, আসেদুদী—আগতা, প্রাপ্ত। উপস্থিত। আসেদিবান্, আসেদিবাংসৌ। ওয়া—আসেদুদী।

আসেদ্ধ (ত্রি) আ-সিধ-ভূচ্। বিবাদ বিষয়ে রাজাজ্ঞা হেতু প্রতিবাদীর গতি প্রভৃতির যোধকর্তা, বাদী (স্ত্রী) ভীপ্। আসেদ্ধী।

আসেধ (পুং) আ-সিধ-ভাবে ঘঞ। বিবাদ বিষয়ে রাজাজ্ঞা-হেতু বাদীকর্তৃক প্রতিবাদির স্থানান্তরে গমন নিবারণ।

আসেধ ৪ প্রকার—১ যাহা বলিবে তাহা না করা, ২ তাহার কথা অতিক্রম করা, ৩ যত কাল না ডাকা হয় তদবধি স্থানান্তরে রাখা, ৪ কোন কর্ম উদ্দেশ করিয়া বিদেশে পাঠান।

আসেবন (স্ত্রী) সম্যক্ সেবনং প্রাদিসং। ১ সর্বদা সেবা-করা। ২ পোনঃপুত্। (নিস্তপতাবনাসেবনে। পা ৮।৩। ১০২। আসেবনং পোনঃপুত্। সিংকৌ উক্ত স্থলে বৃত্তি।)

আসেবা (স্ত্রী) আ-সেব-অঙ্ টাপ্। (পোনঃপুত্। ক্রিয়ায়াঃ পোনঃপুত্। আসেবা। সিং কোঃ ৩।৪। ৫৬। বৃত্তিঃ।) ১ সম্যক্ সেবা। ২ রাক্ষসী।

আসেবিত (ত্রি) আ-সেব-ক্ত-ইট্। ১ সম্যক্ সেবিত ২ পুনঃ পুনঃ সেবিত। ভাবে ক্ত (স্ত্রী) ৩ সম্যক্ সেবা।

আসেবিতিন্ (ত্রি) আসেবিত (ইষ্টাদিত্যন্।) ইতি ইনি। হৃদয় সেবাকারী। (স্ত্রী) ভীপ্। আসেবিতিনী।

আক্ষন্দ (পুং) আ-ক্ক্ষ-ঘঞ। ১ উৎপন্ন, উর্দ্ধে লাক দেওয়া। ২ আক্রমণ। ৩ সম্যক্শোষণ। ৪ তিরস্কার। ৫ ঘোড়া প্রভৃতির আক্ষন্দিত নামক গতি বিশেষ।

আক্ষন্দন (স্ত্রী) আক্ষন্দ্যতেহত্ আ-ক্ক্ষ আধারে লুট্। ১ যুদ্ধ। ভাবে লুট্। ২ তিরস্কার। ৩ আক্রমণ। ৪ উৎপন্ন। ৫ অশ্বের গতি বিশেষ।

আক্ষন্দিত (স্ত্রী) আ-ক্ক্ষ-গিচ্ ক্ত ইট্। অশ্বের গতি বিশেষ। (আক্ষন্দিতং ধোরিতকং রেচিতং বনিতং প্লুতং। অমর।) তারকাদিং ইতচ্ (ত্রি) মাত্র আক্ষন্দনযুক্ত। সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। আক্ষন্দিতক। ঐ অর্থ।

“ধোরিতং বনিতং প্লুতং উত্তেজিতোত্তেরিতানি চ। ৩১১।

গতয়ঃ পঞ্চধারাখ্যা স্তরঙ্গাণাং ক্রমাদিমাঃ।

তত্র ধোরিতকং ধোর্যং ধোরণং ধোরিতকং তৎ ৥ ৩১২।

বক্রকঙ্কশিখিক্রোড়গতিবহনিতং পুনঃ।

অগ্রকায়সমুদ্রায়াং কুণ্ডিতাত্মং নতক্রিকম্ ৥ ৩১৩।

প্লুতস্ত লজ্বনং পক্ষিযুগগত্যাহারকম্।

উত্তেজিতং রেচিতং স্তান্মধ্যবেগেন বা গতিঃ ৥ ৩১৪।

উত্তেরিত মুপকর্ষ মাঞ্চনিতকমিত্যপি।

উৎপ্লুতোৎপ্লুতয় গমনং কোপাদিবাখিলৈঃ পঠৈঃ ৥ ৩১৫।

হেম। ৪ তিৰ্য্যক্কাণ্ডঃ।

হেমচন্দ্রের মতে ধোরিত, বনিত, প্লুতি, উত্তেজিত, উত্তেরিত, অশ্বের এই পাঁচ প্রকার গতি। তন্মধ্যে অশ্বদিগকে গাড়ির ধুরায় বাধিয়া দিলে অর্থাৎ ঘোড়া গাড়ি প্রভৃতিতে যুক্তিয়া দিলে তাহার যেরূপ গমন করে তাহার নাম ধোরিতক, ধোর্য, ধোরণ, ধোরিত। লাগামের দ্বারা মুখ টানিলে ক্রোড়ের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রের পা তুলিতে তুলিতে অগ্নিশিখার স্তায় বা কক পক্ষীর স্তায় শিখাদারী হইয়া অর্থাৎ হুঁটের অগ্রভাগ উর্দ্ধদিকে করিয়া উল্লাস হেতু গলা উচ্চ করিয়া মুখটী কিছু কুঞ্চিত অর্থাৎ নিম্নদিকে রাখিয়া এবং পশ্চাদ্ভাগ কিঞ্চিৎ নত করিয়া যে গমন করে তাহার নাম বনিত। পক্ষীর বা মূগের গতির স্তায় লাকাইতে লাকাইতে খানিক খানিক স্থান লজ্বন করিতে করিতে যাওয়ার নাম প্লুতি বা প্লুত। কালিদাস শকুন্তলার মূগের প্লুত গতিটী ঠিক এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—(পশ্চাদ্ভাগপ্লুত-দ্বাষ্মিতি বহুতরং স্তোকমূৰ্খ্যাং প্রেরাতি।) মধ্য বেগদ্বারা যে গতি তাহার নাম উত্তেজিত বা রেচিত। কখন ২ যেন কোপ হেতু চারিখানি পা তুলিয়া এক কালীন উর্দ্ধদিকে লাকাইয়া উঠে, কখন ২ সেইরূপ লাকাইতে লাকাইতে যে গমন করে তাহার নাম উত্তেরিত বা উপকর্ষ অথবা আক্ষন্দিতক।

আক্ষুশিন্ (ত্রি) আ-ক্শ-ত্। হিন্তি-আ-ক্শ-ইন্। হিংসক।
আক্ষিরা (চলিত) আক্শে-পিটে। চাউলের শুঁড়া বা ময়দা

গুলিয়া উননে শরা চাপাইবে শেষে ঐ গোলা তাহাতে
দিয়া চারি পাশে একটু একটু জল দিলে পিটা ফুলিবে
তাহা নামাইলেই আক্ষিরা হইল।

আক্র (ত্রি) আ-ক্রম-ড বেদে প্ৰযোঁ সুট। ১ আক্রমক, যে
আক্রমণ করে। তাবে ড। ২ আক্রমণ। বোধহয় আক্র
শকের অপভ্রংশই "আক্রা" হইয়াছে।

আক্ন্ত (ত্রি) আ-অস বিক্ষেপে ক্ত। ১ সম্যক্ ক্ৰিপ্ত, এক
বারে ফেলে দেওয়া। (অম্লোপ্রাক্তাহতি: সম্যগাদিত্যুপ-
তিষ্ঠতে। মম্ব। ৩। ৭৬। সম্যক্ ক্ৰিপ্তা। কুস্ক।)

আস্তর (পুং) আ-স্তৃ-ঋদোরবিত্যপ্। পা ৩। ৫। ৫।
১ হস্তীর পৃষ্ঠস্থ কঙ্কাল, কুল। ২ বিস্তরণীয় দরমা প্রভৃতি।
ভাবে অপ্। ৩ সুবিস্তার। ৪ অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত
ধর্মুর্বেদে লিখিত আছে—

“আস্তরো গ্রহিণাং ত্রাৎ দীর্ঘমোলির্হংকরঃ।

ভুগ্ধহস্তোদরশিরঃ শ্রামবর্ণোদ্বিহস্তকঃ॥

ভ্রামণং কর্ণগঠৈব চোটনং তৎক্রিবন্নিতম্।

জ্ঞাত্বা শত্রুন্ রণে হস্তাং ধার্য্যঃ সাদিপদাতিভিঃ॥”

আস্তর নামক অস্ত্রের পাদদেশ গ্রহিযুক্ত, মস্তক দীর্ঘ,
হাতল বড়, হাতল, উদর ও মাথা বাঁকা, বর্ণ কাল, পরিমাণ
ছই হাত। ইহা ধারা ঘূষণ, আকর্ষণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ
এই কয়েকটা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অস্ত্রে যুদ্ধকালে শত্রু
বিনাশ করিবে। অস্বারোহী ও পদাতি ইহা ধারণ করিবে।
৫ জামা প্রভৃতির ভিতর কাপড়।

আস্তরণ (ক্ৰী) আস্তীর্ঘ্যতে ঘৎ কর্ণশি লুট্। ১ আস্তীর্ঘ্য-
মান কটাদি, যে আসনাদি বিস্তার করিয়া বসি যায়।
(ক্ৰী) ভীপ্। আস্তরণী। আস্তরণপট, গালিচা প্রভৃতি।
ভাবে-লুট্। ২ বিস্তার। আস্তরণে দীর্ঘতে কার্য্য বা
(ব্যুপাতিভ্যোহণ্। পা ৫। ১। ৯৭।) ইতি অণ্ (ত্রি)
৩ আস্তরণে যাহা নিতে হয়। ৪ আস্তরণে যাহা করা যায়।

আস্তরণিক (ত্রি) আস্তরণং প্রয়োজনমস্ত আস্তরণ-ঠক্।
আস্তরণ-সাধন বস্তাদি।

আস্তরণীয় (ত্রি) আস্তরণভেদং বৃদ্ধাৎ হ। আস্তরণ-সম্বন্ধী।

আস্তানা (পারস্ত) ১ চাল। ২ ফকিরদিগের বিদ্রামবর।

আস্তায়ন (ত্রি) অস্তি ইতি অব্যয়, অস্তি বিদ্যমানস্য
সমিকটদেশাদি (পা ৪। ২। ৮০। পক্ষাদিঃ) কক্। অব্যয়স্য
টিলোপঃ। বর্তমান নিকটবর্তী দেশাদি।

আস্তার (পুং) আ-স্তৃ-ঘঞ্। ১ বিস্তারের যোগ্য। ২ বিস্তার।

আস্তারপংক্তি (ক্ৰী) আস্তারো নাম পংক্তিঃ, শাক্ততৎ।
বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

আস্তাব (পুং) আ-স্তবজ্যত্র আ-স্ত-আধারে-ঘঞ্। ১ যজ্ঞে
তোতৃগণ যে স্থানে স্তব করিতেন। তাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্
স্তব।

আস্তাবল্ (পারস্ত) বোড়ার ঘর।

আস্তেব্যস্তে (চলিত) আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে।

আস্তিক (ত্রি) অস্তি পরলোক ইতি মতির্ঘন্য। (অস্তিনাস্তি-
দিষ্টং মতিঃ। পা ৪। ৪। ৬০+) ইতি ঠক্। ১ পরলোক-
অস্তিত্ববাদী, পরলোক আছে এই কথা বিনি স্বীকার
করেন। ২ জরৎকার মুনির পুত্র নিরুক্ত নামক মুনিবিশেষ
তিনিই পরলোক আছে এ কথা প্রথমে বলেন তজ্জন্য
তাহার নাম আস্তিক হইয়াছে। [আস্তীক দেখ।]

আস্তিকার্থদ (পুং) আস্তিকার অর্থ দদাতি আস্তিক-অর্থ—
দা-ক। জনমেজয়।

আস্তিক্য (ক্ৰী) আস্তিকস্য ভাবঃ (পত্যস্তপুরোহিতাদি-
ভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮।) ইতি যক্। আস্তিকত্ব।
পরলোকস্বীকার।

আস্তীক (পুং) বাহুকির ভগিনী মনসার গর্ভে জাত জরৎ-
কারমুনির পুত্র মুনিবিশেষ। বাহুকির জাতিবর্ণ মাতৃ-
শাপে অভিজুত হয়; বাহুকি ঐ শাপ বিমোচনের জন্ত
মহাতপা জরৎকারকে নিজ ভগিনী প্রদান করিলেন; কিন্তু
সম্প্রদানের পূর্বে জরৎকার মুনি বলিলেন, প্রদান কর, কিন্তু
তাহার ভরণ পোষণের ভার আমি নিতে পারিব না এবং
তোমার ভগিনী যদি আমার অমতে কার্য্য করেন তবে
তখনই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব। বাহুকি তাহাও
স্বীকার করিয়া ভগিনীকে বিবাহ দিলেন। অনন্তর মুনি
সহবাসে তাহার গর্ভ হইল। একদা মহর্ষি নিজিত আছেন
এমন সময়ে নাগভগিনী জরৎকার দেখিলেন যে, সূর্য্য আস্তে
যায়, স্বামির সাংক্রিয়ার কাল অতীত হয়, কি করি, ঋষি
ভরানক রাগী, এখন জাগাইলে ত আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া
যাইবেন, যাই হোক্ ধর্ম্মলোপ অপেক্ষা ইহাতে অধিক পাপ
হইবে না, আমি ইহাকে জাগাই, এই ভাবিয়া জাগাইলেন।
ঋষি উত্তরিয়া বলিলেন, তজ্জে। তুমি আমার অগ্রিম কার্য্য
করিলে; সুতরাং এখানে আর কিছুতেই থাকিব না।
তুমি ছাড়িত হইও না এবং তোমার ভাইও যেন ছাড়িত না
হন। এই বলিয়া তিনি চলিলেন। তখন জরৎকার-জিহ্বা-
সিঁহেন, মুম্বিষয়! আপনি ত চলিলেন বাহুকি যে অন্য
আপনার নিকট আমাকে সমর্পণ করেন তাহার কি হইল?

তখন মূনি বলিলেন “অন্তি” অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভ হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে জরৎকার পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র সর্পভবনে সর্প কর্তৃক প্রতাপালিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে ভৃগু-পুত্র চ্যবনের নিকট সমস্ত শাস্ত্র শিখিলেন। তিনি যখন গর্ভে তখন তাঁহার পিতা (অন্তি) এই কথা বলিয়া চলে গেলেন, এ জন্ত তিনি আত্মীক নামে বিখ্যাত। ইনি জননে-জয়ের সর্পস্বংস বজ্র হইতে সর্পগণকে পরিজ্ঞান করেন। আত্মীকমধিকৃত্য কৃতোপ্রহঃ অণ্। আত্মীক মূনির জীবন-চরিতবৃত্ত মহাত্মারতের অন্তর্গত পর্ববিশেষ।

আত্মীকজননী (জী) আত্মিকস্য জননী ৬তৎ। বাহুকির ভগিনী, জগৎকার মূনির পত্নী, মনসা। শয়ন করিবার সময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিয়ম আছে। প্রণাম মন্ত্র—যথা—“আত্মীকস্য মুনোর্মাতা ভগিনী বাহুকেস্তথা। জরৎ-কারমুনোঃপত্নী মনসাদেবি! নমোহস্ত তে।”

আত্মীন্ (পারত) জামার হাতের খুল বা থের।

আত্মীর্ণ (জি) আ-ত্ম-ক্ত। বিস্তীর্ণ, বিস্তারিত আসনাদি।

আত্মত (জি) আ-ত্ম-ক্ত। বিস্তারিত আসনাদি।

আত্মেয় (জি) অতীত্যব্যয়ং, তত্র বিদ্যমানে ভবং (দৃতি-বুদ্ধিকলশিবস্ত্যত্যাহেৎঞ। পা ৪।৩।৫৬) ইতি চঞ। বিদ্যমান পদার্থজাত। নন্তেরমন্তেয়ং তন্ত ভাবঃ অণ্। অচৌর্য।

আত্ম (জি) অত্মস্তেদং অণ্। অত্মস্বকী।

আত্মবুদ্ধ (পুং) অত্মবুদ্ধপুত্র। (ঋ ত্যমিত্ত মর্ত্যমাত্র-বুধ্যয়। ঋক্ ১০।১৭১।৩।)

আত্মা (জী) আ-ত্ম-অঙ্-টাপ্। ১ আলম্বন। ২ অপেক্ষা। ৩ প্রকা। ৪ স্থিতি। ৫ বহু, আদর। আহীয়েতে ২ত্ৰ আধারে অঙ্-টাপ্। ৬ সভা, আহান (আত্মাবত্মালম্বনরোরা-হানাপেক্ষ্যোরপি। হেম।

আত্মাত্ত (জি) স্থিতিকারী। (“আত্মাত্ত তে জয়তু জেদ্যানি।” ঋক্ ৬।৪৭।২৬।*) আত্মাত্ত অবস্থিতো রথী। সায়ন।)

আত্মান (জী) আহীয়েতে ২ত্ৰ আ-ত্ম-আধারে লুট্। ১ সভা। ২ বিজ্ঞান স্থান। (জী) ডীপ্। আহানী, সভা। (লভা। ইত্যাদি—আত্মানী জীবমাহানং। অমর।) ভাবে লুট্ (জী) ৩ আহা। ৪ প্রকা।

আত্মাপন (জী) আ-ত্ম-গিচ্-পৃক্-লুট্। ১ সম্যক্ স্থাপন। রক্ষা করান। করণে লুট্। ২ পুত্রভোক্তা ব্রণোপক্রমণীয় বস্তি বিশেষ।

আত্মাপিত (জি) আ-ত্ম-গিচ্-পৃক্-ক্ত-ইট্। সম্যক্ স্থাপিত, রাখা। (আত্মাপিত শব্দ আচিভাদিনগীয় বলিয়া অন্তো-লাভ নহে।)

আত্মায়িক (জী) আ-ত্ম-ধা-ধ্বর্ষ নির্দেশে লুৎ, জীঘাৎ টাপ্ অত ইৎ। আহান, আহুতি, সম্যক্ স্থিতি। কর্তরি লুৎ। আত্মাপক, আত্মানকর্তা। (জী) টাপ্। আত্ম-পিকা। আত্মানকর্তা। (ধা-ধ্বর্ষনির্দেশে লুৎ। বাত্মিক। পা ৩।৩।১০৮। নৃত্তে।)

আত্মায়ী (সকীত) কোম রাগালাপের কিংবা গীতের প্রথম চরণ বা মুখবক। আত্মায়ী, অন্তরী, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি চরণ থাকিলে একটা আলাপ বা গীত সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আত্মিত (জি) আ-ত্ম-ক্ত (ন্যতিভূতিমাহারিত্তি কিত। পা ৭।৪।৪০) ইতি ইকারোহস্তাদেশঃ। ১ অবস্থান। ২ প্রাপ্ত। ৩ আরত। ৪ আশ্রিত।

আত্মিত্তি (জী) আ-ত্ম-ক্তিন্ পূর্ববদ্বিৎ। ১ সম্যক্ স্থিতি। ২ থাক।

আত্মৈয় (জি) আ-ত্ম-কর্মণি যৎ। যাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, আশ্রয়ণীয়।

আত্মাত (জি) আ-ত্ম-ক্ত। কৃতদান, যিনি দান করিয়াছেন।

আত্মান (জী) আ-ত্ম-লুট্। ১ প্রকালন দ্বারা শুদ্ধি। ২ সম্যক্ দান।

আত্মান (জী) আ-পদ-অচ্ (আত্মানস্ত্রিষ্ঠার্য। পা ৬।১।১৪৬।) ইতি লুট্। ১ প্রতিষ্ঠা। ২ পদ। ৩ স্থান। ৪ কৃত্য। ৫ প্রভূষ। ৭ অবলম্বন। ৭ বিষয়। ৮ অবস্থান। ৯ লব্ধ হইতে দশম স্থান। (প্রতিষ্ঠাকৃত্য-মাত্মানং।*। অমর। আত্মানস্ত্রিষ্ঠার্য পদে কৃত্যে। বিধ।)

আত্মানন্দ (জী) আ-ত্ম-লুট্। জেৎ কল্পন। অর চলন।

আত্মান্দ্র (জী) আত্মরূপং পাত্ৰং পূর্বো। মুখরূপ পাত্ৰ।

আত্মাল (পুং) আ-ফল চালে গিচ্-অচ্। ফল-বৎ। ফলাদেশো বা। চালন (নাড়ান), হস্তীর কর্ণচালন।

আত্মালন (জী) আ-ফল-চালে গিচ্-লুট্। ১ তাড়ন। ২ চালন। ৩ আটোপ। ৪ প্রাগলভ্য। দত্ত, দর্প, অহঙ্কার।

আত্মালিত (জি) আ-ফল-গিচ্-ক্ত। ১ চালিত। ২ আবৃত্তি (ঘোটা)। ৩ তাড়িত।

আত্মজিৎ (পুং) আত্মজতি-আ-ফল ডু, জং জয়তি জি কিপ্-ভুক্। শুক্রাচার্য।

আস্ফোট (পুং) আ-স্ফুট-শিচ্-কর্তরি-অচ্। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। (স্ত্রী) ২ নবমল্লিকা। ৩ মল্লের বাহশব্দ, বাহতে বাহতে তালঠোকা। ৪ সংঘর্ষণজাত শব্দ সকল, ঘর্ষণে ঘর্ষণে যে শব্দ হয়।

আস্ফোটক (স্ত্রী) আ-স্ফুট-শিচ্-ধূল। ১ আখোট, পর্কতের পীলুবিশেষ। (ত্রি) ২ বাহশব্দকারী মল্ল, মাল।

আস্ফোটন (স্ত্রী) আ-স্ফুট-শিচ্-ভাবে লুট্। ১ প্রকাশ। ২ তালঠুকিয়া বাহর শব্দ করা। শূর্পাদি ঘারা ধাতাদি বিতুবী-করণ। কুলায় ধান ঝাড়া, আছড়ান।

আস্ফোটনী (স্ত্রী) আস্ফোট্যতে হিঙ্গীক্রিয়তে অনরা করণে লুট্-ভীপ্। বেধনাজ, ভূরপিন।

আস্ফোটিত (ত্রি) আ-স্ফুট-শিচ্-কর্মণি ক্ত। ১ বিদলিত। (স্ত্রী) ভাবে ক্ত। ২ বাহপ্রভৃতির তালঠোকায় শব্দ প্রকাশ।

আস্ফোত (পুং) আ-স্ফুট-অচ্-প্ৰযোঃ টন্ত তৎ। ১ অর্ক-বৃক্ষ, আকন্দগাছ। ২ কোবিদার বৃক্ষ। ৩ পলাশ বৃক্ষ। স্বার্থে কন্। আস্ফোতক। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

আস্ফোতা (স্ত্রী) আ-স্ফুট-অচ্-প্ৰযোঃ টাপ্। ১ অপরা-জিতা। অপরাজিতা দুই প্রকার, যেতপুস্পী ও নীলপুস্পী। (আস্ফোতা গিরিকর্ণী বিকৃকান্তাহপরাজিতা। (ভাবপ্রকাশ)। দুই প্রকার অপরাজিতাই কটু, শীতল, কঠিনস্বরকারী এবং কুষ্ঠ ও অত্রিদোষ শোধন ও বিষ নষ্টকারক। কষায়, কটুপাক, স্নাতিক্ত, স্নতি ও বুদ্ধিবদ্ধক। ২ সারিবা, হাপর মালীলতা।

আস্মাক (ত্রি) অস্মাকমিদং অস্মদ্ অণ্ (তস্মিন্নি চ যুস্মাকস্মাকৌ পা ৪।৩।২) ইতি অস্মকাদেশঃ গিস্মাদান্যচো-বৃদ্ধিঃ। অস্মৎ সম্বন্ধী, যে বস্তু আমাদের। (স্ত্রী) ভীপ্। আস্মাকৌ।

আস্মাকীন (ত্রি) অস্মাকমিদং (যুস্মদস্মদোরন্ততরস্তাং থঙ্। পা ৪।৩।১। ইতি থঙ্। পা ৪।৩।২) ইতি অস্মাকা-দেশঃ, ঐস্মাদান্যচোবৃদ্ধিঃ। অস্মৎসম্বন্ধী, আমাদের বস্তু।

আস্মা (স্ত্রী) অস্ততে ক্রিপ্যতে ভক্ষ্যং যত্র অনেন বা, অস্ম-আধারে বা করণে গ্যৎ। মুখ। (বক্তাস্তে বদনং তুঙমাননং লপনং মুখম্। অমর) মুখের মধ্যভাগ। আস্মে ভবং বতি বা নাসন্নাদেশঃ বলোপশ্চ (ত্রি) মুখভব, মুখে বাহা হয়।

আস্মান্নন (স্ত্রী) আস্মান্ন-ভাবে-লুট্। জীবৎ করণ। অন্নগলন।

আস্মান্নয় (ত্রি) আস্মাং ধরতি পিবতি। ধে-থশ্-মুন্ উপসং। মুখামৃতাস্বাদক, মুখচূষক, চুষনকারী।

আস্যপত্র (স্ত্রী) আস্ত্রেনোপমিতং পত্রমস্ত বহুব্রী। পত্র।

আস্যলোম (পুং) আস্ত্রং মুখং লাললমিব ভূবিদারকং বস্ত বহুব্রী। শূকর, শূয়ার।

আস্যলোমন (স্ত্রী) আস্ত্রভবং লোম শাকভৎ। পুষ্করের মুখজাত দাড়ি।

আস্ত্রা (স্ত্রী) আস-ভাবে ক্যপ্-টাপ্। ১ স্থিতি, গতি-রাহিত্য। ২ বিলক্ষণ। (হেতুশূন্তায়াস্ত্রা বিলক্ষণম্। হেম। ৬।১৩৩।)

আস্ত্রাসব (পুং) আস্ত্রস্যাসব ইব। লাল, লাল। প্রায় সকলেই ইহাকে মুখের লাল কহে।

আস্ত্র (স্ত্রী) অস্ত্রমেব স্বার্থেৎ। রুধির রক্ত। (ততঃ স্ত্রুথাদিভ্যশ্চ। পা। ৫।২।১৩১) ইতি ইনি। (ত্রি) আস্ত্রিন্। রক্তযুক্ত (স্ত্রী) ভীপ্। আস্ত্রিনী।

আস্ত্রপ (পুং) আস্ত্রং রুধিরং পিবতি পা-ক। উপসং। ১ রাক্ষস। মুলানক্ষত্রের দেবতা রাক্ষস। ২ ক্রৌঞ্চ।

আস্ত্রব (পুং) আস্ত্রবতি মনোহনেন করণেৎ। ক্লেশ। কর্তরি অচ্। অর্হৎ মতসিদ্ধ পদার্থ বিশেষ।

আস্ত্রাব (পুং) আস্ত্রবতি রুধিরমস্মাৎ। আ-ক্ৰ অপাদানে ঘঞ্। ১ ক্ষত থা। ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ করণ। কর্তরি গ। ৩ মুখলালা, লাল। আস্ত্রাবোহন্ত্যস্য অর্শআদিং অচ্। ৪ সম্যক্ রক্ষণযুক্ত।

আস্ত্রায় (ত্রি) আস্ত্রং বেদয়তে আস্ত্র-স্ত্রুথাদিভ্যঃ কর্তৃবেদ-নায়াম্। পা ৩।১।১৮। ইতি ক্যঙ্ ততঃ ক্রিপ্। আস্ত্রজ্ঞাপক, যে রক্তপড়ার কথা বলিয়া দেয়।

আস্ত্রায়ণ (ত্রি) আস্ত্রায়-(নড়াং ৪।১।৯৯) ইতি ক্ক্। আস্ত্রজ্ঞাপকের বংশ, অপত্য।

আস্ত্রিন্ (ত্রি) আস্ত্রমন্ত্যস্য আস্ত্র-ইনি (স্ত্রুথাদি। পা ৫।২।১৩১।) রক্তযুক্ত।

আস্ত্রাবিন্ (ত্রি) আস্ত্রবতি-আ-ক্ৰ-গিনি। ১ মদাদি করণ-শীল। আস্ত্রাবোহন্ত্যাতীতি অন্ত্যার্থে ইনি। ২ করণযুক্ত।

আস্ত্রনিত (ত্রি) আ-স্বন্-ক্ত (ক্ষম্যম্বরসংস্থাস্বনাং। পা ৭।২।২৮।) ইতি বা ইট্। শব্দিত। (আস্বাত্তঃ। আস্ত্রনিতঃ। সিং কোং।)

আস্বাদ (পুং) আ-স্বদ-কর্মণি ঘঞ্। ১ মধুরাদি রস। ২ শৃঙ্গারাদি রস। ভাবে ঘঞ্। ৩ রসের অস্বভাব। কোন দ্রব্য চর্কণ করিলে যে মিষ্ট তিক্তাদি বোধ হয় তাহার নাম আস্বাদ। যেমন গুড় খাইলে মিষ্ট লাগে, মরিচ খাইলে ঝাল লাগে, নিম খাইলে তিক্ত লাগে। শৃঙ্গারাদিতে মনের আনন্দ বা হৃৎখাদির নাম আস্বাদ।

আস্বাদক (ত্রি) আ-স্বদ-ধূল্। আস্বাদনকর্তা।

আবাদন (ক্ৰী) আ-বদ-ভাবে-লুট্। আবাদ।
আবাদবৎ (ত্রি) আবাদ-চাতুর্যবিকো মতুপ্। আবাদযুক্ত।
আবাদিত (ত্রি) আ-বদ-পিচ্-ক্ত ইট্। ভোজন করিয়া
বাহার আবাদন গৃহীত হইয়াছে।

আবাদ্য (ত্রি) আ-বদ-পিচ্-বৎ। আবাদযোগ্য। আ-
বদ-পিচ্-ল্যপ্ (অব্য) আবাদন করিয়া।

আবাস্ত (ত্রি) আ-বদ-ক্ত দীর্ঘশ্চ। শব্দিত। [পক্ষে
ইড়ভাবের সূত্র আশ্বিনিত শব্দে দেখ।]

আশ্রাব (পুং) আ-ক্রণ। সম্যক্ গলন, গণিত দ্রব্য।
আহ (অব্য) আ-হন-ড। ১ অতীত ক্র ধাতুর অর্থ। ২ ক্লেপ।
৩ নিয়োগ। ৪ দৃঢ় সম্ভাবনা। ৫ বিবাদ। 'আহ ক্লেপ
-নিয়োগেচ দৃঢ় সম্ভাবনেহব্যয়ম্। বিবাদেচ'। শব্দাক্ষি।

আহক (পুং) আ-হস্তি আ-হন ডঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্।
বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জর বিশেষ। নাসাজর।

আহত (ত্রি) আ-হন-ক্ত। ১ তাড়িত। ২ আমি বক্ষ্যাপুত্র
ইত্যাদি মিথ্যার্থক বাক্য। (পুং)। ৩ চক্কা, ঢাক্।
(ক্ৰী) ৪ বস্ত্রবিশেষ। বশিষ্ঠের মতে অন্ন প্রকাশিত নূতন
সাদা ছিলাযুক্ত যাছা কেহ পরিধান কব্বে নাই তাদৃশ বস্ত্রের
নাম আহত, ঐ আহত বস্ত্র সৰ্ব্বল কার্যেই দেওয়া যাইতে
পারে। ৫ পুরাতন বস্ত্র, বারংবার রন্ধকের আঘাত প্রাপ্ত হই-
য়াছে তজ্জন্ত তাহারও নাম আহত (ত্রি) ৬ আঘাত প্রাপ্ত।
৭ মর্দিত। ৮ আঘৃণিত। ৯ অভ্যস্ত। ১০ শুণিত।

(আহতঃ শুণিতে চাপি তাড়িতে চম্ব্যর্থকে।

শ্রাৎ পুরাতন বস্ত্রেহপি নববস্ত্রে চ নাহনকে। মেদিনী।)

আহতলক্ষণ (ত্রি) আহতমভ্যস্তঃ লক্ষণং যন্ত বহুব্রী।
শৌধ্যাদি-গুণদ্বারা প্রসিক্ত (শুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহত-
লক্ষণে। অমরঃ।)

আহতি (ক্ৰী) আ-হন-ক্তিন্। ১ শব্দ হেহু আঘাত।
২ তাড়ন। ৩ আগমন। ৪ শুণন। ৫ মর্দন।

আহনন (ক্ৰী) আ-হন্যতেহনেন আ-হন করণে লুট্। ১
তাড়ন সাধন দণ্ডাদি। তত্র ভবৎ যৎ (ত্রি) আহনন্ত। ২ তাড়ন
সাধন দণ্ডাদি জাত। ভাবে লুট্। ৩ আহত শব্দের অর্থ।

আহননবৎ (ত্রি) আহনন-মতুপ্। বন্ধনবৎ। [নিরুক্ত ৪।১৫।]

আহনন্ (ত্রি) আ-হন্ততে আ-হন (সৰ্ব্বধাতুভ্যোহনন্।
উপ্। ৪।১৮৮) ইতি অনন্। ১ আহননীয়, হননযোগ্য।
২ নিম্পীড়্য সোমাদি, যে সোমলতা খেঁতো করিয়া রস বাহির
করিতে হইবে।

আহনন্ত (ক্ৰী) আহননে সাধু বৎ। হননসাধন দ্রব্যাদি।

আহয় (ত্রি) আ-হ-অচ্। সন্ধরকারক, যে যোগাড় করে।

আহর। নিরুক্ত জাতিবিশেষ। এই জাতি শম্ভল, রাজপুত্র,
আসদপুত্র, উঝালী, মাহেশ্বান এবং রামগঙ্গার তীরে বাস করে।
রোহিলখণ্ডের কোন কোন স্থানে দেখা যায়। আহরেরা
বলে, তাহারা বহুবংশীয়, কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু
আহীরেরা বলে, তাহারা ই প্রকৃত কৃষ্ণবংশীয়, আহরেরা নয়;
একজন গোপ হইতে আহরদিগের জন্ম। [আহীর দেখ।]

আহরেরা মৎস্ত, গো মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। উত্তর
পশ্চিমাঞ্চলে নগাবৎ, ভট্টি, নোগরি, ককর, বাসিপক্স,
বকিআইন, কুসাইন, দিশবার প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর আহর
বাস করে।

আহরকরটা (ক্ৰী) আহরকরট। ইত্যাচ্যতে যন্তাং ক্রি-
য়ায়াং ময়ূরব্যং। করট। (কাক) তুমি আহরণ কর এইরূপ
উপদেশ করা।

আহরচেটা (ক্ৰী) আহর চেট। ইত্যাচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ায়াং
ময়ূরব্যং। চেটের (দাসের) প্রতি আহরণার্থ নিদেশক্রিয়া।

আহরণ (ক্ৰী) আ-হ-ভাবে-লুট্। ১ একস্থান হইতে স্থানান্তরে
লইয়া যাওয়া, আনয়ন। ২ আয়োজন, অনুষ্ঠান। কর্ণণি
লুট্। ৩ আহ্রিয়মাণ দ্রব্য। ৪ বিবাহাদির উপঢৌকন দ্রব্য।

আহরণীয় (ত্রি) আ-হ-অনীয়ন্। আয়োজনীয়, আনয়নের।
যোগ্য। উপঢৌকনের যোগ্য।

আহরনিবপা (ক্ৰী) আহর নিবপ ইত্যাচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ায়াং
ময়ূরব্যং। আহরণ কর বপন কর এইরূপ আদেশ ক্রিয়া।

আহরনিষ্কিরা (ক্ৰী) আহরনিষ্কির ইত্যাচ্যতে যন্তাং
ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যং। আহরণ কর ছড়াও এইরূপ আদেশ
ক্রিয়া। এইরূপ আহরবিতানা, আহরবসনা, আহরসেনা,
ময়ূরব্যং তত্ত্বস্তর আহরণার্থ আদেশ করা।

আহর্জ (ত্রি) আ-হৃ-তৃচ্। ১ আহরণকর্তা, উপার্জক।
২ আয়োজক, যে আয়োজন করে। ৩ আনয়নকর্তা।
৪ অনুষ্ঠানকর্তা।

আহব (পুং) আহ্রয়ন্তে পরস্পরং যুদ্ধার্থমরয়ো যত্র আ-হ্বে
আধারে (আঙি যুদ্ধে। পা ৩।৩।৭৩) ইতি অপ্। সস্ত্রসারণং
শুণশ্চ। ১ যুদ্ধ। আহ্রয়ন্তে যজ্ঞদ্রব্যান্যত্র আ-হ আধারে
অপ্। ২ যজ্ঞ। (আহবঃ সময়ে যজ্ঞে। হেমঃ।)

আহবন (ক্ৰী) আহ্রয়তে হবনীয় যুতাদ্যত্র আ-হ আধারে
লুট্। ১ যজ্ঞ। ভাবে লুট্। ২ সম্যক্ হোম।

আহবনীয় (পুং) আহ্রয়তে প্রেক্ষিপাতে হবিরজ। আ-হ
আধারে অনীয়ন্। আহবনমহতি হু বা। ১ যজ্ঞের অগ্নি-
বিশেষ (দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবনীয়ৌ জয়োহধরঃ। অমরঃ)
কর্ণণি অনীয়ন্। (ত্রি) ২ হোতব্য, হোমের যুতাদি।

আহা, হৃৎস্বচক শব্দ।

আহার (পুং) আ-হ-ঘঞ। ১ আহরণ। ২ ভোজন।
(আহারো নিত্রা তদমৈখুনক সামান্যমেতৎ পণ্ডিতনিরাণ্য।
হিতোং।) [খাদ্য শব্দে বিভূত বিষয়ক দেখ।]
আহ্নিতে আ-হ-কর্মণি ঘঞ। ৩ শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান।
(পুং) আ-হ-ধূল। আহরণকারী, যিনি ভাল আহরণ
করিতে পারেন।

আহার। রাজপুতানাহ একটি প্রাচীন নগর। উদয়পুর
হইতে দেড় কোশ পূর্বে। এইখানে তাম্রনগরী ছিল,
আশাদিত্য এই নগরটী স্থাপন করেন। ইহার আর
একটি প্রাচীন নাম আনন্দপুর।

বর্তমান আহার নাম বোধ হয় গেহলোটবংশীয় আহা-
রিয়াদিগের নামানুসারে হইয়া থাকিবে। পূর্বে এখানে
অনেক সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট
আছে। জৈনদিগের অতি প্রাচীন মন্দির এখনও পড়িয়া
রহিয়াছে। ২ বুলন্দ সহরে আর একটি আহার নামে প্রাচীন
নগর আছে। এখানে অনেকগুলি দেবালয় আছে।
ইহার কোলেই গঙ্গানদী বহিতেছে, অনেকে এখানে গঙ্গাদান
করিতে আসেন। অরঙ্গজিব পাদশাহের সময় এখানকার
নাগর ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন।

আহারপাক (পুং) আহারণ্য ভুক্ত জব্যস্য পাকঃ রসাদি-
ভাবেন পরিণামঃ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ভুক্ত অন্নাদির রসাদিরূপে
পরিণামরূপ পাকবিশেষ। হজম হওয়া।

আহারশুদ্ধি (স্ত্রী) আহারস্ত শুদ্ধ্যাদিভ্যঃ শুদ্ধিঃ ৬তৎ।
১ শুদ্ধ অন্নাদির নৃত্যুক্ত শোধন। ২ ছুটে আহার জন্ত
দোষ নিবারণার্থ শুদ্ধিরূপ প্রায়শ্চিত্ত। ৩ শব্দাদি বিষয়ক
জ্ঞানশুদ্ধি। পরিকার আহার।

আহারসম্ভব (পুং) আহারাৎ ভুক্ত্যাদিভ্যঃ সম্ভবতি আহার
সং-ভূ-অচ্। আহার পাকজ দেহস্থ রসধাতু, [আহার
হইতে যেভাবে রস জন্মে তাহা অস্বকর শব্দে দেখ]
রক্ত, চর্কি প্রভৃতি।

আহার্য (স্ত্রী) আ-হ-ণাৎ। ১ আহরণীয় বস্তু প্রভৃতি।
২ ব্যাপ্য জব্য। ৩ কৃত্রিম। স্বার্থে কন্। ৪ লৌকিকায়ি।
৫ ঔপাসনিক অগ্নি। ৬ ইচ্ছাপ্রযোজ্য আরোগ্যদ্বারা
বিষয়ীভূত বাধনিস্তরকালিক সেই ধর্মের অভাববিশিষ্টে
তদ্ব্যবশিষ্ট বলিয়া জ্ঞেয়। জ্ঞানার বোগ্য। ৭ নটাদি
কর্তব্য রামাদির অভিনয় বিধেব। আ-হ-কর্মণি ণাৎ।
৮ ভক্ষ্য, খাদ্য।

আহাব (পুং) আ-হেব (নিপানমাহাবঃ। পা ৩।৩।

৭৪।) ইতি ঘঞ। সম্ভারণং বুদ্ধিচ।। কুপের বিকটে
গো প্রভৃতির জলপান করিবার জন্য প্রেরণাদি দ্বারা নির্মিত
যে কূজ জলাশয় তাহার নাম নিপান। (আহাবন্ত নিপানং
ভারপকূপ জলাশয়ে। অমর) আও পূর্বত স্বরভে সস্ত্র-
সারণং বুদ্ধিচ উদকাধারচেষ্টাচ্যঃ সিং কোং উক্তশ্চৈ।
আহুযন্তে পরস্পরং বুধার্থমরয়ো বজ্র আধারে ঘঞ পৃষো-
সাদু। ২ বৃদ্ধ। ভাবে ঘঞ। ৩ আহবান। আ-হ আধারে
ঘঞ। ৪ অগ্নি। আ-হেব-ভাবে আধারে বা ঘঞ। ৫
•মরবিশেষ দ্বারা আহবান, আহবান সাধন মরবিশেষ।

আহিংসি (পুং স্ত্রী) অহিংসাপত্যং ইঞ। অহিংসের
অপত্য, হিংসারহিতের পুত্র বা কস্তারূপ অপত্য। ততঃ
স্বাপত্যে কক্ (ন তোষলিত্যঃ। পা ২।৪।৬১।) ইতি
তত্ত্ব ন লুক্। আহিংসায়ন। অহিংসের গোত্রাপত্য।

আহিক (পুং) অহিরিব ইবার্থে কন্ ততঃ স্বার্থে অণ্।
১ কেতুগ্রহ (আহিকঃ। অশ্লেষাভূঃ শিখী কেতুঃ। হেম।)
কেতুগ্রহ সর্পের ঝায় তজ্জন্ত উহার ঐ নাম হইয়াছে। ২
পাণিনি মুনি। (পাণিনিহ্মাহিকো দাক্ষীপুত্র শালাকপাণিনৌ।
শালভূরীয়ঃ। ত্রি কা° শে° ২।।৭।২৪।)

আহিচ্ছত্রে (ত্রি) অহিচ্ছত্রেদেশে ভবং অণ্। অহিচ্ছত্রে
দেশভব বস্ত্র প্রভৃতি।

আহিতিক (পুং) নিষাদের ঔরসে বৈদেহীতে জাত অন্ত্যজ
শব্দরজাতি। (আহিতিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে।
মহু। ১০।৩৭।)

আহিত (ত্রি) আ-ধা-ক্ত হাদেশঃ। ১ জন্ত, কিন্তু।
২ স্থাপিত, রক্ষিত। ৩ অপিত। ৪ কৃত। ৫ আধান সংস্কার
কৃত। ৬ জনিত। নিষিক্ত। ৭ সম্পাদিত। ৮ জাত।

আহিতলক্ষণ (স্ত্রী) আহিতং লক্ষণং যন্ত। ১ গুণাদি
দ্বারা বিখ্যাত। ২ জন্তচক্।

আহিতাগ্নি (পুং) আহিতঃ আধানীকৃতোহগ্নির্বেন।
বহব্রী। বেদমন্ত্রাদি দ্বারা কৃত সংস্কারায়িত্বকৃত, সায়িক।
(আহিতাগ্নেঃ দিনিবালী। স্বতি) যে দিন ভূমিষ্ট হইবে
সেই দিন হইতে বাহারা আত্মর বরের আগুন মরণ পর্যন্ত
রাখে এবং সেই আগুনে দাহ করে তাহাদিগকে আহিতাগ্নি
বা সায়িক ব্রাহ্মণ বলে। এখনও কান্ধী প্রভৃতি তীর্থে
সায়িক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আহিতাগ্নিগণ। পাণিণ্যুক্ত পরনিপাতার্থ শব্দসমূহ। যথা—
আহিতাগ্নি, জাতপুত্র, জাতদণ্ড, জাতমুগ্ধ, তৈলপীত, যত-
পীত, মদ্যপীত, উচভার্য, গুভার্য। আকৃতিগণঃ তেনাত্তপি।
সিং কোং বাহিতায়াদিবু। পা ২।২।৩৭। শ্চৈ)

আহুতি (ক্রী) আ-হ-ক্তিন্ হাদেশঃ। ১ স্থাপন। ২ আধান। ৩ যজ্ঞার্থে অগ্নিগিরি সংকার রূপ আহুতি।

আহুতুগুণক (পুং) আহুতুগুণে নীহুতি (ভেনদীবাতি খনতি অয়তি জিতং। পা ৪।৪।২।) ইতি ঠক্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে, যে সাপ লইয়া খেলা করে। (ব্যাল-গ্রাহ্যাহুতুগুণকঃ। অমর)

আহিমত (ক্রী) অহিরতোহুতবং অণ্। সর্পবিশিষ্ট দেশের নিকটে উৎপন্ন দ্রব্যাদি।

আহীর। গোপজাতি বিশেষ। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে আভীর নামে উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের যতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অর্ঘ্য জীর্ণ গর্ভে আভীরের জন্ম। ব্রহ্মপুরাণের যতে কজিরের ঔরসে বৈষ্ণব গর্ভে এই জাতি উৎপন্ন হয়।

আহীরেরা বলে তাহারা যজ্ঞবংশীয়। পূর্বকালে এই জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে বাস করিত। তৎকালে সেই স্থান আভীর নামে পরিচিত ছিল। [আর্য্যাবর্তের মানচিত্রে আভীর দেখ।] পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি উহাকে আবিরিয়া (Abiria) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে এই জাতি নুনপালের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। নেপালের 'পার্বত্য বংশাবলী' নামক গ্রন্থে, তিন জন আহীররাজের নাম পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে কাথি জাতি গুজরাটে প্রবেশ করে, তাহারা এখানে আসিয়া দেখে গুজরাটের অধিকাংশই আহীরদিগের অধিকারে রহিয়াছে।

এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে আহীর জাতি বাস করে। তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়, নন্দবংশ, যজ্ঞবংশ ও গোয়ালাবংশ। গঙ্গার অন্তর্বেদীর উত্তরে যাহারা বাস করে তাহারা নন্দবংশ, অন্তর্বেদীর মধ্যদেশে যাহারা থাকে তাহারা যজ্ঞবংশ এবং কাশী, বিহার প্রভৃতি স্থানে যাহারা থাকে তাহারা গোয়াল।

আহুক (পুং) যজ্ঞবংশীয় কজির বিশেষ। বহুদেব। মহাভারতের সভাপর্ষের ২ অধ্যায়ে এবং হরিবংশের ৩৮ অধ্যায়ে বসুদেবকে আহুক বলা হইয়াছে (পুং) আহুকিন্। যজ্ঞবংশীয় কজিরবিশেষ। (ক্রী) আহুকী।

আহুত (ক্রী) উদ্দেশ্যভাতিযুখ্যেন সাক্ষাদেব হত্য নতং। আ-হ-ক্ত। ১ গৃহস্থের কর্তব্য পক্ষ মহাব্যক্তের অন্তর্গত যজ্ঞব্যয়, কেহ ইহাকে তৃত্যক্ত কহেন। (ক্রী) ২ সন্ধুখে হত্য দেবাদি। ৩ সন্ধ্যাকৃত্য।

আহুতি (ক্রী) আ-হ-ক্তিন্। ১ যজ্ঞার্থে দেবোদ্দেশে

অগ্নিতে যজ্ঞাদির নিক্ষেপ। (অনৌগ্রাহ্যাহুতিঃসম্যাগাদিত্য-স্থপতিষ্ঠতে। মহ। ৩।৭৬) আহুতেনে কর্ণপি-ক্ত। ২ অগ্নি। ৩ হোমের দ্রব্য, যজ্ঞাদি।

আহুল্য (ক্রী) আ-হুল-বাহ্ ক্যপ্ সস্ত্যগারণক। কাশীরাদি দেশে ভরবট নামক কাঞ্চনবর্ণ পুষ্পবিশেষ। শিবীকল, জুপবিশেষ। শিকড় ও শাখারহিত বৃক্ষবিশেষ।

আহুব (ক্রী) আ-হ্বে-ব-ক্ অর্থে কর্ণপি ক সস্ত্যগারণক, উবক। আহ্বানের যোগ্য, ডাকিবার যোগ্য।

আহু (ক্রী) আহুয়তি আ-হ্বে-কিপ্ সস্ত্যগারণক। আহ্বারক। যিনি আহ্বান করেন। আহুয়মান, বাহাকে আহ্বান করা হয়।

আহুত (ক্রী) আ-হ্বে-ক্ত। কৃতাহ্বান, বাহার আহ্বান করা হইয়াছে। (আহুতপ্রপলায়ী চ, যুতি) আহুত পৃথো ভক্ত হঃ। ২ আহুত প্রলয় পর্য্যন্ত। পৃথিবীর প্রলয় পর্য্যন্ত। (যাবদাহুতনারকী। পুরাণ) ৩ নামকৃত ব্যপদেশ, বিখ্য। সৃষ্টিকালে বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুর যে যে নাম সঙ্কেত করা হইয়াছে। ভাবে ক্ত। (ক্রী) ৪ আহ্বান।

আহুতপ্রপলায়িন্ (ক্রী) আহুতঃ বিবাদ নির্ণয় রাজ্ঞা কৃতাহ্বানোপি-প্রপলায়তে প্র-পরা-অয় গিনি রক্ত লঙ্ঘং। ব্যবহারে (মোকদ্দমায়) হীনবাদী বিশেষ। হীনবাদী পাঁচ প্রকার। ১ এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে অল্পপ্রকার বলে। ২ প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতির ঘেষ করে। ৩ বিচারের সময়ে উপস্থিত হয় না। ৪ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর না দেয়। ৫ আহ্বান করিলেও যে পলাইয়া যায়।

আহুতসংপ্রব (পুং) আহুতস্ত সংপ্রবঃ ৬তৎ। পৃথো ভক্ত হঃ। পৃথিবী পর্য্যন্ত জলে ডালিয়া যাওয়া। আহুতস্ত তত্ত্বান্না কৃতসঙ্কেতস্ত বিখ্যস্ত সংপ্রবো যজ্ঞ বহুত্বী। প্রলয়-কাল। প্রলয় সময়ে তত্ত্বান্নামে কৃত সঙ্কেত বিধের আহ্বান-রূপ ব্যবহার থাকে না।

আহুতি (ক্রী) আ-হ্বে-ক্তিন্। আহ্বান করা, ডাকা। হোম করিবার সময়ে যজ্ঞ, সন্ধ্যা, তিল প্রভৃতি দ্বারা যে হোম করে তাহাকে আহুতি বলে, ঐ আহুতি পাইয়া দেবতার উপস্থিত হন, স্তুতরাং উহাকেও ডাকা বলিতে হইবে। যজ্ঞ শেষ করিবার সময়ে পূর্ণাহুতি দিতে হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণে যজ্ঞ গ্রহণপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া যজ্ঞ উচ্চারণপূর্বক আগুনে ঢালিতে হয়।

আহুয় (অব্য) আ-হ্বে-ল্যপ্। আহ্বান করিয়া। (আহু-য়মানং কস্তারা ব্রাহ্মোদধঃ প্রকীর্ষিতঃ। মহু ৩।২৭)

আহুত (ক্রী) আ-হ-ক্ত। আনীত, বাহা আহরণ করা হইয়াছে।

আহুতি (ক্রী) আ-হু-ক্তিন্। আহরণ, আনয়ন।

আহুত্যা (অব্য) আ-হু-ত্যা-ক্তৃগামঃ। আহরণ করিয়া, আনিয়া।

আহেয় (ত্রি) অহেয়িক চক্। সর্পসম্বন্ধী। বিষ চর্ষ আহি প্রভৃতি।

আহেরিয়া (রজপুত) ১ ক্রীড়াকারী, ২ যুগ্মাকারী, ৩ যুগ্ম।

আহো (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ বিকল্প। ৩ বিচার। (আহো উতাহো দ্বাবভৌ পরিশ্রমবিচারয়োঃ। বিশ্ব।)

আহো-পুরুষিকা (ক্রী) অহো অহমেব পুরুষঃ পুরুষপদবাচ্যঃ শূর ইত্যর্থঃ ময়ুব্যাং নিং অহো পুরুষঃ, তত্ ভাবঃ বুঞ্ ক্রীষাৎ টাপ্। দর্পজন্য আত্মাতে উৎকর্ষ উদ্ভাবন, নিজের বাহ্যভূমি প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ (আহোপুরুষিকা দর্পাদ্যা স্তাৎ সজ্জাবনাত্মনি। অমর।)

আহোস্থিৎ (অব্য) আহো চ স্থিচ্ বলাৎ। ১ বিকল্প। ২ প্রশ্ন। অথবা, কিবা। কেহ কেহ বলেন আহো একটি ও স্থিৎ আর একটি শব্দ [আহো শব্দ দেখ] (স্থিৎপ্রস্তে চ বিভক্তেচ। অমর।)

আহু (ক্রী) অহাং সমূহঃ অঞ্। ১ দিনসমূহ। অহানি-বৃত্তাদি (সম্বলানি অঞ্ (ত্রি) দিন নিবৃত্তাদি, বাহ্য দিনের কর্তব্য, স্নান ভোজনাদি। (ক্রতৌ কিং আহুঃ। ঋগ্-কাদিত্বাদঞ্। অহুষ্ঠথোরেবেতি নিয়মাস্তিলোপো ন। সিং কোং। পা। ৪।২।১৪৫। হুত্রে।)

আহুক (ত্রি) আহুভবং অহানি বৃত্তং সাধ্যং বা ঠঞ্। ১ দিনে উৎপন্ন। ২ দিনসাধ্য কার্য। (ক্রী) ভীপ্। আহুকী। দিন কর্তব্য কার্য সকল স্মার্তকৃত আহুতকর্মে এবং আহুককৃত্যপ্রদীপে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। অহা পাঠ্যং ঠঞ্ (ক্রী) হুত্বাশ্বক শাস্ত্রভাষ্যের পদাংশ ব্যাখ্যা-বিশেষ। যেমন কণাদ, গৌতম, পাণিনি হুত্বের ভাষ্যস্থ পদাংশ এক এক দিনে পাঠ হইত বলিয়া সেই এক এক অংশের নাম আহুক হইয়াছে। (তমধীষ্টোভূতো ভূতো ভাবী। পা। ৫।১।৮৪।) ইতি ঠঞ্। ৩ একদিন যে অধ্যাপকের নিকটে অধ্যয়ন করা হইয়াছে। ৪ একদিন যেমনাদি দ্বারা ক্রীত দাসাদি। ৫ স্বসত্তা (স্ববিদ্যমানতা) হেতু একদিন ব্যাধ অয় প্রভৃতি।

আহুলাদ (পুং) আ-হুলাদ-ঘঞ্। আনন্দ।

আহুলাদন (ত্রি) আ-হুলাদ-ল্যুট্। আনন্দ সম্পাদন। কর্তরি ল্যু (ত্রি) আনন্দসম্পাদক। করণে ল্যুট্। (ত্রি) আনন্দসাধন বস্ত প্রভৃতি।

আহুলাদিত (ত্রি) আ-হুলাদ-গিচ্-ক্ত-ইট্ গিচ্ ভোপঃ। আনন্দবৃত্ত। আহুলাদো জাতোহুত্ তদ্রকাদিৎ ইতচ্। সম্ভাত আনন্দ, বাহ্য আনন্দ অহুলাদোহে।

আহুলাদিন্ (ত্রি) আ-হুলাদ-গিনি। ১ আনন্দবৃত্ত। ২ আনন্দকারী। চলিত কথায় তাহাকে আহুলাদে ও তাহাশ জীকে আহুলাদী কহে। পূর্বে কবির দলে এক একজন আহুলাদে থাকিত। [কবি দেখ।]

আহু (ত্রি) আহুয়তি আ-হু-ক্ত-ড। আহুলাদকারী।

আহুয় (ত্রি) আহুয়তে স্বসমীপমানয়নার্থমুচ্চৈঃ সম্ভা-তেহনেন বাহুং করণে শঃ। ১ নাম। নাম দ্বারাই লোকে ডাকিয়া থাকে তজ্জন্ত নামকে আহুয় কহে। (অথাহুয়ঃ। আখ্যাছে চাভিধানক্ নামধেয়ক্ নাম চ। অমর।) ২ মেবাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্বক ক্রীড়াবিশেষ, বাজি ফেলিয়া মেড়া প্রভৃতির খেলা। সেটাকে মজ্জ অষ্টাদশ বিবাদের মধ্যে লিখিয়াছেন।

আহুয়ন (ক্রী) আহুয়ং করোত্যনেন আ-হুয়-গিচ্-করণে ল্যুট্। নামের আদেশ সাধন শব্দবিশেষ। কর্তরি ল্যু (ত্রি) আহুলাদকারী।

আহুয়িতব্য (ত্রি) আহুয়ং করোতি আহুয়-গিচ্ কর্ণগি ভব্য। আহুয়নীয়, বাহ্যকে ডাকিবে। আকারগীর, বাহ্যকে ইজিত করিতে হয়, বাহ্যকে ডাকিতে হইবে।

আহুয় (ত্রি) আহুয়তি আ-হু-ক্ত-অচ্। ১ কুটিল। ২ উশীনর দেশোৎপন্ন। উহার সহিত কহা শব্দের যুগ্ম সমাস হইলে ক্রীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। (সংজ্ঞায়াং কহোশীন-রেষু। পা। ২।৪।২।) উশীনর দেশোৎপন্ন কহা সংজ্ঞা বুঝাইলে কহাস্ত তৎপুরুষ ক্রীবলিঙ্গ হয়। আহুয়-কহ। এখানে উত্তরপদটী আত্মদাত। *। (কহা চ। পা। ৬।২। ১২৪। তৎপুরুষে নপুংসক লিঙ্গে কহাশব্দ উত্তরপদ আত্মদাতাং। সৌশমিককহুং। আহুয়কহুং। সিং কোং উক্ত হুত্রে।) স্বার্থে কন্। নিলনীয়।

আহু (ক্রী) আ-হু-ক্ত-অচ্ টাপ্। ১ আহুলাদ। করণে অচ্। ২ সংজ্ঞা নাম। (আখ্যাছে চাভিধানক্ নামধে-য়ক্ নাম চ। অমর।)

আহুয় (পুং) আ-হু-ক্ত-বঞ্। আহুলাদ, ডাকা।

আহুলা (ক্রী) আ-হু-ক্ত-ল্যুট্। ১ আহুলাদ, ডাকা। (হুতি-রাকরণাহুলাৎ। অমর।) আহুয়তে বেন করণে ল্যুট্। ২ সংজ্ঞা, নাম। ৩ আত্মসাধন রাজকীর পত্র, তলব নাম। ভাবে-ল্যুট্। ৪ বিচারে বিবাদ নির্ণয়ের নির্মিত রাজ্য কর্তৃক আহুলাদ করা, ডাকা।

আফগান (জি) আ-ফ-খুল-খুল। আফগানকারক।
 আফগান (জি) আ-ফ-খুল। কুটিল।
 আফগতি (জী) আ-ফ-তিন্। কোটিল্য। কর্তরি
 তুহ। রাজবিশেষ।

আফগান। (মোজা)। একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত।
 ইহার পিতৃপুরুষেরা সিন্ধুপ্রদেশে টট্ট নামক স্থানে বাস
 করিতেন, তাঁহারা সকলেই হানিকা-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন,
 কিন্তু আফগান শিরা ছিলেন। ইনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে অকবর
 পাদশাহর সভায় আগমন করেন। ইতিপূর্বে 'খুলাসাৎ উল
 হয়াৎ' নামক একখানি ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অকবর
 তাঁহাকে 'তারিখি অলফির' সঙ্কলনভার অর্পণ করেন। শিরা-
 সম্প্রদায় প্রথম খলিফের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাতে
 অপর সম্প্রদায় বিরক্ত হন। মির্জা ফুলাদ বীরলস্ নামে
 এক ব্যক্তি বোধ হয় অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সে একদিন
 রাতি দুই প্রহরের সময় মোজাকে আহ্বান করিল। আফগান
 সরল প্রকৃতির লোক, নিঃশঙ্কচিত্ত, মির্জা ফুলাদের কথায়
 বশীভূত হইলেন। দুষ্ট লাহোরের পথে মোজার প্রাণ সংহার
 করিল। অকবর এই ঘটনা শুনিলেন, মির্জা ফুলাদকে হস্তী-
 দলিত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। মোজা
 আফগান 'তারিখি অলফি' আরম্ভ হইতে জন্মি খাঁর সময়
 পর্যন্ত দুইভাগে লিখিয়া যান। আসফ খাঁ জাফর বেগ নামক
 এক ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ সমাপ্তি করেন।

আফগান কবীর। একজন মুসলমান ফকীর। ইহার
 পিতার নাম সৈয়দ জালাল। মখদুম জহানিয়ান্ জাহান্ গবৎ
 এবং রাজমণ্ডল নামে ইহার দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা
 দুইজনেই সিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা তিন জনকেই বিশেষ
 ভক্তি করিয়া থাকে। মুলতানের উচ্চ নামক স্থানে আফগান
 কবীরের সমাধি মন্দির আছে।

আফগান খাঁ বজ্রশ। ফরকাবাদের একজন নবাব। মুহম্মদ
 খাঁ বজ্রশের পুত্র। কাটমজলের মৃত্যু হইলে উজীর সফদর
 জঙ্গ তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা পান। এই সময়
 আফগান খাঁ কতকগুলি আফগানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উজীরের
 সহকারী নবলরায়কে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এই ঘটনার
 পরে তিনি ফরকাবাদের নবাব হন। (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ)।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আফগান খাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দিলার-
 হিন্দুত খাঁ নবাব হন।

আফগান খাঁ স্তর। সেরশাহের ভ্রাতৃপুত্র। সিকন্দর শাহ স্তর
 উপাধি ধারণপূর্বক কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের সাহায্যে
 পঞ্জাবের রাজা হন। ইনি ইব্রাহিম খাঁ স্তরকে যুদ্ধে পরাজিত

করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সাহায্যে দিল্লীর
 সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে রাজ্য-
 ভোগ করিতে হয় নাই। হুমায়ুন তাঁহার সৈন্যদিগকে
 হারাইয়া দেন। অবশেষে অকবর কর্তৃক সর্হিন্দ নামক
 স্থানে সিকন্দর পরাজিত হইলেন। তিনি পার্শ্বতীর প্রদেশে
 পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তথা হইতে অনেকবার
 অকবরের বিপক্ষভাচরণ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কিছুতেই
 তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না, অবশেষে তিনি বাদশাহার
 আগমন করেন, কিছু দিন রাজস্বের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

আফগান গড়। বুলন্দসহরের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই
 গ্রামের উত্তরদিকে অনুপসহরের রাজা অগিরাজ নির্মিত
 একটি স্তম্ভের সরাবর আছে।

আফগাননগর। বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা।
 অক্ষা ১৮° ২০' ০" হইতে ২০° ০' ০" উঃ, এবং দেশা ৭৩° ৪২'
 ৪০" হইতে ৭৫° ৪৫' ৫০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সহ্যাদ্রি
 আফগাননগরের পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে, ইহার কতকগুলি
 শাখা আফগাননগরের পূর্বদিক অবধি ছাইয়া আছে, এইখানে
 প্রবরা ও মূলা নামে দুইটা নদী বহিতেছে। এই জেলার
 প্রধান নদী গোদাবরী। লোকসংখ্যা সাড়েসাত লক্ষের
 অধিক। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মহারাত্রিদিগের
 সংখ্যাই বেশী।

ইহার এই কয়েকটা নগর—১ আফগাননগর, ২ সোনাই,
 ৩ পাথমদি, ৪ সঙ্গমনের, ৫ বর্দা, ৬ ক্রীগোণ্ডা, ৭ ভীনগার।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে, আফগান শাহ আফগাননগর স্থাপন করেন।
 এই নগর সীনা নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

আফগান শাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বুহান্ নিজাম শাহ
 রাজা হন। তাঁহার সময় আফগাননগরের অনেক ক্রীবৃদ্ধি
 হইয়াছিল। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ
 করেন, তৎপুত্র হুসেন নিজাম শাহ রাজা হইলেন। হুসেন
 আফগাননগরের চারিদিকে ১২ ফিট উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া
 দেন। তিনি বিজাপুর রাজকর্তৃক ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত
 হন, তাহাতে তাঁহার শতাব্দিক হস্তী এবং ৬৬০টা কামান
 বিজাপুররাজের হস্তগত হয়; তন্মধ্যে একটি পিতল নির্মিত
 বৃহৎ কামান ছিল, ততবড় পিতলের কামান বোধ হয় পৃথি-
 বীতে আর নাই, সে কামান এখনও বিজাপুরে রহিয়াছে।
 ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গোলকণ্ডা, বিদর প্রভৃতির
 রাজগণের সঙ্গে বিজয়নগরের রামরাজের যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে
 হুসেন শাহ রামরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। সেই যুদ্ধে
 সকলেই হিন্দুরাজের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ তৎপুত্র মীরণ হুসেন নিজাম কর্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন। মীরণকেও অধিকদিন রাজ্য-স্থল ভোগ করিতে হইল না, ১০ মাসের মধ্যে যমালয়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ত্রাতুপুত্র ইব্রাহিম নিজাম রাজা হইলেন। ইব্রাহিমের পিতা পুত্রের রাজভোগ দেখিতে পারিলেন না, পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বুহান্ নিজামশাহ (২য়) নাম ধারণপূর্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র ইব্রাহিম নিজামশাহ রাজা হইলেন, তিনি বিজাপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পটল তুলিলেন। আব্দুল নামে তাঁহার একজন জ্ঞাতি আব্দুলনগরের সিংহাসন পাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল যে আব্দুল ইব্রাহিমের সাক্ষাৎ জ্ঞাতি নয়, তখন ইব্রাহিমের বালকপুত্র বাহাদুর শাহ তাঁহার মামী চাঁদবিবি কর্তৃক রাজা হইলেন। [চাঁদবিবি দেখ।]

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট অকবরের পুত্র দানিয়েল আব্দুলনগর আক্রমণ করেন। এই সময়ের পর হইতে আব্দুলনগরের নামমাত্র রাজা ছিল, তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজহান আব্দুলনগর রাজশুল্ক করিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পেশোবা এই নগর পাইলেন; ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিটানায়ক দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত হইল।

আব্দুল নিজামশাহ বহ্নি। দক্ষিণাপথের নিজামশাহী বংশের স্থাপয়িতা। নিজাম-উল-মুল্ক বহ্নির পুত্র। ইনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রপুরের দুর্গ অবরোধ করেন। তাঁহার পিতা আব্দুলশাহ বান্ধবীর নিকট হইতে জায়গিরি পাইয়াছিলেন। আব্দুল সেই জায়গিরির নিকটবর্তী স্থানসমূহ অধিকার করেন। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে নিজাম-উল-মুল্ক উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধকালে প্রায়ই সেনাপতির ভাৱ গ্রহণ করিতেন। জুলতান আব্দুলশাহ আব্দুলের বল হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু জুলতানের সৈন্তগণ আব্দুলের কাছে পরাস্ত হইল। এই ঘটনার পরেই আব্দুল শিরে খেতছত্র ধারণ করিলেন; একজন স্বাধীন রাজা হইলেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনিই আব্দুলনগর স্থাপন করেন। [আব্দুলনগর শব্দে ইহার উত্তরাধিকারীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখ।]

আব্দুল শাহ। দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহের পুত্র। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর, দিল্লীর দুর্গে আব্দুলশাহের জন্ম হয়। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল তারিখে গাণিপথে পাদশাহ হইলেন। এই সময়ে উজীরগণই

সর্বস্বত্ব। আব্দুল শাহ নামমাত্র রাজা ছিলেন, তিনি কঠোর চেষ্টা ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে ইমাদ-উল-মুল্ক গাজি উদ্দীন খাঁ নামে তাহার প্রধান উজীর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করিলেন। কেবল ইহাতেই উজীর কান্দ হন নাই; আব্দুল শাহ এবং তাঁহার মাতা উম্ম বাইয়ের চক্ষু তুলিয়া লন। শারীরিক পীড়িত হইয়া, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী, আব্দুল ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আব্দুল শাহ। (১ম)—গুজরাটের দ্বিতীয় রাজা। তাতার খাঁর পুত্র, মুজফর শাহের পৌত্র। মুজফর আপন জীবদ্দশায় আব্দুলকে রাজ্যভার দিয়া যান।

আব্দুল শাহ শাবরমতী নদীর ধারে আব্দুলবাদ নামে একটা নগর স্থাপন করেন। [আব্দুলবাদ দেখ।] ৩৩ বর্ষ রাজত্বের পর ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ৪টা জুলাই তারিখে তাহার মৃত্যু হয়।

আব্দুল শাহ আবদালী। একজন বিখ্যাত আফগান বীর। বাল্যকালে ইহাকে নাদিরশাহ ধরিয়া লইয়া আগনার দাস করিয়া রাখেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া ইনি লামাছ দাস কার্য হইতে সেনাধ্যক্ষের ভাৱ অবধি পাইয়াছিলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে নাদির বিনষ্ট হন। এই সংবাদ আব্দুলশাহের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি পারস্ত সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া সৈন্যে কান্দাহারে উপস্থিত হইলেন। কান্দাহার ও কাবুল তাঁহার হস্তগত হইল, সেই সঙ্গে সিদ্ধ ও কাবুল হইতে প্রেরিত পারস্তরাজের প্রাণ্য প্রচুর রত্নরাশি তিনি প্রাপ্ত হইলেন। এককালে বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া হিন্দুস্থান-জয়ের বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। পেশোয়ার ও লাহোর জয় করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময় দিল্লীসম্রাট মুহম্মদশাহ পীড়িত, তিনি আপন পুত্র আব্দুলকে আব্দুলশাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পুঠাইলেন। সহিন্দের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গুজবাব, উজীর কমর-উদ্দীন খাঁ আপনার ঔষ্মধ্যে জৈশ্বর ভজনার নিমন্ত্রণ আছেন, এমন সময় শত্রুনিষ্কণ্ট একটা কামানের গোলা দ্বারা নিহত হইলেন। এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া মোগলসৈন্য যুদ্ধমুখে উদ্বৃত্ত হইয়া উঠিল। সে দিনকার যুদ্ধে শত শত আফগান সৈন্য বিনষ্ট হইল। আব্দুলশাহ গতিক মন্ড দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। কাবুলে আসিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আফ্রা ও

দিল্লী অর্থাৎ অগ্রসর হইলেন। পথে মথুরা লুট করিয়া কান্দাহারে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় মার্হাটাদিগের অত্যাচারে সমস্ত হিন্দুস্থান উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। রোহিলাখিপ নাজিব উদৌলা, অবোধ্যার নবাব সুজা উদৌলা এবং অপরপর অনেক মুসলমান মার্হাটাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় আবদালীকে আহ্বান করিলেন, এমন কি সকলে তাঁহাকে দিল্লির সিংহাসন পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে চাহিল। আবদালী সঙ্গীতে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, মার্হাটাদিগের সহিত তাঁহার অনেক বার যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে পাণিপথের যুদ্ধই প্রধান; ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে, এই যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে মার্হাটাদিগের সম্যক্রূপে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

আব্দালী স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় শাহ আলমকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সুজা-উদৌলা প্রভৃতি নবাবদিগকে দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার আদেশ দিলেন।

২৬ বর্ষ রাজত্বের পর, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে আব্দুল্লাহ আবদালী প্রাণত্যাগ করেন। কান্দাহারের রাজত্ববনের নিকটে তাহাকে গোর দেওয়া হয়। তাঁহার গোরস্থানকে লোকে সিদ্ধাশ্রম ভাবিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র তিমুর-শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

আব্দুল্লাহ আবদালীকে সচরাচর লোকে শাহ দুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

আব্দুল্লাহ বালি বাক্সী। দক্ষিণপাথের একজন সুলতান। বাক্সীবংশীয় সুলতান দাউদ শাহের পুত্র। প্রথমে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিরোজশাহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি স্বইচ্ছায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্দুল্লাহকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে, আব্দুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

একদিন আব্দুল্লাহ শাহ মুগরা করিতে বাহির হন। মুগরা করিতে করিতে একটা মনোরম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বচ্ছসলিলা নদী এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে, কলশালী তরুণ কাননের শোভা বিস্তার করিয়াছে, নানা জাতীর পক্ষীর কলরবে বনভূমি যেন সদাই প্রফুল্লিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যে সুলতানের মন বিমোহিত হইল, তিনি এখানে আব্দুল্লাহ বিদর নামক স্থানের নগর ও দুর্গ স্থাপন করিলেন। এইখানে সময়স্তর পিতার রাজত্ব ছিল। আব্দুল্লাহ ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

আব্দুল্লাহাবাদ। গুজরাট প্রদেশের একটা জেলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত। এই জেলার উত্তর সীমা বরোদা, উত্তর-পূর্বে মাহীকান্দা, পূর্বে বালাসিনোর এবং কৈরা জেলা, দক্ষিণপূর্বে কাশে, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে কাথিবাড়।

আব্দুল্লাহাবাদের ভূতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে অনান্যদেই স্বীকার করা যায়, পূর্বে এই স্থান সমুদ্র মধ্যে ছিল, অধিক দিন হইবে না বর্তমান ভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে আব্দুল্লাহাবাদ অনহিলবাড়া রাজাদিগের অধিকারে ছিল। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁহারা এই স্থান কৃষিকর্ষের জন্য বিলি করিয়া দেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাদের হাতে ছিল। তৎপরে ভীলজাতি এই স্থান অধিকার করে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবর ভীলদের নিকট হইতে এই স্থান কাড়িয়া লয়েন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে পেশোবা এই স্থান দখল করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, গাইকোরাড় নিজের এবং পেশোবার অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে দান করেন।

আব্দুল্লাহাবাদ বেশ উর্বরা। বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে এটা প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখানকার অধিকাংশ লোকই চাম্ববাসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের মধ্যে কুনবি, রাজপুত ও কোলিরাই প্রধান। কুনবিরা সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অজনা, কদাবা ও লেবা। এখন বাঙ্গালায় যেমন সামান্য গৃহস্থের কত্থা হইলে, সে আপনাকে বিপদগ্রস্ত মনে করে; কুনবিদের মধ্যেও সেইরূপ। এই বিপদ হইতে এড়াইবার জন্ত ইহার কত্থাসন্তান জন্মিবামাত্র মারিয়া ফেলিত। আহা! মা হইয়াও সন্তানের প্রতি এরূপ আচার করিতে হইত। কত্থা হইলে বিস্তর খরচ না করিলে তাহার বিবাহ হয় না। কেহ বা অনেক কষ্টে-মাহুষ করিয়া তুলিল, কত্থা বয়স্ক হইল, অথচ মনোমত পতি মিলিতেছে না, এরূপ স্থলে প্রায়ই তাহাদের প্রথমে একতোড়া ফুলের সঙ্গে বিবাহ হইত। পরে ফুলের তোড়া একটা কুপে ফেলিয়া দিত; তাহাতে সেই কত্থা বিধবা হইল। এরূপ স্থলে সেই কত্থা ‘পাত্রা’ অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে কিন্তু অধিক খরচ লাগে না। কোন কোন স্থলে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে কত্থার দিবাহ ঘেঁষে; তাহার সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, বর বিবাহ করিয়াই কত্থাকে পরিত্যাগ করিবে। পরে বর কত্থাকে ত্যাগ করিলে, বাহার ইচ্ছা হয় সে সেই কত্থাকে ‘পাত্রা’ করে। কুনবিদের শিশুহত্যা নিবারণের জন্ত ১৮৭০ সালে একটা আইন জারি হয়।

এখানকার রাজপুতের মধ্যে দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর

লোকের জমিজমা আছে, তাহার প্রায় সকলেই জলস। আর এক শ্রেণী লোকের চাবই জীবনোপায়। এখানকার কোলিরা প্রায় সকলেই চাবী, অতি সামান্য অবস্থার কাল-যাপন করে।

এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। এই জেলার প্রধান নগর—আন্ধ্রাবাদ, ধোলকা, বীরজাম, ধোলেরা, ধক্ষুক, গোদা, পরাস্তিক, মোরাশ ও সানন্দ।

এই স্থান রেশম ও তুলার কাপড়ের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রাবক ও অশোয়াল জৈনেরা বাস করে। [বোম্বাই গেজেটিয়ার ৪র্থ ভাগে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ আন্ধ্রাবাদ নগর। এই নগরটি গুজরাটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শাবরমতী নদীর বামপার্শ্বে এই নগর। ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। দূর হইতে দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়। এই নগরের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে বরাবর উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় ১ ফ্রোশ পথ অবধি চলিয়াছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রাচীর গুজরাটের রাজা আন্ধ্রদেব নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অকবরের অধিকারভুক্ত হয়,

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। কিরিত্তা নামক পারস্যী ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, তৎকালে এখানকার ৩০০টি রাজ্য প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। মার্হাট্টাদিগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দামাজী গাইকোন্নাড় এবং মুনিম খাঁ নামে এক ব্যক্তির হস্তে এই নগর আসিল। উভয়ে মিলিয়া সম্ভবে কিছুদিন ইহার উপসম্ভোগ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা এই স্থান অধিকার করে। মধ্যে মুনিম খাঁ কিছুদিনের জন্য দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার মার্হাট্টাদের হাতে গিয়া পড়ে (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে বৃটিশ সেনাপতি গড্ডর্ড এই স্থান আক্রমণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। এখানে জৈনশ্রাবকদিগের প্রায় ১২০টি মন্দির আছে। এখানকার হিন্দুরা তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া খালি পায়ে নগর পরিভ্রমণ করেন।

এই নগরের সোনা ও রূপার জরি প্রসিদ্ধ। এখানে কাংজ প্রস্তুত হয়, তাহা সমস্ত গুজরাট প্রদেশে চলিয়া থাকে।

ই

ই, ইকার। তৃতীয় স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু।

সংস্কৃত ব্যাকরণমতে ইকারের উচ্চারণ আঠার প্রকার। প্রথম—ব্রহ্ম, দীর্ঘ, প্লুত। তৎপরে উদাত্ত, অল্পদাত্ত, স্বরিত। ১ ব্রহ্ম উদাত্ত, ২ ব্রহ্ম অল্পদাত্ত, ৩ ব্রহ্ম স্বরিত। ৪ দীর্ঘ উদাত্ত, ৫ দীর্ঘ অল্পদাত্ত, ৬ দীর্ঘ স্বরিত। ৭ প্লুত উদাত্ত, ৮ প্লুত অল্পদাত্ত, ৯ প্লুত স্বরিত। এই নয়টি অসুনারিক ও অনসুনারিক ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং ১৮ প্রকার।

ইকারের এই কএকটি নাম—সুন্দা, শান্দনী, বিদ্যা, চন্দ্র, পুষা, সুগন্ধক, সুমিত্র, সুন্দর, বীর, কোটর, কাটর, পয়, ক্রমধ্য, মাধব, তুষ্টি, দক্ষনেন্দ্র, নাসিকা, শান্ত, কান্ত, কামিনী, কাম, বিদ্যবিনায়ক, নেপাল, ভরগী, রজ, নিত্য, ক্লিমা, পাবক। (বর্ণাভিধানভঙ্গ)।

কামধেনুভক্তের মতে ইকার—পরানন্দময়, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, হরিতকমর, শক্তিময়, পরমত্রু ও রজময়। ইহাই মর্ত্তমান কুণ্ডলী।

ই (পুং) অস্ত বিকোরপত্যং অ-ইঞ্। কামধেন, কন্দর্প। ইনি রুদ্রগীর গর্ভজাত। [হরিশংসের ১৬৩ অধ্যায়ে ইহার

বিবরণ আছে।] এই ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেকে বলেন ই শব্দের অর্থ কন্দর্প, অভিলাষ নহে। কামধেনুভক্ত হেতু ইকারের ঔপচারিক অর্থ অভিলাষ এই কথা কেহ বলিয়া থাকেন। নঞর্থকস্ত অ ইত্যস্ত ইদং অ-ইঞ্। (অব্য) ১ খেদ। ২ প্রকোপোক্তি। (ই তাদ্ খেদে প্রকোপোক্তৌ। হেম" অনে ৭। ৩।) ৩ নিষ্ঠুরবাক্য। ৪ দয়া। ৫ নিরাশ্রয়। ৬ প্রত্যাক। ৭ সন্নিধি। ৮ দুঃখভাবন। ৯ ক্রোধ। ১০ বিক্রোধ। (ই নিষ্ঠুর বচো ভেদে দয়ায়াম্যাপ্যাক্তৌ)।

প্রত্যক্ষসন্নিধৌ দুঃখভাবনে ক্রোধখেদয়োঃ ॥

বিক্রোধেচ প্রকোপোক্তাবয়ং মদনে পুমান্ ॥ শব্দাক্ষি।)

১১ বিশ্বর। ১২ সন্ধ্যোদন। ১৩ মাধব। ১৪ সুন্দর। ১৫ বিদ্যা। ১৬ দক্ষিণ লোচন। ১৭ গন্ধর্ব্ব। ১৮ পাঞ্চজন্য। ১৯ মথাসুর।

(ই মাধবঃ সুন্দরঃ স্তম্ভ বিদ্যা দিগন্ধলোচনঃ।

গন্ধর্ব্বঃ পাঞ্চজন্য ইকারশ্চ মথাসুরঃ ॥ মাতৃকাকোষ।)

নিপাত এক অচ্ হেতু এটি প্রাগৃহসংজ্ঞ, সেই হেতু ই জ্ঞেয় ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় নাই। *। নিপাত একাজনাঙ্। পা ১। ১। ১৪। আঙ্ তির একাচ্ অচ্ নিপাত প্রাগৃহ-সংজ্ঞ হয়।

লোকের জমিজমা আছে, তাহার প্রায় সকলেই জলস। আর এক শ্রেণী লোকের চাবই জীবনোপায়। এখানকার কোলিরা প্রায় সকলেই চাবী, অতি সামান্য অবস্থার কাল-যাপন করে।

এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। এই জেলার প্রধান নগর—আন্ধাদাবাদ, ধোলকা, বীরজাম, ধোলেরা, ধক্কু, গোদা, পরাস্তিজ, মোরাশ ও সানন্দ।

এই স্থান রেশম ও তুলার কাপড়ের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রাবক ও অশোয়াল জৈনেরা বাস করে। [বোম্বাই গেজেটিয়ার ৪র্থ ভাগে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ আন্ধাদাবাদ নগর। এই নগরটি গুজরাটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শাবরমতী নদীর বামপার্শ্বে এই নগর। ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। দূর হইতে দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়। এই নগরের পূর্বে ও পশ্চিমদিকে বরাবর উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় ১ ফ্রোশ পথ অবধি চলিয়াছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রাচীর গুজরাটের রাজা আন্ধাদশাহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অকবরের অধিকারভুক্ত হয়,

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। কিরিত্তা নামক পারস্যী ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, তৎকালে এখানকার ৩০০টি রাজ্য প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। মার্হাট্টাদিগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দামাজী গাইকোন্নাড় এবং মুনিম খাঁ নামে এক ব্যক্তির হস্তে এই নগর আসিল। উভয়ে মিলিয়া সম্ভবে কিছুদিন ইহার উপসম্ব ভোগ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা এই স্থান অধিকার করে। মধ্যে মুনিম খাঁ কিছুদিনের জন্য দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার মার্হাট্টাদের হাতে গিয়া পড়ে (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে বৃটিশ সেনাপতি গড্ডর্ড এই স্থান আক্রমণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। এখানে জৈনশ্রাবকদিগের প্রায় ১২০টি মন্দির আছে। এখানকার হিন্দুরা তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া খালি পায়ে নগর পরিভ্রমণ করেন।

এই নগরের সোনা ও রূপার জরি প্রসিদ্ধ। এখানে কাংজ প্রস্তুত হয়, তাহা সমস্ত গুজরাট প্রদেশে চলিয়া থাকে।

ই

ই, ইকার। তৃতীয় স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু।

সংস্কৃত ব্যাকরণমতে ইকারের উচ্চারণ আঠার প্রকার। প্রথম—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। তৎপরে উদাত্ত, অহুদাত্ত, স্বরিত। ১ হ্রস্ব উদাত্ত, ২ হ্রস্ব অহুদাত্ত, ৩ হ্রস্ব স্বরিত। ৪ দীর্ঘ উদাত্ত, ৫ দীর্ঘ অহুদাত্ত, ৬ দীর্ঘ স্বরিত। ৭ প্লুত উদাত্ত, ৮ প্লুত অহুদাত্ত, ৯ প্লুত স্বরিত। এই নয়টি অহুনাসিক ও অনহুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং ১৮ প্রকার।

ইকারের এই কএকটি নাম—স্বস্মা, শাস্মলী, বিদ্যা, চন্দ্র, পুষা, সুগন্ধক, সুমিত্র, সুন্দর, বীর, কোটর, কাটর, পয়, ক্রমধ্য, মাধব, তুষ্টি, দক্ষনৈত্র, নাসিকা, শান্ত, কান্ত, কামিনী, কাম, বিদ্যবিনায়ক, নেপাল, ভরগী, রক্ত, নিত্য, ক্লিমা, পাবক। (বর্ণাভিধানভঙ্গ)।

কামধেনুভক্তের মতে ইকার—পরানন্দময়, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, হরিতকমর, শক্তিময়, পরমরক্ত ও রক্তময়। ইহাই মর্ত্তমান কুণ্ডলী।

ই (পুং) অস্ত বিকোরপত্যং অ-ইঞ্। কামধেন, কন্দর্প। ইনি রক্তবীর গর্ভজাত। [হরিবংশের ১৬৩ অধ্যায়ে ইহার

বিবরণ আছে।] এই ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেকে বলেন ই শব্দের অর্থ কন্দর্প, অভিলাষ নহে। কামধেনুভক্ত্য হেতু ইকারের ঔপচারিক অর্থ অভিলাষ এই কথা কেহ বলিয়া থাকেন। নঞর্থকস্ত অ ইত্যস্ত ইদং অ-ইঞ্। (অব্য) ১ খেদ। ২ প্রকোপোক্তি। (ই তাদ্ খেদে প্রকোপোক্তৌ। হেম" অনে ৭। ৩।) ৩ নিষ্ঠুরবাক্য। ৪ দয়া। ৫ নিরাশ্রয়। ৬ প্রত্যাক। ৭ সন্নিধি। ৮ দুঃখভাবন। ৯ ক্রোধ। ১০ বিক্রোধ। (ই নিষ্ঠুর বচো ভেদে দয়ায়াম্যাপ্যাক্তৌ)।

প্রত্যক্ষসন্নিধৌ দুঃখভাবনে ক্রোধখেদয়োঃ ॥

বিক্রোধেচ প্রকোপোক্তাবয়ং মদনে পুমান্ ॥ শকাঙ্কি।)

১১ বিশ্বর। ১২ সোধোদন। ১৩ মাধব। ১৪ সুন্দরসংজ্ঞ। ১৫ বিদ্যা। ১৬ দক্ষিণ লোচন। ১৭ গন্ধর্ব্ব। ১৮ পাঞ্চজন্য। ১৯ মথাহুর।

(ই মাধবঃ সুন্দরসংজ্ঞ চ বিদ্যা দির্দক্ষলোচনঃ।

গন্ধর্ব্বঃ পাঞ্চজন্য চ ইকার স্তমথাহুরঃ ॥ মাতৃকাকোষ।)

নিপাত এক অচ্ হেতু এটি প্রাগৃহসংজ্ঞ, সেই হেতু ই ঙ্গের ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় নাই। *। নিপাত একাঙ্কনাঙ্। পা ১। ১। ১৪। আঙ্-স্তির একাচ্ অচ্-নিপাত প্রাগৃহ-সংজ্ঞ হয়।

ই পত্তৌ জ্বাদি পরং সৰং অনিট। লট্। অয়তি অয়তঃ
অয়ন্তি। লুঙ্ ঐবীং ঐঠাং ঐবুঃ। লিট্ ইয়াং ইয়তুঃ ইযুঃ।
অয়ন্। ইতঃ। ইতিঃ। অয়নং। আয়ঃ। ইষা (উদয়তি
যদি ভাষ্যঃ পশ্চিমে দিক্‌ভাগে। উত্তট্।) (অয়ঞ্চ ধাতুঃ কটী-
পত্তৌ = ইত্যত্র ই ঐ ইতি প্রস্নেবাং লক্ষ্যঃ। সিং কোং)

ইউরোপ [যুরোপ দেখ।]

ইংলণ্ড। দেশবিশেষঃ। গ্রেটব্রিটন দ্বীপের দক্ষিণাংশ। [গ্রেট
ব্রিটন দেখ।]

ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস তেমন কিছু পাওয়া যায় না।
পুরাকালে ফিনিসীয়গণ টিন আনিবার জন্য এইদেশে যাতায়াত
করিত। প্রাচীন রোমকেরা এই স্থানকে ব্রিটেনিয়া
বলিত। [গ্রেটব্রিটন শব্দে পুরাতত্ত্ব দেখ।]

এঙ্গল নামক এক জাতি এইস্থানে বাস করিত, তাঁহাদের
নামানুসারে ইহার নাম এঙ্গল-লণ্ড বা ইংলণ্ড হইয়াছে।

এডবার্ড নামক রাজা নরমান্ডোর উইলিয়মকে ইংলণ্ডের
রাজ্যভার প্রদান করেন। উইলিয়ম প্রথম যখন ইংলণ্ডে
আইসেন, তখন তথাকার লোকেরা হেরল্ড নামক একজনকে
রাজা করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে উইলিয়মের যুদ্ধ হয়। ১০৬৬
খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নরমান্ডাঙ্গের ক্ষত্রিকারে আসিল।

নরমান্ডা ও তৎকালীন সাক্সন্ জাতির সম্মিলনে বর্তমান
ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি হইল। নিম্ন-
লিখিত রাজগণ ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন।

এঙ্গলো-সাক্সন বংশ।

| | খৃষ্টাব্দে | বর্ষ |
|----------------------------|------------|------|
| আলফ্রেড (ওয়েসেক্সের রাজা) | ৮৭১ | ৩০ |
| এডবার্ড (১ম) | ৯০১ | ২৪ |
| এথেলষ্টান (ইংলণ্ডের রাজা) | ৯২৪ | ১৫ |
| এডমণ্ড (১ম) | ৯৪০ | ৬ |
| এড্বে | ৯৪৬ | ২ |
| এডবি | ৯৫৫ | ৪ |
| এডগার | ৯৫৯ | ১৬ |
| এডবার্ড (২য়) | ৯৭৪ | ৩ |
| এথেলরেড | ৯৭৮ | ৩৮ |
| এডমণ্ড (২য়) | ১০১৬ | ১ |

দানিশ বংশ।

| | | |
|--------------|------|----|
| কানিউট | ১০১৭ | ১৯ |
| হেরল্ড (১ম) | ১০৩৬ | ৩ |
| হার্ডিকানিউট | ১০৬৯ | ২ |

সাক্সন বংশ।

| | | |
|---------------|------|----|
| এডবার্ড (৩য়) | ১০৪১ | ২৫ |
| হেরল্ড (২য়) | ১০৬৬ | |

নরমান বংশ।

| | | |
|----------------------|------|----|
| উইলিয়ম (১ম) | ১০৬৬ | ২১ |
| ঐ (২য়) | ১০৮৭ | ১৩ |
| হেনরি (১ম) | ১১০০ | ৩৫ |
| ষ্টেফেন (বুইসবংশীয়) | ১১৩৫ | ১৯ |

প্লান্টাজেনেট বংশ।

| | | |
|---------------|------|----|
| হেনরি (২য়) | ১১৪৪ | ৩৫ |
| রিচার্ড (১ম) | ১১৮৯ | ১০ |
| জন | ১১৯৯ | ১৭ |
| হেনরি (৩য়) | ১২১৬ | ৫৬ |
| এডবার্ড (১ম) | ১২৭২ | ৩৫ |
| এডবার্ড (২য়) | ১৩০৭ | ২০ |
| এডবার্ড (৩য়) | ১৩২৭ | ৫০ |
| রিচার্ড (২য়) | ১৩৭৭ | ২২ |

লঙ্কাস্টার বংশ।

| | | |
|--------------|------|----|
| হেনরি (৪র্থ) | ১৩৯৯ | ১৪ |
| ঐ (৫ম) | ১৪১০ | ৯ |
| ঐ (৬ষ্ঠ) | ১৪২২ | ৩৯ |

ইয়র্কের রাজবংশ।

| | | |
|----------------|------|----|
| এডবার্ড (৪র্থ) | ১৪৬১ | ২২ |
| এডবার্ড (৫ম) | ১৪৮৩ | |
| রিচার্ড (৩য়) | ১৪৮৩ | ২ |

তুদরের রাজবংশ।

| | | |
|----------------|------|----|
| হেনরি (৭ম) | ১৪৮৫ | ২৪ |
| ঐ (৮ম) | ১৫০৯ | ৩৮ |
| এডবার্ড (৬ষ্ঠ) | ১৫৪৭ | ৬ |
| মেরি | ১৫৫৩ | ৫ |
| এলিজাবেথ | ১৫৫৮ | ৪৫ |

স্টুয়ার্ট বংশ।

| | | |
|---------------|------|----|
| জেমস (১ম) | ১৬০৩ | ২২ |
| চার্লস (১ম) | ১৬২৫ | ২৪ |
| সাধারণ তত্ত্ব | ১৬৪৯ | ১০ |

স্টুয়ার্ট বংশ।

| | | |
|--------------|------|----|
| চার্লস (২য়) | ১৬৬০ | ২৪ |
| জেমস (২য়) | ১৬৮৫ | ৩ |

জুরেজের রাজবংশ।

| | | |
|----------------------|------|----|
| উইলিয়ম (৩য়) ও মেরি | ১৬৮৮ | ১৪ |
|----------------------|------|----|

স্টুয়ার্ট বংশ।

| | | |
|-----|------|----|
| আনি | ১৭০২ | ১২ |
|-----|------|----|

বর্ণজাইক্ বংশ।

| | | |
|----------------|------|----|
| জর্জ (১ম) | ১৭১৪ | ১৩ |
| জর্জ (২য়) | ১৭২৭ | ৩৩ |
| জর্জ (৩য়) | ১৭৬০ | ৬০ |
| জর্জ (৪র্থ) | ১৮২০ | ১০ |
| উইলিয়ম (৪র্থ) | ১৮৩০ | ৭ |
| ভিক্টোরিয়া | ১৮৩৭ | |

ইংরাজ (Anglais শব্দের অপভ্রংশ) [ইঙ্গ্লেজ দেখ।]

ইংরাজীভাষা। ইংরাজের ভাষা। যে ভাষায় ইংরাজেরা
কথা কয়।

ইংরাজীভাষা বলিতে গেলে কেবল ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী একলদের কথিত ভাষা বুঝায় না। লাতিন, গ্রীক, হিব্রু, কেল্টিক, দানিশ, লাক্সন, ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয়, জার্মান, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, মলয়, চীন প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষার জার ইংরাজীকে একটা পূর্ণভাষা বলা যায় না। এই ভাষার এখনও অনেকানেক নতুন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় এখনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই।

ইংরাজীভাষার ইতিহাস চারি অংশে ভাগ করা যায়। ১ম এক্সলো-লাক্সন কাল (৪৪৯ হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ), ২য় অর্ড লাক্সন কাল (১০৬৬ হইতে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ), ৩য় প্রাচীন ইংরাজী কাল (১২৫০ হইতে ১৫৫০ খৃঃ), ৪র্থ বর্তমান ইংরাজী কাল (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্তমান সময় অবধি।) এই সময়ের মধ্যে ইংরাজীভাষা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে ইংরাজী ভাষা যেরূপ ভাবে চলিতেছিল, এখন আর সেরূপ নাই। ইংরাজী ভাষায় ২৬টা অক্ষর। এই ২৬টা অক্ষরে বিজাতীয় শব্দসমূহ প্রকৃতরূপে লিখিত হইতে পারে না বলিয়া উচ্চারণের জন্য নতুন নতুন অক্ষর কল্পিত হইতেছে।

ইক্ স্মরণে অধিপূর্বক এব অত্র কিং করণং (ইঙ্ অধ্যয়নে নিত্যমধিপূর্বকঃ) ইত্যন্ত বিশেষার্থঃ। অদাদিং পরং সকং অনিট্। লট্ অধ্যোতি অধীতঃ অধিয়ন্তি। অধ্যগাং। অধীয়ন্।

(ইন্বদিক্ ইতি বক্তব্যং। পা ৬। ৪। ৬৬ সূত্রে বার্তিক ১) অধিয়ন্তি। অধ্যগাং। কেচিত্তু অর্দ্ধধাতুকাধিকারোক্তৈ-বাতিদেহ-মাহঃ। তস্মতে যন্। তথাচ ভট্টিঃ। সমীতয়ে রাঘবায়োরধীয়ন্। সিং কোং উক্তসূত্রে। ইহার যোগে কর্ণে শেষে বঞ্জী হইবে। মাতাকে স্মরণ করিতেছে এরূপ স্থলে “মাতুরাধ্যোতি” এই প্রয়োগ হইবে। •। অধীগর্ধদয়ে-শাং কর্ণগি। পা ২। ৩। ৫২। অধিপূর্বক ইক্ ধাতুর যে অর্থ তাহাতে অর্থাৎ স্মরণার্থে এবং দয় ও ঈশ এই সকল ধাতুর কর্ণে শেষে বঞ্জী হয়। তিঙস্ত পদ বা ক্লদস্ত পদ এই উভয়ের যোগেই যেখানে বঞ্জী হইতে পারে যেমন ‘সর্পিষো জানাতি’ ‘সর্পিষো জানাং’ তাহার নাম প্রতিপদবিধানা বঞ্জী, তাহার সহিত ক্লদস্ত এই অধি ইক্ধাতুর সমাস হয় না, তজ্জন্য “মাতুরাধ্যয়নং” এস্থলে বঞ্জী সমাস হইবে না। (প্রতিপদবিধানা চ বঞ্জী ন সমস্তত ইতি বাচ্যং। পা ২। ২। ১০ বার্তিক ১)

ইকট (পুং) ই-বিচ্ ইং খেৎ কটতি বারয়তি ই-কট-অচ্। বংশাচ্চর। বাশের কৌড়া।

ইকট (পুং) ঈয়তে-ই-কিপ্-ইৎ-লিধ্য-কটো যমাৎ পূবো-তত্ত কঃ। কটুসাধন তৃণবিশেষ। যে নল দ্বারা নড়মা প্রস্তুত করে।

ইক্কাণিকা। (স্ত্রী) অনিকু, খাগড়া। এই গাছগুলিও ঠিক ইক্কুতুল্য মিষ্ট। বালকেরা ইহার কলম প্রস্তুত করে। এই গাছ জলের নিকটেই প্রায় দেখা যায়।

ইক্কবাল (আরব্য) বর্ষগণ হইতে (১৪৭১০ অথবা ২৫৮১১) ইহার কোন স্থানে রবি প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ থাকিবার হেতু রাজযোগ বিশেষ। ঐ যোগ রাজ্য ও সুখ প্রাপ্তির হেতু।

ইক্কু (পুং) ইষাতে মধুরভাং। ইয়ু (বাঞ্চে ইষে: ক্ধঃ। উণ্ ৩। ১৫৭) ইতি ক্ধু। মধুর রসযুক্ত স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। (Saccharum officinarum) মধুরতৃণ। (ইক্কু মধুতৃণ ক্ধো জ্ঞাৎ। উণ্ কো।) (ইক্কুমধুতৃণং স্মৃতং। উৎপলিনী)।

আক প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মে; ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইহার চাষ হয়। আকের ছিবড়ার কাগজ হয়, পাতায় মাত্র হইতে পারে।

ইক্কুশব্দের এই কএকটা পর্যায় দেখা যায়। যথা—রসাল, কর্কোটক, বংশ, কান্তার, স্কুমারক, অধিপত্র, মধুতৃণ, বৃষা, গুড়তৃণ, মৃত্যুপুষ্প, মহারস, অসিপত্র, কোশকার, ইক্কব, পরোধর। রক্তেক্কুর নাম স্কুমপত্র, শোণ, লোহিত। উৎকট মধুর হ্রস্বমূল।

সামান্য ইক্কুর গুণ—থাইলে রক্তপিত্ত নাশ করে এবং বল, শুক্র, কফ বৃদ্ধি করে। পাক করিলে মধুর, স্নিগ্ধ, ভারী, অতিশয় শীতল ও মূত্র পরিষ্কার করে। ইহার মধ্য ও মূল মধুর, স্বাদু; গাঁইট, ছাল এবং ডগা লবণাক্ত (লোনা), মূলের উপরেব ভাগ স্নিগ্ধ, মধ্যভাগটা অতি মধুর। ক্রমেই ডগা নীরস ও লোনা।

খালি পেটে আক খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, ভাত, খাওয়ার পর খাইলে বায়ু বৃদ্ধি করে। ভাত খাইবার সময়ে খাইলে গুরুপাক হইয়া পড়ে। দীতে ছাড়াইয়া আক খাইলে ঠাণ্ডা, শুক্র বৃদ্ধি, মুখের তৃপ্তি ও জীবনের হিত সাধন করে। ইহাতে বায়ু, রক্ত ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহা অধিক মিষ্ট, স্নিগ্ধ ও প্রীতিজনক। রক্ত ও ধাতু বৃদ্ধিকর। রক্তদোষ ও ক্রমের উপশমকারী। অল্প পরিমাণে স্লেষ্মাবর্দ্ধক, মনের তৃপ্তিকর এবং মুখের রুচিজনক। ইহাতে শরীরের কাস্তি বৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়। খাইতে অমৃততুল্য অথচ জিহ্বাবনাশক।

যন্ত্রের দ্বারা রস বাহির করিয়া খাইলে তাহার গুণ—রক্ত ও শুক্র বৃদ্ধিকর, অতি শীতল। কোষ্ঠপরিষ্কারক, মুখরুচিকর এবং গাঢ়স্বাদকর। ইহারও দীতে ছাড়ানর গুণ—কিঞ্চিৎ

পরিমাণে পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহা কোমল নর, ইহার স্নান ভাল নয়। ক্ষীর রোধক ও দাহকারী। বাসি আকের রস ভাল নয়। তাহা অন্ন ও বাতনাশক, ভারী, পিত্তকর, শোষকর, ভেদক ও অতিমূত্রকর।

আকের আল দেওয়া রসের গুণ—চিকণ, ভারী, অত্যন্ত ভেজী, কফ ও বাতনাশক, আনাহ ও কিঞ্চিৎ পিত্তনাশক। অতিপাকে বিদাহ, পিত্তদোষ ও রক্তদোষ জন্মে।

ইক্ষু বিকারের (অর্থাৎ চিনি বা গুড়ের) নাম—লসীকা, ফাগিত, গুড় খণ্ড, মংশ্রাণ্ডী, সিভা। ইহা নির্মল হইলে হালকা, শীতল ও বীৰ্য্যকর। ইক্ষুর নামবিশেষ—দীর্ঘচ্ছদ, ভূরিরস, গুড়মূল, অসিপত্র, মধুতৃণ। ইহার গুণ—রক্ত ও পিত্ত নাশক, বলকর, বৃষা, শরীরের স্থূলতাকারক, কফ-বর্জক, স্বাদু ও পাকে অধিক মিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্জক, শীতল। ইক্ষুর সাধারণ গুণ পিপাসানাশক, দাহ, মুচ্ছা, পিত্ত ও রক্ত নাশক, ভারী, বাতহারক, রেচক, বৃষা, বিষনাশক। কিছু গাঢ় পাকা ও যাহাতে রস অনেক হয় উহাকে ফাগিত কহে। গুণ—ধাতুবর্জক, বাত পিত্ত ও শ্রম নাশক। মূত্র ও বস্তি শোধক।

মংশ্রাণ্ডীর লক্ষণ—গাঢ় ও অগ্নিশিরায়ুক্ত। ইহাতে খাঁড় চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গুণ—ভেদক, বলকর, হালকা, পিত্ত ও বাত নাশক, ধাতুবর্জক, পুষ্টিকর ও রক্তদোষ নাশক।

ইক্ষুর জাতিভেদ—পোণ্ডুক, ভীষক, বংশক, শতপোরক, মনোগুপ্তা, তাপসেক্ষু, কান্তার, কাণ্ডেক্ষু, হুচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর, কোশকৃৎ।

পোণ্ডুক ও ভীষকের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। ইহার রস ও গুড় মধুর, অতি শীতল এবং বলবর্জক। কোশ-কারের গুণ—ভারী, শীতল, রক্ত ও পিত্তনাশক। কান্তার গুণ—ভারী, বলকারী, স্নেহাবর্জক, স্থূলতাসম্পাদক, রেচক। দীর্ঘপত্রের গুণ—অতি কঠিন। বংশক গুণ—ক্ষার ও লবণাক্ত। শতপোরক কিছু পরিমাণে কোশকারের গুণ বিশিষ্ট, অন্ন উষ্ণ, লোনা ও বায়ুনাশক এইমাত্র বিশেষ।

মনোগুপ্তা গুণ—বাতহারক, তৃষ্ণা ও রোগবিনাশক, অশীতল, অতি মধুর, রক্ত ও পিত্তনাশক।

তাপসেক্ষু গুণ—মৃদু মধুর, স্নেহাবর্জক, প্রীতিপ্রদ, রুচি-জনক, শক্তিবৃদ্ধিকারক ও বলকর।

কচি আকের গুণ—কফবর্জক, চর্কি ও মেহজনক।

যুবা আকের গুণ—বাতহারক, স্বাদু, দ্রব্য তীক্ষ্ণ, পিত্ত-নাশক।

পাকা আকের গুণ—রক্ত ও পিত্তহারক। ক্ষত বা বিনা-শক, বল ও বীৰ্য্যজনক।

সাদা আকের গুণ—উৎকৃষ্ট রসায়নকারী, বলকর, রোগ-নাশক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক, স্থূলতাসম্পাদক, শক্তিজনক, আয়ুর্কর, স্নেহাকর। অত্যন্ত স্বাদু, এতদ্ভিন্ন বাত ও পিত্ত নষ্ট করে। শক্তিজনক হইলেও অন্তর বিদাহ জন্মায়।

কাল আকের গুণ—শোষ অপহারক, শোক ও ব্রণজনক; অল্প গুণ সাদা আকের মত।

যজ্ঞ ঘারা বাহির করা রসের গুণ—ভারী, শক্তিবর্জক, কফ-জনক, অতি শীতল, পাকে বিদাহী ও বলকারী। [অপর বিবরণ চিনি শব্দে এবং The Sugar-Cane (Vol. XVI. to XIX.) নামক বিলাতী পত্রিকা দেখ।]

২ নদীবিশেষ। মংশ্রাপুরাণে দুইটী ইক্ষু নদীর নাম পাওয়া যায়। একটা নদী জম্বুদ্বীপে এবং অপরটা শাকদ্বীপে। জম্বুদ্বীপে যেটী, তাহার বর্তমান নাম অক্সস (Oxus)।

ইক্ষুক (পুং) ইক্ষু প্রকারঃ (স্থূগাদিত্যঃ প্রকার বচনে কন। পা ৫।৪।৩।) ইতি প্রকারার্থে কন। এক প্রকার ইক্ষু। ইক্ষুকাণ্ড (পুং) ইক্ষোঃ বৃক্ষস্ত কাণ্ডঃ দণ্ড ইব কাণ্ডো যন্ত বহব্রী) কাশবৃক্ষ। (কেশে)। মুঞ্জগাছ। ইক্ষুঃ কাণ্ড ইব। ইক্ষুদণ্ড।

ইক্ষুকুটক (পুং) ইক্ষুন্ কুটয়তি ইক্ষু-কুট কুন্ (উণ ২। ৩২।) ৬তৎ। গুড়কারক যন্ত্রবিশেষ। গোড়িক। (জী) কেশে। ইক্ষুগন্ধ (পুং) ইক্ষোঃ গন্ধ ইব গন্ধো যন্ত বহব্রী। ক্ষুদ্র গোক্ষুর বৃক্ষ, কেশে।

ইক্ষুগন্ধা (জী) পূর্ববৎ সমাং টাপ্। গোধুরী, কাশতৃণ। ইক্ষুগন্ধিকা (জী) ইক্ষুগন্ধ কন্ টাপ্, অকারন্তোকারঃ। ভূমিকুয়াণ্ড, ভূইক্ষুমড়া।

ইক্ষুজ (ত্রি) ইক্ষু জন-ডঃ। ইক্ষু হইতে যাহা জন্মায়, গুড়াদি। ইক্ষুতুল্যা (জী) ইক্ষোঃ ইক্ষুণা বা তুল্যা। ধাতুবিশেষ। ইক্ষুদণ্ড (পুং) ইক্ষুঃ দণ্ড ইব উপ কর্ণধাং। আক্গাছ। ইক্ষু-যষ্টি প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষুদর্ভা (জী) ইক্ষোরিব দর্ভো বন্ধো যন্তাঃ বহব্রী। তৃণ-বিশেষ। ইহা সূক্ষ্মধুর, শীতল, অন্নকষায়। কফ ও পিত্ত-হারক, রুচিকর, লঘুপাক, তৃপ্তিজনক।

ইক্ষুদা (জী) ইক্ষুং তদান্বাদং দদাতীতি ইক্ষু-দা-ক। নদীবিশেষ। ইক্ষুনেত্র (জী) ইক্ষোনেত্রমিব ৬তৎ। আকের গাঁট। ইক্ষুমূল। যেখান হইতে পাপড়ি উঠে।

ইক্ষুপত্র (পুং) ইক্ষোঃ পত্রমিব পত্রং যন্ত বহব্রী। জোয়ার ধাত্ত। নদীকূলে জোয়ারে যে ধান জন্মে।

ইক্ষুপাক (পুং) ইক্ষোঃ পাকঃ ৬তৎ। পাকযোগ্য রসাদি। গুড় প্রভৃতি।

ইকুপ্র (পুং) ইকুরিব পূর্বাতে ইকু পু-ক। শরবন।
[তুপ দেখ।]

ইকুবালিকা (স্ত্রী) ইকোর্বাল ইব বালঃ কেশঃ শীর্ষ-
পত্রাদির্ঘতাঃ। ইকুতুলা, কেশে।

ইকুভক্তি (স্ত্রী) ইকুভক্তিতোহনরা। যে স্ত্রী ইকু ভকণ
করিয়াছে।

ইকুমতী (স্ত্রী) ইকুমতদ্রসো বিদ্যাতেহস্তাং নদ্যাং (ইকু।
পা। ৪। ২। ৮৬। মধ্যবিভ্যাসেতি মতুপ্। পা। ৮। ২। ২।
নৃত্রে যবাদিহাং ন মতোমো বঃ।) নদীবিশেষ। এই নদীর
তীরে সাঙ্কাতা নগর। (কার্য্যাকলকপর্ষাতাং পিবসিকুমতীং
নদীং। রামাং ১ কাণ্ড, ৭০ সর্গ ৩ শ্লোক।) মহাভারতের
মতে এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে।

ইকুমূল (স্ত্রী) ইকোমূলং গ্রহিরিব মূলং যন্ত। বাশের
গাছ। ৬তৎ। আকের মূল। আকের গাট।

ইকুমেষ (পুং) ইকুরসতুল্যো মেহঃ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।
ইকুরসের ত্রায় ধাতু নির্গত হওয়া। দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও
আলসে আসক্ত এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মদ্যভ্রবযুক্ত
অন্নভোজী এই রোগে আক্রান্ত হয়। ক্ষুদ্রত এই রোগে
জয়ন্তীকষায় ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইকুযন্ত্র (স্ত্রী) ইকোঃ নিস্পীড়নং যন্ত্রং শাক-তৎ। যে
যন্ত্র দ্বারা মাড়িয়া ইকুরস নির্গত করা যায়, মহাশাল।

ইকুযোনি (পুং) ইকোর্যোনিঃ জন্ম যন্মাৎ। ইকুজাত পুঁড়ি
আক। ইকুবাটিকা (স্ত্রী) ঐ অর্থ।

ইকুর (পুং) ইকুং তদ্রসং রীতি ইকু-রা-ক। কুলেখাড়া।
কোলিকাগাছ। গোখুরী। আকগাছ। কেশগাছ।
স্বার্থে কন্। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। কেশে। মোটাশর।

ইকুরস (পুং) ইকো রস ইব রসো যন্ত সঃ। নড়া। কেশে।
৬তৎ। ইকুরস।

ইকুরসকাথ (পুং) ইকুরসজ কাথঃ ৬তৎ। গুড়।

ইকুরসোদ (পুং) ইকুরসবৎ মিষ্টমুদকং যন্ত বহুতী, উদক-
শব্দতোদাদেশচ। ইকুরসমুদ্র। (লবণেক্সুরাসপিদধিষ্ণু-
জলাস্তকাঃ। পুরাণ।)

ইকুবল্লী (স্ত্রী) ইকুরিব অস্বাদ্য বলী বল্লী বা। ক্ষীরকন্দ।

ইকুবাটী (স্ত্রী) ইকোর্ব্যাটীব। পুণ্ড্রক। ইকু।

ইকুবাটিকা (স্ত্রী) ইকোর্ব্যাটীব, স্বার্থে কন্। পুণ্ড্রক।
পুঁড়িআক।

ইকুবালিকা (স্ত্রী) ইকুরিব বলতি ইকু-বল-বুল্। ১ ভাল
মাখন। ২ কেশে।

ইকুবিকার (পুং) ইকোর্বিকারঃ ৬তৎ। গুড় প্রভৃতি।

ইকুবেষ্টন (পুং) ইকোরিব বেষ্টনমন্ত বহুতী। তদ্রসজ,
মৃণা।

ইকুশর (পুং) ইকুরিব শূণাতি ইকু শূ-অচ্। কেশে।

ইকুশাকট (স্ত্রী) ইকুশাং ভবনং কেক্র সংভবনে কেক্র
শাকটশব্দ প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ। পা। ৫। ২। ২৯ বার্তিক।
ইতি শাকট প্রাং। আকের ক্ষেত। ইকুর জমি।

ইকুশাকিন (স্ত্রী) ইকুশাং কেক্রং ভবনং বা ইকু শাকিন
পূর্ববৎ। আকের ভূমি।

ইকুসার (পুং) ইকোঃ সারঃ ৬তৎ। গুড়।

ইকুসমুদ্র (পুং) ইকুরসবৎসাদৃশকঃ সমুদ্রঃ মধ্যলোপী কর্ম্মধা।
ইকুরস তুল্য জলবিশিষ্ট সাগর। পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের
অন্তর্গত একটি সমুদ্র।

ইকুকু (পুং) ইকুমকতি ব্যাপোতি কু-অচ্ আত্মক।
অথবা ইকুং শব্দং অকতীতি ইকু অক-উণ্। সূর্য্যবংশীয়
রাজা। বৈবস্বত মনু ইহার পিতা। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা-
দিগের আদিপুরুষ। ইকুকুর একশত পুত্র হয় তন্মধ্যে
বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ। ইকুকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা।

(স্ত্রী) ২ কটু তুষী, তিত লাউ। (ইকুকুঃ কটুতুষী
স্ত্রাং। অমর।)

ইকুকু। বারাণসীর একজন রাজা। বৌদ্ধদিগের মহা-
বজ্রবদান নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইকুকু সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প
আছে। একদিন বারাণসীর রাজা সুবজ্র স্বপ্ন দেখিলেন,
ঐহার শয়নাগার ইকুদণ্ডে ছাইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙিলে
চাহিয়া দেখেন, ঐহার স্বপ্ন প্রকৃত। ক্রমে সকল ইকুদণ্ডই
শুকাইয়া গেল, কেবল একগাছি বাঁচিয়া রহিল। সুবজ্র
দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।
তাহারা বলিল, “এই ইকুর মধ্য হইতে একটি পুত্র জন্মিবে,
সেই বালকই আপনার পুত্র হইবে।”

দৈবজ্ঞের কথা কলিল। ইকু ভেদ করিয়া একটি বালক
উৎপন্ন হইল। ইকুमध्ये ছিল বলিয়া সেই বালকের নাম
ইকুকু হইল। সুবজ্র মৃত্যু হইলে তিনি বারাণসীর রাজা
হন। ঐহার প্রধান মহিবীর নাম অলিন্দা, তাহার গর্ভে
কুশের জন্ম হয়। (কুশজাতক)।

ইকুয়ারি (পুং) ইকোঃ অরিঃ ৬তৎ বা ইকুরিবায়তি ইকু-
ঋ-ইন্। কাণতুল, কেশে।

ইকুালিক (পুং) ইকুরিব অলতি ব্যাপোতীতি ইকু ঋল্।
কুশ, কেশে।

ইকুালিকা (স্ত্রী) ইকুলক-টাপ্। ইকুতুল্যা, আনাধু,
খাগড়া।

ইধ গতি। ইদিং। ভাং পরং সকং সেট্। ইখতি, ঐখীং, ইখাং বহুব, আগ, চকার।

ইধ, গতি। ভাং পরং সকং সেট্। এখতি। ঐখীং। ইয়েধ।

ইগ, গতি। ইদিং। ভাং পরং সকং সেট্। ইজতি, ঐজীং। ইথিবং সর্বম্। ইজিতং।

ইঙ, অধ্যয়ন। অধিপূরক এব ঙিৎ, অদ্যাদিং সকং আখ্যং অনিট্। অধীতে, অটধ্যাট, অধ্যাগীষ্ট।

ইঙ্গ (পুং) ইগ-ক হ্রস্ব। ১ অদুত। ২ জ্ঞান। (ভাবে ঘঞ্)। ৩ ইজিত। ৪ জজম। যাহারা সর্কদা যাতায়াত করে। (ইঙ্গঃ স্যাদদুতে জ্ঞানে জজমেজিতয়োরাপি। মেদিনী।) ৫ চরাচর। (চরাচরং জগদ্বিৎ। হেম ৫।২০।)

ইঙ্গন (স্ত্রী) ইগি-ভাবে লুট্। ১ হ্রস্বত ভাব, মনের ভাব। ২ চলন। ৩ জ্ঞান। ৪ সঙ্কেত, ইসারা। গিচ্-লুট্। ৫ চালান, পাঠান।

ইঙ্গিড [ল] (পুং) ইগি-ইলচ্ (উণ্ ৫৭ সূত্রে আদিপদে।) ইঙ্গদ বৃক্ষ।

ইঙ্গিত (স্ত্রী) ইঙ্গ-জ। ১ অভিপ্রায়মত চেষ্টা প্রকাশ করা। ২ ঠার, ইসারা। ৩ অন্বেষণ। ৪ চেষ্টা। (ইঙ্গিতং তু স্রাচেষ্টায়াং গমনেহপিচ। হেম* অনে ৩।২৫০।)

ইঙ্গিতভক্ত (ত্রি) ইঙ্গিতং জানাতীতি ইঙ্গিত-জ্ঞা কর্তরিক। যিনি ইসারা জানেন, সঙ্কেত বুঝিতে পারেন।

ইঙ্গু (পুং) ইঙ্গতি কল্পতে যেন, ইগি বহুং উণ্। রোগ।

ইঙ্গুদ (পুং) ইঙ্গুং রোগং দ্যতি ইঙ্গু-দো কর্তরিক। ১ তাপস বৃক্ষ। ২ জ্যোতিষ্যতী বৃক্ষ। ইহা তিক্ত অথচ মধুর। শীতল অথচ উষ্ণ, উভয় গুণই আছে। ইহাতে স্নেহা ও বাত সঞ্চিত হয়। পূর্বে মূনিগণ প্রস্তরাদিতে ভাজিয়া ইহার তৈল ব্যবহার করিতেন।

ইঙ্গুদী (স্ত্রী) ইঙ্গুদ-ডীপ্। হিঙ্গোট বৃক্ষ। বঙ্গদেশে জীয়া-পুতা বলে।

ইঙ্গুল ইঙ্গুলা (পুং স্ত্রী) ইঙ্গুং জাতি গৃহাভীতি, ইঙ্গু-লা-ক। ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

ইঙ্গ্য (ত্রি) ইগি-যৎ। গমনযোগ্য, যেখানে যাওয়া যায়।

ইন্দ্রজ (পুং) ইন্দ্রেরজ। লওনদেশজাত লোকসকল।

“পূর্কায়ামে নবশতং বড়শীতিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা।

কিরজভাবয়া মত্না-স্তেবাং সংসাধনাং কলৌ॥

অধিপা মণ্ডলানাক সংগ্রামেষপরাভিতাঃ।

ইন্দ্রজা নব বট্ পক লণ্ড জাচাপি ভাবিনঃ॥”

মেকতত্ত্ব ২৩ প্রকাশ।

ইচড় (দেশজ) কচিকঠাল। নুতন পনস। ইহা রাধিলে সুখাদ্য ডালনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। [কঠাল দেখ।]

ইছাই ঘোষ। অজয়নদের তীরবর্তী টেকুর নামক স্থানের রাজ্য। ইনি জাতিতে গোয়াল, শক্তির উপাসক। ইহার সময় টেকুর বঙ্গদেশের পালবংশীর রাজাদিগের অধীনে ছিল। ইছাই মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে স্বাধীন হইলেন। গোড়রাজকে আর কর দিতে চাহিলেন না। গোড়রাজের সহিত মহাযুদ্ধ বাধিল। শেষে গোড়রাজই পরাস্ত হইলেন। তৎপরে ইছাই ঘোষ অনেক দিন নিরাপদে রাজ্য ভোগ করেন। কিছু দিন পরে গোড়রাজের ভাগিনের লাউসেন মহাবোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। ইছাই ঘোষকে দমন করিবার জন্ত গোড়রাজ লাউসেনকে পাঠাইলেন। উভয় বীরে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ধর্মবীর লাউসেন জয়লাভ করিলেন, ইছাই পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও অজয়নদের পারে পড়িয়া আছে।

[ঘনরাম কৃত শ্রীধর্মমঙ্গল দেখ।]

ইচ্ছক (পুং) ইচ্ছা অস্তি অস্মিন্নিতি মত্বার্থায় অচ্, ততঃ কপ্ স্বার্থে কন্ বা। ১ টাবালেবুর গাছ। ২ ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তি।

ইচ্ছা (স্ত্রী) ইষ-ভাবে-শ-টাণ্। ১ মনের ধর্ম। ২ বাঞ্ছা। ৩ স্পৃহা। ৪ উৎসাহ। ইচ্ছার দুই প্রকার ভেদ আছে—সৎ ও অসৎ। দানধ্যানাদিতে যে ইচ্ছা তাহাকে সৎ ও মদ্যপান চৌর্যাদি বিষয়ে যে ইচ্ছা তাহাকে অসৎ বলে।

“আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজ্ঞা ভবেৎ কৃতিঃ।

কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া।” ন্যায়সিদ্ধান্ত।

মন হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি, ইচ্ছা হইতে যত্ন, যত্ন হইতে চেষ্টা, চেষ্টা হইতে কার্যসম্পন্ন হয়।

ইচ্ছাকৃত (ত্রি) ইচ্ছা কৃতং ওতৎ। অভিলাষে যেটা করা হয়। যথেষ্টাচার।

ইচ্ছানিমিত্তক (ত্রি) ইচ্ছাএব নিমিত্তং যন্ত বহুব্রী। ইচ্ছাতেই যেটা ঘটে। যেমন ইচ্ছা করিয়া চোর হয় বা সাধু হয়।

ইচ্ছানুগত (ত্রি) ইচ্ছায়া অনুগতং ওতৎ। স্বাধীনতা।

ইচ্ছানুরূপ (ত্রি) ইচ্ছায়া বা ইচ্ছায়া অনুরূপং ওতৎ বা ওতৎ। ইচ্ছামত। যথাসাধ্য।

ইচ্ছাকল (স্ত্রী) ইচ্ছায়াঃ কলং ওতৎ। ইচ্ছার পরিণাম বা উদ্দেশ্য।

ইচ্ছানিবৃত্তি (স্ত্রী) ইচ্ছায়াঃ নিবৃত্তিঃ ওতৎ। ইচ্ছার নিবারণ। যেমন সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই।

ইচ্ছাবতী (স্ত্রী) ইচ্ছা বিদ্যাভেদজ্ঞাঃ ইতি ইচ্ছা-মত্বপ্।

মস্ত চ ব:। কাহুকী, ধনাদিতে ইজ্যামীল জী। (ইজ্যামীল
কাহুকী। অমর।)

ইজ্যামীল (পুং) ইজ্যামীল বস্তু ধনোৎপত্তিৰ্ভূত বহুতী।
কুবের। (ইজ্যামীল জিহির:। ইত্যাহি হেম। ২। ১০৩।)

ইজ্যামীল (জি) ইজ্যামীল জাত। (উদত্ত সংজ্ঞাঃ তারকা-
মিত্য ইত্যচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) ইতি ইত্যচ্। স্পৃহাযুক্ত।

ইজ্যামীল (জি) ইজ্যামীল ইব-উ। (বিন্দুরিন্দুঃ। পা ৩। ২।
১৬৯।) ইতি নিপাতনং। ইজ্যামীল ব্যক্তি।

ইজ্যামীল (জি) ইজ্যামীল কন। ১ ইজ্যামীল। (পুং)
২ টাবালেবুর গাছ।

ইজ্যামীল (দেশজ) চিঙড়ী মাছ। [চিঙড়ী দেখ।]

ইজ্যামীল (দেশজ) কসা।

ইজ্যামীল (আরব্য) নূতন প্রকাশ, আবিষ্কার।

ইজ্যামীল (আরব্য) শাসন, রাজ্য। সংযোগ।

ইজ্যামীল (আরব্য) ১ সংযোগ। ২ গুণ। ৩ বৃদ্ধি।

ইজ্যামীল (পারস্ত) কোমর হইতে পদ পর্যন্ত পরিধের বস্ত্র
বিশেষ। সচরাচর 'ইজের' বলে। (আরব্য) ক্ষেত। জমি।

ইজ্যামীলদার (আরব্য = ইজ্যামীল + পারস্ত = দার) যে ক্ষেত জমা
লয়। যে কোন জেলা জমা লয়।

ইজ্যামীলদারী (আরব্য-পারস্ত) ইজ্যামীলদারের কার্য। কাহারও
নিকট হইতে কোন জমি জমা লইয়া আবার অপরকে
বিলি করা।

ইজ্যামীল (আরব্য) ক্ষেত্র, ক্ষেত্রযুক্ত জেলা।

ইজ্যামীল (আরব্য) বস্ত্রবিশেষ।

ইজ্যামীল (পারস্ত) [ইজ্যামীল দেখ।]

ইজ্যামীল (পুং) এতি গচ্ছতীতি ই কিপ্, তুচ্চ, ইং সমিকৃষ্ট-
তয়া গচ্ছৎ জলমস্ত বহুতী। ১ হিজলগাছ। (ইজ্যামীল
হিজলশাপি নিচুলশাপুজন্তথা। জলবেতসববেদ্যো
হিজলগোহঃ বিধাপঃঃ ভাবপ্রকাশ।) সর্বদা ঐ গাছের
নিকটে জল থাকে বলিয়া উহার নাম ইজ্যামীল হইয়াছে।

ইজ্যামীল (পুং) ইজ্যামীল যোগ: বিদ্যাভ্যাসঃ (অর্শ আদিভ্যোহচ্।
পা ৫। ২। ১২৭) ইতি ইজ্যামীল-অচ্। ১ বৃহস্পতি, দেবগুরু।
২ পুণ্যামকর। ৩ বিষ্ণু। ৪ পরমেশ্বর। ৫ গুরু, শিক্ষক।
৬ পুজনীয়।

ইজ্যামীল (জী) যজ্ঞ-ভাবে-ক্যপ্ টাপ্। ১ যজ্ঞ। ২ দান।
৩ সন্ধ্যা, মিলন। (কর্মণি ক্যপ্) ৪ প্রতিমা। ৫ গুরু।

ইজ্যামীল (পুং) ইজ্যামীল শীলং যজ্ঞ বহুতী, অথবা ইজ্যামীল
শীলয়তি ইজ্যামীল-অচ্। যিনি সন্তত যজ্ঞ করেন। ২ পুনঃ
পুত্র: বাধকারী। (ইজ্যামীলো বাধকঃ। হেম ৩। ১৮)

ইজ্যামীল (পুং) চক্ৰ দীর্ঘা অতি বহু পুং। জলবৃত্তিক।
একরূপ মাছ। মোটা চিঙড়ী।

ইঞ্জিন (ইং Engine) কল।

ইঞ্জিল (আরব্য, উহা আরব, গ্রীক, ইঞ্জেলিয়ন্ শব্দ হইতে
উৎপন্ন)। ধর্মগ্রন্থ। (Gospel)

ইট্ গতি। (ভাং পরং সক* সেট্) এটিতি, ঐটীৎ, ইয়েট।

ইট্ (জী) ইব-কিপ্। ইজ্যামীল।

ইট্ (দেশজ) ইষ্টক, যদ্বারা অট্টালিকা নির্মিত হয়।

ইটকুয়া (ইষ্টকনির্মিত কুণ) ইদারা।

ইটখোলা। যেখানে ইট গোড়ায়, পাঁজাখোলা।

ইটচর (গ্রাম্য) বগু, বাঁড়।

ইটচুর। জুর্কি।

ইটবালা (দেশজ) ইট বিক্রয়কারী।

ইটল (দেশজ) ইট। ইট যোগ্য।

ইটসুন (ক্ৰী) ইট-ক ইট সুনং শ্বি-ক্ৰ পুং। শস্ত্র সঃ।
শাখাময় কট। (°বৈতস ইটসুনেহ্মুযোনির্বা।° শতপথ
১৩। ২। ২। ১৯।*। ইটসুন তন্নিগ্নেব শাখাময়ে ক টে।
হরিশ্বামী।)

ইটা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ইটাভিটা। ঘরবাড়ী।

ইটাল (দেশজ) একপ্রকার মাটি। ইহাতে ইট হয়।
সচরাচর এ দেশে এঁটেল মাটি বলে।

ইটচর (পুং) ইব-ভাবে-কিপ্। ইবা কামেন চরভীতি
চর-অচ্। যে সকল বাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁড়
(ইটচরো গোপতি বগুঃ। হেম ৪। ৩২৫।)

ইট্ (ইষ্টক শব্দের অপভ্রংশ) ইট।

ইটিমিকা (জী) কাঠক শাখাভেদ। বেদের শাখা।

ইড্ (ল) (জী) ইল্-কিপ বা লজ ড। ১ ভূমি।
২ অন্ন। ৩ বর্ষাকাল। ৪ তৃতীয় প্রযাজ। ৫ যজ্ঞাক।
বর্ষ প্রযাজ।

ইড্ (জি) স্ততিযোগ্য। (°পরিধিরস্যপরিধিঃ স্ততিযোগ্যঃ।°
বাকসনের সং ২। ৩।*। ইড্যতে স্ত্রুতে ইতীড়ঃ স্ততিযোগ্যঃ।
মহীধর।)

ইড্ (জী) ইল-ক-টাপ্ উত্ত লভঃ বা। ১ বাসপার্শ্ব
রক্তবাহী নাড়ী। ২ মলকস্তা বৃধপত্নী। ৩ পৃথিবী। ৪ ধেনু।
৫ বরা। ৬ সরস্বতী। ৭ হবির্, অন্ন। (নিঘণ্টু ২। ৩)
৮ দেবী। ৯ দুর্গা। ১০ শতপথ ব্রাহ্মণে (১। ৮। ১। ১-১০)
মলকন্যা ইড্যর উৎপত্তি সন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে—

°মল প্রজা সৃষ্টি করিবার ইজ্যামীল পাকযজ্ঞ করেন। যত,

নবনী ও আমিকা যজ্ঞার্থ জলে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সংবৎসর মধ্যে একটা কড়া উৎপন্ন হন। বালিকা স্তম্ভিত জল হইতে উদ্ধৃত হইলেন। মিথ্য বরণ তাঁহার কাছে আসিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুমি?' (উত্তর হইল) 'মহুর কড়া।' তাঁহারা পুনরায় বলিলেন, 'তুমি আমাদের।' তিনি কহিলেন, 'না, যে আমাকে জন্মান করিয়াছে, আমি তাহারই।' তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে চাহিলেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়া মহুর কাছে আসিলেন, মহুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' বালিকা উত্তর করিল, 'আমি আপনার কড়া, আপনার স্ত্রুত, নবনী ও আমিকা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' মহুর তাঁহাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মহুর প্রজাপতি হইলেন।"

[ইলা দেখ।]

। * । মেরুদেশের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মিষ্ট চন্দ্রসূর্য্যাক্ষ ইড়া ও পিকলা নামক দুইটা নাড়ী আছে, তাহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনের গুণবিশিষ্ট। সাধকের পক্ষে ইড়ানাড়ী গজা ও পিকলা যমুনাস্বরূপ। ঐ উভয় নাড়ীর মধ্যে সূর্য্য সর্বস্বতীস্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম ত্রিবেণী; বৌগীগণ ঐ ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া সর্ক-পাপ বিমুক্ত হন। বাঁহারা কামনাপূর্ব্বক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকে পুনরায় ভবধামে আনিতে এইটাই যানস্বরূপ হন। সূর্য্য ব্রহ্মনাড়ী, উহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ইড়া, ইলা, ইরা এই তিন প্রকার রূপ সিদ্ধি হইতে পারে (ডলরোরলয়শচ ব্যত্যয়ো বহুলম্)।

ইড়াচিকা (জী) ইড়োব অচতি স্তম্ভঃ মধ্যভাগঃ ইড়া-অচ্-ধূল্ ঠাপ্, আতইৎ। বরটা, বোলতা।

ইড়াবৎ (জি) ইড়া-মতুপ্। ইড়ানাড়ীবিশিষ্ট।

ইড়িকা (জী) ইড়া-স্বার্থে-ক ইডকাকারস্ত। পৃথিবী।

ইড়িক (পুং) ইড়িক্ ইতি কারতি শস্যায়তে ইতি ইড়িক্—কৈ-ড) বক্তৃছাগল। (ইড়িক্ত বালবহো বনছাগোহ-তিরোমশঃ। হারা ৮১।) ২ নিরাময়। (নিরাময়ঃ স্তাদি-ড়িকে। হেম্ অনে ৪। ২২৪।)

ইড়ীয় (জি) ইড়ারা অয়স্ত অদূরদেশঃ, ইড়া (উৎসরকা-দিভ্যাহঃ। পা ৪। ২। ৯০।) ইতি হ্। ভাতের এক অংশ।

ইড়ুর (পুং) ইচ্ছতি বুযমিতি ইব-ক্ৰিপ্ ইট্ বুযস্ততী ভয়া ত্রিযতে ইট্-বু-কর্ম্মি-অচ্। বুয। এ'ডেগর।

ইণ্, গমন। (গ ইৎ) অদাং পরং সক্ অনিট্। এতি। ইয়াৎ, এতু, ঐৎ, অগাৎ, এতা, এযাতি, ঐযাৎ, ইয়ায়।

ইণ্বেল্লিকা (জী) বটিকা। (ইবেলিকা হু বটিকা। হেম শে ৯৫।)

ইণ্ (পুং জী) ইদি-রন্ পূবো। হাঁড়ীধরার বেড়ী।

ইত্ (জি) এতীতি ই-কিপ্। যে হইতে হইতে চলিয়া যায়, অর্থাৎ ব্যাকরণের প্রয়োগ লাভিবার জন্য আপাততঃ বাহার প্রয়োজন হয় পরে কোন কার্যেই আসে না। যেমন তিপ্-মিপ্ প্রভৃতির পএর ইৎ সংজ্ঞা হয়।

ইত (জি) ই-জ। ১ গত, বাহা অতীত হইয়াছে। (ভাবে জ) ২ গমন। ৩ জ্ঞান। ৪ প্রাপ্তি।

ইতবার (পারস্য) বিশ্বাস। (ইতবারক বিশ্বাসে। পারসীপ্রকাশ।)

ইতস্ (অব্য) ইদম্ ৫মী বা ৭মী স্থানে তস্। ১ নিয়ম। ২ ৫মী ও ৭মী বিভক্তির অর্থ।

ইতর (জি) ইনা কামেন তরতি তীর্থ্যতে, ইতং প্রাপ্তং-রাতীতি-ইত-রা-ক। বা ই-তু-অপ্ বা অচ্। নীচ, পামর। (বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতচ পৃথক্ জনঃ।

বিহীনোহপসদো জাঘঃ কুলকশেতরশচ সং। অমর।)

২ অস্ত। ইতরশক সর্বনামসংজ্ঞক। ইতরে। ইতরস্মিন্।

ইতরজন (পুং) (ইতরশচানৌ জনশ্চেতি কর্ম্মধা) জন-সাধারণ।

"কড়া বরয়তে রূপং মাতা বিভৎ পিতা শ্রুতম্।

বাক্কাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টায়মিতরে জনাঃ॥"

সুক্রনীতি।

ইতরথা (অব্য) ইতর-প্রাকার বচনে থাল্ (পা ৫। ৩। ২৩ ইতি থাল্। তিন্নার্থ। (প্রকারে অন্তর্ভেতরথা। হেম শে ২০৪।)

ইতরবিশেষ (পুং) ইতরদ্বাং বিশেষঃ ৫মী তৎ। অন্ত প্রভেদ।

ইতরেতর (জি) ইতরং ইতরং নিপাতদ্বাং বিধঃ। অতোজ্ঞ। জী ও পুংলিঙ্গে বিকরে স্তপের স্থানে আন্ হয়। (ইতরে-তরং, ইতরেতরাং বা)

ইতরেতর যোগ (পুং) ৬মী তৎ। ১ পরস্পরে সন্ধক। ২ হৃদ্যনামক সমাস। যেখানে পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝায়, যেমন, রামলক্ষণৌ।

ইতরেতরাশ্রয় (পুং) ইতরেতরং আশ্রয়তীতি আ-জী-অচ্। অন্তোক্তাশ্রয়রূপ স্ত্রাবের দোষবিশেষ। অন্তোক্তাশ্রয় শব্দে দোষ দেখ।

ইতরেত্যাস্ (অব্য) ইতর (সদ্যপকৃদিত্যাদিরা পা ৫। ৩। ২২।)। এতাস্। অন্ত মিলে বা সঙ্গয়ে।

ইতলা (আরব্য) সংবাদ। বিজ্ঞাপন। এ দেশে কেহ কেহ 'এতেলা' বলিয়া থাকে।

ইতশ্চেতশ্চ (অব্য) ইতশ্চ-বিশ্বঃ। এদিক্ ওদিক্। (সম্ভোবামৃততৃণানাং যৎ সূত্রং শাস্ত্ৰেতেসাম্।

কৃতন্তকনসুকানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ গীতা।)

ইতস্ততঃ (অব্য) ইদম্ তদন্তসিল্। এদিকে সে দিকে, নানা স্থানে।

ইতস্ (অব্য) ইদম্ তসিল্। এখানে ইহা হইতে ইত্যাদি।

ইতাঅৎ (আরব্য) অধীনতা।

ইতালী। যুরোপের একটি দেশ। অক্ষা ৩৭°৪৫' হইতে ৪৬°৩২' উঃ, এবং দেশা ৬°৩০' হইতে ১৮°৩০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ইতালীর এই কএকটি বিভাগ—লম্বর্দী, বিনিশ, সার্দিনিয়া, নেপলরাজ্য, পোপরাজ্য, তস্কানি, লুক, পরমা, মোদেনা ও মসরাজ্য, মোনাকো ভূভাগ, সালমরিগ। আপিনাইন গিরিশ্রেণী ইতালীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইতালীর উত্তরাংশের আবহাওয়া যেমন দক্ষিণাংশের আবহাওয়া তেমন নয়। শীতকালে উত্তরাংশে বরফ পড়িয়া থাকে ও বড় কুয়াশা হয়, তাহাতে কমলালেবু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ সমুদ্রতটস্থ স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল, এখানে ইক্ষু কাপাস ও খেজুর প্রভৃতি বিলক্ষণ জন্মে। ইতালীর উৎপন্ন মধ্যে চাউল, মদ, তেল, রেশম ও নানাপ্রকার ফলই প্রধান।

প্রাচীন কাল হইতে ইতালী নাম চলিয়া আসিতেছে। হিরোদোতাসের সময় ইহার নাম 'ইটালিয়া' ছিল। তখন তরুণতম হইতে পোসিদোনিয়া নামক ইতালীর দক্ষিণাংশ অবধি ঐ নামে অভিহিত হইত।

[রোম শব্দে ইতালীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেখ।]

এই দেশে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি নামক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

চিত্রশিল্প ও ভাস্করবিদ্যার জন্ম এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ইতি (অব্য) ই-জিন্। ১ অতএব। ২ এই হেতু। ৩ প্রকাশ। ৪ নিদর্শন। ৫ প্রকার। ৬ অলুকর্ষ, পূর্বকথা। ৭ সমাপ্তি। ৮ স্বরূপ। ৯ প্রকরণ। ১০ সান্নিধ্য। ১১ বিবক্ষা-নিরম। ১২ মত। ১৩ প্রত্যক্ষ। ১৪ অবধারণ। ১৫ ব্যবস্থা। ১৬ পরামর্শ। ১৭ মান। ১৮ এইরূপ। ১৯ প্রকর্ষ। ২০ উপক্রম। (ইতি কৃতা মতিং দেবা হিমবন্তঃ নগেশ্বরঃ চতী।) (ভাবে জিন্) ১ গমন। ২ জ্ঞান। ৩ ব্রুনিবিশেষ।

ইতিক (জি) ইতং গতিরন্ত্যন্তেতি ইতি ঠন্। গমনবিশিষ্ট।

ইতিকথ (জি) ইতি ইৎং কথা বক্ত বহত্রী। ১ অপ্রচ্ছন্ন। ২ নষ্ট। অর্থশূন্য বাক্যের বক্তা।

ইতিকথা (জী) ইতি ইৎং কথা। অর্থশূন্য কথা, উপকথা, বৃথা কথা, ইহা কথা যাত্র।

ইতিকর্তব্য (জি) ইতি-ইৎং কর্তব্যং সূক্ষ্মণী সমাসঃ। ইহা কর্তব্য বা উচিত, করার যোগ্য, আবশ্যক, কার্য সম্পাদনে যাহা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন।

ইতিকর্তব্যতা (জী) ইতিকর্তব্যন্ত ভাবঃ ইতিকর্তব্য তন্। ইতিকর্তব্যের অর্থ।

ইতিকার্যতা (জী) ইতিকার্য তন্। ঐ অর্থ।

ইতিমধ্যে (চলিত) এমন সময়ে।

ইতিমাত্র (কী) ইতি-স্বার্থে মাত্রচ্। এইমাত্র।

ইতিবৎ (অব্য) ইতি-বতি। এইরূপ, এমন।

ইতিবৃত্ত (কী) ইৎং বৃত্তং সূক্ষ্মণী সং। ১ পুরাণশাস্ত্র। ২ এইরূপ চরিত্র, ৩ ইতিহাস।

ইতিশ (পুং) ঋষি। তস্য গোত্রাপত্যং। (নড়াদিভ্যঃ কৃ। পা ৪। ১। ৯৯।) ইতি কৃক্। ঐতিশায়নঃ। ঐ ঋষিবংশীয়।

ইতিহ (অব্য) এবং হ ত্বিল দ্বন্দ্ব সং। এই গাছে ভূত আছে এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ, প্রাচীন কথা। ঐতিহ্য।

ইতিহাস (পুং) ইতিহ পুরাবৃত্তং আন্তে অগ্নিন্ ইতিহ-আস-ঘঞ, ৩তৎ। পুরাবৃত্ত। প্রাচীন আখ্যান। ভাঁরতাদি। অষ্টাদশ শাস্ত্রাঙ্গগত শাস্ত্রবিশেষ।

পুরাবৃত্ত কথাই ইতিহাস। যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪। ৫। ৪। ১০।) "ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কান্নিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণাম্-ব্যখ্যানানি" এবং অপরূপ করকথানি প্রাচীন গ্রন্থে ঐরূপ ইতিহাস ও পুরাণবাক্যের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয়, যে, অতি প্রাচীনকালে ইতিহাস ও পুরাণ নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তাহা মহাভারত বা অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি নয়। [পুরাণ দেখ।] বেদের ব্রাহ্মণাদি অংশে কতকগুলি পুরাবৃত্ত পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহাই ইতিহাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রাচীন বৈদিক আখ্যান মহাভারতাদিতে দৃষ্ট হয় বলিয়া, মহাভারত ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের মতে—

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমমিতম্।

পূর্ববৃত্তকথাবৃত্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে॥"

বাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাকে ইতিহাস কহে।

বিষ্ণুপুরাণের টীকার (৩। ৪। ১০) ঐধরবার্মী একটি

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার মতে “ঋষিপ্রোক্তাদি
বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্বুত
ধর্ম কথাদি বাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।”

“আর্য্যাদি ঋষ্যাখ্যানং দেবর্ষি চরিতাশ্রয়ম্।

ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যদুতধর্মযুক্তম্॥”

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, জগতের অতীত ও বর্তমান
ঘটনা বর্ণনা দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাপন করাই ইতিহাস। বেকন-
সাহেব দর্শন ও কাব্যকে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া ইতিহাসের
প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইতিহাসই ভূতপূর্ব
মানব জগতের আন্তরিক ও বাহ্যরূপিত সকল জানিবার মূল
স্বত্তি। আর্নল্ড সাহেবের মতে সমাজের জীবনীই ইতিহাস।

“The general idea of history seems to me to be
that it is the biography of a society, * * *
History is to the common life of many, what
biography is to the life of an individual.” (Arnold's
Lectures on History)

মহাভারত ব্যতীত রাজতরঙ্গিণী, রাজাবলী, কীর্ত্তিকৌমুদী
প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস পাওয়া যায়। এতদ্বিন্ন
মহাপুরাণাদিতেও অনেক ঐতিহাসিক ক্রিয়রূপ লিখিত আছে।
ইতোমধ্যে (গ্রাম্য) এমন সময়।

ইংকট (পুং) ইতং গন্তারং (সমীপস্থং বা) কটতি আয়ুগোতি
অশিশাংফলেনেতি ইং-কট-অচ্ ৬তৎ। ১ ওকড়া গাছ।
ঐ গাছের ফল লোকের কাপড়ে লাগে; গোপ্রভৃতির লোমে
লাগিলে তাহার গতি শক্তি বন্ধ হয়। ফলগুলির গায়ে কাঁটা
আছে। ঐ গাছ সরস ভূমিতেই হইয়া থাকে। (কোশাঙ্ক-
মিংকটং বিন্দুঃ। হারা ১৭৮।)

ইংকিলা (স্ত্রী) কিল শৌক্যো কিল-ক কিলঃ, ইং গতঃ
কিলঃ শৌক্যং যন্তাঃ। রোচনা নামক স্নগন্ধি দ্রব্য।

ইখং (অব্য) ইদম্ প্রকারে-খম্ (ইদমন্তম্)। পা ৫।৩।
২৪।) ইদমঃ ইদাদেশঃ। এই প্রকার। এইরূপ। (ইখং
যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি। চণ্ডী।)

ইখংভাব (পুং) ইখং ভাবঃ ৬তৎ। তু প্রাপ্তৌ ঘঞ্। কোন
রূপে প্রাপ্তি, পাওয়া।

ইখন্তুত (ত্রি) ইখং কমপি প্রকারং ভূতঃ প্রাপ্তঃ, ইখং
তু-প্রাপ্তৌ-কর্ত্তরিক। কোন রূপ প্রাপ্ত।

ইখংবিধ (ত্রি) ইখং বিধা যন্ত বহুব্রী। এইরূপ, এমন।

ইখংকারং (অব্য) ইখং-ক-গমূল (পা ৩।৪।২৭ হ্রদে।)
এইরূপ বা এই প্রকার করিয়া।

ইখশাল (আরব্য) জ্যোতিষোক্ত ত্রয় যোগ।

ইখা (অব্য) ইদম্—খাল্ ইদাদেশঃ। ১ সত্য। (ইদম্-খম্
ডাদেশঃ।) ২ এইপ্রকার, এইরূপ।

ইখাদী (ত্রি) ইখা সত্য। ধীঃ যস্য বহুব্রী। সত্যপরাগণ,
দৃঢ়বুদ্ধি। সুধী।

ইংফাক (পারস্য) বাক্য। (ইংফাকশ্চৈব বাক্যে তু।
পারসীপ্রকাশ।)

ইত্য (ত্রি) ইণ্-কর্ম্মণি (পা ৩।১। ১০৯ হ্রদেণ ক্যপ্।)
গমনের যোগ্য, যেখানে যাওয়া যায়। ভাবে ক্যপ্। গমন করা।

ইত্যক (পুং) ইত্যায় কায়তি ইত্য-কৈ-ক। ১ গমন।
২ দ্বারপাল।

ইত্যর্থম্ (অব্য) এইজন্ত, এই নিমিত্ত।

ইত্যা (স্ত্রী) ই (পা ৩।৩।৯৯ হ্রদেণ) ক্যপ্ টাপ্।
১ শিবিকা। ২ গমন করা। ৩ যশোহরের নিকটবর্ত্তী
গ্রামবিশেষ। ঐ স্থানে খেজুরে গুড়, চিনি ও তামাক
উৎপন্ন হয়।

ইত্যাধি (ত্রি) ইতি আদিঃ যস্য বহুব্রী। এই সকল।

ইতু্যক্ত (ত্রি) ইতি অনেন উক্তম্। এইরূপে কথিত,
এই সকল কথিত।

ইত্যবসরে (অব্য) ইতি অবসরঃ অবকাশঃ তস্মিন্ স্পৃহস্পৃহা।
এমন সময়ে, ইহার মধ্যে।

ইত্বন্ (ত্রি) ই-কনিপ্। গমনকারী। ইত্বা, ইত্বানৌ।

ইত্বর (ত্রি) ই-করপ্। ১ ইচ্ছামত গমনকারী, সর্বত্র গমন-
শীল। ২ পথিক। ৩ নীচ, দীন, দরিদ্র। ৪ ক্রুরকর্ম্ম
নিষ্ঠুর। ৫ বণ্ড।

ইত্বরী (স্ত্রী) এতি পরপুরুষং প্রাপ্নোতি ই-(ইণ্-নশজিসর্জিতাঃ
করপ্। পা ৩।২। ১৬৩। ইতি করপ্ ভীপ্। ১। বনৌ র চ।
পা ৪।১। ৭। কনিপ্, ভূনিপ্, বনিপ্ প্রত্যয়াস্ত শব্দের
উত্তর ভীপ্ এবং ন স্থানে র হয়।) অসতী স্ত্রী, অভিসারিকা।
(কান্তার্থিনী তু বা যাতি সন্তেতং সাহসিসারিকা, পুং-শলী
ধর্ম্মিনী বহুক্যাসতী কুলটেস্বরী। অমর)

(ইত্বর্যাসত্যাং পথিকে ক্রুরকর্ম্মণি চ ত্রিষু। মেদিনী।)

ইদ (অব্য) ইৎ শব্দের অর্থ। এব শব্দের অর্থ।

ইদ পরমৈশ্বর্য্য। ইদিং (ভাং পরং সকং সেট্) ইন্দতি,
ইন্দতে, ঐন্দীৎ, ঐন্দিষ্ট, ইন্দাৎ বভূব, চকার, চক্রে, জাস।

ইদম্ (ত্রি) ইন্দ-কমিন্। (উণ্ ৪। ১৫৬ হ্রদে।) এই,
ইহা, ইনি, সমুখস্থ দৃশ্য, বুদ্ধির বিষয়যোগ্য।

ইদকার্য্যা (স্ত্রী) দ্রুগলভালতা।

ইদন্তন (ত্রি) অস্মিন্ কালে ভবঃ নিপা ট্যল্ তুট্ চ।
ইদানীন্তন, আধুনিক। নব্য, এখনকার।

ইদম্ভা (ক্রী) অস্ত্র ভাবঃ ইদম্ভ-ভৃ। অজুল্যাতি ধারা
দেখাইবার বিষয়।

ইদংরূপে (ক্রী) ইদম্ চ রূপং চ। এইরূপ।

ইদংবিদ্ (ক্রী) ইদং বেত্তি-ইদম্-বিদ্-কিপ্। যিনি ইহা
জানেন।

ইদম্ময় (পুং) ইদম্-ময়ট্। ইহাতে প্রস্তুত।

ইদা (অব্য) ইদম্-দাচ্ বেদে নিপাং। নব, নূতন।
(নিঘণ্টু ৩।২৮)

ইদানী (অব্য) ইদম্-দানীং দানীং চ। (পা ৫।৩।১৮।
সপ্তম্যন্ত কালবাচক ইদম্ শব্দের উত্তর স্বার্থে দানীং হয়।)
অধুনা, সম্প্রতি, এইকালে, এক্ষণে, এখন। (এতর্হি
সম্প্রতীদানীমধুনা সম্প্রতং তথা। অমর অব্য ২৩।)

ইদানীন্তন (অব্য) বর্তমান। এখনকার।

ইদাবৎসর (পুং) ইদা ইতি বৎসরঃ শাকতৎ। ১ সংবৎ-
সরাদি পাঁচটির মধ্যে ১টা। ১ম সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদা-
বৎসর, ৪ অহুবৎসর, ৫ উদাবৎসর। ১ সংবৎসরে তিলদানে,
২ পরিবৎসরে যবদানে, ৩ ইদাবৎসরে অন্ন ও বজ্রদানে,
৪ অহুবৎসরে ধান্যদানে, ৫ উদাবৎসরে রোপ্যদানে অধিক-
তর ফল হয়। নভোমণ্ডল সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের সহিত
যে সমগ্র কাল ভোগ করে, এক্ষণ্ড শুরু প্রতিপদে যখন
সূর্য্যের সংক্রান্তি হয়, তখন সৌর ও চান্দ্রমাসের এককালীন
উপক্রম (আরম্ভ) হয়, তাহাকে সংবৎসর বলে। তৎপরে
সৌরমাস হওয়াতে বৎসরে ৬ দিন বাড়ে এবং চান্দ্রমাস
হওয়াতে ৬ দিন কমে। এইরূপে ১২ দিনের ব্যবধান হওয়ায়
উভয়ের অগ্র পশ্চাৎ ভাব ঘটে। এইরূপে পাঁচ বৎসর গেলে
দুটি মলমাস হয়। তাহার পর বৎসর বর্ষ সংবৎসর। সমকালে
যাহার আরম্ভ এবং সৌর ও চান্দ্রমাসযুক্ত যে বৎসর তাহাকে
সংবৎসর বলা যায়। সৌর ও চান্দ্রমাসের আরম্ভ হইলে যে
বৎসর বিষম মাসের আরম্ভ হয়, তাহাকে পরিবৎসর বলে।

ইদুবৎসর (পুং) ইদু-উ-বৎসরঃ। ইদাবৎসরের অর্থ।

ইক্কা (ক্রী) ইক্কা-ভাবে-ক্। ১ রোজ। ২ দীপ্তি। ৩ আশ্চর্য্য।
কর্ত্তরি ক্। ৪ দীপ্ত হওয়া। ৫ দৃষ্টি (ক্রী) ৬ নির্মল। ৭ সমুহ।
৮ অপ্রতিহত (তমিক্কারাধয়িত্বং সর্গকৈঃ। মাঘ।)
(ইক্কাতপদীপ্তয়োঃ। মেদিনী।)

ইক্কা (অব্য) প্রকাশ।

ইধ্ব (ক্রী) ইধ্যতেহধিরনেনেতি ইক্কা (ইবিষুধীক্কিদসিদ্ধাধুভ্যো
মক্। উণ্ ১।১৪৪।) ইতি মক্। ১ কাঠ, যজ্ঞীয়সমিধ্।
(ইধ্য সমিধিদি। হেম অনে ২।৩১৫) (পুং) আলানি কাঠ।
৪ প্রিয়ব্রতের পুত্র। (ভাগবত ১)

ইধ্যজিহ্ব (পুং) ইধ্যং কাঠং জিহ্বেব বস্ত বহত্বী। অগ্নি।
ইধ্যবাহ (পুং) ইধ্যং সমিধং বহতি ইতি ইধ্য-বহ-বিণ্।

অগস্ত্যের পুত্র। মহাতেজা অগস্ত্যের পুত্র বাল্যকালেই শিত-
্তবনে থাকিয়া পিতার হোমকাঠের ভারবহন করিতেন বলিয়া
তাঁহার নাম ইধ্যবাহ হইল। তাঁহার আর ১টা নাম দৃঢ়হ্ম।
ইন (তন্যং পরং সকং সেট্) গমন। ইনোতি, ঐনোৎ, ঐনীৎ।
ইষতি এইরূপ পদ দেখা যায়, সেখানে অনেকে ইষ বলেন।
ইন (প্রত্যয়) কৃদন্ত ইন্ ও তদ্ধিত ইন্। কৃৎ গমী, গম-ইন্।
তদ্ধিত ক্ষমী, ক্ষমা-ইন্।

ইন (পুং) ইনোতি গচ্ছতীতি ইন্ (ইন্বিজ্জিদীভূষাবিভ্যো
নক্। উণ্ ৩।২। ইন্, বিঞ্, জি, দীভ্, উষ, অব এই
কয়েকটা ধাতুর উত্তর নক্ হয়।) ইতি নক্। ১ রাজা।
২ প্রভু। ৩ সূর্য্য। ৪ হস্তানক্ষত্র। (ইনো রাজি প্রোভৌ সূর্য্যো।
উজ্জলদন্ত।) ৫ জৈশ্বর। (নিঘণ্টু ২।২২)। (অথৈদে
১০।২৬।৭। ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্ঠীনাং সথা।)

ইনক্ (নক্ষ, গতি) ছান্দসঃ ইদ্রপসর্জনঃ। ভৃং পরং সকং সেট্।
ইনক্তি। নক্ ধাতুর ঞায় রূপ।

ইনানী (ক্রী) বটপত্রী বৃক্ষ।

ইনি (ইদং শব্দে অগভ্রংশ), এই ব্যক্তি।

ইন্তিজাম্ (আরব্য) নিয়ম।

ইন্তিজারু (আরব্য) প্রতীক্ষা। ভরসা।

ইন্তিহা (আরব্য) শেষ। সীমা।

ইহিহা (ক্রী) ভাজকোক্ত মুখহা। তাহার আনয়ন
প্রকারাদি নীলকণ্ঠভাজকে লিখিত আছে—মুখহা স্ব স্ব
জন্ম লগ্ন হইতে প্রতিবৎসরে ক্রমে ক্রমে এক একটা রাশি
ভোগ করে। সূর্য্য তষ্টগত এবং শরদ্বুক্ত স্ব স্ব জন্ম লগ্ন
ব্যাপিয়া নক্ষত্রগণের প্রথমে হয়। সে প্রত্যহই অহুপাত-
ক্রমে শরলিপ্তের সহিত বুজি পায়। কেহ কেহ বলেন
মাসে দেড় অংশে ব্যাপ্ত হয়। স্বামি-সৌম্যতায় ইহার
সৌম্যতা, ক্ষুত দৃষ্টিহেতু ভয় ও রোগ। ইহার ভাবা-
লোকনের ফল বর্ষলগ্নহেতু মুখপ্রদ এবং অন্ত্যরিপুরক্কে অশুভ
হয়। পুণ্যকর্ম্ম এবং আরগামিনী হইলে স্বামিভ, অপুণ্য
কর্ম্ম হইলে উদ্যমবশতঃ ধন দেয়। মুখহা শরীরস্থ হইলে
শত্রুকর্ম্ম, মনস্তপ্তি লাভ, প্রতাপবুদ্ধি, রাজপ্রসাদ, শরীরপুষ্টি,
বিবিধ উদ্যম ও মুখ প্রদান করে। যে বৎসর মুখহা অর্ধা-
ভাবে যায়, উৎসাহের সহিত অর্থ, বশঃ, বন্ধু, মান, ভাল খাদ্য,
মুখ প্রভৃতি প্রদান করে। পরাক্রমহেতু বিত্ত, বশ ও মুখ-
প্রাপ্তি, সৌন্দর্য্য মুখ, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, পরের উপকারে
প্রযুক্তি হয়। মুখহা ৩য় লগ্নে গেলে শরীর পুষ্ট হয়

এবং কাঙ্ক্ষাবৃত্তি ও রাজ্যপ্রিয় প্রাপ্ত হয়। ইহিহা মুখভাবে গেলে শরীরপীড়া, শত্রুভয়, আত্মীয়-বিরোধ, মনস্তাপ, নিরুদ্যম, লোভাপবাদ, পীড়াবৃত্তি এবং দুঃখদায়ক হয়। ইহিহা যেরূপ গত হইলে সর্ববৃত্তি, সৌখ্য, পুত্র ও ধন লাভ হয় এবং প্রেতাপ বৃত্তি, বিবিধ বিলাস, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ও রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। মুখহা অরিগত হইলে অন্ধে ক্রম, শত্রু-বৃত্তি, ভয়, রোগ, চোর বা রাজকর্তৃক ভয়, কার্যা এবং অর্থনাশ, দুর্ভুক্তি ও অসুখতা হয়। মুখহা আরোগ্যগত হইলে জী পুত্রাদি বাসন, শত্রুভয়, উৎসাহভঙ্গ, ধন ও ধর্মলোপ, শারীরিক পীড়া, মোহ ও বিরুদ্ধ চেষ্টা হয়। মৃত্যু হইলে শত্রু ও চোরের ভয়, ধর্ম ও অর্থের বিনাশ, অত্যন্ত শোক ও পীড়া, সৈন্যক্ষয় ও দূরদেশে গমন। ভাগ্যগত হইলে প্রভুত্ব, ধনো-পার্জন, রাজার নিকট আনন্দ এবং জী পুত্রে সুখলাভ, দেবাদি ভক্তি, যশ ও ভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। অধরহ মুখহায় রাজপ্রসাদ, লোকোপকার, সৎকর্মসিদ্ধি, দেবাদি ভক্তি, যশ এবং ধন হয়। লাভগত হইলে বিলাস, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সন্তোষ, রাজার চাকরীতে ধন প্রাপ্তি, সৎকর্ম ও পুত্রাদি লাভ হয়। ব্যয়হ হইলে অধিক ব্যয়, কুসংসর্গ, রোগ, কার্যের অসিদ্ধি, ধর্ম ও অর্থের হানি ও সংলোকের দ্রুতি শত্রুতা হয়। এইরূপ ক্রুর দৃষ্টি বা ক্ষুদ্র দৃষ্টিবশতঃ ইহিহার শুভাশুভ ফল জানিবে। রবির সহিত যুক্ত দৃষ্ট হইলে রাজ্য, রাজমঙ্গল ও অতিশয় গুণপ্রাপ্তি হয়। মঙ্গলের সহিত যুক্ত হইলে ও মঙ্গল নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে পিত্ত ও উষ্ণ বৃত্তি, অজ্ঞাঘাত ও রক্ত প্রকোপ হয়। শনির বেলাও এইরূপ জানিবে। সোমের সহিত যুক্ত সোমগৃহে সোম সহ দৃষ্ট হইলে ধর্ম ও যশ বৃত্তি এবং আরোগ্য ও সন্তোষ বৃত্তি হয়। পাপ গ্রহে দুঃখ হয়। বুধ কিংবা শুক্রের সহিত যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে বা সেই সেই নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে জী, সৎবৃত্তি লাভ, সুখ, ধর্ম ও অতুল যশোলাভ হয়, পাপগতে দেখিলে কষ্ট হয়। বৃহস্পতির সহিত বা তদযুক্ত নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে জী, পুত্র, সুখ, স্বর্ণ, রোপ্য, বস্ত্র, মণি ও মুক্তাদি লাভ হয়। শনির গৃহে তাহার সহিত দৃষ্ট হইলে বাতরোগ, মানহানি, অগ্নি ধনক্ষয়াদি হয়। শুণঘোগে ধন লাভ। রাহুর সহিত যুক্ত দেখিলে ধন, যশ, সুখ, ধর্ম ও উন্নতি হয়। চন্দ্রবোগে সৎপদ ও স্বর্ণ রত্নাদি লাভ হয়। রাহুর ভোগ্য লব ও পৃষ্ঠগত লব এবং সপ্তম নক্ষত্রে পুচ্ছ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ ফল বলিবে। তাহার পৃষ্ঠে যখন শুভ হয়, পুচ্ছগত হইলে আপদ, শত্রুভয়, দুঃখ; পাপযোগে—দর্শনে অর্থ ও সুখের হানি হয়। বাহারা জন্মকালে বলী ও বৎসরান্তে দুর্বল হয়, তাহাদের পক্ষে এইটা অশুভ। বাহাদের দুইদিকেই সমান

তাহাদের কল ও সমান। যষ্ঠে বা অষ্টমে ও শেষে অথবা এই পৃথিবীতে ইহিহাধিপতি জন্মগত কিংবা ক্রুর হয়, অদৃষ্ট অশুভ হয়। ক্রুরতা বশতঃ চতুর্প যদি অন্তগত মঙ্গলজনক না হয় তবে রোগ ও ধনহানি হয়। অষ্টমাধিপের সহিত যুক্ত হইলে আর অদৃষ্ট ক্ষুত্ৰাধ্য দৃষ্টির সহিত যদি শুভ না হয়, তবে যোগ-ধরেই মরণ এবং এক বোগে মরণভূত হয়। মুখহা বা তাহার অধিপ জন্মেতে শুভলক্ষণ যুক্ত হয়। বর্ষায়ন্তে শুভ-দায়ক, বর্ষের পর অশুভ।

ইন্দুম্বর (ক্রী) ইন্দুং বহুমূল্যং অধরং নীলবস্ত্রমিব উপ কর্মধা। নীলপদ্ম। ভ্রমর (পুং) মধুকর।

ইন্দি (জী) ইন্দি-ইন্-বা জীপ্। ইন্দী। লক্ষ্মী।

ইন্দিন্দির (পুং) ইন্দি-কিরচ্-নিপাং। মধুপ, ভ্রমর। (ইন্দি-নিরোহনী রোলায়া দ্বিরেকোহস্ত ষড়্ভুজঃ। হেম ৪। ২৭৮)

ইন্দিরা (জী) ইন্দি-কিরচ্-টাপ্। লক্ষ্মী।

ইন্দিরামন্দির (পুং, ক্রী) ইন্দিরায়াঃ মন্দিরং আশ্রয়ইব। বিষ্ণু।

ইন্দিরালয় (পুং, ক্রী) ইন্দিরায়াঃ আলয়ঃ ভূতং। পদ্ম, নীলোৎপল।

ইন্দিরাবর (ক্রী) ইন্দিরায়াঃ ত্রিমাঃ বরং প্রিয়ং। নীলোৎপল, নীলপদ্ম।

ইন্দিবর (ক্রী) ইন্দেলক্ষ্ম্যাঃ বরং প্রিয়ং। নীলপদ্ম।

ইন্দীবর (ক্রী) ইন্দি জীপ্-ইন্দী তত্শাঃ বরং বরণীয়ং প্রিয়ং। ১ নীলপদ্ম। ২ সাধারণ উৎপল। ৩ পদ্মলতা। (ইন্দীবরঘন-জ্ঞানং রামং কমললোচনম্। রামায়ণ।)

ই(ন্দি)ন্দীবরী (জী) ইন্দীবরমন্ত্যন্তাঃ অর্শ আদিভ্যঃ অচ্- (পা ৫। ২। ১২৭) ইতি অচ্-ভীষ্। শতমূলী, ইহার পুষ্প নীলপদ্ম সদৃশ বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ইন্দীবরনী (জী) ইন্দীবরাণাং সমূহঃ তন্ত সমূহঃ, (পা ৪। ২। ৩৭।) ইতি ইনি ভীষ্। পদ্মলতা।

ইন্দীবর (পুং) নীলপদ্ম।

ইন্দু (পুং) উনতি অমৃতধারয়া ভুবং ক্লিমাং করোতি উন্ড (উন্ডেরিচ্চাদেঃ। উণ্ ১। ১৩। উন্ডধাতুর উত্তর উ এবং উকারের স্থানে ইৎ (ই) হয়। ইতি উ)। ১ চন্দ্র। (গ্রন্থতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়। শৃঙ্গারতিলক।) ২ মৃগশিরা নক্ষত্র, ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র। ৩ একসংখ্যা বোধক। ৪ কপূর।

ইন্দুক (পুং) ইন্দু-ইবার্থে ক। অশ্লিষ্টকবুক।

ইন্দুককা (জী) ইন্দোচ্চন্দ্রস্ত ককা। রাশিচক্রস্থ চন্দ্র-মণ্ডল। চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ ৩২৪০০০ বোজন।

ইন্দুকমল (ক্ৰী) ইন্দুরিব গুৰু কমন উপ কৰ্মধা। গুৰুপদ্য।
ইন্দুকলা (ক্ৰী) ইন্দোঃ কলা অংশঃ। চন্দ্ৰেৰ ১৬ ভাগেৰ
 এক ভাগ। পূৰ্বা ১ বশা ২ জুমনসা ৩ রতি ৪ প্রোপ্তি ৫
 ধৃতি ৬ ঋদ্ধি ৭ সৌম্য ৮ মরীচি ৯ অংগমালিনী ১০ জজিরা
 ১১ শশিনী ১২ ছায়া ১৩ সম্পূৰ্ণমণ্ডলা ১৪ তুষ্টি ১৫ অমৃত
 ১৬, এই ১৬ টীৰ এক একটিকে ইন্দুকলা বা চন্দ্ৰকলা বলে।
 কালমাধবীৰপ্তে লিখিত আছে—

চন্দ্ৰেৰ প্ৰথম কলা অগ্নি পান করেন, দ্বিতীয়কলা সূৰ্য্য,
 ৩য় কলা বিশ্বদেবগণ, ৪র্থ কলা বরুণ, ৫ম কলা বহুত্কার।
 ৬ষ্ঠ কলা ইন্দু। ৭ম কলা অগ্নীয় ঋষিগণ। ৮ম কলা বিষ্ণু।
 ৯ম পক্ষীয় ১০ম কলা যম। ১১ম কলা বায়ু। ১২শ কলা উষা।
 ১২শ কলা অগ্নিষাভাদি পিতৃগণ। ১৩শ কলা কুবের।
 ১৪শ কলা শিব। ১৫শ কলা ব্রহ্মা। ১৬শ কলা সৰ্বদাই
 জলে প্ৰবিষ্ট থাকে। এইজন্ত অমাবস্তাৰ দিনে চন্দ্ৰ দেখা
 যায় না, ঐ দিন চন্দ্ৰ ওষধিতে পৰিণত হন। অনন্তৰ ঐ ওষধি
 গোৰুতে ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও স্নতের উৎপত্তি হয়, সেই
 দুগ্ধ স্নতাৰি দ্বাৰা ব্ৰাহ্মণেরা যজ্ঞাদি করেন, সেই যজ্ঞের ফল
 অমৃত উৎপত্তি। ঐ অমৃতে পুনৰায় চন্দ্ৰকলা পূৰ্ণ হয়।

ইন্দুকলাবটিকা। বৈদ্যোক্ত ঔষধ বিশেষ। শিলাজতু,
 লোহ, স্বর্ণ, প্ৰত্যেক সমভাগে লইয়া বাবুই তুলসীর রসে
 মাড়িয়া ১ রতি ওজনে এক একটা বটিকা কৰিবে। ইহা
 মসূৰিকা, বিস্ফোটক, লোহিত জ্বর ও সৰ্বপ্ৰকাৰ ত্ৰণ ও বসন্ত-
 রোগে বিশেষ উপকারী।

ইন্দুকলিকা (ক্ৰী) ইন্দুরিব শুভ্রা কলিকা যন্তাঃ বহুব্ৰী।
 ১ কেয়াফুল। স্বাৰ্ধে কন্। ২ চন্দ্ৰকলা।

ইন্দুকান্ত (পুং) ইন্দুঃ কান্তঃ মনোজ্ঞঃ যন্ত বহুব্ৰী। চন্দ্ৰকান্ত
 মণি। চন্দ্ৰ উদয় হইলে ঐ মণি উজ্জ্বল হয়।

ইন্দুকান্তা (ক্ৰী) ইন্দুঃ কান্তঃ পতিঃ যন্তাঃ বহুব্ৰী। ১
 রাজি। ইন্দুঃ কান্তইব প্ৰকাশকণাঃ যন্তাঃ। ২ কেয়া।

ইন্দুকান্তা (ক্ৰী) ইন্দোঃ কান্তা। রাজি। চন্দ্ৰপ্ৰিয়া, যোহিণী।

ইন্দুকয় (পুং) ইন্দোঃ কয়ো যজ্ঞ বহুব্ৰী। অথবা ইন্দুঃ
 ক্ষীয়তেহত্ৰেতি ক্ষি-অধিকরণে অচ্। অমাবস্তা। ঐ দিন
 চন্দ্ৰ দেখা যায় না। চন্দ্ৰেৰ কয়।

ইন্দুজ (পুং) ইন্দোঃ জায়তে-ইন্দু-জন-ড। তারার গৰ্ভে
 চন্দ্ৰকৰ্ত্ত্বক উৎপাদিত বুধগ্রহ। চন্দ্ৰ রাজস্বয়যজ্ঞ কৰাতে ধনগৰ্ভে
 বিবেকশূন্ত হইয়া বৃহস্পতির জ্বী তারাকে হরণ কৰিলেন।
 দেবগণ ব্ৰহ্মার নিকট ঐ কথা জানাইলে, তিনি স্বয়ং আসিয়া
 তারাকে লইয়া পুনৰায় বৃহস্পতিকে দিলেন। অনন্তর
 বৃহস্পতি তারাকে গৰ্ভবতী দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমার

বাচীতে থাকিরা এ গৰ্ভ কখনই রাখিতে পারিবে না। তারা
 স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গৰ্ভস্থ পুত্ৰকে প্ৰসব কৰিয়া
 শরত্ত্তে নিক্ষেপ কৰিলেন। সন্ধ্যাপ্ৰস্থত জুয়ার শরত্ত্তে
 পতিত হইবামাত্র জলন্ত অগ্নির দ্বাৰা দীপ্তি পাইতে লাগিল।
 তাহার রূপে দেবতারাও হার মানিল। ব্ৰহ্মা তারাকে
 জিজ্ঞাসা কৰিলেন, এ পুত্ৰটি কাহার? বৃহস্পতির না
 চন্দ্ৰেৰ? তারা অতি কষ্টে—লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলেন,
 এ পুত্ৰটি চন্দ্ৰেৰ। তখন চন্দ্ৰ ঐ পুত্ৰটিকে গ্ৰহণ কৰিলেন,
 তাহার নাম বুধ রাখিলেন। (হরিবংশ ২৬ অঃ।)

ইন্দুজনক (পুং) ইন্দোশ্চন্দ্ৰজ জনকঃ। ১ অজিমুনি (অজি-
 জাত শব্দ দেখ।) ২ সমুদ্র। সমুদ্রমহানে চন্দ্ৰেৰ উৎপত্তি
 হয়। (ভারত আদি ১৮ অধ্যায়।)

ইন্দুজা (ক্ৰী) ইন্দোজাতা ইন্দু-জন-ড টাপ্। নৰ্মদা নদী।
 [নৰ্মদা দেখ।]

ইন্দুপুত্ৰ (পুং) ৬তৎ। বুধগ্রহ। [ইন্দুজ দেখ।]

ইন্দুপুষ্পিকা (ক্ৰী) ইন্দুরিব গুৰু পুশ্ণঃ যন্তাঃ বহুব্ৰী।
 বিষলাঙ্গলা, কলিকার গাছ।

ইন্দুভ (ক্ৰী) ৬তৎ। ১ মৃগশিরা নক্ষত্ৰ। ২ ঐ নক্ষত্ৰেৰ
 দেবতা চন্দ্ৰ। ৩ কৰ্কট রাশি।

ইন্দুভা (ক্ৰী) ইন্দুনা ভাতি ভা-ড আপ্ তৎ। ১ কুমুদিনী।
 ২ চন্দ্ৰকিরণ।

ইন্দুভূষণ (পুং) ইন্দুনা ভূষতি ৩তৎ। মীলপদ্য।

ইন্দুভূৎ (পুং) ইন্দুঃ বিভক্তি ইন্দু-ভূ-কিপ্। মহাদেব।
 ইনি সৰ্বদাই চন্দ্ৰকলা কপালে ধারণ করেন।

ইন্দুমণি (পুং) ইন্দুকান্তঃ মণিঃ শাকতৎ। ১ চন্দ্ৰকান্ত
 (ইন্দুপ্ৰিয়ো মণিঃ, ইন্দুরিব শুভ্ৰোমণিৰ্বা কৰ্মধা) ২ মুক্তা।

ইন্দুমণ্ডল (ক্ৰি) ইন্দোর্মণ্ডলং ৬তৎ। চন্দ্ৰবিধ, মণ্ডলাকার
 পদার্থ। চন্দ্ৰমণ্ডল পরিমাণে ৪৮০ যোজন।

ইন্দুমৎ (ক্ৰি) ইন্দুৰিধ্যতেহত্ ইন্দু-মতুপ্। ১ রাজি।
 ২ শিব। ৩ ময়ূর। ৪ পূৰ্ণিমা।

ইন্দুমতী (ক্ৰী) প্ৰশস্তঃ ইন্দুৰিধ্যতে যস্য ইন্দু-মতুপ্।
 ১ পূৰ্ণিমা। ২ অজরাজের পত্নী বিদৰ্ত্তরাজার ভগিনী। রাজা
 দশরথের মাতা।

ইন্দুমৌলি (পুং) ইন্দুঃপ্ৰীতিজনকতয়া মৌলৌ শিরসি যন্ত
 বহুব্ৰী। মহাদেব। ইনি চন্দ্ৰেৰ তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সৰ্বদাই
 তাহার কলা যন্তকে ধারণ কৰিতেছেন। (কাশীখণ্ড।)

ইন্দুর (উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ।) সুষিক। ইছর।

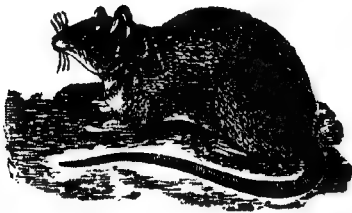
ইন্দুর নানাজাতীয়। দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰের
 ইন্দুর দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় পঞ্চাশ প্রকার ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ইকড়িরা, কালা, ডাঁস, নেপালী, গাছুরা, সাদাপেটা, পাহাড়িরা, কাল জেলকা, চিতাজেল, চিকা, জলজেলকা, মেতা জেলকা, বৈকো, নেংটা ইত্যাদি অধিক।

১। ইকড়িরা ইন্দুর (*Mus bandicoota*) ইহার গাভের উপরটা দেখিতে কতকটা পিঙ্গলবর্ণ, মাঝে মাঝে কএক গাছি কাল কাল চুলও আছে, নীচের দিক ধূসরবর্ণ। লাদুল ব্যতীত দেহের আরতন প্রায় ১৫ ইঞ্চি, লাদুল ১৩ ইঞ্চি। এই জাতির জীৱ ১২টা করিয়া স্তন আছে। সিংহলে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে ও মালায়ে এই ইন্দুর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় কখন কখন দুই একটা দেখা গিয়াছে। ইহার দেয়ালে ও গৃহের ভিত্তিতে গর্ত করে, তাহাতে গৃহের অনেক অনিষ্ট হয়।

২। কালা ইন্দুর (*Mus rattus*) ইহার উপর দিক ধূসরবর্ণ, নীচের দিক পাংশুবর্ণ। দেহের আরতন প্রায় ৭ ইঞ্চি, লাদুল তদপেক্ষা বড়। সাহেবেরা বলেন, এই ইন্দুর যুরোপ হইতে জাহাজে করিয়া এদেশে আসিয়াছে, কারণ যে স্থানে জাহাজ লাগে সেই সেই উপকূলে এই ইন্দুর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মতে, এ ইন্দুর এদেশীয় বলিয়া বোধ হয়, মহর্ষি সূত্রতের 'কৃষ্ণ' অথবা 'মহাকৃষ্ণ' এই কালা ইন্দুর হইতে পারে।

৩। ডাঁস ইন্দুর (*Mus decumanus*) উপর দেখিতে পাংশুযুক্ত কপিলবর্ণ, মধ্যে মধ্যে হলুদে। কাণ ছোট, তাহাতে হলুদে ডোরা। নিম্নভাগ পাংশুবর্ণ।



এই ইন্দুর ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। স্তনা যায় পারস্তও নাকি ইহার বড় উপদ্রব করে। পূর্বে এই ইন্দুর বিলাতে ছিল না। এখন জাহাজে করিয়া তথায় গিয়াছে। এই ইন্দুরের আগমনে বিলাতের কৃষ্ণ ইন্দুরবংশ প্রায় এককালে ধ্বংস হইয়াছে। ইহার সবই খায়। পায়রা, ছোট ছোট মূর্গা, বিশেষতঃ পাখীর ডিম খাইতে বড় ভালবাসে।

৪। নেপালী ইন্দুর—এই ইন্দুর কেবল নেপালে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে উপর ভাগ পিঙ্গলবর্ণ মধ্যে

যথেষ্ট লাল আভা। ইহার লোম বড় নরম। লাদুল ও দেহের আরতন প্রায় ৬ ইঞ্চি।

৫। গাছুরা ইন্দুর (*Mus rufescens*) দেখিতে উপরিভাগ অন্ন পিঙ্গল, নিম্নভাগ সাদা, মধ্যে মধ্যে কালার ফিটুটি। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখা যায়। দেহের আরতন প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি, লাদুল আরও কিছু বড়।

ইহার অধিকাংশই গাছে বাস করে। কোন কোন স্থানে কড়িকাঠে গর্ত করিয়া থাকিতে দেখা যায়।

৬। সাদা পেটা ইন্দুর (*Mus niviventer*) এই জাতির দেহ প্রায় ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে; লাদুল আরও কিছু বড়। নেপাল ও দার্জিলিংয়ের প্রায় ঘরে ঘরে এই ইন্দুর দেখা যায়।

৭। পাহাড়িয়া ইন্দুর (*Mus homourus*) উপর ভাগ পিঙ্গলবর্ণ, মাঝে মাঝে কাল আভা, নিম্ন ভাগে সাদা। দেহের আরতন সাড়ে তিন ইঞ্চি। লাদুলও তাই। এই জাতির জীৱ আটটা করিয়া স্তন থাকে। ইহার পজাব হইতে দার্জিলিংয়ের মধ্যে সমুদ্র হিমালয় প্রদেশে বাস করে।

৮। চিকা—এই জাতি সূত্রতোক্ত চিকির বলিয়া বোধ হয়। ইহার বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাকুলের স্থানে স্থানে বাস করে। ইহাদের গায়ে ছাঁচার ভাষা দুর্গন্ধ থাকে।

[ছাঁচ দেখ।]

৯। বৈকু ইন্দুর (*Gerbillus Indicus*) ইহার উপর ভাগ দেখিতে মৃগশাবকের গায়ের মত, দুই পার্শ্ব কাল,—নিম্নভাগ সাদা। মস্তক ও দেহ একত্রে ৭ ইঞ্চি, লাদুল ৮ ইঞ্চি। এই ইন্দুর ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও সিংহলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেই কিছু অধিক। বিস্তীর্ণ মাঠ অথবা বালুকাময় স্থানেই প্রায় গর্ত করে। এই গর্ত মাটির দুই তিন ফুট নীচেই হইয়া থাকে। এই গর্তের মধ্যে এক ফুট আন্ডাজ এক একটা শুক ঘাসযুক্ত বাসা থাকে। ইহার শত্রু, বীজ, ঘাস ও বৃক্ষমূল খায়। এই জাতীয় জীৱ এককালে ৮ হইতে ২০টা পর্য্যন্ত ছানা পাড়ে। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে হরণা মূষ কহে।

মহর্ষি সূত্রত ১৮ প্রকার ইন্দুরের উল্লেখ করিয়াছেন—

“লালনঃ পুত্রকঃ কৃষ্ণো হংসিরশ্চিকিরস্তথা।

ছুক্ষরোহলসশ্চৈব কষায়দশনোহপি চ॥

কুলিকশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথা।

কোকিলোহরুণসঙ্গঃ মহাকৃষ্ণস্তথোন্দুরঃ॥

শ্বেতেন মহতা সার্কং কপিলেনাধুনা তথা।

মূষিকশ্চ কপোতাত্তত্থৈবাটাদশ স্তথাঃ॥”

সূত্রত-কল্পস্থান ৬ অঃ।

১ লালন, ২ পুত্রক, ৩ কৃষ্ণ, ৪ হংসির, ৫ চিকির, ৬ ছুছন্দর, ৭ অলস, ৮ কষায়দর্শন, ৯ কুলিক, ১০ অজিত, ১১ চপল, ১২ কপিল, ১৩ কোকিল, ১৪ অরুণসঙ্গ, ১৫ মহাকৃষ্ণ, ১৬ শ্বেত, ১৭ মহাকপিল, ১৮ কপোত।

সুশ্রুতের মতে, ১ লালনের বিবে লালান্দ্রাব, হিষ্কা ও বমন হয়, তাহাতে নটে-শাকের কক মধু দিয়া সেবন করাইবে।

২ পুত্রকের বিবে শরীর অবসন্ন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, ইন্দুর ছানার মত গ্রহি জন্মে। তাহাতে শিরীষ ও ইন্দুরী শিলায় বাটিয়া মধুযোগে খাইতে দিবে।

৩ কৃষ্ণ ইন্দুরের বিবে সচরাচর (বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে) রক্ত বমন হয়। ইহাতে শিরীষ ফলের ও কুড়ের রস কিংগুক ভস্মযোগে পান করাইবে।

৪ হংসির বিবে অঙ্গে অরুচি, জ্বন্তন, শরীর লোমাঞ্চ ও দস্তর্ঘর্ষণ হয়। তাহাতে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া আরম্ভাদি পান করাইবে।

৫ চিকিরের বিবে মাথার যাতনা, শোক, হিষ্কা ও বমি হয়। ইহাতে বিড়ে, ময়নাফল ও অক্কোটের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। পূর্বের মত চিকিৎসা করিবে।

৬ ছুছন্দর (ছুঁচার) বিবে মলভঙ্গ ও গ্রীবা স্তম্ভিত হয়, সর্কদাই হাই উঠে। ইহাতে গোরক্ষ, যবক্ষার ও বৃহতীর ক্ষার সেবন করাইবে।

৭ অলসের বিবে গ্রীবাস্তম্ভ, বায়ুর উর্দ্ধগতি, দংশস্থানে ব্যথা ও জ্বর হয়। ইহাতে স্তত ও মধু সহযোগে মহাগদ চাটিতে দিবে।

৮ কষায়-দন্তের বিবে নিদ্রা, হৃদয়ে শোষ ও শরীর কুশ হয়। ইহাতে শিরীষের সার, ফল ও ছাগ মধু দিয়া চাটিতে দিবে।

৯ কুলিকের বিবে দংশস্থানে ব্যথা, ফুলা ও দীর্ঘ রেখা হয়। ইহাতে শ্বেত ও কৃষ্ণ নিসিন্দা, যুগানি, মাসানি মধু সংযোগে খাইতে দিবে।

১০ অজিতের বিবে বমী, মুচ্ছা, হৃদয়ে বেদনা এবং চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে মনসার আঠার সহিত কাল তেউড়ি পিষিয়া মধু সংযোগে চাটিতে দিবে।

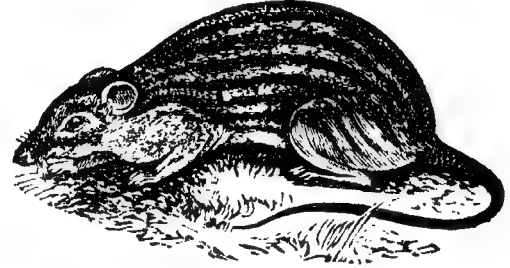
১১ চপলের বিবে তৃষ্ণা বমী ও মুচ্ছা হয়। তাহাতে দেবদারু ও ত্রিফলা মূলের সহিত মধু সংযুক্ত ত্রিফলা চাটিতে দিবে।

১২ কপিলের বিবে দংশিত স্থানে ক্ষত হয়, শরীরে গ্রহি জন্মে এবং জ্বর হয়। ইহাতে ত্রিফলা, অপরাঞ্জিতা ও পুনর্বা মধু সংযোগে চাটিতে দিবে।

১৩ কোকিলের বিবে শরীরে উগ্রগ্রহি অগ্নিদ্রা থাকে, অতিশয় জ্বর ও দাহ-হয়। ইহাতে ডেক ও নীলগাহের কাথে স্ততপাক করিয়া পান করাইবে।

১৪ অরুণের বিবে বায়ু কুপিত হইয়া বাত জন্ম, ১৫ মহাকৃষ্ণ বিবে পিত্ত জন্ম, ১৬ শ্বেতের বিবে কক জন্ম, ১৭ মহাকপিলের বিবে রক্ত জন্ম এবং ১৮ কপোতের বিবে উক্ত চারি প্রকার দোষে নানা প্রকার পীড়া হয়। এই পাঁচ প্রকার ইন্দুরের বিব শাস্তির জন্ত সুশ্রুত এই ঔষধটী ব্যবস্থা করিয়াছেন—দধি, দুগ্ধ ও স্তত প্রত্যেকে দুই সের, পরে করঞ্জ, সৌদাল, ত্রিকটু, বৃহতী প্রত্যেক ১ ভাগ এবং শালপানী দুই ভাগ লইয়া এইগুলির কাথ করিবে। তেউড়ী, তিল, গুলঞ্চ, বঙ্গ, মৃত্তিকায়ুক্ত গুগ্গুল, কপিথ ও দাড়িমের ছাল এইগুলি পিষিয়া পূর্বোক্ত কাথের চতুর্থাংশ থাকিতে সকল এক সঙ্গে মিশাইয়া মুহু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ অমোঘ।

বার্ষরীতে এক প্রকার ইন্দুর দেখা যায়, তাহাদের দেখিতে



বেশ। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে সাদা সাদা রেখা টানা।

ইন্দুরের শুক্রে বিব। বস্ত্রাদিতে ইন্দুরের মুত্র লাগিলে সেই স্থান ক্রমে পচিয়া যায়।

ইন্দুরকে সামান্য জন্তু ভাবিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যে বাণিজ্য ও কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্ত বর্ষে বর্ষে কত প্রকার নিয়ম উদ্ভাবিত হইতেছে, এই সামান্য জন্তু হইতে তাহার কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা ভার।

এই সামান্য জীবের ভয়ঙ্কর হিংস্রক প্রকৃতির প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ইহার আত্মপক্ষের স্বজাতীয়ের সহিত বিবাদ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করে, এই যুদ্ধে বাহারা বিনষ্ট তাহারা অপরের ভক্ষ্য হইয়া থাকে। একদল শত শত ইন্দুর একত্রে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। নরওয়ে দেশে এক জাতীয় ইন্দুর আছে, তাহারা আরও ভয়ানক। যদি কেহ ঐ ইন্দুর ধরিবার জন্ত কল পাতিয়া রাখে, আর ঐ কলে ইন্দুর ধৃত হয়, তাহা হইলে অপর ইন্দুরেরা ঐ ধৃত ইন্দুরকে মারিয়া ফেলে ও তাহার সমস্ত রক্ত পান করে।

ধৃতকারী কিছুতেই সেই ইন্দুরকে রক্ষা করিতে পারে না। বিড়াল, কুকুর, বেকী প্রভৃতির সহিতও ইন্দুরের যুদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইন্দুরেরা বিড়াল, কুকুর ও বেকীকে অবধি বিনাশ করে। বিলাতে এক প্রকার ইন্দুর আছে; তাহারা যুগ্ম শিশুর রক্ত পান করে। শুনা যায়, বিলাতের নিউগেট কারাগার হইতে চারি জন কয়েদী পলাইবার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রি; পলাইবার সময় কতকগুলি ইন্দুর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কোন ইন্দুর কাহার বা পায়ে ধরিল, কোনটা বা গায়ে উঠিল। এইরূপে কয়েদীদিগকে বড়ই ভয় করিল। তাহারা কোথায় চুপি চুপি পলাইতেছিল, এখন বিষয় বিভ্রাট দেখিয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। নিকটস্থ প্রতিবাসীরা আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল। এখন তাহারা পুনরায় কারাগারে বাইতে কষ্ট বোধ করিল না।

ইন্দুর নারিবার উপায়—খানিকটা ময়দা লইয়া মধুতে মিশ্রণ, তাহাতে অল্প পরিমাণে বাঁড়ের গোবর দিয়া কাই কাই কর। তৎপরে ছোট ছোট চাক্তি করিয়া ইন্দুর গর্তে দিবে। ইহাতে নিশ্চয় ইন্দুর মরিবে।

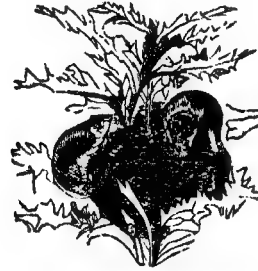
অথবা ভাল আর্সেনিকের গুঁড়া ও টাটকা মাখন জৈ ও মধুতে মিশাইয়া কাই কাই করিবে। যেখানে যেখানে সন্দেহ ইন্দুর যাতায়াত করে, সেই সেইখানে ছড়াইয়া রাখিবে। উহা পাইলেই ইন্দুরেরা থাইতে থাকে, কেহ কেহ সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ জিনিষ প্রস্তুত করিয়াই হাত ধুইয়া ফেলিবে। কারণ এ বিষাক্ত জিনিষে সহজেই অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

নক্সভমিকা ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া ইন্দুরকে থাইতে দিলে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয়। গন্ধকের গন্ধ ইন্দুরেরা সহ্য করিতে পারে না, এইজন্য অনেকে ইন্দুরের গর্তে গন্ধক পোড়াইয়া ইন্দুর বিনাশ করিয়া থাকে।

ঔষধ—ইন্দুর মাংস এক ছটাক, সর্বপ তৈল এক পোয়া, এক সঙ্গে অগ্নিতে চাপাইয়া ঐ মাংস ভাজা ভাজা হইলে নামাইবে। ঐ তৈল শুদ্ধভ্রংশ রোগে মালিস করিলে সত্ত্বর আরোগ্য হয়।

বাণিজ্য—ইন্দুরের ছাল ও দাঁতের বাণিজ্য হইয়া থাকে। ইন্দুরের চামড়ায় বিবিধের দস্তানা হয়। দাঁতে ছোট ছোট বোতাম হইয়া থাকে। লোম বড় বড় সাহেবের টুপিতে স্নেহ, এইজন্য ইন্দুর মারার ব্যবসা চলিত আছে। একবার পার্লিনগরের একটা নর্দমায় ১০ পক্ষের মধ্যে ছয় লক্ষ ইন্দুর মায়া হইয়াছিল।

ইন্দুরের বাসা—বাবুই পাখী যেমন গাছে বাসা করে, বিলাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ইন্দুর আছে, তাহারাও সেইরূপ গাছের উপর লতাপাতার গোলাকার বাসা করিয়া থাকে। বাসাটা এমনি ভাবে করা যে কেহ তাহার পথ খুঁজিয়া পার না। বাসকেরা কোন প্রকার ফল বা অন্য কিছু মনে করিয়া



ছিঁড়িয়া লয়। পরে ঐ গোলাকার বাসাটা গড়াইয়া খেলা করে। বাসাটা ফাটিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাতে পর পর এক একটা বর রহিয়াছে, প্রত্যেক বরে ছোট ছোট চক্ষুহীন ইন্দুর শিশু শুইয়া আছে। বরগুলির মধ্যে একটা পথ থাকে। বোধ হয় উহাতে যাতায়াত হয়।

পৃথিবীর নানা দেশের লোকে ইন্দুর খাইয়া থাকে। এদেশের সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি, আফ্রিকা, চীন, নেপাল, কালিফোর্নিয়া, ফ্রান্স, মাল্টা ও ইংলণ্ডের কেহ কেহ ইন্দুর খাইয়া থাকে। ফ্রান্সের পার্লিনগরে কোন কোন খেতাজিনী সাধ করিয়া ইন্দুরের খোল খান।

ইন্দুরত্ন (ক্লী) ৬তৎ বা ইন্দুরিব শুভ্রং রত্নং। মুক্তা। মুক্তার দেবতা চন্দ্র এবং ইহা চন্দ্রের স্তায় সাদা এই জন্য মুক্তাকে ইন্দুরত্ন বলে।

ইন্দুরাজ (পুং) ইন্দুনা রাজতে ইন্দুরাজ-কিপ্ ৩তৎ। চন্দ্রকান্ত মণি। ২ কুমুদ।

ইন্দুরেখা } (ক্লী) ইন্দোর্লেক্বেব লেখা। রত্ন লক্ষ ৬তৎ।
ইন্দুলেখা } ১ চন্দ্রকলা। ২ সোমলতা।

ইন্দুরিণীপাণা এক জাতীয় পান। (Salvinia cucullata)। এই পান ছোট হয়। পুরাতন পুস্তকিণী বা জলার উপর ভাসিতে দেখা যায়। তেনেসিরিমে ইহা বিস্তর জন্মে। ইহাকে কেহ কেহ ইন্দুরকাণী বলে।

ইন্দুরকাণী [ইন্দুরিণীপানা দেখ।]

ইন্দুলোক (পুং) ইন্দোর্লোকঃ ৬তৎ। চন্দ্রলোক।

ইন্দুলোহক (ক্লী) ইন্দোর্লোহং স্বার্থে-কন্। মৌপ্য, শুভ্রবর্ণ লোহা। চন্দ্রদোষ শাস্তির জন্য ঐ লোহা দান করিতে হয়।

ইন্দুলোহ (ক্লী) ৬তৎ। লোহ ধাতু।

ইন্দুবটী শিলাজতু, অত্র, লৌহ, প্রত্যেক এক ভাগ, বর্ণ সিকি ভাগ, সমুদ্র একত্রে মাড়িয়া কাকমাছি, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা কাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ১টা বটিকা সেবনীয়।

এই ঔষধ সেবনে কর্ণাসাদি রোগসমূহ, নানা প্রকার বাতজ ব্যাধি এবং বিংশতি প্রকার মেহ রোগ দূর হয়।

ইন্দুবদনা (জী) ছন্দঃ বিশেষ। *। ইন্দুবদনা জঙ্গমনৈঃ সগুহ-মুগৈঃ। বৃত্তরত্নাকর। বাহাতে একটা ভ-গণ, একটা জ-গণ, একটা স-গণ, একটা ন-গণ এবং শেষের দুইটা গুরু অর্থাৎ গ-গণ থাকে তাহাকে ইন্দুবদনা বলে।—ভ।—জ।—স।—ন।—গ।—গ।

ইন্দুবল্লী (জী) ইন্দোবল্লী ৬তং। সোমলতা।

ইন্দুবার (পুং) ইন্দোঃ বারঃ ৬তং। নীলতাজকোক্ত বর্ষলগ্ন হইতে (৩, ৬, ৯, ১২) স্থানের অস্তস্থান, সমস্ত গ্রহ-গণের অবস্থান রূপ যোগবিশেষ। ২ মোমাছি।

ইন্দুব্রত (স্ত্রী) ইন্দুলোকার্থং ব্রতং শাক্ততং। চান্দ্রায়ণ। এই ব্রত করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। সর্ক পাপ যায়।

ইন্দুশেখর (পুং) ইন্দুঃ শেখরে যত বহত্বী। মহাদেব।

ইন্দুশেখর রস শিলাজতু, অত্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে একত্র মর্দন করিয়া ভূম্বরাজ, অর্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুরটীর ছালের রসে ভাবনা দিবে; মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে গর্ভিণীর অর, শ্বাস, কাশ, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহিণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্ত ও দুর্বলতা নিবারণ হয়।

ইন্দুর (পুং) (উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ) মুষিক, ইন্দুর। [ইন্দুর দেখ।]

ইন্দোর মালোয়ায় একটি বিস্তীর্ণ রাজ্য। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া রাজ্য, পূর্বে দেবাস, ধাম ও নিমার জেলা, দক্ষিণে খাম্বেশ এবং পশ্চিমে বাক্কানি ও ধার। অক্ষা° ২১°২৪' হইতে ২৪°১৪' পূঃ মধ্য, দেশা ৭৪°২৮' হইতে ৭৭°১০' পূঃ মধ্য। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে ১২০ মাইল। নর্মদা নদী ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

ইহার প্রধাননগর রামপুর, তানপুর, চান্দবার, মেহিদপুর, ধী। এই রাজ্য হোলকের অধীনে। এখানে অধিকাংশই ভীল জাতির বাস। এখানে ১৮৮১-৮২ মধ্যে প্রায় ১০৭টা বিদ্যালয় হয়। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক খরচ প্রায় পঁয়তালিশ হাজার টাকা।

এখানকার মহারাজের বৃতীশ পবর্নমেন্টের নিকটে ১১টা করিরা ভোপ বরাদ্দ আছে। নিজ রাজ্যে ২১টা করিরা ভোপ পান।

ইন্দোর ইন্দোর রাজ্যের প্রধাননগর। প্রাচীন শিল্প-লিপিতে ইহার নাম ইন্দ্রপুর পাওয়া যায়। অক্ষা° ২২°৪২' উঃ, দেশা ৭৫°৫৪' পূঃ মধ্য;—কটকী নদীর উপকূলে অবস্থিত। অহল্যাবাই এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এখনও ইহা ইন্দোর-মহারাজের রাজধানী।

এই নগরটা সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফিট উচ্চে। এখানে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে 'রাজকুমার কলেজ' প্রধান, এই কলেজে কেবল রাজপুত্রগণ অধ্যয়ন করেন।

এখানকার লালবাগ নামক উদ্যান দেখিবার জিনিষ। গ্রীষ্মকালে ইন্দোরের মহারাজ ঐ উদ্যানে অবস্থান করেন।

লোকসংখ্যা (১৮৮১ সালে) ৭৫৪০১। তন্মধ্যে ৫৭২০৪ জন হিন্দু।

ইন্দ্র (পুং) ইদি পরমৈশ্বর্যে রন্থ (ঋজ্জ্জোত্র...বনুরামালাঃ। উণ্ ২। ২৮। ঋজ্জ, ইন্দ্র, অগ্র, বজ্র, বিশ্র, কুজ, চূড়, সুর, থুর, ভদ্র, উগ্র, ভের, মের, শুক্র, শুক্ল, গৌর, বন, ইরা, মালা, এই ১১টা রন্থ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) শত্রু, দেবরাজ।

বেদোক্ত প্রাচীন দেবতা। বৈদিক ঋষিগণ যে সকল দেবতার আরাধনা করিতেন, তন্মধ্যে ইন্দ্র প্রধান। ঋক-সংহিতার মতে ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর পুত্র। ("নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবযোতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ।" ঋক ১০। ২০১। ১২)

তাহার মাতা তাঁহাকে সহস্রমাস ও অনেক বর্ষ গর্ভে ধারণ করেন। (ঋক ৪। ১৮। ৪) তৎপরে তিনি বীর্ঘ্যে পূর্ণ হইয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সময় ইন্দ্রের মাতা প্রমত্ত হইয়া উঠেন। (ঋক ৪। ১৮। ৫-৮)।

ইন্দ্র আপন পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। [ঋক ৪। ১৯। ১৩, তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬। ১। ৩৬ দেখ।]

অথর্বসংহিতায় ইন্দ্রের মাতার নাম একাষ্টকা উক্ত হইয়াছে—

“একাষ্টকা তপসা তপ্যামা

জজান গর্ভমহিমানমিচ্ছম্।

তেন দেবা অসহস্র শত্ৰু

হস্তা দহ্যনামজবৎ শতীপতিঃ ॥ অথর্ব ৩। ১০। ১২।

একাষ্টকা ষোড়শতর তপস্তা করিয়া মহিমান্ ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করেন। তাহার দ্বারা দেবগণ শত্রুদিগকে আক্রমণ করেন। শতীপতি দহ্যদিগের হস্তা হইরাছিলেন।

ঋক্সংহিতায় এক স্থলে লিখিত আছে, সোম ইন্দ্রের জনক। (সোম.....জনিতা ইন্দ্রস্ত। ঋক্ ৯।৯৬।৫) পুরুষ সূক্তের মতে, ইন্দ্র অগ্নির সহিত পুরুষের যুগ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। (মুখাদিক্স্যশ্চাশ্বিনী প্রাণাষায়ুরজারত।) ঋক্সংহিতায় মতে ইন্দ্র একজন আদিত্য, কিন্তু ষাটশ আদিত্য হইতে ভিন্ন।

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে, ইন্দ্র প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হন। [শতপথ ১।১।১।১৫।]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, “প্রজাপতির্দেবানুরান-মুজ্জত। স ইন্দ্রমপি ন অনুজত। তং দেবা অক্রবমিস্ত্রং নো জনয় ইতি। সোহব্রবীক্ষথাহং যুগ্মান্তপসাহস্বকি এব-মিস্ত্রং জনয়ধ্বমিতি। তে তপোহতপাস্ত। তে আশ্বনীজ্রম-পশ্চন্। তমক্রবন্ জায়স্ব ইতি। সোহব্রবীৎ কিম্ ভাগধেয়মভি-জনিষ্যে ইতি। ঋতুং সধৎসরান্ প্রজাঃ পশুন্ ইমান্ লোকানিত্যক্রবন্।”

প্রজাপতি দেব ও অশ্বরগণকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন না। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ইন্দ্রকে উৎপাদন করুন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপে তাঁহাকে উৎপাদন কর। তাঁহারা তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রকে তাঁহারা আপনাতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, ‘জন্মাও’। তিনি বলিলেন, কিরূপ ভাগ্যে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ বলিলেন, ঋতু, বৎসর, প্রজা, পশু এবং ইহলোকাদিতে।”

উক্ত শ্রুতির অন্তস্থলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে উৎপাদন করেন এক্রপও লিখিত হইয়াছে। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২। ২ ইত্যাদি।]

ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী (ঋক্ ১।২২। ১২ ইত্যাদি।) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে তাঁহার জ্বর নাম প্রসহ। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।২২ দেখ।]

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান যোদ্ধা এবং শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ঋক্সংহিতায় তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক ও লিখিত আছে—

“ইন্দ্রস্ত বাহু হুবিরৌ যুবানান্যুযৌ সুরপ্রতীকাবসহৌ।
তৌ যুজীত প্রথমৌ যোগে আগতে যাত্যঃ জিতমশুরাণাং
সহৌ মহৎ॥”

সময় আসিলে (যুদ্ধকালে) ইন্দ্র হুবির, যুবা, অনান্যুযা, সুরপ্রতীক ও শক্তির অসহ বাহুবির প্রথমই যোজনা করিয়া

থাকেন, বাহার প্রভাবে অশুরদিগের শক্তিও পরাজিত হইয়াছিল।

তিনি হিরণ্যকশা ধারণ করিতেন, সূর্য্যের অর্ধে কখন বা হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিতেন, বায়ু তাঁহার সারথি হইতেন। [ঋক্ ৮।৩৩।১১, ১০। ৪২। ৭, ৮। ১। ২৪, ৪। ৪৮। ৩ দেখ।] অস্ত্রের মধ্যে সর্ষদাই বজ্র ও অশ্বশ ব্যবহার করিতেন। তৎকালে বৃজ নামে একজন অশুর দেবগণের সর্ষদাই অনিষ্ট করিত। দেবগণ গিয়া ইন্দ্রকে জানাইলেন, তিনি দেবগণের সঙ্গে বৃজসংহারে আগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে দেবগণ সকলেই পলায়ন করিলেন, কেবল মরুদগণ ও বিষ্ণু ইন্দ্রের সাহায্যার্থ রহিলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃজকে বিনাশ করিলেন।

এতদ্বির অহি, শুক, নমুচি, পিত্র, শবর, উরণ, পণি, বৎস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অশুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। (১। ২২। ১২, ১। ১২। ১-১০, ৪। ১৮। ১২ ইত্যাদি।) নমুচি বধের সময় অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী ইন্দ্রের সাহায্য করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে—

“ইন্দ্রস্ত ইন্দ্রিয়মমস্ত রসং সোমস্ত ভক্ষং সুরয়া আশুরো নমুচি রহরৎ। সোহশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপাধাবৎ। শেপা-নোশ্বি নমুচয়ে ন স্বা দিবা ন নক্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধন্যন ন পৃথেন ন মুঠিনা ন শুকেন ন আর্জেন অথ মে ইদমহা-বীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেহক্রবমস্ত নোহত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাব-শ্বিনৌ চ সরস্বতী চ অপাশ্ফেনং বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুকো ন আর্জঃ ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিয়ানুরত যুষ্ঠায়াং রাজৌ অশ্বদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ। তস্ত দীর্ঘশ্বিন্রে লোহিতমিশ্রঃ সোমোহতিষ্ঠৎ।

(শতপথ ব্রা ১২। ৭। ৩। ১। ১।)

নমুচি নামক অশুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অমরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করে। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে, দিবার অথবা রাত্রিতে, যষ্টি অথবা ধনুকে, হাতের তালু কিবা মুঠিতে, শুক অথবা আর্জ হানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার দ্বাধা (শক্তি প্রভৃতি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দ্বারা বজ্রের সিকন করিলেন ও বর্ণিলেন। ‘এখন শুক কি আর্জ নর।’ ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা

সমুদ্রের মতক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সমুদ্র রাজি গিয়া তোর হইতেছে, সূর্য্য এখনও উদয় হয় নাই, কাজে এখন রাজিও নয় দিনও নয়। তাঁহার মতক ছেদনকালে সোম রক্তমিশ্রিত ছিল, তাঁহার অবজা করিতে লাগিলেন। পরে তাহার আবার সকলে পান করিলেন।

অথর্বসংহিতার লিখিত আছে, ইজ্জ অমরনারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কাঠকের মতে (১৩।৫) ইজ্জ বিলিত্তো নামক একজন দানবীতে অমররক্ত হন। ইজ্জ অতিশয় সোমপ্রিয় ছিলেন, ঋকসংহিতার তাঁহার বিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইজ্জ বারিবর্ষণ করেন, বজ্র ও বিদ্যুৎচালনা করেন। তিনি অমরদিগের সৌহনির্মিত নগরসকল ধ্বংস করিয়া ছিলেন, অসংখ্য দম্ভ বা দাগ জাতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক মতে ইজ্জের পিতা কশ্যপ। মাতা অদিতি। ইনি বৃত্রাদি অমরগণ বধ করিয়াছেন বলিয়া বৃত্রহা নাম প্রাপ্ত হন। ইনি পূর্বদিকের পালক, সকলকে বৃষ্টি দান করেন।

ভৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, ইজ্জ অপর কোন দেবীর রূপে মুগ্ধ হন নাই, কেবল ইজ্জানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে ইজ্জ পুণোমা দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করেন, সেই কন্যাই ইজ্জানী। ইজ্জ দিতির গর্ভস্থ পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্ত খণ্ড খণ্ড করেন, তাহাতে মরুতগণের উৎপত্তি হয়। [দিতি ও মরুৎ দেখ।]

পারিজাত লইয়া ইজ্জের সহিত কৃষ্ণের বিবাদ হয়। [কৃষ্ণ ও পারিজাত দেখ।] পূর্বে ব্রজের গোপেরা ইজ্জের পূজা করিত, কৃষ্ণ সেই পূজা উঠাইয়া দেন। তাহাতে ইজ্জ ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ব্রজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন। (হরিবংশ)।

ইজ্জের পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও নীচু। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও ইজ্জপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যানের নাম নন্দন, অশ্ব উচ্চৈশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইজ্জধনু (রামধনুক), অসি পরজ। তিনি সকল দেবতার রাজা। গুরুপত্নী অহল্যা হরণের জন্ত সহস্র চক্র হয়। [অহল্যা দেখ] তাঁহার অস্ত্র বজ্র। এক এক মনু পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার কাল। রাজত্বের পর ইনি ১০০ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শেখেন, তাহার পর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইনি ঋগ্বেদ বিধ্বংসকে

বধ করিয়া সেই পাণে রাজ্যচ্যুত হন। অনন্তর সেই পাণ ভোগ করিয়া অনন্তর রাধেন পরে পুনর্বার ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি পবনের শক্কেষ করেন বলিয়া গোত্রহা নাম হয়। ইনি ১০০ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শতক্রতু নাম প্রাপ্ত হন। [ইজ্জিৎ দেখ]।

ইজ্জের এই কয়েকটা নাম—মহেজ্জ, শক্রধরা, ঋতুকু, অর্হ, দত্তের, বজ্রপাণি, অশ্ববাহন, পাকশাসন, দেবপতি, দিবস্পতি, স্বর্গপতি, উলুক, জিহু, মরুতান, উগ্রধরা ইত্যাদি।

ঐতি মনুস্মরণে ইজ্জের পৃথক পৃথক নাম—১ বজ্র। ২ রোচন। ৩ সত্যজিৎ। ৪ ত্রিষিখ। ৫ বিতু। ৬ যজ্ঞকম। ৭ পুরন্দর। ৮ বলি। ৯ জ্ঞাত। ১০ শঙ্কু। ১১ বৈদ্যুত। ১২ ঋতধাম। ১৩ দেবস্পতি। ১৪ শুচি।

২ পরমাত্মা। (“ইজ্জঃ শচীপতাবস্তরাশ্চান্ধানিত্যোগয়োঃ বিশ্ব।) ৩ যোগবিশেষ। ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ কুটুম্বক। ৬ রাজি। ৭ প্রথম। ৮ রাজা। ৯ জ্যোষ্ঠানক্ষত্র। ১০ ধনবান। ১১ অন্তরাশ্বা। ভাবে-রন্। ১২ ধন। ১৩ ইজ্জিয়। ১৪ ছন্দোবিশেষ। চৌদসংখ্যা। ১৫ দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বজ্র কার্যের মধ্যে একটি উপাধি।

ইজ্জক (ক্লী) ইজ্জন্তু ধনিনঃ কং স্বং যজ বহতী। ১ সত্যগৃহ। (আত্মানগৃহমিজ্জকম্। হেম ৪।৬৩) ২ ইজ্জের স্ত্রী। ৩ মন্দরগিরি।

ইজ্জকর্ম্মনু (পুং) ইজ্জন্তো ব ঐশ্বর্য্যাস্থিতঃ কন্ধ্যাস্য। বিষ্ণু।

ইজ্জকীল (পুং) ইজ্জস্য কীল ইব। ১ মন্দর পর্বত। এ একটি মহান পর্বত, ঐ পর্বতে নানাপ্রকার মণি মুক্তাদি আছে। শিশুপাল বধের সময়ে ঐকৃষ্ণ তথায় অনেক ক্রৌড়াদি করিয়াছিলেন। ২ পর্বত। (ন বিষমেককীল-চতুপথজাণামুপরিষ্ঠাৎ। জুস্ত ৫।২৪ অঃ)

ইজ্জকুঞ্জর (পুং) ৩তৎ। ঐরাবত, ইজ্জের হাতী। সমুদ্রমহন কালে ইজ্জ ইহাকে পান।

ইজ্জকুট (পুং) ইজ্জঃ ঐশ্বর্য্যবান্ কুটোযন্ত বহতী। একটি পর্বত। কৈলাস পর্বতের নিকট। “মহামেরু স কৈলাস ইজ্জকুট নামতঃ।” (হরিবংশ ১৭০।১৫।)

ইজ্জকুট (ত্রি) কৃষ-ভাবে-ক্ত, তৎ অস্তি অগ্নিন্ (অর্শ আদি) অহ। ইজ্জেন ইজ্জহেতুকং কুটং। ইজ্জ-কর্ত্তিত। বৃষ্টি বর্ষিত হইলে যে ধান্যাদি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। (“ইজ্জকুটৈবর্ত্তয়তি ধান্যে-যে চ নদীযুগৈঃ।” মহাভা. সভা ৫১।৯।৫। ইজ্জ-কুটৈঃ ইজ্জৈণৈবাকুটৈর্গ তু কর্ণগাদি কেজ্জিককথ্যাপেকৈঃ। নীলকণ্ঠ।)

ইজ্জকেতু (পুং) ৩তৎ। বিমানের ধ্বজ।

ইঙ্গকোষ (পুং) ৬তং। মঞ্চ, মাচ। খট্টা, খাট্ট।
খুট্ট। (ইঙ্গকোষ সম্বন্ধকঃ। হেম ৪। ৭৭)

ইঙ্গগিরি (পুং) ইঙ্গনামা গিরিঃ শাক তৎ। মহেঙ্গপর্বত,
এটা ফুলপর্বত মধ্যে গণনীয়।

ইঙ্গগুরু (পুং) ৬তং। ১ বৃহস্পতিঃ ২ কল্পপ।

ইঙ্গগোপ (পুং) ইঙ্গঃ গোপঃ রক্ষকঃ বস্য বহত্রী। ১ মথ-
মণী। ২ রক্ত। একরূপ কোট, পোকা। ঐ পোকা সাদা
আছে লালও আছে। ইঙ্গ তাহাদের রক্ষক বলিয়া ঐ নাম
হইল। (ইঙ্গগোপস্তমিরলী বৈরাট্যভিত্তিকোহয়িকঃ। হেম
৪। ২৭৫) (ত্রি) ইঙ্গকর্জু রক্ষিত। (শব্দ ৮। ৪৬। ৩২।)

ইঙ্গঘোষ (পুং) ইঙ্গ ইতি স্পষ্টং ঘূষাতে ঘূষ ঘঞ্। ইঙ্গ।

ইঙ্গচন্দন (ক্ৰী) ইঙ্গস্য ইঙ্গপ্রিয়ং বা চন্দনং ৬তং শাক তৎ।
শ্বেতচন্দন, হরিচন্দন।

ইঙ্গচাপ (পুং) ইঙ্গ ইঙ্গস্বামিকে মেঘে চাপ ইব শাক তৎ।
১ ইঙ্গধনুঃ। (৬তং) ২ ইঙ্গের শরাসন।

ইঙ্গচির্ভিটী (ক্ৰী) ইঙ্গপ্রিয়া চির্ভিটী শাক তৎ। এক প্রকার
লতা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার এই কএকটি পর্যায়—ইন্দী-
বরা, যুথফলা, দীর্ঘবৃন্তা, উত্তমারগী, পুষ্পমঞ্জরিকা, জ্রোণী,
করম্বা, নলিকা। ঐ লতা তিক্ত, ঠাণ্ডা এবং স্নেহান্বিত,
ইহা পিত্ত, কাশ, ব্রণদোষ ও কৃমি এই সকল নষ্ট করে। ইহা
চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী। ২ ইঙ্গবারুণী।

ইঙ্গচ্ছন্দ (ক্ৰী) ইঙ্গইব সহস্রনেত্রেণ সহস্রশৃঙ্গেন ছাদ্যতে
ছদ-অহ্নন্-ল্যুট্ নিপাৎ। সহস্রগোছাহার অর্থাৎ যে হারে
হাজারটা গোছা থাকে। (দেবচ্ছন্দঃ শতং সঠিঃ ত্রিঙ্গচ্ছন্দঃ
সহস্রকম্। হেম-৩। ৩২২)

ইঙ্গজনন (ক্ৰী) ইঙ্গজাননঃ জননং দেহসম্বন্ধঃ। পরমাচার
দেহসম্বন্ধ বিশেষ। (পা ৪। ৩। ৮৮) ইতি হ। ইঙ্গজন-
নীয়। *ইঙ্গজন্ম অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়।

ইঙ্গজাল (ক্ৰী) ইঙ্গাণাং ইঙ্গিয়ানাং জালং আবরকম্।
যদা ইঙ্গস্তেশ্বরস্ত জালং মায়েব ৬তং। মায়াকর্ষ, ভেলুকি,
১ ভোজবাজী। ২ মায়াজাল। ৩তং। ৩ ক্ষুদ্র উপায়।
জব্যসংযোগ দ্বারা আচ্ছাদ্য দেখান।

ময় এবং জব্য দ্বারা কোন বস্তু অস্ত্রপ্রকার করা,
এইরূপ রূপারই ভেলুকি। ইঙ্গজাল নামে স্বতন্ত্র শাস্ত্র
আছে, ইহা তন্ত্রের অন্তর্গত। গুরু উপদেশ ভিন্ন তাহার
শিক্ষা হয় না। তাহাতে নানা বিষয় বর্ণিত। তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত
বরূপ কতকগুলি দেওয়া হইল,—

* ১ এক গ্রন্থ (২ সের পরিমাণ) মহাকালের বিচি
(আমলকী) ধাত্রীসে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুলির

মত করিয়া মুখের ভিতর রাখিলে শীঘ্রই সে ব্যক্তি
কপোত (পায়রা) হইবে। ছাগলের মাথার কাল
মাটি পুতিয়া তাহার উপর ধূতরার বিচি বুনিলে যখন
ঐ ধূতরার ফুল হইবে তখন ঐ ফুল বাহার গায়ে কেলিবে
সে ছাগল হইবে। ২। কৃষ্ণচতুর্দশীতে ময়ুরের মাথার
মাটি পুতিয়া তাহার উপর শগের বিচি বুনিলে যখন তাহার
কল ফুল হইবে তখন ঐ ফুল বাহার গলায় বাধিয়া দিবে,
সে ময়ূর হইবে। ৩। কৃষ্ণচতুর্দশীতে ময়ুরের মাথার কাল
মাটি পুতিয়া কাপাসের বিচি বুনিলে যখন ফুল ফল হইবে
তখন ঐ ফুল ফল সমস্ত লইয়া গুঁড়া করিয়া গায়ে মাখিয়া
জলে নাঙ্গিলে সে ডুবিলে না, মাটিতেও যেমন জলেও
তেমনি দাঁড়াইতে পারিবে। ৪। কাল কাকের (দাঁড়কাক)
মাথার মাটি পুতিয়া কাকমাচীর বিচি বুনিয়া ফুল ফল
হইলে ঐ ফল মুখে পুরিবে তাহা হইলে কাক হইবে
অর্থাৎ কাকের মতন উড়িতে পারিবে। যতকাল মুখে
থাকিবে ততকাল ঐ অবস্থাই থাকিবে। ঐ ফল
মাটিতে বসি করিয়া ফেলিলে পরে পুষ্করের অবস্থা প্রাপ্ত
হইবে। ৫। কৃষ্ণচতুর্দশীতে পায়রার মাথার কাল মাটি
পুতিয়া তিল বুনিলে, পরে মুখে জল মিশাইয়া ঐ গাছের
উপর ঢালিবে, পরে তাহার ফুল মুখের ভিতর রাখিলে কেহ
তাহাকে দেখিতে পাইবে না। তাহার পর ঐ তিলের ফল
গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া বাহার গায়ে দিবে সে কিস্কর হইবে
(অর্থাৎ আজ্ঞাকারী) এবং বাহা কিছু ধন সম্পত্তি থাকে
তাহা স্বেচ্ছাক্রমে সে ছাড়িয়া দিবে। ৭। সেই তিল
সহিত বাটিয়া কপিলার ঘুঘু দিয়া গুলি করিবে, সাতরাত্রি
পাক করিবে। পরে সেই গুলি মুখে পুতিয়া রাখিলে
দেবতার পর্যাঙ্ক তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। আবার সেই
গুলি গুলি বসি করিয়া ফেলিলে তাহাকে সকলেই দেখিতে
পাইবেন। সে ১০০ শত বৎসর জীবিত থাকে, কি ক্রী কি
পুরুষ সকলেই তাহার বশ হয়। ৮। কৃষ্ণচতুর্দশীতে শকু-
নির মাথার মাটি পুতিয়া লগুন বুনিলে। ফুল ফল হইলে
পুশ্যানক্রে ফুল লইয়া কাজলের সহিত কপিল। স্নাত দ্বারা
কাজল পড়াইয়া চক্ষে দিলে মাটিতে থাকিয়া শত যোজন
পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখিতে
পাইবে। উট, গাধা, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় জন্তর মাথার যে
বিচি বুনিলে পরে ফুল ফল হইলে তন্মধ্যে বাহার বিচি ফল
মুখে রাখিলে সে জীবিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
ঐ সকল ধারণের মন্ত্র—

ওঁ হ্রীং ক্রীং হ্রোঃ ঐং লং লং ওঁ ভৌ স্বাহা। ইহার

মন্ত্র ১১ অক্ষরে। লক্ষণ করিলে পুরুষের হইবে, নশ-
হাজার লক্ষ হোম। যুত দ্বারা তর্পণ এবং মার্জন করিবে।
ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইলে সিদ্ধি হইবে।

পেচকের মাথার খুলিতে মৃত দ্বারা কঙ্কল করিয়া চোকে
দিলে অন্ধকারেও বই পড়িতে পারিবে।

ওঁ নমো নারায়ণায় বিশ্বস্তরায় ইস্রাজাল কোতুকানি
দর্শয় সিদ্ধিঃ কুরু বাহা। এই মন্ত্র ১০৮ বার লপ করিলে
কার্যসিদ্ধি হয়। সিদ্ধি না হইলে কার্য সফল হয় না।

রক্ষামন্ত্র। ওঁ নমঃ পরমেশ্বর পরমাত্মনে মম শরীরে পাহি ২
কুরু ২। এই মন্ত্রে রক্ষা বন্ধন করিয়া কার্য করিবে।

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মাথার খুলিতে আকোড়ের বিচি
বুনিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক তাহাতে জল সেচন করিবে। পরে
তাহার কল হইলে একটা বিচি ত্রিলোহে (১০ ভাগ সোণা,
১২ ভাগ তামা, ১৬ ভাগ রোপ্য, মিশ্রিত হইলে ত্রিলোহ
হয়) বেষ্টিত করিয়া মুখে ফেলিয়া রাখিলে মন্ত্র হস্তীর জায়
বলবান্ এবং বায়ু তুল্য পরাক্রমশালী হইতে পারে। ত্রিলোহ
সকল কার্যে প্রশস্ত।

যে কোন বিচি আকোড় বিচির সহিত মাটিতে ফেলিবে
পরে মন্ত্র পড়িয়া ত্রিলোহে বেষ্টিত করিয়া মুখে রাখিলে লোক
তিক সেইরূপ হইতে পারে, মহাদেবের ব্যাক্য মিথ্যা নয়।
যে কোন বিচি আকোড়তে মিশাইয়া বুনিলে তখনই গাছ
হইয়া ফলিবে। একবিন্দু আকোড় ফলের তৈল মড়ার
মুখে দিলে ১ প্রহরের মধ্যেই সে জীবিত হইবে।

শজনার তৈল, পায়রার বিষ্ঠা, শূকরের চর্বি সমভাগে
লইয়া গাধার চর্বি হরিভাল ও মনঃশিলা সহিত মিশাইয়া
ফোঁটা কাটিলে রাবণের মত হইতে পারে।

পেচকের বিষ্ঠা, এরঙ তৈলের সহিত বাটিয়া যাহার
গায়ে বিন্দুমাড় দিবে সে তখনই পাগল হইবে।

সাপের দাঁত, কালবিছার কাঁটা, কাকলাসের রক্ত একত্রে
বাটিয়া যাহার গায়ে দিবে সে তখনই মরিবে।

সিন্দূর, গন্ধক, হরিভাল, মনঃশিলা একত্র বাটিয়া
কাপড়ে মাখিবে, পরে ঐ কাপড় মাথায় বাধিলে সমস্ত জগৎ
অগ্নিময় দেখিবে।

আকন্দের আটা, বটের আটা ও ডুমুরের আটা কোন
পাত্রের মধ্যে লেপিয়া তাহাতে জল দিলে ছদ্ম প্রস্তুত হইবে।

আকোড় ফলের তৈল অঙ্গে লেপিলে রাক্ষসের মতন
হয়, তাহাকে দেখিলে সকলেই ভয়ে পলায়।

আকোড় ফলের তৈল দ্বারা রাজিতে প্রদীপ আলিলে
আকাশের তুত সকল মাটিতে দেখিতে পায়।

বুধ কিংবা শনিবারে কাকলাস মারিয়া বেধানে শত্রু-
গণ প্রভাব করে সেই স্থানে পুতিবে। পরে উহা না
তুলিলে শত্রুগণ স্তব্ব হইবে।

গন্ধক, হরিভাল, গো-মূত্র ও বিব একত্রে চূর্ণ করিয়া
করিয়া অগ্নিতে দিলে সমস্ত বিষ বিনষ্ট হইবে। (মতাজে
তন্ত্রে ১১ পটল।)

বশীকরণ ও আকর্ষণ বসন্তকালে করিবে। গ্রীষ্মে বিদে-
ষণ কার্য, বর্ষাকালে শুভন কার্য, শিশিরে মারণ
কার্য, শরৎকালে শাস্তি কার্য, এবং হেমন্তের পূর্ণিমাতে
উচ্চাটন কার্য করিবে। [বশীকরণ দেখ] দিনের পূর্বাঙ্কে
বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, সন্ধ্যায় শিশির, অর্দ্ধ-
রাত্রে হেমন্ত, তাহার পর শরৎ ঋতু জানিবে।

পক্ষাদি নির্ণয়।—মারণাদি অভিচার কার্য কক্ষপক্ষে
করিবে। শাস্তি প্রভৃতি মঙ্গল কার্য শুক্লপক্ষে। দ্বাদশী ও
একাদশীতে মারণ কার্য, তৃতীয়া ও নবমীতে বশীকরণ,
চতুর্দশী, চতুর্থী ও প্রতিপদে শুভন, দ্বিতীয়া, বজ্রী ও অষ্টমীতে
শাস্তি কার্য করিবে।

অশ্বিনী, মৃগশিরা, মূলা, পুষ্যা ও পুনর্বসু নক্ষত্রে বশীকরণ
করিবে। অশুভাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া ও রোহিণী নক্ষত্রে
মারণ, বিজয়, শাস্তি ও শুভন করিবে। এই সকল কার্যে
তিথি নক্ষত্রের বিবেচনার আবশ্যক আছে, নহিলে মন্ত্রাদি
সিদ্ধ হয় না।

জয়।—পুষ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বা ও অপামার্গ মূল উঠাইয়া
মন্তকে ধারণ করিলে সকল বিবাদে জয়লাভ হয়।

সৌভাগ্য।—পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল্য উঠাইয়া
দক্ষিণ বাহতে ধারণ করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রক্ত চিতা ও রক্ত আকন্দের মূল উঠা-
ইয়া মধুর সহিত বাটিয়া বড়ি করিবে। পরে তাহার ফোঁটা
করিলে জ্বর সৌভাগ্য হয়।

ক্রোধোপশম।—ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্বক্রোধোপশমনী
বাহা। এই মন্ত্র ২১ বার লপ করিয়া মুখ মার্জন করিলে
তাহার প্রতি কাহারও ক্রোধ থাকে না।

শ্বেত অপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ এবং শিবজটার
মূল মুখে ধারণ করিলে হস্তী তাহার কাঠে আসিতে
পারে না।

বৃহতী মূল মুখে ও হস্তে ধারণ করিলে বাঘের ভয়
থাকে না।

হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রো শ্রো বাহা। এই মন্ত্রে টিল পড়িয়া
কেলিলে ব্যাঘ্র মুখ নাড়িতে পারে না এবং চম্বিতেও পারে

না। সারিকেল মূল ককচুর্দীশিতে ধারণ করিলে বাঘের তর থাকে না। (ইঞ্জিঞ্জাল ভদ্রে ৩২-উপদেশ।)

তত্ত্বন।—যে ব্যক্তি যেত কুচের মূল মুখে ধারণ করে তাহাকে দেখিলে কাহারও কথা সরিবে না।

ওঁ হ্রীঁ রক্ষ রক্ষ চাহুও! তর তর অনুকং মে বশমানর বশমানর স্বাহা। এই মন্ত্রেতে কার্যসিদ্ধি হয়। রবিবারে পুর্বানক্ষত্রে বষ্টিমধুর মূল তুলিয়া লভা মধ্যে ফেলিলে সকলের মুখ বন্ধ হয়।

মেঘতত্ত্বন।—একখান ইটের চারিটা চতুর্কোণ রেখা করিয়া তাহার উপরে আর একখানা ইট চাপা দিয়া ওঁ মেঘান্ তত্ত্বন তত্ত্বন স্বাহা। এই মন্ত্রে কোন বাগানে পতিলে মেঘের বৃষ্টি বন্ধ হয়।

ভরগীনক্ষত্রে ডুমুর প্রভৃতি, ক্ষীরীবৃক্ষের মূল ও ৫ আঙ্গুল পরিমাণে একখণ্ড কাঠ নৌকামধ্যে ফেলিলে নৌকা চলিবে না।

নিজ্রাতত্ত্বন।—বষ্টিমধু ও বৃহতীর মূল ওঁড়াইয়া নস্ত করিলে নিজ্রা হয় না।

অস্ত্রতত্ত্বন।—কদম্বেলের মূল কৃত্তিকানক্ষত্রে তুলিয়া ধারণ করিলে দেবগণেরও অস্ত্র তত্ত্বিত হয়।

শুলকের মূল তুলিয়া হস্তে ধারণ করিলে শত্রু ভয় নিবারণ হয়।

ওঁ অহো কুস্তকর্ণ মহারাক্ষস নিকবাগর্ভসমুত পরসৈন্ত-
তত্ত্বন মহাতর রণরক্ত আক্ষাপয় স্বাহা। এই মন্ত্র ১০৮ বার
জপ করিবে। আপাড়ে মূল শুভ নক্ষত্রে তুলিয়া শরীরে
লেপন করিলে মন্ত্রস্ত শত্রুর তত্ত্বন হয়।

উটের হাড় গোষ্ঠের চারিদিকে ভূমিতে পুতিয়া রাখিলে
গোক, ভেড়া, মহিষ, বোড়া প্রভৃতি তত্ত্বন হয়।

কুলরাজ, আপাড, যেত সরিষা, সহদেবিকা, গুল, বচ ও
যেত আকন্দের মূল তুলিয়া লোহ পাत्रে রাখিয়া দুইদিন
পরে উঠাইবে, পরে তাহার দ্বারা তিলক করিলে সকল
প্রাণির বুদ্ধি তত্ত্বিত হয়। “ওঁ মনো ভগবতে বিশ্বামিত্রায়
নমঃ সর্ববুধীভ্যঃ। বিশ্বামিত্র আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা।”
এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

ওঁ ব্রহ্মবেশিনি শিবে রক্ষ রক্ষ স্বাহা। এই মন্ত্রে সপ্ত-
পাশা গ্রহণ করিয়া তিনখানা কটিতে বাঁধিবে। অপর পাশা-
গুলি দুই হাতের মুঠে রাখিলে চোরগতি তত্ত্বিত হয়।

বেহরজন।—করষপত্র, লোধ, অর্জুন পুষ্প, একডো
বাটিয়া অঙ্গে লেপিলে দুর্গন্ধ থাকে না।

এলাচ, পটী, ভেজপাত, রক্তচন্দ্র, হরীতকী, সজিনা,

মুখা, কুড় ও অন্ত্যস্ত দুগন্ধি দ্রব্য বাটিয়া গায়ে লেপিলে সেই
গন্ধে সকলেই মোহিত হইবে।

আমের ও জামের আঠি এবং পদ্মমূল বাটিয়া মধুর
সহিত মাজিতে মুখে রাখিলে পুরুষের মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়,
দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পায়। মুরমাংসী, নাগকেশর ও কুড় বাটিয়া জী
প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ১৫ দিন পর্যন্ত
চাটিবে। তাহার মুখে কপূরের গন্ধ হইবে।

লোহার মল, জবাফুল, আমলকী একত্র বাটিয়া মাথায়
লেপিলে তিন মাস মধ্যে সাদাচুল কাল হইবে।

ছাগী ছুধের দ্বারা ৭ দিন পর্যন্ত ভিলে ভাবনা দিয়া
তৈল করিবে, পরে মাথায় মাখিলে কালচুল সাদা হইবে।

অশ্বিনীনক্ষত্রে বটের পরগাছা ছুধের সহিত খাইলে পুরুষ
বলবান্ হয়। পুর্বানক্ষত্রে আকন্দের মূল উঠাইয়া, গোবর
ছুধে বাটিয়া খাইলে ৭ দিন মধ্যে বৃদ্ধ ও যুবর জায় হয়।

জম্ববন্ধ্য চিকিৎসা।—রবিবারে মূল পত্র ও শাখার
সহিত গন্ধনাকুলী উঠাইয়া একবর্ণা গোবর ছুধের সহিত
অবিবাহিত কন্যা দ্বারা বাটাইয়া ঋতুকালে ৪ তোলা পরি-
মাণে প্রতিদিন খাইবে এবং দুধ, যুগের ডাল প্রভৃতি লঘু
পথ্য করিবে। ৭ দিন পর্যন্ত এইরূপ করিলে বন্ধ্যার গর্ভ
হইবে। এই ঔষধ খাইয়া উদ্বিগ্ন, ভয়, শোক, দিবানিদ্রা
ভ্যাগ করিবে। পরিশ্রমের কার্য্য করিবেক না। কেবল
পতির সহবাস করিবে, অন্তথা না হয়।

কাল অপরাহ্নিতার মূল ছাগীর ছুধে বাটিয়া ঋতুকালে
খাইলে বন্ধ্যার গর্ভ হইবে।

গোকুরের বিচি নিসিন্দা রসে বাটিয়া ৩ দিন বা ৭ দিন
সেবনে বন্ধ্যার গর্ভ হয়।

কাকবন্ধ্য চিকিৎসা।—রবিবারে পুর্বানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার
মূল মহিষের ছুধে বাটিয়া ৪ তোলা পরিমাণে ৭ দিন সেবন
করিলে কাকবন্ধ্যার গর্ভ হইবে।

মৃতবৎসা চিকিৎসা।—কৃত্তিকানক্ষত্রে পূর্বমুখ হইয়া পীত-
ঘোষা (তকী) লতার মূল জলের সহিত বাটিয়া ২ তোলা
পরিমাণে খাইলে মৃতবৎসাদোষ থাকে না।

ডালিমের মূল ছুধের সহিত বাটিয়া পাক করিবে, পরে
ঋতুকালে পান করিয়া নিজ পতিসহবাস করিলে দীর্ঘায়ু
পুত্র প্রসব করিবে।

মজিঠা, বষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, মেদা (গাছ),
ক্ষীরমুক্ত ভূইকুমড়া, কাকোলা, অশ্বগন্ধা মূল, ধমানী,
হরিদ্রা, ক্ষীরকাকোলা, যেতচন্দন, দাকহরিদ্রা, হিঙ্গুল,
কটকী, নীলোৎপল, কুমুদ, জাফা, এই সকল প্রত্যেকে

২ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৩ সের হুত পাক করিবে। পাকের সময় শতমূলীর রস ১৬ সের ও ছব ১৩ সের দিবে। হুতের নিরসে পাক করিয়া এই হুত বে নারী পান করিবে সে মেধাবী ও হুতের পুত্র প্রসব করিবে এবং দাঁহার সন্তান অল্পাহু হইবে ও যে কেবল কড়া প্রসব করে, এই হুতে সেই সেই দোষ নষ্ট হইবে। বোনিবোষ, রকোবোষ ও গর্ভজাবে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা পানে প্রজাতি, আয়ুর্ভুজি ও প্রহলোষ নিবারণ হয়। ইহার নাম কলঘুত। ইহা অতি আয়ুষ্কর। কবিরাজেরা ইহাতে ষেত কণ্টিকারীর মূল দিবার ব্যবস্থা করেন। ঐ ঔষধে জীবৎসলা (যাহার বাহুর ধরে নাই) ও সাদা গোন্ধর হুতই ব্যবস্থা। বনের গুটের আঁতনে ইহা পাক করিতে হয়।

গর্ভজাব চিকিৎসা।—প্রথম মাসে গর্ভজাবে পদের কেশর ও রক্তচন্দন সমভাগে গোহুতের সহিত বাটিয়া খাইলে গর্ভজাব দোষ শান্তি হয়। অথবা যষ্টিমধু, দেবদারু, শরের বিচি ও কীরকাকোলী গোহুত্রে বাটিয়া খাইবে।

দ্বিতীয় মাসে নীলোৎপল, পদ্ম-মৃগাল, যষ্টিমধু, কীকড় শূলী গোহুত্রে বাটিয়া খাইলে বেদনা শান্তি হয়।

তৃতীয় মাসে রক্তচন্দন, টগর, কুড়, মৃগাল ও পদের কেশর শীতল জলে বাটিয়া খাইলে বেদনা নিবৃত্তি হয়। অথবা কীরকাকোলী, বেড়েলা, অনন্তমূল হুত্রে বাটিয়া খাইবে।

চতুর্থ মাসে সাদা উৎপল, মৃগাল, গোন্ধর, কেশর গোহুত্রে বাটিয়া খাইলে বেদনা থাকে না। অথবা যষ্টিমধু, রান্না, জামালতা, বামনহাটি, অনন্তমূল গোহুত্রে বাটিয়া খাইবে।

পঞ্চম মাসে পুনর্নবা, কাকোলী, টগর, নীলোৎপল গোহুত্রে বাটিয়া খাইবে, অথবা বৃহতী, কণ্টিকারী, যজ্ঞদুহর, কটুকল, দারুচিনি ও গব্যঘুত গোহুত্রে বাটিয়া খাইবে।

ষষ্ঠ মাসে চিনি, কেশর মূল, আধুমজা শীতল জলে বাটিয়া গোহুত্রে সহিত খাইবে, অথবা গোন্ধর, সজিনার বিচি, যষ্টিমধু, পুষ্টিপর্নী ও বেড়েলা হুত্রে বাটিয়া খাইবে।

সপ্তম মাসে পদ্মকাঠ, পদ্মমূল, পাণিকল, নীলোৎপল হুত্রে বাটিয়া খাইবে। অথবা কিস্মিন, পাণিকল, পদের কেশর গোহুত্রে সহিত খাইবে।

অষ্টম মাসে যষ্টিমধু, পদ্মকাঠ, বহেড়া, আকন্দমূল, মুখা, নাগকেশর, গজপেপুল ও নীলপত্র বাটিয়া হুত্রে সহিত খাইবে, অথবা বেলেচ মূল, কববেল, বৃহতী, শবীকাঠ, ইক্ষুল, পারলী মূল এই সকল দ্রব্যের সহিত হুত পাক করিয়া খাইবে।

নবম মাসে পোরক চাউলীর বিচি ও ককোল মধুর সহিত

বাটিয়া সেপিয়ে বেদনা থাকে না। অথবা যষ্টিমধু, জামালতা, অনন্তমূল, কীরকাকোলী এই সকলের সহিত হুত পাক করিয়া খাইবে।

দশম মাসে চিনি, আন্ধুর কল, কিস্মিন, মধু, নীলপত্র, গোহুত্রে সহিত খাইবে। অথবা কেবল হুত পাক করিয়া খাইবে। অথবা যষ্টিমধু ও দেবদারু হুত্রে সহিত খাইবে।

মধু, বাসক, রক্তচন্দন, নৈদ্রব ও মহেন্দ্রবীজ, গোহুত্রে বাটিয়া খাইলে গর্ভজাব দোষ নষ্ট হয়।

গর্ভজাব চিকিৎসা।—গর্ভের জকড়া দোষ শান্তির জন্য গোহুত্রে ও চিনি পান করিবে। অথবা যষ্টিমধু ও গাভারী কল সমভাগে বাটিয়া গোহুত্রে সহিত খাইবে।

হুতপ্রসব বোঁস।—নানা পুনর্নবার মূল শুদ্ধা করিয়া বোঁসিমধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎকালে গর্ভ প্রসব হয়। বাসক গাছের উত্তর দিকস্থিত মূল উঠাইয়া ৭ ভাগ হুতা দ্বারা বাঁধিয়া কটিতে ধারণ করিলে হুত্রে প্রসব হয়। সহদেবীর মূল কাঁকালে বাঁধিলে হুত্রে প্রসব হয়।

চারি আঙ্গুল আপাতের মূল বোঁসিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে শীঘ্র প্রসব হয়।

অধগন্ধার মূল 'ও' কটু' এই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া ১ তোলা হুতের সহিত মিশাইয়া খাইবে এবং 'ক্লীং' মন্ত্র জপ করিয়া ৩২ হুত ও ২ তোলা মরিচ পাক করিয়া 'ঐ' মন্ত্র ১০০০ জপ করিয়া খাইলে মূত্র তত্ত্বিত হয়।

ইস্রজালবিদ্যা (জী) শাকং তৎ। ভেলুকি জানিবার বিদ্যা। ভেলুকি জানিবার শাস্ত্র।

ইস্রজালিক (পুং) ইস্রজাল-ঠন। হুতকারী, বাজীকর। ইস্রজিৎ (পুং) ইস্রজিতদান ইস্র-জি-কিপ্। রাবণ-পুত্র মেঘনাদ।

এক সময় রাবণ মেঘনাদকে সঙ্গে লইয়া ইস্রকে জয় করিতে স্বর্গে গমন করেন। ইস্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আলিলেন। মেঘনাদ ইতিপূর্বে শিবের কাছে বর পায় যে, সে মনে করিলে অদৃষ্ট হইতে পারিবে। এখন সে অদৃষ্টভাবে যুদ্ধ করিয়া ইস্রকে পরাজয় করিল এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া লভার আনিয়া। জন্মা গিয়া ইস্রকে মুক্ত করেন। ইস্রকে জয় করিয়াছিল বলিয়া মেঘনাদের নাম ইস্রজিৎ হইল। লক্ষণ নিকুন্তিয়া বজাগারে ইস্রজিৎকে বধ করেন। [রামায়ণ]। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবির মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ' নামক কাব্য রচনা করেন।

ইস্রজিৎ সিংহ। একজন যুদ্ধোপায়া। ইহার শিকার রাস

মুখুর। উচ্চীনগরে ইনি অবস্থান করিতেন। ইনি একজন কবি ছিলেন। কেশবদাস ও পরবীণরাই পাতুরী নামে দুইজন কবি ইহার সত্যার থাকিতেন। পরবীণরাই পাতুরী একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি জুমদুর কবিতা লিখিতে পারিতেন। দিল্লীসম্রাট তাঁহার জ্ঞানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বাইতে দিলেন না। অকবর পাদশা ইন্দ্রজিৎকে বিজোহী ভাষিয়া তাঁহার দশলক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। কেশবদাস ইন্দ্রজিৎের নিকট নানাপ্রকারে উপকৃত ছিলেন, এখন ঐ টাকা রদ করিবার জন্য তিনি দিল্লীতে আসিলেন। এখানে তিনি অকবরের মন্ত্রী বীরবরকে তাঁহার কবিতা শুনে মুগ্ধ করিলেন। বীরবরের দ্বারা ইন্দ্রজিৎ রেহাই পাইলেন।

ইন্দ্রজিৎ 'বীরাজ নরিন্দ' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি ১৫৮০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ইন্দ্রজিৎজয়ী (পুং) ইন্দ্রজিতঃ বিজয়ী ৬৩৭। লক্ষণ।

ইন্দ্রজিৎকৃত (পুং) হন-তৃঢ় ৬৩৭। লক্ষণ।

ইন্দ্রজুত (ত্রি) ইন্দ্র-জু ইতি সৌত্রোক্তকুর্গতার্থঃ। ইন্দ্রদত্ত।
('যুৎ শ্বেতং পদব ইন্দ্রজুতমহিনম্।' ঞক ১। ১১৮। ২।

১। 'ইন্দ্রেণ যুবাত্যাং গমিতং দত্তমিতার্থঃ।' সায়ন।)

ইন্দ্রতাপন (পুং) ইন্দ্রঃ তাপয়তি ইন্দ্র-তপ-ণিচ-লু।
১ বাতানী, অহুর। ২ ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রতুল (স্ত্রী) আকাশ-বৃদ্ধির হতা। ঐ হতা বাতালে উড়িয়া আকাশে যায়, এই জন্য ইন্দ্রতুল নাম হইয়াছে।

ইন্দ্রতোয়া (স্ত্রী) ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যাবিতং তোয়ং যজ্ঞাঃ, বা ইন্দ্রেণ পুয়িতং তোয়ং যজ্ঞাঃ বহত্বী। গন্ধমাদন পর্তের নিকটবর্তী নদী। (ভারত অশ্বশাসন ২৪ অঃ।)

ইন্দ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রহকার। ইহার উপাধি উপাধ্যায়। ইনি সিদ্ধান্তকৌমুদী-গূঢ়কটিকাশ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্দ্রদমন (পুং) বাণাজুরের পুত্র। (হরিবংশ ৩ অঃ।)

ইন্দ্রদারু (পুং) ৬৩৭। দেবদারু।

ইন্দ্রদেবী (স্ত্রী) কাম্বীরাজ মেঘবাহনের পত্নী। ইনি ইন্দ্রদেবীতবন নামে একটি বিহার নির্মাণ করান।

(রাজতরঙ্গিনী ৩। ১৩১)

ইন্দ্রজ্যোত (পুং) একজন রাজা।

কন্দুপুরাণের উৎকলধত্তে লিখিত আছে, মালবদেশে 'ইন্দ্রজ্যোত' নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি উৎকলস্থ পুরুষোত্তম দেবের মন্দির নির্মাণ করেন এবং বিষ্ণুর্বা

আসিয়া স্বাক্ষরী মূর্তি নির্মাণ করিয়া দান। [কপিল-সংহিতা ও পাদ্যে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য দেখ।] মুহুরাম-কৃত জগন্নাথদেবলে লিখিত আছে, ইন্দ্রজ্যোত একজন মন্দির নির্মাণ করিয়া ভাবিলেন, এই মন্দিরে এখন কোন মূর্তি স্থাপন করি। ব্রহ্মার নিকটে উপদেশ লইতে গেলেন। ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার অনেক ভাবভক্তি করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, ইন্দ্রজ্যোত! তুমি মুহুর্তেক এই স্থানে অবস্থান কর। আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমার বর দিব। ব্রহ্মা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহুর্ত বর্ত্তালোকে ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রজ্যোত কিছুই জানিতে পারিল না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি একবার নিজ রাজ্য হইতে কিরিয়া আইন, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্তি প্রদান করিব। ইন্দ্রজ্যোত নিজ রাজ্যে কিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, তাঁহার রাজ্যের চিরুমাড়ও নাই। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আপনার রাজ্য চিনিতে পারিলেন না। যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ রাজ্যের নাম কি? অবশেষে একটা পেচক ও পরে একটা কূর্ণ তাঁহার পূর্বকাহিনী বর্ণনা করিল। তৎপরে তিনি আবার রাজা হইলেন।

কৌমাধ্য রাজার কন্যা মালাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করাইলেন। একদিন এক দূত আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, যে সমুদ্রের তীরে একখানি কাঠ ভাসিতেছে। ইন্দ্রজ্যোত ইতিপূর্বে ব্রহ্মার কাছে শুনিয়াছিলেন যে তগবান্ কৃষ্ণ নিষবৃকে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিষবৃষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। ইন্দ্রজ্যোত দূতের কথা শ্রবণমাত্র মহাসমারোহে সেই কাঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। নিষবৃষ্ঠ আসিয়া সেই কাঠে জগন্নাথদেবের মূর্তি গড়িল। [জগন্নাথ দেখ।] ইন্দ্রজ্যোত জগন্নাথদেবের সহিত আপন কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দেন। ২ আর একজন ইন্দ্রজ্যোতের নাম পাণ্ডুরা যায়। ইনি ১১২৪ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। ৩ একজন অহুর রাজা। কুরু তাঁহাকে বিনাশ করেন। (মহাভা-বন ১২ অঃ) ৪ একজন ঋষি। (ঐ ২৬ অঃ) শতপথ ব্রাহ্মণে এই ঋষি ভাস্করের বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ৫ একজন রাজা। [ভারত বন ১২৮ অঃ দেখ] ৬ মগধের পালবংশীয় শ্রেষ্ঠ রাজা।

ইন্দ্রক্ল (পুং) ইন্দ্র ক্ল: ৬৩৭। ১ অর্জুন বৃক। ২ কুটজ বৃক।

ইন্দ্রক্লম (পুং) ৬৩৭। অর্জুন বৃক।

ইন্দ্রদীপ (পুং ক্রী) পৌরাণিক মতে ভায়বর্ষের একটা বিভাগ।

ইন্দ্রধনুস্ (ক্রী) ইন্দ্রে তৎসামিক্যে যেষে ধনুঃ ইব ৭৩৭। ইন্দ্রাধ্ব, রামধনু। বৃষ্টিকালে সূর্য্যোদয় হইলে, সূর্য্যের বিপরীত দিকে প্রায়ই রামধনু দেখা যায়। বৃষ্টির জল-কণার উহার আণবিক শক্তি প্রভাবে নানা বর্ণ হইয়া উক্ত নৈসর্গিক কাণ্ড সাধিত হয়। এইরূপ চক্রেের আভা পড়িয়া কখন কখন রামধনু উঠে, কিন্তু ইহা অতি বিরল।

ইন্দ্রধ্বজ (পুং) ইন্দ্রাধৌ ধ্বজঃ শাক্ততঃ ৬৩৭ বা। ভাদ্র শুক্লাদশমীতে ইন্দ্রকৃষ্টির নিমিত্ত ধ্বজদান। ঐ দিনে প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজার ধ্বজ নির্মাণ করিয়া দ্বারে পুতিয়া ইন্দ্রদেবতাকে পূজা করেন, তাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং শতাব্দি সুচাক্ষুণ্যে উৎপন্ন হয়।

বৃহৎসংহিতা মতে, একদা দেবগণ অশুর কর্তৃক পীড়িত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন! আমরা অশুরের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। অতএব আপনার শরণাপন্ন হইলাম, প্রতিবিধান করুন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা ক্ষীরোদসাগরে গিয়া নারায়ণের স্তব কর, তাহা হইলে তিনি যে কেতু দিবেন তাহা দেখিবামাত্র অশুর পলাইবে। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তাহাই করিলেন। কিছু দেবতার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই কেতু (ধ্বজ) দিলেন, তাহা পাইয়া ইন্দ্র হৃদ্যন্ত অরিকুল বিনষ্ট করিলেন। চেন্দ্র-রাজ বেগুন্ময় যষ্টি পুতিয়া ষথাবিধি পূজা করেন, তাহাতে ইন্দ্র বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, যে রাজা এইরূপে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিবে তাহার রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ও শতাব্দি হইবে; তাহার প্রজাগণ নিরোগী হইবে।

ইন্দ্রনক্ষত্র (ক্রী) ইন্দ্রসামিক্যং নক্ষত্রং শাক্তঃ ৩৭। ১ জ্যোষ্ঠানক্ষত্র। ইন্দ্রনামকং নক্ষত্রং। ২ কন্তনী নক্ষত্র।

ইন্দ্রনীল (পুং) ইন্দ্রইব নীলঃ শ্রামলঃ। মরকত মণি, পাশ। হৃদয়ের মধ্যে নীল গুলিলে যে রঙ হয় তাহাকে ইন্দ্রনীল বলে।

ইন্দ্রনীল ও নীলকান্তমণি একই বস্তু। আধুনিক নাম—নীলম্ ও নীলা। সংস্কৃত ভাষার ইহার সৌরিরত্ন, নীলাক্ষ, নীলোৎপল, ভূগপ্রাহী, মহানীল প্রভৃতি অনেক নাম আছে। শুক্রনীতি ইহাকে মধ্যমনীল বলেন। ইহা শনিগ্রহের প্রিয়। (ইহাতে শনিদোষ শান্তি হয়।) ইহার বর্ণ নিম্নোক্ত যেরূপ।

ইহা মধ্যম রত্ন। (শুক্রনীতি।) রামসোপাঙ্গ মতে অন্তরী পুষ্পের ভায় ইহার বর্ণ, ছায়া ও মোহিণীতি সজ্জত। সিংহল ও কলিঙ্গ দেশে ইহা জন্মে। (অগস্ত্য।) বেথানে বেথানে মহাদানবের চৌক পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে ইহার উৎপত্তি। সিংহলোৎপন্ন মণির নাম মহানীল, তন্ত্রি ইন্দ্রনীল। ইহার মধ্যে কতকগুলি নীলগন্ধের ভায়, কতকগুলি নীলাবরের ভায়, কতকগুলি খড়্গধারার ভায়, কতক ভ্রমরের ভায়, কতক ত্রীকটকের বর্ণের ভায়, কতক শিব-নীলকণ্ঠের ভায়, বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর গলার ভায়, কতক কলার ফুলের ভায়, কতক কুম্ভাপরাজিতা ফুলের ভায়, কতক গিরিকর্ণিকার ভায়, কতক নির্মল সমুদ্রজলের ভায়, কতক মনুস্বকণ্ঠের ন্যায়, কতক নীলিরঙের বৃদ্ধবৃদ্ধের ন্যায় ও কতক কোকিল-কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়।

দোষ ও গুণ—মুত্তিকা, পাষণ, শিলা, বজ্র, কাঁকর ও অত্রিকা, পটলাখ্য ছায়াদি দোষে ও বর্ণদোষে মণি দূষিত হয়। ব্যবহার্য পদ্মরাগের যে গুণ আছে ইন্দ্রনীলেরও সেই সেই গুণ আছে। [পদ্মরাগ দেখ।]

পরীক্ষা—যে সমস্ত কারণ বা উপকরণ দ্বারা পদ্মরাগ পরীক্ষিত হয়, ইহাও সেইসমস্ত দ্বারা পরীক্ষিত হয়।

পয়ঃ পদ্মরাগ যে পরিমাণে উত্তাপ (আক্রম) সহ করিতে পারে, ইন্দ্রনীল তাহা অপেক্ষা অধিক সহ করিতে পারে। যদিও অগ্নিতে ইহার পরীক্ষা হয় বটে, কিন্তু কখন তাহাও করিবে না। কারণ অগ্নির পরিমাণ না জানিলে দাহদোষে নষ্ট হইয়া ধারণকারী, পরীক্ষাকারী ও যিনি অমৃত্যু দেন সকলেরই অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

বৈজাত্য নির্ণয়—কাচ, উপল, করবী, ক্ষটিক ও বৈদূর্য্য দেখিতে ঠিক ইন্দ্রনীলের মতন। কিন্তু উহা বিজাতীয়। যে ইন্দ্রনীল অন্ন ভাস্কর্য্য ধারণ করে, তাহা রাশিবার বোঁগ। বাহার মধ্যে রামধনুর আভা দেখা যায়, তাদৃশ ইন্দ্রনীল হ্রলভ ও মহামূল্য। বাহার অধিক রঙ এবং হৃদে কেলিলে সমস্ত হৃদকে নীলবর্ণ করে তাহাকে মহানীল বলে।

মূল্য—মহাশুণ পদ্মরাগের যে মূল্য ইহারও ঠিক সেই মূল্য হইবে। (গরুড়পুরাণে ইন্দ্রনীল-পরীক্ষা।)

ইন্দ্রনন্দী। নিগমন্তবন বা বেদান্তবন নামক গ্রন্থকার।

ইন্দ্রনেত্র (পুং) ইন্দ্রস্য নেত্রং ৬৩৭। ইন্দ্রের চক্ষু। হাঙ্গার সংখ্যা।

ইন্দ্রপতি। (মহামহোপাধ্যায়)। নীমাংসাপল নামক গ্রন্থকার। ২ বেরার প্রদেশস্থ রাভোগী জাতির একটা শাখা।

ইন্দ্রপদী (ক্রী) ইন্দ্র-পদী। শচীদেবী। ইন্দ্র-পতি:

পালিরিত্রী। (বিত্তাবা সপূৰ্ণত। পা ৪।১।৩৪। ইতি ত্রীপু
হৃক্ চ। নকারাদেশ) ইন্দ্রের পালিরিত্রী।

ইন্দ্রপর্ণী (ত্রী) ইন্দ্রবৎ নীলং পত্রং যস্যঃ বহত্ৰী। এক
প্রকার গাছ। [ইন্দ্রপুষ্পা দেখ।]

ইন্দ্রপৰ্বত (পুং) ইন্দ্রনামকঃ বা ইন্দ্রবর্ণঃ পৰ্বতঃ শাকতঃ।
১ মহেন্দ্রপৰ্বত। ২ নীল পৰ্বত।

ইন্দ্রপুত্রো (ত্রী) ইন্দ্রঃ পুত্রো যন্তাঃ বহত্ৰী। অদিতি।

ইন্দ্রপুষ্পা (ত্রী) ইন্দ্রং নীলং পুষ্পমস্যাঃ বহত্ৰী। লাললী-
বৃক্ষ। বিষলাললা। স্বার্থে কনু। ইন্দ্রপুষ্পিকা। জাতিস্বাৎ
ত্রীপু। ইন্দ্রপুষ্পী। ঐ অর্থ।

ইন্দ্রপুরী (ত্রী) ৬৩৭। অমরাবতী।

ইন্দ্রপুরোহিত (পুং) ৬৩৭। বৃহস্পতি।

ইন্দ্রপ্রমতি (পুং) প্রকৃষ্টা মতিঃ প্রমতিঃ কৰ্ম্মধা। ইন্দ্রা
প্রমতিবৃত্তাঃ বহত্ৰী। ঋগ্বেদ অধ্যয়নের জন্য গৃহীত ব্যাসের
শিষ্য পৈল ঋষির শিষ্য। (অগ্নিপুরাণ। ভাগবত ১২।৬।)

ইন্দ্রপ্রস্থ (ত্রী) একটি নগর।

এই নগরটি খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির
এই নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।^১ তৎকালে এই নগর
সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত, গরুড়ের ছায়া দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ
ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ ছিল, সেই সময়ে উহার
পরম রমণীয় প্রদেশে কুবেরাগার-সদৃশ ধনসম্পন্ন কোরবগৃহ
বিরাজিত ছিল। ইহার চারিদিকেই উদ্যান এবং নানা-
জাতীর ফলশালী বৃক্ষে আকীর্ণ। [ভারত আদি।]

সৌতরিসংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থ একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া
উক্ত হইয়াছে। যথা—

“ইন্দ্রপ্রস্থমিদং ক্ষেত্রং স্থাপিতং দৈববৈতঃ পুরা।

পূৰ্ণপশ্চিময়ো স্তাত একযোজন বিস্তৃতম্ ॥ ৭৫ ॥

কালিন্দ্যা দক্ষিণে যাবক্ষোজানানাং চতুষ্টিয়ম্।

ইন্দ্রপ্রস্থম্ মধ্যাদা কথিতৈবা মহাবিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

২য় অধ্যায়ঃ।

পুরাকালে দেবগণ এই ইন্দ্রপ্রস্থক্ষেত্র স্থাপন করেন।
ইহা পূৰ্ণ পশ্চিমে এক যোজন এবং যমুনার দক্ষিণ অবধি
চারিযোজন বিস্তৃত। মহাবিগণ ইন্দ্রপ্রস্থের পরিমাণ এইরূপ
বলিয়া গিয়াছেন।

এই স্থানে পূৰ্ণকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন,
বোধ হয় তদনুসারে ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম হয়। এই তীর্থে
দেহত্যাগ করিলে বিমুক্ত হয়।

“ইন্দ্রপ্রস্থায়ামেতদৈকেন্দ্রমিচ্ছন্ত পাবনম্।

ভেনাম পুজিতো বিষ্ণু কৃত্তি বহুদক্ষিণৈঃ ॥ ২৪ ॥

কুট্টেন বিষ্ণুনা তন্মৈ বরো দত্তো নিশম্যতাম্।

ভো শত্রু তাবেকৈ ক্ষেত্রে সৰ্ব্বতীর্থময়ো জনাঃ ॥ ২৫ ॥

তদুৎ ত্যক্ত্বি বে তে বৈ মজ্জল্যাংসিকাবাপি।” ২৬ঃ।

“ইন্দ্রস্ত খাণ্ডবারণ্যে ইন্দ্রপ্রস্থাত্তিথং শুভম্ ॥”

সৌতরিসংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থমাহাভ্য ৮ অঃ।

বর্তমান দিল্লীতে এই প্রাচীন নগরটি ছিল। এখন
উহার সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। এখনও
ঐ স্থানকে ‘ইন্দ্রপণ্ড’ বলে। দিল্লীপতি পৃথিরাঙ্গের সময়
বোধ হয় এখানে একটি গড় ছিল। চাঁদ কবি লিখিয়াছেন—

“গড়ং ইন্দ্রপণ্ডং সহায়ং হৃক্‌ভৈঃ।

উভৈ দীন জুটে করে যগ্গ ধজৈঃ ॥”

পৃথিরাঙ্গ রাসৌ ২৮। ৭৫ ॥

এখন দিল্লীতে ‘পুরাণ কিল্লা’ নামে একটি প্রাচীন দুর্গ দৃষ্ট
হয়, উহাকে কেহ কেহ ইন্দ্রপণ্ড বলে; ঐ দুর্গটি মুসলমান-
দের নির্মিত হইলেও, উহা প্রাচীন হিন্দুরাজ-নির্মিত কোন
গড়ের উপর রচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।
(Archæological Survey Reports, India, Vol. iv. 2.)

ইন্দ্রপ্রহরণ (ত্রী) ৬৩৭। বজ্র, দধীচি মূনির হাড়ে নির্মিত।

ইন্দ্রভূতি (পুং) একজন জৈন গণধর। মহাবীরের প্রধান শিষ্য।

ইন্দ্রভেবজ (ত্রী) ইন্দ্রঃ মহৎ ভেবজমৌষধং কৰ্ম্মধা।
শুভী, শুঠ।

ইন্দ্রমথ (পুং) ৬৩৭। ইন্দ্রের প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ
করা হয়।

ইন্দ্রমহ (ত্রী) ৬৩৭, বা বহত্ৰী। ইন্দ্রের প্রীতিজনক উৎসব
যজ্ঞাদি।

ইন্দ্রমহকামুক (পুং) ইন্দ্রমহং কাময়ে ইন্দ্রমহ-কম-উকঞ।
কুকুর।

ইন্দ্রমার্গ (পুং) ইন্দ্রলোকপ্রাপ্ত্যর্থো মার্গঃ শাকতঃ। বদরী
পাটনের (কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী স্থানের) নিকটবর্তী তীর্থ।
ঐ স্থানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। (ভারত বন ২৫ অঃ।)

ইন্দ্রযব (পুং) ইন্দ্রস্ত কৃটজবৃক্ষস্ত যবঃ বীজমিব উপ ৬৩৭।
যবের আকার একপ্রকার তিক্ত ফল। কুড়চির বীজ।
ইহার ব্যবহারে ত্রিদোষ (বাতপিত্তকফ) নষ্ট হয়। ইহার
শুণ—কটু ও শীতল। ইহাতে অন্ন, অতিসার, রক্ত, অর্শ,
কৃমি, বিসর্প, কুষ্ঠ এই সমস্ত রোগ ভাল হয়। ইহা উদ্বীপক,
শুককীল (হালিস) এবং বায়ু জন্ম রক্ত প্রেয়া নষ্ট করে।

ইন্দ্রলাজী (ত্রী) ইন্দ্রস্ত কৃটজস্য লাজা ইব লাজা বস্যাঃ।
ওষধি, ধান, কলা প্রভৃতির গাছ। (কুর্বীদিত্যঃ প্যাঃ পা ৪।
১।১৫১।) ইতি প্যা। ইন্দ্রলাজ্য। কুড়চির ফল প্রভৃতি।

ইন্দ্রলুপ্ত (পুং) ইন্দ্রাণ্য ত্বর্ষণান্য কেশান্য লুপ্তং লোপঃ
বশ্যং বহত্রী। শিরোরোগ, টাক।

(Alopecia, Baldness.) ইহাকে কেশহীনতা, খালি
বা কুহ বলে। ভাবা কথার ইহার নাম টাকরোগ।

কারণ—সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা, অর, পারদদোষ, উপদংশ-
দোষ, রক্তদ্রাব প্রভৃতি কারণে কেশগ্রহি রূপ বা বিনষ্ট হইয়া
এই রোগ জন্মে। কেশগ্রহি সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে
এই রোগ প্রায় আরোগ্য হয় না। বৈদ্যদিগের মতে
পিত্তের সহিত রোমকুপস্থ রক্ত কুপিত হইয়া রোম সকলকে
পাতিত করে, পরে কফ ও রক্ত রোমকুপকে রক্ত করে,
এ কারণ ঐ সকল স্থানে পুনরায় কেশ উৎপন্ন হয় না।

(১) অবশ্যে মতে—তিলক ঝিলে পাতার রস টাকের
উপর বর্ষণ করিলে উহা স্বস্তর আরোগ্য হয়।

(২) হস্তীদন্ত ভস্ম ও রসাজন ছাগী দুই মাড়িয়া টাকের
উপর লেপন করিলে শীঘ্র ঐ স্থানে কেশ জন্মায়।

(৩) আলপিন বা সূচ দ্বারা টাকের স্থান বিদ্ধ করিয়া
একটা পেঁয়াজের অর্ধেক কাটিয়া ঐ স্থানে ঘষিলে শীঘ্র
টাকের উপর লোম জন্মায়।

(৪) গোক্ষুর, তিলফুল, মধু ও ঘৃত একত্রে বাটিয়া
মলমের মত করিয়া টাকের উপর লেপনে উপকার হয়।

(৫) শুষ্ক বিছুটির বীজ বর্ষণে সপ্তাহ মধ্যে টাক
স্থানে লোম জন্মে।

(৬) ডেলা, বৃহত্তী ফল, কুঁচকল ও কুঁচমূল মধুসহ বাটিয়া
টাকের উপর প্রলেপ দিবে।

(৭) যষ্টিমধু, নীলোৎপল, যুগরা মূল, তিল, ঘৃত, দুধ,
ভূঙ্গরাজ এই সমস্ত একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঘন ঘূচমূল
ও বক্রকেশ উৎপন্ন হয়।

এই রোগে বার বার মাথা কামাইয়া গরম জলে মাথা
ধুইয়া ফেলিবে, গরম কাপড়ে সর্দাদা মাথা মুছিবে ও বক্সউড
নামক কাঠের কাথ টাকের উপর লেপন করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে টাক রোগে এসিডাম ফস্ফরিকাম
(কোন কঠিন রোগের পরে কিবা সর্বাঙ্গীন দুর্বলতাবশতঃ),
এসিডাম নাইট্রিকাম (স্নায়বীয় অয়ের পর), এসিডাম ক্লোরি-
কাম, হিপার সালফর (উপদংশ কিবা পারদ দোষবশতঃ),
আর্সেনিক, মেট্রাম মিউরেটিকাম, কেলকেরিয়া, হিপার,
কস্করস, কোন প্রাচীন শিরঃস্রাবের জন্য কেশ পতন
হইলে সালফর ব্যবহার করিবে।

ইন্দ্রলোক (পুং) ইন্দ্রত লোকঃ ভুবনঃ ৬তমঃ। অমরাবতী।

ইন্দ্রবংশা (স্ত্রী) ১২ অক্ষরের বৃত্ত (ছন্দঃ)। ভা দি ঙ্র

বং না তত জৈ রং সং হু তৈঃ। (বৃত্তরত্নাকর।) এই
ছন্দের ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু।

ইন্দ্রবজ্রা (স্ত্রী) ১১শ অক্ষরের ছন্দঃ। ভা দি ঙ্র ব জ্রা ব দি
তো জ গো গঃ। (বৃত্তরত্নাকর।) ইহার ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম-
বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু।

ইন্দ্রবটী, বৈদ্যাকোক্ত ঔষধ বিশেষ। রসসিন্দূর, বঙ্গ,
অর্জুন ছাল সমভাগে লইয়া শিমূলমূলের রসে মাড়িয়া ৬
রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান—মধু ও শিমূল-মূল চূর্ণ;
কেহ কেহ চিনি অল্পপান করেন। ইহাতে প্রমেহ রোগ
নিবারণ হয়।

ইন্দ্রবল (পুং) একজন প্রাচীন শবর রাজা। উদয়নের
পুত্র। ইনি শবর হইলেও পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া পরিচয়
দিরাছেন। (Fleet's Inscript. Indicarum, III. 293-
294)

ইন্দ্রবল্লরী (স্ত্রী) ইন্দ্রচান্দৌ বল্লরী চেতি কথ্য। রাখাল
শসা। এটা লতা গাছ। ইহার লতায় তিলক রস আছে,
ফুলগুলি পীতবর্ণ, মূল শুভ্র। [ইন্দ্রবারুণী দেখ।]

ইন্দ্রবল্লী (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রিয় বল্লী লতা শাকতৎ। ১ পারি-
জাত লতা। ২ রাখালশসা লতা।

ইন্দ্রবস্তি (পুং) ইন্দ্রত্মানো বস্তিরিব। জজ্বার মধ্যভাগ।

ইন্দ্রবারা, বিহারপ্রদেশস্থ মঘরা তেলিদিগের একটি ডি।
ইহারা আপনাদের ডি ছাড়িয়া অপর তেলির সঙ্গেও আদান
প্রদান করিতে পারে।

ইন্দ্রবারুণিকা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী স্বার্থে কন্। [ইন্দ্র-
বারুণী শব্দ দেখ।]

ইন্দ্রবারুণী (স্ত্রী) ইন্দ্রবরুণায়োরিয়ং, বা ইন্দ্রবরুণো দেবতে
অন্তঃ ইত্যণু ভীপ্। ইন্দ্রত্ম আয়নো বারুণীব-প্রিয়া।
লতাবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার পর্যায়—বিশালা,
ঐন্দ্রী, ইন্দ্রা, অরুণা, গবাদনী, কুজসহা, ইন্দ্রচির্ভিটী, সূর্য্যা,
বিষরী, গজকর্ণিকা, অমরা, মাতা, স্কর্কণী, স্কফলা, তারকা,
বৃষভাকী, পীতপুলা, ইন্দ্রবল্লরী, হেমপুলা, কুজকলা, বারুণী,
বালকপ্রিয়া, রক্তকর্কাক, বল্লী, চিত্রকলা, চিত্রা, গবাকী, গজ-
চির্ভিটী, যুগেক্সার, পিটকীকী, যুগাদনী।

(Citrallus Colocynthis)। এই বৃক্ষ উত্তরাংশ অন্তরীপ,
মিশর, তুরক ও ভূমধ্যস্র সাগরের দ্বীপসমূহে এবং ভারত-
বর্ষের বঙ্গদেশে বিস্তর জন্মে। ভাবা কথার ইহাকে রাখালশসা,
ইন্দ্রায়ণ ও মাখাল বলে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, পীতল, ভেদক;
শুষ্ক, পিত্ত, উদররোগ, শ্বেদা, ক্রমি, কুষ্ঠ ও অরুণাশক।

এলোপ্যাথিক মতে ইহা অতি বিরেচক—অস্ত্রের স্নেয়িক
বিল্লীকে উগ্রতা প্রকাশ করিয়া বিরেচক হয়। অধিক
মাত্রায় সেবন করিলে প্রদাহিক বিবক্রিয়া প্রকাশ করে।

শোথ, উদরী, কোষ্ঠবদ্ধ, সংজ্ঞাস প্রভৃতি রোগে বিরেচন
ও প্রত্যাগ্রতা সাধনের জন্য ব্যবহার হয়, ইহা সেবনে কখন
কখন উদরে বেদনা, গা বমিবমি ও বমন উপস্থিত হয়।
এরূপ স্থলে কপূর কিম্বা কোনারম সেবনে তাহা নিবারণ
হয়। এলোপ্যাথিক মাত্রায় এ ঔষধ সেবনে অনেক সময়ে
নানারূপ বিষ বটিবার সম্ভাবনা। এ কারণ সহজে কেহ
ইহা ব্যবহার করেন না। বিশেষ আবশ্যক হইলে বিবেচনা
পূর্বক ব্যবহার করা উচিত। ইহার সার ও বটিকা ব্যবহার্য।
মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ।

হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা সরল অস্ত্রের প্রদাহ, অভিসার,
রক্তাভিসার, গৃধ্রসী, অর্ধশিরঃশূল, দ্ব্যশূল, অস্ত্রশূল, বাত,
সন্ধিবাত, ডিম্বাশয়ের স্নায়বীয় রোগ এবং নানাপ্রকার
পীড়ার ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত উদরবেদনা সংযুক্ত, বিশেষ
কষ্টদায়ক রক্তাভিসারে এই ঔষধ ও মারকিউরিয়স করো-
সাইভাস পাণ্টাপান্টি সেবনে অতি হুঃসাধ্য হইলেও সম্বর
নিবৃত্তি পায়।

ডাক্তার হিউস শূলরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন।
উদর চাকের জ্বায় ক্ষীত ও তীব্র বেদনাবিশিষ্ট পৈতিক
বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকিলে বৃহদ্র ও সরল অস্ত্রের
প্রদাহে এই ঔষধ দেওয়া যায়। ডাক্তার হিউসের মতে তরুণ
গৃধ্রসী রোগে ইহা ধেরূপ উপকার করে, পুরাতন রোগে তত
হয় না। ব্যথিত অঙ্গ উত্তোলনে বেদনার বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত
সঞ্চালনে উপশম, বিশেষতঃ এই রোগের সঙ্গে উদরাময় ও
অস্ত্রশূল বর্তমান থাকিলে এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়।

প্রথমে জলবৎ ও আমমিশ্রিত, পরে পিত্ত ও রক্তমিশ্রিত
এবং অস্ত্র যেন প্রস্তরখণ্ড মধ্যে পেষিত হইতেছে এরূপ উদর
বেদনাবিশিষ্ট রক্ত আমাশয়ে কলোসিহ উপযোগী। মস্তক
সাঁড়ানীর দ্বারা যেন চাপিয়া আছে, চক্ষু ও কপালের মধ্যে
অত্যন্ত জ্বালাকর, হুচ বা আলপিন বিচ্ছিন্ন জ্বায় যন্ত্রণাবিশিষ্ট
অর্ধশিরঃশূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ফল—ইন্দ্রবারীর ফল কমলালেবুর মত বড়। খাইতে
অতিশয় কটু। ইহার নীচে ঔষধ প্রস্তুত হয়। মহিষ ও
উষ্ট্র-পক্ষীতে এই নীস খাইয়া থাকে। আফ্রিকার কেহ কেহ
ইহার বীজ খায়।

ব্যবহার—ইহার টাটকা মূল লবঙ্গমার্জনে লাগে। আফ্রি-
কার নীল নদের তীরোবর্তী কোন কোন স্থানের লোকেরা

ইহার রস হইতে এক প্রকার রস বাহির করে, জল ভুলিবার
মশকের গারে এই রস মাখায়। ইহার গন্ধে উটেরা এই মশক
ভুতে পারে না।

ইন্দ্রবিজ্ঞ, (Herpes)। বায়ু ও পিত্ত কর্তৃক স্বকের উপর জল-
পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিম্বা বড় বড় ত্বকে ত্বকে শরীরের ভিন্ন
ভিন্ন স্থানে যে পিড়কা হয় তাহাকে ইন্দ্রবিজ্ঞ বলে। এই
সকল উদ্ভেদ পামার জ্বায় একত্রিত না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
ভাবে অবস্থিতি করে। এই রোগে প্রথমে পরিষ্কার জলবৎ বা
হৃদ্রবৎ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। উহা শুধাইয়া গিয়া চাপু
চাপু চিপটিকা জন্মে। চিকিৎসকদিগের মতে ইহা
চারি জাতি। যথা—বিষাকার (Herpes-phlyctenodes),
চক্রাকার (Herpes-circinatus), রামধনুকাকার
(Herpes-zoster), কটিবন্ধাকার (Herpes-iris)। এ ছাড়া
এই রোগ শিরঃত্বকে হয় (Herpes-pretulacis) এবং কখন
ওষ্ঠে (Herpes-labialis) জন্মিয়া থাকে। দ্ব্যশূর উপদাহ
ইহার প্রধান কারণ। এই রোগে শরীরে শ্রানি, শিরঃপীড়া,
পার্শ্বশূল ও জ্বৎ জ্বর থাকে। ইহা দশ বার দিবসেই আরোপ্য
হয়। ইন্দ্রবিজ্ঞ লক্ষ্যজাতীয় রোগ।

চিকিৎসা—বৈদ্যদিগের মতে ইহাতে পিত্ত জ্বাৎ বিশপের
জ্বায় চিকিৎসা করিবে এবং এই সকল পিড়কা পাকিলে
কাকোলাদিগণোক্ত ত্রয় স্ততপাক করিয়া চিকিৎসা করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে, এই রোগ যুবকদিগের হইলে
রসটক্স, বৃদ্ধদিগের হইলে মেজেরিয়ম, প্রধানতঃ ব্যবহার হইয়া
থাকে। সলফর, সিলিয়া, (উপসর্গশূন্য রোগে) মার্কুরিয়স
(লিঙ্গত্বকে পূঁঘযুক্ত রোগে) ফাইটো ও গ্রাফাইটিস, (অত্যন্ত
যন্ত্রণাবিশিষ্ট রোগে) আর্সেনিক, (হৃদ্রল ও দ্ব্যশূলপ্রসূত
রোগে) টেলুরিয়ম।

ইন্দ্রবীজ (পুং) ইন্দ্রস্ত কুটজস্ত বীজম্। ইন্দ্রবৎ।

ইন্দ্রবৃক্ষ (পুং) ইন্দ্রস্ত বৃক্ষঃ। দেবদারু গাছ। লোকেরা
এ গাছে ইন্দ্রধ্বজ উঠায়, এজন্য উহার নাম ইন্দ্রবৃক্ষ হইল।

ইন্দ্রবৃদ্ধা (স্ত্রী) রোগ বিশেষ, এক প্রকার ব্রণ। এই রোগ
বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে জন্মে। [ইন্দ্রবিজ্ঞ দেখে।]

ইন্দ্রব্রত (স্ত্রী) ইন্দ্রভেব ব্রতং। ব্রতবিশেষ। ইন্দ্র বেমন
লোকের উপকার করিবার জন্য বৎসরের মধ্যে চারি মাস
সম্যক ব্রত করেন, সেইরূপ রাজা নিজেই রাজ্যে প্রজার
অর্থের জন্য ধনাদি বর্ষণ করেন। এইরূপ নিয়মের নাম
ইন্দ্রব্রত।

ইন্দ্রশক্তি (পুং) ইন্দ্রঃ শক্তিঃ বস্ত্র বহত্রী। ব্রূজাহর।
(ইন্দ্রোক্ত শময়িতা বা তন্মাৎ ইন্দ্রশক্তিঃ। নিরুক্ত)।

ইঙ্গশৈল (পুং) ইঙ্গাতিথঃ শৈলঃ শাক্ততঃ। ইঙ্গকীল-পৰ্শ্বতঃ।

ইঙ্গসারথি (পুং) ইঙ্গস্ত সারথিঃ। ১ মাতলি, ইঙ্গের রথচালক। ২ বাহু। (অকৃ ৪।৪৫।২)।

ইঙ্গসাবণি (পুং) ইঙ্গস্য সাবণিঃ। চতুর্দশ মন্থ।

ইঙ্গসুত (পুং) ৬তৎ। ১ জরত। ২ অর্জুন। ৩ অর্জুন-বৃক্ষ। ৪ বানররাজ বাণী।

ইঙ্গসুরস (পুং) ইঙ্গঃ কূটজ ইব সুরসঃ। উপং কর্ণধা। নিসিন্দা, সিদ্ধবার বৃক্ষ।

ইঙ্গসুরা (স্ত্রী) ইঙ্গস্য আশ্বনঃ সুরাইব প্রিরা। রাখাল-শসা।

ইঙ্গসুরিস (পুং) নিসিন্দা বা নিম্বন্দা।

ইঙ্গসূক্ত (স্ত্রী) ইঙ্গদৈবতং সূক্তং শাক্ততঃ। ইঙ্গ দৈবত সূক্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রে ইঙ্গের গুণ করিতে হয়।

ইঙ্গসেন (পুং) ইঙ্গস্য সেনেব মহতী সেনা বস্য বহুব্রী। ১ পরীক্ষিতের পুত্র স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা। ২ বৃষ্টিয়ের পুত্র। ৩ নলের পুত্র।

ইঙ্গসেনা (স্ত্রী) ৫তৎ। ১ ইঙ্গের সৈন্য। ২ মোদগল্যের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ত্রয়ের মাতা। ৩ নলের কন্যা।

ইঙ্গসেনানী (স্ত্রী) সেনাং নরতি সেনানী ক্রিপ্ ৬তৎ। কার্তিক। ইঙ্গ কার্তিকের বল পরাক্রম দেখিয়া বলিলেন, তুমি ইঙ্গ কর, আমাকে যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। তাহা শুনিয়া কার্তিক বলিলেন, আমার ইঙ্গকে প্রয়োজন নাই, আপনিই করুন। বরং আমাকে যাহা বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিব। ইহা শুনিয়া ইঙ্গ কহিলেন, তবে তুমি আমার সেনাপতি হও। কার্তিক তাহাই স্বীকার করিলেন।

(ভারত, আদি ৯৪ অঃ।)

ইঙ্গস্তৎ (পুং) ইঙ্গঃ সূর্যতে যস্মিন্ ইঙ্গ-স্ত-ক্রিপ্। ইঙ্গ-যজ্ঞ, যে যজ্ঞে ইঙ্গের আরাধনা করিতে হয়।

ইঙ্গস্তোম (পুং) ইঙ্গস্ত স্তোমঃ স্ততিঃ যস্মিন্। অতি-রাজাদ্বীভূত বাগবিশেষ। রাজার অমুঠের যজ্ঞ, তাহার দক্ষিণা ১০০০ টাকা। (কাভ্যারন ৪।৪।৬।)

ইঙ্গহব (পুং) ইঙ্গ-অন্ ৬তৎ। ইঙ্গের আহ্বান।

ইঙ্গহ (স্ত্রী) ইঙ্গঃ হুয়তেহনরা ইঙ্গ-ই-ক্রিপ্ সস্ত্রসারণম্, ৬তৎ। ১ ইঙ্গের আরাধনার মন্ত্র। ২ ইঙ্গের উপাসক হুনি।

(পা ৪।৪।১০৪। গর্গাণি।)

ইঙ্গা (স্ত্রী) ইদ-ন টাপ্। [ইঙ্গশক্বে সূত্র দেখ] ১ কাটাঙ্গামির। ২ নটীদেবী। ৩ রাখালশসা।

ইঙ্গামি (পুং) ইঙ্গস্ত অমিষ্ট বস্তুঃ। (দেবতা বস্তুে চ।

পা ৬।২।১৪১। ইত্যাকারস্ত আকারঃ।) ১ ইঙ্গ এবং অমি। ২ বজ্রের আশ্বন।

ইঙ্গামিধুম (পুং) ইঙ্গায়েঃ মেধানলত ধুমইব উপং ৬তৎ। ১ হিম, বরফ। ২ বাজ। ঐ অমি প্রতিবৎসর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়ই পৃথিবীতে পড়ে এবং তাহাতে মহিব গোক, গাছ, বাড়ী অনেক পুড়িয়া থাকে।

ইঙ্গানিকা (স্ত্রী) ইঙ্গানী-বার্ণে কন্। নিসিন্দা। সিদ্ধ-বার। (সিদ্ধবারেঙ্গসুরিসৌ নিম্বতীজ্ঞানিকৈতাপি। অমর।)

ইঙ্গাণী (স্ত্রী) ইঙ্গস্ত পরী ভীব্ (আর্যকৃ ৮। পা ৪।১। ৪২।) ১ ইঙ্গের স্ত্রী, নটী। বাহার পরম ঐশ্বর্য। ২ চূর্ণাশক্তি, দেবদানব বাহার বশতাপন্ন। ইদ ধাতুর অর্থ পরম ঐশ্বর্য এজন্ত তাহার নাম ইঙ্গাণী, অতএব সকলের মঙ্গলদাত্রী। “ঐশ্বর্যং পরমং যত্নাঃ বশে চৈব সুরাসুরাঃ। ইদি পরম ঐশ্বৰ্য্যে চ ইঙ্গাণী তেন সা শিবা।” (দেবীপুরাণ।) ইঙ্গইব আনয়তি জীবয়তি রোগোপশ-মনেন ইঙ্গ-অন-গিচ্-অচ্। (পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩।) ইতি পদম্। ৩ সুলৈলা। ৪ সুলৈলা। ৫ স্ত্রী লোকের কার্য্য। ৬ সোম্বাল। ৭ নিসিন্দা।

ইঙ্গাদৃশ (পুং) ইঙ্গস্যোবাঁদর্শনমস্য ইঙ্গ-আ-দৃশ-টক্। ৬তৎ। ইঙ্গগোপকীট।

ইঙ্গামুজ (পুং) ৬তৎ। ১ বামন। বামনাবতার নারায়ণ। ইনি ইঙ্গের জন্মের পর অদিতির গর্ভে কস্তুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইঙ্গামুজ নাম হইয়াছে [ইহার জন্মবিবরণ বামনশক্বে দেখ।]

ইঙ্গাভ (পুং) ইঙ্গস্যোবাতা বস্য, অথবা ইঙ্গ ইবাভাতি ইঙ্গ আ-ভা-ক। কুরুবংশীয় হুতরাষ্ট্রের ৭ম পুত্র।

ইঙ্গায়ুধ (স্ত্রী) ইঙ্গস্যায়ুধমিব ৬তৎ। ১ ইঙ্গের অস্ত্র, বজ্র। ২ রামধনু, গভী। [ইহার উৎপত্তি বিবরণ ইঙ্গ শক্বে দেখ।] আকাশে রামধনু দেখিয়া কাহাকেও দেখাইবে না।

“ন দিবীজায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্তচিদর্শয়েদবুধঃ”। মন্থ।

কেহ কেহ বলেন পর্বতাদির উপর দেখিয়া দেখাইলে দোষ হয় না।

(কেচিৎ পর্বতাদিহল দর্শনে ন দোষঃ”। মেধাতিথি।)

ইঙ্গারি (পুং) ৬তৎ। অঙ্গুর, সর্কদাই ইহারা ইঙ্গের যজ্ঞ বিঘ্ন করে।

ইঙ্গালিশ (পুং) ইঙ্গং আলিশতি ইঙ্গ-আ-লিশ-ক। ইঙ্গ-গোপকীট, একপ্রকার পোকা।

ইঙ্গাবরজ (পুং) ৬তৎ। বিষ্ণু। (উপেজ ইঙ্গাবরজঃ। অমর।)

ইন্দ্রাবসান (পুং) ইন্দ্রাবসানঃ যত্র বহতী। মকুতুমি।

ইন্দ্রাশন (পুং) ৩৩৭। ১ সিদ্ধি, ভাঙ। ২ কুঁচল।

ইন্দ্রাসন (পুং ক্রী) ইন্দ্র আত্মা অস্যাতে ক্ষিপ্যাতে যেন।

ইন্দ্র-অস-করণে লুট। ১ সিদ্ধি। ২ পঞ্চমাত্রিক প্রত্যাবে
আদি লঘু শেষের দুইটি গুরুবিশিষ্ট প্রথম।

ইন্দ্রিয় (ক্রী) ইন্দ্রতান্মনো লিঙ্গমমুমাপকং ইন্দ্র (ইন্দ্র-
লিঙ্গেত্যাदि। পা ৫। ২। ৯৩) ইতি ৮। ১ বল। ২ শুক্র।

(নিপাং) (বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়ানি চ। অমর।) ৩ জ্ঞানসাধন।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, এই কএকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।
বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই কএকটি কর্মেন্দ্রিয়। মন,
বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এইগুলি অন্তরেন্দ্রিয়। সর্বশুদ্ধ ইন্দ্রিয়
১৪টি। মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক
একটি নিয়ন্তা (চালক) আছে। কর্ণের দেবতা দিক্। চর্ম্মের
বায়ু। চক্ষুর সূর্য্য। জিহ্বার বরুণ। নাসিকার অশ্বিনীকুমার।
বাক্যের অগ্নি। হস্তের ইন্দ্র। চরণের বিষ্ণু। পায়ুর মিত্র।
উপস্থের প্রজাপতি। মনের চন্দ্র। বুদ্ধির ব্রহ্মা। অহঙ্কারের
শঙ্কর। চিত্তের অচ্যুত। ন্যায়মতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয় নাসিকা,
জলের জিহ্বা, তেজের চক্ষু, বায়ুর চর্ম্ম, আকাশের কর্ণ।
সুশ্রুতের মতে বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের জৈম্বর, মনের
চন্দ্র, গাজের দিক্, চর্ম্মের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার জল,
নাসিকার পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের বিষ্ণু,
পায়ুর মিত্র।

ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সকল কর্ত্তার অধীন। কেননা ইন্দ্র-
য়ের অপর নাম করণ। (“করণং করণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়-
কর্ম্মত্ব” রত্নকোষ। “হেতুধীনঃ কর্ত্তা, কত্রধীনঃ করণম্”।
পদ্মনাভ।) তন্মধ্যে মন কখনও কর্ত্তা হয়, কখনও করণ
হয়, কারণ কোন একটা রূপ দেখিতে হইলে সেই বিষয়ে
প্রথমে মন হইবে, পরে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিলে সেই দর্শন
জ্ঞান মুখ মনই অনুভব করিবে। আবার সেই মনের দ্বারা
তুমিও দর্শনমুখ অনুভব করিতেছ। জ্ঞানের কার্য্যে মন
কারণ ভিন্ন করণ হয় না। এটা নৈয়ায়িকের মত। বৈদা-
ন্তিকেরা মমকে ইন্দ্রিয় বলেন না এবং বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয়
হইতে পৃথক্ বলেন। কর্ণ দ্বারা বাহিরের শব্দ শুনা যায়,
ঐ কর্ণ ঢাকা থাকিলেও অন্তরে অন্তরে শব্দ শুনা যায়।

চর্ম্মের দ্বারা স্পর্শ অনুভব হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা যায়।
জিহ্বা দ্বারা আত্বাদ পাওয়া যায়। নাসিকার দ্বারা
গন্ধ গ্রহণ করা যায়। বাক্যেজ্ঞির দ্বারা কথা বলা যায়।
ইন্দ্র দ্বারা সমস্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। চরণ দ্বারা বাতায়াত্র
কার্য্য-নির্ব্বাহ হয়। পায়ু দ্বারা মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা

মূত্রত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অন্তঃকরণ তিন
প্রকার, বুদ্ধি ১ অহঙ্কার ২ মন ৩; শরীরের মধ্যে কার্য্য হয়
বলিয়া ইহার নাম অন্তঃকরণ। অন্তরিন্দ্রিয় ৩ বাহরিন্দ্রিয়
১০টি। ইন্দ্রিয় কোন কোন মতে ১০টি, কোন কোন
মতে ১১। ১২। ১৩। ১৪ টি।

৪ বীৰ্য্য। (“শুক্রেবীৰ্য্যেন্দ্রিয়ানি চ।” অমর।) ইন্দ্রশব্দে
পরমাত্মা বুঝায়। ইহা হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।
“এতন্মাত্মায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ”—শ্রুতি। জগদী-
শ্বর ইন্দ্রিয়গণকে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া উহার
প্রাণিগণকে বলপূর্ব্বক নিজ নিজ বিষয় গ্রহণের জন্ত প্রেরিত
করে। তাহা না হইলে ইন্দ্রিয় অনিবার্য্য হইবে কেন?
চক্ষু প্রভৃতিরও এইরূপ জানিবে।

ইন্দ্রিয়কার্য্য (ক্রী) ৩ বা ৩৩৭। জ্ঞান, চাক্ষু, শ্রাবণ,
স্প্রাণ, রাসন, স্মাচ, মনন, এই ছয় রূপ প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়গোচর (পুং) ৩৩৭। জ্ঞানপথবর্ত্তী, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ
জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, মন, এই ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা ছয়রূপ
জ্ঞান হয়, প্রথমতঃ বস্তুর উপর ইন্দ্রিয় পড়ে, পরে আত্মাতে
জ্ঞান হয় যে, অমুক বস্তু, জুতরাং ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের পথ
হইল। ঐ জ্ঞানপথে পতিত বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু
বলিতে হয়।

“ব্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং বড়বিধং মতং।

ব্রাণস্ত গোচরো গন্ধঃ গন্ধাদিরপি স্মৃতঃ।

উদ্ভূতস্পর্শবদ্ ব্যং গোচরঃ সৌহপি চ স্মৃতঃ।”

ভাবাপরিচ্ছেদ।

ব্রাণজ আদি করিয়া ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়।
ব্রাণের গোচর গন্ধ এবং গন্ধগত ধর্ম্মসকল, যেমন গন্ধদ্ব।
উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় এমন যে স্পর্শ, সেই স্পর্শ এবং
সেইরূপ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য এবং স্পর্শের ধর্ম্ম স্পর্শদ্ব প্রভৃতি
পদার্থ সকলই স্বকর গোচর হয়।

“তথারসোরসজ্ঞায়া স্তথা শব্দোহপি চ শ্রুতে।” রস (অন্নতিক্ত
কটুকষায়াদি) রসনার অর্থাৎ জিহ্বার গ্রাহ্য এবং রসগত
ধর্ম্ম রসজ্ঞাদিও বটে। এবং শব্দ ও শব্দগত ধর্ম্ম, শব্দদ্ব প্রভৃতি
ধর্ম্ম শ্রুতির (কর্ণের) গ্রাহ্য।

“উদ্ভূতরূপং নয়নস্ত গোচরো দ্রব্যানি তত্ত্বা পৃথক্ সংখ্যা।

বিভাগসংযোগপরাপর স্বং স্নেহজ্বহৎ পরিমাণমুক্তং।”

উদ্ভূতরূপ (প্রত্যক্ষের যোগ্য বস্তু) যেরূপ দেখা যায়।
(রূপরস প্রভৃতি গুণ সকল দুইরূপ, উদ্ভূত আর অনুভূত।
যে সকল রূপ রসাদি দেখা বা শোনা যায় তাহার নাম
উদ্ভূত, যেমন ঘটাদির রূপ উদ্ভূত রূপ। আর ভর্জন

কপালহ অর্থাৎ বাহাতে মুকী ইত্যাদি ভাঙ্গা হয়, তাহাতে থাকে যে আশুন (তাহাতে আশুন অবশ্য আছে নচেৎ কিছু দিলে দখ হয় কেন?) সেই আশুনের রূপ অদ্বিতীয় রূপ, রূপ পদ্ধতিও ঐ রূপ।

অতএব উদ্ভূত রূপ এবং ঐ রূপবিশিষ্ট যে দ্রব্য তাহা, ও পূর্বকথ=বিভিন্নতা, সংখ্যা=একক বিষয়াদি (এক হই ইত্যাদি) বিভাগ=বাহাতে কোন বস্তুর আধাখানা বা কতক অংশ হয়, তাহার নাম বিভাগ। সংযোগ, বাহার দ্বারা দ্রব্য মিলিত হয়। পরস্ব=দূরত্ব, অপারস্ব=নিকটত্ব, মেহ=তৈল জলাদিতে থাকে মিশ্র করণসমর্থ যে পদার্থ, অর্থাৎ জলে ধূলা দিলে যে গুণে ধূলা জলে মিশিরা যায়, তাহার নাম মেহ। দ্রবস্ব=তরলস্ব (গলান।) পরিমাণ=মহৎ (বড়) ক্ষুদ্র (ছোট) এই সমস্ত পদার্থ চক্ষুর গ্রাহ্য হয়।

“ক্রিয়া জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ক তাদৃশং।

গ্রহাতি চক্ষুঃ সন্ধাদালোকোক্তরূপয়োঃ॥”

ক্রিয়া=উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, গমন প্রভৃতি ক্রিয়া, আর জাতি=মহুয্যস্ব, পশুত্ব প্রভৃতি জাতি ও সমবায়=সম্বন্ধ বিশেষ, এই সকল পদার্থ যদি যোগ্য বৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, যে সকল দ্রব্য তাহাতে থাকে যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, তাহাকেও আলো এবং উদ্ভূত রূপের সাহায্যে, চক্ষু গ্রহণ করেন। (চক্ষু দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।)

“উদ্ভূত স্পর্শবদ্রব্যং গোচরঃ সোহপিচ স্বচঃ।

রূপাণ্যচক্ষুর্বো যোগ্যং রূপমজাপি কারণং॥”

পূর্বে যে উদ্ভূত স্পর্শ, শৈত্য, উষ্ণ ও রূপের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্পর্শ উদ্ভূত হইলে তাহা স্বকের গ্রাহ্য হয় এবং ঐরূপ স্পর্শ বিশিষ্ট দ্রব্যও স্বকের গোচর হয় এবং রূপ ছাড়া চক্ষুর গোচর যত বস্তু আছে, সকলই স্বকের গ্রাহ্য। এই স্বাচ প্রত্যক্ষতের রূপ কারণ হয়, অর্থাৎ যে বস্তুতে উদ্ভূত রূপ নাই, তাহার স্বাচ প্রত্যক্ষও হয় না, বাহাতে আছে তাহারই হয়।

ইঙ্গিয়স্ব (জি) ইঙ্গিয়ং হন্তি ইঙ্গিয় হন-ক। রোগ, পীড়া।

ইঙ্গিয়জ (জি) ইঙ্গিয়েভ্যো জারতে ইঙ্গিয়-জন-ড। ৫৩৭।

ইঙ্গিয়ের সনিকর্ষে জাত প্রত্যক্ষ। যেমন দুধ পান না করিলে তাহা জানা যায় না, কিন্তু পান করিবার সময়ে তাহার সনিকর্ষেই তাহার জ্ঞান হয়, এজন্য ইঙ্গিয় বলিলে ইঙ্গিয় হইতে যেটা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বুঝায়। বিষয় সনিকর্ষ দ্বারা সমস্ত অদ্বিতীয় হয়, তজ্জন্ত ইঙ্গিয় সকল জ্ঞানের কারণ হয় এবং বিষয় সনিকর্ষ তাহার ব্যাপার, এই জ্ঞান জ্ঞানের জনক সনিকর্ষ এবং জানাই জন্ত।

ইঙ্গিয়জ্ঞান (পুং) শাকভং। প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

ইঙ্গিয়দমন (পুং) ৩৩৭। ইঙ্গিয়গণকে নিগ্রহ করা, ইঙ্গিরের কমান।

ইঙ্গিয়দোষ (পুং) শাকভং। ইঙ্গিয় জন্ত দোষ, পরস্বী-গমন, চুরি করা প্রভৃতি।

ইঙ্গিয়নিগ্রহ (পুং) ৩৩৭। বেজ্ঞাচারে প্রযুক্ত ইঙ্গিয়-গণের নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপন। অর্থাৎ ইঙ্গিয়ের অধীন না হইয়া তাহাদিগকে দমনে রাখা। ইহা সকল ধর্ম মধ্যে সাধারণ ধর্ম। সন্তোষ, ক্ষমা, দয়া, ক্ষমতা, সর্বদা পবিত্রভাবে থাকা, ইঙ্গিয়নিগ্রহ, সংযুক্তি, বিদ্যা, সত্যপালন ও ক্রোধ পরিত্যাগ, মনুষ্য এই দশ ধর্ম। যোগ সাধনের সময়ে নাসিকা, কর্ণ, বাহ্য, মন, প্রভৃতি ইঙ্গিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে অবরোধ করা। এই ইঙ্গিয়গণের মধ্যে যদি একটাও অনিরুদ্ধ থাকে, তবে তাহার যোগসাধনাদি ধর্মকার্য কিছুই হয় না। প্রথম, মনের নিরোধ করিতে পারিলে সকল ইঙ্গিয়ের রোধ হইতে পারে, কিন্তু মনকে বশ করিতে না পারিলে যোগীর কোন কর্ম সিদ্ধ হয় না।

ইঙ্গিয়বধ (পুং) ৩৩৭। ইঙ্গিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে শক্তির প্রতিবাত অর্থাৎ আঘাত।

ইঙ্গিয়বোধন (জি) ইঙ্গিয়ং বোধতি ইঙ্গিয়-বুধ-গিচ-ল্যা। পানসাধ্য বিকলতাবোধক মধ্য। ইহা পান করিলে সকল ইঙ্গিয় স্ব স্ব কার্যে রোধ করে, পরে নিজ বীর্ঘ্য সেই সমস্ত জানাইয়া দেয়, এই জন্ত ইহার নাম ইঙ্গিয়বোধন।

ইঙ্গিয়বৎ (জি) প্রশস্তং বা বস্ত্রং ইঙ্গিয়ং অন্ত্যস্যা ইঙ্গিয়-মতুপ্। মতুপো মো বঃ। ১ বাহার ইঙ্গিয় বস্ত্র আছে। ২ বাহার ইঙ্গিয় প্রশস্ত। ইবার্থে বতি। ইঙ্গিয়ভূল্য।

ইঙ্গিয়বৃত্তি (জি) ৩৩৭। শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বহিরিঙ্গিয়ের আলোচনা। বচন, আদান, বিহার, ত্যাগ, আনন্দ, এই পাঁচটা কর্মেইঙ্গিয়ের বৃত্তি। সংকল্প, বিকল্প ও অধ্যবসার এই কর্তব্য মনের বৃত্তি।

ইঙ্গিয়সংযোগ (পুং) ৩৩৭। বিষয়ের সহিত ইঙ্গিয়ের সম্বন্ধ।

ইঙ্গিয়সনিকর্ষ (পুং) ৩৩৭। স্ব স্ব বিষয়ের সহিত ইঙ্গিয়ের সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষজনক ব্যাপার।

ইঙ্গিয়সনিকর্ষ কার্যমাজেই দুইরূপ কারণ হইতে জন্মায়। একটা কারণ করণ-বিধার কারণ হয়, অর্থাৎ সেটা পরস্পর কারণ। আর একটা ব্যাপার-বিধার কারণ হয়, সেটা সাংকায় কারণ।

বেমন কাঠিহেলন একটা কার্য, তাহাতে কুঠার হইল করণ-বিধার কারণ, আর কুঠার-সংযোজন। যে ক্রিয়া, অর্থাৎ যে ক্রিয়া হইলেই কাঠ চিরিয়া যায়, সেইটা হইল ব্যাপার, কিনা সাক্ষ্য কারণ।

আমাদের লক্ষ, কাণ, চোক, জিহ্বা, চামড়া, মন, এই ছয়টা ইঞ্জিরের দ্বারা হয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। সেই ছয়রূপ প্রত্যক্ষে ছয়রূপ ব্যাপার সাক্ষ্য কারণ হইবে। বস্তুর সহিত ইঞ্জিরের যে সন্ধ, তাহারই নাম ব্যাপার। এখন কোন বস্তুর প্রত্যক্ষে ক্রিয় ব্যাপার কারণ হইবে, তাহাই এক একটা করিয়া দেখান যাইতেছে। জ্বোয়র প্রত্যক্ষে, জ্বোয়র সহিত ইঞ্জিরের যে সংযোগ হইল, অমনি তাহার দর্শন প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। ঐরূপ চামড়ার সংযোগ হইলে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় ইত্যাদি।

আর যে সকল পদার্থ, জ্বোতে থাকে (গুণক্রিয়া ইত্যাদি) তাহার প্রত্যক্ষে, ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবার ব্যাপার হইবে। যেমন, কোন জব্য প্রত্যক্ষ হইলে তাহার গুণ রং প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সে গুণের সহিত ইঞ্জিরের সংযোগ হইতে পারে না। কারণ গুণে গুণ থাকে না। রংটাও গুণ, ইঞ্জিরের সংযোগও গুণ, সুতরাং গুণেতে ইঞ্জিরসংযোগ কখন হয় না। ইঞ্জির সংযোগকে গুণাদির প্রত্যক্ষে কারণ বলা যায় না, এই জন্ত সংযুক্ত সমবারকে ব্যাপার বলা হইল। সংযুক্ত হইল বস্ত, কারণ তাহাতে ইঞ্জিরের সংযোগ হইবে, ইঞ্জিরসংযুক্ত হইতেই সেই বস্তই হইল। সেই সংযুক্তের যে সমবার, অর্থাৎ যে সমবার সন্ধে সেই বস্ততে গুণাদি থাকে সেই সমবার, সেটা গুণাদিতেও আছে। অতএব ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবারই জব্যগত গুণক্রিয়া; জাতি প্রভৃতি যে পদার্থ সমবার সন্ধে জব্য থাকে, তাহাদের প্রত্যক্ষ উক্ত সমবারই ব্যাপার হইবে।

জব্যেতে সমবেত (সমবার সন্ধে থাকে) যে পদার্থ তাহার প্রত্যক্ষে ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবারকে ব্যাপার বলা হইল। কিন্তু জব্য সমবেত সমবেত (জব্য সমবার সন্ধে থাকে যে, তাহাতে আবার সমবার সন্ধে যে থাকে) পদার্থের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেত সমবারকে ব্যাপার বলিতে হইবে। জব্য সমবেতই গুণক্রিয়া, তাহাতে সমবেত জাতি। তবেই জব্য সমবেত পদার্থ হইতে গুণ প্রভৃতি জাতি হইল। তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবেত সমবার থাকা চাই। ইঞ্জিরসংযুক্ত হইল জব্য, তাহাতে সমবেত যে গুণক্রিয়াদি, ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবেত করিয়া গুণক্রিয়াদি পাওয়া গেল। সেই গুণক্রিয়াতে সমবেত যে

গুণ কৰ্ম্ম জাতি, ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবেত করিয়া ঐ জাতি পাওয়া গেল এবং ঐ জাতিতে ইঞ্জিরসংযুক্ত যে জব্য সেই জব্য সমবেত যে গুণক্রিয়াদি, সেই গুণক্রিয়াদির সমবার আছে। অতএব ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবেত সমবাররূপ ব্যাপার থাকিতেও ঐ জাতিতে আছে। সুতরাং জাতির প্রত্যক্ষেতে ইঞ্জিরসংযুক্ত সমবেত সমবারকে কারণ বলিতে হইল।

শব্দের প্রত্যক্ষে ইঞ্জির (কৰ্ম্ম) সমবার ব্যাপার হইবে। শব্দ গুণ পদার্থ, কাণ জব্য পদার্থ, কাণে শব্দ আসিয়া সমবার সন্ধে লাগে; সুতরাং ঐ কৰ্ম্ম সমবার সন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শব্দ প্রত্যক্ষে কৰ্ম্ম সমবার-কারণ হইল।

আর শব্দ-সমবেত যে শব্দ জাতি, তাহার প্রত্যক্ষে কৰ্ম্ম-সমবেত-সমবার-ব্যাপার হইবে। কাণে সমবেত হইল শব্দ, তাহাতে থাকে যে সমবার, সে ঐ শব্দ জাতি; শব্দ থাকে যে সমবার সন্ধে, সেই সমবার হইল। সুতরাং শব্দ জাতির প্রত্যক্ষে ঐ সমবারকে কারণ বলিতে পারা গেল।

জব্যগুণ-কৰ্ম্ম-জাতি প্রত্যক্ষে যে যে সন্নিবর্ত বাহার প্রত্যক্ষে কারণ হইবে তাহা এই বলা হইল। এখন অভাবও একটা পদার্থ, তাহার প্রত্যক্ষে যে কারণ হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

ফল কথা, যেখানে যে বস্তুর স্বরূপ কিছুই দেখা যায় না, সেইখানে তাহার একটা বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্ধ স্বীকার করিয়া এই সন্ধ বলা যাইতেছে।

অভাবের প্রত্যক্ষে সেই বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্ধই ব্যাপার হইবে। উদাহরণ, যেমন জলেতে আগুন থাকে না, আগুনের অভাব জলে আছে; কিন্তু ঐ আগুনের অভাবের কোন আকার নাই। তথাচ জলে আগুনের অভাবকে আমরা দেখিতে পাই কেন? আমরা জলে আগুনের অভাব যদিও না দেখি, কিন্তু জলে আগুনের বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্ধ দেখিতে পাই, সেই বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্ধে অভাবকেও দেখা যায়। নচেৎ জলে চোক পড়ামাত্র সে অভাব জানা যাইবে কেন? অতএব অভাবের প্রত্যক্ষে বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্নিবর্তকেই ব্যাপার অর্থাৎ সাক্ষ্য কারণ বলা হইল।

ইঞ্জিরস্থাপ (পৃঃ) বহুতী। ১ পুষ্টি। তখন ইঞ্জির-বর্ণের উপরম অর্থাৎ বিরাম সময়, তখন কিছু দেখা যায় না, অস্বত্ব হয় না। ২ প্রলয়। মরণকালে ইঞ্জিরের প্রলয় হয়, একন্য উহাকে প্রলয় বলে।

ইঞ্জিরায়ান (পৃঃ) ইঞ্জিরদেবদ্বা, কৰ্ম্মধা। ১ বিকুর নাম। ২ ইঞ্জির।

ইজ্রিয়াদি (পুং) ৬তৎ। ইজ্রিয়ের কারণরূপ অহকার।
ইজ্রিয়াধিষ্ঠা (পুং) ৬তৎ। অচেতন। ইজ্রিয়গণের
 নিজ নিজ কার্যে ব্যাপার সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরের নিযুক্ত
 দেবতা। [ইজ্রিয় শব্দ দেখ।]

ইজ্রিয়ায়তন (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ শরীর। (ইজ্রিয়ায়তনমজ-
 বিগ্রহে।) হেম ৩। ২২। চক্ষু কণ প্রভৃতি ইজ্রিয়গণের
 আধার অর্থাৎ শরীরে ইজ্রিয় সকল বাস করে বলিয়া
 এই নাম হইল। ২ আত্মা। ন্যায়মতে স্থল দেহের নাম
 ইজ্রিয়ায়তন। বেদান্ত মতে হৃদয়শরীর, এইমাত্র ভেদ।

ইজ্রিয়ারাম (পুং) ইজ্রিয়েন্ আরমতি ইজ্রিয়-আ-রম-ঘঞ।
 ইজ্রিয় চরিতার্থের জন্য ভোগাশক্ত ব্যক্তি।

ইজ্রিয়ার্থ (পুং) ৬তৎ। রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি, মনোহর
 যুবতী, বংশীগীত, স্বাহবিশিষ্ট রস, কপূরাদি গন্ধ, অমুরাগা-
 দিত স্পর্শ প্রভৃতি। (“ইজ্রিয়ার্থেহু সর্কেষু ন প্রসজ্জত
 কামভঃ”। মছ। ৪। ১৬।) “প্রসজ্জন্তেজ্রিয়ার্থেযু প্রায়-
 শ্চিভীয়তে নরঃ।” মছ। ১১। ৪৪। ইজ্রিয়ার্থ লোক
 প্রায়শ্চিত্ত করিবার যোগ্য হন।

ইজ্রিয়াবৎ (ত্রি) ইজ্রিয়-মতুপ, (মস্ত্রে সোমাস্থেজ্রিয়-
 বিশ্বদেব্যস্ত মতো। পা ৬। ৩। ১৩১। ইতি দীর্ঘঃ। মস্ত্রার্থে
 মতুপ পরে থাকিলে সোম প্রভৃতি শব্দের অকার দীর্ঘ হয়।)
 ইজ্রিয়বিশিষ্ট।

ইজ্রিয়াবিন্ (ত্রি) ইজ্রিয় প্রাশস্তোন বাস্তস্ত বাহং বিনি।
 প্রশস্ত ইজ্রিয়বিশিষ্ট। প্রশস্ত ইজ্রিয়যুক্ত।

ইজ্রিয়েশ (পুং) ৬তৎ। ১ জীব। ২ ইজ্রিয়ের
 দেবগণ।

ইজ্রৈজ্য (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

ইজ্রৈশ্বর (পুং) ইজ্রৈশ্ব হ্রাণিতঃ ঈশ্বরঃ শিবলিঙ্গম্।
 শিবলিঙ্গ বিশেষ।

ইক (ধা) কথং আত্ম অকং সেট্। দীপ্তি পাওয়া, শোভা।
 লট্ ইক্। লুঙ্ ইক্টি। লীঙ্ ইক্টিত। লোট্ ইক্।
 লঙ্ ইক্। লিট্ ইক্। লিট্ ইক্। লিট্ ইক্। লিট্ ইক্। লিট্ ইক্।
 ইক্টিত। লট্ ইক্টিয়তে।

ইক (পুং) ইক-করণে ঘঞ। ১ দীপ্তি। ২ ইকনামক
 ঋষি। গিচ-অচ্। ৩ প্রদীপ।

ইকন (স্ত্রী) ইক্ দীপ্যতেহেনেন ইক-করণে ল্যুট্। ১ যাহার
 দ্বারা আগুন জ্বলিয়া যায়। তুল, কাঠ, জ্বালানী কাঠ। ইক-গিচ-
 ল্যু। ২ যে অগ্নিকে প্রজালিত করে। ভাবে ল্যুট্। ৩ জ্বালান।

ইকনবৎ (ত্রি) ইকনং প্রজ্বলনং বিদ্যতেহস্মিন্-মতুপ।
 জ্বালান।

ইকন (ত্রি) ইকন-মতুপ। বেদে বনিগ্ নিপা-
 অলোপঃ। জ্বালান।

ইনফিসাল (আরব্য) ১ নিম্পত্তি। ২ বিভাগ।

ইনসাফ (আরব্য) নিম্পত্তি। বিচার।

ইহ (ধা) গতো ভা সকং সেট্। ১ ব্যাপিয়া থাকা। ২
 প্রাণন, প্রীতিকর। লট্ ইহতি। লিট্ ইহাকর। লুট্
 ইহিত। লুঙ্ ইহীৎ।

ইহক (স্ত্রী) ইহ-অচ্-স ইব কারতি ইহ-কৈ-ক। ইবলা,
 মুগশিরা নক্ষত্রের উপরিস্থিত পাঁচটা তারা।

ইবতিদা (আরব্য) আরম্ভ।

ইবন-আবু উসৈবিয়া, মুবাফিক-উদ্দীন আবুল

অব্বাস আফ্রাদ; একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি আয়ন-
 অল-অব্বা ফি-তব-কাতুল অতিবা (অর্থাৎ বৈদ্যসম্প্রদায় সম্প-
 র্কীয় সংবাদ-নিবন্ধ) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি
 সংস্কৃত ভাষা হইতে আরব্য ভাষায় অনুবাদিত। খৃষ্টীয়
 ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানি রচিত হয়। ভারতবর্ষীয় যে যে
 প্রাচীন বৈদ্য বিদেশে যাইতেন, তাঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ
 এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে ইবন আবু উসৈবিয়ার
 মৃত্যু হয়।

ইবন-বতুতা, একজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী। মুহম্মদ
 তোঘলকের সময়ে ইনি ভারতবর্ষে ছিলেন। মুহম্মদ ইহঁাকে
 দিল্লীর বিচারপতি করেন। ইনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত
 লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঐ গ্রন্থে ভারতবর্ষের তৎসাময়িক
 অবস্থা, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ (১ম), ইমাইল আদিল শাহের পুত্র।
 বিজয়পুরের একজন সুলতান। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের
 সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি আলাউদ্দীন ইমাদ শাহের
 কন্যা রবিয়া সুলতানাকে বিবাহ করেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে
 ইহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়), আদিল শাহের ভ্রাতা
 তাক্বাস্পের পুত্র। অপর নাম আবুল মুজাফর। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে
 ৯ বৎসর বয়সে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার
 নাবালক অবস্থায় কামাল খাঁ এবং চাঁদবিবি সুলতানা তাঁহার
 রক্ষকরূপে রাজকার্য্য দেখিতেন। প্রথমে কামাল খাঁ
 সরল ভাবেই কার্য্য চালাইতেছিলেন, কিন্তু কোন কু-অভি-
 সন্ধিবশতঃ চাঁদবিবির সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। চাঁদ-
 বিবির ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী সে সময় অল্পই ছিল। তিনি
 কামাল খাঁকে সরাসরিবার লজ্জা একজন উচ্চপদস্থ লোক
 নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্ত্বক কামাল খাঁ পৃথিবী হাড়িলেন।

এই ঘটনার পর কিশোর খাঁ কর্তী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনিও অকস্মাৎ একদিন শিখা হুকিলেন। অক্লাশ খাঁ রাজকীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে দিলাবর তাঁহার চক্ষু দুইটা তুলিয়া লইলেন এবং আপনি সাম্রাজ্যের কর্তী হইলেন। কিন্তু তাহারও সুখের আশার ছাই পড়িল। বিজয়পুরের রাজা তাঁহার হুকুমের শাস্তি দিলার জন্য প্রথমে তাঁহার চক্ষু দুইটা উপড়াইয়া লইলেন, পরে কারাগারে করেন করিয়া রাখিলেন। এইরূপে আদিল শাহ ৩৮ চাক্র বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। যেখানে তাঁহার গোর হইয়াছিল, সেই স্থানের সমাধিস্থানটী এখনও 'ইব্রাহিম রোজা' নামে রহিয়াছে। বিজয়পুরের এই আলয়টী দেখিবার জিনিস, ইহার প্রান্তরময় দেয়ালগুলিতে সমস্ত কোরাণখানি জলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইব্রাহিমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুহম্মদ আদিল শাহ রাজা হইলেন।

ইব্রাহিম কুতব শাহ, গোলকুণ্ডারাজ কুলী কুতব শাহের পুত্র। তাঁহার ভাতা জমশেদ কুতব শাহের মৃত্যু হইলে, অমাত্যবর্গ তৎপুত্র সুভান কুলীকে রাজা করিলেন। এই সময়ে সুভানের বয়স ষড় বর্ষমাত্র, তিনি রাজদণ্ড ধারণে একান্ত অক্ষম। তখন সকলে ইব্রাহিমকে পছন্দ করিল। তিনি বিজয়নগরে ছিলেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় আসিয়া রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অপর মুসলমানরাজগণের সহিত যোগ দিয়া বিজয়নগরাধিপ রামরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। ৩২ বৎসর সুখে রাজত্ব করিয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ কালক্রান্তে পতিত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ কুতব শাহ রাজা হইলেন।

ইব্রাহিম খাঁ, আমীর-উল-ওমরা আলীমর্দন খাঁর পুত্র। সম্রাট আলমগীরের রাজত্বকালে, ইনি প্রথমে পাঁচহাজারীর পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে সময়ে সময়ে কান্দীর, লাহোর, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তী হইয়াছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ ফখা জঙ্গ, বিহারের একজন শাসনকর্তী। নুরজাহানের মেসো। কাসীম খাঁ পদচ্যুত হইলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে ইব্রাহিম চারহাজারী সেনানায়ক ও বিহারের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন। শাহজাহান নিজ পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইলে, ইব্রাহিম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঢাকার গমন করেন, এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম খাঁ সূর, বরানের শাসনকর্তী গাজী খাঁর পুত্র, মুহম্মদ শাহ আদিলীর ভগিনীপতি। ইনি বহুসংখ্যক সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর সিংহাসনে বসিতে হয় নাই, এই সময় পঞ্জাবে আক্কাব খাঁ প্রবল হইয়া উঠিলেন। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ শত্ৰুগণে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বঙ্গাধিপ জুলেমান ইব্রাহিম খাঁকে বিনাশ করিলেন।

ইব্রাহিম নিজাম শাহ, বুর্হান নিজাম শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আক্কাবনগরের রাজা হন। চারি মাস রাজত্বের পর ইব্রাহিম আদিল শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন।

ইব্রাহিম হুসেন লোদী, সিকন্দর শাহ লোদীর পুত্র। সিকন্দরের মৃত্যু হইলে ইনি আগ্রার সুলতান হইলেন। ১৬ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথে বাবরের সহিত যুদ্ধে ইনি নিহত হন।

ইভ (পুং) ই (ইং: কিং। উপ্ ৩।১৫০।) ইতি ভন্।

১ হস্তী। ২ আট সংখ্যা। আট দিকেই এক একটা দিগ্গজ আছে। একজ ইভশব্দে ৮ সংখ্যা বুঝায়। ৩ শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

ইভকণা (স্ত্রী) ইভোপপদা কণা পিঙ্গলী শাকতৎ। গজ-পিপ্লী, এক প্রকার পিপুল। ইহাতে ঔষধ হয়।

ইভকেশর (পুং) ইভমদ ইব কেশরঃ যন্ত বহব্রী। নাগ-কেশর। ইহার গাছগুলি ঠিক বাবলাগাছের মত, বাবলা গাছ একটু বড়, ইহা তাহা অপেক্ষা ছোট, ইহার ফুল স্নগন্ধ আছে, এমন কি এক ক্রোশ দূরে থাকিয়া তাহার গন্ধ পাওয়া যায়।

ইভগন্ধা (স্ত্রী) ইভস্ত গন্ধ একদেশো দন্ত ইব পুশং যন্তাঃ বহব্রী। নাগদন্তী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফল, ফুল, পাতা, ছাল প্রভৃতি সমস্তই বিষাক্ত অর্থাৎ এই সকল যদি কেহ খায়, তবে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। [নাগদন্তী দেখ।]

ইভদন্তা (স্ত্রী) ইভস্ত দন্তবৎ শুভ্রং পুশ্‌মস্যাঃ। নাগদন্তী বৃক্ষ।

ইভনিমীলিকা (স্ত্রী) ইভং ইব নিমীলয়তি ইভ-নিমীল-ক-টাপ্। ইভশ্রেণ নিমীলিকা ৬তৎ। ১ ভাঙ, সিঁচি। এই শ্রোণের পাতা বা বীজ খাইলে নেশা হয়, তাহাতে চক্ষু দুই হাতের চক্ষের মত মুদিত থাকে ও ঢুলু ঢুলু করে। একজ ইহাকে ইভনিমীলিকা বলে। [সিঁচি দেখ।] ২ বৈদক্ষী, পটুতা, রসিকতা, পাণ্ডিত্য।

ইভপালক (পুং) ৬তৎ বা উপতৎ। হস্তিপক, মাহত, যে হাতী চালায়।

ইভপোটা (স্ত্রী) পোটা পুংলক্ষণা ইভী ইতি সমাসঃ।

জাতিস্বাং পূর্বনিপাং পুংবক্তাব্দ। যে হস্তিনীর চিক-
সকল পুরুষহস্তির ন্যায় সেই হস্তিনী।

ইভত্তর (পুং) ৬তৎ। হস্তিসমূহ, হস্তির দল।

ইভমাতল (পুং) ইভমাতলরতি ইভ-আ-চল্-গিচ্ বাহং।
সিংহ। পর্ত্তে সিংহসকল হস্তির রক্তপানের অস্ত সর্বদা
তাড়াইয়া বেড়ায়, একত উহাদের নাম ইভমাতল হইরাছে।

ইভয়্যা (স্ত্রী) ইভৈত্বাযতে তন্মতে ইভ-যা-কর্ণমি ষঞথে
ক ৩তৎ। স্বর্ণকীরী বৃক্ষ। হাতিরা এই গাছ খায়,
একত ঐরূপ নাম হইরাছে।

ইভযুবতি (স্ত্রী) যুবতিঃ ইভী পূর্বনিপাং পুংবৎ চ। যুবতি-
হস্তিনী।

ইভরাজ, ইভরাট্ (পুং) ৬তৎ। ঐরাবত হস্তী। সকল
হস্তীর রাজা।

ইভষা (স্ত্রী) ইভ-যা-ক টাপ্। স্বর্ণকীরী বৃক্ষ।

ইভাধ্য (পুং) ইভভাধ্যা নাম যন্ত বা যন্নিন্। নাগ-
কেশরের গাছ।

ইভানন (পুং) ইভাননমেবাননং ষস্য বহুত্বী। গণেশ।
গজানন।

ইভারি (পুং) ৬তৎ। সিংহ।

ইভোষণা (স্ত্রী) ইভোপপদা উষণা শাকতৎ। গজপিঙ্গলী,
লম্বা পিঙ্গল।

ইভ্য (পুং) ইভ (পা ৫।১।৬৬ ইতি সূত্রেণ) য। ১
ধনবান্ ব্যক্তি। ২ রাজা। ৩ হস্তিপক, মাহত। হাতী
৪ রাধিব্যার বোগ্য লোক।

ইভ্যকা (স্ত্রী) ইভ্য-বার্থে কন্ টাপ্। ১ হস্তিনী। ২
শরকী বৃক্ষ; বাবলা। ইভ্যকা শব্দেরও এই অর্থ।

ইভ্যতিবিল (স্ত্রী) ইভ্যঃ তিবিল ইব। যাহার অনেক
হাতি ঘোড়া আছে।

ইভ্যা (স্ত্রী) ইভমর্হতীতি যৎ। ১ হস্তিনী। ২ শরকী বৃক্ষ,
বাবলা।

ইমক, ইমন্ শব্দের টির পূর্বে অক্ হইলে ইমক নিম্পন্ন হয়।
[ইদন্ শব্দ দেখ।]

ইমথা (অব্য) ইদন্। (প্রক্-পূর্ব-বিধে...মাৎ থাল্ হ্রস্বসি।
পা ৫।৩।১১১) ইতি ইবার্থে থাল্ ইমাদেশন্ত নিপাং
বেদে। ইদানীন্তন তুল্য, এখনকার মত।

ইমন্ (সঙ্গীত) আধুনিক রাগ বিশেষ, মুসলমানদিগের সৃষ্টি।
আমীর খুস্‌ক এইটী বাহির করিয়াছেন। সচরাচর ইহা সম্পূর্ণ
জাতি বলিয়া ব্যবহার্য। ইহাতে তীব্র মধ্যমের বিশেষ
প্রয়োজন, প্রকৃত মধ্যমের বড় আবর্তক দেখা যায় না।

ইমন্-কল্যাণ (সঙ্গীত) ইমন্ ও কল্যাণ এই দুই রাগ
মিশ্রণে ইমন্-কল্যাণ রাগের উৎপত্তি। ইহা সংকৃত শাস্ত্রসমুহ
রাগ নহে, পরন্তু এদেশে সম্পূর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইমন্-পুরিয়া (সঙ্গীত) ইমন্ ও সংকৃত মতাল্লয়ারিক
পুরিয়া, এই উভয় রাগ মিশ্রণে ইমন্-পুরিয়ার সৃষ্টি। এই
নাম সংকৃত সঙ্গীত গ্রন্থে নাই। ইহা খাড়ব রাগ—পঞ্চম
বিবাদী।

ইমন্-বেলাবলী (সঙ্গীত) ইমন্ ও বেলাবলী সংযোগে এই
রাগের উৎপত্তি। ইহা সংকৃত মতাল্লয়ারিক রাগ নহে,
আধুনিক সৃষ্টি।

ইমন্-ভৈরবী (সঙ্গীত) ইমন্ ও ভৈরবী মিশ্রিয়া ইমন্-
ভৈরবী হয়। এটাও সংকৃত সঙ্গীতশাস্ত্রাভ্যাসী রাগ নহে।

ইমাজুল মুলক্, দক্ষিণপথে ইমাদশাহী রাজবংশের
স্থাপয়িতা। বিজয়নগরে একজন কাণাডী মুসলমানের ঘরে
ইহার জন্ম। বাল্যকালে বন্দী হইয়া বেরারে আনীত হন।
কিছুদিন পরে তথাকার সেনাপতি ও শাসনকর্তা খাঁ
জাহান ইমাদকে তাঁহার শরীররক্ষী পদে নিযুক্ত করিলেন।
মুহম্মদ শাহ বাক্সীর রাজত্বকালে ইনি ইমাদ-উল-মুলক্
উপাধি পাইলেন এবং পরে বেরারের সেনানায়ক হইলেন।
তাঁহার পরিপোষক খাজা মাক্কুদ গাবানের মৃত্যু হইলে,
তিনি বেরারের শাসনকর্তা হইলেন। মুলতান মাক্কুদ বাক্সী
তথাকার রাজা হইলে, ইমাদ উজীরের পদ প্রাপ্ত হন।
কিন্তু অপরূপ অমাত্যেরা ইহাকে দেখিতে পারিতেন না,
তাহাতে ইনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া উজীরের
পদত্যাগ করিলেন এবং একজন স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা হইয়া
উঠিলেন। ইলিচপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৫১৩
খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র
তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

ইমান্ (আরব্য) বিশ্বাস। ধর্ম।

ইমান্দার (আরব্য-পারস্য) বিশ্বাসী।

ইমাম্ (আরব্য) প্রধান বাক্ক, যে ভক্তি পাঠ করে।
মুসলমানদের শিরা সম্প্রদায় মুহম্মদের জামাতা আলী এবং
তাঁহার পর পর বংশধরদিগকে ইমাম্ আখ্যায় সম্বোধন করিয়া
আসিতেছেন। তাহাদের মতে সর্বতন্ত্র ১২ জন ইমাম্—

| | |
|---------|------------------|
| ১ ইমাম্ | আলী। |
| ২ ঐ | হাসন। |
| ৩ ঐ | হুসেন। |
| ৪ ঐ | জৈন্-উল-আবিদীন। |
| ৫ ঐ | মুহম্মদ-বাক্কির। |

| | |
|---------|-----------------|
| ৬. ইমাম | আব্বাস-মাদিক। |
| ৭. ঐ | মুন্সী-কাবিন। |
| ৮. ঐ | আলী মুন্সী-রজা। |
| ৯. ঐ | মুহম্মদ-তকী। |
| ১০. ঐ | আলী-নকী। |
| ১১. ঐ | হাসান-অকরী। |
| ১২. ঐ | মাহদী। |

কাহারও মতে ইমাম মাহদী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মুকাইরা আছেন। তিনিই অগতে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিবেন। সম্প্রতি গত কএক বৎসর মিসর যুদ্ধে একজন ইমাম মাহদী দেখা দিয়াছেন। তিনি আপনাকে হাদিশ ইমাম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চারি দিক্ হইতে মুসলমানগণ আফ্রিকার যাইরা তাঁহার সাহায্য করিতেছে। তিনি এক্ষণে শাহারার কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম-যুদ্ধে বিধর্মীগণকে পরাজয় করা ও মুসলমান ধর্ম রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

মুন্সী সম্প্রদায়ের মত স্বতন্ত্র। তাঁহার বলায় প্রত্যেক ভজনাংশের একজন করিয়া সাক্ষাৎ গুরু থাকিবে, তিনিই ইমাম পদবাচ্য। তাঁহার ছাত্রজন ইমাম শীকার করেন, যথা—হানিকা, মালিক, শাফাই ও হনবল।

ইমারৎ (আরব্য) ঘর, বাড়ী।

ইমতিহান (আরব্য) পরীক্ষা। পরিদর্শন।

ইমলা (আরব্য) লিখন-প্রণালী।

ইয়, (প্রত্যয়) পাণিনি মতে হ প্রত্যয়।

ইয়ফু (জি) বক-উ-বেদে নিপাৎ সংগ্রহ। যিনি যজ করিতে ইচ্ছা করেন। (খৃঃ ১০।৮।১)

ইয়ৎ (জি) ইয়ন্ পরিমাণমস্য (কিমিদন্ত্যঃ বো ঘঃ। পা ৫।২।৮০) ইতি বত্প, বাদেশচ। এই পরিমাণ, এত প্রবাদি।

ইয়তক (বি) ইয়তা ইতি কুংসিতার্থে কন্ হ্রস্বচ। নিশ্চিত ইয়তা। অন্ন প্রমাণ। (ইয়তকঃ কুংসিত্যন্তঃ। অন্নপ্রমাণঃ। গুণতাব্যো সায়ন ১১।১৯।৮।)

ইয়তা (জী) ইয়তো ভাষঃ ইতি তল্। ১ এতাবৎ, এত পরিমাণ। ২ সীমা। সংখ্যা ইত্যাদি।

ইয়স্ (জি) ই-কর্তরি অল্পন্ কিচ। ১ গতা, যে গমন করে। তাবে অল্পন্। ২ গমন।

ইয়াৎবার (আরব্য) ১ বিশ্বাস। ২ সন্ধান।

ইরাক্য (পুং) পৃথিবীর ঈশ্বর। (ইরাক্যো ভুবনানামীশ্বরঃ। গুণতাব্যো সায়ন ১০।৯।৩।)

ইর (পুং) ইর-ক। উরুরাকৃষি।

ইরণ (জী) ইরিণ ঈরিণ ঞ-অন। পৃথো। ১ উবর ভূমি, শূভবক, জল বৃদ্ধাদিশূভ ভূমিতাপ। ইহাতে কোন অন্য অয়ে না, তৃণ লতাদি কিছুই থাকে না।

ইরশ্মদ (পুং) ইররা জলেন মাদ্যতে ইরা-মদ (উগ্রশ্মদে-ত্যাডি। পা ৩।২।৩৭) ইতি খচ্ নিপাৎ হ্রস্বঃ। ১ মেঘের হলুকা। বজ্রানল। এই অগ্নি মেঘের পরস্পর বর্ষণে উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধাদির উপর পড়ে, ইহাকে বাজও বলে। ২ বাড়বানল।

ইরসাল (আরব্য) প্রেরণ। চালান।

ইরা (জী) ই-রন্ (খেজত্যাডি ইতি। উণ্ ২।২৮। গুণা-ভাবচ্ নিপাৎ, অথবা ই কামঃ রাতি ই-রা-ক-টাণ্। ১ ভূমি। ২ রাত্রি। ৩ জল। ৪ অন্ন। ৫ সুরা, মদ। ৬ বাক্য। (ইরা তু বাক্ সুরাপত্ত ত্যাং। অমরঃ।) ৭ সরস্বতী। ৮ কস্তুরের জী। ইরাদেবী বৃক্ষলতা বরী এবং সমস্ত তৃণ জাতি প্রসব করেন। ৯ দৈত্য।

ইরাক্, এই নামে দুইটা প্রদেশ আছে, একটা পারস্তে, তাহাকে সেখানকার লোকে ইরাক্ আজেমি বলে, উহা খোরাসানের পূর্বে এবং আজরবিজানের উত্তরে। মুসলমান-নবাবদিগের সময়ে এখানকার লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া সৈনিকের কার্য করিত। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গবিগণ ঐ সৈনিকদিগকে ইরাকী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

অপরটা আসিয়ায় তুরকে। এখানকার লোকে ইরাক্-আরবী বলে। এখানে বাবিলন, সেলিউকিয়া, টেসিফোন প্রভৃতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

ইরাকীর (পুং) ইরা জলং কীরমিব বস্ত বহতী। কীর সমুদ্র। ঐ সমুদ্রের জল দুধের মত আশ্বাদযুক্ত।

ইরাচর (জী) ইরায়াং চরতি ইরা-চর, (চরেট। পা ৩।২। ১৬। ইতি ট। ১ করকা, বৃষ্টির শিল। চৈত্রবৈশাখ মাসে মেঘ হইলে প্রায়ই শিল পড়ে, জল জমিয়া শিল হয়, ইহাকে একপ্রকার বরফ বলা যায়। ২ তুচর, বাহারী পৃথিবীতে চরিয়া বেড়ায়, গোক মাছুষ কুকুর প্রভৃতি। ৩ খেচর, বাহারী শূভে চরে, পক্ষী দেবতা ভূত প্রেতাди। (জী) ইরাচরী।

ইরাজ (পুং) ইররা জায়তে ইরা-জন-ড। কন্দর্প, কাম।

ইরাণ, একটা দেশ। প্রাচীন পারসিকদিগের বৈশ্বদান নামক ধর্মপুস্তকে 'ঐর্ধন-বএঝো' নামক মানবজাতির আদিম স্থানের নাম পাওয়া যায়। পাক্ষাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ঐ আদিম স্থান বর্তমান পার্শির ও বেগুর ভাষের নিকট ছিল। উহা অক্ষাংশ ৩৭° হইতে ৪০° উঃ এবং দৈর্ঘ্য ৮০° হইতে

৯০০ পুং মধ্যে অবস্থিত ছিল। [আর্ধ্যশব্দে আর্ধ্য জাতির আদিমনিবাসের বিবরণ দেখ।] ঐ স্থানকেই অনেকে ইরাণ বলিয়া থাকেন। অনেকে আবার কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণ পূর্বদিকে ইরাণরাজ্য নির্ণয় করিয়াছেন। প্রিচার্ড সাহেব ঐখানই আর্ধ্যজাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া মনে করিয়াছেন। [আর্ধ্যশব্দে উহার প্রতিবাদ দেখ।] ইরাণরাজ্য কাইরসের পুত্র একদিন বলিয়াছিলেন, “আমার পিতার রাজ্যে এক দিকে লোক যেন নীতে সর্কানাই কাতর, আবার অপর স্থানের লোকে তেমনি গ্রীষ্মে অতিভূত।” ইহাতে বোধ হইতেছে, পূর্বকালে ইরাণ (এখন পারস্ত) একটি বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। ইরাণভূমি ইউক্রেতিস্ নদীতীরস্থ ভূমিসাং হইতে ভারতবর্ষে তক্ষশিলা পর্যন্ত সর্বদূর ১২৮০ মাইল ও গেজোসিয়া হইতে অকস্ নদীর তীর পর্যন্ত প্রস্থে ৯০০ মাইল ছিল।

পূর্বকালে ইরাণ আরমিরাক ও এলামাইট নামক জাতির অধিকারে ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে পশ্চিম ভাগের আরমিরাক জাতি হইতে আক্ষরী, সিরীয় ও হিব্রু প্রভৃতি এবং পূর্বভাগের আরমিরাক হইতে আসিরীয়, বাবিলনীয় ও কালদীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। [পারস্ত শব্দে অপর বিবরণ দেখ।] প্রাচীন ইরাণবাসীদের মধ্যে বিবাহের ভরানক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, ইরাণীর মধ্যে এক রক্তের স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইত। এমনও শুনা যায় যে তাহার আপনার সহোদরা ভগিনী, এমন কি বিমাতা ও আপন মাতাকে পর্যন্ত বিবাহ করিত।

[বিবাহ শব্দে ও Jour. Bombay Branch of R. As. Soc., Vol. XVII. p. 97—136 দেখ।]

ইরাদা (আরব্য) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মংলব।

ইরামুখ (স্ত্রী) ৬তং। প্রদোষ, সন্ধ্যা।

ইরাস্বর (স্ত্রী) ইরা জলমধুরং বজ্রমিব যস্য বহত্বী। করকা, শিল।

ইরাবৎ (পুং) ইরা-বিদ্যতেহত্ব ইরা-ভূমি-মতুপ্, মতু চ বঃ। ১ সমুদ্র। ২ অর্জুনের পুত্র (ইরাবান্), ইনি নাগরাজকন্তার গর্ভে অর্জুনের ঔরসে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতৃব্য অর্জুনের প্রতি রাগ করিয়া ইহাকে ত্যাগ করেন, তাহাতে জননীকর্তৃক নাগলোকেই প্রতিপালিত হন। একদিন পিতা ইহলোকে আছেন শুনিয়া তথায় গমনপূর্বক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। পরে পিতৃআজ্ঞায় রণে গিয়া আর্ষশূর রাক্ষস কর্তৃক নিহত হন।

ইরাবতী (স্ত্রী) ইরাবলং তদানামতি ইরা-মতুপ্। বহৎ ভীষ্। ১ নদী। (নিঘণ্টু ১।১৩।) ২ নদীবিশেষ।

এই নদী পঞ্জাবের অন্তর্গত। ৩ বটপত্রী বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষদ্বারা পর্কত ভেদ করা যায়। ৪ কল্পপত্রী। ৫ ব্রহ্মদেশস্থ একটি নদী।

ইরিকা (স্ত্রী) ইরৈব ইরা-কন্ অত ইবন্। জল।

ইরিকাবন (স্ত্রী) ইরিকা প্রধানং বনং শাকভৎ, বা ৬তং।

(বিভাবৌষধি বনস্পতিভ্যঃ। পা ৮।৪।৬। ইতি নবং বাহঃ।)

জলের নিকটস্থ বন। নল, হোগলা, কেওড়া প্রভৃতি।

ইরিশ (স্ত্রী) ঋ-অর্ভে: কিমিচ্চ (উণ্ ২।৫১।) ইতি ইনন্।

১ উবরভূমি, উবর ভূমিতে বীজ পুতিলে কল হয় না।

২ শূত্র। ৩ উর্কর।

ইরিণ্য (স্ত্রী) উবরকেজ। (শতপথব্রাহ্মণভাষ্যে সাযন ৫।২।৩।৩)

ইরিন্ (জি) হরি-কণ্ডাদিং শিনি বলোপঃ। ১ প্রেরক; যে পাঠায় (ইরী) দ্বীপতা প্রেরিতা। ঋগ্ভাষ্যে সাযন ৫।৮৭।৩।) ২ দীর্ঘ্যক, যে দীর্ঘ্য করে।

ইরিমেদ (পুং) ইরী ব্যাধিজনকতয়া দীর্ঘ্যকঃ মেদো নির্ধ্যাসো যন্ত বহত্বী। অরিমেদ, বিট খদির। এক প্রকার খএর, ইহার গুণ কষায় ও উষ্ণ। ইহাতে মুখরোগ ও দন্তরোগের ঔষধ হয় ও বৃক্ষ বদ্ধ হয়। চুলকনা, বিষ, শ্বেদা, ক্রমি, কুষ্ঠ (কুট), বিষাক্ত ত্রণ এই সমস্ত নষ্ট করে।

ইরিবিলা (স্ত্রী) ইরিণী চাসৌ বিলাচেতি। মাথায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ত্রণ।

ইরিবেল্লিকা, (Carbuncle of head) অতিশয় বেদনা ও অরসংযুক্ত ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত মস্তকের গোলাকার গিড়কা বিশেষ।

চিকিৎসা—পিত্তজন্ম বিসর্প রোগে যেরূপ চিকিৎসা বিধান আছে ইরিবেল্লিকার চিকিৎসাও তদ্রূপ। [বিসর্প শব্দ দেখ।]

হোমিওপ্যাথিক মতে এইরূপ রোগে হিপার সল্ফার ও ক্রম ব্যবহারে বিশেষ কল পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক সিলিসিয়া, বেলেডোনা প্রভৃতি অজ্ঞান্য ঔষধও ব্যবহার করিতে বলেন।

ইরেশ (পুং) ৬তং। ১ বিষ্ণু। ২ বরুণ। ৩ রাজা। ৪ বাণীশ।

ইর্য (জি) ইরন্ (কণ্ডাদিং যক্ পা -৩।১।৩৭) বিদে নিপাং। প্রেরক।

ইরবাক (পুং) ইরং বীজং ইরতি ব্যাপ্নোতি ইর-ঋ-বাহং উণ্। ১ কর্কাটা, কাফুড়। ২ হিংস্রক জন্তু, ইহার ঋকত শুভ্র বাস করে এবং যুগ প্রভৃতিকে ধরিয়া ধার। রসা

চলঃ। ইলাহী। ঐ অর্থ। ৩ বিশাল। (ইলাহী জী তথ-
কানু তথা কর্তা বিশালরোর। শব্দার্থ।)

ইলাহীকৃত্তিকা (জী) ইলাহীঃ তত্ত্বিকাইব উপ. কর্তব্য।
কর্তৃত্ববিশেষ। এক প্রকার কাঁকড়।

• ইলাহীক (পুং) ইলাহী-কনু। বৃগবিশেষ।

ইলান্ন (জী) ণ-মন্। ত্রণ, কত বা।

ইল, তুলাং পরং অকং সেট। শয়ন করা। গমন করা,
ক্ষেপণ করা। চুরা উত্তং সকং সেট। গীত, গান করা
(ধাতুরত্ন।)

ইল (পুং) ইল-ক। কর্দম প্রজাপতির পুত্র। [ইলা দেখ।]

ইলশা (চলিত) ইলীশ মাছ। [ইলীশ দেখ।]

ইলবিলা (জী) কুবেরের মাতা, পুস্তকের পত্নী।

ইলা (জী) ইল-ক টাপ। ১ পৃথিবী। ২ বাক্য। ৩ গো।

৪ অগ্নীশল, যিনি অগ্নি দেখেন বা অধিক শয়ন করেন। ৫ জম্বু-
দ্বীপের নববর্ষ মধ্যে বর্ষ বিশেষ। ৬ বৈবস্বত মঘর কন্যা।
ইনি বিষ্ণুর বয়েতে পুরুষভাব পাইয়া স্নাহার নামে খ্যাত
ছিলেন। অনন্তর মহাদেবের অভিপ্ৰায় কুমারবনে প্রবেশ
করিয়া পুনরায় জীভাবাপন্ন হইলেন। বৃষ ইহাকে বিবাহ
করিয়া পুরুষবা নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর
তাহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব শিবের উপাসনা করিয়া তিনি
একমাস জী এবং একমাস পুরুষ ভাবে থাকিবেন এইরূপ বর
পাইলেন। *। ৭ কর্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্তিকের
জন্মস্থানে গিয়া জীভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি ইলা নামে খ্যাত
হন, অনন্তর ভগবতীর আরাধনা করিয়া এক মাস জীভাব
ও এক মাস পুরুষ জীব প্রাপ্ত হন। [ইড়া দেখ।]

ইলাকা (পারস্ত) নিপাক্তি, সীমা।

ইলাবৃত (জী, পুং) ইলা পৃথিবী বাবৃত। ১ জম্বুদ্বীপের নববর্ষের
মধ্যে চতুর্থ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্বত বেটন করিয়া রহিয়াছে।
ইহার উত্তরে নীল পর্বত, দক্ষিণে নিম্বধ, পশ্চিমে মালাবান ও
পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। ২ বৃষগ্রহ। ৩ অগ্নীত্রের পুত্র। ইনি
পিতার নিকট ইলাবৃতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইলাহী, শেখ। বয়ান নামক স্থানের একজন বিখ্যাত
মুসলমান দার্শনিক। দিল্লীর পাদশাহ সেলিমের সময় ইনি
আপনাকে ইমাম্বাহাদী বলিয়া পরিচয় দেন এবং নূতন ধর্ম-
মত প্রচার করেন। সেই সময় বিখ্যাত দিল্লীসাল্লাজের
চারদিকে ইলাহীক লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল।
পাদশাহ ইলাহীর প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন। ১৫৪৭
খৃষ্টাব্দে ইলাহী নিহত হইলেন।

ইলাহী গজ। এক প্রকার গজ। পূর্বে জমিন্জার বাপ

লইয়া বড় গোলযোগ হইত। সম্রাট অকবরের সময় হইতে
নিয়ম হইল ৪১ অঙ্গুলিতে এক গজ গণিত হইবে। ঐ গজ
ইলাহী নামে প্রচলিত।

ইলি, ইলী (জী) ইল-ক-জীপ। ছুরিকা, ছুরী।

ইলিকা (জী) ইলা-খার্থে কনু, আকারভেদকারঃ টাপ ৩।
পৃথিবী।

ইলিনী (জী) ইলা-অত্যর্থে ইলি জীপ। চক্রবাক্ষীর বৈশিষ্ট্য
রাজার কড়া। (হরিবংশ ২২ অঃ।)

ইলী (জী) ইল-ক-জীপ। করপালিকা, কাটাঙ্গি, দা।

ইলীবিশ (পুং) বেদোক্ত জম্বুদ্বীপবিশেষ। (নিকট ৬।১২।)

ইলীশ (পুং) মৎস্ত বিশেষ। (Clupea Ilisha)। কেহ
কেহ ইলিশা মাছ বলে। তৈলক্ষে ইহাকে গলাশা, তামিলে
উলম্ ও সিঙ্গুদেশে পুলা বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার পর্যায়—
গাঙ্গের, বারিকপুর, শকরাধিপ, জলভাগ, রাজশকর, ইল্লীশ,
জলতাপী।

এই মাছ পারস্তোপসাগরে, সিঙ্গুদেশের উপকূলে, ভারতবর্ষ
ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় নদীতে এবং মলয় দ্বীপের নদীতে বাস
করে। এখানকার গঙ্গায় দক্ষিণ-পশ্চিমে বাতাস বহিলে
এই মাছ দেখা দেয়। কুম্ভা নদীতে আশ্বিন মাসের প্রথমে,
গোদাবরীতে কার্তিক মাসের প্রথমে, কাবেরীতে জ্যৈষ্ঠমাসে,
সিঙ্গুদেশে ফাল্গুন-চৈত্র, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীতে কার্তিক
মাসে এই মাছ বিস্তর দেখা যায়।

এই মাছের রূপার মত পরিষ্কার গা, তাহার উপর
সোণালী রঙ, মাঝে মাঝে লালের আভা। এই মাছ ক্ষেত্রহাত
পর্যন্ত বড় হয়।

এই মাছ খাইতে অতি সুস্বাদু। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে
ইলীশের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অম্লবির্দক, পিত্তকর,
ককর, কিকিৎ লঘু, বৃষ্য ও বায়ুনাশক।

এই মাছের শরীরে অধিক তৈলপদার্থ আছে।

ইলুঘ (পুং) কবলের পিতা।

ইলেক (লেখার অপভ্রংশ) কালী বা কলমের দাগ।

ইলোরা (ইলুরা বা বেলুরা)—বোম্বাই দ্বীপের পূর্বাংশে
মৌলতাবাদের সরিকটে একটি স্থান। শুহামন্দিরের নিমিত্ত
এই স্থান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ ইহা আসিভেছে। এইখানে
পাহাড় খুদিয়া বড় বড় দেবমন্দির সকল নির্মিত হইয়াছে।
যৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন এই তিন পৃথক ধর্মাবলম্বিদের দেবমন্দির
ঐ সকল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ইলোরা গ্রীষ্মকাল নামক শিবতীর্থ
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই তীর্থটা দেখিবার জন্ত লক্ষ

লক বোধ, ভৈরব ও হিন্দু সন্তান এখানে আগমন করিতেন।

ভারতবর্ষমধ্যে অনেক স্থানে গুহামন্দির আছে; তন্মধ্যে ইলোরার গুহামন্দিরই সর্বাধিক বিখ্যাত। ইলোরার পাহাড় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, উহার উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। উহার দক্ষিণ ভূভাগ বৌদ্ধমন্দির, উত্তরভূভাগে ইন্দ্রসভা বা ভৈরবমন্দির, মধ্যস্থলে হিন্দুদেবদেবীর মন্দির।

দক্ষিণ ভাগের গুহাগুলি অতিপ্রাচীন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐগুলি খৃষ্টের ৩৫০ হইতে ৫৫০ অব্দে মধ্যে নির্মিত হইয়াছে। এই ভাগকে এখানকার লোকেরা ঢেরাবাড়া বলে। ইহার প্রথম গুহাটি একটি বৌদ্ধবিহার, এখানে বড় বড় আটটি শ্রম আছে। দ্বিতীয়টি নাট্যমন্দিরের মত, বোধ হয় এখানে বসিয়া সকলে উপাসনা করিত। ইহার বারান্দায় অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আছে। এখানকার তৃতীয় গুহাটি প্রথমটির মত, কিন্তু প্রথম দুইটি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তাহার পর পাঁচটি গুহা আছে, কিন্তু ঐগুলি প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়াছে। ইহার একটিতে বুদ্ধদেবের লোকেশ্বরের মূর্তি আছে, তাহার ভৈরব বেশ দেখিলে মনে ভয়ভক্তির সঞ্চার হয়।

উক্ত গুহাগুলি অতিক্রম করিয়া কিছু উপরে উঠিলে মহারাবাড়াগুহা। ইহা একটি বিস্তীর্ণ বিহার, ইহার গভীরতা প্রায় ১১৭ ফিট, বিস্তার ৫৮ ফিট। এই বিহারের ছাদ ২৪টি খামের উপর। দেখিলেই বোধ হয় এই গুহাবিহারে বৌদ্ধভক্তিদিগের দরবার হইত। ইহার বাম প্রবেশদ্বারে ধ্যানাবস্থায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। চারিদিকে জীপুরুষ মূর্তি, যেন বুদ্ধের পরিচর্য্যায় তাহারা নিযুক্ত। এই গুহার দক্ষিণে আর একটি মন্দির, তাহাতেও উপবিষ্ট বুদ্ধ ও অনেকগুলি পদ্মশুদ্ধারী নরনারী মূর্তি রহিয়াছে। এই মন্দিরের পরে অনেকগুলি বিহার ও অলাশয় আছে। উক্ত গুহাগুলি ছাড়াইরা একটি উপরে বিখ্যাত গুহা। এখানে বিখ্যাত কন্দার্পী বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে। ঐ মূর্তির পূজা দিবসে অন্য নানা স্থানের ভক্তদেরা এখানে আসিয়া থাকে।

ঐ গুহা ছাড়াইরা কিছু উত্তরে দ্বিতল (দো থাল) নামে একটি গুহা আছে। পূর্বে কেবল একতলা দেখা যাইত, তাহাও আবার মাটি ভরা ছিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচের তলার সিঁড়ি বাহির হয়; তৎপরে ঐ স্থান পরিষ্কার করিলে নীচের তলার মন্দির ও গুহাগুলির উদ্ধার হয়। এখানে বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি, বজ্রপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবমূর্তি ও আরও অনেক মূর্তি আছে। ইহার পর দ্বিতল

(ড্রিম থাল) গুহা। এই গুহাটির কারিকরী অতি চমৎকার। দেবালয়ের উপর ফুলকটা ও নানা প্রকার সাহস পাঁকা। এক স্থানে একটি বুদ্ধমূর্তি সিংহাসনে বসিয়া আছে। এই সমাসীন মূর্তিটি উচ্চে প্রায় ৮ ফুট। এক স্থানে সাতজন ধ্যানীবুদ্ধ বসিয়া আছেন, দেখিলেই বোধ হয় পাষাণের মধ্যেও যেন জীবন রহিয়াছে, প্রকৃতই যেন তাঁহারা অপার্থিব ধ্যানে নিমগ্ন। এ ছাড়া লোচনাভারা, মাধুখী প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব রমণীগণের মূর্তিও সেই স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছে। এ গুহাটি বোধ হয় বৌদ্ধদিগের মহাবান সন্তানদের কর্তৃক নির্মিত।

পাহাড়ের মধ্যস্থলে দ্বিতল গুহার নিকট হইতে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আরম্ভ হইয়াছে, ঐ গুহামন্দির প্রায় ১৫১৬টি হইবে। বৌদ্ধদিগের নির্মিত গুহার ভাঙ্গ, এ গুলিতেও বিস্তর শিল্পনৈপুণ্য এবং অসাধারণ ভাস্কর্য্যকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের গুহা অপেক্ষা এইগুলি অধিক সুসজ্জীভূত। এখানকার রাবণ-কা-খাই, কৈলাস, রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, তেলি-কা-গণ, কুষ্কার-বাড়া, জনবাস ও গোপীমন্দিরই প্রধান।

রাবণ-কা খাই গুহার চারিদিকে প্রদক্ষিণা। এই মন্দির মধ্যে মহিষমর্দিনী, হরপার্বতী, শিবতাণ্ডব প্রভৃতি স্তম্ভর দেবতামূর্তি শোভা পাইতেছে। কোনখানে দশরথ রাবণ কৈলাস তুলিতে গিয়াছেন, তাহার দৃশ্য। কোনস্থানে করিচর্ম্মপরিধান ভয়ঙ্কর ভৈরবমূর্তি রক্তাশ্রুকে বিনাশ করিতেছেন, তাহার এক হস্তে অসি, অপর হস্তে পাত্ৰ। কোথায় বা ঐরাবতের উপর ইন্দ্রাণী, শূকরের উপর বারাহী, গরুড়ের উপর লক্ষী, ময়ূরের উপর কোমারী, বৃষভের উপর মাহেশ্বরী, হংসের উপর সরস্বতী উপবিষ্ট আছেন। কোথায় বা নির্জনে বসিয়া ভোলা ভয়ঙ্কর বাজাইতেছেন। এই নির্জনে পার্বতীর প্রদেশে এই দেবমূর্তিসকল দেখিলে হিন্দুমানুষেরই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়।

এখানকার 'দশ অবতার গুহা' আরও চমৎকার। দশ অবতার এবং তাহাদের লীলাচিত্র ব্যতীত গণপতি, পার্বতী, শূর্য্য, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি অনেক দেবতামূর্তি আছে। এই মন্দিরে অম্পট প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়। বোধ হয়, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার বিবরণ ঐ প্রস্তরখণ্ডে লিখিত ছিল, কিন্তু কালে তাহা অম্পট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি কোটি কোটি সূত্রা ব্যয় করিয়া এই অমাহুদী কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম পরিচয় দিবসে বিদ্রোহিত নাই।



কৈলাস ।

ইলোরার কৈলাস বা রত্নমহল ভারতবর্ষের মধ্যে শুধা-
মন্দিরের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। পাহাড় খুদিয়া এমন সুবৃহৎ
দেবালয় অতি অল্পই দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী,
ভাস্কর ও স্থপতিগণ কি অসাধারণ ক্ষমতা ও কৌশলের পরি-
চয় দিয়াছে, তাহা এই কৈলাস দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।
এই নির্জন বনরাজি-বেষ্টিত কৈলাসভবনে আসিলে মনে হয়,
যেন সত্যই আমরা সেই দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাসে
আসিয়াছি। লোকের ইজিপ্টের পিরামিডের কথা শুনিয়া
বিস্মিত হন, চীনের প্রাচীরের কথা শুনিয়া প্রশংসা করেন,
আগ্রার তাজমহল দেখিয়া চমৎকৃত হন, তাহার একবার
ইলোরার কৈলাস দেখিয়া আহুন, ধর্ম, ভক্তি ও হৃদয়ের
শান্তিলাভ করিবেন; প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অসাধারণ
দেবভক্তি, স্বধর্মোচ্চারণ, নিঃস্বার্থপরোপকারিতা এবং অলৌ-
কিক কীর্তি দেখিয়া পরিতুষ্ট হইবেন।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কৈলাস-
মন্দির রাষ্ট্রকূটাবিশিষ্ট দস্তিহর্গকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।
কিন্তু এই মন্দির তাহা অপেক্ষা পূর্বকালে নির্মিত হওয়াই
সম্ভব। দস্তিহর্গ এই মন্দিরটি সম্বন্ধিত বা পুনঃসংস্কার করিয়া
থাকিবে। এই মন্দিরমধ্যে আমাদের প্রধান দেবদেবীর
মূর্তিসকল এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের মূর্তি ও
শীলাখেলা খোদিত আছে। এই মন্দিরটি নানা চিত্রবিচিত্রে
চিত্রিত থাকায় ইহার রত্নমহল নাম হইয়াছে।

কৈলাস ছাড়াইয়া রামেশ্বর ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শুধা।
ঐ শুধাগুলিতেও নানাপ্রকার খোদাই কাজ এবং দেবদেবীর
মূর্তি আছে।

ইলোরার পাহাড়ে উত্তরভূজের প্রান্ত মন্দিরের নাম
পার্বনাথ। এটি ভূমি হইতে ৪৮০ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত, এ
মন্দিরটি প্রাচীন নহে, ইহা ইষ্টকনির্মিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে
আরঙ্গাবাদের একজন জৈন বণিক ঐ মন্দির নির্মাণ করেন,
এখানে পার্বনাথ দেবের ৬৥ হাত উচ্চ একটি দিগম্বর মূর্তি
আছে, তিনি ধ্যানে বসিয়া আছেন। গুজরাটের জৈনেরা তাজ
মাসে গুরু চতুর্দশীতে এখানে আসিয়া ঐ মূর্তির পূজা করিয়া
থাকেন। এক মণ ঘৃত দ্বারা ঐ মূর্তির পূজা করিতে হয়।

পার্বনাথের দক্ষিণে ইন্দ্রলতা। উহা তিনটি গুহার
বিভক্ত। প্রথমটি ৪০ হাত দীর্ঘ ও ২০ হাত প্রস্থ। ইহাতে
যোগী থাম ও বারতা ছড় আছে। ইহার প্রাচীরের চারি-
দিকে জৈন দেবদেবীর মূর্তি আঁকা। ইহার রচনাচাতুর্ঘ্য
প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়টি জগন্নাথসভা। ইহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড
গর্ভগৃহ আছে; পার্বনাথ, মহাবীর প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্কর এবং
অধিকা প্রভৃতি জৈনদেবীর মূর্তি আছে। ত্রয়ী রত্নোড়জীর
মন্দির। ইহার গর্ভগৃহে এবং প্রাচীরের সর্বত্র জিন গণধর
এবং তীর্থঙ্কর প্রভৃতির মূর্তি খোদিত। ঐ সকল মূর্তিকে এখন
লোকে রত্নোড়জী বলে। তাহার সমুখস্থ বারান্দার হস্তিশূর্তে
আরও এক পুরুষমূর্তি ও এক স্ত্রীমূর্তি আছে, আশ্চর্যেরা ঐ

হুইটাকে ইব্দ্ ও ইব্রাণির মূর্তি বোধ করেন। তাঁহাদের মতে, এই হুইটী মূর্তির নামানুসারে এই গুহার নাম ইব্রসতা হই-
রাছে। বস্তুতঃ ইব্রনেবের পূজার্থ এ মন্দির নির্মিত হয় নাই।

এ ছাড়া ইলোরার ছবির লেনা বা বিবাহসভা, নীতা কা
নানি, এহমভজ প্রভৃতি গুহাও দেখবার জিনিস।

ইলোরার উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ আছে —

ক্লেহ বলেন, বুধপত্নী ইলার নামানুসারে ইহার নাম
ইলোরা হইয়াছে। এখানে বুধনাথ, দণ্ডক, ইব্রহ্মার, দক্ষ্য,
রাম প্রভৃতি রাজপণ রাজত্ব করিতেন। [Wilson's Analysis
of the Mackenzie Manuscripts Vol. I. p. civ.]
মুসলমানেরা কহে, “ইলোরা নগর পূর্বকালে রাজা ইল
কর্জু স্থাপিত, তিনিই এখানকার পাহাড় খুঁদিয়া মন্দির সকল
নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি নব্বত্ত বর্ষ পূর্বে জীবিত
ছিলেন।”

আবার এদিককার ব্রাহ্মণেরা বলেন, “৭৮২৪ বর্ষ পূর্বে
ইলিচপুরে ইলু নামে একজন রাজা ছিলেন। দৈব ছবিপাক-
বশতঃ তাঁহার সর্বশরীরে পোকা অন্মিল। তিনি ইলোরামুন্ডস্থ
শিবালয় সরোবর নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন মানসে যাত্রা
করেন। এই তীর্থে প্রথমে বাইট, ধুই পরিমিত ছিল, কিন্তু বমের
প্রাণনার বিক্ষুব্ধ তাহাকে গোপদতুল্য খর্ব করিয়াছিলেন। ইলু
রাজা এখানে আসিয়া ঐ তীর্থের জলে কাপড় ভিজাইয়া
আপন ক্ষত শরীর ধোত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যাধি
সারিল। পরে আপন কৃতজ্ঞতা চিরস্মরণীয় করিবার অভিলাষে
ইলোরার পর্বত খনন করাইয়া, ইহার গুহাতে নানাপ্রকার
দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।” (Asiatic Researches,
VI. 885).

ইব্দ্ (পুং) একপ্রকার পক্ষী।

ইব্রিশ (পুং) ইলীশ মাছ। [ইলীশ দেব।]

ইব্দ্ (ইব্দ্) (পুং) ইল (সানসীত্যাদিনা। উৎ ৪।১০৭।)

ইতি বলচ। ১ মংস্ত বিশেষ, এক প্রকার মাছ। ২ দৈত্য-
বিশেষ। এই দৈত্যের মাতা সিংহিকা, পিতা বিপ্রচিতি,
ইহার অপর নাম সৈংহিকের। বাংস্ত, শল্য, নভ, বাতাপি,
নমুচি, ইবল, খহুম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, রাহ, (তক,
পোত্তরণ, বজ্রনাভ) এইগুলি ইব্দের সহোদর ভাই।

মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। ইহার কনিষ্ঠ
বাতাপি এক তপস্বিব্রাহ্মণের নিকট ইব্রতুল্য পুত্রের বর
প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ ইহার অভিমত বর না দেওয়ার
বাতাপি ও ইবল উভয়েই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল, তখন
হইতেই ইবল ব্রাহ্মহত্যার প্রবৃত্ত হইল এবং নিজ কনিষ্ঠকে

সদাশ্রমে ভেড়া করিয়া ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে কাটিত, পরে
কাটিয়া মুকুররূপে মাংস ভীষিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত।
পরে বাহিরে থাকিয়া বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে ব্রাহ্মণের
এক পাশ ভেদ করিয়া বাহির হইত এবং তখনই সেই ব্রাহ্মণ
মরিত। ইবল এক মাস জামিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া বমের
বাড়ী গিয়াছে, ইবল ডাকিলে সে তখনই শরীরে হাজির
হইত। একদিন কতকগুলি রাজকি মুনিগণের সহিত ইবলের
বাড়ীতে বান। তখন সে অতি সমাদরে তাঁহাদের অত্যাধনা
করে। পরে ভেড়ার রূপধারী বাতাপিকে কাটিয়া মাংস
প্রদত্ত করিল। তাহা দেখিয়া রাজকিগণ বিস্মিত হইলেন।
তখন অসম্মতা বলিলেন, তব্ব নাই আমিই ঐ মাংস খাইব,
তোমরা স্থির হও। ইবল তাঁহাকে সেই মাংস খাওয়াইয়া
যখন বাতাপি বাতাপি বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন
অগস্ত্যের বাহু নিঃসরণ হইল এবং বলিলেন তোমার বাতাপি
কোথায়? সে যে আমার পেটে জীর্ণ হইয়াছে। তখন ইবল
তর্জন করিতে লাগিল। অবশেষে অগস্ত্যের নেত্রনির্গত
অগ্নিধারা সে ভস্মীভূত হইল। (রামায়ণ ও মহাভারত।)

ইব্দ্ (স্ত্রী) ইল-বল বা, ইল-কিপ্ ততো বলচ। নিত্য-
বহুবচনান্ত শব্দ। মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরশ্চিহ্ন পাঁচটা ক্রুত তারা।

ইব, ইদিং ভাং সকং সেট। ব্যাপ্তি, প্রীতকরা।

ইব (অব্য) ১ সদ্ভ, তুল্য। ২ উৎপ্রেক্ষা, (যেন ইত্যাদি)
৩ জেবং অর্থবোধক। ৪ বাক্যালকার, বাক্যের বাহারের
অন্য বাহা প্রয়োগ করা হয়। ৫ অবধারণ নির্ণয়।

ইব্দ্ (আরব্য) ময়লা। কালা। এদেশের নীচ বা নোংরা
লোককে ‘ইব্দ্’ বা ‘ইব্রো’ বলা হয়। (“ইব্রো’ যার
ধূলে, স্বভাব দার মোলে।”) প্রাচীন গ্রীকেরাও নীচ
লোককে হিলৎ (Helot) বলিত।

ইব্রোৎখানা (পারস্ত) পাইখানা।

ইব্রীলক (পুং) লম্বোদরের পুত্র। (বিষ্ণু পুং)

ইব্রীতিহার (পারস্ত) বিজ্ঞাপনপত্র।

ইশাক খাঁ, ওরফে মোতসিন উক্কোলা। দিল্লীসম্রাট মুহম্মদ
শাহের অতি প্রিয়পাত্র ও বন্ধু। ইনি উত্তম কবিতা রচনা
করিতে পারিতেন। আপনার কবিতায় ইনি ইশাক বলিয়া
পরিচয় দিরাছেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার
আদি নাম মির্জা গোলাম আলী। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহার
কস্তার সহিত নবাব হুজা উক্কোলার বিবাহ হয়।

ইশাকী (আরব্য) সাকী।

ইব্রীকা (স্ত্রী) ইব্রীকা পুং। হস্তির চক্ষুগোলক, হাতির
চোকের মণি।

ইষ (বা) দিবা পন্ন সন্ধ্যা সেট। ১ গমন করা। ২ সরিয়া যাওয়া। তুলা সন্ধ্যা সেট। ৩ বাজা। পন্ন সন্ধ্যা সেট। ৪ আতীত, বারংবার।

ইষ (জি) ইষ-ইচ্ছার্থে কিপ্। ১ ইচ্ছামুক্ত। কর্ণশি কিপ্। ২ অভিলষিত জন্ম, বাহা অভিলষ করা হয়। ৩ অন্ন, খাদ্য। ৪ ইচ্ছার বিষয়, বাহা ইচ্ছা করা হয়। ইষ-গতৌ ভাবে কিপ্। ৫ বাজা, প্রেরণ।

ইষ (পুং) ইষ-গত্যাৎ কিপ্। ইট্ বাজা সা বিদ্যাতে যন্মিন্ মাসে (অর্শ আদিভ্যোহ্। পা ৫। ২। ১২৭।) ইত্যচ্। ১ সৌর ও চান্দ্র আশ্বিন মাস। “যুবতী গৃহগতে চার্ধলাভঃ প্রদীষ্টঃ।” (রাজমার্গে)। কস্তারানিতে সূর্য্য গেলে অর্ধাৎ আশ্বিন মাসে বাজা করিলে অর্ধলাভ হয়। শরৎকালে বাজা করিলে সব কার্য্য সিদ্ধ হয়।

ইষণি (জী) ইষ-অনি-নিপাৎ। প্রেরণ। প্রেরণ।

ইষণ্যা (জী) ইষণিমচ্ছতীতি ইষণি-ক্যচ্-অঙ-ভাবে টাপ্। প্রেরণ।

ইষব্য (জি) ইষণ্য বিধ্যতি ইষৌ কুশলো বা ইষ-ব্যৎ। ১ শরলক্ষ্য, বাণের দ্বারা যাহাকে মারিবার জন্য লক্ষ্য করা হয়। ২ যে ভালরূপে বাণ চালাতে পারে।

ইষিকা (জী) ইষ-ক্রোধাদিভ্যো বুন্। উণ ৫। ৩৫। ইতি বুন্। ১ হস্তির চক্ষুগোলক, মণি। ২ তুলিকা, তুলী, চিত্রকর্ণের যন্ত্র বিশেষ, ইহা শূকর বা ঘোড়ার লোমে প্রস্তুত হয়।

ইষির (জি) ইষ (ইষি মদীত্যাদিনা। উণ ১। ৫২) ইতি কিরচ্। ১ অগ্নি। ২ গমনশীল, যিনি যাইতে উদ্যত বা গুট্।

ইষীকা (জী) ইষ (ঈষে:কিচ্-বচ। উণ ৪। ২১।) ইতি ইকন্। ১ হস্তির চক্ষুগোলক। ২ কাশতণ, কেশ। ৩ মুজাম্ভাবর্ত্তি তণ। ৪ শরের কাটা। ৫ বেনার কাটা। ঐ তুণে এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। (“তস্মিন্নাহ্নি-যীকান্তঃ”। রঘু।)

ইষু (পুং জী) ঈষ (ঈষে: কিচ্। উণ ১। ১৪) ইতি উ। ১ বাণ। ২ সংখ্যা। ৩ বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যের রেখাবিশেষ। ৪ সামবেদ-বিহিত যজ্ঞ বিশেষ। (স্থলাৎ প্রকারে কন্। ইষুকা।)

ইষুকামশ্রী (জী) ইষৌ কামঃ ইষুকামঃ স প্ততে যজ্ঞ, ইষুকাম-শম-অধিকরণে ষঞ্-ভীপ্। গ্রামবিশেষ, পুরীবিশেষ।

ইষুকান (পুং) ইষুং করোতীতি ইষু-ক-অণ্-উপ-স। যে বাণ প্রস্তুত করে, কামার।

ইষুকৎ (পুং) ইষু-ক-কিপ্। কর্ণকার, কামার।

ইষুধর (পুং) ইষু-ধ-অচ্-৬ তৎ, বা উপতৎ। বাণধারী। ইষুত্বং প্রভৃতি শব্দেও এই অর্থ।

ইষুধি (পুং জী) ইষু-ধা-অধিকরণে কি। বাণধার, বাহাতে বাণ রাখা বার। তুণ। (তুণোপাসক তুণীরনিবন্ধ ইষুধি-ষদোঃ। অমর।)

ইষুধ্যা (জী) ইষুধি কত্বাদি যচ্-অ-টাপ্। প্রার্থনা।

ইষুপ (পুং) ইষু-পা-ক উপতৎ। অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্রর অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া নগ্নজিৎ নামক রাজা হইয়াছিল।

ইষুপথ (পুং) ৬ তৎ। বাণের পথ।

ইষুপুচ্চা (জী) ইষুরিব পুচ্চং যজ্ঞাঃ, দূরবিসারি গন্ধকাৎ বহতী। শরপুচ্চা বৃক্ষ। এই গাছের ফুলের গন্ধ ইষুর ন্যায়। ঐ গন্ধ অনেক দূর যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ইষুত্বৎ (জি) ইষু-ত্ব-কিপ্। বাণধারী।

ইষুমৎ (জি) ইষু-অন্ত্যার্থে প্রোশস্ত্যেব মতুপ্-মতু চ বঃ। বাণধারী, প্রশস্ত বাণধারী, যিনি ধনুর্বিদ্যা জানেন।

ইষুমাত্র (জী) ইষুঃ প্রমাণমন্ত ইষু-প্রমাণেষদস্যজ্-দয়মা-জচঃ। পা ৫। ২। ৩৭) ইতি মাত্রচ্। ১ বাণ প্রমাণ, অর্থাৎ বাণ ছাড়িলে যতদূর যায় ততটা পরিমাণ। ২ ঋগ্-বেদাদিগের কুণ্ড। ৩ বাণ প্রমাণমাত্র, বাণ যত বড়, যতটা পরিমাণ। ৪ কেবলই বাণ।

ইষুর মূল (গ্রাম্য) ইসের মূল, অর্কমূল।

ইষুবিক্ষেপ (পুং) ৬ তৎ। বাণ ছাড়িবার স্থান, ১৫০ হাত পরিমাণ বিশিষ্ট প্রদেশ।

ইষেত্বাক (পুং) ইষেত্বা ইতি অস্তি যন্মিন্ অম্ববাকে অধ্যায়ে বা ইষেত্বা (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫। ২। ৬২) ইতি বুন্। ইষেত্বা শব্দবিশিষ্ট অম্ববাক বা অধ্যায়। যজুর্বেদের ১ম অধ্যায়, সেই অধ্যায়ের প্রথমে ইষে যোজ্যেত্বা ইত্যাদি মন্ত্র রহিয়াছে, এইজন্য ইষেত্বা এই নাম হইয়াছে। (বাজসনেয় সং ১। ১)

ইক্ষুর্ভৃ (জি) নিস্ক-কৃ-ভৃচ্। (নিশকোবহলম্। এই প্রাতি-শাখ্যে সূত্রানুসারে উপসর্গের (নিস্ক শব্দের) ন লোপ হইল।) নিক্ষুর্ভা, নিশ্পাদনকারী।

ইক্ষুতি (জী) নিস্ক-কৃ-ভৃচ্-পূর্ববৎ। খাই, জননী।

ইষ্ট (জি) যজ বা ইষ কর্ণশি ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রিয়। ভাবে ক্ত। (জী) ৩ যজাদি কর্ণ। ৪ পুজিত। (পুং) ৫ এরণ্ড বৃক্ষ। (জী) ৬ সংস্কার। ৭ শ্রোতকর্ষ। ৮ আত্মকর্ণোক্ত ধর্ম্মকার্য্য। ৯ কৃত। ১০ ইচ্ছাকল্পিত। (কামং প্রকামং পর্যাণ্ডং নিকামেটে যথেন্দিতে। হেম ৬। ১৪১।) ১১ যজ দ্বারা তুষ্ট পরমাত্মা। ১২ বিষ্ণু। (জি) ১৩ হিত।

ইষ্টক (পুং) ইট, নগ্ন মৃত্তিকাপথ।

ইষ্টকা (জী) ইব-ইয়ানিভ্যাং তকনু। উপ ৩। ১৪৮।) ইতি তকনু। টাপ্। (কেহঃ। পা ৭। ৪। ১০) ইতি বা অন্য ইং। ১ ইট। ইহা দ্বারা পাকা বাড়ী প্রস্তুত হয়। ভাল মাটি ভিজাইয়া কাদা করিবে। পরে তাহা কারমে অর্থাৎ এক-প্রকার ছাঁচে ফেলিয়া চারি পাশ সমান করিয়া দিবে। শেষে কিছুদিন রোজে রাখিয়া ভালরূপ শুকাইলে তাহা এক-একে কতকগুলি থাকে সাজাইয়া তাহার উপর কিছু কিছু কাঠ বা কয়লা দিয়া ক্রমে ১০। ১২ হাত উচু করিয়া সাজাইবে। পরে তাহাতে আগুন দিবে; কিছুদিন পরে ইষ্টকা পরিপক হইবে। শব্দ ও লিখিত, ইষ্টকনির্মিত গৃহে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য করিতে নিবেদন করিয়াছেন। ২ যজ্ঞাদি চরনের অল্প মৃত্তিকাদি নির্মিত দ্রব্য বিশেষ।

ইষ্টকচিত (জি) ৩তৎ। (ইষ্টকেয়ীকামানানং চিত-তুলভারিযু। পা ৬। ৩। ৬৫। ইত্যাকারন্ত হ্রস্বম্। ইষ্টকা, ইষীকা, মালা, এই কএকটি শব্দের পরে ক্রমাগত চিত, তুল, ভারিন্ এই কএকটি শব্দ থাকিলে ঐ কএকটি শব্দের আকার হ্রস্ব হয়।) ইষ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত স্থানাদি, ইষ্টে পরিপূর্ণ স্থান।

ইষ্টকর্ষন (কী) ইষ্টে প্রসিদ্ধার্থঃ কৰ্ম্ম-শাকতৎ। গণিত বিশেষ।

“উদ্দেশকালাপবদিষ্টরাশিঃ

সুগো হতোহংশৈ রহিতো যুতো বা।

ইষ্টাহতং দৃষ্টমেনে ভক্তং

রাশির্ভবেৎ প্রোক্তমিতীষ্টকৰ্ম্ম” লীলাবতী।

ইষ্টকাপথ (কী) ইষ্টকায়ামপি পছা যজ্ঞ, ইষ্টং কাপথং অগ্ন্যবস্ব যজ্ঞ ইষ্টকেব স্পৃহঃ পছাঃ যস্যোতি বা (ঋক্ পূরকুঃ পথ্যমানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪। ইতি সৰ্ব্বত্রাচ্ সমাসাতঃ।) ১ বীরণমূল, বেণার মূল। ২ ইষ্টকনির্মিত পথ, ইষ্টের রাস্তা।

ইষ্টকামহু (জী) ইষ্টং প্রিয়ং কামমভিলষিতং ইষ্ট-কাম-হু-ক। যে অভিলষিত প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করে।

ইষ্টকাব (জি) ইষ্টকা বিদ্যতেহজ ইষ্টকা। (অন্তেষ্যোহপি দৃশ্যতে। পা ৫। ২। ৯ হ্রজে কাশিকা) ইতি বঃ। ইষ্টকযুক্ত স্থান, যেখানে ইট আছে।

ইষ্টকাবৎ (জি) ইষ্টকা-চতুরর্থ্যঃ। পা ৪। ২। ৮৬ মধ্বাদিষাৎ মতুপ্। মন্ত চ বঃ। ইষ্টকার নিকটস্থ দেশ প্রভৃতি। (জী) ভীপ্। ইষ্টকাবতী।

ইষ্টকারিন্ (জি) ইষ্টং করোতীতি নিমি। হিষ্টেবী।

ইষ্টগন্ধ (জি) ইষ্টো গন্ধো যজ্ঞ, বহুব্রী। ইষ্টশাস্তো গন্ধ-শ্চেতি বা কর্ম্মধা। ১ জুগন্ধ। ২ জুগন্ধি দ্রব্য। (ইষ্টগন্ধঃ

জুগন্ধিঃ স্যাৎ। অমর) ৩ বাসুকা, বাসি। (কীবজিষ্ট-গন্ধঃ বাসুকে জুরভৌ জিবু। শকাঙ্কি।)

ইষ্টজন (পুং) ইষ্টশাস্তো জনশ্চেতি। প্রিয় ব্যক্তি।

ইষ্টতম (জি) অরমেবাং অতিশয়েন ইষ্টঃ, ইষ্ট (অতিশয়েন তমবিষ্টনো। পা ৫। ৩। ৫৫।) ইতি তমপ্। ১ অতিশয় প্রিয়। গৃহস্থের জী পুত্রাদি ও উদাসীনের জ্ঞান অতিশয় প্রিয় হয়। ২ অত্যন্ত মনোমত।

ইষ্টদেব (পুং) কর্ম্মধা। ১ পূজ্য দেবতা। ২ বাহার নিকট হইতে তদ্বাদি বিহিত মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, গুরুঠাকুর।

ইষ্টদেবতা (জী) উপাভ দেবতা, দীক্ষাগুরু।

ইষ্টপ্রয়োগ (পুং) ৬তৎ। নিষ্টপ্রয়োগ, মহতের বাক্য।

ইষ্টবৎ (জি) যজ বা ইব্-স্ত বভূ। ১ যজকারী। ২ ইচ্ছা-বিশিষ্ট। ইষ্ট-মতুপ্। ৩ ইষ্টকর্ম্মকারী, যিনি বেদাদির অধ্যয়নাদি কার্য্য করেন।

ইষ্টমুলাংশজাতি (পুং) লীলাবতীকথিত মূলাংশ জাতি বিশেষ। [মূলাংশ জাতি দেখ।]

ইষ্টসাধন (কী) ৬তৎ। অতীষ্ট সিদ্ধি।

ইষ্টা (জী) বর্ষ-করণে তু টাপ্। শমীবৃক্ষ। সমিধ দ্বারা হোম করে, এজন্য তাহার নাম ইষ্টা।

ইষ্টাদি (পুং) বহুব্রী। পা ৫। ২। ৮৮ হ্রজ্। এই হ্রজে অনেন (দ্বারা) এই অর্থে ইনি প্রত্যয় হয়। যেমন ইষ্ট-মনেন ইষ্ট ইনি ইষ্টী যজ্ঞে। এইরূপ সাধ্য হয়। ১। ইষ্ট, পূর্ত, উপসাদিত, নিগদিত, পরিগদিত, পরিবাদিত, নিকথিত, নিবাদিত, নিপঠিত, সংকলিত, পরিকলিত, সংরক্ষিত, পরিরক্ষিত, অর্চিত, গণিত, অবকীর্ণ, অযুক্ত, গৃহীত, আয়াত, ঋত, অধীত, অবধান, আদেবিত, অবধারিত, অবকল্পিত, নিরাকৃত, উপকৃত, উপাকৃত, অহযুক্ত, অহুগণিত, অহুপঠিত, ব্যাকুলিত। এই কএকটি ইষ্টাদিগণ।

ইষ্টাপত্তি (জী) ৬তৎ। অভিলষিত-প্রাপ্তি, ইষ্টসিদ্ধি। লাভ, উপকার।

ইষ্টাপূর্ত (কী) সমাহারবন্দঃ পূর্বপদ-দীর্ঘশ্চ। ১ অগ্নি-হোজাদি যজ্ঞ। ২ সাধারণের উপকারের অল্প যজ্ঞ ও কুণ খননাদি কর্ম্ম।

দীর্ঘী, কুরো, গভীর দীর্ঘী প্রভৃতি কাটিয়া দেওয়া এবং অন্ন দান, উপবন নির্মাণ করা ইত্যাদিকে পণ্ডিতেরা পূর্ত বলেন। একাধিক হোমাদি জেতার বাহা হত হয়, আর বাহা বেদী মধ্যে দান করা হয় তাহাকে ইষ্ট কহে। এই উভয়কে ইষ্টাপূর্ত বলে।

ইকোৰ্ণোদ্যুক্ত (ত্রি) ৩৩৭। উৎস্রক। উৎসাহযুক্ত।
(ইকোৰ্ণোদ্যুক্ত উৎস্রকঃ। অমর।) অতীত বস্তুর অস্ত
বরাধিত হওয়া।

ইকোলাপ (পুং) কর্ণবা। সন্মলাপ, পরস্পর ভ্রাতৃলাপ।

ইষ্টি (স্ত্রী) বজ বা ইষ-ভিক্ত। ১ বজ। ২ ইচ্ছা। (ইষ্টি-
বাগেচ্ছয়েঃ। অমর।) অভিলাষ। ৩ শ্লোকসংগ্রহ। ৪ দান-
সংগ্রহ। (ইষ্টিস্ত বাগকে। অভিলাসেচ্ছয়োচ্চাপি সংগ্রহে
শ্লোকদানয়োঃ। শকাঙ্কি।) "ইষ্টিঃ পার্শ্বারনাভীয়াঃ কেবলা
নির্কপেৎ সঙ্গা"। মনু ৪।১০।

ইষ্টিকা (স্ত্রী) ইষ-ভিক্ত। [ইষ্টকা দেখ।] "উদ্বর্ষণক্টি-
করা কথুকেঠি বিনাশনম্"। জ্ঞপ্তত। ইষ্টিকা (ইট) দ্বারা
চুলকাইলে চুলকনা ও কোঠি বিনষ্ট হয়।

ইষ্টিকাপথিক (স্ত্রী) ৩৩৭। লামজ্জক নামক তৃণ।

ইষ্টিকুৎ (ত্রি) ইষ্টি-কৃ-কিপ্ তৃক্। যিনি যাগ করেন।

ইষ্টিন্ (ত্রি) ইষ্টমেনন (ইষ্টাদিত্যন্তেতি। পা ৫।২।৮৮)
ইষ্ট-ইনি। যজ্ঞকারী, যিনি যাগ করিয়াছেন।

ইষ্টিপচ (পুং) ইষ্টয়ে পচতি ইষ্টি-পচ-অচ্। ১ কৃপণ।
২ অমর, দানব। অমরেরা নিজের অন্যাই পাক করে,
যজ্ঞাদির জন্য নয়, এজন্য তাহাদিকে ইষ্টিপচ বলে।

ইষ্টিনুষ[ষা] (পুং) ইষ্টিং মুষ্যতি ইষ্টি-মুষ-কিপ্। দৈত্য।
(ইষ্টিনুষোমতো দৈত্যঃ। শকাঙ্কি।)

ইষ্টীকৃত (স্ত্রী) নেষ্টমিষ্টং কৃতং সম্পদ্যমানং ইষ্ট-কৃ-কৃত্ভুতি-
যোগে সংপদ্যকর্তরি চিঃ। পা ৫।৪।৫০। ইতি চিঃ।
(কাশিকারাক্ত, অতুততত্ত্বাব ইত্যধিকঃ পাঠো দৃষ্টতে।)
১ বাহা ইচ্ছা করা হয় নাই, তাহার ইচ্ছা করা। (অনিষ্টিরিষ্টিঃ
কৃতোতি চিঃ) ২ যজ্ঞবিশেষ।

ইকু (স্ত্রী) ইষ-তুন্। ইচ্ছা।

ইয় (পুং) ইষ-মক্ (ইবিযুধীক্টিয়াদিনা মক্। উণ্ ১।১৪৪।)
১ কামদেব। ১ বসন্তকাল। কেহ কেহ ঈষ এইরূপ পাঠ
করেন। ৩ গমন। (ইয়ঃ কামবসন্তয়োঃ। উজ্জলদত্ত।)

ইয়্যন (স্ত্রী) ইষ্টিভিরয়নং গমনং যজ্ঞ বহব্রী। যাগ-
বিশেষের অন্তর্ভুক্ত। সাংবৎসরিক প্রাঙ্গাদি। অগ্নিদৈবত্যা
প্রভৃতি, ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে।

ইয্য (পুং) ইষ-করণে ক্যপ্। বসন্তকাল। (বসন্ত ইয্যঃ
সুরভিঃ পুষ্পকালো বলাজকঃ। হেম ২।৭০।)

ইষ (পুং) ইষ (সর্গনিষ্বেদত্যাদিনা। উণ্ ১।১৫৩।)

ইতি বন্। আচার্য্য। (ইষঃ পুংস্থ্যপদেঠরি। শকাঙ্কি।)
উজ্জলদত্ত ঈষ এইরূপ পাঠ করেন।

ইষগ্র (স্ত্রী) ৩৩৭। বাণের অগ্রভাগ, ডগা। পহাদিঃ
ইষগ্রী। (ত্রি) বাণের অগ্রোত্তর পদার্থ, বাণের ডগার
দ্বারা হয়।

ইষনীক (স্ত্রী) ৩৩৭। বাণের অববব।

ইষসন (স্ত্রী) ইষু-অস করণে-লুট্। ধরক, বাহা দ্বারা
বাণক্ষেপ করা যায়।

ইষস্ত (স্ত্রী) ইষুরেবাস্তঃ। বাণাত্ম।

(ইষস্তে জ্যেষ্ঠো বভূব। রামায়ণ।)

ইষাস (ত্রি) ইষবোহস্যন্তে অনেন ইষু-অস-করণে-ঘঞ।
কর্তৃধাণ্ বা। ১ বাণক্ষেপক, যে বাণক্ষেপ করে। তীরন্দাজ।
২ ধরক। (ধরুশ্চাপৌ ধরশরাসনকোদণ্ডকার্ষুকম্।
ইষাসঃ। অমর।)

ইস্ (অব্য) ইং কাম স্যতি ই-সো-কিপ্ নিপাৎ আলাপঃ।
১ কোপ। ২ সন্তাপ। ৩ দুঃখ অহুতব করা। ৪ ভাবনা।
(ই দুঃখে ভাবনারাং চ কোপে সন্তাপনেহব্যয়ম্। শকাঙ্কি।)

ইষম (পুং) কামদেব।

ইসপগুল, এক প্রকার বৃক্ষবীজ (Plantago ispaghula)
এই বীজ পারস্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার
বীজই ব্যবহারে লাগে। ইহার গুণ শীতল ও নরম। প্রদাহ
ও পিত্তকর, পাকযন্ত্রীর রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার
বীজ গুড়া করিয়া তৈল ও তিলে মিশ্রিত করিবে, উহার
পুলটিশ করিয়া বাত বা গ্রহিবাতের ক্ষীত স্থানে প্রয়োগ
করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন উদরাময়ে ইহা বড়
হিতকর। ইহার কাথ কাশরোগে প্রয়োগ করা যায়।

এই বীজ পারস্য দেশ হইতে বোম্বাই সহরে বিস্তর আম-
দানী হয়।

হাকিমীমতে ইহার গুণ—চটুচটে, শীতল, সঙ্কোচক ;
মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, আমরক, রক্তাতিসার,
উন্মাদ, দাহ, প্রলাপ ও মাদকতা নিবারক।

ইসের মূল (বাঙালা) এক প্রকার গাছ। (Aristolochia
Indica) ইহার সংস্কৃত নাম—অর্কপত্রা, অর্কমূল, স্তনদা,
বিষাপহা।

ইহার ফুলে কেশরের পূর্বে গর্ভকেশর এবং অন্যান্য
অধিকাংশ ফুলে গর্ভকেশরের পূর্বে পরাগকোষ পরিপক হয়।

এই গাছ প্রায় ভারতবর্ষের সর্বত্রই জন্মে। ইহার মূল ও
কাণ্ড ব্যবহার্য্য।

কবিরাজীমতে ইহার গুণ—রসহা, রজোনিঃসারক, বাত-
নাশক ও বালকদিগের দন্তোদগম কালে উদররোগে বিশেষ
উপকারী। পর্জুনীজেরা যখন ভারতবর্ষে বাস করিত,

তাহারা ইহাকে রেজ-ডি-কোব্রা (Raiz de cobra) বলিয়া ডাকিত। উহা কিন্তু এক জাতীয় সাপের নাম। ঐ সাপ কামড়াইলে ইসের মূলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এই জন্য বোধ হয় ইসের মূল ঐ সাপের নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বাল্ম প্রদেশে অস্ত্রস্বকীর রোগে ইহার সার ব্যবহৃত হয়।

এদেশে বেদের কাছে ও বেনিয়ার দোকানে ইসের মূল পাওয়া যায়। তাহারা মূল ও কাণ্ড উভয়ই বিক্রয় করে।

এই গাছের ছাল পুরু। তাহা কটু ও কপূরবৎ স্নগন্ধ বিশিষ্ট।

ইস্মাইল, ইমাম জাকর সাদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুসলমান-দিগের ইস্মাইলী ধর্ম সংপ্রদায় ইহারই প্রবর্তিত। পিতার জীবদ্দশায় ইহার মৃত্যু হয়। ইস্মাইলীরা ইহাকে সপ্তম ইমাম বলিয়া থাকে।

ইস্মাইল আদিল শাহ, সুলতান যুগ আদিল শাহের পুত্র। ইহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের রাজা হন। ইনি ২৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইস্মাইল নিজাম শাহ, আক্কাবনগরাধিপ বৃহান্ নিজাম শাহের পুত্র। বৃহান্ তদীয় ভ্রাতা মুর্তজা নিজামকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। শেষে তাঁহাকে অকবরের কাছে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়লাভ করিতে হয়। মুর্তজা তাহার দুই পুত্র ইব্রাহিম ও ইস্মাইলকে লোহাগড়ে বন্দ করিলেন। মীরান্ হসেন শাহের মৃত্যু হইলে জমাল খাঁ ইস্মাইলকে আক্কাবনগরের রাজা করিলেন। (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে)। বৃহান্ এই সংবাদ শুনিলেন। তিনি অকবর পাদশাহ সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলেন; আবার পুত্রের কাছেও হার মানিলেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইস্মাইলের প্রধান উজীর জমাল খাঁ নিহত হইলেন। ইস্মাইল প্রায় দুই বর্ষ রাজত্ব করিয়া শেষে পিতাকর্তৃক বন্দী হইলেন।

ইসর, বিহারস্থ দোসাণ্ড ও বাঁস-কোঁড় ডোমের মধ্যে একটি পঞ্চ বা শাখা।

ইসলাম খাঁ ময়দী, বঙ্গদেশের একজন সুবাদার। প্রথমে ইনি ময়দে বাস করিতেন। তৎকালে সকলে ইহাকে মীর আবদুল্ সলাম বলিয়া ডাকিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে, ইনি পাঁচ হাজারী মুন্সবদার এবং বাঙ্গালার সুবেদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট শাহজহানের সময় ইনি ছয় হাজারী, মোতাম্ উদ্দৌলা উপাধি ও দক্ষিণাংশের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন। পরে বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। শাহজহান ইহাকে বড় ভালবাসিতেন,

তিনিই ইহাকে ইসলাম খাঁ নাম দেন। ইনি মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পূর্বে সাত হাজারী, মুন্সবদার এবং উজীরের পদলাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাংশে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। আরজবাদে ইহার গোরস্থান আছে। কেহ কেহ ইহাকে ইসলাম খাঁ কন্নী বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ নামটি ভুল। ইসলাম খাঁ কন্নী অপর এক ব্যক্তির নাম, তিনি বঙ্গা-নগরের শাসনকর্তা ছিলেন, তথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের যুদ্ধে ইসলাম খাঁ কন্নী নিহত হন।

ইসলাম গড়, রাজপুতনার প্রান্তভাগে, বহাবলপুরের অন্তর্গত একটা দুর্গ। ঝাঁপুর হইতে জশলমের বাইবার পথে এই দুর্গটি আছে। এটা বহাদিনের প্রাচীন, পূর্বে জশলমেরের রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে বহাবলপুরের খাঁয়েরা কাড়িয়া লয়।

ইসলামনগর, বুদায়ুনপ্রদেশের অন্তর্গত বিসোলি পরগণার একটা নগর। অক্ষা ২৮°১৯' ৪৫" উঃ, দেশা ৭৮°৪৬' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরটীর চারিদিকে আমের বাগান। (১৮৮১ সালে) লোকসংখ্যা ৫৮৯০।

ইসলামাবাদ, চট্টগ্রামের একটা প্রধান নগর। [চট্টগ্রাম দেখ।]

ইসলামাবাদ, কন্নীরের একটা নগর। অক্ষা ৩৩° ৪১' উ এবং দেশা ৭৫° ১৭' পূঃ মধ্যে, জিলম্ নদীতীরে অবস্থিত। এই নগর গিরিশৃঙ্গের উপর। এই গিরির নিয়ে প্রভাব আছে। লোকে বলে, বিষ্ণু এই প্রভাবটী সৃষ্টি করেন। ইহার প্রাচীন নাম অনন্তনাগ। অমরনাথ বাইবার যাত্রীরা এইখান হইতে আহার্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই নগরটীর নাম ইসলামাবাদ রাখে। এখানে কাম্বীরী শাল ও মানা প্রকার তুলা ও পশমের কাপড় আমদানী হইয়া থাকে। এখানে বিস্তর জাকরাণ পাওয়া যায়।

ইসাত্খেল, আকগান জাতিবিশেষ। মোগল পাদশাহদিগের রাজত্বকালে এই জাতি পঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে বড় উপদ্রব করিত। শেষে দেৱাগাজী খাঁর সর্বাধিকার লাভ করিয়াছিল।

২ ইসাত্খেল জাতির নামানুসারে পঞ্জাবস্থ বরু জেলার একটা জায়গা আছে, ঐ স্থান বিচালী ও ময়দানী গিরিশৃঙ্গ হইতে সিদ্ধ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে নিরাঙ্গাই নামক আকগান জাতিই অধিক, তাহারা অধিক দিন হইতে এখানে থাকায়, আপনাদের মাতৃভাষা ভুলিয়া পঞ্জাবীভাষায় কথা কয়। (১৮৮১ সালে) লোকসংখ্যা ৫৯,৫৪৬।

ইসাতেল পরগণার প্রধান নগর ইসাতেল। উহা অক্ষা° ৩২° ৪০' ৫০" উঃ, এবং দেশা° ৭১° ১৯' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অল্পমান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আক্ষদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই নগরটী স্থাপন করেন।

ইস্কাতর (করাচী ইক্ৰিটোরর Escritoire শব্দের অপভ্রংশ) এক প্রকার লিখিবার বাস। ইহার নীচের দিকে খানিকটা বাহির করা থাকে, তাহারই উপর ভাগে লেখার স্থান। এদেশে পূর্বে ইস্কাতরের অধিক চলন ছিল, এখন আর তেমন দেখা যায় না।

ইস্কান্দো (স্কান্দ) কশ্মীর রাজ্যের বর্ত্তি নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৫° ১২' উঃ, এবং দেশা° ৭৫° ৩৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পর্বতমালার বেষ্টিত। এই নগরে একটি হুর্গ আছে, তাহা পাহাড়ের উপর, নিকটস্থ সিন্ধুনদী হইতে ৮০০ ফিট উচে। এখানকার শেষ রাজা আক্ষদ শাহের নিকট হইতে এই নগর তৎকালীন কশ্মীররাজ গোলাপ সিংহ কাড়িয়া লন, তদবধি কশ্মীরের সামিল হইয়াছে।

ইস্কক (হিন্দী) এইখানে।

ইস্কক্লাগাদি (অব্য) (হিন্দী-আরব্য) এখান হইতে ওখান পর্য্যন্ত।

ইস্তাহার (আরব্য) বিজ্ঞান। ঘোষণা।

ইস্তিআখাল (আরব্য) দৈনিক কার্য, অভ্যাস।

ইস্তিম্রারী (আরব্য) পুনঃ পুনঃ, অনবরত।

ইস্ত্রি (সম্ভবতঃ ইংরাজী Steel শব্দের অপভ্রংশ।) লোহার পাত। ধোবারা এই সমান পাত তাতাইয়া কাপড়ের উপর দেয়, তাহাতে কাপড় সোজা হয় ও পরিষ্কার হয়।

ইস্ত্রিয়াফা (আরব্য) ১. কমা। ২. ছাড়।

ইস্ত্পান্দ (পারস্ত) এক জাতীয় বীজ।

ইহ (অব্য) ইদম্ ইদমোহঃ। (পা ৫। ৩। ১১ ইতি হঃ।) এই স্থানে এই কালে এই দেশে এই যুগে ইত্যাদি ইদম্-শব্দের ৭মীর অর্থ বুঝাইবে। “পতিভাষ্যাঃ সম্ভবিত্ত গর্তো-ভূবেহ জায়তে”। পতি শুক্ররূপে ভাষ্যাগর্তে প্রবেশপূর্বক এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহকাল (পুং) ইদম্-ইতরাভ্যোহপি দৃশ্যতে। পা ৫। ৩। ১৪

ইতি প্রথমায় হঃ, ততঃ কৰ্মধা। এইকাল, বর্ত্তমান সময়।

ইহতন (ত্রি) ইদম্-ভবার্থে ট্যল্, তুট্ চ। এই জগতে যাহা জন্মে।

ইহতিআৎ (আরব্য) অভাব। প্রয়োজন।

ইহতিরাৎ (আরব্য) মিতাচার।

ইহত্য (ত্রি) ইহ-ভবৎ (অব্যয়ান্ত্যপ্। পা ৪। ২। ১০৪)

ইতি সম্ভ্রম্যন্ত্যৎ ত্যপ্। এই কালে যাহা হয়।

ইহলোক (পুং) ইদম্ প্রথমায় হঃ কৰ্মধা। এই জগৎ। মহুয়ালোক।

ইহদ্বিতীয়া (স্ত্রী) (ময়ুরব্যংগকাদয়শ্চ। পা ২। ৪। ৭২।)

ইতি সমা। এই কালের দ্বিতীয়া।

ইহপক্ষমী (স্ত্রী) ময়ু স। এখনকার পক্ষমী।

ইহল (পুং) ইহ-লা-ক। চেদিদেশ।

ইহসান্ (আরব্য) দয়া।

ইহস্থান (স্ত্রী) এই জগৎ।

ইহা (বাঙ্গালা) ইদম্ শব্দের প্রথমার একবচন। এই।

ইহামুত্র (অব্য) ইদম্ স। ইহলোক ও পরলোক।

ঐ

ঐ (চতুর্থ স্বরবর্ণ) ঐ তালুতে উচ্চারিত হয়, একজ্ঞ তালব্য বর্ণ বলে। ইহার উচ্চারণ কখনও দীর্ঘ, কখন বা প্রুত হয়। তন্ত্রের মতে, ইনি স্বয়ং কুণ্ডলিনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ ইহাতে বাস করেন। ইহার উপাসনার চতুর্ভূষণ ফললাভ হয়। (কামধেনুতন্ত্র।)

ঐ লিখিবার নিয়ম—উপর-নীচ ও মধ্যদিকে কিছু কুঞ্চিত হইবে এবং অধোগত তিনটি কোণ হইবে, ঐ কোণ দক্ষিণ দিক্ হইতে উপর দিকে কুঞ্চিত হইবে। উপরের দক্ষিণ কোণে কোণযুক্ত আর একটি রেখা কুঞ্চিত ভাবে টানিতে

হইবে। ইহাতে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি আছেন। ইহার মাত্রা শক্তি। (বর্ণোক্তারতন্ত্র।) ইহার এই কয়টি নাম তন্ত্রে লিখিত আছে—ত্রিমুষ্টি, মহামায়া, লোলাকী, বামলোচন, গোবিন্দ, শেখর, পুষ্টি, স্তম্ভজা, রত্নসংজ্ঞা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, প্রহাস, বাধি-শুক, পরাপর, কালোত্তরীয়, ভেকুণ্ডা, রীতি, পোণ্ডবর্জন, শিবোত্তম, শিবা, তুষ্টি, চতুর্থা, বিন্দু, মালিনী, বৈষ্ণবী, বৈন্দবী, জিহবা, কামকলা, সনাদকা, পাবক, কোটর, কীর্ত্তি, মোহনী, কালকারিকা, কুচবন্দ, তর্জনী, শান্তি, ত্রিপুরসুন্দরী। (বর্ণাভিধান।) মাতৃকাক্রান্তে ইহার স্থান বাম চক্রে (জং নমো বাম চক্রে)।

ঐ (অদা° পর° সক° অনিট্) ১ ইচ্ছা ক্র। ২ গমন ক্র।

৩ ক্লেপ ক্। ৪ ব্যাপ্তি। ৫ ভক্ষণ। ৬ (সকং) প্রেমক,
গর্ভধারণ। লট্ এতি ঐতঃ, ইমতি। লট্ ইরার। লুট্ এতা।
লোট্ এত্। লুট্ এয্যতি। লুট্, ঐবীৎ।

ঐ (দিবা° আত্ম° সক° অনিট্) গমন। লট্-ঐয়তে। ইত্যাদি।
ঐ (অব্য°) ১ বিবাদ। ২ অল্পকম্পা, কৃপা। (ঐ বিবাদেহ-
ল্পকম্পারাম্। মেদিনী।) ৩ ক্রোধ। ৪ হুঃখাহুঃতব, ক্রোশাদি
বোধক। ৫ প্রত্যাক। ৬ সন্নিধি, নিকট।

ঐ (জী পুং) অন্তবিক্ষোঃ পত্নী অ-উপ্। ১ কামদেব।
২ লক্ষ্মী। (ঐ লক্ষ্ম্যাপুনরনবারাম্। মেদিনী।)

গোবিন্দশ্চ ত্রিমূর্তীশঃ শান্তিঃ শ্রাদ্ধামলোচনঃ।

নৃসিংহাস্ত্রং তথা মায়াং ঐকারোহপি সুরেশ্বরঃ॥

মাতৃকাকোষ।

১ গোবিন্দ। ২ ত্রিমূর্তীশ। ৩ শান্তি। ৪ বামলোচন।
৫ নৃসিংহাস্ত্র। ৬ মায়া। ৭ সুরেশ্বর (ইন্দ্র)। ঐকারের
এই কয়টা তাত্ত্বিক অর্থ। ৮ কত্যাযুগ্ম। ৯ কর্কট। (‘ঐ
কত্যাযুগ্মকর্কটৌ’। পঞ্চপক্ষী।)

ঐকার (পুং) ঐ-স্বার্থে কার। চতুর্থ বর্ণ ঐ।

ঐক্ (ভা° আত্ম° সক° সেট্) ১ দর্শন ক্। ২ পর্যালোচনা ক্।
লট্-ঐক্যতে। লিট্-ঐক্যাক্তে। লুট্-ঐক্যীষ্ট।

“নেকোতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যাস্তং কদাচন।

নোপস্থষ্টং ন বারিহং ন মধ্যং নভসৌ গতম্॥” মছ ৪।৩৭।)

উত্তিবার সময়ে, অন্ত যাইবার সময়ে, প্রহণের সময়ে এবং
জলে প্রতিবিম্বিত ও দুইপ্রহরের সময়ে নভোমণ্ডলের সূর্য
কখনই দেখিবে না। অধি পূর্বক বিশ্বাস। অল্প পশ্চাৎ গমন।
(“অবীক্ষমাণো রামস্ত্।” রামায়ণ ২।৪০।৩৯।)

ঐক্কক (স্ত্রী) ঐক-কন্। দর্শক।

ঐক্কণ (স্ত্রী) ঐক-ভাবে লুট্। ১ দর্শন। করণে-লুট্। ২ চক্ষু।
(লোচনং নয়নং নেত্রমীক্ষণং চক্ষুরীক্ষণী।

নির্বর্ণনস্ত নিধনং দর্শনালোকনেক্ষণম্॥ অমর।)

৩ নিরূপণ। ৪ পর্যবেক্ষণ। (“শোচে ধর্ম্মেহরপক্ত্যাক্ষ
পারিণাহাস্ত্বে বেক্ষণে।” মছ ৯।১১।)

ঐক্কণিক (পুং) ঐক্কণং হস্তপদাদি রেখা দর্শনেন শুভাশুভং
অস্তি অস্মিন্ ঐক্কণ-ঠন্। ১ দৈবজ্ঞ। যাহারা হস্তপদাদির
রেখা দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের শুভাশুভ ঘটনা বলিতে
পারে তাহাদিগকে ঐক্কণিক বলে। (সাধুসরো জ্যোতি-
বিক্ষোঃ মোহান্তিকো নিমিত্তবিৎ। দৈবজ্ঞগণকাদেশিকানি
কান্তীস্তিকা অপি। বিপ্রান্তিকে কণিকৌ চ। হেম। ৩।
১৪৬।) (তত্রাশ্চেক্কণিকৈঃ সহ। মছ ৯।২৫৮।)

ঐক্কণিকা (স্ত্রী) ঐক্কণিক-টাপ্। গণকের স্ত্রী। (বিপ্র-

শ্রিকবীক্ষণিকা দৈবজ্ঞা। অমর। ৮।২০।৮) বিপ্রান্তিকা,
ঐক্কণিকা, দৈবজ্ঞা। এই কএকটা দৈবজ্ঞ স্ত্রীর নাম।

ঐক্কণ (স্ত্রী) ঐক্কণ-ঠন্। (ভ্রমোক্ত হস্তঃ। পা ৩।৩।১০৩।)
ইতি অঃ টাপ্ চ। দর্শন, দেখা।

ঐক্কিত্ (জি) ঐক-তৃচ্। ত্রুটা, যিনি দেখেন।

“একোহহমস্মীত্যাত্মানং যৎ স্বং কল্যাণ মন্তসে।

নিত্যং স্থিতন্তে হৃদ্যেয পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ।” মছ ৮।৯১।

ঐথ, ঐথি (ভা° উভ° সক° সেট্) গমন করা। ঐথতে।
ঐথতি, ঐথতে।

ঐড্ (দিবা° আত্ম° সক° সেট্) গমন করা।

ঐজ্ (ভা° আত্ম° সক° সেট্) ১ গমন করা। ২ নিন্দা করা।

ঐজাদ (আরব্য) প্রকাশ। আবিষ্কার।

ঐজিক (পুং) জনপদ বিশেষ। ঐজক এইরূপ তির পাঠও
দেখা যায় (ভীষ্মপর্ক)। ঐখানে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য
প্রভৃতি বাস করে।

ঐড় (চুরা° পর° সক° সেট্) স্তুতি করা, স্তব করা। ঐড়য়তি,
ঐড়িড়ৎ, ঐড়ককার।

ঐড় (অদা° আত্ম° সক° সেট্) স্তুতি করা, স্তব করা।

ঐড়া (স্ত্রী) ঐড়-অ-টাপ্। স্তুতি, প্রশংসা। ঘোষণা।
(উচ্চৈর্ধ্বীঃ বর্ণনেড়া। হেম ২।১৮৩।)

ঐড্য (জি) ঐড়-(ঐড়বন্দবৃশংসহৃৎ গ্যতঃ। পা ৬।১।
২১৪। ঐড়, বদি, বৃঙ, শংস্ ও ছহ ধাতুর উত্তর গ্যৎ
করিলে তাহার আদি উদাত্ত হয়।) ইতি গ্যৎ। স্তব করি-
বার বা প্রশংসার উপযুক্ত।

ঐড়িত (জি) ঐড়-কর্ম্মণি ক্। স্তুত, প্রশংসিত। যাহার
প্রশংসা করা হইয়াছে। (ঐলিত-শস্ত-পণ্যারিতপন্যারিত
প্রগুতপণিতপনিতানি। অপি গীর্ণ বর্ণিতাভিষ্টুতেড়িতানি
স্তুতার্থানি। অমর। ১৩।১০২।)

ঐতয়োপজ্জব (পুং) অনাবৃষ্ট্যাদি।

ঐ (ভা° পর° সক° সেট্) ই ইৎ। বন্ধন করা, বাঁধা।
ঐস্ততি, ঐস্তাককার, ঐস্তীৎ।

ঐতি (স্ত্রী) ঐয়তে গম্যতে ঐ-ভাবে ক্ৰিন্। ১ ডিম,
ডিম্। ২ প্রবাস। ৩ অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার উপজ্জব।
(ঐতি ডিঘে প্রবাসেহতিবৃষ্ট্যাদি ষট্শ্চ চ স্তিয়াম্। মেদিনী।)

“অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।

প্রত্যাসন্নাস্ত রাবানঃ যদেতা ঐতয়ঃ শৃতাঃ।”

স্থতিতে এই ছয় প্রকারকে ঐতি বলা হইয়াছে। যথা—
অতিবৃষ্টি (অধিক বর্ষা হওয়া), অনাবৃষ্টি (একবারেই বৃষ্টি না

হওয়া), শব্দ (পতনের দোরাণা), ইহরের দোরাণা, খগ (পাখির দোরাণা) এবং শব্দরাজ্য নিকটে থাকা এই ছয় প্রকার উপক্রম হইলে শব্দাদি অয়ে না। ভাষাতে প্রজাদিগের বড়ই কষ্ট হইয়া উঠে। “নিবারণিতাভেন বহীতলেখিলে নিরীতি তারং গমিতেহতিবৃষ্টঃ।”

ঐদৃ (আরব্য) মুসলমানদিগের ধর্মোৎসব দিন।

ঐদৃক (ত্রি) ইদমিব দৃষ্টতে ইদম্। (ইদং কিমোরীশকী। পা ৬।৩।১০) দৃশ-কিপ্। ইতি ঐশ্ ইত্যাদেশঃ। দৃক দৃশ্ বক্তৃ পরে থাকিলে ইদম্ শব্দ স্থানে ঐশ্, কিম্ শব্দ স্থানে কী এইরূপ আদেশ হয়। ইহার ভ্রাতৃ, এবস্তৃত, এইরূপ। (ইদমীদৃগনীদৃগাশয়ঃ প্রথমং বক্তৃ মুপক্রমেতকঃ।)

ঐদৃক্তা (স্ত্রী) ঐদৃশো ভাবঃ, ঐদৃশ্ তন্ টাপ্। এইরূপের ভাব অর্থাৎ এইরূপ। (বিকোনিবাস্যানবধারণীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা। রঘু ১৩।৫।)

ঐদৃক্ষ (ত্রি) ইদম্-দৃশ-ক্স। পূর্ববদন্তঃ। এইরূপ, এমন।

ঐদৃশ (ত্রি) ইদম্-দৃশ-ঘঞ। ইহার মত, এমন।

ঐন্ত (ধা) বন্ধন করা।

ঐপ্সা (স্ত্রী) আপ্-সন্-অণ্-টাপ্। পাইতে ইচ্ছা, বাঞ্ছা।

ঐপ্সিত (ত্রি) আপ্-সন্-অণ্-টাপ্-কর্মণি ক্ত। বাঞ্ছিত, যাহা পাইতে ইচ্ছা হয়।

ঐপ্সু (ত্রি) আপ-সন্ উ। পাইতে ইচ্ছুক, ইচ্ছু। (“ধর্মোপ-বন্ত ধর্মজ্ঞাঃ সত্যং বৃত্তিমহুষ্ঠিতাঃ।” মনু। ১০।১২৭।) বাহারী ধর্ম কামনা করে এবং সাধুদিগের বৃত্তি অনুষ্ঠান করে তাহারাই ধর্মজ্ঞ, ধার্মিক।

ঐয়ংমুগ (পুং) ১ মুগ। ২ বৃক।

ঐয়িরন্ (ত্রি) ঐ-নিটঃ কল্প নিপাৎ সাধু। যিনি গিয়াছেন।

ঐরু (অদা° আদ্য° সেট্) ঐর্থে ঐর্জ। ঐরিষ্ট। (চু° পর° সন্° সেট্) ঐরয়তি। ঐরয়ৎ। ঐরয়ামাস। (অদা°)। ১ গমন করা। ২ কল্পন। (চু°) ৩ প্রেরণ করা। ৪ ক্ষেপণ করা, কেলে মারা। এই ধাতু উদ্-পূর্বক হইলে এই কয়টা অর্থ হয়—যথা ১ উৎক্ষেপণ। ২ কখন, বলা। ৩ উচ্চারণ। ৪ প্রকটন, প্রকাশ করা। প্র-পু° ৫। প্রেরণ। অভ্যুদ-পু° ৬ বলা। (উদীরয়ামাহুরিবোয়নানামালোকশকং বয়সঃ বিয়াটৈঃ। রঘু।)

ঐরুণ (ত্রি) ১ উবর। শূভ। (ঋক্কক্সানীরণ ঋগ্‌বটী ভবভীতি। নিরু। ৩।১৯।)

ঐরায় (স্ত্রী) নদী বিশেষ। (ভারত বন)

ঐরিক (স্ত্রী) ঐর-গুল্ অন্ত ইৎ, টাপ্ চ। বৃকবিশেষ।

ঐরিণ (স্ত্রী) ঐর-গভৌ (বহল মন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪২।)

১ শূভ, আকাশ। ২ উবর, কারভূমি। বৃক লতাহৃগাদি শূভ স্থানকে উবর বলে। (ঐরিণ শূভ উবরে। হেম ৩।১২০)

ঐরিত (ত্রি) ঐর-ক্ত। ১ ক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দেওয়া। ২ প্রেরিত, পাঠান। ৩ কল্পিত। ৪ গত। ৫ কথিত। ৬ বিস্মিত। ৭ বিক্ষিপ্ত। ৮ চালিত। (চুরমৃত্তান্তনিষ্ঠ্যুতান্যাবিক্ঃ ক্ষিপ্তমীরিতম্। হেম ৬।১১৮।)

ঐরিন্ (ত্রি) ঐর-ইনি। গমনশীল ব্যক্তি। যে ভালরূপে গমন করিতে পারে।

ঐরুফ্য (ভা° পর° অক° সেট্) ঐর্য্য করা; অন্যের ভাল দেখিতে না পারা।

ঐরুশ্ম (পুং স্ত্রী) ঐর-বাহুলকাৎ মক্। (উণ্ ১।১৪৪। সূত্র-বৃত্তি।) ব্রণ বিশেষ। ব্রণ দুই প্রকার, শারীরিক ও আগন্তক। রক্তাদি দূষিত হইলে শারীরিক ব্রণ অয়ে। অস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা আগন্তক ব্রণ, অর্থাৎ হঠাৎ কোথাও কাটিয়া যাওয়া বা বৃকাদি হইতে পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি। (অথ কতং ব্রণঃ। অরুরীর্ষং ক্ষণাহুশ্চ। হেম। ৩।১২২।)

ঐর্য্য (স্ত্রী) ঐর্য্যতে গুরোঃ শাস্ত্রোপাসনয়া জায়তে ঐরি গভৌ যাচনে চ প্যাৎ টাপ্। ভিক্ষুব্রত, ধ্যান ধারণাদি। গুরুর নিকটে থাকিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়।

ঐর্য্যপথ (পুং) ৬ ভৎ। ভিক্ষুব্রত, ধ্যান ধারণাদি শিখি-বার উপায়। (চর্য্যাবীর্য্যপথস্থিতি। হেম। ৬।১৩৭।)

ঐর্য্যরু (পুং স্ত্রী) ঐরুং বীজমিয়র্জি ঐরু-ঋ বাহ্ উণ্। কর্কট, কাঁকড়। ইহা স্বয়ং কাটিয়া যায়, এই জন্য ইহার নাম ফুটা হইয়াছে।

ঐর্য্য, ঐর্য্য (স্ত্রী) ঐর্য্যং। ঐর্য্য-ঘঞ্। হসানোপঃ ইতি যোগঃ।

ঐর্য্য-অচ্-টাপ্। ১ রীষ। ২ পতির অন্য স্ত্রী সহবাস-জনিত কোন চিক্কা দি দেখিয়া স্ত্রীর অভিমান বিশেষ। ৩ পরস্পরিকাতরতা, অক্ষমা, হিংসা, ঘেব। অস্ত্রের সোভাগ্য ও সূত্র সমৃদ্ধি দর্শনে অসুখাহুতব। (ঐর্য্য স্রিয়া-মক্ষমার্য্যার্য্যাক্ষমাবিসর্জনে। শকাঙ্কি।)

ঐর্য্যালু, ঐর্য্যালু (ত্রি) ঐর্য্যাত্যন্তেতি ঐর্য্য-আলুচ্। (ঐর্য্য-লুহি গৃহীতি। পা ৩।২।১৫৮।) আলুচ্। ১ অক্ষম। পরস্পরিকাতর, হিংসাকৃত। (ঐর্য্যালুরক্ষমে জিহু° ঐর্য্যালু-রক্ষান্তিশীলঃ। শকাঙ্কি।)

ঐর্য্য, ঐর্য্য (ত্রি) ঐর্য্য-ঐর্য্য হু, ইনি। ঐর্য্যবিশিষ্ট। ঐর্য্য-শীল, কোপনবৃত্তাব। হিংসাকৃত।

ঐর্য্যিত (ত্রি) ঐর্য্যিত সংজাতা ঐর্য্য-ইত্চ। সজাতের্য্য,

যাহার জঁধা জন্মিয়াছে। (“পত্ন্যঃ বার্কিকনীধিতঃ প্রসবনঃ
নাশন্ত হেতুঃ জিহ্বাঃ” হিতোপদেশ।) পতি বৃদ্ধ ভাবাপন্ন
হইলে জঁধা জন্মে এবং তখন যদি গর্ভ হয় তবে ঐ গর্ভ
রক্ষণের বিনাশের কারণ হইয়া উঠে।

জঁলি (জী) জঁড়তে জঁয়তে জঁড়-কি। ডক্ত চলঃ। খড়গা-
কার ছুরিকা বিশেষ। খড়্গের মতন এক প্রকার ছুরি। হস্ত-
গদাশক্তি হস্ত-দণ্ড বিশেষ। সোঁটা, করছুরী, একধারা
নামক যবনাজ্ঞ বিশেষ। (রায়মুক্ত ও ভরতমল্লিক ‘ইলি’
এইরূপও পাঠ করেন।)

জঁলিকা (জী) জঁলি-স্বার্থে কন্ টাপ্। [জঁলি দেখ।]

জঁলিত (জি) জঁড়-ক্ত। জঁত, যাহার জঁব করা হইয়াছে,
প্রশংসিত।

জঁলী (জী) জঁড়-কি জীপ্। [জঁলি দেখ।] ইহার এই
কএকটা পর্যায় পাওয়া যায়—জঁলি। জঁলিকা। জঁলী। কর-
পালী। করপালিকা। গুপ্তিকা। এই অজ্ঞ অতি যত্নের
সহিত লোকে সর্কনা হাতে রাখে সুতরাং ইহার নাম
করপালিকা ও গুপ্তা হইয়াছে।

জঁশ (অদা* আদ্যং অক* সেট্) ১ ঐশ্বর্য। ২ প্রভুত্ব। জঁষ্টে,
জঁশিষে। জঁশিষে। জঁশাঞ্চক্রে। জঁশিষ্ট। অধীগত্যর্থ-
দয়েশাং কর্মণি। পা ২। ৩। ৫২। স্মরণার্থ ও দয় জঁশ ধাতুর
যোগে কর্ণে বস্তু হয়। যথা সপিশ জঁষ্টে। জঁশঃ সে। পা ৭।
৭৭। স পরে থাকিলে জঁশ ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। জঁশিষে।
জঁশিষ। নেড়ুশি কৃতি। পা ৭। ২। ৮। বশ্ প্রত্যাহার কৃৎ
পরে থাকিলে ইট্ আগম হয় না। যথা জঁশিতা। জঁশিতুন্।
জঁশ (জি) জঁশ-ক। ১ জঁশ্বর, প্রধান। ২ প্রভু, স্বামী।
৩ শিব, মহাদেব। ৪ বিষ্ণু। ৫ নেতা, নায়ক। (জঁশঃ প্রভো
মহাদেবঃ। মেদিনী।)

জঁশলাঙ্গলিয়া, লতাবিশেষ। (Gloriosa Superba)
এই গাছ ভারতবর্ষের নানাদেশে জন্মে। বঙ্গদেশে ইহাকে
জঁশেলাঙ্গলিয়া বা বিষলাঙ্গলিয়া বলে। ইহার এই কয়েকটা
সংস্কৃত পর্যায়—গর্ভবাতিনী। অগ্নিজিহ্বা। অগ্নিমুখী। লাজলী।
শৈরি। দীপ্তা। হলিনী। কলিহারী। বহ্নিচক্রা। করহারী।
কলিনী। গুরুপুশ্পিকা। বিশল্যা। অগ্নিশিখা। ইন্দ্রপুশ্পা।
প্রমাথা। বিদ্যাহুকা। কলিকারী। হল। নক্তা। অনন্তা।
বহ্নিচক্রা। গর্ভনুৎ। ইন্দ্রপুশ্পিকা। বিদ্যাজ্জালা। ব্রহ্মহুৎ।
পুশ্পসৌরভা। স্বর্ণপুশ্পা। বহ্নিশিখা। অগ্নিজালা। লাজলিকা।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সারক, কফ
ও বাতনাশক, গর্ভাস্তঃশল্যানিগ্রামক। শাকের গুণ—
তীক্ষ্ণ, কটু, তেজ, গরম, তুষ্ণ, রেচক, ক্ষার, হাল্কা, পিত্ত

ও কককর এবং কফ, শোথ, ব্রণ, শূল, জঁশি ইত্যাদি
রোগনাশক। গর্ভপাতক।

এই গাছ (মুসলমান) হাকিমী গ্রন্থে লাজলী ও কুলহারী
নামে গৃহীত হইয়াছে। এই লতা ভয়ানক বিষাক্ত বলিয়া
সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১২ শ্রেণ পর্যন্ত খাওয়ারিয়া
দেখা গিয়াছে, যে ইহাতে কোনরূপ বিষজনক অনিষ্ট
ঘটে নাই। তৎপরিবর্তে সারক, পরিবর্তক ও অরমানক
গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই লতানিরা গাছ বর্ষাকালে উদগত
হয়। ইহার ছাল খাইতে কষায় ও কিঞ্চিৎ কটু।

জঁশসখ (পুং) জঁশস্য সখা, ততষ্ট্চ সমাসান্তঃ। কুবের।

জঁশা (জী) জঁশ-অ-টাপ্। (অমরটীকায় জঁশ-ক টাপ্।
ইতি ভালব্যাস্তক।) ১ লাজলদন্ত। (জঁশ লাজলদণ্ডঃ শ্রাৎ।
অমর। ১১। ১৪) জঁশন্ত ভাষ্যা আপ্। ২ শিবপত্নী,
দুর্গা। জঁশস্য প্রভোঃ পত্নী। ৩ স্বামীর জঁী। প্রভুর জঁী।

জঁশত্ব (জী) জঁশন্ত ভাবঃ ত্ব। জঁশিত্ব, নায়কের ভাব।

জঁশন (জী) জঁশ-লুট্। নিয়মন। শাসন, শিক্ষা।

জঁশাদণ্ড (পুং) ৩তৎ। গাড়ি প্রভৃতির চাকার মধ্যে
যে দণ্ডাকার কাঠ দিতে হয় তাহার নাম জঁশাদণ্ড।
“যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্বরস্ত রথো নব।

জঁবাদগুস্তথৈবান্ত বিগুণো” মুনিসত্তম ॥” বিষ্ণু পু। ২। ৮। ২।

নয় যোজন পর্যন্ত সূর্য্যরথ বিস্তৃত। ইহার জঁবাদণ্ড
তাহার বিগুণ। (১৮ হাজার।)

জঁশাদন্ত (পুং) জঁশেব দীর্ঘো দন্তোহস্ত বহুতী। হস্তী।

জঁশাধ্যায় (পুং) ৩তৎ। জঁশোপনিষৎ।

জঁশান (জী) জঁশ-চানশ্। জ্যোতিঃ। (জঁশানং জ্যোতিষি
ক্ৰীৎ পুংলিঙ্গঃ শ্রাৎ জিলোচনে। মেদিনী।) জঁশশক্তি-
সম্পন্ন বুঝাইলে (জি) জঁশ লিঙ্গই হয়।

জঁশান (পুং) জঁশ- (তাচ্ছীল্যবয়ো-বচনশক্তিষু চানশ্।
পা ৩। ২। ১২৯।) ইতি চানশ্। ১ মহাদেব। ২ একাদশ
রুদ্রের মধ্যে রুদ্রবিশেষ। ৩ শিবের অষ্টমূর্ত্তি মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি।
৪ রুদ্রসংখ্যা (১১)। ৫ আত্মানকরু। ইহার অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতা জঁশানঃ—জঁশানশক্রে আত্মাকেও বুঝায়। ৬ সাধ্য
দেববিশেষ।

জঁশানকোণ (পুং) জঁশানানিষ্ঠিতঃ কোণঃ শাকতৎ।
পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী দিককোণ। ঐ কোণের
অধিপতি শিব।

জঁশানজ (পুং) জঁশানে ইন্দ্রস্য কন্যে জাতঃ, জঁশান-জন ড।
জঁশানকন্যত্ব। (সৌরশ্রোশান মাহেন্দ্রে ব্রহ্মলোককথাঃ।
গুজলহস্যানন্তপ্রাণতজা আরণ্যচ্যুতকথাঃ। হেম। ২। ৭।)

ঈশানবর্ষ, একজন প্রাচীন মৌর্যরাজ। ইহার মহাবীর
নাম লক্ষ্মীবতী। মগধরাজ কুমারগুপ্ত ইহাকে পরাজয় করেন।
(F. Fleets, Inscript. Ind. III. 206, 221)

ঈশানাদিপঞ্চমূর্তি (ত্ৰী) ঈশান আদির্বাণ্যং তাত্ত্বঃ পঞ্চ
মূর্তয়ঃ। মহাদেবের পাঁচটা মূর্তির নাম—ঈশান, তৎপুরুষ,
অম্বোর, বামদেব, সদ্যোজাত। (ভদ্রসার)।

ঈশানাধ্যুষিত (পুং) ঈশানেন অধ্যুষিতঃ। তীর্থবিশেষ।
(ভারত। ৩। ৮৪। ৮।)

ঈশানী (ত্ৰী) ঈশানস্য পত্নী ত্ৰীপ্। ১ চূর্ণা। ২ শমীবৃক।
ঈশাবাস্ত্র (ক্ৰী) ঈশা বাস্য পদং বর্ততে অর্শ আদ্যচ্।
উপনিবৎপ্রহু।

ঈশিত্ব (ত্রি) ঈষ্টে ঈশ-ত্। অধিপতি, প্রভু।

ঈশ্বর, প্রধান, সমর্থ। “অধিপতীশা নেতা পরিবৃত্তো-
হধিভূঃ। পতীশ্রবাসীনাথার্থ্যাঃ প্রভুঃ ভর্তেষ্বরো বিভুঃ।
ঈশিতেনো নামকশ্চ। হেম। ৩। ২৩। (তদীশিতারঃ
চেনীনাং ভবাংস্তমবমংস্ত মা।” মাধ।)

ঈশিতব্য (ত্রি) ঈশ-তব্য। ১ অধীন, যাহার প্রতি আধি-
পত্য করা যায়, সেই ব্যক্তি বা বস্তু। ভাবে তব্য। ২ ঐশ্বর্য্য।

ঈশিতা (ত্ৰী) ঈশিন্-ভাবে-ত্। অধিপতি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের
মধ্যে প্রথম ঐশ্বর্য্য। সকলের উপর আধিপত্য খাটান।
(ঈশিতাচাষ্টমৈশ্বর্য্যে। শঙ্কাক্ষি।)

ঈশিত্ব (ক্ৰী) ঈশিনো ভাবঃ ঈশত্ব। ঐশ্বর্য্য, বাহাতে
স্বাবর জন্মাদি জীবজন্তু সকল বশীভূত হয় তাদৃশ যোগ-
জন্য ধর্ম্মবিশেষ, ঐ শক্তি জন্মিলে জগৎ বশ হইতে পারে।

(লঘিমাংশিতৈশ্বর্য্যে। হেম। ২। ১১৬।)

ঈশিন্ (ত্রি) ঈশ-গিনি। ১ ঈশ্বর। ২ পতি। ৩ প্রভু।
(শংসেদ্রগ্রামদেশেয়া দশেশো বিংশতীশিনে। মজ্জ ৭। ১১৬।)

ঈশোপনিষদ্ (ত্ৰী) ঈশা ব্রহ্মসাক্ষ্যকারে সমর্থ উপ-
নিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্ কর্মধা। ব্রহ্মসাক্ষ্য
করিবার প্রধান উপায় জানিবার শাস্ত্র বিশেষ।

ঈশ্বর, সঙ্গীত শাস্ত্রকার। ভরত মুনি প্রভৃতির ন্যায় ইনিও
সঙ্গীত শাস্ত্র রচনা করেন। ২ রামতোজ ও বিষ্ণুজতি
নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ঈশ্বর (ত্রি) ঈষ্টে ঈশ—(হেশভাসেতি। পা ৩। ২। ১৭৫।)
বরচ্। ১ শিব। ২ ব্রহ্ম। ৩ পরমেশ্বর। ৪ কামদেব।
৫ নিয়ন্তা। ৬ প্রভবাদির মধ্যে একাদশ বৎসর। ৭ আঢ্য।
৮ বাসী। ৯ ঐশ্বর্য্যশালী। ১০ রাজবিশেষ। (ঈশ্বরঃ শঙ্কু-
কামরোঃ। নাট্যঃ প্রভৌ তু জিলিঙ্গম্। শঙ্কাক্ষি।)
(ঈশ এবাহমত্যর্থং ন চ মামীপতে পরে। দ্বাদশি চ

সদৈশ্বর্য্যঃ ঈশ্বর তেন কীর্ত্যতে। কল্পপুঃ।) আমিহ
সকলের অতিশয় নিয়ন্তা, আমার নিয়ন্তা নাই, আমি সর্ব্বদাই
ঐশ্বর্য্য দান করি, এ লক্ষণে আমাকেই ঈশ্বর বলে।

১০। জগতের প্রথম অবস্থায় মানব বাহ্য আপনায়
চতুর্দিকে দেখিত, যাহাকে দেখিলে প্রভু হইত, যাহাকে
দেখিলে ভয় পাইত, যাহা দ্বারা তাহাদের উপকার হইত ;
তাহাকেই ভক্তি করিত, পূজা করিত। কালে বতই তাহাদের
একটু জ্ঞানোন্মেষ হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিয়া দেখিল—
বাহাদের ভয় ভক্তি প্রভা করিতে ইচ্ছা আছে, তাহারা কোথা
হইতে উৎপন্ন হইল ? তাহাদের পিতার পিতা কে ? কে
তাহাদের সৃষ্টি করিল ?—এই যে তরুণশ্রুততা দেখিতে পাই,
ইহারা কি স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়াছে ? এই যে অগ্নি
দাহ করিতেছে, ইহার দাহিকাশক্তি কোথা হইতে
আসিল ? আকাশে চন্দ্র সূর্য্য তারাসকল উঠিতেছে, তাহা-
দের রূপে জগৎ মুগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিকট কতই উপ-
কার পাইতেছি। কে তাহাদের স্রষ্টা ? যে শক্তিতে চন্দ্রসূর্য্য
উদিত হয়, যে শক্তিবলে তাহারা কিরণ দান করিতেছে,
সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল ? এইরূপ চিন্তা
যখন মানবের মনে উদিত হইল, তখনই তাহারা এক
অজ্ঞাত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, তখন
হইতে তাহারা সেই অজ্ঞাত পুরুষকে জানিবার ইচ্ছায়
অগ্রসর হইল ;—ইহাই ঈশ্বরতত্ত্বের প্রথম সোপান। আমা-
দের চিরারাম্য বেদসংহিতায় এই মহাতত্ত্বের আভাস পাওয়া
যায়। প্রথমে আর্ধ্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, সোম,
বনস্পতি প্রভৃতির আরাধনা করিতেন। সেই সময় হইতে
আর্য্য ঋষির মনে ঈশ্বর চিন্তা উদ্ভূত হইল, আর্ধ্যঋষি
ভাবিলেন—

“অচিকিৎসাকিকিত্বশ্চিদ্রজ

কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্বানে ন বিদ্বান্।

বি যন্ত তন্ত বজ্রমা রজাংস্তজন্ত

রূপে কিমপি বিদেৎ ॥ ঋক্সংহিতা ১। ১৬৪। ৬।

আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জানিয়া জানিগণের কাছে
জানিবার ইচ্ছা করি ; যিনি এই ছয়লোক তন্ত্রন
করিয়াছেন, তিনি কি এক অজ রূপে বাস করেন ?

আর্ধ্যঋষি স্থির করিলেন সেই অসীম অনন্তমর-দোষিতা
হইতে সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই তিনি ঐশ্বর্য্য পুনিয়া
ডাকিলেন—

“অদিতিদ্যৌরদিতিরন্তরিক্স

অদিতিমাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিষে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ

অদিতি জাতমদিতির্জনিষুঃ।”

ঋক্ ১।৮৯।১০, বাজসনের ২৫।২৬, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৩।৩, নিরুক্ত ৪।৪।২।)

অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক, অদিতি মাতা, পিতা ও পুত্র, অদিতি সকল দেব, অদিতি পঞ্চ প্রেক্ষালোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

সামসংহিতার ঈশ্বরতত্ত্ব আরও সুপরিষ্কার হইল—ঋষি গাইলেন—

২১২। ৩২ ৩১ ২। ৩২
“যদ্যাব ইহ্র! তে শত ৬ শতং তুমী কৃত হ্যঃ।

১২ ৩২৩ ২৩ ২৩ ২৩ ১২৩ ১২
ন স্বা বজ্রিং সহস্র ৬ স্বর্যা অহু ন জাত মষ্ট রোদনী।”

সাম ১।৩।২।৪।৬।

হে ইহ্র! তোমার পরিমাপার্থ যদি সমস্ত দ্ব্যলোক শত সংখ্যক হয় এবং সমস্ত পৃথিবীও শত সংখ্যক হয়, তবু তাহারা তোমার ছাড়াইরা উঠিতে পারে না। হে বজ্রিন্। তোমার সহস্র সহস্র স্বর্যাও অহুভব করিতে পারিতেছেন না, অধিক কি দ্ব্যাবপৃথিবীও তোমাকে ব্যাপিয়া উঠিতে পারেন না।

সেই প্রাচীন কালেই অর্ঘ্য ঋষি স্থির করিলেন, সেই পরমাত্মাই (ঈশ্বর) জ্ঞান দান করেন। ঋষি সামগান করিলেন—

২৩ ১২৩ ১২ ৩২ ৩২ ৩ ১২
“ইহ্র! ক্রতুর আভর পিতা পুত্রোভ্যা যথা।

১২ ৩১ ২ ৩ ১২ ৩১ ২।
শিক্ষা গো অশ্বিন্ পুরুহুত! রামনি জীবা জ্যোতি রশীমহি।”

সাম ১।৩।২।২।৭।

হে ইহ্র! সর্বভূত-প্রকাশকপরমাত্মন! পিতা যেমন পুত্রদিগকে বিদ্যা বা ধন প্রদান করেন, তজ্জপ তুমিও আমাদেরকে আত্মবিষয়ক জ্ঞানদান প্রদান কর। হে পুরুহুত! আমরা জীবগণ যেন সকলের পাইবার যোগ্য পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া পরজ্যোতিঃ সেবা করি।

(সায়নভাষ্যসম্মত অনুবাদ।*)

* যদিও ঋকসংহিতা ও অপরাপর বেদে ইহ্রের জন্মকথা ও তাহার পিতামাতার কথা পাওয়া যায়; তাহা বৈদিক ঋষিগণের প্রথম অবস্থার কথা বীক্ষার করিতে হইবে। কারণ তাহার পরেই ইহ্র অজর, অমর, অসীম ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, কোষাতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (৩।২) ইহ্রের উক্তিও আছে—ইহ্রই প্রাণ, তিনিই প্রত্যজ্ঞাতা। সেই প্রত্যজ্ঞাতার ধ্যান করিলে অজর ও অমর বর্ণলাভ হয়। [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।১।১ দেখ]

অথর্বসংহিতার কালই ঈশ্বরস্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো তুরিয়েতাঃ।

তমো রোহস্তি কবরো বিপশ্চিতস্তত্র চক্ৰা ভুবনানি বিখা। ১

কালো ভূমিমন্ত্রত কালে তপতি স্বর্যাঃ।

কালে হ বিখা ভূতানি কালে চকুর্বি পশ্চতি ৪৬

কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নামসমাহিতম্।

কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ৭।

অথর্বসংহিতা ১৯ কাণ্ড, ৫৩ স্তক।

এইরূপে সর্বজ্ঞ ঋষিগণ বেদের সংহিতাভাগে ঈশ্বরের অস্তিত্বের আভাস মাত্র দেখাইলেন।

যে বীজ সংহিতার অঙ্কুরিত হইতে দেখিলাম,—বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশে তাহাই যেন মুকুলিত হইল।

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের প্রথমার্শে কর্মকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষি দেখিলেন কেবল কর্মকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইতে পারে সত্য, সেই মহাপ্রভুও প্রীত হইতে পারেন এবং আমরাও যথেষ্ট ইহসুখ লাভ করিতে পারি; কিন্তু সেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কি? কিরূপ আচরণ করিলে মানব অনন্তসুখ লাভ করিবে, ঈশ্বরে বিলীন হইবে? তখন সকলেই জ্ঞানের জন্য লালায়িত হইয়াছেন; জ্ঞান-কাণ্ডে ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্ত, জ্ঞানতত্ত্বে ঈশ্বরকে আনিবার জন্ত, জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে বিলীন হইবার পথ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় জ্ঞানময় ঈশ্বরের জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন সময় বুঝিয়া বৈদিক ঋষি জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিলেন। ইতিপূর্বেই বেদে নিরূপিত হইয়াছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ইহ্র ও সোম প্রভৃতি দেবতা পরমাত্মার নাম মাত্র।

“সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবরো বচোভিরেকং সন্তং বহধা কল্পয়ন্তি।” ঋক্ ১০।১১৪।৫।

পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছে, বুজিমান্ কবিগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্বক নানাপ্রকার বর্ণনা করেন। [নিরুক্ত ৭।৪ দেখ।]

উপনিষদে ঐ পরমাত্মতত্ত্বটী সুন্দররূপে বুঝান হইল। জ্ঞানপিপাসী জানিতে পারিলেন—

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।”

কঠব্রহ্মী ৩।১১।

মহত্ব হইতে পৃথিবীর আদি বীজ হুহু, তাহা অপেক্ষা

পরমায়া আরও স্মৃতি হন, সেই পুরুষ অপেক্ষা স্মৃতি আর কিছু নাই।

“ন আরতে স্মিরতে বা বিপশ্চিৎ

নারং কৃতশ্চিৎ নবভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহিৎ পুরাণো

ন হন্যতে হন্যহানে শরীরে ॥ কঠ ২।১৮।

সেই পরম পুরুষের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কোন কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। তিনি আপনিও আপনার কারণ মন। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলে তিনি বিনষ্ট হন না।

“এতশ্রাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়ানি চ।

ঋ বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥”

মুক্তকোপনিষৎ ২।১।৩।

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং বিশ্বের ধারণকর্ত্তী পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

“অগ্নিমূর্দ্ধা চক্ষুর্বা চন্দ্রসূর্য্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাথিব্রতাস্চ বেদাঃ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং তিস্তমশ্র

পত্যাং পৃথিবী হেব সর্কভূতান্তরায়া ॥” ঐ ২।১।৪।

অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু, দিক্ সকল কর্ণ, তাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্যই বেদ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, এই বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ, তিনিই সর্কভূতের অন্তরায়া।

এইরূপে জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ হইল। ঋষিগণ প্রচার করিলেন, আত্মাই ঈশ্বর। কিন্তু এই ঈশ্বরকে কে দেখিতে পায়?

“এষ সর্কেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।

দৃষ্টতে ত্র্যগ্র্যা বুধ্যা স্মর্যা স্মদর্শিতঃ ॥”

কঠোপনিষৎ ৩।১২।

আত্মা সর্কব্যাপী হইলেও অবিদ্যার মায়াতে আচ্ছন্ন থাকায় অজ্ঞানীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মূর্খলোকে আত্মার দর্শন পান না, স্মদর্শীর স্মৃতি বুদ্ধিতেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। [পরমায়া শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।] তখন ঋষিগণ মানবকে শিক্ষা দিলেন।

“বস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্বঃ সদা শুচিঃ।

সতু তৎ পদমাপ্রোতি বস্তুভূয়ো ন আরতে ॥”

কঠ ৩।৮।

বাহার বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ, বাহ্যিক মনোরূপ রক্ষু নিজবশে থাকে, যিনি সর্কদা সংকর্মাধিত, তিনিই পরমপদ (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন, সে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না।

উপনিষদে বেরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, বেরূপে মানব ঈশ্বরে লয় হইবে, বেরূপে ইহসংসারের জালা বরুণা, মারা মোহ দূর হইবে, তাহা সকলই নির্ণীত হইল। এই সময়ে জ্ঞানপ্রাপ্তিতে ভাসিয়া কল্পনার তরঙ্গে ভাবভরা হইয়া মানবের মনে ঈশ্বরবিষয়ক নানাপ্রকার ভাব উদ্ভিত হইতে লাগিল। নানাতাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারা, কেহ বা আরণ্যক ও উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরলাভে যত্নবান্ হইলেন। এই মতভিন্নতার জন্য ক্রমে আর্য্যঋষিগণের মধ্যে নানাপ্রকার বাদাম্বাদ চলিতে লাগিল। কোন ঋষি শ্রোতসূত্র রচনা করিয়া বনবাসী ঋষিগণকে যাগাদি কর্মকাণ্ড শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কোন ঋষি গৃহসূত্র প্রচার দ্বারা গার্হস্থ্য ব্যক্তিবর্গকে কর্মকাণ্ডের রীতি নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সময় একদিকে যেমন কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য বাড়িল, অপর দিকে সেইরূপ ঋষিগণ দর্শনসূত্র প্রণয়ন করিয়া জ্ঞানবলে ঈশ্বরের স্মৃতিতম স্মৃতি-তত্ত্ব অল্পসঙ্কানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সকল দর্শনসূত্রেও মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সাংখ্যসূত্রে কপিলমুনি স্থির করিলেন—

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।” ১।২২।

বেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

“নেশ্বরাদিষ্ঠিতে ফলনিম্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ।”

৫।২।

ঈশ্বরাদিষ্ঠিত কারণে কর্মদ্বারা কর্মফলরূপ পরিণামের নিম্পত্তি সপ্রমাণ হয় না।

“নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং অগত্বপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ।”

৫।৬৫।

আত্মা বা অবিদ্যা উভয়েই অগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কেননা (আত্মা) নিঃসঙ্গ।

“পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।” ৬।৪৫।

পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

“প্রমাণাতাবাদ তৎসিদ্ধিঃ।” ৫।১০।

নিত্যেশ্বর আছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণের (প্রত্যক্ষের) অভাব রহিয়াছে। তবুও যদি বল নিত্যেশ্বর আছে, তাহা হইলে—

“স্বোপকারাদিষ্ঠিতান্ লোকবৎ।” ৫।৩৮।

সামান্য লোকের ভায়, তাহার নিজের স্বার্থপূরণের অস্ত
অধিষ্ঠান। (কেননা তিনি কর্মকল ভোগ করেন।)

“লৌকিকেশ্বরবদিতরখা।” ৫।৪।

(তবে নিশ্চয়ই তিনি) লৌকিক রাজার ভায় হইতে-
ছেন। (তাহা হইলে তিনি জগতের উপাদান কারণ
হইতে পারেন না।)

“মূলে মূলভাবাদমূলং মূলম্।” ১।৬২।

মূলের (প্রকৃতির) মূল নাই, সুতরাং মূল (প্রকৃতি)
মূলশূন্য। (অতএব মূলশূন্য প্রকৃতিই জগতের উপাদান
কারণ হইতে পারে।)

“প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যধ্যাসসিদ্ধিঃ।”

বস্ততে প্রকৃতিতে পুরুষের অধ্যাসসিদ্ধি হইয়াছে কেননা
বেদই নির্দেশ করিয়াছে, পুরুষ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল,
(আত্মা হইতে নয়।)

ঈশ্বরবাদী ব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভকে যেমন ঈশ্বরকে বুঝেন,
কপিল সেইরূপ সমুদ্র জীবের এক আদিবীজ পুরুষকে
স্বীকার করিলেন।

“ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।” ৩।৫৭।

এইপ্রকার (প্রকৃতিবাদ) অজ্ঞেয়র অবজ্ঞাই স্বীকার
করিতে হইবে।

“প্রধান সৃষ্টিঃ পরার্থঃ স্বতোহিপ্যভোক্তৃ স্বাত্ত্ব-
কুসুমবহনবৎ।” ৩।৫।

(সেই) প্রধানের জগৎসৃষ্টি অপরের জন্য, কারণ উষ্ট্রের
কুসুমবহনের মত তিনি নিজে ভোক্তা নন।

“প্রকৃতিপুরুষায়োরন্তঃ সর্বমনিত্যম্।” ৫।৭২।

প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া, সকল অনিত্য। (অতএব প্রকৃতি-
পুরুষই জগতের উপাদান কারণ হইতেছেন।)

অবশেষে মহর্ষি কপিল স্থির করিলেন, ধারণা, ধ্যান,
আগম, বিহিত কর্মাসুষ্ঠান ও বৈরাগ্য দ্বারাই মোক্ষ হয়।
[সাংখ্যসূত্র ৩।৩০-৩৬ দেখ।]

যোগস্থলে পতঞ্জলি মুনি প্রকাশ করিলেন—

“ক্লেশকর্মবিপাকশরৈরপারামুষ্ঠৈঃ পুরুষবিশেষ
ঈশ্বরঃ।” ১।২৪।

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশ্রয় বাহ্যকে লিপ্স করিতে
পারে না। কালক্রয় হইতে পৃথক্ ও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র,
তিনিই ঈশ্বর।

“তজ্জ নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞং বীজম্।” ১।২৫।

তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ।

“স পূর্বেষামপি শুকঃ কালেনানবজ্জেনাৎ।” ১।২৬।

তিনি পূর্বতন (আদি সৃষ্টিকর্তা) দিগেরও শুক। কোন
কালের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন নন।

“তত্ত বাচকঃ প্রণবঃ।” ১।২৭। প্রণব তাঁহার বোধ্যক।

“তজ্জপত্তদর্থভাবনম্।” ১।২৮।

সেই প্রণবের অর্থ ও তাঁহার অর্থের ধ্যান করাই
উপাসনা।

“ততঃ প্রত্যক্চেতনাদিগমোহিপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।”

১।২৯।

(পূর্বোক্ত উপায় দ্বারা চিত্ত বন্ধন নির্মল হইয়া আসে)
তখন তাহার প্রত্যক্চেতনের জ্ঞান (অর্থাৎ শরীরাত্তর্গত
আত্মাস্বকীর জ্ঞান) জন্মে। তখন আর কোন বিষয়ই
থাকে না, (নির্বিরে সমাধিলাভ হয়।)

কণাদ ঋষি ঈশ্বর অথবা পুরুষ নামে কাহারও অস্তিত্ব
স্বীকার করেন নাই বটে, (একজ্ঞ অনেকই তাঁহাকে নাস্তিক
বলিয়া থাকেন) কিন্তু তিনিও যে গোপলপে ঈশ্বর স্বীকার
করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার মতে—

“বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্।” বৈশেষিক ৫।২।৭।

বৃক্ষেতে যে রস সঞ্চার হয়, অদৃষ্টই তাহার কারণ।

“অপসর্পণমুপসর্পণমশ্লুকপীতসংযোগাঃ

কার্যাত্তর সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।” ৫।২।১৭

অপসর্পণ, উপসর্পণ, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সংযোগ অদৃষ্ট
হইতেই উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া অত্যান্য স্থলে অদৃষ্টকে অনেক বস্তুর কারণ বলা
হইয়াছে। হইতে এই জানা যায়, কণাদ-কথিত অদৃষ্টই
অর্থাৎ বাহার কার্যকারণ প্রত্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না তাহাই
ঈশ্বর। কণাদমতে অদৃষ্ট-কারণ-বিশেষ দ্বারা পরমাণু
সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।
[পরমাণু দেখ।]

মহর্ষি গৌতমের মতে—

“ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাকল্যদর্শনাৎ।”

ভাষ্যসূত্র ২।১।১৯।

ঈশ্বর কারণ, কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম সর্বদা সফল
হয় না। [ন্যায় দেখ।]

গৌতমের মতে পরমেশ্বরের নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও স্বাদাদি
কতিপয় গুণ আছে। তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ,
উপাদান কারণ নন। জৈমিনি ঋষির মতে বৈদিক কর্মাসু-
ষ্ঠানের দ্বারা পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। তৎকৃত পূর্ব
নীমাংসার (১২।১।৩৬) “ব্রহ্মাশ্রিত্যেণ।” এই
স্বজ্ঞেয় দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

মহর্ষি বাল্যায়ন সমগ্র উপনিষদের সার গ্রহণ করিয়া
বেদান্তমতে স্তম্ভরূপে ঈশ্বরত্বের মীমাংসা করিলেন।

তিনি কশিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতির মত খণ্ডন
করিয়া এক অবিচীর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রচার করিলেন।
তাহার মতে—

“অন্যাদ্যন্ত যতঃ।” বেদান্ত ১।১।২।

যাহা হইতে অন্যাদি (উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ) তিনিই ব্রহ্ম।

“আনন্দময়োহিত্যাসাৎ।” ১।১।১২।

পরমাত্মবিষয়ে আনন্দ শব্দের বহু উচ্চারণ দেখা যায়,
(সেই হেতু ঋতি-উক্ত আনন্দময় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নন।)

“নেতরোহুপপত্তেঃ।” ১।১।১৬।

কেননা, আনন্দময়ের জীবন্ত উপপন্ন হয় না। (পরমাত্মা
ও জীব ভিন্ন।)

“গতিসাম্যাত্মাৎ।” ১।১।১০।

সমানরূপে চেতনেরই জগৎ কারণতা প্রতীত হয়।

“শ্রুতস্বাচ্চ।” ১।১।১১।

ঋতির মতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগৎকারণ।

“অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ।” ১।২।৩।

ব্রহ্মে জীবধর্ম খাটিতে পারে, কিন্তু জীব ব্রহ্মধর্ম খাটান
যায় না।

“পরাত্ত্ব তচ্ছূতে।” ২।৩।৪১।

কি কর্তৃত্ব কি ভোক্তৃত্ব সমস্তই পরমাত্মার অধীন।

[পরমাত্মা ও বেদান্ত দেখ।]

প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব মত ছাড়া, বেদান্তের অপরাপর মত
অনেকাংশে সাংখ্যের সহিত ঐক্য দেখা যায়।

যাহা হউক এতদিন যে কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া গোল-
যোগ চলিতেছিল, দর্শনকারগণের মধ্যে স্ব স্ব বিভিন্ন মত
লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অম্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই
গোলযোগ নিবারণ করিলেন, সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন
করিলেন, সর্বশাস্ত্রসম্বন্ধে বিতর্ক ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিলেন।
বেদ, উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রের একত্র মিলন হইল, শ্রীকৃষ্ণ-
প্রোক্ত ভগবদ্গীতা তাহার পরিচায়ক। বাস্তবিক ভগবদ্গীতার
তুল্য সার্বজনিক উপদেশশাস্ত্র এ পর্যন্ত কুত্রাপি পরিলক্ষিত
হয় না।

গীতার ভগবান্ সাংখ্যের ‘প্রধান’, যোগের ‘ঈশ্বর’,
বৈশেষিকের ‘পরমাত্মা’, জারের ‘কারণ’, মীমাংসার ‘ব্রহ্মকে’,
ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন,
বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ও উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড উভয়ের
দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি বা নোকলাভ হয়।

তাহার মতে—

“ত্যাগ্য কর্মকলাসকং নিত্যাক্রোশো নিরাশ্রয়ঃ।

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তেহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

নিরাশ্রিতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ষ্যন্নামোতি কিম্বিৎ ॥ ২১

বদুচ্ছা লাভসম্বন্ধে বদ্ব্যভীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কুত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবহিতচেতসঃ।

যজ্ঞাচারতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলাীয়তে ॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মার্মৌ ব্রহ্মণা হতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪

গীতা ৪ অঃ।

“যিনি কর্মকলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া চিরতৃপ্ত হইয়া
থাকেন, যিনি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্মে
সম্যক প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম করা হয় না।
যিনি কামনা ও পরিগ্রহ সকল পরিত্যাগ করেন, যাহার মন
ও আত্মা বিতর্ক, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মমুঠান
করিয়াও পাপভোগী হন না। যিনি যদুচ্ছা লাভে সঙ্কট, শীত
উষ্ণ ও সুখঃখাদি বন্দসহিত, শত্রুবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও
অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধনে
জড়িত হন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি
হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহার চিত্ত জানে অবস্থান করি-
তেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মমুঠান করিলে কর্ম সকল বিলুপ্ত
হইয়া যায়। অক্ অবাদি পাত্রসকল ব্রহ্ম, হবীয় স্রুতাদি
ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম। এই প্রকার
কর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে
প্রাপ্ত হন।”

এইরূপে ভগবান্ কর্মযোগীকে ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ
দিলেন। পরে প্রকাশ করিলেন—

“আরুহ্যকোমু’নে যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগাক্রুতস্ত তত্ত্বৈব পদমঃ কারণমুচ্যতে ॥” গীতা ৬।৩।

যে মূনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্মই
তাঁহার সহায়, যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, কর্মত্যাগই
তাঁহার সহায়।

এইরূপে কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের মিলন হইল, একটা অভাবে
অপরটি হইতে পারে না, তাহাই গীতার ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মতে (উপনিষদোক্ত) যিনি অজ, অকর ও
অগন্তের মূল কারণ তিনিই ব্রহ্ম। [গীতা ৮।২] তিনি
জ্ঞানবহিত, অনবরতভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও দ্বার্য

অধিষ্ঠিত হইয়া জগদ্বাসীকরণ করিয়াছেন। প্রথমকাল বিলীন করিয়া পরবশ ভূতসকল সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি সেই সকল সৃষ্টির আয়ত্ত মন। যাহা তাঁহার অধিষ্ঠান লাভ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। * তিনি হৃদয়াদি হৃদয়। [গীতা ৮। ১] তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সময়ে সময়ে জগৎগ্রহণ করিয়া থাকেন। †

ঈশ্বরকে যিনি যে ভাবে ডাকেন, তিনি সেই ভাবে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও জীলোক সকলেই সেই পরম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অত্যাশুচরিত গতি লাভ করিতে পারে। [গীতা ৯ অঃ দেখ]

এইরূপে গীতার সর্ববাসীসম্বন্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত হইল। গীতার ঈশ্বরের অবতারের কথা নির্দিষ্ট হইলে, পুরাণে সেই মহাপুরুষের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইল। সকল পুরাণের মতে ঈশ্বর নিজ মায়ায় সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

মাৎস্ত্রে লিখিত আছে, প্রকৃতির গুণত্রয়ের নামই ব্রহ্মা,

* বিশ্বাস্যি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিষং কৃৎসনমশং প্রকৃত্তেবশাৎ ॥ ৮

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবদ্রতি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তঃ তেবু কৰ্ম্মহু ॥ ৯

সমাধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুরতে স চরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তের জগদ্বিপরিসরতে ॥ ১০। গীতা ৯ অঃ।

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা পরবশ প্রাণিসমূহকে বারবার সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু আমি সেই সৃষ্ট কর্মের আয়ত্ত নই। আমি সকল কর্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের দ্যায় সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকি। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠান লাভ করিয়া এই সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আমার অধিষ্ঠান হেতুই জগৎ নিয়তই পরিবর্তন (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন) হইতেছে।

† “অজোহপি সন্ন্যাসায়া ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সত্ত্বাম্যাত্মমায়াম্ ॥ ৬

যদা যদা হি ধর্মস্তা নানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্তা তদাত্মানং হুতামাহম্ ॥ ৭

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সত্ত্বামি যুগে যুগে ॥” ৮। গীতা ৯ অঃ।

আমি জগদ্রহিত, অব্যয়ব্রহ্ম এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও নিত্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জগৎগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্মের বিলয় ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুদিগের পরিভ্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে জগৎগ্রহণ করি।

বিষ্ণু, মহেশ্বর, ঈশ্বরোত্তম ব্রহ্মা, সগুণ বিষ্ণু, ও ভূমোত্তম কৃষ্ণব্রহ্মণ। তিনি দেবতা রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

“সদ্ব্যবস্তুমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাতম্।

সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিতা ॥ ১৪

কেচিৎ প্রধানমিত্যাছরব্যাক্রমণের জগৎ।

এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ ॥ ১৫

গুণেভ্যঃ ক্রোভ্যমাণেভ্যাহ্মরো দেবা বিজজিরে।

একামৃষ্টিত্বয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥”

মাৎস্ত্রে ৩ অঃ ॥

পুরাণে ঐ তিন দেবতার উপাসনাই বর্ণিত আছে এবং ঐ ত্রীমূর্তি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ভাবে পূজিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহামায়া লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী ও অনেকগুলি দেবতার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলকেই বিশুদ্ধ সত্বোপাধিবিশিষ্ট পরাতীত পরব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

সকল পুরাণেই ঈশ্বরের সাকার উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। পুরাণ মতে এই উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে। এস্থলে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে দেশে জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ ও দর্শন দ্বারা ঈশ্বরের নিরাকার উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে স্থানে ঈশ্বর সর্বব্যাপী সর্বনিয়ন্তা বলিয়া সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছেন, সেই জ্ঞানপ্রধান দেশে সেই জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরের রূপকল্পনা কিরূপে অবধারিত হইল? বাহাকে নিরাকার বলা হইল, তাঁহার আবার আকার কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি?

পুরাণকার ব্যাসদেব দেখিলেন, যেমন সময় পড়িয়াছে, তদনুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা প্রচার করা কর্তব্য। কর্ম ও জ্ঞানমার্গে অনেকেই যাইতে চাহেন বটে, কিন্তু সহজেই সাধারণে বুঝিতে পারেন না, কিরূপে আমরা সেই পরমেশ্বরের কল্পনা করি। কর্ম করিতেছি বটে, জ্ঞানালোচনাও করিতেছি বটে, কিন্তু কৈ, মন ত তৃপ্ত হইতেছে না। আমি সংসারী, সংসারবন্ধনে প্রায় নিয়তই জড়ীভূত! যেটুকু সময় পাই, তাহাতে মন এমন স্থির হয় না, বাহাতে সেই নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ভাবিতে পারি। সংসারে এমন নিভৃত স্থান খুঁজিয়া পাই না, যেখানে থাকিয়া মনকে স্থির করি, চিন্তাবৃত্তিকে নিরোধ করিতে পারি। যেটুকু সময়ে কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করি, তাহাতে ত মন শান্ত হয় না, প্রাণে ত ভক্তি আসে না, কেবলমাত্র সংসার-বৈরাগ্যই উপস্থিত হয়! তবে সংসারে থাকিয়া কিরূপে সেই

পরম শিতাকে জানিতে পারিব? এই সংসারীদিগকে শিখা দিবার জন্য, বাহাতে তাহারা সহজেই ঈশ্বরকে বুঝিতে সক্ষম হয়, তন্নিমিত্তই ভক্তিপ্রধান অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সকলের রচনা সৃষ্টি হইল।

ইতিপূর্বেই ভগবান্ গীতার প্রচার করিয়াছেন—

“পদ্মং পুষ্পং ফলং ভোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমঙ্গামি প্রবতাম্ভনঃ ॥” ১।২৬।

যে ভক্তিসহকারে আমাকে পদ্ম, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযমী ব্যক্তির দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি।

পুরাণে তাই পদ্ম, পুষ্প, ফল ও জল লইয়া সহজ উপাসনা প্রচারিত হইল। তখন পৌরাণিক ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া সাধারণ উপাসনা প্রচার করিলেন। বাহার যে রূপে ভক্তি হইবে, সে সেই রূপকেই পূজা করিবে এই জন্ত পুরাণকার ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্তি কল্পনা করিলেন। * ইহাও সকলকে বাহার বৃক্কাইয়া দিলেন, তাহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ নহে, কল্পনা মাত্র। (মার্ক পৃ ৪ অঃ।)

পুরাণের মতে তিনিই পুরুষ, দ্বিজাতিগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম কহেন এবং লয়কালে তিনিই সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন।

“পুরাণে পুরুষঃ প্রোক্তো ব্রহ্ম প্রোক্তো দ্বিজাতিষু।

কয়ে সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত স্তমুপাত্তমুপাত্তহে ॥”

গুরুড় ২ অঃ।

এখন পুরাণে গীতার সেই মূল তত্ত্বটা প্রচারিত হইল।

“ময্যাবেশ্চ মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পশ্যন্তো মে তাত্ত্বমাত্মনামিত্যং ॥ ২

যে ভক্তরমনির্দেশ্তমব্যাক্তং পর্য্যুপাসতে।

সর্বত্রগমচিন্তাঞ্চ কূটস্থমচলং ক্রবন্ ॥ ৩

সংনিরম্যোক্ত্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপ্ণু বস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ক্লেশোহধিকতরস্তে বামব্যক্তাসক্তচেতসাং।

অব্যক্তা হি গতিতৃঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ ৫

যে তু সর্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংজ্ঞস্ত সংপরাঃ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যানস্ত উপাসতে ॥ ৬

তে বাসহং সমুচ্ছর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং ॥”

গীতা ১২ অঃ।

বাহারা আমার (ঈশ্বরের) প্রতি নিতান্ত অজ্ঞরক্ত

* আমাদের শ্রদ্ধা ঈশ্বরের শরীর সম্বন্ধীয় যে যে কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই রূপক। দেহাত্মক শ্রদ্ধা বসিতেছে—

ও নিবিষ্টমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারা এই প্রথম বোধী। আর বাহার ভিত্তিজ্ঞ, সকলকে সমান দেখে ও বাহার অক্ষয়, অনির্দিষ্ট, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সর্বব্যাপী, ত্রাসবুদ্ধিহীন, কূটস্থ ও নিত্য পয়ত্রয়ের উপাসনা করে, তাহারও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। দেহী ভক্তি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ। বাহার অব্যক্ত ব্রহ্ম আসক্তমনা হয়, তাহার অধিকতর দুঃখ পায়। বাহার আমার প্রতি সকল নির্ভর করিয়া একান্ত ভক্তিপূর্বক আমারই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে এই মৃত্যুর আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

“আধুনিকমণ্যোকে বামিতি চেদ শরীররূপকবিশ্বত

গৃহীতেন্দর্শয়তি চ।” ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১। ইত্যাদি।

একটু দূর হইয়া ভাবিলে শ্রদ্ধাই জানা যায়, যে পুরাণোক্ত ঈশ্বরের অবতারে যে সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত সত্যঘটনা নয়, সমস্তই রূপক। এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া গেল,—

ভগবানের কূর্ণ অবতারে সমুদ্রমহনের উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান পাঠে ইহাই উপলব্ধি হয়—

“দেহীমাত্রেই ইন্দ্রিয়াদি অহরণ কর্তৃক পরিণীড়িত। তাহার কর্তব্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিবেকাদি দেবতার সাহায্যে কৈবল্যরূপ অমৃত উৎপাদন করে। কিন্তু এ বড় সাধারণ কথা নয়! ইন্দ্রিয়রূপী অহরণ সহজে বশীভূত হয় না। কাজেই ভগবান্ প্রথমে বিবেকাদি দেবতাগণের সহিত তাহাদের মিলন করাইলেন। তখন ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি মোহ অর্থাৎ দেহাঙ্গবোধ, তাহার সহিত বিবেকাদি সক্তি করিয়া উভয় ধলে বুদ্ধিকে মন্থন দও এবং আশাকে রজ্জু করিয়া ক্রটিসমূহ মন্থনে প্রবৃত্ত হইল। আত্মা কূটস্থ, তাই কূর্ণ উপাধি বিশিষ্ট আত্মা মন্দার নামক দেহকূটে অবস্থিতি রহিলেন। মন্থনে প্রথমেই উপসর্গরূপ কালকূটের উৎপত্তি হয়, মহাদেবরূপ তমোলয়কারী গুরুদেব তাহা পান করিয়া শিষ্যগণের ব্যাঘাত নিবারণ করিলেন। (কারণ প্রথমে গুরুকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে শিষ্যের জ্ঞান জন্মে।) পরে নির্ঝিরে বেদান্ত্যাস আরম্ভ হইল। ক্রমে যজ্ঞরূপ হরতি, ঐশ্বর্যরূপ উচ্চৈঃস্রবা বোটক, সাংখ্যযোগরূপ ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টাদশযোগরূপ অষ্ট দিগ্-হস্তী, অষ্টসিদ্ধিরূপা অষ্টহস্তিনী, জীবোপাধিক কোত্তত মণি, আত্মোপাধিক পদ্মরাগ মণি, চিত্তোন্নাসজনক আনন্দময় পারিজাত বৃক্ষ, শান্তি ও করুণা, ব্রহ্মাদি অপরাগণ, চিৎশক্তিরূপা লক্ষ্মী, মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ অবিদ্যারূপী বারুণী উৎপন্ন হইলেন। পরিশেষে কৈবল্যামৃত হস্তে জ্ঞানরূপ ধনুস্তরি আবিভূত হইলেন। ইন্দ্রিয়াদি অহরণ অমৃতরূপ কৈবল্য প্রাপ্তির অযোগ্য। তাই ভগবান্ বিদ্যারূপা মোহিনীর বেশে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া, বিবেকাদি দেববর্গকে ভগ্নপ্রভাবে চিরজীবি করিলেন। এই সময় তমঃ * শুণ্ডভাবে অমৃত পান করে, রক্তঃ ও সত্ত্বরূপী চন্দ্রসূর্য্য উহার পরিচর বেন। তখন অন্তর্ধারী ভগবান্ কামভক্তরূপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

* রাহুর একটা নাম তমঃ।

এখন সংসারী বৃত্তিতে পারিণ ভক্তিসহকারে সেই ইষ্ট-
দেবের উপর সকল সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধ্যান উপাসনা
করিলেই মুক্তিলাভ হয়।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে পুরাণে ঈশ্বরের নানারূপ কল্পিত
হইয়াছে, উহা কেবল সাধকের সুবিধার জন্য। বস্তুতঃ ঐ
নানারূপ কল্পনা রূপক মাত্র। পুরাণে যে ভগবানের মন্ত, কুর্প, বরাহাদি নানা-দেহধারণপূর্বক অবতার হইবার
প্রসঙ্গ পাওয়া যায়; তৎবিবরণ পাঠে এই উপলব্ধি হয় যে
সেই সর্বনিরস্তা, স্তব্ধ, নর, তিৰ্য্যগাদি বাবতীর জীবের আভাস-
রূপে অবতান করিতেছেন, ইহাই তাঁহার পরিচায়ক। তজ্জ
সেই ঈশ্বরকে আকর্ষণশক্তি বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে।

“কালাকর্ষণরূপা চ বুদ্ধ্যাকর্ষণরূপিণী।

অহঙ্কারাকর্ষিণী চ সর্বাাকর্ষণরূপিণী ॥

রসাকর্ষণরূপা চ গন্ধাকর্ষণরূপিণী।

চিত্তাকর্ষণরূপা চ বৈশ্ব্যাকর্ষণরূপিণী ॥

বীজাকর্ষণরূপা চ তথা চাকর্ষিণী পুনঃ।

অমৃতাকর্ষিণী দেবী শরীরাকর্ষিণী তথা ॥”

বারাহী তন্ত্রে ৬ পটল।

তাই সাধক তজ্জ বোধনা করিলেন—

“চিন্ময়তাপ্রমেরস্ত নিফলস্তাশরীরিণঃ।

লাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥”

কুলার্ণব তন্ত্রে ৫ পঃ ৬ অঃ।

চিন্ময়, অপ্রমের, নিফল ও অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার
রূপ কল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতের জন্য।

এইরূপে সাকার উপাসনা প্রচারিত হইল। সাকার
উপাসনার প্রচার হইবার প্রধান কারণ, মন অদৃশ্য বস্তুর
ধারণা করিতে পারে না। বিশেষতঃ নিরাকার অক্ষর অব্যয়
ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ঈশ্বরের নাম শুনিলে প্রথমে তাঁহার চিন্তা
করা দুঃসাধ্য হইরা উঠে। সুতরাং বাহ্যতে সহজেই কোনরূপ
ধারণা হইতে পারে, এরূপ সাকার মূর্তি হওয়া চাই, সেই আকার
অবলম্বন করিলে ধ্যানার্চনা উভয়েই চলিতে পারে। মন
নিরন্তরই পরিবর্তনশীল, নিরন্তরই নব নব ভাবগ্রহণ করিতে
প্রয়াসী। এই জন্য সংসারী সাকার-উপাসক নানামূর্তিতে
তাঁহার পূজা করেন। আজ বোড়শোপচারে মনভূজার মূর্তি
পূজা করিলেন, হুইদিন পরে আবার তরুতরা ভীষণ মহাকাশীর
মূর্তি পূজা করিলেন, কিন্তু সাধক জানে যে সেই এক মহাশক্তির
উপাসনা করিতেছে, কেবল রূপভেদ ও উপাধিভেদ মাত্র।

এই সময় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন
মতাবলম্বীর উদয় হইল।

শাক্ত শব্দ করিলেন—

“নমো দেব্যা মহাদেব্যা শিবাতৈ সততঃ সর্বদাঃ।

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভজাতৈ নিরতঃ প্রণতঃ স তাম্। ৭

অতিসৌম্যাতিরোজাতৈ দেব্যা কৃত্যৈ নমো নমঃ।

নমো অগং প্রতিঘাতৈ দেব্যা কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১১

বা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুদ্ব্যয়েতি শব্দিতা।

নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ ১২

বা দেবী সর্বভূতেষু চেতনত্যাভিধীয়তে।

নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ ইত্যাদি

মার্কণ্ডেয় ৮৫ অঃ।

“নমো দেবি মহামায়ে স্মৃতিসংহারকারিণি।

অনাদিনিধনে চণ্ডি! ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে ॥

ন তে অগং বিজানামি সগুণং নিগুণস্তথা।

চরিত্রাণি কুতো দেবী সংখ্যাভীতানি যানি তে।”

দেবীভাগবত ১। ৯। ৪০-৪১।

শৈব ডাকিলেন—

“তং প্রপদ্যে মহাদেবঃ সর্বজ্ঞমপরাজিতম্।

বিভূতিঃ সকলং যন্ত চরাচরমিহং অগং ॥”

শিবপু. বায়ুসংহিতা ১। ৭।

বৈষ্ণব ডাকিলেন—

“অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।

সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে ॥

নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।

বাহুদেবার তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥” ইত্যাদি।

বিষ্ণুপু. ১। ২। ১৪।

বদিও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন নামে উপা্ত
দেবতাকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সকলেই যে সেই এক অদ্বিতীয়
ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই ভক্তি করিতেছেন, তাহা
অনায়াসেই বুঝা যায়।

তজ্জই উক্ত হইয়াছে—

“নিগুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহংস চ নিগুণঃ।

যদৈব সগুণা স্বংহি সগুণোহং সদাশিবঃ ॥

সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নিগুণঃ শিবঃ।

উপাসকানাং সিদ্ধার্থং সগুণা সগুণো মতঃ ॥”

বৃহদালা তন্ত্রে ৭ পটল।

সত্য বটে, প্রকৃতি নিগুণা এবং আমিও (শিব) নিগুণ;
যখন তুমি সগুণা হও, তখন আমিও সগুণ (অর্থাৎ মূর্তিমান্)
হই। দেবী যে সগুণা ইহাও সত্য, শিবও নিগুণ। কিন্তু উপা-
সকের কার্য্য শক্তির নিমিত্তই উভয়ে সগুণরূপে কল্পিত হইল।

এই সাকার উপাসনা এখনকার সকল সংসারী ঈশ্বর-
ত্যাগস্বাক্ষরী প্রাথমিকমাত্রিক মাত্রেয়ই গ্রহণ করা উচিত।
শ্রীমদ্ভাগবত নির্দেশ করিতেছে—

“অর্চনাবর্জয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ণকৃতং।

বাবরবেণ স্বহৃদি সর্কভূতেষবহিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।২৫।

আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কর্মী
লোকের সেই পর্য্যন্ত কর্তব্য, যাবৎ সে নিজ হৃদয়ে এবং
সর্কভূতে আমাকে অবস্থিত জানিতে না পারে।

কিন্তু যখন দেহী জানিতে পারিবে, ঈশ্বর তাহার
হৃদয়ে ও সর্কভূতে রহিয়াছেন, যখন দেহী প্রকৃত জ্ঞান লাভ
করিবে, তখন আর তাহার প্রতিমার্চনা আবশ্যিক নাই।
ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন—

“অথ মাং সর্কভূতেষু তৃতাত্মানং কৃতালয়ম্।

অহরেদানমানাত্যামৈম্যাত্তিরেন চক্ষুষা।”

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।২৭।

অনন্তর আমি সর্কভূতে আছি, (জানিতে পারিলে)
সর্কজ সকলকে দান, মান ও মিত্র জ্ঞান করিবে, এবং
সকলকে অভিন্ন দৃষ্টিতে (‘আত্মতুল্য’) দেখিবে, (ইহাই
আমার প্রকৃত পূজা।)

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বৈষ্ণবে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছে
তাহা একে একে প্রদর্শিত হইল।

একণে চার্কাকাদি ভিন্ন সম্প্রদায়গণ বৈষ্ণবে ঈশ্বরের
অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাও দেখা আবশ্যিক।

চার্কাকের মতে,—ঈশ্বর নাই, চৈতন্তবিশিষ্ট দেহই
আত্মা, এ ছাড়া স্বতন্ত্র আত্মা নাই। লোকসিদ্ধ রাজাই
পরমেশ্বর, দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ।

জৈনসম্প্রদায় ঈশ্বর মানেন না। তাঁহাদের মতে
জিনদেবই সর্কজ মুক্তিদাতা, তিনি সকল প্রাণীর হৃদিপথে
জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। জৈনদিগের আচার্য্য ও
ভগবতীহৃদ মতে, এক আত্মা সকলের দেহে আছে,
এ কথা কি প্রকারে সম্ভব? কারণ, এক আত্মা যদি সকলের
দেহে থাকে, তবে একজন স্রষ্টা হইলে অগ্নে কেন স্রষ্টা
হয় না?—জীব, লোক, সিদ্ধ ও সিদ্ধিত্ত্ব জানিলে লোক
ধর্ম্মপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রাচীন জৈনশাস্ত্রের মত।
এখনকার নব্য জৈনেরা সম্পূর্ণ নাস্তিক, তাহারা ঈশ্বর হইতে
জগৎ অথবা তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন।
তাঁহাদের মত অনেকটা চার্কাকের মতের ভার হইয়া
পাঁড়াইয়াছে। [জৈনতত্ত্বদর্শন ২ পরিচ্ছেদ দেখ।]

বৌদ্ধদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়, হীনযান ও
মহাযান। হীনযানেরা গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মমত গ্রহণ
করেন। তাঁহাদের মতে দেহ কণ্ঠতরু; ধ্যান, ধারণা ও যোগ
দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়, ভৎপরে নির্কারণ হয়। তাঁহারা ঈশ্বরের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মহাযানেরা শূন্যবাদ স্বীকার
করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর কথা আদৌ উল্লেখ নাই।
যদিও পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা হিন্দুদিগের তত্ত্বোক্ত দেবদেবীকে
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এক অবিভীত ঈশ্বরকে স্বীকার
করেন নাই। তাঁহারা বলেন—আত্মা, ভোগী, বিনাশী ও
কণ্ঠহারী। শূন্যতাই নিত্য, অক্ষর ও অব্যয়। শরীরহ
ইন্দ্রিয়গণ অব্যয় অস্তাব্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের
আত্মদর্শন করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব অস্তাব-অস্তাব
জানিয়া ভাবণব অতিক্রম করাই যুগ্মকর্ম্ম ধর্ম্ম। জগৎ
উৎপত্তির পূর্বে কেবল শূন্য ছিল, তাই শূন্যের আশ্রয়
প্রয়োজন। শূন্যব্যতীত সকল মিথ্যা। শূন্যে মনঃসংযোগ
করিয়া সমাধিহ হইলে ক্রমে দেহী নির্কারণপদ প্রাপ্ত হয়।
[সমাধিরাজ, মাধ্যমিকশূন্যবৃত্তি ও অতিধর্ম্মকোষব্যখ্যা
নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ।]

উক্ত জৈন ও বৌদ্ধ ব্যতীত পূর্বে আরো অনেক সম্প্র-
দায় ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বর স্বীকার করিত, কেহ
বা ঈশ্বরের অর্করূপ স্বীকার করিত, কেহ বা আদৌ ঈশ্বরকে
স্বীকার করিত না। [তাহাদের বিবরণ আনন্দগিরিকৃত
শঙ্করমিথিভর দেখ।]

বৌদ্ধ ও জৈনের প্রাধান্য বাড়িলে, ভারতবর্ষ হইতে
সনাতন হিন্দুধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হয়। এই সময়
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বিধর্ম্মীর করাল কবল
হইলে সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার করিলেন। তিনি বৌদ্ধ জৈন
প্রভৃতি ভ্রান্তিমত নিরাকরণ করিয়া অবৈতবাদ প্রচার
করেন। তাঁহার মতে—

“ন তাবদরমেকান্তেনাবিষয়ঃ। অন্যৎ প্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ,
অপরোক্ষবাক্ত প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধে:। ন চারমত্তি নিরমঃ পুরো-
হবস্থিত এব বিধরে বিবরাস্তরমধ্যাসিতব্যমিতি। অপ্রত্যাক্ষেহপি
হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যভ্যস্ততি। এবমবিকল্পঃ প্রত্যগা-
ত্মত্পন্যাত্মাধ্যাসঃ।” শারীরিকভাষ্য ১।১।

আত্মা যে একবারেই অবিষয়, কোন প্রকার বিবর
(জানগোচর) নয়, এমন নয়। এই জীবাত্মার অন্য
প্রত্যয়ের বিবরতা আছে এবং অন্তরাশ্রয় প্রতীত হওয়ার
অপরোক্ষতাও আছে। আত্মা যখন অহং (আমি) এইরূপ
জ্ঞানের বিবর, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা

বার না এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও বার না। অবিদ্যা-কল্পিত অহং বে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি অহং বৃত্তির বিবর। আত্মা অপ্রত্যক্ষ নয়, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ, কেননা জীবমাত্রই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং (আমি) রূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। বালকেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তাহার মলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। অতএব আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেও, ইন্দ্রিয়দ্রোহ্য না হইলেও তাহাতে আত্মার অধ্যাস হওয়া বাধা নাই।

“যোগপতিব্রহ্মণঃ কারণাং তদ্রূপ স্থিতিঃ প্রেরয়ত্বং তে গৃহ্যন্তে। ন যথোক্ত বিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণবীক্ষয়ং মুক্তান্যতঃ প্রদানাদচেতনানুভূত্যা বাহ্যতাবাধা সংসারিণো বা উৎপত্তাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।” শারীরিকতাব্য ১।১।২।

ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই ইহার স্থিতি এবং ব্রহ্মেই ইহার লয় হইতেছে। ঐরূপ ঈশ্বর ব্যতীত শূন্য বা অভাব হইতে, জড় প্রকৃতি হইতে কিবা পরমাণু হইতে, অথবা জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীব হইতে এরূপ জগতের এ প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় হওয়া কোন মতে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন মত খণ্ডন করিয়া এইরূপে বিস্তৃত বেদান্ত মত প্রচার করিলেন—

“অয়ং বৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্তর্গতমিত্যুং পুমান্।

ন কোপি শক্তস্তেনায়ং সর্বৈশ্বর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১০৭

অশেষ প্রাণিবৃক্ষীনাং বাসনাত্তজ সংস্থিতাঃ।

তাতিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্বং তেন সর্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥ ১০৮

বিজ্ঞানময়মুখ্যমু কোবেদন্তজ্ঞ চৈব হি।

অন্তর্ভিষ্ঠন্ যমরতি তেনাতর্ধানিতাং ব্রহ্মণঃ।

বুদ্ধৌ তিষ্ঠান্নাতরোহতাদিধানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।

বিরমন্তর্ঘমরতীত্যেবং বেদেন যোবিতম্ ॥ ১০৯

পঞ্চদশী ৬ পরিঃ।

ঈশ্বর বাহ্য কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত করিতে কেহই সমর্থ নয়, এজন্য তাঁহাকে সর্বৈশ্বর বলা যায়। যে হেতু সমস্ত প্রাণিদিগের বুদ্ধি বাসনা সেই ঈশ্বরে অবস্থিত। বুদ্ধি বাসনার এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছে। অতএব বুদ্ধি বাসনা ঈশ্বরের পরাধীন, সুতরাং ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। বিজ্ঞান-ময় প্রকৃতি কোব ও অন্তর্গত বস্তু সমূহের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে যথানিয়মে নিয়ন্ত্রণ করেন, তজ্জন্ম তাঁহাকে অন্তর্ধানী বলা যায়। যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তর হয়, ধীর হইয়াও বুদ্ধির বিবর নয়, তিনি বুদ্ধির অন্তরস্থ হইয়া বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

“মার্থঃ পুরুষকারেণৈতোব্যং না শক্যত্যাং বন্তঃ।

ঈশঃ পুরুষকারস্ত রূপেণাপি বিবর্ততে ॥” ১১৯

পুরুষের কৃতিসাধ্য কিছুই নয়, এ প্রকার আশঙ্কা করিও না, কেননা ঈশ্বরই পুরুষরূপে পরিণত হন।

“রাজিযজ্ঞৌ হৃদ্বিবোধাবুদ্বীলননিমীলনে।

তুক্ষীস্তাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥” ১২০

যেমন দিবা ও রাজি, আশ্রয় ও অসুপ্তি, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, এবং তুক্ষীভাব ও মনোরাজ্য প্রভৃতিতে জ্ঞানের তিরোভাব ও আবির্ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরে জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাবকে প্রেরণ ও উৎপত্তি বলা যায়।

“মারী সৃজতি বিশ্বং সন্নিবন্ধস্তজ্ঞ মায়রা।

অন্তাইত্যপরা ব্রুতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজ্যেৎ ॥

আনন্দময় ঈশোহয়ং বহুতামিত্যৈবেকতঃ।

হিরণ্যগর্ভরূপো হতুং সৃষ্টিঃ স্বপ্নো বধা তবৎ ॥ ১৩০।

মায়ারী ঈশ্বর নিজ মায়ার বন্ধ হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব সৃজন করেন। তিনি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। যেমন অসুপ্তি অবস্থাতেই স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তেমনি আমি বহু শরীরে আবর্তিত হইব এই সমস্ত দ্বারা তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইয়াছেন।

“ঈশস্বত্রবিরাট্ বেদো বিষ্ণুরজ্জৈবব্রহ্মঃ।

বিদ্বভৈরবমৈরালমারিকায়ক্ষরাক্ষনাঃ ॥

বিপ্রেক্ষিত্রিবিট্শ্রুগবাস্বমুগপক্ষিণঃ।

অশ্বখবটচূতাদ্যাবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥

জলপাশানমৃৎকাঠবাস্তুকুদালকাদয়ঃ।

ঈশ্বরঃ সর্ব এতৈবতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥” ১৩৪।

ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, অগ্নি, বিদ্বভৈরব, মৈরাল, মারিক, বক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, গো, অশ্ব, হৃগ, পক্ষি, অশ্বখ, বট, আশ্র, বব, ধাতু, তৃণ, জল, প্রেরণ, সৃষ্টিকা, কাঠ, বাসী ও কুদাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবরব হয় এবং পূজিত হইয়া শুভফল প্রদান করে।

“অধিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বো স্বপ্নোহয়মধিলং জগৎ।

ঈশজীবানিরূপেণ চেতনোচেতনাত্মকম্।

আনন্দময়বিজ্ঞানময়বীশ্বরজীবকৌ।

মায়রা কল্পিতাবেতৌ তাত্যাং সর্বং প্রেক্ষিতম্ ॥” ১৩৬

ঈশ্বর, জীব ও দেহ প্রভৃতি চেতন ও অচেতনাত্মক এই জগৎ সমুদায় অধিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বো মায়ার কল্পিত স্বপ্নস্বরূপ, কারণ আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব উভয়েই মায়ার দ্বারা

কল্পিত। এই উত্তর হইতে এই সমুদায় বিশ্ব রচিত হইরাছে।

“ঈশ্বরাদি প্রবেশাভ্যন্তরীণেন কল্পিতা।

জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥” ১৩৭

সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প হইতে সর্ববস্তুর প্রবেশ পর্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য এবং জাগ্রৎ অবস্থাদি হইতে মোক্ষ পর্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকল্পিত। [ব্রহ্ম ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

কিছুকাল পরে পূজ্যপাদ রামানন্দ প্রচার করিলেন,— ঈশ্বর সকলের অন্তর্ভাবী। জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভে চিৎ ও অচিৎ সূক্ষ্মভাবে তাঁহার অল্পরূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে। সেই চিৎ ও অচিৎ সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের অন্তর্ভাবী হন। ঈশ্বর জীবসমূহ ও জড় জগতের মানা উপ-করণে বর্তমান আছেন এবং থাকিবেন।

চৈতন্তদেবকে রামানন্দ এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব বলেন—

“নচিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সঙ্কিনী।

চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥

কৃষ্ণকে আচ্ছাদে তাতে নাম আচ্ছাদিনী।

সেই শক্তিধারে সুখ আচ্ছাদে আপনি ॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আশ্বাদন।

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

হ্লাদিনী যার অংশ তার প্রেম নাম।

আনন্দ স্ক্রিয়ঃ রূপ রসের আখ্যান ॥

প্রেমের পরম সার মহাতাব জানি।

সেই মহাতাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥”

চৈতন্তচরিতামৃত মধ্যলীলা।

পরমসাধক রামপ্রসাদ বলেন, মা (শক্তি)ই মূলধার। তিনি যা করেন, তাই হয়। তাঁহার রূপ কল্পনা করা যায় না। মনেই তাঁহাকে বুঝা যায়, মনে তাঁহার দর্শন হয়। প্রকৃতি পুরুষই বিশ্বের স্রষ্টা। প্রসাদ গাহিরাছিলেন—

“মন গরিবের দোষ কি আছে ?

তুমি রাজীকরের ঘেরে গো ভ্রামা,

যেমন নাচাও তেমনি নাচে ॥

তুমিই ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।

তুমিই কিতি তুমিই জল কল কলাহু কলাগাছে ॥

প্রসাদ বলে, কর্ম্মহত্ম পুতোর কাটনা কেটেছে।

যাদাতোরে বেঁধে জীবে কেণা কেণী খেলু খেলেছে ॥”

আধার একদিন তিনি গাহিরাছিলেন—

“কে জানে কালী কেমন।

যড়্ দর্শনে না পার দর্শন ॥

প্রসাদ ভাবে, লোকে হাসে, সত্তরপে সিদ্ধগমন।

আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,

ধরবে শশী হ’য়ে বামন ॥”

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মতে, ব্রহ্মের কালীকৃষ্ণাদি রূপধারণ কেবল যারার কার্য্য; সেইজন্য ভক্ত কেবল রূপ নামে বদ্ধ থাকেন না। ঈশ্বরকে জন্ম স্থিতি ভেদের কারণ জানিয়া ভক্ত তটস্থ লক্ষণেও তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন। বাদ্যোদ্যম, শব্দবর্ণীকরণ, বেদমন্ত্রযুক্ত দেবোৎসবেও তাঁহার আবির্ভাব দর্শনপূর্ব্বক সাধক তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হন। বাঁহার মন ভগবত্কৃতি ও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ তিনি সকল রকমে ব্রহ্মপূজা করিতে পারেন। বস্ত্ত: প্রতিমাদি অর্চনা, এমন কি ব্রত হোমাদি কর্ম্ম পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরভক্তির উদ্দীপক। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বত্র বিকিপ্ত ব্যাটী প্রকৃতিতে বিরাজমান। ব্রহ্মজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্রই ভগবানকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবকে ছন্দে স্পর্শ করেন। ঈশ্বরের শক্তি বড়ই বিচিত্র, তিনি নর-লোকের মঙ্গলের জন্য অবশ্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেমন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ, জীবে অবতীর্ণ, সেইরূপ স্বেচ্ছাচারিত শরীরযোগেও অবতীর্ণ হইতে পারেন। শাস্ত্রে রামকৃষ্ণাদি সেই প্রকার অবতার কথিত আছে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মতে “বেদের ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট, পুরাণের ঈশ্বর কর্ম্মশীল। নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মশীল দুই কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তিনি মানুষের মত এখানে ওখানে বেড়ান না। এ কার্য্য একবার, ও কার্য্য একবার, করেন না। ঈশ্বর ভোমার সুখে আমার সুখে প্রকাজরূপে অন্ন তুলিয়া না দিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ভিতর দিয়া অন্ন যোগাইতেছেন। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অথচ তিনি গুঢ় নিয়মে আমাদের সমুদায় অভাব মোচন করিতেছেন। নগর, সহর, দেশ, গ্রামে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের পূজা করিব, অথচ তাঁহাকেই আমরা ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া মানিব। বিশ্বমধ্যে নিগুঢ় কল্যাণের কৌশলে কার্য্যের স্রোত নিয়ত চলিতেছে। সেই কল্যাণের কৌশলে নিপীড়িত ভক্তকে সুখী করে ও সত্যকে জরী করে।

[সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃ:।]

ঈশ্বর অজর, অমর, তাহাতে দিম নাই, রাজি নাই শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইরাছে। তবে তাঁহার রূপকল্পনা করিয়া লোক পূজা করে কেন? কেশব বলেন—“বেথ, এই কয়েক

দিন পূর্বে বজ্রবাসীগণ হুগীকে সম্বোধন করিল, পূজা করিল, তাঁহার মূর্ত্তির স্তম্ভের চিত্ত আকর্ষণ করিল, প্রাণকে মোহিত করিল, তাঁহার রূপে হিন্দুস্বরূপ আলোকিত হইল। এমন সুন্দর বর্ণ ক্রমবর্ণে পরিবর্তিত হইল। লোকে সুন্দরী দেবীকে পরিবর্তন করিয়া কালীদেবীর পূজা করিতে গেল কেন?...অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। মাহুকের প্রকৃতি, মাহুকের স্বভাব ও মতি বাহারা জানেন, তাঁহারা এ পরিবর্তন বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। দেবী প্রকৃতি একই; যিনি হুগী, তিনিই কালী। শক্তি এক, যিনি পূজা করিলেন তিনি ছুরেতেই শক্তি দেখিলেন। কেবল মনের ভাব দেবীকে দুই বর্ণে প্রতিকলিত করিল। যে মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্বে তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, মন মুগ্ধ হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পরিবর্তন দেখিয়া এখন ভয় উপস্থিত! এ মূর্ত্তি কোথায় দেখিবে, তত্ত্ব-পূর্ব্বক শুন। একবার হৃদয়ের মধ্যে যাও, সেখানে খুঁজিয়া এই মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ভিতরে আলোক নাই, অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্ত আকাশ কাল, সেই অনন্ত আকাশে বিলীন এই শক্তি। এখানে অন্ধকারে অন্ধকার, এক নিরাকারে সকল একাকার হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও অন্ধকারে কিছুই প্রভেদ করা যায় না। সেই ঘন কাল আকাশের ভিতরে, অন্ধকারের ভিতরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে তাঁহারই কালীমূর্ত্তি; দেবী বাহিরে, অন্তরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান।”

[সেবকের নিবেদন ৪র্থ খণ্ড ১৪৭-৮ পৃঃ।]

পরমহংস রামকৃষ্ণ সে দিন বলিয়া গিয়াছেন,—সচ্চিদানন্দ হরি বহুস্বামী। তিনি এক, তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান্। যে তাঁহাকে দেখেন নাই, যে তাঁহার মর্ম্ম বুঝে নাই, সেই সাকার নিরাকার লইয়া তর্ক করে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলেন, হাঁ ইনি সাকার, ইনি নিরাকার। ব্রহ্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব। যাহার যে নামে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। আমিও দূর হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কলিকালে ঈশ্বরের নামই একমাত্র সাধন।

খুটানদিগের কাইবেলের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন। তাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। [খুটান দেখ।]

কোরাণের মতে ঈশ্বর হেবদুত্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের স্রষ্টা, তিনি মানব জাতিকে টাটকা রক্ত হইতে সৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, অসীম, অমর ইত্যাদি।

[হুসলমান দেখ।]

বর্তমান সময়ে খুটানদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন। কেহ ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও মতে স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে নয়। কেহবা সংযোগবিয়োগের দ্বারা পৃথিবীর উৎপত্তি স্থির করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন। কখনো নিহিলিষ্ট নামে এক দল শূন্যবাদী আছে, তাহারা পূরা নাস্তিক। [উপাসনা দেখ।]

ঈশ্বরকৃষ্ণ, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইহার সাংখ্যকারিকা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ৫৫৭—৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চন্-তি (পরমার্থ) কর্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণকে কেহ কেহ কালিদাস বলিয়া গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ইনি খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ যে গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লইয়া গিয়া অনুবাদিত হইল, সেই গ্রন্থ ঐ সময়ের অন্ততঃ পঞ্চাশ বা এক শত বর্ষ পূর্বে রচিত হইয়াছে বরং একশত বর্ষীকার করা যায়। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবামাত্র কিছু চীনে যায় নাই, উহা নানাস্থানে বিখ্যাত হইলে চীনদেশের লোক এ দেশে আসিয়া লইয়া যায় এবং অনুবাদ করে। অতএব ষষ্ঠ শতাব্দীরও বহুপূর্বে ঈশ্বরকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণ সাংখ্যচক্রিকা নামী টীকা এবং বিজ্ঞানভিক্ষু আর্ঘ্যভাষ্য নামে সাংখ্যকারিকার ভাষ্য রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্গদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের একজন রাজা। রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি রূপবান্, বলবান্ ও বড় সজীতপ্রিয় ছিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ৫৫ বর্ষ বয়সে শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনবশতঃ ইহার মৃত্যু হয়। গিরীশচন্দ্র নামে তাঁহার একটা পুত্র হয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সভার বাক্যপতি নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ থাকিতেন, তিনি সারদামঙ্গল নামে একখানি বাঙ্গালা সজীত গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি। কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের ২য় পুত্র। তাঁহার মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। তাঁহার পিতা কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী শিরালডাকার নীলমুষ্টিতে চাকুরী করিতেন।

১৭৩২ শকে (১২১৮ সালে) ২৫এ কাশ্বন ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র বড় হ্রস্ব ছিলেন। লেখাপড়ার বিশেষ বনোবোগ ছিল না। কিন্তু এই বালককাল হইতেই

তাহার কবিতা লিখিবার সখ হয়। তখন গ্রামস্থ অপরাপর বালকেরা পার্শ্বী পড়িত। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদের মুখে ঐ পার্শ্বী কবিতার অর্থ শুনিয়া নিজেই আবার বাঁকালার কবিতা বাবিতেন। বালককালে তাহার জ্যেষ্ঠভাতপুত্র মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সর্বদাই কবিতার লড়াই হইত। বাস্তবিক মহেশচন্দ্র একজন শ্রুতকবি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলেন, “দাদা! লেজ লুকালে কেন?” মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

“ওরে ছুই ভায়ের ছুই থাক্লে লেজ,
থাক্ত না সংসার।

একে তোমার লেজে গেছে মজে,
সোনার লকা ছারখার।”

তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র মহেশকে বড় ভক্তি করিতে লাগিলেন। মহেশ এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে তিনি কলম ধরবেন না; বস্তুতঃ মহেশ এই বাক্য পালন করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ‘মহেশাপাংগলা’ বলিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের দশ বর্ষ বয়স্ক কালে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইলেন; এই কষ্ট না যাইতে যাইতে, তাহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহে তিনি বড়ই চটিয়া যান। শুনা যায়, তাহার পিতা বিবাহ করিয়াই কৰ্ম্মস্থানে চলিয়া আসেন, নববধূ গৃহে আসিলে হরিনারায়ণের মাতা বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিতে যান। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন মহা রাগ, আর একজনকে মা বলিতে হইবে, এ বড়ই কষ্টকর। তিনি বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া একটা ক্লল ছুঁড়িলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাকে না লাগিয়া অস্ত্র গিয়া পড়িল। তাহার জ্যেষ্ঠা মহাশয় আসিয়া বিলক্ষণ ছুই এক ঘা জুতা কসাইলেন। পরে তাহার মাতামহ আসিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বলেন, “ঈশ্বর, তোদের মা নাই, মা হইল, বেশ হইল। তোদের বয়স আরক্তি করিবে।” তা বলিলে কি হয়, এ কটা কথা তাহার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিল। একে তিনি বরাবর নকলের উপর চটা, তাহাতে আজ নিজের মাকে তুলিয়া নকলকে মা বলিতে হইবে, এ কি রকম কি রকম ঠেকিল। তিনি আর বেশী দিন কাঁচড়াপাড়ার থাকিলেন না, কলিকাতার মাতুলালয়ে আসিলেন। এখানে থাকিয়া ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের জন্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু লেখাপড়ার তাহার তাদৃশ আট্টা না থাকায় বড় কিছু হইল না। তিনি জন্ম কবি। পাঠ্যবহু্য তিনি কেবল কবিতার চর্চা করিতেন। কবিতাই যেন তাহার জীবন, কবিতাই তাহার প্রধান লক্ষ্য।

যেমন তাহার কবিতাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সেইরূপ ক্রতিশক্তি বড় চমৎকার শুনা যায়। যখন তাহার ১৭১৮ বর্ষ বয়স, দেড় মাস মধ্যে তিনি মুদ্রবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থের সহিত মুখস্থ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহবংশের কিছু আত্মীয়তা ছিল। সেই হুয়ে তিনি ঠাকুরবাড়ীতে সদা সর্বদাই যাতায়াত করিতেন। ক্রমে পাখুরিয়াবাটা-দিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়ে সমবয়স্ক। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্রমোহনেরও রচনাশক্তি অগ্নিগাহিল।

১৫ বর্ষ বয়স্ক কালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। দুর্গামণিকে দেখিতে বড় ভাল নয়, হাবা বোবার মত। ঈশ্বরচন্দ্রের মনে ধরিল না, বিবাহের পর হইতে জ্বর সহিত আর কথা কহিলেন না, উভয়েই চিরদিন মনাগুণে জলিতে লাগিলেন।

১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে, যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র “সংবাদপ্রভাকর” নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। মধ্যে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ায় সংবাদ প্রভাকর উঠিয়া যায়। ঐ বর্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা ও রচনাশক্তি দর্শনে আশুনের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক “সংবাদ-রত্নাবলী” প্রকাশ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পত্রিকায় বিশেষ সাহায্য করিতেন।

কিছুদিন পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শনমানসে কটকে যাত্রা করেন। এইখানে তাহার খুড়া ভ্রামোহন রায়ের বাড়ীতে থাকিয়া একজন দণ্ডীর কাছে তন্ত্রাদি শিক্ষা করেন। ১২৪২ সালে বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতার কিরিয়া আসেন। এই বর্ষে ২৭এ শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। দেশীয় প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। এই সময় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং শহর ও মধ্যস্থলের সম্রাট জমীদারগণ নানাপ্রকারে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি ‘পাবগুপীড়ন’ নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় ভাস্কর-সম্পাদক গোবীন্দ্রচন্দ্র তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ো তটীচাৰ্য্য) ‘রসরাজ’ নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা যুদ্ধে প্রযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রও পাবগুপীড়নপত্রে ভাস্কর-সম্পাদকের কবিতার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে

ঈশ্বরচন্দ্র অনেক দিন ধরিয়া কুৎসার্পণ করির লড়াই চলিয়াছিল। কিছুদিন পরে উক্ত পত্রই বন্ধ হইয়া যায়।

পাণ্ডুলিপি উঠিয়া বাইলে, ১২৫৪ সালে তাজ রাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধুসঙ্গ' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার হাজগণের কবিতা ও প্রবন্ধাদি ছাপা হইত।

১২৫০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি করিয়া বৃহৎ কলেবর প্রত্যেক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এইখানি প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইত, ইহা কেবল তাঁহার বীর কবিতার পূর্ণ থাকিত। এই স্বতন্ত্র মাসিক প্রত্যেক প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এই কারণে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতার থাকিলে, অধিকাংশ সময়েই কোন বাগানে অতিবাহিত করিতেন। শারদীয়া পূজার পর প্রায়ই জলপথে বাহির হইতেন। তিনি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজবস্তুর কীর্ণাশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার কবিতা রচনা করেন, এ ছাড়া আদিপুত্রের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ১০ বর্ষকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি সেন (নিধুবাবু) হক্টাকুর, রামবহু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষীকান্ত বিদ্যাস, রায় ও মুনিহ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন খ্যাতনামা বাঙ্গালী করির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ করেন। বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালী কবির জীবনবৃত্তাদি উদ্ধার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রত্যেকের তিনি 'প্রবোধ প্রত্যাকর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, ঐ গ্রন্থ ১লা তাজে শেষ হয়। তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রত্যাকরে 'হিতপ্রত্যাকর' ও 'বোধেন্দু-বিকাশ' ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করেন।

তৎপরে বর্ষে ত্রিমাগবতের বাঙ্গালী পদ্যস্ববাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ ও করেকটী দ্রোণের অঙ্গবাদ করিয়াই মৃত্যুশয্যা শয়ন করেন।

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ, রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সজনে পদাশ্রিত করিলেন। বহু-তাবা তাঁহার একটা অমূল্য রত্ন হারাইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে সুপুরুষ, তাঁহার দেহকান্তি মনোহর, কথার স্বর বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহার মুখখানি লম্বাই হাসি-রাখা। সংসারে থাকিয়াও সংসার-বৈরাগী; তিনি অনেকেরকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার কবিতাতে প্রকাশ আছে—

“দ্রাক্ষভাব ভাবি মনে, দেখে দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

কতরূপ দেখে করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।”

অপর রূপে তেমন প্রোঞ্চ না থাকিলেও হাতরসের কবিতা-রচনার তিনি অবিভীত; হাতরসে কবিতা লিখিয়া এ পর্যন্ত কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি এখনকার মত, তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিরঙ্গিণী সভা, দক্ষিণাড়ার নীতিসভার সভ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সব সভায় মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন। আবার তখনকার কলিকাতা ও নিকটস্থ সখের কবি ও হাফ-আখড়াই দলের সংগীত-সংগ্রামের সময় কোন না কোন পক্ষে থাকিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন। তিনি যে পক্ষে থাকিতেন, সেই দলেরই জয় হইত। বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্র এ কাল আর সেকালের সন্ধিস্থানে বর্তমান ছিলেন। তখনকার রুচি এখনকার মত ছিল না। সে সময়ে সকলেই অঙ্গীলতাশ্রিয় ছিল, এই অঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অঙ্গীলতার ভাগ অধিক। তাহা বলিয়া তাঁহার মন অঙ্গীল ছিল না। তাঁহাকে একজন সাধুপুরুষ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। তিনি অনেক সময়ে অনেক টাকা রোজগার করিতেন। কিন্তু সে সকলই সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় হইত। তদা-বার, তাঁহার বাড়ীতে সমস্ত দিন উদান জলিত, যে আসিত, সেই পরিতোষের সহিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না, অনেক সময়ে অনেক টাকা পাইলেও, তিনি কখন বাবুনা করিতেন না। সহর ও মফঃস্বলের সকল সম্রাট লোকই ঈশ্বরচন্দ্রকে ভালবাসিত, মহাসম্রাট জমীদার অবধি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সামান্ত সত্তরকে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া আসিতেন।

মৃত্যুর পর তাঁহার অল্পকাল রামচন্দ্র প্রত্যাকরের সম্পাদক হন। এই সময় সেই মহেশচন্দ্র হুঃখ করিয়া লেখেন—

“গাত মেড়াতে অড়ো হয়ে নষ্ট করলে প্রত্যাকর।

জন্মে কলম ধরেনিকো, রাম হ'ল এডিটর॥

আপা পাছা বাদ দিয়ে তাঁম হ'ল কমাণ্ডর॥”

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়গর, বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। বেদবীপুর বেঙ্গার-অভ্যর্গত বীরসিংহ দাবক গ্রামে

১৭৪২ খ্রিঃ (১৮২০ খ্রিঃ) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৮ ঠাকুরদাস বন্যোপাধ্যায়।

১৮২৯ খ্রিঃের ১লা জুন তারিখে বিদ্যালয় বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। গভীর গবেষণা ও বীশক্তি-প্রভাবে অল্পবয়সে মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইনি গদ্যের তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতির নিকট বেদান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট দ্বিত্তি, নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও পরে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট জ্ঞান ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি 'বিদ্যালয়' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার পিতা তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না; সেই কারণে বালককাল হইতে পাঠাবস্থা পর্যন্ত দরিদ্রতা-নিবন্ধন অনেক কষ্ট সহ করিয়াছিলেন।

১৮৪১ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে, ইনি কোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধানপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইহার কার্য-কারিতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে, সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ১৮৪৬ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে, ইহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী কৰ্মাধ্যক্ষের (Assistant Secretary) পদ প্রদান করেন। কিন্তু তৎপরে বর্ষেই বিদ্যালয়গর এই পদ হইতে অবসর লইলেন।

১৮৪৯ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে আবার কোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন, এবার তথাকার 'হেড রাইটার' (Head writer) কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যালয়গরের সুখ্যাতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৮৫০ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-ধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হইলেন। ইহার নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া, তৎকালীন এ দেশস্থ সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবগণ বিদ্যালয়গরের পক্ষপাতি হইয়া উঠেন। তাঁহাদের যত্নে পরবর্ষের প্রারম্ভেই বিদ্যালয়গর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) হইলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সুনিয়ম স্থাপন করেন।

তৎপরে ১৮৫৫ খ্রিঃ অক্টোবর, কলেজের অধ্যক্ষতাসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতি সাধারণ বিদ্যালয়-পরিদর্শকের (Special Inspector of Schools) দ্বারা সন্মত করেন। উক্ত কার্যেই ইনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থানকালে কাণ্ডেন মার্শেল

সাহেব বিদ্যালয়গরকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্ররোধ করেন। তৎপরে হইতে ইনি ইংরাজী শিক্ষার বহুবান্ধু হইলেন। তৎকালে সিভিলিয়নসমিষ্টকে পরীক্ষা করিবার জন্য হিন্দীভাষা প্রয়োজন হইত। এই নিমিত্ত বিদ্যালয়গর হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে, তৎকালীন গবর্ণমেন্ট সেক্রেটারী হালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যালয়গরের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি নানা বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতিসপ্তাহে একদিন করিয়া বিদ্যালয়গরকে লইয়া বাইতেন, অনেক সময়ে তিনি বিদ্যালয়গরের সংপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যালয়গর 'স্কুল ইন্সপেক্টর' হইয়া-ছিল। তৎকালে বাঙ্গালাবিভাগের চারিটা জেলার সর্বমোট ২০টা মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল, এই কুড়িটা বিদ্যালয়ের পরিদর্শনভার বিদ্যালয়গরের উপর ভিত্তি হয়। এই সময়ে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় গবর্ণমেন্টের হস্তে আইসে। এই সময়ে বিদ্যালয়গর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, ইনি জীশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময়ে ইনি হালিডে সাহেবের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০০টা বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, গবর্ণমেন্ট এই বৃহৎ কার্যে মনোযোগ করিলেন না। কিছুদিন পরে বিদ্যালয়গর এই সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ-পত্রাদির বিল করিয়া পাঠাইলে গবর্ণমেন্ট এই টাকা দিতে অসম্মত হইলেন; বাহার উৎসাহে এই সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেবও তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যালয়গর নিজ হইতে এই সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

তৎকালে বিদ্যালয়গরের একজন বহু তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার প্রাধিকার ছিলেন। যিনি যে কোন বিষয় তত্ত্বাবোধিনীর জন্য লিখিয়া পাঠাইতেন, তিনি তাহা দেখিয়া দিতেন, পরে তাহা তত্ত্বাবোধিনীতে প্রকাশিত হইত। বিদ্যালয়গর এই বহুর নিকট ইংরাজী আলোচনা করিতে বাইতেন; এই বহুর যত্নে অগ্ররোধে তত্ত্বাবোধিনীর প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে সংশোধন করিয়া দিতেন। ক্রমে তত্ত্বাবোধিনীর লেখকগণ বিদ্যালয়গরের পরিচয় পাইলেন। তত্ত্বাবোধিনী-পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত স্বয়ং বিদ্যালয়গরের নিকট গিয়া তাঁহাকে তত্ত্বাবোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে অগ্ররোধ করেন এবং আপনি তৎকালে যে যে প্রবন্ধ লিখিতেন বিদ্যালয়গরের দ্বারা সংশোধন করাইয়া প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ

বিদ্যালয়গণের সাহায্যে অক্ষরজ্ঞানের স্বচন্দ্রাংশালী তত প্রাক্তন হইয়াছিল। বিদ্যালয়গণ মধ্যে মধ্যে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইনিই সর্বপ্রথমে মহাভারতের বাঙ্গালা অম্বুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন।* তৎকালে তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের অম্বুবোধে তথাকার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কোন বিশেষ কারণে তত্ত্ববোধিনীর সংশ্রব ত্যাগ করেন।

ইতিপূর্বে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে, বিদ্যালয়গণ নিজ জন্মভূমি বীরসিংহে ভদ্রত্যাগ গরীব বালকবালিকাদিগের উপকারার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাখাল-বালকেরা সমস্ত দিন অবকাশ পাইত না বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য রাজিকালেও বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যালয় স্থাপনের পর নিজ প্রাণে একটা দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে গবর্ণমেন্ট হইতে সংস্কৃতশিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। অনেক কৃতবিদ্য সাহেব ও বাঙ্গালী ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বিদ্যালয়গণ মহাশয় ঐ প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ইনি তখনকার অনেকানেক কৃতবিদ্যগণের মত খণ্ডন করেন এবং বাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃতশিক্ষার বহল প্রচার হয়, তজ্জন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করেন। বিদ্যালয়গণের জয় জয়কার হইল, গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিলেন। এই সময়ে বাহাতে সহজেই লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্ত বিদ্যালয়গণ সহজ সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন।

বিদ্যালয়গণ কেবল জ্ঞান-শিক্ষা ও সাধারণ গরীবের শিক্ষাপক্ষে যত্নবান ছিলেন, এমন নয়। ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বড়পরিকর হন। সেই সময়ে সমস্ত হুতিশাস্ত্র হইতে বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহাতে ইহার শাস্ত্র-পারদর্শিতা বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে ইহার মত গ্রহণ করিলে, এই মত অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সময়ে হিন্দুসমাজের অনেক কৃতবিদ্য, সম্রাট ও মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যালয়গণের প্রতি খুসি হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়গণ দেশীয় লোকের মানি, কুৎসা ও নিন্দাবাদ অকাডরে সহ্য করিয়া ও প্রতি-

* বিদ্যালয়গণ-বিরচিত মহাভারতের বাঙ্গালা অম্বুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। ৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার অম্বুবাদ দুই ভাগে পরামর্শ মতে পণ্ডিতগণের সাহায্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ বাঙ্গালা অম্বুবাদ প্রকাশ করেন।

বাদীগণের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতব্য পথে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে ভারান্য তর্কব্যাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামধতি ভট্টারক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যালয়গণের সাহায্য করেন। বিদ্যালয়গণের যত্নে ৩ চেম্বার গবর্ণমেন্ট বিধবা-বিবাহ প্রচলনার্থ ১৮৫৬ সালের ৫ আইন লিপিবদ্ধ করিলেন। বিদ্যালয়গণের যত্নে একটা বিধবাবিবাহ সমাধা হইল। এই সময়ে বিদ্যালয়গণ সমাজের একটা বিশেষ হিতকর কার্যে মনোযোগ করেন। এদেশে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, এই তামসিক কার্যে হিন্দুসমাজের কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নিম্নরোজন। এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বিদ্যালয়গণ প্রাণপণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার’ নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দেশীয় প্রায় সমস্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও সম্রাট ব্যক্তিবর্গকে বহু বিবাহ রহিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলেন। এই কার্যে কখনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যালয়গণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন। তৎকালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার গবর্ণমেন্ট বহু বিবাহ রহিত করিবার আইন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যালয়গণ কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুল ইনস্পেক্টরের উচ্চপদ পরি ত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে আপন তত্ত্বাবধানে ও নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন নামে ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়গণের কর্তৃপক্ষ সাহেবগণ জাঁক করিয়া বলিতেন, যে বাঙ্গালীদের ইংরাজী কলেজ চালাইবার কমতা নাই। ইংরাজ ভিন্ন কলেজ চালান অসম্ভব। বিদ্যালয়গণ তাহাদের এই কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কলেজ ক্লাব খুলিলেন; এই কলেজ লইয়া ই সি বেলির সহিত অনেক কথা-বার্তা হয়। ই সি বেলি বলেন, “বিদ্যালয়গণ। কিরূপে নিজ কলেজ চালাইবেন? ইংরাজসাহায্য ভিন্ন ইংরাজী কলেজ চলিতে পারে না।” বিদ্যালয়গণ বলেন, তিনি আপন ছাত্রকে ইংরাজী-বিদ্যা শিখাইতে না পারিলেও পাস করাইতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয়। কলে তাহাই হইল। এখন ইহার যত্নে স্থাপিত সর্বশুদ্ধ ৫টা বিদ্যালয় ও একটা কলেজ চলিতেছে।

বিদ্যালয়গণের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সুগম ছিল

না, তখন বাঙ্গালা ভাষা এখনকার মত পরিচিৎ হয় নাই। সাধারণে বাহাতে সহজেই বাঙ্গালাভাষা লিখিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ইনি যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

| পুস্তকের নাম। | রচনাকাল। |
|-------------------------------------|--------------|
| বেঙ্গাল পবিত্রশক্তি | ১৮৪৭ বৃ: অব। |
| বাঙ্গালার ইতিহাস | ১৮৪৮ " |
| জীবনচরিত | ১৮৫০ " |
| বোধোদয় | ১৮৫১ " |
| উপক্রমণিকা ব্যাকরণ | ১৮৫২ " |
| বজ্রপাঠ (তিন ভাগ) | ঐ " |
| ব্যাকরণ কোম্পানী ১ম ভাগ | ১৮৫৩ " |
| ঐ ২য় ও ৩য় ভাগ | ১৮৫৪ " |
| শব্দতলা | ১৮৫৫ " |
| বিধবা-বিবাহ ১ম, | ১৮৫৬ " |
| ঐ ২য়, | ঐ " |
| বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ) | ঐ " |
| কথামালা | ঐ " |
| সংস্কৃত প্রস্তাব | ঐ " |
| চরিতাবলী | ১৮৫৭ " |
| মহাভারতের উপক্রমণিকা | ১৮৬০ " |
| সীতার বনবাস | ১৮৬২ " |
| ব্যাকরণ কোম্পানী ৪র্থ ভাগ | ১৮৬২ " |
| আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ | ১৮৬৪ " |
| ঐ ২য় ভাগ | ১৮৬৮ " |
| ঐ ৩য় ভাগ | ১৮৬৮ " |
| জাতিবিলাস | ১৮৭০ " |
| বহু বিবাহ (রহিত হওয়া উচিত কি না) | ১৮৭২ " |

বর্তমান বিখ্যাত বাঙ্গালা ভাষা বৈরাগ্য আকার ধারণ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরই তাহার আদি, ইনিই তাহার প্রবর্তক। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বর্তমান বঙ্গীয় অনেক লেখক নানা ছাঁদে লিখিয়া ভাষা লিখিতেছেন, তাহা বিদ্যানুযায়ী বলাকার করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-কল্পে যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কেবল তাহাই নয়। ইহার পরোপকারিতা ও দানশীলতা বঙ্গদেশের মহাদানবান্ হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত সকলই অবগত আছেন। ইনি দেশীয় বিপন্ন, দরিদ্র ও বিধবাবিগকে প্রতিমাসে অনেক টাকা দিয়া থাকেন। ইনি প্রকৃত্তে কিছু দান করেন না, ইহার দানকার্য্য শুণ্ডভাবেই সম্পন্ন হয়। ইনি ধনাঢ্য না হইলেও বাহাত্তর মন্বন্তরের সময়ে অল্প অর্থ বিতরণ করিয়া বৈরাগ্য বীরসিংহের দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করেন, তুলিলে চমকিত হইতে হয়, তাহাতে বিদ্যাসাগরের উদার-চরিত্রের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দানরূপিত্বের

সময়ে ইনি প্রায় ছয়মাস কাল বীরসিংহে প্রত্যহ লব্ধ ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গদীন দরিদ্র-বিগকে প্রায় দুই হাজার টাকার বজ্র দান করেন। ইহার এই দানশীলতা ও পরহঃখকাতরতা আপন মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। শুনা যায়, ইহার মাতা নাকি অতিশয় দানশীল ছিলেন, কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, যে কোন প্রকারে হউক দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন। সেই সদাশরী জননীর যেরূপ নানা গুণ ছিল, বিদ্যাসাগরে সেই সকল গুণ দেখা যায়। ইনি বলেন,—“দরিদ্রের দুঃখ কল্পনায় দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কল্পনায় বুঝিয়াছে।” বাস্তবিক দরিদ্রের দরিদ্রতা ও বিধবার দুঃখ দেখিলে নয়নজলে ইহার বক্ষ ভাসিয়া যায়, দুঃখীর দুঃখ যখন কাহারও নিকট বর্ণনা করেন, তখনও অশ্রু প্রাবিত হয়। এই ছত্র কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিও না। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। মুক্তকণ্ঠে বলিতে কি, এমন হৃদয়বান্ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইনি সামান্য রাখাল হইতে অতিবড় রাজা, সকলেরই বন্ধু। যে কেহ হউক, আপনাবি বিপদ বিদ্যাসাগরকে জানাইলে ইনি অর্থ দ্বারা, পরিশ্রম দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, অপর লোকের সাহায্য দ্বারা, অথবা যে কোন উপায়ে হউক, সাধ্য মতে সেই ব্যক্তির উপকার করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথের নিকটে কর্ম্মচর্চা নামে একটি স্থান আছে। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই স্থানে গিয়া বাস করেন। ইনি এখানকার সাঁওতালদিগকে বড়ই যত্ন করিয়া থাকেন। তাহারও ইহাকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করে।

ইহার হৃদয় ভক্তিময়, পিতামাতাকে ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিয়া থাকেন। পিতামাতাই ইহার আরাধ্য দেবতা। যখন কেহ ইহার কাছে পিতামাতার কথা উত্থাপন করেন, তখন দেখা গিয়াছে,—পুলকে, ভক্তিতে অথবা তাঁহাদের অদর্শন-নিবন্ধন দুঃখেতে এই মহাত্মার হৃদয় প্রোমোদিত হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলিতে কি, ইনি একজন শাস্ত্রবিদ্যাময়, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক এবং দেশহিতৈষী মহাপুরুষ। অধিক কি, ইনি বর্তমান বঙ্গসাহিত্য-জগতের পিতামহরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত সাতবর্ষ হইতে ইনি শীড়িত, যে ব্যক্তি বৈদ্যবাটী হইতে বীরসিংহ গ্রামে অনারসে হাঁটিয়া বাইতেন, এখন তিনি বাটীর বাহির হইতে কষ্ট বোধ করেন। এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে চিরজীবী করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে উপকৃত করুন।

ঈশ্বরভীর্ষ, সিংহগিরির শিব। শৃঙ্গগিরির শাক্তর সম্প্রদায়ের একজন ঈশ্বর।

ঈশ্বরভূ (স্রী) ঈশ্বর-ব [ঈশিতা দেব।]

ঈশ্বরনিবেশ (পুং) ৬৩৭। ঈশ্বরের নিবিষ্ট কার্য, অনিষ্টজনক কার্য।

ঈশ্বরদাস, ভোজ্যভিষারের পুত্র। সুহৃৎরক্ষাকর নামক লঙ্কাত গ্রন্থকার।

ঈশ্বরনিষ্ঠ (ত্রি) ঈশ্বরে নিষ্ঠা দৃঢ়তা বা তত্ত্ববিশ্বাস বহত্রী। ঈশ্বরপরায়ণ, ঈশ্বর বিষয়ে বাহ্যিক একান্ত ভক্তি।

ঈশ্বরপরায়ণ (ত্রি) ঈশ্বর এবং পরম সুখ্যঃ অরন্যঃ আশ্রয়ঃ যত বহত্রী। ঈশ্বরনিষ্ঠ, যে কেবল ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছে, ভক্ত।

ঈশ্বরপুরী, একজন সাধু। গয়াধামে ইহার কাছে চৈতন্য-দেব দীক্ষিত হন।

ঈশ্বরপূজক (ত্রি) ৬৩৭। ঈশ্বরের উপাসক।

ঈশ্বরপূজা (স্ত্রী) ৬৩৭। ভগবানের আরাধনা।

ঈশ্বরপ্রসাদ (পুং) ৬৩৭। ঈশ্বরের অমৃতগ্রহ।

ঈশ্বরবিভূতি (স্ত্রী) ৬৩৭। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, অংশ। সংসারের সর্বত্র ইহা বিরাজ করিতেছে। আত্মজ্ঞান ইহার প্রমাণ।

ঈশ্বরশর্মা, ব্যবহাসেতু নামক স্থতি গ্রন্থকার।

ঈশ্বরসম্মান (স্রী) ৬৩৭। ত্রিভূবন।

ঈশ্বরসাক্ষিন্ (পুং) ঈশ্বর এবং সাক্ষী কর্মধা। বৈদান্তিক মতসিদ্ধ মারাত্মক চৈতন্যবিশেষ। যথা, (“ঈশ্বরসাক্ষী তু মারোশহিতং চৈতন্যং তচ্চৈকং তদুপাধিতমারায় একত্বং।” বৈদান্তগরিভাষা।) মারা মারা আচ্ছাদিত চৈতন্যকে ঈশ্বরসাক্ষী বলে, কারণ ঈশ্বরের উপাধি নামান্তরবস্তুর, মারা ও তাদৃশ চৈতন্য একই পদার্থ।

ঈশ্বরসাধন (স্রী) ৬৩৭। ভগবৎপূজা।

ঈশ্বরভূমতি, পার্বতীপরিণয় নামক লঙ্কাত গ্রন্থরচয়িতা।

ঈশ্বরসেবা (স্ত্রী) ৬৩৭। ঈশ্বরের উপাসনা।

ঈশ্বরী (স্ত্রী) ঈশ্বরস্ত্রী ঈশ্বর-টাপ্। দুর্গা। (“উমা কাত্যায়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরী।” অমর। ১। ৩১।) “বিভক্ত মঙ্গলমহোবধিরীশ্বরীরা ত্রাতো রণপ্রতিসরণেণ পাণিঃ।” ভারবি।

ঈশ্বরানন্দ (পুং) ৬৩৭। ঈশ্বরের আনন্দ, লীলাখেলা।

ঈশ্বরী (স্ত্রী) অশ- (অশোভেরাওকর্মণি বসট্ চ। উণ ৫। ৭।) ইতি বসট্, চকারাৎ উপধারা ঈশ্ব, টিবাৎ ঙীপ্। ১। দুর্গা। ২। লক্ষ্মী। ৩। সরস্বতী। ৪। সকল প্রকার শক্তি।

৫। সিদ্ধিনী যক্ষ। ৬। বক্ষ্যাকর্কটকী যক্ষ। ৭। কজ্জলটা লতা।

৮। নাকুলীকন্দ। ৯। ঐশ্বর্য্যাবিত স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা (স্ত্রী) ৬৩৭। ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরোপাসনা (স্ত্রী) ৬৩৭। আরাধনা, ভগবানের পূজা।

ঈষ (তুদাং পরং সন্সেট্) ১। উষ্ণবৃত্তি, লোভা কুড়ান, জীবিকার্থ ধাতাদি খুটিয়া লওয়া। ঈষতি। (তুদাং আত্মং সন্সেট্।) ২। দান। ৩। দর্শন। ৪। গমন। ৫। হিংসা।

ঈষ (পুং) ঈষ-ক। ১। উত্তমমল্লুর পুত্র। ২। আশ্বিনমাস। (অমরটীকায় মথুরানাম।) -

ঈষৎ (অব্য) ঈষ-বাহ্ অতি। অল্প। কিঞ্চিৎ। মনাক্। সূক্ষ্ম। (কিঞ্চিদ্ভিন্নাগীষত্ব কিঞ্চন। হেম ৬। ১৭২।)

ঈষৎকর (পুং) ঈষৎ-ক-খল্। ১। অত্যল্প। ২। লেশ। ৩। অমুবদ্ধ। যাহা হইতে হইতে চলিয়া যায়। ৪। অল্প প্ররাসসাধ্য বস্তু। ৫। অল্পকারী, যিনি অল্পকার্য্যাদি করেন। (ঈষৎকরো-হুযচ্চে ত্রাৎ বলকারিণি চ ত্রিষু। শকাঙ্কি।) ৬। উপপদ। গন্ধ (ত্রিকাণ্ড।)

ঈষৎপাণ্ডু (ত্রি) ঈষৎ চান্দ্রো পাণ্ডুচ। ১। ধূসরবর্ণযুক্ত জল্যাদি। ধূলার রঙ। (ঈষৎপাণ্ডুত ধূসরঃ। অমর।)

ঈষদুষ্ণ (ত্রি) ঈষৎ চ তদুষ্ণৈকেতি কর্মধা। ১। অল্পতপ্ত। ২। ঈষদুষ্ণজল্যাদি। ঈষদুষ্ণের এই কএকটি পর্য্যায়—কোক, কবোক্ষ, মন্দোক্ষ, কদুষ্ণ।

ঈষদ্রক্ত (পুং) সমাস পূর্ববৎ। অত্যল্প রক্তবর্ণ, বাহার রক্তের ভাগ অল্প প্রকাশ পায় তাদৃশ বর্ণ, অব্যক্ত রাগ, অরুণ।

ঈষা (স্ত্রী) ঈষ-ক-টাপ্। ১। লাজলদণ্ড, লাজলের ঈষ। ২। রেখাদির দীর্ঘ দণ্ড, যে লম্বা কাঠে বোড়া প্রভৃতি হুড়িয়া দেয়। (ঈষা নীতে তদণ্ডপদ্ধতী। হেম ৩। ৫৫৫।) (“একেষং বিম্বতঃ প্রাক্ষমপত্তং।” ঋক্ ১০। ১৩৫। ৩।) রথ।

ঈষাদন্ত (পুং) ঈষা ইব দন্তোহন্ত বহত্রী। বড় দাঁতবিশিষ্ট হস্তী। (উদগ্রদন্তীষাদন্তঃ। হেম ৪। ২৮৯।)

ঈষাধার (পুং) ৬৩৭। লাজল, রথ প্রভৃতি।

ঈষিকা (স্ত্রী) ঈষ-ইক্ আপ্। ১। হস্তির নেত্রগোলক, হস্তির চক্কের গোলাকার পদার্থ, মণি। ২। তুলিকা, তুলী।

* ৩। একপ্রকার অস্ত্র। ৪। কাশতপ, খড়কে। (অমরে ইবীকা এইরূপ লিখিত আছে। গোবর্দ্ধন মতে ঈষিকা এইরূপ হইবে।) ৫। ঈষীকা তুলিকেষিকা। হেম ৩। ৫৮৪।) “শরৎ সময়মিব রোচমানিবীকং অয়মঙ্গলনামানং দ্বিরদবরমারোহুং কামরতি।”

ঈষিন্ন (পুং) ঈষ-কিরচ্ ইতি কেচিৎ। অধি। (উজ্জল-লভ হুযাদি শিথিয়াছেন।)

ঈষীকা (ঈ) [ঈষীকা দেখ।]

ঈষ (পুং) ঈষ (ইষুধীত্যাদি। উৎ ১।১৪৪।) ইতি মক্। ১ কামদেব। ২ বসন্ত ঈষ, বসন্ত (উজ্জলদন্ত ইত্যাদি লিখিয়া 'কেচিৎ ঈষ গভাকৃতি পঠতি' লিখিয়াছেন।)

ঈসপগোল (পারস্ত) একপ্রকার বীজ। বেনিয়ার দোকানে সর্বদাই পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় শীতল, যেহে প্রকৃতি নানাপ্রকার রোগের ঔষধ লাগে। [ইসপগোল দেখ।]

ঈহ (ভা° আত্ম° অক° সেট্) চেষ্টা, স্বপ্ন। লট্ ঈহতে। লিট্ ঈহাক্তে বহুব্ আস। লুঙ্ ঐহিষ্ট। ঐহিষ্য ঐহিত্যম্। গিচ্—ঐহিহৎ। (সুগ্রীবমৈজিহৎ। ভক্তি।) সম্ পূর্বকঃ সৰ্ব্বকঃ। (যজ্ঞকৰ্ম সমীহন্ত্যঃ ভবন্তঃ। রামায়ণ।)

ঈহ (ত্রি) ঈহ-ক। সকারক, চেষ্টাকারী।

ঈহা (ত্রি) ঈহ-ভাবে অ টাণ্। ১ উদ্যম। ২ বাহা, ইচ্ছা। ৩ চেষ্টা। (আশেচ্ছেহা তুই মনোরথঃ। হেম ৩।৯৪।) ("ইচ্ছয়া জায়তে কাম ঈহয়ার্থো বিবর্ততে।" রামায়ণ। ইচ্ছায় কামনা জন্মে, চেষ্টায় ধন বাড়ে।)

ঈহামুগ (পুং) ঈহামুগঃ শাকতৎ। ১ নেকড়ে বাঘ। ঈহামুগের এই কএকটা পর্যায়—কোক, বুক, অরণ্যখা, বনকুকুর।

ইহাদের আকৃতি ঠিক কুকুরের মত, বর্ণ শীতল অথচ নীল, অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ। ইহারা হরিণ প্রকৃতি মারিতে পারে। ২ রূপক নাটকবিশেষ। নারক যুগের জ্ঞান নারিকা গুহ্মিহা লয়, এজন্য ঈহামুগ নাম হইয়াছে। ঈহামুগ নাটক চারিটা অঙ্কবিশিষ্ট। ইহাতে প্রেমিক ও অপ্রেমিক উভয় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হয়। ইহাতে মহুবা অথবা দেবতা নারক ও প্রেতিনারক উভয় হইতে পারে। নারক গুণভাবে নারিকা অবেষণ করে। নারক মহুবা ও নারিকা দেবতা। নারক উচ্চতত্ত্বগুরু ও নারিকা কুলা হইবে। বলাৎকার বা ছলনাদি দ্বারাও নারিকা সংগ্রহ হয়। কিছু কিছু শূদ্রার রস থাকা আবশ্যক, প্রতিনারকের ক্রোধ জন্মাইয়া বা কোন কার্য্যছলে নিবৃত্ত করিবে। ইহাতে মহাত্মা বধ্য হইলে বধ বর্ণনীয়। একাঙ্কে দেব বিষয় থাকে। দিব্যাছেতু বুদ্ধ বর্ণনীয়। এ ছাড়া অল্প দুটা নারক থাকিবে।

ঈহারুক (পুং) [ঈহামুগ দেখ।]

ঈহিত (ত্রি) ঈহ-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ অপেক্ষিত। ভাবে ক্ত। ৩ উদ্যোগ। ৪ চরিত।

উ

উ (হ্রস্ব উকার) স্বরবর্ণ মধ্যে পঞ্চমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। "ওষ্ঠকাবুপু"। (শিকা।) হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ এবং পবর্ন ওষ্ঠজাত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, দ্রুত, উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত্ত ভেদে নয় প্রকার, আবার অমুনাসিক ও অনমুনাসিক ভেদে আঠার প্রকার। উকার স্বরং কুণ্ডলিনী। বর্ণ টাপাফুলের মত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় ও চর্বতুর্গফলদায়ক। (কামদেহু তত্ত্ব।)

লিখিবার সিরস—উর্দ্ধ, অধো ও মধ্যস্থানে বামদিগ্গামি তিনটা কুজরেখা থাকিবে। ঐ রেখাতে অগ্নি বায়ু ইজ্র বায়ু করেন। মাত্রায় শক্তি থাকেন (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব।) মাতৃকাত্তানে ইহার স্থান দক্ষিণকর্ণ। ইহার এই কএকটা নাম—শঙ্কর, বজ্রলাকী, ভূত, কল্যাণ, অমরেশ, দক্ষকর্ণ, বজ্রবজ্র, মোহন, শিব, উগ্র, প্রজ্ঞ, ধৃতি, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, মহেশ্বর, পঞ্চর, চটিকা, পুষ্টি, পঞ্চমী, বহির্বাসিনী, কাময়, কামনা, ঈশ, মোহিনী, বিরহৎ, মহী, উচ্চ, কুটিল, প্রোজ, পারদীপী, বুধ, হয়।

"অমরেশ স্তথা বিষ্ণুর্দক্ষিকাচগজাকুশঃ।

দক্ষকর্ণস্ত বিজয় ওকারো মন্থথাতিথঃ॥" মাতৃকাকোষ।

১ অমরেশ। ২ বিষ্ণু। ৩ ঈজ্র। ৪ কাচ। ৫ গজাকুশ।

৬ দক্ষিণ কর্ণ। ৭ বিজয়। ৮ মন্থথ।

উ (ভা° আত্ম° অক° অনিট্) শক্। লট্ অবতে। লিট্-উবে। লুঙ্-ওষ্ঠ।

উ (অব্য) উ-কিপ্ ভুগভাবঃ। ১ সম্বোধন। ২ কোপপ্রকাশ। ৩ অমুকম্পা, দয়া। ৪ নিয়োগ, অমুমতি। ৫ পদপূরণ, বাক্য-পূরণ। ৬ কোপযুক্ত কথা। ৭ অলীকার। ৮ প্রের। ৯ বিতর্ক। ১০ বিমর্শ। ১১ বিক্রম। ১২ সম্ভাবনা। (উ সম্বোধন রোবোক্তোরমুকম্পা নিয়োগযোঃ। পদস্ত পূরণে পাদপূরণে হপি চ দৃশ্যতে ॥ মেদিনী।)

(দ্বিরঃ সত্যতঃ উ মে পুংস আহঃ। ঈক্ ১।১৬৪।১৬।)

উ-য়ের একাচ্ প্রযুক্ত প্রগৃহ হয়, তজ্জন্ত সন্ধি হয় না। উ উভিষ্ট। উ উদাপতে। (উমেতি মাত্রা তপসো নিবিদ্ধা। কুমার। ১।২৬।)

উ (পুং) অভ-ভূ। ১ শিব। ২ জ্ঞান। (উ পুমান্ত শঙ্করে জ্ঞানে। শঙ্কাজি।)

ঈষীকা (ঈ) [ঈষীকা দেখ।]

ঈশ্ব (পুং) ঈষ (ইবুধীত্যাদি। উৎ ১।১৪৪।) ইতি মক্। ১ কামদেব। ২ বসন্ত ঈশ্ব, বসন্ত (উজ্জলদন্ত ইত্যাদি লিখিয়া 'কেচিৎ ঈশ্ব গভাকৃতি পঠতি' লিখিয়াছেন।)

ঈসপগোল (পারস্ত) একপ্রকার বীজ। বেনিয়ার দোকানে সর্বদাই পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় শীতল, যেহে প্রকৃতি নানাপ্রকার রোগের ঔষধ লাগে। [ইসপগোল দেখ।]

ঈহ (ভা° আত্ম° অক° সেট্) চেষ্টা, স্বপ্ন। লট্ ঈহতে। লিট্ ঈহাক্কে বহুব্ আস। লুঙ্ ঐহিষ্ট। ঐহিষ্য ঐহিচ্যম্। গিচ্—ঐহিহৎ। (সুগ্রীবমৈজিহৎ। ভক্তি।) সম্ পূর্বকঃ সৰ্ব্বকঃ। (যজ্ঞকৰ্ম সমীহন্ত্যঃ ভবন্তঃ। রামায়ণ।)

ঈহ (ত্রি) ঈহ-ক্। সঞ্চারক, চেষ্টাকারী।

ঈহা (ত্রি) ঈহ-ভাবে অ টাণ্। ১ উদ্যম। ২ বাহা, ইচ্ছা। ৩ চেষ্টা। (আশেচ্ছো তুই মনোরথঃ। হেম ৩।২৪।) ("ইচ্ছয়া জায়তে কাম ঈহয়ার্থো বিবৰ্দ্ধতে।" রামায়ণ। ইচ্ছায় কামনা জন্মে, চেষ্টায় ধন বাড়ে।)

ঈহামুগ (পুং) ঈহামুগঃ শাকতৎ। ১ নেকড়ে বাঘ। ঈহামুগের এই কএকটা পর্যায়—কোক, বুক, অরণ্যখা, বনকুকুর।

ইহাদের আকৃতি ঠিক কুকুরের মত, বর্ণ শীতল অথচ নীল, অর্থাৎ পিজল বর্ণ। ইহারা হরিণ প্রকৃতি মারিতে পারে। ২ রূপক নাটকবিশেষ। নারক যুগের জ্ঞান নারিকা গুজিয়া লয়, এজন্য ঈহামুগ নাম হইয়াছে। ঈহামুগ নাটক চারিটা অঙ্কবিশিষ্ট। ইহাতে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ উভয় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হয়। ইহাতে মহুবা অথবা দেবতা নারক ও প্রতিনারক উভয় হইতে পারে। নারক গুণভাবে নারিকা অবেষণ করে। নারক মহুবা ও নারিকা দেবতা। নারক উচ্চতত্ত্বগুরু ও নারিকা কুলা হইবে। বলাৎকার বা ছলনাদি দ্বারাও নারিকা সংগ্রহ হয়। কিছু কিছু শূদ্রার রস থাকা আবশ্যক, প্রতিনারকের ক্রোধ জন্মাইয়া বা কোন কার্য্যছলে নিবৃত্ত করিবে। ইহাতে মহাত্মা বধ্য হইলে বধ বর্ণনীয়। একাঙ্কে দেব বিষয় থাকে। দিব্যাছেতু বুদ্ধ বর্ণনীয়। এ ছাড়া অল্প দুটা নারক থাকিবে।

ঈহারুক (পুং) [ঈহামুগ দেখ।]

ঈহিত (ত্রি) ঈহ-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ অপেক্ষিত। ভাবে ক্ত। ৩ উদ্যোগ। ৪ চরিত।

উ

উ (হ্রস্ব উকার) স্বরবর্ণ মধ্যে পঞ্চমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। "ওষ্ঠদ্বাবু"। (শিকা।) হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ এবং পবর্ন ওষ্ঠজাত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, দ্রুত, উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত্ত ভেদে নয় প্রকার, আবার অমুনাসিক ও অনমুনাসিক ভেদে আঠার প্রকার। উকার স্বরং কুণ্ডলিনী। বর্ণ টাপাফুলের মত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় ও চর্বতুর্গফলদায়ক। (কামদেহু তত্ত্ব।)

লিখিবার সিরস—উর্দ্ধ, অধো ও মধ্যস্থানে বাসদিগ্গামি তিনটা কুজরেখা থাকিবে। ঐ রেখাতে অগ্নি বায়ু ইজ্র বাস করেন। মাত্রায় শক্তি থাকেন (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব।) মাতৃকাত্তানে ইহার স্থান দক্ষিণকর্ণ। ইহার এই কএকটা নাম—শঙ্কর, বজ্রলাকী, ভূত, কল্যাণ, অমরেশ, দক্ষকর্ণ, বজ্রবজ্র, মোহন, শিব, উগ্র, প্রজ্ঞ, ধৃতি, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, মহেশ্বর, পঞ্চর, চটিকা, পুষ্টি, পঞ্চমী, বহির্বাসিনী, কাময়, কামনা, ঈশ, মোহিনী, বিরহৎ, মহী, উচ্চ, কুটিল, প্রোজ, পারদীপী, বুধ, হয়।

"অমরেশ স্তথা বিষ্ণুর্দক্ষিকাচগজাকুশঃ।

দক্ষকর্ণস্ত বিজয় ওকারো মন্থথাতিথঃ॥" মাতৃকাকোষ।

১ অমরেশ। ২ বিষ্ণু। ৩ ঈজ্র। ৪ কাচ। ৫ গজাকুশ।

৬ দক্ষিণ কর্ণ। ৭ বিজয়। ৮ মন্থথ।

উ (ভা° আত্ম° অক° অনিট্) শক্। লট্ অবতে। লিট্-উবে। লুঙ্-ওষ্ঠ।

উ (অব্য) উ-কিপ্ ভুগভাবঃ। ১ সম্বোধন। ২ কোপপ্রকাশ। ৩ অমুকম্পা, দয়া। ৪ নিয়োগ, অমুমতি। ৫ পদপূরণ, বাক্য-পূরণ। ৬ কোপযুক্ত কথা। ৭ অলীকার। ৮ প্রের। ৯ বিতর্ক। ১০ বিমর্শ। ১১ বিকল্প। ১২ সম্ভাবনা। (উ সম্বোধন রোবোক্তোরমুকম্পা নিয়োগযোঃ। পদস্ত পূরণে পাদপূরণে হপি চ দৃশ্যতে ॥ মেদিনী।)

(দ্বিরঃ সত্যতঃ উ মে পুংস আহঃ। ঈক্ ১।১৬৪।১৬।)

উ-য়ের একাচ্ প্রযুক্ত প্রগৃহ হয়, তজ্জন্ত সন্ধি হয় না। উ উভিষ্ট। উ উদাপতে। (উমেতি মাত্রা তপসো নিবিদ্ধা। কুমার। ১।২৬।)

উ (পুং) অভ-ভূ। ১ শিব। ২ জ্ঞান। (উ পুমান্ত শঙ্করে জ্ঞানে। শঙ্কাজি।)

উঃ (অব্য) কোথস্থচক। হুঃস্থচক।

উঁআচুঁআ (দেশজ) রাধিবান কালে চুঁইয়া যাওয়া।

উঁচ (উচ্চ শব্দের অপভ্রংশ।)

উঁচু, উপরিভাগ।

উঁচকপালীয়া (দেশজ) বাহার কপাল উঁচ। কেহ কেহ 'উঁচকপালে' বলে।

উঁচন (দেশজ) উঠান, তোলা, উত্তোলন, উত্থাপন।

উঁচনীচ (উচ্চনীচ শব্দের অপভ্রংশ।) অসমান, আবৃদ্ধাবৃদ্ধ।

উঁচল (দেশজ) চাগল, ঝড়ল, তৃণাদি উড়াইয়া ধাক্কা দি একত্র করা।

উঁচলাইতে (দেশজ) উড়াইয়া ফেলিতে।

উঁচলান (দেশজ) উড়ান, উঠান, উছান।

উঁচা (দেশজ, উচ্চশব্দের অপভ্রংশ?) ১ নিকট।

উঁচান (দেশজ) উঠিয়া কেলান। তোলা।

উঁছাউঁছি (দেশজ) উঠাউঠি, রোকারকি, পরস্পর বিবাদ।

উঁছান (দেশজ) উঠাইয়া ফেলা, উছন্ন। ২ তোলা। যেমন কাহাকে মারিবান লজ্জা লাগি উঁছান।

উঁছোট (দেশজ) ঠোঁটের লাগা, পাদাঙ্গুলিতে আবাত লাগা।

উঁধিপোকা (গ্রাম্য) উইপোকা। [উই দেখ।]

উঁহ (সর্বনাম) উনি। যেমন, "উঁহায়ে বলিলাম।"

উঁহু (অব্য) অসম্ভবস্থচক, না।

উই (দেশজ) এক প্রকার পিপীলিকা, উইপোকা, (Termes bellicosus) পিপীলিকা জাতি হইতে স্বতন্ত্র। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটের জায় ডিঘ হইতে নির্গত হইবার পূর্বে এবং পরে প্রথমাবস্থায় ইহাদের কোন প্রকার পারীক্ষিক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল ছানা বেলায় চক্ষু উঠে না ও পক্ষ হয় না। উইপোকা পৃথিবীর নানা স্থানে বাস করে, তন্মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু অধিক। ইহাদের মাথা গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়। ছুইটা প্রধান চক্ষু ব্যতীত, দেহের উপরিভাগে আরো তিনটি চক্ষু থাকে। ইহাদের মাথা হইতে পেটের উপর পর্যন্ত স্পর্শজিহ্বা ১৮ গাঁইটে বিভক্ত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উইপোকায় বড় উৎপাত। ইহার সহস্র সহস্র একত্রে দল বাধিয়া থাকে। এই দল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; জী, পুরুষ ও নপুংসক। নপুংসকের ডানা উঠে না, কিন্তু তাহারা অপরের অপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। নপুংসকেরাই সমস্ত কার্য করে ও অপর সকলকে রক্ষা করে। ইহার সরিষা প্রমাণ মাটি আনিয়া ক্রমে ক্রমে পর্কতাকার করে। উপরে মাটি ঢাকা থাকে, ভিতরে ছন্দর ছন্দর বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসা কোন অসত্য জাতির বাসা বলিয়া

বোধ হয়। বাসার এত কারিকুরি থাকে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বাসার মধ্যস্থলে উইপোকায় রাজা ও রাণী থাকে। রাজা ও রাণী অপরগুলি অপেক্ষা অধিক বড়। এই পোকা নিম্নোক্ত হট্টেট জাতির বড় প্রিয়। তাহারা ইহাদের বাসার চূর্ণ অথবা বিষ দিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করে। কেহ কেহ উই ধরিয়া খায়। নূতন মেঘ হইলে উই উড়িয়া উপরে উঠে। তখন পাখিরা ধরিয়া খায়। একজ্ঞ চলিত কথায় বলে "উইপোকায় পাখীনা উঠে মরিবার তরে।" ইহাদের পেটে তিক্ত রসের সত্ত একপ্রকার পদার্থ থাকে, টিপিলে বাহির হয়।

উইপোত (দেশজ) উয়ের চিপি। বকীক। [বকীক দেখ।]

উক (উচ্চশব্দের অপভ্রংশ) ১ উকাপিণ্ড। ২ অগ্নিস্থলিঙ্গ। ৩ অস্ত্রবিশেষ। [উথ দেখ।]

উকঞ্চি, এক প্রকার গাছ (Ageratum cordifolium)

উকট (উৎকট শব্দের অপভ্রংশ) উৎকট; কঠিন। অতিশয়।

উকনাহ (পুং) পীতরক্ত মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট ঘোটক, কাল ও রক্তবর্ণ ঘোড়া। (উকনাহস্ত পুংস্তয়স্। পীতরক্ত-তুরকে ভ্রাতৃ। শকাব্দ।)

উকলক্ষেত্র, বদায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত সোরণের প্রাচীন নাম।

উথ(ক)মণ্ডল, গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম ভূভাগ। মহাভারতাক্ত 'অনুপ' নামক দেশ। [আর্য্যাবর্ত্ত মানচিত্রে অনুপ দেখ।] অরাসন্ধের উৎপাতে শ্রীকৃষ্ণ এইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। (Burgess, Arch. Sur. of Western India, Vol. I. p. 180; Indian Antiquary I. 234.)

পিণ্ডারক, হারকা প্রভৃতি প্রাচীন তীর্থস্থান এই ভূভাগের মধ্যে।

এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে,—"কৃষ্ণ ওক নামক অশুরকে এইখানে বিনাশ করেন, সেই অশুরের নামানুসারে ইহার নাম ওকমণ্ডল হইয়াছে।" এই ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই জলময় ও অধিক নাবাল। এখানে ৫টা হ্রগ ও ২৭২৮টা গ্রাম আছে। তন্মধ্যে বট, পসিতা, ভূবল, হারকা, ধলী প্রভৃতি কএকটা স্থানই প্রধান। বটগ্রামটা বীপাকার। পুরাণাদিতে বটবীপ নামে উক্ত হইয়াছে। এখানেও প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে।

প্রাচীনকাল হইতে উকমণ্ডল জলদস্যুদিগের আবাস বলিয়া বিখ্যাত। এখানকার অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই দস্যুত্বের দ্বারা জীবিকানির্ভর করিত। বিশেষতঃ এই স্থানে অসংখ্য নদী, নালা ও গিরিপথ থাকায় দস্যুদিগের

বিশেষ স্থিতি। তাহার। বারকেবরের (রশোড়জীর) নাম করিয়া ডাকাইতী করিতে বাহির হয়, যে দিন বাহা লাভ করে, তাহা হইতে কিছু বারকেবরের পুজার ভৃত্য রাখে। ১০৫৪ খৃঃ অব্দে হিরোল ও চোবার রাজপুতেরা উকমণ্ডল আগ করিয়া লয়। তৎপরে মাড়োবারের রাঠোর রাজপুতেরা আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিকার করে।

১৮০৩, ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এখানকার সম্রাটগণ ইংরাজদিগকে ক্রমান্বয়ে তিনবার তাড়াইয়া দেয়। তৎপরে কর্ণেল লিন্‌কন টানহোপ অনেক বয়েস পর, বটম্পের বধাইল সামন্ত সংগ্রামসিংহকে হস্তগত করেন।

এখানকার বাঘের ও বধাইলরাই প্রসিদ্ধ ডাকাইত। কচ্ছরাজবংশীর কোন সামন্তের ওরসে নীচজাতীয় কস্তার গর্ভে বাঘের জাতির উৎপত্তি। বাঘেরগণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের সহিত আরব, সিদ্ধ, বেলুচিস্তান ও হিল্লাজের বণিকদিগের সংঘর্ষ দৃষ্ট হয়।

উকমণ্ডলের মাটা রাজা। এখানে জোয়ারা ও বজরা উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে একজাতীয় নিকট অশ্বতর পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে কীরিকা ও বাবুল গাছই অধিক জন্মে। এখানকার প্রাণাড়ে লোহা পাওয়া যায়।

উকড়ী (গ্রাম্য) অসভ্য জীলোকের কপালে যে ক্ষত করিয়া দাগ করে সেই দাগ। উল্কা।

উকমনা (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

উকা (উকা শব্দের অপভ্রংশ) [উথ দেখ।]

উকার (পুং) উত্তরপার্শ্বে কার। [উ দেখ।] ১ মহেশ্বর। (অকারকাপ্যকারক অকারক প্রাপ্তিঃ। বেদভ্রান্তিরহত্ভূত্বঃ অনিতীতি চ॥ মম্ব ৪। ৭৬।) ব্রহ্মা বেদ হইতে ওকারের অবয়ব স্বরূপ আকার, উকার, মকার এবং ভুলোক, ভুবলোক ও স্বলোক প্রকাশ করেন।

উকি (দেশজ) ১ গোপনে থাকিয়া দেখা। (উকলীর শব্দের অপভ্রংশ) ২ উদগার। হৃদি।

উকি-উঠন (দেশজ) টেকুর তোলা।

উকিঝকি (দেশজ) এদিক ওদিক চাওয়া। দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

উকীল (আরব্য) ব্যবহারজীব।

উকীলী (আরব্য) উকীলসম্বন্ধীয়।

উকুণ (উকুণ শব্দের অপভ্রংশ)। কেশকীট। উৎকৃণের এই কএকটি সংস্কৃত পর্যায়—মৎকুণ, কোলকুণ, উৎকুণ, উদংগ, কটিত (মৎকুণ্ড কোলকুণ উদংগঃ কটিভোৎকুণৌ। হেম ৫। ২৭৫।) (Anoplus)। এই পোকা প্রায় ৫০০ প্রকার। তন্মধ্যে বহুব্যয় দেখে প্রধানতঃ দুইপ্রকার দেখা যায়—এক-

প্রকার মাথার (Pediculus capitis), আর একপ্রকার শরীরে (Pediculus vestimenti) জন্মে। কোন কোন স্থলে পীড়িত ব্যক্তির চর্মমধ্যে আর এক জাতীয় (P. tabescens-tium) দেখা যায়, ইহারাই বড় ভয়ানক, এই পোকা জন্মিলে অনেক স্থলে রোগীয় প্রাণসংশয় হয়। মাথারপতঃ এই পোকা পতপক্ষীতেও অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাদের দেহের আয়তন চেন্টা। ১১।১২টা খাঁজ থাকে। তন্মধ্যে ডাঁড়ের ৩টা অংশ। প্রত্যেকের ২টা পা, স্পর্শজিহ্বে ৫টা গাঁইট। মাথার দুই ধারে এক বা দুইটা করিয়া ক্ষুদ্র চক্ষু। ইহাদের দুইটা হল থাকে, এই হলের দ্বারা পতপক্ষীর চুলে বা পালকে বেড়াইয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে ঐ হল ফুটাইয়া ঠোঁট দিয়া পতপক্ষীর রক্ত চুষিয়া খায়। শিশুদিগের মাথায়ই প্রায় উকুণ জন্মে। ইহার। চুলের উপর বিন্দু বিন্দু ডিম পাড়ে, ৮ দিন তা দিলেই ডিম কোটে, একমাসের মধ্যেই বড় হইয়া উঠে। শরীরে যে উকুণ হয়, তাহাদের জীজাতি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬৭ শত ডিম ফুটাইয়া ছানা বাহির করে।

চক্ষুর পাতায় একজাতীয় উকুণ জন্মে, (ইহার। কখন মাথার চুলে জন্মে না।) ইহার।ও বড় অনিষ্টকর। বাদরের লোমে একপ্রকার উকুণ জন্মে, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহার। কখন কখন সিদ্ধ-ঘোটকের গায়েও দৃষ্ট হয়।

উকুনচাঁদা (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

উকুনীয় পোকা, এক জাতীয় ক্ষুদ্র কীট। এই পোকায় স্পর্শজিহ্বে ৮টা গ্রন্থি থাকে। মাথার গ্রন্থি অপেক্ষাকৃত বড়। ঠোঁটটি কিছু লম্বা ও নীচের দিকে বাকা ও পা ছোট হয়। এই পোকা শতক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার। শতের অনিষ্ট করে।

এই পোকা ঘব অথবা গমে হল ফুটাইয়া তন্মধ্যে গর্ত করে, এই গর্তে ডিম পাড়ে। ক্রমে ডিম ফুটিয়া ছানা হয়, ঐ ছানাগুলি শতের সমস্ত শাঁস খাইয়া কেবল ত্বব আত্ম রাখে। এই জাতীয় আর একপ্রকার পোকা ধান্য মধ্যে ঐরূপে ডিম পাড়ে, তাহাতে ধানের ক্ষতি হয়। ইহাদের দেখিতে রক্তবর্ণ।

আমেরিকায় এক জাতীয় উকুনীয় পোকা আছে, ইহার। শিশুকালেই প্রায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বড় হয়। ইহাদের দেখিতে মিস্ কাল; কেহ কেহ এই ছানা খায়।

উকুনবাড়ি (দেশজ) ধান হইতে ছোট ছোট খড় ও ময়লা বাড়িয়া বাহিয়া লইবার লাঠি।

উকরিকা (জী) মিঠার বিশেষ। (দিব্যাবদান ৫০০।২৩।)

উকরী (দেশজ) বায়বিশেষ।

উকলী [উকরী দেখ।]

উদ্ভ: (বি): উদ্ভ-জন্ম। > মিত, শোচনীয়। ধোত।
 ২. সৌন্দর্য।

উকল (স্রী) উক-ভাবে লুই। সেটন, সেক। 'প্রোকল, তক, বোতা। (বসিষ্ট মন্ত্রোক্তকণ্য প্রজাবাৎ। ময়। ৫। ২৭। ৩। উকল-সেটন মন্ত্র। শকাব্দ।)

উকতর (পুং) উক (বৎসোক্তাবর্তেভ্যন্ত তদ্বৎ। পা। ৫। ৩। ১১) ইতি টরট। ছোট বৃষ, বাহারা তার বহিতে শিখে নাই। মহাবৃষ। (মহোক্ত: ভাহুকতরঃ। হেম ৪। ৩২৪।)

উকতরী (স্রী) উকতর-ডীপ। ১ বাছুর। ২ বৃদ্ধনবী। বৃদ্ধোগাই।

উক্কা [ন] (পুং) উক-খন্ (খন্উকনিভ্যাদি। উণ্ ১। ১৫৮) ইতি কনিন্। ১ বৃষ, বাঁড়, বলদ। ২ ঋষত নামক ওষধি। (উক্কা তত্রো বসীবর্দ ঋষতো বৃষঃ। অমর বৈজ্ঞ ৪২।) (ত্রি) সেটক। ("উক্কা মহুত্রো অরব্যঃ সুপর্ণঃ।" ঋক্ ৫। ৪৭। ৩।)

উক্কাল (ত্রি) ১ ঘরিত। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ করাল, দস্তর। ৪ উৎকট। (পুং) ৫ বানর (উক্কালঘরিতে শ্রেষ্ঠ করালোৎকটরোরপি, বাচ্যলিঙ্গে বানরে চ পুমানেন নিগদ্যতে। শকাব্দ।)

উক্কিত (ত্রি) উক-ক। ১ সিক্ত, জল দ্বারা ধোত। ২ লিপ্ত। উথ (ভা° পর° সন্° সেট।) গমন। লুট ওষতি। লিট উবোধ, উথত্ উথাককার। লুঙ্ ওষীৎ। (উথ, উঙথ, উংথ, উথি একরূপ কার্য হইবে।) লুঙ্ ওষিয়াৎ।

উথ (ত্রি) উথ-ক। গমনকারী।

উথ (দেশজ) কর্মকারের ঘরী, বাহা দ্বারা ছুরী কাটি প্রভৃতি বসিরা ধার করে, তাদৃশ অস্ত্র।

উথ (ত্রি) উৎ-ক-উ-নিপাৎ তৎলোপঃ। বাহারা উর্দ্ধদিকে খনন করে, কেচো প্রভৃতি।

উথড় (উৎখাতি শব্দের অপভ্রংশ) বঙ্গদেশের কুলীনদের কুলদোষ বিশেষ।

উথড়া (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

উথড়াকুথড়া (দেশজ) উকাখুকা, অসমান।

উথড়ী (দেশজ) ১ নারিকেলের মালা প্রভৃতি ও শলা দ্বারা নির্মিত একপ্রকার হাতা। দেশবিশেষে উথাকে 'ওঙঙ' বলে। ২ কোথাও কোথাও কপালাদিতে চিহ্নিত দাগকে উথড়ী বলে।

উথরা (দেশজ, উৎখত শব্দের অপভ্রংশ।) ১ বৃক্ষ।

উথর্বল (পুং) পুথো°। একপ্রকার তৃণ। উথল, তুরি-পত্র, তৃণোত্তর, স্তূর্ণ। ইহা ভক্ষণে পণ্ডপণের রুচি বৃদ্ধি, বল এবং শারীরিক দৃষ্টিসাধন হয়।

উথল (পুং) তুরিণত তৃণ। [উথর্বল দেখ।]

উথা (স্রী) উথ-ক-টাপ। ১ হাড়ী। পাকপাত্র। ২ উনান, চুলা। (হালুখা পিঠরঃ কুণ্ডঃ। হেম ৪। ৮৫।)

উথুলী (দেশজ) উথুল।

উথ্য (ত্রি) উথার্যঃ সংকৃতং উথ-বৎ। হালীপকমাংসাদি। (পুণ্যবৃথাক হোমবান্। ভট্ট। ৪। ১।) উথ্যের নামান্তর পৈঠর (উথ্যঃ কু পৈঠরম্। অমর, বৈজ্ঞ ৪৫।) "উথ্যান্ হত্বেকু বিজ্ঞতঃ।" অথর্ব ৪। ১৪। ২।

উগরগ (উল্লীরণ শব্দ) বমন, ভাকার।

উগরগ (উল্লীরণ শব্দ) বমী করান।

উগান (উল্লম্বন শব্দের অপভ্রংশ) কোন কিছু উঠা।

উগ্র (পুং) উচ্যতি ক্রোধেন সখ্যতে অর্থাৎ বসি সর্করাই ক্রোধযুক্ত। উচ্ (মিসন)—(ঋজ্জোঃপ্রবজ্জবিগ্রুত্চুত্চক্কর-পুত্তজোঃপ্রভেরমেরত্তকত্তক্কোরবক্কেরামালাঃ। উণ্ ২। ২৮ এই স্ত্রোহসারে রক্ ও নিপাতনে চ স্থানে প হইল।) ১ শিব। শিবের বায়ুমূর্তি। ২ রাজবিশেষ। ৩ কজিরের বীর্ঘ্য শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন জাতিবিশেষ, বাহাকে আঙরি কহে। ("কজিয়াৎ শূত্রকজায়াং ক্রুরাচারবিহারবান্। কত্রশূত্রবপুর্জন্তক্কো নাম প্রজারতে ॥ ময় ১০। ১) ইহা-দিগের কার্য গর্তস্থিত গোধা (সর্পবিশেষ) প্রভৃতির বধ ও বন্ধন। (কত্রুগ্রপুত্রগানাত্ বিলোকো বধবন্ধনম্।) ৪ পূর্বকান্তনী, পূর্বাঘাটা, পূর্বতাজপদ, মধা ও তরঙ্গী নক্ষত্র। ৫ শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ৬ কেরল দেশ। ৭ অনাসখ্যাত দানব-বিশেষ (বেগবান্ কেতুমাহুগ্রঃ সোঃপ্রব্যগ্রোমহাহুঃ। হরিবংশ ৩৬৩ অঃ)। ৮ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত আদি ১১৭ অধ্যায়)। ৯ নরেন্দ্রাদিত্য নামক কন্দীররাজের গুরু। ১০ বিষ্ণু। (ভারত অম্ব ১৪৯ অধ্যায়)। (ত্রি) ১১ উৎকট (উগ্রঃ শূত্রাত্তে কজাৎ কজে পুংসি জিবৃৎকটে। মেদিনী)। ১২ যে বাট প্রভৃতি ধারণ করে। ১৩ যে অতিশয় দারুণ কার্য করে ("চিকিৎসকত্ স্ফুরো ক্রুরভোচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ। উগ্রাঃ হতিকারক পর্যাচাত্তমনির্দিশম্ ॥" ময় ৪। ২১২। এই শ্লোকের টীকার "উগ্রো দারুণকর্মী" এইরূপ ব্যাখ্যাত আছে।) ১৪ (স্রী) বৎসনাত নামক বিহ। (স্রী) ১৫ বচ। ১৬ ধনিরা। ১৭ জোরান। ১৮ ভীষ্মবীর্ঘ্য বন্ধ। (স্রী) ১৯ যোগিনী বিশেষ। (ত্রি) ২০ উৎকট। ২১ দীর্ঘ। উগ্র, ১ পৈষসস্ত্রদ্বার বিশেষ, ইহার বাহতে ভষক ধারণ করে। ২ ভীষ বিশেষ। "উগ্রঃ কনখলকৈব কেদারঃ ভৈরবস্তথা।" রেবতপ্তে ২ অঃ। উগ্রক (ত্রি) উগ্র-সংজ্ঞার্য কন্ প্রত্যয়ঃ। ১ বলবান্। (পুং) ২ দাগবিশেষ (ভারত আদি ৩৫ অধ্যায়)।

উগ্রকর্মান (জি) উগ্র কৰ্ম বস্ত বহত্রী। ১ হিংস্রভাব
পত্ত প্রভৃতি। ২ প্রাণিহিংসাকারী। ৩ বল।

উগ্রকাণ্ড (পুং) উগ্র: কাণ্ডো বস্ত বহত্রী। করেলা।

উগ্রগন্ধ (স্ত্রী) উগ্রো গন্ধো যস্ত বহত্রী। ১ হিঙ্গু, হিঙ
(পুং) ২ রসুন। ৩ কটফল। ৪ অর্জক বৃক্ষ। ৫ চম্পক।
(জি) ৬ উৎকট গন্ধবৃক্ষ। ৭ (স্ত্রীয়াং টাপ্) অজমোদা,
জোরান। ৮ বচ। ৯ হিকিকৌষধি। ("উগ্রগন্ধাজমোদায়াং
বচায়াং হিকিকৌষধৌ।" মেদিনী)।

উগ্রচণ্ডা (স্ত্রী) উগ্রা চণ্ডা কোপনা স্ত্রী কৰ্মধা। ১ ভগবতীর
মূর্তি বিশেষ। এই মূর্তির প্রাচুর্য্য বখা—আশ্বিন মাসের কৃক
পক্ষের নবমীতিথিতে কোটি যোগিনীর সহিত অষ্টভুজামূর্তি
আবির্ভূতা হন। (উগ্রচণ্ডাত্ব বা মূর্তিরষ্টাদশভূজাত্বং।
স। নবম্যাং পুরা কৃকপক্ষে কস্তাং গতে রবৌ। প্রাচুর্য্যতা
মহাভাগা যোগিনীকোটিভিঃ সহ।)" এই মূর্তিই দক্ষবজ্র
ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দক্ষ
ষাদশবর্ষ নিষ্পন্ন বজ্র করিতে আরম্ভ করেন। সেই বজ্রে
সকল দেবতাই নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষ (অস্থি-
মালাধারী) বলিয়া শিবকে নিমজ্জন করেন নাই ও তাহার পরী
সতীও কপালীপরী এই হেতু নিজ কস্তা হইলেও দক্ষের
নিমজ্জিতা হন নাই। এইজন্য সতী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
প্রাণত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগানন্তর সতীরূপ পরিত্যাগ
করিয়া কোটিযোগিনীগণের সহিত উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণপূর্ব্বক
শিবের অমৃতচরণ ও অমৃত শিবের সহিত বজ্র ধ্বংস করিলেন।
(কালিকাপুরাণ) ২ দুর্গার আবরণ বিশেষ।

উগ্রতা (স্ত্রী) উগ্রত ভাবঃ কৰ্ম বা তল্। ১ উগ্রের ভাব।
২ উগ্রের কৰ্ম। ৩ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারিণ্য বিশেষ।
অপরাধাদি জন্ত যে রোকা মেজাজ হওয়া তাহাকে উগ্রতা
কহে। এই উগ্রতা ধর্ম, শিরঃকম্পন, তর্জন, তাড়না প্রভৃতি
দ্বারা প্রকাশিত হয়। ("শৌৰ্য্যাপরাধাদিভবং ভবেচ্চণ্ডবুগ্ৰতা।
তত্র হেদশিরঃকম্পঃ তর্জনাডাডনাদয়ঃ॥" সাহিত্যদর্পণ
৩ পরিচ্ছেদ।)

উগ্রতার (স্ত্রী) উগ্রতর হইতে যিনি ভক্তদিগকে জ্ঞাপ
করেন। উগ্র-তৃ-শিচ-অচ্-টাপ্। ১ ভগবতীর মূর্তি বিশেষ।
তাহার উৎপত্তি যথা—

কোন সময়ে শুভ এবং নিশুভ দেবগণের বজ্রভাগ অপ-
হরণ করিয়াছিল ও তাহারা অমরই দিকপাল হইয়াছিল।
তখন সমস্ত দেবতা ইন্দের সহিত মিলিত হইয়া হিমালয়ে
গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গাধরতার নিকটে সকলে
সহামায়া ভগবতীর স্তব করিলেন। তখন ভগবতী দেবগণের

স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মাতঙ্গের স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! তোমরা এই স্থানে কোন স্ত্রীর স্তব
করিতেছ এবং তোমরা এই মাতঙ্গের আগ্রহেই বা কি নিমিত্ত
আসিয়াছ। তিনি এই রূপ বলিতেছেন এই সময়ে এক দেবী
তাহার শরীর কোব হইতে বাহির হইয়া বলিলেন যে, দেবগণ
আমারই স্তব করিতেছে। শুভ নিশুভ নামে দুই দানব
দেবগণকে বাধা দিতেছে। একজন তাহাদের বধের নিমিত্ত
দেবগণ এ স্থানে আসিয়া আমারই স্তব করিতেছে। মাতঙ্গ-
পরীর শরীর হইতে সেই দেবী বাহির হইলে পর সেই হিমালয়-
স্থিতা গৌরবর্ণা মাতঙ্গী তৎকথাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধবর্ণা হই-
লেন। ঋষিগণ তাহাকেই উগ্রতার বলিয়া থাকেন।
উগ্রচণ্ডার এই মূর্তি চতুর্ভুজা, ক্রুদ্ধবর্ণা, মুণ্ডমালাধারী,
ইহার দক্ষিণ দিকের উপরের হাতে খড়্গ ও নীচের হাতে
চামর এবং বাম দিকের উপরের হাতে কাতারী ও নীচের
হাতে খর্পর। মাথায় আকাশভেদী একটা জটা আছে,
মাথা ও গলায় মুণ্ডমালা। বুকে সাপের হার, চক্ষু রক্তের
জ্বালাল, ক্রুদ্ধবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, কটাদেশ
ব্যাঘ্রচর্মে ভূষিত, বামপদ শবের বুকে ও দক্ষিণ পদ সিংহের
পৃষ্ঠে আছে। অমৃত শবশরীর চাটিতেছেন।

উগ্রত্ব (স্ত্রী) [উগ্রতা দেখ।]

উগ্রধন্বা [ন্] (পুং) উগ্রং ধনুর্ভ্য অনঙ্। ১ শিব।
২ ইন্দ্র। (জি) শত্রুর অমহা ধনুর্ভিশিষ্ট। ("বাহ শর্ক্বেগ্রধন্বা
প্রতিহিতাভিরস্তা।" ঋক্ ১০। ১০৩। ৩।) (পুং) মগধরাজ
নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। শকটাল কর্তৃক ইনি মগধের রাজা হন।
চন্দ্রগুপ্ত নেপালরাজ পর্ত্তেভ্যয়ের সাহায্যে উগ্রধন্বাকে
রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে উগ্রধন্বা ক্রুদ্ধ
হইয়া চন্দ্রগুপ্তের জাতৃগণকে বিনাশ করেন। পরে পর্ত্তে-
ভ্যয়ের সহিত যুদ্ধে উগ্রধন্বা প্রাণত্যাগ করেন।

উগ্রপুত্র (পুং) উগ্রত পুত্র পুত্রঃ। ১ শুরবংশজাত। (উগ্র-
পুত্রঃ পুরাষয়ঃ। শতপথব্রাহ্মণ ভাব্য ১৪। ৬। ৮। ২) ২ শিব-
পুত্র, কার্ত্তিকের। ৩ গভীর জলাশয়। ("অ। উগ্রপুত্রে
জিবাংসত।" ঋক্ ৮। ১৭। ১১। উগ্রপুত্রে উগ্রাঃ উপপূর্ণা
পুত্রা বস্মিন্ তস্মিন্দুকে। সারন।)

উগ্রম্পশ্য (জি) উগ্র-দৃশ্-থশ্-মুদ। উগ্র-দৃষ্টিযুক্ত বস্ত্র ভূত
ব্যাপ্রাধি। ("উগ্রম্পশ্যাকুলেহরণ্যে।" ভটিট) (স্ত্রী) টাপ্।
অঙ্গরা বিশেষ। (অবর্কসংহিতা। ৬। ১১৮। ১)।

উগ্ররেতাঃ [ল্] (পুং) ক্রম বিশেষ। (ভাগবত)।

উগ্রশক্তি, রাজবিশেষ, অমরশক্তির পুত্র। (শকুন্তল)।

উগ্রশেখরা (স্ত্রী) উগ্রশেখর। (অর্ণ আবিভোজ চ্।

পা ৫। ২। ১২৭) ইতি অচ। পদা। (আধগাণোদ্বিনী
গদ্য-বৈশ্বকোষশেখরা। ত্রিকাণ্ড-শে ২। ২। ৩৯)।

উগ্রজ্ঞাঃ [স্] (পুং) ১ সোমহর্ষণ, সৌমি। ২ বৃতরাষ্ট্রের
একজন পুত্র।

উগ্রসেন (পুং) ১ পরীক্ষিপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা।
(শতপথ ব্রা ১০। ৫। ৪। ৩।) ২ যথুরাদেশের একজন
রাজা। আহকের পুত্র, কংসের পিতা। তাঁহার পরীর
নাম কর্ণী। কংস উগ্রসেনকে রাজচ্যুত করিয়া নিজে সিংহা-
সন অধিকার করে। পরে কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়া
উগ্রসেনকে পুনরায় রাজ্য প্রদান করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

উগ্রসেনজ (পুং) কংস। [কংস দেখ।]

উগ্রসেনা (স্ত্রী) অজ্ঞের স্ত্রী। (হরিবংশ)।

উগ্রাদেব (পুং) একজন বৈদিক রাজর্ষি। (অক্ ১। ৩৬। ১৮)।

উগ্রায়ুধ (পুং) একজন প্রাচীন গৌরব রাজা। কৃত্তের
পুত্র। তৎপুত্র কেম্বা। তিনি নিজ বাহুবলে যুদ্ধক্ষেত্রে
শীপবংশ ও অন্ত্যস্ত রাজাদিগের প্রাণসংহার করেন। যখন
কুরুবীর ভীষ্ম পিতৃবিরোগে কাতর ছিলেন, উগ্রায়ুধ তাঁহার
নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠান—“ভীষ্ম! তোমার জননী
গন্ধকালা জীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, তাঁহাকে আমার প্রদান
কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্যশালী
করিব।” তখন ভীষ্ম কিছু বলিলেন না। পিতার অশোচ কাল
গত হইলে, তিনি ঘোরতর বুদ্ধ করিয়া উগ্রায়ুধকে বিনাশ
করেন। (হরিবংশ ২০ অঃ)। ২ বৃতরাষ্ট্রের একজন পুত্র।

উগ্রেশ (পুং) উগ্রাণাং ঈশঃ। শিব।

উগ্রারণ (দেশজ) খোলা। অনাবরণ।

উক্কণ (পুং) উৎকৃণ, উকুণ।

উক্কোশ (পুং) নূতন নূতন আলাপ, আভাস।

উচ (দিবাং পরং সন্ধ্যাং সেট্) সমবায়। মিশ্রণ।

উচ (উচ্চ শব্দের অপভ্রংশ) উন্নত। উপরিভাগ।

উচকা (গ্রাম্য) ছরঙ্গ, সাহসী, রোকা।

উচক্রা (দেশজ) ছই, ছরঙ্গ, নিষ্ঠুর।

উচনয়না (দেশজ) একজাতীয় মাছ। (Latianus Polata)

উচলন (উচ্চলন শব্দের অপভ্রংশ) নড়া। কাঁপা। চলন্তাব।

উচলান (দেশজ) উথলান। উথলে উঠা।

উচহর, (উচাহর) বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত একটা প্রাচীন
রাজ্য, এখন ইহাকে নাগৌধ বলে। মহারাজ সমুদ্রসুপ্তের
শিলাফলকোক্ত ‘উদ্যারক’ নামক জনপদ এই উচহর বলিয়া
অনুসৃত হয়। পূর্বে এখানে পরিহার রাজপুত্রদিগের
রাজত্ব ছিল।

উচাটন (উচ্চাটন শব্দের অপভ্রংশ)। হুধ, সতাপ।

উচিত (ত্রি) ১ যোগ্য, কর্তব্য। ২ পরিচিত। ৩ অভ্যস্ত।

উচুড়া (গ্রাম্য) উইচিংড়ী, উচ্চিন্ড়া।

উচোট (গ্রাম্য) হোটট। বাইতে বাইতে হঠাৎ কিছু
লাগিয়া পড়া।

উচ্চ (ত্রি) উচ্চিনোত্তীতি উৎ-চি-ভ (অথবা অর্শাদি-
ভ্যোৎহ) ইতি টিলোপঃ। ১ উপরি, উন্নত, উঁচু। (পুং)
২ রাশিভেদ।

“মেষো বৃষো মৃগঃ কচ্ছা কর্কশীনতুলাধরাঃ।

ভাকরাডের্ভবজ্জাঃ রাশয়ঃ ক্রমশাশ্বমে॥” জ্যোতিষতত্ত্ব।

৩ অংশ, ভাগ। যথা—

“বোচ্চাক সপ্তমং নীচং প্রাথজাগৈবিনির্দিষ্টং।

উচ্চাতঃ সূচসংজঃ ত্রাং নীচাত্তে তু সূনীচকঃ॥”

উচ্চকৈঃ [স্] (অব্য) উচ্চৈস্-অকচ্। অতিশয় উচ্চ,
উন্নত (মাঘ ১। ১২)।

উচ্চক্ষুঃ [স্] (ত্রি) উৎক্ষিপ্তমুৎপাতিতং বা চক্ষুর্ভুজ প্রাদি
বহ্। ১ যে চক্ষু উপর দিক্ দেখিতেছে। ২ যে চক্ষু উৎ-
পাটন করা হইয়াছে।

উচ্চঙ্গম (পুং) উচ্চগামী পক্ষী, বিহঙ্গম। (দিব্যাবদান ৪৭৬। ১০)।

উচ্চটা (স্ত্রী) উৎ-চট-অচ্-টাপ্। ১ গুজা, কুঁচ। ২ ভূঁই

আমলা। ৩ একপ্রকার লগুন। ৪ নাগরমুখা। ৫ দস্ত।

৬ চর্চা। (উচ্চটা দস্তে চর্যায়াং প্রভেদে লগুনস্ত চ। হেমং

অনে ৩। ১৫৪।) ৭ শভাব। ৮ একপ্রকার তুল, এ দেশে

চোচ্ বা চেচুয়া বলে। (Cyperus compressus) ইহার এই

ক একটা পর্যায়—নির্ঝিষী, চুড়ালী, চক্রলা, অধুপত্রা, জটিল,

গুজলা, উত্তানক। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—দ্রিগ্, শীতল,

কষায় ও অন্ন। ইহাতে পিত্ত, প্রমেহ, দাহ, তৃষ্ণা, মুত্রক্কু,

মূত্রাঘাত, উন্মাদ, অপম্মার, রক্তপিত্ত ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

এই গাছ ছোটনাগপুর, আসাম, লক্ষৌ এবং সিংহলের

প্রায়প্রধান স্থানে জন্মে।

উচ্চগু, (ত্রি) উৎ-চড-অচ্। ঘরাধিত, তাড়াতাড়ি। (উচ্চগুং

বলিগণিতম্। হেম ৫। ১১৪)

উচ্চতরু (পুং) উচ্চ উন্নততরুঃ। ১ বড়গাছ। ২ নারি-

কেল গাছ।

উচ্চতাল (স্ত্রী) গানাদিতে নৃত্য।

(মণ্ডলেন তু বহুভ্যং জীণাং হলীসকং হি তৎ)।

পানগোষ্ঠাযুক্ততালং রণে বীরজয়ন্তিকা॥ হেম ২। ১২৫।)

উচ্চদেব (পুং) উচ্চঃ প্রধানো দেবঃ। বিষ্ণু।

উচ্চধ্বজ (স্ত্রী) তুহিত নামক স্বর্গস্থ বুদ্ধের নাম।

উচ্চনীচ (ত্রি) উৎকৃষ্ট নিম্নত, ভালবন্দ, উন্নত অববস্থা।
 (“উচ্চনীচনীচানাং কথ্যভিহেহিমাংগতিম্।” ভারত অর্থশাস্ত্র)

উচ্চন্দ্র (পুং) উৎকৃষ্ট অথবা উচ্চন্দ্রো বজ্র প্রাণি বহু।
 শেবরাত্রি, রাজিশেবা। (উচ্চন্দ্র বৃষসংহিতাঃ। হেম ২। ৫২।)

উচ্চপদ (স্ত্রী) সম্মানের পদ। উন্নতাবস্থা।

উচ্চভাষী [স্] (ত্রি) বেকড়া কথা বলে, মন্দবক্তা।

উচ্চত্ব (হিন্দী) উপহাসজনক। বিজ্ঞপকর।

উচ্চয় (পুং) উৎ-চি-অচ্। ১ চয়ন। ২ পরিধান বস্ত্রগ্রহি।
 (উচ্চয়ো নীচী বস্ত্রাচ্ছৌককবাস্তুকম্। হেম ৩। ৩৩৭) ৩
 রচনা। যেমন, কেশোচ্চর—কেশাদির রচনা। (পাশো
 রচনা ভার উচ্চয়ঃ। হেম ৩। ২৩২।) ৪ রাশি, পুত্র।

“বাক্যে তাদ্র্যোগ্যতাকাক্যাসক্তিস্থকঃ পদোচ্চয়ঃ।”

সাহিত্যদর্পণ।

উচ্চরিত (ত্রি) উৎ-চর-কর্মণি ক্র। কীর্তিত, কথিত। শ্রুতিত।
 উচ্চল, (স্ত্রী) উৎ-চল-অচ্। মন (হৃক্ষেতো দ্বন্দ্বঃ চিত্তং
 স্বাত্ত্বং গুণপথোচ্চলে। হেম ৬। ৫।)

উচ্চাটন (স্ত্রী) উৎ-চট্-পিচ্-লুট্। ১ উৎপাটন। ২ উচ্চা-
 টন, চঞ্চলকরণ। ৩ ঘটকর্ম্মাদর্গত অতিচার বিশেষ। এই
 কার্যের দেবতা দুর্গা, তিথি কৃষ্ণ অষ্টমী অথবা চতুর্দশী,
 বার শনি, অপমানা সাধুর চুলে গাঁথা ঘোড়ার দাঁত।
 (শারদাতিলক) ৪ উৎকর্ষা। ৫ বিবাদ।

উচ্চার (পুং) ১ বল, বিষ্ঠা, হাগা।

“উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।

জ্ঞানে ভোজনকালে চ ঘটু মৌনং সমাচরেৎ” ইতি।

উচ্চারণক (ত্রি) উচ্চারণার্থে কন্। উচ্চারণকারী।

উচ্চারণ (স্ত্রী) উৎ-চর-পিচ্-লুট্। কথন, শব্দপ্রয়োগ।

উচ্চারিত (ত্রি) উচ্চারণ (ভদস্য সংজ্ঞাতং তারকাসিভ্যো
 ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) ইতি ইতচ্। কথিত, শব্দারিত।

উচ্চার্য্য (ত্রি) উৎ-চর-পিচ্-ল্যপ্। ১ উচ্চারণযোগ্য, কথনীয়।

উচ্চাবচ (ত্রি) উদক উৎকৃষ্টক অথবা উচ্চকৃষ্টক (ময়ূরব্যাস-
 কাদয়চ্। পা ২। ১। ৭২) ইতি নিপাৎ সাধু। ১ বিবিধ,
 নানাপ্রকার। ২ অসমান, উচুচীচু। ৩ ভালমন্দ। (উচ্চাবচং
 নৈকভেদে। হেম ৬। ১৮৫) “উচ্চাবচৈরতিপ্রায়ে অধীণং
 ময়ূরুট্টয়োঃ।” নিরুক্ত ৭। ৩।

উচ্চিৎড়া (পুং) ১ তৃণপত্রবৎসর্য। চিৎড়ীমাহ। ২ কোপন-
 স্বভাব। (উচ্চিৎড়া কোপনে মীনতিদ্যপি। হেম
 ৪। ৫৭।)

উচ্চিৎড়া (উচ্চিৎড়ঃ শব্দের অগ্ৰসংশ) উইচিংড়ী। এক
 প্রকার পোকা। এই পোকা তিন চারি জাতীয় দেখিতে

পাওয়া যায়। এক জাতীর (Acheta domestica) ঘরে
 বিশেষতঃ পরিপ্রায়েই অধিক থাকে। ইহাখিককে দেখিতে
 কীট। ইহার উচ্চহানে থাকিতে ভালবাসে। গ্রীষ্মকালে
 বাহির হয়। ঠাণ্ডা লাগিলেই নিজ আবাসে আশ্রয় লয়।
 গরম না পাইলে ঠাণ্ডার বৃত্তবৎ পড়িয়া থাকে। ইহার
 নিশাচর, সন্ধ্যার পর আহার অব্যবধে বহির্গত হয়। এই
 গ্রাম্য উচ্চিৎড়া অপেক্ষা বড় অথবা কেতের উচ্চিৎড়া
 (Acheta campestris) অনেক বড় ও দেখিতে মিলে কাল।
 ইহার ৭। ৮ হাত দাঁটির নীচে গর্ত করে। রাজিকালে
 গর্তের মুখে বসিয়া প্রথমে অন্ন অন্ন ডাকে, তৎপরে প্রে-
 য়িনী আসিয়া বোগ দান করিলে উত্তরে উঠানে প্রাণ
 তরিয়া ডাকিতে থাকে। ইহাদের স্বর দুই হইতে মনো-
 বোগপূর্বক ভুলিলে অতি মিষ্ট লাগে, তাহাতে সঙ্গীতের
 নানা প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। এক একটা উচ্চিৎড়ার জী
 প্রায় দুইশত ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে, ছানার আকার প্রায়
 বড় বেড়ে উচ্চিৎড়ার মত, কেবল তাহাতে ডানা উঠে না।

আর এক জাতীর উচ্চিৎড়া আছে, ইহার উচ্চ উত্তর
 জাতি অপেক্ষা বড় হয়। ইহাখিককে এদেশে ঘুঘুর বা
 ঘুঘুরা পোকা বলে। [ঘুঘুর দেখ।]

বহির্বিষ্মতের মতে উচ্চিৎড়া (উচ্চিৎড়) বিধাত কীট,
 ইহার সংশনে বায়ুজন্ত রোগ জন্মে। (জন্তুতত্ত্ব কলহান
 ৩৭ ও ৮ম অধ্যায়।)

উচ্চিৎড় (পুং) পতঙ্গ বিশেষ। [উচ্চিৎড়া দেখ।]

উচ্চুজ (দেশজ) উইচিংড়া [উচ্চিৎড়া দেখ।]

উচ্চুড় (ল), পুং উন্নতা চূড়া বস্য ভূত লক্ষ্ম। ধ্বজের
 উপরিভাগের বস্ত্র খণ্ড, নিশানের পাগ।

উচ্চৈঃ [স্] (অব্য) ১ উচ্চ, উন্নত। ২ বর্ধে, অধিক।

উচ্চৈর্হোষ (ত্রি) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাযুক্ত। উচ্চশব্দ।
 (বহুউচ্চৈর্হোষ শুনয়নবাক্যবর্ধনবহতি। ঐতরের ব্রা ৩। ৪)

উচ্চৈঃশিরঃ [স্] (ত্রি) উচ্চৈঃস্বরতঃ শিরোহস্য। উচ্চমস্তক,
 মহন্তর।

উচ্চৈঃপ্রবাঃ [স্] (পুং) ইন্দের ঘোটক, সমুদ্র বহনে ইহার
 উৎপত্তি।

উচ্চৈঃযুক্ত (স্ত্রী) উচ্চৈঃ যুক্ত ভাবে ক্ত। সকলকে জানাই-
 বার অস্ত্র ঘোষণা। টেট্টরা।

উচ্চ (তুদাং ইদং পরং সন্টং) উচ্চ।

উচ্চ (তুদাং পরং সন্টং) ১ বহু। ২ সমাগম। ৩
 অভিজ্ঞ। ৪ ত্যাগ।

উচ্চুজ (ত্রি) উৎ-হৃ-জ। মট।

উচ্ছ্রাবতী (স্ত্রী) সন্ধি বিশেষ। কোন স্নানান্তর উত্তম
রাজ্য কাড়িয়া গিয়া পরে তাঁহার সহিত যে সন্ধি হয়।

উচ্ছ্র (স্ত্রী) ত্রিকোণের পঞ্চাংখ্য।

উচ্ছ্রাখি, বকবিশেষ যারকো প্রাণবশিষ্ঠের মধ্যে তরবার
গোত্রের একটা গাই।

উচ্ছ্রল (ত্রি) উৎ-শল-ক্। আহার অতিক্রম করিয়া উর্কে
প্রাণিত হওয়া। উথলে উঠা।

উচ্ছ্রলিত (ত্রি) উৎ-শল-ক্ত। উৎকিষ্ট। উখিত। উর্কে
উঠা।

উচ্ছ্রা (বৈজ্ঞানিক) কল বিশেষ। এদেশে উচ্ছ্রা করলা এরূপও
বলিয়া থাকে। (Momordia charantia)। ইহা দুই
প্রকার, এক প্রকার বড়, অপর প্রকার ছোট। কিন্তু উভয়েই
এক জাতীয়। এদেশে ছোটকে উচ্ছ্রা ও বড়কে করলা বলে।
করলা হিন্দী শব্দ, হিন্দুস্থানীরা এই শব্দে উভয় প্রকারকেই
বুঝিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কঠিনক, স্রবনী,
তবনী, স্রবী, স্রকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিন, কারবেল, নাসা-
সম্বন্ধন, পটু। কোন কোন কথিবাজ বলেন, সংস্কৃত
কারবেলী শব্দে কেবল উচ্ছ্রাকে বুঝাইয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায় ও গরম,
কক, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাশ, ক্রিমি, ক্ষত, রক্তদোষ, বাত
ইত্যাদি রোগনাশক। বিশেষতঃ উচ্ছ্রের দীপক ও লঘু
গুণ আছে, করলার তাহা নাই। (ভাবপ্রকাশ)

হাকিমীমতে, ইহার গুণ বলকর, পাকস্থলীর হিতকর।
ইহা গ্রহিবাভ, স্রীহা ও বক্ররোগে ব্যবহার করা যায়।
কুষ্ঠরোগে উচ্ছ্রা ও উচ্ছ্রের পাতা বাটিয়া লেপন করিলে
উপকার হয়।

এই লতা বর্ষাকালে জন্মে। এদেশের সকলেই প্রায়
উচ্ছ্রা খায়। ইহা খাইতে কিছু তিক্ত বটে, কিন্তু বড় স্বাস্থ্য-
কর। এদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে উচ্ছ্রা করলার নানা প্রকার
আচার প্রচলিত হয়।

উচ্ছ্রাদান (স্ত্রী) উচ্ছ্রাদিতে মলো হনেন ইতি উৎ-হদ-শিচ্-
শৃট্। ১ পাকস্থলীর, শরীরের মর্গাতোলা। ২ আচ্ছাদন।

উচ্ছ্রাদ (ত্রি) উৎ উৎক্রান্তঃ শাস্ত্রং। শাস্ত্রবিশুদ্ধ।

উচ্ছ্রাবতী [ন] (ত্রি) শাস্ত্রোক্তবিশেষকারী।

“নাচকীত ধরতীং গাং নারীণাম বিশেষঃ কঠিনঃ।”

ন রাজঃ প্রতিকূলীয়াসু স্যোচ্ছ্রাবতীনঃ ॥”

—বাক্যব্যাস-১। ১৪০।

(উচ্ছ্রাবতী শাস্ত্রমতিক্রম্য ব্যবহরতি। মনুস্মৃতি মেধা-
তিথি ৪। ৩৭।)

উচ্ছ্রাব (ত্রি) উন্নতা শিবা বসতঃ। আদি বহুব্রী। ১ উন্নত
শিবা। ২ প্রজ্জলিত আগুন।

“মাদল্যোর্ধ্বাবয়িবি পুংঃ শাবকল্যোচ্ছ্রাবতঃ।” রঘু। ১৬। ১৭।

(পুং) নাসবিশেষ। (ভারত আদি)

উচ্ছ্রাবন (স্ত্রী) মদ্যের ভার নাসিকার টানিয়া লগুন।

“বিদ্যতো যোহন্তপার্থেহন্ততঃ কক্ষা নাসিকা পুটঃ।”

উচ্ছ্রাবনেন হর্ষব্যো দৃষ্টবৎসলঃ ককঃ ॥”

—শ্রুততে উত্তর ১৭ অঃ।

উচ্ছ্রিত (ত্রি) উৎ-শি-ক্ত। ককঃ।

উচ্ছ্রিত্তি (স্ত্রী) উৎ-হিব ভাবে ক্রিঃ। উচ্ছ্রিত, বিনাশ।

উচ্ছ্রিত্ত (ত্রি) উৎ-হিব-ক্ত। সমূলে উৎপাটিত, বিনাশিত,
উন্মূলিত।

উচ্ছ্রিস্ (ত্রি) উন্নতঃ শিরোহস্য। ১ উন্নত, মহিমান্বিত।
(পুং) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত উন্নয়নের একটা পর্য্যন্ত।

উচ্ছ্রিলীকু (স্ত্রী) উন্নতঃ শিলীকু। বৌদ্ধক, ছাতা।

(ত্রি) প্রক্ষুটিত, শিলীকু যুক্ত।

উচ্ছ্রিষ্ট (ত্রি) উৎ শিবাতে বৎ উৎ-শিব-ক্ত। ১ কৃত্যব-
শিষ্ট, এঁটো। (পাণ্ডুরমরমাস্য স্পর্শদ্বিতমুচ্ছ্রিষ্টমুচ্যতে।
মেধাতিথি।) শাস্ত্রে এঁটো খাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।
মহু বলেন—

“নোচ্ছ্রিষ্টং কস্যচিদদ্যাদান্যাকৈব তথাস্তরা।

ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যারচোচ্ছ্রিষ্টঃ কচিৎ জ্ঞেৎ ॥” ২। ৫৬।

কাহাকেও উচ্ছ্রিষ্ট দিবে না, সাগর প্রান্তর্ভোজন কালের
মধ্যে আর ভোজন করিবে না। অতিশয় আহার করিবে
না। উচ্ছ্রিষ্ট মুখে কোথাও বাইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্ছ্রিষ্ট স্পর্শ অথবা ভোজন করিলে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বধা—

“অজ্ঞানান্ বস্ত ভূজীত শূদ্রোচ্ছ্রিষ্টং বিজোক্তমঃ।

জিরাভ্রোপষিতো ভূষা পক্ষগব্যেণ তদ্ব্যসিত ॥” আপস্তম্ব।

যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানে শূদ্রের উচ্ছ্রিষ্ট ভোজন করেন, তিনি
তিন রাত্রি উপবাস করিয়া পক্ষগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

“অনান্য ভুক্তশেষস্ত তদ্ব্যসিতো বৈধিভ্যাজিতিঃ।

চাস্ত্রং কৃচ্ছ্রং তদনুক্রম্য ক্রমাতোবাং বিশোধনম্ ॥”

বিলাতি অন্নের উচ্ছ্রিষ্ট গ্রহণ করিলে ক্রমাধারে চাক্ষাশন,
তপস্কৃচ্ছ্র, বা তাহার অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

“চাক্ষাশ পতিতাদীনামুচ্ছ্রিষ্টানস্য তদ্ব্যসিতঃ।

বিলাঃ শুদ্যেৎ পরাকেন শূদ্রঃ কৃচ্ছ্রেন শুধ্যতি ॥”

চাক্ষাশ, পতিত প্রভৃতির উচ্ছ্রিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে
জাহ্মণ, স্ত্রিয়, বৈজ্ঞ ইহারা পরাক্ষ এবং শূদ্র কৃচ্ছ্র দ্বারা

ভুক্ত হইবে। (জানতঃ উচ্ছীষ্ট ভোজন করিলে বিপণ প্রারম্ভিত বিধি।)

“শূদ্রোচ্ছীষ্টাশনে মাসঃ পক্ষবেকঃ তথা বিশঃ।

কত্রিয়স্য তু সপ্তাহং ব্রাহ্মণস্য তথা দিনম্ ॥” শম্ব ১৭।৪২।

শূদ্রের উচ্ছীষ্ট ভোজন করিলে এক মাস, বৈশ্যের উচ্ছীষ্ট ভোজন করিলে এক পক্ষ, কত্রিয়ার উচ্ছীষ্ট ভোজন করিলে সপ্তাহ এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছীষ্ট ভোজন করিলে একদিন ব্রত করিবে।

“শুকরাভ্যচাণ্ডালমদ্যভাণ্ডরজশলা।

বহ্যচ্ছীষ্টঃ স্পৃশেত্ত্ব কচ্ছুঃ সান্তপনং চরেৎ ॥” কাশ্যপ।

কুক্কর, শুকর, শূদ্র, চণ্ডাল, মদ্যভাণ্ড ও রজশলার উচ্ছীষ্ট স্পর্শ করিলে কচ্ছু ও সান্তপন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রেও উচ্ছীষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রথমে ভোজন করিয়া উচ্ছীষ্ট করিয়াছে, তাহার যদি কোন সংক্রামক রোগ থাকে, যে ব্যক্তি পরে সেই উচ্ছীষ্ট ভোজন করে, তাহাকেও সহজেই পূর্ব ব্যক্তির রোগ আক্রমণ করিতে পারে। অতএব উচ্ছীষ্ট ভোজন না করাই ভাল।

২ ত্যক্ত। ৩ দত্তাবশিষ্ট।

“অসংস্কৃতপ্রমীতানাম্ বোগিনাম্ কুলযোষিতাম্।

উচ্ছীষ্টঃ ভাগধেয়ং স্যাৎ দর্ভেযু বিকিরশ্চ যঃ ॥”

শ্রীকৃত্তবে ব্রহ্মপুরাণ।

৪ মধু। (“উচ্ছীষ্টঃ শিবনির্মাণ্য...শ্রীক্ষে প্রশস্যতে।”)

উচ্ছীষ্টগণপতি, কাঞ্চলিরা বা হেরম্ব সম্প্রদায়। ইহাদের মতে জী ও পুঙ্খ উভয়ে এক, তাহাদের সংযোগবিরোধে পাপ নাই।

উচ্ছীষ্টগণেশ (পুং) তত্ত্বোক্ত গণেশমূর্তিতেদ। [গণেশ দেখ।]

উচ্ছীষ্টচাণ্ডালিনী (স্ত্রী) তত্ত্বোক্ত মাতঙ্গীদেবীর মূর্তি বিশেষ। [মাতঙ্গী দেখ।]

উচ্ছীষ্টভোজন (পুং) দেব-নৈবেদ্য-বলিভোজন-কর্তা। (হেম ৩।৪২১)। (স্ত্রী) ২ অপরের উচ্ছীষ্ট খাওয়া।

উচ্ছীষ্টভোজী [ন্] (জি) যে নীচলোকের ভুক্তাবশিষ্ট খায়।

উচ্ছীষ্টমোদন (স্ত্রী) উচ্ছীষ্ট মধু তেন মোদতে। সিদ্ধ। মোম। [মোম দেখ।]

উচ্ছীর্ষক (স্ত্রী) উৎ-উর্জ-শীর্ষ-য়েন ইতি কন্ বহুব্রী। ১ মাথার ঝালি, উপাধান। (উচ্ছীর্ষকমুপাধান-বহৌ। হেম ৩।৩৪৭।)

২ মস্তক, শিরস্থান। (উচ্ছীর্ষকঃ প্রসিদ্ধদেবতাপ্রণয়ঃ শীর্ষস্থানঃ। মেধাতিথি।)

“উচ্ছীর্ষকে ত্রিমে কুর্ধ্যসৎ-তত্রকালো চ-পাপভঃ।

ব্রহ্মবাতোঃ পতিত্যাচ্ছীর্ষস্তমথো বলিঃ হরেৎ ॥” মধু ৩।১২১।

৩ উন্নত মস্তক, মাথা উঁচু।

“উচ্ছীর্ষকে সমুদ্রাং বতিঃ কুর্ধ্যাক্ত মেহমন্।”

হৃৎকতে চিকিৎসা ৩৬ অঃ।

উচ্ছ্রুক (জি) ১ উপরিভাগে তক্ত। উচ্ছ্রুক। (“উচ্ছ্রুক মাংস-কথিরষট্ স্নায়ুনকঃ।” ললিতবিস্তর।) ২ সস্তপ।

উচ্ছ্রুন (জি) উৎ-শি-কৃত। ১ কীত, ফ্লা। ২ উন্নত। ৩ উচ্ছ্রুসিত।

উচ্ছ্রুখল (জি) উল্লভঃ শৃঙ্খলং বস্ত। বিশৃঙ্খল, নিরু-রহিত, অবাধ। (অবোধোচ্ছ্রুখলোদ্ধামাত্তব্রিত্তমনর্গলং। হেম ৬।১০২)

উচ্ছ্রুতা [ত্] (জি) উৎ-হিদ্-তৃচ্। উচ্ছ্রুতকারক, নাশক।

উচ্ছ্রুদ (পুং) উৎ-হিদ্-ভাবে ঘঞ। ১ উৎপাটন, উন্মূলন। ২ বিনাশ, ধ্বংস। (“সত্যং ভবোচ্ছ্রুদকরঃ পিতা তে।” রঘু।)

উচ্ছ্রুদ (পুং) উৎ-শি-ঘঞ। অবশেষ।

উচ্ছ্রুদণ (স্ত্রী) উৎ-শি-কর্মণি ল্যুট। উচ্ছ্রুদ।

“উচ্ছ্রুদণং ভূমিগতমগ্নিক্রিয়াশঠম্ চ।

দাসবর্গস্ত তৎ পিত্র্যো ভাগধেয়ং প্রচক্রে ॥”

মধু ৩।২৪৬।

শ্রীকৃত্তবে যে উচ্ছীষ্ট অন্ন ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহা সরল, আলস্তশূন্য অকুটিলহৃদয় দাসবর্গের প্রাপ্য ভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

উচ্ছ্রুদ্য (জি) উৎ-শি-ছন্দসিনিষ্টক্য...পৃষ্ঠানি। পা ৩।১। ১২৩) ইতি নিপাৎ ক্যপ্। অবশেষণী।

উচ্ছ্রুচন (জি) উৎ-চচ্-ল্যুট। শোকোদগম।

উচ্ছ্রুদণ (জি) উ-শৃ-গিচ-ল্যুট। ১ সন্তাপক। ২ উচ্ছ্রুদোষক। যথা—

“ন হি প্রপশ্যামি মমাপহৃদ্যাদ্—

বছোকমুচ্ছ্রোদণমিচ্ছ্রিরাণাম্।” গীতা ২।৮।

(স্ত্রী) ভাবে ল্যুট। সম্যক্শোধণ। (“উচ্ছ্রোদণং সমুন্নত পতনং চক্ষুর্হর্য্যয়োঃ।” রামায়ণ ৩।৩৬।২১।)

উচ্ছ্রুদুক (জি) উৎ-শৃ-বাহলক্যৎ উচ্ছ্রুদুক। উচ্ছ্রুদোষক।

উচ্ছ্রুদ (পুং) উৎ-শি-অচ্। ১ উচ্ছ্রুত। ২ উন্নতি। ৩ উচ্ছ্রুদ সংখ্যা। (“উচ্ছ্রুদেণ তপিতং চিত্তং কলম্।” লীলাবতী।)

উচ্ছ্রুদণ (স্ত্রী) উৎ-শি-করণে ল্যুট। ১ উন্নতি। উৎ-শি-

করুণি দুঃ। (ত্রি) উৎকৃষ্ট। (উজ্জয়িনী উৎকৃষ্টা)।
 নারায়ণকৃত আখ্যানের গুণাবলি ৪। ১। ১।
 উজ্জয় (পুং) উৎ-প্রি- (উরি অর্থিকৌজিপূজকঃ)। পা ৩।
 ৩। ৪২। ইতি বঞ্। উজ্জয়, উজ্জয়া। আরোহ, সমুজ্জয়,
 উৎসেধ, উদয়। (উৎসেধ উদয়োক্তয়োঃ হেম ৬। ৬৭)
 উজ্জিত (ত্রি) উৎ-প্রি-ক। ১ উন্নত, উন্নয়িত, সমুন্নত,
 উদিত। ২ সজ্জিত, উৎপন্ন। ৩ প্রবৃদ্ধ। (উজ্জিতং ত্রি-
 সজ্জাতে, সমুন্নতপ্রবৃদ্ধয়োঃ। মেদিনী।) ৪ ভাক্ত।
 উজ্জিতি (স্ত্রী) উৎ-প্রি-বাহু-করণে ক্तिन्। ১ উজ্জয়।
 ২ উৎকর্ষ। ("বজ্জার্থঃ নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্তবজ্জাচ্ছিত্তাঃ
 পুনঃ।" মহা ৫। ৪০) ৩ উচ্চসংখ্যা। (লীলাবতী।)
 উজ্জমিত (ত্রি) উৎ-বস-ক। ১ বিকসিত, প্রক্ষুণ্ণিত।
 ২ ক্ষীত। ৩ জীবিত। ৪ উচ্চসংখ্যক। ৫ কম্পিত। ৬
 আশ্বাসযুক্ত। (স্ত্রী) ১ উজ্জাস। ২ কম্পন। ৩ ক্ষুরণ।
 উজ্জাস (পুং) উৎ-বস-বঞ্। ১ অন্তর্মুখ শ্বাস। (সোহ-
 তর্মুখ উজ্জাস আহরঃ, আনঃ। হেম ৬। ৪১) ২ আশ্বাস।
 ৩ বিশ্লেষ। ৪ বিকাশ। ৫ ক্ষীতি। ৬ আকাজকা। ৭ কীক।
 ৮ প্রাণন। ৯ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ।
 (উজ্জাসঃ প্রাণনে স্বাসে গদ্যপদ্যান্তরেহপি চ। হেম-
 অনে ৩। ৭৪৬।)
 উজ্জাসী [ন] (ত্রি) উৎ-বস-গিনি। ১ উজ্জাসযুক্ত।
 ২ উল্লগত। ("উজ্জাসিকালান্ননরাগমক্কা।" কুমার।)
 উজ্জ (তুলাং ইদং পরং সকং সেট্) উজ্জ। উজ্জতি ওজীৎ।
 (তুলাং পরং সকং সেট্) ১ বদ্ধ। ২ সমাপন। ৩ বিরাম।
 উজ্জতি, ওজীৎ ইত্যাদি।
 উজ্জনিয়া (দেশজ, উজ্জয় শব্দের অপভ্রংশ) ১ নষ্ট। ২ যে
 সমস্ত বৃথা অপব্যয় বা নষ্ট করে, উড়নচণ্ডী।
 উজ্জি (গ্রাম্য) উজ্জা, উজ্জে। [উজ্জা দেখ।]
 উজ্জ (উজ শব্দের অপভ্রংশ) সমান, সরল।
 উজ্জই (গ্রাম্য) নদী প্রভৃতিতে ভাসিয়া বেড়ান, সীতার।
 উজ্জড় (দেশজ, উৎকট শব্দের অপভ্রংশ) নির্মূল।
 উজ্জড়ন (দেশজ) ১ খালি। ২ নির্মূল। ৩ বমন।
 উজ্জড়িয়া (দেশজ) অপব্যয়কারী, খরচিয়া।
 উজ্জন (দেশজ) ১ বিপরীত, উল্টো। ২ স্রোতের
 বৈপরীত্য।
 উজ্জনীয় (দেশজ) বর্ষাকালে মাছের ভাসান-দেওরা;
 ভাসিয়া উঠা।
 উজ্জয় (আরব্য) ওজয়। আশ্বাসমর্ষণ।
 উজ্জয় (দেশজ) ১ কোন-ক্রিয়া নড়ান বা কাঁপান। ২ স্রোত

ভাসিয়া যাওয়া। ৩ (উজ্জয় শব্দের অপভ্রংশ, রসকুণ্ডিত
 এরোপ দেখা যাক)।
 উজ্জলন (দেশজ) চলন। কম্পন।
 উজ্জলপাঞ্জল (দেশজ) গোলহাল। এলোমেলো।
 উজ্জলা, বকশেশের সপ্তশতী বাক্যনিগের একটি গাই।
 উজ্জলান (দেশজ) কাঁপান। নড়ান।
 উজ্জা (উজ শব্দের অপভ্রংশ) সোজা। সরল।
 উজ্জাইন, বেহারনিবাসী হুর্দ্যবংশীর রাজপুত্রনিগের শ্রেণীভেদ।
 উজ্জাউজ্জি (দেশজ) সোজাখুজি।
 উজ্জাড় (দেশজ, উৎকট শব্দের অপভ্রংশ) উজ্জড়, নির্মূল।
 উজ্জান (দেশজ) ১ স্রোতের বৈপরীত্য। ২ উচ্চজনপদ,
 গাহাড়িয়া দেশ।
 উজ্জি (গ্রাম্য) কানাকানি, সাধারণে জানা।
 উজ্জীর (আরব্য) রাজ্যের মন্ত্রী।
 উজ্জীরী, মন্ত্রীর পদ।
 উজ্জুটী (দেশজ) জলবিশেষ। (Bileria ciliata) এদেশে
 পরিগ্রামে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।
 উজ্জুয়িয়া (গ্রাম্য) একস্থান হইতে অল্প স্থানে উঠা।
 যেমন, বর্ষাকালে কইমাছ উজ্জুয়িয়া থাকে।
 উজ্জট (উৎকট শব্দের অপভ্রংশ) নষ্ট, নির্মূল, খালি।
 উজ্জড়ীয় [উজড়ীয় দেখ।]
 উজ্জন (স্ত্রী) স্থূল বা বলিষ্ঠ হওন।
 উজ্জয়(য়)িনী (স্ত্রী) মালবরাজ্যের রাজধানী। শিপ্রা-
 নদীর দক্ষিণকূলে ২৩°১১'১০" উত্তর অক্ষা, ও ৭৫°৫১'৪৫"
 পূর্ব দৈর্ঘ্যের মধ্য অবস্থিত। দেশের লোকে "উজ্জৈন"
 বলিয়া থাকে। এক্ষণে উজ্জয়িনী পৌরাণিক রাজ্যের অন্ত-
 র্গত। এখান হইতে আকিম রণ্থানি হইয়া থাকে।
 (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা ৩২,৯৩২।
 উজ্জয়িনী একটা অতিপ্রাচীন নগরী, অবন্তিরাজ্যের
 রাজধানী। মহাত্মারতের সময় এই নগরটী 'অবন্তী' নামে
 বিখ্যাত ছিল। (ভারত ভীষ্ম)। পৌরাণিক সময় হইতে উজ্জ-
 য়িনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।
 উজ্জয়িনীর এই কএকটা পর্য্যায়—বিশালা, অবন্তী,
 পুণ্ডরিকবিনী। [অবন্তি দেখ।]
 পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক টলেমি ও পেরিপ্লাস
 এই নগর জজিনি (Oxoni) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।
 টলেমি লিখিয়াছেন—জজিনি জিরাভনের—রাজধানী।
 [Ptolem. Geog. Bk. VII. c. I, 58] জিরাভন 'জট্টন'
 শব্দের অপভ্রংশ, পূর্বে জট্টন নামে একজন রাজা বাস করত

তাহার নিকটই এদেশে রাজত্ব করিতেন, প্রাচীন মূর্তা ও নিলামিপুর দ্বারা জানা গিয়াছে। পেরিপ্লাস্ লিখিয়াছেন—
বারিগঞ্জের (বর্তমান বরোচ) পূর্বে ভিনি, এইখানে রাজা
বাস করিতেন। এই স্থান হইতে সাধারণের ব্যবহারের
জন্য বারিগঞ্জনগরে অকীক পাথর, বাসন, উৎকৃষ্ট মলমল,
কস্তুরবর্ণের কাপাস বস্ত্র এবং নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্যের
আমদানী হইত।

প্রাচীন কালে অনেক রাজচক্রবর্তী এই উজ্জয়িনীতে
বসিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হুঃখের বিষয় তাহাদের
প্রাচীন ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়। সিংহলীদিগের
মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র
অশোক পিতার রাজপ্রতিনিধি হইয়া কিছুকাল উজ্জয়িনীতে
রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎকালে অশোকের পিতা পাটলি-
পুত্রে রাজত্ব করিতেন। (২৬০ খৃঃ পূঃ অব্দ।) তৎপরে
প্রায় শতাব্দী গত হইলে (১৫৭ খৃঃ পূঃ), একজন বৌদ্ধ বতি
প্রায় ৪০০০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি-মঠ
হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করেন।

তৎপরে আমরা রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হই। এই
সময় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন উজ্জয়িনী উজ্জল করিয়াছিলেন।
পূর্বকালে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর প্রভৃতি যেমন ভারতের সমৃদ্ধি-
শালী প্রধান রাজধানী ছিল, বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীরও
তদ্রূপ সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-
পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্ক্ উজ্জয়িনী (উ-কে-য়েন্-ন) দর্শন
করিতে আসেন। তখনও উজ্জয়িনী বহুলোকের বাসভূমি
এবং রত্নশালিনী ছিল। তখনও এখানে হীনযান ও মহাবান
উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বাস করিতেন এবং হিন্দুরাজা
রাজত্ব করিতেন। হিউএন্-সিয়ঙ্ক্ নগরের নিকটেই অশোক-
রাজনির্মিত একটা স্তূপ দেখিয়া যান।

কিন্তু এখন আর সে সমৃদ্ধি কোথায়? কালে লোপ হই-
রাছে। সেই প্রাচীন উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত এখন তুগর্ভে প্রোথিত।
রত্নগর্তী আপনায় সমস্ত রত্ন হারাইয়া হুঃখে লজ্জার আর
মুখ দেখাইতে পারিলেন না, তাই বুকি মাভা বহুক্লার
কোলে অন্তর্হিত হইলেন। এখন সেই প্রাচীন বিশালা
নগরী নাই, তাহারই উত্তর পার্শ্বে একটা নূতন নগরী স্থাপিত
হইয়া উজ্জয়িনী নাম ধারণ করিতেছে। প্রাচীন উজ্জয়িনী
কতকাল হইল ভূমি মধ্যে নিহিত হইয়াছে, তাহার কোন
প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথবা কি কারণে ভূমিসাৎ হইল,
তাহাও কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। এ সবকে
কেবল নানা মতভেদে বর্ণিত হয়। বর্তমান উজ্জয়িনীর

দক্ষিণে বনমধ্যে প্রাচীন উজ্জয়িনী খিলু হইয়াছে।
মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে প্রায় ১০০২ ফাট নীচে
এখনও প্রাচীন নগরের চিহ্ন-পাওয়া যায়। এখনও মৃত্তিকা
মধ্যে প্রস্তরের অস্তর-স্তম্ভসকল প্রোথিত রহিয়াছে।

বর্তমান নগর কে স্থাপন করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া
যায় না। আলাউদ্দীন খিলজীর সময় হইতে এই নগর
মুসলমানদের হস্তগত হয়। ১২৯৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩৮৯
খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত একজন রাজপ্রতিনিধির উপর ইহার শাসন-
ভার ছিল। ১৩৮৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান রাজপ্রতিনিধি স্বাধীন
হইলেন। ১৫০১ খৃঃ অব্দ অবধি তাহার স্বাধীনভাবে রাজ-
কার্য্য চালাইরাহিলেন। তৎপরে গুজরাটের রাজা বাহাদুর
শাহ অধিকার করেন। ১৫৭১ খৃঃ অব্দে অকবর পারশাহ
এই স্থান জয় করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এই নগরের নিক-
টেই আরজলিব ও দারা উভয় ভ্রাতার যোঁরতর যুদ্ধ হয়।
১৭৯২ খৃঃ, হোলকর এই স্থান অধিকার করেন এবং ইহার
অনেকস্থান পোড়াইয়া দেন। তৎপরে সিন্ধিয়ার হস্তগত হইল।
১৮১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া-রাজগণ ভোগ লভ্য করেন।

উজ্জয়িনী একটি পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের পুণ্যতীর্থ বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছেন। স্বল্পপুরাণের অব্যুত্থিৎও এই তীর্থের বিস্তারিত
বিবরণ লিখিত আছে।

এখানে মহাকাল নামক শিবলিঙ্গ আছে। স্বল্প, মংজ,
নারসিংহ প্রভৃতি পুরাণে ঐ মহাকাল শিবলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া
যায় এবং এই লিঙ্গের নিমিত্ত ইহা একটি পীঠস্থান বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছে। মহাকালের মন্দিরে দিবারাজি যুগের প্রতীক
অলিতেছে। প্রতি সোমবারে মন্দিরের সেবকেরা পঞ্চমুখী-মুকুট
লইয়া মহাসমারোহে কুণ্ডভিমুখে গমন করে, তৎকালে
মন্ত্রপাঠ, বাদ্যধ্বনি ও সাধারণের অরুচি হইতে থাকে। দুই
পার্শ্ব হইতে পাণ্ডারা ময়ূরপুচ্ছের চামর ব্যঞ্জন করে। কুণ্ডে
আনীত হইলে প্রধান পুরোহিত মন্ত্রপাঠপূর্বক মুকুটটিকে
ধোত করেন, তৎপরে পূর্ববৎ মহাসমারোহে মন্দিরে আনিয়া
মহাকালের মাথায় পরাইয়া দেন। তখন মহাকাল কোষের
বস্ত্র ও মণিমানিক্যাদি ভূষিত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ
করেন। মহাকাল মন্দিরের সমস্ত কার্য্যের ভার তৈলজী
ব্রাহ্মণ ও বাহোরী নামে কতকগুলি মাফোরীর উপর।
এই লিঙ্গকে সাধারণে অনন্ত-কল্পেবর বলিয়া থাকে।

মহাকাল শিবের মন্দিরও অতি বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র মন্দির
দর্শন করিলে হিন্দুশ্রীরাগণের শিরোনৈপুণ্যের কতকটা পরিচয়
পাওয়া যায়। এই বৃহৎ দেবালয় মন্দির অস্ত্র এবং মহাকালের

সেবার জন্ম অনেক সন্ধ্যা ব্যক্তি বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সিদ্ধিরা মাসিক প্রায় তিন শত, দেবালয়ের পুষ্কারগণ প্রায় মাসিক ৫০৭৬০০, ওইকুমার মাসিক ১২০১ এবং হোলকর মাসিক ৬০০ হিসাবে দিয়া থাকেন।

মহাকালের মন্দির তিন শত বৎসর ধরিয়া নির্মিত হয়। কিরিষ্টা নামক মুসলমান ইতিহাসে কথিত আছে, এই মন্দির সোমনাথের সমতুল্য, ইহার বৃহৎ স্বর্ণভূজসমূহ মণি-মণিকায় খচিত ছিল। গর্ভগৃহ মধ্যে একটি নামাক্ত আলোক আলাইরা মিলে সেই আলোক অসামান্য হীরকে প্রতিকলিত হইয়া সমস্ত মন্দির যেন স্বর্ণালাকের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সেই অসংখ্য রত্নরাশীপূর্ণ মন্দিরের এখন আর পূর্বমত অল্পপম শোভা নাই। গর্ভমাস্ মন্দিরের সমস্ত মণিমণিকায় রত্নাদি সূত করিয়া মন্দিরের বিস্তার ক্ষতি করিয়া যায়। এই সময়ে পাণ্ডারা অশেষ যত্নে লিঙ্গমূর্তিকে গুপ্তভাবে স্থানান্তর করিয়া রক্ষা করেন। প্রায় শত বৎসর হইল, রামচন্দ্রবাপু নামক এক ব্যক্তি মন্দিরের পুনঃসংস্কার করাইয়া দেন। এখনও এই মন্দিরের স্বর্ণকলস দূর হইতে যাত্রীগণের নয়ন আকর্ষণ করে।

উজ্জয়িনীর কেশবরেশ্বর নামে শিবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, অবস্থিগণের মতে এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়। এই লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে,—“কোন সময়ে হিমশৃঙ্গবাসী দেবগণ মহাদেবকে আসিয়া বলিলেন, দেবদেব! দারুণ হিমে আমাদের বড়ই আকুল করিয়াছে, আমরা চিরদিন হিম লহু করিতে পারি না। আপনি যাহা ভাল হয়, তাহার উপায় করুন। তখন মহাদেব হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, চিরকালই এরূপ দারুণ হিম হইবার কারণ কি? হিমালয় প্রাৰ্থনা করিয়া বলিলেন, আমার উপরে আসিয়া বাস করুন, আমি চিরকাল আপনাদিগের পূজা করিব এবং আট ক্রাস আমাদের প্রত্যেক কমাইব। মহাদেব গিরিশৃঙ্গের একটি উচ্চ শৃঙ্গের নিকট আসিয়া অবস্থান করিলেন। তথায় বৌদ্ধধর্মিগণ কেশবরেশ্বর নামে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। কালে পৃথিবী মানবের পাপে কলুষিত হইল। দেবাদি-দেবও অন্তর্ধান হইলেন। একদিন কতিপয় ঋষি কেশবরেশ্বর দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা তথায় কেশবরেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই আকুল হইয়া তাঁহাকে লাগিলেন—হার! কোথায় আমরা সেই কেশবরেশ্বরের দেখা পাইব? আর কি তিনি দয়া করিয়া দেখা দিবেন, পরম দয়াল ব্যতীত কে আমাদের শান্তি প্রদান করিবে? এই সময় দৈববাণী হইল—“মহাকাল বহন বাও, তথায় শিপ্রা নদীর উপর তাঁহার

দেখা পাইবে।” অনন্তর ঋষিগণ উল্লান্বিত হইয়া উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন, শিপ্রা নদীতীরে আসিয়া প্রেমতরে দেবাদিদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রোতবতীর বক্ষে একটি শিলা ভাসিয়া উঠিল, ঋষিগণ তাঁহাকেই কেশবরেশ্বরের লিঙ্গ বলিয়া সাধরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে উজ্জয়িনীতেও পাপস্পর্শ করিল। কেশবরেশ্বর পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। তীয় একজন ঋষির সহিত পরামর্শ করিলেন, কি প্রকারে পুনরায় কেশবরেশ্বরকে পাওয়া যাইবে। ঋষি তীমকে পা কাক করিয়া পাঁড়াইতে বলিলেন, এবং রাজ্যের সমস্ত ব্যবসার নীচে দিয়া বাইবার আদেশ করিলেন। তীমও তাহাই করিলেন। সমস্ত ব্যবসাই একে একে চলিয়া গেল। শেষে একটি আর কিছুতে বাইতে চাহিল না। তীম তাহাকে ধরিবার জন্য যেমনি আগ্রসর হইবেন, যেমনি সেই ব্যবসায়ী কেশবরেশ্বর ভূমধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। কিছুদিন পরে কেশবরেশ্বর হিমালয়ে আবিভূত হইলেন, তাঁহার মস্তক হিমালয়ে এবং দেহ উজ্জয়িনীতে রহিল।

উজ্জয়িনীতে অসংখ্য ভৈরব মূর্তি ও কতকগুলি ভৈরব মন্দির আছে। শিপ্রা নদীর দক্ষিণকূলে ভৈরবগড়, তাহার আকার অঞ্চলের মত। শিপ্রার ধারে প্রায় অর্ধকোণ ত্রিভুজ গড়ের প্রাচীর ও কতকগুলি বড় বড় ঘর আছে। পশ্চিম দ্বার দিয়া ভৈরব গড়ে প্রবেশ করিলে, ডানদিকে একটি বৃহৎ দেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়। এই দেবালয়ে কালভৈরবের মূর্তি আছে, এই মূর্তি বহুকালের প্রাচীন এবং অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে, কালভৈরব উজ্জয়িনীকে রক্ষা করিতেছেন। মধুজী সিদ্ধিরা কালভৈরবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

উজ্জয়িনীর দশাশ্বমেধঘাটের নিকট “অঙ্কপাত” নামে একটি তীর্থস্থান আছে, এই স্থানটি বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয়। বৈষ্ণবেরা বলেন, এইখানে কৃষ্ণবলরাম সান্দীপনী হুনির নিকট অবস্থান করিতে আসেন। এইখানে কৃষ্ণবলরাম প্রথমে অঙ্কপাতে লিখিতে আরম্ভ করেন, এই অঙ্ক ইহার নাম “অঙ্কপাত” হইয়াছে। অঙ্কপাতে বিষ্ণুর বিষ্ণুরূপ মূর্তি আছে। বলহরগড়, কাহারগড় মতে রত্নগড় আশ্রম অঙ্কপাতের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। অহল্যা বাইরের নির্দিষ্ট বৃত্তিতে এখানে প্রত্যাহ ১০ জন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে।

অঙ্কপাতের কিছুদূরে দামোদর, গোমতী, বিষ্ণুগির প্রভৃতি কএকটি প্রাচীন কুণ্ড আছে।

উপরোক্ত স্থানাদি ব্যতীত মহেশ্বর, সহস্রহৃৎকেশর, শিখারমোচন, নভাক্ষর, চামুণ্ডা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবমন্দিরও প্রসিদ্ধ। অবশিষ্টে ২৪ মাস্তা ও ৩ জন দেবের পূজা উল্লেখ আছে, একে কেশব, লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। [নারায়ণপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৭৮ অঃ দেখ।]

সরস্বতী দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন, এই মন্দিরে অনেকগুলি মাতৃকামূর্তি আছে। বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরে আসিয়া দেবীপূজা করিতেন।

উজ্জয়িনীর কালিদয়ী (কালিদয়ী) দেখিবার জিনিস। বৃন্দাবনে কালিদয়হে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আছে, এই কালিদয়ীতেও সেইরূপ দেবদত্ত দৃষ্টিগোচর হয়। কালিদয়ীঘর মধ্যস্থলে দীপাকার ভূমিখণ্ডের উপর জল-প্রাসাদ রহিয়াছে। পূর্বে এখানেও বিষ্ণুমন্দির ছিল। মিরট ইন্সপেক্টর নামক মুসলমান ইতিহাসের মতে, ঐ জলপ্রাসাদ নাসির উদ্দীন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাসাদ যে অনেক প্রাচীন, তাহা দেখিলে সহজেই জানা যায়।

কালিদাস তাহার ঋতুসংহারে ‘জলযন্ত্রমন্দিরের’ উল্লেখ করিয়াছেন—

“নিশাঃ শশাঙ্ককতনীলরাজয়ঃ

কচিবিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।” ১।২।

কালিদাসের ‘জলযন্ত্রমন্দির’ উক্ত জলপ্রাসাদ বলিয়াই বিলক্ষণ অনুমান হয়। তাহা হইলে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েও ঐ জলপ্রাসাদটি ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। বোধ হয়, রাজা বিক্রমাদিত্য গ্রীষ্মকালে জলপ্রাসাদে বাস করিতেন, কালিদাস স্বচক্ষে দেখিয়া ঋতুসংহারে লিপিবদ্ধ করেন। যদিও এখন এই প্রাসাদের চারিদিকে কোন ফোয়ারা নাই, কিন্তু পূর্বে যে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই জলপ্রাসাদের নির্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। যে মালমসলার এই প্রাসাদটি নির্মিত হইয়াছে, তাহা সর্বদাশেই উৎকৃষ্ট। জলের স্রোতে ইহার চিত্রমাঝ বিস্তৃত হয় না। ইহার প্রাচীরের গায়ে সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে গোপীগণ বোড়হস্তে দণ্ডায়মান;—দূর হইতে এই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়।

জলপ্রাসাদে বাতাসাতের জল সেতু আছে। পূর্বে এইখানেই (অবশিষ্টখণ্ডে) ব্রহ্মকুণ্ড ছিল। বোধ হয় ব্রহ্মকুণ্ডের কালিদয়ী নাম হইয়াছে; কারণ এই নাম অবশিষ্টে নাই। কিন্তু আবু-কজল প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান

ঐতিহাসিক কালিদয়ীবা উল্লেখ করিয়াছেন। কুঙ্কটমাস্ রো হারাহীর পারশ্যাহের সম্বন্ধ এইখানে অনিশ্চিত।

উজ্জয়িনীর সিদ্ধনাথের ষাট অতি মনোরম স্থান। এখানকার সরোবরে অনেক অত্যুচ্চ বটনা বটরা থাকে। শুনা যায়, ঐ সরোবরে নাগকভাঙ্গা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে, তাহাদের উপরিভাগ নারীমূর্তি এবং নিম্নভাগ মৎস্যের মত। (Journal As. Soc. Bengal, vol. vi. 820).

এখানে জৈনদিগেরও কতকগুলি মঠ আছে। তন্মধ্যে খেতাবরীদিগের ১০টি ও দিগবরীদিগের ৮টি, কতকগুলি জৈনমঠ একে হিন্দুদিগের হইয়াছে, তন্মধ্যে জবরেশ্বর ও জৈনভজনীশ্বরের মন্দিরই প্রধান।

উজ্জয়িনীতে গুজরাটী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এখানে রামসেনহী, দাহু, কবীরপাহী, রামাং, রামাহুজ প্রভৃতি সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়।

উজ্জয়িনীর প্রায় প্রতি গাছের তলে সতীতত্ত্ব দেখিতে পাইবে। সতীর যে কত আদর, কত সম্মান তাহা ঐ প্রস্তর খণ্ড দেখিলেই জানিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ কজিয়াদি বর্ণক্রমে ঐ প্রস্তরে স্ত্রীপুরুষ মূর্তি খোদিত আছে। ব্রাহ্মণ জাতির পরিচয়ের জন্ত গো, কজিয়ার পরিচয়ের জন্ত অশ্ব প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে অঙ্কিত থাকে। এখানকার ধার্মিক রমণীগণ সতীতত্ত্বের পূজা করিয়া থাকে।

নগরের দক্ষিণ পূর্বদিকে বোগসহীদ নামে একটি পাহাড় আছে, অনেকে বলিয়া থাকেন ইহারই নীচে রাজা বিক্রমাদিত্যের বজ্রসিংহাসন প্রোথিত ছিল। এই পাহাড়ে উঠিলে নগরের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনীতে মানযন্ত্র ছিল, এ দেশের প্রাচীন ভৌগোলিকগণ সেই যন্ত্র দ্বারা এই স্থান হইতে প্রথম বায়োস্কপের গণনা করিতেন। অকবরের পিতামহ বাবর ঐ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (Erskine's Baher 51.) কিন্তু এখন আর কেহ ঐ যন্ত্রের কথা বলিতে পারেন না, বোধ হয় প্রাচীন উজ্জয়িনী সঙ্গে তাহাও লুপ্ত হইয়াছে। এখনও এখানে জয়সিংহের মানমন্দির আছে। কিন্তু তাহারও অন্নহা বড় শোচনীয়! কে তাহার উদ্ধার করিবে? [জয়সিংহ দেখ।]

উজ্জয়িনীতে প্রস্তরস্থবিরের দেখিবার জিনিসও অনেক আছে। এই স্থান হইতে প্রাচীন গ্রীক, বাবিলীয়, শক এবং এ দেশীয় হিন্দু মরপতিগণের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এখনও প্রাচীন উজ্জয়িনীর বনহলী খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথর, হীর, লহর, অকীক পাথর, স্বর্ণ ও

মোণামুদ্রা এবং জীবোৎসবের অলঙ্কার মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই সবই এই স্থানকে লোকে 'রোজগার কা সনাতন' বলিয়া থাকে।

উজ্জয়িনী নগরের পার্শ্বে রাজা ভর্তুহরির গুহা। রাজা ভর্তুহরি সংসারতাগ করিয়া প্রথমে এইখানে আশ্রয় লন। কেহ কেহ বলেন, এইখানেই ভর্তুহরির প্রাসাদ ছিল, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। গুহার মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উপরে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিন দিকে খান আছে; থামে কতকগুলি অশ্লষ্ট মূর্তি খোদিত আছে। স্থানে স্থানে কএকটি লিঙ্গ মূর্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে কেবল কেন্দ্রের মূর্তির লিঙ্গের পূজা হয়। বামদিকের গুহার দুইটা কাল পাথরের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একটা কিছু উচ্চে, অপরটা তাহারই নীচে। এখানকার লোকে বলে, উপরে গোরখনাথ, নীচে তাহারই শিষ্য ভর্তুহরি।

উজ্জয়ন্ত, কাথিয়াওয়ারের অন্তর্গত একটি পবিত্র পাহাড়। ইহার বর্তমান নাম গির্গার। জুনাগড় হইতে প্রায় ৫ কোশ পূর্বে। ২১°৩১' উঃ অক্ষা এবং ৭০°৪২' পূঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই পাহাড় হিন্দু ও জৈনদিগের পূজ্যপ্রদ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে—

“প্রভাসকোন্দ্রো তীর্থং ত্রিংশতানং যুধিষ্ঠির।

তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসচিত্রিতং শিবম্।

উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী কিপ্রাং সিদ্ধিকরো মহান্ ॥ ২১

পুণ্যে গিরৌ জরাষ্ট্রেণ যুগপক্শিনিব্বিতে।

উজ্জয়ন্তে ন তপ্তাশো নাকপৃষ্ঠে মহীরতে ॥ ২৩

বনপর্ব ৮৮ অঃ।

সমুদ্রের তীরে জরাষ্ট্রের নিকটে দেবগণের প্রভাসতীর্থ আছে। এইখানে পিণ্ডারক তীর্থ ও আভাসিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত পর্বত পরিলক্ষিত হয়। যুগপক্শিনীমাতুল জরাষ্ট্রদেশীর পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্বতে তপত্তা করিলে স্বর্গলোকে পূজা হয়।

হৃদপুরাণে প্রভাসথণ্ডে লিখিত আছে—

“সোমনাথস্ত সারিধৌ উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান্।

তত পশ্চিমভাগে তু রৈবতক ইতি শ্রুতঃ ॥”

ঈ ২৮৬। ১। ১।

“উজ্জয়ন্তে পরং গতা ততঃ স্বর্গং নিরাময়ঃ ॥” ঈ ২। ১।

“ঐরাবতপদাশ্রিতা উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ।

জলার তোরং বহুধা গজপাদোত্তমং তচি ॥”

ঈ ৩০৩। ২। ৮।

উজ্জয়ন্ত গিরিবরং মৈনাকত সহোদরম্।

জরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতং যুগানৌ প্রথমবিতম্ ॥”

ঈ ৩১৪। ১। ১৩।

ইত্যাদি বচনের দ্বারা উজ্জয়ন্ত গিরির মাহাত্ম্য সূচিত হইরাছে। এই পাহাড়ের কাছেই সুপবিত্র বজ্রাপথক্ষেত্র, এই স্থানকেও একগণে গির্গার বলে।

প্রভাসথণ্ডে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের সকল তীর্থের মধ্যে প্রভাসতীর্থ শ্রেষ্ঠ, আবার প্রভাসতীর্থ অপেক্ষা বজ্রাপথ সমধিক পূজ্যপ্রদ।

“পরং দেব যত্র পূজ্যং প্রভাসং কথিতং যম।

তন্মাদপ্যধিকং প্রোক্তং ক্ষেত্রং বজ্রাপথং যত্র ॥”

ঈ ২৮২। ১। ১২-১৭।

প্রভাসথণ্ডে বজ্রাপথক্ষেত্রের এইরূপ সীমা নির্দিষ্ট হইরাছে—

“উত্তরে তু নদী তত্রা পূর্বভাগং যোজনদ্বয়ম্।

দক্ষিণে চ বলিহানমুজ্জয়ন্তীনদীমহু।

অপরস্যং পরং নদ্যোঃ সত্ৰমং বামনাং পুরাং।

এতদ্বজ্রাপথং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।

ক্ষেত্রস্ত বিস্তরো জ্যেষ্ঠো যোজনানাং চতুর্দশম্ ॥”

ঈ ৩০৩। ২। ১১-১২।

উত্তরে তত্রানদী, পূর্বে ও দক্ষিণে দুই যোজন অবধি বিস্তৃত বলিহান, তাহারই পশ্চাতে উজ্জয়ন্তী নদী; এবং পশ্চিমে বামনপুর হইতে উত্তর নদীর সত্ৰম পর্য্যন্ত। এই স্থান মধ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বজ্রাপথক্ষেত্র। ক্ষেত্রের বিস্তার চারি যোজন।

প্রভাসথণ্ডে বজ্রাপথ ক্ষেত্রের উপপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে—

“একদিন কৈলাসে শিব ও পার্বতী বসিয়া আছেন। পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমাকে দয়া করিয়া বলুন, কি প্রকার কার্যের দ্বারা মানব আপনাকে পূজা করে, কি প্রকার আচরণ করিলে, কিরূপ উপাসনা করিলে, আপনি সন্তুষ্ট হন? শিব কহিলেন, যে জীবহিংসা করে না, যে সর্বদা সত্য কথা কয়, যে কখন কুকর্ম করে না, যে বুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে অগ্রসর হয়, আমি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হই। এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মার দেবগণ কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে বিষ্ণু শিবকে সোধোদন করিয়া বলিলেন, আপনি সর্বদাই মৈত্রেয়গণকে বর প্রদান করেন, সেই বর-প্রভাবে তাহারা নিরন্তরই মহাব্যর্থ অনিষ্টচরণ করে। তাহারা

সদাই আমার পালনকারী ব্যাঘাত করাইতেছে। পৃথিবীর পালন আর কী আর ব্যক্তি উঠে না। একদা কে আমার পরব্রহ্ম করিতে? শিব কহিলেন, আমি আন্ততঃ, অদ্বৈত আমি সন্তাই হইয়া থাকি, আমার এ কতাব বাইবল নয়। ভোমদেবকে বাকি ভাষা বা লাগে, তবে আমি চলিলাম। এই বলিয়া শিব কৈলাস হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তখন পার্শ্বতী কহিলেন, তিনিও শিব ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ পার্শ্বতীর সহিত শিবের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এমিকে শিব বজ্রাপথ কেজ্ঞে আসিয়া আপনার বজ্র পরিচয় করিলেন এবং তথায় অদৃষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পার্শ্বতী ও দেবগণ খুঁজিতে খুঁজিতে বজ্রাপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু গরুড় ছাড়িয়া রৈবতক পর্বতে অবস্থান করিলেন, পার্শ্বতী উজ্জয়ন্ত গিরি-চূড়ার বিশ্রাম করিলেন। এই সময় নাগরাজ এবং গন্ধাদি নরীসমূহ পাতাল হইতে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেব-গণও নিজ নিজ মনোমত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন পার্শ্বতী উজ্জয়ন্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে শিবস্তোত্র গান করিতে লাগিলেন। আন্ততঃ আর সুকীর্ষা থাকিতে পারিলেন না, পার্শ্বতীর তবে সন্তাই হইয়া সর্বসমক্ষে দেখা দিলেন। দেবগণ তাঁহাকে কৈলাসে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব বলিলেন, তিনি বাইতে পারেন, কিন্তু দেবগণ ও পার্শ্ব-তীকে এই বজ্রাপথে থাকিতে হইবে। দেবতারা তাহাই করিলেন। শিব নিজের অংশ রাখিয়া কৈলাসে চলিলেন। সেই পর্যন্ত বিষ্ণু রৈবতকে এবং পার্শ্বতী অম্বা নামে উজ্জ-য়ন্ত গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করিতেছেন।”

বজ্রাপথের সাহায্য লব্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে—

“ভোজ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি কুরুব্রহ্মে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া সতীক গন্ধাতীরে আগমন করেন। কিছুদিন পরে ভজ নামে একজন মুনি অপর কতিপয় মুনির সহিত সেই নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পুত্রবীরা গন্ধার জ্ঞান করিয়া মুনিবর ধ্যানে বসিলেন। এই সময়ে রাজা ভোজ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রে ভোজ-রাজের হৃদয়ে অস্ত্র লক্ষ্য হইল। তিনি মুনির নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে লইয়া বাইবার ভক্ত অনুরোধ করিলেন। ভজ রাজার বাক্য লক্ষ্য হইয়া তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। ভোজ সতীক মুনিবরের পরিচর্যা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘মুনিবর! যাহাও লগ্নার-প্রয়োজন হইবে হইয়া অক্ষয়ব্রহ্মচর্যে পুরিয়া কেড়াইতেছে। তখন মুনি আসিয়া কি কথা করিয়া বলিতে পারেন, কিন্তু যিনি মনো-বিত্য

শান্তিলাভ করিতে পারে।’ মুনি কহিলেন, ‘পৃথিবীতে ব্রহ্ম-প্রকৃতি অনেক পুণ্যভোমা নদী এবং বিষ্ণু ও শিবের তীর্থ আছে। নির্দিষ্ট সময়ে নদীতে জ্ঞান ও তীর্থদর্শনে অপেক্ষ পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু বজ্রাপথ তীর্থবাণীকে নিত্যই অনন্ত ক্রমের কর্ণ প্রকাশ করে। একদা আমি বজ্রাপথ দর্শনোপায়ন করি। তথায় বিষ্ণু অবস্থান করেন। তিনি আমাকে বলেন, সকল তীর্থদর্শনের নিমিত্ত ব্রহ্ম পরিগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি? বজ্রাপথের নামোদয় দর্শন ও নামোদয়কৃত জ্ঞান করিলে সর্বতীর্থের কল হয়। বিষ্ণুর আদেশ মত আমি সেই তীর্থ দর্শন করিতে যাই।’ তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবন্! বজ্রাপথকে কোথায়? এই স্থানে কোন্ কোন্ পর্বত, কোন্ কোন্ নদী, কি কি বন আছে?’ মুনি কহিলেন, ‘এই কেজ্ঞের চারিদিকে সমুদ্র। ইহাতে অনেকগুলি নগর আছে। এখানে ভবনাথের নিকটে উজ্জ-য়ন্ত পর্বত, তাহার পশ্চিমে রৈবতক, এই পর্বতের শৃঙ্গ হইতে স্বর্ণরেখা নদী নির্গত হইয়াছে। পাতাল হইতে স্বর্ণরেখার উৎপত্তি। শাক, প্রচুর প্রকৃতি বায়বগণ সতীক এই কেজ্ঞে অবস্থান করেন। নামোদয়ের নিকটে রৈবতক কুণ্ড, উজ্জ রৈবতী নির্মাণ করেন। এইখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামে আর একটি কুণ্ড আছে। নামোদয় এই কুণ্ডে জ্ঞান করিতে আসেন। এই কেজ্ঞে যে ব্যক্তি পক্ষ প্রত্যয়ের মন্দির নির্মাণ করেন, তিনি পাঁচ হাজার বর্ষ নিরাময় স্বর্গে বাস করেন। রৈবতকের নিকটে দুই কোষ বিস্তৃত অস্ত-প্রহকোষ *। এই কেজ্ঞে অধিকতর পুণ্যপ্রদ। এখানকার জলে শবের অস্থি পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিলীন হয়, এজন্য ইহাকে বিলীয়ক বলে। এখানে অনেক সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী বাস করেন।’ ভজ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ও রাণী বজ্রাপথে বাজা করিলেন। তাঁহারা কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে এখানে পৌঁছিলেন। তথায় জাম করিয়া রাজা ভবনাথ ও নামোদয় দর্শন করিলেন। স্বর্ণ হইতে রথ আসিয়া তাঁহা-রের অপেক্ষা করিতেছিল; রাজা ও রাণী স্বজনসহ সেই রথে আরোহণ করিয়া নিরাময় স্বর্গে গমন করিলেন।”

বজ্রাপথ বা সিংগার-গরুর করিলে, হিন্দুদিগের যে যে স্থান দেখা উচিত, তাহাও প্রত্যয়গণে বর্ণিত আছে—

“বজ্রাপথের পশ্চিমে উন্নবিক গিরি, এই স্থানে ভীম

* অস্তপ্রহকোষ কর্ণকোষের পূর্বে স্বর্ণরেখা নদী হইতে উজ্জয়ন্ত গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে এই তীর্থগুলি আছে,—নামোদয়, ভবনাথ, বিষ্ণু, স্বর্ণরেখা, ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মবর, গন্ধবর, কালমেঘ, ইন্দ্রবর, রৈব-তক, উজ্জয়ন্ত, রৈবতীকুণ্ড, সুতীর্থ, ভীমকুণ্ড ও ভীমবর। (প্রত্যয়গণ)।

উজ্জয়িনী নদীকে বিবাক্ষ করেন। এখানে অনেক-
কনি শিবলিঙ্গ ও বর্ষের কনি আছে। তীর্থবাসী এখান-
কার কার্য সমাধা করিয়া, মঙ্গলগিরির পশ্চিমে প্রবাহিত
পদ্মাশ্রোতে স্নান করিলেন। পরে তথাকার গঙ্গেশ্বরের
পূজা করিয়া স্নানাদি সমাপন করিলেন। তৎপরে তিনি একে
একে সিদ্ধেশ্বরের পশ্চিমস্থিত ইন্দ্রেশ্বর মর্শন, অনন্তর
মঙ্গলগিরির পশ্চিমে ককমবহু বকেশ্বরী মর্শন করিয়া তীহার
পূজা করিলেন। পরে তিনি রৈবত্যক উপনীত হইলেন।
এখানে রেবতী ও তীক্ষ্ণকুণ্ডে স্নান করিয়া দামোদর মর্শন
করিলেন। দামোদর মর্শনান্তে ভবনাথে আসিলেন। তথায়
কুর্নী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া উজ্জয়িনী গিরিতে আরোহণ
করিলেন। হেথা অম্বাদেবী, হস্তীপদ, রসকৃপিকা, সপ্তকুণ্ড,
গোমুখ, পদ্মা, প্রহ্মার প্রভৃতি মর্শন করিয়া তীর্থবাসীর কর্তব্য
পূণ্যকর্মাদি করিলেন।” এই ভূপেল হিন্দুদের কথা।

জৈনেরাও, এই গিরীকে আপনাদের একটি অতিপবিত্র
তীর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। উজ্জয়িনী বা গিরীতে প্রতিবর্ষে
সহস্র সহস্র জৈন তীর্থ করিতে আসেন। এখানে তীর্থর-
সিগের অনেকগুলি মন্দির আছে। তন্মধ্যে নেমিনাথের
মন্দিরই অতি প্রাচীন। ১২শ শতাব্দীতে এই মন্দিরের একবার
সংস্কার হইয়াছিল, এখানকার শিলালিপি দ্বারা জানা যায়।
বস্ত্রপাল ও তেজোপাল উভয় রাজা দ্বারা নির্মিত একটি
প্রাচীন অতি বৃহৎ মন্দিরও আছে। জৈনশাস্ত্রের মতে এই
তীর্থ-মর্শন করিলে অক্ষয় বর্ষ লাভ হয়।

পূর্বকালে এই উজ্জয়িনী বৌদ্ধেরাও তীর্থ করিতে
আসিত। বৌদ্ধরাজ অশোকের শিলালিপি এই গিরিতে
খোদিত ছিল। ঐ অশ্বপালসময়ে প্রাচীন গ্রীক ও
বাহ্লিক রাজগণের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টের সপ্তম শতা-
ব্দীতে পরিত্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্ক এই গিরি মর্শন করিতে
আসেন। তিনি ঐ গিরি মর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

“উজ্জয়িনী (বু-চেন-তো) গিরির উপরে (বৌদ্ধসিগের)
সম্ভারাম আছে। এখানকার আশ্রমাদি পাহাড়ের পার্শ্ব
খুবিয়া নির্মিত হইয়াছে। এই পাহাড় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ,
কএকটা নদী ইহার শিখর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে
সিদ্ধপথ বাস্তবায়ন করেন। আত্মজ্ঞানী ঐবিগণ একত্রে
অবস্থান করিয়া থাকেন।” হিউএন্সিয়ঙ্ক-বর্ণিত সেই প্রাচীন
সম্ভারাম এখন আর নাই।

উজ্জয়িনী (পৃঃ) ১ কবীরের উত্তরস্থিত দেশবিশেষ।
বর্জমান নাম বাং (জুঃ)। মহাত্মার মতে, উজ্জ-
য়িনী একটি পবিত্র তীর্থ।

“উজ্জয়িনী উপনাম আট সেন্ত চান্দ্রে।

শিলালিপিগ্রন্থে দ্বাভা মর্শপাণে প্রবৃত্তান্তে।”

অনুশাসন ২৫। ৫০।

পূর্বকালে এই দেশ বিভক্তা নদীর পশ্চিমভাগে অবস্থি
বিভূত ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে ইহার নাম উজ্জয়িনী।

“বেদমন্ত্রা বিমাতৃভ্যাঃ শাখনীপাতৃভা লকাঃ।

উজ্জয়িনীভাঃ বৎস বোবসংখ্যাভাঃ ৪” ৫৮। ৩।

[অর্যবর্তের মানচিত্রে উজ্জয়িনী দেখ।]

মহাত্মার মতে লিখিত আছে, “কার্তিকের ও বশিষ্ঠ এই
দ্বাদশ শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে কুশবান্
নামে ব্রহ্ম, বাহাতে প্রচুর কুশেশ্বর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।”

(বনপর্ব ১৩০ অঃ)।

পূর্বে এখানে বৌদ্ধধর্মও বড় প্রবল ছিল। কাহিরান্
জুজুয়ন, হিউএন্-সিয়ঙ্ক প্রভৃতি চীনপরিভ্রাজক এই স্থান
মর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধধর্মসম্পর্কীয় সকল কথাই
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

জুজুয়ন লিখিয়াছেন, ‘এই দেশ উত্তরে জুজু-লিঙ্গ পর্বত
ও দক্ষিণ সীমা ভারতবর্ষে মিলিত হইয়াছে। এখানকার
আবহাওয়া উষ্ণ অথচ মনোরম। রাজ্যটি প্রায় শত ক্রোশ
বিভূত। অধিবাসী ও উপাধের জন্ম বিস্তর। ভূমি অতি-
শয় উর্বরা। এইখানে পেলো (বেলুচ) রাজা নিজ
পুত্রকে ভিক্ষারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে বোধিসত্ত্ব
নিজ দেহ ব্যাভীকে খাইতে দেন। এখানকার রাজা শাক্য-
ভোজী, পরম ধার্মিক, সায়ং ও প্রাতঃকালে বুদ্ধদেবের
অর্চনা করিয়া থাকেন; তৎকালে ঢাক, ঢোল, বীণা
প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠে। মধ্যাহ্নকালে তিনি রাজকার্য
সেধিয়া থাকেন। এখানকার লোকেরা বৎসকালে নদীর
বাগ আসিতে দেয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা শক্তি
বৃদ্ধি হয়। সন্ধ্যাকালে সকল মঠ হইতে বাদ্য বাজিয়া
উঠে, প্রমণবর্ণ বুদ্ধদেবের পূজা করিতে থাকেন। বুদ্ধ
উজ্জয়িনী উপস্থিত হইলে প্রথমে নাপরাজের মঠে গমন
করেন। নাপরাজ তীহার প্রতি ক্রন্দন হইয়া বড় বৃষ্টি আরম্ভ
করিল। বৃষ্টিতে বুদ্ধের সম্ভাটি ভিজিয়া গেল। বৃষ্টি থামিলে
বুদ্ধদেব একখানি পাথরের উপর অবস্থান করেন। এই-
খানে তিনি আপনায় কবার-বলন শুকাইয়া ছিলেন, সেই
তক কবার এখনও সেই পাথরের নিকট রহিয়াছে। বহু
কাল গড় হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের কবারবাস এখনও
ভেগনই আছে। যেখানে বুদ্ধ বসিয়াছিলেন, সেইখানে
ঐহার মরগাধা একটি মঠ নির্মিত হইয়াছে। রাজধানী

হইতে প্রায় ৩ পোরা উত্তরে পাহাড়ের উপর বুদ্ধের পাহাড়-
কার চিহ্ন রহিয়াছে। এখানেও মঠ হইরাছে। নগরের
উত্তরে তারামন্দির। এই মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ।
ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দেবদেবী ও উপাসকগণের মূর্তি আছে।
রাজধানী হইতে দক্ষিণপূর্বে আট দিন যাত্রা করিলে
একটি পার্বত্য প্রদেশে যাওয়া যায়। এইখানে বুদ্ধ তপতা
করিতেন। এখানেই তিনি ক্ষুধার্ত ব্যাককে আপনার
দেহের মাংস খাইতে দিয়াছিলেন। হেথার করতর জন্মে।
রাজধানী হইতে প্রায় ৮৯ ক্রোশ দূরে একটি তীর্থ আছে,
এইখানে বুদ্ধ লিখিবার নিমিত্ত আপনার দেহের চর্ম খুলিয়া
লয়েন। ঐ পবিত্র স্থান রক্ষা করিবার জন্য রাজা অশোক
একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইত্যাদি।

হিউ-এন্ সিয়ঙ্গের মতে, হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ সমস্ত
পার্বত্য প্রদেশ এবং চিঞ্জল হইতে সিঙ্কুনদী পর্যন্ত দূরদ
রাজ্য উজ্জানক দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

হিউ-এন্ সিয়ঙ্গ লিখিয়াছেন, এই রাজ্য দৈর্ঘ্যে প্রায়
৫০০ লি (প্রায় ২১৭ ক্রোশ), গিরিপুঞ্জ ও উপত্যকার
সন্নিহিত। উচ্চ সমতল ভূমিতে থাকে থাকে উপত্যকা ও
জলাশয় আছে। এখানে নানাপ্রকার বীজ রোপিত হয়,
কিন্তু তাড়ণ শস্ত উৎপন্ন হয় না। আঙ্গুর ও ইক্ষু বিস্তর
জন্নিয়া থাকে। ভূমিতে লৌহ ও স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। এখানকার
জমি হলুদ চাঁদের পক্ষে অতি প্রশস্ত।

এখানে শীত প্রায় সমান; বর্ষাকালে বর্ষা হইয়া থাকে।
অধিবাসীরা মুহূভাষী, লাক্ক ও চতুর। তাহারা বিদ্যার
সুখ্যাতি করে, অথচ কার্যে কিছু করে না। ইজ্জলবিদ্যা
সকলেই প্রায় লিখিয়া থাকে। অনেকেরই প্রায় মহাযান
সম্প্রদায়ভুক্ত।

এখানে পাঁচপ্রকার হীনযান সম্প্রদায় দেখা যায়।
বখা—সর্বাস্তিবাদী, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয় ও মহা-
সাজিক। এখানকার ভাষা অনেকটা ভারতবর্ষের মত।
লিখনপ্রণালী ও ত্রুপ। তৎকালে এখানে ৪৫টি প্রধান নগর
ছিল। রাজা মল্লী নগরীতে বাস করিতেন। ঐ রাজা শাক্য-
বংশীয়। তৎকালে এখানকার সুবাস্ত (বর্তমান স্বাং) নদীর
উত্তর তীরে প্রায় ১৪০০ সত্ভারাম ছিল। তৎকালে মল্লী
নগরীর চারিদিকে অসংখ্য বৌদ্ধকীর্তি দেখা যাইত। তখনও
এখানে ১০টি হিন্দুদের দেবমন্দির ছিল। [Beal's Buddhist
Records of the Western World. Vol. I, Pp. 119-184
দেখ।]

এই প্রদেশে মৈত্রেয়বুদ্ধের অতি প্রকাণ্ড মূর্তি ছিল।

কাহিয়ান লিখিয়াছেন, ঐ মূর্তি বুদ্ধের নির্মাণের ৩০০ বর্ষ পরে
(অশোকরাজের সময়ে) নির্মিত হয়। হিউ-এন্-সিয়ঙ্গ এই
মূর্তি ১০০ ফিট উচ্চ দেখিয়া বান।

কা-হিয়ান ও ব্রুস-বুন্ এই স্থানকে 'উচন্' এবং হিউন্
সিয়ঙ্গ 'উচন্-ন' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জুলে কানিংহাম
প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ চীনপরিভ্রাজকোক্ত উক্ত শব্দগুলির
সংস্কৃত নাম 'উদ্যান' বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

[Cunningham's Anc. Geog. India, p. 81 দেখ।]
কিন্তু এই মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। উক্ত নাম সংস্কৃত
'উদ্যান' না হইয়া 'উজ্জানক' হওয়াই অধিক সম্ভবপর।
বিশেষতঃ মহাভারত পুরাণাদি ও চীনপরিভ্রাজক নিরূপিত
স্থানে উত্তরে সমধিক ঐক্য থাকার, উজ্জানক ও 'উচন্'-
যে একই নাম, ভিন্ন দেশে উচ্চারণ ও লিখনপ্রণালীভেদে ভিন্ন
আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়।

এখনকার পাঁজকোরা, বিজাবর, স্বাং ও বুনির প্রদেশ
প্রাচীন উজ্জানক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। [স্বাং শব্দে
অশ্রাশ্র বিবরণ দেখ।]

২ মহর্ষি উক্তকের আশ্রমের নিকটবর্তী একটি সুবিত্ত
বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি। (হরিবংশ ১১ অঃ)। মৎস্ত-
পুরাণের মতে, এই মরুভূমির মধ্য দিয়া নলিনী নদী প্রবা-
হিত হইতেছে। (মৎস্ত পু ১২৩ অঃ)।

উজ্জালক, মহাভারত ও হরিবংশের স্থানে স্থানে উজ্জা-
নক শব্দের পরিবর্তে উজ্জালক লিখিত হইরাছে। [উজ্জা-
নক দেখ।]

উজ্জাসন (ক্লী) উৎ-জস-পিচ্-লুট্। মারণ, বধ।

উজ্জিত্র (জি) উৎ-জা-শ। আত্মাণকর্তা।

উজ্জিতি (ত্রী) উৎ-জি-জিন্। ১ উৎকৃষ্ট জয়। (উজ্জিতিমহুপ-
হতবিয়ন হবিঃ স্বীকরণরূপবৃৎকৃষ্টজয়ন্। বেদদীপে মহীধর)।

উজ্জিহান (পুং) দেশবিশেষ। খশ দেশের নিকট।
কশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে। [উজ্জানক দেখ।]

উজ্জিহানা (ত্রী) একটি প্রাচীন নগরী। ভারত রাজগৃহ
হইতে অবোধ্যার আলিবার কালে, এই নগরী হইয়া আসেন।
তখন এই নগরী প্রিয়ক বৃক্ষ ও উপবনে শোভিত ছিল।

"ভজ রম্যে বনে বাসং কৃষাসৌ প্রাভুম্বো বনৌ।

উদ্যানবুজ্জিহানায়ঃ প্রিয়কা বজ পাদপাঃ।"

রামায়ণ ২। ৭১। ১২।

এই নগরী সম্ভবতঃ বর্তমান রোহিলখণ্ডে ছিল।

উজ্জীৱী [বু] (জি) উৎ-জীৱ-শিনি। বে পুনর্জীব
বাচিয়া উঠে।

উজ্জ্বল (ত্রি) উৎ-জ্জ্ব-অচ্। প্রসন্ন, প্রসূতিত। (প্রব-
কোচ্ছতুলানি। ব্যাকোশং বিকচং রিতম্। হেম ৪।
১২২।) ২ হাইতোলা।

উজ্জ্বল (ক্ৰী) উৎ-জ্জ্ব-ভাবে লুট্। সুখবিকাশ,
হাইতোলা।

উজ্জ্বলিত (ত্রি) উৎ-জ্জ্ব-জ। ১ বিকাসিত। ২
চেতিত। (উজ্জ্বলিতমুৎসুর্নে চেতিতেহপি চ। হেম* অনে
৪। ১৩১।) (ক্ৰী) ভাবে ক। ১ চেটা। (উজ্জ্বলিতং
ত্রিভুংকুর্নে চেটামাঞ্চ নপুংসকম্। মেদিনী।) ২ হাইতোলা।

উজ্জ্বল (পুং) উৎ-জ্জ্ব-গত্যর্থ, ভাবে ষজ্। উন্নতি,
উৎকর্ষপ্রাপ্তি। ভাবে অচ্ (ত্রি) উৎকর্ষে জয়যুক্ত।

উজ্জ্বলী [ন্] (ত্রি) উৎ-জ্জ্ব-গিনি। উৎকর্ষে জয়শীল।

উজ্জ্ব (ত্রি) আরোপিত জ্য। (উজ্জ্বাধা আরোপিজ্য-
ধরুকাঃ। কাত্য* শ্রৌ* ভাষো কর্কাচার্য।)

উজ্জ্বল (ত্রি) উৎ-জ্জ্ব-অচ্। ১ দীপ্তিমান, দীপ্ত। ২
বিমল, বিশদ। ৩ বিকাশী। (পুং) ৪ শৃঙ্গারস।
(উজ্জ্বলন্ত বিকাশিনি, শৃঙ্গারে বিশদে দীপ্তে। হেম* অনে
৩। ৬২৬।) (ক্ৰী) ৫ স্বর্ণ, সোণ।

উজ্জ্বলদন্ত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি উগাদিস্বত্রের
রুত্তি রচনা করেন। ঐ রুত্তিতে প্রাচীন কোষ ও স্থানে
স্থানে প্রমাণরূপে প্রাচীন কাব্য সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।
উজ্জ্বলদন্ত কোন সময়ের লোক, ঠিক বলা যায় না। মহেশ্বর
১১১১ খৃঃ অব্দে বিশ্বপ্রকাশ প্রণয়ন করেন, ঐ কোষ উজ্জ্বলদন্ত
আপন রুত্তিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার ১৪৩১ খৃঃ
অব্দে রায়মুন্সুট অমরকোষের টীকার উজ্জ্বলদন্তের উল্লেখ
করিয়াছেন। তাহা হইলে উজ্জ্বলদন্ত সম্ভবতঃ খৃষ্টের দ্বাদশ
বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

উজ্জ্বলন (ক্ৰী) উৎ-জ্জ্ব-ভাবে লুট্। ১ উদীপ্তি। ২
নির্গলতা।

উজ্জ্ব (তুদা* পর* সক* সেট্) ভ্যাগ। উজ্জ্বতি, উজ্জ্বীৎ।

উজ্জ্ব (পুং) উজ্জ্ব-অচ্। ভ্যাগ, বিসর্জন। (মহ ১১। ৫৬।)

উজ্জ্বন (ক্ৰী) উজ্জ্ব-লুট্। বিসর্জন। (মিতাকরা)

উজ্জ্বত (ত্রি) উজ্জ্ব-জ। ত্যক্ত, বর্জিত।

উচ্চ (পুং ক্ৰী) উচ্ছ-অচ্। ১ খাভকণা গ্রহণ। জীবিকা
নির্বাহার্থ খাভাদি খুঁটিয়া লওয়া। (উচ্ছো খাভকণাধানং।
হেম ৩। ৪২৯।)

"শিলোহমগাদদীত বিপ্রোহজীবন্ বভক্ততঃ।

প্রতিগ্রহাচ্চিলঃ প্রেরাজ্জতোহপ্যুৎঃ প্রণততোহ।"

মহ ১০। ১২২।

ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহে অক্ষম হইলে শিলোহরুত্তি দ্বারা
জীবিকানির্বাহ করিবেন, কারণ অগ্ন্যেতিগ্রহে অগ্নেচ্ছা
শিলশ্রেষ্ঠ, তদগ্নেচ্ছা উচ্ছরুত্তি আরও প্রশস্ত।

"কুশলকুন্তীবাভো বা ত্র্যেহিকোহম্বতনোপি বা।

জীবেষাপি শিলোহেন প্রেরামেবাং পরঃপরঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ১। ১২৮।

(এটেকখাভাদি শুভকোচ্চরনমুৎঃ। কুশ্।)

(পুং) উচ্ছশীল।

উচ্ছন (ক্ৰী) উচ্ছ-লুট্। খুঁটিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া।

উচ্ছশীল (ক্ৰী) "উচ্ছ শিলশ্রেষ্ঠোক্তব্যবহারঃ।" উচ্ছরুত্তি।
খাভাদি খুঁটিয়া লওয়া কাজ।

"ঋতমুচ্ছশিলং জেয়মমুৎতং তাদযাচিতম্।" মহ ৪। ৫।

উচ্ছশীল, উচ্ছশীল এইরূপপদও হইয়া থাকে।

উট (পুং) ১ বাস পাতা। ২ (দেশজ) উট্ট শব্দের অপভ্রংশ।
ক্রমেল, উট্ট।

উটুকুরা (প্রায্য) উটুকুরা। অজান। দুর্খ। অজানিত।

উটঙ্গন (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

উটজ (পুং) উটাঃ তৃণপর্ণাদয়ন্তেভ্যো জায়তে জন-ড।
১ পর্ণশালা। (পর্ণশালোটজঃ। হেম ৪। ৬০।) বাস পাতা
নির্মিত মুনিদিগের কুটীর।

("মৃগৈর্বর্তিতরোমমুটজানন ভূমিষু।" রঘু ২। ৫২।)

২ গৃহমাঝ। (অমরমালা।)

উটন (দেশজ) কোন জিনিস ধারে লওয়া।

উটনা (দেশজ) ধারে ক্রয় করণ।

উটকন, উটকান (দেশজ) কোন ব্যবহার জন্ত অধেষণ।

উটকান্‌পাটকান্ (দেশজ) কোন জিনিস পাইবার জন্ত ধাঁটা।

উটকানীয়া (দেশজ) যে কোন জিনিস উটুকাইয়া
বাহির করে।

উটুকা (দেশজ) ১ ভ্রম, ভ্রান্ত, না জানিয়া যে ঘোরে।
২ নির্দোষ।

উটুজ (দেশজ) নিশানা, ছুতানতা।

উট (তুদা* পর* সক* সেট্।) উপবাস। আবাস।

উঠান (দেশজ) ১ গাজোখান। ২ উঠান।

উঠনি (দেশজ) উথান, আরোহণ।

উঠাউঠি (অব্য, দেশজ) পুনঃপুনঃ।

উঠান (দেশজ) ১ উথান। তোলা। ২ বাড়ীর
সম্বন্ধিত ভূমিখণ্ড।

উঠানবাগি (উথানবট্ট শব্দের অপভ্রংশ।) নদী প্রকৃতি
হইতে উঠিয়ার স্থান।

উঠানি (দেশজ) কোন স্থানে পৌছান।

উঠাপড়া (উথান ও পতন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উথান ও পতন। ২ অভিশর তৎপর।

উঠতি (দেশজ) ১ জব্যাদির বিক্রয়। ২ উন্নতি। ৩ যৌবন। যেমন, উঠতি বয়স।

উড় (পরং সন্ধি) সংহতি।

উড়কী (দেশজ) ১ ওড়কী। [উড়কী দেখ।] ২ উল্কী, জ্বালোকের কপালে যে দাগ থাকে।

উড়কুড় (দেশজ) আদ্যন্ত। শেষ।

উড়কুড়ীয়া (দেশজ) উড়নচণ্ডীয়া।

উড়ন (উড়য়ন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উপরে উঠা বা পলায়ন। ২ উঠিয়া যাওয়া।

উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডীয়া (দেশজ উড়য়ন ও চণ্ড শব্দের অপভ্রংশ) অভিশর চণ্ড। উগ্রস্বভাব। বৃথা অপব্যয়কারী।

উড়নী (দেশজ) এ দেশে প্রচলিত গাজে দিবার চাদর।

উড়পড়ন (দেশজ) বাইতে যাইতে উঠাপড়া।

উড়া (দেশজ, উড়য়ন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উর্দ্ধে উঠা। ২ নষ্ট, দুর্বিত। ৩ মৈথুনজনিত রোগবিশেষ। [উপদংশ দেখ।]

উড়ান (উড়য়ন শব্দের অপভ্রংশ) কোন কিছু উর্দ্ধে তোলা। যেমন ঘুড়ি উড়ান।

উড়ানচণ্ডীয়া, [উড়নচণ্ডী দেখ।]

উড়ানী (দেশজ) ১ অপব্যয়, খরচ। ২ উড়নী, চাদর, [উড়নী দেখ।]

উড়াবাও (দেশজ) উপদংশরোগ, উড়া। [উপদংশ দেখ।]

উড়িধান (দেশজ) ধাতবিশেষ। এই ধান চাস ব্যতীত আপনি জন্মে।

উড়িয়া (ওড় শব্দজ) উড়িয়ার লোক। [উৎকল দেখ।]

উড়িয়া, উৎকল দেশ। [উৎকল দেখ।]

উড়ী (দেশজ) ১ বস্ত্র। ২ উড়িধান। ৩ সংস্কার।

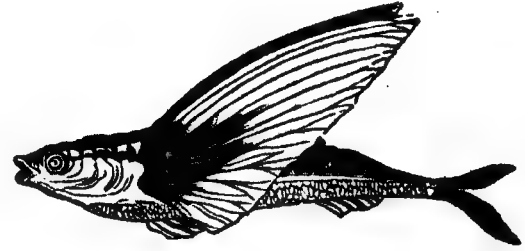
উড়ীগাব (দেশজ) এক জাতীয় গাব গাছ (Diospyros ramiflora)

উড়ীধান [উড়িধান দেখ।]

উড়ু (জী, ক্রী) উড়ী (মিত্রাদিবাং) ইতি কু। ১ নক্স। ("ইন্দ্রপ্রকাশান্তরিতোড়ুড়ুয়াঃ।" রত্ন) (ক্রী) ২ জল।

উড়ুক মৎস্য, একজাতীয় মৎস্য (Exocoetus) এই মাছ সময়ে সময়ে জল ছাড়িয়া ২০-২৫ হাত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এই জন্ত ইহার নাম উড়ুক মৎস্য বা উড়ুমাছ। দেখিতে বাটা

মাছের মত। ইহার দেহ বীর্ষাকার কিন্তু মূল নয়, চক্কু জতি বৃহৎ। উত্তর পার্শ্বের ডানা অধিক লম্বাচোড়া।



কেহ কেহ বলেন, ঐ মাছ ঐ ডানা অবলম্বন করিয়াই উড়িতে সক্ষম হয়, কিন্তু তাহা নহে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ অনেক অল্প সন্ধানের পর সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, এই মাছ দৈহিক পেশীর অধিকতর শক্তিপ্রযুক্ত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, বস্তুতঃ পাখির মত উর্দ্ধে উড়িতে পারে না। ডলফিন নামক সমুদ্রমৎস্য ইহাদের পশ্চাতে ভাড়া করে, তখন ইহার প্রাণভয়ে জল হইতে ১৫-২০ হাত পর্যন্ত লাফাইয়া উঠিয়া কিছু দূরে গিয়া পড়ে। জল ছাড়িয়া এক মিনিটের অধিককাল শূন্যে থাকিতে পারে না। ভূমধ্যস্র সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে এই জাতীয় কএক প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়ুচক্র (ক্রী) নক্সমণ্ডল।

উড়ুপ (ক্রী) উড়ুনি জলে পাতি রাখতি, উড়ু-পা-ক। ১ প্রব, ভেলা। পর্য্যায়—প্রব, কোলি, উড়ুপ, ভেলক, তরণ, তারণ, তারক। ২ (পুং) চক্র। (উড়ুপঃ প্রবশশিনো। হেম° অনে°। ৩। ৪৫০)

“অপস্তম্বদনং তন্তু রশ্মিবস্তমিবোড়ুপম্।” ভারত।

৩ চামড়ার পানপাত্র। (চন্দ্রাবনকমুড়ুপং প্রবঃ কাঠং করণবৎ। সজ্জন।)

উড়ুপতি (পুং) উড়ুনাং পতিঃ। ১ চক্র। ২ সমুদ্র। ৩ বক্রণ।

উড়ুপথ (পুং) আকাশ। (হেম° ২। ৭৭)

উড়ুধর (ক্রী) উড়ুং বৃণাতীতি উড়ু-ব-অচ্। ১ ভাস্র, তামা। (ভাস্রং শুভ্রমুড়ুধরং। রত্নমালা।) ২ দেশবিশেষ [উড়ুধর দেখ।] ৩ কাষ, হুই তোলা পরিমাণ। (পুং) ৪ উড়ুধর, বজ্রমূর গাছ ও ঐ গাছের ফল। ৫ দেহলী। [উড়ুধর দেখ।]

উড়ুধরপর্ণী (ক্রী) উড়ুধরত পর্ণমিব পর্ণমতঃ গৌরাদি° ডীর্ঘ। দর্পী বৃক্ষ।

উড়ুরাট্ [জ্] (পুং) চক্র।

উড়ুলোমা [ন্] (পুং) প্রবর কবিতেন। (প্রবরাধ্যায়)

উত্প (পুং ক্রী) [উত্প দেখ।]

উড্ডয়ন (ক্রী) উৎ-ডী-লুট্। আকাশবিহার, শূভে গমন, উড়া।

উড্ডামর (ক্রি) ১ উড্, শ্রেষ্ঠ। ২ (পুং) তত্ত্ববিশেষ।
[ডামর দেখ।]

উড্ডীং (দেশজ) লাকাইয়া অগ্রসর।

উড্ডীংফুড্ডীং (দেশজ) লাকালাকি।

উড্ডীন (ক্রী) উৎ-ডী-ক। মতোগতি, উড্ডয়ন, শূভে
গমন। (প্রতীনোডীনগতীন-ডয়নামি মতোগতো। হেম-
৪। ৩৮৪) (ক্রি) উর্দ্ধগামী।

উড্ডীয়ন (ক্রী) উড্: স. ইবাচরতি ক্যড্, উড্ডীয়-ভাবে
লুট্। উড্ডয়ন, উড়ন।

উড্ডীয়মান (ক্রি) উৎ-ডী-শানচ। উড্, আকাশগামী।

উড্ডীশ (পুং) ১ শিব। ২ তত্ত্বশাস্ত্রভেদ। (উড্ডীশ:
চণ্ডীশে শাস্ত্রভিদ্ধ্যপি। হেম-অনে ৩। ৭১৬।)

উড়তি (দেশজ) ১ উর্দ্ধগামী। ২ উন্নতিশীল। ৩ অন-
র্থক, বৃথা।

উড (ওড়) (পুং) উড়িষ্যাদেশ। [উৎকল দেখ।]

উৎক (ক্রি) ওৎ অপসারণে ধূলু, নিপাত্ত্বঃ। অপসারক। *।
(বিশৌরাদিত্যচ। পা ৬। ১। ৪১।) ইতি জীর্। উৎকী।

উগাদি (পুং) বাহার আদিত্যে উৎ প্রত্যয়। শাকটায়ন ও
পাণিনি উক্ত উৎ প্রত্যয় সমুদায়। উজ্জলদন্ত উগাদি সূত্রের
বৃত্তি করিয়াছেন।

উগুক (পুং) দেহস্থ কোষ্ঠভেদ। সূত্রত লিখিয়াছেন—

“হানাত্তামগিপকানাং মূত্রস্ত বধিরস্ত চ।

হৃদগুকঃ কুক্ষুগুকঃ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥”

চিকিৎসা ২ অঃ।

আশর সাতটি—আমাশর, পকাশর, মূত্রাশর, রক্তাশর,
হৃদর, উগুক ও কুক্ষুগুক।

“শোণিতকেনজঃ কুক্ষুসঃ শোণিতকিটপ্রভবউগুকঃ।”

কুক্ষুসঃ রক্তকেনজাত এবং উগুক রক্তমল হইতে উৎপন্ন।

উগোরক (পুং) পিষ্টকাদি।

“মূলকং পুরিকাপুণ্ড্রাভৈবোগোরকমজঃ।”

যাজবল্ক্য ১। ২৮।

কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে ‘উগোরক’ স্থানে ‘ভৈবৈবর-
শিকঃ মজঃ।’ এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

উৎ (অব্য) উ-কিপ্। ১ প্রস্র। ২ বিতর্ক। (উৎ তাৎ প্রস্র
বিতর্কে চ। মেদিনী।) ৩ লমুচর। ৪ অধিক। ৫ সন্দেহ।

উত (অব্য) উ-ক। ১ অত্যর্থ, অত্যন্ত। ২ বিকল্প।
৩ লমুচর। ৪ বিতর্ক। ৫ প্রস্র। ৬ অহো। (উতাত্যর্থ-

বিকল্পরোঃ, লমুচরে বিতর্কে চ প্রস্র চ পাদপূরণে।
মেদিনী।) ৭ আরো।

(“নমঃ পুরা তে বরুণোত্ত নুনম্।” ঋক্ ২। ২৮। ৮।)

(ক্রি) তত্ত্ববারনির্মিত, প্রথিত।

উতক (পুং) ১ বেদ নামক মূনির একজন শিষ্য। তিনি
জিতেন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ও বড় গুরুভক্ত ছিলেন। মহাত্মারতে
উতক সন্থকে একটি উপাখ্যান আছে—

জনমেজয় ও পৌষ্য নামক রাজস্বর বেদকে আপনাদের
উপাধ্যায় রূপে বরণ করেন। কোন সময়ে বেদ উতককে
গৃহে রাখিয়া ও তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া প্রবাসে
গমন করিলেন। একদিন বেদপত্নী উতককে ডাকিয়া বলি-
লেন, উতক! তোমার গুরু গৃহে নাই, তোমার গুরুপত্নী
ঋতুমতী হইয়াছেন, এখন বাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয়,
তাহা কর। গুরুপত্নী অহরোধ করিলেও, তিনি এরূপ
কৃকর্ম করিলেন না। গুরু গৃহে আসিয়া উতকের বিত্ত
চরিত্রের কথা শুনিলেন। তিনি উতককে আশীর্বাদ করিয়া
কহিলেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, গমন কর। উতক
গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। গুরু কহিলেন, বৎস! উপমহা!
গুরুদক্ষিণা আর কি দিবে? তবে যদি নিতান্তই তোমার
ইচ্ছা হইয়া থাকে, তোমার গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর,
তিনি বাহা বলিবেন, তাহাই করিও। গুরুপত্নী তাঁহাকে
কহিলেন, পৌষ্যরাজের ধর্মপত্নী যে কুণ্ডল ধারণ করিতে-
ছেন, তাহাই আনিয়া দাও।

উতক পৌষ্যরাজের নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ!
গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আপনার নিকট কুণ্ডলদ্বয় তিকা
করিতে আসিয়াছি, তাহা প্রদান কর। রাজা কহিলেন,
কুণ্ডল আমি দিতেছি কিন্তু আপনি অতি সাবধানে লইয়া
যাইবেন; কারণ এই কুণ্ডলের উপর নাগরাজ তককের
সর্বদাই নজর আছে।

উতক কুণ্ডল লইয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে একজন
উল্ল কপণককে আসিতে দেখিলেন। সে মধ্যে মধ্যে
অদৃষ্ট হইতেছে। উতক কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া দান তর্পণ-
দির অস্ত্র সরোবরে গমন করিলেন, ইতিমধ্যে কপণকরূপী
তকক কুণ্ডল লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করিল। উতক
দানান্তে উঠিয়া দেখিলেন যে কুণ্ডল নাই। পৌষ্যরাজের কথা
শ্রবণ হইল। তিনি বহুকষ্টে ইজের বজ্রের সাহায্যে নাগ-
লোকে গমন করিলেন, তথা হইতে কুণ্ডল আনিয়া গুরু-
পত্নীকে প্রদান করিলেন। তিনি নাগলোকে যে লম্ব
দেখিয়াছিলেন, গুরুকে তাহা বলিলেন। গুরু কহিলেন,

“বৎস। তুমি তথায় যে ছুটি স্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমায়া ও লীলায়া। বাবল অরক্ষক যে চক্রে দেখিয়াছ, উহা সমৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল বস্ত্র দেখিয়াছ, উহা দিবা ও রাত্রি। ছয়টি কুয়ার ছয় পক্ষ। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তাহা পক্ষিত। অষ্টটি অগ্নি। পঞ্চিমধ্যে যে বুঝত দেখিয়াছ, তাহা নাগরাজ ঐরাবত। অথোপরি যে পুরুষ ছিলেন, তিনি ইন্দ্র। তুমি এখান হইতে বাইবার সময় বুঝের যে পুরীষ তক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। অমৃতপ্রভাবেই তুমি নাগলোকে বাইতে সমর্থ হইয়াছ, আর এই কুণ্ডল আশ্রিতে পারিয়াছ।” উৎকর্ষ গুরু নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজা জনমেজয়ের নিকট আগমন করিলেন। এখানে তক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত করিয়া তাহা দ্বারা সর্বযজ্ঞ করাইলেন। (ভারত আদি ৩ অঃ।)

২ গৌতম মুনির শিষ্য, একজন মহর্ষি। ইহার জীবনীও অনেকটা পুরোক্ত উত্তরের স্থায়। ইনিও গুরুপত্নী অহল্যার বাক্যে সৌদাম্য রাজপত্নীর কুণ্ডল আনয়ন করিয়া গুরুতক্ষিণ্য প্রদান করেন। ইনি যোরতর তপস্তায় আসক্ত ও গুরুতক্ষিণ্যারণ ছিলেন। গৌতমও অপর সকল শিষ্য অপেক্ষা উত্তমকেই অধিক ভালবাসিতেন। এমন কি যথাসময়ে অপরায়ণ শিষ্য পাঠশেষ করিয়া গৃহে গমন করিল। কিন্তু গৌতম দেহপ্রাক্ত উত্তমকে গৃহে বাইবার আদেশ করিলেন না। উত্তমও গুরুতক্ষিতে গৃহের কথা ভুলিয়াছিলেন। প্রায় শত বৎসর গত হইল। একদিন উত্তম দূর বন হইতে কাঠ-ভার বহন করিয়া আনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি আশ্রয়ের নিকট আসিয়া যেমনি কাঠভার ফেলিতে যাইবেন, কাঠের সহিত জাঁহার একগাছি চুল ছিড়িয়া পড়িল। তিনি ছেঁড়া চুলগাছি দেখিয়া কান্দিতে লাগিলেন। গৌতম আসিয়া তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, “আমার চুল পাকিল, আমি এখানেই বৃদ্ধ হইলাম, তথাপি গুরুদেব আমাকে গৃহে বাইতে আদেশ করিলেন না।” তখন গৌতম বলিলেন, “তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তোমার গুরুদেব আমি বড় প্রীত আছি, তাই তোমাকে ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমি আক্কাবের সহিত বলিতেছি, গৃহে গমন কর।” তৎপরে গৌতম আপনায় কস্তার সহিত উত্তমের বিবাহ দিলেন। (ভারত, আশ্বমেধিক।)

উত্তম্য (পুং) মুনিবিশেষ। মহর্ষি অঙ্গিরাস ঐন্দ্রসে তৎপত্নী অহল্যার গর্ভে ইহার জন্ম। বৃহস্পতির স্ত্র্যেও জন্ম। উত্তম্য

মমতাকে বিবাহ করেন। মমতার গর্ভে দীর্ঘতম্য নাম এক পুত্র হয়। [দীর্ঘতম্য দেখ।]

উত্তম্যাম্বুজ (পুং) ৩৩৭। বৃহস্পতি।

উত্তাহো (অব্য) বহু সং। ১ বিকল্প। ২ প্রয়।

বিচার। (উত্তাহো পরিগ্রহবিচারয়োঃ। বেদিনী।)

উৎক (ত্রি) উৎ-ক নিপাৎ। উৎকৃষ্ট, উৎকর্ষিত। (উৎকৃষ্টমুক্ত উদ্ভাঃ। হেম ৩। ১০০।)

উৎকচ (ত্রি) উৎকচঃ উরতো কচোহত। ১ কেশমূত্র। ২ উরতকেশ। [যটোৎকচ দেখ।]

উৎকট (ত্রি) উৎ-কট-অচ্। ১ তীব্র। (“যো ভবেদ্যে উৎকটঃ।” স্ত্রুত।) ২ মত। (উৎকটতীব্রমতয়োঃ। মেদিনী।) (পুং) ৩ ভিন্নকট গজ। ৪ তেজপাত। ৫ শর। ৬ রক্তকু। ৭ (স্ত্রী) দারচিনি।

উত্তর (দেশজ, উত্তর দলের অগত্রংশ) উত্তর।

উত্তরখানা (দেশজ) উত্তরণ স্থান, আড়তা।

উত্তরডাঙ্গা (দেশজ) সরাই, খাইবার আড়তা।

উত্তরা (দেশজ) পৌছান।

উত্তলপাতল (অব্য) ১ উপর নীচে, উজলপাতল। ২ সীতরাইবার কালে ডোবা উঠা। ৩ জল তেলা।

উত্তলা (দেশজ) ১ উৎকর্ষিত। ২ চিত্তিত। ৩ অল্প ভাসিয়া যাওয়া।

উত্তরা (দেশজ) আদর্শ, একখানি দেখিয়া সেইরূপ আর খনি লিখিয়া রাখা।

উত্তাস (দেশজ) একজাতীয় গাছ। (Echites cymosa.)

উৎকট (স্ত্রী) মৈত্রেয়ী মতা।

উৎকর্ষ (পুং) উৎকচঃ কচো বত। আসন, শৃঙ্গারের বোড়শবন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশ বন্ধ।

“নারীপাদৌ চ হস্তেন ধারয়েদঙ্গলকে পুনঃ।

ভূনার্ণিতকরঃ কামী বন্ধশোৎকর্ষসংজ্ঞকঃ।” রত্নমঞ্জরী।

(ত্রি) উৎক্রীব। (“রত্নবনোৎকর্ষরূপে বান্দীকিরে তপোবনে।” রঘু ১৫। ১১।)

উৎকর্ষা (স্ত্রী) উৎ-কটি-অচাট্। উৎকৃষ্ট্য। (উৎকৃষ্ট্যঃ রণধরকৌৎকর্ষে আয়তকাংকরতী। হেম ২। ২২৮।) তাবনা। উৎকর্ষ।

উৎকর্ষিত (ত্রি) উৎকর্ষা ভাত্যভত, উৎকর্ষা—(ভারত-কিত্যঃ) ইতহ। উবিগ। উৎকৃষ্ট।

উৎকর্ষিতা (স্ত্রী) নারিকাত্তেদ।

“সকলতুল্যঃ প্রোক্ত ভর্তৃহরণপনকারণং তিস্তরতি বা।”

সকলতুল্যে যে নারিকাত্ত নারিকাত্ত আসনন জন্ম দ্বাখিত

হর। অরতি, সস্তান, হাই, অলাকর্ষণ ও কল্পন, রোমন, বন বন দীর্ঘনিশ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (রসমঞ্জরী) বিরহোৎকৃষ্টি।

“আগন্তুঃ কৃতচিতোহপি নৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ।

তদাগমনহঃখার্থী বিরহোৎকৃষ্টিতা তু না ॥”

সাহিত্যদর্পণ ও পরি।

প্রিয় আসিবে নাযিকা এইরূপ হিরসম্বন্ধ করিয়া আছে, কিন্তু নৈবাৎ যদি প্রিয় না আসে, তাহার আগমন লক্ষ্য হঃখিত হইলে তাহাকে বিরহোৎকৃষ্টিতা কহে।

উৎকৃতা (স্ত্রী) উৎক-তল্। ১ গজপিপুল। ২ উৎকঠা।

উৎকঙ্কর (জি) উরতঃ কঙ্করোহত, প্রাদি বহুব্রী। উন্নত-প্রীষ।

উৎকম্প (পুং) কামাদিজনিত কম্পন। (“সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসঙ্গমালিকিতানি।” মাঘ।) (জি) উৎকম্প-অচ্। উৎকম্পাহিত।

উৎকম্পী [ন] (জি) উৎ-কম্প-নিমি। কম্পাহিত। (“কিমিদং কদরোৎকম্পি মনো মম বিবীড়তি।” রামায়ণ।)

উৎকর (পুং) উৎ-কৃ-অঙ্। ১ রাশি, সমূহ, কাঁড়ি। (পুঞ্জোৎকরো সংহতিঃ। হেম ৬।৪৭) ২ প্রসারণ। ৩ বিক্ষেপ। (কর্মণি অচ্) ৪ বিক্ষিপ্ত ধূল্যাদি।

উৎকরাদি, পাণিনিকথিত একটি গণ। উৎকর, সংকল, শকর, পিঙ্গল, পিঙ্গলীমূল, অশ্বন, সুবর্ণ, খলাজিন, তিক, কিতব, অণক, জৈবণ, পিচুক, অশ্বখ, কাশ, কুজ, ভদ্রা, শাল, জম্বা, অঞ্জির, চর্ম্বন, উৎকোশ, কান্ত, বহির, শূর্ণগায়, শ্রাবনায়, নৈবাকব, তুল, বৃক, শাক, পলাশ, বিজিগীষা, অনেক, আতপ, কল, সম্পর, অর্ক, গর্ভ, অগ্নি, বৈরাগক, ইড়া, অরণ্য, শিশান্ড, পর্ণ, নীচায়ক, শকর, অবরোহিত, ক্ষার, বিশাল, বেত্র, অরীহণ, খণ্ড, বাতাপর, মন্ত্রপার্হ, ইন্দ্রবৃক, নিতান্তাবৃক, আত্রবৃক, এইগুলি উৎকরাদি।*

উৎকরাদিত্যহঃ। পা ৪।২।২০। চতুর্ধে উৎকরাদি-গণের উত্তর হ হর। যেমন উৎকর-হ-উৎকরীয়।

উৎকর্কর (পুং) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। (হেম শে ৮৬)

উৎকর্ণ (জি) উরতঃ কর্ণো যস্মি যত বা। যে কাণ খাড়া করিয়া আছে। (রথখনোৎকর্ণমুগঃ। রঘু ১৫।১১)

উৎকর্তন (স্ত্রী) উৎ-কৃত-লুট্। ১ ছেদন। ২ উৎপাটন। মুক্ততোক্ত মুক্তগর্ভচিকিৎসাপার। [মুক্তগর্ভ দেখ।]

উৎকর্ষ (পুং) উৎ-কৃ-অঙ্। ১ অতিসার। ২ প্রেষ্ঠতা, উৎকঠতা। (“উৎকর্ষ যোযিতঃ প্রাণাঃ যৈঃ বৈর্ভূত্বগৈঃ

ভটৈঃ।” নট্য-৯।২৪।) ৩ বৃদ্ধি, উন্নতি। (জি) ১

উরত। ২ উৎকর্ষনিমিত্ত। অতিশয়বৃদ্ধি।

উৎকর্ষক (জি) উৎ-কৃ-পিচ-লুট্। ১ উন্নতিকারক।

২ (উৎ-কৃ-লুট্)। উৎপাটনকারী। ৩ কর্ণকরী।

উৎকর্ষণ (পুং) উৎ-কৃ-লুট্। উর্ধ্বে আকর্ষণ। মুক্ত-তোক্ত মুক্তগর্ভচিকিৎসার একটি উপার। [মুক্তগর্ভ দেখ।]

উৎকর্ষী [ন] (জি) উৎ-কৃ-পিচি। ১ উদ্ধারক, উর্ধ্বে আকর্ষণকারী। ২ উৎকর্ষাহিত।

উৎকল, ভারতবর্ষের একটি অতিপ্রাচীন রাজ্য। ওড়িশা-দেশ। ইহার বর্তমান নাম উড়িষ্যা। এখন উড়িষ্যা প্রদেশের উত্তর সীমা—বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম, ধলভূম ও মেদিনীপুর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বাক্সাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গা, শুমসর জেলা এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত শোণপুর, রাধাবোল, ব্যমরা ও বোনাই জেলা। ৮৩°৩৬’৩০’’ হইতে ৮৭°৩১’৩০’’ পূঃ দেশান্তর এবং ১৯°২৮’ হইতে ২২°৩৪’১৫’’ উঃ অক্ষান্তর মধ্যে অবস্থিত।

উড়িষ্যা প্রদেশ বৃটিশ ও কএকজন করদরাজার অধিকারভুক্ত। তন্মধ্যে কটক, বালেশ্বর ও পুরী এই তিনটা জেলা বৃটিশ শাসনাধীন। ১ অঙ্গুল, ২ অখগড়, ৩ অখ-মালিক, ৪ বাকি, ৫ বরষা, ৬ বোদ, ৭ দলপালা, ৮ খেডা-নল, ৯ হিন্দোল, ১০ কুঞ্জর (কিউন্বার), ১১ খণ্ডপাড়া, ১২ ময়ূরভঞ্জ, ১৩ নরসিংহপুর, ১৪ নীলগিরি, ১৫ নরাগড়, ১৬ পাললহরা, ১৭ রণপুর, ১৮ তালচর, ১৯ তিগরিয়া, এই উনিশটা জেলা করদরাজাদিগের শাসনে আছে।

বৃটিশ উড়িষ্যার ভূমিপরিমাণ ২০৫৩ বর্গ মাইল। করদ রাজ্যের সহিত ১৫,১৮৭ বর্গ মাইল। (১৮৮১ সালের সংখ্যাঙ্ক-সারে) উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ১৪,৬৯,১৪২।

অকবর পাদশাহের সময়ে প্রবানতঃ এই কএকটা সরকার ছিল—১ জলেশ্বর, ২ ভজক, ৩ কটক, ৪ কলিল, ৫ গুণাং ও ৬ রাজমহেন্দ্রী। [আইন-ই-অকবরী, ২। ২০৯ পৃঃ দেখ।] প্রত্যেক সরকার আবার অনেকগুলি মহলে বিভক্ত ছিল। [জলেশ্বর প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

রাজা অনঙ্গভীমের সময়ে, উত্তরে ভাগীরথীর উপকূল, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে শোণপুরের অঙ্গুল, পূর্বে সমুদ্র-তট পর্যন্ত উড়িষ্যারাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উৎকলের ব্যুৎপত্তি সৰ্ব্বদে নানা লোকের নানা মত। কেহ বলেন, উৎ-কল=কটিল কাটা, এইরূপে উৎকল হইয়াছে। অধ্যাপক ল্যাসেনের মতে, উৎকলের অর্থই নাম ‘ওড়’ এই শব্দটা সংস্কৃত ‘উত্তর’ শব্দের প্রকৃতিভরণ।

পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, উট্ট+কোল বা ওড়-
জাতীয় কোল হইতে উৎকল নাম হইরাছে।

কিন্তু উক্ত মতগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় মতের সহিত
মিলিতেছে না। হরিবংশাদির মতে, অতি প্রাচীনকালে
সুহ্ময়পুত্র উৎকল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারই নামানু-
সারে এই স্থানের নাম উৎকল হইরাছে।

“সুহ্ময়ত্ব তু দারদ্রাজঃ পরমধার্মিকঃ।

উৎকলশ্চ গরুড়ৈব বিনতাশ্চ ভারত ॥

উৎকলশ্চোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্চ পশ্চিমা।

দিকপূর্বা ভারতশ্চৈব গরুড় তু গরুড়ী ॥” হরিবংশ ১০ অঃ।

সুহ্ময়ের পরম ধার্মিক তিন পুত্র জন্মে, উৎকল, গরুড়
বিনতাশ্চ। উৎকল উৎকল, বিনতাশ্চ পশ্চিম দিক্ এবং গরুড়
পূর্বদিকে গরুড়ী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন।

মহাভারতের সময়ে এই প্রদেশের অন্তর্গত বৈতরণী
নদী পর্যন্ত কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

“এতে কলিঙ্গাঃ কোস্তেয় যজ বৈতরণী নদী।

যজাযজত ধর্মোহপি দেবাহরণমেত্য বৈ ॥ ৪

ঋষিভিঃ সমুপায়ুক্তং যজীয়ং গিরিশোভিতম্।

উত্তরং তীরমেতচ্চি সত্যং বিজ্ঞপেবিতম্ ॥” বন ১১৪ অঃ।

হে কোস্তেয়! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ
বলিয়া থাকে। এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী নদী
প্রবাহিত হইতেছে। হেথার ভগবান্ ধর্ম দেবগণের আশ্রয়-
গ্রহণ করিয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই বৈতরণীর
উত্তর তীর বিজ্ঞাপেবিত, ঋষিগণের ব্যবহারযোগ্য যজ্ঞীয়
উপকরণসমুদয় ও গিরিমালার পরিশোভিত।

পঞ্চপাণ্ডব তীর্থযাত্রাকালে গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়া
সমুদ্রতীরবর্তী এই বৈতরণী নদীতটে প্রথমে উপনীত হইরা-
ছিলেন। তৎকালে কলিঙ্গরাজ্য চিত্রাঙ্গদের অধিকারভুক্ত
ছিল। (শান্তিপর্ক ৪ অঃ) [কলিঙ্গ দেখ।]

পূর্বকালে এই স্থানেই কলিঙ্গের রাজধানী কলিঙ্গনগরী
স্থাপিত হয়, তাহা প্রাচীন শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে।
অনেকে বর্তমান ভুবনেশ্বর বা উহার নিকটে কলিঙ্গনগরী
ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

উৎকল বা ওড় দেশের নামও বহুপ্রাচীন, রামায়ণাদিতে
উক্ত হইরাছে। (রামায়ণ কিঙ্কিধ্য ৪১ অঃ, ভারত
প্রাণ ৪ অঃ।)

সম্ভবতঃ কালিদাসের সময়ে, উৎকলপ্রদেশ কলিঙ্গ হইতে
পৃথক্ রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইরাছিল। রঘুবংশের
এই স্রোতের দ্বারা অঙ্গনিত হয়—

“ন তীর্থী কশিণাং সৈতৈর্বকবিরমলেকুটিঃ।

উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাতিমুখো বকৌ ॥” রঘু ৪। ৩৮।

তিনি (রঘু) হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া সসৈন্তে
কশিণানদী তীর্থ হইলেন এবং উৎকলদেশবাসী রাজগণের
সাহায্যে গমনপথ অবগত হইয়া কলিঙ্গাতিমুখে যাত্রা
করিলেন।

বহুকাল হইতে উৎকল পবিত্র পূণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ
হইয়া আসিতেছে। কপিলসংহিতার মতে—

“বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকলঃ ক্রতঃ।

উৎকলস্ত সমো দেশো দেশো নান্তি মহীতলে ॥”

১ অঃ ৮ স্রোঃ।

“সর্গাপহরং দেশমোড়ং দেবৈব ক্রিতম্ ॥” ২ অঃ ২ স্রোঃ।

বর্ষ সকলের মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ, দেশের মধ্যে উৎকল।
উৎকলের সমান দেশ, পৃথিবীতে আর নাই। এই সর্গ-
পাহর ওড়দেশ দেবগণ কর্তৃক ক্রিত।

কল্পপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

“সাগরস্তোত্তরতীরে মহানদ্যাং দক্ষিণে।

স প্রদেশ পৃথিব্যাং হি সর্গতীর্থকলপ্রদঃ ॥” ১ অঃ।

বাস্তবিক ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকল একটি মহাতীর্থ-
স্থান। অতি পূর্বকাল হইতে অন্যান্যবিধ বর্ষে বর্ষে সহস্র
সহস্র তীর্থযাত্রী অকাতরে বিপদ আপদ সহ করিয়া, এমন
কি জীবনকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া এই মহাতীর্থ দর্শনে
আসিতেছেন।

উৎকলের মধ্যে চারিটি ক্ষেত্রই প্রধান,—১ যাজপুরের
পার্বতী বা বিরজাক্ষেত্র, ২ ভুবনেশ্বরের একান্ত বা শান্তব
ক্ষেত্র, ৩ কণারকের অর্ক বা পদ্মক্ষেত্র এবং ৪ পুরীর
পুরুষোত্তম বা জগন্নাথক্ষেত্র। এই চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে
অথবা সন্নিকটে হিন্দুদিগের দেখিবার অনেকগুলি তীর্থস্থান
আছে। উৎকলখণ্ড, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, শিবউপপুরাণ,
একান্তপুরাণ, কপিলসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মতে,—
বৈতরণী, রৌহিণকুণ্ড, যমেশ্বর, শম্বাকার, কপালমোচন,
শবরাগার, বিরজমণ্ডল, বিন্দুতীর্থ, কপোতেশ্বরী, বিবেশ,
মহাবেদী, বটসাগরসদৃশ, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রহ্যসরঃ, কপিল,
সোমতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর, কেশবশ্বরী, গন্ধবতী, মেঘেশ্বর,
নীলাচল, স্বর্ণকূট, স্বর্ণলেখা, ঋষিকুল্য, মহানদী, চিত্রোৎপলা,
ব্রাহ্মী, ভার্গবী, পুণ্ড্রজা প্রভৃতি কএকটি তীর্থই উৎকলের
মধ্যে প্রাচীন। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি অপ্রাচীন
তীর্থও আছে। [একান্ত, বিরজা, কণারক, জগন্নাথ প্রভৃতি
পদ দেখ।]

অতি প্রাচীনকাল হইতে আৰ্য্যহিন্দুগণ যেমন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করিতেন, তৎপরবর্তীকালে বৌদ্ধগণও আপনাদের পবিত্র স্থান ভাবিয়া এই স্থানে আসিতেন। দ্বাখাংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, “কেম নামে বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য ছিলেন। বুদ্ধের নির্মাণ হইলে কেম তাঁহার চিত্রা হইতে দত্ত আনিয়া কলিঙ্গ-রাজ ব্রহ্মদত্তকে সমর্পণ করেন। কলিঙ্গরাজ মহাযন্ত্রে দত্তপুত্রের মণিহস্তাবিকৃতি শত শত গৃহসংযুক্ত একটা স্তূপস্থে স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করাইলেন। তাহার অভ্যন্তরে ঐ পবিত্র দত্ত স্থাপন করিবার জন্ত একখানি মণিমাণিক্য-বিকৃতিত জ্যোতির্গর সিংহাসন রক্ষা করিলেন। কলিঙ্গরাজ দিবারাত্র ঐ পবিত্র দত্তের পূজা করিয়া থাকেন।” ইহা দ্বারা অস্বাভাবিক হইতেছে, বুদ্ধদেবের নির্মাণের পর হইতেই উৎকলস্থ দত্তপুত্র বৌদ্ধপীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইল। তখন হইতে বৌদ্ধগণ পীঠদর্শন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আসিতে লাগিলেন। খণ্ডগিরির শিলাতে বৌদ্ধরাজ অশোকের অস্থাপন পাওয়া গিয়াছে। [*Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. I. p. 27.] এই শিলা-লিপির দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, তৎকালে খণ্ডগিরিতে নানা দেশীয় লোক বিশেষতঃ বৌদ্ধতীর্থযাত্রী উপস্থিত হইত।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউএন-সিয়ঙ্গ উড়িষ্যার আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, উড়ু (উচ) রাজ্যের পরিমাণ ৭০০০ লি (প্রায় সাড়ে পাঁচ শত কোশ।) এখানকার লোকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এখানে প্রায় শত সত্ত্বারাম এবং ২০,০০০ বৌদ্ধবতি বাস করিতেন। সকলেই মহাবান সম্প্রদায়ভুক্ত। সে সময়েও এখানে এটি দেবমন্দির ছিল। সেই সময়ে হিউএন-সিয়ঙ্গ এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত পূর্বভোগের স্থাপিত পুষ্পগিরি * নামক সত্ত্বারামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—উপবাসের দিন সেই গিরি হইতে অকস্মাৎ উজ্জল আলোক প্রকাশিত হইত, তাহা দেখিবার জন্ত নানা স্থানের লোক আগমন করিত। সেই স্থান হইতে তিনি চরিত্রপুর † (চে-লি-ত-লো) আগমন করেন। এই স্থান সমুদ্রের নিকট হওয়ার তৎকালে এখানে নানা দেশের লোক বাণিজ্য করিতে আসিত।

* পুষ্পগিরি সত্ত্বারাম সম্ভবতঃ উদয়গিরির বর্তমান রাণীনুর নামক জগা বলিয়া বোধ হয়। এখনও এখানে বৌদ্ধ সত্ত্বারামের চিহ্ন রহিয়াছে। এই গিরির কিছু দূরে কপিলসংহিতাক্ত পুষ্পতলা নদী অবস্থিত হইতেছে। [*কপিলসংহিতা* ২০।১০ বৈ।]

† চরিত্রপুরের বর্তমান নাম চোরপুর, ইহা বাণারী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত।

বৌদ্ধদিগের রাজত্বকালে উৎকলদেশে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধানস্থান ছিল, তৎপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বর্তমান জগন্নাথদেবের পবিত্র মূর্তিকে অনেকে বৌদ্ধকল্পিত ভ্রিমূর্তি বলিয়া অস্বাভাবিক করেন। বৌদ্ধদিগের আভিভেদ ছিল না। এই প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে উৎকলবাসীরা শিক্ষা করেন। সেই প্রথা এখনও জগন্নাথক্ষেত্রে চলিতেছে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই আভিভেদ প্রথা এখনও বিলক্ষণ জাগরক রহিয়াছে। কিন্তু কেবল এই শ্রীক্ষেত্রধামে তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তুমি আভিতে ব্রাহ্মণ, শ্রীক্ষেত্র দর্শনে বাও। একজন চণ্ডাল-আসিয়া তোমার মুখে মহাপ্রসাদ দিয়া বাইবে, তুমি অত্যাক্তি করিবে না, তোমার মনে স্থগা হইবে না, তুমি সাদরে উহা গ্রহণ করিবে। এমন সাম্যভাব আর কোথায় আছে ?

যবনগণও (Ionian) পূর্বকালে উড়িষ্যার যাত্রাভ্যাস করিত। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ প্লিনি বোধ হয় তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়াই কলিঙ্গ (Colingo) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন *। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, সেবকদেবের রাজত্বকালে (১৫০ শকে) যবনেরা পুরী আক্রমণ করিয়াছিল। আবার শোভনদেবের রাজত্বকালে (২৪৫ শকে) রক্তবাহ নামে একজন যবন জাহাজে করিয়া এখানে আসে। তাহার প্রবল পরাক্রম শুনিয়া রাজা শোভনদেব † জগন্নাথ মূর্তি লইয়া শোণপুরে পলাইয়া ছিলেন। এখানে তিনি জগন্নাথদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করান। রক্তবাহ বিনা আরাগে পুরী অধিকার করে। কিছুকাল পরে যবনবীর সৈন্যে সমুদ্র মগ্ন হয়। তৎপরে শোভনের পুত্র চন্দ্রদেব রাজা হইলেন। কিন্তু যবনের অত্যাচার থামিল না। যবনের বহুযন্ত্রে চন্দ্রদেব জীবন হারাইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ও যবনগণ উড়িষ্যার চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিল।

* প্লিনির মতে, ভারতের পূর্ব প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত—কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ (Modocolingo) ও মধ্যকলিঙ্গ (Macocolingo)। ইহার মধ্যে কলিঙ্গ গল্প হইতে পলাতীর পর্য্যন্ত। [*Pliny Hist. Nat.* II. 75.] [কলিঙ্গ শব্দে বিভূত বিবরণ দেখ।]

† বৌদ্ধদিগের দ্বাখাংশ নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে, ঐক এই সময়ে রাজা ওহশিব ভিন্নমতাবলম্বীর আক্রমণ ভয়ে নিজ রাজ্য হইতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্য হানাত্তর করিতে বহুবান্দ হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, শোভনদেবের সময়ে উড়িষ্যার বৌদ্ধরাজ্য বাস করিতেন এবং বৌদ্ধগণ প্রবল ছিল।

তখন হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য পরমভাগবত বসতি-
কেশরী মগধ হইতে উড়িষ্যার আগমন করিলেন। তাঁহার
উৎসাহে ও বয়ে উড়িষ্যার বৈকবধর্ম প্রচারিত হইল।
যেখানে পূর্বে বৌদ্ধদিগের মঠ ও সত্যস্রাম ছিল, এখন সেই
সেই স্থানে বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি স্থাপিত হইল।

৩৯৬ শকে (৪৭৪ খৃঃ অব্দে) বসতিকেশরী উড়িষ্যার
রাজা হইলেন। তিনি কেশরীবংশের প্রথম রাজা। তিনিই
জগন্নাথদেবের মূর্তি আনাইয়া পুনরায় পুরীতে স্থাপন করেন।
ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির তাঁহার সময়ে নির্মিত হয়।
তাঁহার বংশের অনেকগুলি রাজপুত্র ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া
গিয়াছেন। তাহাদিগের বংশোদ্ভূতি এখনও উৎকলের
নানা ভীর্থে দেখা পায়মান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে
অলাবু কেশরীর সময়ে (৫৯৯ শকে) ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ
অলাবু কেশ্বরের মন্দির, কুণ্ডল কেশরীর সময়ে (৭৫০ শকে)
পুরীর মার্কেটের মন্দির, মৎতকেশরীর সময়ে ভুবনে-
শ্বরের নিকটবর্তী আঠারনালা এবং শালিনী কেশরীর সময়ে
তৎপন্নী কর্তৃক ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির নির্মিত হয়। কেশরী
বংশ অন্তিমিত হইলে গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ উড়িষ্যার সিংহাসনে
আরোহণ করেন। এই বংশের প্রথম রাজা চোরগঙ্গা।

তৎপুত্র গজেশ্বর গিপুলীর নিকটস্থ কৌশল্যাগঙ্গা নামক
সরোবর খনন করাইয়া দেন। তাঁহার পুত্র একজটা-
মহাদেব কেশরীরাজাদিগের নির্মিত মন্দিরগুলির রীতিমত
মেরামত করাইতে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয়
৫ম রাজা অনন্তভীমদেব। তাঁহার গুণগ্রামের কথা বিস্তার
আছে। তিনি সর্বপ্রথমে বীরশ্রী গঙ্গপতি পৌণ্ড্রেশ্বর নব-
কোটি কর্ণাটক বর্ষেশ্বর বীরাদিবীরবর প্রতাপশ্রী এই উপাধি
প্রাপ্ত হন। [অনন্তভীম দেখ।]

এই বংশের ৭ম রাজা নাদড়িয়া নৃসিংহ ১২০৪ শকে
কণারকের অরুণপুত্র স্থাপন করেন। তৎপুত্র কেশরীসিংহ
বলগঙ্গা নদী তরাত করিয়াছিলেন। ১৬৭৪ শকে এই
বংশের লোপ হইলে কপিল নামে সূর্য্যবংশী একজন লোক
কপিলেশ্বর নাম ধারণপূর্ব্বক উড়িষ্যার রাজা হইলেন।
তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি দখল করেন। এই বংশে
প্রতাপরুদ্র জগৎপ্রহর করেন। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে
চৈতন্তদেব ত্রীক্ষেত্রদর্শনে আসেন। প্রতাপরুদ্রের পৌত্র
কথারুদ্র দেবের রাজত্বের পর কপিলবংশ বিলুপ্ত হয়। ১৫৫২
খৃঃ অব্দে মুহুম্মদদেব রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের অন্তিম-
কালে দেবঘোষী কালাপাহাড় উড়িষ্যার আসিরা উপস্থিত
হয়। মুহুম্মদের পুত্র গোড়িনাগোবিন্দ রাজা হইলে

কালাপাহাড় পুরী নুট করিতে যায়। এই সময় গোবিন্দ
জগন্নাথদেবের মূর্তি লইয়া গড় পারিকূলে পলায়ন করেন।
তৎপরে ১৯ বৎসর অরাজকে কাটরা যায়। অনন্তর কুয়া-
বংশীয় রামচন্দ্রদেব নামে এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি
জগন্নাথের অবশিষ্ট মূর্তি আনাইয়া পুনরায় পুরীতে স্থাপন
করিয়া যান। [জগন্নাথ দেখ।] (১)

(১) জগন্নাথের মাদলাপত্রী নামক পুথিতে রাজা বৃথিত্র হইতে পর
পর যে সকল হিন্দুরাজা উড়িষ্যার রাজত্ব করেন, তাহাদের নাম পাওয়া
যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

| রাজার নাম | বর্ষ | রাজত্বকাল |
|---------------------------------|------|-----------------|
| ১ বৃথিত্র (২) | ১২ | ১০৮—১২০ কল্যাণ। |
| পরীক্ষিত | ৭৫৭ | ১২০—১৭৭ " |
| জননেশ্বর | ৭৫২ | ১৭৭—১৫৮৯ " |
| * শঙ্করদেব (১ম রাজা) | ৪৮০ | ১৫৮৯—১৬৮৭ " |
| পোতমদেব | ৬৭০ | ১৬৮৭—১৭৫৯ " |
| মহেন্দ্রদেব | ২১৫ | ১৭৫৯—১৮৭৪ " |
| ইষ্টদেব | ১৩৪ | ১৮৭৪—১৭০৮ " |
| * সেবকদেব | ১৫০ | ১৭০৮—১৮৫৮ " |
| বজ্রনাভদেব | ১১৭ | ১৮৫৮—১৮৭৫ " |
| নৃসিংহদেব | ১১৫ | ১৮৭৫—১৯০০ " |
| মনমুকুন্দদেব | ১২২ | ১৯০০—১৯১২ " |
| তোজরাজ | ১২৭ | ১৯১২—১৯৩৯ " |
| * বিজয়াদিত্য ও * শঙ্কাদিত্য | ১৩৪ | ১৯৩৯—১৯৭৪ " |
| কর্দামিতদেব | ৬৫ | ১—৬৫ শকাব্দ। |
| হাটকেশ্বর | ৫১ | ৬৫—১১৬ " |
| বীরভূষনদেব | ৪০ | ১১৬—১৫৯ " |
| নির্মলদেব | ৪৫ | ১৫৯—২০৪ " |
| ভীমদেব | ৬৭ | ২০৪—২৪১ " |
| * পোতমদেব | ৪ | ২৪১—২৪৫ " |
| চন্দ্রদেব | ৫ | ২৪৫—২৫০ " |
| (যখনভোগ) | ১৪৬ | ২৫০—৩৯৬ " |
| * বসতিকেশরী | ৫২ | ৩৯৬—৪৪৮ " |
| সূর্য্যকেশরী | ৫৭ | ৪৪৮—৫০৫ " |
| অনন্তকেশরী | ৪০ | ৫০৫—৫৪৫ " |
| * অলাবু কেশরী | ৫৪ | ৫৪৫—৫৯৯ " |
| * কনককেশরী | ১৬ | ৫৯৯—৬১৫ " |

(২) মাদলাপত্রীর সহিত রাজতরঙ্গিণীর অনৈক্য হইতেছে।
রাজতরঙ্গিণীর মত ধরিলে কবির ৬৫৩ পত্রাংশে বৃথিত্র বিদ্যমান
ছিল।

"শতেন্দু বটু নারেন্দ্রু জয়ধিকেন্দু চ তুভলে।

কলেপ্তেন্দু বর্ষাণামভবনু কুপাভবাঃ।" রাজতরঙ্গিণী। ১। ৪১।

| রাজার নাম | বর্ষ | রাজবর্ষকাল । | রাজার নাম | বর্ষ | রাজবর্ষকাল । |
|---------------------|------|------------------|------------------------|------|--------------------|
| বীরকেশরী | ৮ | ৬১৫—৬২৩ শকাব্দ । | * নন্দ-মহাধেব | ৪ | ১০৪৩—১০৪৭ শকাব্দ । |
| পদ্মকেশরী | ৫ | ৬২৩—৬২৮ " | * অনঙ্গমহাধেব | ২৭ | ১০৪৭—১১২৪ " |
| বজ্রকেশরী | ৬ | ৬২৮—৬৩৭ " | রাজরাজেশ্বরদেব | ৩৪ | ১১২৪—১১৫৩ " |
| বটকেশরী | ১১ | ৬৩৭—৬৪৮ " | * শাহুড়িরা নৃসিংহদেব | ৪৫ | ১১৫৩—১২০৪ " |
| গজকেশরী | ১২ | ৬৪৮—৬৬০ " | * কেশরীনৃসিংহ | ২৫ | ১২০৪—১২২৯ " |
| বসন্তকেশরী | ২ | ৬৬০—৬৬২ " | প্রতাপনৃসিংহ | ২০ | ১২২৯—১২৪৯ " |
| পদ্মবর্ষকেশরী | ১৪ | ৬৬২—৬৭৬ " | পতিকান্ত | ২ | ১২৪৯—১২৫১ " |
| জয়মলকেশরী | ২ | ৬৭৬—৬৮৫ " | কপিলনৃসিংহ | ১ | ১২৫১—১২৫২ " |
| ভরতকেশরী | ১৫ | ৬৮৫—৭০০ " | * শঙ্খভাঙ্গরনৃসিংহ | ৭ | ১২৫২—১২৫৩ " |
| কলিকেশরী | ১৪ | ৭০০—৭১৪ " | শঙ্খবাহুদেব | ২৪ | ১২৫৩—১২৮০ " |
| কমলকেশরী | ১৬ | ৭১৪—৭৩০ " | * বলিবাহুদেব | ২১ | ১২৮০—১২৯৪ " |
| কুলকেশরী | ১৮ | ৭৩০—৭৪১ " | বীরবাহুদেব | ১৯ | ১২৯৪—১৩২৩ " |
| চন্দ্রকেশরী | ১৭ | ৭৪১—৭৬৮ " | কলিবাহুদেব | ১৩ | ১৩২৩—১৩৩৬ " |
| বীরচন্দ্রকেশরী | ১৯ | ৭৬৮—৭৮৭ " | * নেত্রটুংগাটা বাহুদেব | ১৫ | ১৩৩৬—১৩৫১ " |
| অমৃতকেশরী | ১০ | ৭৮৭—৭৯৭ " | নেত্রবাহুদেব | ২৩ | ১৩৫১—১৩৭৪ " |
| বিজয়কেশরী | ১৫ | ৭৯৭—৮১২ " | * কশিলেশ্বরদেব | ২৭ | ১৩৭৪—১৪০১ " |
| চণ্ডপালকেশরী | ১৪ | ৮১২—৮২৬ " | * পুরুষোত্তমদেব | ২৫ | ১৪০১—১৪২৬ " |
| মমুদনকেশরী | ১৬ | ৮২৬—৮৪২ " | * প্রতাপরত্ন | ২৮ | ১৪২৬—১৪৫৪ " |
| ধর্মকেশরী | ১০ | ৮৪২—৮৫২ " | কাহ্নুদেব | ১ | ১৪৫৪—১৪৫৫ " |
| জয়কেশরী | ১১ | ৮৫২—৮৬৩ " | কথাকরদেব | ১ | ১৪৫৫—১৪৫৬ " |
| নৃপকেশরী | ১২ | ৮৬৩—৮৭৫ " | গোবিন্দবিদ্যাধর | ৭ | ১৪৫৬—১৪৬৩ " |
| মকরকেশরী | ৮ | ৮৭৫—৮৮৩ " | চক্রপ্রতাপ | ৮ | ১৪৬৩—১৪৭১ " |
| ত্রিপুরকেশরী | ১০ | ৮৮৩—৮৯৩ " | নৃসিংহ | ১ | ১৪৭১—১৪৭২ " |
| মাধবকেশরী | ১৮ | ৮৯৩—৯১১ " | রঘুরাম ছোঁহিরা | ১ | ১৪৭২—১৪৭৩ " |
| গোবিন্দকেশরী | ১০ | ৯১১—৯২১ " | * মুকুন্দদেব | ৮ | ১৪৭৩—১৪৮১ " |
| নৃত্যকেশরী | ১৪ | ৯২১—৯৩৫ " | * গৌড়িগোবিন্দ | ২ | ১৪৮১—১৪৮৩ " |
| নৃসিংহকেশরী | ১১ | ৯৩৫—৯৪৬ " | (অরাজক) | ১৯ | ১৪৮৩—১৫০২ " |
| কুর্গকেশরী | ১০ | ৯৪৬—৯৫৬ " | * রামচন্দ্রদেব | ২৯ | ১৫০২—১৫৩১ " |
| * মৎস্যকেশরী | ১৬ | ৯৫৬—৯৭২ " | পুরুষোত্তমদেব | ২১ | ১৫৩১—১৫৫২ " |
| বরাহকেশরী | ১৫ | ৯৭২—৯৮৭ " | * নৃসিংহদেব | ২৫ | ১৫৫২—১৫৭৭ " |
| বামনকেশরী | ১০ | ৯৮৭—১০০০ " | গজাধরদেব | ১ | ১৫৭৭—১৫৭৮ " |
| পরশুরকেশরী | ২ | ১০০০—১০০২ " | বলভদ্রদেব | ৮ | ১৫৭৮—১৫৮৬ " |
| চন্দ্রকেশরী | ১২ | ১০০২—১০১৪ " | * মুকুন্দদেব | ২৮ | ১৫৮৬—১৬১৪ " |
| হৃদয়কেশরী | ৭ | ১০১৪—১০২১ " | জয়সিংহদেব | ২৩ | ১৬১৪—১৬৩৭ " |
| শালিনীকেশরী | ৫ | ১০২১—১০২৬ " | * কৃষ্ণদেব | ৫ | ১৬৩৭—১৬৪২ " |
| পুরন্দরকেশরী | ৩ | ১০২৬—১০২৯ " | গোপীনাথদেব | ৭ | ১৬৪২—১৬৪৯ " |
| বিষ্ণুকেশরী | ১২ | ১০২৯—১০৪১ " | * রামচন্দ্রদেব | ১১ | ১৬৪৯—১৬৬০ " |
| ইন্দ্রকেশরী | ৪ | ১০৪১—১০৪৫ " | * বীরকিশোরদেব | ৩৭ | ১৬৬০—১৬৯৭ " |
| হর্ষকেশরী | ৯ | ১০৪৫—১০৪৮ " | জয়সিংহদেব (২য়) | ১৮ | ১৬৯৭—১৭১৫ " |
| (অরাজক) | ১ | | * মুকুন্দদেব | ১৯ | ১৭১৫—১৭৩৪ " |
| * চৌরগঙ্গা | ১৯ | ১০৫৪—১০৭৪ " | * রামচন্দ্রদেব | ৪৭ | ১৭৩৪—১৭৮১ " |
| * গঙ্গেশ্বর | ১৪ | ১০৭৪—১০৮৮ " | | | |
| * একমুঠা কাশ্মিরদেব | ৫ | ১০৮৮—১০৯৩ " | | | |

* চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ বিধিকোষে তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য ।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ইমাইল গাঙ্গী মুসলমানদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে আইসে। কিন্তু সে সময়ে মুসলমানেরা আধিপত্যস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া নাই। তখনও হিন্দুরাজগণের প্রবল প্রভাব ছিল। কালাপাহাড়ের সমর হইতে উড়িষ্যার রাজারা নানা প্রকারে ইীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কররাণী উড়িষ্যার অনেক স্থান জয় করেন।

১৫৭৪ খৃঃ অব্দে অকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ ও রাজা তোডরমল উড়িষ্যা আক্রমণে আসিলেন। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব দাউদের সহিত তাহাদের জলেশ্বরের নিকট মোগলমারীতে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দাউদ পরাস্ত হন। তাহাতে বাঙ্গালা ও বেহার অকবরের হইল। দাউদ কেবলমাত্র উড়িষ্যার নবাব রহিলেন [দাউদ বেখ] মধ্যে দাউদের প্ররোচনায় আফগানেরা পুনরায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। মোগল পাঠানে নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে, অকবর মম্বুম খাঁ কাবুলীকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মম্বুম খাঁ পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়া মোগলদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তৎপরে কুতলু খাঁ নামে একজন পাঠান উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিলেন। অকবর কুতলুর বিরুদ্ধে মোগলসেনা পাঠাইয়া দেন। সলিমাবাদে কুতলু খাঁ সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা নজাৎকে পরাজয় করেন। [কুতলু খাঁ দেখ।]

১৫৯০ খৃঃ অব্দে, রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। বর্ষাকালে বর্দ্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ গড়মান্দারগে অবস্থান করিয়া উড়িষ্যাবিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ধরপুরে কুতলু খাঁর সহিত যুদ্ধ হয়। সেবারও মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বন্দী হইলেন; কুতলু খাঁ বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন। অল্পদিন পরেই সহসা কুতলু খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান উজীর ঈশা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন। এই সময়ে পুরী অকবরের অধিকারভুক্ত হইল।

১৫৯২ খৃঃ, সুলেমান ও ওসমান নামক কুতলু খাঁর দুই পুত্র সন্ধিতক করিয়া পুরী আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যার উপস্থিত হইলেন। বনাপুরে মোগলপাঠানে আবার দেখাদেখি হইল। এবারও পাঠানসৈন্য পরাস্ত হইল। অবশেষে সুলেমান ও ওসমান পুনরায় অবশিষ্ট পাঠানসৈন্য একত্র করিয়া লারগড়কে বুদ্ধাধ

অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা আর মোগলভেদে সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। এই স্থানেই মোগলপাঠানে শেষ যুদ্ধ হইয়া গেল। তখন সুলেমান ও ওসমান মানসিংহের কাছে অবনত হইল। উড়িষ্যারাজ্য অকবরের অধিকারে আসিল। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি হইলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার দ্বৈতীয় রাজা রামচন্দ্রদেব অকবর কর্ত্তক মহাসম্মান প্রাপ্ত হন। অকবরের অধিকারে আসিলে উড়িষ্যা, (বাঙ্গালা ও বেহারের সহিত) একজন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত।

১৬০৭ খৃঃ উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হইল। হাশিম খাঁ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা হইলেন। -

১৬১১ খৃঃ রাজা কল্যাণমল উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। এই সময়ে, ওসমান পুনরায় লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারে প্রয়াসী হইলেন। তিনি পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ফিরিতে হইল না, স্ববর্ণরেখাভীরে রণশয্যায় শয়ন করিলেন।

এতদিন খোরদা ও রাজমহেন্দ্রী ছাড়া উড়িষ্যার সকল স্থানেই অকবরের অধীন হইয়াছিল। ১৬১৮ খৃঃ, যুক্রম খাঁ নামক তৎকালীন শাসনকর্ত্তা খোরদার রাজাকে পরাস্ত করিয়া খোরদাও দিল্লীসম্রাটের অধিকারভুক্ত করিলেন। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী স্বাধীন রহিল।

১৬২১ খৃঃ, শাহজহান বিজোহী হন। তিনি নিজ পিতা জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আফদবে-কে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। এখানে পাঠান সামন্তেরা শাহজহানের সঙ্গে যোগ দেয়।

১৬৩৪ খৃঃ, শাহজহান ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশে জাহাজ লইয়া বাণিজ্য করিতে আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তৎকালীন বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আজিম খাঁ ইংরাজদিগকে বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পিপলী নামক স্থানে কেবল জাহাজ লাগাইতে আদেশ দেন।

১৭০৬ খৃঃ, বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর জেলা স্বতন্ত্র করিয়া লয়ন। ইতিপূর্বে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।

১৭২৫ খৃঃ, মুহম্মদ তকি খাঁ উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এই সময়ে খোরদার হিন্দুরাজা রামচন্দ্রদেব মুসলমান বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অনেক যুদ্ধের পর হিন্দুরাজ কটকে বন্দী হইলেন, এই সময়ে অগ্নিদ্রাঘের পাণ্ডারা মুসলমান ভয়ে দেবমূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন।

১৭৩৪ খৃঃ, মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যার সহকারী শাসন-কর্তা হইয়া আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে পূর্বে-কার মত ভেমন খাজনা আদায় হয় না; ইহার প্রধান কারণ জগন্নাথদেবের মূর্তি পুরীতে না থাকায়, দূর দেশান্তর হইতে বাতীগণ আর আসে না। পূর্বে বাতীদের গমনাগমন থাকায় খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছিল। তখন মুর্শিদকুলী পাণ্ডাদিগকে মূর্তি আনা ইয়া পুনরায় মন্দিরে স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ অহরোধ করিলেন, তদনুসারে জগন্নাথের মূর্তি পুনরায় অন্তর্নিত হইল। খাজনাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৭৩৯ খৃঃ, সরফরাজ খাঁ বাজালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইলেন। তৎপরবর্ষেই আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আপনি সিংহাসন অধিকার করিলেন।

১৭৪১-৪২ খৃঃ, মার্হাট্টাদিগের উৎপাত আরম্ভ হয়। মুর্শিদকুলীর দেওয়ান মীর হবীব মার্হাট্টাদিগকে গুপ্তভাবে উড়িষ্যার আহ্বান করিল। আলীবর্দী তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য অনেক বার যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় কিছু হইল না। ১৭৪৫ খৃঃ রঘুজী, ভোনসলা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসেন। এই সময়ে উড়িষ্যা তাহার হস্তগত হয়। তিনি মীর হবীবকে প্রতিনিধি রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ১৭৪৭ খৃঃ মিরজাফর মার্হাট্টাদিগকে কটক হইতে বিদূরিত করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না। মার্হাট্টারা আফগান-দিগের সহিত মিলিত হইল।

১৭৫১ খৃঃ, আলীবর্দী মার্হাট্টাদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সৈন্তকে কটকে উপস্থিত হইলেন। মার্হাট্টাগণ পরাস্ত হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দেশত্যাগ করিতে চাহিল না। তখন আলীবর্দী অগত্যা তাহাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিলেন এবং বঙ্গদেশের চৌধ হিসাবে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

মার্হাট্টাদিগের মধ্যে শিবভাট শাস্ত্রী প্রথম শাসন-কর্তা হইলেন। তাহার ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করেন। ইতিমধ্যে মার্হাট্টা পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অনেক প্রজা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদিগের [নিম্নোক্ত সাহায্য প্রার্থনা করে।

১৮০৩ খৃঃ ১৪ অক্টোবর ইংরাজেরা কটকের দুর্ভেদ্য দুর্গ হস্তগত করেন। এই দিবসের বৎসামাস্ত যুদ্ধে তাহারা মার্হাট্টাদের হস্ত হইতে উড়িষ্যার শাসনভার কাড়িয়া

লইলেন। মার্হাট্টাদিগের প্রবল প্রতাপ সেই দিবস হইতে উড়িষ্যা রাজ্য পরিত্যাগ করিল। উড়িষ্যা অধিকার হইল বটে, কিন্তু বাহাদুরের লইয়া রাজ্য তাহারা কোথায়? ভূম্যধিকারী নাই যে ভূমির খাজনা দিবে, কৃষক নাই যে শস্ত উৎপাদন করিবে। ইংরাজ দেখিল শস্ত শস্ত গ্রাম মানব শূন্য পড়িয়া আছে; শৃগাল তাহার রাজা, কুকুর তাহার প্রহরী। ইংরাজেরা ঘোষণা করিলেন, প্রজাদের আর কোন ভর নাই, যে যেখানে থাক, আসিয়া নিজ নিজ ভূমি উপভোগ কর। প্রথমে বড় একটা কেহ যেসে নাই। ক্রমে ক্রমে প্রজা আসিয়া জুটিল, পূর্বে যেমন সমৃদ্ধিশালী ছিল, আবার সেইরূপ হইয়া উঠিল।

ইংরাজের হাতে আসিলে প্রধানতঃ তিন নিয়ম প্রচলিত হইল। ১ম, খণ্ডনামক অসভ্যজাতির প্রতি কোন প্রকার কর বা নিয়ম ধার্য্য হইবে না; তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া রক্তপাত না করে এইজন্য সর্বদাই তাহাদিগের উপর ইংরাজ কর্ণাধ্যক্ষের নজর থাকিবে। ২য়, করদরাজ-দিগকে রীতিমত কর দিতে হইবে, তাহাদিগের প্রতিও গবর্ণমেন্ট করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। ৩য়, কটক, পুরী ও বালেশ্বর এই তিনটি গবর্ণমেন্টের খাসমহল থাকিল, উপসব্ব গবর্ণমেন্ট পাইবেন।

আবহাওয়া—উড়িষ্যার আবহাওয়া বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মত। এখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতঋতুই প্রধান। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে তীর্থযাত্রীদের জনতার জন্য এখানে সচরাচর ওলাউঠা দেখা দেয়।

বাণিজ্য—উড়িষ্যা ভারতের সমুদ্রতটস্থ হওয়ার অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। পূর্বকালে এখানে মুদ্রার পরিবর্তে কড়ি ও মুক্তা দ্বারা আদান প্রদান চলিত।

এখানকার শস্যের মধ্যে চাউল সর্বপ্রধান। এই স্থান হইতে নানা দেশে চাউল ও কার্পাস রপ্তানী হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ—উড়িষ্যার নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইয়া থাকে। তন্মধ্যে শিল্প, শাল, পিয়াল, কেলু, গম্ভারী, পনস, জেওত, কদম্ব, ফেলিকদম্ব, দেবদারু, ঝাউ, বট, তিনিশ, পিপুল, ইটা প্রভৃতিই প্রধান। ফুলের মধ্যে মল্লিকা, মালতী রজনী, কাটচাপা, গোলাপ, চাপা, পদ্ম, সিমুল, অপরাঞ্জিতা, সূর্য্যমুখী, কেরা, কাকন, কুমুদুড়া, মন্দার, জাতি, গাংসিউলী প্রভৃতি।

ফল মূল ও শাক সবজীর মধ্যে—আম, গোলাপজাম, নিচু, কদলী, কামরাজ, আতা, ভাল, খেজুর, নারিকেল,

কমল, করমচা, মলা, শিচ, মউল, তেঁতুল, কাপলীনেবু, কমলানেবু, বাতাপীনেবু, তরমুজ, ধরা, মার্কুলী, আমড়া, চিচিরা, উছা, করোলা, বিজা, ধরমুজ, কাফুড়, হুটা, কুমড়া, লাউ, পেঁপীরা, খামআলু, কংবেল, বেগ, আনারস, পিরায়, তিধুর, লকরকন্দ, পিরাজ, লগুন, অড়হর, বুট, পম, রাই-সরিবা, সরিষা, মকা, পান, জুগারি, পুইশাক, নটরাশাক ইত্যাদি।

ঔষধের ব্যবহারবোধ্য এই কয়েকটি দ্রব্য উৎপন্ন হইরা থাকে—স্বতকুমারী, সাদাধূতরা, কালধূতরা, ভেলিবেতল, অজ্ঞাতি, নাতি-অজুরী, ফুটফুটিয়া, ফুটিলা, নির্মলী, আকন্দ, মৈদি, অনন্তমূল, ধমির, বাবুল, পুদীনা, তুলসী, কালতুলসী, (ককুণী হাড়গোড়া), চন্দ্রচূড়, পলাশ, গোক্ষুর, চিতা, গাঁজা, বচ, গাব, পানমোরী, জোয়ান, গুগগুল, দাড়িম, গিলা, নিম, বাদাম, বড়োড়া, গুলঞ্চ, হরিতকী, বাগভেরেতা, হাড়ভাঙ্গা, সোঁদাল ইত্যাদি।

উৎকল, উড়িয়া জাতিবিশেষ। পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পঞ্চম [গৌড় দেখ।] এই জাতি উৎকলদেশে বাস করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মত জাতিভেদ প্রথার উপর উড়িয়া ব্রাহ্মণদের তত আঁটাআঁটি নাই। কিন্তু ইহারা বড় অহঙ্কারী, স্ব স্ব জাতির গৌরব করিতে ভালবাসে। ইহারা স্বভাবতই চতুর, কার্যকুশল ও পরিশ্রমী। উড়িয়াব্রাহ্মণেরা সকল প্রকার ব্যবসাই করিয়া থাকে, তাহাতে লজ্জা বোধ করে না। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মত, কিন্তু এদেশের মত শুদ্ধাচারী নয়।

উৎকলদেশে চারিশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়—১ দক্ষিণশ্রেণী, ২ পণ্ডারিশ্রেণী, ৩ বাজপুরশ্রেণী, ৪ উৎকলশ্রেণী।

উহাদিগের এই কয়েকটি উপাধি পাওয়া যায়,—মিশ্র, তেওয়ারী, বটপাণ্ডে, রাহা, নন্দ, ওঠ, দাস, সরঙ্গী, মহাপাত্র, পাণ্ডা, সাবু, সেনাপতি, নেকাব, মেকাব, পাঠী, পাত্রী, সোধা, পতপালক, বর, মুখিরথ, পরিহারী, খুণ্টিয়া, গরা-বর, নাহাক, ত্রিপতী, আচার্য্য, উপাধ্যায় ইত্যাদি।

এখন উড়িয়ারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিতেছে।

(ত্রি) উৎ-কল-অচ্। ভারবাহক। যুটে।

উৎকলাপ (ত্রি) উচ্চ ময়ূরপুচ্ছ। (“তীরস্থলী বহিঃকর্ণ-কলাপৈঃ।” রঘু ১৬। ৬৪।)

উৎকলিকা (স্ত্রী) উৎ-কল-বৃন্-টাপ্। ১ উৎকর্ষা। ২ উর্ধ্ব, চেউ। ৩ ফলের কুড়ি। ৪ হেলা। (উৎকলিকোৎকর্ষা হেলা সলিলবীতিবু। মেদিনী।)

উৎকলিকাশ্রায় (স্ত্রী) সমাসযুক্ত গদ্যভেদ। (“তবে-হংকলিকাশ্রায়ঃ সমাসাঢ়া দৃষ্টাক্ষরঃ।” হরদ্বন্দ্বঃ)

উৎকলিত (ত্রি) উৎ-কল-ক্ত। ১ উৎকলিত। ২ বুদ্ধিমান।

উৎকর্ষণ (স্ত্রী) উৎ-কর্ষ-লুট্। কর্ষণ। (মেঘদূত ১৬)

উৎকা (স্ত্রী) উৎ-কন্-টাপ্। উৎকলিতা নারিকা।

উৎকাকা (স্ত্রী) উৎক-অক-অচ্-টাপ্। প্রতিবর্ষপ্রবৃত্তা গাভী।

উৎকাকুৎ (ত্রি) উন্নতং কাকুদন্ত। (উষিত্যং কাকুদন্ত।

পা ৫। ৪। ১৪৮। উদ্ ও বি ইহার পর কাকুদ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে অন্তের লোপ হয়।) উন্নত তালুযুক্ত।

উৎকার (পুং) উৎ-কৃ- (কৃ ধাত্যে। পা ৩। ৩। ৩০।) ইতি ষঞ্। ধাত্বোৎক্ষেপণ, ধানসারা।

উৎকারিকা (স্ত্রী) উৎ-কৃ-ধূল্। সূত্রতোক্ত শোকাদি-নিবারক এক প্রকার পাচন। ষধা।

“নিবর্ততে ন যঃ শোকো বিরেকাটন্তরুপকর্মৈঃ।

তন্ত সম্পাচনং কুর্য্যাৎ সমাজভ্যোবধানি তু।

দধিতক্কসুরাস্তৃক্খাম্মৈয়ৌজিতানি তু।

মিথ্যানি লবণীকৃত্য পচেচ্ছৎকারিকাং শুভাং।

সৈরগুপজয় শোকে নাহয়েচ্ছকরা তরা।” চিকিৎসিত ১৭ঃ।

উপবাস হইতে বিরচন পর্বন্ত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি ভাল না হয়, তবে দধি, তজ্জ, সুরা, স্কৃত, কাকি, দ্রুত ও লবণ মিশাইয়া উৎকারিকা উচ্চ পাক করিবে। উচ্চ থাকিতে এরও পত্র সহযোগে শোকে বাধিয়া দিবে।

উৎকাস (পুং) উৎকম্পতি-অস-অণ্। কাসরোগ বিশেষ, উর্ধ্বগত শ্লেয়োৎক্ষেপক রোগ। কাসী। গিচ্চলুট্। উৎকাসন।

উৎকিন্ন (ত্রি) উৎ-কৃ-কর্তরি শ। উৎক্ষেপক।

উৎকীর্ণ (ত্রি) উৎ-কৃ-ক্ত। ১ উৎকীর্ণ। ২ উল্লিখিত। ৩ কত, বিদ্ধ। ৪ ক্ষোদিত।

উৎকীর্জন (স্ত্রী) ঘোষণা। প্রচার।

উৎকৃষ্টিকা (স্ত্রী) ওষধিভেদ। কালজীরা। [কাল জীরা দেখ।]

উৎকূট (পুং) উন্নতং কূটো বজ্জ। উত্তানশরন, চিং হইরা শোরা।

উৎকুণ (পুং) উৎ-কুণ হিসনে অদং চুরা কর্মণি অকু। কেশকীট, উকুণ [উকুণ দেখ।]

উৎকুজ (পুং) কোকিলের শব্দ।

উৎকূট (পুং) হজ্জ, হাতা।

উৎকৃতি (স্ত্রী) ২৬ অক্ষর হ্রস্ববিশেষ।

উৎকৃত্ত (ত্রি) উৎ-কৃৎ-ক্ত। ১ হিন্ন। ২ উৎখাত।

উৎকৃষ্ট (ত্রি) উৎ-কৃৎ-ক্ত। ১ প্রশস্ত। ২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। ৩ উৎকর্ষাযিত। ৪ কর্ষণব্যৎ ক্ষেত্রাদি।

উৎকোচ (পুং) উৎ-কুচ-সকোচে-ক। কুল। চৌকন।
(প্রায়ত্তং চৌকনং লবোৎকোচঃ কোশলিকামিবে।

উপাচারপ্রদানকারীরা প্রাচারনে অপি। হেম ৩। ৪০১।)

উৎকোচক (জি) উৎকোচ-কন্। যে যুল দেয়। (পুং)
ধোম্যাপ্রম নিকটস্থ ভীর্থবিশেষ। (ভারতং আদিং ১৮৩ অঃ)

উৎক্রম (পুং) উৎ-ক্রম-অচ্। ব্যতিক্রম। বৈপরীত্য।
(ব্যুৎক্রমন্তুৎক্রমোহক্রমঃ। হেম ৬। ১৪৭।)

উৎক্রমণ (ক্ৰী) উৎ-ক্রম-ল্যুট্। অপসরণ।

"দেহাদ্ব্যুৎক্রমণকাম্যং পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।" মধু ৬। ৬৩।

উৎক্রান্ত (জি) উৎ-ক্রম-ক্ত। ১ উদগত। ২ অতিক্রান্ত,
উন্নতিত।

উৎক্রান্তি (ক্ৰী) উৎ-ক্রম-ক্তিন্। দেহ হইতে অপসরণ।
(“স্ত্রিয়মাগন্তোৎক্রান্তিপ্রকারঃ।” মধুসূদন সরস্বতী।)

উৎক্রোশ (পুং) উৎ-ক্রোশ-অচ্। জলচর পক্ষীবিশেষ,
কুরুরপক্ষী। ২ চীৎকার।

উৎক্লিপ্ত (জি) উৎ-ক্লিপ-ক্ত। উর্দ্ধে ক্লিপ্ত। (পুং)
ধূতরাফল।

উৎক্লিপ্তকম্পন (ক্ৰী) ভূমিকম্পবিশেষ; এই প্রকার কম্প
হইলে ভূমি যেন উৎক্লিপ্ত হইতে থাকে।

উৎক্লিপ্তিকা (ক্ৰী) উৎ-ক্লিপ-ক্তিন্-কন্-টাপ্। কর্ণাল-
হার বিশেষ। কাগকড়া, কাগতড়কা। (উৎক্লিপ্তিকা তু
কর্ণান্দু। হেম ৩। ৩২০।)

উৎক্লেপ (পুং) উৎ-ক্লিপ-ঘঞ্। উর্দ্ধে ক্লেপণ। কর্তরি
অচ্ (জি) উৎক্লেপকারক।

উৎক্লেপক (জি) উৎ-ক্লিপ-ঘুল্। ১ উর্দ্ধে নিক্ষেপকারী।
২ যে উর্দ্ধে ফেলিয়া দিয়া অপহরণ করে।

"উৎক্লেপকগ্রহিভেদৌ করসন্মংশহীনকৌ।"

বাক্যব্যা ২। ২৭৭।

উৎক্লেপণ (ক্ৰী) উৎ-ক্লিপ-ল্যুট্। ১ উর্দ্ধে ক্লেপণ। ২
উদগমন, ধাক্কাৎক্লেপণ বস্ত। ৩ বোড়শণ। (উৎক্লেপ-
মুৎকনং, পণং বোড়শকে। হেম" অনে ৪। ৭৫।)

ব্যজন। ৫ ভায়মতে, পঞ্চকর্মান্তগতকর্মবিশেষ।

"উৎক্লেপণং ততোহবক্লেপণমাকুলকনং তথা।

প্রসারণঞ্চ গমনং কৰ্ম্মাণ্যেত্যনি পঞ্চ চ॥" ভাবাপরি ৬।

উৎখল (ক্ৰী) উৎ-খল-অচ্-টাপ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য।
[মুরা দেখ।]

উৎখাত (জি) উৎ-খন-ক্ত। ১ উন্মূলিত। ২ উৎপাটিত।
(“রথেনান্নুৎখাতভিত্তিকগতিমা।” শব্দতল।) (ক্ৰী)
৩ উৎসদন।

উৎখাতকেলি (পুং) কেলিবিশেষ, শূন্যাদি দ্বারা বুঝানাদির
ভাষা বৃত্তিকাব্যনন।

উৎখেন্দ (পুং) উৎ-খিন-ভাবে ঘঞ্। ছেদন।

উত্ত (জি) উল্ল ক্রেনেনে ক্, হ্রদবিদেতি পক্ষে লঘাত্যবঃ।
আর্দ্রবস্ত, ভিজা।

উত্তংস (পুং) উৎ-তসি-অচ্, হলশ্চেতি ঘঞ্ বা। ১ কর্ণ-
ভূষণ, কাণের গহনা। ২ শিরোভূষণ, শিরোপা।

(আপীড়শেখরোত্তংসাবতংসাঃ শিরসঃ স্যজি। হেম ৩। ৩১৮।)

উত্তংসিক (পুং) নাগবিশেষ।

উত্তপ্ত (ক্ৰী) উৎ-তপ-ক্ত। ১ শুষ্কমাংস। ২ সস্তাপ। (জি)
১ তপ্ত। ২ সস্তপ্ত, দগ্ধ। ৩ পরিপ্লুত। (উত্তপ্তং শুষ্কমাংসেৎ
জিহ্ব তপ্তে পরিপ্লুতে। মেদিনী।)

উত্তভিত (জি) উন্নমিত।

উত্তম (জি) উৎ-তম-প্। ১ উৎকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ।

"উত্তমঃ পুরুষশ্চঃ পরমাত্মাত্মদাতঃ।" গীতা। ২ অজ্ঞা।

(উত্তমশকোহজ্ঞার্থঃ। সিং কো)।

(পুং) ৩ বিষ্ণু। ৪ উত্তানপাদরাজপুত্র লুকচির গর্ভজাত।

কুবেরের হস্তে তিনি নিহত হন। ৫ প্রিয়ব্রতপুত্র, তৃতীয়
মহু। ৬ একবংশতি ব্যাস। ৭ জনপদ বিশেষ। (ভারত
ভীয় ৯ অঃ) ইহা বিদ্যাপ্রদেশে ছিল। (পুরাণান্তরে উত্তমর্ণ,
উত্তমার্গ এইরূপ পাঠ লক্ষিত হয়।)

উত্তমফলিণী (ক্ৰী) উত্তম-ফল-গিনি-ভীপ্। হৃদ্বিকাবৃক,
কীরাই।

উত্তমর্ণ (পুং) উত্তমমৃগমত। ঋণদাতা, মহাজন। উত্তমঃ
দেয়ধেনোন্ত্যত ঠন্। উত্তমর্ণিক।

"রাজাধর্মণিকো দাপ্যঃ সাধিতাদ্ধনকং শতম্।

পঞ্চপঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থোহ্যত্তমর্ণিকঃ॥" বাজবল্য ২। ৪৩।

উত্তমসংগ্রহ (পুং) ১ সম্যক সংগ্রহণ। ২ নির্জনে
পরজীসহ পরম্পর আলিঙ্গন উপবেশনাদিরূপ প্রেমালোপ।

উত্তমসাহস (পুং) শূভ্র্যক দত্ত বিশেষ। ১০০০ বা ৮০০০
পণ দত্ত। ১,৮০,০০০ পণ দত্ত।

"পরন্ত পতনীমাক্ষেপে কৃতে তুত্তমসাহসম্।" বাজবল্য।

উত্তমা (ক্ৰী) উৎ-তম-প্-টাপ্। ১ উৎকৃষ্টা-ক্ৰী। ২ স্বীয়াদি
নারিকা ভেদ, ইহার লক্ষণ মল্কারিণী হইলেও প্রিয়ভ্রতমের
প্রতি হিতকারিণী। ৩ হৃদ্বিকা বৃক, কীরাই।

উত্তমাজ (ক্ৰী) উত্তমং প্রশস্তমলং, কর্ম। ১ মতক।
[মতক দেখ।] ২ মূখ।

"উত্তমাকোত্তবাক্যোচ্চাচ্চাক্ষণৈশ্চ ধারণাৎ।" মধু ১। ৯০।

উত্তমারণী (ক্ৰী) ইন্দীবরী, লভমূলী।

উত্তমৌজা [স] (পৃ) ১ দশম মনুস্মৃতিতে। ২ একজন মহাবীর। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (ভারত)

উত্তম্ভ (পৃ) উৎ-তনুত-বঞ। ১ স্তম্ভীভাব, ধামা। ২ নিবৃত্তি। ৩ অবলম্ব।

উত্তম্বন (ক্লী) উৎ-তনুত-লুট। অবলম্বন। করণে লুট। ঠেকো, খুঁটি।

উত্তর (ক্লী) উৎ-তৃ-অণ্, উৎ-তরণ্ বা। ১ প্রতিবাক্য, জবাব। (“প্রশ্নোদ্যোতি বা পূজা তত্ত্ব খণ্ডনমুত্তরম্।” যাজ্ঞবল্ক্য) ২ দোষতত্ত্বন বাক্য। ৩ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপন মত প্রকাশ। ৪ কেহ আহ্বান করিলে তৎপ্রবণস্থচক বাক্য। (ত্রি) ১ উর্দ্ধ। ২ উদীচী, উত্তরদিক্। ৩ প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৪ অনন্তর।

(পৃ) ১ শিব। ২ বিরাটরাজপুত্র। কোরবেরা বিরাট-রাজের গোহরণ করিলে ইনি অর্জুনকে সারথি করিয়া তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে যান। ৩ পূর্বতবিশেষ।

উত্তরকাল (পৃ) ১ ভবিষ্যৎকাল। ২ গৌণকাল।

উত্তরকুরু (পৃ) জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। কুরুবর্ষ। বর্তমান রুশভাষায়, তুর্কস্থান ও তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশকে অতি পূর্বকালে উত্তরকুরু বলিত।

উত্তরকুরু সম্বন্ধে অনেকের মত ভেদ আছে। অধ্যাপক ল্যাসেনের মতে এই জনপদ তিব্বতের মধ্যে, ব্রহ্মপুত্র (সান্‌পু) নদের উত্তর তীরে। (Karte von Alt Indien দেখ)। উইলকোর্ডের মতে হিমালয়ের সাহুদেশে, তিব্বতের একটি নগর। (As. Researches, Vol. IX 68. 67; XIV. 387) ভৌগোলিক সেক্টমার্টিন, এই স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, ইহা একটি কল্পিত স্বর্ণ। (E'tude sur la Géographie Grecque et Latine de l'Inde, 418-414)। কিন্তু অভ্যাসিক স্থান যে পূর্বকালে ছিল, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি পাঠ করিলে সহজেই স্বীকার করা যায়। যথা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।১৪।

“যে কে চ পরেণ হিমবতং জনপদা উত্তরকুরুষ উত্তর-মজ্জা ইতি।”

রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডে ৩৯।১৮।

“উত্তরাস্চ কুরুন পত্ন্য পত্ন্যশ্চৈব নগোত্তমান্।

দেবদানবসংজ্ঞৈশ্চ সেবিতং হ্যনুভার্ষিভিঃ।” ইত্যাদি।

মহাভারতের মতে জম্বুদ্বীপের উত্তর ও নীল পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরকুরু অবস্থিত। (ভীষ্মঃ অঃ)

লেননিগের অরিষ্টেনেসিপূরাণাভর্গত হরিবংশে লিখিত আছে—

“নীলমন্দরমধ্যাহা উত্তরাঃ কুরবো মতা।” ৫।১৬৬।
নীল ও মন্দর পর্বতের মধ্যে উত্তরকুরু। (বিষ্ণু-পু-২।২।১০)
এখন দেখা যাউক, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বর্তমান কোন স্থান হইতে কতদূর অবধি উত্তরকুরু নিরূপিত হইয়াছে। আমাদের হরিবংশে লিখিত আছে—

“ততোহর্ণবং সমুদ্রীয্য কুরুনপুত্তরান্ বরম্।

কর্ণেন সমতিক্রান্তা গঙ্গমানমেব চ।” ১৭০।১৩।

“সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকুরু প্রদেশ, তৎপরে অগণকাল মধ্যে গঙ্গমান অতিক্রম করিলাম।” উক্ত শ্লোকের দ্বারা অসুমান হইতেছে সমুদ্র তীর হইতে গঙ্গমান পর্বত পর্যন্ত সমুদায় ভূখণ্ড পূর্বকালে উত্তরকুরু বা কুরুবর্ষ বলা হইত।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীররাজ ললিতা-দিত্য কাছোজ, ভূখার*, দরদ, জীরাঙ্গ্য প্রভৃতি জয় করিলে উত্তরকুরুবাসীরা ভয়ে পর্বতপ্রদেশে পলাইয়া যায়।

“ভূখারঃ শিখরশ্রেণীর্ধ্যান্তঃ সন্ত্যজ্যবাকিনঃ।

কুষ্ঠভাবস্তত্ত্বংকষ্ঠাং নিহ্নাদৃষ্টা। হয়াননাম্।

চিহ্না ন দৃষ্টা ভৌটানং বক্ত্রে প্রকৃতিগাথুরে।

তত্ত্ব প্রতাপো দরদাং ন সেহেহানন্তং মধু।

জীরাঙ্গ্যদেব্যাত্তাণ্ড্রে বীক্ষ্য কম্পাদিবিক্রিয়াম্।

উত্তরাকুরবোহবিফন্তত্তরাজ্ঞমপাদপান্।” ৪।১৬৭-৭৫।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা জীরাঙ্গ্যের পরই উত্তরকুরু নির্দিষ্ট হইতেছে। জীরাঙ্গ্য গঙ্গমানের উত্তরপশ্চিমে, উহার বর্তমান স্থান তিব্বতের পশ্চিমাংশে। [আর্য্যাবর্তের মানচিত্রে জীরাঙ্গ্য ও গঙ্গমান দেখ।]

টলেমি ওত্তরকোর্হ (Ottarokorrha) নামক একটি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সংস্কৃত উত্তরকুরু শব্দের রূপান্তর মাত্র। তাঁহার মতে এই স্থান পেরিকা (চীনে)র কিয়দংশ। (Ptolemy, Geog. VI. 16.)

রামায়ণের কিকিঙ্কাকাণ্ডে লিখিত আছে—

“তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিরগা।

উত্তরোত্তীরয়োত্তম কীচক নাম বেণবঃ।

তে নরন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানরন্তি চ।

উত্তরাঃ কুরুবন্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ।” ৪৩।৩৭-৩৮।

সেই স্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নদী নদী, সেই নদীর উত্তরতীরে কীচক নামক বেণু আছে, সিদ্ধগণ সেই বেণু দ্বারা নদীর পূর্ব ও পরপারে গমনাগমন করেন। উত্তরকুরু সেই নদীর নিকটবর্তী, তথায় পুণ্যবান ব্যক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন।

* ভূখার বর্তমান নাম বোখারা, তাতার রাজ্যের অন্তর্গত।

রামায়ণেও শৈলোদ্গার নদী মহাভারতের কোন কোন স্থানে শিলানামে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ভ্রমণকথন শিলিস (Silie) নামে একটা নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদীর সহিত মহাভারতের শিলা নদীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ঐ শিলিস নদীর বর্তমান নাম উকর্তেশ বা সরী-কুল (Ukert, Geographie der Griechen and Romer, Vol. iii. 2, p. 238) এক্ষণে এই সরীকুল নদী আরল হ্রদে পতিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ভূবেত্তারা বলেন, পূর্বকালে আরল ও কাস্পিয় সাগর একত্র মিলিত ছিল। (London Geogr. Journal) পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ ট্রাবার মতে এখনকার কাস্পিয় সাগর পূর্বকালে উত্তরমহাসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল। রামায়ণে লিখিত আছে, উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্র।

“তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পরসারিধিঃ।”

কিঙ্কিদ্ধ্যা ৪৩। ৫৪।

ব্রহ্মাও পুরাণের মতেও এই স্থানের উত্তরে উর্ধ্বসমা-কুল সমুদ্র। যথা—

“উত্তরাণাং কুরুগাত পার্শ্বে জেয়ন্তহুত্তরঃ।

সমুদ্রঃ সৌর্ধ্বমালোক্য নাগানুরনিবেষিতাম্।” ব্রহ্মাও পৃঃ ৫০ অঃ।

উক্ত প্রমাণসমূহের দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে পূর্বকালে উত্তরকুরু বর্তমান কাস্পিয় সাগরের দক্ষিণতীর হইতে গঙ্গামাদন পর্যন্তের উত্তরাংশ অবধি বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের মতে এই স্থান মণিময় ও কাঞ্চনবালুকাসম্পন্ন, স্থানে স্থানে হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্ম-রাগতুল্য রতনীয় ভূমিখণ্ড আছে। এখানে কামকলপ্রদ বৃক্ষ সকলের মনোরম পূর্ণ করিয়া থাকে। এখানকার ক্ষীরী নামক বৃক্ষ ক্ষীর বর্ষণ করে, এই বৃক্ষের ফলগর্ভে বস্ত্র ও আভরণ উৎপন্ন হয়। হেথা পুষ্করিনীসকল পঙ্কজ ও মনোরম, এই জন্য সকল সময়েই স্পৃহাশীল হইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা প্রিয়দর্শন ও শুভ্রবংশসম্বৃত। জীর্ণ অপরাঙ্গন। সকলে ক্ষীরীবৃক্ষের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। চক্রবাকচক্রবাকীর ভায় দম্পতি এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্তিত হয়। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে, কেহ কাহারে কখন পরিত্যাগ করে না। মৃত্যু হইল তাক ও পক্ষীসকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। (মহাভারত, ভীষ্ম ৭ অঃ; রামায়ণ, কিঙ্কিদ্ধ্যা ৪৩ সর্গ।)

* শিলি অক্কোরম্ নামে একটা জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার সহিত সংস্কৃত উত্তরকুরুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়—

উত্তরকোশল, প্রাচীন জনপদবিশেষ। বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। (রামায়ণ উত্তরা ১০৭ সর্গ।)

উত্তরকোশলা (জী) অযোধ্যানগরী।

উত্তরকেন্দ্র (পুং) পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত।

উত্তরক্রিয়া (জী) ১ উত্তরকালকর্তব্য কর্ম। ২ সাংবৎ-সরিক প্রাদিক পিতৃকার্য।

উত্তরঙ্গ (কী) উত্তরমন্ডল কর্ম্ম শব্দার্থ। ষারোদ্ধৃদাক। ষারের উপরিস্থ বক্রকাঠ, কুমীরকা। (তির্য্যগ্ধারোদ্ধৃদাক্তত্তরঙ্গং। হেম ৪। ৭২) (ত্রি) উপগতত্তরঙ্গ, তরঙ্গিত। (“অপামিবাধারমহুত্তরঙ্গম্।” কুমার ৩। ৪৮।)

উত্তরচ্ছদ (পুং) কর্ম্মধা। শস্যার উপজি আন্তরণবজ্র, বিছানার চাদর। (নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচুলশোভিতরচ্ছদঃ। হেম ৩। ৩৪০।)

উত্তরজ্যোতিষ (পুং) ভারতের পশ্চিমদিকস্থ জনপদ-বিশেষ।

“কৃত্বং পঞ্চনদৈকৈব তথৈবামরণকর্তম্।

উত্তরজ্যোতিষকৈব তথা দিব্যকটং পুরম্॥”

ভারত, সভা ৩১ অঃ।

উত্তরণ (কী) উৎ-তৃ-লুট্। ১ উত্তরণ, নদাদি পার হওয়া। ২ কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া।

উত্তরণ-স্থান (কী) সরাই, আড়া, যে স্থানে পৌছান যায়।

উত্তরদায়ক (ত্রি) উত্তরং দদাতি দা-লুট্। ১ প্রত্যুত্তর-দাতা, যে জবাব দেয়। ২ যে ভৃত্যাদি প্রভুর সমক্ষে জবাব দিয়া নিজ দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করে।

“পরপুংসি রতা নারী ভৃত্যশোত্তরদায়কঃ।

সমর্পে চ গৃহে বাসঃ সুভূতোরবন সংশয়ঃ॥” হিতোপদেশ।

উত্তরদিক্ (জী) দিক্ বিশেষ- উত্তীর্ষী।

উত্তরদিক্ কাল (পুং) রবিবারে উত্তরদিক্ কালচক্র।

উত্তরদিক্ পাশ (পুং) বৃহস্পতিবারে উত্তরদিক্ বাজা-বৃদ্ধাদি নিবেদ্যজাপক পাশচক্র। (রত্নসার)

উত্তরদ্বীপ (পুং) ১ কুবের। ২ বৃষ।

“Gens hominum Attacorum, apricis ab omnino noxio afflatu seclusa collibus, eadem, qua Hyperborei degunt, temperie.” Pliny, Hist. Nat. vi. 17.) অর্থাৎ তপনতাপিত গিরিমালা বিষকারি-বায়ু হইতে অত্যধিক দূরত্বের দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য বেথলাঙ্গণে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। তাহারা উত্তরপ্রান্তদেশবাসীর দ্যায় তির্য্যবস্ত্র উপভোগ করে।

উত্তরদিখলী [ন] (পুং) উত্তরভাগে বিশেষ বসী। ১ ভজ।
২ চজ।

উত্তরপক্ষ (পুং) ১ বিচারপক্ষ। পূর্বপক্ষের বিরাসক
সিদ্ধান্তপক্ষ। ২ উত্তরবিকর। ৩ কক্ষপক্ষ।

উত্তরপট (পুং) ১ উত্তরীয়, উড়ানী। ২ বিছানার চাদর।

উত্তরপথিক (জি) উত্তরঃ তদ্রূপতঃ পহানঃ (পথঃ কন্।
পা ৫।১।৭৫।) ইতি কন্। পথিক। উত্তরদেশবাসী।

উত্তরপদ (ক্ৰী) ১ সমাসের শেষ পদ। ২ সমাসযোগ্য পদ।

উত্তরপশ্চিম (পুং) উত্তর ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্তী
স্থান। নৈঋত কোণ।

উত্তরপাড়া, ঝাংলা প্রদেশের অন্তর্গত হুগলী জেলায় একটি
নগর। বাংলির উত্তরে হুগলীনদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত।
(১৮৮১ সালের গণনানুসারে) লোকসংখ্যা ৫৩০৭, তন্মধ্যে
হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, কেবল ১৪২ জন মুসলমান। এখানে
গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

উত্তরপাড়ার পুস্তকাগার প্রসিদ্ধ, উহা বৃত্ত অরক্ক
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরপাদ (পুং) চতুর্পাদ ব্যবহারান্তর্গত দ্বিতীরপাদ।

“পূর্বপক্ষঃ সূতঃ পাদৌ দ্বিতীরশ্চোত্তরঃ সূতঃ।” বৃহস্পতি।

উত্তরপূর্ব (পুং) দিশানকোণ।

উত্তরফল্গুনী } (ক্ৰী) উত্তরা ফল্গুতি-কল (ফল্গুতি-ক
উত্তরফল্গুনী } চ। উৎ।) ইতি উনন্ ওক্ চ গোরাদি।

ভীষ ফল্গুনশব্দার্থে অণ্ ভীষ্—ফল্গুনী।) দ্বাদশনক্ষত্র।
(B Leonis) ইহার রূপ দক্ষিণোত্তর মিলিত পর্য্যঙ্কাকৃতি
তারকাঘর। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অর্য্যমা। এই নক্ষত্রে জন্ম-
গ্রহণ করিলে মানুষ দাতা, দয়ালু, জ্ঞানী, কীর্ষিমান, ভ্রমতি,
শ্রেষ্ঠ, ধীর ও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাব হয়। ইহার প্রথম পাদ
সিংহরাশি, উত্তরপাদজ্বর কন্যারাশি।

উত্তরভাদ্রপদ (পুং) বড়-বিংশনক্ষত্র। জ্যৈষ্ঠ টাপু।
পর্য্যায়—প্রোষ্ঠপদা, অহিত্রগ্রদেবতা। (a Andromedae.)
পর্য্যাক্ষরূপ অষ্টতারাস্বক। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে
ধনী, জ্ঞানী, কার্য্যকুশল, রাজমান্য, বলবান, মহাতেজস্বী,
সৎকর্ম্মকারী ও বহুভুক্ত হয়।

উত্তরমানস (ক্ৰী) মানসের উত্তরস্থ ভীর্ষবিশেষ।

“কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথাচোত্তরমানসম্।

অভ্যেত্যা যোজনশতাভুগৃহা বিপ্রমুচ্যতে।”

ভারত অম্র. ২৫ অঃ।

উত্তরবীমাংসা (ক্ৰী) উত্তরভ বেদান্তভাগত উপনিষদ

রূপস্য বীমাংসা। পঞ্চাঙ্গন্যারোপেত ব্যাক্যলব্ধবাক্যক বিচার-
বিবরণ গ্রন্থ। অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। [বীমাংসা দেখ।]

উত্তররাঢ়ী ১ বঙ্গদেশীয় কান্ধদিগের মধ্যে শ্রেণী বিশেষ।
ইহার রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস করিত বলিয়া উত্তররাঢ়ী
নাম হইয়াছে। ২ চব্বিশ পরগণায় কান্ধদিগের একটি
শ্রেণী। ৩ চালাখোণা ও নাগিভদিগের একটি শ্রেণী।
৪ বঙ্গদেশীয় হেলেন-কৈবর্ত ও মুচীদিগের মধ্যে একটি
শ্রেণী।

উত্তরবস্তি (পুং) স্তম্ভতোক্ত মূত্রাশয়ে মেহপ্ররোগ করিবার
বস্ত্রবিশেষ। স্তম্ভত বলেন “এই বস্ত্র হোপীর অঙ্গুলির
চতুর্দশাঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ, অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের মতের
ভার এবং ইহাতে সরিষার মত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিবে। উত্তর
বস্তিতে মেহের পরিমাণ এক কুঁচ। রোগী ২৫ বৎসরের
কম হইলে বিবেচনাসম্মত মেহমাত্রা প্ররোগ করিবে।
জীলোকের অপত্যপথের চারি অঙ্গুলি অন্তরে মূত্রনালী,
তাহার ছিদ্র পরিমাণ মুগাতুল্য ও দশাঙ্গুলি দীর্ঘ। উত্তর
বস্তি প্ররোগ করিতে হইলে অপত্যপথের ৪ আঙ্গুল ও
মূত্রনালী মধ্যে ২ অঙ্গুল, অল্প বয়স্ক কভা হইলে ১ আঙ্গুল
নল প্ররোগ করিবে। একপুঙ্খলে ওঁরস্ত বা শূকরের বস্তিই
ব্যবহার্য্য, অভাবে পক্ষিদের গলদেশের চর্ম্ম, তদভাবে
হরিণের পায়ের চর্ম্ম বা অস্ত্র কোন প্রকার কোমল চর্ম্ম
ব্যবহার করিবে। রোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ ও শ্বেদ প্ররোগ
করিয়া সূত হৃৎসহ যথাশক্তি বধাও পান করাইবে। পরে
আত্ম পরিমিত স্থানে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া (উপবিষ্ট ভাবে) এবং
বস্তি ও মূর্দ্ধিদেশ উচ্চ তৈলে অভিষেক করিয়া মেট্রনলে দৃঢ়
ও ঝুঁক করিবে। তৎপরে মেট্র মধ্যে অগ্রে শলাকা দ্বারা
অবেষণ করিয়া সূতাক্ত শলাকা ৬ অঙ্গুলি পরিমাণে অল্প
অল্প প্রবিষ্ট করিবে। বস্তি প্ররোগ করিয়া পুনরায় নল
অল্প অল্প নির্গত করিবে। মেহ বাহির হইলে অপরাক্ষে হৃৎ,
সূত, বা মাংসরস পরিমিত মাজার ভোজন করাইবে। এই
নিয়মে তিন কি চারি বস্তি প্ররোগ করিবে। দূষিত শুক্র বা
শোণিত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, বোনিদোষ, শুক্রদোষ, শর্করা-
শ্রমী, বতিশূল, বজ্রপশূল ও বেটশূল এই সমস্ত এবং মেহরোগ
ভিন্ন অস্ত্রাভ-উৎকট বস্তিভাজ রোগ উত্তরবস্তি দ্বারা
আরোগ্য হয়।

উত্তরবস্ত্র (ক্ৰী) উত্তরীয়। চাদর।

উত্তরবাদী [ন] (জি) উত্তর-বদ-পিনি। প্রতিবাদী, আসামী।

“নাস্তিবৃত্ততঃ সংস্থ তবস্তি পূর্ববাদিনঃ।

পূর্বপক্ষেহধরীভূতে তবস্ত্যত্তরবাদিনঃ।” বাজবল্য ২।১৭।

উত্তরাধিকার (পুং) বনবৈদীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-মধ্যে শাখা-ভেদ। [বারেন্দ্র দেখ।]

উত্তরবেদি (স্ত্রী) > বেদোক্ত বেদিতেন। ("বে বেদী বা-বদী ভবতঃ। স উত্তরভাসেব বেদৌ উত্তরবেদিম্ উপকিরতি ন দক্ষিণতাম্।" শতপথ ব্রা ২।৫।২।৬।) > কুরুক্ষেত্র সমস্তপঞ্চক তীরের অপর নাম। ভারতে বন ৮৩ অঃ।

"তরঙ্গকারত্বকরোঁর্ধনস্তরং রাগহ্রদানাঞ্চ মচক্ৰুচ্চ চ।

এতৎ কুরুক্ষেত্রসমস্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিক্রিয়াতে ॥"

তরঙ্গক, অরঙ্গক, রাগহ্রদ ও মচক্ৰুচ্চ এই কএক স্থানের মধ্যবর্ত্তি স্থান কুরুক্ষেত্রসমস্তপঞ্চক, উহাই পিতামহের উত্তর-বেদি বলিয়া বিখ্যাত।

উত্তরসক্ধ (স্ত্রী) একদেশিতঃ। সক্ধির উত্তর ভাগ।

উত্তরসাকী [ন] (ত্রি) সাক্ষিতেদ।

"সাক্ষিগামপি যঃ সাক্ষ্যং স্বপক্ষং পরিভাষতাম্।

শ্রবণাচ্ছাবণাষাপি স সাক্ষ্যন্তরসংজ্ঞকঃ ॥" নারদ।

উত্তরহকু (পুং) চোয়ালের উপরিভাগ। (অথর্ক ৯।৭।২।)

উত্তরা (স্ত্রী) > উত্তর দিক্। বিরাটরাজকন্যা, অভিন্নমুখর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম।

উত্তরাধর (ত্রি) উচ্চ নীচ। ("উত্তরাধরা ইব ভবন্তো-যন্তি।" শতপথ ব্রা ৫।৩।৪।২।১।)

উত্তরাধিকারী [ন] (ত্রি) পূর্বস্বামীর অভাবে তাঁহার ধনাদির অধিকারী পুত্র প্রভৃতি। এ দেশে স্মৃতির মতে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমে তাহার পুত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র পুত্রের ন্যায় সমান অধিকারী হয়। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নী, তাহার অভাবে স্বামী-কুল, তদভাবে পিতৃকুল প্রাপ্ত হইবে। এই ধনে স্ত্রী জীবিত-সময় ভোগ করিবে, নিজ জীবনের মত দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তাহার অভাবে তাহার কুমারী, তদভাবে বাগ্নদত্তা, তদভাবে বিবাহিতা (পুত্রবতী) বা বাহান পুত্র হইবে এমন সম্ভাবনা আছে। (কন্যা, পুত্র-হীনা ও বিধবা ইহারা অধিকারিণী হয় না।) বিবাহিতা হইত। অভাবে দৌহিত্র। তদভাবে পিতা। তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, প্রথমে সোদর, সোদর-না থাকিলে বৈমাত্রেয়। সোদরের মৃত্যু হইলে ভৎপুত্র, তাহার পুত্র না হইলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র। সোদরের মাতৃবিধরে প্রথমে আপন সোদর, তদভাবে বৈমাত্রেয়। এইরূপে বিমাত্রেয় বিধরে প্রথমে বিমাতৃপুত্র, তদভাবে তাহার অনংসৃষ্ট পুত্র। ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র। ভ্রাতৃপুত্র-ভাবে ভ্রাতৃপৌত্র। তদভাবে পিতৃদৌহিত্র অর্থাৎ নিজ

তপিনীপুত্র বা বৈমাত্রেয় তপিনীপুত্র, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদরভ্রাতা, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তদভাবে পিতার সহোদর পুত্র, তদভাবে পিতার সহোদর পৌত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় পুত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় পৌত্র ইত্যাদি ক্রমে অধিকারী হইবে। পিতার কুলে কেহ না থাকিলে পিতামহদৌহিত্র, তদভারে প্রপিতামহদৌহিত্র, তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহী। তাহার অভাবে পিতামহের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অধিকারী। এই ভাবে পিতৃদগণের অভাবে মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র ক্রমাগত অধিকারী। তদভাবে অশ্বতন সগোত্রীয়, আহারদাতা প্রভৃতি ক্রমাগত অধিকারী। তদভাবে উর্দ্ধতন সগোত্রীয় ধনী, বস্ত্রঅন্নকৃৎ, বৃদ্ধপ্রপিতা-মহাদি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অধিকারী। তদভাবে চতুর্দশ পুরুষের জাতিসম্পর্কীয় অধিকারী। ধনির আপনার উত্তরকুলে কেহ না থাকিলে তাহার গুরু, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সতীর্থ, তদভাবে এক গ্রামভুক্ত গ্রামবাসী। এরূপ কেহ না থাকিলে রাজা উত্তরাধিকারী হইরা থাকেন।

উত্তরাপথ (পুং) উত্তরা উত্তরভাগ পথঃ অহ। ভারত-বর্ষের উত্তরস্থিত দেশ।

"উত্তরাপথদেশস্য রক্তিতারো মহীক্ষিতা।"

হরিবংশ ১১।১৪।

উত্তরাভাস (পুং) দুই উত্তর, অসহুত্তর।

উত্তরায়ণ (স্ত্রী) উত্তরা উত্তরস্যাঃ অরনং সূর্য্যাদেঃ (পূর্বপদাৎ সংজ্ঞারামণঃ। পা ৮।৪।৩।) ইতি শব্দম্। সূর্য্যের উত্তরদিগ্-গমনকাল, মকরসংক্রান্তি হইতে ছয় মাস। "ভানোর্মকরসংক্রান্তেঃ বসন্তা উত্তরায়ণম্।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত। "শিশিরচ্চ বসন্তোহপি গ্রীষ্মঃ স্যাচ্ছরায়ণে।"

হারীত ১৪ অঃ।

উত্তরায়ণে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু হইরা থাকে।

উত্তরায়ণান্তবৃত্ত, সূর্য্যের উত্তরে গতির সীমানির্ধারণ রেখা, বিষুবরেখার ২৩½ অংশ উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হইরা থাকে (Tropic of Cancer.)।

উত্তরার্দ্ধ (স্ত্রী) উৎকৃষ্টমর্দ্ধম্। > দেহের পূর্ভার্দ্ধ। > শেখার্দ্ধ। "মধ্যে নৈবোত্তরার্দ্ধেনোন্মাদমবেকতে।" শতপথব্রা ১।২১।১০।

উত্তরাংশ (স্ত্রী) উত্তর দিক্।

উত্তরাংশ [ন] (পুং) পার্শ্বতীর দেশ বিশেষ। (রাজ-তরঙ্গিণী ৫।১৫৭।)

উত্তরাধাতা (স্ত্রী) উত্তরা-আধাতা। একবিংশ সপ্তম

ইহার মূল পূর্ণের ভাৱ, ৩ ভবদায়ক, ইহার অবিসেবতা
বিধ। কাহারও মতে মলমলনং ৮৮৮ তারকাবৃত্ত। এই
নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দাতা, দানবান, বিজয়ী, বিদিত,
সৎকর্মী, ধনশালী ও জীবন্ত পাইরা অত্যন্ত সুখী হয়।

উত্তরাসন (পুং) উর্ধ্বে আসন্যতে উত্তর-আ-সন-বঞ।
উত্তরীক (হেম ৩। ৩৩২), উড়ানী, চানর।

উত্তরাহ (পুং) উত্তর-অহঃ-টহ। পরদিন।

উত্তরিকা (স্ত্রী) নদীবিবেক। তরুত রাজপুত্র হইতে
আমোহ্য। আসিবার কালে সর্কতীর্থ নামক গ্রামে এই নদী
পার হইয়া আসেন। 'উত্তরগা' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত
হয়। (সাময়িক, অধিব্যা ৭১। ১৪।)

উত্তরীর (স্ত্রী) উত্তরম্ভি দেহভাগে (গহাদিত্যম্।
পা. ৪। ২। ১৩৮।) ইতি হয়। উত্তরীর বহু, উড়ানী, দোহট।

উত্তরোদ্যুঃ [ন] (অবা) পর দিশে, কল্য, আগামী দিবসে।

উত্তরোত্তর (কি কি) উত্তরম্ভাভূতঃ। ক্রমে ক্রমে, পর পর।

উত্তরো(রো)র্ধ (পুং) উপরের ওর্ধ।

উত্তর্জুন (স্ত্রী) উত্তরজুনন, প্রাদি-স। উত্তেঃবদে তৎ-গনা।

উত্তলিত (জি) উৎ-তল-ক্ত। উৎকীর্ণ।

উত্তান (জি) উল্লান্তানো বিস্তারো বন্ধাৎ। ১ উর্দ্ধমুখে
শায়িত, চিং। ২ অগভীর।

(উত্তানমগভীরে ভাদুর্দ্ধাভ শয়িতে জিহু। মেদিনী।)

৩ উর্দ্ধতল।

উত্তানক (পুং) উৎ-তল-বুল। উচ্চটাবুক।

উত্তানপত্রক (পুং) বক্ত এয়ও বৃক্ষ, লাল তেরাঙ।

উত্তানপদ্ (স্ত্রী) ১ বৃক্ষ। ২ শক্তি। (অক্সংহিতামতে, উত্তান-
পদ্ হইতে দিক ও পৃথিবী জন্মে। অক্স ১০। ৭২। ৩-৪)

উত্তানপাদ (পুং) দ্বারদ্বয় মনুজ, ক্রবের পিতা। এই
রাজার দুই পত্নী, সুনীতি ও অরুচি। সুনীতির গর্ভে এব,
কীর্তিমান, আয়ুমান ও বহু, অরুচির গর্ভে উত্তম জন্মে।
(হরিশংখ, শিফুপুঃ, ভাগবত)

উত্তানপাদক (পুং) উত্তান-পাদ-কন-ক্ত। ক্রবঃ-ক্রেব দেখ।

উত্তানশয় (জি) উত্তানঃ উর্দ্ধমুখঃ শেতে শি-জত্। অতি-
শিত (হেম ৩। ২) (জি) যে চিং হইয়া শয়ন করে।

উত্তানশীর্ষ [ন] (জি) উত্তানশির্ষ। (অথর্ক ২। ২১। ১৩)

উত্তাপ (পুং) উৎ-তপ-বঞ। ১ উকতা। ২ তাপ, উগ্র।

উত্তার (পুং) উৎ-ভূ-নিহ-বঞ। ১ মহান, উর্ধ্ব, উত্তম।
২ বহন। ৩ উন্নত। ৪ পারের পর্বত। ৫ (জি) সমস্ত
উচ্চ শব্দাদি।

উত্তারক (জি) উৎ-ভূ-নিহ-বুল। যে পারের পর্বত।

উত্তারক (স্ত্রী) উৎ-ভূ-নিহ-বুল। পদোন্নয়ন, উন্নয়ন।
কর্ত্তরি লু। বিহু। (জি) উপরে ক্রমকারী।

উত্তারী [ন] (জি) উৎ-ভূ-শিনি। চপল।

উত্তাল (জি) উৎ-চুরাং তল-বঞ। ১ বিকল্প।
(বিকল্পোত্তালরো। হেমঃ অশে ৩। ৩২৮।) ২ উৎকট।
৩ প্রেত, মহান। ৪ প্রবল। ৫ উত্তাল উৎকটে প্রেত
বিকল্পে প্রবলমে। মেদিনী।)

উত্তীর্ণকোম (পুং) বক্তবিবেক, উপবেশন না করিয়া এই
বক্ত করিতে হয়।

উত্তীর্ণমান (জি) উৎ-ভূ-শানচ্। ১ উৎখানশীল। ২ বৃদ্ধি-
শীল, বর্দ্ধমান।

উত্তীর্ণ (জি) উৎ-ভূ-কর্ত্তরি কণ। ১ পারগত। ২ জল
হইতে উত্তীর্ণ। ৩ নির্গত। ৪ অতিক্রান্ত। ৫ উপস্থিত।
৬ কৃতকার্য। ৭ দৃঢ়, নিরুতিগ্রাণ।

উত্তম (জি) উৎ-অতিশয়েন তুযঃ। উচ্চ, উন্নত, অত্যুচ্চ।

উত্তর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুণা জেলার একটি নগর।
১৯°১৭' উঃ অক্ষা° এবং ৭৪°৩'৩০" পূঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে
অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৮০।

এই স্থানের দিকটে দুইটি দেবমন্দির আছে, একটি
তুকারাম সাধুর ওরু কেদারচৈতন্যের উদ্দেশে, অপরটি
মহাদেবের। প্রতি বর্ষে তাত্রমাগে এই মহাদেবের উৎসব
হইয়া থাকে, তৎকালে বিস্তর লোক উপস্থিত হয়।
মহাষ্টোদের শাসনকালে এই স্থানের চারিদিক জীল জাতির
উৎপাতে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

উত্তম (পুং) উল্লতঃ কুবোহবাৎ। লাল, খই।

উত্তেজনা (স্ত্রী) উৎ-ভিজ-পিচ্-বুল। ১ শাশাণি ধারা
ভীক্করণ। ২ উৎকম, প্রেরণ। ৩ প্রবর্তন। ৪ ধমকান।
৫ উদীপন। ৬ উৎসাহদান। ৭ সজীবকরণ। ৮ উৎপীড়ন।

উত্তেজিত (জি) উৎ-ভিজ-পিচ্-ক্ত। ১ উদীপিত।
২ প্রেরিত। ৩ শানিত। ৪ উত্তাক্ত। ৫ বিরক্ত। ৬ প্রবর্তিত।
(স্ত্রী) অধগতিবিশেষ।

উত্তেরিত (স্ত্রী) উৎ-ভূ-ভাবে ইতচ্। ১ অধগতিভেদ।
(পুং) ২ অধ।

উত্তোরণ (জি) উন্নতঃ কোরণম্ভ। উচ্চগুরুত্বক
মধ্যগতি।

উত্তোলন (স্ত্রী) উৎ-ভূ-ভাবে বুলি। উৎখান, উর্ধ্বে তোলনা।

উত্তোলিত (জি) উৎ-ভূ-ভাবে বুল-ক্ত। ১ উৎখিত, উত্তোলন।

উত্তর্যক (জি) উৎ-ভূ-বুল-ক্ত। ১ পরিভ্রমণ। ২ বিকল্প।
৩ উর্ধ্বোন্নিবেশ।

উৎপাদ (পুং) উৎ-প্রসূ-ক্। অতিভর।

উৎপ (ত্রি) উৎ-প্রসূ-ক্। ১ উৎপিত। ২ উৎপন্ন। ৩ উৎপত্ত।
৪ উৎপন্ন।

উৎপান (ক্ৰী) উৎ-প্রসূ-ক্। ১ উৎপন্ন। ২ উৎপাদ।
৩ উৎপন্ন। ৪ উৎপন্ন। ৫ উৎপন্ন। ৬ উৎপন্ন। ৭ উৎপন্ন।
৮ উৎপন্ন। ৯ উৎপন্ন। (উৎপানদ্বারা তত্ত্ব পৌরুষে পুত্রকে
রপে। মেদিনী।)

উৎপাদনকালী (ক্ৰী) চান্দ কার্তিক মাসের শুরু একাদশী।
[একাদশী দেখ।]

উৎপাদন (ক্ৰী) উৎ-প্রসূ-ক্। ১ উৎপাদন। ২ প্রেরণ।
৩ প্রবোধন। ৪ উৎপাদিত করণ। ৫ কোষণ।

উৎপাদিত (ত্রি) উৎ-প্রসূ-ক্। ১ উৎপাদিত। ২ প্রেরিত।
৩ প্রবোধিত। ৪ কোষিত। ৫ বাহ্য উৎপাদন করা হইয়াছে।

উৎপিত (ত্রি) উৎ-প্রসূ-ক্। ১ উৎপন্ন। ২ উৎপত্ত।
৩ উৎপন্ন। ৪ উৎপন্ন, বহিত।

উৎপিতাঙ্গুলি (পুং) ১ বিহুতাঙ্গুলি। ২ করতল।
৩ চপেট, চাপড়।

উৎপট (পুং) উৎ-পট-অচ্। বৃক্ষাদির স্বক ভেদ করিয়া
উৎপত্ত নির্ধার।

(“যচ এবাভ্য রুধিরং প্রভৃতি যচ উৎপটঃ।” শতপথ ব্রা

১৪। ৬। ১। ৩। ‘উৎপটঃ বৃক্ষনির্ধারঃ’ ভাষ্য।)

উৎপত্ত (পুং) উৎ পত্ততি উৎপে গচ্ছতি উৎ-পত-অচ্। পক্ষী।

উৎপত্তন (ক্ৰী) উৎ-পত-ক্। ১ উৎপে গমন। ২ উৎপত্তি।
৩ উৎপন্ন। ৪ উৎপন্ন। ৫ উৎপন্ন। (উৎপত্তনদ্বারা পত্তন
তথোক্তিগমনেপি চ। মেদিনী।)

উৎপত্তনিপত্তা (ক্ৰী) উৎপত্ত নিপত্ত ইচ্ছাতে বত্যাং
ক্রিয়ায়। (ঋতুবাংসকাদিরন্ত। পা ২। ১। ৭২।)

ইতি নহু, সমা। উৎপত্তনাদি নিদেশার্থ ক্রিয়া।

উৎপত্তাক (ত্রি) উৎপত্তা পত্তাকা বসিন্। উৎপত্তা
পত্তাকাবুক্ত পুরাদি।

“উৎপত্তাকধ্বজচ্ছাতিযুগ্যাপিতানন্।”

রাজতরঙ্গিনী ৫। ৪৭।

উৎপত্তিত (ত্রি) উৎ-পত-ক্। ১ উৎপিত। ২ উৎপত্ত।

উৎপত্তিকু (ত্রি) উৎ-পত-ইচ্ছ। উৎপত্তনশীল।

উৎপত্তি (ক্ৰী) উৎ-পত-ক্। ১ উৎপন্ন, অন্ন। ২ আবির্ভাব।
৩ উৎপন্ন। (উৎপত্তিকর্মজহী। হেম ৬। ৭।)

উৎপত্তিকর্ম (পুং) অগ্নতের উৎপত্তি পরিপাট্য। যেমন
উপনিষদের মতে, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে
বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী,

পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রক্তঃ,
রক্তঃ হইতে পুংস্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎপত্তিব্যুৎক্রম (পুং) বিপরীত ভাবে উৎপত্তি।

উৎপত্ত (পুং) শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ব্যাঘ্র অতিক্রম।

(“প্রমদা স্বপ্নং নৈকং কামকোষকলাহগম্।” মনু ২। ২১৪।)
২ অসংগত, কুপথ।

উৎপত্তপ্রতিপন্ন } (ত্রি) যে কুপথ অবলম্বন করিয়াছে,
উৎপত্তপ্রবৃত্ত } অসং, মল।

উৎপদ্যমান (ত্রি) উৎ-পদ-বৎ-শানচ্। জায়মান, বাহ্য
উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎপন্ন (ত্রি) উৎ-পদ-ক্। ১ জাত, উদ্ভূত। ২ উৎপিত।

উৎপন্ন (ক্ৰী) উৎ-পদ-অচ্। জলজাত লতাবিশেষ,
জলপুষ্প। সংস্কৃত পর্যায়—পদ্ম, নল, নলিন, অস্তোজ,
অবুজ, অবুজ, ক্রী, অবুজ, অবুজ, কুল, অস্তোজ,
সারল, পদ্ম, সরসীকুল, কুটিল, পাণ্ডুকুল, পুষ্কর, বার্জ,
তাম্রস, কুশেশ্বর, কুল, কুল, অরবিন্দ, শতপত্র, শতদল,
বিসকুম্ব, সহস্রপত্র, মহোৎপন্ন, বারিকুল, সরসিজ, নলিনজ,
পদ্মকুল, রাকীব, কমল।

হিন্দীতে কুল, বোম্বাইয়ে কুল, তামিলে অবল,
ও তিব্বতে উৎপন্ন বলে। (Nelumbium speciosum)

ইহার ফুল বহুকাল হইতে হিন্দুদিগের অতি পবিত্র পুষ্প
বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। বেদসংহিতাতেও “কমলার
বাহ্য” এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। [তৈত্তিরীয়সংহিতা
৭। ৩। ১৮। ১ দেখ।]

মহাভারতের মতে ভগবানের নানি হইতে পদ্ম উৎপিত
হয়, ইহা হইতে আবার ব্রহ্মা বাহির হন।

“প্রখ্যামসদকালন্ত প্রজাহেতোঃ সমাতমঃ।

ধ্যানমাজে তু ভগবদ্রাত্যাং পদ্মঃ সমুখিতঃ।

ততশ্চতুর্ধ্বং ব্রহ্মা নানি পদ্মাবিনিঃসৃতঃ।

মহাভারত বন ২৭১। ৪১-৪২।

পদ্ম লক্ষী ও সরস্বতীর প্রিয়।

পাশ্চাত্যগণের বহো বিজ্ঞেয় ‘Knamos Aegyptios’
(ইজিপ্টের সিম) এবং ‘নীলকর’ নামে আরব্য ও পারস্য-
বাসীগণ উল্লেখ করিয়াছে। এই লতা আমেরিকা, কাম্পীয়া
সাগরের তটস্থ প্রদেশ, ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন ও মিসর
দেশে জন্মে। তন্মধ্যে যেত ও রক্তপদ্ম ভারতবর্ষের অনেক
স্থানে, পারস্যে, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে জন্মে। নীলপদ্ম
কেবল কাম্পীয়ার উত্তরাংশে, তিব্বতের অন্তর্গত গঙ্গাধানে
এবং চীনের কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়।

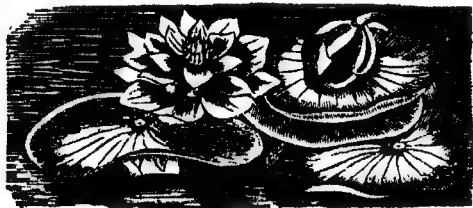
পৃথিবীর মধ্যে চীনদেশেই অধিক পদ্ম দেখা যায়।
চীনেরা ইহার মূল খাইতে ভাল বাসে।

উৎপল তিন প্রকার খেত, রক্ত ও নীল।

খেতপদ্মের নাম—শতপত্র, মহাপত্র, পুণ্ডরীক, শিতাশূল, নল, সরোজ, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল। বৈদ্যক শাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—শীতল, মধুর, কফ ও পিত্তনাশক।

রক্তপদ্মের নাম—কোকনদ, রক্তোৎপল, হস্তক, রক্ত-সন্ধিক, রক্তসরোজক, রক্তাভ, অরুণকমল, শোণপদ্ম, অরবিন্দ, রবিপ্রিয়, রক্তবারিহ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, মধুর, শীতল, স্তম্ভপর্ণ, বৃষা। পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক। খেত অপেক্ষা রক্তের গুণ কম।

নীলপদ্মের নাম ইন্দীবর, নীলোৎপল, যুগ্মপল, কুবলয়,



নীলাজ, নীলযুগ্মপল, ভদ্র। রক্তোৎপল অপেক্ষা ইহা অল্পগুণযুক্ত।

পদ্মের বীজকোষের নাম কর্কিকর, মধুর নাম মকরন্দ, পদ্মের পাপড়িকে কিল্কর এবং নালকে মৃগাল কহে।

হাকিমীর মতে ইহার গুণ—তিক্ত ও শৈত্যকারক।

পারস্ত দেশ হইতে নানা স্থানে পদ্মবীজ রপ্তানি হইয়া থাকে। পদ্মফুল ভারতবর্ষের নানাস্থানের দেবমন্দিরে ও ভূটানে পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে ইজিপ্টীয়গণও পদ্মকে পবিত্র পুষ্প ভাবিয়া পূজার ব্যবহার করিত।

২ কুমুদাদি। ৩ কুষ্ঠৌবধি। ৪ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ। [ভট্টোৎপল দেখ।] ৫ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নরক। (বিখ্যাবদান ৬৭।২০।)

উৎপলগন্ধি (ক্লীং) গোশীর্ষ, চন্দনবিশেষ।

উৎপলপত্র (ক্লী) ১ তিলকভেদ। ২ জ্বীলোকের স্তনে নথকত। ৩ কুবলয়দল।

উৎপলপত্রক (ক্লী) স্তম্ভোক্ত চিকিৎসাজ্ঞবিশেষ। পূর্ব-



কালে এই অস্ত্র ছেদ বা ভেদ করিবার সময়ে ব্যবহৃত হইত। (স্তম্ভত হুজ্জ-৮ অঃ)।

উৎপলপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটি প্রাচীননগর। উৎপল কর্কক স্থাপিত হয়। (রাজতরঙ্গিনী ৪।৬১৪)

উৎপলভেদ্যক (পুং) স্তম্ভোক্ত কর্ণবদ্ধাকৃতি ভেদ।

“বৃত্তারতসমোত্তরপালিকংপলভেদ্যকঃ।”

উৎপলশারিবা (ক্লী) ভাসালতা।

উৎপলষট্‌ক (ক্লী) অনাতিসার রোগের ঔষধবিশেষ।

উৎপলাক্ষ (পুং) কাশ্মীরের একজন প্রাচীন রাজা।
সিঙ্কের পুত্র। ইনি ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্যপ্রাপ্তি
কাল ২১৭৮ কল্যাক। (রাজতরঙ্গিনী ১।২৮৬)

উৎপলানি, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। রক্তপদ্মের মূল, লাল কার্পাসমূল, করবীমূল, গন্ধমাজা, জীরক, রক্তচন্দন এই সমুদয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে। ইহা চেলুনীর জল দিয়া খাইতে হয়। সেবনে রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটিশূল, প্রদর ও কৃকিশূল সম্বন্ধ নিবারণ হয়।

উৎপলানীড় (পুং) কাশ্মীররাজবিশেষ। অজিতানীড়ের পুত্র। ৩১ বৎসর রাজত্বের পর ইনি রাজ্যচ্যুত হন। তৎপরে অবজ্রিবর্ম্মা রাজা হইলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৪।৭০৮-৭১৫)

উৎপলাবন (ক্লী) পাঞ্চালস্থ একটি অতি প্রাচীন তীর্থ।
(ভারত অধুর্শাসন ২৫।৩৩)

“পাঞ্চালেষু চ কোরব্য কথয়ন্ত্যুৎপলাবনম্।” বনপর্ব্ব ৮৭।১৪।

এখানে নারদরূপী লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

“বসিষ্ঠশ্চ বিদাভূম্যাং নারদশোৎপলাবনে।”

প্রভাসপত্র ৮-অঃ।

উৎপলিনী (ক্লী) জলজ পুষ্পবিশেষ। হিন্দিতে ছোট কোকি বলে। সংস্কৃত পর্যায়—কৈরবগী, কুম্বতী, কুম্ব-দিনী, চল্লোঠা, কুবলয়িনী, ইন্দীবরিনী, নীলোৎপলিনী। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল ও তিক্ত। তৃষ্ণা, শ্রম, বমি, কাশ, ক্ষয়, বম্বা, কফ, বাত, পিত্ত, আমরক্ত, রক্তাতিসার, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগনাশক। বীজের গুণ—স্নায়ু, রক্ত, শীতল, গুরু। ২ হৃদ্যোবৃতিভেদ। ৩ নদীবিশেষ। ৪ কোবগ্রহবিশেষ।

উৎপলেশ্বর (পুং) মহানদীর নামান্তর। [মহানদী দেখ।]

উৎপবন (ক্লী) প্রাবন। [প্রাবনযুৎপবনমহাঃ।] সঙ্কটসম্বোধো
মেধাতিথি ৫।১০:৫। ২ বজীর পাতাদি সংস্কারভেদ।
(আব-গৃহ-২ ১।৩।২।৩) ৩ কুম্বাদি দ্বারা জলোৎক্ষেপণ।

উৎপশ্য (জি) উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধদৃষ্টি। (উৎপশ্য উর্দ্ধমুখঃ।
হেম ৩।১২১।)

উৎপাট (পুং) উৎপাট-বক্। উৎপাত।

উৎপাটক (পুং) রোগবিশেষ। কাণের পাটীর এই রোগ

হর, ইহাতে কা চড়্‌চড়্‌ করিতে থাকে। (সুশ্রুত
সূত্র ১৬।)

উৎপাটন (ক্ৰী) উৎ-পট-গিচ্-লুট্‌ ভাবে। ১ উন্মূলন,
উপড়ান। ২ সুশ্রুতোগ্রনবেদনা ভেদ।

উৎপাটিকা (ক্ৰী) উৎ-পট-গিচ্-লুট্‌-টাপ্‌ অতইৎ। বৃকের
তক ছাল। (ত্রি) উৎপাটনকর্ত্রী।

উৎপাতিত (ত্রি) উৎ-পট-গিচ্-জ্ঞ। উন্মূলিত।

উৎপাত (পুং) উৎ-পত-ভাবে ঘঞ্। উর্দ্ধপতন। উৎ-
পত-ণ। ২ প্রাণিদিগের অন্তঃস্থতক অকস্মাৎ দৈবঘটনা।
তাহা দিব্য, আন্তরীক্য ও ভৌমভেদে তিন প্রকার। চন্দ্ৰ-
সূর্য্যগ্রাস-আদি দিব্য, উকাপাতাদি আন্তরীক্য, ও ভূমি-
কম্পাদি ভৌম।

উৎপাতক (পুং) উৎ-পত-গিচ্-লুট্‌। উর্দ্ধপতনশীল জন্তু
বিশেষ। যুগ (‘‘নংশোৎপাতকভল্পকমক্ষিকামশকাবৃতম্।’’
ভারত সূত্র ২ অঃ) উৎ-পত-লুট্‌, (ত্রি) উর্দ্ধপতনশীল।

উৎপাতকেতু (পুং) অমঙ্গল চিহ্ন; উকাপাত, ভূমিকম্প।
উপজবপাতনিমিত্তক উদিত ধুমকেতু প্রভৃতি।

উৎপাদ (পুং) উৎ-পদ-ভাবে ঘঞ্। উৎপত্তি।

উৎপাদক (পুং) উর্দ্ধস্থিতঃ পাদা অস্ত্র উৎ-পদ-গিচ্-লুট্‌।
পত্তবিশেষ। অষ্টপাদ, শরভ, গজারাস্তি।

(শরভঃ কুঞ্জরারাস্তিরূপাদকোহষ্টপা অপি। হেম ৪। ৩৫২।)

(ত্রি) উৎপাদিকারক, জনক। (ময়ূ ২। ১৪৬।)

উৎপাদন (ক্ৰী) উৎ-পদ-গিচ্-লুট্‌। জন্মান, উৎপত্তিকরণ।

উৎপাদপূর্ব্ব (ক্ৰী) জৈনশাস্ত্রোক্ত ১৪ পূর্ব্বের প্রথম।
(হেম ২। ১৬১।)

উৎপাদশয়ন (পুং ক্ৰী) উৎপাদ-শী-লুট্‌। টিটিভপক্ষী,
টিটির পাখী। (টিটিভস্ত কটুকণ উৎপাদশয়নশ্চ সঃ।
হেম ৪। ৩২৬।)

উৎপাদিকা (ক্ৰী) উৎ-পদ-গিচ্-লুট্‌-টাপ্‌ অতইৎ।
১ দেহিকানামক কৌট। ২ হিলমোটিকা, হিঞ্চাশাক।
৩ পুতিকা, পুঁইশাক।

উৎপাদ্য (ত্রি) উৎ-পদ-গিচ্-লুট্‌-ণ্যৎ। জননীয়, উৎপাদনযোগ্য।

উৎপায়ণ (ক্ৰী) উত্তরণ, লাফাইয়া পার হওন।
(অথর্ক ৫। ৩৩। ১২।)

উৎপালী (ক্ৰী) উৎ-পল-ঘঞ্-লুট্‌। আরোগ্য।

উৎপিঞ্জল (ত্রি) ১ অতিশয় ব্যাকুল। (উৎপিঞ্জলসমুৎ-
পিঞ্জপিঞ্জলাভূষাকুলে। হেম ৩। ৩০।) ২ পিঞ্জলবর্ণ।

উৎপিষ্ট (ত্রি) উৎ-পিচ্-জ্ঞ। ১ উন্মথিত। ২ সুশ্রু-
তোক্ত - সন্ধিসুতরূপ অস্থিতকবিশেষ। সন্ধি উৎপিষ্ট

হইলে উত্তর পাশেই শোক ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ
রাজিতে নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত
নিদান ১৫ অঃ।)

উৎপীড় (ত্রি) উৎ-পীড় ভাবে ঘঞ্। ১ উত্তেজ।
২ সংঘর্ষণ। ৩ বাধা। ৪ উন্মথন। (‘‘আকাজ্জক্কা নয়ন-
সলিলোৎপীড়রূঢ়াবকাশাম্।’’ মেঘদূত।)

উৎপীড়ন (ক্ৰী) উৎ-পীড়-লুট্‌। ১ উত্তেজন। ২ ঠাসাঠাসি।
৩ প্রবর্তন। ৪ আধিক্য, ছাপাছাপি। ৫ পীড়াপীড়ি, উপজব,
ক্লেশ দেওয়া।

উৎপুটক (পুং) উৎ-পুট-কন্। কর্ণগালীগতরোগ বিশেষ।
ইহাতে কাণের পাটা পিটু পিটু করে। সুশ্রুত কহেন, এই
রোগ হইলে সৌদাল ছাল, সজিনার ছাল, নাটাকরঞ্জার
ছাল, গোসাপের মেদ অথবা বসা, বস্ত্র শুকরের, গরুর ও
হরিণের পিত্ত এবং ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে,
অথবা তৈল পাক করিয়া দিবে। (সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ)

উৎপ্রভ (ত্রি) প্রভাষিত, উদর্জিতঃ। (পুং) অগ্নি। (উদ-
র্জিৎপ্রভোহয়ৌ চ। হেম অনে ৩। ৭৪৭।)

উৎপ্রাস (পুং) উৎ-প্র-অস-দীপ্তাদৌ ঘঞ্। উপহাস।

উৎপ্রেক্ষণ (ক্ৰী) উৎ-প্র-ঈক্ষ-ভাবে লুট্‌। ১ উদ্ভাবন।
২ সম্ভাবন। ৩ উর্দ্ধদৃষ্টি।

উৎপ্রেক্ষা (ক্ৰী) উৎ-প্র-ঈক্ষ-অ-টাপ্‌। ১ অনবধান।
উপেক্ষা। ২ বিতর্ক। ৩ কাব্যালঙ্কার বিশেষ।

(উৎপ্রেক্ষাহনবধানেহপি কাব্যালঙ্কারণান্তরে। মেদিনী।)

প্রকৃত বস্তুতে অল্পপ্রকার সম্ভাবনা।

‘‘সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্ত সমেন ঘৎ।’’ কাব্যপ্রকাশ।
এই অলঙ্কার দুই প্রকার। বাচ্য ও প্রতীয়মান। ‘‘যেন’’ ‘‘ন্যায়’’
প্রভৃতি বাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে বাচ্য। আর যদি তাহা
না থাকে কিন্তু প্রতীয়মান হয় তাহাকে প্রতীয়মানা কহে।

উৎপ্লবন (ক্ৰী) উৎ-প্লু-লুট্‌। ১ উল্লফন; লাফান। ২ অভি-
মন্ত্রিত কুশাদিযুক্ত বারি দ্বারা জব্যগুচ্ছ।

উৎপ্লবা (ক্ৰী) উৎ-প্লু-অচ্-টাপ্‌। নোকা।

উৎফাল (পুং) উৎ-ফল-ঘঞ্। লক্ষ।

উৎফুল্ল (ত্রি) উৎ-ফল-জ্ঞ, উৎফুল্লংফুল্লরোরূপসংখ্যান-
মিতি নিষ্ঠাতত্ত্ব লঃ। ১ প্রফুল্ল, বিকসিত। ২ ক্ষীত, বর্জিত।
৩ জীলোকের করণবিশেষ। ৪ উদ্ভান।

(উৎফুল্লং করণে জীণামৃতানেষপি বিকল্পরে। মেদিনী।)

উৎরোলা, অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত গোষ্ঠা জেলার
একটি বিভাগ। ২৬°২৩' হইতে ২৭° ২৫' উঃ অক্ষা° মধ্যে
এবং ৮২°৮' হইতে ৮২°৩৮' পূঃ দ্রাঘিমা° মধ্যে অবস্থিত। ভূমি

পরিমাণ ১৪৪৮ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৯৮৭ বর্গমাইলে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৫,৫৬,৭২৯, তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। এই বিভাগ বা তহসীল ৭টি পরগণার বিভক্ত— উত্তরোলা, সাহসানগর, বুড়াপাড়া, বহুপুং, মণিকপুং, বলরামপুর ও তুলসীপুর। বার্ষিক খাজনা ৭,৫৮,২৭০ টাকা।

২ গোড়া জেলার পরগণা বিশেষ। ইহার উত্তরে রাশি নদী, পূর্বে বস্তি জেলা, দক্ষিণে কুবানা নদী ও পশ্চিমে বলরামপুর পরগণা। পরগণার মধ্য দিয়া শুভাবন নদী প্রবাহিত হইতেছে, এই নদী ও কুবানা নদীর মধ্যবর্তী স্থান 'উপরহার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে রবি, ধরীক ও হেমন্ত শস্য বেশ উৎপন্ন হয়। শুভাবন নদীর তীর কঙ্করময়। এখানকার লোকসংখ্যা ৯০,৮৩৬; তন্মধ্যে আহীর, কুম্বী, কোরি প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

এখানে অনেকগুলি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এগুলি মুসলমানদিগের আসিবার পূর্বে হিন্দু-রাজার নির্মাণ করেন। বর্তমান মুসলমানরাজের আধিপত্য আলী খাঁ নামে একজন পাঠান এই স্থান একজন রাজপুত্রের নিকট হইতে জয় করেন। মোগল পাদশাহেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, এখানকার পাঠানরাজ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। অবশেষে আলী খাঁ অক-বরের বশীভূত হইয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। পিতাপুত্রের যুদ্ধ হইল। আলী খাঁ আপন পিতার মৃত্যুক দ্বিধা করিয়া জয়চিহ্নরূপ দিল্লীতে পাঠাইলেন এবং পিতৃমুর্তির স্মরণার্থ একটি স্থলর সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করাইলেন। ২০ বৎসর রাজত্বের পর, তৎপুত্র দাউদ খাঁ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইহার রাজত্বকালে উত্তরোলা বহুপুংয়ের কলন রাজাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে পূর্বরাজবংশীয় সলিম খাঁ নামক এক ব্যক্তি পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দারুণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। সলিম বিবাদ মিটাইবার জন্য রাজ্য ৫ অংশে ভাগ করিলেন। কতে খাঁ, পাহাড় খাঁ, রক্ত খাঁ ও সুবারক খাঁ এই চারি পুত্রকে চারি অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে এক অংশ রাখিলেন। সলিম খাঁর প্রপৌত্র মহাবত (দিলাবর খাঁ) গোণ্ডরাজ দত্তসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বাগসি রাজের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে বাগসিরাজ সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হন। পাহাড় খাঁর বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে উত্তরোলার রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, বর্তমানরাজের নাম মুতাজ আলী খাঁ।

৩ গোণ্ডজেলার একটি নগর। উত্তরোলা পরগণার মধ্যে প্রধান স্থান। ২৭°১৯' উঃ অক্ষা, এবং ৮২°২৭'২৫" পূঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৮২৫। রাজপুত্রেরা এই নগর স্থাপন করেন, তাঁহাদের সময়ে এই স্থানে পরিখা পরিবেষ্টিত স্থল দুর্গ ছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নগরটি আত্র-উপবনে সমাকীর্ণ। এখানে বিদ্যালয়, থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

উৎস (পুং) উনতি জলেন উল্ল (উল্লিঙধিকৃষিত্যচ্। উল্ল ৩।৬৮। উল্ল, শুধ, কুব এই কএকটি ধাতুর উত্তর স এবং তাহা কিং হয়।) ইতি স-কিৎ। ১ খাত। কুপ। (নিঘণ্টু ৩।২৩।) ২ উৎসরণ; (নিরুক্ত ১০।২।) প্রস্রবণ। যে স্থানে মন্দবেগে অল্প জল প্রবাহিত হয়। (উৎসঃ অবঃ প্রস্রবণঃ। হেম ৪।১৬২।)

উৎসঙ্গ (পুং) উৎ-সঙ্গ-ঘঞ্। ১ ক্রোড়, কোল। (অক্ক্রোড় উৎসঙ্গ। হেম ৩।২৬৬।) ২ পর্বতের শিখরদেশ। সাত্ত। (রঘু ৬।৩) ৩ অটালিকার উপরিভাগ, ছাদ। (মেঘদূ ২৯।) ৪ অভ্যন্তর ভাগ। (কুমার ১।১০) ৫ উর্দ্ধতল। ৬ বহির্ভাগ। (রঘু ৪।৭৪) ৭ সন্ধ্যা। ৮ আলিঙ্গন। ৯ একশত সংখ্যা—বিবাহ। (বৃৎপতি ১৮৫)। ১০ ব্রণের ভিতর ভাগ, শোষ। (হৃশ্রুত, হৃত্র) ১১ গর্ভ। (ভারত অশ্ব ৬৮। ১৮)

উৎসঞ্জন (ক্ৰী) উৎ-সন্জ-গিচ-লুট্। ১ উর্দ্ধে সংযোজন, উৎক্ষেপণ।

উৎসত্তি (ক্ৰী) উৎ-সদ-জিন্। উচ্ছেদ।

উৎসধি (পুং) উৎসো ধীরতে অত্র। ধা-কি। জল-প্রবাহশীল কুপ। (ধাক্ ১।৮৮।৪)

উৎসন্ন (ত্রি) উৎ-সদ-ক্ত। ১ উচ্ছিন্ন, সমূলচ্ছেদন। ২ নষ্ট। ৩ অনায়াসসাধ্য। (শতপথ ব্রা. ২।৫।২।৪৮)

উৎসর্গ (পুং) উৎ-স্বজ-ঘঞ্। ১ ভাগ। ২ দান। ৩ সামান্যবিধি। ৪ ন্যায়। (উৎসর্গঃ পুংসি সামান্যে ন্যায়ে চ ভাগদানয়োঃ। মেদিনী।) ৫ সাময়িক কর্তব্য ক্রিয়াবিশেষ। জ্ঞান, সজ্জা ও আচমনাদির পরে প্রথমে নারায়ণ, নবগ্রহ ও গুরুপূজা করিয়া প্রদান করিতে হয়। জ্ঞায়া বামহস্তে ধারণ করিবে। দক্ষিণ হস্তে তিনবার পূজা করিয়া তত্তদ্রূপাধিপতি দেবতাকে সম্মানন করিবে, পরে সন্ধ্যা করিয়া কুশ, তিল ও জলভ্যাগপূর্বক দান করিবে। এই ক্রিয়ার নাম বৈধোৎসর্গ। ৬ মলমূত্রাদি ভ্যাগ ক্রিয়া। (মহু ১২।১২১)।

উৎসর্জন (ক্ৰী) উৎ-স্বজ-লুট্। ১ দান। ২ ভ্যাগ।

(দানমুৎসর্জনং ত্যাগঃ। হেম ৩।৫০।) ৩ বেদোৎসর্গ
রূপ হয় মাস কর্তব্য বৈদিকধর্মের ক্রিয়াবিশেষ। পূর্বেকালে
বেদশির্কার্ধিগণ এই ক্রিয়া করিতেন। মনু লিখিয়াছেন—

“প্রাবণ্য্য প্রোষ্ঠপদ্যাং বাপু্যাপকৃত্য বথাবিধি।

যুক্তহৃদাংস্যবীরীত মাসান্ বিপ্রোহর্ষপঞ্চমান্ ॥

পুয্যে তু হৃদসাং কুর্য্যাবহিকুৎসর্জনং বিকঃ।

মাসগুরুত বা প্রোণে পূর্কীহে প্রথমহহনি ॥

বথাশাস্ত্র কুর্ভবমুৎসর্গং হৃদসাং বহিঃ।

বিরমেন্ পক্ষীণ্যে রাত্রি তদেবৈবকমহনিশম্ ॥

অত উর্কিত হৃদাসি গুরুষু নিয়তঃ পঠেৎ।

বেদানানি চ সর্কাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ ॥”

মনুসংহিতা ৪।৯৫-৯৮।

প্রাবণ অথবা ভাজ্যমাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ
করিয়া গৃহাঙ্গুসারে উপাকর্ষ সমাপনান্তর সর্দ্ধি চারি মাস
বেদাধ্যয়ন করিবে। ঐ সময়ের পর পৌষ মাসের পুয্যা
নক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া উৎসর্গক্রিয়া (বিসর্জন
তোমাদি) করিবে। অথবা মাস মাসের গুরুপক্ষের প্রথম
দিনে পূর্কীহে ঐ উৎসর্গ কর্ম করিবে। যে ব্যক্তি ভাজ্য-
মাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ষ করিয়াছেন, তিনিই মাসের
গুরু প্রতাপদে উৎসর্গ করিবেন। গ্রামের বহির্ভাগে এইরূপে
বথাশাস্ত্র বেদের উৎসর্গ করিয়া একপক্ষ অহোরাত্র বেদা-
ধ্যয়নে বিরত থাকিবে। এই উৎসর্গক্রিয়ার পর হইতে
প্রতি গুরুপক্ষে সংযতভাবে বেদপাঠ করিবে। কৃষ্ণপক্ষে
সমুদায় বেদাঙ্গ পাঠ করিবে।

উৎসর্গণ (ক্ৰী) উৎ-স্ব-ভাবে-লুট্। ১ উল্লভন। ২ উর্ক-
গমন। ৩ ত্যাগ।

উৎসর্পী [ন্] (ত্রি) উৎসর্পতি গিনি। ১ উর্কগামী।
২ উল্লভনকারী।

উৎসর্পিণী (ক্ৰী) উৎ-স্ব-গিনি-ভীপ্। জৈনধর্মের
কাল বিভাগ। [অবসর্পিণী দেখ।] (ত্রি) উর্কগমনশীল।

উৎসর্ঘ্য (ক্ৰী) উৎ-স্ব-গ্য টাপ্। ঋতুমতী বা গর্তযোগ্যাবস্থা
গো, যে গাভীর পাল লইবার সময় হইয়াছে। (জটা)

উৎসব (পুং) উৎ-স্ব-অচ্। ১ আরম্ভ। (শক্ ১।১০০।৮)
২ আনন্দজনক ব্যাপার। ৩ আনন্দ। ৪ উৎসেক। ৫ ইচ্ছা-
প্রসব। ৬ কোপ। (উৎসবো মহ উৎসেকে ইচ্ছাপ্রসব-
কোপয়োঃ। মেদিনী।) ৭ উরতি। ৮ অভ্যাদয়।

উৎসবসংকেত (পুং) ১ পুরোহিত্যবাসী জাতিবিশেষ।
(ভারত সভা ৩১ অঃ) ২ স্নেহ জাতিবিশেষ, ইহার
সাত প্রকার। ভারতের উত্তরে পর্বতীয় প্রদেশে ইহার

বাস করিত, ইহাদের জনপদকে উৎসবসংকেত কহে।
(ভারত সভা, ২৬ অঃ, ভীষ্ম ৯ অঃ)

উৎসাদন (ক্ৰী) উৎ-সদ-গিচ্-লুট্। ১ উৎসারণ।
২ স্থানান্তর করণ। (কাত্য° শ্রৌ. সূ. ১৪।১।১০)
৩ উৎকর্ষন, তৈলাদি দ্বারা পরিপোষণ। ৪ বিনাশন। ৫ উদ্ভূ-
লন। (ভারত-বন ১০২ অঃ) ৬ মহাবীরাদি পরিত্যক্ত
দেশ। (“উৎসাদনদেশং প্রতি আগচ্ছতি উৎসাদনং
মহাবীরণাং পরিত্যাগঃ স যজ দেশে বিহিতঃ। কাঠীর
শ্রৌতসূত্রভাষ্যে কর্ক ২৬।৩।১০)

উৎসাদি, উৎস-আদি। পানিনি-উক্ত একটি গণ। উৎস,
উদপান, বিকর, বিনদ, মহানদ, মহানস, মহাপ্রাণ, তরুণ,
তলুন, (বক্যাসে), পৃথিবী, ধেনু, পঙ্ক্তি, লগতী, ত্রিষ্টপ্,
অমৃষ্টপ্, জনপদ, ভরত, উশীনর, গ্রীষ্ম, পীলুকুণ, (উদস্থান
দেশে), পৃষদংশ, ভল্লকীয়, রথন্তর, মধ্যম্ভিন, বৃহৎ, মহৎ, সত্বৎ,
কুরু, পঞ্চাল, ইন্দ্রাবসান, উক্ষিহ, ককুভ, স্তবর্ণ, দেব, (গ্রীষ্মা-
দচ্ছন্সি।) এইগুলি উৎসাদি। ১। উৎসাদিভ্যোহঞ্।
পা ৪।১।৮৬ উৎস প্রভৃতি শব্দের উত্তর প্রাতিপদিকে
অঞ্ প্রত্যয় হয়। উৎস-অঞ্-উৎস।

উৎসাদিত (ত্রি) উৎ-সদ-গিচ্-ক্ত। ১ উদ্ভূলিত। ২
উৎকর্ষিত। ৩ পরিকৃত।

উৎসারক (পুং) উৎ-স্ব-গিচ্-লুট্। দ্বারপাল। (দৌবারিক
প্রতীহারো বেদ্যুৎসারকদণ্ডিনঃ। হেম ৩। ৩৯৫।)
(ত্রি) অপসারক।

উৎসারণ (ক্ৰী) উৎ-স্ব-গিচ্-লুট্। দূরীকরণ, সরাইয়া
দেওয়া।

উৎসারিত (ত্রি) উৎ-স্ব-গিচ্-ক্ত। ১ দূরীকৃত। ২ চালিত।
৩ স্থানান্তরিত।

উৎসাহ (পুং) উৎ-সহ-ঘঞ্। ১ উদ্যম। ২ অধ্যবসায়। ৩ হির-
যত্ন। কোন কার্যে দৃঢ়প্রযত্ন হওয়া। ৪ বীররসের স্থায়িতাব।
“উত্তমপ্রকৃতিবীরঃ উৎসাহঃ স্থায়িতাবকঃ।” সাহিত্যদ।

৫ রাজার গুণবিশেষ। (“চারুপোৎসাহবোগেন ক্রিয়মৈব
চ কর্মণাম্।” মনু ৯।২৯৮।) ৬ কল্যাণ। ৭ সূত্র।
(উৎসাহ সূত্র্যমে সূত্রে। মেদিনী।) ৮ হর্ষ। ৯ সংরক্ত।
১০ সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত ধ্রুবকবিশেষ। ইহার লক্ষণ—হস্তরস,
কেন্দুক তাল, বংশবৃদ্ধিকর ত্রয়োদশাকর পাদ।

উৎসাহবর্জন (ক্ৰী) উৎসাহ বৃধ-লুট্। ১ উদ্যম বৃদ্ধি।
বীর্য।

উৎসিক্ত (ত্রি) উৎ-সিচ্-ক্ত। ১ গর্কিত। ২ বর্জিত।
৩ উজ্জিক্ত। ৪ উদগত।

নদরবধনৈঃ।" অঙ্ ৯। ২৭। ১৫। *। 'উদকপ্রাতঃসুদক-
প্রাধিণং মেঘম্।' সায়ন।)

উদকচমস (পুং) উদকহাণনযোগ্য চমসাকার পাত্র ভেদ।
(শতপথ ব্রা ৭। ২। ১। ১৭)

উদক (পুং) উৎ-অনুচ-বঞ। ১ চর্ম্মর স্বতাদি পাত্র, কুপা।
২ লক্ষণ। সাঁড়শি। ("হনরোদকসংস্থানং কৃতান্তানাম-
সন্নিভম্।" ভট্টি।) ৩ একজন ঋষি। (শতপথ ব্রা ১৪। ৬। ১০। ২)

উদক্যুথ (ত্রি) উদক্ উত্তরভাঃ মুখমত। উত্তরমুখ।
(মহা ২। ৫২।)

উদকুসুতিক (পুং) উৎকৃষ্ট সুতিকা, লছুমি। (হেম ৪১। ২।)

উদজ (পুং) উৎ-অজ (সমুদোরজঃ পতন্তু। পা ৩। ৩। ৬৯।)

ইতি পশুবিদ্যকে ধাতুর্থে অপ্। পশুপ্রেরণ। (উদজঃ
পশুনাং প্রেরণম্। সি° কো°) (ত্রি) জলজাত।

উদজন (Hydrogen)। সাংকেতিক চিহ্ন 'উ' (H)।
স্বক্সাংশের গুরুত্ব ১। দহনকালে ইহা হইতে জল উৎপন্ন
হয় বলিয়া উদজন বা জলজান (Hydrogen) নাম হইয়াছে।
(Lavoisier)।

উদজনের গুরুত্বকে স্বরূপ ধরিয়া অপরূপের রূঢ় পদা-
র্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হইয়াছে। 'ইহার আপেক্ষিক
গুরুত্ব অপর সকল পদার্থ অপেক্ষা লঘু; বায়ুর গুরুত্ব ১ হইলে
উদজনের ০.০৬৯২ হয়। সচরাচর ১০০ ভাগ ওজনের জলে
১১ ভাগ ওজনে উদজন পাওয়া যায়।

ইহা একটি অধাতব রূঢ় পদার্থ। প্রাচীন রসায়ন-
বেত্তারা মনে করিতেন, উদজন সংযুক্ত অবস্থায় থাকে,
অসংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমান দার্শ-
নিকগণ স্থির করিয়াছেন, উদজন আণেয়গিরিনিঃসৃত
বাষ্প, সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকে। ক্যাবেন্ডিশ্
সাহেব প্রকাশ করেন—লোহ গন্ধকজাবকে জ্বল হইলে একটি
বাষ্পীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহা এক প্রকার দাহ্য বাষ্প।
দহনকালে এই বাষ্প হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহাই উদজন।
উদজন অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে জল উৎপন্ন হয়।
আবার তাড়িত দ্বারা বিদ্রিষ্ট করিলে উদজন ও অক্সিজেন নামক
দুইটি বাষ্পীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোহ, দস্তা, টিন প্রভৃতি ধাতু লবণজাবক বা গন্ধক-
জাবক মিশ্রিত জলে কেলিয়া দিলে উদজন নির্গত হয়।
ইহা লক্ষ্য করিতে হইলে প্রায়ই দস্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহা বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্পীয় পদার্থ। বায়ু অপেক্ষা
১৪.৪৭ গুণ লঘু। বাতি দিবার পূর্বে উদজন বায়ু কিবা
অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিলে, সেই মিশ্রণ ক্রমে ক্রমে

জলিয়া উঠে। ২ ভাগ ওজনের উদজন ১ ভাগ ওজনের
অক্সিজেন অথবা ৫ ভাগ ওজনের বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিলে
একটি ভীষণ শব্দ উথিত হয়। তৎকালে উদজন ও অক্সিজেন
জলীয় বাষ্পাকারে বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

পূর্বে রাসায়নিকগণের বিশ্বাস ছিল যে উদজন তরল
হইতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি করাসী রসায়নবেত্তারা
প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা তরল ও কঠিন উভয় প্রকারে
পরিণত করা যাইতে পারে। কঠিন হইলে ইহার উপরি-
ভাগে ধাতুর আকার ধারণ করে। চাপ ও শৈত্য সহযোগে
কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

উদজনে কোন রাসায়নিক গুণ দেখা যায় না, স্বাভাবিক
অবস্থায় ইহা হরিতীন (Chlorine) ও অক্সিজেনসংযুক্ত থাকে।
উদজন স্বভাবতঃ উর্দ্ধগামী। এইজন্য একটি রবরের বাঁশী
উদজনে পূর্ণ করিয়া এবং উত্তমরূপে মুখবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া
দিলে বাঁশী ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। এই নিমিত্ত
ব্যোমযান উড়াইবার জন্য অনেক স্থলে উদজন ব্যবহৃত হয়।

উদকন (কৌ) উৎ-অঞ্চ ভাবে-ন্যূট। ১ উর্দ্ধক্ষেপণ। ২ উপগমন।
৩ আচ্ছাদন, ঢাকন। কর্তরি ন্যু (ত্রি) উৎক্ষেপক।

উদকিত (ত্রি) উৎ-অঞ্চ-ক্ত। ১ উৎকিষ্ট। ২ পুজিত।
৩ উর্দ্ধে গত।

উদগুপুর (কৌ) ১ মগধদেশের একটি নাম। ২ বিহারনগর।
'উদগুপুর' নাম প্রাচীন শিলালিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

উদগুপাল (পুং) উদ্রিগাওত পালো গমনং পলায়নং যজ।
১ মন্ত্র, ইহার অণু হইতে নির্গত হইয়াই পলায়ন করে।
২ সর্প। (উদগুপালোমন্ত্রাহিতৈদয়োঃ। হেম অনে ৫। ৪৫।)
উদদ্যা (কৌ) উৎ-অদ-বাহ-যৎ। তৈলপারিকা, তেলা-
পোকা।

উদধি (পুং) উদকানি ধীমন্তেহন্নিন্ উদ-ধা + "কর্ণগ্যাধি
করণে চ।" ৩। ৩। ২৩। ইতি কি। (পেবংবাসবাহনধিযু চ।
পা ৬। ৩। ৫৮। পেবম্, বাস, বাহন ও ধি ইহাদের উত্তর উদ
আদেশ হয়।) ১ সমুদ্র। ২ তট। ৩ মেঘ। ৪ সূর্য (সংসূর্যোণ
দিহ্যভুজ্জদধিনিধিং।" বাজসনের সং ৩৮। ২২।)

উদধিক্রা (পুং) উদধি-ক্রম-বিট্। সমুদ্রাক্রমণকর্তা।

উদধিমান (পুং) ক্রম, সাগরের কেনা।

উদধিমেধলা (কৌ) চারিদিকে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী।

উদধিসুতা (কৌ) লম্বী।

উদন্ (কৌ) (পদমোহানুহরিশলন্যবকোহন্যকহরুদ্রানসহ-
স্প্রভৃতিষু। পা ৬। ১। ৬৩। এই শৃঙ্গানুসারে উদক শব্দ
স্থানে উদন্ আদেশ হইল।) উদক।

উদন্ত (পুং) ১ বাঁটা, বুড়াতা। ২ সাধু। (উদন্তঃ সাধুবা-
র্ত্তয়োঃ। মেদিনী।) ৩ বুদ্ধিবান। (জি) পাক করিয়া
শেবে বাহা পাওয়া যায়।

উদন্তক (পুং) উদন্ত-বার্ধক্যক্। সংবাদ, বাঁটা।

উদন্তিকা (স্ত্রী) উদন্ত-পিচ্চ-পুল-টাণ্। ভূমি। (হার্য্য)

উদন্তা (স্ত্রী) উদন্ততি উদন্তমিচ্ছতি (অননারোহণ্য-
নারাবুদ্ধকপিপাসাগর্ভেহু। পা ৭। ৪। ৩৪।) ইতি ক্যচ্
প্রত্যয়ে পরে আৎ নিপাত্যতে। ১ পিপাসা। (পিপাসা
ভূট্ ভূবোধন্যা। হেম ৩। ৫৮।)

বেদে বাহলকাং ক্যচ্। ২ জলানয়ন। (জি) ৩ জলসংক্রমী।

উদন্ত্য (জি) উদন্ত-উন্। জলেক্, পিপাস্। (“হরিং
নবন্তেহব তা উদন্ত্যঃ।” ঋক্ ৯। ৮৬। ২৭। ৩। উদন্ত্যবঃ
উদকেচ্ছাবন্তঃ। সায়ন ২)

উদন্তান্ [৭] (পুং) উদকানি সন্ত্যজ উদক (উদবাছদ-
ধৌচ। পা ৮। ২। ১৩) ইতি মতৃপ্ মন্তব। ১ সমুদ্র। (“তে চ
প্রাপুরুদবন্তঃ বুধে চানিগুরুবঃ।” রত্ন।) ২ ঋষিবিশেষ।
(সি° কো°) (জি) উদকবৃক্ষ। (ঋক্ ৫। ৮৩। ৭)

উদপাত্র (ক্ৰী) জলপূর্ণ পাত্র।

“ভিক্ষানুপ্যদপাত্রং বা সংকৃত্য বিধিপূরকম্।” মনু ৩। ৯৬।

উদপান (পুং, ক্ৰী) উদকং পীয়তেহজ্জৈতি উদক-পা-অধি-
করণে লুট্। কৃপ।

“বাবানর্ধ উদপানে সর্কতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণত বিজানতঃ।” গীতা। ২। ৪৩।

উদমান (পুং) মানভেদ।

উদয় (পুং) উদয়তি চক্ষুঃস্ব্যাদয়ো এহা যন্মাং, উৎ-ই-অচ্।

১ পূর্ণপূর্ণত, উদয়চল। ২ ভাবে অচ্। সমুদয়তি। (উদয়ন্ত
পূম্যন্ পূর্ণপূর্ণতে চ সমুদয়তো। মেদিনী।) ৩ মঙ্গল। (উদাত-
নরিতপরভেতিবক্তব্য উদয়গ্রহনক্ষত্রার্থম্। পা ৮। ৪। ৬৭।
তজ্জ বাস্তিক।) ৪ নীপ্তি। ৫ আবির্ভাব। ৬ বৃদ্ধি। ৭ লাভ।
৮ কলসিকি। ৯ লয়, গ্রহগতির প্রকাশ। [স্বর্য্যাদি গ্রহনকে
গ্রহের উদয় বিবরণ দেখ।]

উদয়গিরি (পুং) উড়িয়ার অন্তর্গত পুরীজেলার একটি ক্ষুদ্র
পাহাড়, সামান্য বনপথ মধ্যে থাকার উহা খণ্ডগিরি হইতে
বত্বর। অতি পূর্বকাল হইতে (খ্রীঃ ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দ)
এই পাহাড় পবিত্র ওহার জন্ম প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

উদয়গিরির রাণীহংসপুর, গণেশডাঙ্গা, স্বর্গপুরী,
ভজন, জয়া বিজয়া, অনন্ত, হাতিডাঙ্গা, পবনডাঙ্গা, ব্যাভ-
ডাঙ্গা নামক ওহাগুলিই প্রধান। এই সকল ওহার
পাহাড় কাটির বরবাড়ী নির্মিত হইরাছে। যদিও এখন

ওহাগুলির অবস্থা নিতান্ত মল, গৃহগুলি প্রায় অসংকোশে
নষ্ট হইরাছে, যদিও এই সকল স্থান এখন কেবল ব্যায়
ভক্তের আবাস হইরাছে; কিন্তু দেখিলেই যোষ হর
পূর্বকালে এই সকল ওহা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বতি ও
সন্ন্যাসীদের বাসস্থান ছিল। অনেকগুলি ওহা সন্ধ্যা-
রাম নামে বিখ্যাত ছিল। এই সকল স্থান দেখিবার
জন্ম পূর্বকালে অনেক বৌদ্ধবাহী এখানে আসিত।
মুঠের বট শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএন্সিয়ঙ্ক
উড়িয়ার আগমন করেন। তিনি পুণ্ডগিরি নামক সন্ধ্যা-
রামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সন্ধ্যারামটি উদয়গিরির
উপরে অবস্থা নিকটেই ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

২ একটি পাহাড়, বেশনগরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে
এবং সাধি হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই পাহাড়
প্রায় এক মাইল স্থান যুড়িয়া আছে। ইহার উপরে অনেক
দেবমূর্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
মূর্তিই বৃহৎ। এক স্থানে স্বর্গ হইতে গঙ্গা যমুনার অবতরণের
দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যটির কার্য্য অতি চমৎকার;
যেখানে গঙ্গাযমুনা পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সেখানে উভয়
দেবীর মকরবাহনা ও কুর্শবাহনা মূর্তি রহিয়াছে। স্বধর্মনিষ্ঠ
হিন্দুগণ এই তীর্থস্থান দর্শন করিতে আসেন, এই পাহাড়ে
চন্দ্রগুপ্ত (২য়) রাজার ১০৬ গুপ্তকালের একখানি অনুশাসন
পাওয়া গিয়াছে। বেশনগরের নিকটস্থিত গৃহাদির প্রাচীর
এই পাহাড়ের পাথরে নির্মিত হইরাছে।

৩ মাত্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গজমের একটি তালুক।
লোকসংখ্যা ৩৫১৫৪, খণ্ড ও শবর জাতির সংখ্যাই অধিক।

৪ মাত্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেলোর জেলার একটি
বিভাগ। ভূমি পরিমাণ ৮৫০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা
৮৬,৩২৬।

উদয়গিরি (বা কোণারপলম্) (পুং) মাত্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত
নেলোর জেলার একটি গ্রাম ও পাহাড়। ১৪°৫২' উঃ
অক্ষা, ৭৯°১৯' পূঃ দৈর্ঘ্য। লোকসংখ্যা ৩৮৮৫। পূর্বে
লাজুলিরা জগপতির রাজত্বকালে এই স্থানে তাঁহার
রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধরগণ ১৫০৯ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণ-
রায় কর্তৃক পরাস্ত হইলে এই স্থান কয়েকজন সামান্য-
বহাগর স্বাধীন সামন্তের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শাসিত হয়। পরে
আর্কটের নবাব জারগিরি বিলি করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে
ইংরাজেরা জারগিরিদারদিগের নিকট হইতে এই স্থান
কাড়িয়া লয়েন।

উদয়ন (পুং) ১ অগস্ত্য। ২ শতাব্দীকপুত্র, ইহার পতীর

নাম বাদবদন্তী, পুত্রের নাম সরবাহন। (হুসিং পৃ ২৩। ১২)
সত্যন্তরে ইনি শতাব্দীকেন্দ্র-গোত্র, ইহাঁর অপর পত্নীর নাম
রত্নাবলী, কোশাধীনপত্নী ইহাঁর রাজধানী ছিল। কেহ কেহ
বলেন বুদ্ধদেব ইহাঁর বর্ষশিক্ষক ছিলেন।

৩. বৃহত্তরাজ। ৪. বৎসরাজ। ভাবে স্মৃতি। (স্রী)
উখান, উদয়।

উদয়নাথজিবৈদ্যকবীন্দ্র, হুয়াবের অন্তর্গত আমেঠীর এক-
জন প্রধান কবি। কালিদাসজিবৈদ্যর পুত্র। প্রথমে ইনি
আমেঠীর রাজা হিন্দুতসিংহের সভার থাকিয়া কবিতা রচনা
করিতেন। ইহার বিরচিত রসচন্দ্রোদয় বা রতিবিনোদ
নামক হিন্দী গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হন।
সেই অবধি উদয়নাথ ‘কবীন্দ্র’ উপাধিলাভ করিলেন।
উক্ত গ্রন্থখানি ১৮০৪ সনতে লিখিত হয়। পরে তিনি
আমেঠীর রাজা শুক্লদত্তসিংহ, ভগবন্ত রায় খীচী, আজমীরের
গজসিংহ এবং বৃন্দীর বুদ্ধরায় প্রভৃতি রাজার সভার মহাসম্মান
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম দুলহ জিবৈদ্য,
তিনিও একজন শ্রুতিবিদ ছিলেন; তৎকৃত কবিকুলকণ্ঠাভরণ
নামক হিন্দীগ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলে সমাদৃত হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্য্য (পুং) কুহুমাজলি নামক সংস্কৃতগ্রন্থপ্রণেতা।
লঘুভারতরচয়িতার মতে, ইনি তীর্থপর্যটনকালে কুহুমা-
জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং গৌড়দেশে আনিয়া প্রচার করেন।

“স এবোদয়নাচার্য্যশিক্ষার কুহুমাজলি।

তীর্থপর্যটনে লব্ধ তস্মাদ্ গোড়ে প্রচারিতম্ ॥”

ভক্তিমাহাত্ম্য গ্রন্থের মতে—

“ভগবানপি ভূজের মিথিলায় জনাৰ্দ্দনঃ।

শ্রীমহাদয়নাচার্য্যরূপেণাবততারহ ॥” ২৭। ২৩।

“বৌদ্ধসিদ্ধাসমুদায়সুখার হিতকারিণীম্।

ব্যতেনে বিহুবাং প্রীত্যৈ বিমলাং কিরণাবলীম্ ॥” ৩১। ৩১।

“অদ্যাপিমিথিলায়ান্ত ভদ্রব্রতবা বিজাঃ।

বিদ্যাং শাস্ত্রসম্পদাঃ পাঠরক্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩১। ৮১।

ভগবান্ জনাৰ্দ্দন মিথিলায় উদয়নাচার্য্যরূপে অবতার
হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধসিদ্ধান্ত মুদ্রদিগের লুপ্তবিধানের
জ্ঞাত এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রীতির জন্ম মঙ্গলময়ী কিরণাবলী
রচনা করেন। এখনও তাঁহার বংশধর শাস্ত্রবিদ বিদ্যা-
গণ মিথিলায় বসে বসে পাঠ করিয়া থাকেন।

আবার ভাট্টদিগের বংশাবলী নামক গ্রন্থে পাওরা বার—

“বৃহস্পতিভূতঃ শ্রীমান্ ভূবি বিখ্যাতমঙ্গলঃ।

ধর্মসংস্থাপনার্থ্য বৌদ্ধবিশ্বংসহেতবে ॥

ব্যাভ উদয়নাচার্য্য বহুব শব্দরো বধা।

ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশার চকার কুহুমাজলি।

স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিশ্বংসকৌতুকী ॥

কুহুমাজলিপ্রতিভা তটীয়াং মধুরতবা ॥” ইত্যাদি।

এতদ্বারা জানা বাইতেছে, উদয়নাচার্য্য কুহুমাজলি
ভট্টের লমসাময়িক। তিনি বৌদ্ধবিশ্বংসের জন্মজন্মগ্রহণ
করেন এবং কুহুমাজলি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বারেন্দ্রসমাজের কর্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস ‘বারেন্দ্রকুলে
পরিবর্ত্ত মর্যাদার প্রতিষ্ঠাতা’ উদয়নাচার্য্য ভাট্টী ও
কুহুমাজলিকার অতিশয় ব্যক্তি। বারেন্দ্র কুলাচার্য্য-
দিগের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। সধকনির্ণয়
নামক গ্রন্থের মতে রাজসাহীর অন্তর্গত নিসিন্দাগ্রামে
উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল। কিন্তু খন্নির ভট্টাচার্য্যেরা
বলেন মণিকগঞ্জের অন্তর্গত বীলীয়াটী গ্রামে উদয়নাচার্য্য
ভাট্টী থাকিতেন, ঐ গ্রামে এখনও একটি উচ্চ স্থান আছে,
লোকে উহাকে ‘ভাট্টীর ভিটা’ বলিয়া থাকে।

এখানে একটু গোলযোগ ঘটতেছে। ভক্তিমাহাত্ম্য
নির্ণয় করিতেছে, মিথিলায় উদয়নাচার্য্যের জন্মস্থান,
আবার সধকনির্ণয়ের মতে নিসিন্দাগ্রামে তাঁহার নিবাস।
আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া অসম্মান
করেন। [বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড ৪৮৮ পৃঃ দেখ।]

কিন্তু মিথিলায় যে উদয়নাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন এই
মতই অধিক বিশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয়। কুহুমাজলির
কারিকাকার রামভদ্র সার্বভৌমও তাঁহাকে মিথিলাদেশীয়
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়া
থাকিবেন অথবা এইস্থানে আসিয়া তাঁহার বংশধরগণ
নানাহানে ছড়াইয়া পড়েন। অদ্যাপি উদয়নাচার্য্য ভাট্ট-
তীর বংশধরগণ বঙ্গের নানাহানে বাস করিতেছেন।
ঘটককারিকার মতে উদয়নাচার্য্য ছইবার পাণিগ্রহণ করেন,
প্রথম পক্ষে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি এবং রত্নপতি
নামে চারি পুত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষের জীয় পক্ষে পদ্মপতি
নামে এক পুত্র জন্মে। উদয়ন প্রথম পক্ষের চারি পুত্রকে
উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পদ্মপতিকে কুলশ্রেষ্ঠ করিয়া
বান। উদয়নের লীলাবতী নারী এক কন্যা জন্মে, বরভা-
চার্য্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা পরম বিদ্যাবতী
ছিলেন, তিনি পতিশোকে অধীর হইয়া করুণরাসপ্রিত
একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থের অমূল্য
অদ্যাপি খন্নির ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট রহিয়াছে।

উদয়নাচার্য্য কোন্ সময়ের লোক, তাহা ঠিক বলা যায়
না। ‘ভারসারবিজয়’ নামক গ্রন্থকার ভট্টাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের

এই হইতে সৌক উদ্ধৃত করেন, এই গ্রন্থ ১২৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। আবার দেখা যায়, বাচস্পতিমিশ্র ১০৩২ সনতে (১০৮৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন, উদয়নাচার্য্য এই বাচস্পতিমিশ্র বিরচিত জায়বাস্তিকতাংপর্যায় 'ভাংপর্যাপরিত্তিকি' নামী একখানি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বীকার করা যায়; উদয়নাচার্য্য ১০৮৮ খৃঃ ও ১২৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীলোক। খন্নির ভট্টাচার্য্যদিগের বংশাবলী অনুসারে উদয়নাচার্য্য ভাঙ্কড়ীর ২১ পুরুষ অন্তীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষের গড় গড়তা ৩৪ বৎসর ধরিলে, উদয়নাচার্য্য হইতে ৭১৪ বৎসর গত হইয়াছে ধরিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে তিনি ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন।

ভক্তিমাহাত্ম্যের মতে ত্রীকৈতবে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। স্তম্ভায় পুরীর পাণ্ডারা মাণ্যচন্দ্রনাথের দ্বারা উদয়নাচার্য্যকে পূজা করিয়াছিলেন। ৮ত্রীকালী-ধামে ইহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

উদয়নাচার্য্য বিরচিত কুহমাঞ্জলি একখানি উৎকৃষ্ট জ্ঞান গ্রন্থ, ইহাতে বৈদান্তিক, সাংখ্য, মীমাংসক ও বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়া ঐশ্বর্যতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তৎকৃত কিরণাবলী নামক গ্রন্থখানি কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা, ইহাতে উদয়নাচার্য্য বেক্সপ ভাবে বিস্তৃত মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন, সেক্সপ কোন টীকা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিত মাঝেই উত্তর গ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এতদ্বির বৌদ্ধমত সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া "আত্মতত্ত্ববিবেক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উদয়পুর (রৌ) ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় রাজার শাসনাধীন একটি করদ রাজ্য। অক্ষা ২২°৩৩'০" হইতে ২২°৪৭' উঃ মধ্যে এবং দৈর্ঘ্য ৮৩°৪৩'০" হইতে ৮৩°৪৯'৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। উত্তর সীমায় সরগুজা, পূর্বে রায়পুর জেলা ও যশপুর রাজ্য, দক্ষিণে রায়গড় এবং পশ্চিমে বিলাসপুর জেলা। ভূমি পরিমাণ ১০৫৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩০,৯৫৫।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অগাসাহেবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধি-অনুসারে উদয়পুর ইংরাজশাসনাধীন হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময়ে এখানকার সর্দার ও তাঁহার জাতা ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং এই স্থান অর করিয়া কিছুদিন এখানে রাজত্ব করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনরায় অধিকার করেন এবং সর্দারের উত্তরাধিকারীকে আশ্রয়দানদীপে যাবজীবন বীপান্তর করিলেন। সিপাইবিদ্রোহের সময় সরগুজার রাজা ইংরাজ-

দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই মহৎ কার্য্যের জন্য ইংরাজ গবর্নমেন্ট ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। তাঁহাকে প্রতিবর্ষে ৫০০০/০০ কর দিতে হয়।

এই রাজ্যের রাজধানী রাবকাব, এই নগর রাঙ্গ নদীর তীরে অবস্থিত।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানে প্রচুর পরিমাণে লুকা উৎপন্ন হয়, এতদ্বির কার্পাস, নির্ভ্যাস নানাপ্রকার তৈলবীজ, ধাতু, লৌহ ও অল্প পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এখানে একটি বিদ্যুত কয়লার খনি আছে।

উদয়পুর (বা মেবার) (রৌ) রাজপুতনার অন্তর্গত দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত একটি করদরাজ্য। ইহার উত্তরসীমা ব্রিটিশ শাসনাধীন আজমীর মেরবারা, দক্ষিণে বংশাবারা, দুজডপুর, প্রতাপগড়; পূর্বে বুলী, কোটা, আবদ, নিমচ, নিস্তেরা জেলাহ তোক ও প্রতাপগড়; পশ্চিমে আরাবলী পর্বত এবং দক্ষিণপশ্চিমে মহীকান্দা। ২৩°৪৯' উঃ অক্ষা মধ্যে হইতে ২৫°৫৪' এবং ৭৩°৭' হইতে ৭৫°৫১' পূঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১২,৬৭০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৪ ৯২২০, তন্মধ্যে হিন্দু ও জৈনের সংখ্যাই অধিক, এখানকার পাহাঁড়ে প্রধানতঃ তিন প্রকার অসত্য জাতি বাস করে, মাহের, ভীল ও মিনা।

ইতিহাস—বহুকাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মহারাণা নামে আখ্যাত। রামচন্দ্র হইতে অধস্তন পুরুষ বলিয়া তাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন। কনকসেন এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে উদয়পুরের রাণারাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গোপেক্ষ মাননীয়। মুসলমান পাদশাহগণের আধিপত্যকালে রাজপুতনার প্রধান প্রধান প্রায় সকল রাজাই কোন না কোন দিল্লীসম্রাটের নিকট অবনত হইয়াছিলেন এবং অনেককেই কস্তাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যবংশীয় প্রবল প্রতাপশালী উদয়পুরের রাণাগণ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার অথবা আপন আপন কস্তা মুসলমানদিগকে দান করিয়া জাতীয় গৌরব নষ্ট করেন নাই। উদয়পুরের রাণাগণ রাজপুত জাতির গেহলোট শ্রেণীর অন্তর্গত বিশোধীয় শাখাভুক্ত।

৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় বাঙ্গারাবল সর্গপ্রথমে মেবারে রাজ্য স্থাপন করেন। চিতোররাজ সমরসিংহের মৃত্যু হইলে ১২০১ খৃঃ, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রাহপ রাজা হইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইতে ভাঙিত হইয়া দুজডপুরের জজলে বাইরা রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্বে উদয়পুরের রাজা-

বিশেষ রাবল (রাও) উপাধি ছিল, রাহপ রাজা হইলে রাবলের পরিবর্তে রাণা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

১২৭৫ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ রাজত্ব করেন। এই সময়ে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিতে আইসেন। ১৩০৩ খৃঃ, বীরকেশরী হামীর রাজা হইলেন। তিনি লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং দিল্লীসম্রাটকে বন্দী করিয়া যবনকবলিত দেবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সময়ে ঝাড়োবার, অরপুর, বন্দী ও গোরালিয়ারের রাজগণ হামীরকে বখাবিহিত সন্মান দেখাইয়াছিলেন।

রাজপুতবীর লক্ষ্মণাধার সময় অকবরের পিতামহ বাবর চিতোর অবরোধ করিতে যান। লক্ষ্মণাধার কুতুপুত্র সিকরীর নিকট অগ্রসর হইয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। সেই অবধি তিনি আর দেশে ফিরিলেন না, পর্তুতে পর্তুতে বেড়াইয়া কেবল যুদ্ধের আরোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ছিল, যত দিন না তিনি যুদ্ধে মোগলরাজকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ততদিন আর দেশে ফিরিবেন না। তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল, অন্নদিন মধ্যেই তিনি কাশ্মীরে পতিত হইলেন। ১৫৩০ খৃঃ, তৎপুত্র রত্ন রাণা হন। তিনিও বুদ্ধীরাজের সহিত লম্বুধ সময়ে প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে গুজরাটের জলভান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধকালে চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গে বাবতীর মান্যগণ্য রাজপুতনারী আত্মপ্ৰাণে করেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, আর দুর্গ রক্ষা করা যাইতেছে না, শীঘ্রই স্বেচ্ছকবলিত হইবে। তখন প্রায় দুই সহস্র রাজপুতবালা চিতানলে জীবন বিসর্জন করিয়া অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। দুর্গস্থিত রাজপুত বীরগণ যখন দেখিলেন, তাঁহাদের চিরায়ত জননী, প্রাণপ্রতিমা দরিদ্রা এবং স্নেহের ও আদরের রত্ন কভাগণ অকাতরে জীবন বিসর্জন করিয়া রাজপুতকুলগৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তখন সেই ভেদাশী বীরগণ দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যবন সৈন্যসাগরে ঝাঁপ দিলেন। এক একজন শত শত যবন বিনষ্ট করিয়া রণশব্দ্যার চিরনিজিত হইলেন। চিতোর মুসলমানের হস্তগত হইল।

হুমায়ূনের প্রতাপে বাহাদুর গুজরাটে ফিরিয়া যাইলেন। বিক্রমাদিত্য চিতোর পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অন্নদিন মধ্যেই তাঁহার লক্ষ্মণগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট করিল। বনবীর নামক একব্যক্তি রাণা হইলেন। কিন্তু

অন্নদিন পরেই লক্ষ্মণাধার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ মেবারের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

উদয়সিংহের রাজত্বকালে অকবরলা চিতোর জয় করেন। উদয় চিতোর হারাইয়া আরাবলীর পর্বতোপশির্গি নির্বা উপত্যকার উদয়পুর নামক নগর স্থাপন করিলেন, এই স্থান সেই অবধি মেবারের রাজধানী হইয়া আসিতেছে। উদয়ের মৃত্যু হইলে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার মত উচ্চভদ্র, বদেখপ্রেমিক, কষ্টসহিষ্ণু বীরপুরুষ অতি অল্পই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি বদেখের জন্ত, বজাতির জন্ত অনেকবার অকবর পাদশাহের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সকল যুদ্ধে অনেকবার পরাজিত হইলেও তিনি মোগলদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া আপনাদি রাজ্যখন হারাইয়াছিলেন, পর্তুতে পর্তুতে বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন, গিরিগুহার বাস করিয়াছিলেন। এমন সম্বল ছিল না যে তাহা দ্বারা কায়রুশেও দিন যাপন করেন। বহু কষ্টের পর বিধাতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়ে তাম্রশাহ নামক তাঁহার একজন মন্ত্রী তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিলেন। প্রতাপ পুনরায় রাজপুতদিগকে একত্র করিয়া দেবার নামক রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। তাঁহার সাহায্যে এবং রণদক্ষতার মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল। তিনি অন্নদিনের মধ্যেই সমস্ত মেবার উদ্ধার করিলেন। সমস্ত মেবারের একেশ্বর হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অমর রাজা হইলেন।

আহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হইলে তিনি মেবাররাজ্য আপনাদি বশে আনিতে অনেকবার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি রাণা অমরসিংহের নিকট দুইবার সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। অবশেষে প্রতাপসিংহের ভ্রাতা জুগুসিংহকে লওয়াইয়া তাঁহাকে তবীর ভ্রাতৃপুত্র অমরের বিপক্ষে পাঠাইলেন। সাতবর্ষ পরে জুগুসিংহ জাতীয় বিধেদের জন্ত মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং মেবারের প্রাচীন রাজধানী চিতোর উদ্ধার করিয়া অমরকে প্রদান করিলেন। এই সংবাদে আহাঙ্গীর বারপনর্যই ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদি পুত্র পারবিজকে সৈন্যে অমরের বিপক্ষে পাঠাইলেন। পারবিজও পরাস্ত হইলেন। তখন মোগলসেনানায়ক মহাবত খাঁ মেবার-ভিত্তিতে প্রেরিত হইলেন। সঙ্গে বিপুলবাহিনী চলিল। শাহজহান এই বাহিনীর প্রকৃত অধিনায়ক হইলেন। ইত্যপেক্ষে বহুবার যুদ্ধ করিয়া রাজপুতসৈন্য ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। এখন অসম্মত মোগলসৈন্যের লম্বুধে অক্ষয়গণ করিতে

হইবে। রাজপুতবীরগণ দেখিলেন, এবার আর রক্ষা নাই। তবু একবার প্রাণ পর্যন্ত পক্ষ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার জন্য সকলেই অত্যাধিকার করিলেন। যৌরভর যুদ্ধের পর রাজপুতেরা পরাজিত হইলেন। রাণা অমর বাধ্য হইয়া দিল্লীখরের সাজুলতা স্বীকার করিলেন। জাহাঙ্গীর অমরকে বধেই মন্থান দেখাইলেন। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরের পক্ষে যবনের অধীনতা অসহ্য হইয়া উঠিল। কবনের জাজাবাহ হওয়া অপেক্ষা রাজপুতগণ তাঁহার পক্ষে যুদ্ধের বলিয়া বোধ হইল। তিনি আপন পুত্র করণসিংহকে মেবাররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ১৬৪৮ খৃঃ করণসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জগৎসিংহ রাণা হইলেন। জগৎসিংহের পুত্র বীরকেশরী রাজসিংহ ১৬৫৪ খৃঃ একে রাজসিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সত্ৰাট অরজ্জিব জিজিয়াকর প্রচলিত করেন। এই কর মেবারে চালাইবার জন্য মোগলসৈন্য প্রেরিত হয়। রাজপুতের মধ্যে কেহই জিজিয়াকর দিতে চাহিল না। তাহাতে যুদ্ধ ঘটিল। রাজসিংহ পুনঃ পুনঃ মোগল সৈন্যদ্বিগকে পরাস্ত করিলেন। ১৬৮১ খৃঃ অরজ্জিব জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। এই বর্ষেই রাজসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র অমর (২য়) রাণা হইলেন। এই রাণার সময়ে মাড়োবার, মেবার ও জয়পুরের রাজগণ একত্র হইয়া মোগল রাজ্য উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন। মুসলমানেরা যে সময় হিন্দু দেবদেবীর মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই সেই স্থানে মসজিদ তুলিয়াছিল, ১৭১২ খৃঃ একে একত্রিত রাজপুত রাজগণ সেই সেই মসজিদ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই শুভদায়ক জাতীয় মিলন বহুদিন স্থায়ী হইল না। ভারতের অষ্টম বড়ই মন্ড, চিরদিন অধীনতা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া এমন শুভমিলনে বিচ্ছেদ ঘটিল। মাড়োবারের রাজা অজিতসিংহ সত্ৰাটের সহিত সন্ধি করিয়া আপনায় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে রাণা অমরও দিল্লীখরের সহিত সন্ধিহুজে আবদ্ধ হইলেন। ১৭১৩ খৃঃ, অমরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সংগ্রামসিংহ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মোগলসত্ৰাটের অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতে থাকে। মার্বাট্টারা মোগল পাদশাহের নিকট হইতে চৌধ আদায় করিতে লাগিল। ১৭৬৩ খৃঃ, পেশোবা বাজিরাও রাণার সহিত সন্ধিহাপন করেন, এই সন্ধিপত্রানুসারে রাণা মার্বাট্টাদিগকে ১,৬০,৬০০ টাকা চৌধ হিসাবে দিতে সম্মত হন।

সে যে রাজপুত মুসলমানকে কতমান করিয়াছে, তাহার

সহিত উদয়পুরের রাণাবংশীয়গণ বিবাহহুজে বদ্ধ হইতেন না। সেই জন্য উদয়পুরের রাণাগণ এক নৌরবাহিত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে অপর রাজপুতরাজগণের চক্ষু টাটাইত। তাঁহার বাহাতে উদয়পুরের রাণাগণের সহিত বৈবাহিকহুজে আবদ্ধ হইতে পারেন, তজ্জন্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদয়পুরের রাণাগণ কতমান করিতে চাহিলেন যটে, কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম করিলেন— যে রাণাবংশীয় কন্যা হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। অপরায় রাজপুত-রাজগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আদান প্রদান করিতে লাগিলেন।

১৭৪৩ খৃঃ একে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জৈধরীসিংহ রাজা হইলেন। কিন্তু রাণার ভগিনীর গর্ভে জয়সিংহের মধুসিংহ নামে একটি কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই মধুসিংহকে রাজা করিবার জন্ত অনেকেই বস্ত্রবান্ হইলেন। রাণা জৈধরীদিগের বিরুদ্ধে সৈন্তচালনা করিলেন। সিজিয়ার সাহায্যে জৈধরী রাণাকে পরাস্ত করিলেন। তখন রাণা জৈধরীকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্ত হোলকরের সাহায্য লইলেন। বিবপ্রয়োগে জৈধরী বিনষ্ট হইলেন, মধুসিংহ রাজ্য পাইলেন।

১৭৫২ খৃঃ, রাণা জগৎসিংহের মৃত্যু হইল, তৎপুত্র প্রতাপসিংহ রাণা হইলেন। এই সময় হইতে মেবাররাজ্যে মার্বাট্টাদের উৎপাত আরম্ভ হয়। প্রতাপসিংহের পর তৎপুত্র রাজসিংহ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পিতৃব্য উরুসিংহ রাণা হইলেন। উরুসিংহের উপর সন্ধি-গণ বিরক্ত হইয়া রাজসিংহের বালকপুত্র রত্নসিংহকে মেবারের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মেবারে দুই দল হইল, এক দল উরুসিংহের পক্ষ, অপর দল রত্নসিংহের পক্ষ। উভয় দলে মার্বাট্টাদিগের সাহায্য চাহিল। সিজিয়ার উরুসিংহের বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীর নিকট এক বার যুদ্ধ হইয়া গেল। রাণা পরাস্ত হইলেন। সিজিয়ার উদয়পুর অবরোধে প্রবৃত্ত হইল। রাণার দেওরান অমরচাঁদ বর্বার বুদ্ধিকৌশলে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। সিজিয়ার ৬৩,৫০,০০০ টাকা লইতে স্বীকৃত হইলেন, তদ্ব্যতীত নগদ ৩,৩০,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার জন্ত অবদিকার, নিম্ন ৩ মরহুন জেলা বন্ধক স্বরূপ পাইলেন।

রাণা উরুসিংহ মরণকালে মৃত্যুর দুব্বার কক্ষিক মিহত হন। তাঁহার বলকপুত্র হাকীর রাণা হইলেন। ১৭৭৮ খৃঃ,

হাবীরের মৃত্যু হইলে, তবীর জাতা ভীমসিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন। ভীমসিংহের কন্যা কুকুমারী পরম রূপবতী ছিলেন, তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া জয়পুরের রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। ভীমসিংহ এই তত্ত্বকার্যে সন্মত হন। কিন্তু এই সময়ে ঝাড়বাদের রাজা মানসিংহ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, উদয়পুরের পূর্বজন রাজগণ ঝাড়বাদের রাজাকে কস্তানন করিতে বলিয়া প্রতিজ্ঞিত আছে। অতএব সেই অঙ্গীকার অনুসারে এখন তাঁহাকেই কস্তানন করা উচিত। ভীমসিংহ বিবর সমতার পড়িলেন। এখন কাহাকে কন্যা দান করেন? জয়পুরের রাজাকে কন্যা সম্ভাদান না করিলে তাহার কথা লঙ্ঘন হয়, এদিকে মানসিংহের সহিত কন্যার বিবাহ না দিলে, তাঁহার পিতৃপুরুষের অবমাননা করা হয়। তখন উদয়পুরের রাজমন্ত্রী উপদেশ দিলেন, এক্ষণ হলে কস্তার প্রাণ বিনাশ করাই শ্রেয়, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। ভীমসিংহ মন্ত্রীর কথামত কার্য করিলেন। বিবপ্ররোগে অভাগিনী কুকুমারীর কুমারীজীবনের অবসান হইল। এই সময় হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ অবধি মার্চাটীগণ সময়ে সময়ে আসিয়া মেবার রাজ্যে লুটপাট আবৃত্ত করে। তৎপরে বর্ষ হইতে ইংরাজের শাস্ত্রনে এই উৎপাত নিবারিত হয়।

১৮২৮ খৃঃ, ভীমসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র যুবনসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্রাদি না থাকায়, তাঁহার জাতিসম্পর্কীয় সর্দার সিংহ মহারাণা হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

যক্ষগসিংহ মেবার রাজ্য লাভ করিলেন। ১৮৭১ খৃঃ, যক্ষগসিংহের মৃত্যুকপক্ষে শঙ্কুসিংহ মহারাণা হইলেন। ১৮৭৪ খৃঃ, তিনি আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র যক্ষনসিংহের উপর রাজ্যভার দিয়া ইহলংকার ত্যাগ করেন। ১৮৮৪ খৃঃ, ১৯০৬ খ্রিসেখর বাসে যক্ষনসিংহের মৃত্যু হয়, তৎপরে কতেশিংহ উদয়পুরের মহারাণা হইলেন।

উদয়পুরের মহারাণাপদ বৃটীশ গবর্ণমেন্ট হইতে ১৯০১ তোপ পাইয়া থাকেন। কেবল বর্তমান মহারাণা তাঁহারিগের অপেক্ষা দুইটি অধিক তোপ পাইতেছেন।

মহারাজার অধীনে ১৩৩৮ গোলন্দাজ, ৬২৪০ অশ্বারোহী এবং ১৩,১০০ পদাতি আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—উদয়পুর রাজ্যে জ্বরার, বজরা, ধাত, ধব, গম, ছোলা, ইক্ষু, আকিস, কার্পাস, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

২ উদয়পুর রাজ্যের রাজধানী। উদয়পুর অক্ষা ২৪° ৩৫' ১৯" উঃ, এবং দেশা° ৭৩° ৪৩' ২০" পূঃ, মধ্যে অবস্থিত। অকবর পাদশাহ চিতোর আক্রমণ করিলে মহারাণা উদয় সিংহ এই স্থানে আসিয়া নূতন বাস করেন তাঁহারই নামানুসারে এই উদয়পুর নাম হইয়াছে। এই নগর পাহাড়ের উপর স্থাপিত বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ হ্রদ প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর ও অতি মনোরম। এখানকার রাজপ্রাসাদ নানাবর্ণের পাথরে নির্মিত। এই রাজভবন হ্রদের তীর



উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ।

হইতে কিছু উর্দ্ধভাগে এবং পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত, দূর হইতে ইহার শোভার দর্শকের মন মোহিত হয়। ভবনের চারিদিক ৫০ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

উদয়পুরনগর সমুদ্র হইতে ২০৬৪ ফুট উচ্চে। এখানকার রাজভবন ব্যতীত যুবরাজের গৃহ, সর্দারদিগের ভবন এবং জগদ্বাদেশের মন্দিরও দেখিবার যোগ্য। পচোলা হ্রদের

সান্ধানে বজ্রমন্দির ও বজ্রবাস নামক দুইটি জলপ্রাঙ্গণ আছে, যুটীর সপ্তদশ খতাকীতে জগৎসিংহ উক্ত উত্তর প্রাঙ্গণ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নগরের নিকটেই আহর নামে একটি গ্রাম আছে, ইহার স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির তরানিশের দেখিবার যোগ্য হয়, যে এখানে নগর ছিল। এখানে মহানদীও আছে, এখান

এখান সামন্তগণের মূর্ত্যু হইলে তাঁহাদের সহিত পত্নী ও তাঁহাদের সখীগণ চিতারোহণ করিতেন, তাঁহাদেরই স্মরণার্থ মহাসতীভক্ত নির্মিত হইরাছে। মহারাণা অনরসিংহের স্মরণার্থ যে মহাসতীভক্ত আছে, তাহাই লক্ষ্যপেতা বৃহৎ।

নগরের দক্ষিণপার্শ্বে একলিঙ্গগড়। তাহারই দক্ষিণে গোবর্দ্ধন বিলাস।

উদয়পুরের ছয় ক্রোশ উত্তরে সর্দীপ পাহাড়ের মধ্যে একলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির আছে। [একলিঙ্গ দেখ।]

উদয়পুর (কী) মালবরাজ্যের অন্তর্গত পাথরি হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নগর। বর্তমান নগর প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্মিত। এখানকার চান্দেলিয়ার অভিপ্রাচীন। নগরের দক্ষিণদিকে অনেকগুলি সতীভক্ত রহিয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে তিনটি প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বড় মন্দির অতি প্রাচীন, রাজা উদয়সিংহ ১১১৬ সন্বতে এই মন্দির নির্মাণ করেন। এখানে একটি প্রবাদ আছে—দিল্লীর বাদশাহ অরঙ্গজীব দক্ষিণপাথ জয় করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ঐ মন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য দেখিয়া অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া কেলিতে আদেশ করেন। কিন্তু পরদিনে অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে ভয় হইল বৃক্শ মন্দিরস্থ মহাদেবের আক্রোশে তাঁহার এরূপ হইয়াছে, তখন তিনি মন্দির ভাঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। পরে তাঁহার আদেশে মন্দিরের পার্শ্বেই একটি মসজিদ নির্মিত হইল। তিনি আদেশ করিয়া বান, যে কোন মুসলমান এই মসজিদে আসিবে, সে খালিপারে অগ্রে মন্দিরের মহাদেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরে মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উদয়পুর (কী) ১ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত পার্শ্বতীর জিপুরারাজ্যের একটি বিভাগ। লোকসংখ্যা ৩১,১২৫।

২ পার্শ্বতীর জিপুরারাজ্যের মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। অক্ষা ২৩°৬১' ২৫" উঃ, এবং দৈর্ঘ্য ৯১°৩১' ১০" পূঃ মধ্যে গোমতী নদীর বামতীরে অবস্থিত। এই গ্রামে জিপুরেশ্বরীর মন্দির থাকার এই স্থান একটি তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই জিপুরেশ্বরী দেবীর নিমিত্ত এই দেশের নাম জিপুর হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে এই তীর্থদর্শন করিবার জন্য মানাছান হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এখানে কার্পাস, তক্তা ও নগুবটি বিস্তর আমদানী হয়।

উদয়পুর (কী) প্রাচীন পার্শ্বতীর জিপুরারাজ্যের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীন নগর। এই নগরটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বৌদ্ধ শতাব্দীতে এই স্থানে রাজা উদয়মাণিক্যের রাজধানী

ছিল। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরে-সময়ে সময়ে নানানেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিয়া থাকে।

উদয়প্রভাসুরি (পুং) একজন বিখ্যাত কৈন প্রকার। প্রবচনগারোদ্ধারবিষয়পদার্থাধ্যায় ও ধর্মপদার্থাদয়কর্ম বা লক্ষণভিত্তিক নামে হইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। পেশোত গ্রন্থখানি আবুর আলি কৈনমন্দির নির্মাণের সময় রাজবন্দী বন্দাগলের লক্ষ্যার্থ লিখিত হয়। ইনি ঐ বিজয়নগরস্থির শিষ্য, ও নরচন্দ্রপুরির লবনামরিক।

উদয়ভদ্র, (পুং) একজন বৌদ্ধরাজা, ইনি ছয়-বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার সময় বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিনয়চাৰ্য্য উপালি বিদ্যমান ছিলেন। অশোকের অজ্ঞানত্ব মতে, বুদ্ধের নির্বাণের ৬০ পরে ইহার অস্তিত্বকাল উপস্থিত হয়।

উদয়মাণিক্য (পুং) জিপুরার একজন রাজা। ইনি তিন শত বর্ষ পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্বকালে প্রাচীন উদয়পুর নগর স্থাপিত হয়।

উদয়রাজ (পুং) খৈরাবাদের একজন রাজা। উত্তর পশ্চিমাংশে কিম্বদন্তী আছে, উদয় বা উদী শালিবাহনের পুত্র রসালুর একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। কোন সময়ে রসালু আপনার রাজধানীতে উপস্থিত না থাকার উদয় রসালুর প্রধান পত্নী কোকিলকুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। রাণীও উদয়ের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। রাণীর একটি পোষা পায়রা ছিল, সে পর-পুরুষের সহিত সহবাস করিতেছে বলিয়া কোকিলকুমারীকে বিস্তর তৎসনা করিতে লাগিল। অবশেষে রাণী তাহার শিকল কাটিয়া দিলেন। সে জুলনাকম্পন নামক স্থানে উড়িয়া আসিল। এখানে রসালু নিহত ছিলেন। পাখী তাঁহার শরনঘরে প্রবেশ করিয়া 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রসালুর নিজাতত্ত্ব হইল। পাখী তাঁহাকে একে একে সমস্ত কথা বলিল। তৎপরে রসালু আপন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সম্মুখবুদ্ধে উদয়কে বিনাশ করিলেন।

উদয়কে কেহ উদী, কেহ বা হরী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, এই উদয় হইতে ভোটারি বা রতি (বৃতি) জাতি এবং রসালু হইতে শক বা ত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বৃতি ও ত এই উভয় জাতিতে পরস্পর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

উদয়সিংহ (পুং) মেবারের রাণা সজয় কনিষ্ঠ পুত্র। বনকীরের অরক্ষণস্থারী রাজত্বের পর উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে

আয়োজন করেন। ইহার সময়ে চিতোররাজ্যলক্ষী বিচলিত হইলেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বীরভোগ্য চিতোরনগর অকবর অধিকার করিলেন। সেই সময়ে চিতোরের অযোগ্য রাণা উদয়সিংহ চিতোরধাম পরিত্যাগ করিয়া রাজপিস্তুর বন-মধ্যে গোহিলদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে আরাবলী গিরিমালামধ্যস্থ গিরবা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই উপত্যকার পুরোভাগে উদয়নাগর নামে একটি বিস্তৃত সরোবর খনন করাইলেন। এই উদয়-নাগরের পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গিরিশৃঙ্গের শিরোদেশে 'নচৌকি' নামে একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন, এখন সেই রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই প্রাসাদের চতুর্দিকে সৌধবাসগৃহ উত্থিত হইয়া উদয়পুর নগরে পরিণত হইল। উদয়সিংহ ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গোমুখা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ২৪টি পুত্র জীবিত ছিল, তন্মধ্যে রাণা প্রতাপ-সিংহের নামই ভারতে বিখ্যাত হইয়াছে [প্রতাপসিংহ দেখ।] (Tod's Rajasthan, I. 290-91; তারিখী আলফি, তবকাই-ই-অকবরী ও মুস্তাফা-লুগাব।) •

উদয়সিংহ, (পুং) মাড়োবাহুর একজন রাজা। মালদেবের পুত্র। ইনি অকবর পাদশাহের একজন প্রধান সভাসদ ছিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান সলিম (জাহাঙ্গীর) সহ আপন কন্যা বালমতীর বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে শাহজহানের জন্ম। অকবর মাড়োবার (যোধপুর) রাজ্য উদয়সিংহকে আয়সিহি দেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে উদয়সিংহের মৃত্যু হয়, তাঁহার চারি পত্নী সঙ্গে চিতারোহণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র অরুণসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। উদয়সিংহের পৌত্র গজসিংহ, প্রপৌত্র যশোবন্ত সিংহ।

উদয়াদিত্য (পুং) চালুক্যরাজ ভুবনৈকমজের সেনাপতি। পরে বনবাস নামক স্থানের রাজা হন। ১০৬৯ হইতে ১০৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়ান্থ (পুং) মগধরাজ অজাতশত্রুর পৌত্র। ইনি পাটলী-পুত্রনগর স্থাপন করেন। (বিষ্ণু) বৌদ্ধগ্রন্থের মতে ইহার নাম উদয়ভদ্র, ইনি অজাতশত্রুর পুত্র।

উদয়ভদ্র (পুং) অজাতশত্রুর পুত্র। [উদয়ভদ্র দেখ।]

উদর (স্ত্রী) উৎ-দৃ বিদারণে (উদিশৃণ্বাতেরলটো পূর্ক-পদ্যাত্যলোপচ। উণ. ৫। ১৯। উৎপূর্কৈ থাকিলে দৃ খাতুর উত্তর অল্ ও অচ্ প্রত্যয় হয় এবং পূর্কপদের অন্তের লোপ হয়।) ইতি অচ্। জঠর, কৃকি, পেট।

মুক্ততাদি প্রাচীন বৈদ্যগণের মতে, উদর একটি অঙ্গ।

ইহাতে পেলী, জল, বস্তু ও মাটি এই চারি, ২৪ শিরা, ৩০ ধমনী, ৭ আশর (বাভাশর, পিত্তাশর, রেচাশর, রক্তাশর, আমাশর, পকাশর, এবং মূত্রাশর, ত্রীলোকের বেহে অতি-রিক্ত একটি গর্ভাশর থাকে) ইহাতে বলর নামক অস্থি ও অস্ত্র আছে। [নাভি, কোষ্ঠ ও গর্ভ দেখ।]

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে, উর্দ্ধ সীমার বক ও উদর বিচ্ছেদক দ্বার (Diaphragm) এবং অধোদেশে বস্তিকোট-রের অস্থি সমূহ ইহার মধ্যে উদরগন্ধর। এই গন্ধরের মধ্যে পকাশর, অস্ত্র, মূত্রা, বক্তৃৎ, বৃক্ক ও (Pancreas) থাকে। ইহার সমস্ত স্থানে পাতলা, কিন্তু ঘন ও দৃঢ় স্তর বিস্তারিত দিরা আছে, ঐ বিস্তীর্ণ অস্ত্রাবরকবিরি (Peritoneum) বলে।

২ যুক্ত। (উদরঃ জঠরে যুধি। মেদিনী)

উদর (পুং) উদরম্-আশ্রয়স্থান্ অর্শ আদিত্যাহচ্ ইতি অচ্। পেটের ভিতরে যে সকল রোগ জন্মিলে পেট বড় হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকে উদররোগও কহে।

প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্য্যদের এই নামকরণ মধ্যে বড় গোল। তাঁহারা আট প্রকার উদররোগের যে সকল লক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণ দ্বারা বিশেষ কোন পীড়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেগুলি অন্য অন্য নানা প্রকার পীড়ার লক্ষণ মাত্র।

আলোগেথী মতের আঁসাইটিস্ (Ascites অর্থাৎ জলোদর) এই নামের ভিতরেও অনেক গোল। কারণ পেটের ভিতরে জলসঞ্চয় হওয়া নিজে একটি বিশেষ পীড়া নহে, কিন্তু ইহা অন্য অন্য নানাপ্রকার রোগের চরম দশার একটি উৎকট উপসর্গ মাত্র।

আমাদের আয়ুর্বেদে গুণও অনেক, দোষও অনেক। ইহাতে বিশেষ বিশেষ যাত্তিক পীড়ার ভাবরূপ সীমাংসা নাই, তাই এক উদররোগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার পীড়ার লক্ষণ এক সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।

চরক সংহিতার সংগ্রহকারের মতে কোষ্ঠওকি না হওয়াই সকল প্রকার উদররোগের প্রধান কারণ। চরকে সিদ্ধিত আছে—“অগ্নিদোষান্ মহাব্যাণাং রোগগন্ধাঃ পৃথবিধাঃ।

মলবৃদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে বিশেষণোদরাণি চ॥”

মানুষের অগ্নিদোষ হইতেই পৃথক পৃথক নানাপ্রকার রোগ জন্মে; কিন্তু বিশেষতঃ ঐ কারণে মল বদ্ধ হইলে সকল প্রকার উদররোগ জন্মিয়া থাকে।

কিন্তু এই মত ধরিলে এখনকার চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে

সামঞ্জস্য করা হয়নি। উদররোগের লক্ষণ দেখিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে উহার ভিতরে অনেক রকম রোগ রহিয়াছে। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি (dilatation of the stomach); পাকস্থলীর ও অন্ত্রের ভিতরে উপশদার্থ (foreign bodies in the stomach and intestines); পাকস্থলী, অন্ত্রাবরক বিলি প্রভৃতি স্থানের ককটরোগ (cancer of the stomach, peritoneum &c.); পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি বন্ধে ছিদ্র (perforation of the stomach and intestines); গ্রীহার পুষ্ণাতন বিবৃদ্ধি (chronic enlargement of the spleen, ague-cake; leucocythæmia); গ্রীহার তরুণ প্রদাহ (acute splenitis); যকৃতের প্রদাহ (suppurative hepatitis); যকৃতে ফোঁট (abscess of the liver); যকৃতের বিকৃততা (cirrhosis); যকৃতে হাইটেডিড নামক কীট-পূর কোবার্জুদ (Hydatid cysts of the liver); অন্ত্রের স্থান বিশেষে ফোঁট; অন্ত্রাবরক বিলির প্রদাহ (peritonitis); অন্ত্রাবরক বিলি ও পেটের অন্ত অন্ত স্থানে টিউবর্কেল নামক বিচর্জিকাসঞ্চর (tubercular deposits in peritoneum, intestines &c.); অন্ত্রাবরোধ (abstraction of the bowels); জীলোকের জন্মায়ুর প্রদাহ (metritis); জন্মস্থানের জলসঞ্চর (ovarian dropsy); যকৃকের পীড়া (diseases of the kidneys); এই প্রকার অনেক পীড়া উদররোগের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

আমুর্বেদের মতে উদর রোগ আট প্রকার—১ বাতজনিত, ২ পিত্তজনিত, ৩ কফজনিত, ৪ ত্রিদোষজনিত, ৫ গ্রীহো-
দ্র, ৬ বৃক্কদ্র, ৭ আগন্তক, ৮ দকোদ্র। (ক)

চরকে লিখিত আছে যে,—অত্যন্ত উষ্ণ জ্বর, অত্যন্ত লবণ মিশ্রিত জ্বর, ক্রান্ত জ্বর, দাহজনক উষ্ণ জ্বর এবং অত্যন্ত অন্ন রস খাইলে; বমন বিরেচনাদি সংশোধনের পরে অনিহ্নমিত ভোজন করিলে; রক্ত, বিরক্ত এবং অবিভক্ত জ্বর খাইলে; গ্রীহা, অর্শ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইলে; বমনাদি ক্রিয়ার বিলম্ব ঘটিলে; কোম কোম পীড়ার বথাসময়ে প্রতীকার না হইলে; রক্ততা, বেগরোধ, শ্রোতসকলের দোষজনক ক্রিয়া; আমদোষ, সংকোচ; অতিভোজন; অর্শ;

বায়ুর ও মলের রোধ; অন্ত্রের ক্ষুঁতন ও জেল; বদোষের অতিশয় সঞ্চর এবং পাণ কণ্ড করিলে ও মন্দ্যাদি হইলে উদররোগ জন্মে। (খ)

উদররোগের সাধারণ লক্ষণ এইগুলি—

“হৃৎকোষান্নাটোপঃ শোকঃ পানকরত চ।

মন্দোহ্মিঃ স্রব্ধগতং কাশিকোদরলক্ষণম্।” চরক।

পেট কঁকা, পেট ডাকা, হাতে পায়ে শোথ; অগ্নিমান্দ্য, গণ্ড চিরণ ও ক্লম হইরা বাতরা, এইগুলি উদররোগের লক্ষণ।

মাধবকর লিখিয়াছেন যে,—

“আগ্নানং গমনেন্দ্রশক্তিদৌর্জল্যং হৃৎকলাগিতা।

শোথঃ সন্দনমন্ডানাং সন্ধ্যা বাতপূরীঘরোঃ।

দাহতত্ত্বা চ সর্কেষু কঠরেষু চ ভবন্তি হি।”

পেট কঁকা, চলিতে অক্ষমতা, হৃৎকলা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, শরীরের অবসন্নতা, বায়ুরোধ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ এবং তত্ত্বা এইগুলি সকল প্রকার উদররোগেই ঘটয়া থাকে। (গ)

উদররোগ জন্মিবার পূর্বে এই সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—ভালরূপ ক্ষুধা হয় না; স্বেপ্তা, শিথ এবং শুষ্ক অন্ন খাইলে অনেক শিলে তাহার পরিপাক হয়; কোন জ্বর খাইলে পেটের ভিতরে গরম হইয়া পরে তাহার পরিপাক হয়; ভুক্তজ্বর জীর্ণ হইয়াছে কি না রোগী তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারে না। ভোজন করিতে বেশ রুচি ও তৃপ্তি হয় না; পা একটু একটু ফুলিয়া উঠে; অন্ন শ্রম করিলে শরীর চূর্ণ হইয়া পড়ে এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে; মলবদ্ধ হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি; উদারবর্ত্তজনিত পেটের বয়না; বস্তিশূল, সন্ধিহানে বেদনা; অন্ন ভোজন করিলেও পেট কঁকিয়া উঠে এবং মোচ-
ড়াইতে থাকে। পেটের উপরে রেখা দেখা দেয় এবং

(খ) হৃৎকতে সংক্ষেপে ঠিক এরূপ কারণই লেখা হইয়াছে—

“হৃৎকলায়ে রহিতাশনত

সংকল্পপুত্যান্নিবেশনা।

স্নেহাদিমিথ্যাচরণাত জন্মো

বৃদ্ধিঃ গতাঃ কোষ্টমতি চ অপদাঃ।

জন্মাত্তিব্যাপ্তিলক্ষণানি

হৃৎকতি যোরাগুচরণি দোষাঃ।”

বাহার ভালরূপ অগ্নির তেজঃ নাই তেমন ব্যক্তি হৃৎকতি জ্বর ভোজন করিলে কিবা অতি ভোজন করিলে; কিবা সর্দা কড়কড় ও পাণ্ডভাত খাইলে; অথবা স্নেহাদি জ্বরের অথবা বায়হার করিলে কোষ্ঠপ্রতি বদোষের অধিক বৃদ্ধি হইলে উদররোগের সত উদররোগ জন্মে।

(গ) শোথ সকল প্রকার উদররোগেই সাধারণ লক্ষণ বলিয়া ধরিলে পিত্তোদর প্রভৃতির লক্ষণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিলে পড়ে।

(ক) পৃথকসমস্তরূপি তেহ দোষে:

গ্রীহোৎ বৃক্কদ্রঃ তথৈব।

আগন্তকং সন্তমমষ্টমক

দকোদরকতি বদন্তি তস্মি। (হৃৎকত)।

পেট চড়া দিয়া উঠে বলিয়া তাহাতে আর জিবলী থাকে না। চরক। (৪)।

এগুলি অনেক প্রকার পীড়ার পূর্বরূপ। বিশেষতঃ আলোপ্যাথী মতে বাহ্যিক ডিম্পেসিয়া অর্থাৎ অগ্নি-মান্দ্যরোগ কহে, ইহাতে তাহারই লক্ষণ অধিক। আবার এই পূর্বরূপ মধ্যে লেখা রহিয়াছে যে, “ঈষৎস্থান পানয়েঃ”। চরক। “পানপতন্য শোকঃ”। বৃহৎ। পানে অন্ন শোথ হইয়া থাকে। তাহা হইলে এ লক্ষণকে কোন ব্যাধির পূর্বরূপ বলিয়া বলা যায় না। কারণ বক্তৃতের, হৃৎপিণ্ডের, যকৃকের কিম্বা অন্ত্রাবরক বিদ্রী প্রভৃতি স্থানে প্রথমে একটি রোগ কিছুকাল সঞ্চিত থাকে। তাহার পর হ্রস্ব দেহের স্থানবিশেষে কিম্বা সর্বাঙ্গে ভালরূপ রক্তসঞ্চালন হইতে পায় না; কিম্বা শৈল্পিক বিদ্রী ও গ্রহি প্রভৃতির নিঃসৃত রস উপযুক্ত মত শুষ্ক হয় না; অথবা বেদমূত্র প্রয়োজনীয়রূপ নির্গত হইতে পারে না, তাহা হইলেই শরীরে শোথ জন্মে। কাজেই শোথ কোন পীড়ার পূর্বরূপ নহে।

উপরে যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, বক্তৃতের বিস্তৃ-কতা রোগ কিছুকাল থাকিলে এরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা।

চরকে বাতজনিত উদররোগের এই লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে—কৌকে, হাতে, পানে এবং অন্ত্রকোষে শোথ; পেটে হৃৎ কোটার মত বেদনা; কখন শরীরের বুদ্ধি এবং কখন শরীরের হ্রাস হয়; কৃষ্ণশূল, পার্শ্বশূল, উদার্বর্ত, অজমর্দ, পর্কভেদ, শুষ্ক কাসি, ক্লান্ততা, দৌর্বল্য, অরুচি, শরীরের অকোষস্থানে শুষ্কতা, বায়ু এবং মলমূত্র বদ্ধ হইয়া থাকে; নখ, চক্ষু, মুখ, হৃৎ এবং মলমূত্র, কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ মিশ্রিত এবং রক্তবর্ণ হয়; পেটে হৃৎ এবং কৃষ্ণবর্ণ রেখা ও শিরা প্রকাশ পায়; পেটের উপরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভিত্তির মত শব্দ হইতে থাকে এবং বায়ু উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বদিকে বেদনা জন্মাইয়া বিচরণ করে।

মাধবকরও লিখিয়াছেন—(তত্র বাতোদরে শোথঃ পানিপানাতিকৃষ্ণি) বাতোদরে হাতে, পানে, নাভিতে এবং কৃষ্ণিতে শোথ হয়। (৫)

(৪) বৃহৎ ও গ্রহ এইরূপ পূর্বরূপ লিখিয়াছেন—

তৎপূর্বরূপং বলবর্ণকাল্য

বলীধিনাশো জঠরে হি রাজাঃ।

জীর্ণাপরিজ্ঞানবিবাহবতো

বক্তৌ রজঃ পানপতন্য শোকঃ।

(৫) বৃহৎ বাতোদরের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

সংগৃহ পার্শ্বোদরপৃষ্ঠভাজী

এখানে বড় গোল। কোন পীড়ার সঙ্গে উপরের লক্ষণ-গুলির সামঞ্জস্য করা হইতে পারে? নাভিতে এবং কৃষ্ণিতে শোথ, এমন কথা বলিলে, নাভির এবং কৃষ্ণির উপরে শোথ—এরূপ কখন ঘটিতে পারে না। ইহার দ্বারা পেটের ভিতরে অন্ত্রাবরক বিদ্রীতেই জলসঞ্চয়ের কথা বলা হইতেছে। ঐ বিদ্রীতে জল জমিলে নাভিতে এবং কৃষ্ণিতে পৃথক্ করিয়া শোথ হয় না; এক স্থানের শোথেই সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। কেবল রোগী ভিন্ন ভিন্ন স্তরমে পার্শ্ব পরিবর্তন করিলে নিজের অন্ত্রস্থ হেতু জল নিরসিকে গিয়া পড়ে। জল অধিক হইলে উহা সমস্ত উদর ব্যাপিয়া থাকে। জল অল্প হইলে রোগী যদি উঠিয়া পীড়ার তাহা হইলে উহা নাভির নিরসিকে আসিয়া পড়ে। রোগী বাম পাশে শুইলে বাম কোঁকে আসে; দক্ষিণ পাশে শুইলে দক্ষিণ কোঁকে আসে, হুই হাতের এবং হুই পায়ের উপর ভর দিয়া চক্ষুশব্দ জন্মের মত পীড়াইলে নাভির মধ্যস্থলে আসিয়া জল ঠেলিয়া উঠে। আবার মাটিতে মাথা রাখিয়া উর্দ্ধদিকে পা তুলিলে বুকের দিকে জল সরিয়া আসে। কাজেই নাভিতে ও কৃষ্ণিতে পৃথক্ করিয়া শোথ হইতে পারে না।

তাহার পর আরও গোল রহিয়াছে। যদি বাতোদরেও পেটে জলসঞ্চয় হয়, তবে উদরকোদর হইতে ইহার প্রভেদ কি? এখন এ কথাই মীমাংসা করা কঠিন। কারণ উপরের লিখিত লক্ষণগুলি যে সময়ে সঞ্চিত হইয়াছিল, তখন আব্রুর্বেদের আচার্য্যেরা শোথকে অন্তরূপ বলিয়া জানিতেন।

বাতোদরের যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন বাস্তবিক রোগের সামঞ্জস্য করা দুষ্কর। তবে উদর মধ্যে ককটাদি রোগে হাতে পানে শোথ, জলোদরী, এবং তাহার উপরে আগ্রাসন থাকিলে এরূপ লক্ষণ ঘটিতে পারে। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি রোগেও এরূপ লক্ষণ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই রোগের বহন একটি প্রধান উপসর্গ।

একটি লোকের বক্তৃতের বিস্তৃকতা রোগ হইয়াছিল। প্রথমে অগ্নিমান্দ্য, অপরাহ্নে অন্ন অন্ন অরবেগ, তাহার পরে প্রথমে পানে শোথ, শেষে বুবে এবং হাতে শোথ এবং পেট জলে পরিপূর্ণ হইল। এই অবস্থায় কোন গ্রন্থি কবিরাজ তাহাকে দেখিয়া রোগটি বাতোদর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু রোগীর পেট হইতে অনুন্ন পনর সের জল বাহির করা হইল।

ব'বর্ততে কৃষ্ণলিরাবদম্। *

সপুলনানাহবদ্রগ্রনকম্।

সতোদন্তেবং পবনাক্তম্।

অন্ত একটি লোকের প্রজাবের পীড়ার অন্ত হাতে পায় এবং সুখে শোধ হইয়াছিল। পরে এক দিন বাণী বাজাইতে বাজাইতে তাহার বায়ুশূল (Flatulent colic) উপস্থিত হয়। জনৈক প্রথিতনামা বৈদ্য রোগটি বাতোরদ বলিয়া হির করিলেন।

অন্তএব বাহারী বদেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাকেন এইরূপ স্থলে উহাদিগকে বড় গোলে পড়িতে হয়।

পিত্তোরদের লক্ষণও এইরূপ গোল। চরক সংহিতায় লিখিত আছে যে, এইরূপ উদররোগে রোগীর দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, অতীসার এবং ভ্রম হইয়া থাকে। সুখে কষ্ট আবাদ হয়। নখ, চক্ষু, মুখ, ঝক এবং মলমূত্রের সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। পেটে নীল, পীত, হরিত এবং তাম্রবর্ণ রেখা ও শিরা দেখা দেয়। আর দাহ, তাপ, উলগারে ধূম নির্গম, উকরোধ, বর্ষ, ক্রম নিঃসরণ এবং টিপিলে কোমল বোধ হয় ও শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

পিত্তোরদের পেটের কোন স্থান পাকিয়া থাকে, সূক্ষ্মতে এমন কথা লিখিত হয় নাই। উহাতে সংক্ষেপে এই কয়টি লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—পিত্তোরদের মুখশোব, তৃষ্ণা, জ্বর এবং দাহ হইয়া থাকে। শরীর পীতবর্ণ হয়। শিরা সমস্ত পীতবর্ণ এবং চক্ষু, নখ, মুখ ও মলমূত্র পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ অল্পে অল্পে বহুদিনে বৃদ্ধি হয়। (চ)

সঞ্চিত বস্তুর পীড়ার পরিণামে উহা যদি পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

চরকে প্রেরজনিত উদররোগের এই লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে—ইহাতে রোগীর ভারবোধ, অরুচি, অপাক ও অজমর্দ হয়। দেহের বেশী লাড় থাকে না। হাতে, পায়ের এবং মুখে শোধ হয়। গা বমি বমি করিতে থাকে। সর্কাদা নিদ্রাবল্য এবং কাসি ও শ্বাস হয়। নখ, চক্ষু, মুখ ও মলমূত্র এবং ঝক শ্বেতবর্ণ হয়। পেটে গুরুবর্ণ রেখা ও শিরা প্রকাশ পায়। ইহাতে উদর গুরু, তিমিত, হির ও কঠিন হইয়া থাকে। (ছ)

- (চ) বহোবত্বকা অরদাহযুক্তঃ
পীতঃ শিরা বহু ভবন্তি পীড়াঃ।
পীতাক্ষিমুত্রমখাননন্ত
পিত্তোরঃ তরু চিরাতিবৃদ্ধি।
সূক্ষ্মতেও লিখিত হইয়াছে—
বহুভীতলঃ গুরুশিরাবনজঃ
মক্ষঃ হিরঃ গুরুবর্ণলিনতঃ।
দিশ্বঃ বহুভোজকযুক্তঃ সসানঃ
ককোরঃ তরু চিরাতিবৃদ্ধি।

নানি প্রকার বৃদ্ধরোগে এবং জ্বররোগে এই প্রকার লক্ষণ ঘটিতে পারে।

ত্রিদোষজনিত উদররোগে বাতোরদ, পিত্তোরদ এবং ককোরদ এই তিন প্রকার উদররোগের লক্ষণ এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে।

প্রীহোরদ সবন্ধে চরকে লিখিত হইয়াছে—

অসিতল্যাতিসংকোভাদ্বানযানান্তিচেষ্টিতৈঃ।

অতিব্যবারভারাক্ষবমনব্যাদিকর্ষণৈঃ।

বামপার্শ্বস্থিতঃ প্রীহাচ্যুতঃ স্থানং প্রবর্ততে।

শোণিতং বা রসাদিত্যো বিকৃঙ্কন্তং বিবর্তয়েৎ।

ইতিতস্য প্রীহা কঠিনোহর্ষিলেবাদৌ বর্দ্ধমানকচ্ছপংস্থান উপলভ্যতে। স চোপেক্ষিতঃ ক্রমেণ কুক্ষিং জঠরমধ্যবিষ্ঠা-
নক পরিষ্কিপন্নুদরমন্তিনিবর্তরতি।

ভোজনের পরে অঙ্গাদির অধিক চালনা; যানে গমন; যানে শরীরের অধিক সঞ্চালন; অতিরিক্ত খ্রীসংসর্গ; ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার বহন; অধিক পথ ভ্রমণ; এবং বমন ও ব্যাধিধারা শরীর অধিক প্রানিয়ুক্ত হইলে পীড়ারের বাম পার্শ্বস্থিত 'প্রীহা' স্থান অষ্ট হইয়া বাড়িতে থাকে কিম্বা রসাদি দ্বারা রক্ত অভিশ্রব বৃদ্ধি হইলে সেই বর্দ্ধমান প্রীহা আরও বাড়িয়া উঠে।

[প্রীহোরদের লক্ষণ এবং প্রীহাবন্ধে যে সমস্ত পীড়া জন্মিতে পারে, সে সকলের বিবরণ প্রীহা শব্দে দেখ। বন্ধু উভয়ের লক্ষণ বন্ধু শব্দে দেখ।]

চরকে বহোদরদের লক্ষণ এবং নিদান এইরূপ লিখিত হইয়াছে—খাদ্য জ্বেরয় সঙ্গে চক্ষুর লোম কিম্বা চুল পেটে গেলে উদাবর্ত, জর্শ, এবং অঙ্গসমূহের প্রতৃতি কোন রোগ থাকিলে মলবার বন্ধ হয়। তাহাতে অপান বায়ুর পথ রুদ্ধ হওয়ার উহা সুপিত হইয়া ঘাঘরি, মল, পিত্ত এবং বেগ রুদ্ধ করে। তজ্জন্য বহোদর রোগ জন্মে।

ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর এবং মুখশোব ও তালুশোব হয়। উরু অবসর হইয়া পড়ে। শ্বাস, কাস, দোর্দল্য, অরুচি, অপাক, মলমূত্র বন্ধ, আত্মান, বমি, কন্দ। শিরঃপীড়া, জ্বরে বেদনা, নাভিশূল এবং উদরে বেদনা হয়। এই পীড়ার উদর হির হইয়া থাকে। পেটের উপরে রক্তবর্ণ এবং নীলবর্ণ রেখা ও শিরা দেখা দেয়। কিম্বা রেখাগুলি

ককোরদের উদর পীতল, গুরুবর্ণ শিরা দ্বারা ব্যাধ, চিকণ এবং হির হইয়া থাকে। ইহাতে নখ এবং মুখ গুরুবর্ণ হয়। এবং পেট দৃঢ় ও মহাপোষণযুক্ত হইয়া উঠে। আর বেহ অবসর হইয়া পড়ে। এই উদর রোগ অনেক বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শাঙ্খিক উপরে পোপুজের স্যার আকার ধারণ করিয়া বাড়িতে থাকে। ইহাকে বন্ধ্যার বা বন্ধবোধরও কহে।

এইটা ডাক্তারি মতের অব্যবোধ শীতা (obstruction of the bowels) পাকস্থলী প্রভৃতি স্থানে ককটরোগ, পুরাতন রক্তাধীশ্বর রোগ প্রভৃতি অনেক কারণে অল্পপথ বন্ধ হইতে পারে।

অস্বাসির সঙ্গে কীকর, তৃণ, কাঠি, হাড়, কাঁটা প্রভৃতি দ্রব্য থাকিলে ইটি এবং অভিজ্ঞজন দ্বারা পরে অস্ত্রে ছিদ্র হইয়া যায়, তখন অরব্যাক্রমাদি ভুক্তদ্রব্য সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া মলবার ও অস্ত্র পূরণ করে, ক্রমে সেই রস শাঙ্খিক নিরে ভসিয়া উদকোদর এবং বাতাদি বে দোষের আধিক্য হয় সেই দোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। এই প্রকার উদররোগে নীল, শীত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ ও অপক মল নির্গত হয় এবং হিকা, শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, প্রমেহ, অরুচি, অশরিনাক ও ঘোঁরলাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক)। এই উদররোগ ডাক্তারি মতের Perforation of the bowels and stomach.

অজ্ঞান শিশুরা অনেক প্রকার দ্রব্য মুখে পুরিয়া থাকিয়া ফেলে। পাগলেরাও চুল, দড়ী, ছোট পাথর থাকিয়া থাকে। ডাক্তার পোনক একটি উন্নত বালিকার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বালিকাটির বয়সক্রমে ১৮ আঠার বৎসর। তাহার পেটের উপরে আবেশ মত কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। ভোজন করিলে পর বমন হইত। ইহাই তাহার উপসর্গ, কিছু দিন পরে বালিকাটির মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া দেখেন, পাকস্থলীর আধিকাংশ স্থান চুলের ও দড়ীর গোছাতে পরিপূর্ণ। কতকগুলো চুল ও দড়ী পাকস্থলীর দক্ষিণ দিকের মুখে বন্ধ হইয়া আছে, আর এক গোছা চুল ও দড়ী বাদশাকুলার মধ্যে এবং শুল্কাজের উপরে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বফনিল একটি উন্নত অপমার রোগীর কথা লিখিয়াছেন। ২২ বাইশ বৎসর বয়সক্রমে অস্ত্রবেষ্টিক্রিমির প্রদাহ রোগে (peritonitis) তাহার মৃত্যু হয়। পাকস্থলীর স্বল্পবক্রাংশে (lesser curvature) আধূলি পরিমিত একটি ছিদ্র হইয়াছিল। ছিদ্রের চারিদিকে কত এবং কত স্থান দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পাকস্থলী কাটিলে তাহার ভিতর হইতে সাত সের ওজনের চূণ মৃত্তা এবং নারিকেলের ছোবড়া বাহির হইল।

হেম্যান লিখিয়াছেন যে, একটি শিশু মুখ ব্যানন করিয়া শুইয়া ঘুমাইতে ছিল। হঠাৎ একটি মেণ্ডী ইন্দুর আসিয়া তাহার মুখের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কিছু পরিশেষে ইন্দুরটা

পট্টা বলদার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কাঁহাতে কোন উপদ্রব ঘটে নাই।

সোনি-এ-বোরে একটি শ্রীলোকের বিবরণ লিখিয়াছেন। সে এগার ভাড়া পেরেক এবং ছোট ছোট কীসাদি কুচি গিলিয়াছিল। অম্ম মার্শাল লিখিয়াছেন যে, একটি শ্রীলোকের পাকস্থলীতে প্রায় পাঁচ ছটাক মৃত্তা ছিল, তন্নির বাদশাকুল অস্ত্র ও অনেকগুলি মৃত্তা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

শোলাও একটি রোগীর কথা লিখিয়াছেন, তাহার বাদশাকুল অস্ত্রের সমুখ দিকে ছিদ্র হইয়া যায়। তাহার পাকস্থলীর ও অস্ত্রের মধ্যে পাঁচ পোরা ওজনের চামিচা ভাঙ্গা, পেরেক, পাথর প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য ছিল।

ঐ সকল কারণ ভিন্ন আরও অনেক কারণে পাকস্থলীতে এবং অস্ত্রে ছিদ্র হইতে পারে। পাকস্থলীতে, বন্ধুতে এবং শ্রীহাতে ফোড়া হইলে পাকস্থলীতে ছিদ্র হইতে পারে। ককট রোগে, পুরাতন রক্তাধীশ্বারে এবং অস্ত্র অর প্রভৃতি রোগেও অস্ত্রে ছিদ্র হয়। বন্ধু হইতে বড় পাথুরী নামিয়া অস্ত্রের কোন স্থানে বন্ধ হইয়া গেলে সেখানে কত ও ছিদ্র হইতে পারে।

অস্ত্রে ছিদ্র হইবার সময়ে হঠাৎ রোগীর অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। পেটে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়। কাহার অধিক কাহারও অর হিকা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন রোগীর কিছুই হিকা হয় না। ঘন ঘন ওয়াক উঠে ও বমন হয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম বাহির হয়; কাহারও সর্দাজ ঘর্মে ভাসিয়া যায়। রোগী পাশ্চাত্যেরা অস্থিরভাবে শুইয়া থাকে; নড়িতে চড়িতে কিবা কথা কহিতে চায় না। নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট বোধ হয়। নাড়ী ক্ষীণ, চঞ্চল এবং চাপা হইয়া পড়ে, মুখশ্রী বিবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক; অতিশয় তৃষ্ণা, পেট অস্ত্র চাপিলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। এই অবস্থার রোগী অবসর হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করে। কাহারও অবস্থা দিন কতক একটু ভাল বোধ হয়, কিন্তু পরিশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অস্ত্রে ছিদ্র হইলে কোন কোন রোগীর অস্ত্রবেষ্টিক্রিমির প্রদাহ হয়।

উদকোদর, দকোদর, অলোদর—চলিত কথায় ইহাকেই আমরা উদরী বলিয়া থাকি। চরকে লিখিত আছে,— যে ব্যক্তি অধিক রেহ পান করে, কিবা বাহার অগ্নির তেজঃ নাই এবং বে ক্ষীণ ও ক্লান্ত হইয়াছে, তখন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে জল পান করিলে অধ্যাত্মিক হয়, তখন দানু ক্রোধ স্থানে অবস্থিত করিতে থাকে, ক্রমে শ্রোত সকলের পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং ঐ পীত জলের দ্বারা ককট বাড়িয়া

উঠে। পল্লিপেদে উভয়েই স্বস্থান হইতে পিতৃ জলের হৃদি করিয়া উদররোগ জন্মায়। এই উদররোগে ডোমলে ইচ্ছা থাকে না। তৃষ্ণা, ক্ষুধা, শূল, বাস, কাস, বৌর্জল্য এবং পেটে নানা বর্ণের রোগ ও শিরা বেধা ঘের। পেটে আঘাত করিলে জলগুর্ণ ভিড়ির মত কল্প অস্থির করা যায়।

এইট ডাঙ্কাণি মতের অসাইটিস্ (Ascites) রোগ। দোকানের নিম্নে একটি বিশেষ ব্যাধি নর, ইহা অত অত রোগের শেষ অবস্থার একটি লক্ষণ মাত্র। যকৃতের বিতণ্ড রোগ, পুরাতন গ্রীহা রোগ, পুরাতন অস্ত্রবেষ্ট প্রদাহ, পুরাতন রক্তাতিসার প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের শেষমশার উদরী হইতে পারে। তবে শৈত্য লাগিয়া ও কোন কোন ব্যক্তির উদরী হয়। এই প্রকার উদরী জ্ঞান্য।

কোন সজিক পীড়ার পিরাসমূহে ডালতল রক্তসঞ্চালন না হইলে কিম্বা রক্তে আণুমানিক পদার্থ ঘন হইয়া পড়িলে অস্ত্রবেষ্টক্লিতে জল সঞ্চয় হয়; কিন্তু প্রথমেই উদরে জল বৃদ্ধি হয় না। আগে হাতে পারে শোথ হয়, অবশেষে উদরে জল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যকৃতের পীড়ার হাতপারে শোথ না হইলেও উদরী হইতে পারে।

কোন কোন রোগীর পেটে অন্ন পরিমিত জল থাকে; কোন কোন রোগীর পেটে অর্ধমণেরও অধিক জল থাকিতে দেখা গিয়াছে। একটি উদরী রোগীর পেটে জলের সঙ্গে ছরট বড় বড় পোকা ছিল। আমাদের দেশের সার গাদার কিম্বা পুরাতন পচা মজিনাগাছে যে প্রকার জীব হরিজাবর্ণ বড় বড় ও মোটা মোটা কীট থাকে, ঐ পোকাগুলো দেখিতে ঠিক সেই রকম। মুখ ও মাথা কৃষ্ণবর্ণ মলবার কৃষ্ণবর্ণ। পিঠের উপরে সারি সারি গাঁইট। প্রায় তিন অঙ্গুলি লম্বা, সেড় অঙ্গুলি বেড়। মুখে কাছুর মত ভীত দাঁড়া। সকল-গুলিই জীবিত ছিল। জল ও বায়ুজ্বের সঙ্গে অনেক কীট উদরস্থ হয় এবং পেটে সেই সকল কীট মরিয়া না গেলে নানা প্রকার পীড়া জন্মে। বোধ করি ঐ সকল কীট কোন প্রকারে উদরস্থ হইয়াছিল। তাহার পর ক্ষুত্রাবস্থায় অন্ন ভেদ করিয়া অস্ত্রবেষ্ট ক্লিতে প্রবেশ করে। পরিণামে উহারই উৎপত্তা হেতু উদরী রোগ জন্মিয়া থাকিবে। উদরী হইলে রোগী প্রায় লক্ষ্যসম জীবিত ছিলেন।

উদরীর জল অনেক স্থানে বেশ পরিষ্কার। কোন কোন রোগীর জল ঘোলা এবং কাহারও পেটে হরিজাবর্ণ জল থাকে। ঐ জলের সন্ধান গানের সন্ধানের সঙ্গে সমান। উহাতে লবণাংশ, আণুমানিক পদার্থ এবং বিভিন্ন থাকে। পেটে অধিক জল সঞ্চিত হইলে বহুঃ, গ্রীহা এক কৃষ্ণ

বীরত ও ছোট হইয়া যায়। অস্ত্র-উদর-বর্ধে বেষ্ট (diaphragm) উপরদিকে তৈলিয়া উঠে।

উদরী হইলে প্রথমে পেটে ভার বোধ হয়। ক্ষুধা হান্য হইয়া থাকে; কোষ্ঠ ভিড়ি হয় না। প্রাণ্য ডালতল পরিষ্কার হয় না। ক্রমে জলের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িলে শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে পেট আরও বড় হইলে পেটের উপরে ও অস্ত্রকোষে এবং পুরুবায়ে শোথ হয় এবং পেটের উপরে শিরা বেধা ঘের। পেটে আঘাত করিলে টল টল করিতে থাকে।

উদর রোগের একটি সামান্য চিকিৎসাধিনি আছে, ইহাতে বিশেষ কিছুই করিবার বো নাই। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে উদর রোগ নিজে একটি বড় পীড়া নর। অতএব মূল পীড়া নিশ্চিত করিয়া তাহারই চিকিৎসা করা কর্তব্য।

চরকে উদররোগের অসাধ্য লক্ষণগুলি বেশ ভাল করিয়া লেখা আছে। যথা

ভদাতুরমুপজবাঃ স্পৃশতি হৃদ্যভেদভীহারতমক-

তৃকা-বাস-কাস-হিকা-বৌর্জল্যপার্শ্বশূলারুচি

স্বরভেদমুদ্রসজাদনতথাবিধমতিকিৎস্তং বিদ্যাদিতি।

বমন, অতীসার, তমক, শিপাসা, শ্বাস, কাস, হিকা, বৌর্জল্য, পার্শ্বশূল, অরুচি, স্বরভেদ, মুদ্ররোধ প্রভৃতি এইরূপ উপদর্গ হইলে সে প্রকার রোগীকে অতিকিৎস্ত বলিয়া জানিবে।

পক্ষাঘাতশ্চ তুর্জং সর্কং জাতেন্দকং যথা।

প্রাণো ভবত্যাভাবার হিহ্মাশ্রং বোধনং নৃণাম্।

বন্ধুদোদর, সকল প্রকার জলোদরী এবং হিহ্মাশ্রোদর ভোগ হইলে প্রায় এক পক্ষের পরে মাহুনের মৃত্যু হয়।

শূন্যকং কুটিলোগমপরিষ্কৃততত্ত্বচন্দ্র।

বলশোণিতমাংসারিগরিকীপক সন্ধ্যাজেৎ ॥

শরথঃ সর্কমর্দোথঃ শাসো হিকাভুতিঃ সত্বট্।

মূর্ছাহৃদ্যভীহারশ্চ নিহন্ত্যনরিণং নরম্ ॥

চকুতে শোথ হইলে, পুরুবায়ে বন্ধ হইয়া পড়িলে, চর্ম ক্রেনবৃত্ত ও পাতলা হইলে এবং বল, রক্ত, বাস এবং ক্ষুধা নিভেজ হইলে সেইরূপ উদররোগীকে পরিচ্যাগ করিবে।

সকল বর্গ স্থান হইতে শোথ হইলে, শ্বাস, হিকা, অরুচি, তৃকা, মূর্ছা, বমন, অতীসার, প্রভৃতি উপদর্গ হইলে সে উদরী রোগীর মৃত্যু হয়।

উদররোগে বিরুদ্ধক ঔষধ, গিতকারি প্ররোগ এবং বেরই ঔষধপ্রায়ে প্রধান চিকিৎসা। ভিড়ির অন্য অন্য অনেক প্রকারও উদর-স্তব্ধতা করে।

উদরকরুণেন্নসংলগ্নংগ্রহে বখা।

অলোদরারিস।

শিশুরী মরিচ তাত্র রজনীচূর্ণসংযুক্ত।

সুহীকারৈদিনং সর্ক্যং তুলাজৈপালবীজকম্।

বিকং বাবেকিরকং তাত্র সর্ক্যো হস্তি অলোদরম্।

হেতমানাক সর্ক্যোং নব্যং ভক্তনে হিতম্।

দিনাতে ত-অনাতক্যরং বা সুনসূকম্।

শিশুরী, মরিচ, (মারিত) তাত্র, বলিরা, হরিজা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ সহীরা এক দিবস সিঞ্চার হুখে মর্দন করিবে, অনন্তর ইহার সহিত অন্নপাল বীজের চূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া দুই রতি প্রমাণ কটকা করিবে। এই ঔষধ তরুণে অলোদর রোগ সদ্যই বিমোহ প্রাপ্ত হয়। সর্ক্যাকার বিরচনেই বধিযুক্ত অন্ন, বিরচন শুভন করে অতএব এই ঔষধ সেবনে দিনাতে বধিযুক্ত অন্ন অথবা সুগের সুগের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহাকে অলোদরারি-রস কহে।

উদর যোগাধিকারে ইচ্ছাতেলী রস বখা।

“তলী মরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটলণং।

জৈপালো বিগুণঃ প্রোক্তঃ সর্ক্যমেকত্র চূর্ণয়েৎ।

ইচ্ছাতেলী বিগুণঃ স্তীং সিতরা সহ দাগয়েৎ।

পিবেতু চূর্ণকান্ বাবৎ তাবদ্বায়ান বিরচয়েৎ।”

তলী মরিচ (শোধিত) পারদ, গন্ধক, সোহাগা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ ও অন্নপালবীজ দুই ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুই দুই রতি পরিমাণে চিনির সহিত খাইবে। ইহার নাম ইচ্ছাতেলী রস। এই ঔষধ খাইয়া বত গণ্ড্ব জল পান করা বার তত বার বিরচন হইয়া থাকে।

পেটে জল জমিলে এখনকার ডাক্তারদের মত প্রাচীন আয়ুর্বেদচার্যেরাও সেই জল বাহির করিয়া দিতেন। “জাতঃ জাতঃ জলং প্রাণ্যমেবং তৎপাতরেতিবক্।” জাতোদক উদররোগে জল জমিলেই চিকিৎসক সেই জল বাহির করিয়া নিরা তাহার নিপাতন করিবেন।

পূর্বোক্তাৰ্থেন্না কি প্রকারে জল বাহির করিয়া দিতেন, হারীত নামক বৈদ্যকগ্রহে তাহার উল্লেখ আছে। বখা,—

“তন্নাতোভবনীভাগে বর্জয়িত্বাভুলঘটম্।

জলনাড়ীকাহ্নত কুশপত্রং বেটরং।

এরুজলনালক তত্র সকারয়েদ্বুধঃ।

অন্তর্গতং জলং প্রাব্যং ততঃ সকারয়েদ্বুধঃ।

বদা ন ধরতে ততঃ তদা দ্বাঃ প্রপত্ততে।

কণ্ডককং পরিমাণ্য-যুক্তং দেহং চতুঃকং।

তলীবিধা সন্ম পাত্য পানমাশেপনং হিতম্।

শল্ককং ভিবক্শ্রেষ্ঠো বিজাতেনৈব কারয়েৎ।

হুফরং শল্ককরৈব লক্ষ্য্যাদ্ বজ্জ তত্র কুঃ।

অক্রিয়ারাং প্রবো মুক্যুঃ ক্রিয়ারাং সংশয়ো ভবেৎ।

তন্নাতবত্কর্তব্যাবীকরং সাক্ষিকারিণা।”

সেই হেতু নাতির বলির দিকে দুই অঙ্গুলি পরিভ্রাণ করিয়া জলনাড়ী ঠিক করিয়া কুশপত্র দ্বারা বেটন করিবে। ভেদেস্তা পত্রের দল তাহার মধ্যে সকারিত করিয়া অন্তর্গত জল বাহির করিয়া দিবে; তদনন্তর শল্কর তাহা বজ্জ করিয়া দিবে; যদি জল নির্গমন বন্ধ না হয় তবে দাহ করাই প্রাপ্ত। জল নিঃপ্রাব করিয়া জীরকের কক ও চতুঃকং যুতের সহিত সমভাগ শুঠ ও বিহার সহিত পাক করিয়া পান ও আশেপন করিলে উপকার হইবে। আর এক কথা এই যে, অতিশয় নিপুণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অত্র কার্য্য করাইবে, অত্র কর্ণ অত্যন্ত হুফর, যেখানে সেখানে তাহা প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে অত্র কর্ণ না করিলে নিশ্চয়ই মুক্যু হয়, কিন্তু অত্র কর্ণ করিলে সংশয় হয় অর্থাৎ বাটিলেও বাটিতে পারে। অতএব ভৈরবকে সাক্ষী করিয়া অবশ্যই অলোদরে অত্র কর্ণ করা কর্তব্য।

জল বাহির করিলে অনেক স্থলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে না, ইহাতে কেবল বস্ত্রগার লাঘব হয়। জল বাহির করিলে অত্র দিম পরেই পুনর্বার জলে পেট পরিপূর্ণ হয় এবং লীজই রোগীর মুক্যু ঘটে। কিন্তু ভিতরে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম পীড়া না থাকিলে এই প্রক্রিয়ার রোগী আরোগ্য লাভ করে।

উদরগ্রন্থি (পুং) উদরত গ্রন্থিবিধ। অনুরোগ। (অনুঃ ভাহ্নরগ্রন্থিঃ। হেম ৩। ১৩৩।)

উদরক্রোণ (ক্লী) উদরত ক্রোণো বস্মাৎ। কোদরবন্ধ, নাগোদ। (নাগোদসুদরক্রোণঃ। হেম ৩। ৪৩২।)

উদরশি (পুং) উৎ-শ- (উদত্শিৎ। উৎ ৪। ৮।) ইতি অখিন্-চিৎ। ১ সঙ্কু। ২ সূর্য। (ভবেহুদরশিঃ পুংসি সঙ্কুঃ চ বিরম্ভণৌ। মেদিনী।)

উদরপরতা (ক্লী) রোগ বিশেষ, ইহাতে অতিশয় খাইতে ইচ্ছা হয়।

উদরপরায়ণ (ত্রি) উদরং উদরপূরণেব পরং অন্নং প্রদানান্তরো যত্র বদা উদরে বিবরে পরায়ণ আশক্তঃ। পেটুক, উদরপূরণে ব্যগ্র।

উদরশিপিপাত (ত্রি) উদরত তৎপূরণার শিপিপাত ইব।

বধেচ্ছাহারী, যে বাহা পায় তাইই বাহ। সর্কারতকক।
 (উদরপিপাচ: সর্কারীন: সর্কারতকক:। হেম ৩।২২।)
 উদরভঙ্গ (পুং) উদরভঙ্গ:। পেট ভাঙ্গা, ভেদ হওয়া।
 উদরভ্রমি (জি) উদরং বিভ্রমি উদর (পা ৩।২।২৬
 সূত্রাৎ "আশ্বিনোবুধগম ইন্প্রত্যাহা। অহুত সমুদ্রগা-
 শ্চকার। ইতি সিং কো"। ইন্-মুচ। আশ্বভ্রমি, পেটু।
 (কৃষ্ণভ্রমিরামভ্রমিরুদরভ্রমি:। হেম ৩।৯১।)
 উদররোগ (পুং) উদরী। [উদর দেখ।]
 উদরশাণ্ডিল্য (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত সত্য ৩ অ:।)
 উদরান্থান (ক্ৰী) উদরত আন্থানং। পেট কাঁপা।
 উদরাময় (পুং) উদরত আময়:। রোগবিশেষ। পেটের
 পীড়া। [অতিসার দেখ।]
 উদরাবর্ত (পুং) উদরে আবর্ত ইব। নাতি।
 উদরাবেষ্ট (পুং) ক্রিমি।
 উদরিল (জি) উদর-(তুন্দাদিত্য ইলচ্। পা ৫।২।
 ১১৭।) ইতি ইলচ্। উদরী, ভূঁড়িয়া। (পিচণ্ডিলো
 বৃহৎকৃষ্ণিন্দ্রি তুন্দিক-তুন্দিলা:। উদযুদরিলে। হেম
 ৩।১১৪।)
 উদরিণী (ক্ৰী) উদর-ইনি-ণীপ্। গর্ভবতী। অন্ত:সম্বা।
 (অন্তর্ভবী গুর্ভিণী স্যাৎ গর্ভবত্যাৱরিণী। হেম ৩।২০২।)
 উদরী [ন্] (জি) উদর-ইনি। ভূঁড়িয়া। [উদরিল
 দেখ।]
 উদর্ক (পুং) উৎ-অচ-ঘঞ্। ১ উত্তরকাল। ২ ভাবিকল।
 ৩ মদনকণ্টক বৃক্ষ, ময়না গাছের কাঁটা। (উদর্ক এবাৎ-
 কালে তৎফলে মদনকণ্টকে। মেদিনী।) ৪ অন্তিম, শেষ
 (অক্ প্রাতি ১৫।৮।)
 উদর্চি: [স্] (পুং) উদাত্তমর্চি: শিখা বস্ত্র। ১ অগ্নি।
 (বিভাবস্থ: সপ্তোদর্চি:। হেম। ৪।১৬।৬।) ২ শিব।
 উদাত্তং প্রভা বস্মাৎ (জি) উৎপ্রভ, প্রভাষিত, প্রজ্জলিত।
 ("কুশানৌকদর্চিষ:।" রঘু ৭।২১।)
 উদদ (পুং) উৎ-অদ-অচ্। রোগবিশেষ। বোলতা
 কামড়াইলে দষ্ট স্থানে শোথ জন্মায়। তৎসঙ্গে যদি ব্যথা
 হয় ও সড়-সড় করিতে থাকে এবং ছর্দি অন্ন ও বিদাহ
 হয় তাহাকে উদদরোগ কহে।
 উদলাবণিক (জি) উদলবণ-ঠক্। লবণ ও জল দিয়া
 সিদ্ধ ব্যঞ্জনাদি।
 উদবাসিত (ক্ৰি) উদুর্ভবমগীরতে-অ। উদ-অব-বিঞ-বহ
 বহনে বা-ক্ত। তবন, বাটী (আলরো নিগরশালানতোদ-
 -মসিঙং কুলম্। হেম ৪।৫৬)

উদবাস (পুং) উদকে অত্যাধ বসিঃ। পক্ষ্যে থাক-বাহন-
 বিবৃহ। পা ৬।৩।৫৮ শেবক্, বাস, বাহন ও বি শব্দের
 উত্তরে থাকিলে উদ-আদেশ হয়।) ইতি উদাদেশ। ত্রত
 গালন অত্র অগে বাস।
 উদবাহ (পুং) জলবাহক (অক্ ৫।৪০।৩।)
 উদশরাব (পুং) জলপূর্ণ শরাবঃ। (হালোগ্য-৮।৮।১।)
 উদশ্রু (জি) উদাত্তমর্চ-বস্ত্র। প্রা-বহুতী। নির্গতাক,
 বাহার অঙ্গ নির্গত হইরাছে।
 উদধিৎ (ক্ৰী) উদকেন যয়তি বহুতে উদ-ধি কিপ্ কুন্।
 অর্ধ জলযুক্ত, ঘোলা।
 উদন্ত (জি) উৎ-অস-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ বহিষ্কৃত।
 উদহরণ (পুং) উদকং হরণতে অর্জনে-ক-করণে হাট্।
 কুত, কলস। ('উদহরণঃ কলবা:।' ইতি কাতীর শ্রোত-
 ভাবে ককাচার্য ৯।২।২০।)
 উদহার (জি) উদকং হরতি ক-অণ্, উদাদেশ। জল-
 হারক। ভাবে ঘঞ্। জলহরণ।
 উদাজ (পুং) উদ-অজ-ঘঞ্। (অভিব্রজ্যোচ্চ। পা ৭।
 ৩।৬০ ইতি সূত্রাৎ কবর্ণাদেশো ন ভাৎ।) প্রেরণ। 'উদাজ:
 কজিরাগাম্' (প্রেরণম্) ইতি সি. কো।
 উদাত্ত (পুং) উৎ-আ-না-ক্ত। ১ বরভেদ। "উচ্চৈক-
 দাত্ত:।" পা ১।২।২২। ভাষাদিষু সভাগেষু স্থানেবর্ক-
 ভাগে নিশ্চয়োহুদাত্ত:। সিং কো"। মুখের ভিতর তালু
 প্রভৃতি উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয় তাহাই
 উদাত্ত। [অহুদাত্ত দেখ।]
 ২ বাদ্যবিশেষ। ৩ দান। ৪ কাব্যালঙ্কারবিশেষ।
 (জি) কর্তরি ক্ত। ১ মহৎ। ২ সমর্থ। ৩ দাতা।
 উদান (পুং) উদুর্জেন আনিতি অর্জনে। উৎ-আ-অন্-
 ঘঞ্। কঠস্থবায়ু বিশেষ। বেদান্তমতে "উদান: ১ কঠস্থানীয়:
 উর্দ্ধগমনবাহুৎক্রমণবায়ু:।" বেদান্তসার। উদান উর্দ্ধ-
 গমনশীল কঠস্থারী উৎক্রমণবায়ু। মহর্ষি হুঙ্করের মতে
 "উদানো নাম বস্তু কুর্হপতি পবনোত্তমঃ।
 উর্দ্ধজজগতানু রোগানু কয়োতি চ বিশেষতঃ।" নিদান ১ অ:
 যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদান বায়ু
 কহে। উদানবায়ু কুপিত হইলে বৃক্ষসন্ধির উপস্থিত
 সকল রোগই বিশেষরূপে জন্মে।
 যোগার্থবে উদান বায়ুর ক্রিয়া ও স্থানাদি-এইরূপ নিরূপিত
 হইরাছে—
 "প্পন্দরভ্যধরং বস্তুং গাজেনজপ্রকোপনঃ।
 উবেজরতি মধ্যাধি উদানো নাম বাততঃ।"

বিদ্যাপাথকবর্ণ: ভাটখানাসনকারকঃ।

পাদরোহিতরোশ্চাপি সর্কসন্ধি বর্ততে ॥”

উদাসবায়ু অধর ও মুখস্পন্দন করে। ইহা চক্ষু ও শরীরের প্রেকোপকারী, মর্শের উত্তেজক। ইহার বর্ণ বিদ্যাতা-
গির ভায়। ইহা উত্থান ও উপবেশনকারক। হাত পা ও সকল
সন্ধিতে এই বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে। ২ নাভি। ৩ সর্প।
(উদানোৎপাদনবর্তে বায়ুভেদে ভুক্তম্। মেদিনী।) ৪
বৌদ্ধশাস্ত্রেদ। এই শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

উদাপু (পুং) উৎ-আপ-উন্। সহদেব পুত্র, মগধরাজ
জরাসন্ধের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২) কোন কোন পুরাণে
উদাপি সোমাপি এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

উদাপেক্ষী [ন] (পুং) বিখ্যামিত্তের পুত্র। (ভারত অম্ব)

উদায়ুধ (ত্রি) উদৃকং আয়ুধো যত। উদৃ-তাত্ত্ব, বার্থ যে
অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে। (রঘু ১২।৪৪)

উদার (ত্রি) উৎ উৎকৃষ্টং আ সমস্তাং রাতি দদাতি। উৎ-
আ-রা-আতশ্চেতি ক। ১ দাতা। ২ মহাত্মা। (গীতা
৭।১৮)। ৩ সরল। ৪ উৎকৃষ্ট। ৫ গম্ভীর। ৬ মহোচ্চ।
৭ বদাত্ত, দয়ালু। ৮ সারবান্। ৯ রম্য। ১০ জ্যায়।
১১ শিষ্ট। ১২ অসাধারণ।

উদারা (সকীত) সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটি সুরকে
একত্র করিলে সপ্তকসংজ্ঞা হয়। মহাব্যাদেহে স্বাভাবিক
তিন সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই হেতু হিন্দু
সকীত শাস্ত্রে তিনটি সপ্তকের উল্লেখ আছে। যথা, উদারা,
মুদারা, তার। নাভি হইতে যে সপ্তস্বর উচ্চারিত হয়,
তাহাকে ‘উদরা’ (বেদান্তমতে ‘সমুদাত্ত’) কহে। খাদের
স্বরসমূহ।

উদারথি (ত্রি) উৎ-আ-থ-অথিন্। উর্দ্ধে আগমনকারী।

উদারধী (স্ত্রী) উদারা ধীঃ। ১ উৎকৃষ্টবুদ্ধি। (ত্রি) ২ উৎ-
কৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট। ৩ সরল, অকপট (রঘু ৩।৩০) (পুং) ৪ বিষ্ণু।

উদাবৎসর (পুং) বর্ষবিশেষ। এই বর্ষে রোগ্যদানে মহা-
কল হয়। [ইদাবৎসর দেখ।]

উদাবর্ত (পুং) উৎ-আ-বৃত্ত-বজ্। রোগবিশেষ, মল-
মূত্রবায়ুরোধক রোগ। বায়ু, মল, মূত্র, হাই, অশ্রু, কাসি
বা হাঁচি, টেকুর, বমি ও শুক্র প্রভৃতির বেগ ধারণ দ্বারা
বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই কারণ ইহাকে
উদাবর্ত কহে। (১)

সুখা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও খালের বেগ ধারণেও এই রোগ

(১) “বাতবিলুপ্তজ্বালকদোকারবনীক্রিয়ৈঃ।
বাহ্যভাবানকদিত্তদাবর্তে নিরুচ্যতে ॥” রূপত, উত্তর ৫৫।

জন্মে। রক্ত, কষার, কটু ও তিক্ত-ভোজনে কোষ্ঠগত বায়ু
কুপিত হইয়াও এই রোগ হয়। (২)

অশ্রুত বলেন, উদাবর্ত রোগে তৃষ্ণা, অত্যন্ত রাস্ত,
কীণ, শূলভেদ ও পুরীষ বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে
রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। (৩)

বায়ুর বিপথগমন জন্ত এই রোগ জন্মে বলিয়া সকল
অবস্থায় বায়ুকে স্বাভাবিক পথে আনিই এই রোগ প্রতি-
কারের প্রধান উপায়।

বায়ু জন্ত উদাবর্ত রোগে স্নেহ ও শ্বেদ দিয়া আত্মপান
প্রয়োগ করিবে। মল রোধ জন্ত হইলে আনাহ রোগের
চিকিৎসার জায় চিকিৎসা করিবে। মূত্ররোধ জন্ত হইলে
এলাইচ বা দুগ্ধ সহযোগে মদিরা পান করিবে। অথবা
আমলকীর রস জল দিয়া ৩ দিন খাইবে। অশ্রুধারণ জন্ত
হইলে স্নিগ্ধ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া অশ্রুমোক্ষণ করাইবে।
উদগার রোধ জন্ত হইলে টাবালেবুর রস দিয়া সুরাপান
করিবে। বমন জন্ত হইলে ক্ষার বা লবণসহযোগে অভ্যঙ্গ
প্রয়োগ করিবে। শুক্ররোধ জন্ত হইলে স্ত্রী সহবাস আবশ্যিক।
অনিদ্রার জন্ত হইলে দুগ্ধপান ও বাহাতে নিদ্রা হয়, তাহার
বিশেষ চেষ্টা করিবে।

কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়া উদাবর্ত জন্মিলে এবং তৎ-
প্রযুক্ত হৃৎ ও বস্তিদেহে শূল, দেহের গোরব, অরুচি, কষ্টে
বায়ু মূত্র ও মল নিঃসরণ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্রায়, দাহ,
মোহ, বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, হিকা, শিরোরোগ, মন ও শ্রবণেন্দ্রি-
য়ের বিভ্রম প্রভৃতি বায়ুর প্রেকোপ জন্ত নানাপ্রকার বিকার
ঘটে। অশ্রুতের মতে এরূপস্থলে তৈল ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ
দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং শ্বেদ ও নিরুচি বস্তি প্রয়োগ
করিবে। মদন ফল, লাউবীজ, পিপুল, কণ্টিকারী, ইহাদের
চূর্ণ নল দ্বারা মলাশয়ে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নীত্রই
উদাবর্ত রোগ আরোগ্য হয়।

উদাবস্ত্র (পুং) নিমিগোত্র, জনকের পুত্র। এই জনক
রাজর্ষি জনক হইতে ভিন্ন। (রামায়ণ)

উদাস (পুং) উৎ-অস-ঘঞ। ১ বিরাগ, সংসারিককার্যে
বিরক্ত, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ। ২ উপেক্ষা, নিরুৎসাহ।
৩ উচ্চতা। ৪ উৎক্রেপ। (ত্রি) ৫ উদাসীন। ৬ বিরক্ত।

উদাসী, সরাসী সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নানকের ধর্ম-

(২) “সুতুকাখাসনিজানামুদাবর্তী বিধারণাং।*

বায়ুঃ কোষ্ঠাধোগো রক্তৈঃ কষারকটুতিকৈঃ।

ভোজনৈঃ কুপিতঃ সত্য উদাবর্তং করোতি হি।”

(৩) “তৃষ্ণাভিঃ পরিক্রিষ্টং কীর্ণং শূলৈরভিজ্ঞতম্।

লব্ধবস্তং বতিদামুদাবর্তিনমুৎপজ্ঞেৎ।”

মস্তাকলী, মঠে বাস করিয়া থাকে। অপরে রাখিয়া দিলে তবে ইহারা খায়। মানকের “গ্রহ” নামক ধর্মগ্রন্থে ইহাদের উপাত্ত। সকল জাতিতেই এই সুশ্রাব্য ফল দেখা যায়।

উদাসীন (ত্রি) উৎ-আস শানচ্ উদাস ইতি ক্রিয়। ১ বৈরাগী, সংসারত্যাগী। ২ মধ্যস্থ। ৩ স্বভাব, যে উপস্থিত বিষয়ে নিস্ত না হইয়া পৃথক্ থাকে। ৪ সম্পর্করহিত। ৫ তটস্থ। ৬ বাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই। ৭ উপেক্ষক।

উদাহিত (পুং) উৎ-আ-হা-ক্ত। ১ অধ্যাক। ২ হারপাল। ৩ চর। ৪ মষ্টসন্ন্যাস। ৫ প্রব্রজ্যাবসিত। (উদাহিতঃ প্রতীহারে প্রব্রজ্যাবসিতে চরে। মেদিনী।)

উদাহরণ (ক্ৰী) উৎ-আ-হ-ভাবে লুট্। ১ দৃষ্টান্ত, কোন বিষয় সঙ্গমাণ করিবার জন্য অন্ত বিষয়ের উল্লেখ।

“সাধ্যসাধ্যাত্তরুণ্যভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্।”

সাধ্যসাধ্য হইতে তাহার ধর্মাদি প্রকাশক দৃষ্টান্তকে উদাহরণ কহে।

জ্ঞান মতে অব্যবহী ও ব্যতিরেকী এই দুই প্রকার উদাহরণ। সাধনবৎ অপ্রযুক্ত সাধ্যবস্তুরূপক অবয়বকে অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা অব্যবহী, এবং সাধ্যসাধন ব্যতিরেকে ব্যাপ্তি-প্রদর্শন দ্বারা যে দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায় তাহাকে ব্যতিরেকী। ২ নিদর্শন। ৩ উল্লেখ। ৪ বর্ণন। ৫ সন্দর্ভ। ৬ কথাপ্রসঙ্গ। ৭ নাট্যশাস্ত্রোক্ত গর্ভাকবিশেষ।

উদাহার (পুং) উৎ-আ-হ-যজ্। উদাহরণ, যুক্তি ও ব্যাপ্তি দ্বারা দৃষ্টান্ত।

উদাহত (ত্রি) উৎ-আ-হ-ক্ত। ১ উল্লিখিত, বাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ২ দৃষ্টান্তরূপে কথিত। ৩ উচ্চারিত। ৪ বর্ণিত। ৫ উপস্থাপ্ত।

উদিত (ত্রি) উৎ-ই-ক্ত। ১ উদগত। ২ উচিত। ৩ উন্নত। ৪ উৎপন্ন। ৫ উদয়প্রাপ্ত, প্রোদ্বর্ত্ত। (বদ-ক্ত।) ৬ উক্ত। কথিত। উৎ-ই-ভাবে ক্ত। ৭ রাশির উদয়, লগ্ন।

উদিত্তি (ক্ৰী) উৎ-ই-ক্তিন্। উদয়।

উদিত্তোদিত (ত্রি) উদিত্তে কথিতে শাস্ত্রে অভ্যুদিত্তঃ শাস্ত্রোক্ত।

উদীচী (ক্ৰী) উৎক্রান্তঃ দৃষ্টিপথঃ অকতি, উৎ-অক-অধিগা-দিনা কিনি, উগিত্তশ্চতি ভীপ্। উত্তরদিগ্।

উদীচীন (ত্রি) উদীচী-খ। উত্তরদিগ্গম্যকীর, উদীচ্য। (উদগদীচীনম্। হেম ২।৮২।)

উদীচ্য (ত্রি) উদীচী-ভবদর্শ ৭৫। ১ উত্তরদেশীয়। ২ উত্তর

দিগদেশ কালভব। ৩ কর্মসমাপ্তি। (পুং) ৪ সরস্বতী নদীর উত্তরশক্তিমত্ব দেশ। (ক্ৰী) ৫ বাণানামক পক্ষপদ্য।

উদীচ্যবৃত্তি (ক্ৰী) বৈভালীয়া হনোভেদ।

“বক্তৃবিবাহেষ্ঠৌ সন্মে কলাতান্ত সন্মে স্থানৌ নিরন্তরাঃ।

ন সমাজ পরাপ্রিতা কলা বৈভালীয়েভ্যে রনৌ গুরুঃ।

উদীচ্যবৃত্তিষিতীরলঃ সক্তোহগ্রেণ ভবেদযুগ্মরোঃ।”

সুত্তরসাকর।

উদীপ (ত্রি) উদগতা আপো বতঃ অচ্ সন্মা। উদয়। উদগত-জল।

উদীরণ (ক্ৰী) উৎ-উদ-লুট্। ১ উচ্চারণ। ২ কথন। ৩ উদীপন। ৪ প্রেরণ। ৫ বিজ্ঞপ্তন। ৬ উৎপত্তি। ৭ উল্লেখ, নির্দেশ, বর্ণনা। ৮ উৎক্ষেপণ।

উদীরিত (ত্রি) উৎ-উদ-ক্ত। ১ কথিত। ২ উদ্রিক্ত। ৩ প্রেরিত।

উদীর্ণ (ত্রি) উৎ-ঞ-ক্ত। ১ উদিত। ২ উদ্রিক্ত। ৩ প্রবল, উৎকট। ৪ উদর। ৫ উদ্ধত। (পুং) ৬ বিকূ।

উদ্ভব (পুং) উদ্ভব বৃক্ষ, যজ্ঞভূমর। (Ficus glomerata.) পর্যায়—জন্তফল, তপসাক, ক্রিমিকল, শীতবকল, বজ্রাক, বিববৃক্ষ, হেমপুষ্প, ক্ষীরবৃক্ষ, জন্তুবৃক্ষ, সদাফল, হেমহৃৎক, কাণকন্দ, বজ্রবজ্র, সুপ্রতিষ্ঠিত, পুষ্পশূভ, পবিত্রক, সৌম্য।

পশ্চিমাঞ্চলে গুলর বা উষর কহে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল, রূক্ষ, শুষ্ক, মধুর, কষায় ও বর্ণকারী। ত্রণশোধক ও পুরক। প্রদর, পিত্ত, কফ ও রুধিরনাশক।

ইহার পক কলের গুণ—মধুর, শীতল, ক্রিমিকর; রক্ত-পিত্ত, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দাহ, পিত্ত, শ্রম, শোথ, অপমায় ও উন্মাদ রোগনাশক।

কাঁচার গুণ—কষায়, অগ্নিদীপক, কচ্য, মাংসবর্দ্ধক ও রক্তবিকারনাশক।

ছালের গুণ—শীতল, কষায়, গর্ভরক্ষক ও ভ্রমহৃৎকর। ত্রণ, কত, কুষ্ঠ ও চর্মরোগনাশক।

২ কুষ্ঠবিশেষ। ৩ দেহলী, গোবরাটের নীচের কাঁঠ। ৪ পত্রক। (ক্ৰী) ৫ তাত্র।

উদ্ভবরত্ন দেহল্যাং বৃকতেদে চ পত্রকে।

কুষ্ঠভেদেহপি চ পুমান্ তাত্রে কু স্যামপুংসকম্। মেদিনী।

উদ্ভবরত্ন (ক্ৰী) উদ্ভবরত্ন দলমিব দলমত্যাঃ। দলীবৃক্ষ।

উদ্ভবরপর্ণা (ক্ৰী) উদ্ভবরত্ন পর্ণমিব পর্ণমত্যাঃ। দলীবৃক্ষ।

উদ্ভবরাবতী (ক্ৰী) হরিবংশোক্ত নদীবিশেষ।

উদ্ভবল (পুং) উদ্ভব।

উদ্ভল (ক্লী) ১ উদ্ভল, উৎখলি, ধান্যাদি কাঁড়িবার জন্য পাত্তবিশেষ। এই পাত্তে তুলসাদি রাখিয়া মূল প্রহার দ্বারা পরিষ্কার করে। ২ উদ্ভল। (উদ্ভলং উদ্ভলো তাহলুৎলংগি নবমোঃ। মেদিনী)।

উদ্ভুত (ত্রি) উৎ-বহ-ক্ত। ১ উত, বিবাহিত। ২ ভুল। (উদ্ভুতঃ উত্বে ভুলে। মেদিনী।) ৩ উত, বাহিত। ৪ উত্তত।

উদ্ভেজয় (ত্রি) উৎ-এজ-ণিচ্-থন্। ১ উদ্ভেগকারক। ২ ভয়প্রদ। ৩ উৎকম্পজনক।

উদোদন (পুং) জল দিয়া সিদ্ধ অন্ন।

উদগাত (ত্রি) উৎ-গম-ক্ত। ১ উখিত। ২ উৎপন্ন। ৩ উদিত।

উদগাতশৃঙ্গ (পুং) যে পশুর শিঙ্ উঠিয়াছে।

উদগাতা (স্ত্রী) বিষমবৃতি ছন্দোভেদ।

“সজসাদিমৈ সলযুকে চ নসজগুরুতেহপ্যথোদগতা।

অজিব্ গতভনজলগাগবৃতাঃ সজসা জগৌ চ চরণমেকতঃ পরেৎ।”
বৃত্তরসাকর।

উদগতি (স্ত্রী) উৎ-গম-ক্তিন্। ১ উর্দ্ধগতি। ২ উদয়। ৩ উৎপত্তি।

উদগন্ধি (ত্রি) উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত।

উদগম (পুং) } ১ উত্থান। ২ উৎপত্তি। ৩ উদয়।
উদগমন (ক্লী) }

উদগমণীয় (ক্লী) উৎ-গম-অণীয়ন্। ১ ধোতবস্ত্রদ্বয়, ধোয়া ঘোড়।

উদগাঢ় (ক্লী) উৎ-গাহ-ক্ত। অতিশয় অধিক। (ত্রি) অতিশয়যুক্ত।

উদগাতা [ঋ] (পুং) উৎ-গৈ-তৃচ্। ১ সামবেদগায়ক। ২ ঋষিগুভেদ।

উদগার (পুং) উৎ-গৃ- (উদ্যোগঃ। পা ৩। ৩। ২২। উৎ ও নি ইহার পর গৃ ধাতু থাকিলে বঞ্ছ হয়।) ইতি বঞ্ছ। ১ বমন। ২ মুখ হইতে বায়ুনির্গম, টেকুর। ৩ নিঃসরণ। ৪ উদারণ। কৰ্মণি বঞ্ছ। ৫ বড়িশ।

উদগারশোধন (পুং) উদগারঃ শোধয়তি শুধ-ণিচ্-ল্য। কৃষ্ণকারী।

উদগারী [ন্] (ত্রি) উৎ-গৃ-ণিনি। উদগারযুক্ত। (“যঃ পণ্ডারীতিপরিমলোক্যারিতিনাগরাণাম্।” মেঘদূত)

উদগরণ (ক্লী) উৎ-গৃ-ল্যট্ শিলা। ইষদ্। ১ উদগার, টেকুর। ২ কৰ্ত্তব্যরত্নেদ।

উদগীত (ত্রি) উৎ-গৈ-ক্ত। উচ্চৈঃস্বরে গীত।

উদগীতি (স্ত্রী) উৎ-গৈ-ভাবে ক্তিন্। ১ উচ্চৈঃস্বরে গান। কৰ্মণি ক্তিন্। ২ বাজ্যবৃত্ত ভেদ।

“আর্য্যাপকলমিতরং ব্যাক্যরচিতং ভবেন্যস্তাঃ।

সৌন্দর্য্যীতিঃ কিল গমিতা ভবদ্যভ্যংভেনসংযুক্তা।” বৃত্তরস।

উদগীথ (পুং) উৎ-গৈ- (গম্ভোদি। উপ্ ২। ১০। উৎ উপ-পদে গৈ উত্তর থক্ বক্।) ইতি থক্। ১ সামগানারবভেদ।

সামের পক্ষ, কাহারও মতে সপ্ত অবয়ব; প্রত্যাহা, উল্লীথ২, প্রতিহার৩, উপদ্রব৪, নিধন৫, হিকার ৬, প্রণব ৭। উদগাতা যে সাম গান করে, তাহাকে উদগীথ কহে। [সাম দেখ।] বর্ষাকালে উদগীথ গান করিতে হয়। উপ-নিবৎসতে, পশুর মধ্যে উদগীথ অশ্ব, পক্ষপ্রাণের মধ্যে চক্ষু, সপ্তবিধ বাকের মধ্যে উদ্ভূত শব্দ।

ছান্দোগ্যের মতে “উদগীথই সাম, যে উদগীথ (ও) গান করে, তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বর না। ‘উৎ’ শ্রোণ, কারণ এই শ্রোণবায়ু দ্বারা লোকে উঠিয়া থাকে। ‘গী’ বাক্; ‘থ’ অন্ন, কারণ অন্নদ্বারা সকলের হিতি আছে। ‘উৎ’ স্বর্গ, ‘গী’ আকাশ, ‘থ’ পৃথিবী। ‘উৎ’ সূর্য্য, ‘গী’ বায়ু, ‘থ’ অগ্নি। ‘উৎ’ সামবেদ, ‘গী’ যজুর্বেদ, ‘থ’ ঋগ্বেদ। লোকে উদগীথের ধ্যান করুক।” (১ প্র ৩ থঃ)

(উদগীথঃ সামবেদধ্বনিঃ প্রণবঃ। ইতি শ্রুতীচন্দ্র।)

১ ভবপুত্র। (বিষ্ণু পু ২। ১। ৩৮।)

উদগীর্ণ (ত্রি) উৎ-গৃ-ক্ত। ১ বমিত। ২ উচ্চারিত। ৩ উদগত। ৪ অহুরজিত। ৫ অহুবিদ্ধ। ৬ নির্গত। ৭ প্রতিবিম্বিত।

উদগীর্ণ (ত্রি) উৎ-গৃ-ক্ত। ১ উত্তোলিত, উত্থান। ২ উদ্যত।

উদগ্ৰথিত (ত্রি) উৎ-গ্রহ-ক্ত। উপরিভাগে বদ্ধ, উর্দ্ধে গ্রথিত।

উদগ্ৰহ (ত্রি) ১ উদ্ভুক্ত। (পুং) উৎ-গ্রহ-বঞ্ছ। উদ্যোচন।

উদগ্ৰভণ (ক্লী) উৎ-গ্রহ-ল্যট্ বেদে হস্ত ভঃ। ১ গ্রহণ। ২ উপরে ধরিয়া দান। (কাত্যায়-শ্রৌ ১৫। ৫। ১১।)

উদগ্ৰাভ (পুং) উৎ-গ্রহ-বঞ্ছ বেদে হস্ত ভঃ। ১ গ্রহণ। ২ তৎনির্ধ্বক। ৩ দান। (বাজপয়সী-ব্রাহ্মণ উদগ্ৰাভেনো-গ্রভীৎ।” বাজসনের ১৩। ৩। ৮। উদগ্ৰাভেণ উর্দ্ধং বিগৃহ দীয়তে উদগ্ৰাভণম্ দানম্।” মহীধর।)

উদগ্ৰাহ (পুং) উৎ-গ্রহ-বঞ্ছ। ১ দান। ২ বাজভেদ, বিদ্যাবিচার।

উদগ্ৰাহিণী (স্ত্রী) উৎ-গ্রহ-ণিনি ভীপ্। পাশরক্ষু।

উদগ্ৰাহিত (ত্রি) উৎ-গ্রহ-ণিচ্-ক্ত। ১ উপরে নীত। ২ বদ্ধ। ৩ উন্নীত। ৪ অন্তঃকরণে অর্পিত। ৫ আক্রান্ত। ৬ উন্নত।

৭ গ্রাহিত। (উদগ্ৰাহিতমুনীর্ণে তাদ্বেদগ্ৰাহিতমোজিবু। মেদিনী।)

উদ্য (পুং) উৎ-হন-ড। ১ অগ্নি। ২ প্রাণশাস। ৩ প্রণব।

৪ দেহবায়ু। ৫ করপুট। (উদ্ভা: ভাষ্যেহজানিলে, অগৌ
হস্তপুটে শস্তে। মেদিনী।) (উদ্ভাদিগুণ নিয়ন্তলিঙ্গা ন তু
বিশেষ্যালিঙ্গঃ। সি. কো.)

উদ্ভাটক (পুং) উদ্ভাট-কন্। ভাল।

উদ্ভাটন (ক্ৰী) উৎ-ঘট-লুট্। ১ আঘাত, ধাক্কাহার।
২ উদ্ভবর্ণ দ্বারা চালান। ৩ উন্মোচন।

উদ্ভবন (পুং) উদ্ভঃ স্থাপ্য হস্তেহজ উৎ-হন-আধারে-অপ্
নিপাৎ। কাঠময় আধার, কর্ণকারেরা এই কাঠের উপর
কাঠ রাখিয়া পরিষ্কার করে। (স উদ্ভবনো যত্র কাঠে কাঠঃ
নিক্ৰিপ্য তক্ততে। হেম. ৩। ৫৮৩।)

উদ্ভবর্ণ (ক্ৰী) উৎ-ঘব-লুট্। উপরি বর্ণণ, ইষ্টকাদি কঠিন
জ্যেষ্ঠ দ্বারা গাজাদি মার্জন।

“সিরাযুথবিবিক্তং স্বকৃৎজ্যেষ্ঠ তেজসম্।

উদ্ভবর্ণণোৎসাদনাভ্যাং জারেরাভাসংশয়ম্॥”

অশ্রুত।

উদ্ভবস (ক্ৰী) উৎ-অদ-অপ্ ঘসাদেশঃ। ১ মাংস। ২
ভক্ষ্যবস্ত।

উদ্ভাট (পুং) উৎ-ঘট-ঘঞ। ১ উদ্ভাটন। ২ পণ্যাদি
জব্য দেখাইবার খোলা জায়গা। ৩ রাজস্ব গ্রহণ স্থান।
৪ কুতঘাট।

উদ্ভাটক (পুং, ক্ৰী) উৎ-ঘট-গিচ্-ধূল্। ১ কূপ হইতে
জল তুলিবার বস্ত্র, ঘটা। ২ ঘূর্ণণ। ৩ চাৰি। (ত্রি)
১ উন্মোচনকারী। ২ প্রকাশক।

উদ্ভাটন (ক্ৰী) উৎ-ঘট-ভাবে লুট্। ১ উন্মোচন, খোলা।
২ উল্লেখ। ৩ প্রকাশকরণ। ৪ করণে লুট্। কূপ হইতে
জল তুলিবার জন্ত রজ্জু সহিত চৰ্ম্মপাট।

(ত্রি) বাহার দ্বারা খোলা যায়।

উদ্ভাটিত (ত্রি) উৎ-ঘট-গিচ্-ক্ত। ১ প্রকাশিত, আবরণ
রহিত, কুতোদ্ভাটন।

উদ্ভাত (পুং) উৎ-হন-ঘঞ। ১ প্রতিঘাত, চৌকর লাগা।
২ বাধা। ৩ আরম্ভ। ৪ পাদাখলন। ৫ কুস্তক। ৬ সূচনা,
অধ্যায়। ৭ মুদগর। ৮ অরঘট। উত্ত্ব। ১০ নিদর্শন।

“উদ্ভাতস্ত পুমান্ পাদাখলনে সমুপক্রমে।

পবনাত্যাসযোগার কুস্তকাদি জয়েহপি চ।

উত্ত্ব দে মুদগরেহপি।” মেদিনী।

উদ্ভাব (পুং) উৎ-ঘব-ঘঞ। উচ্চ শব্দকরণ।

উদ্ভাণ (পুং) উৎ-দৃশ-অচ্। কেশকীট, উকুণ।

উদ্ভাণ (ত্রি) ১ প্রচণ্ড। ২ উন্নতদণ্ডযুক্ত। (পুং)
উন্নত দণ্ড।

উদ্ভাণপাল (পুং) ১ উন্নত দণ্ডকার সর্পবিশেষ। ২ মৎস্ত-
বিশেষ।

(উদ্ভাণপালঃ পুংসি ভাৱ সর্পমৎস্তপ্রভেদয়োঃ। মেদিনী।)

উদ্ভান্তর (ত্রি) অতিশয়েন বহুরঃ। ১ উত্ত্ব। ২ করাল।
উৎকটদন্ত। (মেদিনী।)

উদ্ভান (ক্ৰী) উৎ-দো-ভাবে লুট্। ১ বহন। ২ উদ্যম।
৩ চূনী। ৪ বড়বাধি। ৫ মধ্য। ৬ লম্ব।

(উদ্ভানমুদ্যমে চূন্যাং বেগমৌ মধ্যলম্বয়োঃ। বিশ্ব।)

উদ্ভাস্ত (ত্রি) উৎ-দম-ক্ত। অতিদমিত, শান্ত।

উদ্ভাম (ত্রি) উদগতং দামঃ। ১ উচ্ছ্ৰাবল, বহনরহিত।
২ স্বতন্ত্র। ৩ উৎকট।

উদ্ভামন্ (ত্রি) উৎ-দামন্ বহনং। ১ উচ্ছ্ৰাবল, বহন-
রহিত। ২ উৎকট। ৩ অতিশয়। ৪ যত্র।

উদ্ভাল (পুং) উৎ-দল-গিচ্-অচ্। ১ বহবার বৃক্ষ। ২
বনকোজব (উদ্ভালঃ কোজবঃ কোরদৃষকঃ। হেম ৪। ২৪০।)
৩ কুড়। ৪ ধাতুবিশেষ।

উদ্ভালক (পুং) ঋষিবিশেষ, তাহার পুত্রের নাম যেত-
কেতু। ইনি যাক্ষবক্যের গুরু। ২ বহবারক বৃক্ষ।

উদ্ভালকব্রত (ক্ৰী) ব্রতবিশেষ।

উদ্ভালকায়ণ (পুং) উদ্ভালিকস্ত পোত্রাপত্যং কক্। ঋষি-
ভেদ, যেতকেতু।

উদ্ভিত (ত্রি) উৎ-দো-ক্ত। বহু।

উদ্ভিষ্ট (ত্রি) উৎ-দিশ-ক্ত। ১ উপদিষ্ট। ২ অভিপ্রোত।
৩ বাহার অহুসন্ধান করা হইয়াছে। ৪ বাহার লক্ষ্য করা
হইয়াছে। (ক্ৰী) উপারভেদ।

“উদ্ভিষ্টং দ্বিগুণানাদ্যাহপৰ্য্যাক্তান্ সমালিখৎ।

লঘুহা যে তু তত্রাকটৈস্তৈসৈকমিপ্রিতৈর্ভবেৎ।” বৃহস্পতি।

উদ্ভীপক (ত্রি) উৎ-দীপ-গিচ্-ধূল্। ১ উদ্ভাবক, প্রকা-
শক। ২ উত্তেজক।

উদ্ভীপন (ক্ৰী) উৎ-দীপ-গিচ্-লুট্। ১ প্রকাশ। ২
উত্তেজন। ৩ বর্জিতকরণ। ৪ কামক্রোধাদিকে প্রবল
করা। ৫ উসকে দেওয়া। ৬ অলকারোক্ত বিভাববিশেষ।

“রত্যাভ্যাবোধকালোকে বিভাবাঃ কাব্যনাটয়োঃ।

আলম্বনোদ্ভীপনাখ্যৌ তস্ত তেদাবুভৌ বৃত্তৌ ॥

আলম্বনত চেষ্টাদ্যা দেশকালানুসংগাঃ।” সাহিত্যদর্পণ।

উদ্ভীপ্ত (ত্রি) উৎ-দীপ-ক্ত। ১ প্রকাশিত। ৩ প্রচ্ছ-
লিত। ৪ বর্জিত।

উদ্ভীপ্ত (পুং) উৎ-দীপ-ক। ৩ গুণলুপ্ত (ত্রি) উদ্ভীপ্ত।

উদ্ভূ (ত্রি) উৎ-দৃপ-ক্ত। উদ্ভূত, গর্ভাধিত।

উদ্দেশ্য (পুং) উৎ-শি-বঞ্। ১ অহুসজ্ঞান। ২ লক্ষ্য। ৩ অভিলাষ। ৪ উপদেশ। ৫ বার্তা, সংবাদ। ৬ উদ্দেশ্য। ৭ নামকরণ। ৮ আচারে বঞ্। উপদেশদেশ, প্রদেশ। ("উদ্দেশ্যমতিক্রম্য বথোদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য উপদেশদেশঃ। অধিকরণসাধনচার্য। বজ্জ দেশে উপনিষতে তদদেশঃ।" নাগেশ।) ৯ সংকেত। ১০ তত্ত্বাধিকরণভেদ। ১১ উৎকৃষ্ট দেশ।

উদ্দেশ্যক (পুং) উৎ-শি-বুল্। ১ উপদেশক। ২ উদাহরণ বাক্য। ৩ প্রচ্ছক। ("উদ্দেশ্যকালাপবনিত্যশিঃ।" লীলাবতী।)

উদ্দেশ্য (ত্রি) উৎ-শি-ণ্যৎ। ১ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য করিবার যোগ্য। ২ অভিপ্রেত। ৩ অহুবাদ্য। (স্ত্রী) তাৎপর্য, অভিপ্রায়।

উদ্দেশ্যসিদ্ধি (স্ত্রী) ৩তৎ। অহুমিত দোষভেদ। অভি-প্রেতসিদ্ধি।

উদ্দেশ্যিক (পুং) ১ দেশবিশেষ। জিরাং টাপ্। ২ কীট-বিশেষ।

উদ্যোত, উদ্যোত (পুং) উৎ-দ্যত-বঞ্-বা দলোপঃ। ১ প্রকাশ।

উদ্যোতকরাচার্য্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি 'ন্যায়বার্তিক' ও 'ন্যায়জিহ্বাবার্তিক' নামে দুইখানি ন্যায়শাস্ত্রের বার্তিক লিখিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্তিকের টাকা লিখিয়াছেন।

উদ্যুতি (পুং) উৎ-জ-বঞ্। ১ প্রস্থান, ক্রতগমে গমন। ২ উৎকৃষ্ট গতিযুক্ত। (উপক্রমঃ সমুৎপ্রেত্যোদ্যুতিঃ। হেম ৩। ৪৬৭।)

উদ্যুত (পুং) উৎ-হন-ক্ত। রাজমল। (ত্রি) ১ অবিনীত, হরত। ২ উখিত। ৩ উৎকিষ্ট। ৪ আহত। ৫ চালিত। ৬ নিবিড়, ঘোর। ৭ উৎকৃষ্ট।

উদ্যুতমন (স্ত্রী) অভিমান, গর্ব।

উদ্যুতি (স্ত্রী) উৎ-হন-গতো-জিন্। ১ উদগতি। ২ উন্নতি। হেম আচার্য্যে ক্রিদ্। ৩ উৎপত্তি, চৌকর লাগা। ৪ উদ্যুত। ৫ ধুটতা। ৬ গর্ব।

উদ্যম (ত্রি) উৎ-ক্রা-শ ধর্মাদেশঃ। কৃতিশক।

উদ্যম (ত্রি) উৎ-বেট-শ। খোঁটাইয়া পান করে। ("মধু-নাথকৈল্যণ" ১৩৩।)

উদ্যম (স্ত্রী) উৎ-দ-মূট্। ১ উদ্যম, যুক্তি। ২ ধর্ম-শৌক্য ও উদ্যম। ৩ উদ্যম, উদ্যম। ৪ বরন। ৫ নিয়ন্ত্রণ। ৬ ব্যঙ্গবাদি হইতে বিমোচন। (মহু-২। ২৫।)

(উদ্যমমূলে, তুতোকবিতোদ্যমমূলে। হেমঃ অনে ৪। ৭৫।) ৮ পরিবেষণ। ৯ উৎপাদন।

উদ্যম [৪] (ত্রি) উৎ-দ-মূট্। ১ উদ্যমকারক। ২ উদ্যম। ৩ ভারসাম্যকারক।

"বিরোততত্ত্ব পথি চৌরোদ্যমরবীতকে।" বাজবল্য ২। ২৭।

উদ্যম (পুং) উদ্যমো হর্ষা বরিন্। উৎসব। (রথোৎসবে মহঃ কপোদ্যবোদ্যমঃ। হেম ৩। ১৪৪।) ২ হর্ষ। ৩ উৎকৃষ্ট। (ত্রি) জাতহর্ষ।

উদ্যম (স্ত্রী) উৎ-দ-মূট্। মোদাক, মোদহর্ষণ। (মোদোদ্যম উদ্যমমূলনমিত্যপি। হেম ২। ২২০।) ২ প্রোৎসাহন। ৩ হর্ষযুক্ত করণ।

উদ্যম [ন] (ত্রি) উৎ-দ-ম-গিচ্-মি। উদ্যমকারক। জিরাং ঙীপ্। বসন্ততিলক নামক বর্ণকৃত্তভেদ।

"উক্তা বসন্ততিলকা তত্ত্বা জগোপঃ।

সিংহোন্নতেরমুদিতা মুদিকশ্যাপেন।

উদ্যমোন্নতমুদিতা মুদিতৈস্তত্বেন।" বৃতস্নাকর।

উদ্যম (পুং) উৎ-দ-মূট্। ১ বজ্রাঘি। ২ উৎসব। ৩ কৃষ্ণ-মাতুল। বাদববিশেষ (উদ্যমঃ কেশবমাতুলে, উৎসবে ক্রতুবহৌ। হেমঃ অনে. ৩। ৬৯৫।) ইনি সত্যকের পুত্র। বৃহস্পতির শিষ্য। ইহার আর একটি নাম দেবপ্রভাঃ। ইনি অস্তিমদশার বদরিকাশ্রমে অবস্থিত করেন। ত্রীকূল ইহার নিকট জানোপদেশ বর্ণনা করেন। (ভাগবত ১১ স্কন্ধ।)

উদ্যম (ত্রি) উৎকিষ্টো হত্যো যেন, প্রাণিবহ। উৎকিষ্ট-হত, উদাহ।

উদ্যান (স্ত্রী) উদ্যতেহস্মিন্নধিঃ উৎ-দ-মূট্। ১ চুরী, উদ্যান। (ত্রি) কন্দপি মূট্। ২ উদ্যান। (উদ্যানমূলভে বাচ্যলিঙ্গঃ চুর্যাং নপুংসকম্। মেদিনী।) ৩ বসিত।

উদ্যান (পুং) উৎ-দ-ম-গিচ্-ক্ত। বদমূনা হতী।

উদ্যম (পুং) উদ্যমতে উৎ-দ-ম-বঞ্। ১ যুক্তি, পরিজ্ঞাপ। ২ ধরণশোধ। ৩ পতিত বা সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণ। ৪ নষ্ট বস্তুর পুনরধিকার। কন্দপি বঞ্। ৫ অংশভেদ। মহু উদ্যমের (অংশের) এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন—

"জ্যেষ্ঠত্ব বিংশ উদ্যমঃ সর্বত্রব্যাক্ষ বধরম্।

ততোইজ্ঞ মধ্যমত্বাৎ তুরীয়ে বধীরমঃ।

জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠত্বাৎ সাহসেভ্যঃ বোধ্যমিতম্।

বেৎসো জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাত্যাং ভেদ্যঃ তদ্ব্যবহারঃ বদম্।

সর্বত্রব্যঃ ধনজাতানামাদনীভ্যামগ্রয়ঃ।

একপর্ণিকের অভিন্ন ভাগ বিকৃত হইয়া বে মূল উৎপন্ন হয়, তাহাকে গৌণ এবং দ্বিপর্ণিকের ঐ ভাগ নয় লম্বা হওয়াতে বে মূল উৎপন্ন হয় তাহাকে মূখ্য কহে। মূল প্রধানতঃ দুই প্রকার, মিজ বা সাধারণিক এবং ভাস্করিক অর্থাৎ তন্তবৎ বহু সাধারণিক। মূল অধোগামী। মূলের অভ্যন্তরভাগের রসাকর্ষণ শক্তি আছে। প্রত্যেক মূলেরই অভ্যন্তরভাগ বর্ধিত ও রসাকর্ষী। মূল তিন প্রকার মৃদু, জলীয়মূল ও বারব-মূল। বে মূল মাটিতে থাকে তাহাকে মৃদু, এই শ্রেণীর উদ্ভিদই পৃথিবী মধ্যে অধিক। বে উদ্ভিদ কেবল জলে বাস ও অক্সিজেনপ্তি করে তাহাদের মূল ভূমি ভেদ না করিয়া জলে ভাসে, এই মূলকে জলীয়মূল বলা যায়। যেমন পানী প্রভৃতি। কোন কোন উদ্ভিদ মাটিতে প্রবেশ বা জলে বাস করে না; তাহারা আলোক ও বায়ু পাইবার জন্য বকলে বা পর্ষভের বিবরে থাকে। তাহাদের মূল সবুজ ও অনেকটা কাণ্ডের মত। এতদ্বির আর এক প্রকার মূল আছে, তাহাকে পরভূতমূল বলা যায়, কারণ তাহারা অল্প ভরকর স্বল্প ভেদ করিয়া যেখানে পুষ্টিকর রস পায়, সেখানেই গিয়া থাকে। বট প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে জৈব পীতবর্ণ মূল সুলিভে দেখা যায়,—ইহা সাধারণ মূল নয়। উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে অসাধারণ বা অনিয়ত মূল বলিয়া থাকেন।

কাণ্ডের প্রথম অবস্থার তাহাকে মুকুল (Plumule) বলে। তাহার অভ্যন্তরভাগে একটি কলিকা থাকে, তাহাকে অভ্যন্তরকলিকা বা মাজ বলা যায়। ঐ কলিকার উপর কাণ্ডের বৃদ্ধি নির্ভর করে, তাহা হইতে বীজপত্র বা পত্রগুলি প্রকাশিত হয়। কাণ্ড এই কর প্রকার—১ তৃপ্তশারী, ২ উর্দ্ধগ, ৩ লতানিয়া, ৪ লম্বমান ও ৫ আরোহী। [প্রত্যেক শব্দে তত্ত্ববিবরণ দেখ।] মূলে পত্র, বকল বা অল্প উপকরণ থাকে না, কিন্তু কাণ্ডে ঐ সকল আছে। কাণ্ডের বে বে গাঁইট হইতে পাতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পর্ষগন্ধি (Node), সন্ধিক্ষয়ের বধ্যস্থিত ভাগকে অন্তঃপর্ষ (Inter-node) কহে। কাণ্ডের এক অংশ মাটির ভিতর থাকে। মূলের কলিকা বিকাশের ক্ষমতা নাই। বৃদ্ধ্যস্থ কাণ্ড হইতে কোন গাছের ভেঁড় বাহির হয়। যেমন কলাগাছ। অনেকে ক্রান্তিক্রমে মাটির মধ্যের কাণ্ডকে মূল বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তাহাকে কদলীকাণ্ড বলা যায়, তাহা অভ্যন্তর বিকৃত পত্রবৃত্ত সন্নিবেশিত কাণ্ডাকার হওয়া তির অঙ্গ কিছুই নহে। উহাকে মূলাকার কাণ্ড (Rhizoma) কহে। চতুঃসংযুক্ত বৃদ্ধ্যস্থ কাণ্ডকে কীডকাণ্ড (Tuber) বলে। যেমন বিলাতী

আলু। কখন কখন কাণ্ডের পত্রগুলি সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়া এক বা ততোধিক কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে কল (Balb) কহে, উহা অনেকটা মূলাকার কাণ্ডসদৃশ। যেমন মানকচ। কাণ্ড দুই প্রকার—সার্কমর ও রসাল।

উদ্ভিদশরীরে গোলাকার বস্তু আছে, তাহাকে বুদুদ (Shell) কহে। বুদুদগুলি অতি পাতলা চর্মনির্মিত স্তূত্র স্তূত্র ধলি, তন্মধ্যে কোন কঠিন বা ত্রৈ পদার্থ থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের দেহগঠন একত্র দৃঢ়বস্তু বুদুদ তর দ্বারা নির্মিত। বাস্তবিক কোন জীবিত পদার্থের ধারণা করিতে হইলে প্রথমে বুদুদগুলির চিন্তা করিতে হয়। কমলালেবুর শীল দেখিলে বুদুদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বুদুদের পরিমাণ এক বৃক্সের চারিশত ভাগের এক হইতে দুই তিন বৃক্স পর্যন্ত। কোন কোন উদ্ভিদের জুপের ভিত্তি বাঁজকাঠী নালি (Spiral vessel) ঐরূপ আকারবিশিষ্ট ও সঞ্চিত পদার্থযুক্ত বুদুদগুলির সংযোগ এবং গোল বুদুদের সংযোগ দ্বারা (Anular vessel) মণ্ডলাকার নালি উৎপন্ন হয়। বে বুদুদগুলি তন্মধ্যস্থ সঞ্চিত পদার্থ কঠিন হওয়াতে নালাকারে পরিবর্তিত হয়, তাহারই নাম কাঠ। কাঠের বহিঃস্থিত বাঁবর্তক তরকে স্বগ্ন এবং বুদুদবিশিষ্ট মধ্য তন্তুকে মজ্জা কহে। একপর্ণিক উদ্ভিদ দারুণ কাণ্ডবিশিষ্ট হইলে নারিকেল গাছের ভিত্তি এবং দ্বিপর্ণিক আমগাছের মত দেখায়।

মজ্জা ও বক্সের অব্যবহিত নিম্নে অস্থবীকণ দ্বারা দর্শন করিলে কাঠতর দৃষ্ট হয়। উহাই স্বগ্ন ও কাঠ বৃদ্ধির প্রধান স্থান। এখানে বুদুদগুলি অতি সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট ও তরুপরিহৃত সঞ্চিত পদার্থ বিহীন। এই নূতন কাঠতরের নির্মাণ বুদুদগুলি কেবল লম্বা হইতে এবং পদার্থ সঞ্চয় দ্বারা পরিমাণে কঠিন ও জলদ্বারা অতেন্দ্র্য হইতে পারে। এই অন্তরস্থ কঠিন কাঠতরকে সার বা আন্তরিক কাঠ (Heart wood) কহে। উহা নানাবর্ণের হইতে পারে। সর্বসংশোধিত অন্তরস্থ তরকে তন্তুৎপাদক প্রদেশ (Liber) বলে। কারণ কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্বে গাছের ঐ ভাগ লইয়া প্রাচীন কালের লোকেরা লেখাপড়া করিতেন। তন্তুৎপাদক প্রদেশের বাহিরে একটি আলুপা সবুজ ও প্রকৃষ্ট বুদুদতর আছে, উহার নাম হরিৎতর। হরিৎতরের বাহিরে দ্বিধি-উৎপাদক তর (Cortical layer) সর্বসংশোধিত তরকে চর্ম (Epidermis) কহে। শৈবোক্ততর অধিকাংশ বাসকাণ্ডে দৃষ্ট হয়। নারিকেলের ভিত্তি নার গাছের বধন কাণ্ডের পত্রগুলি বিকসিত হয়, তখন কাণ্ডের নবরক্ষিত অংশের

অঙ্গভাগের নিকটস্থ কতকগুলি বৃহৎ সজিত সদাৰ্ধ দ্বারা কঠিন হইয়া সালিলগ্ণে পরিবর্তিত ও পরে ঐ সালিলগুলি এক বৃহৎতর দ্বারা সজিত হয়। ঐ সালি ও কঠিন বৃহৎ সজল একত্র ভবকে ভবকে যুক্ত হইয়া কাণ্ডে চৌচ বা তত্ত্ব উৎপাদন করে।

কোন কোন কাণ্ডের সমস্ত কলিকা এককালে ব্যক্ত হইয়া ভাল হয় না। অনেকগুলি লুপ্ত থাকে এবং যতদিন বর্ধিকগুলির অনিষ্ট না হয়, তাহাৎ দেখা দেয় না। কতকগুলি পরিবর্তিত কলিকা কঠিন ও সূচ্যগ্রন্থ হইলে কঠক উৎপত্তি হয়।

আতা ও অর্থব পাছে প্রত্যেক পর্বসন্ধিতে এক একটি পত্র জন্মে, এই ক্রমকে একোত্তরক্রম কহে। আকল, শিউলী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে প্রত্যেক পর্বসন্ধিতে দুইটি পত্র জন্মে তাহাদিগকে প্রতীপহ বলা যায়।

কাণ্ড আদির অবস্থায় কলিকার থাকে। তদনুযায়িত ভাঁজবিশিষ্ট ও ঘন সরিষি পত্রগুলি যথাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া সোন্দর্য্য, বর্ণোৎকৃষ্ট ও সঙ্গন্ধ দ্বারা প্রকৃতিকে মাতাইয়া তোলে।

এই পত্রগুলির নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান করিয়া পাওনা যায় না। যতই ইহাদের উৎপত্তির বিষয় পর্যালোচনা করি, ততই প্রাণে অভূতপূর্ব আশ্চর্যের সঞ্চার হয়, তখন ভাবি সেই বিখ্যাতা জগদীশ্বর ভিন্ন কাহার দ্বারা এরূপ কার্য্য অসম্ভব হইতে পারে! আমরা যেমন রক্ত শোধন করিবার জন্য খাস গ্রহণ করি। তেমনি পত্রগুলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া জীবগণের খাসবর্জিত কার্য্য নির্বাহ করে। তাহারায় বায়ু গ্রহণ ও রেচন ব্যতীত অধিক পরিমাণে জলও নিঃসেক করিয়া থাকে। বৃষ্টির জল পড়িয়া প্রথমে মাটিতে প্রবেশ করে, উত্তমূল তাহাই চুষিয়া লয়। প্রত্যেক বৃক্ষ সহস্র সহস্র পত্রবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক পত্র এক এক বিলুপ্ত জল প্রদান করে। এইরূপে অসংখ্য বৃক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে জল নিষ্কৃত হয়। এই জল যদি পত্রদ্বারা বায়ুমণ্ডলে পুনঃ প্রবেশ না হইত, তবে অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে বায়ুমণ্ডল শুষ্ক হইয়া নিত্য উষ্ণতার কারণ করিত।

পত্রদল অর্থাৎ অভ্যাকশনের ভূমি, অগ্রবিন্দু ও দুই ভল আছে। একতল আকশনের দিকে, অপর তল ব্যতির দিকে। কলের প্রান্তভাগকে ধার কহে। একটি বৃক্ষ বা বৃক্ষ পত্রদলটিকে ধরিলে থাকে। এই বৃক্ষ কাণ্ডের সহিত সংযোগস্থল বিস্তৃত হইয়া বৃক্ষকোষ উৎপাদন করে। সবৃক্ষক পত্রের একটি বড় স্পষ্ট রেখা দলদ্বারা বিভা পদন করে। উহাকে

মধ্যরেখা কহে। বৃক্ষক বহু দলদ্বারা বিভক্ত না হইয়া প্রায় ঠিক প্রবেশকালে দুই বা অধিক শিরা বিস্তৃত হয়। ঐ রেখাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান এবং উৎপত্তিস্থান হইতে প্রায় সর্বত্র প্রসারিত অথবা দলদ্বারা কিঞ্চিৎ সরল বা বক্র হয়। প্রধান রেখা বা শিরাগুলি হইতে বহু শাখা পরে পরে উৎপত্ত হইয়া পত্রদলের সকল দিকে কেন্দ্রাকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা ছড়াইয়া কেলে, তাহাদের পরস্পর সংযোগ দ্বারা একটি জাল প্রস্তুত হয়। যে সকল উদ্ভিদের পত্র এইরূপ জালবিশিষ্ট, তাহাদের দুই একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলিই বিপর্য্যক, আর বাহার্য্য ঐ জালবিশিষ্ট ও পত্রদল মধ্যে সমান্তর শিরাবিশিষ্ট তাহার্য্য একপর্ণিক। জটিল শিরাযুক্ত পত্রকে জালাকৃতি (Reticulate) এবং অপরগুলিকে অজালাকৃতি (Non-reticulate) কহে। তদ্ব্যতীত অর্থ, কীটাল প্রভৃতি জালাকৃতি এবং বাঁশ, আদা ও সর্বত্র অজালাকৃতি। বৃক্ষক বহু পত্রদল মধ্যে বিভক্ত হয়, উহা দলকে দুইভাগে বিভক্ত এবং দক্ষিণে ও বামে দ্বার পর্বত শাখা নির্গত করে। তাহার মধ্যরেখাটি পালকের মধ্যাংশের ম্যায় হয়, তাহাকে পক্ষাকার (Pinnate) কহে। আবার বৃক্ষক পত্রদলদ্বারা প্রবেশ করিবার বিদীর্ণ হইয়া দুই বা অধিক শিরা উৎপন্ন করে। তদ্ব্যতীত কতকগুলি ছত্রের শিকের দ্বার প্রসারিতাকার, (Radiate) কতকগুলি করাকার (Palmate) আর কতকগুলি বক্রশিরায়ুক্ত (Curve-nerved) আর কোন কোন দলের মধ্যরেখা সমান্তর শিরায়ুক্ত (Parallel-veined)। পত্র দুই প্রকার সরল ও যৌগিক। যে পত্রের একের অধিক গ্রন্থি থাকে, তাহাকে যৌগিক কহে। অস্বতক পত্রের কর্ণাকার (Auriculate) আকৃতি লক্ষিত হয়। সবৃক্ষক পত্রের ভূমি নানা প্রকার, কোনটি হয়তনাকৃতি (Corvate) কখন তীক্ষ্ণ ও ছুঁচাল বা শুণ্ডাকৃতি, পল তোলা, দল্লর, ক্রকটাকৃতি (Lorate) কিবা এক একটি বড় খিলানের অন্তর্গত ছোট ছোট খিলানাকারে খণ্ডিত (Orenate)। পত্রের পত্রিকা বা শিরাগুলির সহিত তৎসংযোগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে জানা যায় না। ছত্রগুলির পরিমাণ অধিক হইলে পত্রটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়, তখন দেখা যায় খণ্ডিত পত্রের আকার পত্রিকা বা শিরাগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। বৃক্ষ পত্রগুলির সংখ্যা যদি হস্তাগুলির সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ হয় তখন বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত ইত্যাদি পত্র প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বহু পত্রের দলটি এরূপ খণ্ডিত হয়, তাহাকে ব্যবচ্ছিন্ন (Dissected) পত্র কহে—যেমন জলপাতা।

যৌগিক পত্রের পাতাগুলি সহস্র বৃক্ষক হইতে পৃথক

হয়। কিন্তু সরল পত্রের বস্তুগুলি উচ্চাইলেও সুসঙ্গত হইতে সহজে বলিয়া পড়ে না।

পত্র, মুখ্যতঃ পুষ্পবিশিষ্ট কান্ড বাসগ্রহণ ও পুনরুৎপাদনের কার্য করে। পুষ্পগুলিই পুনরুৎপত্তির সাধন। পুষ্পকলিকা প্রধান প্রধান বিষয়ে পত্রকলিকা সঙ্গত। যে পত্রের কক্ষে পুষ্পকলিকা উৎপন্ন হয় তাহাকে পুষ্পোৎপাদক পত্র (Bract) কহে। পুষ্পোৎপাদক পত্র প্রায়ই সবুজ ও অপার পত্রের মত, কখন কখন উহার বাহিরের সৌন্দর্য দেখিয়া উহাকেই পুষ্প বলিয়া ভ্রম হয়। পত্রকলিকার কক্ষে অন্য পত্রকলিকা, আবার সেইস্থানে অপরাপর কলিকা পর্যায়ক্রমে বাহির হইতে পারে, কিন্তু পুষ্পকলিকা হইতে কেবল একটি পুষ্প কিম্বা পুষ্পত্বকবৃত্ত শিখা উৎপন্ন হয়। এক্ষুটিত পত্রকলিকার মেরুদণ্ডকে শাখা বলে। পুষ্পকলিকার উহাকে মুখ্যবৃত্ত (Piduncle) এবং উহার গৌণ প্রশাখাগুলিকে গৌণবৃত্ত (Pedicels) কহে। কলিকা ও পুষ্পগুলির বধ্যস্থানে বধ্যক্রমে সরিষেশের নাম পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence)। বৃক্ষাদির বে-অংশ হইতে কল উৎপন্ন হয়, তাহাই পুষ্প। পুষ্প চারি ভবক ও পরিবর্তিত পত্র দ্বারা নির্মিত। সর্ববাহিঃ দুই ভবক অন্য ভবকদ্বয়ের চারি পাশে রক্ষাবরণ রূপে থাকে। বধ্যস্থিত দুই ভবক ত্রীপুং জাতিভেদক উদ্ভিদিষ্ট্রি। উদ্ভি তত্ত্বজেরা এই দুইটিকে প্রধান ইষ্ট্রি বলেন। পুষ্পের উপরোক্ত চারি ভবকের মধ্যে সর্ববাহিঃ যেটি থাকে তাহাকে বহিরাবরণ (Calyx) ও তৎপরেরটিকে অন্তরাবরণ (Corolla) কহে। অন্তরাবরণের নিকটে পুষ্পত্বক বা পুষ্পকেশর (Stamen) এবং তাহার অন্তরে বৃত্তদণ্ডের অন্ত্যভাগে ব্রীত্বক বা গর্ভকেশর (Pistil)। বহিরাবরণ কতকগুলি পরিবর্তিত পত্র নির্মিত, এই পত্রগুলিকে বহিঃস্থ (Sepal) কহে। এইগুলি অন্তরাবরণের খণ্ড বা বলাপেক্ষা বড় ও অধিক সুরঞ্জিত হয়। অন্তরাবরণও কতকগুলি পত্র বা পত্রখণ্ডনির্মিত। ঐ গুলিকে পুষ্পদল (পার্শ্ব) (Petal) কহে। অন্তরাবরণ অপেক্ষা বহিরাবরণ অপেক্ষাকৃত মনোরম্য হইলেও ইহা স্থায়ী হয় না। পুষ্পকেশর অন্তরাবরণের মধ্যে এবং প্রায় সর্বদা পার্শ্বগুলির সহিত একোত্তর ক্রমে জুড়িয়া বহিঃস্থগুলির সমুখের দিকে থাকে। পার্শ্ব ও বহিঃস্থদের সহিত পত্রের বেঙ্গল সাদৃশ্য আছে, পুষ্পকেশরের পত্রিত সেরূপ নাই। ব্রীত্বক বা গর্ভকেশর পুষ্পের সেরূপের অন্ত্যভাগে থাকে, উহার মত বা পত্রগুলিকে ক্রুরক (Carpel) কহে।

শিখার নিম্নের বৃত্তীয় পুষ্প সকলকে মঞ্জরী কহে।

যখন মঞ্জরীর সমস্ত পুষ্প পুষ্প বা জীবজাতি হয়, তখন তাহাকে একজাতীয় (Cathia) বলে, যেমন: স্কুট মঞ্জরী। যদি উহা একটি বড় পুষ্পোৎপাদক পত্রের মধ্যে কেন্দ্রিত থাকে, তবে উহাকে ত্রিভাজী (Spadix) কহে—যেমন: কচু কুল। ত্রিভাজীরের নিরূপিত পুষ্পকলিকাগুলি, বধ্যস্থস্থ-পুষ্প জাতি এবং উপস্থিতগুলি স্ত্রী বর্ষাৎ উৎপাদক ও পরস্থিত।

মুখ্যবৃত্তগুলির দৈর্ঘ্য অসমান হইলে শিখাবৃত্ত রূপকে সামন্তলিক বলা যায় (Corymb) পুষ্পোৎপাদক পত্রের কক্ষস্থিত অনিদিষ্ট কলিকা হইতে পুষ্পোৎপন্ন না হইয়া কোন স্থলে গৌণ শিখাসকল সমুদ্র এবং ঐ শিখাগুলি হইতে জাত পুষ্পোৎপাদক পত্রের কক্ষ হইতে জুল উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে শিখাবৃত্ত মঞ্জরী ও সামন্তলিক রূপ সরল না হইয়া যৌগিক হইয়া থাকে। ফুলকপি সামন্তলিক রূপের উদাহরণ।

কোন কোন স্থলে ছত্রাকার (Umbel), মন্তকাকার (Capitulum) ইত্যাদি অব্যক্ত শিখারূপ প্রকাশ পায়। একটি সাধারণ মন্তকোপরিস্থিত কতকগুলি পুষ্প একটি ফুলের ন্যায় দেখায়, উহাকে যৌগিক পুষ্প বলা যায়। উহার এক একটিকে পুষ্পক কহে। ছত্রাকার বা মন্তকাকার প্রভৃতি ব্যাবর্তক পুষ্পোৎপাদক পত্রত্বককে পত্রাচ্ছাদন (Involucre) কহে। যখন ফুলের কলি অনিদিষ্ট পত্রকলিকার মত বিস্তৃত হইয়া পাতার কক্ষার পুষ্প প্রসব করে না এবং উহার বোটার অন্ত্যভাগে কেবল একটি ফুল থাকে, তখন তাহাকে নির্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস বলা যায়। কিন্তু যদি পার্শ্বিক কুহুম উৎপন্ন হয় এবং তাহার ভিতরের ফুলটি ফুটিবার পর তাহার নিম্নে আবার পার্শ্বিক কুহুম জন্মে, এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ অন্ত্যভাগের বৃদ্ধি হ্রাসিত ও পার্শ্বভাগ বর্দ্ধিত হইলে, তাহাকে অনিদিষ্ট পুষ্পবিন্যাস সঙ্গত বহু শিখাযুক্ত পুষ্পবিন্যাস কহা যায়। আকন্দ গাছের পুষ্পিত শিখা ঠিক পাতার কক্ষার থাকে না, উহা দুইটি বৃত্তের মধ্যে থাকে, এরূপ পুষ্পবিন্যাসকে অক্ষাঙ্গিক কহে। প্রধানমতঃ আদর্শপুষ্প পত্রের কক্ষা হইতে উঠে। ঐ পত্রটি পুষ্পোৎপাদক পত্র। যখন পুষ্পের বাহিরে একের অধিক পুষ্পোৎপাদক পত্র ভবকাকারে বর্তমান থাকে, তখন তাহাদের একটি অতিরিক্ত বহিরাবরণ বা উপাবরণ (Epicalyx) দেখা যায়। যেমন: জবাবুলের পুষ্পোৎপাদক পত্রের রক্ষিণ ও বাহ্য পার্শ্ব ফুলের সমুখের দুইটি দুইটি করিয়া বহিঃস্থ থাকে। আদর্শ পুষ্পের সর্ব নিম্নে বহিরাবরণ তৎপরে অন্তরাবরণ, তৎপরে পুষ্পকেশর এবং সর্বোপরি গর্ভকেশর দেখা যায়। গর্ভকেশরের সহিত পুষ্পকেশরের সন্ধাঙ্গাঙ্গের পুষ্পসমূহকে তিন প্রেপিতে ভাগ

করা যায়—১) অক্ষাভ্যাস (Hypogynous) অর্থাৎ আদর্শ রূপ বিশিষ্ট করে। এরূপ পুংকেশর পুষ্পাধারের ঠিক উপরে ও গর্ভকেশরের নিচে থাকে। চাঁপাকুল, হিঁড়িয়া, কেলিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। ২য়, পরিজাত (Perigynous) ইহার ডিম্বটি বহিঃস্থবক হুক্ত হইয়া পুষ্পাধারে আলিবার পূর্বে একটি বল অন্ময়। যেমন গোলাঙ্গা, তেঁতুল প্রভৃতি। ৩য়, উজ্জাত (Epygynous) এরূপস্থলে উক্ত বলটি গর্ভকেশরকে ঘেঁষন করে এবং পুংকেশর গর্ভকেশরের উপর উদ্ভিত বলিয়া বোধ হয়—যেমন পেয়ারা ও আমের ফল। যখন কেশরগুলি বৃত্তরলাভিত অন্তরাবরণের উপরে থাকে তাহাকে দলোজ্জাত (Epipetalous) কহে। কেশরের স্থানানুসারে বিপণিক উদ্ভিদগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম, অবজাত ও পুষ্পাবরণ বিযুক্ত হইলে সেই কেশরগুলিকে চতুর্বিষ্মুক্তবকী (Thalamiflorae)। ২য়, বহিরাবরণ, অন্তরাবরণ ও কেশর একত্র বৃত্ত হইয়া নলাকার এবং কেশর উজ্জাত বা পরিজাত হইলে তাহাকে জিহ্মুক্তবহিঃস্থবকী (Caliciflorae), ৩য় দলোজ্জাত কেশর গর্ভকেশরের উপর বা চারিপার্শ্বে থাকিলে ও অন্তরাবরণবৃত্ত বল হইলে বিযুক্তাতঃস্থবকী (Coroniflorae) কহে।

ফুলের চারিটি স্তবক থাকিলে, তাহাকে সম্পূর্ণ বলা যায়। অসম্পূর্ণ ফুলের প্রথমে বহিরাবরণ ও অন্তরাবরণ থাকে না, দ্বিতীয়তঃ অন্তরাবরণের অভাব এবং তৃতীয় একজাতি কেশরবিশিষ্ট অথবা উত্তরকেশরের অভাব থাকে। কেবল পুংকেশর বিশিষ্ট ফুলকে কেশরী এবং কেবল গর্ভকেশর-বিশিষ্টকে ঐকেশরী বলা যায়। যদি এক গাছের সমস্ত ফুল পুংকেশরী এবং ঐরূপ অপর একটি গাছের সমস্ত ফুল ঐকেশরী হয়, তবে সে গাছকে একলিঙ্গতাক (Dioecious) কহে। যেমন কাঁকড় ও তুঁতগাছ।

বহিরাবরণের অংশ অর্থাৎ বহিঃস্থদণ্ডগুলি প্রায়ই অবৃত্তক। যখন বহিঃস্থদণ্ডগুলি বৃত্তর বৃত্তর থাকে, তখন বহিরাবরণকে বহুদল (Poly-sepalous) এবং ঐগুলি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে বৃত্ত হইয়া নলাকার হইলে যুক্তদলক (Gamo-sepalous) কহে। ঐ দলের দুখণ্ডে বিযুক্ত অংশগুলিকে অঙ্গ (Limb) বলে। পুষ্পবিজ্ঞানের পর বহিরাবরণ বলিয়া যায়। (যেমন পোস্তফুল ও বক শেরালকাটা) অথবা বহুবিধ কিনলয় থাকে ততদিন বা তাহার কিছু পরেও বর্তমান থাকে। অন্তরাবরণই পুষ্প রক্ষা করিবার অন্তঃস্থবক। উহার পত্রাকার ইজিরকে বল বা পার্শ্বিক কহে। অন্তরাবরণের পার্শ্বিকগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইলে উহাকে যুক্তদলক (Gamo-

petalous) এবং বিযুক্ত হইলে বহুদলক (Poly-petalous) কহে। অন্তরাবরণের নিম্নত রূপ পাঁচ প্রকার, ১) নলাকার (Tabulary), ২) হুকাকার (Hypocrateriform), ৩) চক্রাকার (Rotate), ৪) মণ্ডাকার (Campanulate), ৫) বৃত্তাকার (Infundibuliform)। অন্তরাবরণের অনির্ভররূপ তিন প্রকার, যথা—১) ওষ্ঠাকার (Labiate), ২) দ্ব্যাকার (Personate) ও লিঙ্গাকার (Lingulate)। যদি অন্তরাবরণ বহিরাবরণ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তবে কোন ফুলে উহা গছর বলিয়া যায়। যেমন আম ফুলের অন্তরাবরণ ফুটিবার পূর্বেই পড়িয়া থাকে। সুতরাং ফুলের পুংকেশরের কার্য শেষ হইলে অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ আড়ে আড়ে পৃথক হইয়া বলিয়া পড়ে। অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ এক বর্ণের হইলে তাহাকে সমবেশ (Perianth) বলা যায়। একপদিক উদ্ভিদগণ প্রায়ই এইরূপ।

রন্ধক বা প্রধান ইজিরবিহীন পুষ্পকে লগ্ন বলা যায়। লগ্নদর কেশরগুলিকে পুংস্তবক (Androecium) এবং সমস্ত গর্ভকেশরকে জীস্তবক (Gynaeceum) কহে। কেশরগুলি পাবড়ি ও গর্ভকেশরের মধ্যে থাকিয়া দুই অংশ বিশিষ্ট হয়, প্রথম অংশ বৃত্তদণ্ডের মত একটি বোঁটা, উহাকে দৃশ্যবৃত্ত বা তন্তু (Filament) এবং অতি অল্প বিস্তৃত তাহারই অন্তর্ভাগকে রেণুকোষ বা পরাগকোষ (Anther) বলে। যেমন বৃত্তদণ্ড অনেকস্থলে পত্রদল মধ্যে বিস্তৃত হয়, তেমনিই তন্তুও অনেকস্থলে পরাগকোষ মধ্যে বিস্তৃত থাকে। পত্রের মধ্যে গাঁজার মত এই অংশকে যোজক (Connective) বলে। পরাগ নামে খ্যাত রেণুংগাদক পরিবর্তিত পুষ্প পত্রের নাম কেশর। রেণু পরাগকোষের অভ্যন্তরে উপস্থিত হয়। যখন পরাগকোষের গর্ভ প্রস্তুত হয়, তখন মধ্যগত আলগা বৃদ্ধদণ্ডের পরিবর্তিত হইয়া রেণু জন্মিয়া থাকে। পরাগ নামক রেণুংগাদন করাই কেশরের কার্য। কারণ গর্ভকেশরের মধ্যগত বীজ বা অণু পূর্ণ করিবার জন্য পরাগের প্রয়োজন। অতএব পরাগকোষ পরিপক হইলে, তখন বিদীর্ণ হইয়া রেণু বাহির হয়। পরাগকোষের বিদীর্ণ হওয়ার প্রকোচন (Dehiscence) বলে। যখন কেশরগুলি সংখ্যার চারি অর্থাৎ দুটি ছোট ও দুটি বড় হয়, তখন দ্বিদ্ভবক (Didynamous) এবং চারিটি লম্বা ও দুটি ছোট, তখন তাহারিগকে ত্রিদ্ভবক (Tetradynamous) কহে। এ ছাড়া কেশরগুলি একত্র এক রাশি বা আঁটিতে বৃত্ত থাকিলে এক-ভুজ (Mon-adelphous) যেমন অম্বুল। এইরূপ অধিক আঁটি বৃত্ত হইলে দ্বিভুজ (Dia-adelphous), ত্রিভুজ

(Tri-adelphous), বহুবন্ধ (Poly-adelphous) ইত্যাদি—
বেগন ভেদেও হুল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গর্ভকেশরের পৃথক পৃথক বৃত্তকে
কিঙ্কক বলে। এই কিঙ্ককের নিম্নদিকে একটি গর্ভ থাকে,
তাহার নাম অণ্ডাধার বা ডিম্বকোষ অথবা বীজকোষ
(Ovary), তাহাযে অণ্ডাধার (Ovule) বা আদিবীজ নিহিত
থাকে। অণ্ডাধারের উপরে আশ্রয়পত্র (Style) নামে ব্যাভ
একটি লম্বা সূত্র নল থাকে। আশ্রয়পত্রের শেষভাগে হিত
চ্যাপ্টা গোলাকার অথবা দীর্ঘাকার একটি বৃত্তকে আশ্রয়
(Stigma) বলে। কিঙ্ককগুলি কখন বিবৃক্ত হয়। (বেগন
চ্যাপ্টা) অথবা কখন গর্ভকেশরের আশ্রয়পত্র একটি স্ত্রী
কিঙ্কক থাকে, তাহাকে নিবৃক্ত বা বিবৃক্ত (Solitary) বলা
যায়—বেগন তেঁতুল ফুল।

কিঙ্ককের সমুদয় বৈবর্ত্য দিয়া অণ্ডাধার পত্রাকার বিশ্রীত
বৃত্তে ভাজ করা ও সংলগ্ন ধারগুলি যার গঠিত একটি কিছু
কঠিন আল থাকে, উহাকে লগ্জী (Placenta) বলা যায়।
উহাই নব কলিকার স্তর ছোট বৃন্দবিশিষ্ট উন্নত বৃত্ত
সকলকে পৃষ্ট ও প্রকাশিত করে। অণ্ডাধারের মধ্যে নাড়ীর
উপরে ডিম্ব নামক বৃন্দবিশিষ্ট উন্নত বৃত্তগুলি উৎপন্ন হয়,
ঐ বৃন্দগুলি বড় হইলে সামান্যতঃ গোল এবং ক্রমে একটি
বৃত্ত কর্তৃক বৃত্ত হয়। ঐ বৃত্তের নাম কোশিকবৃত্ত (Fun-
culus)। যে সময়ে তাহার গোল ও বৃত্তবৃত্ত হয়, সেই
সময়ে তাহার অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ দ্বারা বেষ্টিত হয়।
ঐ আবরণের অন্টাংশ ছাড়াই সর্বোংশ ঢাকিয়া ফেলে। সেই
অন্তর স্থান কোশিকবৃত্ত হইতে ডিম্বের বিশ্রীতে শেষ-
ভাগে নলধারণ হয়। ঐ নল বা ধারকে কোশিকনলী
(Micopyle) বলে। ডিম্বের বৃদ্ধিকালে উহার মধ্যস্থ একটি
বৃন্দ অত্যন্ত বড় এবং তাহার মধ্যগত পদার্থ বিতরিত
হইয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃন্দ উৎপন্ন করে। অণ্ডা-
ধারের এই কঠিন বৃন্দবিশিষ্ট বৃত্তকে জলদলী বলে। ইহার
মধ্যে পরাগরেণু নীত ও ডিম্বের সহিত সংলগ্ন হইলে উদ্ভি-
জ্ঞ (Embryo) উৎপন্ন হয়। পরাগরেণুর পশ্চিম দ্বারা
জলদলী মধ্য জল ব্যক্ত হওয়ারক বীজোৎপাদন (Ferti-
lisation) বলে। জল প্রকাশিত হইলে ডিম্বগুলিকে বীজ
(Fruit) এবং গর্ভকেশরকে ফল (Seed) বলে।

পরাগরেণু পরিণত হওয়ার পরে পূর্ববর্ণিত কোষ এক
সীতাহুনারে পরাগকোষ বিবর্তিত হওয়ার ঐ রেণু বহির্গত
হইতে পারে। এক পুষ্পে পুষ্পকেশর দ্বারা সেই পুষ্পে
বীজকেশরের আরই সংযোগ হয় না। যদি হয় তবে ফল

বীজ উৎপন্ন হয় না। উদ্ভিদভ্রমের বিরলিভার কর-
মাছেন যে অধিকাংশ স্থানে এক পুষ্পে পুষ্পকেশর দ্বারা
তাহারই গর্ভকেশর সংলগ্ন হওয়া উদ্ভিদভ্রমের অভিজ্ঞতা বা
অভাবশিষ্ট করণ্য নহে। এক পুষ্পের পরাগরেণু অল্প
পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত হইয়া তাহার গর্ভাধার করণ্য
সম্পন্ন করে। অনেকের বসিতে পারেন, এক পুষ্পের রেণু
কি প্রকারে অপর পুষ্পে বাইতে পারে? বাস্তবিক পতঙ্গ
ও বায়ু উভয়ে দ্বিতীয় কার্য করিয়া একটি পুষ্পকেশরের
পরাগরেণু অপর একটি গর্ভকেশরে লইয়া যায়। রেণু ও
গর্ভকেশরের মিলন কার্য সমাধা করে। যদি সেই পতঙ্গ
প্রথমে জীপুষ্পে বসিয়া পরে পুষ্পে গমন করে, তবে
কোন কার্যই হয় না। প্রথমে পুষ্পে বসিয়া তাহার
পরাসিদ্ধান্ত হইলে পরে জীপুষ্পে গমন করিলে পতঙ্গ
কর্তৃক আনীত পরাগ আশ্রয়ে ফলন হইয়া বীজোৎপাদন
করে। অনেক জীপুষ্প কলবতী হয় না অর্থাৎ পাকিতে
না পাকিতে বাস্যাবহার পতিত হয়। ইহার কারণ এই
তাহারা পুষ্পপুষ্পের পরাগ প্রাপ্ত হয় না। এক এক উদ্ভি-
দে এক এক পতঙ্গ আছে। উহা ফুলের কাছে আসিয়া
বা তাহার উপর বসিয়া স্বীয় পুরস্কারস্বরূপ একটিনু মধু
লইয়া যায়। এইরূপে প্রকৃতিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর
ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ পতঙ্গ পরাগরেণু স্থানান্তরিত
করে। তাহাতেই বীজোৎপাদন হয়। পতঙ্গের পুনঃ পুনঃ
সমাগম লাভের জন্য পুষ্প লকল জরাজিৎ ও সুগন্ধি হইয়া
আপন মধু উপহার দিয়া পতঙ্গকে ভুলাইয়া থাকে। প্রাণী-
ভববিদ ডারউইনের মতে পতঙ্গের জন্যই পুষ্পের বিবিধ বর্ণ
হয়। বস্তুতঃ পুষ্প না পাইলে পতঙ্গগণ অন্য কোম উপায়ে
জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু পতঙ্গের সাহায্য না
পাইলে উদ্ভিদগণ বীজোৎপাদন করিতে পারে না। স্থল
বিশেষে সন্ধ্যা বা মিজ্জাকাতীর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ
হয় পতঙ্গ কর্তৃক সম্পর্কীয় বা সমবর্তিত উদ্ভিদ রেণু না আসিয়া
ভিন্ন জাতীয় পরাগরেণু উহার গর্ভকেশরে সংলগ্ন হইয়াছিল,
তাহাতেই সন্ধ্যা গাহের উৎপত্তি হইয়াছে। সন্ধ্যা গাহ
বীজের দ্বারা তাৎক্ষণিক স্বারীকরণের চেষ্টা করে না, কারণ
তাহার বীজ বহু। অথবা যদি বহু না হয়, তবে তাহার
উদ্ভূত গাহ ক্রমশঃ আদি উদ্ভিদভ্রমের একটির আকার
প্রাপ্ত হয়।

ফলের ভিন্ন ভিন্ন আবরণ,—অন্তরাবর্তক (Endocarp) বা
আন্তঃকর্পীয় তর, মধ্যবর্তক (Mesocarp) বা মধ্যতর ও
বহিরাবর্তক (Epidermis) দ্বারা। উদ্ভিদ বিচার মতে এই

তিন ভরের আঁশ ও অত্যন্ত কঠিন কণ্ডার চর্বা (Pericarp) ও মধ্যটিকে বুধগ্রহণ করে।

কলসকল শ্রেণীবদ্ধ করিবার উপায় নাই, কারণ পৃথিবীতে নানা জাতীয় কল আছে। এখনো কিছু লোকে সকল জানিতে পারে নাই বা তাহাদের তত্ত্ব নির্ধারিত হয় নাই। তবে এখন মোটামুটি কলশ্রেণী পাঁচ প্রকার ধরিয়া লওয়া যায়—১ কঠিন কল (Nut), ২ নীরস কল (Capsule), ৩ শিষ (Pod), ৪ নিরসিক কল (Berry), ৫ সাসিক কল (Drupe)।

নাড়ীগুলি হইতে আলাগা বুধ বৃক্ষ হইয়া পীস (Hesperidium) হয়।

অনেক স্থলে বীজ গুপ্ত হইলে উহার চতুর্দিকে এক অতিরিক্ত বা তৃতীয় ত্তর নিক্ষিপ্ত হয়। এই ত্তরকে উপত্তর (Aril) বলে। যদি তাহা বীজের বোঁটা হইতে আরম্ভ হইয়া কোশিকনলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে তাহাকে উপত্তর (Arilus) এবং কোশিকনলী হইতে বৃত্তের দিকে বিস্তৃত হইলে উপত্তরনল (Arilode) করে।

একগণে জিজ্ঞাস্য যে উদ্ভিদগণ ভোজন, পান ও শ্বাস গ্রহণ করে কি না? করে বৈকি। মূলই উদ্ভিদের প্রধান আকর্ষকেন্দ্র, উহাই মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্ভিদগণের শ্বাসের অধিকাংশ তথা ইহাতে সংগ্রহ করে। মূল রস আকর্ষণ করিয়া কাণ্ড ও পত্র প্রেরণ করে। উদ্ভিদ শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা দিবসে অন্নজান ও রাত্রিতে অজারান্ন নির্গত করে। তবে একটু প্রভেদ আছে যে সূর্যালোকে হরিৎ উদ্ভিদসকল নিজ শক্তি দ্বারা বায়ুশূলহ অজারান্নের উপাদান পৃথক করিয়া অজার গ্রহণপূর্বক অন্নজান বিসৃত করে। দিবসে যে অজারান্ন নির্গত হয়, তাহা জানা যায় না। ইহাতে দেখা বাইতেছে, উদ্ভিদগণ বায়ুশূলকে স্বাস্থ্যকর অবস্থার রাখে, তাহাতে আমরা বিশেষ উপকার পাই। কারণ বায়ুতে অধিক পরিমাণে অজারান্ন থাকিলে আমাদের জীবন সংশয় হইত। উদ্ভিদগণ শ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ অন্নজান রাখিয়া অজারান্ন বাহির করে। রাত্রিতে এই কার্য হয় বলিয়া, শরনাগারে অনেকগুলি উদ্ভিদ রাখিলে স্বাস্থ্যর-বির ঘটে। এই নিমিত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে “রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্তয়েৎ।” রাত্রিকালে দূর হইতে বৃক্ষমূল পরিভাগ করিবে। উদ্ভিদের মূল দ্বারা পীত রসকে আমরস এবং নিরস রসকে পক বা জীর্ণরস করে। জীর্ণরসের দ্বারা উদ্ভিদ গঠিত হয়। অন্নজান, বন্ধকারজান, অজার ও জল ব্যতীত উদ্ভিদগণের যে যে বস্তু প্রয়োজন, তাহা মাটিতে থাকে।

আবশ্যক। যখন কোন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বিশেষ বস্তুগুলি কেবল মা থাকে, তখন তাহার চাস করা উচিত নয়। কারণ তাহাতে কোন ফল হয় না। সকল উদ্ভিদ মাটি হইতে এক পদার্থ গ্রহণ করে না। প্রত্যেক উদ্ভিদের স্ব স্ব উপযোগী মাটি আছে।

কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ কেবল রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হয় না। তাহারা কীটাদি জীবগণকে খুঁত ও হত করিয়া তক্ষণ করে। বেহার অকলে মাঠের ও পৈলের চালু আরগার এক প্রকার ক্ষুদ্র পাহ দেখা যায়, তাহার পত্রগুলি ছোট, গোল, দীর্ঘ লাল, সুল্লর ও লম্বিত বৃত্ত দ্বারা খুঁত। যখন ঐ পত্রোপরি কীটাদি বসে, এক বট্টা বা অল্পকাল মধ্যে সুল্ল বস্তু দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার পর তাহার কেশজাল কেন্দ্রাতিমুখে ভিতরদিকে বাকিয়া থাকে। আমেরিকা দেশের গাছও বড় চমৎকার, তাহাতে পোকা ধরিয়া খাইবার বড় সুল্লর কোশল আছে। প্রতি পত্রের উপরিভাগ একটি গ্রহি দ্বারা পৃথক্কৃত এবং উহার দ্বার তীক্ষ্ণ কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত, তাহার তলার উপর কতকগুলি ছোট ছোট কাঁটা নানাদিকে কিরিয়া থাকে এবং পোকা ধরিবার জন্য উহার মধ্যস্থতা রক্তবর্ণ হয়। এই মনোহর পত্রোপরি কোন পোকা বসিবারাত্র পত্রটি নুদিত হইয়া উহাকে বধ করে। এ দেশের পুষ্করিণীতে যে বাঁধি দেখা যায়, উহাও এক জাতীয় মাংসালী বা পতলদাতক উদ্ভিদ। উপাস নামে এক প্রকার বিবগাছ আছে, তনা যায়, তাহারা নাকি পতলপকী এমন কি মানবজাতিরও প্রাণ নষ্টকার করিতে পারে। [উপাস দেখ।]

কোন উদ্ভিদের অল্পভব শক্তি অধিক, যেমন লজ্জাবতী-লতা, সোলা, কামরাঙ্গা প্রভৃতি।

উদ্ভিদে যে নানাপ্রকার বর্ণ দেখা যায়, সূর্য্যই তাহার উৎপাদক। সূর্য্যাত্ত তিন অংশ বিশিষ্ট-রক্ত, পীত ও নীল; ঐ তিন বর্ণ একত্র হইয়া রামধনুকের দ্বারা নানাপ্রকার বর্ণের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদগণেরও রক্ত ও পীতের সমবোণে পিঙ্কল বর্ণ, পীত ও নীল বর্ণের যোগে হরিষ্র এবং নীল ও রক্তের যোগে বেগুণে রক্ত হয়। ইহা এক জাতীয় উদ্ভিদ আলোক-ভাবে বর্ণ বিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। প্রকৃতরূপে সূর্য্যই উদ্ভিদের বর্ণোৎপাদন করিয়া থাকেন।

জগতে নানাপ্রকার উদ্ভিদ আছে, প্রত্যেকের নিকট হইতেই কোন না কোন বিষয়ে আমরা উপকার প্রাপ্ত হই। এখানে তাহার পরিচয় আবশ্যক।

এই ত গেল ব্রহ্মাণী বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার মত।

এখন দেখা যাউক, আমাদের এই জগৎকত্থন উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা ছিল কি না? পূর্বজন্ম এবিধের উদ্ভিদবিদ্যা কিরূপ জানিতেন।

প্রাচীনকাল হইতে সুমিগন উদ্ভিদকে স্বাবরজীব বলিয়া জানিতেন।

হাঙ্গোরগোশ্বামিবনে লিখিত আছে—

“ক্বেবাং বসেবাং কৃতানাং জীবেবাং বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজন্তুজমিতি।” ৩।৩।১।

সকল জন্তের মধ্যে তিন প্রকার বীজ আছে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ।*

মহাভারতে লিখিত আছে, “কালপর্যায়ে বাহা পৃথিবী তের করিলা উখিত হয়, তাহাকে উদ্ভিজ কৃত বলা যায়।”

“তিজা কু পৃথিবীং বানি জায়ন্তে কালপর্যায়ং।

উদ্ভিজানি চ ভাত্তাহ কৃতানি বিজসতমাঃ।”

তৃণবান্ বহু উদ্ভিদ জাতি—ওষধি, বনস্পতি, গুল্ম, গুল্ম, তৃণ, প্রভৃতি ও বর্ষা এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

“উদ্ভিজাঃ স্বাবরাঃ সর্বে বীজকাণ্ডপ্রোহিণঃ।

ওষধাঃ কলপাকান্তা বহুপুষ্পকলোপগাঃ।

অপুষ্পাঃ কলবজো যে তে বনস্পতয়ঃ সূতাঃ।

পুশ্পিণঃ কলিনশ্চৈব বৃকান্তভয়তঃ সূতাঃ।

গুল্মগুন্ডজ বিবিধঃ তথৈব তৃণজাতয়ঃ।

বীজকাণ্ডকহাণ্যেব প্রভানা বন্য এব চ॥

তমনা কহরগেণ বেষ্টিতা কর্ষহেতুনা।

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে গুণহঃখসমমিতাঃ।” বহু ১।৪৬-৪৭।

সমুদয় উদ্ভিদই স্বাবর (জীব)। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে ও কতকগুলি রোপিত কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। বাহারি বহুপুষ্পবৃত্ত ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদের নাম ওষধি। (বেমন ধান বব প্রভৃতি)। বাহারি পুষ্ণিত না হইয়াই কলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি এবং পুষ্ণিত হউক বা কলবান্ হউক উত্তর প্রকারকে বৃক কহে। গুল্ম (মল্লিকাদি) ও গুল্ম (বংশাদি) নানাপ্রকার আছে। তৃণজাতিও বিবিধ। প্রভান (শাউ, কুমড়া প্রভৃতি) ও বর্ষা (গুড়ু-জ্যানি) নানাবিধ। ইহারি বহুরূপ কর্ষফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, ইহারি গুণ হঃখও অনুভব করে।

পাক্ষর এইরূপে উদ্ভিদবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন—

* এতরের উপনিষদের মতে “বীজাবীজজানি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জীবজানি চ বেদজানি চোদ্ভিজানি। ৫০।” (শ্রুতসংহিতা ১।১১।১ বেদ।)

বনস্পতিক্রমকতা ও বাহা স্বাবরজীবজ।

বীজাং কাণ্ডান্তথা কলপং ওষধজ জীবিবং বিদ্যঃ।

তৃণান্যোষধরশ্চৈব পৃথক্ জাতিঃ প্রমিতভেদে।

অন্যাদিতেদান্তেবাব বৈ পার্থক্যবহুবীরতে।

তে বনস্পতয়ঃ প্রোক্তা বিনাপুটৈঃ কলন্তি বে।

ক্রমশ্চান্যে নিগমিতাঃ পুটৈঃ সহ কলন্তি বে।

প্রসরন্তি প্রভাতৈর্নবাতা লতাঃ পরিকীর্তিতাঃ।

বহুত্বাং বিটপিনো যে তে গুল্মাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

অমৃচম্পকপুমাগনাগকেশরচিকিনী।

কশিখবদরীবিষকুন্তকারীপ্রিয়দম্বঃ।

পনসাম্রমধুকাদ্যাঃ করমদাশ বীজজাঃ।

তাম্রলী নিম্ববারাশ্চ ভগরাদ্যাশ্চ কাণ্ডজাঃ।

পাটলা দাড়িমী প্লককরবীরবটাদয়ঃ।

মল্লিকোহরয়ো কুল্মো বীজকাণ্ডোত্তবা মতাঃ।

কুন্তুমার্দ্রসো নাগুকাদ্যাঃ কলসমুত্তবাঃ।

এলাগত্রোংপলাদীনি বীজকল্মোত্তবানি হি।”

বৃহৎশাকধরদ্রুত পাদপবিবক্ষাপ্রকরণ।

পাদপজাতি* চারি প্রকার—১ বনস্পতি, ২ ক্রম, ৩ লতা, ৪ গুল্ম। কতক বীজ হইতে, কতক কাণ্ড হইতে, কতক বা কল হইতে জন্ম লইয়া থাকে। তৃণ ও ওষধি নামক তৃণান্তর সকল পৃথক্ জাতি বলিয়া দর্শিত হইয়াছে। কেননা, পাদপ-জাতির সহিত উহাদের জন্ম মরণাদির সাম্য নাই। বাহাদের পুষ্প হয় না, অথচ ফল হয়, তাহারি বনস্পতি। বাহাদের পুষ্প ও ফল উভয় হয়, তাহারি ক্রম। বাহারি প্রসারিত বা প্রভা-নিত হয়, তাহারি লতা। বাহারি ভববৃত্ত অর্থাৎ বাহাদের বড় বড় ডাল হয় না, তাহারি গুল্ম। জাম, চাঁপা, পুরাগ, নাগকেশর, চিকণ, কশিখ, কুল, বেল, কুলখ, প্রিয়দ্ব, আম, মধুক ও করমচা প্রভৃতি বীজজ। পান, নিম্ববার ও ভগর প্রভৃতি কাণ্ডজ। পাটলা, দাড়িম, পাকুড়, করবীর ও বট প্রভৃতি এবং মল্লিকা, মজুত্বুর ও কুঁদ প্রভৃতি উভয়জ অর্থাৎ ইহারি বীজ হইতে ও কাণ্ড হইতে জন্মে। কুন্তুম, আদা, লগুন ও আলু প্রভৃতি কতকগুলি কলজ। এলাইচ, পন্ন ও উৎপল প্রভৃতি বীজ ও কল উভয় হইতেই জন্মে।

* “বৃককাদ্যা অত্রবীজা মূলজাতং পদসারঃ।

পক্ষরোদয় ইন্দ্রাদ্যাঃ কলমাসারকীমুখাঃ।

শাম্যাহরো বীজজাঃ সপুষ্পজাঃ পাবরাঃ।

স্বাবরস্পতিকায়ত বড়ো মূলজাতয়ঃ।” মেঘ ৪।২৩০-২৩১।

অনুর—“অধিকেন বাপদেশা ভবতি। ভবাহি লোকে ক্ৰিডিজ-পদসরবদাম্রমাপ্যদুরঃ সিত্যব্ধ ইত্যুচ্যতে।” বাচস্পতিধিঃ।

কৃষিশাস্ত্রের মতে, উদ্ভিদকে এই কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। ১ অত্রবীজ অর্থাৎ বাহাদের আগা কাটা লইয়া রোপণ করিতে হয়। (ইহার অপর নাম কাণ্ডজ বলা হইতে পারে।) ২ মূলজ অর্থাৎ বাহাদের মূল পুতিলে গাছ জন্মে। (কলজ)

৩ পর্কযোনি অর্থাৎ বাহাদের গাঁইট রোপণ করিলে গাছ হয়। (ইহা কাণ্ডজ আতির অন্তর্গত।)

৪ বৃক্ষজ (বাঁহা) অর্থাৎ গাছের শুকিতে জন্মে।)

৫ বীজব্রহ্ম অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে বাহাদের গাছ হয়।

৬ সমুচ্ছজ—কিতি, জল, বায়ু ও ভেজ পরস্পর সমন্বিত হইয়া কদম মৃত্তিকাকে শাক করিলে এবং তাহা হইতে যে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে, তাহারাই সমুচ্ছজ।

আমাদের কৃষিগণ উদ্ভিদের জাতি, শ্রেণী, নাম ও লক্ষণ উক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার বীজ, অঙ্কুর মূল্যাদি উৎপত্তির বিষয় বর্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতই অবগত ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদগণ অপেক্ষা সমধিক জানিতেন, তাহা আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ পর্যালোচনা করিলেই সন্নিবেশ জানা যায়। রাববতট সিথিয়াছেন—

“তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্তরুয়বিপাচিতা।
বায়ুনা বাহ্যমানা তু বীজং প্রতিপাদ্যতে।
তথা ব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তান্যন্তসা পুনঃ।
উচ্চনং মূহুৎক মূলভাং প্রেরতি চ।
তদ্ব্যাদিভূমিরন্তরুয়ং পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণাঙ্করং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং পুনঃ॥”

জল সিক্ত ভূমি অভ্যন্তরস্থ উন্মাদ দ্বারা পচমান হইলে সেই পাকজনিত বিকার বিশেষ যখন বায়ু কর্তৃক গৃহীত বা সংঘাত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা উদ্ভিদ জন্মের বীজ অর্থাৎ উপাদান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ অব্যক্ত বীজ হইতে প্রেরোহ জন্মে। সেই প্রেরোহ হইতে কখন কখন ব্যক্ত বীজ উৎপন্ন হয়। ব্যক্ত বীজ সঞ্চার জলে আর্জ হইলে প্রথমে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং মুহুৎ বা কোমলত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাহাই তত্ত্ববিদদের মূলধরূপ হইয়া উঠে। সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুরের পরিণামে পত্রাশয়, তাহা হইতে তাহার আশ্রা বা দেহভাগ (কাণ্ড) আবার কাণ্ড হইতে প্রসব (পূর্ণকলাপি) জন্মে।

এ ছাড়া প্রাচীন লাতিন ভাষায়, অস্ত্রোনার, নিমসার প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকিলে, সহজেই বীকার করিতে

হয়, যে প্রাচীন কৃষিগণ উদ্ভিদকে অব্যক্তই অবগত ছিলেন।

[কৃষিশাস্ত্র, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ দেখ।]

চরকমুনির এই বচনটিও প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্বের পরিচায়ক।

“মূলবৃক্ষসংনির্বাসনালক্ষণসমপন্নবঃ।

কীরাঃ কীরং ফলং পুষ্পং তন্ম তৈলানি কণ্টকাঃ।

পত্রানি শুশ্রূষাঃ কল্যাণ প্রেরোহশৌভিহো গণঃ॥

উদ্ভিদ (পুং) উৎ-ভিদ-ক। ১ বৃক্ষাদি। (স্ত্রী) ২ পাণ্ড লবণ, পাণ্ডা মূল।

উদ্ভিদজল, শীতল জল বিশেষ। মরুভূমিতে পান্যপান নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, ঐ গাছের কোন স্থান ছেদন করিলে এক প্রকার মিষ্ট শীতল জল পাওয়া যায়। উক্ত গাছ বাসুকার মরুভূমি দিয়া বাইবার সমর, পথিকেরা সেই জল খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহারই নাম উদ্ভিদজল।

উদ্ভিদ (স্ত্রী) উৎ-ভিদ-ক। ১ উৎপন্ন। কণ্ঠশি ক্ত। ২ দলিত, বিধাকৃত। ৩ উখিত।

উদ্ভূত (স্ত্রী) উৎ-ভূ-ক। ১ উৎপন্ন, জাত। ২ ছাত্রমতে প্রত্যেক বোধ্য। ৩ স্পষ্ট। ৪ ব্যক্ত।

উদ্ভূতরূপ (স্ত্রী) সজাতরূপ, বেরূপ নরনের সমুৎপে প্রকাশিত হয়।

“উদ্ভূতরূপং নরনস্ত গোচরং
দ্রব্যাদি তদ্বস্তি পৃথক্‌সংখ্যা।
বিভাগসংযোগপর্যায়ঃ
মেহদ্রবং পরিমাপ্যুক্তম্।
ক্রিয়া জাতী বোগবৃত্তী সমবায়ক তাদৃশম্।
গৃহীতি চকুঃ সঙ্কলনালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ।”

ভাবাগরিচ্ছেদ।

উদ্ভূতি (স্ত্রী) উৎ-ভূ-ভিন্। ১ উৎপত্তি। ২ উদ্ভব-বিভূতি। ৩ উন্নতি।

“বরঃ শতুরং হ্যেব স্বংকুলোদ্ভূতরে বিধিঃ।” কুমার।

উদ্ভেদ (পুং) উৎ-ভিদ-ঘঞ। ১ ভেদ করিয়া প্রকাশ। (“পুন্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈরুৎপন্নানি বিশেষাৎ।” মেঘবৃত্ত।) ২ উদয়। ৩ ক্ষুণ্ণি। ৪ আবিষ্কার। ৫ রোমাঞ্চ। ৬ মেলন। (“গদোদ্ভেদং সমাসাদ্য জিরাভ্রোপোষিতো নরঃ।” ভারত বন ৮৪ অঃ।)

উদ্ভেদন (স্ত্রী) উৎ-ভিদ-ভাবে লুট্। প্রকাশন। (“উদ্ভেদনং প্রকাশনম্।” ইতি শবরভাষ্য।)

উদ্ভ্রম (পুং) উৎ-ভ্রম ভরণে-ঘঞ। নোদাত্তোপরেণেতি ম বুজিঃ। ১ উত্তেজ। ২ বুদ্ধিলোপ। ৩ কাকুত। ৪ উর্জ-ব্রমণ। ভাবে লুট্। উদ্ভ্রমঃ।

উদ্ভাস্ত (জি) উৎ-ভ-ক। ১ ব্যাকুল। ২ ভ্রান্তিকুল।
৩ হতবুদ্ধি। ৪ আত্মবিকৃত। ৫ ব্যস্ত। ৬ উচ্ছ্বাস। ৭
বাহর উদ্যমে মন্তলাকারে ধলাদি বুনান।

উদ্য (জি) বহ-ক্যপ্। কথনীর। (পুং) নব। (ভিষ্য
উদ্যঃ সরস্বতী। হেম ৪। ১৫৭।)

উদ্যৎ (জি) উৎ-ইন্-শত্। ১ গমনশীল। ২ উদয়শীল।

উদ্যত (জি) উৎ-ব-ক। ১ উৎসুক। উৎসূর্ণ। ২ উত্তো-
লিত। ৩ উদ্যমিত। ("প্রবৃত্ততেজ উদ্যত আশিনঃ"।
বঙ্কুঃ ৩২। ৫। ৬। 'উদ্যম্যতে ইত্যদ্যতঃ।' মহীধর।)
৪ তৎপর। ৫ প্রবৃত্ত। (ক্ৰী) ভাবে ক। ৬ উদ্যম।

উদ্যতি (ক্ৰী) উৎ-ব-ভাবে ক্তিন্। উদ্যম। (ঋক্
১। ১২০। ৩।)

উদ্যম (পুং) উৎ-ব-ঘঞ্ ন বুদ্ধিঃ। ১ প্রয়াস, যত্ন।
২ উদ্যোগ (উদ্যমো প্রৌঢ়িকুদ্যোগঃ। হেম ২। ২১৪।)
৩ উত্তোলন। ৪ উৎসাহ।

উদ্যমন (ক্ৰী) উৎ-ব-গিচ্-ল্যুট্। ১ উৎকেপন।
২ উত্তোলন।

উদ্যমিত (জি) উৎ-ব-গিচ্-ক্। ১ উত্তোলিত। ২ যত্নে
প্রেরিত।

উদ্যান (পুং ক্ৰী) উৎ-বা-আধারে ল্যুট্। (অর্ধর্জাঃ পুংসিচ।
পা ৩। ৪। ৩১।) ১ আক্রীড়, আরাম, কেলিবন। ২ নিঃস-
রণ। কর্মণি ল্যুট্। ৩ প্রয়োজন। (উদ্যানভারিঃসরণে
বনভেদে প্রয়োজনে। হেমং অনেং ৩। ৩৬০।)

উদ্যানপাল (জি) উদ্যানং পালয়তি উদ্যান-পালি-অণ্।
উদ্যানরক্ষক, মালী। (কুমার ২। ৩৬।) বুল্। উদ্যান-
পালক। জিরাং টাপ্। অতইষং। উদ্যানপালিকা।

উদ্যাপন (পুং ক্ৰী) উৎ-বা-গিচ্-ল্যুট্ অর্ধর্জাদি। ১ আরম্ভ।
২ ব্রতসমাপন।

উদ্যাম (পুং) উদ্যম্যতেহেনেন উৎ-ব-করণে ঘঞ্ বা
বুদ্ধিঃ। রজ্জ্ব প্রভৃতি, বস্ত্রাদি উর্ধ্বে লইয়া বার।

উদ্যাব (পুং) উৎ-বু-উদিল্লমতিবোতিপূজ্যঃ। পা ৩। ৩।
৪২।) ইতি উপপদে বঞ্। উর্ধ্বে মিলণ।

উদ্যাল (পুং) উৎ-ব-ঘঞ্। ১ উদ্যমকর্তা। সংজ্ঞার্য
ঘঞ্। ২ দেবভাত্তেদ। (বাল্মসনের সং ৩২। ১১।)

উদ্যোগ (পুং, ক্ৰী) উৎ-বু-ঘঞ্-অর্ধর্জাদি। ১ চেষ্টা।
২ উৎসাহ, অধ্যবসার।

"অতিব্রতবরোবৃত্তিবিদ্যাদিত্তিরইতুতঃ।

পদ্যাদিবিবরোদ্যোগঃ কর্মণা মনসা গিরাঃ" বাজবল্য ৩। ১৫১।

৩ আরোজন। ৪ মহাকারভের পর্দাবিশেষ।

উদ্যোগী [ন] (জি) উৎ-বু-ঘিহ্। ১ উদ্যোগযুক্ত,
সচেত। ২ উৎসাহী।

উদ্যোজক (জি) উৎ-বু-ঘুল্। প্রবর্তক।

উদ্যোত (পুং) আলোক। [উদ্যোত দেখ।]

উদ্র (পুং) উদ্র ক্রমেনে। (দৃশিবদ্যুজি। উদ্ ২।
১৩।) ইতি রক্। ১ জলচর। (উদ্রো জলচরঃ। উজ্জলদত।)
২ উষিফাল।

(উদ্রস্ত জলসান্দ্যারঃ পানীরনকুলো বনী। হেম ৪। ৪১৬)

উদ্রক (পুং) সৌতপুত্র। (ব্যোমচারিপুরং সৌতদ্রকঃ
প্রতিমার্গকঃ। জটীধর।)

উদ্রক (পুং) ১ নগরপ্রতিমার্গ। (উদ্রকঃ প্রতিমার্গে-
ভাৎ। শব্দাকি) ২ হরিশ্চন্দ্রপুত্র। (জিংশে ১। ২। ২৪।)

উদ্রথ (পুং) উদ্রগতো রথো বস্মাৎ। ১ রথকোল, রথকীল।
২ তাম্রচূড় পক্ষী।

(উদ্রথো রথকোলে ভাৎ তাম্রচূড়াধাপক্ষিণি। মেঘিনী।)

উদ্রপারক (পুং) নাগবিশেষ। (ভারত আদি ৫৭ অঃ।

উদ্রাব (পুং) উৎ-ব-ঘঞ্। ১ উচ্চধ্বনি। ২ পলায়ন।

উদ্রী [ন] (জি) জলযুক্ত, জলীয়া। (ঋক্ ২। ২৪। ৪)

উদ্রিক্ত (জি) উৎ-রিচ্-ক্। ১ ক্ষুট। ২ স্পষ্ট। ৩
চিহ্নিত। (উদ্রিক্তস্ত ক্ষুটে বুদ্ধিচিহ্নিতে তু জিলিককঃ।
শব্দাকি।)

উদ্রেক (পুং) উৎ-রিচ্-ঘঞ্। ১ বুদ্ধি। ২ অতিশয়।
৩ উপক্রম।

উদ্রেকা (ক্ৰী) উৎ-রিচ্-ঘঞ্-টাপ্। মহানিষ।

উদ্রংশীয় (ক্ৰী) সামভেদ। (ভাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।)

উদ্রংসর (পুং) ১ বৎসর। (হেম ২। ৭৩) ২ উদা-
বৎসর, বর্ষভেদ।

উদ্রপন (ক্ৰী) উৎ-ব-ল্যুট্। ১ দান। ২ উত্তোলন,
তোলা। ৩ উৎপাটন।

উদ্রমন (ক্ৰী) উৎ-ব-ল্যুট্। বমন।

উদ্রয়ঃ [ন] (জি) উদ্রগতঃ বরো বস্মাৎ প্রোধি-বহ।
অগ্নোৎপাদক বায়ু। (উদ্রগতঃ বরোহরং বস্মাৎ বারোঃ
ন উদ্রয়াঃ বায়ুঃ বায়ুনৈব হি বাত্যানি নিপদ্যতে। ইতি
বাল্মসনেরভাষ্যে মহীধর।)

উদ্রত (পুং) উৎ-বু-ঘঞ্। ১ অতিরিক্ত, বাড়া। আরো-
জন জব্যের শেষে বাহা বাড়তি থাকে। ২ আধিক্য,
উপচান।

উদ্রতন (ক্ৰী) উৎ-বু-গিচ্-করণে ল্যুট্। ১ উৎপত্তন।
২ বর্ষণ। ৩ বিশেষণ। (উদ্রতনং পত্তনে বিশেষণে

বর্ষণে ক্রীড়ম্। মেদিনী।) ৪ উর্জগতি। (শকাঙ্কি।)
৫ শরীর নির্মলীকরণ গন্ধ জব্যাদি। ৬ জব্য দ্বারা মেহাদি
অপহারক কার্য।

“বর্ষণগন্ধাব্যট্টাষ্টৈস্তিলৈশ্চোষর্জনং হিতম্।

শতাবর্ষণগন্ধাভ্যাং পরস্তৈরঞ্জীবনৈঃ॥” জুশ্রুত।

৭ উর্জ্জন। ৮ সেবন, আধটন।

উর্জ্জনীয় (ত্রি) উর্জ্জন-জ। মার্জনীয় গোধ্মচূর্ণাদি।

উর্জ্জন (ক্ৰী) উৎ-বৃদ্ধ-লুট্। ১ অন্তর্হাস। (ত্রিশে,
২।২।৮৭) গিচ্ লুট্। ২ বৃদ্ধতাসাধন। (ত্রি) লু। বৃদ্ধি-
সাধক।

উর্জ্জন (ক্ৰী) উৎ-বর্হ-লুট্। ১ উন্মূলন। ২ উৎপাটন।
৩ উদ্ধরণ।

উর্জ্জিত (ত্রি) উৎ-বর্হ-জ। উদ্ধৃত।

উর্জ্জ (পুং) উর্জ্জং বহতি নয়তি উৎ-বহ-অচ্। ১ পুত্র।
(উর্জ্জোহলকায়জঃ স্মৃঃ। হেম ৩।২৬৬।)

২ সপ্তবিধ বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিশেষ। প্রবহবায়ুর উপর
ইহার স্থিতি।

হরিবংশে সাতপ্রকার বায়ুর নাম পাওয়া যায়—

“আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ।

পরাবহঃ সংবহশ্চ উর্জ্জশ্চ মহাবলঃ॥

তথা পরিবহঃ শ্রীমানুৎপাতভয়শংসিনঃ।

ইত্যেতে কুভিতাঃ সপ্ত মারুতা গগনেচরাঃ॥”

হরিবংশ ২৬৬ অঃ।

আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, উর্জ্জ ও পরিবহ
এই সাতটি উৎপাদক কুভিত বায়ু।

৩ বিবাহ। ৪ বর। ৫ গায়ক। (ত্রি) ৬ অংশকারক।

উর্জ্জন (ক্ৰী) উৎ-বহ-লুট্। ১ স্তম্বে করিয়া বহন। ২ বিবাহ।

উর্জ্জা (ক্ৰী) উৎ-বহ-অচ্-টাপ্। কজা, পুত্রী।

উর্জ্জান (ক্ৰী) উৎ-বহ-গিচ্-লুট্। ১ উচ্চৈঃস্বরে আবেদন।

শতপথব্রাহ্মণে ৩।২।১।৩৯। এই প্রকার উর্জ্জান লিখিত
হইয়াছে—“অথৈক উর্জ্জতি নীকিতোহয়ং ব্রাহ্মণো নীকিতো-
হয়ং ব্রাহ্মণ ইতি নিবেদিতমেবৈনমেতৎসত্তং দেবেভ্যো
নিবেদয়ত্যয়ং মহাবীৰ্য্যোযোযজ্ঞঃ প্রাপদিত্যয়ং যুয়াটককোহভূতং
গোপায়ভেত্যেবৈতদাহ জিহ্বত্যাহ।” ২ উচ্চ বাদ্যকরণ।

উর্জ্জান্ [৭] (ত্রি) [১৬] ১ উৎকর্ষ। ২ উন্নত।

(“উর্জ্জং বস্মা অকুণোতনা।” ঞক্ ১।১৬১।১১। “উর্জ্জং-
স্বরভেবু।” সারনাচার্য্য।)

উর্জ্জান (পুং) উৎ-বহ-সংভক্তৌ ঞক্। ১ উদ্যম। ২
চুল্লী, উদান।

(উর্জ্জানমূলগমে চুল্ল্যাম্। হেম° অনে ৩।৩৬১।) ৩ উর্জ্জম।

(ত্রি) উর্জ্জিত, উর্জ্জাত। (সারসুহৃট্)

উর্জ্জাস্ত (ত্রি) উৎ-বহ-জ। উর্জ্জিত, উর্জ্জাত। (পুং)

উর্জ্জতং কাস্তং মদো যস্মাৎ। নির্জ্জদহতী, মদহীন গজ।

(উর্জ্জাস্তে নির্জ্জদগজে পুমানুর্জ্জমিতে ত্রিষু। মেদিনী।)

উর্জ্জাপ (পুং) উৎ-বহ-ভাবে ঞক্। ১ উন্মূলন। ২ উচ্চ-
রণ। ৩ প্রয়োগ। গিচ্-ভাবে অচ্। ৪ মুগ্ধন।

উর্জ্জায় (পুং) উৎ-বা-ঞক্। ১ উর্জ্জাসন। ২ উপশম।
(উর্জ্জয়তি উর্জ্জাসনং প্রাপ্নোতুাপশাম্যতি। ছান্দোগ্যভাষ্যে
শঙ্করাচার্য্য।)

উর্জ্জাস (পুং) উৎ-বহ-ঞক্। স্বস্থান অতিক্রম করিয়া
অন্ত যাওয়া। (বলাদিভ্যো মতুবজ্ঞতরস্তাম্। পা ৫।২।
১৩৬) ইতি পক্ষে ইন্ মতুপ্ বা। উর্জ্জাসিন্, উর্জ্জাসবৎ।

উর্জ্জাসন (ক্ৰী) উৎ-বহ-গিচ্-লুট্। ১ সংকারভেদ।
(কাত্য্যশ্রৌ ৯।১।২) ২ মারণ। ৩ বিসর্জন। ৪ নিকাশন।
(উর্জ্জাসনং মারণে চ নিকাশনে চ কীর্তিতম্। শকাঙ্কি।)

উর্জ্জাস্ত (অব্য) ১ বিসর্জন করিয়া। (ত্রি) উৎ-বহ-গিচ্-ল্যপ্।
২ উদ্ধরণীয়। ৩ উত্তোলনযোগ্য। ৪ স্থানান্তরে লইয়া
যাওয়া।

উর্জ্জাহ (পুং) উৎ-বহ-ঞক্। বিবাহ। [বিবাহ দেখ।]

উর্জ্জাহন (ক্ৰী) উৎ-বহ-গিচ্-লুট্। ১ বিবাহ। ২ দ্বিসীত্য,
দ্বিবারকর্ষিত ক্ষেত্র। ৩ উর্জ্জন। (উর্জ্জাহনোবর্জ্জনেষু।
মেদিনী।) ৪ উদ্ধারসাধন।

উর্জ্জাহনী (স্ত্রী) উর্জ্জাহন-ভীপ্। ১ বরাটক, কড়ি।

(উর্জ্জাহনং দ্বিসীত্যে স্তাউর্জ্জাহনী বরাটকে। হেম° অনে
৪।১৬৫।) ২ রজ্জু।

উর্জ্জাহিক (ত্রি) উর্জ্জাহঃ প্রয়োজনমন্ত ঠক্। বিবাহ
সম্বন্ধীয় মন্ত্রাদি। (“নোর্জ্জাহিকেষু মন্ত্রেষু বিধবাবেদনং কচিৎ।
মহু ৯।৬৫।)

উর্জ্জাহিত (ত্রি) উৎ-বহ-গিচ্-জ। বিবাহিত, যাহার
বিবাহ হইয়াছে। আগমের মতে, কলিকালে আগম
ব্যতিরেকে অপর শাস্ত্রানুসারে যে নারী উর্জ্জাহিত হয়,
তাহাকে গর্হিতা জানিবে।

“উর্জ্জাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা।”

উর্জ্জাহিনী (স্ত্রী) উর্জ্জাহ-ইনি-ভীপ্। রজ্জু, কড়ি। (রজ্জা-
বৃংবাহিনী মতা। মেদিনী।)

উর্জ্জাহ্ (ত্রি) উর্জ্জাহ। উর্জ্জগ। (হেম° অনে. ৩।১১৯।)

উর্জ্জাহলক (ক্ৰী) উর্জ্জাহ। (উর্জ্জগোহপুর্জ্জাহলকঃ।
মেদিনী।)

উষিড়াল (ত্রি) উৎ-বি-কৃত। স্বীকৃত ইতি নেই।
উৎপত্তি। চিহ্নিত, উৎকৃষ্ট।

(“নোষিধশ্চরতে ধর্মঃ নোষিধশ্চরতে ক্রিয়াম্।”
ভারত, আদি।) ২ ব্যাকুলিত। ৩ কুভিত।

উষির্বর্ষণ (ক্লী) উৎ-বি-বৃহ-লুট্। উদ্ধারকরণ। (উষির্বর্ষণঃ
উদ্ধরণম্। শ্রীধরস্বামী।)

উষিড়াল (পুং) তুঙ্গ ও জলচর জন্তু বিশেষ (Lutra)। সংস্কৃত
গ্রন্থকারগণ জলবিড়াল, জলমাক্কার, জলনকুল ইত্যাদি নামে
উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিককালে এই জন্তকে “উজ্জ” বলা হইত। শুক্ল
যজুর্বেদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়—

“স্বপর্ণন্তে গন্ধর্বাণামপামুজোমানানকুপো।” ২৪। ৩৭।

এই জন্তবাচক পৃথিবীর ভিন্ন দেশীয় শব্দের সহিত ‘উজ্জ’
নামটির সমধিক ঐক্য লক্ষিত হয়, যথা—বৈদিক ‘উজ্জ’;
হিন্দী ‘উদ্’; দিনেমার ‘উক্কর’ বা ‘ওক্কর’; ওলন্দাজ,
হুইন্স ও জর্মন ‘ওক্কর’; ইংরাজেরা ‘ওটর’, ফরাসীরা
‘সুটর’, ইতালীরা ‘লোত্র’, ‘লোত্রির’, স্পেনীয়েরা ও ল্যাটিন
ভাষার ‘লুট্রা’।

উষিড়ালজাতি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই বাস
করে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে উত্তরে হিমগিরি হইতে দক্ষিণে
সুন্দারী অন্তরীপ পর্যন্ত প্রায় সর্বস্থানের নদী, খাল ও বিলে
ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের দেহের গঠন অপর সকল জন্তু হইতে বিভিন্ন,
অঙ্গ চেপ্টা ও কঁক কঁক, প্রত্যঙ্গগুলি বড় মজবুত,
কিছু ক্ষুদ্র। পায়ের গোড়ালি অনাচ্ছাদিত ও চোটো জালা-
কায় সংযত। পায়ের লোমাবলী নিবিড় ও ক্ষুদ্র; তন্মধ্যে
উপরিভাগের লোম পশমের মত নরম, নিম্নভাগের গুলি
অতি চিকণ। চক্ষের পাতা কিঞ্চিৎ বৃহৎ স্নায়ুহীন নির্মিত,
অনেকটা পক্ষীজাতির মত। দন্ত দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ।

ভারতবর্ষে উষিড়াল তিন চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া
যায়। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে বাহাকে ‘খেড়ে’* বলে ইহার
সংখ্যাই অধিক।

‘খেড়ে’ (Lutra nair) জাতির লোম বাদামী কিম্বা কটা,
কোন কোনটির ঐ লোমের উপর খেতবর্ণের টিপ, কোন-
টিতে বা পীতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের দিকের লোম
পীতাত খেত অথবা রক্তাভ খেত। মুখখানি অনেকটা

সাদা। কাহারও কর্ণদেশে কমলাবর্ণের বর্ণের মত আভা
দেখা যায়। কোনটির বা সমস্ত দেহের রঙ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া
থাকে। ইহাদের একটি একটি, লেজ সবেত প্রায় ৩ বা ৩ হাত
পর্যন্ত বড় হয়। ইহাদের বাসস্থান অত্যন্ত পর্বতের নিক-
রের নিকট পাথরের মধ্যে; অথবা সরসীর ধারে ১০। ১২
হাত মাসির নীচে গর্ভের তিউর; এই গর্ভের চারিদিকে
বাতারাতের পথ থাকে। ইহারা প্রধানতঃ মাছ খাইয়া জীবন
ধারণ করে, যখন মাছ পায় না, তখন পোকা মাকড়, ফল
ছোট পক্ষী ধরিয়াও খাইয়া থাকে। ইহাদিগকে পুথিলে পোথ
মানে। বঙ্গদেশে পূর্বাঞ্চলে অনেক ধীর খেড়ে পুথিয়া
থাকে। যখন তাহারা জাল লইয়া মাছ ধরে, খেড়ে জালের
আগে গিয়া ভাড়া দিয়া মাছকে জালের নিকট আনিয়া
ফেলে। তাহাতে মাছ ধরিবার সুবিধা হয়। যশোরাকালের
একটি লোকের মুখে শুনিলাম তাহার কোন প্রতিবাসী
একটি ছোট খেড়ে পুথিয়াছিল। সেই খেড়েটি কুকুরের মত
প্রভুর কথা শুনিত। প্রভু জলাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া
ইলিত করিলে সে জলমধ্যে গিয়া মাছ ধরিয়া আনিয়া দিত।
যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন তাহার বিক্রম কিছু বাড়িল।
গ্রামের মধ্যে কাহারও ঘরে অনেক মাছ রহিয়াছে দেখিতে
পাইলেই কাড়িয়া লইয়া আসিত। কানড়াইবার ভয়ে
গৃহস্থেরা বড় কিছু বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু তাহার
প্রভু ক্রমে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একদিন তাহাকে একটি
খোলার মধ্যে পুথিয়া গ্রাম হইতে প্রায় ১০। ১২ কোশ
দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসে। তখন খেড়েটি এক বনমধ্যে
গিয়া প্রবেশ করে। সেই ব্যক্তি নোকা করিয়া আপন
বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে বট্টা খানেকের পরেই দেখিল
তাহার প্রভুভক্ত ‘উষিড়াল’ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া
তাহার পরলেহন করিতেছে। উষিড়ালের এইরূপ প্রভু-
ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ডোটান ও আসামের উত্তরে পার্বত্য প্রদেশে এক
প্রকার উষিড়াল দেখা যায়, তাহাদের দেহের বর্ণ মেটে
বা কটা অথবা বাদামী; মুখ, মাথা ও সমস্ত কর্ণদেশ সাদা;
মাঝে মাঝে হরিৎ বা হরিভাঙ পিঙ্গলবর্ণের বিন্দু আছে।
তাহাদের শাবকগুলির নিম্নভাগ জীবৎ পিঙ্গল, খাড়ির নিম্ন-
ভাগ প্রায়ই সাদা। তাহাদের এক একটি, লাকুল ছাড়া ১৫-
হাত এবং কেবল লাকুল এক হাতেরও অধিক বড় হয়। এই
জাতীর উষিড়াল মাঝে মাঝে হুই একটি বঙ্গদেশেও দেখা যায়।

হিমালয়ের হিমপ্রধান স্থানে আর এক জাতীর উষিড়াল
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের লোম বড় ও অপরিস্কার,

* হিন্দুস্থানীরা পাণিকুট, দার্জিলিং জলমাক্কার, তৈলঙ্গীরা বীরহুক
অর্থাৎ জলহুক, কনাড়ীরা বীরবাই ও হিন্দীভাষার উম, উম্বি, ও
উম্বিলো বলে।

উহা পিকলাত কৃষ্ণবর্ণ। নিম্নতাপে লাজুলের অন্তঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত বেতবর্ণ, তাহাতে মূল্য ও পিকলাত মিশ্রিত বর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহাদের এক একটি, লাজুল ব্যতীত ছই হাত, ও লাজুল প্রায় দেড় হাতের উপর হয়। এই জাতীয় উষিড়াল (*Lutra vulgaris*) কুরোপেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকার এক জাতীয় উষিড়াল দেখা যায়, তাহা উপরোক্ত সকল প্রকার উষিড়াল অপেক্ষা বৃহৎ, দেখিতে অনেকাংশে বিবরের মত। ইহার লোম অধিক মূল্যবান, ঐ লোমের আকার ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হয়,—গ্রীষ্মকালে ছোট হয়, তখন দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ; শীতকালে মনোহর রক্তাভ পিকলা বর্ণ। কিন্তু বিবরের লোমের মত বড় হয় না। ইংলেণ্ডে প্রতিবর্ষে এই জাতীয় উষিড়াল ৭।৮ হাজার প্রেরিত হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে এবং উত্তর আমেরিকার নিকটস্থ সাগরসমূহে এক জাতীয় 'সামুদ্রিক উষিড়াল' দেখা যায়। ইহার লোম অপর সকল জাতীয় উষিড়াল অপেক্ষা সমধিক চিকণ ও অধিক মূল্যবান। ইহার সাগরের মৎস্ত খাইয়া জীবন ধারণ করে। প্রায় ছই শতবর্ষ পূর্বে হইতে স্বয়ংগ এই উষিড়াল ধরিয়া আনিয়া বহু মূল্যে ইহার লোম বিক্রয় করিত; তাহাতে তাহাদের সমধিক লাভ হইত। এই লংবাদ যুরোপীয়েরা শুনি। তখন তাহারাও চারিদিক হইতে জাহাজে করিয়া 'সামুদ্রিক উষিড়াল' ধরিতে বাহির হইল। ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণের এই ব্যবসারে আগ্রহ থাকায় লোমের মূল্য অধিক হ্রাস হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগণ এই লোম ক্যান্টন নগরে চালান দিতেন।

পূর্বে এদেশের অসত্য জাতিরা উষিড়াল খাইত। রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্মগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মাংস ভক্ষণ নিবেদ থাকিলেও 'উষিড়াল মাংস' পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহারা এই মাংস আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিতেন। ইহার মাংস উগ্র ও মৎস্তবৎ স্বাদ।

উদ্বীক্ষণ (ক্লী) উৎ-বি-ঈ-ক-ভাবে লুট্। ১ উর্দ্ধ দৃষ্টি। করণে লুট্। ২ দর্শন, নেত্র।

উদ্বীত (ত্রি) উৎ-বি-ই-ক্ত। ১ উল্লসিত। ২ প্রাবিত। ৩ উৎ-লিত, উজ্জলিত।

উদ্ভূত (ত্রি) উৎ-বৃত্ত-ক্ত। ১ উৎকীর্ণ। ২ উত্তোলিত। ৩ জাত। ৪ কৃত্ত। ৫ অতিরিক্ত। ৬ উদ্বাস্ত, উদ্বিগ্ন। ৭ ভুক্তবর্জিত, যে ভক্ত আরোজন হয় তাহা নির্বাহ হইয়া যাহা শেষ থাকে। ৮ হুর্ভূত। ৯ শোধিত। (উদ্ভূত ভুক্তবর্জিতে, উর্দ্ধকিপ্তে শোধিতে চ হুর্ভূতে পরিকীর্ণিতম্। শব্দার্থিক।)

উদ্বৈগ (পুং) উৎ-বিজ্ঞ-ভাবে যজ্ঞ। ১ চিন্তা, উৎকর্ষ। ২ ভয়। ৩ উদ্বৈজন, উদ্ভ্রম। ৪ চমৎকার। ৫ বিরহজন্য দুঃখ। ৬ উর্দ্ধবাহ। ৭ উদ্বগমন। (ক্লী) ৮ ভয়াক, ভয়ানি। (ত্রি) ৯ শীত্ৰগামী। ১০ ভিত্তিত। (উদ্বৈগ পুণ্ডিকালে, উদ্বৈগন্তুদ্বৈজনে ত্র্যং ভিত্তিতশীত্ৰগামিনি। উদ্বাহৌ চ তয়েহপি ত্র্যং। হেম. অনে" ৩। ১১৮, ১১৯।)

উদ্বৈজন (ক্লী) উৎ-বিজ্ঞ-ভাবে লুট্। ১ উদ্বৈগ। (মহু ৮। ৩৫২।) ২ ভয়। ৩ কল্পন। ৪ কষ্ট। (ত্রি) ৫ ভয়-প্রদর্শক। ৬ উদ্বৈগকারক।

"হানপ্রাপ্তিবিহীনা হি গীতবৎ কুলকল্পকা।

উদ্বৈজনী পরতাপি অরম্যগৈব কর্যোঃ" কথাসরিৎ ২৪।২৫।

উদ্বৈজিত (ত্রি) উৎ-বিজ্ঞ-পিতৃ-ক্ত। ১ ক্লেশিত। ২ উদ্বৈগ। (কুমার ১। ১১।) ৩ ভয়াকুল। ৪ কৃতোদ্বৈগ।

উদ্বৈদ্বি (ত্রি) উদ্বৈগ। উদ্বৈদ্বি। উদ্বৈদ্বি। (মহু ১। ১১।)

উদ্বৈয় (ত্রি) বায়ুর সহিত মিশ্রণযোগ্য।

উদ্বৈল (ত্রি) উৎক্রান্তো বেলারাম্ অন্ত্যাস। ১ বাহা উৎলে উত্তীরাছে। ২ সীমান্তিক্রান্ত। ৩ কুলান্তিক্রান্ত।

"অসমদোদ্বৈলজলরাশিজলৈঃ" কথাসরিৎ।

উদ্বৈলিত (ত্রি) উদ্বৈল-পিতৃ-ক্ত। [উদ্বৈল দেখ]

উদ্বৈলিত (ক্লী) উৎ-বেষ্ট-লুট্। ১ হাত পা বাধা। ২ উদ্বৈলিত। ৩ আলিঙ্গন। ("হৃদরোবেষ্টনং তত্র। লাল্যপ্রতিরয়োচকঃ" মুদ্রান্ত।)

উদ্বৈচা [৭] (পুং) উৎ-বহ-তৃচ্। বর, বিবাহকারী।

"উদ্বৈচাপি ভবেৎ পানী সংসর্গাৎ কুলনারিকে।

বেস্তাগমনজং পাণং তত্ত পুংসো দিনে দিনে"।

মহানির্বাণতন্ত্র।

উধঃ [স্] (ক্লী) বহু প্রাণে উল্ল ক্রদনে বা অস্থম্।

উধঃ, গরুর পালান (মোড়)।

উন, দেলবার, (ক্লী) বোম্বাই প্রদেশের অধীনস্থ কাথিরা-বাড়ের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত ছইটি নগর। অক্ষা ২০° ৪৯' উঃ, দেশা ৭১° ৫' পূঃ।

উন নগরের প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'উন্নতনগর'। * বর্ধ-

* হটর সাহেব প্রাচীন নগরের নাম 'উন্নত দুর্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উন্নতনগর নামই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম। এই প্রাচীন নগরের বিবরণ ইতিপূর্বে কোন মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশিত না হওয়ায় স্বল্পপূরণের প্রভাসপদ হইতে সমস্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে—

"ততো গচ্ছেদ্বাহাধি। উন্নতনগরমুত্তম্।

তন্তৈবোত্তরদিক্ভাগে বসিতোরা ভটে ভটে।

এতৎ স্বাম্য ভক্তং দেবি। বিশেষতঃ প্রদত্তো ক্রাৎ।

সর্বসীমাসমায়ুক্তঃ চণ্ডীপন্থরকিতম্।

মান উননগরের পার্শ্বেই ছিল। ঐ প্রাচীন স্থানকে তৎ-
পরবর্তীকালে দেলবার বলা হইত। এই দুইটি স্থান পাশা-
পাশি থাকার, 'উন-দেলবার' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্বকালে ঐ প্রাচীন নগরটি অতি পবিত্র স্থান বলিয়া
প্রসিদ্ধ ছিল। স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত আছে,
দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্মা ঋষিতোয়া নামক
নদীর তটে এই নগর স্থাপন করেন। এই নগর ব্রাহ্মণদিগের
বাসের জন্য নির্মিত হয়। তৎকালে এখানে স্থলকেশ্বর
নামে একটি জাগ্রত শিবলিঙ্গ ছিল।

দেবুবাচ।

কথমুন্নতনামাত্ত যতুব হ্রস্বসত্তম।

কথং ত্বয়া বলাদন্তং কিয়ংসীমাসম্বিতম্।

এতৎ সর্কং সমাচক্ষু সংকেপাশ্রয়তিবিত্তরাং।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি! এবক্যামি কথং পাণপ্রণালিনীম্।

যাং শ্রদ্ধা মানবো দেবি! মুচ্যতে সর্কপাতকাৎ।

এতৎ পূর্বং পুরা শ্রোক্তং স্থানং সকেতকারণম্।

তৃতীয়ে ব্রাহ্মণে খণ্ডে সৃষ্টিসংক্ষেপচূচকঃ।

তথাপি তে এবক্যামি সংকেপাচ্ছৃণু পার্শ্বতি।

উল্লাসিতং পুনশ্চত্র যত্র লিঙ্গং মহোদয়ম্।

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চৈপু বর্হরয়ঃ।

যায়মানা মহেশাননাদিনিধনং পরম্।

তেষু বৈ তপ্যমানেষু কোটিনম্বোহু পার্শ্বতি।

ঋষিতোয়াতটে রম্যে পবিত্রে পাগনাশনে।

ভিক্ষুভূত্বা গন্তব্যং পুনশ্চত্রৈব তামিহ।

ত্রিকালদর্শিতিস্তত্র রৌবরাগবিবর্জিতৈঃ।

তপথিতিস্তত্র সর্কৈ লক্ষিতোহং বরাননে।

দৃষ্টমাজ্ঞদা বিশেষিররাম মহেশ্বরঃ।

ক রাসি বিদিতো দেব ইত্যুক্তাঃসুহৃদ্বিভাঃ।

যাবদাশ্রিত্য মুনয়ঃ ঈশেতি প্রভাবকাঃ।

ধাবমানাস্ত তপসা দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ।

লিঙ্গমেব প্রপশ্যন্তি নাপশ্যন্তি মহেশ্বরম্।

যে যে চ দদুঃলিঙ্গং মূলচতুঃশমস্তিকে।

তদা তে মুনয়ঃ সর্কৈ শরীরৈঃ স্বর্ণমায়ম্।

যদা ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং দৃষ্টং বৈ শতবৎসর।

আবাচস্ত তথৈবাচ্চৈব মুনয়স্তপসোচ্ছলিতাঃ।

এতদ্বস্তমাসাদ্য সমাগত্য মহীতলে।

লিঙ্গমাদানরামাস বজ্রৈশ্চৈব শতক্রতুঃ।

অষ্টাদশসহস্রাণি মুনীনামুর্দ্ধিরতসাম্।

স্থিত্বা তদমুপাশ্রিত্য লিঙ্গমেতদমুত্তমম্।

শক্রস্ত সহস্রা দৃষ্টো বজ্রৈশ্চৈব সমধিতঃ।

যাবদাশ্রিত্য পাণং তে তাবরষ্ঠঃ পুরন্দরঃ।

দৃষ্ট্বা চোৎকোপলংঘ্যন্ত্যন্তঃপদাংগপুস্তকঃ।

উবাচ শান্তরা দেবো বাচা মধুরা মুনীন।

কথং থিরা বিজজ্জেষ্টাঃ সখা শান্তিপরাগণাঃ।

এসমবদনা ভূত্বা ত্রয়তাং বচনং মম।

তবভিজ্ঞানসংযুক্তৈঃ স্বর্গে বিমুচ্যতে কথম্।

যত্রৈকৈ বসবঃ শ্রোক্তা আদিত্যাক্ত তথাগরে।

রক্তসংজ্ঞাতথা চৈকৈ অবিনাবপি চাপরৌ।

এতেষামধিপঃ কশিমেব ইন্দ্রাঃ প্রকীর্তিতঃ।

অপূণাক্ত করে প্রাপ্তে বসাবৈ জস্যতে নরৈঃ।

মুসলমানদিগের আসিবার পূর্বে উনদেলবারে উনবাল
নামক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বাস করিতেন। কোন সময়ে
তাহারা বেঙ্গল-বাজো নামক একজন সামন্তের নবপরিণীতা
ভার্য্যার নিক্সাবাদ করেন, তাহাতে বেঙ্গলবাজো ক্ষুব্ধ
হইয়া উন্নতনগর আক্রমণ করেন এবং তথাকার বহুসংখ্যক
অধিবাসীর মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দাক্ষিণ ক্রোধের শাস্তি
করেন। উন্নতনগরে ব্রহ্মহত্যা হইলে, পুণ্যভূমি পাণময়
বলিয়া পরিগণিত হইল। ব্রাহ্মণমাত্রেই এই স্থান পরিত্যাগ
করিয়া দেলবার নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এবং হ্রঃসমায়ুক্তঃ স্বর্গে নৈবোজ্ঞতে মুখৈঃ।

এতন্মায়ং কারণাধিশ্রাঃ কুরুধ্বং বচনং মম।

গুরীধ্বং নগরং রম্যং নিবাস্য মহাপ্রভম্।

হৃদস্তাময়িত্বোজাণি দেবতাঃ সর্কদা দিগ্ভাঃ।

ঈজাতাং বিধিধেবাগৈঃ ত্রয়তাং পিতৃপূজম্।

আতিথ্যং ত্রয়তাং নিত্যং বেদান্তাসমুদ্বৈষ চ।

এবং বৈ কুরুতাং নিত্যং বিজ্ঞানস্য চ সফরৈঃ।

প্রসাদান্নম বিশেষ্যাক্তান্তে মুক্তির্ভবিষ্যতি।

কবর উচুঃ।

অসমর্থ্য পরিভ্রাণে জিতাঃ সর্কৈ তপোধনাঃ।

নগরেন্নৈব কিং কুরুন্তব ভক্তিমতীকতা।

ঈশ্বর উবাচ।

ভবিষ্যতি তদা ভক্তি যুগ্মাকং পরমেশ্বরে।

গুরীধ্বং নগরং রম্যং কুরুধ্বং বচনং মম।

ইত্যুক্তাঃ ভগবান্ দেব ঈর্ষমূলিতলোচনঃ।

সম্যাক বিধকর্ম্মাণং সর্কশিদ্ধিবিদাধরম্।

সুতমাত্রে বিশ্বকর্মা প্রাণলিঙ্গপ্রভঃ স্থিতঃ।

আজ্ঞাপয় তু মাং দেবো বচনং করবাণি তে।

ঈশ্বর উবাচ।

নগরং ত্রয়তাং ভূষ্টং বিশ্রাণং মুনয়ঃ শুভম্।

ইত্যুক্তো বিশ্বকর্মা তাং ভূমিং বীক্ষ্য সমস্ততঃ।

উবাচ প্রণতো ভূত্বা লঙ্করং লোকশঙ্করম্।

পরীক্ষিতা ময়া ভূমি ন যুক্তং নগরং স্থিহ।

অত্র দেবকুলসোশলিঙ্গস্য পতনং তথা।

যতিভিষ্ঠাত্য বস্তবং ন যুক্তং গৃহমেধিনাম্।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা সপ্তরাত্রং মহেশ্বর।

পক্ষং মাসমুভূত্বাপি অয়নং গৃহমেধিভিঃ।

পুত্রধারয়ুতেতীর্থে বস্তবং গৃহমেধিভিঃ।

বসত্যুক্ত যদ্যাসাদবদা তীর্থে গৃহাধিপঃ।

অবজ্ঞা জায়তে তস্য মনস্তাপান্নকং ভবেৎ।

তদা ধর্ম্মা বিনশ্যন্তি সকলা গৃহমেধিনঃ।

ইত্যুক্তঃ স তদা দেবন্তেন বৈ বিশ্বকর্মা।

পুনঃ প্রোবাচ তৎ তস্য নিশাম্য বচনং শিবঃ।

রোচতে মে ন বাসোহং বিশ্রাণং গৃহমেধিনাং।

যত্র চৌরাশ্রিত্যঃ লিঙ্গং ঋষিতোয়াতটে শুভং।

তত্র নির্মাণয় শুভনগরং শিঞ্জিনাং ধর।।

তস্য তদ্বচনং শ্রদ্ধা বিশ্বকর্মা সুরাষিত।

গতা চকার নগরং শিলিকোটিভিরাবুতম্।

উন্নতং নাম যং লোকে বিখ্যাতং হ্রস্বহ্রস্বরি।

ততো হুটমনা ভূত্বা বিলোকা নগরং শিবঃ।

আহ্নয় ব্রাহ্মণান্ সর্কামুবাচ নতকঙ্করঃ।

ইদং স্থানং বরং রম্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মা।

তদবধি এই স্থান 'উন' নামে অভিহিত হয়। উন মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে, ইহার দেড় কোশ দক্ষিণে একটি ছতন নগর স্থাপিত হয়, তাহার নামটিও দেলবার রাখা হইল।

জয়পুরের স্থলতানদিগের রাজত্বকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

বর্তমান উননগরের লোকসংখ্যা ৫৯৮০; দেলবারের ৩৩৭৩।

প্রাণাণক সহস্রৈস্ত প্রোতঃ সর্বাঙ্গমুদয়ম্ ।
নগরং সর্বতঃ পুণ্যো দেশো নগরঃ শ্রুতঃ ।
অষ্টবোজনবিত্তীর্ণ আরাণ্যবাসতত্ত্বা ।
ময়ো ভূত্বা হরো যত্র দেশো জাতো যদুচ্ছয়া ।
তঃ নগরমিত্যাহ দেশঃ পুণ্যতমঃ জনঃ ।
পূর্বে ভূ শঙ্করাধী চ পশ্চিমে ন্যাক্ষত্র্যম্যপি ।
উত্তরে কনকাঢ় চ দক্ষিণে সাগরাধিঃ ।
এতদন্তরমাসাদ্য দেশো নগরঃ শ্রুতঃ ।
অষ্টবোজনমাসেন আরাণ্যবাসতত্ত্বা ।
প্রোক্তোহয়ং সকলো দেশ উল্লভেন সমঃ ময়া ।
গৃহাতাং চ নরশ্রেষ্ঠাঃ প্রসীদধ্বং যিকোত্তমাঃ ।
অত্র ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
ইত্যুক্তান্তে তদা সর্বে বিপ্রা উচুমহেশ্বরম্ ।
ঈশরাজ্যে বুধা কর্তৃং ন শকা পরমায়নঃ ।
তপোহ গৃহোত্রমিষ্ঠানাং বেনাধারমশালিনাম্ ।
অমাকং রক্ষিতা কেহতি কলিকালে চ দাক্ষণ্যে ।
কো দাতারোগাদঃ কচ্চিৎ কো বৈ মুক্তিং প্রদাশ্যতি ।

ঈশর উবাচ ।

মহাকালধরপুণে নিধিনাঃ বন্দ্যঃ প্রতি ।
মুখতো দাস্যতি ত্র্যম্বকঃ সমাগারাদিতোহপি নঃ ।
আরোগ্যদায়কো নিত্যঃ দুর্গাহিত্যো ভবিষ্যতি ।
মহোদয়ঃ মহানন্দদায়কঃ বো ভবিষ্যতি ।
সমাপারাদিতো ব্রহ্মা সর্বাধিপো সর্বদা ।
সর্বাঙ্গ কামিত্ত্বমোক্ষঃ স্বতস্তিক প্রদাশ্যতি ।

বিপ্রা উচুঃ ।

যদি তীর্থানি তিষ্ঠতি সর্বাণি হ্রসত্তম্ ।
সঙ্গালেবরতীর্থেষু তথা দেবকুলে শুভে ।
কলাবপি মহারোত্র অম্বাকং যজ্ঞানং বৈ ।
স্থানকং তর্হি গৃহীমো নানাধা চ মহেশ্বর !
স তথেষ্টি প্রতিজ্ঞায় দদৌ তেভ্যঃ পুত্রং শুভম্ ।
সাপ্তভৌমৈঃ শশাঙ্কাতৈঃ প্রাসাদৈঃ পরিশোভিতম্ ।
লালাযানসমায়ুক্তং সর্বতঃ শোভয়াশিতম্ ।
এবং তেভ্যো হি নগরং দত্তা দেবো মহেশ্বরঃ ।
দর্শনং বিষকর্ষণং প্রাঞ্জলিং পুণতঃ স্থিতম্ ।

বিষকর্ষণোবাচ ।

যিলোক্যত্যং মহাদেব ! নদরং নগরোত্তমম্ ।
সৌবর্ণং স্থলমাক্ষয়্য নির্মিতং স্বংপ্রসাদতঃ ।
বিষকর্ষণং বচঃ ক্রবা ভগবাংরিপূরাত্তকঃ ।
ভমাকরোহ স্থলকং দেবৈঃ সর্গমহর্ষিভিঃ ।
নগরং লোকরামান রম্যং প্রাকারমভিতম্ ।
অবরং ভূটং সর্কে ভজয়ং ত্রিপূরাত্তকম্ ।
ভাকুবাচ মহাদেবো বুধকং বরমুত্তমম্ ।

উনন, উনান, (দেশ-সংস্কৃত উজ্জ্বল শব্দের অগ্ৰভাণ) ১ চুলা, আখা। ২ জবকরণ, গলাম।

উনব, (উনও) লক্ষ্যোবিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। উত্তরপশ্চিমের ছোটনাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে হরদোই, পূর্বে লক্ষ্যো, দক্ষিণপূর্বে রায়বরেলি, দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে কতেপুর ও কানপুর। অক্ষা ২৬°৮' ও ২৭°২' উঃ মধ্যে এবং দৈর্ঘ্য ৮০°৬' ও ৮১°৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১৭৪৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৮,৯৯,০৬৯।

উনও একটি কৃষিপ্রধান স্থান। ইহার প্রধানতঃ এই কয় নগর আছে—১ উনও নগর, ২ পূর্বা, ৩ মোরানবান, ৪ সফিপুর, ৫ বান্দরমো, ৬ মোহন, ৭ কুর্সৎ, ৮ নবলগঞ্জ-মহারাজগঞ্জ, ৯ হর্হ।

ইতিহাস—পূর্বকালে উনও জেলা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এ স্থানের লোকের বিশ্বাস, পূর্বে মোরানবান, পূর্বা ও হর্হ নামক স্থানে ভার জাতির বাস ছিল। এই জেলার অবশিষ্ট জায়গায় লোধ, আতীর, ঠঠেরা প্রভৃতি নীচ জাতিগণ বাস করিত।

মুহম্মদ ঘোরির সময় হইতে রাজপুতগণ নিজ জন্মভূমির মায়া বিসর্জন দিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। এক্ষণে যে সকল রাজপুত বাস করিতেছে,—তন্মধ্যে চোহান, দীক্ষিত, রৈকবার, জনবার ও গোতম নামক রাজপুত শ্রেণীগণ প্রথমে ১২০০ হইতে ১৪৫০ খৃঃ মধ্যে এই স্থানে আগমন করিলে, তৎপরে পরিহার, গেহলোট, গৌর ও দেলবেরা আসিয়া উপনিবেশ করে।

মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্বে এখানে বিষ্ণুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। সরিফ আলাউদ্দীনের পুত্র বহাউদ্দীন এখানকার বিষ্ণুরাজগণকে জয় করেন। তাহার সহিত পারসিক ও কাবুলী সৈন্য ছিল। যখন তাহারা এই রাজ্যে আসিল, সেই সময়ে এস্থানের রাজপুত্রের বিবাহ উপস্থিত। ধৃত্ত যবনেরা এই সময়ে স্ত্রযোগ পাইল। তাহারা ধার্মিক

অবয় উচুঃ ।

যদি তুষ্টো মহাদেব ! স্থলকেশ্বরনামভূৎ ।
অবলোকয়ন্নগরং সন্য তিষ্ঠ হলে হয় ! ।
তথেষ্টাত্তা ভদ্রা দেবাঃ স্থলকেশ্বিন্ সন্য স্থিতঃ ।
কুতে রত্নময়ং দেবি ত্রেতারাক হিরণ্ময়ম্ ।
রৌপ্যক শাপরে প্রোক্তং স্থলময়ময়ং কলৌ ।
এবং তত্র স্থিতো দেবঃ স্থলকেশ্বরনামভঃ ।
সন্য পুণ্যো মহাদেব উন্নতস্থানবাসিভিঃ ।
নাথো নাসি চতুর্দশাং বিশেষতঃ জাগরম্ ।
ইতি তে কথিতং দেবি উন্নতস্য মহোদয়ম্ ।
ক্রতং পাপহরং দুপাং সর্বাঙ্গকলম্ ।

প্রভাসনখণ্ড ২৩৬ অঃ ১ (৫ ২৫৫-১৪৭)

হিন্দুরাজকে বলিয়া পাঠাইল যে, এই বিবাকে তাঁহাদেরও আন্দোল আছে, অতএব তাহাদের রক্ষণদিগকে রাজমহিলাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইতে তাহাদেরও ইচ্ছা হইয়াছে। উনগুরাজ সন্মত হইলেন। যখন কামিনীর পরিবর্তে সশস্ত্র সেনাগণ পাকী করিয়া জীলোকের দ্বার অবোধে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময়ে রাজপুরুষগণ উৎসবে মত্ত হইয়া অধিকাংশই নেশা করিয়াছিল। যবনেরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অসি নিক্ষেপিত করিল। অবিলম্বে রাজদুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল। নিরস্ত্র রাজপরিবারবর্গ পুত্র দ্বার নিহত হইতে লাগিলেন। এই দুর্ঘটনার সময়ে রাজপুত্র যুগ্মার্থ দুর্গের বাহিরে ছিলেন। তিনি অকস্মাৎ এই দারুণ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মাগিকপুরে তাঁহার একজন জ্ঞাতির আশ্রয়ে পলায়ন করিলেন। সেখানকার রাজা রাজপুত্রের সাহায্যার্থ মুসলমান বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু রায়ান ও কেলদার নামক স্থানে দুইবার পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদেরও বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে বাইশরাজ তিলকচন্দ্র অযোধ্যাপ্রদেশের দক্ষিণভাগে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সৈয়দেরা উনও অধিকার করিয়া তাঁহার পরিতোষার্থ অনেক উপঢৌকন পাঠাইলেন এবং সেই সঙ্গে তিলকচন্দ্রকে জানাইলেন, যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বহাউদ্দীন শাহবুদ্দীনের সহিত কনোজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে যান, একজন বিফুরাজ অজ্ঞায়ভাবে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা উনও অধিকার করিলেন। তিলকচন্দ্র ভাবিলেন, সৈয়দগণকে চটান ভাল হয় না। কারণ তাহা হইলে হয়ত তাঁহার নিজেরই বিপদ ঘটতে পারে। এইরূপে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া তিনি তাঁহাদের উপহার গ্রহণ করিলেন। পরে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই এবং তাঁহার অধিকারস্থিত কোন রাজপুত্র তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। এই সময়ে দিল্লীখর সৈয়দদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ‘জমিদারী’ সনদ প্রদান করেন। সিপাহীবিজ্ঞোহের সময়ে এখানকার অনেকে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জনবীরের রাজা যশসিংহ কতেগড়ে থাকিয়া পলাতক ইংরাজদিগকে নানা সাহেবের কাছে পাঠাইতে থাকেন। ইংরাজ সেনাপতি হাবলক যশসিংহের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন। এই যুদ্ধে যশসিংহ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হয়। সিপাহীযুদ্ধ মিটিয়া গেলে, ইংরাজরাজ এখানকার রাজপুত্রদিগকে স্বাধীন দেন এবং

এই রাজ্য কাড়িয়া লইয়া খীর করতল করেন। সেই পর্যন্ত বৃটীশ শাসনেই আছে।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে রাজপুত্রের সংখ্যাই অধিক; এ ছাড়া, গৌসাই, কায়স্থ, বেনিয়া, আহীর, লোধ, পাশী, কাজী, কোরী, গদাধর, নাই, তেলী, ভাখুলী, বরহৈ, কুড়মি, ধোবা, কাহার, কুস্তার, লোহার, ভুলী, মালী, কালবার, ধলুক, তলী, সেনোর ও মল প্রভৃতি উচ্চ নীচ হিন্দুজাতির বাস। মুসলমানদিগের মধ্যে পাঠান, শেখ ও সৈয়দদিগের সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা প্রায় সকলেই মুসলী সম্প্রদায় ভুক্ত।

এখানকার জমি দোরসা, মেটো, বালিয়া ও উবর এই করভাগে বিভক্ত। এখানে এক বর্ষ অন্তর গম জন্মে। যে বর্ষে না হয়, সেই বর্ষে যব, কলায়, জোয়ার প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। ইক্ষু, নীল, শণ, কার্পাস, অহিকেন, তামাক, সরিষা এবং নানাপ্রকার শাক সব্জিও উৎপন্ন হয়।

২ উনও জেলার রাজকীয় বিভাগ। অক্ষা ২৬° ১৭' ও ২৬° ৪০' উঃ মধ্যে, এবং দেশা ৮০° ২১' ও ৮০° ৪৪' মধ্যে অবস্থিত। এই তহসীল ৪টি পরগণার বিভক্ত—উনও, পরিয়ার, সিকন্দরপুর ও হর্হ। সর্বমুদ্র ভূমি পরিমাণ ৩৮৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১,৮৫,৮৯১।

৩ উনও জেলার প্রধান নগর। কাণপুর হইতে প্রায় ৪৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা ২৬° ৩২' ২৫" উঃ, দেশা ৮০° ২' পূঃ। এখানে ১৪ হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও ১০টি মসজিদ আছে। এই নগরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। পূর্বকালে এই নগর জলময় ছিল। প্রায় হাজার বৎসরের পূর্বে বজ্ররাজের অধীনস্থ গদসিংহ নামক একজন চোহান-সৈন্য এই স্থান পরিষ্কার করিয়া ‘সরাই গদ’ নামে একটি নগর স্থাপন করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করেন। তখন কান্যকুব্জরাজ অজয়পাল এই নগরটি আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। তিনি খাণ্ডো-সিংহকে এই স্থানের শাসনকর্তা করিয়া পাঠান। কিছুদিন পরে উনবন্ত সিংহ নামে বিষ্ণু (বিবেণ) জাতীর এক ব্যক্তি খাণ্ডোসিংহকে বধ করিয়া এই স্থানের স্বাধীন রাজা হন। তিনি আপনার নামানুসারে ‘সরাই গদ’ পরিবর্তে উনব (উনও) এই নাম রাখিলেন, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীণ রাজা অমরাবত সিংহের সময়ে সৈয়দেরা ছলে কোশলে এই নগর আপনাদের হস্তগত করিলেন।’

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ২৯ই জুলাই এই স্থানে সেনাপতি হাবলকের সহিত বিজ্ঞোহীদিগের প্রধান যুদ্ধ হয়।

উনা, পশ্চিম প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার উত্তরপূর্ব-
বিভাগের তহশীল। ইহার কতকংশ শিবালিক গিরিমালা ও
হিমাচলের মধ্যে। এই স্থানের চারিদিকেই প্রায় সোহান
নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উপত্যকাপ্রদেশ যশবন-
ছন নামে খ্যাত। এখানে গম, ধান, ছোলা, কার্পাস, নীল,
জুয়ার, ইজু, তামাক ও শাকসবজী উৎপন্ন হয়। ভূমির
পরিমাণ ৮৬৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২০৮০৮৭।

২ উনা তহশীলের প্রধান আড্ডা ও নগর। অকা
৩১° ৩২' উঃ, দেশা ৭৬° ১৮' পূঃ। শিখগুরু নানকের বংশধর
বেদী নামক জাতি এই নগরে বাস করিয়া থাকেন। রণ-
জিৎ সিংহের অধিকারকালে বেদী উপাধিধারী বিক্রমসিংহ
নামক এক ব্যক্তি শিখরাজের নিকট হইতে এই স্থান এবং
নিকটস্থ কতকগুলি স্থান সনদ প্রাপ্ত হন। এই নগর
পাহাড়ের উপর সোহান নদীর ধারে স্থাপিত। এখানে
হাট বাজার হয়। লোকসংখ্যা ৪০৮২।

উনুই (দেশজ) নির্মল, স্বর্ণা।

উন্দধুন্দ (দেশজ) ১ সমারোহ। ২ গোলমাল। ৩
জনতা। ৪ উৎসব। ৫ জাঁকজমক।

উন্দুর, উন্দুর (পুং) উন্দ-উর উর বা। [ইন্দুর দেখ।]

উন্দুরকর্ণী (স্ত্রী) উন্দুর কণ্ঠবৎ গৌরাদিত্য ভীষ্ম। অংখ-
পর্ণী, ইন্দুরকানী।

উন্দুর (পুং) উন্দ-উর। ইন্দুর। [ইন্দুর দেখ।]

ইহার এই কয়েকটি সংস্কৃত পর্যায়—১ মুষিক, আখু,
গিরিক, বালমূষিকা, মূষ, মূষক, মূষিক, খনক, বক্র, বৃষ,
আখনিক, বৃশ, ধীনা, মূষীকা, বিলেশয়, শুবির।

মুজ ইন্দুরের পর্যায়—চিক, বেঙ্গনকুল, চিকা, হালাহলা,
অঞ্জনিকা।

উক্ষিপোকা (গ্রাম্য) উইপোকা।

উন্ন (ত্রি) উন্দ-ক্ত। ১ ক্লিন্ন, সিক্ত। ২ আর্জ, ভিজ।
৩ হরত, দয়ালু। (শব্দাক্ষি।)

উন্নত (ত্রি) উৎ-নম-ক্ত। ১ উচ্চ, উত্তম। ২ শ্রেষ্ঠ, মহান।
৩ বর্জিত। ৪ গৌরবাধিত। (ক্লী) দিনপরিমাণজ্ঞাপক উপায়।

“দিবসস্ত যদ্যন্তং বচ্চ শেষং তয়োর্বদনং তদুন্নতসংজ্ঞম্।”

উদগদেশং বাতি যথা যথা নর-

স্তথা তথা স্তন্নতমৃক্ষমণ্ডলম্।

উদগিশং পততি চোন্নতং কিত্তে-

স্তদন্তরে বোজনজাঃ পলাংশকাঃ ॥” সিদ্ধান্তশিরোমণি।

উন্নতকাল (পুং) উন্নতের দ্বারা দ্বারা কালনিরূপক
প্রক্রিয়া বিশেষ।

“পলশ্চতিরজ্জিগপস্য বর্ষোছ্যোজ্যেষ্ঠকর্ণাহতিহৃতবেদা।

ইষ্টান্ত্যক। তদ্রহিতান্ত্যক। যা ভবন্তি বা উৎক্রমচাপলিগ্ণাঃ ॥
নতাসবন্তে সুরহর্লং তৈরুদীকৃতং চেনন্নতকাল এবম্।”

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

‘নতকালো দিনার্জবৎ পতিত উন্নতকালঃ স্যাদিত্যুপপন্নম্।’
মিতাকরা।

উন্নতনগর, উন্নতস্থান (ক্লী) একটি অতিপ্রাচীন নগর।

“যত্র চোন্নামিতং লিঙ্গং ঐযিতোরাতে শুভে।

উন্নতং নাম যং লোকে বিখ্যাতং সুরসুন্দরি। ॥”

প্রভাসখণ্ড ২১৬ অঃ। [উন, দেশবার দেখ।]

উন্নতনাভি (ত্রি) উন্নতো নাভির্ভূত। উচ্চনাভিযুক্ত, তুলি।

উন্নতানত (ত্রি) উন্নত আনত। উচ্চনীচ, বন্ধুর।

উন্নতি (স্ত্রী) উৎ-নম-ক্তিণ্। ১ বৃদ্ধি। ২ উদয়। ৩
সমৃদ্ধি। ৪ উল্লাস। ৫ গরুড়পত্নী। (উন্নতিস্তার্ক্যং যোষিতি।
উন্নয়ে চ সমুদ্রাবপি। হেম’ অনে ৩। ১৫৬।) ৬ গৌরব।
৭ সৌভাগ্য। ৮ উচ্চতা।

নক্ষত্রাদির উন্নয়ের নাম শৃঙ্খোরতি। যথা—

“মাসান্তপাদে প্রথমেহথ বেন্ধ্যঃ

শৃঙ্খোরতির্বিদ্বিবসেহবগম্যা।

তদোদয়েহস্তে নিশি বা প্রসাধ্যঃ

শঙ্কুবিধোঃ স্বেদিতনাড়িকান্যৈঃ ॥”

সিদ্ধান্তশিরোমণি ॥

উন্নতীশ (পুং) উন্নতির স্বামী, গরুড়।

উন্নক (ত্রি) উৎ-নহ-ক্ত। ১ উবহ, উর্দ্ধে সংযত। ২
উৎকট। ৩ ক্ষীত।

উন্নমন (ক্লী) উৎ-নম-লুট। ১ উন্নতি। ২ উত্তোলন।
৩ শৃঙ্খোরতি যন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মধিরস্রাবসাধক চিকিৎসা কার্য-
বিশেষ। (শৃঙ্খোরতি যন্ত্র, ৭ অঃ।)

উন্নমিত (ত্রি) উৎ-নম-পিচ্-ক্ত। ১ উত্তোলিত। ২
উর্দ্ধীকৃত। (“অথ প্রযত্নোন্নমিতানমৎকণৈঃ” মাঘ। ১। ১৩)

উন্নত্র (ত্রি) উৎ-নম-রন্। উন্নত। ‘উন্নত্রতাম্রপটমণ্ডপ-
মণ্ডিতং তৎ।”)

উন্নয় (পুং) উৎ-নী-কতিদপবাদ বিধয়ে অচ্। ১ উত্তো-
লন, হুপারি হইতে জলতোলা। ২ উত্থান। ৩ লালিত।

উন্নয়ন (ক্লী) উৎ-নী- (কৃত্যলুটোবহুলম্। পা ৩। ৩।
১১০।) কৃতি লুট্। ১ উত্তোলন, উত্থান, তোলা। ২
পরামর্শ, বিভর্ত। (বিতর্কতাহরয়নং পরামর্শো বিমর্শনম্।
হেম ২। ২৩৬।) ৩ অন্নয়ন। ৪ উন্নতি। ৫ উত্তাবন।
৬ ভাষণ। ৭ পুত্ৰত্বংপাত। (‘উন্নয়নে চ।’ কাত্য

১৫।১২।১৪।১। 'উদ্ভাস্যামি'রূপে পুত্ৰত্বচ্যুতে ।
কৰ্ক।) (জি) উদ্ভাসিতঃ সন্মতঃ যেন। উদ্ভাসিতচক্ষুঃ।

উদ্ভাসিক, কাথিরাবাড়ের অন্তর্গত গিণীর পাহাড়ের নিকটস্থ
একটি প্রাচীন গ্রাম। এইখানে ভীম উরক নামক অসুরকে
বিনাশ করেন। ইহার বর্তমান নাম ওসন্।

"ততো গচ্ছেমহাদেবি! উদ্ভাসিকেনি বিপ্রতন্।

বোজনস্তান্তরে দেবি! পশ্চিমে মল্লাহিতৈঃ।

উরকো যত্র ভীমেন হত্যা ত্যক্ততথা প্রিয়ে।।"

প্রতাসখণ্ড (ঈ ২৮। ২। ৪-৫।)

উরস (জি) উরতা নাসিকা যন্ত (উপসর্গাক্ত। পা ৫। ৪
১১২।) ইতি বহুব্রীহেঃ সমাসাঙ্কোহ্ ত্বাৎ। উরনাসা-

যুক্ত, উগ্রনাসিক। (উরসত্ব্ প্রনাসিকঃ। হেম ৩। ১১৬।)

উরাদ (পুং) উৎ-নদ-ঘঞ। উচ্চলক। (ভারত বন ১৫৮ অঃ।)

উরাত (পুং) রঘুবংশীয় রাজবিশেষ। (রঘু ১৮। ১২।)

উরায় (পুং) উৎ-নী- (অবোদোরিঃ। পা ৩। ৩। ২৬।)

ইতি উপপদে ঘঞ। ১ উত্তোলন, তোলা, উঠান।

(ভট্ট ৭। ৩৭।)

উরায়ক (কী) ভায়মতে ১ জাপক। ২ জনকজান-
বিষয়ক। (ভায়কো)।

উরাহ (পুং) উৎ-নহ-ঘঞ। কাকিক, কাকি। (হেম ৩। ৪০।)

উরাদ্র (জি) উরাতা নিদ্রা স্বপ্নো দুঃখাদিকং বা যন্মাত্।

১ প্রক্ল। ২ বিক্লিত। (হেম ৪। ১২৫।) ৩ নিদ্রারহিত।

৪ সতর্ক।

উর্যোত (জি) উৎ-নী-ত্। ১ উর্দ্ধে নীত। ২ বিতর্কিত।

উর্যোতা [খ] (জি) উৎ-নী-ত্। ১ বে উর্দ্ধে লইয়া

যায়। ২ উত্তাবক। ৩ (পুং) বোড়শ ঋষিগণের অন্তর্গত

ঋষিগণ্ডেদ।

উর্যোত্র (কী) উর্যোতনামক ঋষিকের কার্য। (কাত্য

২৪। ৪। ৪৬।) (জি) উর্দ্ধনেত্র।

উর্যোয় (জি) উৎ-নী-বৎ। ১ উর্দ্ধে লইয়া বাইবার বোগ্য।

২ উত্তাবনীয়।

উর্যোয়হ (কী) ভায়মতে ১ জাপনযোগ্য। ২ অন্য জান-
বিষয়ক। (ভায়কো)

উর্যোজক (পুং) উৎ-মন্-জ-লু। ১ তপস্বীভেদ। উর্য-

জক তপসগণ একগণা জলে থাকিয়া তপতা করিয়া থাকে।

"কঠনম্বে জলে হিবা তপঃ কুব্ধন্থ প্রবর্ততে।

উর্যোজকঃ স বিজ্ঞেয়তাপসো লোকপুজিতঃ।" বোগসার।

২ (জি) যে জলে তপে।

উর্যোজন (কী) উৎ-মন্-জ-লু। প্রবন, ভাস।

উর্যোজল (কী) জ্যোতিবোক্ত বিনয়াজির করবুদ্ধি জাপক
মন্তলবিশেষ।

"পূর্বাপরকিত্তিভসমরোবিলম্বং

যাম্যে এব পললবৈঃ কিত্তিভাদধঃহে।

সৌম্যে কুজাহুগরি চাকলবৈর্জবেত-

দ্রুয়ওলং দিননিশোঃ করবুদ্ধিকারি।" সিদ্ধান্তশি।

উর্যোজলকর্ণ (পুং) জ্যোতিবোক্ত উর্যোজল হৃদয়ের ছায়াকর্ণ।

"বুতারনাংশার্কবুহুজজ্যায়।

ধরামতিথ্যজুর্বো (১০ ১৫ ৩০) হতাঃ পরঃ।

পলক্রতিয়ঃ পলভা বিভাজিতঃ

পরোহথ বোধুত্তগতেরবৌ ক্রতিঃ।" সিদ্ধান্তশিরোমনি।

উর্যোজলনু (পুং) জ্যোতিবোক্ত অক্ষকেত্র প্রদর্শনার্থ
উর্যোজলের শঙ্কু।

উর্যোজ (জি) উৎ-মদ-জ। ১ উর্যোজন্ত, পাগল। ২

বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ৩ মাতাল। (পুং) করণে'ক্ত। ৪

ধুত্ন, ধুতরা। ৫ মুচুকুন্দ বৃক্ষ।

উর্যোজক (জি) উর্যোজ ইব কন্। ১ মাতাল। ২ উর্যোজন্ত।

("কৌবোহথ পতিতত্ত্বজঃ পন্থকম্মত্তকো জড়ঃ।" বাজ ২। ১৭৩)

উর্যোজগজ (কী) দেশবিশেষ। (পা ২। ১। ২১ হুত্রে
সি'কো।)

উর্যোজগীত (জি) প্রলাপ বলা। প্রলাপপূর্বক গান করা।

উর্যোজাবন্তি (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। চন্দ্রবর্মা

নিহত হইলে শরুট এবং অপরাপর মন্ত্রিগণ পার্শ্বপুত্র

উর্যোজাবন্তিকে কাশ্মীরের রাজ্যসন প্রদান করেন। ইহার

রাজত্বকালে অত্যাচার ও ব্যাভিচার নিয়তই ঘটতে লাগিল।

রাজা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণের কথা না শুনিয়া দুই লোকের তোষা-

মোদে ভুলিয়া নিতান্ত গহিত আচরণ করিতে লাগিল।

এই হ্রাস্যার ভয়ে ইহার পিতা পার্শ্ব রাজধানী পরিত্যাগ

করিয়া অয়েশ্রবিহারে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন,

তথাকার ভিকুরা যাহা কিছু আহরীয় প্রদান করিত, তাহাতেই

ঔহার জীবিকানির্ভার হইত। কিন্তু উর্যোজাবন্তির তাহাও

প্রাণে সহিল না, হৃদয় লোক নিরুক্ত করিয়া আপন পুত্রনীর

পিতা ও জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করিল। এই রাজা এত

নিষ্ঠুর, যে গর্ভবতীর পেট চিরিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণকে দেখিত,

ও তাহাতে আনন্দ বোধ করিত। অবশেষে রাজবন্দারোগে

আক্রান্ত হইয়া ১৫ লোকিকায়ে (৯৩৯ খৃঃ অব্দে) প্রাণ-

ত্যাগ করিল।

উর্যোজ (পুং) উৎ-মথ-অপ্। বধ, ধারণ।

উর্যোজন (কী) উৎ-মথ-ভাবে লুট। ১ উর্যোজন। ২ হিন্দা,

নিধন। (মু ৭।৪২) ৩ অশ্বতোষ যত্র কশ্মভেদ। কৰ্ত্তরি
লু। (জি) মর্দনকারক। (“বিপক্টিভোদ্যনা নথত্রণাঃ।”
কিরাত।)

উদ্ভাধিত (জি) উৎ-মথ-জ। ১ মর্দিত। ২ বিনষ্ট।

উদ্ভাদ (জি) উদ্ভাতো মদো যত্র। উদ্ভাদযুক্ত। (মাঘ ৬।২২)

উদ্ভাদিষ্ণু (জি) উৎ-মদ-(অলংকৃৎ)নিরাকৃৎপ্রজনাৎ-
পচোৎপতোদ্যদকচাপজগবত্ববুধসহচর ইচ্চুচ। পা ৩।২।১৩৬
ইতি ইচ্চুচ। উদ্ভাদ, উদ্ভাদযুক্ত। (শাকুলঃ পিণিতাভ্যাদিষ্ণু-
ত্বাদ্যদসংযুতঃ। হেম ৩।১৩।)

উদ্ভানাঃ [স্] (জি) উৎকৃষ্টতঃ মনো যস্য। ১ উষ্ণিষ্ঠ,
ব্যাকুল। ২ বিমনা, অজ্ঞমনস্ক। (“পরোধরেণোরসি
কাচিহ্মনাঃ।” ভারবি ৮।১১।)

উদ্ভানী (জী) উদ্ভানস্ পৃষোদরাদি° জীষ্। যোগীদিগের
অবস্থাবিশেষ, মৌনী।

উদ্ভান্ধ (পুং) উৎ-মহ-ঘঞ। ১ হিংসা, নির্যাতন, মারণ।
(নির্যাতনোদ্যদসমাপনানি। হেম ৩।৩৫।) ২ অশ্বতোষ
কর্ণপালীর রোগবিশেষ।

“বলাধিক্রমতঃ কর্ণং পাল্যাং বায়ুঃ প্রকৃপ্যতি।

গৃহীত্বা সক্ষফং কুর্যাদ্ভোক্ষং তদ্বর্ণবেদনম্ ॥

উদ্ভান্ধকঃ সক্ষফু কো বিকারঃ কক্ষবাতজঃ।”

চিকিৎসিত স্থান ২৫ অঃ।

বলপূর্নক কর্ণপালি বাড়াইলে কর্ণের প্রান্তভাগে বায়ু
কুণ্ঠিত হয়, তাহাতে কক্ষফুক্ত হইয়া বাতপ্লেয়ার বর্ণ ও বেদনা
বিশিষ্ট শোথ জন্মে। এই রোগ কক্ষ বাতজন্ম ও কতুবিশিষ্ট
হয়। ইহাকে উদ্ভান্ধরোগ কহে। [পালী দেখ।]

উদ্ভান্ধন (স্ত্রী) উৎ-মহ-লুট্। ১ মথন। ২ হনন, মারণ।

উদ্ভান্ধন (স্ত্রী) উৎ-মদ-লুট্। ১ উদ্বর্ষণ। ২ বায়ু বা শূল
প্রভৃতি° নিবারণার্থ ক্রিয়াবিশেষ। (জ্ঞাত)। করণে লুট্।

মর্দনযোগ্য জব্যাদি। যাহা গায়ে লেপন করা যায়।

(“উদ্ভান্ধনমভিষেকেন্বেবনীঠৈরেক।” কাত্য° ১১।৪।৮।

‘উদ্ভান্ধনচন্দনাদি।’ কর্ক।)

উদ্ভা (জী) উর্জমান। বর্জমান। (সুত্রযজুঃ ১৫।৬৫)

উদ্ভাধ (পুং) উদ্ভাধাতেহনেন, উৎ-মথ-করণে ঘঞ। ১ মুগ-
বধযোগ্য যন্ত্র, কুটযন্ত্র, কঁদ। ভাবে ঘঞ। ২ মারণ। (জি)
৩ বাতক। (উদ্ভাধো মারণে -কুটযন্ত্রবাতকরোরপি।
হেম° অনে ৩।৩১।)

উদ্ভাদ (পুং) উৎ-মদ-আধারে ঘঞ। মত্ততারোগবিশেষ।
নানাপ্রকার কারণে মনোবিকার উপস্থিত হইয়া এই রোগ
জন্মে। অশ্বত্থের মতে—

“মদরজ্যাপতা দোষা বন্যাহুর্ভাগ্যপ্রতিভাঃ।

মানসোহিয়মতো ব্যাধিরুদ্ভাদ ইতি কীর্তিতঃ ॥”

উদ্ভাত দোষ সকল উর্জগত শিরাপণ আশ্রয় করিয়া মনের
মত্ততা জন্মায় বলিয়া এই রোগকে উদ্ভাদরোগ কহে। ১

মহর্ষি চরকের মতে, এই প্রকারে মাদ্রুঘ উদ্ভাদরোগগ্রস্ত
হয়—যে অতি ভয়শীল, যাহার সঙ্কল্প নাই, যে সকল লোক
অধাদ্য ভোজন দ্বারা এক প্রকারে অধঃপাতে গিয়াছে, যে
মানসিক ও শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে ইচ্ছাদি
চালনা করে, যাহার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে,
অথবা রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় যে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে;
কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, ভয়, শোক, চিন্তা প্রভৃতির
বশবর্তী হইয়া যে ব্যক্তি দূষিতচিত্ত হইয়াছে, বুদ্ধির
চঞ্চলতা ঘটিলে দোষসমূহ প্রবলবেগে তাপিত হইয়া
হৃদয়স্থানে গমন এবং মনের গতি সকলকে আবৃত করিলে
তদ্বারা যাতাদের মন, বুদ্ধি, সংজ্ঞা, জ্ঞান, স্মৃতি, ভক্তি,
স্বভাব, চেষ্টা ও আহার প্রভৃতির বিভ্রম ঘটয়া থাকে,
তাহাদেরই উদ্ভাদরোগ জন্মে।

উদ্ভাদরোগ হইবার পূর্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—
মস্তকের শূন্যভাব, চক্ষুদ্বয়ের চাঞ্চল্য, কর্ণে শব্দ, নিশ্বাস
প্রশ্বাসের আধিক্য, মুখ হইতে লাল বাহির হওয়া, খাইতে
অনিচ্ছা, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা, বিনা কারণে চিন্তা,
অবিপাক, পরিশ্রমবোধ, মোহ, মনের উদ্বেগ, লোমহর্ষণ,
জ্বর, মুখকুটি দ্বারা চোখ মুখ বন্ধ হওয়া, ঘুমের সময়ে
ভুল হওয়া ও এরোমেগো দেখা; চক্ষু বেন ঘুরিতে থাকে,
প্রবল নদীর ঢেউ মধ্যে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয় ইত্যাদি।

চরকের মতে উদ্ভাদ রোগ পাঁচ প্রকার—১ বাতজ,
২ পিত্তজ, ৩ কক্ষজ, ৪ সন্নিপাতজ ও ৫ আগন্তজ। (২)

(১) “রক্তারশীতায়বিরেকধাতু-
ক্ষয়োগবাসৈরনিলোহিতিবৃদ্ধঃ।

চিন্তাতিদ্রুতিঃ হৃদয়ঃ প্রদুষা

বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃ চাপ্যুপহতি শীঘ্রম্ ॥”

চরক চিকিৎসা ১৪ অঃ।

কড় কড়ে বা পান্ড ভাত, বিরেক, ধাতুকর, উপবাস ইত্যাদি কারণে
বার্ অতি বুদ্ধি হইয়া চিন্তা দ্বারা হৃদয়কে অত্যন্ত দূষিত এবং শীঘ্রই বুদ্ধি
ও স্মৃতির বাধ করে।

(২) অশ্বত্থের মতে “একৈকশঃ সমতৌল্য দোষৈরভ্যর্থমুজ্জীতৈঃ।

মানসেন চ হুঃখেন স পকবিধ উচ্যতে।

বিদ্যাত্তমতি বর্ষন্ত বধ্যাবস্ত্রজ্ঞে ভেবজম্ ॥”

জিহ্বাধ ভিন্ন ভাবে বা একত্র ভাবে কুণ্ঠিত হইলে অথবা মানসিক
হুঃখ জন্য এই পাঁচ কারণে জন্মে বলিয়া উদ্ভাদরোগ পাঁচ প্রকার। এ
ছাড়া বিষগ্রস্ত অপর এক প্রকার আছে, এই ছয় প্রকার। ঐ ঐ কারণ
দেখিয়া তবে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে।

পিত্তোন্মাদে—ক্রোধ, গর্ভ, অসহিষ্ণুতা, বেথানে সেখানে চিল, কাঠ বা অস্ত্রাদি ফেলা, ঘুসি মারা, নিজের বা পরের ছাড়া বেথা, ঠাণ্ডা জল ও পান্যভাত খাইবার ইচ্ছা, সর্বদা সন্তাপ বোধ; চক্ষু তামা, সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণ হয়, সর্বদাই চক্ষু ঘেন ঘুরিতে থাকে। *

ককোন্মাদে—বমন, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসরতা, অকুচি, কাস, ক্রীসংসর্গে অভিলাব, অন্ন অন্ন নিজা, কখন খাইতে অনিচ্ছা বা অনাহারী, নির্জন ও গরম থাকিবার অভিলাব; বীতবসন্তাব, মুখে শোথ, চক্ষু সাদা, হির ও পিচুটিতে ঢাকা এবং কফের হিতজনক দ্রব্যের বিপরীত দ্রব্য ভোজন করিলে অপকার বোধ হয়।

বায়ুর প্রকোপ জন্ম উন্মাদে—দেহের ককতা, কর্কশতা, শ্বাস, দুর্বলতা, অঙ্গের সন্ধির ক্ষয়, আফালন, নৃত্য, গীত, যৌদন, ভ্রমণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্নিপাত জন্ম হইলে ত্রিদোষেরই লক্ষণ থাকে। সন্নিপাত জন্য উন্মাদ কাহারও মতে আরোগ্য হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

চোর, রাজপুরুষ বা শত্রু দ্বারা অত্যন্ত ভয় পাইলে, অথবা মনের অত্যন্ত কোভ জন্মিলে অথবা অভিশয় ক্রীসংসর্গের অভিলাব জন্ম মনের উৎকট বিকার জন্মে।

বিবজনা উন্মাদে মূঢ়ভাবে গান, হাস্য বা যৌদন, চক্ষু রক্তবর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়ভেজের হানি, দীনভাব, মুখ কশিশবর্ণ ও সংজাহীনতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন, বাত, পিত্ত ও কফ উন্মাদে যে সকল কারণ উক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কারণ হইতে অতি ভয়ঙ্কর ত্রিদোষজনিত উন্মাদ উৎপন্ন হয়। এই উন্মাদে ত্রিদোষজ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুশ্রুত এই রোগকেই সন্নিপাত জন্ম উন্মাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইুরোপীয় প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ উন্মাদরোগ (Insanity) প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করেন, ১ম মতি-বিভ্রম (Delirium), ২য় উন্মত্ততা (Mania or Hyperphrenic), ৩য় উৎকর্ষারোগ বা বিষন্নতা (Melancholia), ৪র্থ বিষাদরোগ (Hypochondriasis), ৫ম বুদ্ধিবিপর্যয় (Dementia), ৬ জড়তা বা নির্বুদ্ধিতা (Idioty)।

* সুশ্রুত পিত্তোন্মাদের লক্ষণ একটু বিশেষ করিয়াছেন—
“তুৎবেদাহবহলো বহুবুধিনিঃশ্রায়াহিন্দিবল্লভবিহারসেবী।
ভীকো হিমাধুবিচক্রেংপি ন বহিন্দিবো শিতাখিবা নকসি পথতি তারাকাদ।”
তৃপ্ত, কোদ, দাঁড়, অভিজ্ঞান, নিম্নাহীনতা; দ্বারা, বস্তু ও জলবিহারে অভিলাব; ভীক, হিম, জল প্রভৃতিতে ভয়; বিনের বেলায় আকাশে তারা দেখা।

মতিবিভ্রম হইলে অভিপ্রায় ঠিক থাকেনা, কখন ভাল কখন বিপথে চলিতে ইচ্ছা হয়, বেধাশক্তিও থাকেনা, মন এলোমেলো হয়; অথবা বস্তুর অদৃশ্য ও মোহ হইয়া থাকে।

উন্মত্ততা জন্মিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় অথবা মস্তিষ্ক ক্রিয়ায় ক্রমশঃই অবনতি হইতে থাকে। মানসিক গতি, ইচ্ছা, স্বভাব পরিবর্তিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই প্রকারেই উন্মাদরোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়। কখন উন্মাদ-রোগী স্থিরভাবে ধারণ করে, কখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনর্থ সাধন করে।

উৎকর্ষারোগে শোক অথবা দুঃখ, মনের ভাব ও মানসিক ক্রিয়া বাড়িয়া উঠে। কখন বা এক বিষয়ের চিন্তাতে মন অস্থির হইয়া এই রোগের উৎপত্তি করে, এরূপ অবস্থাকে ঐকান্তিক উন্মাদ বলা যায়।

বুদ্ধিবিপর্যয় হইলে মানসিক ক্রিয়া হ্রাস হয়, মন বড় দুর্বল ও মানসিক শক্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। রোগী কোন কিছু ধারণা করিতে পারে না।

নিবুদ্ধিতা বা জড়তারোগ হইলে প্রায় এককালেই বুদ্ধিশক্তির লোপ হয়। কোন কোন স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রোগ প্রায়ই শৈশব বা বালককালে ঘটয়া থাকে। জন্মকালীন অথবা কোন বিশেষ কারণে বুদ্ধিবৃত্তির পথ রুদ্ধ হইলে এই রোগ ঘটে।

মহর্ষি চরক বলেন, “বস্তু দোষনিমিত্তেভ্য উন্মাদেভ্যঃ সমুৎপানপূর্ব্বরূপলিঙ্গবিশেষসম্বিতো ভবত্যাশ্মাদন্তমাগন্তমাত-কতে।” যে উন্মাদ পূর্ব্বোক্ত দোষ নিমিত্ত উন্মাদ হইতে বিশেষ নিদান, পূর্ব্বরূপ ও রূপবিশেষ হয়, তাহাকে আগন্তজ উন্মাদ কহে। কাহারও মতে পূর্ব্বজন্মের অন্তত কর্ম্মফলগারে আগন্তজ উন্মাদের উৎপত্তি হয়। এই উন্মাদে দেবতার দ্বারা বল বর্ষ্যাদি প্রকাশ পায়। প্রাচীন বৈদ্যকের মতে দেবতাদি ভর দিলে যে রোগ জন্মে, তাহাই এই উন্মাদ। চরক স্পষ্ট লিখিয়াছেন—“দেবতাগণ দৃষ্টি দ্বারা; শুক, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও ঋষিগণ অভিশাপ দ্বারা, পিতৃলোকের অবজ্ঞা দ্বারা; গন্ধর্ব্বগণের স্পর্শ দ্বারা; বক ও রাক্ষস প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিয়া, পিশাচগণ দুর্ব্বল প্রেহণ ও আরোহণ দ্বারা বহন করাইয়া উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে।”

পূর্ব্বোক্ত দেবতাদি দ্বারা উন্মাদের উৎপত্তি এইরূপ অবস্থার ঘটয়া থাকে। যথা “পাপকর্মেণ জারতাকালে, পূর্ব্বজন্ম পাপের পরিণামকালে, একাকী পৃথগ্গৃহে বাস সময়ে, চোরাত্মক, সন্ত্যাকালে, অথবা অন্তি অবস্থার পরিসরিত সময়ে মৈথুনকালে, রক্তশলা খীতে অভিশপ্তকালে, অথচয়ন,

বলি-মজল-হোমাদি কার্যে অবৈধাচরণ করিলে; তুমুল বৃষ্টিপাত; বেশ, কুল বা নগরাদির বিনাশসময়ে; জীতে সম্ভাব্যোৎপাদনকালে; নানাপ্রকার ভূত ও অশুচি স্পর্শ করিবার সময়ে; বমন ও রক্তস্রাবের দ্বারা অশুচি হইলে, অশুচি হইয়া চৈতন্য ও দেহাবলি গমন করিলে; মাংস, মধু, তিল, গুড় এবং মদ্য সেবন করিয়া উজ্জিষ্টাবস্থার থাকিলে; নগর ও জনপদের চৌরাস্তায় রাতিতে গমনকালে; বায়ু অথবা অশ্বাশ্বাভিমুখে গমন সময়ে; বিজ, গুহ, দেবতা ও যোগী প্রভৃতির অবমাননা কালে, ধর্ম্মালাপের ব্যতিক্রম করিলে অথবা কোন মজলকর কার্যের অপ্রশস্ত আরম্ভকালে, দেবতা প্রভৃতি ব্যাঘাত বা উদ্ভাদ জন্মাইয়া থাকেন।*

আমাদের বৈদ্যগণ বলেন, মোহ, মনের উদ্বেগ, কাণে শব্দ শুনা, দেহের দুর্বলতা, অতিশয় উৎসাহ, অগ্নে অরুচি, স্বপ্নে কলুষিত জব্য ভোজন, বায়ু দ্বারা উত্তপ্ত ও ভ্রম, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্র উদ্ভাদরোগ আরোগ্য হয়। (১)

চিকিৎসা—দেবতাদি অথবা গ্রাহাদি দ্বারা উদ্ভাদরোগ জন্মিলে, শাস্তি, পৌষ্টিক, আভিচারিক প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা রোগের উপশম হয়। সাধারণ ঔষধে তাহার কোন ফল হয় না। তবে ষথার্থ শারীরিক ও মানসিক কারণে এই রোগ হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য।

চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

“উদ্ভাদে বাতিকে পূর্বে স্নেহপানং বিরেচনম্।

পিত্তজ্ঞে কফজে বাস্তিঃ পরোবস্ত্যাদিক্রমঃ ॥”

বাতিক উদ্ভাদে স্নেহপান ও বিরেচন এবং পিত্তজ ও কফজ উদ্ভাদে স্নেহপান করাইয়া স্নেহপান, বস্তিশোধন ও বিরেচনক্রমে চিকিৎসা করিবে।

প্রাচীন বৈদ্যকগণের মতে, উদ্ভাদের অপম্মাররোগের মত চিকিৎসা করিলেও চলে। কারণ এই উভয় রোগে দুঃখ ও দোষের তুল্যতা আছে।

সুশ্রুত বলেন, সকল প্রকার উদ্ভাদেই চিত্তের আনন্দ উৎপাদন করান একান্ত কর্তব্য। মদরোগে অর্থাৎ উদ্ভাদের প্রথমাবস্থায় সুস্থক্রিয়া করিবে। বিষজন্য রোগ হইলেও সুস্থ ক্রিয়া ও বিষয় ক্রিয়া আবশ্যক। (২)

(১) “মোহোন্মোগৌ মনঃ শ্রোত্রে পাত্য়াদ্যগপকর্ষণম্।
অভ্যুৎসাহোহরুচিক্ষায়ে স্বপ্নে কলুষভোজনম্।
বায়ুনোদ্বন্ধনকাপি ভ্রমশ্চ ক্রমশ্চ তপ্তম্।
মদ্য স্যাক্তিরৈবৈবমুদ্ভাদঃ সোধিগচ্ছতি ॥” সুশ্রুত।

(২) “উদ্ভাদেহু চ সর্বেষু কুর্যাদিত্তপ্রসাদনম্।
সুস্থপূর্বকং মদেহুপোষং ক্রিয়াং বিবাহ্য প্রয়োজয়েৎ।
বিবাহ্য সুস্থপূর্বকং বিবাহ্য কারণেৎ ক্রিয়াম্ ॥”

সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৩৬ অঃ।

বারনহাটি, পুরাতন কুমড়া, শম্বুপুণী ও তুলসী এই সকল পৃথক পৃথক, কুড় ও মধুমিশ্রিত করিয়া বাইতে দিলে উদ্ভাদরোগের শান্তি হয়।

হিক, সাতিলবণ, মরিচ, পিণ্ড ও তুঠ প্রত্যেকে দুই পল, কক করিয়া দ্বত ১৬ সের, চক্ষুর্গণ (১৪৪) গোমুত্রে পাক করিবে, ইহার প্রয়োগে উদ্ভাদ রোগ নিশ্চরই ভাল হয়।

কবিরাজেরা উদ্ভাদরোগে, ত্র্যম্বকান্যটিকা, কল্যাণক-দ্বত, ক্ষীরকল্যাণদ্বত, মহাকল্যাণকদ্বত, চৈতন্যদ্বত, মহা-পৈশাচিক দ্বত, হিন্দাদ্য দ্বত, লগুনাদ্য দ্বত প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সমুদায় উদ্ভাদের মধ্যে, বাহাতে রোগী ক্রোধে ও আক্রোশে হাত তুলিয়া নিশ্ক্রিয়ভাবে নিজের বা অভ্যন্তর শরীরে ফেলিয়া দেয়, সেই উদ্ভাদরোগ অসাধ্য। যে উদ্ভাদে রোগীর চক্ষু হইতে অশ্রু, মেট্র হইতে রক্তপাত, জিহ্বা ক্ষত এবং নাসিকা হইতে জল বাহির হয়, তাহাও অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অথবা যে উদ্ভাদে রোগী হাততালি দেয়, সর্দঙ্গা গলা ডাকাইতে থাকে ও আপনার মর্ম্মহান ছেদন করে; দুর্বল, তৃষ্ণাতুর, দুর্ব্বল ও হিংস্রক হয় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।*

উদ্ভাদগ্রস্ত রোগীকে ঠাণ্ডা করাই প্রথম উপায়। কিন্তু পিত্তজনিত উদ্ভাদে বমন করান বিশেষ আবশ্যক, বমন ও বিরেচনাদির দ্বারা কোষ্ঠ, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও মস্তক শুদ্ধ হইলে রোগী মনের প্রশান্ততা, স্মৃতি ও সংজ্ঞা লাভ করে। কিন্তু শুদ্ধ হওয়ার পরেও যদি রোগী অস্ত্রার আচরণ করে, তবে তীক্ষ্ণ নশ্র ও অজ্ঞান দিবে, এক্ষণ স্থলে ভাঙন এবং মনঃ, বুদ্ধি দেহের উদ্বেগ অতিশয় হিতকর। যদি রোগী অধিক শক্তি-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া অন্ধকার ঘরে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিবে। ঐ ঘরে ইট কাঠ যেন মা থাকে।

উদ্ভাদরোগী ভাল করিবার প্রথম উপায়—

“তর্জুনং জ্ঞানং দানং সাধনং হর্বং ভয়ম্।

বিশ্বমো বিশ্বতে হেতুর্নরজি প্রকৃতিঃ মমঃ ॥” চরক।

তর্জুন, ভয় দেখান, দান, সাধনা, হর্ব জ্ঞান, ভয় ও বিশ্বয় প্রভৃতিতে তুলিয়া গিয়া মন প্রকৃতিস্থ হয়।

* * “সর্ব্বেষাং তু বধেব যো হস্তাযুগ্ম্য রোবসংস্তানিঃ সংজ্ঞমনোবা-
জনি বা পাতয়েৎ সোধাসাধ্যো জেরস্তথা সাক্ষেন্দ্রো জেরস্তব্রহ্মতঃ
কতজিহ্বাঃ প্রকৃতবানিকশ্চিদ্যাদ্যদমর্দ্যপ্রতিহস্তমানপাণিঃ সততং বিকৃ-
জন্মং দুর্ব্বলপুর্ব্বকঃ পুতিগন্ধক হিংসার্য উদ্ভাদো জেরস্তং পরিবর্জয়েৎ ॥”
উত্তর।

ডাকারী মতে, উদ্ভিষ রোগীর পরিধের বস্ত্র সর্বদা গরম থাকিবে, যেন ভিলা বা শীতল না হয়। দেহের মধ্যভাগে কানেল জড়ান থাকা ভাল। রোগীকে লোমে নির্মিত অথবা নরম মাছেরে শয়ন করাইবে, মাথার নরম বাগিল দিবে। শয়নকালে দেহের অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষা মাথাটি কিছু উচ্চখানে ও অনাবৃত রাখা কর্তব্য। রোগী মৃচ্ছিত হইলে তাহাকে নীচের বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখিবে। আহাৰাদি রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে।

এলোপাথী মতে—উদ্ভিষ রোগীকে প্রথমাবস্থায় ঠাণ্ডা করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবে। এই অবস্থায় নাইট্রেট অব পটাশ, মিউরিয়েট অব্ আমোনিয়া, সলিউশন এসেটেট অব্ আমোনিয়া মিশ্র, স্পিরিট অব্ নাইট্রিক ইথর, টার্টারাইস্ অজুন ও কপূর জ্বলাপ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। কপূর, কালোমেল, ভিনিগার প্রভৃতিও বিশেষ উপকারী। রোগীর অবস্থা অনুসারে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া পাকে।

উদ্ভিষ (ত্রি) উৎ-মদ-কণ্। উদ্ভিষ, কিশু, পাগল।

উদ্ভিষক (ত্রি) উৎ-মদ-গিচ্-ধূল্। উদ্ভিষজনক, ধূত-রাশি। বাহাতে উদ্ভিষ জন্মায়, উদ্ভিষকরী।

উদ্ভিষদন (পুং) উৎ-মদ-গিচ্-ল্যু। ১ কামদেবের পঞ্চবাণান্তর্গত একটি বাণ। (ত্রিকা* শে ১।১।৪০) যথা—

“সম্মোহনোদ্ভিষদনী চ শোষণতাপনস্তথা।

স্তম্ভনশ্চেতি কামস্ত পঞ্চবাণা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ”

(ক্লী) ২ চিত্তের বিজয় জন্মান।

উদ্ভিষদবান্ (ত্রি) উদ্ভিষ-মত্পৃ মন্ত বঃ। উদ্ভিষ, পাগল।

উদ্ভিষান (ক্লী) উৎ-মা-ভাবে লুট্। ১ পরিমাণ, ওজন।

“উর্দ্ধমানং কিলোধানং পরিমাণস্ত সর্বতঃ।

আয়ামস্ত প্রমাণং স্তাৎ সংখ্যাবাহা তু সর্বতঃ”

বার্তিককারিকা।

২ করণে লুট্। দ্রোণপরিমাণ। (চরক কল্প ১২ অঃ।

উদ্ভিষার্গ (ত্রি) উৎক্রান্ত মার্গাৎ। ১ কুপথগামী। (পুং) ২ অসংপথ পথ। (“উদ্ভিষার্গে বাচ্যতাং যান্তি মহামাত্রাঃ সমীপগাঃ” পঞ্চতন্ত্র।) ৩ গর্হিত আচরণ, অসং ব্যবহার।

উদ্ভিষার্গগামী (ত্রি) উদ্ভিষার্গ-গম-ণিনি। অসদাচারী, অস্তার আচরণকারী, যে গর্হিত কার্য করে।

উদ্ভিষিতি (ত্রি) উৎ-মদ-জিন্। উদ্ভিষ, ওজন।

উদ্ভিষ (ত্রি) উৎ-মিষ-ক। ১ প্রকাশ, উদয়। ২ বিকাশ, অঙ্গ চক্ষু খোলা।

উদ্ভিষিত (ত্রি) উৎ-মিষ-ক্ত। ১ প্রকৃত, বিকসিত। ২ উজ্জ্বল।
উদ্ভিষিলন (ক্লী) উৎ-মীল-লুট্। ১ বিকাশ। ২ উদয়ে।
চক্ষুখোলা, ডাকান। হেম*। ২৪২)

উদ্ভিষিলিত (ত্রি) উৎ-মীল-ক্ত। ১ বিকসিত, প্রকৃটিত।
(কুমার ১।৩২) ২ প্রকাশিত। ৩ অনুজিত। ৪ যে চক্ষু খুলিয়াছে। যথা—

“অজ্ঞানতিমিরাক্ত জ্ঞানাজনশলাকরা।

চক্ষুরমীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীশুরবে নমঃ”

উদ্ভিষুক্ত (ত্রি) উৎ-মূচ্-ক্ত। বন্ধনরহিত।

উদ্ভিষুথ (ত্রি) উদ্ভিষুৎ মুখমন্ত। ১ উর্দ্ধমুখ। (উৎপত্ত উদ্ভিষুৎ। হেম ৩।১২১) ২ উদ্যত, ব্যগ্র। ৩ উৎসুক। ৪ যত্নবান্। ৫ উদ্যাক্ত। (“তন্মিহ সংযমিনামাণ্যে জাতে পরিগম্যন্তুথে।) কুমার।”

উদ্ভিষুদ্র (ত্রি) উদগতা মুদ্রা যন্তাৎ। ১ বিকসিত, প্রকৃটিত। ২ মুদ্রারহিত।

উদ্ভিষূল (ত্রি) ১ যাতার মূল উদগত হইয়াছে। ২ বাহ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ৩ নির্মূল।

উদ্ভিষূলন (ক্লী) উদ্ভিষূল-গিচ্-লুট্। ১ উৎপাটন, মূলসহিত তুলিয়া ফেলা। ২ সমূলে বিনাশকরণ, নির্মূলকরণ।

উদ্ভিষূলিত (ত্রি) উদ্ভিষূল-নাম ধাতু। উৎপাটিত।

উদ্ভিষূজাবমূজা (ক্লী) উদ্ভিষূজ অবমূজ ইত্যাচ্যতে যস্তাং ক্রিয়ায়াঃ ময়ুব্যাং। উদ্ভিষূজন, অবমূজন ক্রিয়া। মাজা যবা।

উদ্ভিষূশ্য (ত্রি) উৎ-মূশ-ক্যপ্। হাত তুলিয়া স্পর্শযোগ্য।

উদ্ভিষুয় (ত্রি) উৎ-মা-য়ৎ। ১ পরিমেষ, পরিমাণযোগ্য।

উদ্ভিষুষ (পুং) উৎ-মিষ-ষণ্। ১ প্রকাশ, উদয়। ২ চক্ষু মেলা। (উদ্ভিষুলুদ্ভিষুষঃ। হেম ৩।২৪২)

উদ্ভিষোচন (ক্লী) উৎ-মূচ্-লুট্। ১ মোচন, খোলা। ২ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া। ৩ কারামুক্তি।

উপ (অব্য) কুড়িটি উপসর্গের মধ্যে একটি। ইহা অনেক অর্থে প্রয়োগ করা যায়। ১ আধিক্য। (উপ পরাক্ষে হরেজ্ঞাঃ। পা ২।৩।২১) ২ হীনতা। ৩ সামিধ্য। ৪ আসন্নতা। ৫ অহুগতি। ৬ পশ্চাত্তাব। ৭ অহুকল্পা। ৮ সাদৃশ্য। ৯ আরম্ভ। ১০ সামর্থ্য। ১১ ব্যাপ্তি। ১২ শক্তি। ১৩ পূজা। ১৪ দান। ১৫ দোষাখ্যান। ১৬ আশ্চর্যকরণ। ১৭ নিদর্শন। ১৮ মারণ। ১৯ লিপ্তা। ২০ উপালম্বন। ২১ উদ্যোগ। ২২ ভূষণ।

“উপসাদব্যয়ং হীনৈর্হিকৈ সামর্থ্যভূবয়োঃ।

দোষাখ্যানে সমীপে চ দানে মারণলিপ্সয়োঃ।

ব্যাপ্তাশ্চর্যকরণে চ পূজোপালম্বোরপি।” শব্দার্থিক।

উপকর্ষ (জি) উপগতঃ কৰ্ষ। ১ নিকট, সমীপ। (স্রী) ২ গ্রামাত। ৩ অবশের পক্ষম গতি, আকর্ষিত। (উত্তরিত-মুপকর্ষাক্ষিতমিত্যপি। হেম ৪। ৩১৫।) ৪ কৰ্ষসমীপ।

উপকৰ্ণা (জী) উপ-কৰ্ণা। ১ আধ্যাত্মিক। ২ সাধারণের রক্ষনার্থ উপভাগ।

উপকনিষ্ঠিকা (জী) উপগতা কনিষ্ঠিকাম্। অনামিকা অক্ৰুশি। (লিকা ৪৪)

উপকক্ষা (জী) উপগতা কক্ষাম্। কক্ষার সমী।

উপকরণ (স্রী) উপ-কৃ-লুট্। ১ সামগ্রী, অল্প জব্য, যে কার্যে বে জব্যটি অতি প্রয়োজন। ২ রাজাদিগের হস্ত চামরাপি টিক। পরিচ্ছদ। (পরিচ্ছদঃ পরিবর্হ তদ্রোপকরণে অপি। হেম ৩। ৩৮০) ৩ উপকার। (জি) ৪ ইন্দ্রিয়ানুগত। (অব্য) ৫ ইন্দ্রিয়ে। ৬ ইন্দ্রিয়নিকটে।

উপকর্ণ (অব্য) কর্ণে বা কর্ণত সমীপে ইতি বিভক্ত্যর্থ সামীপ্যে বা অব্যবীভাবঃ। ১ কর্ণে। ২ কর্ণের নিকটে।

উপকর্তা (খ) (জি) উপ-কৃ-ভূচ। উপকারক। (রঘু ১৭। ৫৮)

উপকলাপ (অব্য) বিভক্ত্যর্থ সামীপ্যে বাব্যবীভাবঃ। ১ কলাপে। ২ কলাপের নিকটে।

উপকল্প (জি) উপগতঃ কল্পম্। কল্পোপগত।

উপকল্পন (স্রী) উপ-কৃ-প-গিচ্-লুট্। ১ সম্পাদন। ২ আয়োজন।

উপকাদি, পাণিহ্যক্ত একটি গণ। উপক, লমক, ব্রষ্টক, কপিঠল, কৃষ্ণাজিন, কৃষ্ণমল্লর, চুড়ারক, আড়ারক, গড়ুক, উদক, অধায়ুক, অবক্ষক, পিজলক, পিষ্ট, অপিষ্ট, ময়ুরকর্ণ, ধরীজজ্ব, শলাখল, পতঙ্গল, পদঙ্গল, কঠোরগি, কুর্বীতক, কাশকুণ্ড, জিহ্বাখ, কলশীকর্ষ, দামকর্ষ, কৃষ্ণপিজল, কর্ণক, পর্ণক, জটিলক, বধিরক, জঙ্ঘক, অমুলোম, অম্পদ, প্রতিলোম, অগজক, প্রতান, অনভিহিত, কমক, বটারক, লেখাত্র, কমলক, পিজলক, বর্ণক, ময়ুরকর্ণ, মদ্যব, কবন্তক, কমন্তক, কদামত, দামকর্ষ এইগুলি উপকাদি। *। উপকাদিভ্যো-হস্ততরভামব্ধে। পা ২। ৪। ৬৯। উপকাদিগণের পর গোজাপত্য অর্থে এবং বন্দ ও অবন্দ হইলে লুক হয়।

উপকার (পুং) উপ-কৃ-ভাবে যঞ্। ১ উপকৃতি; সাহায্য, আত্মকূল্য। ২ অহুগ্রহ। ৩ উপকরণ। ৪ বিকীর্ণ কুসুমাদি। (উপকারত্বপকৃতো বিকীর্ণকুসুমাদিহু। হেম. অনে ৪। ২৪০।)

উপকারক (জি) উপ-কৃ-লু। উপকারকর্তা।

উপকারিকা (জী) উপ-কৃ-লু-টাণ্ অতইবম্। ১ উপকারকর্তা। ২ শিষ্টভেদ। ৩ কুশল, মর্যাই। ৪ রাজভবন।

(উপকারিকোপকর্ষ্যাং শিষ্টভেদে নৃপালয়ে। মেদিনী।)

উপকার্য্য (জি) উপ-কৃ-প্যৎ। উপকারযোগ্য। দ্বিরাৎ টাণ্। রাজার বাসযোগ্য গৃহ, রাজভবন।

(উপকার্য্য রাজসমুদ্রাপকারোচিতভেদবৎ। মেদিনী।)

উপকিরণ (স্রী) উপ-কৃ-লুট্ নিপাতনাম্ ইবম্। ১ ব্যক্তি। ২ চারিদিকে বিক্ষেপ, ছড়াইরা পড়া।

উপকীচক (পুং) বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের অমুলক।

উপকৃষ্ণি (জী) উপ-কৃ-কি। ১ ছোট ছোট কালজীরা। ২ হস্ত এলা। (উপকৃষ্ণাপকৃষ্ণিক, কৃষ্ণজীরকভেদে চ হুইলোদ্যামপি দ্বিরৌ। শঙ্খাকি।)

উপকৃষ্ণিকা (জী) উপ-কৃ-কৃ-লু-টাণ্ ইবম্। ১ তুখ, হুঁড়। ২ হস্ত এলা। বার্বে কন্। ৩ কৃষ্ণজীরক।

উপকৃষ্ট (জি) সমীপে কৃষ্টত। ১ সমীপ, নিকট। (স্রী) ৩ কৃষ্টের সমীপ।

উপকূর্ব্বাণ (পুং) উপকৃকৃতে ইতি উপ-কৃ-শানচ্। ১ কৃতোপকার। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ ব্রহ্মচর্য্যার পর বে গৃহস্থ হয়। (জি) ৪ উপকারশীল।

উপকূল্য (জী) উপ-কূল-অর্যাদি নিপাত। পিঙ্গলী, পিপুল। (বৈদেহী পিঙ্গলী কৃষ্ণোপকূল্য মাগধী কথা। হেম ৩। ৮৫)

উপকূশ (পুং) অশ্রুতোক্ত দন্তমূলগত রোগবিশেষ। দন্তমূল আশা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে তদ্বারা দন্ত সকল নড়িতে থাকে, অল্প ঘষিলে তাহা হইতে শোণিতস্রাব হয়, রক্ত-স্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে দুর্গন্ধ হইলে তাহাকে উপকূশরোগ কহে। এই রোগে বমন, বিরচন ও শিরো-বিরচন প্রয়োগ করিয়া কাকভূষ্মে বা গোঁজিয়া পজে শোণিত বিস্রাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু সংযোগে প্রয়োগ করিবে। পিপুল, সরিষা, তুঁঠ, নিচুল ফল, এই সকল সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে কুলকুচা করিবে, উপকূশরোগে ইহা বড় হিতকারী।

উপকূপ (স্রী) কূপসমীপ। (পুং) কূপ সমীপস্থ জলাশয়। (উপকূপেহগদীর্ঘিকা। হেম ৪। ১৫৮।)

উপকূল (স্রী) কূলত সমীপম্। বেলাভূমি, সমুদ্র ও নদ্যাতির ভূপ্রান্তভাগ।

উপকৃত (জি) উপ-কৃ-কৃ। ১ উপকারপ্রাপ্ত। অহুগ্রহীত। ভাবে ক্ত (স্রী) ২ উপকার।

উপকৃতি (জী) উপ-কৃ-জিন্। উপকার, সাহায্য।

(“যোবা হি নাম জায়েত মহৎপকৃতিঃ কৃতঃ।” ভারত।)

উপকৃষ্ণ (জি) উপগতঃ কৃষ্ণম্। (উপাধ্যায়জিননগোরা-দমঃ। পা ৬। ২। ১৯৭।) ইতি দোরাদিহাং নাত্তোদাত্তং। কৃষ্ণের নিকট, কৃষ্ণসমীপ।

উপকৃপ্ত (ত্রি) উপ-কৃ-ক্ত। ১ নিরত। ২ বিহত।
৩ উপভোগ সমর্থ।

উপক্ৰেশ (ক্ৰী) পরচূলা, করিত কেশ।

উপকোশা (ক্ৰী) উপবর্ষের কস্তা, বরষাচির পরী।

উপকোশল (পুং) কমলাপত্য ঋষিগুত্রবিশেষ, অপস নাম
কামলারান। (ছান্দোগ্য উপ ৪।১০।১।)

উপক্রম (পুং) উপ-ক্রম-বঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। ১ আরম্ভ। ২ উপার,
জানপূর্বক আরম্ভ। ৩ হেতুভেদ। করণে বঞ্।
৪ সামাদি উপায়। ৫ উপধা। ৬ গমন। ৭ পলায়ন।
৮ বিক্রম। ৯ চিকিৎসা। (উপক্রমত্বপ্ধায়াং জ্ঞানান্তে চ
বিক্রমে, চিকিৎসারাম্। মেদিনী।) ১০ উপায়। ১১ উদ্যম।
উপক্রমণ (ক্ৰী) উপ-ক্রম-ভাবে লুট্। ১ আরম্ভকরণ।
২ চিকিৎসা। (ভূত)

উপক্রমণিকা (ক্ৰী) ভূমিকা, প্রথম সূত্রপাত। কোন
বাহ্য্য বিষয় লিখিবার পূর্বে সংক্ষেপে তাহার পরিচয়।

উপক্রমণী (ক্ৰী) উপ-ক্রম-লুট্-ভীপ্। ভূমিকা।

উপক্রমণীয় (ত্রি) উপ-ক্রম-অনীয়ন্। ১ আরম্ভনীয়, আরম্ভ-
যোগ্য। ২ চিকিৎসাজ লক্ষণ বিশেষ, কি প্রকারে মানবের
দীর্ঘায়ু হয়, তাহা বিষয় ইহাতে বর্ণিত।

উপক্রান্ত (ত্রি) উপ-ক্রম-ক্ত। ১ অগ্রক, বাহা আরম্ভ
করা হইয়াছে। ২ বিহৃত।

উপক্রিয়া (ক্ৰী) উপ-কৃ-ভাবে শ। ১ উপকার। ২ কার্য,
নিরোগ।

উপক্রোশ (পুং) উপ-ক্ৰুশ-বঞ্। পরিবাদ, অপবাদ,
নিন্দা। (অবর্ণ উপক্রোশো বান্দো নিস্পর্ষাপাৎ পরঃ।
হেম ২।১৮৫) (ত্রি) ২ আসন্নক্রোশ, উপগতক্রোশ।

উপক্রোশক (ত্রি) উপ-ক্ৰুশ-বুল্। ১ নিন্দাকারক। (পুং)
২ গর্দভ।

উপক্রোষ্ঠা [ঋ] (পুং) উপ-ক্ৰুশ-তৃচ্। ১ গর্দভ। ২ নিন্দক।

উপক্ৰেশ (পুং) উপ-ক্ৰিশ-করণে বঞ্। মদাদি।

উপকর্ণ (পুং) উপ-কর্ণ- (কণো বীণায়াঙ্। পা ৩।৩।৬৫।)
ইতি অণ্। বীণানিনাদ, বীণার শব্দ।

উপকর (পুং) উপ-কি-অচ্। ১ অপচর, হানি। ২ নিবাগ-
সমীপাদি। (ত্রি) করমুপগতঃ। ৩ করপ্রাপ্ত।

উপক্ৰিৎ (ত্রি) উপ-ক্ৰি-ক্ৰিপ্। অধিবাসী, নিকটবাসী।

উপক্ৰীণ (ত্রি) উপ-ক্ৰি-ক্ত ভক্ত ন, দীর্ঘচ্। হানিপ্রদ,
অপচরপ্রাপ্ত।

উপক্ৰেপ (পুং) উপ-ক্ৰিপ-ভাবে বঞ্। ১ আক্ৰেপ।
২ নিকটে নিক্ষেপ।

উপক্ৰেপণ (ক্ৰী) উপ-ক্ৰিপ-লুট্। স্ত্রীস্বামিক অর বিধের
বরে থাকের লজ্জা সমর্পণ।

উপধাত (অব্য) ১ ধাতসমীপে। ২ ধাতে।

উপগ (ত্রি) উপ-গম-ড। ১ উপগত। ("ওষ্যঃ কলপাকান্তা-
বহুশ্লোকলোপগাঃ।" ময় ১।৪৬।) ২ উপগস্তা।

উপগত (ত্রি) উপ-গম-ক্ত। ১ স্বীকৃত। ২ উপহিত।
৩ জাত। ৪ প্রাপ্ত। ৫ আসক্ত। ৬ কৃতমৈথুন। ৭ সরিহিত।
(ক্ৰী) ৮ প্রাপ্তি। ৯ প্রাপ্তিযুক্তক পজ, রসিদ।

উপগতি (ক্ৰী) উপ-গম-ক্ৰিন্। ১ প্রাপ্তি। ২ জ্ঞান।
৩ স্বীকার। ৪ আসক্তি।

উপগস্তা [ঋ] (ত্রি) উপ-গম-তৃচ্। ১ স্বীকারকারী। ২
যে পাইয়াছে। ৩ জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে।

উপগম (পুং) উপ-গম-অণ্। ১ অঙ্গীকার। ২ নিকটে
গমন। (উপগমঃ স্বীকারহস্তিকসর্পণে। মেদিনী।) ৩
জ্ঞান। ৪ আসক্তি। ভাবে লুট্। উপগমন। ক্ৰী, অর্থ ঐ।

উপগহন (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত আদি ৪ অঃ।)

উপগা (পুং) উপ-গৈ-কিপ্। ১ বজ্র গানকারী ঋষিগ-
বিশেষ। ভাবে অঞ্। (ক্ৰী) ২ উপগান।

উপগাতা [ঋ] (পুং) উপ-গৈ-তৃচ্। বজ্রহস্তে উদগাতা-
সমীপে গানকারী ঋষিগবিশেষ। ("বৃহস্পতিরুদগাতা বিধেদেবা
উপগাতারঃ।" কৃষ্ণবজ্জঃ ৩।৩।২।১।)

উপগিরি (অব্য) গিরেঃ সমীপস্ত। পর্বতসমীপে। (পুং)
দেশবিশেষ। ("তথৈবোপগিরিকৈব বিজিগ্যে পুরুষবর্ভঃ।"
ভারত, সভা ২৬ অঃ।)

উপগীতি (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ, মাত্রাবৃত্তভেদ।

"আর্য্যাদিতীর্থকার্দ্ধে বদনদিতং লক্ষণং তৎ ত্রাং।

বহ্যভরোরপি দলয়োকপগীতিং তাং বুনিক্রতে।" বৃত্তরসাকর।

উপগু (পুং) সাত্যরথি পুত্র, রাজবিশেষ। (বিকৃপু ৪।৫।১৩)
(অব্য) গোসামীপ্যে। (ত্রি) প্রাপ্তকিরণাদি।

উপগুপ্ত, একজন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। বৌদ্ধগণ ইহাকে
"অলক্ষণক বুদ্ধ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি জাতিতে
শূত্র ছিলেন, সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাসার্থ গ্রহণ
করেন। যোগবলে মারকে পরাজয় এবং সমাধিকালে
বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধনির্বাণের একশত
বর্ষ পরে কালাশোকের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধ-
দিগের প্রথম মহাসাংঘিক সম্মেলন উপগুপ্তের সময়ে হইয়া-
ছিল। ইনি মথুরাতে একটি তুণ নির্মাণ করেন। বোধি-
সম্মানকরণতর মতে, উপগুপ্ত মথুরার প্রায় ১৮ লক্ষ
লোককে বৌদ্ধবর্ষে দীক্ষিত করেন। (উপগুপ্তাবদান)

উপপ্লুত (ত্রি) উপ-প্লু-ত। ১ আলিঙ্গিত। ২ গুপ্ত।
(ক্লী) ভাবে ক। ৩ আলিঙ্গন। (“বিশ্রামার্থমুপপ্লুতমজ-
জম্।” বাব।)

উপগূহন (ক্লী) উপ-গূহ-লুট্। আলিঙ্গন।
(আলিঙ্গনং পরিবহঃ সংগ্ৰেব উপগূহনম্। হেম ৬। ১৪০।)

উপগোহ্য (ত্রি) উপ-গূহ-ণ্যৎ। ১ আলিঙ্গনযোগ্য।
২ গ্রাহ্য।

উপগ্রহি (পুং) অন্দের কোন গ্রহের নিকটে বা উপরে যে
গ্রহি জন্মে।

উপগ্রহ (পুং) উপ-গ্রহ-অপ্। ১ বন্দী, কারাবদ্ধ।
২ উপযোগ। ৩ আহুকুলা, সাহায্য। (উপগ্রহঃ পুমান্
বন্দ্যামুপযোগেহুকুলনে। মেদিনী) ৪ জ্যোতিষোক্ত গ্রহ-
ভূগ্য ভ্রমণকারী জ্যোতিঃপদার্থ, গ্রাহকেতু প্রভৃতি।

“সূর্য্যভাং পঞ্চমং বিষ্ণাং জ্যেষ্ঠং বিজ্ঞানুধাতিধম্।

শূক্ৰাষ্টমগং শ্রোক্তং সরিপাতং চতুর্দশম্॥

কেতুরষ্টাদশং শ্রোক্তমুদ্যাদেকবিংশতিঃ।

ষাবিংশতিতমং কম্পদ্বয়োবিংশঞ্চ বজ্রকম্॥

নির্ধাতশ্চতুর্বিংশমুদ্যাদষ্টাবুপগ্রহাঃ।” জ্যোতিষতত্ত্ব।

সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র হইতে পঞ্চম বিজ্ঞানুধ, অষ্টম শূক্ৰ, চতু-
র্দশ সরিপাত, অষ্টাদশ কেতু, একবিংশতি উদ্যাদ, ষাবিংশতি
কম্প, দ্বয়োবিংশ বজ্র, চতুর্বিংশ নির্ধাত নামক নক্ষত্র, এই
আটটি উপগ্রহ নামে কথিত হইয়া থাকে।

কর্মণি যজ্ঞঃ। কারাবদ্ধ, বন্দী।

উপগ্রহণ (ক্লী) উপ-গ্রহ-লুট্। ১ নিকটে গ্রহণ। ২
স্বীকার। ৩ সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণ বা অধ্যয়ন। (“ন
সর্বোদ বেদোপগ্রহঃ।” কর্কাচার্য্য।) ৪ বজ্রাদিসাধক
আধারকরণ।

(“দক্ষিণহস্তস্থস্য সাক্ষ্যট্যেকদ্রব্যস্য হস্তকম্পনাদিনাকুল-
নাবরণার্থঃ সব্যহস্তগৃহীতবেদেনাধারকরণমুপগ্রহণমুচ্যতে।’
কাতীয় শ্রোতনৃত্তভাষ্যে কর্কাচার্য্য ১। ১০। ৩)

উপগ্রাহ (পুং) উপ-গ্রহ-গিচ্-অহ্। ১ উপলোকন, ভেট
দেওয়া। কর্মণি যজ্ঞঃ। উপহার স্বরূপ বাহ্য দেওয়া যায়।
(“উচ্চাবচাশ্রপগ্রাহান্ রাক্তিঃ প্রাপিতান্ বহুন্। ভারত”
সভা ৫১ অঃ। ১। “উপগ্রাহান্ উপহারান্।” নীলকণ্ঠ।)

উপগ্রাহ্য (ত্রি) উপ-গ্রহ-গিচ্-ণ্যৎ। সমীপে লইয়া রাখি-
বার যোগ্য। (পুং) ভাবে যৎ। উপলোকন, ভেট।

উপঘাত (পুং) উপহস্ততে অনেন। উপ-হন-করণে
যজ্ঞঃ। ১ রোপণ। ২ বিনাশ। ৩ কর্মের অব্যোপাত
সম্পাদন।

“কাকৈত্যো রক্ষ্যভান্নমিতি বাণৌহপি দেশিতঃ।
উপঘাতপ্রধানবাৎ ন ষাদিত্যৌহপি রক্ষতি॥”

ধীমান্যোকারিকা।

৪ অপকার। (মহু ২। ১৭৯)। ৫ ইন্দ্রিয়গণের নিজ
কার্য্য উৎপাদনের অক্ষমতা। ৬ পাপম্ভূহ। ৭ হোমভেদ।

“চরৌ কু বহুদৈবত্যো হোমঃ স্যাচ্চপঘাতবৎ।”

ছন্দোগপরিশিষ্ট।

উপঘাতক (ত্রি) উপ-হন-লুট্। ১ নাশক। ২ পীড়ক।
৩ অনিষ্টকারক। (“কথং সক্তূন্ গ্রহীষ্যামি ভূষা ধর্ম্মোপ-
ঘাতকঃ।” ভারত অর্থ ৯০ অঃ।)

উপস্র (পুং) উপ-হন-বঞর্থে ক। নিকটাত্মর। (উপস্র আশ্রয়ে।
পা ৩। ৩। ৮৫।) “হেমানিবোপস্রতরোত্রতভৌ।” রঘু।

উপস্র (ত্রি) উপ-স্র-ড। সম্বন্ধীয়, সম্পর্কীয়।

উপচ (ত্রি) উপচিনোতি উপ-চি-ড। অন্ন মাষপট্টক-
মিশ্রিত। (শতপথ ১। ১। ১। ১০।) চান্তপাঠে বুদ্ধি-
কারকে আন্তঃ। অনন্তরজাত।

উপচক্র (পুং) চক্রবাক পক্ষিবিশেষ। অনেকটা দেখিতে
চকোরের মত। [চক্রবাক দেখ।]

বৈদ্যকমতে ইহার মাংসের গুণ—লঘু, হৃদয়, উষ্ণবীৰ্য্য,
পাকে কটু, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক।

উপচক্ষুঃ [স্] (ক্লী) ১ দিব্যচক্ষু। চক্ষুমা। ২ চক্ষুর নিকট।

উপচয় (পুং) উপ-চি-অচ্। ১ বৃদ্ধি। ২ উন্নতি।
(মাঘ ২। ৫৫।) ৩ আধিক্য। ৪ গুটি। ৫ সমূহ। ৬ সংগ্রহ।
৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থান।

“ষষ্ঠত্রিংশলাভাশ্চ লগ্নাঃপচয়াঃ সূতাঃ।”

উপচর (পুং) উপ-চর-অচ্। [উপচার দেখ।] চরত
সমীপম্। (ক্লী) দূতের নিকট।

উপচরিত (ত্রি) উপ-চর-ক্ত। ১ আরাধিত, সেবিত।
২ লক্ষণ দ্বারা বোধিত।

উপচর্ম্ম (অব্য) উপ-চর-মন্ (নপুংসকাদন্যতরস্যাম্।
পা ৫। ৪। ১০৯।) ইতি অব্যয়ীভাবাৎ উচ্। চর্ম্মসমীপে।
(ত্রি) চর্ম্মাপগত।

উপচর্য্য (ত্রি) উপ-চর-কর্ম্মণি যৎ। সেবনীয়, সেবার যোগ্য।
(“উপচর্য্যঃ জিহ্বা সাক্ষ্যা সত্যতং দেববৎ পতিঃ।” মহু ৫। ১৫৪।)

উপচর্য্যা (ক্লী) উপ-চর-ক্যপ্-টাপ্। ১ চিকিৎসা, উপ-
চার। (হেম ৩। ১৩৭।) ২ পরিচর্য্যা।

(উপচর্য্যা চিকিৎসায়াং পরিচর্য্যোপচারয়োঃ। শঙ্কাক্রিঃ)

উপচারী [ন্] (ত্রি) উপচিনোতি উপ-চি-গিনি। উপচর-
কারক, বুদ্ধিকারক।

উপচায়া (পুং) উপচারিতেহ্মিরজ উপ-চি-(অমৌ পরিচায়ে্যোপচায়াসমূহাঃ। পা ৩।১।১৩১।) ইতি নিপাতনে গ্যৎ। বজ্রাধি। (অমর)

উপচার (পুং) উপ-চর-বজ্র্। ১ চিকিৎসা, রোগপ্রতিকার। ২ সেবা। ৩ ব্যবহার। (উপচারন্ত সেবায়াং ব্যবহারোপচায়ায়োঃ। হেম্ অনে° ৪।২৪১।) ৪ উৎকোচ। ৫ পরের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান মিথ্যাকথন। (“উপচারণং নচেদিতং স্বামনজঃ কথমকতা রতিঃ।” কুমার ৪।২) ৬ স্বার্থানুষ্ঠান। ৭ পূজার উপযোগী দ্রব্যভেদ। সাধারণতঃ ১৮ প্রকার উপকার। বধা—

“আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ধ্যমাচমনীয়কম্।

দ্বানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্পণঃ।

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপময়ঞ্চ তর্পণম্।

মালায়ামুলেপনে চৈব সমকারবিসর্জনে॥”

আসন ১, স্বাগত প্রের ২, পাদ্য ৩, অর্ঘ্য ৪, আচমনীয় ৫, দ্বান ৬, কাপড় ও পৈতা ৭, ভূষণাদি ৮, গন্ধ ৯, পুষ্প ১০, ধূপ ১১, দীপ ১২, অন্ন ১৩, তর্পণ ১৪, মালা ১৫, অমুলেপন ১৬, নমস্কার ১৭, ও বিসর্জন ১৮, এই আঠার প্রকার উপচার। তন্ত্রসারের মতে ৬৪ প্রকার উপচার। ৮ জায় মতে সহচরগাদি নিমিত্ত তত্ত্বাবে তদ্বৎ অভিধান। (বাংস্যা° ১।২।৫৫)। ৯ জ্ঞান। (গৌতমবৃত্তি ২।১২৪) ১০ লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ। ১১ হল, চাতুরী। ১২ সম্মান। ১৩ সম্মান।

উপচারচ্ছল (স্ত্রী) ন্যায়মতে অযথার্থ প্ররোগে অর্থ নিরাকরণ। (“ধর্মবিকল্পনির্দেশেহর্থসত্তাবপ্রতিবেদ উপচারচ্ছলম্।” গৌতম ১।৫৫।)

উপচার্য্য (পুং) উপ-চর ভাবে গ্যৎ। ১ চিকিৎসা। ২ সেবা। (ত্রি) ৩ সেবনীয়। ৪ চিকিৎসনীয়।

উপচিকীর্ষা (স্ত্রী) উপ-কৃ (ধাতোঃ কৰ্মণঃ সম্মানকৰ্ণ্-কামিচ্ছায়াং বা। পা ৩।১।৭।) ইতি সন্। ভূতঃ (অপ্রত্যয়াৎ। পা ৬।৩।১০২) ইতি অ। উপকার-করিবার ইচ্ছা, পরের হুঃখ দূর করিবার প্ররুতি।

উপচিৎ (ত্রি) উপ-চি-কিপ্। দেহবর্জক (গোদ প্রভৃতি) (“উপচিৎ: খরধৃগ্জুদ্রীপদাদয়ঃ।” বাজসনেরভাষ্যে মহীধর ১২।১৭।)

উপচিত (ত্রি) উপ-চি-ক্ত। ১ সমৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২ দিক, লিঙ্গ। (ভবেহুপচিতং দিগ্ধে সমৃদ্ধে চানালিকম্। মেদিনী) ৩ লেপনাদি দ্বারা বর্জিত। ৪ সমাহিত। ৫ লঙ্ঘিত। ৬ রচিত।

উপচিতি (স্ত্রী) উপ-চি-ক্তিষ্। ১ বৃদ্ধি। ২ উন্নতি।

উপচিত্র (স্ত্রী) সমবৃত্তবর্ণ হ্রস্বাবৃত্তভেদ। (“উপচিত্র মিতং সসঙ্গারগৌ।” বৃত্তারম্ভা°।) ২ অর্ধসমকর্ণ বৃত্তভেদ। (“বিষমে যদি সৌ সঙ্গা বঙ্গে তৌ বৃজি তাল্লক্যাবৃপ-চিৎম্।” বৃত্তরসিকর।) ৩ বৃত্তরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ।

উপচিত্রা (স্ত্রী) ১ সুবিকর্ণী, ইন্দুরকানি। ২ স্নানি। ৩ হস্তানকত্র। ৪ দত্তীবৃক। ৫ বোড়শমাজাতক স্নাত্ত-বৃত্ত ভেদ। “বিগুণিত বহুগুণরচনভূতিরহ বাণ্যবৈবহ বদিশ্চিৎরা উপচিত্রা নবমে পরবৃত্তে।” বৃত্তরসিকর।

উপচেষ (ত্রি) উপ-চি-কর্মণি বৎ। চরনীয়।

উপচ্ছন্দন (স্ত্রী) উপ-ছদি-গিচ্ ভাবে লুট্। ১ প্রার্থনা, উপমন্ত্র। ২ উপমন্ত্রণ, হুসমান। ৩ অহুরোধ।

উপচ্যব (পুং) উপ-চ্যঙ-ভাবে অচ্। গৃহ হইতে নির্গত। (শাল্যানির্গমনমুপচ্যবম্। বেদার্থ প্র° সারন।)

উপজ, সঙ্গীতকালে বাদক বা গায়কগণের ইচ্ছাধীন সূত্র সূত্র তান।

উপজ্ঞন (স্ত্রী) উপজ্ঞাতে জন্ম-অচ্। ১ দেহ, শরীর। (“জীপুংসরোরন্যোন্যোপগমনে জ্ঞাতে ইতু্যপজন্ম।” ছানোগ্যভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য।) ২ (পুং) জ্ঞোমাদি বৃদ্ধি। (আখ. শ্রোত ২।১।১৫।) ৩ উৎপত্তি।

উপজপ্য (ত্রি) উপ-জপ-কর্মণি অর্হার্থে বৎ। ভেদার্থ, ভেদনীয়।

(“উপজপ্যামুজপেন্দ্বুধ্যৈভব চ তৎকৃতম্।” যজু ৭।১২৭।)

উপজলা (স্ত্রী) যমুনা পার্শ্বস্থ নদীবিশেষ। (ভারত বন ১৩অঃ)

উপজল্লী [ন] (ত্রি) উপ-জল-গিনি। উপদেশক। (ভারত আদি°)

উপজাতি (স্ত্রী) হ্রস্বাবিশেষ। উপেন্দ্ৰবজ্রা ও ইন্দ্রবজ্রা এই দুইটি পাদবয়াদি যোগে ১৪ প্রকার। ই উ উ উ। উ ই উ উ। ই ই উ উ। উ উ ই উ। ই উ ই উ। উ ই উ। ই ই ই উ। উ উ উ ই। ই উ উ ই। উ ই উ ই। উ ই উ ই। অন্যান্য মিশ্রিত জাতিতেও এইরূপ ১৪ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

উপজাপ (পুং) উপ-জপ-বজ্র্। ১ ভেদ, বিচ্ছেদ। (উপ-জাপঃ পুনর্ভেদঃ। হেম্ ৩। ৪০০) (ভারবি ২।৪৭) ২ কুচ্ছ। ৩ উপাংশ জপ।

(উপজপো থলাদিনাং মিথো ভেদকভাষিতে। শঙ্করিক।)

উপজাপক (ত্রি) উপ-জপ-বুল্। ১ ভেদক। ২ প্রোৎসাহক। “বাতদোষি বিধৈর্দষ্টেওরনীপাকোপজাপকান্।” যজু ২।২৭।

উপজিহবী (স্ত্রী) উপ-জ- (ধাতো: কর্ণণ: সমান কর্ণকা-
নিষ্কারঃ বা ৩ পা ৩।১।৭।) ইতি সন্, ততঃ (অপ্রত্য-
য়াৎ পা ৩।৩।১০২।) ইতি অ। অপরের জব্বাদি
হরণ করিবার ইচ্ছা।

উপজিহ্বা (স্ত্রী) ১ কীটবিশেষ, উপদেহিকা। ২ জাল-
জিত। ৩ জিহ্বাগত রোগবিশেষ। সূত্রত বলেন—

“জিহ্বাগ্রারণঃ স্বরধ্বি জিহ্বাসূরম্য জাতঃ ককরক্তবোনিঃ।

এসেককণ্ডপরিদাহযুক্তা প্রকথ্যতেহসাবুপজিহ্বিকেক্তি।”

সূত্রত, নিদান ১৬ অঃ।

দুহিত কক ও রক্ত হইতে অগ্রভাগের দ্বার জিহ্বার
অগ্রভাগে জিহ্বাগ্র ফুলিয়া উন্নত হয়, তাহা হইতে লালাশ্রাব,
কণ্ডু ও দাহ জন্মে। ইহাকে উপজিহ্বিকা কহে। বৈদ্যক
মতে, এই রোগে জিহ্বাগ্র কর্ণপত্র দ্বারা ঘবিন্না যবক্ষার
দিয়া প্রতীসারণ করিবে। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও
চিটা এই সকল সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে অথবা
ঐ সকল জব্যের কক ও চারি গুণ জল দ্বারা তৈলপাক
করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ সম্বন্ধেই আরোগ্য হয়।

উপজিহ্বিকা (স্ত্রী) উপজিহ্বা-স্বার্থে কন্। ১ ঘণ্টিকা,
আলজিত। ২ কীটভেদ। ৩ রোগবিশেষ [উপজিহ্বিকা দেখ।]

উপজীব (ত্রি) উপগতো জীবঃ। জীবনোপগত।

উপজীবক (ত্রি) উপ-জীব-ঘৃন্। ১ যে জীবিকানির্ভাহ
করে। ২ আশ্রয় বা অবলম্বকরক।

উপজীবকত্ব (স্ত্রী) জায়মতে ১ কার্যত্ব। ২ প্রয়োজ্যত্ব।

উপজীবন (স্ত্রী) উপ-জীব-করণে লুট্। জীবিকা, জীবনোপায়।

উপজীবিকা (স্ত্রী) উপজীব্যতেহনয়া। উপ-জীব-সংজ্ঞায়াং
কন্ কৃন্ বা। উপজীবন, জীবনোপায়।

উপজীবী [ন] (ত্রি) উপ-জীব-গিনি। ১ আশ্রিত। ২
বেতনভোগী।

উপজীব্য (ত্রি) উপ-জীব-ণ্যৎ। ১ আশ্রয়, যাহা অব-
লম্বন করিয়া জীবিকানির্ভাহ হয়। (“উপজীব্যক্রমাণঞ্চ
বিংশতিধিগীদমঃ।” যাজ্ঞবল্ক্য।)

উপজোষ (পুং) উপ-জুষ-ঘঞ্। ১ প্রীতি, আনন্দ, সুখ।

উপজোষম্ (অব্য) উপ-জুষ-অম্। ১ বথাকর্মভোগ।
২ প্রীতি। ৩ কল্যাণ। (উপজোষঃ সুখানন্দানন্তরার্থে
সুখেহব্যয়ম্। শঙ্কাক্ষি।)

উপজ্ঞা (স্ত্রী) উপ-জ্ঞা-কর্মণি-ঘঞ্। ১ আদ্যজ্ঞান, বিনা
উপদেশে আপনাপনি বে জ্ঞান জন্মে। তাবে অভ্। (“কেক-
মুপজ্ঞঃ...বহ্ননবম্।” ভট্টি।) ২ আদিকথন।

উপজ্ঞাত (ত্রি) উপ-জ্ঞা-ক্ত। বিনা উপদেশে জ্ঞাত।

উপজ্যোতিষ (স্ত্রী) ১ জ্যোতিষশাস্ত্রানুসৃত গণিতাদি
শাস্ত্র। ২ দেশবিশেষ। (বরাহমিহির।)

উপচৌকন (স্ত্রী) উপ-চৌক-ভাবে লুট্। ১ উপহার,
ভেট দেওয়া, কাহারও সন্তোষার্থ বাহা দেওয়া বার। ২
উৎকোচ।

উপতন্ত্র (স্ত্রী) উপগতং তন্ত্রম্। শিবোক্ত তন্ত্রের দ্বার
ধবিকৃত তন্ত্র। বারাহীতন্ত্রের মতে—কপিল, জৈমিনি, বশিষ্ঠ,
নারদ, গর্গ, পুলহ্য, ভার্গব, বাজবল্ক্য, ভৃগু, শুক্ল, বৃহস্পতি
প্রভৃতি মুনিকৃত তন্ত্র উপতন্ত্র।

উপতপ্ত (ত্রি) উপ-তপ-ক্ত। ১ সন্তপ্ত। ২ পীড়িত।
৩ কাতর।

উপতপ্তা [প] (পুং) উপ-তপ-তৃচ্। ১ উপপাতক।
২ উপতাপ। ৩ রোগ। (উপতপ্তোপপাতোক্তো রোগোক্তা-
পতাপকে। শঙ্কাক্ষি।)

উপতাপ (পুং) উপ-আধিক্যে তপ-আধারে ঘঞ্। ১
ঘরা। ২ উত্তাপ। ৩ রোগ। (উপতাপো গদে তাপে।
হেম* অনে ৪।২০৭।) ৪ করণে ঘঞ্। অগুত। ৫ পীড়ন।
৬ দ্বঃখ, ক্লেশ, মনস্তাপ। (উপতাপোহত্তোত্তাপ পীড়ারোগ
ঘরাহুনা। শঙ্কাক্ষি।)

উপতাপক (ত্রি) উপ-তপ-গিচ্-ঘৃন্। ১ সন্তাপজনক।
২ কষ্টদায়ক।

উপতাপন (ত্রি) উপ-তপ-গিচ্-ল্যু। সন্তাপক।

উপতাপী [ন] উপ-তপ-গিনি। ১ সন্তাপী। ২ রোগী।
("শুর্কর্যং পিতৃমাতৃকং স্বাধ্যার্যুপতাপিনঃ।" মছু ১১১।)
‘উপতাপী রোগী।’ ইতি মেধাতিথি। গিচ্ গিনি।
৩ সন্তাপকারক।

উপতারক (ত্রি) উপ-তৃ-গিচ্-ঘৃন্। সন্তারক। (“বট্রে-
তদুপতারকাঃ শঙ্কশ্চ।” কোশিকম্ঃ)

উপতিষ্য (স্ত্রী) উপগতং তিবাং অত্যা স। ১ পুনর্জন্ম।
২ অগ্নেবা। ৩ বুদ্ধশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধভেদ, ধর্মপতি নামক একজন
ব্রাহ্মণের ঔরসে ও সারীর গর্ভে ইহার জন্ম। ইনি বুদ্ধ কর্তৃক
বুদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার অপর নাম সারীপুত্র।

(মহাবুদ্ধবদান)

উপতীর (অব্য) সারীপ্যাদৌ (কুলতীরকুলমূলশালাহক-
সমমহব্যরী ভাবে। পা ৬।২।২২।) অব্যরীভাবঃ। তীর
সরীপে।

উপতৈল (ত্রি) উপগততৈলম্। অভ্যক্ত তৈল।

উপত্যকা (স্ত্রী) উপ সরীপে আসরা ভূমিঃ, উপ (উপা-
ধিত্যাং ত্যক্যাসন্নাক্রমোঃ। পা ৫।২।৩৪।) ইতি ত্যকন্।

তত্তঃ টাপ। পর্তের আসর হল, পর্তের মিকটু ছবি।
(উপত্যকা পর্তভাসনঃ হলম্। সি কো।)

উপদংশ (পু) উপ-বংশ-কর্মণি যএ। মেটুরোগ
বিশেষ, বাওরোগ। এদেশে সাধারণে 'গরমি' রোগ বলিয়া
থাকে। তাবমিশ্র বলেন, শিল্পদেশে হস্ত, নখ, বা নখ
দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে, শিল্প প্রকালন না করিয়া অপ-
রিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত জীবাণুসর্গ করিলে, দূষিত
বোনিতে মৈথুনকার্য করিলে এবং অস্ত্রাঙ্ক নানাকারণে
শিল্পদেশে উপদংশ রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ পাঁচ প্রকার—
বাতিক, পৈতিক, রৈমিক, সারিণাডিক ও রক্তক। (১)

মহর্ষি ব্রহ্মসূত্রের মতে, অতি মৈথুন বা এককালে সংসর্গ
না করা; ব্রহ্মচারিণী, এককালে সংসর্গরহিতা, রজঃস্রা,
জননেত্রিরে দীর্ঘ রোমযুক্তা, কর্কশ সর্দীর্ণ বা গূঢ়রোমযুক্তা
যে সকল জীলোক, আর যে সকল জীলোকের জননেত্রিরে
ঘার অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, বাহাদের বোনি দূষিত জলে
প্রক্ষালিত বা আকৌ প্রক্ষালিত নহে, বাহাদের বোনি
কোনরূপে রক্ত বা দূষিত, যে জী প্রির বা মনের মত্তন
নয়, এই সকল প্রকারের কোন জীলোকের সহিত সংসর্গ
করা; নখ, অস্থিগত, বিষ বা শূক মেট্রপথে পতিত হওয়া;
বেট্রপীড়ন, হস্তমৈথুন, চতুষ্পদ জন্তুর সহিত রমণ, দূষিত জলে
প্রক্ষালন, পীড়ন, শুক্র বা মূত্রের বেগ ধারণ বা মৈথুনাতে
প্রক্ষালন না করিলে, ইত্যাদি কোন একটি কারণে জন-
নেত্রিরে পথে দোষ কুপিত হইলে, ক্ষত হউক বা না
হউক জননেত্রির কুলিয়া উঠে। তাহাকেই উপদংশ কহে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ কোন কোন ভাঙার বলেন,—
এ পীড়া সংশ্লব ভিন্ন জন্মে না। কিন্তু সর্বপ্রথমে সংশ্লব কোথা
ছিল, কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথমে কোম
বিশেষ কারণ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহা
হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনও সেইরূপ
কারণ উপস্থিত হইলে বিনা সংশ্লবেও উপদংশ রোগ
জন্মিতে পারে। তবে সে কারণ কি? বোড়ার Glandus
রোগগদূর্ণ পীড়া হইতে এবং কুকুরের একপ্রকার ক্ষত
রোগ হইতে রঞ্জির পীড়া জন্মে।

জীবাণুসর্গকালীন ইহার লসিকা বা পুর রৈমিক
কিল্মিতে জগকা পাতল চর্মে সংলগ্ন হইলে এই রোগের
উৎপত্তি হয়। এই রোগ জী পুরুষ উভয়ের হইতে হেথা

বাহ। জীবেদের হইলে তৎসংসর্গে পুরুষের এবং পুরুষের
হইলে তৎসংসর্গে জীর এই রোগ জন্মে। একজনের হইলে
অন্যের নিস্তার নাই।

য়ুরোপীয়গণ উপদংশ রোগকে নানা প্রেধিতে বিভক্ত
করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয় প্রকারই প্রধান।

১ প্রাথমিক উপদংশ (Primary Syphilis.)

২ দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশ (Secondary Syphilis.)

৩ তৃতীয় অবস্থার উপদংশ (Tertiary Syphilis.)

৪ সার্বিক উপদংশ (Constitutional Syphilis.)

৫ কৌলিক উপদংশ (Hereditary Syphilis.)

সচরাচর জননেত্রিরে বাহ ও আভ্যন্তরিক ক্ষক বা
লিঙ্গমুণ্ডে অথবা স্বকের ও গ্রহির মধ্যস্থানে, কিম্বা ঐ
গ্রহির অধোভাগে একটি ক্ষুদ্র বটিকাকার পুর বাহির হয়,
তৎপরে উহা ফাটিয়া বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত জন্মে, এই
ক্ষত মৈথুনকাল হইতে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে হইয়া থাকে,
ইহাকেই উপদংশ বা গরমি রোগ কহে। য়ুরোপীয়গণ
ইহাকে প্রাথমিক উপদংশ (Primary Syphilis) বলিয়া
উল্লেখ করেন। এই রোগ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে প্রধানতঃ
চারি প্রকার সচরাচর ঘটয়া থাকে। যথা, সহজ উপদংশ
(Simple chancre), কঠিন উপদংশ (Indurated or
Hunterian chancre), ক্ষয়কারী উপদংশ (Phagedenic
chancre) এবং গলিত উপদংশ (Sloughing chancre) এই
চারি প্রকার উপদংশ জী ও পুরুষ উভয়েরই হইতে দেখা যায়।

বৈদ্যক গ্রন্থে যে পাঁচ প্রকার উপদংশের বিষয় বর্ণিত
হইয়াছে, তাহাদেরও প্রত্যেকটির লক্ষণ স্বতন্ত্র।

পুরুষের বাতিক উপদংশে—মেট্রদেশে সূচ কোটার
মত বাথা, ভেদনবৎ বেদনা এবং জ্বর কম্পন সহিত কাল
কুহুড়ি উৎপন্ন হয়। জীলোকের জননেত্রিরে কাঠিষ্ঠ, স্বকের
ভেদ, জননেত্রিরে বৃদ্ধতাব ও বাহুজ্ঞ নানাপ্রকার বেদনা
প্রকাশ পায়। (১)

পুরুষের পৈতিক উপদংশে—মেট্রদাহ ও বহু রোমবৃদ্ধ
পীতবর্ণ ফুড়ি জন্মে। জীলোকের জ্বর, শোথ, তীব্রদাহ,
শীত পাক, শিথিলতা এবং পাকা চুহুরের ন্যায় বর্ণ
প্রকাশ পায়। (২)

(১) "সত্যোত্তমবৃদ্ধঃ সত্বকৈঃ

ফোট্টবৃদ্ধঃ পর্বোপদংশম্।" তাবপ্রকাশ।

"বাতিকে পার্থক্যঃ স্বকপরিপূটনঃ, তন্মহেত্ত্বা বিবিধাৎ বাতবেদনাঃ।" হৃদয়।

(২) "পীতবর্ণবৃদ্ধঃ সত্বকৈঃ

শিথিলঃ সত্বকৈঃ শিথিলতাৎপদ্যকৈঃ।" তাবপ্রকাশ।

"পৈতিক জ্বরঃ বহুঃ পাকা চুহুরকালতীয়াহঃ ক্ষিপ্যপাকঃ শিথ-
বেদনাকৈঃ।" হৃদয়।

(৩) হস্তাভিযাত্রবৃদ্ধতাবাধাৎকালকুপদংশম্।

বোনিপ্রোথোক্ত ভবতি শিল্পে পক্ষোপদংশাঃ।

তাবপ্রকাশ মধ্য ৪র্থ ভাগ।

পুরুষের দৈনন্দিক উপদংশে—বেতবর্ণ কঠিন, অথচ গাঢ়আবহূত হইতে কোটক দেখা দেয়। জীলোকের কঠিন, অন্ন বেদনাবৃত্ত, শোথ ও কণ্ডুবিধি চিকিৎসক বর্ণ হয়। (১)

পুরুষের রক্তক উপদংশে—মাসপিণ্ডবৎ তাত্র বা কৃকবর্ণ ক্ষুদ্র অধিক রক্তপ্রাব এবং পৈত্তিকের ন্যায় সকল লক্ষণ এবং অন্ন, দাহ, শোথ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। জীলোকদিগের রক্তক উপদংশের লক্ষণ পুরুষদিগের মত, তবে অনেকস্থলে আরোগ্য না হইয়া বাবজীবন থাকিয়া যায়। (২)

পুরুষের সারিপাতিক উপদংশে—নানাপ্রকার প্রাব ও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, ইহা অসাধ্য। জীলোকদিগের হইলেও উক্ত সকলপ্রকার লক্ষণ, জননেত্রিয়ে যে শোথ জন্মে তাহা কাটিয়া যায়, কৃমি জন্মায় এবং প্রায় মরণ ঘটিয়া থাকে।

এই রোগে বাহার মেট্রমাংস বিশীর্ণ ও ক্রিমিকর্জক ভক্ষিত হয়, অথবা বাহার সমস্ত মাংস বিশীর্ণ হইয়া অণুকোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে চিকিৎসক এককালে পরিত্যাগ করিবে। (৩)

যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ১ম, সহজ উপদংশে (Simple chancre) গোল, অগভীর ও হৃদয় রক্তভ রেখা-বেষ্টিত ধূসর বর্ণ প্রকাশ পায়; মৈথুনের ৪৫ দিবস পরে প্রথমে পুরুষাজের খাঁজের মধ্যে একটি অথবা দুই তিনটি ক্ষুদ্র হয়, পরে উহা কাটিয়া গিয়া উপরোক্ত একটি কত হইয়া থাকে। কখন কখন ইহাতে লিঙ্গের প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া ফুস ফুলিয়া উঠে ও রক্তবর্ণ হয়, কখন বা মুদার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পুষ্টি নির্গত হয়। [মুদা দেখ।]

২য়, কঠিন উপদংশ লিঙ্গমুণ্ডে এবং তাহার উপরের চর্ম্মে হইতে দেখা যায়। ইহার প্রান্ত কঠিন, মধ্যভাগ গভীর, গোলাকার, নিম্নভাগ ধূসরভ, পার্শ্ব উন্নত।

৩য়, ক্ষয়কারী উপদংশ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে, ইহা অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হয়। ইহার প্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন, আকার অসমান; এই কত রক্তবর্ণ ও দুর্গন্ধময়, তরল ক্লেম বাহির হয়, কখন কখন কত গভীর হইয়া মেট্রকে ক্রমে ক্ষয় করিয়া থাকে।

ইহাতে বৈদ্যকোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও সৈন্থিক এই তিন প্রকার উপদংশের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪র্থ, গলিত উপদংশ প্রায়ই লিঙ্গমুণ্ডে এবং তাহার পরিবেষ্টচর্ম্মে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কৃকবর্ণ, পরে অতি শীঘ্র বাড়িয়া গলিত হইতে থাকে। কখন বা গলিতাংশ পৃথক হইবার সময়ে লিঙ্গের প্রধান শিরা (Dorsal artery) হইতে রক্তপ্রাব হইতে থাকে। প্রান্তভাগ কাটা কাটা দেখায়। ইহাতে অন্নপ্রদাহ অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

উপদংশ কত উৎপন্ন বা শুক হইবার ১৫২০ দিন অথবা কুঁচকী ফুলিয়া অত্যন্ত বেদনা হয়, ইহার নাম বাবী। [বাবী দেখ।] কঠিন উপদংশের পর বাবী হইলে প্রায় বসিয়া যায়, কিন্তু সহজ উপদংশের পর সচরাচর থাকিয়া থাকে।

উপদংশ কত প্রকাশ হইতে বাবীলক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ্য বা প্রাথমিক (Primary syphilis) কহে।

এই বিষ একবার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে সহজে দূর হয় না; কারণ কখন দুই বৎসর, দশ বৎসর এমন কি আজীবন উহার ফল ফুলিয়া থাকে, তাহাকে গোণ বা দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশ (Secondary syphilis) বলে। উপদংশে প্রথমতঃ রক্ত ধারাপ হইয়া এই অবস্থার উপস্থিত হয়। এই অবস্থার গায়ে তাত্রবর্ণ শীড়কা, গলফত, চক্ষু-প্রদাহ, সন্ধি ও অস্থি বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কখন উক্ত প্রকার উপদংশ তৃতীয় অবস্থায় পরিণত হয়, তাহাকে তৃতীয়াবস্থার উপদংশ (Tertiary syphilis) বলে। এই অবস্থার মুখ, গলা ও চর্ম্ম প্রসারিত, কত ও অস্থিবেষ্ট হয়; মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, চক্ষু, অণুকোষ ও অস্থিতে অর্কুদাদি জন্মে এবং জীলোকের উপদংশ থাকিলে গর্ভপ্রাব হয়। এই রোগে যকৃৎপ্রদাহ ও গ্ৰীহা বৃদ্ধি পায়, কখন কখন মূত্রে অধিক পরিমাণে প্রোটিন (Albumen) দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা উপদংশজনিত ফুসফুসপীড়া হইয়া থাকে। এই রোগ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া সার্ব্বাস্থিক উপদংশ (Constitutional syphilis) নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থার প্রথমতঃ ত্বক, তালু ও গলার দৈনন্দিক ক্ষীণীভে, তৎপরে অস্থি ও অস্থিবেষ্টনীতে দেখা দেয়। তৎকালে প্রদাহবৃত্ত জরের জ্বর অন্ন অন্ন হয় হইয়া থাকে, এই রোগে সকল প্রকার শক্তি নিভেজ ও পরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। গোণ উপদংশের দ্বারা হৃৎপিণ্ড, কর্ডসলী, গ্ৰীহা, যকৃৎ, যকৃৎ এবং অন্ন প্রভৃতি, কখন মস্তিষ্ক, দাঁত, শিরা, ধমনী ও অস্থি ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। এই অবস্থার পরীরের সকল বস্তুই সময়ে সময়ে নানা রোগের উপদর্শ ঘটে।

(১) "স কত রৈ: শোথবৃত্তেরহতি: শুকবর্ণৈ: প্রাববৃত্তৈ: কণৈ:।" ভাবপ্রকাশ।

(২) "রক্তকো কৃকোটপ্রাভূতীকো হত্যকময়কপ্রবৃত্তি: পিত্তলিঙ্গ-ব্যত্যর্থ্য জরবাহৌ শোথক বাপ্পিত্তিক কহাতিং," হৃদয়ত।

(৩) "নাবাবিগ্ৰহাবরজোপশরুদ্রাধ্যমাহ্রিমলোপংগম্।
এশীর্ণমাংস কৃমিভি: প্রকটং মুদাবশেষং পরিবর্জ্যনীয়ম্।"
ভাবপ্রকাশ।

শিভামাতা হইতে সন্তানাদির যে উপদংশ জন্মে, তাহাকে কৌলিক উপদংশ (Hereditary syphilis) বলে। সর্দি, ব্রণ্ডল, নানাহানে ক্ষত, ক্ষয়, গণ্ডমালা, বধিরতা, চক্ষুরোগ প্রভৃতি কৌলিক উপদংশের ভাবী ফল।

চিকিৎসা—এই রোগ হইবামাত্র সাত্বাত্তিক ভাবিয়া প্রথম হইতে বখাসাধা চিকিৎসা করান কর্তব্য। অনেক বোঁক লজ্জার ভয়ে সহজে প্রকাশ করিতে চান না, কেহ আনাড়ী অথবা হাতুড়ের নিকট হইতে টোটকা টুটকি লইয়া এই রোগ হইতে এড়াইবার চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাতে ভাল না হইয়া অনেক স্থলে বিষমর ফল ফলিতে দেখা যায়। এই রোগ হইলে প্রথমেই স্ত্রুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য।

বৈদ্যক মতে—এই রোগে স্নিগ্ধবেদ দিয়া লিঙ্গ মধ্যে শিরা বেধ করিবে। জৌক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং উর্দ্ধ ও অধঃ শোধন করিবে। বাহাতে উপদংশ না থাকে বস্ত্রপূর্বক এইরূপ প্রক্রিয়া করা একান্ত আবশ্যিক। বাতিক উপদংশ—যষ্টিমধু, রাসা, কুড়, পুণ্ডুরিয়া, সরল কাঠ, পুনর্নবা, অগুরু, মুখা এই সকল দ্রব্য পিষিয়া প্রলেপ ও ঐ সকলের কাথে সেচন করিবে। গৈস্তিক উপদংশ—গৈরিক, রসা-জন, মজিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাঠ, রক্তচন্দন ও উৎপল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া স্নাত সহযোগে লিঙ্গে প্রলেপ দিবে। মৈস্তিক উপদংশ—নিম, অর্জুন গাছ, অম্বথ, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞদুহর ও বেতস এই সকল গাছের বহুলের কাণ করিয়া লিঙ্গ ধোঁত করিবে এবং ঐ সকলের বহুল চূর্ণ করিয়া লেপন করিবে।

কুলমূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, আপাং ছাল, বামুনহাটী ও হিজুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মাড়িবে, তদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে উপদংশের ক্ষত শুক হয়।

কষিরাজেরা এই রোগে তুনিষাদ্যস্বত, করঞ্জাদ্যস্বত, আগারধূমান্যতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শেলকাঁটার মূল ভামাকে সাজিয়া অথবা সৌদালের মূল পানের সঙ্গে কিছা টিক্টিকীর লেজ কলার সঙ্গে খাইলেও উপদংশ ভাল হয়।

এলোপাথী মতে—সহজ উপদংশে নাইট্রিক অব্ সিল্ভার এবং নাইট্রিক এসিডও প্রয়োগ করা যায়। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ জন্ম যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা উক্ত জল দিয়া পরি-কার করিবে। সহজ উপদংশের সহিত মূদার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লেড লোসন অথবা স্পিরিট লোসন ব্যবহার করিবে। ত্রীলোকসিগকেও উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অধিক

প্রদাহ প্রকাশ পাইলে পুন্টিশ, গোলার্ভ সোসান, কখন কখন লিঙ্কলোসন ব্যবহার করিবে। দেশীয় ডাক্তারেরা এই মলমটিও ব্যবহার করিয়া থাকেন :—

মোম ২ ড্রাম, নারিকেল তৈল ১ আউন্স, শাসির চর্কি আধ আউন্স, কঙ্কলি ১ ড্রাম ও কপূর ১ ড্রাম একত্র মিশাইয়া অন্ন গরম করিয়া মলম করিবে। এ মলমটি উপ-দংশে বিশেষ উপকারী। বলকর পথ্য দিবে।

কঠিন উপদংশে ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করিয়া ব্যাক ওয়াস্ বা ইওলো ওয়াস্ ব্যবহার করিবে। ক্ষতের পীড়া অধিক বোধ হইলে স্পিরিট লোসন দ্বারা ড্রেস করিবে। এই উপদংশে অনেকে পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষয়কারী উপদংশে প্রথমতঃ পুন্টিশ ও ওপিয়ম্ লেপিতে দিবে। স্থানিক উত্তেজনা হ্রাস হইলে ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করিবে। রোগীকে ৩ গ্রেণ কুইনাইন ও ১ গ্রেণ আকিম খাইতে দিবে। গলিত উপদংশে চারকোল পুন্টিশ, ওপিয়ম্ লোসন দিবসে ৩ বার প্রয়োগ এবং নাইট্রিক এসিড সংলগ্ন করিবে। প্রথম কপার লোসন প্রভৃতি দ্বারা ড্রেস করিবে, গলিতাংশ সারিলে ক্ষত আরোগ্যের জন্য কারবলিক অয়েল ব্যবহার করিবে। জর হইলে প্রথমে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া ১ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল তৎপরে ৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন দিবসে তিনবার খাইতে দিবে। রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে সবল করিবার জন্য পোর্টওয়াইন, ব্রাণ্ডি, এরাকট, মাংসের ঘূষ, রুটী ও ছুড় আহার দিবে।

দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশে পারদের ভাবনা বিশেষ উপকারী। এই রোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে অনেকে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন—

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| হাইড্রাজিরাই পরক্লোরাইডম | ... | ১ গ্রেণ। |
| নিসাদল | ... | ৫ ঐ। |
| পটাশ আইওডাইড | ... | ৪০ ঐ। |
| জল | ... | ২ ড্রাম। |
| এক্ট্রাক্ট সার্জি লিকুইডিয়ম | ... | ৭ আউন্স। |
| ডিকক্সন সালসা | ... | ৩২ ঐ। |

একত্র মিশাইয়া ১ আউন্স মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেব্য। সার্বাদিক উপদংশ জন্মিবার সময়ে কিঞ্চিৎ জর হইয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ মুহুরিচক কিবার মিক্শার সেলাইন মিক্শার ও প্রদাহনিবারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। লক্ষণাদি সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে কোন কোন স্থলে রোগী অভ্যস্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বলকর আহার প্রদান করিবে। বার্ক, কুইনাইন, সালসাপেরিলা, দৌহাটিক ঔষধ প্রভৃতি

প্রয়োগ করে। কৌলিক উপদেশে অনন্তমূলের কাণ (ডিক্কলন) বিবনে ৩ বার ব্যবহার করিবে। শরীরের উপর কত থাকিলে, কেলোমেন আইন্টমেন্ট, সিটিন্ আইন্টমেন্ট প্রয়োগ করিবে।

হোমিওপ্যাথী মতে, পারদ ব্যবহারে কোন কতি হই-
বার আশঙ্কা নাই, উহা বার্য্য সব্বরে ও নির্কিয়ে অনেক
লোক আরাম হইরাছে। প্রাথমিক অবস্থার মার্ক-সল,
মার্ক-কর ও সিনাবার বার্য্যই উপকার হয়। পারদ কোন-
রূপে পূর্বে ব্যবহৃত হইলে নাইট্রিক এসিড বা হিপার
সলকন্ ব্যবহার করিবে। কতের উপর ক্লোরাইট হাইড্রেট,
ক্লোরাইট অব্ পটাস্ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় অবস্থার
এসিড নাইট্রিক, মার্ক, ক্যালি ক্লোরিকন্, ক্যালি হাইড্রো
আইওডিকন্, হিপার, সার্ক। তৃতীয় অবস্থার—অরুম্ মিউ-
রেটিকন্, এসিড কস্ফরন্, এসাকেটিডা, ক্যালকেরিয়া,
ক্যালি-হাইড্রো, ফল, চারমা, কার্বো। কৌলিক উপদেশে
উপরোক্ত ঔষধের মধ্যে লক্ষণানুসারে এ কোন একটি সেবন
করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হাকিমী মতে—গরমী ব্যারাম হইলে প্রথমে এই ঔষধটি
প্রয়োগ করিবে।

ঔষধ গোলাপফুল ৩ মাষা, মুনকা ৭টি, মোরী ৬ মাষা,
সোণামুখীর পাতা ২ মাষা ও শুষ্ক কাকমাচী ৬ মাষা, একত্র
মিশাইয়া কোটাইবে, একবার ফুটিলে তাহা নামাইবে, তৎ-
পরে উহাতে ১ তোলা গুলকন্ মিশাইবে। এই ঔষধ
তিন দিন খাইতে দিবে। পথ্য মিছরী।

হিঙ্গুল, মাজুল, আকরকোরা, নাগেরী অখগন্ধা, সাদা
ও কাল মসুরী, ছোট গোথুর ও ডা করিয়া জলনী কুলকাটের
আঙুণে দিবে, উহার ধূম সপ্তাহকাল ক্ষতস্থানে প্রয়োগ
করিলে উপদংশের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। উপদংশ পুরাতন
হইলে শিরীরের ছাল, বাবলার ছাল ও নিমের ছাল,
প্রত্যেক ১/১০ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের জল
থাকিতে নামাইবে। প্রত্যহ আধ পোরা মাজার সেবন
করিলে পুরাতন উপদংশ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

উপদর্শক (পুং) উপ-দৃশ্-গিচ্-ধূল্। ১ বারপাল। (জি)
২ দর্শক। ৩ সাক্ষী।

উপদা (স্ত্রী) উপ-দা-(আতশোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬।)
ইতি অঙ্। ১ উৎকোচ। ২ উপচোকন। (হেম ৩। ৪০১।)
("প্রত্যর্প্য পূজারূপদাজলেন।" রঘু ৪। ১০।)

(জি) উপচোকনদাতা, যে ডেট দেয়। (উপদাম্ উপ-

দানদাকারন্। দ্বীধর।)

উপদানক (স্ত্রী) উপদান-দার্থে কন্। উৎকোচ।

উপদানবী (স্ত্রী) যুবকী ও পুণোদার কন্। ইহার
গর্ভে রহত, রহত, প্রবীর ও অনব্ জনপ্রহর করেন।
(হরিরংশ ৩ অঃ ৩২ অঃ।)

উপদিক্ (অব্য) বিদিক্।

উপদিশ (পুং) বহুদেবপুত্র ভেদ। (হরিরংশ ১১৭ অঃ।)

উপদিশ্যমান (জি) উপ-দিশ-কর্ষণি শানচ্। যে বিষয়ে
উপদেশ করা হইতেছে, বা বাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

উপদিশ্চ (জি) উপ-দিশ-কর্ষণি-ক্। ১ উপদেশপ্রাপ্ত,
বাহাকে উপদেশ দেওয়া হইরাছে। ২ কথিত। ৩ জ্ঞাপিত।
৪ আদিষ্ট। ৫ প্রদর্শিত। ভাবে ক্ (স্ত্রী) উপদেশ।

উপদী (স্ত্রী) উপৈত্য দীরতে খণ্ড্যতে উপ-দো-ক-ডীভ্।
বন্দাক, পরগাছা।

উপদিকা (স্ত্রী) উপ-দো-ক-ডীভ স্বার্থে কন্ টাপ্। উপ-
লিঙ্গা, উপদেহিকা, বস্ত্রী নামক কীটবিশেষ। (হেম ৪। ২৭।)

উপদীক্ষা [ন] (জি) উপগতো দীক্ষিণং সামীপ্যেন।
১ বস্ত্রহলে দীক্ষিতের নিকটস্থ। ২ দীক্ষাপ্রাপ্ত।

উপদৃক্ [শ্] (জি) উপ-দৃশ্-কিন্। ১ উর্দ্ধস্থিত হইয়া
যে দর্শন করে, উপদ্রষ্ট। ("ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃশঃ।"
শুক ৮। ১১। ১৫। *। 'সর্বত্র লোকতোপদ্রষ্টা তত্তৎকর্ণণা-
মূপদৃগুপদ্রষ্টা।' সায়নাচার্য।)

উপদেব (পুং) উপগতো দেবন্ সাদৃশ্চেন অত্যাতি। ১
অক্রুর পুত্র। (বিষ্ণু পু ৪। ১৪। ২।) ২ দেবকরাজের
পুত্র। (হরি ৩৮ অঃ।) ৩ ভূতপ্রোতাদি।

উপদেবতা (স্ত্রী) যক্ষভূতাদি।

উপদেবী (স্ত্রী) ১ বহুদেবের বর্ষ স্ত্রী। (হরি ৩৭ অঃ)
২ বিদ্যাধরী প্রভৃতি।

উপদেশ (পুং) উপ-দিশ্-ঘঞ্। ১ পরামর্শ। ২ শিক্ষা-
দান। ৩ হিতকথন। ৪ আদেশ, অহুশাসন। ৫ মন্ত্রকথন।
৬ নীক্ষা।

"চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।

মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে।" রামার্জনচন্দ্রিকা।

চন্দ্রসূর্য্য গ্রহে, তীর্থস্থানে, সিদ্ধপীঠে ও শিবমন্দিরে মন্ত্র-
কথনকে উপদেশ কহে।

* মনু প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাকারেরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিজ্ঞ-
লোককেই উপদেশ করিতে বলিয়াছেন। শূত্রের নিকট
উপদেশ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মনু একস্থানে কহিয়াছেন—

"ধর্মোদেশং দর্পণং বিপ্রানামন্ত্র কুর্য্যতঃ।

ভণ্ডমাসেচয়েৎ তৈলং বন্ধে শ্রোত্রে চ পার্শ্বিকঃ।" ৮। ২৭

নবর্ষে পূজ বহি ব্রাহ্মণকে বর্ষোপদেশ দেয়, তবে রাজা
তাহার যুগে ও কর্ণে তত্ত্ব ঠেঁয়সি হিটাইয়া দিতে বলিষেন।
[ময় ও নীকা দেখ।] জায়মন্তে, ৭ শব্দ। (গৌতমবৃত্তি ২২৫)
উপদেশক (জি) উপ-দিশ-বুল্। ১ উপদেশকর্তা।
২ সংগরামশর্তদাত। ৩ শিক্ষক।
উপদেশী [ঙ্] (জি) উপদিশতি উপ-দিশ-মিনি। উপদেশী।
উপদেশ্য [ঙ্] (জি) উপ-দিশ-তৃচ্। উপদেশকর্তা।
উপদেষ্ট (পুং) উপদিশতে অশেষ, উপ-দিশ-বঙ্। দেহাদি
বৃদ্ধি, যেমন গণমালা অর্কুদ প্রভৃতি। (ছন্দত)
উপদেষ্টিকা (স্ত্রী) বস্ত্রী নামক কীটবিশেষ, উপদিশিকা।
উপদেষ্টা (পুং) উপ-দৃষ্ট-আধানে বঙ্। দোহনপাত, যে
পাতে দুই দোহা হয়।

“গাঃ কান্যোপদোহাশ্চ কস্তাশ্চ বহুলঙ্কৃতাঃ।” হরিবংশ।
উপদ্রব (পুং) উপ-ক্র-ভাবে বঙ্। ১ উৎপাত, অমঙ্গল।
২ অত্যাচার, দৌরাত্ম্য। ৩ রোগ থাকিতে ঘোব একো-
পাদি ভক্ত যে উপসর্গ ঘটে, বিকারবিশেষ।

প্রাচীন বৈদ্যক হারীশ্বরের মতে—

“যো ব্যাধিত্ত্বত্ব যো হেতুর্দোষত্বত্ব একোপত্য।
যোহন্তো বিকারো ভবতি স উপদ্রব উচ্যতে ॥...
ব্যাধেকপরি যো ব্যাধিঃ উপদ্রব উদাহৃতঃ।
সোপদ্রবো ন জীবতি জীবতি নিরূপদ্রবঃ ॥”

যে ব্যাধি অগ্নিরা পরীয়ে পূর্বস্থিত কোন ব্যাধিকে
একোপপূর্বক পুনর্বার উৎপাদন অথবা কোন প্রকার
বিকার উৎপন্ন করে তাহাকে উপদ্রব কহে। উপদ্রবযুক্ত
ব্যক্তি প্রায়ই বাঁচে না; নিরূপদ্রবীই বাঁচিয়া থাকে।

উপদ্রবী [ঙ্] (জি) উপ-দৃশ-তৃচ্। বাহনকাৎ। লাকী,
উপদর্শক। যিনি নিকটে থাকিয়া সর্বদাই দেখিতেছেন।

“উপদ্রষ্টারূপস্তা চ তর্জী ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মোতিচাপ্যক্তো দেহেহপি পুরুষঃ পরঃ ॥” গীতা ১৩২২।

(অভিশরেন সামীপ্যেন দৃষ্টবাহুপদ্রষ্টা। শঙ্করাচার্য্য।)

উপদ্রব (জি) উপ-ক্র-ক। ১ আত্মোপদ্রব, বাহার উপর
উপদ্রব করা হইয়াছে। ২ ব্যাকুল। ৩ উৎপাতগ্রস্ত।

উপদ্বীপ (পুং স্ত্রী) ১ ক্ষুদ্রদ্বীপ। ২ প্রারবীপের মত
(Peninsula), যে ভূমি তিন দিকে অথবা প্রায় চতুর্দিকে
জল দ্বারা বেষ্টিত।

উপধর্ম (পুং) উপ-ধীনো ধর্মঃ প্রাদি। ১ অপ্রধান ধর্ম,
অধন্য ধর্ম। তৎপবান্ মহুর মতে—

“ত্রিবেতেষুভিত্তি কৃত্যং হি পুরুষত্ব সমাগ্যতে।

এব ধর্মঃ পরঃ সাক্ষাৎপদার্থোহন্ত উচ্যতে ॥” ২২৩৭।

শিতাবাসী ও তৎক এই ভিন্ন জনের প্রিয়কার্য্য-সাধন
ও ভীতাদের সেবাভাবাদি সাক্ষাৎ পরমধর্ম, তদ্বিন্ন অধি-
বোক্তাদি যে সকল পুণ্য কার্য্য আছে, সবই উপধর্ম।

“বেদমোহাত্ম্যেনিভ্যং বখাকালমতস্ত্রিতঃ।

তং হ্যভ্যাহঃ পরং ধর্ম্মপুণ্যধর্ম্মোহন্ত উচ্যতে ॥” ৪১১৪৭।

সময় পাইলেই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বেদাত্ম্যাস
করিবে, বিজগণের পক্ষে ইহাই পরমধর্ম, অন্য বাহা কিছু
তাহাকে উপধর্ম বলা যায়। [ধর্ম দেখ।] ২ পাবত।

উপধা (স্ত্রী) উপ-ধা- (আত্মোপসর্গেণ) পা ৩। ৩। ১০৩।
ইতি অঙ্। ধর্মকামার্থ প্রভৃতির ভর দেবাইরা রাজকর্তৃক
অমাত্য সচিবগণের পরীক্ষা।

“ধর্মোপধাতিবিপ্রোক্ত সর্গাতিঃ সচিবান্ পুনঃ ॥”

কালিকা পুঃ ৮৫ অঃ।

২ হল। ৩ উপধানে স্থাপন। ৪ অভ্যবর্ণের পূর্ববর্ণ।
৫ উপার।

উপধাতু (পুং) ১ আটটি প্রধান ধাতুর মত অপর ধাতু।
উপধাতু সাত প্রকার—বর্ণমাক্ষিক, তারামাক্ষিক, তুতে,
কীসা, পিতল, সিন্দূর ও শিলাজতু। ইহারা বখাক্রমে বর্ণ,
রোপ্য, তাম্র, হ্রস্ব, দন্তা, নীলক ও লোহের উপধাতু। ধাতুর
যে যে গুণ উপধাতুরও সেই, সেই গুণ, তবে তাহাদের
অপেক্ষা অনেক অল্প। কারণ উপধাতুতে হ্রস্ব ধাতুর অংশ
অতি অল্পই থাকে। [মাক্ষিক প্রভৃতি শব্দে উপধাতু
সকলের প্রস্তুতপ্রণালী দেখ।]

রুরোপীন্দ্রিগের মতে, অর্ধনসিল্ভার, অর্ধন গোষ্ঠ প্রভৃতি
নানাপ্রকার উপধাতু আছে, নিম্নে তাহাদিগের নাম ও
প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইল।

অর্ধন রোপ্য। তাম্র দুই ভাগ, দন্তা এক ভাগ, নিকল
এক ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিলে উত্তম অর্ধন (রোপ্য)
সিল্ভার প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা বাটি, বাটি, চামচ প্রভৃতি
নানাবিধ জব্য নির্মাণ করা যায়।

অর্ধন বর্ণ। প্লাটিনম বোল ভাগ, তাম্র সাত ভাগ,
দন্তা এক ভাগ, এই কর জব্য একত্রে যুক্তিকার মোহির
মধ্যে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে ইহা ঠিক বর্ণের ভাষ
নিরেট উজ্জল ও তারি এক প্রকার ধাতু প্রস্তুত হয়, প্রস্তুত
বর্ণ হইতে ইহাকে সহজে প্রভেদ করা যায় না। ইহা দ্বারা
বিবিধ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা বাইতে পারে।

সোহাগ (বা ম্যানহিম বর্ণ)। তাম্র অর্ধভাই ভাগ, দন্তা অর্ধ
ভাগ একত্রে যুক্তিকা মোহি মধ্যে পলাইয়া ইহা জব্য থাকিতে
থাকিতে বেরপ হাঁচে ঢালিবে সেইরূপ জব্যই প্রস্তুত হইবে।

মোসেক বর্ণ। একটি পায়ে বিতস্ত রান ১২ ভাগ, অগ্নির উত্তাপে গলাইরা তাহাতে পারদ ৬ ভাগ মিশ্রিত করিবে। পরে শীতল হইলে নিশাবল ৬ ভাগ এবং গন্ধক ৭ ভাগ; উহাদ্বয়কে একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইলে পারদ ও নিশাবল বাষ্প হইরা উড়িয়া যায় এবং উজ্জল মোসেক বর্ণ অবশিষ্ট থাকে।

পিউটর। টিন দেড় সের, লীসা এক পোয়া, তাত্র দেড় ছটাক, দত্তা অর্ধ ছটাক একত্রে অগ্নির উত্তাপে বৃত্তিকার মোহিকার দ্রব করিয়া লইলে ইহা ঠিক রূপার ন্যায় এক প্রকার উপধাতু প্রস্তুত হইবে। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার ধাতু দ্রব্য প্রস্তুত করাইলে রূপার দ্রব্য হইতে কিছুতেই প্রভেদ করা যাইবে না।

পিকবেক। (সোহাসা নামক উপধাতু প্রস্তুত প্রণালীর ন্যায়, কেবল তাপের মতান্তর আছে)

২ শরীরস্থ বাতুলন্থন দ্রব্য। বৈদ্যক মতে এই সাতটি শরীরের উপধাতু—

“সুভ্রং রজস্ক নারীণাং কালে ভবতি গচ্ছতি।

শুকমাংসভবস্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ণিতা ॥

বেদো দত্তাত্ত্বা কেশান্তথৈবৌজস্ক রূপমম্।

ইতি ধাতুত্বাজ্যেয়্যেতে সপ্তোপধাতবঃ ॥” শাক’বর।

(রস হইতে) স্তনদুগ্ধ, (রক্ত হইতে) জীরকঃ কালে হয়

আবার বার, শুক মাংসোক্তব স্নেহের নাম বসা, (স্নেহ হইতে)

বর্ষ, (অস্থি হইতে) দত্ত, (মজ্জা হইতে) কেশ এবং (শুক হইতে)

ওজ, এই ধাতুত্ব সাতটিকে উপধাতু বলিয়া জানিবে।

উপধান (ক্লী) উপ-ধা-অধিকরণে লুট্। ১ শিরোধান, বালিশ, শরদক্ষণে তাহাতে রাখা রাখা বার, গভুক।

২ বিশেষ। ৩ প্রণয়।

(উপধানং বিশেষে চ গভুকে প্রণয়েহপি চ। বিখ)

৪ ব্রত। ৫ বিধ। (উপধানক্ গভুকে, ব্রতে বিধে চ

প্রণয়ে। হেম’অনে’ ৪। ১৬৩।) ৬ সন্নীপস্থাপন। করণে

লুট্। (পুং) ৭ উপধান সাধন।

উপধানীয় (ক্লী) উপধীয়তে বহিন্ উপ-ধা-কর্মণি অনীয়ন্।

১ উপধান, বাসিন। (জি) ২ সন্নীপস্থাপনযোগ্য।

উপধাতুত (পুং) করণিশেষ। (“জাতশস্য জিভাগত গৃহোক্তোপধাতুতঃ” বৃহৎসংহিতা।)

উপধারণ (ক্লী) উপ-ধা-গিচ্-লুট্। ১ অদ্বন্দ্ব দ্বারা আকর্ষণ। ২ সম্যক্ চিন্তন।

উপধাবন (ক্লী) উপ-ধা-ব-লুট্। ১ উপসরণ। ২ অস্থিচিন্তন।

উপধি (পুং) উপধীয়তে আরোপ্যতেহনেদ, উপ-ধা-কি।

১ কপট, চাকুরী। ২ ভয়। আধারে কি। ৩ রথচক্র।

(উপধিবিদ্যাক্ষরোঃ। হেম’অনে’ ৩। ৩৪৩।)

উপধৃপিত (জি) উপ-ধৃ-প-ক্ত। ১ আসন্নসরণ, হ্রস্ব। ২

পরিধৃপিত, স্রগন্ধীকৃত। (উপধৃপিত আসন্নসরণে পরিধৃপিতে। মেদিনী।)

উপধৃমিত (জি) ধৃমো জাতোহত তারকাদিত্যো ইতচ্। জাতধৃম, ধীরাম।

উপধৃমিতা (ক্লী) জ্যোতিবোক্ত বাজাদি বর্জনার্থ্যগন্তব্য দিক্।

“নন্দা দিগৈজী অসিতা দিগৈজ্যপধৃমিতা চানলদিক্ প্রভাতে প্রত্যেকমেবং প্রহরাষ্টকেন ক্রমাদিশোহষ্টৌ সবিতা ক্রমেত।” বসন্তরাজ।

উপধৃপ্তি (ক্লী) উপ-ধৃ-ক্তিন্। ১ জ্যোতিঃ, কিরণ। (জ্যোতি-রক্তিকপধৃপ্ত্যভীশবঃ। হেম’ ২। ১৩।) ২ লক্ষ্যরণ।

উপধেয় (জি) উপ-ধা-যৎ। মন্ত্রদ্বারা স্থাপনীয় ইষ্টকাদি। (বয়ঃশব্দবয়স্রোপধেয়াবিষ্টকান্। সি’কৌ’।)

উপস্থান (পুং) উপ-স্থা-করণে লুট্। ওষ্ঠ।

উপস্থানীয় (পুং) প ক পরে বিসর্গের স্থানে লেখনীয় গজ-কৃত্তাকৃতি বর্ণবিশেষ। (উপস্থানীয়ানানামোষ্ঠৌ। সি’কৌ’।)

উপধ্বস্ত (জি) উপ-ধ্ব-ন-স্ত। ১ নষ্ট। ২ অধঃপাত।

(“সৌম্যোঃ উপধ্বস্তাঃ সাবিজা বৎসতর্ষাঃ” বক্ঃ ২৪। ১৪। ১।)

উপধ্বংসনমধঃপতনম্। মহীধর) ৩ মিশ্রিত।

উপনক্ষত্র (ক্লী) রাশিচক্রস্থ তারকাভেদ। অধিনী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের প্রত্যেকের অঙ্গগত ২৭টা করিয়া তারকা আছে, এই তারকাগুলিকে উপনক্ষত্র বলে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে উপনক্ষত্র ৭২৯। [ভারা দেখ।]

উপনথ (ক্লী) হৃৎকোক্ত চিগ্ননামক ক্ষুদ্র রোগবিশেষ।

“নথমাংসমধিষ্ঠার পিত্তং বাতশ্চ বেদনাম্।

করোতি দাহপাকৌ চ তৎ ব্যাধিঃ চিগ্নমাদিশেৎ।

তদেব ক্তরোগাখ্যং তথোপনথমিত্যপি ॥” নিদান ১৩ অঃ।

শিঙ ও বাহু নথ মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম চিগ্ন। ইহা পাকিয়া উঠে এবং তাহাতে বেদনা ও দাহ জন্মে। ইহাকে ক্তরোগ বা উপনথ রোগও বলা যায়।

চক্রদন্তের মতে—

“চিগ্নক্ষুদ্রাণাং বিরুদ্ধত্যাভ্যাত্য তৎ রূপম্ ॥ ৫৫। ১৮।

চিগ্নরোগে উকজল দ্বারা শ্বেদ দিয়া ছেদন করিয়া তৈলাভ্যঙ্গ করিলে রোগের প্রতিকার করে। বৈদ্যক মতে এই রোগে ঘূনাচূর্ণ দিয়া বন্ধন করিয়া রূপরোগের মত চিকিৎসা

করিবে। এই রোগে সোহাগা ও হাপরমালীর মূল একত্র
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নখ উৎপন্ন হয়।

উপনত (ত্রি) উপ-ন-ত-ক্ ১ নত্ন। (শৌর্যে প্রতাপোপ-
নতৈরিতত্ত্বতঃ ১" মাদ্ ১২৩০) ২ পরধাগত। ৩ উপস্থিত,
নিকটগত। ৪ উপগত। ৫ প্রাপ্ত।

উপনতি (স্ত্রী) উপ-ন-ত-ভাবে ক্ ১ নয়ন। ২ উপগম।
৩ উপস্থিতি।

উপনদ (অব্য) নদীসমীপে, নদীর নিকটে।

উপনন্দ (পুং) ১ বহুদেবের পুত্র, মদিরার গর্তজাত। (বিষ্ণু
৪।১৫।১১) ২ গোপপতি নন্দ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৩ বৌদ্ধ-
শাস্ত্রোক্ত নাগরাজবিশেষ। (ব্রহ্মপুরাণ ৫ অঃ)। ৪ কাশী-
রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। ইনি রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
কুহনের সহকারিতার যুবরাজ নন্দ্যের আগবধে বয়স করিয়া-
ছিলেন। (বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৮৫)

উপনন্দক (পুং) উপ-নন্দ-গিচ্-ঘৃণ্। যুতরাষ্ট্রের পুত্র ভেদ।
(ভারত আদি ৬৭ অঃ) (ত্রি) আনন্দজনক।

**উপনয় (পুং) উপ-নী-করণে অচ্। ১ উপনয়ন। ২ সংস্কার-
কর্ম্মবিশেষ। ৩ জ্ঞানাবরবভেদ। উপাহরণাপেক্ষ সাধ্যের
উপসংহার। যেমন, বাহা বাহা ধুমবান্ তাহাই বহ্মিবান্
এই প্রকার বাক্য।**

গৌতমসূত্রে লিখিত আছে—“উদাহরণাপেক্ষতথৈতুপ-
সংহারো ন তথৈতি বা সাধ্যাত্তোপনয়ঃ ১" ১।১।৩৮।

উপনয় দুই প্রকার, অদ্বয়ী উপনয় ও ব্যতিরেকী
উপনয়। (গৌতমসূত্র)। ৪ জ্ঞানমতসিদ্ধজ্ঞানলক্ষণরূপ
অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধন সন্নিকর্ষভেদ। ইহাতে সন্নিকর্ষ
রূপ দ্বারা পূর্বজাত বস্তু অলৌকিক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। ৫
জ্ঞান। (গোদাধরী)।

**উপনয়ন (ক্ৰী) উপ-নী-ল্যুট্। ১ ব্রাহ্মণ, কজির ও
বৈজ্ঞানিকের যজ্ঞস্থলাদি ধারণরূপ প্রধান সংস্কার।**

(“গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীরতে শুরোঃ।

বালো বেদার তন্মোগাণালভোপনয়ঃ বিহুঃ ১”)

এই সংস্কার ত্রিবিধ—নিত্য, কাম্য ও নৈমিত্তিক। অষ্টম
বর্ষ পর্য্যন্ত নিত্য ও পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কাম্য এবং পাণ্ডার
অপমোদন জন্ম পুনঃসংস্কারকে নৈমিত্তিক বলা যায়।

“গর্তাষ্টমেষকে কুর্বীত ব্রাহ্মণতোপনয়নম্।

গর্তাদেকাদশে রাজো গর্তাত্ত্বাদশে বিশঃ ৥

ব্রহ্মবর্জস কাম্যত কার্য্যং বিপ্রস্ত পঞ্চমে।

রাজো বলাধিনঃ বর্ষে বৈজ্ঞেহাধিনোষ্টমে ৥”

গর্তের সময় হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্তএকাদশে

কজিরের এবং গর্তবাদশে বৈজ্ঞের নিত্য উপনয়ন বিধের।
ব্রাহ্মভেজকামী ব্রাহ্মণের সকলে, বলাধী কজিরের বর্ষে, এবং
ধনকারী বৈজ্ঞের অষ্টম বর্ষে কাম্য উপনয়ন হওয়া কর্তব্য।

উক্ত সময়ের মধ্যে উপনয়নকে দুইবার এবং তদতিরিক্ত
সময়ে উপনয়ন হইলে তাহাকে গোপকাল বলা যায়। গোপ
দুই প্রকার মধ্যম ও অধম। ব্রাহ্মণের দ্বাদশ, কজিরের ষোড়শ
এবং বৈজ্ঞের বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যমকাল। ইহার অতীত
সময়কে অধমকাল বলা যায়।

পৈঠিনী বলিয়াছেন—“দ্বাদশ ষোড়শবিংশতিশ্চৈতীত্য
অবরুদ্ধকালান্তবন্তি ৥” ব্রাহ্মণাদির ক্রমাবধে দ্বাদশ, ষোড়শ
ও বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে তখন অবরুদ্ধ কাল হয়।

মহু বলিয়াছেন—

“আবোড়শাধ্যাক্ষণ্ড সাবিজী নাতিবর্জতে।

আধাবিশাং ক্ষত্রবক্ষোরাচতুর্বিংশতেবিশঃ ৥

অতউচ্চং ত্রয়োহপ্যোতে যথাকালমসংস্কৃত্যঃ।

সাবিজীপতিতাত্রাত্যা ভবন্ত্যার্থ্যবিগর্হিতাঃ ৥” ২।৩৮০।

ব্রাহ্মণের গর্তষোড়শ, কজিরের গর্তবিংশতি, এবং
বৈজ্ঞের গর্তচতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নকাল উত্তীর্ণ হয়
না। এই কাল পর্য্যন্ত যদি সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে উপ-
নয়নশ্রষ্ট হইয়া সাধুসমাজে নিস্কর্মীয় হয় এবং তাহাদিগকে
ক্রাত্য বলা যায়।

মহর্ষি ব্যাস বলেন—

“তত্র প্রাপ্তব্রতস্তায়ং কালঃ তাদ্বিগুণাধিকঃ।

বেদব্রতচ্যুতো ত্রাত্যঃ স ত্রাত্যন্তোম মর্হতি ৥ ২০

ষেজগ্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্তাং প্রথমং তরোঃ।

দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুঃ ত্রয়োহগাধিধিবলপূরোঃ ৥ ২১

এবং দ্বিজাতিমাপন্নো বিশ্বক্সোবান্যদোষতঃ।

ক্রতিব্রতপুণ্যানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ ৥” ২২

ব্যাসসংহিতা ১ অঃ।

ব্রাহ্মণের ১৫ বর্ষ ২ মাস, কজিরের ২০ বর্ষ ২ মাস, এবং
বৈজ্ঞের ৩০ বর্ষ ২ মাস অতীত হইলে বেদপাঠ ও উপনয়ন-
সংস্কার রহিত হয়; তাহাদিগকে ক্রাত্য কহে। এই সকল
ব্যক্তি ক্রাত্যন্তোমের বোগ্য অর্থাৎ ক্রাত্যন্তোম করিলে পুন-
রায় গায়ত্রীর অধিকারী হয়।

ব্রাহ্মণ, কজির ও বৈজ্ঞ এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম
জন্ম মাতৃগর্তে, দ্বিতীয় জন্ম গর্ভের নিকটে যথাবিধি গায়ত্রী
প্রহণ দ্বারা। এইরূপে তাহারা দ্বিজ প্রাপ্ত এবং অজ
দোষ বর্জিত হয়। তাহারা ক্রতি ব্রতি পুণ্যাদি শাস্ত্রা-
ধ্যয়নের উপযুক্ত।

মহর্ষি বারদেবের মতে—

“ঋতৌ বসন্তে বিপ্রাণাং গ্রীষ্মে রাজাং শরদ্যাণো ।

বিশাং বুধাক্ সর্কেষাং বিজানাক্ষোপনয়নম্ ॥”

বিজাতিয় মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে এবং বৈশ্যের শরৎ ঋতুই প্রশস্ত উপনয়নকাল।

জ্যৈষ্ঠের মতে—মাঘ মাসে উপনয়ন করিলে গুণবান্ ও ধনশালী ; কাশ্বনে বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ; চৈত্র্যে বেদবিৎ ; বৈশাখে সোভাগ্যশালী ও বিচক্ষণ ; জ্যৈষ্ঠে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ ; আষাঢ়ে বিপক্ষবিজয়ী, খ্যাতিনামা ও মহাপণ্ডিত হয়। এই নিয়ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, বৈশ্যের পক্ষে শরৎকালই প্রশস্ত।

লগ্নাচার্যের মতে “জন্মলগ্ন নক্ষত্র ও জন্মমাস ও রাশি উপনয়নে প্রশস্ত।” কিন্তু গর্গয়ুনি একটু বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন—

“বিবাহে মেখলাবন্ধে জন্মমাসং বিবর্জয়েৎ ।

বিশেষাজ্জন্মপক্ষস্ত বশিষ্ঠাদৈয়ুদ্যদ্বাস্তম্ ॥”

বিবাহে ও পৈতাচার্য জন্মমাস ত্যাগ করিবে, বিশেষতঃ বশিষ্ঠাদি মতে জন্মপক্ষ অবশ্য ত্যাগ করিবে।

এখানে লগ্নবাক্যের সহিত গর্গের বিরোধ দেখিয়া স্মার্তেরা স্থির করিয়াছেন, গর্গের বচন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নয়।

বৃদ্ধ গর্গের মতে, অনধ্যায় দিবস, সপ্তমী, জ্যৈষ্ঠাদশী, এবং মাঘ মাসের কৃষ্ণ ও শুক্ল ত্রিভীয়া এই সকল তিথি বাদ দিয়া উপনয়ন হওয়াই বিধেয়।

ঋতুদীর মুহূর্ত্ততিবারে, যজুর্বেদীর শুক্রবারে, সামবেদীর মঙ্গলবারে এবং অথর্ববেদীর সোমবারে উপনয়ন বিধেয়।

গৃহসূত্রাদি ও মন্ত্র মতে—

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মচারী (মাণবক) কৃষ্ণসার চর্ম্ম ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মচারী কক্ক নামক মৃগচর্ম্ম এবং বৈশ্যব্রাহ্মচারী ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণের অধোবসন শণ, ক্ষত্রিয়ের কোম এবং বৈশ্যের মেঘ লোমের হইবে। ব্রাহ্মণের মেখলা মুহূর্ত্তশ তিন গাছি মুজাতপে প্রস্তুত করিতে হয় ; ক্ষত্রিয়ের ধনুকের ছিলার ন্যায়, মূর্দ্ধা গাছে এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্মিত ত্রিভুজিত মেখলা করিতে হয়। মুজাদি না পাইলে যথাক্রমে কুশ, অশ্বাস্তক ও ববজ তুণে মেখলা করা কর্তব্য। যে তিনটি বেটন দ্বারা কটিস্থ ধারণ করিতে হয়, তাহা কুলাচার অনুসারে এক, তিন অথবা পঞ্চগ্রহি দ্বারা বদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের উপবীত কাপাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রে এবং বৈশ্যের মেঘসূত্রে প্রস্তুত করিতে হয়। পৈতা তিন গাছি

সুতার উর্দ্ধাধোভাবে থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মচারী বিধ অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মচারী বট বা খদিরের দণ্ড, এবং বৈশ্য ব্রাহ্মচারী পীলু অথবা যজুর্মূলের দণ্ড ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ডপরিমাণ কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসাগ্র পর্য্যন্ত হইবে। উপনয়নের দণ্ড সরল, পরিষ্কার, ছিদ্রহীন, অদৃঢ়, স্বকৃৎস্ন, দেখিতে সুস্বী ও মনোমত হওয়া উচিত। এই মনোমত দণ্ড ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনা করিবে, তৎপরে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষা করিবে। প্রথমে ব্রাহ্মচারী (মাণবক) মাতা বা ভগিনী অথবা মাতার সহোদরা ভগিনী, অথবা দয়ালীলা স্ত্রীলোকের নিকট অগ্রে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। উপনীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মচারী ‘ভবতি ভিক্ষাং দেহি’; ক্ষত্রিয় ‘ভিক্ষাং ভবতি দেহি’ এবং বৈশ্য ‘ভিক্ষাং দেহি ভবতি’ এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষা সংগৃহীত হইলে ব্রাহ্মচারী অকণ্ট মনে গুরুকে নিবেদন করিয়া হাত পা ধুইয়া পূর্ব্বমুখে শুচি হইয়া আহার করিবেন।

মহু বলিয়াছেন—

“আয়ুধ্যং প্রাঙ্কুথো ভূক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ ।

প্রিয়ং প্রাত্যঙ্কুথো ভূক্তে ঋতং ভূক্তে হৃদমুখঃ ॥

আয়ুকামী পূর্ব্বমুখে, যশস্কামী দক্ষিণমুখে, ধনার্থী পশ্চিম মুখে এবং সত্যকামী উত্তরমুখে ভোজন করিবেন।

২ আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীর সংস্কার বিশেষ। আয়ুর্বেদ শিষ্য-বার পূর্বে এই উপনয়ন করিতে হয়। মহর্ষি সূত্রত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে যে শুদ্ধ বংশজাত, ঘোড়শ বর্ষবয়স্ক, বীরভাবাপন্ন, শুদ্ধাচার, বিনীত, বলবান্, শক্তিসম্পন্ন, মেধাবী, ধৃতিমান্ ও যশঃ-অভিলাষী এবং যাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ পাতলা, দন্তের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, চক্ষু ও শ্রুত ভাল, যে সর্কদাই প্রসন্ন, কখন পরের অনিষ্ট করে না এবং ক্রেশসহিষ্ণু, এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইলে গুরু তাঁহাকে আয়ুর্বেদ উপদেশ দিবার জন্য শিষ্যভাবে উপনয়ন করিবেন। শুভ-কালে প্রশস্তমুখে, পবিত্র ও সমতল ভূমিতে চারিকোণযুক্ত ও চারি হস্তপরিমিত একটা বেদী নির্মাণ করিবে। বেদী গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া তাহার উপর কুশ বিস্তার করিবেন। পরে উপনয়নকর্ত্তা পুষ্প, খই, অন্ন ও রস দ্বারা দেবভাগপকে পূজা এবং বিপ্র ও ভিবৃদ্ধিগকে অভিব্যেক করিবেন। তৎপরে কুশনির্মিত ব্রাহ্মণকে আপনার দক্ষিণ ভাগে এবং অগ্নিকে সন্মুখে স্থাপন করিবেন। অনন্তর খদির, পলাশ, দেবদারু ও বিধ এই চারি প্রকার কাঠে, অথবা বট,

কজ্জবুদ্র, অথবা ও মউল এই চারি প্রকার কাটে দধি, মধু ও স্কৃত মাখাইরা, তদ্বারা অগ্নি জ্বালাইবেন। সেই অগ্নিতে আচার্য্য প্রথমে ও ব্যাঘ্রতি স্তরের দ্বারা দেবতা ও ঋষিদিগকে আহ্বান করিবেন এবং শিষ্যকেও ঐরূপ করাইবেন। তৎপরে আচার্য্য শিষ্যকে তিনবার অগ্নিস্পর্শ করাইবেন, এবং অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিবেন, “কান, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, দীর্ঘা, কর্কশতা, খলবৃত্তাব, অনভ্যাস, আশ্রয় এবং নিশ্চলীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্ন নখ ও অন্নরোম ধারণ, লব্ধী ওচি, রক্তাধর পরিধান, জীসকাদি ত্যাগ এবং গুরুলোকের অতিবাসন এই সকল আচরণ অবশ্যই করিতে হইবে। আমার আদেশ মত গমন, শয়ন, উপবেশন, ভোজন ও অধ্যয়ন করিবে; আমার প্রিয়কার্য্যে তৎপর থাকিবে। যদি ইহার অজ্ঞতা কর, তাহা হইলে তোমার ঘোর অধর্ম্ম হইবে এবং বিদ্যাও নিফলা হইবে। তুমি আমার মতামুসারে কার্য্য করিলে তাহাতেও যদি তোমার প্রতি আমি অন্যথাচরণ করি, আমি পাপভাগী হইব এবং আমার বিদ্যাও নিফলা হইবে।”

ব্রাহ্মণ সকল জাতির, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির, এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যজাতির উপনয়ন করিতে পারেন। (বৃহত, সূক্তস্থান ২ অঃ)

উপনহন (ক্ৰী) উপ-নহ-বন্ধন-লুট্। ১ বন্ধনকরণ। করণে লুট্। ২ বন্ধনযোগ্য বস্তাদি। (“প্রেষ্যতি চ সোমোপনহন-মাহর। “কাত্যায়ন শ্রৌ” স্থ ৭।৭।১।১। “সোম উপনহ্যতে বধ্যতে যেন তৎ সোমোপনহনং বাসঃ।” কৰ্কাচার্য্য।)

উপনাগরিকা (ক্ৰী) বৃত্তাহপ্রাস হনোত্ত্বিত ভেদ।

“নাধুর্য্যবাজ্জকৈর্বর্ণৈরুপনাগরিকেষ্যতে।” বৃত্তরত্নাকর।

উপনায় (পুং) উপনীয়তে আচার্য্যসমীপমেনে, উপ-নী-ঘঞ। উপনয়ন। (হেম)

উপনায়ন (ক্ৰী) উপ-নী-স্বার্থে পিচ্ লুট্ করণে কর্তৃক বিব-কার্য্য কর্তৃক (নন্দিগ্রহিণচাতিতোল্যাশিভচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ইতি লু। উপনয়ন। [উপনয়ন দেখ।]

(“গর্তাটমেহকে কুর্বাতি ব্রাহ্মণতোপনায়নম্।” বহু ২।৩৬।)

উপনায়নং প্রয়োজনমত ৩ক্। উপনায়নিক।

(ক্ৰি) উপনয়নযোগ্য।

উপন্যাস (পুং) উপ-নহ-ঘঞ। ১ বন্ধন। ২ নিবন্ধন, বীপা-দির নিরভাগে তদ্বিবন্ধন স্থান। ৩ প্রলেপ। (“শোকরোপ-ন্যাসং কুর্য্যাদামবিদ্বদ্যোঃ।” বৃহত)। ব্রণ প্রভৃতি উপন্যাসার্থ লেপন দ্রব্য।

‘উপন্যাসো ব্রণালেপপিত্তে বীপানিবন্ধনে।’ মেদিনী।

উপন্যাসন (ক্ৰী) উপ-নহ-স্বার্থে পিচ্ ভাবে লুট্। প্রলেপাদি-বন্ধন। (“বেশবটৈঃ সত্ৰপটৈঃ শিষ্টৈঃ তাদৃশন্যাসনম্।” বৃহত)।

উপনিক্ষেপ (পুং) উপ-নি-ক্ষিপ-কৰ্ম্মণি ঘঞ। গম্যতা ও নামাদি বর্ণনপূর্ব্বক স্থাপিত গচ্ছিত দ্রব্য।

(“আধিসীমোপনিক্ষেপ জড়বালধনৈর্বিদা।” বাজবল্য ২।২৫।

‘উপনিক্ষেপো নাম রূপগম্যতা প্রদর্শনেন রক্ষণার্থং নিহিতম্। মিতাকরা।’)

বিংশতি বর্ষ অতীত হইলেও এই গচ্ছিত দ্রব্যে স্বামীর স্বত্ব যায় না।

উপনিধাতা [খ] (ক্ৰি) উপ-নি-ধা-তৃচ্। ১ উপনিধিরূপে অন্তের নিকট নিজ দ্রব্য স্থাপনকারী। ২ স্থাপক। (উপ-নি-ধা-ধূল-উপনিধারক। উক্তার্থে)।

উপনিধান (ক্ৰী) উপ-নি-ধা ভাবে লুট্। ১ গচ্ছিত রাখা। ২ স্থাপন। [উপনিধি দেখ।]

উপনিধি (পুং) উপ-নি-ধা (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। পা ৩।৩। ৯২।) ইতি কি, কিছাদাকারলোপঃ। ১ উপভূত দ্রব্য। অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা প্রকাশ না করিয়া মুদ্রাক্রিত পেটকাদি গচ্ছিত দ্রব্য।

“আধিঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্তিরঃ।

রাজস্বঃ শ্রৌত্রিয়স্বক ন ভোগেন প্রগততিঃ” ৮।১৪৯।

বন্ধক, ক্ষেত্রাদির সীমা, বালকের ধন, অজ্ঞাত গচ্ছিত ও জ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রী, রাজস্ব এবং শ্রৌত্রিয়ের ধন ভোগে নষ্ট হয় না অর্থাৎ ২০ বৎসরের অধিক ভোগ করিলেও তাহার স্বত্ব যায় না।

নারদের মতে—

“অসংখ্যাতমবিজ্ঞাতং সমুদ্রং বরিধীরতে।

তজ্জানীয়াহুপনিধিং নিক্ষেপং গণিতং বিহুঃ”

২ বাহুব্ধবের গুত্র, ভ্রাতার গর্তজাত। (বিহু পুঃ ৪।১৫।১৩।)

উপনিপাত (পুং) উপ-নি-পত-ঘঞ। ১ সমীপাগমন।

২ হঠাৎ আগমন। (“কৃত্তাক্ষ্যোপনিপাতকোশকঃ।”

কিরাত)। ৩ বধ। (“তত্র কাশাগমনং দেবদত্তাগমনন্তোপমানং তালপতনং দ্রব্যপনিপাতত।” পা ৫।৩।১০৬ সূত্রে কৈয়ট)।

উপনিবন্ধন (ক্ৰী) উপ-নি-বন্ধ-লুট্। ১ সম্পাদন। ২ গ্রহন, গাঁথা।

উপনিষত্ত্বণ (ক্ৰী) উপ-নি-ষত-লুট্। নিরোগকরণ, আবৃত্তক কৰ্ম্মে নিবৃত্ত করণ।

উপনিবপন (ক্ৰী) উপ-নি-বপ-লুট্। অগ্নিপ্রবহন-কৰ্ম্মাদি-ভূত অগ্ন্যধানাদি ব্যাপার। (“উপনিবপনাস্তমগ্নিপ্রবহনাদ্যং কৰ্ম্ম।” কড্যাং শ্রৌ ভাষ্যে কৰ্কাচার্য্য ৮।৩।২১।)

উপনিবেশ (স্রী) উপ-নি-বিশ-ব-এ। ১ উপনগর।

(“অষ্টবোজসবিভীণামচলাঃ বাদশারভাম্।

বিশ্বগোপনিবেশাক মদর্শ বারকাং পুরীম্ ॥” হরি ১৫৫।২৮।)

২ কুবিবাণিজ্যাদি ও বাস করিবার নিমিত্ত কোন দূরদেশে যে সকল লোক লইয়া বাস করান যায়। ৩ বদেশ ছাড়িয়া অপর স্থানে বাসস্থাপন।

। ১। উপনিবেশ বলিলেই অনেক কথা আমাদের মনে পড়ে। আমাদের বদেশীয় প্রাচীন হিন্দুগণ বদেশ ব্যতীত কোন কোন স্থানে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন,— রাজকীয় কার্য্যভূয়োদে, বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে, ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে, রাজদণ্ড ভয়ে কিবা রাজকর্তৃক নির্কাসিত হইয়া যে যে দূরদেশে গিয়া তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ হিন্দুর না জানিতে ইচ্ছা হয়?

পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন করিতেন, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইবার পূর্বে জম্বুদ্বীপবাসী আর্য্যগণ সর্ব্ব প্রথমে কোন্ স্থানে বাস করিতেন? যে স্থানকে আমরা আমাদের সর্ব্বপ্রথম আদিপুরুষগণের বাসভূমি বলিতে পারি, যে স্থান হইতে তাহারা ক্রমশঃ অপর দেশ বিদেশে উপনিবেশ বিস্তার করেন, তাহাই এই স্থলে প্রথম বিবেচ্য।

ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছি, [আর্য্যশব্দ ১৭২ পৃষ্ঠা দেখ।] বৈদিক আর্য্যগণ সর্ব্ব প্রথমে সরস্বতী প্রভৃতি সপ্ত নদীর উৎপত্তি স্থানে বাস করিতেন, কিন্তু এখন অপরূপ নানা অজস্রসংখ্যক দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান কুরুক্ষেত্রের উত্তর প্রদেশ হইতে বিন্দুসর (সরীকুল হ্রদ) এবং পশ্চিমে পঞ্চনদের উত্তরপ্রান্তপ্রদেশ অবধি (সমুদয় ভূমি খণ্ডে), আর্য্যগণ গণনাভীতকালে বাস করিতেন। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকেই আমরা আর্য্যদিগের আদিম-বাস-ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই ভূমিখণ্ড হইতে তাঁহারা দক্ষিণ পশ্চিমে কীকট (মগধ) পরে অঙ্গ দেশ এবং উত্তরে বাহ্লিক দেশে (বর্তমান বালুখ) প্রস্থ করেন। [অথর্ব্ববেদ ৫।২২।৫-১৪ দেখ।] সেই সময় হইতেই তাঁহারা নানা দেশে উপনিবেশ করিবার আশার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের বাসের অস্ত্য এই স্থান আর্য্যাবর্ত নামে বিখ্যাত হইল। [আর্য্যাবর্ত দেখ।] ইহা বহুকালের কথা, সময় নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

তৎপরে রাক্ষস ও মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে

পারি, প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ বিদ্যাপূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে, অনন্তর ভারতবর্ষ ছাড়িয়া সিংহল প্রভৃতি ভারতমহাসাগরের বিস্তীর্ণ দ্বীপসমূহে কার্য্যভূয়োদে গিয়া তথার কেহ কেহ উপনিবেশ স্থাপন করেন, কেহবা কিছু কাল সেই দূরদেশে থাকিয়া পুনরায় বদেশে কিরিয়া আসেন।

রামায়ণপাঠে জানা যায়, আর্য্যদিগের মধ্যে প্রথমে সুনিবর অগস্ত্য দক্ষিণাপথে গমন করেন। বোধ হয় এই মহাত্মা হইতেই বিদ্যাগিরির দক্ষিণপ্রদেশে আর্য্যসভ্যতা কথঞ্চিৎ বিস্তৃত হয়, কেন না দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বস্থানেই অপরূপ দেবগণ অপেক্ষা অগস্ত্যের মাহাত্ম্যই সমধিক লক্ষিত হয়; এমন কি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে ও অপরূপ প্রাচীন পুস্তকে অগস্ত্যই দক্ষিণদেশের বিবিধ ভাবার সংশোধনকারী ও প্রসিদ্ধ বৈরাগ্যরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে— পরশুরাম আর্য্যব্রাহ্মণগণকে উত্তরদেশ হইতে কেরলে লইয়া যান। ইহা দ্বারাও কতকটা জানা যাইতেছে, পূর্বে আর্য্য-ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাপথে যাইতেন না, পরশুরামের সময় হইতে যাইতে আরম্ভ করেন এবং সেই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

রামায়ণ পাঠে আমরা অবগত হই, যদিও তৎকালে আর্য্য-গণ দক্ষিণসমুদ্রস্থ দ্বীপাদির বিষয় জানিতেন, কিন্তু আর্য্যেরা যে ঐ সকল স্থানে বাতায়িত করিতেন বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে, রামায়ণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণ লঙ্কা প্রভৃতি সমুদ্রস্থিত অদূর দ্বীপ সমূহে গমনাগমন করিতেন। কিন্তু সেই অদূর দ্বীপ সমূহে তাঁহারা যে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? একরূপ আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অধিকারভুক্ত না হইলেও প্রসঙ্গক্রমে দুই একটা তৎসংক্রান্ত কথা বলিতে হইতেছে।

রামায়ণ নির্দেশ করিতেছে, আর্য্যপ্রবর রাম ও লক্ষ্মণ সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত বহুদূরবর্তী দুর্গম লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে দেখা যাউক, এই লঙ্কা-দ্বীপ কোথায়? বর্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন নাম লঙ্কা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও সিংহলকে দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দর্শন করিলেই লঙ্ক-দেশ লঙ্ঘেহ দূর হইবে।

“সিংহলান্ বর্ধমান্নে রেজ্জান্ বে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।”

মহাভারত বন ৫১ অঃ, ২২ শ্লো।

‘লঙ্কা কালাজিনাষ্টেব শৈলিকা নিকটাতথা।’ ২০

অথভাঃ সিংহলাষ্টেব তথা কাকীনিবাসিনঃ ৪” ২৭

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতত্তির ভাগবত ৫। ১৯। ৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪। ১৫,

প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। (১)

(১) এখানে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সিংহলদ্বীপ যদি লঙ্কা নয়, তবে লঙ্কা কোথায়? তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?

রামায়ণে দক্ষিণ দেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে—“মলয় পর্বতের পরে ভাঙ্গপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুনগর, এই নগরের পুরনার স্বর্ণনির্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অগস্ত্যা-নিবেশিত মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতবোজন বিস্তৃত অভিশর প্রভায়ুক্ত একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে। যথা—

“ * * * মলয়ন্ত মহৌজসঃ।

ত্রক্ষাধিত্যস্কাশমগন্ত্যবিসন্তম্।

তন্তেন্দ্রনাভামুজাতাঃ প্রসন্নেন মহাশ্রনা।

ভাঙ্গপর্ণীঃ গ্রাহজুতাঃ তরিত্যধ মহানদীম্।

স। চন্দ্রনবনৈশ্চিহ্নৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপধারিণী।

কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।

ততো হেমবরং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্।

যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা ত্রক্ষাধ বানরাঃ।

ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সন্ধ্যার্থানিশ্চরম্।

অগস্ত্যো নান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।

চিঙ্গসাম্ননঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ।

জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ অবগাঢ়ো মহার্ঘবন্।

দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতবোজনবিস্তৃতঃ।

তত্র সর্কান্মনা সীতা মার্গিতব্য বিশেষতঃ।

তে হি দেশান্ত বধ্যস্য রাবণস্য চুরাজনঃ।”

কিকিঙ্কাকাণ্ড ৪১ অঃ, ১৫-২৫ শ্লোঃ।

মলয় পর্বতের বর্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্বতের যে স্থান হইতে ভাঙ্গপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে এখনও অগস্ত্যাত্রি বলে। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro, p. 48)। ভাঙ্গপর্ণী নদী তিব্বতী প্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ডুনগর স্থাপিত ছিল তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীকভৌগোলিকগণ ‘কোলকে’ ও ‘কোএল’ এবং নিকটস্থ সাগরকে কোল-কিকসু* বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্বত। এই পর্বত সিংহল দ্বীপের বর্তমান মহিষল পর্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে ভাঙ্গপর্ণী নদীপ্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে বাইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে ভাঙ্গপর্ণ বলিত। গ্রীসের প্রাচীন পুরাবিদগণ বলেন, পাণ্ডুনগর মুক্তা আহরণ জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ করিত। রাজব্রহ্মজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজা মুখিভিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

“সমুদ্রসারং বৈদূর্যং মুক্তাসংজ্ঞাতথৈব চ।

শতশত কুখ্যন্তত্র সিংহলাঃ সমুদ্রাহরন্।” সভাপর্ক ৫১। ৩৬।

* কোলকিকসু সাগরের বর্তমান নাম মাল্লার উপসাগর। (Lasson)

রাম কপিটেন্দ্র সঙ্গে সাগরতীরে উপনীত হইবার পর মল ১০০ বোজন পরিমিত সেতু নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার বেলাতুমি ১০০ বোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ। (২)

রামায়ণেই আবার অপর স্থানে লিখিত আছে, হনুমানদি বানরগণ নীতাভেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিয়া এক অজাত-পূর্ব পর্বতগহ্বরে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম ‘ককবিল’ ইহার চারিদিকেই দুর্গম পর্বতশ্রেণী। বানরগণ এই স্থানে আসিয়া রাত্রি ও পথভ্রান্ত হইল। (তাহারা পূর্বে স্বর্ষীরেবের নিকট গুহিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্বতের পরে, সমুদ্রের পরগারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ। কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহারা পূর্বে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে এই ভয়ঙ্কর গহ্বর মধ্যে এক বোজন পদমের পর তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদূর্য, মণি ও পদ্মিনী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত্ত রহিয়াছে, রক্ত ও কাকনির্মিত বিমান সকল শোভা পাইতেছে, মুক্তাজালে সমাহৃত স্বর্ণবর্ণবাক্যযুক্ত হেম ও রক্তনির্মিত গৃহসকল বিদ্যমান রহিয়াছে (ইত্যাদি)। তাহারা অনতিদূরে একজন তপস্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই সকলে জানিতে পারিল—

“মরো নাম মহাতেজা মারাবী বানরবর্ত।

ভেনেনং নির্মিতং সর্কং মারয়া কাকনং বনম্।

পুরা স্থানবমুখ্যানাং বিধকর্মা বভূব হ।

স তু বর্ধনপ্রাণি তপন্তু। মহাবনে।

পিতামহাঘরং লেভে সর্কমৌশনসং ধনম্।

বিধার সর্কং বলবান্ সর্ককামেশ্বরতদা।

উবাস হুর্ষিতং কালং কণ্ঠদগ্নিন্ মহাবনে।

তমপ্সরসি হেমারঃ সন্তঃ দানবপ্রববন্।

বিক্রম্যেবানিং গৃহ্য লখ্যনেশঃ পুরন্দরঃ।

ইদঞ্চ ত্রক্ষা শতং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্।”

কিকিঙ্কাকাণ্ড ৫১ অঃ, ১০-১৫ শ্লোঃ।

মহাতেজা মারাবী মরহানব মারাবলে এই কাকনময় বনভূমি নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে দানবদিগের বিধকর্মা ছিলেন। তিনি এই মহাশ্বনে সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়া পিতামহ প্রকার নিকট হইতে বরস্বরূপ ঔশনসরচিত সর্কপ্রকার শিল্পশাস্ত্র লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্কশক্তি সম্পন্ন ও স্বচেষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল হুখে এই বনে বাস করেন। সেই সময়ের হেমা নারী অপসরাতে আসক্ত হওয়ার দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রজা হেমা একে এই অনুত্তম বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটি বিভাগের নাম ময়। বর্তমান আদমশুদ বা শ্রীপারশৈল ও তরিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (Tennent's Ceylon, Vol. I. p. 337 n.) যদিও মহাবংশে সিংহল, নাগদ্বীপ ও ভাঙ্গপর্ণ এক দ্বীপের পর্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত অনেকটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ এখনেই মহাবংশগ্রন্থে সিংহল এই নাম লইয়াই গোল বাঁধাইয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বরদাজকুমার বিজয়সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম ‘সিংহল’ হয়। কিন্তু সেই সময়ের অনেক পূর্বে যে এই স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া ভাঙ্গপর্ণ ও নাগদ্বীপ যে দুইটি স্বতন্ত্র তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়। বাহ্যিক মহাবংশ হইতে প্রাচীন উপনিবেশ-বিষয়ে আমরা অনেক প্রকৃত কথাও প্রাপ্ত হইরাছি।

(২) কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সেতু আরম্ভ হইরাছিল, এবং বর্তমান আদমশুদ ত্রিককেই কেহ কেহ মল নির্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আধুনিক নৌকাদিগের কলনামাত্র এবং রামেশ্বর

ব্রহ্মাওপুরাণের মতে যবদ্বীপের পর মলয় দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্বতের সাহস্রদেশে লক্ষাপুরী।

“তথাচ মলয়দ্বীপং মেধমেব সুসংকৃতম্।

মণিরস্মাকরং ক্ষীতমাকরং কমলজ ৫।

অনেকবোজনাবিষ্টে চিত্রসাহস্রদ্বীপগৃহে।

তত্র কূটতে রম্যে হেমপ্রাকারভোরণে।

নির্ম্যুহবহুবিচিত্রা হর্ষ্যপ্রাসাদমালিনী।

শতবোজনবিত্তীর্ণা ত্রিংশদ্বোজনমায়তা।

নিত্যশ্রমুদিতা ক্ষীতা লক্ষা নাম মহাপুরী।

সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাশ্রনাম্।

আবাসো বলদৃষ্টানাং তদ্বিদ্যা দেববিধিবাম্।”

ব্রহ্মাও অহুবলপাদে ৫০ অঃ।

লক্ষাপুরীর আর একটি নাম সুবর্ণদ্বীপ, এই জন্ত সাধারণে লক্ষাকে স্বর্ণলক্ষা বলিয়া থাকেন। রামায়ণেও লিখিত আছে—

“বহুবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।

সুবর্ণরূপকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্ ॥” কিঙ্কিকা ৪০। ৩০।

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে যবদ্বীপের কাছেই সুবর্ণ ও রূপকদ্বীপ। অতএব ব্রহ্মাওপুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ঐক্য হইতেছে।

যবদ্বীপকে এখন সকলেই যাবা বলিয়া থাকেন। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপটির অবস্থিতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে যবদ্বীপের নিকটেই যে লক্ষা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাওপুরাণ নির্দেশ করিতেছে, লক্ষাপুরী মলয়দ্বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্বউপদ্বীপের অন্তর্গত শ্যামদেশের দক্ষিণস্থিত বিত্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মলয় প্রায়োদ্বীপ বলে, উহা যবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মলয়জাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহার। সুমাত্রা দ্বীপস্থ মেনকাবু নামক স্থানে পূর্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদিবাসস্থান এবং ঐ স্থানকে তাহার। মলয় বলিত।*

দ্বীপ হইতে মলসেতু হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান আদম্ভ্রিজকে আমরা মলসেতুর নির্দশন বলিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল সঙ্গীর্ণ স্থান সেই মলসেতুর অন্তর খণ্ড বলিয়া আমাদের মনে করেন, সেগুলি সমুদ্রপ্রান্তে জগীকৃত বালি অথবা বেলেপাথর (Sandstone) ভূতত্ত্ববিদের। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ খণ্ড সকল নিভান্ত আধুনিক সময়ে গঠিত। (Oud en Nieuw Oost Indien, Ch. XV. p. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের বালুসালিল মধ্যে বিস্তর এবাল দেখা যায়। কালে এবালসমূহ ঐ খণ্ডসকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে।—অনেকের মতে পূর্বে সিংহল-দ্বীপ ভারতদ্বীপের সহিত মিলিত ছিল।

* Crawford's Indian Archipelago, Vol II. p. 371-2.

প্রাচীনবীর প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মলয়কেই Chersonesus Area অর্থাৎ যবদ্বীপ বলিতেন।

এই মলয় জাতির ভাষা এখনও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মালাগাকার পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।*

ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপসমূহে প্রায় এক ভাষা প্রচলিত থাকার সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাষী জিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ পূর্বে একজাতি ছিল, কেহ অসভ্য-বহুধা থাকিয়াও কালক্রমে সভ্য হইয়াছে, কেহ বা সভ্য হইয়াও পুনরায় অবহাভেদে নিভান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়ভাষী জাতিগণ রক্ষঃ বা রাক্ষস জাতি বলিয়া রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। এখন যবদ্বীপের নিকটবর্তী ক্লোরিস দ্বীপে একপ্রকার কদাকার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য জাতি বাস করে,† তাহাদের সকলকেই রক্ষা বলিয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবও রাক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই লরাস্তক নামে একটি নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরাস্তকঃ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই দ্বীপের নিকটেই এখনও রাম, লক্ষ্মণ, নীল ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও রহিয়াছে।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে রাবণের রাজত্বকালে সেই গণনাভীত সময়ে লক্ষারাজ্য বর্তমান সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মালাগাকার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।‡ অথবা প্রাচীন মলয়জাতি সুদূরবর্তী মালাগাকার প্রভৃতি দ্বীপ সকলে গিয়া উপনিবেশ করিয়া থাকিবে। [মলয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

যাহাহউক ব্রহ্মাওপুরাণের মতানুসারে স্বীকৃত হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লক্ষাপুরী। রামায়ণের মতে এই মলয়ের নাম সুবর্ণদ্বীপ, উহার বর্তমান নাম সুমাত্রা।

বর্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর পূর্বাংশে পর্বতের সাহস্রদেশে ও সমুদ্রের নিকটে ‘সোনি লংকা’ নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা “স্বর্ণলক্ষা” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই দ্বীপের অন্তর্বর্তী হীরক অন্তরীপের (Diamond Pt.) নিকট একটি বন্দরকে এখনও ‘লক্ষাং’ বলে। এখনও এই দ্বীপের উত্তরপশ্চিমাংশে

* English Cyclopædia, Vol. XI. p. 656.

† English Cyclopædia (Geography), Vol. II. p. 1045; III. 704.

‡ সংস্কৃত রক্ষঃ শব্দের প্রাকৃত রূপ।

§ লরাস্তক শব্দের অর্থও রাক্ষস।

¶ এই জটাই বোধ হয় ভারতদ্বীপের ভৌগোলিকগণ লক্ষাদ্বীপকে উচ্চারণের সময়েকার ধরিয়াছেন।

কাঞ্চনগিরি (Golden Mt.) রহিয়াছে। (১) ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে রানারগোত্র 'লক্ষ্মীপুরী' অথবা 'সুবর্ণদ্বীপ' বর্তমান সুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ফোরিস দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার বঙ্গী জাতিরা 'লক্ষাই' সাগর বলিয়া থাকে। এতদ্বারাও লক্ষ্য করতকটা স্থান নির্ণয় হইতে পারে।

যদিও এই সুমাত্রা দ্বীপে হিন্দুজাতির লেশ মাত্র নাই, যদিও হিন্দুনির্মিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, কিম্বা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, যদ্বারা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে খ্রীষ্টাব্দ ৮৯২র আগমনের পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ স্বর্ণলাতের আশায় এই স্থানে আগমন করিতেন। (২) এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দুপ্রদত্ত সংস্কৃত নাম নগর ও নদীবিশেষ রহিয়াছে। এখন মলয়জাতি যে স্থানকে আপনাদিগের আদি জন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি পাঠে স্পষ্টই হৃদয়কম্প হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই সুমাত্রাদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

তৎপরেই যবদ্বীপ। এই স্থানে যে এক সময়ে হিন্দুগণ উপনিবেশ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে হিন্দুধর্ম যে বিশেষ প্রবল ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি যবদ্বীপের প্রধান নামক স্থানে বহুসংখ্যক দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দির সমূহে এখনও শিব, দুর্গা, গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পাণ্ডাঘর ও পিতৃলয় মূর্তি বিরাজ করিতেছে। হিন্দুধর্মাবলম্বী রাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন। বোধহয় প্রবল হইলে এখানকার ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ বালিদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। [যবদ্বীপ দেখ।]

(১) ব্রহ্মাওপুরাণে ইহাই 'কাঞ্চনপাদ' নামে মলয়দ্বীপের মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

"তথা কাঞ্চনপাদন্ত মলয়স্যাপরন্ত হি।" ব্রহ্মাও ৫৩ অঃ।

(২) রামের পর হইতে এই লক্ষাদ্বীপে অনেকেই স্বর্ণলাতাশায় গমন করিতেন। কল্যাণপুরের নাগরখণ্ডোক্ত নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে।

"ভবিষ্যতি কলো কালে দয়িতা নৃপমানবাঃ।

ভেদ্য স্বর্ণত লোভেন দেবতার্বর্ণনার চ। ৪০।

নিত্যকৈবাল্যমিচ্ছন্তি তাত্। রকঃকৃতং ভরত্। ৪১। নাগরখণ্ড ১৪ অঃ।

রাম বর্ণারোহণ করিলে পর তৎপুত্র কৃষ্ণ লক্ষ্য আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও নাগরখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। [নাগরখণ্ড ১৮ অঃ, ২০-২২ স্লোক দেখ।]

এই সুমাত্রার পাশেই রূপনামে একটি দ্বীপ আছে, উহা রানারগোত্র লক্ষ্যদ্বীপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

বালিদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম প্রবল রহিয়াছে, অদ্যাপি তথাকার রাজগণ শৈবমতাবলম্বী। এখানে পূর্বকালীন হিন্দু রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে পতি মৃত হইলে সতী তাঁহার সহগামিনী হন। [বালি দেখ।] তবে কত দিন হইতে এখানে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বালিদ্বীপের পরেই লম্বক দ্বীপ। এই দ্বীপও এখন হিন্দু রাজার অধীন, এখানে আমাদের প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে রাজকার্য্য ও বিবাহাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বালিদ্বীপের হিন্দুরা এইখানে আসিয়া উপনিবেশ করেন। [লম্বক দেখ।]

ব্রহ্মাওপুরাণের মতে, মলয়দ্বীপের পূর্বে শম্বদ্বীপ, তাহাতে গোকর্ণ নামক মহাদেবের মূর্তি আছে। বিষ্ণুপুরাণে এই দ্বীপ সৌম্যনামে উক্ত হইয়াছে। এই দ্বীপটি বর্তমান সুবর্ণ দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া অনুমিত হয়। এখানেও যে পূর্বকালে হিন্দুরা আসিতেন তাহা গোকর্ণ নামক দেবতার নামানুসারেই বোধ হইতেছে (১) এই দ্বীপের পরেই বরগীষ দ্বীপ, বিষ্ণুপুরাণে ইহার নাম বাক্ষ দৃষ্ট হয়। পূর্বকালে এই দ্বীপ অন্নম্ (আনাম) রাজের অধিকারে ছিল। তৎকালে অন্নম্ অল্পদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। ব্রহ্মাওপুরাণে অল্পদ্বীপের বিবরণ পাওয়া যায়—

"অল্পদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাজনপদাকুলম্।

নানারোহগগাকর্ণং তদ্বীপং বহুবিস্তরম্॥

হেমজন্মজন্মস্পূর্ণং নানারসাকরং হি তৎ।

নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণাক্তম্॥" ব্রহ্মাও ৫৩ অঃ।

এই দ্বীপে অতি পূর্বকালে যে হিন্দুগণ উপনিবেশ করিয়া ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানকার প্রাচীন রাজগণ দক্ষিণাংশকে চম্পা বলিত। এখনও এই স্থানে শিব, পার্বতী, হরিহর প্রভৃতি দেবদেবীগণের মূর্তিপূজা হয়। এখানে অনেকগুলি অনুশালন ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি, যে এক সময়ে এই স্থানে অনেক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া ছিলেন, তাহার আশ্রয় আশ্রয় নানানুসারে এই প্রদেশে 'জরহরিলিঙ্গেশ্বর', 'ঐজরহরিলিঙ্গেশ্বর' 'ঐজরহরিলিঙ্গেশ্বর' প্রভৃতি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত ও চম্ (চম্পা) ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সেইগুলি অতি প্রাচীন।

[Journal Asiatique (Paris) 1882, 83, 84 দেখ।]

বর্তমান অল্পমের পশ্চিমে কখোজরাজ্য। একে এই স্থানকে সকলেই কাখোজিরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি হইতেই ইহার কখোজ নাম বাহির হইরাছে।

কাখোজ জাতিরা বলে 'রোমবিষয়ের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক স্থানের অতি নিকটে একজন ধার্মিক রাজা রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র যুবরাজ 'কুখোজ' কোন দুর্কর্মের জন্ত রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এইস্থানে আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।' (১)

অতএব উক্ত প্রবাদ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এই স্থানের প্রাচীন হিন্দুগণ তক্ষশিলার নিকটস্থ যে স্থান হইতে এই স্থানে আগমন করেন সেই স্থানের নামও কাখোজ ছিল। [আর্য্যাবর্তের মানচিত্র দেখ।] তাহারা এই দূরদেশে আসিয়াও জন্মভূমিকে ভুলিতে পারে নাই, স্বদেশ ও স্বজাতির নামানুসারেই এই স্থানের নাম কখোজ রাখিয়াছিল। এই স্থানে শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে ৫১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা অনুমান করা যায় কখোজনিবাসী হিন্দুগণ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা তাহারও ছই তিন শত বর্ষ পূর্বে এইখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। (২) এখন যদিও এখানে হিন্দুগণ বাস করেন না, অথবা সেই হিন্দুগণের বংশধরগণ ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি অদ্যাপি অসংখ্য শিব, বিষ্ণু, হরিহর, পার্শ্বতী, ব্রহ্মা ও শেষ নাগের প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে ওড়র-খোমের চতুমুখ ব্রহ্মার মন্দির অতি চমৎকার।

কখোজের নিকটেই শ্রামদেশ, এখানকার লোকেরা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু এককালে এখানেও হিন্দুগণ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, মন্দির ও চৈত্রে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও বৌদ্ধমন্দিরে রাম-লীলা অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রামদেশের রাজধানীর মধ্যে যে প্রসিদ্ধ গৌতমবুদ্ধের মন্দির আছে, তাহারই পার্শ্বে ৩টি হিন্দুদেবালয় দৃষ্ট হয়, ঐ ৩টি মন্দিরে হরপার্বতী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মূর্তি আছে। একটি মন্দিরে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা উচ্চে ৬ হাতের

অধিক। (১) একটি মন্দিরে কেবল গণেশেরই পূজা হয়। এখানকার বটনাক নামক নাগমন্দিরও অতি প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মন্দিরে কখন কখন ছই একটি হিন্দু পাণ্ডা দেখা যায়, তাহারা সকলেই শৈবব্রাহ্মণ, নিকটস্থ কোন গ্রামে বাস করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, তাহাদের পূর্বপুরুষ রামেশ্বর হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রামদেশের রাজসভায় ছই একজন দৈবজ্ঞ হিন্দু অবস্থান করেন, তাহাদের পূর্ব-পুরুষেরা ১৪০৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে শ্রামে গমন করিয়াছিলেন।

পূর্বউপবীপ ছাড়িয়াই, ভারতমহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জ এমন কি সেলিবিসদ্বীপ অবধি হিন্দুদিগের উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (২)

এই স্থলে সিংহলদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ সম্বন্ধে ছই এক কথা বলা আবশ্যক।

মহাভারতের সময়ে এখানে সিংহল নামক অসভ্য জাতির বাস ছিল। তত প্রাচীনকাল হইতেই এই দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে মণিমুক্তা প্রেরিত হইত। [মহাভারত সভা ৫১ অঃ দেখ।] তৎপরবর্তিকালে যদিও এইস্থানে ভারত-বাসিগণ যাতায়াত করিতেন, তথাপি এখানে যে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সন্নিবেশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, 'বন্ধ দেশের লার (রাট) নামক রাজ্যে সিংহবাহু নামে একজন প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় কোন গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে চিরদিনের জন্ত নির্বাসিত হন। বজ্ররাজকুমার কতিপয় বন্ধু সঙ্গে লইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। জলে ভ্রমণ করিতে করিতে সাগরতীরবর্তী সুপারক নামক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে থাকিলে পাছে আবার কোন অনিষ্ট ঘটে, এই ভয়ে তিনি পুনরায় অকূল সমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ প্রবল বাতায় বিজয়ের জলযান বিক্ষুব্ধ হইল। বিজয় ও সহচরবর্গ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে একস্থানে বেলা-ভূমি প্রাপ্ত হইলেন এই স্থানের নাম তাম্রপর্ণ (বা সিংহল) তৎকালে এই স্থানে যকের বাস ছিল। বিজয় কুবেরী নারী একজন যক্ষিণীর সাহায্যে এই দ্বীপ অধিকার করিলেন। এই সময়ে যে যে ব্যক্তি বজ্ররাজকুমারের সহিত আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব নামানুসারে

(১) Die Völker der Oestrichen Asien, Von Dr. A. Bastian, p. ৪০৪.

(২) Joura. Anthropological Society of Bombay, Vol. I. p. ৫১৬.

(১) Crawford's Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, p. ১১৭.

(২) Crawford's Embassy to the History of Celebes, Vol. II. p. ৪৪২.

এই দীপে নগরস্থাপন করেন, যেমন অমুরাধপুর, বিজিতনগর প্রভৃতি। এইরূপে ১৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দে সিংহল দীপে সর্বপ্রথম বাঙ্গালিউপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। [মহাবংশ ৬ ও ৭ম পরিচ্ছেদ দেখ।] সমাগত বঙ্গবাসিগণ সকলেই সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাজা অশোকের সময়ে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। [সিংহল দেখ।]

এখন দেখা যাউক, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া উত্তর ও পশ্চিমে কতদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজকদিগের বর্ণনানুসারে জানা যায়, যে খৃষ্টের তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাম্পীয় সাগরের তীরে হিন্দুধর্মের কিছু নিদর্শন ছিল, ঐ সময়ে কস্তপ প্রভৃতি মুনিদিগের আশ্রম বিদ্যমান ছিল। এখন আর তথায় হিন্দুরা বাস করেন কিনা বলা যায় না। ইহাও হইতে পারে যে বিদ্রোহীগণের প্রভাবে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। পুরাণপুরী নামক একজন উর্দুবাছ হিন্দুসন্ন্যাসীর বর্ণনায় জানা যায়, যে তিনি কাম্পীয় সাগরের তীরে জালামুখী নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অষ্ট্রাকান, ও পারস্তের দক্ষিণস্থ থরেক নামক দীপেও হিন্দুগণ বাস করিতেন। এমন কি তুরস্ক রাজ্যের বসোর নগরে অনেক হিন্দু বাস করেন। তথায় কল্যাণরায় ও গোবিন্দরায় নামক দেবমূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। [Asiatic Researches, Vol. V. p. 41-42.]

উক্ত পুরাণপুরীর বর্ণনায় আরো জানা যায়, যে তৎকালে যুরোপীয় ক্ষরাজ্যে মক্কোনগরে তিনি হিন্দুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক সময়ে হিন্দুগণ যুরোপীয় ক্ষরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কালে যে হিন্দুগণ যুরোপে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ইতিহাস পাঠ করিলে অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়—

জেনোবিরা নামক একজন সৈরীয় খৃষ্টান খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীতে আর্মেনিয়া ভাবার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান,—ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে—“দেমেতর ও কিশানী নামক দুই জন হিন্দু রাজকুমার রাজার বিপক্ষে বড়বস্ত্র করার রাজা তাহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ে রাজদণ্ড ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বলর্শকেশ নামক রাজার আশ্রয় লইলেন। সেই রাজা উভয়কে ওয়োন নামক রাজ্য প্রদান করেন। এইখানে হিন্দুরাজকুমারদ্বয়

বিসর্প (বিসাপ) নামে একটি নগর স্থাপন করিলেন। তৎপরে আষ্টিমট নামক স্থানে আসিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দেবমূর্তি সকল স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর মধ্যে তাঁহাদের উপনিবেশ হারী হইলে উভয় ভ্রাতা পরলোক গমন করেন। তৎপরে সেই দেশের রাজা ভ্রাতৃদ্বয়ের তিনটি পুত্রকে সেই রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। তিনটি পুত্রের নাম কুমার, মেঘতি ও হরিণ, তিনজনেই স্ব স্ব নামানুসারে গ্রামপত্তন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এই তিনজনে স্ব স্ব বাসস্থান ছাড়িয়া তরুণগলতাদি পরিশোভিত একটি সুখসেব্য পর্বতে আগমন করিলেন, সেইখানে তাঁহারা আপন আপন পিতৃদেবের স্মরণার্থ দেমিতর ও কেশানী নামক দুইটি বৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন; উহার দুইটি প্রতিমূর্তিই চূড়া খড়া পরা।* এই সময়ে আর্মেনিয়ায় অনেক রাজপুত্র সেই দেবোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম তথায় বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কিছুকাল পরে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিবার জন্য সেন্ট গ্রেগারি এই প্রদেশে উপস্থিত হন। এই সময়ে আর্মেনিয়াবাসী হিন্দুগণের, সহিত খৃষ্টানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনেক বার যুদ্ধের পর প্রায় চারি পাঁচ সহস্র দেবোপাসক নিহত হন এবং হিন্দুদিগের নানা স্থানের দেবমন্দির বিধ্বস্ত ও চূর্ণীকৃত হয়। সেই সময়ে প্রাণভয়ে কেহ কেহ খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল।”

প্রকাশানন্দ নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী কাশীতে থাকিতেন। তাঁহার মুখ হইতেই কেহ কেহ শুনিয়াছেন যে, তিনি সমুদ্রপথে আরবের মস্কট নামক নগর পর্য্যন্ত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, মস্কট নগরের স্থানে স্থানে দুই এক জন হিন্দু বাস করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, আফ্রিকার পূর্বাংশে জোকুর দ্বীপ (স্ব-খতর দ্বীপ) নামক দীপে কাষোজ হিন্দুগণ বাস করেন।

এদিকে সুদূরবর্তী আমেরিকাখণ্ডেও যে হিন্দুগণ এক সময়ে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন কলম্বু জন্মে নাই, যখন প্রাচীন আরবগণ আমেরিকার সন্ধান পর্য্যন্ত অবগত হয় নাই, তাহারও অনেকপূর্বে হিন্দুগণ আমেরিকার গমনাগমন করিতেন। মধ্যআমেরিকায় যে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের গঠনপ্রণালী সর্ব্বাংশেই দক্ষিণভারত এবং ভারতসাগরীয় দীপস্থিত হিন্দু

* সহজেই বুদ্ধবল্লভ নামক বলিয়া বনে হয়।

মন্দিরের মত। (Squire's Serpent Symbol দেখ।) ভারতবর্ষে পাহাড় খুঁজি যেমন মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে, যেমিকোর সিংহ নামক স্থানে সেইরূপ প্রস্তরমন্দির দর্শন করিলে সহজেই স্বীকার করিতে হয়, যে হিন্দুগণ সেই স্থানে গমন করিয়া ঐ সকল শিল্প কার্য্য অসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তথ্য প্রস্তরখোদিত অনেক মূর্তিও দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অনেকাংশেই এদেশীয় হিন্দু দেবদেবীর সদৃশ। দক্ষিণ আমেরিকার টিটিকাকার হ্রদের তীরেও ভারতবর্ষীয় শিল্পের চাক্ষুষ্য প্রকটিত হইয়াছে। যেমিকোবানীয়া গণেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। যে দেশে পূর্বে হতী পাওয়া যাইত না, সেই দেশে এই মূর্তি কল্পিত হইতেও পারে না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে হিন্দুদিগের নিকট হইতেই তাহারা গণেশের মূর্তি পাইয়াছিল। এখনও কঙ্কোজ, জাম, বব, বলি প্রভৃতি ভারতসাগরীর ধীপে গণেশ মূর্তি অথবা স্বতন্ত্র গণেশমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে অস্বীকার্য্য হয় হিন্দুরা কঙ্কোজ অথবা যবদ্বীপাদি হইতেই আমেরিকায় গমন করিতেন।

আমেরিকার সকল জাতি অপেক্ষা ইহুজাতিই শ্রেষ্ঠ। ইহুদিগের প্রাচীন বিবরণ পৃষ্ঠ করিলে জানা যায়, মক নামক প্রথম ইহু ইজির * আদেশে টিটিকাকার হ্রদের তীরে আগমন করেন, তিনিই অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়া ইহুজাতি স্থাপন করেন। এই বংশীয় সকলেই আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই বংশীয়গণ 'রামসীতোয়া' নামে একটি মহোৎসব করিতেন। এই উৎসবের দ্বারাও অনেকটা বোধগম্য, প্রথম ইহু ভারত অথবা পূর্ব উপদ্বীপ হইতে আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ করেন। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণও পৃথিবীর নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। [বৌদ্ধ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

এখন দেখা যাউক প্রাচীন যুরোপীয় জাতিগণ কিরূপে এবং কি জন্ত নিজ অশ্রুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

যুরোপে কিনিসির নামে এক প্রাচীন বণিক জাতির বাস ছিল। তাহারা প্রথমে গ্রীস ও কিনিসীর নামক

দেশেই বাস করিত। কিন্তু যখন তাহাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহারা দেশ ছাড়িয়া জনগণে নূতন আবাস খুঁজিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা নূতন নূতন জনপদ দেখিতে পাইল এবং আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য যে যে স্থানে ফল বাণিজ্য চলিবে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই এক এক দল লোক অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা সমুদ্র পথে টায়র, হিপো, হক্রমেৎ, টটিক, তুলিস এবং আফ্রিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত উপনিবেশ করিয়াছিল। কিন্তু যে যে স্থানেই তাহারা অধিকার বা উপনিবেশ করুক, সেই সেই স্থান তাহাদের স্বদেশীয় রাজগণেরই শাসনাধীন বলিয়া পরিচিত হইত। কিন্তু কালে আবার অনেক স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল।

যে যে ব্যক্তি যে যে দেশে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া বিলক্ষণ প্রভাবশালী হইয়া উঠিল, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই দেশে আপনাকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই জাতি বাণিজ্যদর্পে দর্পিত হইয়া বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রিটের রাজা মাইনস্ তাহাদিগকে নিজ রাজ্য হইতে এককালে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই জাতিই সর্বপ্রথমেই সাদিনিরায় উপনিবেশ করে।

সেই সময়ে কার্থেজনিবাসীগণ ভিন্নপ্রণালীতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য অগ্রসর হয়। তাহাদের বাণিজ্য বিস্তারের ইচ্ছা ছিল না। নানা দেশ জয় করিয়া জন্মভূমির পদানত করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই অভিপ্রায়েই তাহারা আফ্রিকা, সিসিলী, স্পেন প্রভৃতি স্থানে গিয়া উপনিবেশ করে। গ্রীকদিগের উপনিবেশপ্রণালী কিনিসীর জাতির মত, তাহারা হয় গৃহবিবাদ হেতু না হয় কৃষি কর্ণের সুবিধা ব্যবসা বাণিজ্যের অসুরোধে অথবা রাজ্যাদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন। এই জাতির উপনিবেশ ট্রয় যুদ্ধের পর হইতেই আরম্ভ হয়। তাহারা অতি প্রাচীনকালেই ইতালী, সিসিলী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ করিয়াছিল।

আথেলোর শেষ রাজা কক্সর মৃত্যু হইলে য়োন (Ionian যবন) জাতি আটিকা হইতে আসিয়া-রাইনরের পশ্চিমকূলে গিয়া উপনিবেশ করে। তৎকালে সেই স্থান য়োন জাতির নামানুসারে 'য়োনীয়া' (Ionia—যবন) হইয়াছিল। সেই স্থানে উপনিবেশ করিবার পর হইতে য়োন জাতি সম্পত্তি ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অতি পূর্বকালে য়োনে যখন

* দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপিতে ইহু উপাধিধারী অনেকগুলি রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন পাস্তাত্য ঐতিহাসিক (Daguigne) ঐ উপাধিকে অপজ্ঞা করিয়া ইজো বা ইভি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ইজির সংস্কৃত নাম ইহু বলিয়া বোধ হয়। আমাদের ইহু পূর্বদ্বীপাধিপতি। অপর একটি নাম আবিজা।

সাধারণতঃ প্রবল ছিল, সেই সময়ে রোমকেরা যে যে দেশ জয় করিত, সেই স্থানে স্বদেশীয়দিগকে উপনিবেশ করিতে পাঠাইত। আবার যেখানে দেখিত বিজিত জাতিরা বড়ই হৃদম্য এবং দেশের অবস্থাও বড় ভাল নয়, অথবা যেখানে নগরাদি কিছুই নাই, সেই সেই স্থানে তাহারা ভাল জায়গা খুঁজিয়া নগরাদি স্থাপন করিত এবং উপনিবেশিকগণ সর্বদাই সশস্ত্র থাকিয়া সেই দেশ রক্ষা করিত। এই প্রণালীতে তাহারা গল (ফ্রান্স) জর্জী, ক্লশিয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ করিয়াছিল। এইরূপে রোমকগণ উপনিবেশকদিগের হস্তে সেই সেই স্থানের শাসনাদির ভার দিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে যুরোপের সকল প্রধান জাতিই উপনিবেশ করিবার জন্য এক প্রকার পাগল হইয়া উঠে। তন্মধ্যে ইংরাজদিগের উপনিবেশ অধিক ফলপ্রসূ হইয়াছিল। [আমেরিকা দেখ।]

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দে পর্তুগীজগণ আফ্রিকার নানা স্থানে, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ করেন।

পর্তুগীজদিগের পরেই ওলন্দাজেরা বাণিজ্যবিভাগের জন্য নানা স্থানে গিয়া উপনিবেশ করেন, তন্মধ্যে উত্তরাংশ অন্তরীপ, মালাকা এবং যবদ্বীপ প্রধান। ফরাসীরা কানাডায় গিয়া উপনিবেশ করে, এই উপনিবেশ বড় সুবিধাজনক হয় নাই, পূর্বে অধিবাসীদের সঙ্গে তাহাদের আদৌ মিল হইল না। সুতরাং সুদৃঢ় দুর্গ, গড়খাই ও সেনাদিগকে সর্বত্রই সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইত।

যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা যে যে স্থানে উপনিবেশের পর বসবাস করিয়া আসিতেছেন নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

ইংলণ্ডের উপনিবেশ—ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা, ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গুয়েনা, সাইরালিওন, উত্তরাংশ অন্তরীপ, সেন্ট হেলেনা, মরিচদ্বীপ, সিংহল, ত্রিঙ্ক অব ওয়েলস্ দ্বীপ, সিঙ্গাপুর, মালাকা, অস্ট্রেলিয়ার ও তাসমানিয়ার কোন কোন স্থান, বান্ডাইমনস্ ল্যাণ্ড, জিব্রাল্টার, মার্টা ও হেলিগোলণ্ড। ভারতবর্ষের অধিকাংশই ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইলেও ইংরাজদিগের উপনিবেশ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ফ্রান্সের উপনিবেশ—সেন্টপ্যার, মিণ্ডলন ও করাঙ্গী গুয়াডেলোপ দ্বীপপুঞ্জ; আমেরিকার করাঙ্গীগিনি রাজ্য; আফ্রিকার উপকূলস্থ সেনিগাল ও পোরী; বর্বরদ্বীপ; ভারতবর্ষে পুন্ডিচরী, কারিকোল, চন্দননগর; মার্কেসস্ দ্বীপ, সব কালিদোনিয়া, আলজিরি।

স্পেনের উপনিবেশ—মেসিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বে ছিল, এখন আর নাই। এখন আমেরিকাহু কিউবা; পোর্টোরিকো ও তাজিন দ্বীপ; আসিয়ার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার প্রেসিডিও ও গিনি দ্বীপপুঞ্জ আছে।

পর্তুগীজ উপনিবেশ—দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলস্থ অনেক স্থান, অঙ্গোলা, বেঙ্গলা, মোরোকো ও মোজাম্বিক, ভারতবর্ষে গোয়া, টিমর দ্বীপের উত্তরাংশ।

ওলন্দাজ উপনিবেশ—কুরাশও দ্বীপ, আমেরিকাহু গোয়েনার মধ্যবর্তী ইউষ্টেক ও জুরিনম নামক স্থান; আসিয়ার মধ্যে যবদ্বীপের রাজধানী বটেবিন্না, বোর্নিও দ্বীপের অনেক স্থান, জুমাত্তা, শিলিবিস, তিমর ও মালাকা দ্বীপপুঞ্জ।

দিনেমার উপনিবেশ—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার মধ্যস্থ সেন্ট ক্রুজ, সেন্ট জন ও সেন্ট টমাস এবং গিনি উপকূলস্থ ষ্ট্যানবর্গ।

সুইস উপনিবেশ—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার মধ্যস্থ সেন্ট বার্থলমিউ দ্বীপ।

উপনিবেশিত (ত্রি) উপ-নি-বেশ-ণিচ্-ক্ত। ১ নিবাসিত।

যে সকল ব্যক্তিকে উপনিবেশে বাস করান গিয়াছে।

উপনিষৎ [৮] (ত্রি) উপনিষদতি উপ-নি-সদ-কিপ্।

অথবা সদ-ণিচ্-কিপ্। ১ সমীপসদন। ২ রহস্ত। (উপনিষদো রহস্তে সমীপসদনে। ত্রি° শে° ৩। ৩। ২০৯) ৩ নির্জন স্থান। ৪ রহস্ত। ৫ ধর্ম। ৬ দ্বিজাতি-কর্তব্য ব্রত বিশেষ। ৭ বেদশিরোভাগ, বেদান্ত।

(তবে উপনিষদধর্ম বেদান্তে বিজনে জিয়াম্। মেদিনী।)

উপনিষদকে মুনিঋষিগণ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত বলিয়াছেন, কারণ বেদের এই অংশে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্তিত হইয়াছে। বেদের অন্ত অংশে কর্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের উপদেশ আছে, কিন্তু এই অংশে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা যাহাতে নিত্য আশ্রয় লাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা উপনিষদের এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—

“বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রামাণ্যম্।” ইতি বেদান্তসার।

উপনিষদ্রকো ব্রহ্মতৈজস্যসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ। উপনি-পূর্বকস্ত কিংপ্রত্যয়ান্তস্ত বদ্ ৯ বিশরণ গত্যবসানমেধিত্যক্ত-ধাতোরূপনিষদিত্তিরূপঃ। তজ্জোপশব্দঃ সামীপ্যমাচটে তচ্চ সঙ্কোচকাতাবাৎ সর্বাভ্যন্তরে প্রত্যগাত্মনি পর্য্যবস্ততি। নিষকো নিষদেয়বচনঃ সোহপি তৎসম্বে নিষ্টিনোতি তত্রৈকম্ব বাচ্যপশব্দসামান্যাদিকরণাৎ। তন্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপাণিনাং

সংসারসারভামতিং সাদয়তি বিবাদয়তি শিখিলয়তীতি বা পরমশ্রেয়োন্মপং প্রত্যগাত্মানং সাদয়তি গময়তীতি বা হুঃখ-জন্মপ্রবৃত্তিাদি মূলজ্ঞানং সাদয়তুঙ্গময়তীতি বোপনিষৎপদ-বাচ্যা গৈব প্রমাণং ততঃ প্রমাণরূপায়াঃ করণভূতঃ সৰ্বশাখা-মুক্তরত্নাগেবুৎপদ্যমানো গ্রহরাশিরপ্যুপচারাং প্রমাণ-মিত্যুচ্যতে।" ইতি বিশ্বামনোরজনী টীকা।

ব্রহ্মাচার ঐক্যান্যাকংকারই উপনিষদ্ শব্দের বিষয়। উপপূৰ্ণক নিপূৰ্ণক বধ গতি ও অবসাদনার্থক সদ্ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিশ্পন্ন হইয়াছে। উপ শব্দে সামীপ্য বুঝায়। সঙ্কোচকের অভাব হেতু তাহার অর্থ সৰ্বা-স্তর পরব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মাতে বর্তিয়া থাকে। নিশক নিশ্চয়-বোধক, উপশব্দের সামাধিকরণ্য হেতু তত্ত্বনিশ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব বাহ্যরা ব্রহ্মবিদ্যায় সংস্কৃ-তিত নহে, তাহাদের 'সংসার সার' এই বুদ্ধি নাশ করে বা শিখিল করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে, অথবা ইহা দ্বারা পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা হুঃখ জন্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মূল অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। তাহাই ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ। তাহাই প্রমাণস্বরূপ, ইহার করণভূত সমস্ত শাখারূপ উত্তর ভাগে উৎপদ্যমান গ্রহরাশি উপচারহেতু প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

“অত্র চোপনিষচ্ছকো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।

তচ্ছকাবয়বার্থত্ব বিদ্যারামেব সম্ভবাৎ ॥

উপোপনিষদঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে।

সামীপ্যাতারতমাস্ত বিশ্রাভেতঃ স্বাস্থনীক্ষণাৎ ॥

ত্রিবিধস্ত সদর্থস্ত নিশ্চোহপি বিশেষণম্।

উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মরূপাধ্বয়ং যতঃ ॥

নিহন্ত্যবিদ্যাং তচ্ছক তস্মাদুপনিষত্তবেৎ।

প্রবৃত্তিহেতুর্নিঃশেষাত্মনুলোচ্ছেদকত্বতঃ ॥

যতোহবসাদয়েবিদ্যা তস্মাদুপনিষত্তবেৎ।

যথোক্তবিদ্যাহেতুর্বাদগ্রহোহপি তদভেদতঃ ॥

ভবেদুপনিষদামা সলিলং জীবনং যথা।”

উপনিষদ্ শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার অবয়ব অর্থের বিদ্যাতেই সঙ্গতি হয়। উপ এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য তারতম্যের বিশ্রান্তির দ্বীপ আচ্ছাতে ঈক্য হেতু তাহা প্রত্যগাত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। নিশক ও সদ্ ধাতুর নাশ, গতি ও অবসাদন এই ত্রিবিধ অর্থের বিশেষণ। জীবাস্বরূপ চৈতন্যকে পরমাত্ম

চৈতন্যের নিকটে লইয়া গিয়া, ব্রহ্মের সহিত ইহার অবয়ব ভাব নিষ্পাদন করে এবং অবিদ্যা নাশ ও অবিকার লক্ষ কার্য্য নাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা উপনিষদ্ বিদ্যাপ্রবৃত্তির হেতু সমস্ত নিঃশেষে বিনাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে। এই গ্রহ সমস্ত অভেদ বিদ্যার হেতু হয় বলিয়া অলাদি যেমন জীবন বলিয়া উক্ত হয় সেইরূপ উপচার হেতু ইহা উপনিষদ্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষত্তাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, ‘পরং শ্রেয়োহস্তাং নিব্রহ্ম।’ উপনিষদে মোক্ষলাভরূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

বস্তুতঃ উপনিষদ্ সনাতন হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না, এখনও যে এই সনাতন ধর্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, উপনিষদই তাহার মূল কারণ। হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব উপনিষদে রক্ষিত। বর্তমান কাল অপেক্ষা পূর্বতন আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানবলে কত নিগূঢ় উচ্চ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এই উপনিষদ্ পাঠে আমরা অবগত হই।

সনাতন হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত প্রবৃত্তি ধর্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম। যে ধর্মীহুযায়ী পুণ্যকর্মাদি করিলে আমরা ইহলোকে এবং পরলোকে পরম স্বর্গমুখ ও অশেষ পুণ্য লাভ করিতে পারি, তাহারই নাম প্রবৃত্তি ধর্ম। এই ধর্ম বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং স্মৃতিভাগে বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্মীচরণকে কর্মকাণ্ড বলা যায়।

আবার যে ধর্মীহুযায়ী আমরা নিত্য শান্তি, অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করিতে পারি, যে ধর্মীপদেশ শুণে অসার সংসারের মায়ামোহাদি সহজেই নিরাকৃত হয়, যে ধর্মীহুস্বরূপ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, যে ধর্ম উন্নয়ন করিলে জন্মজরামরণরূপ সংসারে আর আলিতে হয় না, তাহারই নাম নিবৃত্তি ধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদে এই নিবৃত্তি ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ অহুযায়ী আচ-রণ করাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে। ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে, ইহার অপর নাম জ্ঞানযোগ।

“যদেব বিদ্যয়া করোতি ব্রহ্মরোপনিষদা তদেব বীৰ্য্যবত্তরম্।”

‘উপনিষদা যোগেন বৃক্শেত্যর্থঃ।’ শাক্তর ভাষ্য।

আদিম উপনিষদ্ বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত। এখন যে সমস্ত উপনিষদ্ আমরা প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে কতগুলি অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কতকগুলি আবার এত প্রাচীন যে তাহাদের কাল নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিয় করিয়াছেন, অতিপ্রাচীন উপনিষদগুলি খৃষ্ট জন্মাব্দ

৩০০ বর্ষ পূর্বে রচিত হইতে পারে। কিন্তু এইমত আমরা স্বীকার করিতে পারি না; হই একখানি উপনিষদ্ আধুনিক হইলেও মূল উপনিষদগুলি যে অতি প্রাচীন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাত্মারতের ঘটনা রাজতরঙ্গিনীর মতে ৬৫০ কল্যাব্দ ও ত্রিকৈতবের মাদলাপত্রীর মতে ১০৮ কল্যাব্দে সংঘটিত হয়। এক্ষণে কলির ৪৯৯১ বৎসর চলিতেছে। মহাত্মারতের তুরি তুরি উপনিষদের প্রয়োগ আছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাত্মারতের অনেক পূর্বে উপনিষদ্ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং প্রাচীন উপনিষদগুলি ৫০০০ হইতে ১০০০০ বর্ষের মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ইহা বলিলেও কতকটা অত্যাুক্তি হয় না। এমন কি অনেক উপনিষদের মূল মন্ত্র আমরা ঋগ্বেদাদি সংহিতা গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এখন সচরাচর যে সমস্ত উপনিষদ্ পাওয়া যায়; মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইলেও অনেক স্থলে এক ভাব, এমন কি এক বচন অথবা কিছু বিকৃতিাকারে সেই বচনটি রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? বোধ হয়, উপনিষদের মূলমন্ত্র প্রথমে বেদের সংহিতাভাগে অথবা অপর কোন স্বতন্ত্র আকারে ছিল, প্রাচীনতম ঋগ্বেদ তাহাই তুলিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছিলেন। তৎকালে লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল না। কালক্রমে বচন সেই মূল উপনিষদ্ ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইল, তখন বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋগ্বেদ শিষ্য প্রণিষ্য পরম্পরায় নানা শাখায় ভাগ করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মূল উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পিত হইল। পরে শিষ্যপরম্পরায় নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং তদ্ব্যতীত নানামুনির নানামত সন্নিবেশিত হইয়া অভিনব আকার ধারণ করিল। এখন আমরা সেই মূল উপনিষদ্ দেখিতে পাই না, প্রাচীন মুনিদিগের শাখা প্রশাখারসারে ভিন্ন আকারপ্রাপ্ত উপনিষদই সচরাচর দেখিতে পাই। তাই বলিয়া উপনিষদকে আমরা অভিনব বলিতে পারি না। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া উপনিষদ্ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই তিন চারি হাজার বৎসরের কম নয়। এখন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কোন্ কোন্ উপনিষদকে আমরা প্রাচীনতম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ যে যে উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, অথবা আপন আপন ভাষ্যে যে যে উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইগুলিই আমাদের মতে প্রাচীন। বিদ্যারণ্য স্বামী তৎকৃত সর্বোপনিষদধর্ম্মতত্ত্বপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এইগুলি প্রধান উপনিষদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—

- ১। ঐতরের উপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়)।
- ২। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (কৃকযজুর্বেদীয়)।
- ৩। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (সামবেদীয়)।
- ৪। মুণ্ডক উপনিষৎ (অথর্ববেদীয়)।
- ৫। প্রশ্ন উপনিষৎ (অথর্ববেদীয়)।
- ৬। কোষিতকী উপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়)।
- ৭। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ (শুক্রযজুর্বেদীয়)।
- ৮। ঋঠবল্লী উপনিষৎ (কৃকযজুর্বেদীয়)।
- ৯। খেতাশ্বর উপনিষৎ (কৃকযজুর্বেদীয়)।
- ১০। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (শুক্রযজুর্বেদীয়)।
- ১১। তলবকার উপনিষৎ (সামবেদীয়)।
- ১২। নৃসিংহান্তরতাপনীর উপনিষৎ (অথর্ববেদীয়)।

সুতিকোনিসদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। যথা—

- ১ ঈশ, ২ কেন, ৩ কঠ, ৪ প্রশ্ন, ৫ মুণ্ড, ৬ মাণ্ডুক্য, ৭ তৈত্তিরীয়, ৮ ঐতরের, ৯ ছান্দোগ্য, ১০ বৃহদারণ্যক, ১১ ব্রহ্ম, ১২ কৈবল্য, ১৩ জাবাল, ১৪ খেতাশ্বর, ১৫ হংস, ১৬ আকুশি, ১৭ গর্ভ, ১৮ নারায়ণ, ১৯ পরমহংস, ২০ অমৃত-বিন্দু, ২১ অমৃতনাদ, ২২ অথর্কশিরঃ, ২৩ অথর্কশিখা, ২৪ মৈত্রায়ণী, ২৫ কোষিতকী, ২৬ বৃহজ্জাবাল, ২৭ তাপনী, ২৮ কালাগ্রিক, ২৯ মৈত্রেয়ী, ৩০ সুবাল, ৩১ ক্ষুরিক, ৩২ মন্ডিক, ৩৩ সর্গসার, ৩৪ নিরালম্ব, ৩৫ রহস্ত, ৩৬ বজ্রহুচি, ৩৭ তেজোবিন্দু, ৩৮ নাদবিন্দু, ৩৯ ধ্যানবিন্দু, ৪০ বিদ্যা, ৪১ যোগতত্ত্ব, ৪২ আত্মবোধ, ৪৩ পরিত্রাজ, ৪৪ ত্রিশিখা, ৪৫ সীতা, ৪৬ চূড়া, ৪৭ নিক্সাণ, ৪৮ মণ্ডল, ৪৯ দক্ষিণামূর্তি, ৫০ শরভ, ৫১ কল, ৫২ মহানারায়ণ, ৫৩ অম্বর, ৫৪ রাম-রহস্য, ৫৫ রামতাপন, ৫৬ বাসুদেব, ৫৭ সুদগল, ৫৮ শান্তিল্য, ৬০ পৈঙ্গল, ৬০ ভিক্ষু, ৬১ মহৎ, ৬২ শারীর, ৬৩ বোঁগশিখা, ৬৪ তুরীয়াভীত, ৬৫ সন্ন্যাস, ৬৬ পরমহংসপরিব্রাজক, ৬৭ অক্ষমালিকা, ৬৮ অব্যক্ত, ৬৯ একাক্ষর, ৭০ অন্নপূর্ণা, ৭১ সূর্য্য, ৭২ অক্ষ, ৭৩ অধ্যাত্ম, ৭৪ কুণ্ডিকা, ৭৫ সাবিত্রী, ৭৬ আত্মা, ৭৭ পাতঙ্গত, ৭৮ পরব্রহ্ম, ৭৯ অব্যক্ত, ৮০ ত্রিপুরা-তাপন, ৮১ দেবী, ৮২ ত্রিপুরা, ৮৩ কঠক, ৮৪ ভাবনা, ৮৫ ক্ষদ্র, ৮৬ যোগকুণ্ডলী, ৮৭ ভদ্রজাবাল, ৮৮ কত্রাক, ৮৯ গগনপতি, ৯০ জামদর্শন, ৯১ ভায়সার, ৯২ মহাবাক্য, ৯৩ পঞ্চব্রহ্ম, ৯৪ প্রাণায়োজ, ৯৫ গোপালতাপনী, ৯৬ কৃক, ৯৭ বাজবাক্য, ৯৮ বরাহ, ৯৯ শাট্যারনী, ১০০ হমগ্রীব, ১০১ দর্জাজেয়, ১০২ গাকড়, ১০৩ কলিভরণ, ১০৪ আঘাশি, ১০৫ সৌভাগ্য, ১০৬ পরমভীরহত, ১০৭ ঋচ, ১০৮ সুতিকী।

বর্তমান সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিপির অমূল্যদানে প্রায় ২৩৫ খানি উপনিষৎ বাহির হইয়াছে। এই নবাবি-
হৃত উপনিষৎগুলির মধ্যে অনেকগুলি অপ্রাচীন, তন্মধ্যে
অল্প নামক উপনিষৎখানি নিত্য আধুনিক। বিশ্বকোষ
এবং শব্দকল্পক্রেমে ‘অল্প’ শব্দে অল্পোপনিষৎখানি আধর্ষণ-
সূক্ত নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রম বলিয়াই
বোধ হয়। [অল্প দেখ।] অল্পোপনিষদ্ নামক গ্রন্থখানি
উপনিষদ্ অথবা আধর্ষণসূক্তবাচ্য হইতে পারে না। এই
গ্রন্থখানি আধুনিক সময়ে কোন মুসলমান-ধর্মাবলম্বী কর্তৃক
রচিত হইয়াছে, মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে অনায়াসেই
উপলব্ধি হয়। এই অপূর্ব নব্য গ্রন্থ দেখিয়াই বোধ হয়
অনেকেই অধর্ষবেদকে অশ্রদ্ধা করিতেন। কেহ কেহ বলেন
যে, অধর্ষবেদে কোরাণের ‘আল্লাহ’ কথা আছে। বোধ হয়
এই অল্পোপনিষদ্ পাঠেই তাঁহাদের এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে।
এই সংস্কার দূর করাও অবশ্য কর্তব্য।

অল্পোপনিষদের অন্তর্ভাগে লিখিত আছে “ইলাকবর
ইলাকবর ইল্লোতি ইল্লালাঃ ইলা ইল্লালা অনাদিস্বরূপা অধ-
র্ষনী শাখাং হুং হ্রীং জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং
কুরু কুরু কট্ট।”

উপরে যে কয়েকটি শব্দ উল্লিখিত হইল, উহার অনেক
শব্দ আদৌ সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ নাই। ইলা, অকবর
এই দুটি প্রকৃত আরবী শব্দ, অধর্ষবেদে দূর থাকুক,
কোন বৈদিক বা লৌকিক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রয়োগ
নাই। বিশেষতঃ ইহার পরেই ‘রশ্মর মহমদ’ ইত্যাদি
লিখিত হইয়াছে, ~~উক্ত~~ যে মুসলমানদের কোরাণোক্ত
‘রশ্মর মুহম্মদ’ শব্দের উল্লেখ, তাহা লিখিতেই স্বীকার করা
যায়। তবে কেন দেশীয় পণ্ডিতগণ আধর্ষণসূক্ত বলিয়া
গ্রহণ করিলেন? ঐ গ্রন্থের এক স্থলে আছে—

“আদল্লাবুকমেককং। অল্লাং বুকং। নিখাতকং।”

ঐ ছত্রের সহিত অধর্ষসংহিতার দুই মন্ত্রের কতকটা
আভাস পাওয়া যায়। যথা—

“আদল্লাবুকমেককদ্। ১।

অল্লাবুকং নিখাতকদ্। ২। অধর্ষসংহিতা ২০। ১৩২ পৃঃ।

বোধ হয় এই দুইটি মন্ত্রের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকায়
কেহ কেহ অল্পোপনিষৎখানি আধর্ষণসূক্ত বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও তাঁহাদের ভ্রম বলিতে হইবে।
অল্পোপনিষদোক্ত অল্লাবুক শব্দ অধর্ষবেদ অথবা অপর কোন
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। অধর্ষপ্রাতিশাখ্যের মতামুসারে
অধর্ষসংহিতোক্ত অল্লাবুক শব্দ ‘অল্লাবুক’ হইতে পারে না।

এবং অল্লাবুক শব্দের অর্থও সংস্কৃত ভাষায় নাই নিশ্চয় করা
কঠিন। অতএব নিশ্চয়ই কোন সংস্কৃত মুসলমান কর্তৃক
এই দারুণ কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ
নাই। অকবর বাদশাহের সময়েই যে ঐ গ্রন্থ সঙ্লিখিত
হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থপাঠেই কতকটা অমূল্যমান করা যায়।
কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা এরূপ কার্য সাধিত হইল? তাহাই
এখন অমূল্যমান করা উচিত।

মুস্তথবুৎ তবারিখ নামক পারস্য গ্রন্থে বদাওনী লিখিয়া-
ছেন, “এই বৎসর (১৮৩ হিজরী বা ১৫৭৫ খৃঃ) দক্ষিণ
দেশ হইতে শেখ ভাবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আগ-
মন করেন এবং মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হন। সেই সময়ে
সম্রাট আমাকে অধর্ষন অনুবাদ করিতে আদেশ করেন।
ইসলামধর্মশাস্ত্রের সহিত এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্মোপদেশের
এক্য আছে। অনুবাদ কালে এমন অনেক কঠিন স্থান
দেখিলাম, শেখ ভাবন অবধি যাহার ভাবপ্রকাশ করিতে
সমর্থ হন নাই, আমি এই বিষয় সম্রাটকে জানাইলাম, তিনি
ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে* অনুবাদ করিতে অমুমতি করেন।
এই গ্রন্থের এক স্থান আমাদের (কোরাণোক্ত) ‘লা
ইলাহ ইল্লাল্লাহ’ [বচনের মত]। অধর্ষের এই অংশ লইয়া
শেখ ভাবন ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঐ
মন্ত্রবলে অনেকেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।”

[মুস্তথবুৎ তবারিখ ২ ভাঃ, ২১৩ পৃঃ।]

বদাওনীর উক্ত বিবরণে যেন একটু গুঢ় রহস্য রহিয়াছে
বলিয়াই বোধ হয়। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন,
এমন কিছু বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না যে অধর্ষবেদের জ্ঞায়
বৈদিক গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হইবেন।
অনুবাদকালে দক্ষিণ দেশবাসী শেখ ভাবনই বোধ হয়
তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিল। শেখ ভাবন যাহা বলিত, বদা-
ওনী তাহাই পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতেন। অধর্ষ-
বেদের কোন অংশে কোরাণের বাক্য আছে, তাহা বোধ হয়
ভাবনই তাঁহাকে বলিয়া থাকিবে। পরে আপনার কথা
রক্ষা করিবার জন্য ভাবনই অল্পোপনিষদ্ বা অল্পশব্দ পরি-
চায়ক আধর্ষণসূক্ত রচনা করিয়া অধর্ষসংহিতার প্রক্ষেপ
করে। কি ভয়ঙ্কর কার্য! বিশ্বাসী দ্বারা দলিত হইয়া অধর্ষ-
বেদের কি দুর্দশা ঘটিল! তদবধি সরল হিন্দু অধর্ষ সংহি-
তাকে কোরাণের অংশ বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন।
ভাবনের চাতুরীতে ভুলিয়া অনেক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ

* সহিদ্দবাসী হাজী ইব্রাহিম পারস্য ভাষায় অধর্ষবেদ অনুবাদ
করেন।

করিলেন। উপনিষদ্ গ্রন্থে অকবরের নাম ঘোষিত হইল।
হায়! তৎকালে সনাতন আৰ্য্যশাস্ত্রের এইরূপ কি পরিণাম
হইয়াছিল!

উপনিষাদী [ন] (ত্রি) উপ-নি-সদ-নি। নিকটে
স্থায়ী। (শতপথত্রা ২।৪।৩।৩)

উপনিষ্কর (ক্ৰী) উপ-নি-ক-ব (ইচ্ছপথ চাহ-প্রত্যয়ত।
পা ৮।৩।৪১।) ইতি বিসৰ্জ্যগীৰ্ত্ত বঃ। পুরপথ, রাজপথ।
(উপনিষ্করণং চোপনিষ্করঞ্চ মহাপথঃ। হেম ৪।৫৩।)

উপনিষ্করণ (ক্ৰী) উপ-নি-ক-ব করণে লুট্। বিসৰ্জ্যগীৰ্ত্ত
বঃ। ১ রাজপথ। (হেম ৪।৫৩)। ২ নিষ্করণ নামক সংস্কার।
[নিষ্করণ দেখ।]

উপনিহিত (ত্রি) উপ-নি-ধা-ক্ত (ধা-হি)। ১ গচ্ছিত, অপরের
নিকট বাহা রাখা হইয়াছে। ২ স্থাপিত।

উপনীত (ত্রি) উপ-নী-ক্ত। ১ সংস্কৃত, কৃতোপনয়ন, বাহার
উপনয়নসংস্কার হইয়াছে। (রঘু ৩।২২) ২ জ্ঞানলক্ষণা
সম্বন্ধে বারী জ্ঞাত। ৩ নিকটে প্রাপিত। ৪ আগত, উপ-
স্থিত। ৫ উপস্থাপিত। ৬ আনীত। জিহ্বাং টাপ্। উপনীতা।
৭ পত্নী, সহধর্মিণী।

“লক্ষ্মী ধীর উপনীতা, শ্রীরামবিনিতা সীতা,
সঙ্গে ধীর অমূল্য লক্ষণ।” কবিকঙ্কণ।

উপনীতভান (ক্ৰী) ভ্রায়মতে, ১ উপনীত ভাবাদিবসয়কণ।
২ লৌকিক ও অলৌকিক ভয়সম্বন্ধে জন্ম জ্ঞান। (ভা-কো)

উপন্যস্ত (ত্রি) উপ-নি-অ-ক্ত। ১ বিস্তৃত। ২ গচ্ছিত।
৩ আরক্ত। ৪ দত্ত। ৫ উল্লিখিত। (“অকস্মাৎ আপতিত
কিমিদমুপন্যস্তং।” শকুন্তলা।)

উপনেতা [খ] (পুং) উপ-নী-তৃচ। ১ উপনয়নকর্তা, গুরু।
(ত্রি) ২ উপদ্রোণককারী। ৩ প্রাপক।

উপনেত্র (ক্ৰী) উপগতং নেত্রম্, অত্যা স। চক্ষুঃ।

উপন্যাস (পুং) উপ-নি-অ-স-ঘঞ। ১ বাক্যোপক্রম, কথা-
রস্তু। (উদাহার উপোদ্যাত উপন্যাসচ বাচুধম্। হেম
২।১৭৬।) ২ বাক্যপ্রয়োগ। ৩ বিচার।

(“বিশ্বজ্ঞানিমং পুণ্যমুপন্যাসং নিবোধত।” মল্ল ৯।৩১।)

৪ উপনিধি, বিশ্বাসপূর্বক অপরের নিকট নিজ দ্রব্য
গচ্ছিত রাখা। ৫ প্রস্তাব। ৬ দান। শ্রোতা বা পাঠকের
মনোরঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প, উপকথা।

উপপত্তি (পুং) উপপত্তিঃ পত্যা অবাদয়ঃ কৃষ্টাদ্যর্থ ইতি
সমাসঃ। ভিন্নপত্তি, পত্তি থাকিতে যে পরপুরুষে কোন
নারী আসক্ত হয়, গুপ্তপত্তি। (“সন্ধরে জারং গেহা-
রোপপত্তিম্।” গুপ্তবহুঃ ৩০।১২)

উপপত্তি (ক্ৰী) উপ-পদ-ক্তি। ১ যুক্তি। ২ সঙ্গতি,
সংস্থান। ৩ নিবৃত্তি। ৪ হেতু। ৫ উৎপত্তি। ৬ উপায়।
 (“অপেক্ষিতাভ্যন্তরলোপপত্তিভিঃ।” মাধ।) ৭ প্রাপ্তি।
৮ সিদ্ধি। (“অসংশয়ং প্রাক্ তদন্যোপপত্তেঃ।” রঘু।)
জারমতে, ৯ জ্ঞান। (গৌতমবৃত্তি ১।১।২৩) ১০ গণিত
শাস্ত্র মতে, প্রমাণ-করণ।

উপপত্নী (ক্ৰী) উপপত্নী, নিজ ধর্মপত্নী ব্যতীত যে ক্রী-
লোকের প্রতি কোন পুরুষ আসক্ত হয়।

উপপদ (ক্ৰী) উপোচ্চারিতং পদম্। ১ লেখ। ২ সমীপো-
চ্চারিত পদ। (“কলঙ্কি কলোপপদাতদেব”। মাধ।)
৩ উপাধি। ৪ ব্যাকরণে প্রত্যয়াদি বিধায়ক পদ। ৫ সপ্ত-
মাস্ত পদের সহিত নির্দিষ্টমান পদ। ৬ সমভিব্যবহৃত স্বার্থ-
পোষক পদ।

উপপন্ন (ত্রি) উপ-পদ-ক্ত। ১ যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত। ২ প্রাপ্ত।
৩ উৎপন্ন। ৪ উচিত। ৫ সম্পন্ন। ৬ আগত। ৭ মিলিত।
৮ সিদ্ধান্ত, ভাল মন্দ বিচার করিয়া বাহা স্থির হয়। ৯ সম্ভা-
বিত। ১০ সংস্কারান্তর আধাররূপ সংস্কারযুক্ত। (বাচঃ)

উপপরীক্ষা (ক্ৰী) নিকটে আনিয়া পরীক্ষা।

উপপশুকা (ক্ৰী) কৃত্রিম পঞ্জর।

উপপাত (পুং) উপ-পত-ঘঞ। ১ হঠাৎ আগমন। ২
ফলোন্মুখ। ৩ নাশ। (“কর্মোপপাতে প্রায়শ্চিত্তং তৎ-
কালম্।” কাত্য। শ্রৌ। ১০। ‘উপপাতো বিনাশঃ।’ তত্ত্বাযো
কর্কচাৰ্য্য।)

উপপাতক (ক্ৰী) উপপাতয়তি নরকে ইতি, উপ-পত-পিচ-
ঘুল্। পাপবিশেষ। ভগবান্ মম এই সকল কার্য্যকে
উপপাতক বলেন—

“গোবধোহ্যজ্যসংবাল্যপারদার্য্যাবিক্রমঃ।

শুক্লমাতৃপিতৃভ্যাগঃ স্বাধ্যায়ার্য্যোঃ স্তুতস্ত চ ॥

পরিবিত্তিতাহুজেনুচে পরিবেদনমেব চ।

তয়োদীনঞ্চ কল্যাণাতয়োরেব চ বালনম্ ॥

কল্যাণা দ্ব্যপথেব বার্কুযাং ব্রতলোপনম্।

ভড়াগারামদারাগামপত্যস্ত চ বিক্রমঃ ॥

ব্রাত্যতা বান্ধবভ্যাগো ভৃত্যভ্যাগমমেব চ।

ভৃত্যভ্যাগাদানাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রমঃ ॥

সর্বাঙ্করেবধীকারো মহাযজ্ঞপ্রবর্তনম্।

হিংসৌষধীনাং জ্যাভীষোহভিচারো মূলকর্ম চ ॥

ইক্ষনার্থমণ্ডকাণাং ক্রমাগামবপাতনম্।

আত্মার্থঞ্চ ক্রিমারস্তো নিমিত্তারাদনুং তথা ॥

অনাহিতারিতা তেহমুণ্যানামনপক্রিয়া।

অসংখ্যাদিগমনং কৌশল্যবাস্য চ ক্রিয়া ॥

যাতৃকৃপাপত্তেরং মধ্যপদীনিবেশনম্ ।

জীপূজবিহীকজবধো নাস্তিক্যকোপপাতকম্ ॥

মহু ১১। ৩০-৩৭।

পৌষ, অমাবস্যা, পরদীপন, আশ্ববিক্রম, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, বাধ্যত্যাগ ও আলস্য দ্বারা অশ্রিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম সংহার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কস্তাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, কুমারী কস্তার অঙ্গুলি দ্বারা যোনি বিদারণ, বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর জীম্বোপাধি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ বা উদ্যান কিংবা জীপূজাদি বিক্রয় করা, ১৬ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধবত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যায়ন, অবিধেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞার সুবর্ণাদির খনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভৃতি কাজ, ওষধি নষ্ট, ভার্যাদির উপপতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, স্ত্রেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্টকরণ, জালানি কাঠের অল্প অল্প বৃক্ষচ্ছেদন, দেবগির্জাদির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিজের অল্প পাক বজাদির অঙ্গুষ্ঠান, লণ্ঠনাদি নিম্নিত খাদ্যাভোজন, অগ্ন্যাধান না করা, সোণা ছাড়া অস্ত্র জিনিস চুরি; দেব, ঋষি ও পিতৃগণ পরিশোধ না করা; অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা; গান ও বাদ্যে আসক্তি; ধান্য, তাল ও লৌহাদি ধাতু ও পশু চুরি; মদ্যপানিনী জীগমন; জী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা; নাস্তিকতা এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়। [প্রায়শ্চিত্ত শব্দে উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

উপপাতী [ন] (ত্রি) উপ-পত-গিনি জিয়াং ভীপ্। ১ হঠাৎ আগত। ২ অতর্কিত ভাবে উপস্থিত। (‘রক্ষোপ-পাতিনোহনর্থাঃ’ শকুন্তলা।)

উপপাদ (পুং) উপ-পদ-বঞ্। ১ উপপত্তি। মীমাংসা। (ত্রি) ২ পাদোপগত।

উপপাদক। (ত্রি) উপপাদয়তি উপ-পদ-গিচ-বুল্। ১ উপপত্তিকারক, মীমাংসক। ২ সম্পাদক। ৩ উপপত্তিযুক্ত।

উপপাদন (কৌ) উপ-পদ-গিচ-লুট্। ১ সম্পাদন। ২ সম্যক প্রতিপাদন। ৩ যুক্তি দ্বারা সমর্থন। ৪ মীমাংসাকরণ।

উপপাদিত (ত্রি) উপ-পদ-গিচ-ক্ত। ১ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। ২ সম্পাদিত, সাধিত।

উপপাদ্য (ত্রি) উপ-পদ-গিচ-বৎ। ১ যুক্তি দ্বারা সমর্থন-

যোগ্য। ২ উদ্দেশ্য, বথার্থতা নিরূপণ যে প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। (Theorem)

উপপুর (কৌ) উপ সমীপে পুরম্, প্রাদি সমাসঃ। নগরের নিকটবর্তী শাখানগর। (শাখাপুরং তূপপুরম্। হেম ৪। ৩৮।)

উপপুরাণ (কৌ) ব্যাসব্যাভীত অপরাপর ঋষিকৃত পুরাণ-সদৃশ কুপ্পুরাণ। বথা—

১ সনৎকুমারোক্ত আদি, ২ নারসিংহ, ৩ কুমারভাবিত বারবীর, ৪ নন্দীশোক্ত শিবধর্ম, ৫ ছর্কাসনোক্ত ছর্কাসাঃ, ৬ নারদীয়, ৭ নন্দিকেশ্বর, ৮ উশনাঃ, ৯ কাশিল, ১০ বারুণ, ১১ শাখ, ১২ কালিকা, ১৩ মাহেশ্বর, ১৪ পদ্ম, ১৫ দেবী, ১৬ পরাশর, ১৭ মারীচ, ১৮ ভার্গব।

কুর্খপুরাণের মতে এইগুলি উপপুরাণ—

‘আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্।

তৃতীয়ং স্থানমুদ্ভিষ্টং কুমারেন তু ভাবিতম্ ॥

চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাকারনন্দীশভাবিতম্।

ছর্কাসনোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃপরম্ ॥

কাশিলং বামনকৈব তথৈবোশনমস্মিতম্।

ব্রহ্মাণ্ডং বারুণকৈব কালিকাঙ্করসেব চ ॥

মাহেশ্বরং তথা শাখং সৌরং সর্কার্থনকরম্।

পরশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাক্ষরম্ ॥’

কুর্খ ১ অঃ ১৭-২০ শ্লোঃ।

১ সনৎকুমারোক্ত আদ্য, ২ নারসিংহ, ৩ কুমারোক্ত বৃন্দ, ৪ নন্দীশোক্ত শিবধর্ম, ছর্কাসাঃ, ৬ নারদীয়, ৭ কাশিল, ৮ বামন, ৯ উশনাঃ, ১০ ব্রহ্মাণ্ড, ১১ বারুণ, ১২ কালিকা, ১৩ মাহেশ্বর, ১৪ শাখ, ১৫ সর্কার্থনকায়ক সৌর, ১৬ পরাশরোক্ত, ১৭ মারীচ এবং ১৮ ভার্গব।

হেমাঙ্গি কুর্খপুরাণের উক্ত বচন উদ্ধৃত করিবার কালে বামনের স্থানে ‘মানব’ এবং ‘ভার্গব’ স্থানে ‘ভাগবত’ এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

হুইখানি ভাগবত সচরাচর পাওয়া যায়, একখানি বিষ্ণু-ভাগবত অপরখানি দেবীভাগবত। হেমাঙ্গি প্রভৃতি শাস্ত্র-বিদগণের মতে জানা যায়—

‘ইদং যৎ কালিকাখ্যম্ মূলং ভাগবতম্ তৎ ॥’

কালিকাউপপুরাণের মূলপুরাণ ভাগবত। প্রধানতঃ কালিকাপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে, অতরাং দেবী ভাগবতকেই মূলপুরাণ বা মহাপুরাণ বলা যায়। [দেবী ভাগবতের নীলকণ্ঠকৃত তীকোপক্রমণিকা দেখ।]

কেহ কেহ বিষ্ণুভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া থাকেন। মূল কথা, কোনখানি উপপুরাণ আর কোনখানি মহাপুরাণ

তদ্বিষয়ে এখনও অনেক সন্দেহ আছে। সন্দেহ হইবারও কথা—কারণ উভয় ভাগবতই বাদশব্দকে বিভক্ত এবং অষ্টাদশ সংস্কৃতশ্লোক।

উপরোক্ত উপপুরাণগুলি ছাড়া ধর্মপুরাণ, বৃহৎকর্মপুরাণ, বৃহৎনিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উপপুরাণ আছে।

পুরাণোপুনাগের লক্ষণ ক্রীমভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“সর্গোহস্যাপি বিসর্গস্তত্তিরক্ষাস্তরাপি চ।
বংশো বংশাশ্চরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥
দশভিলক্ষণৈর্গুণৈঃ পুরাণং তদ্বিদো বিদ্বাঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মণ মহদ্রম্যবস্থয়া ॥
অব্যাকৃতগুণকোভাস্তহতজ্জিবতোহহমঃ।
ভূতস্থলৈর্জিয়ার্থানাম্ সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥
পুরুষাশুগ্রহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোহমং সমাহারো বীজাধীলং চরাচরম্ ॥
বৃত্তিভূতানি ভূতানাম্ চরাণামচরাপি চ।
কৃত্য শ্চেন নৃণাং তজ্জ কামাচ্ছোদনয়পি বা ॥
রক্ষাহতু্যতাবতারেহা বিশ্বতাস্থ্যুগে যুগে।
তির্য্যগ্ মর্ত্যার্ধিদেববু হস্তান্তে যৈজ্ঞসীদ্রিষঃ ॥
মহন্তরং মনুর্দেবা মনুপ্রজাঃ সুরেশ্বর্যঃ।
ঋষয়েহংসাবতারান্চ হরঃ ষড়্ বিধমুচ্যতে ॥
রাজ্যং ব্রহ্মপ্রজ্ঞানং বংশজৈকালিকোহঘমঃ।
বংশাশ্চরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরান্চ যে ॥
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থতি কবিত্তিঃ প্রোক্তস্ততুর্দ্বীপ্য স্বভাবতঃ ॥
হেতুর্জীবোহস্য সর্গাদেববিদ্যাকর্মকারকঃ।
যং চাহুশয়িনং প্রাহরব্যাকৃতমুতাপরে ॥
ব্যতিরেকাঘরৌ যস্য জাগ্রৎস্বপ্নশ্চুশ্রিত্ব।
মামায়মেষু তদ্ব্রজা জীববৃত্তিষপাশ্রয়ঃ ॥
পদার্থেষু বখা জব্যং সম্রাজ্যং রূপনামজ্জ।
বীজাদিপঞ্চভাস্তাস্থ্য হ্যবস্থাস্থ্য বৃত্তাযুতম্ ॥

১২ স্ব, ৭ অং, ১০-২০ শ্লোঃ।

১ সর্গ, ২ বিসর্গ, ৩ বৃত্তি, ৪ রক্ষা, ৫ অন্তর, ৬ অংশ, ৭ বংশাশ্চরিত, ৮ সংস্থা, ৯ হেতু এবং ১০ অপাশ্রয়; পুরাণ-বিদেরা পুরাণকে এই দশলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া থাকেন। অধিক ও অল্প ব্যবহারসূত্রে কেহ কেহ পঞ্চলক্ষণযুক্ত গ্রন্থকেও পুরাণ বলিয়া থাকেন।

১ম সর্গ—প্রাকৃতিক গুণত্রয় সমাহার হইতে মহান,

তাহা হইতে জিওপাদক অহংকার, অহংকার হইতে পুরু ইজিরসমূহ, পুরু পদার্থসকল এবং ততৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উৎপত্তি হয়, ইহাকে সর্গ কহে।

২য় বিসর্গ—জীবের পূর্ব কর্মের বাসনাজাত, লীলাসু-গ্রহীত, এই সকল বীজ হইতে বীজোৎপত্তির ন্যায় সমা-হাররূপ চরাচর উৎপত্তি হয়, ইহাকে বিসর্গ বা অবাস্তব-সৃষ্টি কহে।

৩য় বৃত্তি—ইহসংসারে চরাচর প্রাণীসমূহের বাসনাহেতু এবং মনুষ্যদিগের স্বভাব, কাম বা বিধি লভ্য যে জীবনোপায় তাহারই নাম বৃত্তি বা স্থিতি।

৪র্থ রক্ষা—যুগে যুগে বেদবিষেয়ী দৈত্য হইতে দেব তির্য্যক্, মনুষ্য ও ঋষিগণের কার্য্যনাশের উপক্রম হইলে নারায়ণের যে বিশেষ বিশেষ অবতার তাহাকে রক্ষা কহে।

৫ম অন্তর—মনু, দেবতাসকল, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ ও নারায়ণের অংশাবতার যাহাতে নিজ নিজ অধিকারে বর্ত্তমান থাকে, এই হয় প্রকারকে অন্তর বা মনস্তর কহে।

৬ষ্ঠ বংশ—ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শুদ্ধ বংশীয় রাজাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালের পুরুষগণসমূহা বর্ণ-নার নাম বংশ।

৭ম বংশাশ্চরিত—ঐ সকল রাজা ও তাঁহাদিগের বংশ-ধরগণের চরিত্র বর্ণনাকে বংশাশ্চরিত কহে।

৮ম সংস্থা—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক, স্বভাবতই হটক বা দীর্ঘের মারাবশতই হটক, বিধের যে এই চারি প্রকার বিকার হয়, তাহার নাম সংস্থা বা লয়।

৯ম হেতু—অজ্ঞানবশতঃ কর্মকারী জীব এই বিশ্বের সৃষ্টি আদির হেতু, ইহাই অনুশরী, কাহারও মতে অব্যাকৃত।

১০ম অপাশ্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুশুপ্তি এই তিন অবস্থায় যিনি জীবরূপে বর্ত্তমান থাকেন; সেই মারাময় সকল সাক্ষীস্বরূপে যাহার সধক এবং সমাধি প্রভৃতিতে যাহার সধক ভাব, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকেই অপাশ্রয় কহে। যেমন ঘটাদি পদার্থসমূহে যুক্তিকাদি দ্রব্য ও রূপ, সামা-দিত্তে সভামাত্র, তেমনি যিনি গর্ভাধান হইতে যুক্ত্য পর্যন্ত সকল অবস্থাতে যুক্ত ও অযুক্ত আছেন, তিনিই অপাশ্রয়।

উক্ত লক্ষণগুলি পুরাণের লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইলে ও তৎপরবর্তী শ্লোকে ‘প্রাচঃ কুলকানি মহান্তি চ’ এই বচ-নের দ্বারা উহা উপপুরাণের লক্ষণ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বিশেষতঃ পুরাণ পঞ্চলক্ষণাত্মক বলিয়াই সকল পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। [পুরাণ দেখ।]

উপপুন্সিকা (স্ত্রী) উপগতা পুন্সিকাম্। বিকাশতাব, সংজ্ঞায় কন্ টাপ্ অত ইত্ম। জ্ঞা, হাকিকা, হাই।

উপপ্রদান (স্ত্রীঃ) উপ-প্র-দা-নু। ১ উৎকোচ। (হেমত। ৪০১) সুপ্। ২ সন্ধির নিমিত্ত ভূম্যাদি দান। ("সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেনো দৃশ্যত ততঃ।" রামায়ণ) ৩ দ্রব্যদান।

উপপ্রলোভন (স্ত্রী) উপ-প্র-লুভ-গিচ্-লু। ১ সম্যক প্রলোভন। প্রলোভন। করণে লু। ২ সম্যক প্রলোভনযোগ্য দ্রব্য। ("উচ্চাবচাছুপপ্রলোভনানি।" দশকুমার।

উপপ্লব (পুং উপ-প্ল-অপ্। ১ আকাশ হইতে উদ্ভাপাতাদি রূপ উপপ্লব। ২ রাহগ্রহ। ৩ বিপ্লব। (উপপ্লবঃ সৈংহিকেরে বিপ্লবোৎপাতয়োরপি। মেদিনী।) ৪ ভয়। ৫ অন্তত, অমঙ্গল। ৬ বিপত্তি। ৭ রাজবিপ্লব, রাজ প্রতিকূলে প্রজাদি-দিগের অভ্যুত্থান। ৮ চন্দ্রাদি গ্রহণ। ৯ উপরে বেঠন। ১০ ঔপসর্গিক নরক গীড়ন। ১১ বিকল্প। ১২ প্রতিবন্ধ।

উপপ্লবী [ন] (ত্রি) উপ-প্ল-গিনি। ১ ভয়যুক্ত, ভীত। ("নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যঃ।" রঘু ১৩। ৭। ১।) উপপ্লবিনো ভয়-বন্তঃ। মল্লিনাথ।)

উপপ্লব্য (স্ত্রী) উপ-প্ল-আধারে বাহুলক্যং বৎ। বিরাট-নগরের নিকটবর্তী নগরবিশেষ। (মহাভারত আদি ২। ২১২, উদ্যোগ ২৩। ১, শৌনক ১১। ৫, শল্য ৬২। ২৪।)

উপপ্লুত (ত্রি) উপ-প্ল-ক্ত। ১ উপপ্লবযুক্ত। ("উপপ্লুতং পাতুমদো মদোকৈতঃ।" মাঘ।) ২ রাহগ্রহণ। ৩ ভীত। ৪ গীড়িত। ৫ বিপদগ্রস্ত।

উপবন্ধ (পুং) উপ-বন্ধ-বঞ্। ১ বন্ধস্তরবন্ধন, কাহারও বন্ধনোদ্দেশ্যে ঋৎসমীপে অপরের বন্ধন। ২ পদ্মাসন, বন্ধ-সদৃশ অবাস্তরাসন বিশেষ। ৩ সংখ্যাবিশেষ দ্বারা সম্বন্ধ প্রতিপাদন।

উপবহ (পুং) উপবহাতে আতীৰ্য্যতে উপ-বহ-কর্মণি-বঞ্। ন বৃদ্ধিঃ। ১ উপধান, বালিশ। বহ হিংসারাম্ ভাবে বঞ্। ন বৃদ্ধিঃ। ২ উপগীড়ন।

উপবর্হণ (স্ত্রী) উপবর্হ্যতে কর্মণি লু। ১ উপধান, বালিশ। [উপবর্হ দেখ।]

উপবাধা (স্ত্রী) উপ-বাধ-অ-টাপ্। সংগীড়ন।

উপবাহ (পুং) উপগতো বাহম্। কাছ সমীপবর্তী অঙ্গ-ভেদ। (অব্য) বাহুর নিকটে।

উপব্ধ (পুং) উপগতঃ শব্দঃ প্রাদি স। অভিধব শব্দ। ("প্রীবাণো যন্ত রকস উপব্ধৈঃ।" ঋক্ ৭। ১০৪। ১।) উপব্ধে অভিধবশব্দৈঃ। সায়ন।)

উপব্ধি (পুং) বাক্, শব্দ। (নিষট্ ১। ১১) প্রবণার্থ।

(মকতাং পুং আরতামুপব্ধিঃ। ঋক্ ১। ১৬২। ৭। ১।) উপব্ধিঃ প্রবণার্থঃ। সায়ন।)

উপভঙ্গ (পুং) উপ-ভনজ-বঞ্ কৃষম্। পৃষ্ঠপ্রদর্শন, বুঝাদি হইতে পলারন, ছড়তল।

উপভুক্ত (ত্রি) উপ-ভূজ-ক্ত। ১ ব্যবহৃত। ২ ভক্ষিত।

উপভুক্তি (স্ত্রী) উপ-ভূজ-ক্ति। উপভোগ।

উপভূষণ (স্ত্রী) উপমিতং ভূষণেন। ঘণ্টাচামরাদি উপকরণ। "ঘণ্টাচামরকুন্ডাদিপাজোপকরণাদিকম্।

তদভূষণান্তরে দদ্যাদবদ্যাত্তপভূষণম্॥" কালিকাপু ৬৮ অঃ।

উপভূৎ (স্ত্রী) উপ-ভূ-কিপ্। চক্রাকার বজ্রপাণ্ড। (অমর)

উপভোগ (পুং) উপ-ভূজ-বঞ্। নির্দেশ, ভোজনাতিরিক্ত ভোগ। ("প্রিয়োপভোগচিক্বেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরম্॥" রঘু ১২। ২২।) ২ ব্যবহার। ৩ ভক্ষণ।

উপভোগ্য (ত্রি) উপ-ভূজ-ণ্যৎ অন্নার্থে কৃষম্। উপভোগ-যোগ্য।

উপভোজী [ন] (ত্রি) উপ-ভূজ-গিনি। উপভোগকারক। ("উচ্ছিন্নবলিতিক্বেষু ভিন্নক্যাংভোগভোজিষু।" হুত্রত।)

উপম (ত্রি) উপনীয়তে উপ-মা-ক। ১ উপমের। (ঋক্ ৫। ৩। ৩) ২ উপনমীয়তে সমীপে কিপ্যতে মি বাহুলক্যং ড। অস্তিক। (নিষট্ ২। ১৬), নিকট। ("উভোগমানাং প্রথমো নি বীদসি।" ঋক্ ৮। ৫০। ২।) ৩ অস্তিকস্থিত, সমীপস্থ। ("উপমং স্বা মঘোনাং জ্যেষ্ঠং চ বৃষভাণাং।" বালখিল্য ৫। ১।)

উপমদগু (পুং) স্বকন্দের পুত্র, অকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

উপমস্ত্রণ (স্ত্রী) উপ-মস্ত্র-লু। ১ আমন্ত্রণ, প্রার্থনাপূর্বক প্রবর্তনারূপ ব্যাপার। (ভাসনোপসংভাষাজ্ঞানবদ্বিষমভূপ-মন্ত্রণে বদঃ। পা ১। ৩। ৪৭। ১।) 'উপমস্ত্রণং রহস্য-পচ্ছন্দনম্।' সি' কো'। ২ খোসামুদ।

উপমস্ত্রী [ন] (ত্রি) উপ-মস্ত্র-গিনি। খোসামুদে। ("হসনামুপ মস্ত্রিণঃ।" ঋক্ ৮। ১১২। ৪। ১।) 'উপমস্ত্রিণঃ উপমস্ত্রণবস্তো নর্মসচিবা হসনামুপহাসস্বক্যং বাচমিচ্ছন্তি।' সায়ন।)

উপমস্থগী (স্ত্রী) উপমথ্যতে হনয়। উপ-মস্থ-করণে লু। ৩। ৩। ১।) অগ্নিমহনসাধক দ্রব্য। (শতপথব্রা ১৪। ২। ৩। ২১।)

উপমমু্য (পু) আরোদধোম্য মুনির একজন শিষ্য। তিনি অতি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর আদেশে গোচারণ করিতেন, এই সময়ে তাঁহার ভিক্ষার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইত। প্রতিদিন সায়াকে গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, গুরুর নিকটে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন আরোদ-ধোম্য তাঁহাকে অতিশয় মূল্যবান দেখিয়া দ্বিজাসা

করিলেন, উপমহা! তোমাকে অতিশয় হৃষ্টপূর্ণ দেখি-
তেছি। তুমি কি আহার করিয়া থাক? উপমহা গুরুকে
আপনার ভিকারবৃত্তির কথা জানাইলেন। তখন আরোহ-
ধোম্য বলিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিকারোগ্য
জ্ঞাপ্য উপতোগ করা তোমার উচিত নয়। তদবধি উপমহা
বাহা ভিকা করিয়া আনিতেন, তাহাই গুরুকে প্রত্যর্পণ
করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার শরীর কিছু কমিল
না দেখিয়া আরোহধোম্য উপমহা বাহাতে লক্ষ্য প্রকার
আহার না পায় তাহার উপায় করিলেন। একদিন গোচারণ-
কালে উপমহা কুখার অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তখন
অপর কিছু না পাইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই
পত্রের শুণ্ডে তিনি অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করিতে করিতে এক কূপে পড়িয়া গেলেন।

এদিকে আরোহধোম্য বৎসলময়ে উপমহাকে দেখিতে
না পাইয়া নানাস্থানে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কূপের নিকট
আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। কূপমধ্য হইতে
উপমহা আপনার অবস্থা গুরুদেবকে জানাইলেন।
আরোহধোম্য তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারবয়ের স্তব করিতে
বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়
তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা
উপমহাকে এক পিঠক দিয়া খাইতে বলিলেন, কিন্তু গুরু
তক উপমহা গুরুকে নিবেদন না করিয়া কিছুতেই খাইতে
চাহিলেন না। তাঁহার গুরুভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমার
তাঁহার চক্ষুর প্রদান করিলেন এবং এই বলিয়া বর
বিলেন—“সকল বেদ ও সকল ধর্মশাস্ত্র সকল সময়ে তোমার
স্মৃতিপথে থাকিবে।”—(মহাভারত আদি ৩ অঃ)

উপমর্দ (পু) উপ-মৃদ-বঞ। ১ আলোড়ন। ২ হিংসন।
৩ নিস্পীড়ন। ৪ ধান্যাদির নিস্পলনীয়করণ, ধানমার্জা। কর্তরি
হুন্। উপমর্দক।

উপমা (স্ত্রী) উপমীয়তে উপ-মা-অঙ-টাপ্। ১ তুল্যতা,
সাদৃশ্য। ২ অর্থালঙ্কার ভেদ, সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয়
দুইটি বস্তুর তুল্যতা কথন।

“উপমা যত্র সাদৃশ্য লক্ষ্যকল্পসতি যয়োঃ।” সাহিত্যদর্পণ।

যেমন “হংসীর তুপতে কীর্তিঃ স্বর্ণদীপবগাহতে।” রাজার
কীর্তি হংসীর দ্বারা স্বর্ণদীপে অবগাহন করিতেছে। এখানে
হংসীর উপমা দিয়া রাজকীর্তি বর্ণিত হইল।

উপমাক, বিজগৎপত্তন জেলার সর্বসিদ্ধি তালুকের অন্তর্গত
একটি গ্রাম। অক্ষা ১৭°২৫' উঃ, দৈর্ঘ্য ৮২°৪৬' পূঃ।
এখানে একটি অতিপ্রাচীন দেবমন্দির আছে, এখানে ঈশ-

রের আকাশমূর্তি বিদ্যমান, আকাশমূর্তি বলিয়া সাধারণ
দেবমূর্তির দর্শন পান না। এখানে কাকুলমানে দেবতার
বিবাহ উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। অনেক এই
গ্রামে বিবাহ দিতে আসেন। প্রবাদ এইরূপ, এখানে
বিবাহ দিলে দ্রীলোক পতিব্রতা ও সৌভাগ্যশালিনী হয়।

উপমাত্তা [খ] (স্ত্রী) উপমিত্তা মাতা। ১ বাতী, খাই।
(বাতী তু ভাহুপমাত্তা। হেম ৩। ২২২।) ২ মাতৃতুল্য,
মাতী, পিসী ইত্যাদি। (স্ত্রী) উপ-মাত্ত-তুহ। ৩ উপমানকর্তা।
উপমাদ (স্ত্রী) উপমানয়তি উপ-মদ-নিচ-অচ্। উপমাদক,
হর্ষজনক। (“উপমানয়নমাদকং যজ্ঞম্।” ঋগ্ভাষ্যে
লায়ন ৩। ৫। ৫)

উপমান (স্ত্রী) উপমীয়তেহেনেন উপ-মা-ভাবে লুট্।
১ প্রমাণ বিশেষ। ২ সাদৃশ্য, উপমা-করণে লুট্। ৩ ভ্রাম্যতে,
সাদৃশ্য জ্ঞানসাধন; বাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়। ইহা
তিন প্রকার—সাদৃশ্য বিশিষ্ট পিতৃজ্ঞান, অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট
পিতৃজ্ঞান, বৈধর্ম্যবিশিষ্ট পিতৃজ্ঞান। (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়)
[গলেশোপাধ্যায়কৃত উপমানচিন্তামণি গ্রন্থে উপমান শব্দের
বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

উপমারণ (স্ত্রী) উপ-মৃ-গিচ-লুট্। বজ্র অবতুখোদক
নিকটে গিয়া যুতে অল নিক্ষেপ। (শতপথ ২। ৫। ২। ৪৬)

উপমাস্ত্র (স্ত্রী) উপমাংসে প্রতিমাস্তবৎ যৎ। পিতৃদিগের
তৃষ্টির জন্য প্রতিমানে করণীয় শ্রাদ্ধ। অথর্ববেদ ৮। ১০। ১৯)

উপমিৎ (স্ত্রী) উপ সমীপে মীয়তে ক্রিপ্যতে উপ-মি-কিপ্।
১ উপনিখাত। ২ উপস্থাপয়িতা। ৩ স্থণা। (“উপমিৎ
স্থণা।” ঋগ্ভাষ্যে সায়নাচার্য ৪। ৫। ১।) ৪ উপমাকারী।

উপমিত্ত (স্ত্রী) উপ-মাত্ত-লুট্। সদৃশ, অহরূপ।

উপমিতি (স্ত্রী) উপ-মাত্ত-কিন্। ১ উপমালঙ্কার। ২ নৈমিত্তিক
মতে, অহুতবসিদ্ধ জাতি বিশেষ। (নীলকণ্ঠী)। সংজ্ঞা সংজ্ঞানবন্ধ-
জ্ঞান। (তর্কসংগ্রহ)। সাদৃশ্যজ্ঞানকরণ জ্ঞান (ভারতবর্ষী)।

উপমেত (পুং) উপমাং ইতঃ। শালবৃক্ষ।

উপমের (স্ত্রী) উপমীয়তেহেনো উপ-মা-বৎ। ১ সাদৃশ্যলঙ্কার,
উপমার বিষয়ভূত, অপরের সহিত বাহার উপমা দেওয়া
যায়। (“নবেন্দুনা তরতসোপমেরম্।” রঘু।)

উপমেরোপমা (স্ত্রী) অর্থালঙ্কার বিশেষ।

উপমট [জ] (পুং) উপ-মজ-বিজুপেজ্জলসি। পা ৩। ২। ৭৩)
ইতি উপপদে হ্রস্বসি বিচ্। পতবাগাদ বজ্রবিশেষ।
(শতপথ ৩। ৮। ৪। ৪)

উপমস্তা [খ] (পুং) উপ-মদ-তুহ্। পতি (রঘু ৭। ১)
(স্ত্রী) সংমনকর্তা।

উপযুক্ত (ক্ৰী) উপগতং যজ্ঞম্। শল্যোক্তারণার্থ যজ্ঞবিশেষ।
সুক্রতের মতে উপযুক্ত ২৫ প্রকার—দড়ি, বিনান চুল, পাট,
চৰ্ম, গাছের ভিতরের ছাল, লতা, কাপড়, ছড়ী, পাথর,
মুকদার, হাড়, পায়ের চোটে, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ,
কেশ, বোড়ার খুর, গাছের ডাল, ধুতু, হর্বজনক ত্রব্য,
এবং কান, অঙ্গি ও ঔষধ এইগুলি উপযুক্ত। বেহে ও বেহের
প্রত্যঙ্গে, সন্ধিহানে, কোষ্ঠে ও ধমনীমধ্যে যে স্থানে যেটি
প্রয়োজন, সেই স্থানে সেটি ব্যবহার করিবে। (সুক্রত
সূত্রস্থান ৭ অঃ)

উপযম (পুং) উপ-যম- (যমঃ সমুপনিবিবৃচ। পা ৩।৩।৬০)
ইতি অণ্। বিবাহ। (পাণিগ্রহণসূত্রাহ উপাং যামযমাবপি।
হেম ৩।১৮২) [বিবাহ দেখ।]

উপযমন (ক্ৰী) উপ-যম-লুট্। ১ বিবাহ। (নিত্যং হন্তে
পাশাংযমমেনে। পা ৪।৪।৭৭।) ২ সংযমন। ৩ অগ্নির
অধঃস্থাপন। করণে লুট্। ৪ বন্ধনসাধক কুশাদি।

উপযমনী (ক্ৰী) উপযম্যতে কর্ম্মনি লুট্ ভীপ্। অগ্ন্যধানাক
নিকতাদি। (“যোপযমনী তে শ্রোণিকপালে।” ঐতরেয়-
ব্রাহ্মণ ১।২২।) ২ সংযমনী।

উপযক্টা [ঋ] (পুং) উপ-যজ-তৃচ্। বোড়শ প্রকার ঋষি-
গের মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋষিগু বিশেষ, উপযাজ।
(শতপথব্রা ৩।৮।৫।৫)

উপযাচক (ত্রি) উপ-যাচ-বুল্। স্বরংযাচক। যে নিকটে
যাক্সা করে।

ত্রিযাং টাপ্। অতঃ ইত্। উপযাচিকা। যে ক্রী পর-
পুরুষের নিকটে গিয়া সন্তোগ প্রার্থনা করে।

উপযাচন (ক্ৰী) উপ-যাচ-লুট্। দেবতাদির নিকট অতীষ্টাদি
প্রার্থনা।

উপযাচিঁত (ত্রি) উপযাচ্যতেহেনেন উপ-যাচ-ক্ত। ১ প্রার্থিত,
বাহা বা বে বিষয়ে প্রার্থনা করা গিয়াছে। ২ অতীষ্ট সিদ্ধির
জন্ত অর্পিত, সমর্পিত।

উপযাচিতক (ত্রি) উপযাচিত-কন্। ১ অতীষ্টসিদ্ধির জন্ত
দেবতাদি দেয়, ইষ্টোদ্দেশে দেবদাদির নিকট বাহা মানা যায়।
২ প্রার্থিত। (ক্ৰী) দেবদেয় বস্ত। (শব্দার্থিক)

উপযাজ (পুং) উপ-যজ-বঞ্। (প্রযাজাহুযাজো বজাজে।
পা ৭।৩।৬০।) ইতি বজাজস্থানং কুত্বম্। ১ বজাজ
বাগবিশেষ, ইহা ১১ প্রকার।

(“একাদশ প্রযাজা একাদশাহুযাজা একাদশোপযাজা
এভেহলোমিণাঃ পত্তভাজনাঃ।” ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ২।১৮।)
২ কাষ্ঠপগোত্র ঋষিবিশেষ। (ভারত আদি ১৬৭ অঃ।)

উপযাত (ত্রি) উপ-যা-কর্ত্তরি ক্ত। আচার্য্যসমীপে আগত।
("উপযাতার্য্যামিতি কোহনীর।" গোতিল।) ২ প্রাপ্ত।

উপযান (ক্ৰী) উপ-যা-লুট্। নিকটে গমন, উপসর্গণ।
("উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যাপসর্গম্।" রামায়ণ।)

উপযান (পুং) উপ-যম- (যমঃ সমুপনিবিবৃচ। পা ৩।৩।
৬০) ইতি বিকল্পে বঞ্। ১ বিবাহ। উপ-যম-গিচ্-অচ্।
২ বজাজ পাত্রবিশেষ। (ভৃকৃষজুঃ ৭।৪)

উপযুক্ত (ত্রি) উপ-যুক্ত-ক্ত। ১ যোগ্য, ভাব্য। ২ ভুক্ত।
৩ রচিত।

উপযোগ (পুং) উপ যুক্ত্যতে যুক্ত-বঞ্। ১ আচরণ।
২ ভোজন, অলযোগ। ("পর্য্যগতে মদনফলমজ্ঞবহুপযোগঃ।"
সুক্রত।) ৩ সাহায্য। ("অনললেখকিয়রোপযোগম্।"
কুমার।) ৪ ইষ্টসিদ্ধির জন্ত ধর্ম্মকর্ম্ম। ৫ আবশ্যকতা,
উপযোগিতা। ৬ ভোগ।

উপযোগিতা (ক্ৰী) উপযোগিন্-তল্। ১ আবশ্যকতা,
প্রয়োজন। ২ কার্য্যকারিতা। ৩ সাহায্য। ৪ উপযুক্ততা।

উপযোগী [ব্] (ত্রি) উপ-যুক্ত- (যুক্তাকীড়বিবিচতাজর-
জতজাতিচরাপচরাশুভাভোহমন্ট। পা ৩।২।১৪২।) ইতি
বিহুপ্। ১ উপযুক্ত। ২ উপকারী। ৩ সহায়, অহুকুল।
৪ যোগ্য, অহুরূপ। ৫ কার্য্যকারক।

উপযোষম্ (অব্য) আনন্ম।

উপর (ত্রি) বপ-করন্। ১ উপ, স্থাপিত। (উপররে
বহুপরঃ অপিরন্। ঋক্ ১।৬২।৫।১। 'উপর উপ্তাঃ
স্থাপিতাঃ।' সায়ন।) ২ উপরত, ('উপর উপরতাঃ।'
ঋগ্ভাষ্যে সায়ন ৫।২৯।৫।) উপরি জন্মসমরসেনান্ত্যন্ত
(অর্শ আদিত্যোহচ্। পা ৫।২।২৭) ইতি অচ্। ৩ উপরি
কালোৎপন্ন। (উপরাসঃ যজমান জন্ম উপর্যুৎপন্নঃ।'
সায়ন।) ৪ উপল, প্রাপ্তর। (দেশজ) ৫ উর্দ্ধভাগ।

উপরক্ত (পুং) উপ-রক্ত-ক্ত। ১ রাহ। ২ রাহগ্রস্ত
চন্দ্র বা সূর্য্য। (ত্রি) ৩ ব্যসনাসক্ত। ৪ রঞ্জিত। ৫ পীড়ায়ুক্ত।

উপরক্ষক (ত্রি) উপ-রক্ষ-বুল্। সৈন্তের সমীপবর্তী রক্ষক,
যে সৈন্তের নিকটে থাকিয়া রক্ষা করে, সৈন্তগণের
পৃষ্ঠপোষক।

উপরক্ষণ (ক্ৰী) উপ-রক্ষ-লুট্। সজ্জন, রক্ষণার্থ সৈন্ত-
স্থাপন। (সজ্জনং তুপরক্ষণম্। হেম ৩।৪১৩) ২ রক্ষা-
করণ। ৩ চৌকী।

উপরত (ত্রি) উপ-রম-ক্ত। ১ বিরত। ২ নিবৃত্ত।
৩ মৃত, বিগত। ("পিতৃর্হুপরতে পুত্রা বিতলেহুর্ধনং শিখুঃ।"
দায়ভাগ।) ৪ উপরতিযুক্ত।

উপরতাতি (ত্ৰী) উপরত-তার-কর্ণশি জিন, বেদে লভ্যঃ ।

১ বৃহৎ । (উপরতরপলৈঃ পাৰাণতুল্যৈঃ শতৈরুভায়তে বিতীৰ্য্যতে উপরতাতি বৃহন্ম । সায়ন ।) ২ মেঘকরকা দ্বারা আচ্ছাদ্য অন্তরিক । (স্বরস্তি তা উপরতাতি । ঋক্ ১০ । ৫১ । ৫ ।)

উপরতি (ত্ৰী) উপ-রম-জিন্ । ১ বিরতি । ২ বাসনাত্যাগ, ইঞ্জিয়গণের ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য । ৩ বৈরাগ্য । ৪ সন্ন্যাস ।

"বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেবোপরতিরুদ্ভবা ।" বিবেকচূড়ামণি ।
যে বৃত্তির কোন প্রকার বহির্বিষয়ে অবলম্বন নাই, তাহাকে উপরতি বলা যায় । ৫ নিবারণ । ৬ বৃদ্ধি ।

উপরঞ্জক (ত্রি) উপ-রনৃ-পিচ্-ণুল্ । উপরগকারক ।

উপরত্ন (ত্ৰী) উপমিতং রত্নমেব । মণিসদৃশ কাচাদি ।

"উপরত্নানি কাচচ্চ কপূরোহস্থা তথৈব চ ।

মুক্তা শুক্লিত্থা শম্ব ইত্যাদীনি বহুন্যপি ॥

শুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা ।

কিন্তু কিক্তিত্তোহীনা বিশেষোহয়মুদাহৃতঃ ॥" ভাবপ্রকাশ ।

কাচ, কপূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্লি, শম্ব ইত্যাদি উপরত্ন ।

উপরত্নের শুণ্ড রত্নের ন্যায়, তবে কিছু ইতর বিশেষ আছে ।

[কাচ প্রভৃতি দেখ ।]

উপরম (পুং) উপ-রম-বঞ্ নিপাতনাৎ ন বৃদ্ধি । উপরতি ।

উপরব (পুং) উপ-র-আধারে বঞ্ । গর্তাকার প্রদেশ, সোমভিষবের অঙ্গবিশেষ । [শতপথব্রা ৩।৫ ৪।১-১৩ দেখ ।]

উপরস (পুং) উপমিতো রসেন । পারদতুল্য গন্ধকাপি । রাজনির্ঘণ্টের মতে, পারদ, অঞ্জন, কজুঠ, সিন্দূর, গেরিমাটী, কিত্তিক ও শৈলের এইগুলি উপরস । ভাবপ্রকাশের মতে, কজুঠ, গৈরিক, শম্ব, হীরাকস, সোহাগা, নীলাঞ্জন, শুক্লি ও বরাটক এইগুলি উপরস । [প্রত্যেক শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ ।]

উপরাগ (পুং) উপ-রনৃ-বঞ্ । ১ রাহগ্রস্ত চন্দ্র । ২ রাহগ্রস্ত সূর্য্য । ৩ রাহ । ৪ বিগাম । ৫ দুর্গম । (উপরাগো রাহগ্রস্তার্হচন্দ্রয়োঃ, বিগানে দুর্গমে রাহৌ । হেম° অনে ৪ । ৪৭ ।) ৬ পরীবাদ, অপবাদ । ৭ গ্রহকল্লোল । ৮ ব্যসন ।

(উপরাগস্ত পুসি ভাৎ রাহগ্রাসেহর্হচন্দ্রয়োঃ । দুর্গমে গ্রহকল্লোলে ব্যসনেহপি নিগম্যতে ॥ মেদিনী ।) ৯ সঘঙ্ক । ১০ নিম্না । ১১ প্রবৃতি ।

উপরাজ (পুং) রাজার অধীনস্থ রাজতুল্য মাননীয় ব্যক্তি, রাজপ্রতিনিধি । (অব্য) রাজার নিকটে । (ত্রি) রাজতুল্য । ১০ । ভক্ত : কাশ্যাদিত্যঃ ঠঞ্ ক্রিঠৌ । পা ৪।২।১১৬ ইতি ঠঞ্ = উপরাজিক । ১ তৎসম্বন্ধীয় ।

উপরাম (পুং) উপ-রম-বঞ্ বা বৃদ্ধিঃ । ১ উপরতি । ২ মুহূর্ত্ত । ৩ বিবৃতি । ৪ সন্ন্যাস । (অব্য) রামসমীপে ।

উপরি (অব্য) উর্দ্ধ-রিম্ (উর্দ্ধত উপভাবো রিম্ রিট্যতিদৌ চ । পা ৫।৩। ৩১ । সূত্রে ষাট্ঠিক ।) ইতি উপাদেশচ্চ । ১ উর্দ্ধে, উপরে । ("বিখ্যা তৎসত্যাহুপরিপ্ৰেতা ভবেন ।" শুক্লযজু ৭।৩) ২ অনন্তর, পরে ।

উপরিচর (পুং) পুরুষাংশীর একজন রাজা । তাঁহার অপর নাম বহু । তিনি সর্বদা যুগয়াসক্ত ছিলেন । ইজের উপদেশক্রমে চেদিরাজ্য অধিকার করেন । ইজ তাঁহাকে ক্ষটিক-নির্মিত বিমান ও বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিয়াছিলেন ।

উপরিচর ইজধ্বজ পুজার প্রবর্তক । তিনি বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে সঞ্চরণ করিতেন, উপরে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া উপরিচর নাম হয় । তাঁহার মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র আছে,—১ম বৃহদ্রথ অপর নাম মহারথ, ২য় প্রতাপ্রহ, ৩য় কুশাব ইহার অপর নাম মণিবাহন, ৪র্থ মাবেল ও ৫ম যজু ; যিনি যে দেশে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হয় ।

উপরিচরের রাজধানীর নিকটে শক্তিমতী নামে নদী ছিল । তিনি কোলাহল নামে একটি পর্ব্বত বিদীর্ণ করিলে শক্তিমতী নদী পর্ব্বতের সেই বিদীর্ণ পথ দিয়া বহির্গত হইলেন । সেই পর্ব্বতে এক পুত্র ও এক কন্যা আছে । শক্তিমতী সেই পুত্রকন্যা লইয়া রাজাকে প্রদান করেন । পুত্রটি সেনানী কার্যে নিযুক্ত হইলেন । যথাকালে গিরিবালা গিরিকা ঋতুসাতা ও শুচি হইয়া আপন অবস্থা রাজাকে জানাইল । সেই দিবস রাজার পিতৃলোকগণ তাঁহাকে যুগয়া করিতে আদেশ করেন । রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে যুগয়ার্য বাহির হইলেন, কিন্তু অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী গিরিকাকে ভুলিতে পারিলেন না । রাজা সেই রমণীর বসন্তকালে কাননে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু তাহার যুগয়া মনে রহিল না, গিরিকাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুমূলে উপবেশন করিলেন । সেই স্থানে তাঁহার রোতক্ষলন হইল । তিনি যতপূর্ব্বক আপন রোতঃশোধন করিয়া, এক স্ত্রেনপক্ষীকে অর্পণ করিয়া বলিলেন তুমি এই রোতঃ লইয়া আমার মহিষীকে প্রদান কর । স্ত্রেনপক্ষী তজ্জ লইয়া আকাশপথে চলিল । সেই সময়ে আর একটি স্ত্রেন তাহার চক্ষুস্থিত রোতকে মাংস মনে করিয়া তাহাকে অক্রমণ করিল । উভয়ের বিবাদে রোতঃ চক্ষুভ্রষ্ট হইয়া বহুদূর অগ্রে পতিত হইল । সংস্কৃতপুঁজ অত্রিকা

সেই যেতে তখন করিল। দশ মাস পরে একজন বীর সেই মংসীকে ধৃত করে। মংসীর উদর হইতে এক কচ্ছপ ও এক পুত্র বাহির হইল। মংসীবিরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া উপরিচর রাজার সমক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিল। রাজা ঐ কচ্ছপ ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রটি মংসীরাজ এবং কচ্ছপ মংসীগন্ধা নামে বিখ্যাত হন। এই মংসীগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী। (ভারত আদি ৬২ অঃ)

উপরিমেখল (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। ১। যজ্ঞ-দিভ্যো গোত্রো। পা ২। ৪। ৬৩। ইতি যজ্ঞাদি পরম গোত্র প্রত্যয়ভাণ্ডলুক্। ভক্তদমিত্যণ্ উপরিমেখল।

উপরিবৃহতী (জী) বৈদিক বৃহতীছন্দোবিশেষ।

উপরিষ্টাভ্যোতিষ্মতী (জী) বৈদিক ছন্দোবৃদ্ধিভেদ। [জ্যোতিষ্মতী দেখ।]

উপরিষ্টাৎ (অব্য) উর্দ্ধ (উপব্যুপরিষ্টাৎ। পা ৫। ৩। ৩১। ভতঃ 'উর্দ্ধত উপত্যাবো রিলরিষ্টাভিনো চ। বার্তিক) ইতি রিষ্টাভিল্। উপরি। (উপরিষ্টাভ্যুপ্যর্কে। হেম ৬। ১৬২।)

উপরিসদ্ (পুং) উপরি সীদতি-সদ-কিপ্। রাজস্বয়জ্ঞে সোমনেতৃক জবন্ধন নামক দেবতাবিশেষ ("যে দেবী সোমনেত্রী উপরিসদো জবন্ধনভ্যেভ্যঃ স্বাহা।" শুক্লযজুঃ ৯। ৩৫।) (জি) উর্দ্ধস্থিত।

উপরিসদ্য (স্ত্রী) উপরি-সদ-ভাবে বাহলকাৎ বৎ। ১ উর্দ্ধে অবস্থান। ২ অন্তরীক্ষে উপবেশন।

("উপরিসদ্য অন্তরীক্ষসদ্যামাকাশে উপবেশনম্। শতপথ-ব্রাং ভাষ্যে হরিষ্মতী ৫। ২। ১। ২২।)

উপরীতক (পুং) শৃঙ্গারবন্ধনবিশেষ, আসন বাধান।

"একপাদমুগ্ধো ক্কা দ্বিতীয়ঃ ক্কসংস্থিতম্।

নারী কামযতে কামী বন্ধঃ ত্রাহপরীতকঃ ৪" রতিমঞ্জরী।

উপরুদ্ধ (জি) উপ-রুধ-ক্ত। ১ আবৃত, বদ্ধ। ২ প্রতিরুদ্ধ। ৩ উৎপীড়িত। ৪ অহরুদ্ধ, বাহ্যকে অহরোধ করা হইয়াছে।

উপরূপক (স্ত্রী) উপমিতং রূপকেন। নাটকবিশেষ। ইহা ১৮ অষ্টাদশ প্রকার যথা—

নাটিকা, জ্যোতিক, গোষ্ঠী, সটক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, লাগ্য, কাব্য, প্রোক্ষণ, রাসক, সংলাপক, ক্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্দলিকা, প্রেক্ষণী, হরীশ, ভাগ।

উপরোধ (পুং) উপ-রুধ-বঙ্। ১ আবরণ, আচ্ছাদন। ২ প্রতিবন্ধ। ৩ অহরোধ। ৪ পীড়ন।

"ভৃত্যানামুপরোধেন বৎ কদোভ্যোর্দ্ধদেহিকম্।

ভক্তনজ্ঞহৃদোকর্কঃ জীবভক্ত ভৃত্য চ ৪" মজ্জ ১১। ১৮।

(উপরোধো, ভক্তনজ্ঞাদিনা যথোপযোগ্যমাহরণম্। মেঘাতিথি।)

উপরোধক (স্ত্রী) উপ-রুধ-বঙ্। ১ গর্ভাগার। ২ বাস-গৃহ। (শক-রত্ন) ৩ রস। (শকাঙ্কি)। (জি) উপরোধকর্তা।

৫ আবরক। ৬ প্রতিবন্ধক। ৭ অহরোধকারী।

উপল (পুং) উপলতি উপ-লা-ক অথবা উপ-ল-অহ।

১ পাবাণ। ("রেবাং ত্রক্ষ্যহুপলবিষমে বিক্ষ্যপাদে বিশীর্ণাম্।" মেঘ।) ২ রত্ন। (উপলো এবিরত্নরোঃ। হেমং অনে ৩। ৬২৫)

উপলক্ষ } (পুং) ১ অবলম্বন। ২ প্রয়োজন। ৩ উদ্দেশ্য।
উপলক্ষ্য }

উপলক্ষক (জি) উপ-লক্ষ-বঙ্। ১ উদ্ভাবক।

("মেধাবী বাক্পটুঃ প্রোক্তঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।" কামন্দক।)

২ উপাদানলক্ষণ স্বত্তে ইভরবোধক শব্দ। ৩ দর্শক।

উপলক্ষণ (স্ত্রী) উপ-লক্ষ-করণে ল্যুট্। ১ অজহংস্বার্থী লক্ষণ। [অজহংস্বার্থী দেখ।] ২ অন্যের উদ্বোধক লক্ষণ। ৩ বিশেষণ।

উপলধিপ্রিয় (পুং) উপলধিঃ প্রিয়ো যন্ত। চমর নামক লত, চামরী গাই। [চমর দেখ।]

উপলক (জি) উপ-লভ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ জাত।

উপলকার্থী (স্ত্রী) উপলকঃ অর্থো যস্যঃ। আখ্যায়িকা। (আখ্যায়িকোপলকার্থী। অমর।)

উপলকা [খ] (জি) উপ-লভ-ভৃচ্। ১ প্রাপ্ত। ২ জাত। (পুং) ৩ আত্মা। স্ত্রিয়াং জীপ্। উপলকী।

উপলক্ৰি (স্ত্রী) উপ-লভ-ক্তিন্। ১ বোধ, জ্ঞান। ২ মতি। ৩ প্রাপ্তি, লাভ।

(উপলক্ৰিমতো প্রাপ্তাবপি জ্ঞানে চ বোধিতি। মেদিনী।)

উপলভেদী [ন] (পুং) পাবাণভেদী বৃক্ষ। (Plectranthus aromaticus) হিন্দুস্থানীরা পাথর কোড় ও বঙ্গদেশে হাড়-জুড়ি বলে।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার পর্যায়—শ্বেতা, পলভিৎ, শিল-গর্ভজ, অশ্বভেদী, শিলাভেদ, নগভিন্নক, ভেদক, অশ্বয়, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী, পাবাণভেদ।

বৈদ্যকের মতে ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কষায়, বভিশোধক ও ভেদক; অশ্ব, শুষ্ক, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাশাত, স্রোণ, পাথরী, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল, ত্রণ ও বাতাদি দোষনাশক। এই গাছ ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

উপলভ্য (জি) উপ-লভ-কর্তৃণি বৎ। ২ প্রাপ্য। (যযু ৭। ২৮) ২ জের। *। উপাৎ প্রশংসায়াম্। পা ৭। ১। ৬৬। ইতি হুম্। উপলভ্য।

উপলভ্য (পুং) উপ-লভ-বঙ্ (লভেচ্। পা ৭। ১। ৬৪।) ইতি হুম্। ১ অহুতব, বোধ। "সৌহৃদ্যবিয়ক্রিণোপলভ্যার

ধর্মায়গ্যমিদমারাতঃ।" শকুন্তলা।) ২ লাত। (উপলভ-
অহুতবে লাতে চ। শকুন্তি।)

উপলভ্য (ত্রি) উপ-লভ-ঘঞ। (লভেচ্চ। পা। ৭। ১। ৬৪।)

ইতি হুম্, ততঃ কন্। অহুতাবক, অহুতবকারী।

উপলভ্য (ত্রি) উপ-লভ-ণ্যৎ (উপাৎ প্রশংসার্য। পা
৭। ১। ৬৬।) ইতি হুম্। তব্য, তবযোগ্য।

উপলা (ত্ৰী) উপ-লা-ক-টাপ্। ১ শকুন্তা। (উপলাশকুন্তারাম্।
হেম* অনে ৩। ৬২৬।) ২ প্রস্তরময় ভূমি। (বৈজয়ন্তী।)

উপলিঙ্গ (ক্ৰী) উপ-লিঙ্গ-ঘঞ। উপলগ্ন, উপজব।
(উপলিঙ্গং বরিতঃ তাহুপলগ্ন উপজবঃ। হেম ২। ৩৯।)

উপলেন (পুং) উপ-লিপ-ঘঞ। ১ গোময়াদি দ্বারা লেপন।
২ সকল ইন্দ্রিয়ের অবসাদন। (অশ্বত)

উপবক্তা [ঋ] (ত্রি) উপবক্তি উপদিশতি উপ-বচ-ভৃচ্।
যজ্ঞে পর্য্যবেক্ষক ঋষিগণবিশেষ, যজ্ঞতত্ত্বাবধায়ক। ২ সদন্ত।
"উপবক্তাঃ ধর্মব্যুৎপত্তীনাং সর্কেষাং কর্মণামুত্থার্থমিদং
প্রণয়েত্যাদিরূপস্য বাক্যস্য বক্তা সন্ ব্রহ্মসি, সর্কেষাং
কর্মণামবৈকল্যার্থমুপব্রতী সন্ন্যাসো বাসি। বেদার্থপ্রকাশে
সায়নাচার্য্য।) ৩ উপদেষ্টা, যে উপদেশ দেয়।)

উপবজ্র (পুং) উপগতো বজ্রম্। বজ্রদেশের সমীপস্থ দেশভেদ
(বরাহ* বৃহজ্জাতক ১৪। ৮।)

উপবট (পুং) প্রিয়ালবৃক্ষ, প্রিয়াল গাছ।

উপবন (ক্ৰী) উপমিতং বনেন। কৃত্রিম বন, উদ্যান, বাগান।
[আরাম দেখ।] (অব্য) বনসমীপে।

উপবর্ণন (ক্ৰী) উপ-বর্ণ-লুট্। সম্যক্ কীর্তন। স্বরূপ লক্ষণ,
গুণাদি কথন।

উপবর্তন (ক্ৰী) উপাগত্য বর্তন্তে অজ, উপ-বৃত-লুট্। বিষয়,
জনপদ, সজল নির্জল স্থানমাত্র।

উপবর্ষ (পুং) পানিনি, কাত্যায়ন, ব্যাডি প্রভৃতি বৈয়াকরণ-
দিগের অধ্যাপক ঋষিবিশেষ।

উপবর্হ (পুং) উপ-বৃহ-করণে ঘঞ। উপধান, শিরোধান,
বাগিশ। (হেম)

উপবল্লিকা (ত্ৰী) অমৃতস্রবা লতা। (রাজ* নি)

উপবসথ (পুং) উপাগত্য বসন্তি অজ, উপ-বস-(থাৎথ-
ঘঞ)তাহুতবিত্রকণাম্। পা ৬। ২। ১৪৪।) ইতি অথ।
১ গ্রাম। ("তেহস্য বিধে দেবা গৃহেনাগচ্ছন্তি তেহস্য গৃহে-
বুপবসন্তি স উপবসথঃ।" শতপথব্রা ১। ১। ১৭।) ২ যোগ-
পূর্ব দিবস।

উপবস্ত (ক্ৰী) উপ-বহু তন্ত্বে উপবৃষ্টবাদিতোজনে-ক্ত।
উপবাস। (উপবস্তমোপবস্তোপবস্তকে। শকুন্তাকর)

উপবস্তি (ত্ৰী) উপ-বহু তন্ত্বে তাৎবে ক্তি। তন্ত্বে, উপবৃষ্ট।
বেতনাদিত্যো জীবতি। পা ৪। ৪। ১২। ইতি জীবতীভ্যো-
তন্নির্ঘর্ষে ঠঞ্—উপবস্তিক্।

উপবাক (পুং) উপ-বচ-ঘঞ কৃষম্। ১ পরম্পর আলাপ।
("নভবন্ত ইহুপবাকসীযুঃ।" ঋক্ ১। ১৬৪। ১। ৪। উপ-
বাকবুপেত্য বচনং পরম্পরবচনম্।" সায়ন।) উপ-বা-ভাবে
কিপ্ তদৈয় কং জলং বজ। ২ যব।

(উপবাক্য যবাঃ।" বেদদীপে মহীধর ১৯। ৯০।)

উপবাকী (ত্ৰী) উপবাক দ্বিগ্যং তীপ্। ইন্দ্রবব।
("বদনৈরুপবাকীভির্ভেবজং তোল্লভিঃ।" শতবন্ধুঃ ২। ১৩০।)

উপবাক্য (ত্রি) উপ-বচ-কর্মণি ঘৎ কৃষম্। ১ সম্ভাবনীয়।
(ঋক্ ১০। ৬৯। ১২) ২ প্রণয়, প্রণামযোগ্য।

উপবাদ (পুং) উপ-বদ-ঘঞ। অপবাদ, নিন্দা। (ত্রি)
বদ-ণিনি। নিন্দুক।

("বেহমাঃ কলহিনঃ পিণ্ডনা উপবাদিনঃ।" ছান্দোগ্যউপ)

উপবাস (পুং) উপ-বস-ঘঞ। ভোজনাতাব।
"উপাবৃতস্য পাপেভ্যো যন্ত বাসো তুগৈঃ সহ।

উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্কভোগবিবর্জিতঃ।"

সর্কভোগবর্জিত হইয়া পাপ হইতে নিবৃত্তির জন্ত দয়া,
কান্তি, ধৈর্য্যাদি নিয়মে অবস্থান করাকে উপবাস বলা যায়।

উপবাস দুই প্রকার বৈধ ও অবৈধ। ব্রতাদির জন্ত বিধি-
পূর্বক যে উপবাস করা যায় তাহাই বৈধ; উহা চারি প্রকার।

"সায়মাদ্যন্তরোরস্তোঃ সায়ং প্রাতঃ মধ্যমে।

উপবাসকলং প্রোম্পোর্বজ্যং তজ্জচতুষ্টয়ম্।"

উপবাস দিনে এই সকল পরিত্যাগ করিবে—অঞ্জন,
গোরোচনা, গন্ধ, পুষ্প, মালা, অলঙ্কার, দণ্ডধারণ, গায়ে বা
মস্তকে তৈলস্রবণ, তাবুল, দিবানিজ্রা, অক্ষত্ৰীড়া, মৈথুন,
ক্রীস্পর্শ। পূজা না হইলে পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত ঋতুকালে
ক্রীস্পর্শ করিলে দোষ হয় না।

উপবাসের পূর্ব ও পর দিনে এই সকল নিষিদ্ধ—কাঁসার
পাত্রে ভোজন, মাংসভোজন, সুরাপান, মধুপান, শোভ,
মিথ্যাকথা, ব্যায়াম, ক্রীস্পর্শ, দিবানিজ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট-
ভক্ষণ, মস্তকভক্ষণ, পুনর্ভোজন, পঞ্চমণ, বান, পরিশ্রম,
দ্যুতক্রীড়া, তৈলমর্দন, পরায়, তৈল, চণক, কোত্রবান্ধ,
শাক, অধিক স্বত, অধিক জলপান।

উপবাসে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দিতে হয়। পুত্র,
ভগিনী, ভ্রাতা ও ভাৰ্য্যা, ইহাদের অভাবে ব্রাহ্মণ উপনিধি
হইবে। ব্রহ্মবৈবর্তের মতে,—উপবাসে একান্ত অসমর্থ হইলে
একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। [একাদশী প্রভৃতি দেখ।]

উপবাসক (ত্রি) উপ-বস-বুল্। অনাহারী, উপবাসকারী।
উপবাসন (ক্ৰী) উপ-বাস উপসেবায়াং, ভাবে লুট্।
উপসেবন। (বৈদ্য সঙ্খ্যামুপাধানে যথোপবাসনে কৃতম্।
অথর্ক ১৪।২।২৬।)

উপবাসী [ন] (ত্রি) উপ-বস-গিনি। অনাহারী, যে উপ-
বাস করিয়া আছে।

উপবাহন (ক্ৰী) উপ-বহ-গিচ্ ভাবে লুট্। সমীপগমন।

উপবাহু (পুং) উৎ-বহ-গাৎ। ১ রাজবান, রাজবাহক হস্তী।
(ক্ৰী) ২ রাজপথ।

উপবিদ্ (ক্ৰী) উপ-বিদ্-কিপ্। ১ প্রাপ্তি। ২
জ্ঞান ('উপবিদা উপবেদনে নৈতে হবীংষি দেবার্থং ন প্রব-
চ্ছবীত্যোতজ্ঞানেন।' ইতি সাঘন।) কর্তরি কিপ্। (ত্রি)
১ প্রাপ্ত। ২ জ্ঞাতা, বোদ্ধা।

উপবিষ (ক্ৰী) উপমিতং বিষেন। চার, গর, কুজিগবিষ।
(চারং পরশোপবিষক। হেম ৪।৩৮০।) (পুং) বিষ-
বিশেষ যথা—

"অর্কসেহুধুস্তুরা লাঙ্গলী করবীরকঃ।

গুজাহিফেনমিট্যতাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥" শাঙ্গ'ধর।

আকন্দ, সেহু, ধূতরা, বিষলাঙ্গলা, করবীর ও কুঁচের
রস এবং অহিফেন এই সাত প্রকার উপবিষ। [প্রত্যেক
শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

উপবিষা (ক্ৰী) অতিবিষা, আতইচ্। [অতিবিষা দেখ।]

উপবিষ্ট (ত্রি) উপ-বিশ-কর্তরি-ক্ত। আনীন, যে বসিয়াছে।

উপবীত (ক্ৰী) উপ-বি-ই-ক্ত। বাসক্কাহাপিত যজ্ঞসূত্র, পৈতা।

"যজ্ঞোপবীতে যে ধার্য্যে শ্রোতে স্মার্ত্তে চ কর্ম্মণি।

তৃতীয়বৃদ্ধরীর্থং বজ্রালাভেহতিদিশ্যতে॥" আল্লিকভট্ট।

শ্রোত ও স্মার্ত্ত কার্য্যে যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন, বজ্রের
অভাবে যজ্ঞোপবীতে উত্তরীর কার্য্য হইয়া থাকে।
বর্ণভেদে উপবীতেরও ভেদ আছে—

"কার্পাসমুপবীতং ত্রাণিপ্রোক্তকৃতং ত্রিভুং।

শগন্থময়ং ব্রাহ্মো বৈশ্বত্মাবিকসৌজিকম্॥" মহু ২।৪৪।

ব্রাহ্মণের উপবীত উর্দ্ধভাবে ত্রিঙণিত কার্পাস সূত্রে,

কজিরের শগন্থে এবং বৈশ্বত্মের মেঘ লোমে হইবে।

উপবৃংহিত (ত্রি) উপ-বৃংহ-গিচ্ কর্ম্মণি ক্। ১ উচ্ছলিত,
উহলে উঠা। ২ বর্দ্ধিত।

উপবেণা (ক্ৰী) নদীবিশেষ, দক্ষিণাংশের কৃষ্ণা নদীর একটা
শাখা বলিয়া অহ্মমিত হয়।

("বেণোপবেণা ভীমা চ বড়বা চৈব ভারত।"

ভারত-বন ২২১ অঃ)

উপবেদ (পুং) উপমিতঃ বেদেন। বেদলম্প আয়ুর্কেনাদি।
চরৎব্যাহের মতে "সর্কেবাসেব বেদনামুপবেদা ভবতি। ঋগ্বেদ-
তায়ুর্কেনঃ যজুর্কেনস্ত ধর্ম্মকেন উপবেদঃ সামবেদস্ত গান্ধর্ককেন
উপবেদঃ অথর্কবেদস্ত শত্ৰুশাস্ত্রাণি ভবতি।"

সকল বেদেরই উপবেদ আছে; ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ু-
র্কেন, যজুর্কেনের ধর্ম্মকেন, সামবেদের গান্ধর্কবেদ এবং অথর্ক-
বেদের শত্ৰুশাস্ত্র।

"ঋগ্বেদতায়ুর্কেনো যজুস্চ ধর্ম্মতথা।

সামবেদস্ত গান্ধর্কমন্ত্রশাস্ত্রাণ্যথর্কঃ॥" দেবীপুরাণ।

শুশ্রুতের মতে আয়ুর্কেন অথর্কবেদের উপাঙ্গ বা উপবেদ।

[আয়ুর্কেন দেখ।]

উপবেশ (পুং) উপ-বিশ-ভাবে ঘঞ্। ১ স্থিতি, বস। ২
উপমিতো বেষন। ২ বেষ।

উপবেশন (ক্ৰী) উপ-বিশ-ভাবে লুট্। ১ আসন। (ব্রহ্মো-
পবেশনে বিনিয়োগঃ।" ভবদেব।) ২ স্থাপন, নিবেশন।

উপবেশি (পুং) উপ-বিশ-ইন্। যজুর্কেনসম্প্রদায় প্রবর্তক
একজন ঋষি। ("অরুণাদরুণ উপবেশে উপবেশেকপবেশি।"

[শতপ্রপত্রাক্ষণ ১৪।২।৪।৩০ দেখ।]

উপবেশী [ন] (ত্রি) উপ-বিশ-গিনি। উপবেশনকারী।

উপবেষ (পুং) উপ-বিশ-করণে ঘঞ্। অরুণ বা প্রাদেশ-
মাত্র অঙ্গার ভাগ করিবার কাঠ। ('অঙ্গারবিভজনার্থং
কাঠবিশেষ উপবেষঃ।' হরিশ্যামী।)

উপবৈণব (ক্ৰী) উপবেণু-অণ্। ত্রিসঙ্খ্য—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন
ও সায়ংকাল। (ত্রিসঙ্খ্য তুপবৈণবম্। হেম ২।৪৪।)

উপব্যাখ্যান (ক্ৰী) উপ-বি-আ-খ্যা-লুট্। কল, মাহাত্ম্য ও
উপাসনাদি কথন।

("ওমিত্যেতদক্ষরং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।"

মাণ্ডুক্য উপ ১।)

উপব্যাখ্য (পুং) উপমিতোব্যাক্ষণ। ১ চিত্রক, চিতাবাধ।

[চিতাবাধ দেখ।] (অব্য) ২ ব্যাক্ষসমীপে।

উপবৃষস্ (অব্য) 'উবসি বিগচ্ছত্যা' কর্কচার্য্য। উপ-
বিগতে। (কাঠা শ্রো-সু ২১।৩।১৪)

উপশম (পুং) উপ-শম-অণ্। ১ ইঞ্জিরনিগ্রহ। ২ তৃক্ষানাশ।
৩ রোগোপশ্রব শাস্তি। ৪ নিবৃত্তি। ("জগত্যাশ্রমং যাতে
নষ্ট যজ্ঞোৎসবাকুলে।" ভারত বন ২০ অঃ)

উপশমন (ক্ৰী) উপ-শম-ভাবে-লুট্। ১ উপশম। পিচ্-
লুট্ ন বৃদ্ধিঃ। ২ নিবারণ।

উপশয় (পুং) উপ-শীঙ, অপর্ধ্যারে অহ্। সমীপশয়ন।

(উপশয়ঃ সমীপশয়নম্। সি'কৌ)

২ নিদানোক্ত পীড়া জন্ত বিপরীত অর্থকারী ঔষধ ও
অন্নাদি হইতে জ্ঞাবহ উপবোধ।

“হেতুব্যাবিধিপৰ্য্যাসবিপর্য্যাত্ত্বার্থকারিণাম্।

ঔষধাবিহারিণামুপযোগং জ্ঞাবহম্॥

বিদ্যাহুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাংখ্যমিতি শ্রুতঃ।” মাধবকর।

উপশল্য (ক্ৰী) উপগতং শল্যং। গ্রামগ্রান্তভাগ, গ্রামান্ত,
ভাগাড়। (রঘু ১৫।৬০)

উপশান্তি (ক্ৰী) উপ-শম-ক্ৰিন্। নিবৃত্তি, উপশম।

(“বলমার্ত্তভরণোপশান্তয়ে।” রঘু ৮।৩১।)

উপশায় (পুং) উপ-শী-(ব্যপযোগে) শেতে পর্যায়ে। পা৩।৩।৩৯)

ইতি ঘঞ্। বিশায়, প্রহরীদিগের পালান্ধ্রমে শয়ন।

উপশিঞ্জন (ক্ৰী) উপ-শিবি-অশ্রাণে লুট্। ১ অশ্রাণ। গিচ্
লুট্। ২ অশ্রাণ, শৌকান। (“ভীক্গক্ছোপশিত্বনৈঃ।”
শ্রুত।)

উপশিষ্য (পুং) শিষ্যের শিষ্য।

উপশোভ (ক্ৰী) উপগতা শোভাং সাদৃশ্চেন অত্যাঃ স। আরো-
পিতশোভা। (“বিহিতোপশোভমুপযাতি মাধবে।” মাধ।)

উপশোভিত (ত্রি) উপ-শোভ-ক্ত। ১ শোভায়ুক্ত। ২ অলঙ্কৃত,
শোভিত।

উপশ্রুৎ (পুং) শ্রুততে উপ-শ্র-ক্ৰিপ্। উপগতা শ্রুৎ যন্মিন্।
যজ্ঞ। (উপশ্রুতি যজ্ঞে। ঋগ্ভাষ্যে সায়েন ৮।৮।৫)

উপশ্রুত (ত্রি) উপ-শ্র-ক্ত। প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত।

উপশ্রুতি (ক্ৰী) উপ-শ্র-ক্ৰিন্। ১ সমীপশ্রবণ। (“যথা ন
ইহ সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর।” ঋক্ ১।১০।৩) ২ দেব
প্রশ্ন। (২।১৭৭)

“নস্তং নির্গত্য যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রুতাত্তভকয়ং বচঃ।

শ্রুততে তদ্বিহীৰ্য্যো দেবপ্রশ্নমুপশ্রুতিম্॥” হারাবলী ২২।)

রাত্রিতে বহির্গমনকালে যে কিছু শুভাশুভ বাক্য শুনা
যায়, সেই দৈবপ্রশ্ন উপশ্রুতি।

উপশ্লেষ (পুং) উপ-শ্লিষ-ঘঞ্। ১ আধার, আধেয়ের এক
দেশ সম্বন্ধ। ২ আলিঙ্গন। ৩ বন্ধন।

উপশ্লেষণ (ক্ৰী) উপ-শ্লিষ-লুট্। আধান, আধার ও আধেয়ের
একদেশ। (“অত্যাধানমুপশ্লেষণম্।” সিং কোং)

উপষ্টভ (পুং) উপ-শ্রুত-ঘঞ্। ১ পতন প্রতিরোধ, ধামান।
২ উপক্রম, আরম্ভ। ৩ শুভন। ৪ আলিঙ্গন। ৫ আভরণ।
৬ উপলক্ষ।

উপষ্টভক (ত্রি) উপ-শ্রুতভাতি শুভ-ধূল্। পতন বিরোধক
তত্ত্বাদি, ধামান। (“উপষ্টভকঃ গৃহস্তেব তত্ত্বাদিলক্ষণঃ।”
ঋগ্ভাষ্যে সায়েন।)

উপসংক্রমণ (ক্ৰী) উপ-সম্-ক্রম-ভাবে লুট্। ১ সন্ধিবেশ।
২ উপগমন।

উপসংখ্যান (ক্ৰী) উপ-সম্-খ্যা-করণে লুট্। ১ গণনা।
২ সংগ্রহ। ৩ বিশেষণ। ৪ ব্যাকরণ শ্রুতের অমুক্ত শব্দের
অর্থ বার্তিকাদি দ্বারা কথন। যেমন “বিতর্কিতা একরূপে তীরজ
ভিৎস্বপসংখ্যানম্।” পা ১।১।৩৬ বার্তিক।)

উপসংগ্রহ (পুং) উপসংগৃহতে উপ-সম্-গ্রহ-অপ্। ১ পাদ-
গ্রহণ, অভিবাদ। (সম্যাক পাদগ্রহণাভিরাননোপসংগ্রহাঃ।
হেম ৩।৫০৮।) ২ উপকরণ। ৩ সম্যক গ্রহণ, সঞ্চয়।

“যদ্যুত্রে বিজাতীনাং শূজাকারোপসংগ্রহঃ।” দাক্ষবল্য ১।৫৩।

উপসংগ্রহণ (ক্ৰী) উপ-সম্-গ্রহ-আধারে লুট্। ১ পাদগ্রহণ-
পূর্বক প্রশ্নাম। (“ব্যত্যস্তপাণিনা কার্যামুপসংগ্রহণং
শুরোঃ।” মধু ২।৭২।) ২ সম্যকসংগ্রহ।

উপসংগ্রাহ (ত্রি) উপ-সম্-গ্রহ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। বন্দনীয়, অভি-
বাদ্য, পাদধারণপূর্বক প্রশ্নামযোগ্য। (মধু ২।১৩২)

উপসংযম (পুং) উপ-সম্-যম-অপ্। ১ উপসংহার। ২ সম্যক
নিয়ম। ৩ বন্ধন। করণে লুট্=উপসংযমন। বন্ধনসাধন।

উপসংযোগ (পুং) সামীপ্যেন সংযোগঃ। নিকট সম্বন্ধ।

উপসংরোহ (পুং) উপগতঃ সংরোহঃ প্রাদি। নিকট-
প্ররোহ। (শ্রুত)

উপসংবাদ (পুং) উপেত্য অঙ্গীকৃত্য সংবাদঃ। পণবন্ধ
দ্বারা অঙ্গীকারপূর্বক কথন। (“উপসংবাদঃ পণবন্ধঃ।”
সিং কোং)

উপসংব্যান (ক্ৰী) উপ-সম্-ব্যঙ-করণে লুট্। পরিধান
বস্ত্র। (অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। পা ১।১।৩৬।)

উপসংহার (পুং) উপ-সম্-হ-ঘঞ্। ১ সমাপ্তি, শেষ।
২ সংগ্রহ। ৩ সম্যকহরণ। ৪ নাশ, মৃত্যু। ৫ আরম্ভ বা
প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষ। ৬ আক্রমণ। ৭ নিবর্তন।
৮ সঙ্কোচ।

উপসংহৃত (ত্রি) উপ-সম্-হ-ক্ত। বাহার উপসংহার হইরাছে,
সমাপিত।

উপসংহৃতি (ক্ৰী) উপ-সম্-হ-ক্ৰিন্। ১ বিনাশ, ক্ষয়।
২ সঙ্কোচ।

উপসত্তা [ঋ] (ত্রি) উপ-সদ-তৃচ্। ১ আসন্ন, নিকটস্থ।
২ অল্পগত। ৩ সেবক। (“উপসত্তা সেবকঃ।” ইতি বেদনীপে
মহীধর ২৭।২)

উপসত্তি (ক্ৰী) উপ-সদ-ক্ৰিন্। ১ সন্ধি। ২ সেবক।
(উপসত্তিঃ সন্ধমাত্রে সেবারামসি যোষিতি। মেদিনী)
৩ নিকটে গমন। ৪ প্রতিপাদন। ৫ আহ্বয়ক্তি।

উপসর্গ (পুং) উপ-সর্গ-কিপ্। অধিবিশেষ। গার্হপত্যাদি তিমতি সূত্রা অধি ব্যতীত অপর অধি। (ত্রি) উপসর্গতি উপ-সর্গ-কিপ্। সমীপস্থিত। করণে কিপ্। (দ্রী) বাগভেদ। (আখ্যলানমশ্রৌঃ সূ ৪।৮।১)

উপসর্গ (পুং) উপসর্গত্যাশ্রিত উপ-সর্গ-বেদে স্বার্থার্থে ক। উপসর্গ বাগের দিন, যে দিন যজ্ঞকারী অন্নাহার করিতে পান। (হাল্যোপা উপ ৩।১৭।২)

(‘অন্নভোজনীরানি চাহানি আসন্নানীতি প্রয়াসোহ-শনাদীনামুপসর্গক সামান্তম্।’ শাকরভাষ্য।)

উপসর্গন (ক্লী) উপ-সর্গ-লুট্। ১ গৃহসমীপ। ২ উপসেবন, সেবা। ৩ প্রাপ্তি। (মহাভারত বন ৩০৮ অঃ) (অব্য) গৃহসমীপে।

উপসর্গদী (ক্লী) উপ-সর্গ-স্বার্থার্থে ক। কীপ্। ১ সন্ততি, ধারা। উপসর্গদী দুই প্রকার কালিক ও দৈশিক। সমান এক-কালিক কার্যমাত্র ধর্ম্মীকে কালিকসন্ততি ও বিভিন্নকালীন ঘটপটাদি কার্যমাত্র বৃত্তিধর্ম্মীকে দৈশিকসন্ততি কহে।

(‘যজমানস্ত উপসর্গস্য সন্ততিঃ।’ শতপথব্রা ভাষ্যে ১৪।৯।১২৪)

উপসর্গদ্য (ত্রি) উপ-সর্গ-কর্ম্মণি যৎ। ১ সেবনীয়। ২ নিকটে প্রাপ্য।

উপসর্গদ্বন্ (ত্রি) উপ-সর্গ-দ্বিনিপ্ বচনান্তাদেশঃ। ১ উপসর্গ। ২ সেবক। কর্ম্মণি ড্বিনিপ্। ৩ সেব্য। (ঋক্ ৭।১৫।১১)

উপসর্গত (ক্লী) উপসর্গত্বিত্ত্ব জলব্রত। কেবলমাত্র জলপান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

উপসর্গ (ত্রি) উপ-সর্গ-ক্ত। ১ উপস্থিত। ২ নিকটগত। ৩ উপসেবক।

উপসর্গাধান (ক্লী) উপ-সর্গ-আ-ধা-লুট্। ১ রাসীকরণ। (উপসর্গাধানং রাসীকরণম্। সি° কো°) ২ সমিধ্ নিক্বেপ পূর্বক জ্বালন। (উপসর্গাধায় সমিধঃ প্রাক্ষিপ্য প্রজ্জ্বালা।’ আখ্যলানমশ্রুভাষ্যে নারায়ণ ১।৮।৯।)

উপসর্গপত্তি (ক্লী) উপ-সর্গ-পদ-ক্তিন্। অভিনব সম্পত্তি। (উপসর্গপত্তৌ অভিনবজ্জ্বে।’ পা ৬।২।৫৬ সূত্রে সি° কো°)

উপসর্গপন্ন (ত্রি) উপ-সর্গ-পদ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ যুত। যজ্ঞার্থ যুত (পত)।

(‘শ্রৌত্রিয়ে তুপসর্গপ্নে ত্রিরাত্রমতর্চিবেৎ।’ মনু ৫।৮১।)

উপসর্গভা (ক্লী) উপ-সর্গ-ভা-ভাবে অ টাপ্। সাধনা।

(‘উপসর্গভা উপসর্গভনম্।’ পা ১।৩৪৭ সূত্রে সি° কো°)

উপসর্গ (পুং) উপ-সর্গ-অপ্। ১ নির্গমন, অভিগমন। ২ গাভী প্রভৃতির গর্ভাধানার্থ ব্রবাদির মৈথুন্যভিযোগ। (প্রজনে ভাহুপসর্গঃ। হেম ৪।৩৪০।)

উপসর্গ (ক্লী) উপ-সর্গ-লুট্। ১ উপসর্গ। ২ সমীপগমন।

উপসর্গ (পুং) উপ-সর্গ-স্বার্থার্থে। ১ তুচ্ছাদি উৎপাত, উপজব। ২ অনিষ্ট, ব্যাঘাত। ৩ রোগবিকার, এক রোগ থাকিতে সেই রোগের সূত্রে অপর রোগের আবির্ভাব।

(উপসর্গঃ পুমান্ রোগভেদোপপ্লবরোরপি। মেদিনী)

৪ ব্যাকরণোক্ত প্রেরাদি অব্যয় শব্দ। ৫। উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে। পা ১।৪।৫২। প্রেরাদি ক্রিয়াযুক্ত হইলে উপসর্গসংজ্ঞক হয়।

প্র, পরা, অপ, সম্, অহু, অব, নিস্, নির, হুস্, হ্র, বি, আঙ, নি, অধি, অপি, অতি, সূ, উৎ, অতি, প্রতি, পরি, উপ এই কয়েকটি উপসর্গ।

উপসর্গজন (ত্রি) উপ-সর্গ-লুট্। ১ দৈবাদি উৎপাত, উপজব। ২ অপ্রধান, গোপ।

(‘উপসর্গজনং প্রধানস্ত ধর্ম্মভৌ নোপপদ্যতে।

পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাকর্ষণে তৎ ভজ্ঞেৎ।’ মনু ৯।১২৯।

৩ ব্যাকরণে সমাসে প্রথমান্ত নির্দিষ্ট বা এক বিভক্তিযুক্ত পদ। ৪ পাণিনি সূত্রোক্ত শব্দভেদ। (ত্রি) ৫ সম্মার্গসাধক।

উপসর্গণ (ক্লী) উপ-সর্গ-ভাবে লুট্। সমীপগমন। (‘ন তাবদরমুপসর্গণকালঃ।’ বিক্রিমোক্ষণী।)

উপসর্গী [ন্] (ত্রি) উপ-সর্গ-গতৌ গিনি। সমীপগতা।

(‘একমেব দহত্যগ্নিরং তুষ্ণপসর্গিণম্।’ মনু ৭।১০)

উপসর্গ্যা (ক্লী) উপসর্গ্যতেহসৌ স্ব-কর্ম্মণি যৎ টাপ্। গর্ভযোগ্য। ঋতুমতী গৌঃ। (উপসর্গ্যা কাল্যা প্রজনে। পা ৩।১।১০৪)

উপসর্গার (পুং) যে সাগরাংশের প্রায় চারিদিকই স্থল দ্বারা বেষ্টিত।

উপসর্গ্য (ত্রি) উপ-স্ব-অপ্রজনার্থে গ্যৎ। (‘উপসর্গ্যা মধুরা।’ পা ৩।১।১০৪ সূত্রে সি° কো°) প্রাপনীয়।

উপসুন্দ (পুং) নিরুত্ত নামক দৈত্য পুত্র। সূন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিলোত্তমার রূপে যুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য উভয় ভ্রাতার পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। [তিলোত্তমা দেখ।] ২ মরকারের সেনাপতি, ইনি কৃষ্ণ-কর্ত্তক নিহত হন।

উপসূর্য্যক (ক্লী) সূর্য্যমুপগতং স্বার্থে কন্। সূর্য্য সমীপে মণ্ডলাকার পরিধি। মণ্ডল। (মণ্ডলং তুপসূর্য্যকম্। হেম ২।১৫।)

উপসৃষ্ট (ক্লী) উপ-সৃজ-ক্ত। ১ মৈথুন। (ত্রি° শে ২।৭।৩২) (ত্রি°) ২ উপসর্গগ্রস্ত, উৎপাতগ্রস্ত। ৩ বিসৃষ্ট। ৪ প্রোহোপ-গ্রস্ত চক্ষাদি। ৫ কাযুক। ৬ ব্যাণ্ট। ৭ যুক্ত।

উপসেক (পুং) উপ-সিচ-ভাবে বঙ্ক্। অলামিসেন দ্বারা
বৃদ্ধকরণ।

উপসেচন (কৌ) উপ-সিচ-লুট্। ১ অলাসেক। লু, (জি) ২ উপ-
সেককর্তা। ("অরঃ কোশাস উপসেচনাসঃ।" বঙ্ক ৭।১০১।৪)

উপসেম (পুং) বৃদ্ধগেবের একজন শিষ্য, সন্ধিকল্পের
প্রাত্মপুত্র। ইনি বৃদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইরাছিলেন।
[ভজকল্পাবধান ৯ অঃ।]

উপসেবক (ত্রি) উপ-সেব-লু। ১ উপভোগকারী। ২ পর-
কীর্তে আসক্ত।

("অদস্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।" বাজবল্য ৩।১৩৬।)

উপসেবন (কৌ) উপ-সেব-ভাবে লুট্। ১ পরকীর্তে আসক্তি।
(মথ ৪।১৩৪) ২ নিকটে থাকিয়া সেবা।

উপসেবী [ন্] (ত্রি) উপ-সেব-ণিনি। পরিচর্যাকারী,
যে সেবা করে। ("দ্রষ্টাশ্চা পুলিনবনাস্তরোপসেবী।"
সুশ্রুত।)

উপস্কর (পুং) উপ-কৃ-অপ্ সমবায়ে চেতি সূট্। ১ উপকরণ।
("পঞ্চমুনা গৃহস্থস্ত চুম্বী পেষণপস্করঃ।" মথ ৩।৬৪।৬।
'উপস্করো গৃহোপযোগিতাণ্ডং কুণ্ডকটাহাদি।' মেঘাতিথি।)

২ বেসবার, বাজানীদির বাটনা, বেসার। (বেসবার
উপস্করঃ। হেম ৩।৮১) ৩ অসম্পূর্ণ বাক্যবোধক শব্দের
অধ্যাহার। ৪ গৃহসংস্কার। ৫ গুণান্তরাধান। ৬ যজ্ঞ।

উপস্করণ (কৌ) উপ-কৃ-ভাবে লুট্ সূট্। ১ ভূষণ। ২ উপ-
করণ। ৩ সংঘাত। ৪ গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ৫ বিকার।
৬ বাক্যাধার। ৭ হিংসন।

উপস্কার (পুং) উপ-কৃ-ভাবে ঘঞ্ ভূষণাদৌ সূট্। ১ ভূষণ।
২ সংঘাত। ৩ প্রতিবন্ধরূপ সংস্কার। ৪ বিকার।
৫ অধ্যাহার।

উপস্কর্গ (ত্রি) উপ-কৃ-ক হিংসনে সূট্। হিংসিত।

উপস্কৃত (ত্রি) উপ-কৃ-ক ভূষণাদৌ সূট্। ১ ভূষিত।
২ সংহত। ৩ সংস্কৃত। ৪ বিকৃত। ৫ অধ্যাহৃত।

উপ(স্)স্তুত (পুং) উপ-স্তুত-বঙ্ক্। অবলম্বন, ধামান।

উপস্তুতন (কৌ) উপ-স্তুত-লুট্। অবলম্বন, আধারকাঠ।
("উপস্তুত্যাতে পতিরুধ্যতে ইতু্যপস্তুতনম্।" ইতি শতপথব্রা-
ভাষ্যে সায়ন ৩।৩।৪।২৫।)

উপস্তুরণ (কৌ) উপ-স্তু-লুট্। ১ আস্তরণ, বিধান। ২ ভূমিতে
সমীকরণ। ("স্তরণমাজ্জাদনমুপস্তুরণং ভূমেঃ সমীকরনম্।"
আখলায়ন গৃহসূত্রে নারায়ণ।)

উপস্তু (পুং) উপ-স্তু-ইন্ নিপাতনঃ লুট্। বৃক্ষ। (শ্রু-
বঙ্ক ১২।১২)

উপস্তুতি (কৌ) উপ-স্তু-কিন্। সমীপ ভব, অবগম্যোধ্য কতি-
বাক্য। (বঙ্ক ৪।৫৬।৫)

উপস্তু (কৌ) উপসিদ্ধা জিহা। উপস্তু।

উপস্তু (পুং) উপ-স্তু-ক। ১ মেট্র, পুলিঙ্গ। ("আগনমৌরোপ-
বাসেন্যাস্থাধ্যারোপস্তুনিগ্রহঃ।" বাজবল্য ৩।৩২৫।)
২ যোনি, জীলিঙ্গ।

("দক্ষিণেন পাণিনঃ উপস্তুমতিশুশ্রেৎ।" গোতিলক।)

উভরেস্ত্রিয়। ঐতির মতে আনন্দব্যাপারকারক কর্ণে-
স্ত্রিয়। ৩ পায়ু, শুষ্কহার। ৪ অক্ষ, ক্রোড়, (উপস্তুঃ পায়ু-
মেট্রাঙ্কযোনিষু। হেম-অনে ৩।৩১৭।) ৫ অন্তরাল।
("আত্মরূপস্থেন বৃকস্ত লোম।" শ্রুতবঙ্ক ১২।২২।)
৬ স্থিতি। (ত্রি) ৭ সমীপস্থিত।

উপস্তুপত্র (পুং) উপস্তুবৎ যোনিবৎ পত্রাণ্যন্ত। অস্থ বৃক্ষ।
উপস্তুতা [ক্] (ত্রি) সমীপে তিষ্ঠতীতি উপ-স্তু-কৃচ্।
১ ভৃত্য।

(প্রোষ্যো ভৃত্য উপস্তুতা সেবকোহভিলসরোহনুগঃ। শব্দমালা।)

২ উপাসক। ৩ উপনত। ৪ যথোক্তকালে উপগত। (পুং)
৫ ঋষিকৃতিশেষ। (চরক-সূত্র ৯ অঃ)

উপস্তুান (কৌ) উপ-স্তু-লুট্। ১ উপস্থিতি। ২ আগমন।
৩ অহুসন্ধান। (বাজবল্য ৩।১৬০) ৪ উপাসনা, উপসেবা।
(কাত্যায়ন শ্রৌ-সূ ৫।১২।২) ৫ উপসর্পণ। ('উপস্তুানং
প্রসর্পণম্।' আখলায়ন শ্রৌ-সূত্রে নারায়ণস্থিতি ৫।১২।২)
৬ উত্তরণ।

উপস্তুানীয় (ত্রি) উপ-স্তু- (ভবাগেরপ্রবচনীরোপস্তুানীয়-
অত্মাপ্রাণ্যাপাত্য বা। পা ৩।৪।৬৮।) ইতি অনীয়ন্।
১ উপাসক। ('উপস্তুানীয়ঃ শিষ্যেণ গুরুঃ।' সিং কো)
কর্মণি অনীয়ন্। ২ উপাস্ত।

উপস্তুাপক (ত্রি) উপ-স্তু-গিচ্-লুট্। ১ প্রস্তাবক, প্রস্তাব-
কর্তা। ২ স্মারক, অহুতব দ্বারা চিহ্নে অহুসন্ধানকারক।

উপস্তুাপন (কৌ) উপ-স্তু-পিচ্-ভাবে লুট্। ১ উপস্থি-
করণ। ২ প্রস্তাব। ৩ আনয়ন।

উপস্তুাবর (কৌ) উপ-স্তু-বাহুলকাৎ বরচ্। পুরুষবেধ বকে
উপাস্য দেবতাবিশেষ। (শ্রুতবঙ্ক ৩০।১৬।)

উপস্তুিত (ত্রি) উপ-স্তু-ক। ১ সমীপস্থিত। ২ সমীপাগত।
("হৈরকবীনমাদার বোধবৃদ্ধাঙ্গপস্থিতান্।" মথু ১।৪৫।)
৩ প্রাপ্ত। ৪ বর্তমান, বিদ্যমান, যাহা আছে। ৫ প্রকৃত।
৬ বেদার্থবৃক্ত, অনার্থ। (অষ্ট-ভবপস্থিত। পা ৬।১।
১২৯।৬। 'উপস্তুিতোহনর্থঃ।' সিং কো) ৭ স্তব।
৮ সেবিত ভাবে ক (কৌ) ৯ সেকত।

উপস্থিত (ক্ৰী) বশাকরণাদক হনোবিশেষ।

(“তো কৌ গুরুণেরমুপস্থিতা।” হনোব।)

উপস্থিতি (ক্ৰী) উপ-স্থ-কিন্। ১ উপস্থান, নিকটে আগমন। ২ বর্তমানতা, বিদ্যমানতা। ৩ উপাসনা। ৪ স্মৃতি। ৫ উত্তরণ, পহন।

উপস্থেয় (ক্ৰি) উপ-স্থ-সেবার্থবাৎ কর্ণি বৎ। উপস্থেয়।
(“বরীদৃষ্টেরহং বিপ্রেক্ষণতৈরেকপস্থিতা।” রামায়ণ ৩।৪।১৯)

উপস্থূত (ক্ৰি) উপ-স্থ-ক্। করিত, গলিত।

উপস্থেহ (পুং) উপ-স্থি-ঘঞ্। ক্লেদ। (মুদ্রবুদ্ধ উপস্থেহাৎ প্রবিশ্ত কুরুতেহক্ষরীম্।” স্তম্ভত।)

উপস্পর্শ (পুং) উপ-স্পৃশ-ঘঞ্। ১ স্পর্শ। ২ স্নান। ৩ আচমন।
ভাবে লুট্। উপস্পর্শন, উদ্ধারার্থে।

(উপস্পর্শঃ স্পর্শমাত্রে স্নানাচমনয়োরাপি। মেদিনী।)

উপস্রবণ (ক্ৰী) উপ-স্র-ভাবে লুট্। সম্যক্ করণ।

উপস্রব্ধ (ক্ৰী) উপগতং বস্তুম্। ভূমি প্রভৃতি সম্পত্তি হইতে
যাহা পাওয়া যায়, আর, লাভ।

উপস্রাবান্ [৭] (পুং) সজ্জাজিতের তৃতীয় পুত্র। (হরিবংশ
৬৮ অঃ)। [সজ্জাজিৎ দেখ।]

উপস্নেদ (পুং) উপ-স্নি-করণে ঘঞ্। ১ অগ্নাদির নিকটস্থ
তাপ, উত্তাপ। ভাবে ঘঞ্। ২ উপতাপ।

উপহৃত (ক্ৰি) উপ-হন-ক্। ১ আহৃত। ২ উৎপাতগ্রস্ত। ৩
তিরঙ্কৃত। (“করোত্যাযজোপহৃতং পৃথগ্জনম্।” কিরাত)
৪ অগুহ্য। ৫ অভিভূত। ৬ দূষিত। ৭ বিনাশিত। ৮
প্রতিবদ্ধ। ৯ বিবাহিত।

উপহৃতি (ক্ৰী) উপ-হন-কিন্। ১ উপঘাত। ২ কার্যে অসা-
মর্থ্য। ৩ প্রতিহনন।

উপহৃত্ত্ব (ক্ৰি) উপহৃত্ত্ব। (ঋক্ ২।৩৩।১১)।

উপহৃত্ত্বী (ক্ৰি) উপ-হন-ভূচ্। উপঘাতক।

উপহরণ (ক্ৰী) উপ-হ-লুট্। ১ পরিবেশন। ২ সমীপে
আনয়ন।

উপহর্ত্ত্ব [৪] (ক্ৰি) উপ-হ-ভূচ্। পরিবেশক।

(“সংহর্ত্ত্বা চোৎসর্গা চ খাদকশ্চেতি ষাতকাঃ।” মজ্জ ৫।৫।)

(উপহর্ত্ত্বা পরিবেশকঃ।” মেধাতিথি)

উপহব (পুং) উপ-হেব (হেবঃ সংপ্রসারণে চ ভূত্বাপবিষু। পা
৩।৩।৭২।) ইতি অণ্। আহ্বান।

(“বীণায়ুপসরণং দৃষ্টা তেহজোভোপহবাঃ শুভান্।” ভটি।)

২ বজ্রীয় সমিধ্।

উপহব্য (পুং) উপহৃত্ত্বভেদ উপ-হ-বাহুলকাৎ বৎ। সপ্তদশ-
ব্রহ্মাঙ্ক পঞ্চ বজ্রের মধ্যে বজ্রবিশেষ। (অথর্ব ১।১।১১)

উপহাসিত (ক্ৰীঃ) উপ-হস-ভাবে ক্। উপহাস, ঠাট্টা। নিন্দা-
পূর্বক হাস্য। কর্ণি ক্। (ক্ৰি) বাহাকে উপহাস করা
হইয়াছে।

উপহন্ত (পুং) হস্তযায়া গ্রহণ, প্রতিগ্রহ। ১। ততঃ—বেতনা-
দিত্যে জীবতি। পা ৪।৪।১২। ইতি ঠঞ্—উপহন্তিক।
(ক্ৰি) যে প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনধারণ করে।

উপহন্তিকা (ক্ৰী) উপগতা হন্তম্, সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইষম্।
তাস্থ্যলাধারণ, পানের বেটো, পানের ডিপা (দশকুমার ১৩৫)।

উপহার (পুং) উপ-হ-ঘঞ্। ১ উপচৌকন, ভেট। ২ উপ-
চৌকন দ্রব্য। (রঘু ৪।৮৪) উপগতঃ হারম্। ক্ৰি, হারিসমীপস্থ
তদুপশোভক দ্রব্য। (অব্য) হারিসমীপে।

উপহালক (পুং) কুন্তলদেশ। (কুন্তলা উপহালকাঃ।
হেম ৪।২৭)

উপহাস (পুং) উপ-হস-ভাবে ঘঞ্। ঠাট্টা, নিন্দাসূচক
হাস্য। (রঘু ১২।৩৭)।

উপহাস্ত (ক্ৰি) উপ-হস-কর্ণিণ্যৎ। উপহাসাস্পদ, বাহাকে
উপহাস করা যায়।

উপহিত (ক্ৰি) উপ-ধা-ক্। ১ নিহিত। ২ অর্পিত। ৩ সমীপ-
স্থাপিত। ৪ আরোপিত। (“পুস্পং প্রবালোপহিতং যদি
ভ্যাং।” কুমার।) ৫ উপাধিসম্বত, উপলব্ধিত। ৬ দত্ত। ৭
গৃহীত।

উপহুত (ক্ৰি) উপ-হেব-ক্ সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। সমাহৃত।

উপহুতি (ক্ৰী) উপ-হেব-কিন্ সম্প্রসারণ। আহ্বান।

উপহৃত (ক্ৰি) উপ-হ-ক্। ১ উপহারস্বরূপ দত্ত। ২ আনীত।
৩ আহৃত। ৪ উৎসৃষ্ট।

উপহোম (পুং) প্রধান যজ্ঞসমীপে অগ্নিসোমাদি দশ দেবতার
ঐত্যেকের উদ্দেশে দেয় দশাহুতি ও দশদক্ষিণায়ুক্ত হোম
বিশেষ। (শতপথ ব্রা ১।১।৪।৩৮-১৭।)

উপহ্বর (ক্ৰী) উপ-হৃ-আধারে ঘ। ১ নির্জনস্থান, (“চরন্ত-
মুপহ্বরে নদ্যাঃ।” ঋক্ ৮।২৬।১৪।) ২ উপহ্বরে অত্যন্ত
গুহস্থানে। (সায়ন) (ক্ৰী) ২ একান্ত। ৩ সমীপ।

(উপহ্বরঃ সমীপে স্যাদেকান্তে চ নপুংসকম্। মেদিনী)

৪ গন্তব্য। (ঋক্ ১।৮।৭২) ৫ ভূপ্রদেশনাম্ন।

উপহ্বান (ক্ৰী) উপ-হেব-লুট্। ১ আহ্বান। ২ যজ্ঞোচ্চারণ-
পূর্বক আহ্বান। (কাত্য° শ্রৌ ৩।৪।১৯)

উপাংশু (পুং) উপগতা অংশবো বজ্র। অপবিশেষ। নারসিংহ
পুরাণের মতে।

“শনৈরুচ্চারণেয়মুপাংশুবিদ্যোভৌ প্রচাক্ষরেৎ।

কিঞ্চিচ্ছব্দস্বরং বিদ্যাদুপাংশুঃ স কপঃ স্তুতঃ।”

ঐবৎ ওষ্ঠ কাশাইয়া বৃহত্তাবে শীত শীত বস্ত্র উচ্চারণপূর্বক
যে অঙ্গ করিতে হয়, তাহার নাম উপাঙ্গ অঙ্গ। [অঙ্গ দেখ।]

(অব্য) ২ নির্জন। (“পরিচেষুপাঙ্গভাষণাম্। রঘু ৮।
১৮।) ৩ অগ্রকাশ। ৪ অহুচ্চারণ। ৫ মৌম। (ত্রি) ৬ নিগূঢ়।
(নীলকণ্ঠকৃত ভারত আদি টীকা ৩ অঃ)

উপাঙ্গশয্যাজ্ঞ (পুং) উপাঙ্গ অহুষ্ঠেয়ো বাজঃ। যজ্ঞবিশেষ।
(শতপথ ব্রা ১।৬।৩।২০)

উপাঙ্গশুবধ (পুং) নির্জনে বধ, শুণ্ডভাবে বধ।

উপাক (ত্রি) ১ পরম্পর সম্বন্ধিত। (“উপাকে পরম্পরসমীপ-
গতে। ” শুক্ল বজ্রুর্ভাষ্যে মহীধর ২৯।৩১) ২ নিকট, অস্তিক।
(নিঘণ্টু ২। ১৬)

উপাকরণ (ক্ৰী) উপ-আ-ক-ল্যাট্। ১ সংস্কারপূর্বক শ্রুতি
গ্রহণ। ২ সংস্কারপূর্বক পশুবধ। ৩ আরম্ভ।

উপাকর্ষ [নৃ] (ক্ৰী) উপ-আ-ক-মনিন্। উপাকরণ, সংস্কার-
পূর্বক বেদগ্রহণ। (মহু ৪।১।১৯) [উৎসর্গ দেখ।]

উপাকৃত (ত্রি) উপ-আ-কৃত-ক্। ১ যজ্ঞে হননার্থ কৃতসংস্কার,
দেবোদ্দেশ্যে বধ্য পশু। ২ আরম্ভ। ৩ স্তবস্ততি দ্বারা প্রেরিত।
৪ উপক্রম। ভাবে ক্ত (ক্ৰী) ৫ উপাকরণ। ৬ যজ্ঞীয় পশু-
সংস্কার। ৭ আরম্ভ।

উপাক্ষ (ক্ৰী) উপনেত্র, চন্মা। (অব্য) চক্ষুঃসমীপে।

উপাখ্যা (ক্ৰী) উপ-আ-খ্যা ভাবে অ টাপ্। ১ প্রত্যক্ষ। ২
শব্দাদি দ্বারা নির্কীচন।

উপাখ্যান (ক্ৰী) উপ-আ-খ্যা-ল্যাট্। ১ পূর্ববৃত্তান্ত কথন।
২ বিশেষ কথন।

“চতুর্বিংশতি সাহস্রী চক্রে ভারতসংহিতাম্।

উপাখ্যানং বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥”

ভারত আদি ১। ১০১

৩ উপভাস, কল্পিত বৃত্তান্ত।

উপাগত (ত্রি) উপ-আ-গম-ক্। ১ স্বয়ং উপস্থিত। ২ অহুভূত।
৩ স্বীকৃত। ৪ প্রাপ্ত।

উপাগম (পুং) উপ-আ-গম (গ্রহবৃদ্ধিনিষ্টিগমশ্চ। পা ৩। ৩।
৫৮।) ইতি অপ্। ১ স্বীকার। ২ নিকট গমন।

উপাগ্রহণ (ক্ৰী) উপ-আ-গ্রহ-ল্যাট্। সংস্কারপূর্বক বেদারম্ভ,
উপাকর্ষ।

উপাঙ্গ (ক্ৰী) উপমিতং অঙ্গেন। ১ তিলক, কোঁটা।
২ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গের অঙ্গ। মহর্ষি মুশ্রুতের মতে—মস্তক, উদর,
পুষ্ট, নাভি, ললাট, নাসিকা, চিবুক, বস্তি, শ্রীবা, ইহার
প্রত্যেকে এক একটি; কর্ণ, নাসা, জ্ঞা, শব্দ, স্বর, গন্ধ,
বস্তু, তনু, মুক, পার্শ্ব, নিতম্ব, জাহ্নু, বাহু ও উরু ইহার।

প্রত্যেকে ২টি; অঙ্গুলি ২০টি; বক্ষ ৭টি; কলা ৭টি; মস্তক;
কোবধর; বদর, ম্রীহা, কুস্কুল, বহুৎ, স্নোম; আশর ৭টি;
অঙ্গ; দার ২টি; প্রধান শিরা (কণ্ঠরা) ১৬টি, জাল
১২টি; কুর্ট ৬টি; রজ্জ্ব ৪; সেবনী (সেলাই করার মত
শিরা) ৭টি; অহ্নিমিলনের স্থান ১৫টি; শীঘ্র ১৮টি;
অহ্নি ৩০০; অহ্নিসন্ধি ২১০টি; স্নায়ু ২০০; পেশী ৫০০;
মস্তকস্থান ১০৭টি; শিরা ৭০০; ধমনী ২৪টি এবং বোগবহা
নাড়ী এইগুলি উপাঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ।

৩ আর্ঘ্যধর্ম শাস্ত্রানুসারে উপাঙ্গ চারি প্রকার—পুরাণ,
ভাস্কর্য, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। (“পুরাণ-ভাস্কর্য-মীমাংসা-ধর্ম-
শাস্ত্রাণি চেতি চত্বার্বিংশতানি। ” প্রস্থানভেদে।)

৪ জৈন ধর্মশাস্ত্রবিশেষ। জৈন শাস্ত্রানুসারে উপাঙ্গ
১২ খানি। যথা—

উপবাসী স্ত্র, রারপসেনীস্ত্র, জীবাভিগমস্ত্র, পন্নবণা
স্ত্র, জম্বুদীপপন্নতি স্ত্র, চন্দ্রপন্নতি স্ত্র, সূর্য্যপন্নতি স্ত্র,
নিরিন্দ্রাবলী স্ত্র, কপ্লিয়া স্ত্র, কল্পবড়িস্ত্র, পুঞ্জিয়া
স্ত্র, পুঞ্জচুলিয়া স্ত্র।

উপাচার্য্য (পুং) আচার্য্যের সহকারী।

উপাজ্ঞে (অব্য) উপ-অজ-বাহ্ কে। দুর্বলের বলধানে।
(“উপাজ্ঞে কৃত্বতি দুর্বলস্য বলমাধারৈত্যর্থঃ। ” সি কোঁ)।

উপাঞ্জন (ক্ৰী) উপ-অজ-ল্যাট্। ১ লেপন। (“মার্জ্জনেপাঞ্জ
নৈবৈশ্ব পুনঃ পাকেন মুখ্যম্। ” মহু ৫। ১২২) ২ গোময়াদি
দ্বারা অহুলেপন। ৩ অঞ্জনাধার হস্তাদি।

উপান্ত (ত্রি) উপ-আ-দা-ক্। ১ গৃহীত। ২ প্রাপ্ত। (পুং)
৩ নির্মদ হস্তী।

উপাত্যয় (পুং) উপ-অতি-ইন্-অচ্। ১ লোকাচার অতিক্রম।
২ ব্যতিক্রম। (হেম ৬। ১৪০) ৩ নাশ।

উপাদান (ক্ৰী) উপ-আ-দা ল্যাট্। ১ গ্রহণ, আদান। ২ ভাস্কর্য
মতে, সমবায়িকারণ; যে পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অপর
বস্তু উৎপন্ন করে, অথবা যে বস্তুতে কোন পদার্থ নির্মিত বা
প্রস্তুত হয়। যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, অলঙ্কারের
উপাদান স্বর্ণ। ৩ সাংখ্যমতে, কার্য্য হইতে অভিন্ন কারণ।
৪ সাংখ্যমত সিদ্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশেষ।

“আধ্যাত্মিক্যন্ততঃ প্রকৃত্যুপাদানকারতাপ্যাত্মাঃ।

বাহ্য্য বিবরণপরমাং পঞ্চনব তুষ্টিরোহিতমতাঃ ॥

উপাদানলক্ষণা (ক্ৰী) অজহংসার্থাঙ্গপ লক্ষণাবিশেষ।

“মুখ্যার্থন্তেতরাক্ষেপো বাক্যার্থেহধ্বনিসিদ্ধয়ে।

তাদান্বনোহ্যপ্যাদানোদেবোপাদানলক্ষণা ॥ ” সাহিত্যদর্পণ।

উপাদিক (পুং) উপ-অদ-ইন্ সংজ্ঞার কন্। কীটভেদ, উই।

উপাদেয় (ত্রি) উপ-আ-ধা কর্শিৎ ৭৭। ১ প্রোহ। ২ উত্তম।
৩ উৎকৃষ্ট। (শান্তিনতক ১।১২)। ৪ বিধেয় কর্শ।

উপাধি (পুং) উপাধীরভে উপাধিরোহনেতি। উপসর্গে যোগ্যঃ। পা ৩।৩।২২। ইতি। উপ-আ-ধা-কি। ১ ধর্মচিন্তা। ২ বিশেষণ। ৩ কুটূষব্যাপ্ত। ৪ জাতি বংশ প্রভৃতি পরিচায়ক শব্দ। ৪ ছল। (উপাধিত্ত ধর্মধানে বিশেষণে, কুটূষব্যাপ্তে হ্রস্বসি। হেমং অনে ৩।৩৪৩) ৫ আধার। ৬ করণ। ৭ সমৃদ্ধি। ৮ জ্ঞান মতে জাতিভিন্ন ধর্ম, ইহা দুই প্রকার, সখণ্ড ও অখণ্ড। আকাশবাদি সখণ্ড এবং প্রতিযোগিবাদি অখণ্ড। (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়)। ৯ ব্যক্তিচারণান দ্বারা ব্যক্তিজন্য-প্রতিষেধক। যেমন—“ধূমবান্ধবহেরিত্যাদাবাদ্রে কনমুপাধিঃ।” ধূমবান্ধবহি বলিলে যেমন আজ্ঞাকার্ত ইহার উপাধি। (জ্ঞানসিদ্ধান্তমঞ্জরী)। ইহা চারি প্রকার—কেবল সাধ্যব্যাপক; পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক; সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক; উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক। (তর্কদীপিকা) ৯ অন্তরায় মতে জাতিগুণ ক্রিয়াবৃদ্ধাস্বরূপ।

উপাধেয় (ত্রি) উপ-আ-ধা কর্শিৎ ৭৭। ১ অতিনিবেশনীয়। ২ আরোপযোগ্য। ৩ উপাধির যোগ্য।

উপাধ্যায় (পুং) উপেত্য অধীরভেৎস্যাৎ, উপ-অধি-ইৎ ৭৭। ১ অধ্যাপক। ২ বেদের একদেশাধ্যাপক।

“একদেশস্ত বেদস্ত বেদান্ত্রাপি বা পুনঃ।

১. যোহধ্যাপয়তি বৃত্তার্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥” মমু ২।১৪১।
যে ব্যক্তি আপনার জীবিকানির্বাহের জন্ত বেদের কোন অংশ অথবা বেদান্ত্র অধ্যাপন করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা যায়।

৩ কনৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাতির উপাধি বিশেষ। ৪ ভুক্ত্যাদি নামক প্রকার রাজপুত্রদিগের উপাধি বিশেষ। জিহ্মাং-টাপ্=উপাধ্যায়। জিহ্মাং-ডীপ্=উপাধ্যায়ী। উপাধ্যায়পত্নী।

উপাধ্যায়ানী (স্ত্রী) উপাধ্যায়-ডীষ্। (ততঃ ইন্দ্রবরুণ-ভবশর্করজম্বুজিহ্মারণ্যববনমাতুলোচ্চায়াগামাহুঃ। পা ৪।১।৪৯। অত্র ‘মাতুলোপাধ্যায়রোরাহুয়া।’ ইতি বার্তিকহ্রদ্রোণ আহুঃ। উপাধ্যায়পত্নী।

উপানঃ [স্] (ত্রি) শব্দটসদৃশ। ২ পিতৃসদৃশ পিতৃবাদি। (বেদ)

উপান২ [হ্] (স্ত্রী) উপনহতে পাদৌ অনয়া ইতি উপ-নহ-কিপ্ (নহিৱতিবুবিব্যধিকৃতিসহিতানিসু কো। পা ৬।৩।১১৬।) ইতি পূর্বপদজ দীর্ঘঃ। চর্মপাত্রকা, চামড়ার জুতা। (“কার্কী উপান২ উপনুহতে।” তৈত্তিরীয় সর্থহিতা ৪।৪।৪।৪।)

উপানুবাক্য (ত্রি) উপ-অনু-বচ্-ণ্যৎ। ১ পশ্চাৎ কথন-যোগ্য (স্ত্রী) ২ বেদোক্তবাক্য ভেদ।

উপাস্ত (ত্রি) উপগতমন্তেন। ১ নিকট, সমীপ (সন্নিধানমুপাস্তং নিকটোপকর্থে। হেম ৬।৮৬) (স্ত্রী) ২ প্রান্ত-ভাগ। (“উপাস্তভাগেবু চ যোচনাৎঃ”। কুমার।)

উপাস্তবর্ণ (পুং) অস্ত্যবর্ণের পূর্ব-বর্ণ। যেমন—বশস্ শব্দের দন্ত্যসকারের পূর্ববর্তী তালব্য শকারের পরবর্তী যে অকার তাহাই উপাস্তবর্ণ।

উপাস্তিক (স্ত্রী) উপ-আধিক্যে অস্তিকম্ প্রাদি। নিকট।

উপাস্ত্য (ত্রি) উপ-অস্ত (দিগাদিত্যো ৭৭। পা ৪।৩। ৫৪) ইতি ৭৭। নিকটবর্তী।

উপাশ্রি (স্ত্রী) উপ-আপ-শ্রিন্। প্রাপ্তি।

উপাভূৎ (স্ত্রী) উপ-আ-ভূ-কিপ্ (হ্রস্বস্ত পিতৃকৃতি ভূক্। পা ৬।১।৭১।) ইতি ভূক্। উপাহরণ। (ঋক্ ১।১২৮। ২।১। ‘উপাভূতি উপাহরণে।’ সায়নচাৰ্য্য।)

উপায় (পুং) উপ-অয়-ভাবে ৭৭। ১ উপগম। করণে ৭৭। ২ রাজাদিগের শত্রুবশীভূত করিবার হেতু। ইহা চারি প্রকার—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। (ভেদো দণ্ডঃ সানো দানমিত্যুপায়চতুষ্টয়ম্। অমর) কাহারও মতে উপায় সাত প্রকার; সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়, উপেক্ষা, ইন্দ্রজাল। শেবোক্ত তিনটি সামান্ত্র উপায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

(মায়োপেক্ষেন্দ্রজালানি ক্ষুদ্রোপায়া ইমে ত্রয়ঃ। হেম ৩।৪০২)

এতদ্ভিন্ন আলংকারিকগণ আরও দুই প্রকার উপায় বলিয়া থাকেন। ৩ সাধন, হেতু বা কারণ। ইহা দুই প্রকার লৌকিক ও অলৌকিক, ঘটাদি নির্মাণের চক্রাদি লৌকিক এবং স্বর্গগমনের পক্ষে যাগযজ্ঞাদি অলৌকিক। ৪ উপার্জন, ধন প্রাপ্তির সাধন। ৫ ছল। ৬ প্রতিকারের পথ। ৭ উপক্রম।

উপায়ম (স্ত্রী) উপ-ইন্ বা অয়-লুট্। ১ উপচোকন, ভেট। (উপাচ্চারঃ প্রদানং দাহারো গ্রাহ্যরনে অপি। হেম ৩।৪০১) ২ নিকটে গমন। ৩ উপগমন (ঋক্ ২। ২৮। ২। ১। ‘উপায়নে উপগমনে।’ সায়ন।) কর্শিৎ লুট্। ৪ উপচোকনীয় জব্যাদি। ৫ ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা।

উপায়ী [ন্] (ত্রি) উপ-অয়-ইনি। ১ সাধনযুক্ত, উপায়-যুক্ত। ইন্-গিনি। ২ উপগতা, উপগমনকারী। (কাত্যায়ণ শ্রৌ° সূ ৩।৫।১৬)

উপায়ু (ত্রি) উপ-আ-ইন্-উন্। উপগতা। (শুদ্রযজুঃ ১।১।১)

উপায় (পুং) উপ-অ-৭৭। সমীপ। (ঋক্ ৭।৮৬। ৬)

উপায়ণ (স্ত্রী) উপ-আ-ঋ-লুট্। অমুপযুক্তহান।

উপারত (ত্রি) উপ-আ-র-ত। প্রত্যাহত।

উপারক্ত (পুং) উপ-আ-রক্ত-বঞ। (রক্তেরশব্দ লিটোঃ।
পা ৭।১।৬৩) ইতি হ্রস্ব। ১ আরক্ত।

উপার্জন (ক্ৰী) উপ-অৰ্জ-লুট্। ১ অৰ্জন করা।
২ সেবা। ৩ কৃষি। ৪ বাণিজ্যাদি করিয়া ধনলাভ। ধূল (ত্রি)
উপার্জক। ৫ উপার্জনকর্তা।

উপালক (ত্রি) উপ-আ-লভ-ক্ত। তিরস্কারপূর্বক নিম্নিত।

উপালক্ত (পুং) উপ-আ-লভ-বঞ (উপসর্গাৎ থল্ বঞোঃ।
পা ৭।১।৬৭) ইতি হ্রস্ব। ১ নিম্নাপূর্বক তিরস্কার।

(যঃ সনিক উপালক্তস্তত্র স্যাৎ পরিভাষণঃ। হেম ২।১৮৮)

উপালি, বুদ্ধদেবের একজন প্রিয় শিষ্য, তিনি জাতিতে
নাপিত হইয়াও বুদ্ধের কৃপায় শাক্যভিক্ষুদিগের প্রধান হইয়া-
ছিলেন। (মহাবুদ্ধবদান)

উপাবর্তন (ক্ৰী) উপ-আ-বৃত্ত-লুট্। ১ পুনর্বার আগমন।
২ ভূমিতে লুণ্ঠন করা।

উপাবাসী (পুং) উপ-আ-বস-গিনি। ১ উপকারী।

উপাবৃত্ত (ক্ৰী) উপ-আ-বৃত্ত-কিপ্। ১ উপাবর্তন। ২ নিবৃত্তি।

উপাবৃত্ত (ত্রি) উপ-আ-বৃত্ত-ক্ত। ১ ঘৃণিত, যে বৃষিতেছে।
২ প্রতিনিবৃত্ত। ৩ ক্রান্তিনিবারণের অল্প ভূমিতে লুণ্ঠিত অশ্ব।

উপাশ্রয় (পুং) উপ-আ-শ্রি-অচ্। ১ স্থান। (ত্রি) ২ আশ্র-
য়ের স্থল। (মহু ২।৩৩৫।)

উপাশ্রিত (ত্রি) উপ-আ-শ্রি-ক্ত। ১ যে আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছে।

উপাস (পুং) একপ্রকার বিববৃক্ষ। যবদ্বীপ ও তাহার নিকটস্থ
স্থানে জন্মে। ওকার বা 'উপাস' নামে খ্যাত। ইহা ৫০।৬০
হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহার সর্বোচ্চ শাখায় জীপুশ্প এবং অধঃ



শাখায় পুংপুশ্প প্রকুটিত হয়। ইহার বৃক্ষ অতি স্থূল,
তাহাতে অজ্ঞাবাস্ত করিলে নির্বাসন নিঃসৃত হয়। ঐ

নির্বাসন অভিযন্ত্র বিধাত। ইহার কণামাজ জীবদেহের
শরীর স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সর্বশরীরে সেই বিষ
সঞ্চালিত হইয়া প্রাণ বিনাশ করে। যবদ্বীপের অধিবাসীরা
তাহাদের শরের অগ্রভাগে সেই নির্বাসন মাখাইয়া শত্রুর
প্রতি নিক্ষেপ করে, যে কেহ এই শরবিদ্ধ হয়, তাহার মৃত্যু
অনিবার্য।

উপাসক (ত্রি) উপ-আস-ধূল। ১ সেবক। ২ উপাসনা-
কারক। যথা,—

চিম্বরতাবিতীয়স্ত নিকলভাতারীরণঃ।

উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

উপাসকগণের সিদ্ধির নিমিত্ত সেই চিম্বর, অধিতীয়
নিশ্চল পরব্রহ্মের নানাবিধ সৃষ্টি কল্পিত হইয়া থাকে।

যাহারা সঙ্গতি লাভ বা পুণ্যার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সঙ্গণ'
বা নিশ্চল ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদিগকে উপাসক
বলা যায়।

এই ভারতবর্ষে নানাপ্রকার উপাসক আছে, তন্মধ্যে
বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার
উপাসক প্রধান।

"শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।

সাধনানি চ সৌরানি চাষ্ঠানি বানি কানি চ ॥

ঋতানি তানি দেবেশ স্ববক্তারিঃস্বতানি চ ॥"

ভক্তসার ৩য় পরিঃ।

যাহারা বিষ্ণুর পূজা করে তাহারা বৈষ্ণব, যাহারা
শক্তির উপাসনা করে তাহারা শাক্ত, শিবোপাসকেরা শৈব,
সূর্য্যোপাসকেরা সৌর এবং গণেশের উপাসকেরা গাণপত্য।

এই উপাসকগণ বৈদিক ও তাত্ত্বিক ভেদে দুই প্রকার।
উক্ত পাঁচ প্রকার উপাসক আবার নানাশাখা প্রশাখায় বিভক্ত
হইরাছে। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম উদ্ধৃত হইল—

বৈষ্ণবসম্প্রদায়—রামাযুক্ত, শ্রীবৈষ্ণব, আচারী, রামানন্দী,
সংযোগী, চার, কবীরপন্থী, থাকী, মূলকদাসী, দাহপন্থী,
রয়দাসী, সেনপন্থী, রামসেনেহী, মধ্যাচারী, বজ্রাচারী, মীরা,
নিম্মৎ, বিখল, চৈতন্য, স্পষ্টদায়ক, কর্তৃত্বজ্ঞা, রামবল্লভী,
সাহেবধনী, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, শাক্তিনী,
সহজী, খুশিবিধানী, গোরবানী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই,
পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্শনারায়ণী, অতিবড়ী, রাধাবল্লভী,
সখীভাবক, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, সরগদ্বী, মাধবী, চুহুড়পন্থী,
কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, বিষ্ণুধারী, অভিবড়ী, কবিরাজী,
সংকুলী, অনন্তকুলী, বোণীবৈষ্ণব, গিরিবৈষ্ণব, গুজবানী
বৈষ্ণব, নানা জাতীর উৎকলবৈষ্ণব, দ্বিরকর্ত, সিংহ,

অভ্যাগত, কালিন্দী, চামার, হরিব্যাগী, রামপ্রসাদী, বড়গল, ভিলল, লক্ষরী, চতুর্ভূজী, করারী, বাণশযী, পঞ্চধনী, মৌন-ব্রতী, হুধাধারী, ঠাড়েখরী, বৈষ্ণবদণ্ডী, বৈষ্ণবব্রজচারী, বৈষ্ণব-পরমহংস, মার্গী, পট্টদানী, আপাপহী, সৎনামী, দরিদ্রাদানী, বুনিনাদদানী, নিরঞ্জনী, মানভাব, কিশোরীভজনী, অনহন-পহী, বীজমার্গী, মহাপুরুষী, সাত্ত্বিতারী, ওয়ারেকরি, টহ-লিরা, দশমার্গী, কুলিগায়ন।

শাক্তসম্প্রদায়—করারী, ভৈরব, ভৈরবী, চলিয়াপহী, পঞ্চাচারী, বীরাচারী, শীতলাপণ্ডিত, জোড়ি, শাম্বী।

শৈবসম্প্রদায়—দণ্ডী, সন্ন্যাসী, নাগা, বরবারী দণ্ডী, বরবারী সন্ন্যাসী, ত্যাগসন্ন্যাসী, আলেশিয়া, দক্ষলী, অঘোরপহী, উর্জবাহ, আকাশমুখী, নখী, ঠাড়েখরী, উর্জমুখী, পঞ্চধনী, মৌনব্রতী, জলশযী, জলধারাতপহী, কড়ালিনী, করারী, হুধাধারী, অলুনা, অণ্ডবড়, জড়, সূত্রড়, কুত্রড়, ভূত্রড়, কুত্রড়, উত্রড়, অবত্থানী, ঠিকরনাথ, স্বভঙ্গী, আত্মর-সন্ন্যাসী, মানসন্ন্যাসী, অস্তসন্ন্যাসী, ব্রজচারী, যোগী, কনুফট-যোগী, অণ্ডবড়যোগী, অঘোরপহীযোগী, যোগিনী, সংযোগী, মহেশ্বরী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্জহারি, কাপিপাযোগী, দশ-নামোভাট, চন্দ্রভাট, লিঙ্গায়ত, বীরশৈব বা জৈন।

এই সকল ছাড়া নরেশপহী, পাজুল, কেউড়দাস, ফকির, কুস্তপাতিয়া, খোজা, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কতিপয় আধুনিক ধর্ম-সম্প্রদায় আছে। [প্রত্যেক শব্দে তত্তৎ শব্দের বিবরণ দেখ।]

উপাসকদশ (পুং) জৈনদিগের অষ্টম অঙ্গ। হেম ১।৫৮)

উপাসজ (পুং) উপাস্যস্তে শরা অত্র উপ-আ-সন্জ-ঘঞ।
১ বাণাধার।

“সমস্তাং কলধোভাণ্ডা উপাসজে হিরন্ময়ে।”

ভারত বিরাট ৪২ অঃ। ২ ভাবে ঘঞ। আসক্তি।

উপাসন (ক্লী) উপাস্তে ক্রিপ্যন্তে শরা অত্র উপ-অস-ণ্য।

১ বাণনিষ্কপ অভ্যাস। ২ ভাবে ল্যুট। চিন্তা। ৩ সেবা।
৪ উপকার।

উপাসনা (ক্লী) উপ-আস-যুচ। দ্বিরাং টাপ্। ১ পূজা। সেবা, শুশ্রূষা। ২ পরিচর্যা। ৩ ধ্যানাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার চিন্তা-নাহি। যথা,—

“ন্যায়চর্চয়মীশত্ব মননব্যপদেশভাক্।

উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণান্তরাগত।” ইতি কুপ্পমাজলিবৃত্তিঃ। ১।

এই উপাসনা অধিকারিভেদে দুই প্রকার। হর্ষল অধি-কারিগণ সপ্তম ব্রহ্মের অর্ধাৎ মূর্তি প্রভৃতির এবং প্রবল অধিকারিগণ নিষ্ঠুর পরমাত্মার উপাসনা করিবেন। কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠার উপযুক্ত হন না। যথা,

“অনন্তচিত্ততা ব্রহ্মনিষ্ঠাসৌ কর্মঠে কথম্।

কর্মত্যাগী ততো ব্রহ্মনিষ্ঠামহিতি নেতরঃ।”

অধিকরণমালা। ৩। ৪।

বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রভাবে পরব্রহ্মে চিন্তা-মুক্তি সমাধান করাকে ব্রহ্মনিষ্ঠা বলে, তাহা কর্মপরায়ণ ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না, অতএব যিনি কর্মাহুতান পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার যোগ্য, অত্র ব্যক্তি নহেন। এই অধিকারিগণের মুক্তিলাভই লক্ষ্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায় নাই, যোগ-ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভবে পারে না। বেদে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের তিন উপায় কথিত হইয়াছে। যথা,— শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন। ঋতিতে উক্ত হইয়াছে যে “আত্মা বা অরে ঐষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নির্দিধ্যাসিতব্যঃ।”

পরমাত্মার শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন করা কর্তব্য, তাহা দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে।

“শ্রবণং নাম বড়বিধৈর্লিঙ্গৈর্দৈর্ঘ্যৈর্বেদান্তানামধিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণম্। লিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারাত্যা-সাপূর্ব্বতাকলার্থবাদোপপত্ত্যাখ্যানি।”

উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি। এই ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা সমস্ত বেদান্তেরই পরব্রহ্মে তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ কহে।

“তত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যাত্মান্ত তদান্যন্তয়োরুপাদানম্ উপক্রমোপসংহারৌ। যথা—হ্যান্মোগ্যে বর্ষ প্রপাঠকে প্রতি-পাদ্যাবিতীরবস্তনঃ একমেবাদ্বিতীরমিত্যাদৌ ঐতদান্যমিদং সর্কমিত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্।”

উপক্রম ও উপসংহার—যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তে সেই বিষয়ের কীর্তনকে যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার কহে।

হ্যান্মোগ্য উপনিষদের বর্ষ প্রপাঠকের আদিতে “এক-মেবাদ্বিতীরম্।” ইহা দ্বারা পরব্রহ্ম কীর্তিত এবং অন্তেও “ঐতদান্যমিদং সর্কম্।” অর্থাৎ সকল বিষয়ই ব্রহ্মাত্মক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকরণের আদিতে ও অন্তে ঐ পরব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

“প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য বস্তনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুনেন প্রতিপাদনং অভ্যাসঃ। যথা তত্ত্বৈবাদ্বিতীরবস্তনো মধ্যে ‘তত্ত্বমসি।’ ইতি নবকৃষ্ণঃ প্রতিপাদনম্।”

অভ্যাস—প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুর, তাহার মধ্যে পুনঃপুন কীর্তনকে অভ্যাস কহে। যথা, ঐ প্রপাঠকে “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তুমি ইহা ৯ বার প্রতিপাদিত হইয়াছে।

“প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তুনঃ ‘তদ্ব্যাপনিবৎ পুরুষং পৃচ্ছা-
নীত্যাদিনা উপনিষদ্ব্যাজবেদ্যপ্রতিপাদ্যাত্’ মানান্তরা-
বিষরীকরণম্।”

অপূর্বতা—যথা ঐ প্রপাঠকেই “তদ্ব্যাপনিবৎ পুরুষং
পৃচ্ছামি।” অর্থাৎ সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয়
বিজ্ঞানসা করিতেছি ইত্যাদি দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য
পরব্রহ্মের বেদান্তাত্মিক প্রমাণ দ্বারা অসম্প্রাপ্তিই অপূর্বতা।

“কলন্ত প্রকরণ প্রতিপাদ্যাজ্ঞানস্ত তত্র তত্র ক্রমমাণং
প্রয়োজনম্। যথা, তত্রৈব আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তত্ত
তাবদেব চিরং বাবদ্ বিমোক্ষে অথ সম্প্রাপ্তে তৎপ্রাপ্তি-
প্রয়োজনং ক্রমতে।”

কল—প্রকরণপ্রতিপাদ্য অমুষ্ঠানের কলশ্রুতিকে অথবা
সেই ক্রমাণ প্রয়োজনকে কল কহে। যথা, তাহাতেই
‘আচার্য্যবান্ পুরুষঃ’ ইত্যাদি সন্দর্ভদ্বারা প্রকরণপ্রতিপাদ্য
পরব্রহ্মে জ্ঞানামুষ্ঠানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ কলশ্রুতি উক্ত
হইয়াছে।

“প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্ত তত্র তত্র প্রশংসনমর্থবাদঃ। যথা
তত্রৈব উত্ততমাদেশমপ্রাক্ষে যেন শ্রুতং শ্রুতং ভবতামতং
মতমধিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ইত্যাদিতীয়বস্তপ্রশংসনম্।”

তৎপ্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের তৎপ্রকরণে প্রশংসাকে
অর্থবাদ কহে। যথা ঐ প্রপাঠকেই ‘উত্ততমাদেশমপ্রাক্ষে’
ইত্যাদি। ‘অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং’ এই শেষ সন্দর্ভদ্বারা বাহা শ্রুত
হইলে আর কিছুই অশ্রুত থাকে না এবং বাহা বিজ্ঞাত হইলে
অজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয়, তুমি সেই প্রশংসা করিয়াছ ইত্যাদি
প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের প্রশংসা।

“প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থসাধনে তত্র তত্র ক্রমমাণা যুক্তি-
রূপপত্তিঃ। যথা, তত্রৈব ‘যথা সৌম্যকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং
মুগ্ধং বিজ্ঞাতং ত্রাং বাচরন্তগং বিকারনামধেয়ঃ মৃত্তিকেত্যেব
সত্যম্।’ ইত্যাদাবিতীয়বস্তসাধনে বিকারন্ত বাচরন্তগ-
মাত্রবে যুক্তিঃ ক্রমতে।”

তৎপ্রকরণে প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন
করিবার নিমিত্ত যুক্তির উপন্যাসকে উপপত্তি বলে। যথা
ঐ প্রপাঠকেই “যথা সৌম্যকেন” ইত্যাদি “মৃত্তিকেত্যেব
সত্যম্।” এই শেষ শ্রুতি বাক্য দ্বারা যেমন এক
মৃৎপিণ্ড জানিতে পারিলে মুগ্ধর পাতাদি জানা যায়, বিকার
ও নাম কেবল বাক্যমাত্র মৃত্তিকাই যথার্থ, সেইরূপ পরব্রহ্মই
সত্য বস্তু তত্ত্বের সকলই বাক্যমাত্র, এই প্রকারে অদ্বিতীয়
বস্তু প্রতিপাদন বিষয়ে বিকার অর্থাৎ ভেদ ভগতের বাক্য-
মাত্ররূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

মনন।

“মননন্ত শ্রুতাবিতীয়বস্তনো বেদান্তার্থানুগবৃদ্ধিতির-
নবরতমহুচিন্তনম্।”

মনন—বেদান্তের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা শ্রুত অদ্বি-
তীয় পরব্রহ্ম বস্তুর নিরন্তর চিন্তার নাম মনন।

নিদিধ্যাসন।

“বিজাতীয় দেহাদি প্রত্যয়বিরহিতাবিতীয়বস্তুলজাতীয়-
প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্।”

নিদিধ্যাসন—বিরোধিজড়পদার্থজ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক
অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধ বিজ্ঞানের প্রবাহকে নিদিধ্যাসন
কহে। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ উপাসনা দ্বারা
যোগসিদ্ধিলাভ করিয়া পরম পদার্থ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে
পারা যায়।

যোগ দ্বারা উক্ত মনন ও নিদিধ্যাসনাদি সিদ্ধ হইয়া
থাকে। জীবাচ্ছা পরমাত্মার সংযোগের নাম যোগ, সেই
যোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত। এক্ষণে অষ্টাঙ্গযোগ ও তাহার বিশেষ
বিবরণ উক্ত হইতেছে।

যদাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

“জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগকাষ্টান্সংযুতম্।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাচ্ছাপরমাত্মনোঃ।”

জ্ঞানযোগাত্মক অর্থাৎ যোগকেই জ্ঞান বলিয়া জানিবে,
পরমাত্মার সহিত জীবাচ্ছার সংযোগের নাম যোগ, এই
যোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত।

“যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ।

প্রাণায়ামস্তথা গার্গি! প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে।”

হে বরাননে গার্গি! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আট প্রকার
যোগাঙ্গ জানিবে।

এই সকলের প্রকার ভেদ আছে। যথা—

“যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা সুপ্রকীৰ্ত্তিতঃ।

আসনানু্যন্তমাত্তষ্টৌ ত্রয়ং তেবুত্তমোত্তমম্।

প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তঃ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চধা।

ধারণা পঞ্চধা প্রোক্তা ধ্যানং বোঢ়াপ্রকীৰ্ত্তিতম্।

ত্রয়ন্তেবুত্তমাঃ প্রোক্তা সমাধেত্বৈকরূপতা।

বহুধা কেচিদিচ্ছন্তি বিস্তরেণ পৃথক্ শৃণু।”

যম।

যম—অহিংসা, সত্য, অস্তের (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া,

আর্জব (সায়ল্য), কমা, ধৃতি, পরিমিতাহার ও শৌচ এই দশ প্রকার যম।

“সত্যং কৃতহিতং প্রোক্তং ন বথার্থীভিভাবেণম্।”

সত্য—যাহা প্রাণিগণের হিতকর সেই বাক্যই সত্য, কেবলমাত্র বথার্থ ভাবণকে সত্য বলে না।

অন্তের—কারমনোবাক্যে পরব্রহ্মের প্রতি যে নিম্পৃহা, তাহাকে অন্তের বলা যায়।

ব্রহ্মচর্য—সর্কত্র, সর্কদা সর্কাবস্থায় কারমনোবাক্যে মৈথুন পরিত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য কহে।

দয়া—কার, মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি যে অহুগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাহাকে দয়া কহে।

আর্জব—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে যে সমভাব, তাহাকে আর্জব কহে।

কমা—প্রাণিগণের প্রিয় ও অপ্ৰিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে কমা কহিয়া থাকেন।

ধৃতি—অর্থ হানি, বন্ধুরিগোণাদি শোচনীয় বিষয় সকল পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইলেও চিন্তের যে স্থিরতা, তাহাকে ধৃতি বলে।

মিতাহার—মুনিগণের অষ্ট গ্রাস, অরণ্যবাসিগণের ষোড়শ গ্রাস, গৃহস্থদিগের ৩২ গ্রাস এবং ব্রহ্মচারিদিগের স্বেচ্ছাহরূপ গ্রাস বিহিত আছে। এই বিহিত গ্রাস ভোজনকে মিতাহার বলে।

শৌচ—শৌচ দুই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা গাত্রাদির শৌচকে বাহ্যশৌচ এবং মন শুদ্ধিকে আভ্যন্তরশৌচ বলে। ধর্ম্মানুশীলন ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা দ্বারা মনঃশৌচ সম্পাদিত হয়।

নিয়ম।

তপস্তা, সন্তোষ, আন্তিক্য, দান, জৈশ্বরপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও ব্রত এই দশ প্রকার নিয়ম।

আসন।

অস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীর, সিংহাসন, ভদ্র, মুক্তাসন ও ময়ূরাসন প্রভৃতিকে আসন কহে। ইহা দ্বারা দেহের ও মনের স্বৈর্য্য সম্পাদিত হয়।

প্রাণায়াম।

প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণা-রাম সময়ে রেচক, পূরক ও কুস্তক এই তিনটি প্রক্রিয়া করিতে হয়। ইহা দ্বারা প্রাণবায়ু জয় করিতে পারা যায়।

প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতই বিব্রল সন্তোষের নিমিত্ত ধাবমান,

তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সেই সেই বিষয় হইতে অপহরণ করাকে প্রত্যাহার বলে।

ধারণা।

মন যখন যমনিয়মাদি গুণযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন মনের সেই আত্মার অবস্থানের নাম ধারণা।

ধ্যান।

মনোমধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তনের নাম ধ্যান।

সমাধি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমভাবস্থাকে সমাধি কহে। অথবা জীবাত্মার পরব্রহ্মে স্বরূপস্বরূপে অবস্থিতির নাম সমাধি। কেহ কেহ কহেন যে লবিকল্পক ও নির্লিকল্পক ভেদে সমাধি দুই প্রকার।

এই সমস্ত উপায় দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে অবশ্যই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। [অজ্ঞাত উপাসনার বিষয়াদি পূজা শব্দে দেখ।]

উপাসা (স্ত্রী) উপ-আস-ভাবে-অ-টাপ্। ১ উপাসনা।

উপাসাদিত (ত্রিঃ) উপ-আ-সদ-গিচ্-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ভাবে ক্ত। ২ প্রাপ্তি।

উপাসিত (ত্রিঃ) উপ-আস-ক্ত। ১ পূজিত।

উপাস্তি (স্ত্রী) উপ-আস-ক্তিন্। উপাসনা। যথা,—

(“যজুপাস্তি মসাবত্র পরমাত্মা নিরূপ্যতে ॥” কুতুম্বাজলি। ২।)

উপাস্ত্র (স্ত্রী) উপগতমস্ত্রম্। অস্ত্রোপকরণ, তুণাদি।

উপাস্থি (স্ত্রী) শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থির জায় পদার্থ বিশেষ (Cartilage)। ইহা প্রধানতঃ তিন প্রকার, কণিক, স্থায়ী ও আকস্মিক। জীবদেহের প্রথম অবস্থায় যাহা অস্থির পরিবর্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই কণিক। সন্ধিতে অথবা অস্থির সংযোগ স্থানে যে উপাস্থি জন্মে, তাহা স্থায়ী। জমাট বাধিয়া যদি উপাস্থিক সমাবেশ হয়, তাহাকে আকস্মিক বলা যায়।

উপাস্থিক (পুং) মৎস্তশ্রেণীবিশেষ। যে মৎস্তের কঙ্কালে কাঁটা থাকে না। যেমন, বাইন মাছ।

উপাস্ত্র (ত্রি) উপ-আস-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। ১ সেব্য, আরাধ্য, পূজ্য। ২ চিন্তনীয়। (ভারত অহু ৮ অঃ)

উপাহিত (ত্রি) উপ-আ-ধা-ক্ত। ১ আরোপিত। ২ উপ-আসন্নমহিতং ফলং যস্য। অগ্ন্যাৎপাত। (উপাহিতোহন-লোৎপাতে পুমানারোপিতে ত্রিযু। মেদিনী।)

উপাহত (ত্রি) উপ-আ-হ-ক্ত। সঞ্চিত, গৃহীত।

উপুড় (দেশজ) হাজ, উন্টান। বিপরীত, বিপর্য্যস্ত, উন্টান।

উপেক্ষ (পুং) স্বকরের পুত্র, অক্লুরের ভ্রাতা। (হরिवংশ ৩৫ অঃ)

উপেকক (ত্রি) উপ-ঈক-কৃ। উপেকাকারক, উদাসীন।
 (“উপেককোহনকককো মুনির্ভাবসমাহিতঃ।” ময় ৬।৪৩।৩।
 ‘উপেককঃ শরীরস্য ব্যাঘ্রংগামে তৎপ্রতীকাররহিতঃ।’
 কুল্লক।)

উপেক্ষণ (ক্ৰী) উপ-ঈক-ভাবে লুট্। ১ অনাদর, উদাসীন।
 ২ ত্যাগ। ৩ রাজনিগের উপারবিশেষ। [উপার দেখ।]

উপেক্ষণীয় (ত্রি) উপ-ঈক-অদীয়ন্। ১ ত্যাগ্য। ২ প্রতীকা-
 রের চেষ্টার অযোগ্য। (“মশ্যংপুরস্তাদমুপেক্ষণীয়ম্।” রঘু।)

উপেক্ষা (ক্ৰী) উপ-ঈক-অ-টাপ। ১ ত্যাগ। ২ উদাসীন।
 ৩ অদীকার। ৪ সমাজ উপার। (বারোপেক্ষকালানি
 কুত্রোপার ইমে অয়ঃ। হেম ৩।৪০) ৫ অনাদর। (কুৰ্যামু-
 পেকাং হতজীবিতেহস্মিন।” রঘু ১৪।৫৪)

উপেক্ষিত (ত্রি) উপ-ঈক-ক্ত। ১ অনাদৃত। ২ ত্যক্ত। ৩
 অবজ্ঞাত। ৪ অস্বীকৃত।

উপেত (ত্রি) উপ-ইন-ক্ত। ১ উপাগত। ২ সমীপগত। ৩
 প্রাপ্ত। ৪ উপনীত। ৫ গর্তাধামের জন্ত দ্বীতে উপগত।
 (“গর্তাধানমুপেতো ব্রহ্মগর্ভং সম্বধতি।” হারীত)

উপেন্দ্র (পুং) ইন্দ্রমুপগতঃ। বিষ্ণু, বামনাবতারে তিনি
 কল্পের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্ম গ্রহণ করেন
 বলিয়া তাঁহার একটি নাম উপেন্দ্র।

“মমোপরি যথেষ্টং স্থাগিতো গোত্রিরীশ্বরঃ।

উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ষাং গাত্ত্বি দিবি দেবতাঃ ॥”

[বামন দেখ।]

হরিবংশ ৭৫।৪৬।

উপেন্দ্রভজ্ঞ, উৎকলদেশের অন্তর্গত গুপ্তনগরের একজন
 রাজা। উৎকলদেশীয় কবিগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রধান।
 প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন।

উপেন্দ্রবজ্রা (ক্ৰী) একাদশাকরপাদক ছন্দোবিশেষ।
 (“উপেন্দ্রবজ্রা অন্তর্জাতো গো।” বৃত্তরত্নাকর।)

উপেয় (ত্রি) উপ-ইন্-বৎ। ১ উপারসাধ্য। ২ প্রাপ্তব্য।
 (ময় ৭।২১৫) ৩ গম্য। গমনযোগ্য।

উপেয়স্ (ত্রি) উপগত।

উপোড় (ত্রি) উপ-বহ-ক্ত। ১ নিকট। ২ উড়, বিবাহিত।
 (উপোড়ো নিকটোদ্রোহঃ। মেদিনী।) ৩ ভাবে ক্ত। (ক্ৰী)
 বাহ।

উপোত্তী (ক্ৰী) উপ-বহ-ক্ত-টীপ্। পুতিকা, পুঁইশাক।

উপোদক (পুং) উপগতমুদকম্। উদকসমীপহ। (ভরবজ্রঃ
 ৩৫।৬) (অব্য) উদকসমীপে।

উপোদকী (ক্ৰী) উপগতমুদকং (ক্লিগোরাহিত্যন্ত। পা
 ৪।১।৪১।) ইতি টীপ্। পুতিকা, পুঁইশাক। [পুতিকা দেখ।]

উপোদিকী (ক্ৰী) উপাধিকমুদকম্ভাষ্য, উত্তরগদ্য চৈত্যা-
 ত্তরগদ্যভোদাদেশঃ কপ্। ততঃ টাপ্। পুতিকা, পুঁইশাক।
 [পুতিকা দেখ।]

উপোদিকাতৈল, বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। পুঁই, সরিষা,
 নিমহাল, মোচা, কুমড়াগতা ও ফুলগতা এই সমুদয় তৈল
 করিবে, সেই তৈল জলের সহিত তৈল পাক করিবে। পাক
 কালে লৈকব লবণ দিবে। এই তৈল পাদদারী রোগের
 পক্ষে বিশেষ হিতকর।

উপোদগ্রহ (পুং) উপ-উদ্-গ্রহ-অপ্। জ্ঞান।

উপোদঘাত (পুং) উপসমীপ উদ্ধননম্ উপ-উৎ-হন-বঞ্। ১
 উদাহরণ। ২ আরম্ভ। ৩ উপক্রম, মুখবন্ধ। গ্রন্থসজ্জিবিশেষ।
 (উদাহার উপোদঘাত উপভাসনচ বাধ্যম্। হেম ২।১৭৬।)

উপোদ্বলন (ক্ৰী) উপ-উৎ-বল-লুট্। উত্তেজন, উদ্বীপন।

উপোষ } (পুং) উপ-উব-বঞ্।

উপোষণ } (ক্ৰী) উপ-উব-লুট্। উপবাস। অহোরাত্র
 অনাহারে থাক।

(“উপোষণং নবম্যাঞ্চ দশম্যামেব পারণম্।” তিথিতত্ত্ব)

[উপবাস দেখ।]

উপোষিত (ক্ৰী) উপ-বাস-ক্ত। উপবাস। (ময় ৫।১৫৫)

(ত্রি) কর্তরি ক্ত। কৃতোপবাস, যে উপোষ করিয়া আছে।

উপোষধ (পুং) বৌদ্ধধর্মোক্ত উপবাস ব্রত। ইহার অপর
 নাম পোষধ। ইহা শাক্যসিংহ কর্তৃক প্রচলিত হয়। প্রকৃত
 বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মাত্রে এই ব্রত পালন করিতেন। এই ব্রত
 উপবাসকারী ইচ্ছামত। [উপোষধাবধান নামক বৌদ্ধগ্রন্থে
 ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপোষ্য (ত্রি) উপ-বস-অকর্মক ধাতুবোকে কর্মসংজ্ঞা
 বিধানাৎ কর্মণি বাহলকাৎ ক্যপ্। উপোষ করিয়া থাকিবার
 যোগ্য। (“জিসক্যাবাপনী বা তু সৈবোপোষ্যা। সমা তিথিঃ।”
 কালমাধব।)

উপু (ত্রি) উপ্যতে অ্য কেজাদিহু বপ-ক্ত। ১ কৃতবপন,
 বাহা বোনা হইয়াছে। ২ সুশ্রুত। (“পৰ্য্যাপ্ত শিরসমিতি।”)
 ৩ পরিকৃত। ৪ নিকৃষ্ট।

উপুকুট (ত্রি) বীজবপনের পর কর্তিত কেজ, বীজাকৃত,
 কাড়ান। (বীজাকৃতং তুপুকুটম্। হেম ৪।৩৫)

উপ্তি (ক্ৰী) বপ-ক্তিন্। বপন।

উত্তিবিৎ [৭] (পুং) উত্তি-বিদ্-ক্তিপ্। বঙ্গবিধিজ্ঞ,
 যে ভাষ্যরূপে বুঝিতে পারে।

“বীজানামুত্তিবিজ্ঞাতাং কেজো বোবগুণত চ।”

বানবোপক-জানীয়াং তুগাযোগাৎ সর্বশব্দঃ ৪। ময় ২।৩০।

উপ্তিম (জি) বপ- (ভিত্তি: ক্রি:। পা ৩। ৩। ৮) ইতি
ক্রি: ভক্ত: মপ্। বপনভাত।

উপা (জি) বপ-বাহুলকাৎ কর্ণশি ক্যপ্। বপনীয় (ব্রীহি
প্রভৃতি।)

উপ্রায়, বেয়ারের ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত দরিয়াপুরের
মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। অক্ষা ২১° উ, দৈর্ঘ্য ৭৭° ৩৪' ৩০" পূঃ।
এই স্থান শাহদাবলের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত, হিন্দু মুসলমান
উভয় জাতিই এই মন্দিরে অর্চনা করিতে আইসে।

উপ্পেতা, কাথিবাড়ের অন্তর্গত গোন্দল রাজ্যের একটি বন্দর।
জুনাগড় হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা ১২°
৪৪' উঃ, দৈর্ঘ্য ৭০° ২০' পূঃ। এখানে অনেক ধনবানের বাস।

উজ (তুলা-পর-সক-সেট্)। অর্জব, ঋজু করা। উজ্জতি
উজ্জীৎ। (ঋ ১। ২। ৫)

উজ্জক (জি) উজ্জ-গুল্। ঋজুতায়ুক্ত।

উভ (তুলা-পর-সক-সেট্) পৃষ্ঠি। উভতি, উভীৎ,
উবোভ। উভতি, উভীৎ।

উভ (জি, দ্বিবচনান্ত) উভ পূর্তী-ক। উভয়, দুইজন।

উভয় (জি) উভ-অয়চ্- (উভাহুদাতো নিত্যম্। পা ৫।
২। ৪৪। ইতি অয়চ্।) দুই, দ্বিবিশিষ্ট। ০। এই শব্দ
দ্বিব্যবোধক হইলেও কেবল এক ও বহুবচনে প্রয়োগ করা
যায়। দ্বিবচনে প্রয়োগ নাই।

উভয়চর (পুং-জী) উভয়ঃ চরতি চর-ট। বাহারা জলে ও
স্থলে উভয়স্থানে বাস করে। জলচর পক্ষী প্রভৃতি।

উভয়তঃ (অব্য) উভয়-তসিল্। দুইদিকে, দুইপাশে।

উভয়তোমুখ (জি) উভয়তো মুখে বস্তু। দ্বিমুখ গৃহাদি।

উভয়ত্র (অব্য) উভয়-সমুদীস্থানে ত্র। দুই দিকে,
দুই স্থানে।

উভয়থা (অব্য) উভয়-থাচ্। দুই প্রকারে।

উভয়বেতন (পুং) দূতবিশেষ। যে পূর্ণ স্বামী কর্তৃক
নিয়োজিত হইয়া তাহার শত্রুর নিকট প্রেরণ ভাবে দাস
কার্য্যে থাকিয়া উভয়ের নিকট হইতে বেতন পায়।

“অজাতদোষৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞৈরুদ্ভোক্তববেতনৈঃ।

ভেদ্যাঃ শাজোরভিব্যক্তশাসনৈঃ সামবায়িকাঃ॥” মাঘ।

উম্ (অব্য) উম্-ডুম্। ১ যোব। ২ অকীকার। ৩
এত্র। (বেদিনী)

উমরকোট, সাধারণে অমরকোট বলিয়া থাকে। সিদ্ধ
প্রদেশের অন্তর্গত পানকর জেলার একটি নগর। অক্ষা ২৫°
২১' উ, দৈর্ঘ্য ৬৯° ৪৩' পূঃ। এই নগর কালুকার শাহাডের
নিকট-স্থাপিত। এই স্থান উমরকোট তালুকের প্রধান

আজ্ঞা। এই নগরে একটি ৫০০ ফুট আরতন দুর্গ আছে,
পূর্বে ঐ দুর্গ তলপুরমীরদিগের অধিকারে ছিল। অধিবাসী-
দিগের কৃষি ও পশুপালনই প্রধান কার্য্য। এখানে বৃত্ত,
উল্ল, গবাদি ও তামাকের ব্যবসা হইয়া থাকে।

মুন্সীজাতীর উমর নামক একজন সানন্ত এই নগর স্থাপন
করেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে, এইখানে লড়াই অকবরের জন্য
হয়। ১৮৪৩ খৃঃ হইতে ইংরাজ শাসনাধীন হইয়াছে।

উমরখের, বেয়ারের অন্তর্গত পুসার তালুকের মধ্যবর্তী
প্রধাননগর। অক্ষা ১৯° ৩৬' উঃ, দৈর্ঘ্য ৭৭° ৪৫' পূঃ।

পূর্বে উমরখের পরগণা পেনসোবার অধিকারে ছিল। ঐ
নগরে সাধু মহারাজ নামক একজন ব্রাহ্মণ সাধুর স্মরণার্থ একটি
সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এখানে গোমুখী স্বামীর
বাস ছিল। শুনা যায়, তিনি প্রত্যহ ৫০০০ অতিথিকে ভোজন
করাইতেন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে গোদাবরী নদীতীরে তাঁহার
মৃত্যু হয়। সেই স্থানে তাঁহার একটি সমাধি মন্দির আছে।

উমরপুর, ভাগলপুর জেলার অধীনস্থ বাজার মধ্যস্থিত একটি
নগর। অক্ষা ২৫° ২' ২৩" উঃ, দৈর্ঘ্য ৮৬° ৫৭' পূঃ। এই নগরে
একটি সুন্দর পুষ্করগীর ধারে শাহাজাদার নির্মিত একটি মসজিদ
আছে। ইহার অর্ধক্রোশ উত্তরে হুমরাও নগর, সেই স্থানে
দেবী রাজার একটি অতি প্রাচীন দুর্গ রহিয়াছে। দেবীরাজা
হিন্দু স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া বন কর্তৃক নিহত হন।

ভাগলপুর জেলার সমস্ত ধান্য শস্তাদি উমরপুরে আনীত
হইয়া পরে নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

উমা (জী) ওহরন্ত মা লক্ষ্মীরিব, উং শিবং মাতি মিমীতে
বা। উ-মা (আতশোপসর্গে)। ইতি ক অজাদিষাৎ টাপ্।
শিবপত্নী দুর্গা। (উ মেতি মাজা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাহ-
মাধ্যাং সুমুখী জগাম। কুমার) উমার মাতা মেনকা
বলিয়াছিলেন উঃ মা আর তপস্তা করিও না, সেই অবধি
তাঁহার নাম উমা হইল। বেদে বাহুলকাৎ মক্। ২ হরিত্রা,
হলুদ। ৩ অন্তনী, মসিনা। ৪ কীর্তি। ৫ কান্তি। ৬ শান্তি।

(উমাহতনী হৈমবতী হরিত্রা কীর্তিকাশ্বিনু। হেদিনী)

৭ রাজি। (হেম° শে ১৮)

উমাকট (পুং) উমার রজঃ। উমা- (অলাবৃত্তিলোভ্যভঙ্গা-
ভোরহ্যপসংখ্যানম্। কাশিকা ৫। ২। ২৯।) ইতি কট্।
মসিনার ধূলা।

উমাগুরু (পুং) উমার গুরু: পিতা। হিমালয়।

উমাচতুর্দী (জী) জ্যৈষ্ঠমাসের তুর চতুর্থাঙ্গি।

“জ্যৈষ্ঠতুরচতুর্থাঙ্গ জাতা পূর্ণমাসতী।

তন্মাং সা তত্র সাংপূজ্যা জীতি: সৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে॥”

উমানন্দ (পুং) ১ শিব। ২ ব্রহ্মপুত্রনদের অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, গৌহাটীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই প্রান্তরময় দ্বীপটি শিবমন্দির জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতিবর্ষে এখানে বহুতর তীর্থযাত্রী আগমন করিয়া থাকে।

উমাপতি (পুং) ৬তম, ১ মহাদেব। ২ মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ কবি। কবিবর বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং রাজা শিবসিংহের সভাসদ। ইনি খৃষ্টের চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

উমাপতি ত্রিপাঠী, একজন বিখ্যাত হিন্দুস্থানী পণ্ডিত। ইনি বাল্যকালে কাশীতে থাকিয়া বিদ্যালিক্ষা করেন। তৎপরে অযোধ্যায় গিয়া বাস করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎকৃত হিন্দুস্থানী ভাষায় দোহাবলী, রত্নাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ১৮৭৪ খৃঃ একে ইহার মৃত্যু হয়।

উমাবন (ক্লী) পুরবিশেষ। শোণিতপুর, দেবীকোট। (দেবীকোট উমাবনম্, কোটীবর্ষং বাণপুরং ভ্রাজ্জগিতপুরঞ্চ তৎ। হেম ৪।৪৩।)

উমাতুর, মহীশূরের একটি গ্রাম। অক্ষা ১২°৪'১০" উ; দৈর্ঘ্য ৭৬°৫৬' ৪০" পূঃ। এই স্থানে পূর্বে বিজয়নগরের রাজাদিগের রাজধানী ছিল, মহীশূরের রাজা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৬১৩ খৃঃ আপনার অধিকারভুক্ত করেন। এই স্থানের আর চমরাজনগরের দেবমন্দিরের দেবসেবার জন্ত নির্দিষ্ট আছে।

উমান্ত (পুং) উমায় স্ততঃ। কার্তিকেয়। (হেম ২।১২২)

উমান্বাতিবাচক (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার। ইনি প্রশমরতিপ্রকরণ ও তত্ত্বার্থসূত্র নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কোন কোন হস্তলিপিতে উমান্বামী ভট্টারক এইরূপ নাম পাওয়া যায়। (Perterson's 3rd Report on Sanskrit MSS. p. 47 দেখ)

উমিচাঁদ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমীরচাঁদ (উমিচাঁদ) ও গোলাপচাঁদ নামে দুইজন শিখ বণিক বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন। ইহারাই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী কি ইহাদের কোন পূর্বপুরুষ প্রথমে এদেশে আসেন তাহা জানা যায় না।

বৈষ্ণবদাস শেঠ ও মাণিকচাঁদ শেঠ নামক দুইজন বণিক তখন এদেশে বহুবিস্তৃত ব্যবসায় প্রচুর ধনসম্পত্তি উপার্জন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমীরচাঁদ আসিয়াই ইহাদের নিকট বাণিজ্যবিষয়ক কথ্যে নিযুক্ত হন। কার্যকুশলতা ও কার্যদক্ষতাগুণে আমীরচাঁদ ক্রমশঃ ইহাদের ব্যবসায়ের এবং তেজারতি কারবারের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন।

এই শেঠবংশে বহুদিনব্যাপী কার্য্য করিয়া আমীরচাঁদও যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি উপার্জন করেন। শেষে অপরের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া নিজেই স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্নদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা বিহারের সকল স্থানে ইহার বাণিজ্য ব্যবসার বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে বাঙ্গালার ইংরাজদিগেরও ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছিল। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান তখন ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। আমীরচাঁদ কলিকাতায় বৃহৎ আবাসবাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার বাটীতে বহুসংখ্যক দাস দাসী নিযুক্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন একদল অশ্বধারী পুরুষ সর্বদা বাটীতে অবস্থিতি করিত। আমীরচাঁদ বণিক হইয়া রাজা-রাজদার মত অবস্থিতি করিতেন। সে সময়ে আমীরচাঁদ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত বণিক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের পণ্যদ্রব্য সরবরাহের অধিকাংশ দানন আমীরচাঁদই লইতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব ছিল। মুরশিদাবাদে নবাব-সরকারেও আমীর বিশেষ প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছিলেন। নবাবের যত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল, সকলেই তাঁহার নিকট উপকার পাইত, তিনিও সকলের নিকট আশ্রয়তা করিতেন। শেষে এই সম্বন্ধ এতদূর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে নবাবের সহিত কোনরূপ গোলমাল বাধিলে ইংরাজেরা পর্যন্ত আমীরচাঁদকে মধ্যস্থ মানিতেন। নবাব স্বয়ং আমীরচাঁদকে ভালবাসিতেন।

আমীরচাঁদ কোম্পানীর দানন লইয়া যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া অস্ত্রায় রূপেও লাভের চেষ্টা করিতেন। একে এই সময় মার্হাট্টা-দিগের আক্রমণের উৎপাতে ইংরাজদের ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যাঘাত পড়িতেছিল। দিন দিন দ্রব্য সামগ্রীর দর বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু জিনিস ভাল পাওয়া যাইতেছিল না; তাহার উপর প্রধান দাননদার আমীরচাঁদ বেশীলাভের আশায় কুপ্রথা অবলম্বন করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজেরা তাঁহার দানন বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইংরাজের দানন বন্ধ হইলে আমীরচাঁদের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইল, কিন্তু এ সময়ে তাঁহার প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার কারবার চলিতেছিল সুতরাং তিনি একেবারে দমিলেন না বরং বাহাতে নবাবসরকারে স্বীয় প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

এই সময় আলীবর্দী খাঁড়ার শয়্যাগত। সকলেই বুঝিয়াছিল যে, এবার তিনি আর রক্ষা পাইবেন না ও তাঁহার মৃত্যু

পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাই বাঙ্গালার নবাব হইবেন। কিন্তু ঢাকার নবাব নওরাগিস মুহম্মদ সিরাজের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদউদ্দৌলার পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নওরাগিসের বিধবাপত্নী স্বীয় পোষ্য-পুত্রের জন্ত বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবার আশায় প্রধানমন্ত্রী রাজা রাজবল্লভকে সঙ্গে লইয়া সৈন্যে মুরশিদাবাদের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। আমীরচাঁদ এই সময়ে মুরশিদাবাদে ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ দেখিলেন যে, যদি সিরাজের সহিত যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে এখন হইতে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত; সুতরাং তিনি আমীরচাঁদের সহিত ও কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের সহিত বন্ধুতা করিলেন। স্থির হইল, কুমার কৃষ্ণদাস সপরিবারে ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় গমন করিবেন, ইংরাজেরা ও আমীরচাঁদ উভয়েই তাঁহাকে সেখানে থাকিতে সহায়তা করিবেন। ওয়াটস সাহেব রাজাকে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার কাউন্সিলে এবিষয়ে অমুমতি দিবার জন্ত অসুযোগ করিয়া পাঠাইলেন এবং কুমার কৃষ্ণদাস সপরিবারে কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র আমীরচাঁদ তাঁহাকে মহাসমাদরে উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন।

অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল তারিখে আলীবর্দীর মৃত্যু হইবামাত্র সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোধ করেন। সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়াই দুই দিন পরে কলিকাতায় ইংরাজগণের অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার যেন অবিলম্বে কুমার কৃষ্ণদাসকে তাঁহার সমস্ত ধনরত্নের সহিত মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। নবাবের চর-বিভাগের অধ্যক্ষ রামরাম সিংহের ভ্রাতা স্বয়ং এই আদেশ-পত্র লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ইহার সহিত আমীরচাঁদের পরিচয় ছিল। সুতরাং ইনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াই আমীরচাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমীরচাঁদ তাঁহাকে কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য ও পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হলওয়েল সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। সেইদিনেই কাউন্সিলে কথা উঠিল। স্থির হইল, পরদিন মথাকর্তব্য স্থির করা হইবে।

পরদিন কাউন্সিলে স্থির হইল যে, কাশিমবাজার হইতে যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, নওরাগিস মুহম্মদের পোষ্যপুত্রের সহিত সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন লইয়া গোলমাল এখন 'মিটে নাই'; সুতরাং এ সময়ে এরূপ আদেশ বা এরূপ পত্রবাহকের সম্মান রাখা যায় না, আর বোধ হয় ইহা সমস্তই আমীরচাঁদের কল্পনামাত্র।

তিনিই আমাদেরকে তর দেখাইয়া নিজের লুপ্তপ্রভাব ও সর্বদা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টায় এই মিথ্যা আদেশপত্র ও লোক ঠিক করিয়াছেন। এইরূপ স্থির হইলে দূতকে বিদায় দিবার জন্ত আদেশ দেওয়া হইল। যে সকল কর্মচারী এই ভার পাইল, তাঁহারা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া বিদায় দিল।

নবাব এই ব্যবহারে ও অজ্ঞান বহুবিধ কারণে যখন কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্ত সমস্ত উদ্যোগ করিলেন, তখন রামরাম সিংহ আমীরচাঁদকে নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্ত বন্দোবস্ত করিতে লিখিলেন। আমীরচাঁদ এই পত্র ১৩ই জুন তারিখে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন। ইংরাজেরা একেই তাঁহাকে মনোহ করিতেন; তাহাতে এই ঘটনার স্থির করিলেন যে আমীরচাঁদ তাঁহাদের একজন শত্রু বটে; সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুর্গমধ্যে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তাঁহার সম্পত্তি গোপনে গোপনে স্থানান্তরিত হইতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহার বাটী সৈন্য দিয়া ঘিরিয়া কেলিতে আদেশ দিলেন। আমীরচাঁদের শ্রালক হুজুরীমল তাঁহার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তিনি ভয়ে অন্তঃপুরে গিয়া লুকাইলেন। পরদিন তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য যখন ইংরাজসৈন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমীরচাঁদের যে ৩০০ জন অন্তঃখারী প্রহরী ছিল, তাহারা বাধা প্রদান করিল। উভয় পক্ষের দাঙ্গা হান্ধামায় উভয় পক্ষেই হতাহত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সর্দার জমাদার ইংরাজসৈন্যের হস্তে প্রভুপরিবারের অপমান হইবে ভাবিয়া অন্তঃপুরে অগ্নি প্রদান করিল এবং স্বয়ং ১৩টা জ্বীলোকের প্রাণ বধ করিয়া নিজেও প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে নিজকে তরবারি বিদ্ধ করিয়া দিল কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। ইংরাজসৈন্যের কতকাংশ এই সময়ে কৃষ্ণদাসকে লইয়া দুর্গে প্রস্থান করিল। অপর কতকাংশ আমীরচাঁদের ধনাগার ও বাটী লুণ্ঠন করিয়া ৪ লক্ষ মূদ্রা, জহরত ও পণ্যাদি অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে নবাব সৈন্যে কলিকাতার উত্তরে পৌঁছিলে আমীরচাঁদের জমাদার তাঁহার সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া পরামর্শ দিল যে উত্তরাংশ অপেক্ষা পূর্বদিক দিয়া নগর আক্রমণ করিলে সুবিধা হইতে পারে, কারণ সেদিকে রক্ষক নাই। জমাদারের কথামুতাবে পূর্বদিক দিয়াই নগর আক্রান্ত হইল। নবাবসৈন্য কোর্টউইলিয়মের একপোয়া উত্তর পূর্বে বড়বাজারে আশ্রয় লাগাইয়াছিল। দুর্গের বাহিরে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারাও ক্রমাগত ৪ দিন

পর্যন্ত কোনরূপে বাধা দিল ; শেষে আর আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল, এই সঙ্গে গবর্ণর ড্রেক ও সেনাপতিজ্বরও পলায়ন করিলেন।

২০এ জুন তারিখে প্রত্যুষে নবাবসৈন্য দিগুণ উৎসাহে দুর্গ আক্রমণ করিল। বাহারা দুর্গমধ্যে ছিল, তাহারা হলওয়েলকে সেনাপতি করিয়া দুর্গের বাহির হইয়া দৃঢ়তরূপে বাধা দিতে লাগিল। পরে তাহারা হলওয়েল সাহেবকে দিয়া আমীরচাঁদকে অহুরোধ করাইয়া রাজা মাণিকচাঁদের নামে একখানি পত্র লিখিয়া লইল ও সূর্যোদয় হইবামাত্র দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়া শত্রুমধ্যে নিক্ষেপ করিল। রাজা মাণিকচাঁদ হুগলীর শাসনকর্তা ও নবাবের একদল বৃহৎ সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন। আমীরচাঁদ ইংরাজদিগের প্রাণ ও দুর্গ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাকে অহুরোধ করিয়া-ছিলেন। পত্রখানি তুলিয়া লওয়া হইল বটে কিন্তু যুদ্ধ থামিল না। বেলা ২টার সময় আবার শত্রু দেখা দিল। হলওয়েল সাহেব পুনরায় আমীরচাঁদকে দিয়া দেওয়ান রায়হুস্বেজের নামে আবার একখানি পত্র লিখাইয়া ফেলিয়া দিলেন, ইহাতেও পূর্বের ন্যায় অহুরোধ ছিল।

ঐদিন অপরাহ্নে নবাব দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উমিচাঁদ ও কুকদাসকে আনিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। নবাবসৈন্ত নগর লুণ্ঠ করিতে লাগিল। লুণ্ঠে সাধারণ সৈনিকেরা সমৃদ্ধ হইল বটে, কিন্তু বড় বড় কর্মচারীরা তৃপ্ত হইলেন না। কারণ তাঁহাদের বিখ্যাস ছিল, কলিকাতার যথেষ্ট ধনরত্ন আছে। নবাবের আগমনের পূর্বে অধিবাসীরা সতর্ক হইয়া আপনাদের যাহা কিছু সম্পত্তি সরাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজদুর্গে বন্দী ছিলেন বলিয়া তাহা পারেন নাই। আবার তাঁহারই বাটী লুণ্ঠিত হইল। কোষাগারে নগদ ৪ লক্ষ টাকা হীরা মুক্তা অহরতাদি ও বাগিচা জব্বাদিও যথেষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই অপহৃত হইল।

২রা জুলাই নবাব মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার দুইদিন পূর্বে তিনি বন্দী ইংরাজগণের মুক্তিঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব আবাসে বাইতে অহুমতি দিলেন। উমিচাঁদ মধ্যস্থ থাকিয়া নবাবকে অহুরোধ করিয়া এই মুক্তি ও আদেশ প্রদান করান। ইংরাজগণেরও সর্ব্ব স্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা আবাসে ফিরিয়া গিয়া থাইবেন এক্রপ একটি পরশা পর্য্যন্ত ছিল না। উমিচাঁদ দয়াপরবশ হইয়া যদিও নিজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, তথাপি ইংরাজ-দিগকে এই সময়ে অন্নবিস্তর অর্থ সাহায্য করিলেন।

এই ঘটনার পর ইংরাজেরা আবার একটি কুর্কর্ষ করিয়া কেলিলেন। একজন সেনাপতি মদ খাইয়া প্রমত্তাবস্থায় একজন মুসলমানকে হত্যা করেন। যথাসময়ে নবাব সংবাদ পাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে বন্দী করিবে। ইংরাজেরা এই ঘোষণা পাইয়া সকলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে করাসী ও দিনেমার-দিগের কুঠিতে, পরে সেখান হইতে পল্টার পলায়ন করিলেন। ইহারা বাইবার সময় কেহই এক কপর্দকও সঙ্গে লইয়া যান নাই। স্তত্রায় মহাবিপদে পড়িলেন। শেষে যখন নবাবসৈন্ত ইংরাজের বাগিচাদি লুণ্ঠ করিয়া এবং নবাব আলীবর্দীখাঁর দ্বীর অহুরোধে কাশিমবাজারের কুঠির ওয়াটস সাহেবকে মুক্তি দিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গেল, তখন এদেশের লোকেরা সাহস পাইয়া এই সকল পলাতক ইংরাজকে আহারাদি দান করিতে থাকে।

উমিচাঁদকেই এই সমস্ত বিপদের মূল কারণ স্থির করিয়া প্রেসিডেন্সীর ইংরাজেরা তাঁহারই শান্তিবিধান করিলেন।

এদিকে বাহারা পল্টার গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা মহাবিপদে পড়িয়া মিঃ ম্যানিংহামকে একজন সৈন্তাধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে মাজাজে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি মাজাজকোন্সিলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুর্ব্বস্থা বিবৃত করিলে তাঁহারা আডমিরাল গোকক, ওয়াটসন ও কর্নেল ক্লাইবকে বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ১৫ই অক্টোবর ক্লাইবের আহাজ পল্টার উপস্থিত হইল। ক্লাইব যে সকল চিঠিপত্র আনিয়াছিলেন সেগুলি পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি নিজে ও ওয়াটসন সাহেব উভয়ে মাণিকচাঁদকে একখানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিলেন। ক্লাইবের উপর আদেশ ছিল যে যদি নবাব এ সকল বিষয়ের কোন প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে তিনি মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিবেন। তাঁহার উপর চন্দননগর আক্রমণ করিবারও আদেশ ছিল। মাণিকচাঁদ এই সকল পত্র নবাবের নিকট পাঠাইতে ভীত হইলেন। অবশেষে ২রা জাফরারী কাপ্তেন কুট মাণিকচাঁদের সৈন্তকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহার পরদিনই ওয়াটসন সাহেব কলিকাতার আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মিঃ ড্রেককেই গবর্ণরপদে নিযুক্ত করিলেন।

১০ই জাফরারী (১৮৫৭) উমিচাঁদ মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতার ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ড্রেকের সহিত দেখা করিলেন। দেখা করিতে বাইবার সময় উমিচাঁদ নিজের দত্তকপুত্র দয়ালচাঁদকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। মিঃ ড্রেক,

কর্ণেল ক্লাইব, আডমিরাল ওয়াটসন প্রভৃতি সকলেই কাউন্সিল গৃহে বসিয়াছিলেন, উমিচাঁদ বরাবর সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিয়া অস্ত্রান্ত সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে করাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হওয়ার ক্লাইব ভাবিলেন যে, এ সময়ে নবাবের সহিত তাব রাখিয়া চলাই উচিত, কিন্তু নবাব কলিকাতা জয়ের সংবাদ পাইয়া অভিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজেরা শেঠদিগকে মধ্যস্থ মানিলেন। শেঠেরা তাঁহাদের বিস্তৃত কর্মচারী রণজিৎ রায়কে নবাব ও ক্লাইবের মধ্যে কথাবার্তা চালাইবার জন্ত নিযুক্ত করিলেন।

নবাব কলিকাতা জয় করিয়া যখন মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যান, সেই সময়ে উমিচাঁদ নবাবের সঙ্গে মুরশিদাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া নবাবের একজন প্রিয়পাত্র ময়লালের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সহায়তার নবাবের নিকট বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তাঁহার অনেকগুলি উত্তমোত্তম কুঠি থাকার এখানে তাঁহার বিশেষ টান ছিল, সুতরাং এ সময়ে যাহাতে ইংরাজ ও নবাবের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্ত পুনরায় মুরশিদাবাদে গমন করিলেন।

এদিকে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে, কিন্তু ওদিকে নবাবসৈন্য ৩০ এ জামুয়ারী তারিখে গঙ্গা পার হইয়া হুগলীর দিকে আসিতে লাগিল এবং এই সকল গ্রাম হইতে যাহাতে ইংরাজেরা কি সহরে কি ছাউনিতে খাদ্যাদি না পায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। গ্রামবাসীরা কোন প্রকার খাদ্যাদি সহরে বিক্রয় করিতে পারিবে না, ইংরাজসৈন্যের কার্য্য করিবার জন্ত কোন লোক যাইতে পারিবে না বা কেহ ভ্রমবহনের জন্ত বলদ কি ঘোড়া ভাড়া দিতে পারিবে না, এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল।

ক্লাইব এই সকল ব্যাপারে পড়িয়া রণজিৎরায়কে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি নবাবকে পত্র লিখিতে বলিলেন। সুহৃদভাবে পত্রের উত্তর দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইল না। ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে, নবাব ইংরাজদিগের প্রতিনিধির সহিত কথাবার্তা কহিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু সন্ধ্যাকালে কোনরূপ আদেশপত্র আসিল না। পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে নবাব সহরের উত্তরাংশে এদেশীয় অধিবাসীদের জব্বাদি লুণ্ঠ পাট আরস্ত করিয়াছেন।

মার্কিটাদেবের উত্তর সীমান্ত উমিচাঁদের বাগানে

নবাবসৈন্য আশ্রয় লইয়াছে। এই বাগান বর্তমান নন্দন-বাগান নামক স্থানের নিকট ছিল। মিঃ ওয়াটসন ও মিঃ জ্যাকটন ইংরাজের পক্ষ হইতে নবাবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা রায়হুস্বেদর সহিত দেখা করেন। তিনি ইহাদিগকে সন্দেহ করিয়া অস্ত্রভাগ করতঃ নবাব সমীপে যাইতে বলেন কিন্তু ইহারা স্বীকৃত না হওয়ার পূর্ণ দরবারে নবাবের নিকট লইয়া গেলেন। অল্পবিস্তর কথাবার্তার পর যখন ইহারা ফিরিয়া আসিতে-ছেন, তখন উমিচাঁদ ইজিতে জানাইলেন যে তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার পরামর্শ হইয়াছে। এই ইজিতে তাঁহারা আর নবাবের অহুমতির অপেক্ষা না করিয়া গোপনে গোপনে ছাউনিতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরিশেষে উমিচাঁদ ও রণজিৎরায়ের মধ্যস্থে ৯ই ফেব্রুয়ারী একটি সন্ধি হইল। নবাব সন্তোষের চিহ্নরূপ আডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইবকে উমিচাঁদের দ্বারা খেলাৎ পাঠাইয়া দিলেন। এই দিনই উমিচাঁদ ইংরাজদিগের সহি করা সন্ধিপত্র নবাবকে আনিয়া দিলেন। ক্লাইব কিন্তু এই সময়ে নবাব যাহাতে ইংরাজদিগকে চন্দননগর আক্রমণে অহুমতি দেন তাহা দৃষ্টিতে ইহাকে চোটা করিতে বলেন। মুরশিদাবাদে ওয়াটস সাহেব ইংরাজদিগের পক্ষে প্রতিনিধি হইলেন। এদিকে ক্লাইব চন্দননগর সন্ধি নবাবের নিকট কোনরূপ নিবেদন না পাওয়ার ১৩ই ফেব্রুয়ারী করাসীদের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। করাসীরা ওদিকে ঠিক এই সময়ে যোগাড় করিয়া নবাবের নিকট হইতে নিবেদনপত্র পাঠাইয়া দিল।

উমিচাঁদের শেষ ব্যবহারে ইংরাজেরা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই সময়ে ওয়াটস সাহেবের সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। নবাব সসৈন্যে যাইবার সময় অগ্রসরীপে পৌছিয়া শুনিলেন, ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে-ছেন, অমনি করাসীদিগের সাহায্যার্থ টাকা ও একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং উমিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে ইংরাজেরা সন্ধির নিয়মাদি পালন করিতে প্রস্তুত কি না। উমিচাঁদ উত্তর দিলেন ইংরাজের সত্যপ্রিয়তা জ্ঞানবিধাত, মিথ্যা বলিলে ইংরাজ স্বীয় সমাজে অপদস্থ হইয়া থাকেন, কেহ তাঁহাকে আর গ্রাহ্য করে না। এই বলিয়া উমিচাঁদ কোন এক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাঁহার পায় হাত দিয়া এ বিষয়ে শপথ করিয়া বলেন যে, ইংরাজেরা আপনা হইতে কখন সন্ধিভঙ্গ করিবে না।

সিঁরাজ উমিচাঁদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন

‘ক্লাইবকে জানাইও দুই দিন পূর্বে আমি যে সৈন্য পাঠাইয়াছি তাহা করাসীদের সাহায্যের জন্য নহে।’ ক্লাইবও তৎক্ষণে লিখিলেন, যে নবাবের সম্মতি ভিন্ন তাঁহারা করাসীদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না।

এদিকে নানা কারণে ক্লাইব দেখিলেন, চন্দননগর আক্রমণ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং নবাবের নিবেদনসঙ্গেও তিনি করাসীদিগের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করিলেন। এই সময়ে উমিচাঁদ বিশেষরূপে ইংরাজদিগের স্বার্থ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নবাবের হিন্দু সেনাপতিদিগকে ইংরাজ বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা সকলেই করাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নবাবের অজ্ঞমতি লইলেন।

২৪এ মার্চ ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণ করিল। এই সময়েই আবার নবাব শুনিলেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য একদল পাঠানসৈন্য আসিতেছে; তাঁহার ভয়ের আর পরিসীমা থাকিল না। তিনি বিনীতভাবে ক্লাইব ও ওয়াটস সাহেবকে জানাইলেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ইংরাজের সহিত যেন চিরদিন মিত্রতা থাকে।

অল্পদিন মধ্যেই ইংরাজেরা শুনিলেন যে, নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর নবাবের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইরাছেন। ক্লাইব ওয়াটস সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, এই সুযোগে মীরজাফরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব করা আবশ্যক হইরাছে।

এই সময়ে নবাবের কতকগুলি হিন্দুসভাসদ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। উমিচাঁদও তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ওয়াটস সাহেবকে সকল খবরাখবর দিতে লাগিলেন।

২৩এ এপ্রেল তারিখে উমিচাঁদ লতি নামক নবাবের একজন সেনাপতিকে আপনাদের দলে পাইলেন। ঐ ব্যক্তির নিকট উমিচাঁদ জানিতে পারিলেন যে, নবাব বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজদিগের নির্মূল করিবার কল্পনা করিয়াছেন। নবাবের প্রধান প্রধান অনেক কর্মচারী নবাবের শত্রুদিগের হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত আছে। অতএব নবাব পাটনা যাত্রা করিলে, ইংরাজগণ মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন, তিনিও (লতি) ইংরাজদিগকে বধোচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত এই মাত্র কথা থাকিবে, মুরশিদাবাদ জয়ের পর তাঁহাকেই নবাব করিতে হইবে। এই সেনাপতির কথা উমিচাঁদ কলিকাতার ইংরাজ কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইলেন। ক্লাইব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এদিকে ওয়াটস সাহেব মীরজাফরকেও

হস্তগত করিলেন। তাঁহাদের উত্তরে এই স্থির হইল যে মুরশিদাবাদ জয়ের পর মীরজাফরই নবাব হইবেন। এই সময়ে মীরজাফর ওয়াটস সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তাঁহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উমিচাঁদ যুগ্মকরে না জানিতে পারে; জানিতে পারিলে হরত একটা বিল্লাট ঘটাইতে পারে। ওয়াটস সাহেব মীরজাফরের কথার সম্মত হইলেও উমিচাঁদের কাছে গোপন রাখিতে পারিলেন না। উমিচাঁদ যখন জানিতে পারিলেন যে মীরজাফরকে নবাব করা হইবে, তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার অদৃষ্টে বড় কিছু হইতেছে না। মীরজাফর নবাব হইলে ওয়াটস সাহেবেরই কপাল ফিরিবে, আর তিনি যে অর্থের জন্য ধনজন সহায় সম্পত্তি হারাইলেন, তাহার পরিণাম নিশ্চল হইবে। তিনি ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, নবাবের কোষাগারে যে টাকা আছে তাহার শতকরা পাঁচ টাকা এবং বত হীরা-জহরৎ আদি আছে তাহার এক চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে। যদি তাঁহারা অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে বলিয়া দিবেন।

উমিচাঁদের অভিসন্ধি ব্যক্ত হইবামাত্র ওয়াটস সাহেব প্রভৃতি অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ওয়াটস সাহেব কলিকাতার কোন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলেন যে “তিনি রণজিৎসিংহের মুখে শুনিলেন যে উমিচাঁদ বড় ভয়ানক প্রকৃতির লোক। তাঁহার দুইটা চাতুরী জানা গিয়াছে। একবার তিনি রায়হুস্‌সৈয়দ সাহায্যে নবাবের কোষের কতকটা মীরজাফরকে ঠকাইতে চেষ্টা পান, আর একবার নবাব ইংরাজ সৈন্যাদ্যক্ষদিগকে পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত উমিচাঁদের হস্তে বিস্তর অর্থ প্রদান করেন, উমিচাঁদও রণজিৎসিংহ উভয়ে পরামর্শ করিয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করেন। উভয়ের যোগাযোগে এই কার্য হইলেও উমিচাঁদ রণজিৎসিংহকে অবধি কাঁকি দেন। পাছে ইংরাজেরা জানিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, বাহাতে রণজিৎসিংহ ইংরাজদিগের কোন সংশ্বে থাকিতে না পায় উমিচাঁদ নবাবের দ্বারা এইরূপ আদেশও বাহির করিয়া লয়েন।” (ওয়াটসের এই কথাগুলি কতদূর সত্যাসত্য তাহার কোন প্রমাণ নাই।)

তৎপরে অপরপন কার্যের সহিত মীরজাফর ও ওয়াটস সাহেব উভয়ে একখানি চুক্তি বা সন্ধিপত্র স্থির করিলেন, এই পক্ষে ইংরাজেরা ১ কোটি, হিন্দুরা ৩০ লক্ষ, আর্মেনিয়গণ ১০ লক্ষ এবং উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা পাইবে এইরূপ লেখা থাকে। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীরা এই পত্র ছাড়ছাড় করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিলেন, হিন্দু-

দেয় কপালে ৩০ লক্ষ স্থানে ২০ লক্ষ, আরশনিয়ানদের ১০ লক্ষ স্থানে ৭ লক্ষ, এ ছাড়া সৈন্যদিগকে সাড়ে বাইস লক্ষ এবং অপরাপর অহুচরবর্গকেও ঐ পরিমাণে টাকা দেওয়া ধার্য্য হইল। কেবল উমিচাঁদের নামে শূন্য পড়িল। ক্রাইব প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিলেন, উমিচাঁদ যেরূপ ধৃত, তাহার সহিতও সেইরূপ চাতুরী না করিলে চলিতেছে না। সে যেমন আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিতে চায়, তাহার দোষের প্রোতফলস্বরূপ চাতুরী দ্বারা তাহাকেও ঠকাইতে হইবে।

এই সময়ে দুইখানি পত্র স্থির হইল। একখানি সাদা কাগজের পত্রে মীরজাফরের সহিত তাহাদিগের যে যে টাকাকড়ি চুক্তি হইল, তাহাই রহিল; ঐ পত্রে আডমিরাল ওয়াটসন্ ও কমিটির সভ্যরা সহি করিলেন। অপর একখানি পত্র লাল কাগজে উমিচাঁদকে ঠকাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। শেষোক্ত পত্রে ওয়াটসন্ সাহেব অথবা কমিটির সভ্যগণ সহি করিলেন না। এই পত্রে ক্রাইব সহি করিলেন, পরে পাছে ওয়াটসনের সহি না দেখিয়া যদি উমিচাঁদ গ্রহণ না করে, এজন্য ক্রাইব লুসিংটন নামক একজন কর্মচারী দ্বারা ওয়াটসনের নাম জাল করিলেন। হতভাগ্য উমিচাঁদ ওয়াটসন্ ও ক্রাইবের সহি দেখিয়া ঐ লাল কাগজ গ্রহণ করিলেন।

এদিকে ঘোরতর বড়বস্ত্র চলিতে লাগিল। নবাবও তাহার আভাস পাইলেন। নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ত ইংরাজেরা ক্র্যাফ্টন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে নবাব জানিতে পারিলেন যে ইংরাজেরা চিরকালই তাহার মিত্র থাকিবে, ইংরাজ হইতে তাহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ভীক সিরাজ ইংরাজদিগের মিত্র থাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন।

এই সঙ্কটকালে উমিচাঁদও স্থির ছিলেন না, তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজদিগকে বিশ্বাস নাই, তাহার অনায়াসেই তাহাকে ফাঁকি দিতে পারে। তিনি কৌশল করিয়া নবাবকে জানাইলেন যে ফরাসী ও ইংরাজগণ একত্র হইয়া তাহার বিরুদ্ধে শীঘ্রই অস্ত্র ধারণ করিবে। এই ভয় দেখাইয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য (যে টাকা কলিকাতা লুটের সময় তাহার বাটী লুট করিয়া নবাবের সৈন্যগণ লইয়া আসে) মোট ৪ লক্ষ টাকা এবং ইতিপূর্বে বর্জমানের রাজাকে তিনি যে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ধার দেন, সেই টাকা আদায়ের হুকুম বাহির করিয়া লইলেন।

এই সময়ে ওয়াটস সাহেব উমিচাঁদের জন্ত বড়ই চিন্তিত হইলেন, উমিচাঁদ কখন কি ক্যাসাদ ঘটায়, এই ভয়ে

ওয়াটস ও ক্র্যাফ্টন উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এখন উমিচাঁদকে মুরশিদাবাদ হইতে স্থানান্তরিত করাই আবশ্যক। ক্র্যাফ্টন উমিচাঁদকে গিয়া জানাইলেন যে, এই সময়ে তাহার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ এখানে গোলযোগ উপস্থিত হইলে ওয়াটস সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া অনায়াসেই পলাইতে পারিবেন, কিন্তু তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারিবেন না। এই জন্ত তাহার অহরোধ, তাহার সহিত অবিলম্বে উমিচাঁদকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কিন্তু তখনও উমিচাঁদ নবাবের কোবাগার হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা হস্তগত করিতে পারেন নাই। তিনি ক্র্যাফ্টনকেও এই কথা জানাইলেন। তখন ক্র্যাফ্টন উমিচাঁদকে হাতে রাখিবার জন্য আশা দিয়া বলিলেন যে ঐ সামান্য টাকা না পাইলে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, নূতন বস্ত্রাবস্ত্র হইলেই ইংরাজেরা তাহাকে প্রধান কার্য্যাক্ষক করিবেন ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া উমিচাঁদকে কলিকাতায় পৌছিয়া দিল।

যথাসময়ে পলাণী সময়ক্ষেত্রে সিরাজের সৌভাগ্যস্বরূপ চিরদিনের মত অন্তিমিত হইল। ইংরাজেরা বাঙ্গালার সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। উমিচাঁদও ভাবিলেন, এইবার বুঝি তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। তিনি অচিরে ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইবেন, একি কম আত্মাদের কথা! উমিচাঁদ ক্রাইবের সঙ্গে মুরশিদাবাদে গমন করিলেন। মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব বলিয়া ঘোষিত হইল। এখন ক্রাইব ‘প্রকৃত’ সন্ধিপত্রাদ্বারা সকল বিষয় নিশ্চিন্ত করিবার কথা উত্থাপন করিলেন। মীরজাফরের ভবনে সভা হইল। ক্রাইব, ওয়াটস, ক্র্যাফ্টন, মীরণ, রায়হুসেন ও উমিচাঁদ সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন, কিন্তু উমিচাঁদকে কিছু দূরে বসিতে দেওয়া হইল।

সাদা কাগজের সন্ধিপত্রাদ্বারা একে একে সকল বিষয় মিটিল। এইবার উমিচাঁদের পালা। উমিচাঁদের অন্তরে কতই স্নেহস্বপ্ন উদিত হইতেছিল! সকলেই ভাবিতেছিলেন, এখন কিরূপে উমিচাঁদকে ঠকাইবেন। চতুরপ্রভৃতি ক্র্যাফ্টন সাহেব অবিলম্বে অগ্নানবদনে হিন্দুভাবায় বলিয়া উঠিলেন, “আমীরচাঁদ! লাল কাগজ ফেরেব, আপনাকে কুচ নাহি মিলেগা।” উমিচাঁদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি যখন শুনিলেন লাল কাগজ জাল—তাহার লাভের আশায় ছাই পড়িয়াছে—তখন তিনি নিম্পন্দ হইয়া পড়িলেন, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। যদি সেই

সময়ে তাঁহার কর্ণচরীর্ণ তাঁহাকে না ঘরিতেন, তাহা হইলে
মিস্ত্র তিনি ভূমিতে পতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইতেন।
তাঁহার ভৃত্যগণ অতি কষ্টে তাঁহাকে পাকী করিয়া বাটীতে
আনিলেন। বাটীতে আসিয়া ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্তভাবে
ছিলেন, তৎপরে উদ্ভাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সেই
অবধি তাঁহার মন বড়ই ধারাপ হইল। তিনি বাহাদের
জন্ত ধন, জন, সহায়, সম্পত্তি সকলই হারাইয়াছেন, তাহার
মুখ তুলিয়া চাহিল না, তাহারাই তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিল।
এ আক্ষেপ এ জীবনে আর গেল না! তৎপরে যখন আবার
ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেবারও ক্লাইব অগ্নানবদনে
বসিয়াছিলেন, “আমীরচাঁদ! তোমার মন ধারাপ হইয়াছে,
তুমি এখন তীর্থযাত্রার গমন কর।” তখনও হতভাগ্য
উমিচাঁদ ক্লাইবের কথায় তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।
ভ্রমণকালে মালদহের নিকট এককালে জ্ঞান হারাইলেন।
এই সময়ে কখন তিনি রাজা উজীর সাজিতেন, কখন বা
হত্যা করিয়া কাঁদিতেন। কখন যে কি করিতেন তাহার
কিছুই স্থিরতা ছিল না। এই ঘটনার দেড় বর্ষ পরে ৫ই
ডিসেম্বর ১৭৫৮ খৃঃ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উমিচাঁদ বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচিত। তাঁহার বৃহৎ দাড়ি
ছিল। এখনও বঙ্গবাসীগণ তাঁহার দাড়ির তুলনা দিয়া
থাকেন। যথা।

“আলীরচাঁদের দাড়ি, বনমালী সরকারের ছড়ি।

গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী, জগৎশেষের কড়ি ॥”

উমেদার (পারস্ত উম্মেদ্বার শব্দের অপভ্রংশ) আকাজী।

প্রত্যাশাকারী, উপকারের যে প্রত্যাশা করে।

উম্মদ ৫ উল্ উম্মরা, কর্ণাটকের নবাব মুহম্মদ আলী খাঁর
কোঠ পুত্র। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ১৮০১
খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই পরলোক গমন করেন। তাঁহার
মৃত্যু হইলে কর্ণাটকের শাসনভার ইংরাজেরা লইবার জন্ত
চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী আলীহোসেন
ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। উম্মদভের ভ্রাতৃ-
পুত্র আজিমুদ্দৌলা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সন্মত হওয়ার
ইংরাজেরা তাহাকেই তৎকাল নবাব করিলেন।

উম্মদা (আরব্য) সম্পত্তিশালী, ধনী।

উম্মরা (আরব্য) ধনী, বড়মাল্লু।

উম্মেদ্ব (পারস্ত) আশাকর।

উদ্ভব (পুং) উদ্-বৃ-অচ্। ১ দেহলী, চৌকাটের উপরের কাঠ।

(গৃহাবপ্রাঙ্গী দেহল্যুরোচ্ছবরোদ্ভবঃ।-হেম ৪।৭৫।) ২

গছের বিশেষ। (হরिवংশ ১২৮ অঃ।)

উদ্ভব গাঁ, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত খান জেলার বন্দর। অক্ষা
২০°১১'৫৫" উঃ, দৈর্ঘ্য ৭২°৪১'৪০" পূঃ। বোম্বাই প্রদেশের
নামাছানে এই স্থান হইতে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।
উদ্ভী (স্ত্রী) উদ্-বা-ক গৌরাদিচ্চাৎ ভীন্। ভূগাঙ্গি বার
পোড়ান। অর্জপক ব্যবগোধুমমঞ্জরী।

“মঞ্জরী বর্জপকা যা ব্যবগোধুময়োর্ভবেৎ।

ভূগানলেন সমুদ্ভূটী বৃধৈরুদ্ভীতি সা নৃত্য।” ভাবপ্রকাশ।

বৈদ্যকের মতে, ইহার গুণ—কফকর, বলকর, লঘু;
পিত্ত ও বাতনাশক।

উম্মা (স্ত্রী) উম্মায়া অতত্তা উমা-(বিভাবাতিলম্যামোমাত-
কাণ্ডভ্যঃ। পা ৫।২।৪।) ইতি বৎ। ঔমীন। অতন্তী বা
হরিত্রার ক্ষেত্র। (ঔমীনমুখ্যঃ। হেম ৪।৩৩)

উল্লোচা (স্ত্রী) অপ্সরাবিশেষ।

উন্ন নৌজাভাছু (পরং সন্কং সেট্) গতি, গমন করা। ওরতি, ওরীৎ।

উর (পুং) উর-ক। মেঘ। জিয়াং টাপ্। মেঘী। (“অত্রা
বি নেমিরেবামুরাম্।” ঋক্ ৮।৩৪।৩।৫। উরাং মেঘীম্।
সায়ন) (জি) গমনকারী।

উরঃ [স] (স্ত্রী) ঋ (অর্থেকচ্চ। উণ্ ৪।১২৪) ইতি অহ্নন্
কিচ্চ। ১ বর্কঃ। বর্কঃস্থল, হৃদয়।

(“স্বয়ং দাস উরো অংসাবপি।” ঋক্ ১।১৫৮।৫।) (জি) ২

উত্তম, শ্রেষ্ঠ। (উরস্ বক্ষসি চ শ্রেষ্ঠে। মেদিনী।)

উরঃসূত্রিকা (স্ত্রী) উরসঃ সূত্রমিব কন্। টাপ্ অত ইৎ
মুক্তাহার। (অমর)

উরগ (পুং) উরসা গচ্ছতীতি উরস্-গম-ড (উরসো লোপচ্।
পা ৩।২।৪৮ বার্তিক।) ইতি স লোপঃ। ১ সর্প। (রঘু
১।২৮) ২ সীসক। ৩ অশ্লেষানক্ষত্র।

(উরাগবিধিশতাব্যাসঃ শর্করীনাথবাবে।” জ্যোতিষতত্ত্ব।)

উরগজ্জ্বল (পুং) মহাদেব।

উরগস্থান (স্ত্রী) উরগাণং সর্পাণাম্ স্থানম্। পাতাল।

উরগাশান (পুং) উরগান্ সর্পান্ অশ্নাতি উরগ-অশ-ল্য।
১ সর্পতক্ষক গরুড়। ২ ময়ূর।

উরঙ্গ (পুং) উরসা-গচ্ছতি উরস্-গম-ড নিপাতনাৎ সাধুঃ।
সর্প। জিয়াং ভীপ্। উরঙ্গী।

উরঙ্গম (পুং) উরস্-গম-থচ্। সর্প।

উরণ (পুং) ঋ-(অর্থে: কৃচ্চ। উণ্ ৫।১৭) ইতি ক্যচ্
ধাতোকচ্চ রপরঃ। ১ মেঘ। (হরিবংশ ২৬।২৯) ২ মেঘ।
(উরণোমেঘমেঘয়োঃ। উপাদিকোষ ১।৮৪) ৩ দক্ষর বৃক্ষ,
চাকুল গাছ। [এতৎ দেখ।] ৪ বেহোক্ত অশ্বুর বিশেষ।
(ঋক্ ২।১৪।৪)

উরুগ, খান জেলার একটি নগর, বোম্বাই নগরের প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং করম্বাণের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা ১৮°৫২'৪০" উঃ, দৈর্ঘ্য ৭২°৫৯'পূঃ। লোক সংখ্যা দশহাজারের অধিক। এখানে অনেক বনী লোকের বাস। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ডাকঘর, মন্দির, গির্জা ও মসজিদ প্রভৃতি আছে।

উরুগাক (পুং) উরুগন্ত মেঘসাক্ষীৰ পুংগ যন্ত। চাকুল গাছ।

উরুগাকক (পুং) উরুগাক-স্বার্থে কন্। দক্ষয়বৃক্ষ।

উরুজ (পুং স্ত্রী) উরু-উৎকটং ভ্রমতি ভ্রম-অভ্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে। রা°) ইতি ড প্ৰবাদ। ১ মেঘ। (হেম ৪। ৩৪১) ২ বিষধর কীটবিশেষ। (জুশ্রুত) তস্যোদন্ অণু-ওরজ।

উরুজসারিবা (স্ত্রী) জুশ্রুতাক্ত কীট বিশেষ। [কীট দেখ।]

উরুরী (অব্য) উরু-বাহলাৎ অরীক্। ১ অঙ্গীকার স্বীকার। ২ বিস্তার।

উরুরীকার (পুং) উরুরী-কৃ-বঞ। অঙ্গীকার।

উরুল (ত্রি) উরু-বাহলাৎ কলচ্। গতিযুক্ত।

উরুল্য (ত্রি) উরুল-(বলাদিভ্যো ঙঃ। পা°) ইতি যঃ। উরুল-সন্নিহিত (দেশাদি) (পুং) অসভ্য জাতি বিশেষ। মাজ্জাজ প্রদেশের মধ্যবর্তী খোঁধবল্য গিরিমালায় ইহাদের বাস। এই জাতি এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়া শীকার করিতে বড় ভালবাসে, শীকারকালে তাহাদের সঙ্গে পালিত কুকুর এবং হস্তে ধনুর্বাণ থাকে। তাহারা মহিষকে বড় খুঁণ করে; মহিষ দেখিলেই দূরে সরিয়া যায়। কেহ যদি মহিষকে স্পর্শ করে, তবে তাহার জাতি যায় অথবা এই জাতির দণ্ডাত্মসারে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অপর যে জাতি মহিষ স্পর্শ করে, তাহারা এই জাতির নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য। ইহাদের পিতামাতাই সর্বময় কর্তা। পিতামাতা যাহা আদেশ করে, সন্তানকে প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিতে হয়। ইহারা স্বভাবতঃ লাজুক ও নম্রপ্রকৃতি। অপর জাতির সহিত কিছুতে মিশিতে চায় না।

উরুশ (পুং) ১ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। পাণিনি ভিকাদি, ভর্গাদি ও বরণাদিগণে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। মৎস্য (১২০।৪৬) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৪৫ অঃ) এই জনপদ এবং এতন্নিবাসীগণ 'ওরশ' নামে উক্ত হইয়াছে। বামনপুরাণের মতে উরুশ (১৩।৪১), এবং মার্কণ্ডেয় ও বায়ুপুরাণে এই শব্দ ভ্রষ্ট হইয়া ওরধ, 'ওপগ' বা 'ওতংশ' ইত্যাদি নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই স্থান মহাত্মারত্নাক 'উরুগ' দেশ বলিয়া অভিহিত

হয়। অর্জুন অভিযান দেশে গমন করিলে তদ্রিকটস্থ উরুগদেশের রাজা আসিরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। (ভারত সভা ২৬ অঃ)

এই জনপদই রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত 'ওরসা' নামক স্থান। এই স্থানে কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্মার নিহত হন। (রাজতরঙ্গিণী ৫০।২২১)।

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভূবেত্তা টলেমি এই স্থান বর্শ (Varsa Regio) দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Ptolemy, Geog. vii. 1. 45) [আর্য্যাবর্তের মানচিত্রে ওরশ দেখ।] চীনেরা এই স্থানকে উ-ল-লী বলিত। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে এই রাজ্য ২০০০ লি (প্রায় সাড়েতিন শত মাইল) বিস্তৃত ছিল। ইহার প্রধাননগরটি এক মাইলের অধিক। তৎকালে এই স্থান কাশ্মীর রাজ্যের অধীনে ছিল। হিউএন্ সিয়াং রাজধানী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অশোকনির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ দেখিয়া যান। ঐ স্তূপের নিকট মহাদান মতাবলম্বী কয়েকজন বৌদ্ধ বাস করিত। এই জনপদের বর্তমান নাম 'রশ', উহা মুজাফরাবাদের পশ্চিমে। এই প্রদেশের প্রধান নগর মানসের, নৌসহর, কৃষ্ণগঞ্জ বা হরিপুর।

ইহার অধিবাসীগণ অতিশয় বলশালী ও হৃদ্যন্ত। এখানকার জলবায়ু মনোরম।

উরুশ্চদ (পুং) উরো ছাদ্যতে অনেন উরুশ্-ছদ-গিচ্-ব। কবচ।

উরুসিঙ্গ (পুং) উরুসি বক্ষস্থলে জায়তে উরুস্-জন্-ড। স্ত্রীলোকের স্তন, মাই।

উরুসিল (ত্রি) উরুস্-(লোমাদি পামাদি পিচ্ছাদিভ্যঃ শনে-লচঃ। পা ৫।২।১০০) ইতি ইলচ্। বাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত।

উরুস্কট (পুং) উরুঃ কট্যতে আত্রিয়তে অনেন উরুস্-কট-ক। বালকের যজ্ঞোপবীতবিশেষ, বুকবাছাড়া।

উরুস্তঃ [স্] (অব্য) উরুসৈকা দিক্-(উরুসো যচ্। পা ৪।৩।১১৪।) ইতি ভসি। হৃদয়জাত (পুত্রাদি।)

উরুস্ত্র (স্ত্রী) উরুস্ত্রায়তে ত্রৈ-ক। বক্ষঃরক্ষক, কবচ।

উরুস্ত্রাণ (কী) উরুস্ত্রায়তে ত্রৈ-করণে লুট্। কবচ। (হার্য্য)

উরুস্ত্র্য (ত্রি) উরুসা নির্মিতঃ উরুস্-বৎ (উরুসো যচ্। পা ৪।৩।১১৪) ১ হৃদয়জাত। ২ উরুস্-(উরুসোহৃৎ।

পা ৪।৫।২৪) ইতি অণ্। ওরুসজাত। (স্বভাতে ষৌরনৌ-রত্নৌ। হেম ৩।২১৪) ৩ উরুস-ব (শাখাদিভ্যো বঃ। পা ৪।৩।১০৩।) ইতি যঃ। হৃদয়যোগ্য।

উরুস্ত্রান্ [৭] (ত্রি) উরুস্-মতুপ্ মত্ বঃ। উরুসিল, বাহার বক্ষঃ প্রশস্ত। (ভাহুয়স্বাহুরসিলঃ। হেম ৩।৪৫৬)

উরা (দ্রী) উরণ, মেঘ। (ঋক্ ৮।৩৪।৩)
 উরান্‌বাই (দেশজ) বুধা ওজর।
 উরাহ (পুং) দৈবং পাতুবর্ণ কৃষ্ণজন্মাবিশিষ্ট অশ্ব।
 (উরাহস্ত মনাক্ পাতুঃ কৃষ্ণজন্মো ভবেৎ যদি। হেম ৪।৩০।৬।)
 উরী (অব্য) উরণ গভী বাহনকাৎ দৈক্। ১ অঙ্গীকার।
 ২ বিস্তার।
 উরীকৃত (ত্রি) উরী-কৃ-ক্ত। ১ অঙ্গীকৃত। ২ বিস্তৃত।
 উরু (ত্রি) উণ্-কৃ (উর্ণোতেন্ন লোপচ। উণ্ ১। ৩১।
 ইতি কৃ লোপচ ভতঃ-মহতি হ্রস্বচ। পা ৪।১।৩২।
 ইতি হ্রস্বঃ।) ১ মহান, বড়, বড়। ২ বহল। বিস্তীর্ণ,
 (পৃথকপৃথক্ বাঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ। হেম ৬।৬৬)
 উরুকাল (পুং) উরুর্মান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পরিণামেহস্ত।
 মহাকাল, মাকাল ফলের গাছ। [মাকাল দেখ।]
 উরুকালক (পুং) উরুকাল-স্বার্থে কন্। মহাকাললতা।
 উরুক্রম (ত্রি) ১ পাদবিক্ষেপযুক্ত। (পুং) ২ বাসনরূপী
 বিষ্ণু। (শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুক্রমঃ।
 ঋক্ ১।৯০।৯।) *যন্ত বিষ্ণোরুক্রমু বিস্তীর্ণেষু ত্রিসংখ্যাকেসু
 ভূতজাতাশ্চাশ্রিত্য নিবসন্তি স বিষ্ণুঃ স্মৃতে।' ১।১৫৪।২
 ঋগভাষ্যে সাযন। ৩ ঋষভদেব। ("অষ্টমে মেরুদেব্যাস্ত
 নাভেজাত উরুক্রমঃ।" ভাগবত ১।৩।১৩।)
 উরুক্রম (পুং) ভরদ্বাজবংশীয় মহাবীৰ্য্য রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু
 ৪।১৯।১০।)
 উরুক্ৰেপ (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজবিশেষ, বৃহৎকর্ণের পুত্র।
 (বিষ্ণুপু ৪।২২।২)
 উরুগায় (ত্রি) উরু-গৈ-কর্মণি ঘঞ। ১ সর্কজ গেষ, বহু-
 দেশে স্তত। বাহার মহিমা বহুলোকে গান করে (ঈশ্বর)
 ("ঈর্গ্যৈক উরুগায়ো বি চক্র। ঋক্ ৮।২৯।৭।)।
 উরুভিবহগাতব্যঃ বহুশ্বেশেষু গন্তা বহুকীর্তি বা। সাযন।)
 (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভাগবত ২।৩।২০) ৩ বিস্তীর্ণা গতি।
 (কঠোপনিষৎ ২।১১) ৪ বহুকীর্তন। (শতপথ ব্রা ১।১।
 ২।১৪)
 উরুগুলা (দ্রী) সর্পবিশেষ। (অথর্ব ৫।১৩।৮)
 উরুচক্ষু [স্] (ত্রি) ১ মহাদর্শন, ভাল করিয়া দেখা। (ঋক্
 ৮।১০১।২) (পুং) ২ পূর্ব্য।
 উরুজন্ (ত্রি) বহুভূমিযুক্ত। (অথর্ব ৬।৪।৩।)
 উরুজয়ঃ [স্] (ত্রি) উরু-জ-করণে অজন্। বহুবেগযুক্ত।
 ("উরুজয়সমিদ্ভুতিঃ।" ঋক্ ৮।৬।২৭।)
 উরুজি (ত্রি) বহুবেগবান্। ("উরুজয় প্রভূতগমনাঃ।"
 ঋগভাষ্যে সাযন ৭।৩৯।৩)

উরুজিরা (দ্রী) বিপাশা নদীর প্রাচীন নাম। (যাক
 নিরুক্ত ২।২৩)
 উরুশু (পুং) ১ বেদোক্ত উপজীবকারী অশ্ববিশেষ। (অথর্ব
 ৮।৬।১৫।) ২ গোত্রপ্রবর্তক ব্যক্তি বিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)।
 উরুতা (দ্রী) ১ বহতা। ২ বিস্তার।
 উরুধার (ত্রি) বহুবেগে নিঃসৃত। (শাখ্যায়নগৃহ্য ৪।১১।১)
 উরুবিল (ত্রি) উরু বৃহৎ বিলমস্য। বৃহচ্ছিত্রযুক্তপাণ্ড।
 উরুজ (ত্রি) বহুজলজনক। (ঋক্ ১।৭৭।৪)
 উরুমুণ্ড (পুং) মথুরাপ্রদেশের অন্তর্গত একটি পাহাড়।
 (বোধিসত্ত্বাদানকরলতা ৭১ অঃ।)
 উরুয়া (দেশজ) এক জাতীয় মৎস্ত (Silurus acutus.)
 উরুরী (অব্য) ১ উররী, অঙ্গীকার। ২ বিস্তার।
 উরুলোক (দ্রী) ১ অন্তরিক। ("মমাস্তরিকমুরুলোকমন্ত।"
 ঋক্ ১২।১২৮।২) ২ শ্রেষ্ঠলোক।
 উরুবু (পুং) এরণ্ডবৃক্ষ (মুক্তত)। স্বার্থে কন্—উরুবুক।
 উরুবুক (পুং) উরুং বায়তি (উলূকাদয়চ। উণ্) ইতি
 উকঃ। রক্তেরণ্ড, লালভেরাণ্ডা গাছ। (বৈদ্যক)
 উরুবিল্বা (দ্রী) নৈরণন নদীতীরোবর্তী একটি অতি প্রাচীন
 গ্রাম। বুদ্ধদেব সংসার পরিত্যাগের পর এই স্থানেই প্রথমে
 আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার বর্তমান নাম বুদ্ধগয়া।
 উরুব্যাচাঃ [স্] (পুং) উরু-ব্যচ-অস্। ১ রাক্ষস। (ত্রি)
 অতিব্যাপক, বিস্তীর্ণ। (ঋক্ ৩।৫০।১)। *। "ব্যচে কুটা-
 দিম্বমনসি। অনসীতি কিম্। উরুব্যাচ।" কাশিকা ১।২।১।
 উরুয়া (ত্রি) উরু-সন্-বিট্ ভা বেদে বহু। মহাদাতা,
 বহুদানকারী। (ঋক্ ৫।৪৪।৬)
 উরুয়া (দ্রী) রক্ষণেচ্ছা। (উরুয়া রক্ষণেচ্ছয়া। ঋগভাষ্যে
 সাযন ৬।৪৪।৭।)
 উরুচী (দ্রী) অতিব্যাপিকা দ্রী। (ঋগেদ)
 উরুণাঃ [স্] (ত্রি) দীর্ঘনাসায়ুক্ত। (ঋক্ ১০।১৪।১২)
 উরোজ (পুং) উরু-জ-ন-ড। কুচ, পরোধর, জীলোকের
 তন। (স্তনো কুচো পরোধরো, উরোজো চ। হেম ৩।
 ২৬৭।) [স্তন দেখ।]
 উরোভৃষণ (দ্রী) উরো ভূষাতে অনেক ভূষল্যুট। হার,
 বকের অলঙ্কার।
 উরোবৃহতী (দ্রী) বাহুতে দ্বিতীয় চরণের আগতায়ক
 বৈদিক হনোবিশেষ।
 উরোহস্ত (দ্রী) বাহুস্থ বিশেষ।
 ("উরোহস্ত ততশ্চক্রে পূর্ণকৃত্তো প্রযুজ্য ভৌ।"
 ভারত স্তোত্র ২২ অঃ) [বাহুস্থ দেখ।]

উর্কশী (পুং) উর্কশী হইতে বর্ণিত পদে বস্তু সমালোচনাঃ।

উর্কশী, বর্কটক, বাকড়াল। [উর্কশী দেখ।]

উর্কী (স্ত্রী) উর্ক-উ ততঃ টাপ্ হ্রস্বঃ। ১ মেবাদিলোম।

২ ললাটের লোমসমূহকে চিহ্নবিশেষ [উর্কী দেখ।]

উর্ক (বাহু) স্কৎ। ১ দান করা। ২ আশ্বাস করা। অক্

ভাদি° আশ্ব° সেট্। জীড়া করা।

উর্ক (পুং) উর্ক-রক্। জলবিড়াল, উর্কিড়াল। [উর্কিড়াল দেখ।]

উর্ক (বাহু) ভাদি° পর° স্কৎ সেট্। হিংসা করা। উর্কতি।

উর্কট (পুং) উর্ক-অট্-অচ্। বৎসর।

উর্করা (স্ত্রী) ঋ-অচ্-টাপ্ বা উর্ক-রা-কিপ্। ১ শস্তশালি-
ভূমি। ২ ভূমিমাত্র।

(উর্করা তু ভূমাভ্রে ভাং সর্কশস্তাভ্যভ্যপি। হেম° অনে ৩৫২৫)

৩ অপ্সরোবিশেষ। (স্ত্রী) ৪ অধিক।

উর্করাসা (স্ত্রী) উর্করাং ভূমিং সনোতি সন-বিট-ঙ।

ভূমিবিভাগকারী (পুত্রাদি)। (ঋক্ ৪। ৩৮। ১)

উর্কর্য (স্ত্রী) উর্করার্যঃ ভবঃ যৎ। শস্তশালিভূমিজাত।

(“নমঃ উর্কর্যায় থল্যায়।” গুরুবজ্জঃ ১৬। ১৩)

উর্কশী (স্ত্রী) উর্কশ্ মহতোহপি অশ্নুতে ব্যাপোতি বলী-
করোতি। উর্ক-অশ-ক স্ত্রিয়াং ভীব্। স্বনামখ্যাত স্বর্গবেষ্টা।
নারায়ণের উর্ক ভেদ করিয়া সম্ভূত হইয়াছিল এই জন্ত
উর্কশী নাম হয়।

(উর্কশী তু হরেঃ সব্যমুখং ভিদ্ভা বিনির্গতা। ব্যাড়ি।)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপোনিরত হন। ইন্দ্র
ভাবিলেন—‘‘খুঁশি আমারই ইন্দ্র হইবার জন্য নর ও নারায়ণ
একপ ঘোরতর তপস্তা করিতেছেন। তখন তিনি নর-
নারায়ণের তপোবিশ্বের জন্য কামদেব ও অপ্সরাগণকে
প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলে
নরনারায়ণ তাঁহাদের কার্যকলাপে ক্রোধে না করিয়া
তাঁহাদিগকে সাদরে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। কাম
প্রভৃতি সমাগত দেবগণ তাঁহার অলৌকিক গুণে মোহিত
হইয়া তাঁহার স্তুব করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ
তাঁহাদিগকে অক্লান্তদর্শন সমলঙ্কৃত রমণীমূর্তি দর্শন করাই-
লেন। তাহাদের রূপসৌন্দর্য্যে দেবগণ শ্রীহীন হইল।
তখন নরনারায়ণ সেই রমণীগণের মধ্যে একটিকে গ্রহণ
করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে দেবতাগণ
উর্কশীকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গে গমন
করিলেন।

বেদের মতে, উর্কশী হইতে বর্ণিতের কথা হয়।

বৃহদেবতার মতে, মিত্রাবরুণ যজ্ঞস্থলে উর্কশীকে দর্শন
করিলে বাসভীষের বজ্র তাহাদের মৃত্যুঃ খণন হয়, তাহাতে
অগন্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণের মতে—

“কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে
ঘোরতর তপস্তা করেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্তায় ভীত হইয়া
তাঁহার তপোবিশ্ব করিবার জন্য অপ্সরাগণের সহিত কাম
ও বসন্তকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অপ্সরাগণ বিষ্ণুর ধ্যান
ভঙ্গে সমর্থ হইল না। তখন কামদেব আপনার উর্ক হইতে
উর্কশীকে সৃষ্টি করিলেন। উর্কশীই কেবল বিষ্ণুর ধ্যান
ভঙ্গে সমর্থ হইলেন। তাহাতে ইন্দ্র উর্কশীর প্রতি অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
তৎপরে মিত্র ও বরুণ উর্কশীকে কামনা করিলেন।
উর্কশী তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে মিত্র ও
বরুণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন। সেই শাপে
তিনি মনুষ্যভোগ্যা হইলেন।”

হরিবংশের মতে,—উর্কশী ব্রহ্মশাপে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত
হন। তিনি মহারাজ পুরুষোত্তম নিকট আসিয়া তাঁহার
পত্নী স্বীকার করেন এবং এই করেক কথা বলেন—
“যতদিন না আপনার কাছে নগ্ন দেখিব, যতদিন না অকামা-
পত্নীতে রত হইবেন, যতকাল পর্যন্ত আপনি একসন্ধ্যা স্নাত-
মাত্র আহার করিবেন, যতদিন দুইটি মেঘ আমার শব্দ
সমীপে বন্ধ থাকিবে; ততদিন আমি ভাৰ্য্যাভাবে আপনার
গৃহে বাস করিব। ইহার অভ্যর্থনা হইলে আমার শাপ-
মোচন হইবে, আমিও তৎক্ষণাৎ অতৃপ্ত হইব।” রাজা
তাহাই স্বীকার করিয়া উর্কশীর সহিত পরম সুখে বাস
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৫৯ বৎসর গত হইল।

এদিকে গন্ধর্ব্বগণ উর্কশীর জন্ম সকলেই চিন্তাবিতঃ
কিরূপে উর্কশী শাপমুক্ত হইবেন, কিরূপে পুনরায় স্বর্গে
আসিবেন, গন্ধর্ব্বেরা তাহারই উপায় করিতে লাগিলেন।

উর্কশী আপনার মেঘ দুইটিকে পুত্রবৎ প্রতিপালন
করিতেন। একটা বিধাবহু নামক গন্ধর্ব্ব প্রয়াগে গমন
করিয়া রাজিকালে উর্কশীর পালিত দুইটি মেঘ অপহরণ
করিল। উর্কশী আপন পুত্রতুল্য মেঘ দুইটিকে অপহরণ
করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজাকে জানাইলেন। তখন
রাজা নগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়াছিলেন। উর্কশী পুনঃ পুনঃ
মেঘের কথা বলায়, রাজা সেই উল্লাবস্থায় গন্ধর্ব্বের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। উর্কশী রাজাকে উল্লভ দেখিয়া

তৎকালে অস্তিত্ব হইলেন। তখন গজবেরা মেঘ পরিত্যাগ করিয়া পলারন করিল। রাজা মেঘ জুইটিকে পাইয়া গৃহে কিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ভবানী উর্কশীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দোষেই তিনি স্বদ-হারিণী উর্কশীকে হারাইয়াছেন। * * * পুরুষবার ঔরসে উর্কশীর গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মে, আয়ু, অমাবসু, বিখায়, অতায়, দৃঢ়ায় এবং শতায়।" (হরিবংশ ২৬ অঃ) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (মুক ১০।২৫) উর্কশী ও পুরুষবার পরিচর পাওয়া যায়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ উর্কশীর আদি অর্থ উবা, ও পুরুষবার আদি অর্থ সূর্য বলিয়া উল্লেখ করেন।

কালিদাস উর্কশী ও পুরুষবার উপাখ্যানভাগ লইয়া 'বিক্রমোর্কশী' নামে একখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন।
উর্কশীতীর্থ (কী) মহাতারতোক্ত তীর্থবিশেষ। সোমাপ্রম। (ভারত বন ৮৪ অঃ।)

উর্কশীরমণ (পুং) উর্কশীং রময়তে রম-ল্যু ৬তৎ। চন্দ্র-বংশসম্বৃত বুধপুত্র পুরুষবা।

উর্কাক (পুং) উর্ক-ঋ-উণ্। ইর্কাক, কাঁকড়।

উর্কী (কী) উর্ক-ঋ-উণ্। (মহতি হৃদ্যন্ত। উণ্ ১।৩২।) ইতি কু নলোপো হৃদ্যন্ত। শুণবচনাদিতি ভীর্। পৃথিবী।
(“অনন্তশাসনামুর্কীং শশাঙ্গৈকপূরীমিব।” মঘু ১।৩০।)

উর্কীধর (পুং) উর্কীং ধরতি ধৃ-অচ্। পর্কত।

উর্কীভূৎ (পুং) উর্কী-ভৃ-কিপ ভূক্। ১ পর্কত। ২ রাজা।

উর্কীকুহ (পুং) উর্কীয়াং রোহতি কুহ-ক ৭তৎ। কুহ।

উল (সৌত্র ধাতু) পরং সক্র° সেট্। দাহ করা।

উল (পুং) উল-কর্ম্মণি ঘঞার্থে ক। মৃগবিশেষ।

(শুক্রযজুঃ ২৪।৩১)

উলঙ্গ (দেশজ) ১ বিবজ্জ, বস্ত্রহীন। ২ আবরণহীন।

উলপ (পুং) বলতে বল- (বিটপপিষ্টপবিশিপোলপাঃ। উণ্ ৩।১০৫।) ইতি কপঃ সম্প্রসারণম্। ১ বিস্তীর্ণলতা। (প্রাত-নিজ্ঞাং শুভ্রিহ্মলপবীরুধঃ। হেম ৪।১৮৪।) ২ কোমল তৃণ। (উলপঃ কোমলঃ তৃণম্। উজ্জলদত্ত।) উলুখড়।

উলপ্য (পুং) ক্রত্ববিশেষ। (শুক্রযজুঃ ১৬।৪৫।)

উল্লা, নদিয়া জেলার অন্তর্গত একখানি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম বা একটি নগর। প্রবাদ আছে উলুনালাকর্ণ বিস্তীর্ণ চর আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হওয়াতেই গ্রামের নাম উল্লা হয়। জেলার সদরকাছারি নিজ কুকুনগর হইতে ন্যূনাধিক আট কোশ দক্ষিণ পূর্ব দিকে চুর্ণী নদীর উপরে স্থিত ও কলিকাতা হইতে প্রায় চব্বিশ কোশ উত্তর। নগরটি নিভান্ত নদী-তীরস্থ নহে, নদী হইতে অর্ধকোশ ব্যবধান হইবে। ইহাতে

ছোট বড় চারিটি বাজার আছে এবং বহুতর-ব্রাহ্মণ-কুলীনদিগের বাস, কারস্থ বৈদ্য প্রভৃতি অপরাপর ভ্রূজ জাতিও বিস্তর আছে।

পূর্বে উল্লার জনবায়ু বড় স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু এক্ষণে ব্যরণনাই স্বাস্থ্যকর ও অনিষ্টজনক হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে ভাগিরথীর উত্তর তীরবর্তী বহুতর গ্রাম, নগর ও পল্লী, যে মেলিরিয়া নামক অরে প্রায় লোকশূন্য, হতশ্রী ও ধ্বংসপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; ১২৬১ কি ৬২ সালে ঐ অর প্রথমতঃ উল্লাতে প্রকাশ পায়, এবং ক্রমাগত পাঁচ সাত বৎসর উপযু্যপরি সতেজে বিচরণ করিয়া, নগরবিশেষ উল্লাকে, অশান সমান ও অরণ্যভুল্য করিয়া ফেলে। এক্ষণে মড়ক হইতে কেহ কখন দেখেন নাই বলিয়া সকলেই ঘোষণা করিয়া থাকে। কোন কোন বাড়ীতে একটি দিবারাজির মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সবংশে নির্বংশ হইয়াছে, কোন কোন পল্লীতে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর একোপ দর্শন করিয়া, ডাক্তার বৈদ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়াছে। এই যাহাকে দেখা গেল আর সে নাই, এই যে ব্যক্তি একজনের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইল, তখনি আর একজন সেই ব্যক্তির অন্তিম দশা দেখিতে চলিল, এই যে একজনকে দাহ করিয়া আসিল, তখনি আর একজন তাহাকে দাহ করিতে চলিল। ক্রমাগত করাল কাল যখন এইরূপে বাহুপ্রসারিত করিয়া বিস্তার বদনে নরাহি চর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন লোকের যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হওয়া দূরে থাকুক, কোন কোন লোকের মৃতদেহ জীবনাবসান-স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইবারও আর উপায় রহিল না, যেখানকার দেহ সেইখানে থাকিয়াই ক্রমে শূণ্য শকুনির ভক্ষ্য হইতে লাগিল। দেশের এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অবশিষ্ট অধিবাসীরা কে কোথায় প্রস্থান করিল তাহার স্থিরতা রহিল না, ক্রমে জনাকীর্ণ 'বীরনগর' স্বয়ং অশানবৎ হইয়া পড়িল। যদিচ এক্ষণে উল্লাতে আর মারীভয়ের তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই; কিন্তু নগরটি একবারে উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। যেমন কোন অরণ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বৃক্ষ ভস্মীভূত হইলে দাবানল আপনা হইতে নির্বাপিত হয়, উল্লাও ঠিক সেই দশা হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর মারীভয়ের পূর্বে যে উল্লাতে কোন ভোজকার্য্যে এক পংক্তিতে ন্যূনাধিক চারি পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ একত্র ভোজন করিয়াছে, সেই গ্রামে এক্ষণে কোন সাধারণ ভোজ বা জলপানে পাঁচশত ব্রাহ্মণেরও সমাগম হওয়া কঠিন। এই দুর্দান্ত অর ক্রমে বাঙ্গালার বহুতর স্থান ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল

এবং আর উল্লার ভার শ্রীহীন করিয়া কেলিল। এই আর প্রথমতঃ উল্লার প্রকাশ পার বলিয়া অনেকে ইহাকে অন্য্যপি উলুইজর বলিয়া থাকে।

উল্লা একটি প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে উল্লার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় ভাগিরথী গঙ্গা উল্লার নীচে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যে সময়ে শ্রীমন্ত-সওদাগর পিতৃউদ্দেশে সিংহল বাইতেছিলেন, যাত্রাকালে এই উল্লার নীচে তাঁহার জাহাজ বাঁধিয়া বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রসিদ্ধা উলুইচণ্ডী ঠাকুরাণীর পূজা করিয়া যান। যথা “বটমূলে ভগবতী, যথার করেন স্থিতি।” ইত্যাদি

উলুইচণ্ডী দেবী যে খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির জর্জাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী নামক পুস্তকে উলুইচণ্ডী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং গুপ্তিপাড়া হইতে যে গঙ্গা উল্লার দিকে প্রবাহিতা ছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। যথা

“অধিকা পশ্চিমপারে, শান্তিপুর পূর্বধারে,

রাখিলা দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।

উল্লাসে উল্লার গতি, বটমূলে ভগবতী,

চাতকী নহেন যথা ছাড়া ॥

বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষলোক কম নয়,

পূর্ণিমা তিথিতে পূণ্যচয়।

নৃত্যগীত নানা নাট, বিজ করে চণ্ডীপাঠ,

মানৈ যে মানস সিদ্ধি হয় ॥”

উল্লার নীচে একটি নদীগর্ভাকার স্থানকে তথাকার লোকে ‘কায়োটেমসে’ বলে। অনেকে অসুমান করেন যে জাহ্নবী (গঙ্গা) পূর্বে সেইস্থানে প্রবাহিত ছিলেন। যদিও প্রতি বৎসর বৈশাখীপূর্ণিমার দিবস উল্লাতে মহাসমারোহে ঐ চণ্ডিকাদেবীর পূজা হইয়া থাকে, যদিও এক্ষণে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী রচয়িতার বর্ণনার মত জাঁকজমক ও ধুমধাম দেখিতে পাওয়া যায় না এবং লক্ষ লোকের সমাগমও হয় না, কিন্তু এখনও যেরূপ আড়ম্বর হইয়া থাকে, তাহাও অনেকেই দর্শনযোগ্য ও বর্ণনার বিষয় সন্দেহ নাই। এই উল্লা যে পূর্বকালাবধি বহুতর কুলীন ও ভদ্রলোকের বাসস্থান তাহাও গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন—

“কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম,

কাশীতুল্য ছেন ব্যবহার।

দরা ধর্ম বস্ত্রে যথা, কি কব লোকের কথা,

হুনি যেন ছেন কুল্যাচরণ ॥”

অন্নদামঙ্গলগ্রন্থে শ্রীমদ্বাহারোহে কৃষ্ণচন্দ্রাবতারের যে চারিটি সমাজের কথা উল্লিখিত আছে, উল্লা তাহার মধ্যে একটি প্রধান সমাজ। পূর্বে হিন্দুসমাজের বার, ত্রত, ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে উল্লার একটি পৃথক মত প্রচলিত ছিল। উল্লার অনেক গ্রন্থকার ও পণ্ডিত লোকের প্রাভুত্ব হইয়াছে, তন্মধ্যে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রণেতা জর্জাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের রাজসভাপণ্ডিত, বিখ্যাত রসসাগর। বঙ্গদেশবিখ্যাত কর্ত্তাভজাধর্মসম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে একটি জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত ধর্মের আদিপুরুষ আউলিয়া-চাঁদ প্রথমতঃ উল্লার মহাদেব বাবুর পানের বরজে অজ্ঞাতকুলশীল বালকরূপে আবিস্কৃত হইয়াছেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত মহাদেবের গৃহে পুত্রবৎ লালিত পালিত হইয়াছিলেন। উল্লার মুতফী বাবুরা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার। যদিও উক্ত বংশের এক্ষণে তাদৃশ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব সমৃদ্ধির যে কিছু ভগ্নাবশেষ অন্য্যপি বিদ্যমান আছে, তাহাতেই তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ মান্যগণ্য লোক বলিয়া অনুমিত হয়। অন্য্যপি ঐ বাবুদিগের যে একখানি অত্যাশ্চর্য্য শৌভমান চণ্ডীমণ্ডপ আছে, তাহা দেখিলে সকলকেই আশ্চর্য্যাবিত হইতে হয়, উক্ত মণ্ডপগৃহ যে কেবল তদীয় অধিপতি বাবুদিগেরই পূর্ণ সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে এমন নহে, এই হতভাগ্য বাঙ্গালারও শির-নৈপুণ্যের কিছু কিছু পরিচয় দেয়। ইহাতে যে কত স্মৃষ্টি-স্মরণ শিরকার্য্য আছে, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না।

উল্লার আর একটি নাম বীরনগর। পঞ্চাশত বৎসর পূর্বে একদা উল্লা গ্রামে কোন ধনীর গৃহে ভয়ঙ্কর অগ্নিশ্রবণারী একদল দস্যু রজনীতে আক্রমণ করিলে, গ্রাম্য লোকে বিশেষ বীরত্বপ্রকাশপূর্বক ঐ দস্যুদলের অধিকাংশ লোককে হত ও আহত করায়, তৎকালীন জেলার মাজিষ্ট্রেট সুবিখ্যাত এলিয়ট সাহেব উল্লার নাম ‘বীরনগর’ রাখেন। এক্ষণে উল্লার মুখোপাধ্যায় বাবুরাই গ্রামের প্রধান। তাঁহাদিগের তুল্য সাত্তিক জিহ্বাবান বড়মাহুয বাঙ্গালায়-বিরল। অন্য্যপি তাঁহারা রথযাত্রা, দানযাত্রা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি কএকটি পক্ষ অতিসমারোহপূর্বক নির্বাহ করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসরই তাঁহাদিগের ভবনে বঙ্গদেশবাসী বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে। তৎসংশ্লিষ্ট প্রধান ৮৮১১নদাস মুখোপাধ্যায় একজন অধ্যাপকবিশেষ লোক ছিলেন। উল্লার বাবুদিগের বাটীতে অন্য্যপি হিন্দু সমাজের অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

তথাকার পুরুষদিগের কথা হুয়ে থাকুক, ব্রাহ্মণজাতীর জীলোকেরাও পরস্পর কথাবার্তার সময় কোলীভের গোরব করিয়া থাকেন। বথা—

“উলোর মেয়ে কুলকুহুটী, নদের মেয়ের ঘোঁপা।

শান্তিপুরে হাতনাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা।”

অর্থাৎ উলোর জীলোকেরা কুলের গোরব করে। শান্তিপুরের মেয়েরা ঝগড়াটে, আর নবদ্বীপের মেয়েরা ঘোঁপা অর্থাৎ কবরীর বাহার বড় ভালবাসে এবং গুপ্তিপাড়ার মেয়েদিগের কথার কোশল বড়। উলার লোকেরাও বড় কমবক্তা নন, তাঁহাদিগের অতিবক্তার দোষে উলার দেশবাসীদের একটি পাগলের অপবাদ প্রচলিত আছে। গুণসিক্তনয় বিদ্যাপতি কবির গল্পের যেমন কিছুতেই চৌরাপবাদ যায় নাই। প্রধান সমাজ উলার লোকেরও কোনমতে পাগল অপবাদ ঘুচিবার নহে। যে সে স্থলে উলার লোক সকল সময়ে বাসস্থলের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ করিয়া থাকেন। উলার বাস ভুলিলেই সকলে ‘উলুই পাগল’ মনে করিয়া থাকে। একদা কোন সুরসিক লোক কহিয়াছিলেন যে, উলার চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘিরিতে পারিলে বেশ একটি পাগলাগারোদ হয়। বাস্তবিক এটি কেবল পারিহাসিক প্রবাদমাত্র। বোধ হয়, উলার ব্রাহ্মণেরা বড় অক্ষোভ, মুক্তকণ্ঠ ও কোতুকপ্রিয় বলিয়া এই অমূলক অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

উলার বীরখণ্ডী (মিঠান বিশেষ) অতি প্রসিদ্ধ।

উলাকান্দী, বা ভৈরবজাঙ্গার, ময়মনসিংহ জেলার একটি নগর। ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমানায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে লবণ ও পাটের ব্যবসা হইয়া থাকে।

উলিন্দ (পুং) বল-কিন্দ: সম্প্রসারণক। ১ দেশবিশেষ। কুলিন্দ দেশ। ২ শিব। (হেম শে ৪৫)

উলু (দেশজ) ১ বিবাহে জীলোকের উচ্চার্য মঙ্গল শব্দ। ২ উলুখড়।

উলুখড় (দেশজ) ভূগবিশেষ, এক প্রকার খড়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—উলুক, হলক, দর্ভ, হুচ্যগ্র, উলপ, উলুপ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ মূত্রকারক ও শোথনিবারক।

উলুখল (উলুখল শব্দের অগজংশ) ধানভানিবার কাঠযন্ত্র, উখলি।

উলুপ (পুং) ১ শাখাপত্রযুক্ত লতা। ২ কোমলতৃণ, উলুখড়।

উলুবেড়িয়া, ১ বাঙ্গালা প্রদেশের হাবড়া জেলার একটি বিভাগ। এই বিভাগে ৪টি থানা আছে—উলুবেড়িয়া, আমতা বাঘনান, শামপুর।

২ হাবড়া জেলায় একটি নগর, হুগলী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ২৮' উঃ, দৈর্ঘ্য ৮৮° ১৫' পূঃ। মেদিনীপুর বাইতে হইলে এই স্থান দিয়া বাইতে হয়। ১৩৮৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই স্থান উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

উলুলি (পুং) উল-উলি। বুদ্ধিসূচক শব্দ। (বাচঃ)

উলুক (পুং) বল-উলুকাদয়ক। উপ ৪। ৪১।) ইতি উক সম্প্রসারণক। ১ ইন্দ্র। ২ পেচক। ৩ উলুখড়। ৪ হৃষ্যোথনের দূতবিশেষ। ৫ বিদ্যামিজ পুত্রভেদ। ৬ জনপদবিশেষ। (মার্ক পু ৫৮। ৪০) এই স্থান ভারতের উত্তরাংশে অবস্থিত। অর্জুন দিখিময়কালে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে এই দেশে বৃহত্ত রাজা রাজষ করিতেন। (মহাভারত সভা ২৬ অঃ) মহাভারতের কোন কোন স্থানে ইহা উলুত, (ভীষ্ম ৯। ৫৩) এবং পুরাণাদিতে কুলুত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (বামন পু ১৩। ৪২)। এই প্রদেশের বর্তমান নাম কুলু। জালামুখীতীরের উত্তরে বিপাশোতট হইতে এই জনপদ আরম্ভ। [আর্য্যাবর্তের মানচিত্রে কুলুত দেখ।] ইহার প্রাচীন রাজধানী নাগরকোট, বর্তমান রাজধানী জুলতানপুর। ৭ চট্টগ্রামের একটা প্রাচীন নগর। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ১৫। ২০)।

৮ ভক্তবিশেষ। উলুক, লাদুলহীন এক জাতীয় বানর। (Simia longarmed)। উলুকের সর্ষ শরীর কাল, কেবল চক্ষের জু সালা হইয়া থাকে। ইহাদের কর্ণ অনেকটা মল্লযোজ মত। সোজা হইয়া চলিয়া বেড়ায়। ইহারা ‘উলুক’ ‘উলুক’ শব্দে চীৎকার করে বলিয়া খ্রীষ্ট আগাম প্রভৃতি অঞ্চলের লোকে ইহাদিগকে ‘উলুক’ বলে। ইহারা বলিয়া থাকিলে এক একটি ১ ফুট বড় দেখায়। পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি ইহাদের আদরের খাদ্য, গাছের কচি পাতা এবং সর্ষপ্রকার উপাদেয় ফলও খাইতে ভালবাসে। ইহাদিগকে শীত্র ধরা যায় না। গ্রীষ্মকালেই ধরিবার সময়; এই সময়ে ইহারা বৃক্ষ ছাড়িয়া ভূমির উপর চরিয়া বেড়ায়। বৃদ্ধ উলুক ধরিলে প্রায় তাহার আহার জল পরিত্যাগ করে, তাহাতেই মৃত্যু হয়। বাছারা শীত্রই পোষ মানে।

উলুকযাতু (পুং) বেদোক্ত অগ্নয়বিশেষ। (ঋক ১। ১০৪। ২২)

উলুখল (স্ত্রী) উর্দ্ধে ধনুগুণ পুশোদরাদি লা-ক। ১ ধান ভানিবার কাঠময় পাত্র, উখলি। ২ গুণগুলি। আর্যে কনু। ৩ বিদ্যান। (ঋক ১। ২৮। ৫)

উলুখলমুত (পুং) ৩তং। উলুখল দ্বারা অভিযুক্ত সোমরস (ঋক ১। ২৮। ১)

উলুগ খাঁ, মাক্দুদশাহের কার্য্যকুশল মন্ত্রী। তিনি ১২৪৭ খৃঃ

কালজর এবং ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে মেবাং জয় করেন। ইনি বলবন্
বাদশাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। [বলবন্ দেখ।]

উল্লুত (পুং) উল্লুতি হিন্তি যঃ। উল্ল-বাহ্ উতচ। ১
অঙ্গগম সর্প। ২ জনপদবিশেষ, উরগ দেশ। (ভারত ভাষা
২ অঃ) [উরগ ও কুলুত দেখ।]

উল্লুপী (নৃ) (পুং) শিশুকমৎস্ত, শুকক। [শুকক দেখ।]

উল্লুপী (জী) ঐরাবতকুল সমুদ্ভূত কোরব্য নামক নাগ-
রাজের কন্যা। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বনবাসকালে গন্ধারার
নিকট এই নাগকন্যা কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন
করেন, তথায় তিনি উল্লুপীর প্রার্থনা মত তাঁহাকে বিবাহ
করিয়াছিলেন। উল্লুপীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে তিনি
অর্জুনকে এই বলিয়া বর দেন যে, 'তুমি সমস্ত জলচরগণকে
জয় করিতে পারিবে।' (ভারত আদিং ২১৪ অঃ) মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকালে অর্জুন যজ্ঞাশ্বের সহিত মণিপুরে উপ-
স্থিত হন। এই সময়ে মণিপুরপতি অর্জুনপুত্র বক্রবাহন
পিতার আগমনবার্তা শুনিয়া পিতাকে অভ্যর্থনা করিতে
আসিলেন। অর্জুন নিজ পুত্রকে বিনা যুদ্ধশয্যায় আসিতে
দেখিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিস্তর ভৎসনা করেন।
বক্রবাহন তাহাতে দুঃখিত না হইলেও নাগকন্যা উল্লুপী
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃবিপক্ষে যুদ্ধ করিবার অজ্ঞ
উত্তেজিত করিলেন। উল্লুপীর মায়াতে অর্জুন পুত্রহস্তে
নিহত হইলেন, পরে উল্লুপী প্রদত্ত দিব্যমণি প্রত্যবেই
তিনি পুনর্জীবন লাভ করিলেন। (আখ্যমৈত্রিক ৭৯-৮১ অঃ)
কুমিল্লা ও জিপুরার রাজগণ আপনাদিগকে উল্লুপীর ও অর্জু-
নের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। (Asiatic Res.
Vol. XI, 444)

উদ্ভা (জী) ওষতি উষ (শুকবকোচ্চাঃ। উণ্ ৩। ৪২।)
ষকারন্ত লঘম্ ক ততঃ টাপ্। ১ তেজঃপুঞ্জ, জালা। (উদ্ভা
জালাবিভাবসোঃ। শ্রুত্বেতি) ২ আকাশ হইতে পতিত অগ্নি।

অনেকেই জানেন, আকাশ হইতে উদ্ভাপাত হয়,
যাহাকে খসা তারা কহে। গণনাভীত কাল হইতে
এই নভস উৎপাত ঘটয়া আসিতেছে এবং অতি প্রাচীন-
কাল হইতেই এই অভাবনীয় নৈসর্গিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া
নানা লোকে নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া আসিতেছেন।

বৈদিক ঋষিগণ উদ্ভাকে অগ্নির অংশ বলিতেন এবং
সূর্য্যদেব হইতে উদ্ভার উৎপত্তি তাহাও স্বীকার করিতেন।
(ঋক্ * ১১। ৬৪। ৪)

* "অবকিপদার্থ উদ্ভাবিব যোঃ।" ঋক্ ১১। ৬৪। ৪। বেন সূর্য্য
আকাশে উদ্ভা নিক্ষেপ করিতেছেন।

দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ ইহাকে অষ্ট উপগ্রহের
মধ্যে গণনা করিয়াছেন। [উপগ্রহ দেখ।]

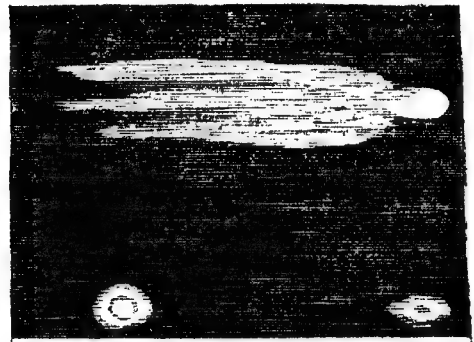
তাঁহাদের মত এই প্রস্তাবের উপলব্ধিকালে বিবৃত
হইবে।

এখন দেখা যাউক, উদ্ভা বলিলে বর্তমান সময়ের
জ্যোতির্বিদগণ কিরূপ বুঝিয়া থাকেন।

ইুরোপীয় বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদগণ বছরদিন ধরিয়া
উদ্ভাসবক্ষীর নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার অজ্ঞ বিস্তর যত্ন করিতে-
ছেন, কিন্তু মূল কথা, তাঁহারা এখনও উদ্ভার নিগূঢ় তত্ত্ব
বিশেষরূপে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে
নানা মত প্রচলিত, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া
গেল—

কাঁহারও মতে তারা ধসা (Shooting stars) অগ্নিগোলক
(Fire-balls) উপতারা (Asteriods) প্রভৃতি দীপ্তিমান বস্তু-
গুলিই উদ্ভা। পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর
হয়। ইুরোপীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ জানিতেন যে বায়ু-
মণ্ডলের উর্দ্ধভাগে তারকরি ছায় কতকগুলি দীপ্তিমান বস্তু
সময়ে সময়ে দেখা যায়, তাঁহারা গগনমার্গে দ্রুতবেগে চলিত
হয়, তৎপরেই দৃষ্টিগণের বহির্ভূত হইয়া থাকে। কখন কখন
সেই পথে কতিপয় বৃহদাকার বস্তু দেখা যায়, বায়ুর গতিতে
তাঁহাদের বিপর্য্যয় ঘটয়া থাকে। কখন অল্পপরিমার পথে
চলিতে চলিতে উজ্জল আলোক ও ধূম প্রকাশ করে; কোন
কোনটা ছুই তিন খণ্ডে পৃথক্ হয়, আবার কোনটা গভীর
গর্জনে ফাটিয়া গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া ভূমিতল স্পর্শ করে।

উদ্ভা পৃথিবীতে নানাপ্রকার আকারে পতিত হইতে



আকাশে উদ্ভা।

দেখা গিয়াছে। কখন, আদৌ মেঘ নাই অথচ গভীর গর্জনে
উদ্ভাপাত হইল। কখন নির্মল আকাশে অল্প সময় মধ্যে
মেঘাকার হইয়া তোপধ্বনিবৎ সশব্দে আকাশ হইতে

প্রত্যয় সকল নিষ্কিপ্ত হইয়াছে। কখন আকাশমণ্ডলে সহস্র সহস্র সর্পাকারে প্রকাশ পাইয়া গভীর গর্জনসহকারে উদ্ভা পতিত হইয়াছে। উদ্ভা হইতে যে প্রত্যয় অথবা লৌহ পাওয়া যায়, তাহা পার্থিব প্রত্যয় অথবা লৌহ হইতে স্বতন্ত্র। কোন কোন উদ্ভালোহের শতকরা ৯৬ ভাগ দ্রবণীয় লৌহ, কোন কোন স্থলে আদৌ ধাতবলৌহ থাকে না।

[লৌহ দেখ।]

উদ্ভাপ্রত্যয় কখন ক্ষুদ্রাকারে, কখন বা অতিশয় বৃহদাকারে পতিত হইতে দেখা যায়। মোগলদিগের বিশ্বাস, চীনদেশের পশ্চিমাংশে পীতনদীর তীরে একটি ৪০ ফিট উচ্চ পর্বত আছে, তাহা আকাশ হইতে পতিত হইয়াছে। (Museum of Science and Art, p. 134. দেখ।)

উক্ত নানাপ্রকার আকারে উদ্ভাপাত হওয়ায় যুরোপীয়েরা প্রথমে উদ্ভা সম্বন্ধে এই চারিপ্রকার অনুমান করেন।

১ম—তরল পদার্থ হইতে ধূম যে প্রকারে উৎখিত হয়, উদ্ভাসম্বন্ধীয় জ্বালাদি সেইরূপে অতিশয় সূক্ষ্মাকারে পৃথিবী হইতে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্থ মেঘে নীত হয় এবং তথায় রাসায়নিক ক্রিয়ায় সংযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব অনুসারে পৃথিবীতে স্তূপাকারে পতিত হয়।

২য়—কেহ অনুমান করেন, উদ্ভাপ্রত্যয়সকল আগ্নেয় গিরি হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ তাহার গতি অনুসারে আকাশমণ্ডলের বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করে, অবশেষে তাহাই আবার প্রবলবেগে পৃথিবীতে নিষ্কিপ্ত হয়।

৩য়—কেহ মনে করেন, কোন কোন সময়ে চন্দ্রমণ্ডলস্থ আগ্নেয়গিরি হইতে এত অধিক বেগে ধাতু নিঃসৃত হয়, যে তাহা চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছে এবং সেই স্থান হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে আসিয়া পতিত হয়।

৪র্থ—কেহ কেহ আবার বলেন, উদ্ভা সকলও উপগ্রহ বিশেষ, তাহারা সূর্যের চতুর্দিকে নিজ নিজ কক্ষ মধ্যে ঘুরিতেছে। ঐ কক্ষ সকল পৃথিবীর বার্ষিক গতিপথে আড় (বক্রভাবে) ভাবে উত্তীর্ণ হয়। যখন পৃথিবী ঐ কক্ষগুলির অভিমুখবর্তী হয়, তখন ঐ কক্ষস্থ উদ্ভা নামক উপগ্রহ সকল ভূমিতে আসিয়া পড়ে অথবা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি প্রভাবে অবশেষে ভূমিতে আনীত হয়।

উক্ত চারিপ্রকার মত লইয়া বহুদিন ধরিয়া গোলযোগ চলিতেছিল। অবশেষে প্রসিদ্ধ যুরোপীয় জ্যোতির্বিদ হর্শেল সাহেব বহু অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিলেন, যেমন তারকা

সকলের চারিদিকে দৃষ্টিবহির্ভূত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীহারিকা-তারা (Nebulae) আছে, সেইরূপ সূর্যের চতুর্দিকেও নীহারিকাবৎ পদার্থ (Nebulous matter) রাশি বৈরিয়া আছে। উদ্ভাপ্রত্যয় (Meteoric stone) ও তারাপাত (Shooting-stars) নামে যে নৈসর্গিক কাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহা সেই নীহারিকাবৎ পদার্থের বিকাশ মাত্র।

যখন ঘটনাক্রমে পৃথিবী কোন একটি উক্ত পদার্থ রাশির নিকট দিয়া গমন করে, তখন সেইটি পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণনশীল চন্দ্রবৎ (Satellite) প্রতীয়মান হয় এবং পৃথিবীসহ চন্দ্রবৎ সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহা সূর্য হইলেও চন্দ্রবৎ সূর্যের আলোকে প্রতিকলিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। হর্শেল সাহেব বলেন, ঐ চন্দ্রবৎ পদার্থগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও কয়েকটি বৃহদাকার আছে। পৃথিবী ঐরূপ অনেকগুলি সহচর বা অনুচর চন্দ্রগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক একটি এত বৃহৎ ও এত কঠিন যে তাহাতে স্পষ্ট সূর্যালোক প্রতিকলিত হয়, তাহারা পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী হইলে আমরা অল্প সময়ের জন্য চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, পৃথিবীর দ্বারা তাহাতে পতিত হইলে সম্পূর্ণ গ্রহণ হইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হয়।

তৎপরে পেটিট সাহেব গণনা করিয়া স্থির করেন, তাহাদের মধ্যে একটি বৃহদাকার উদ্ভাপ্রত্যয় আছে, বাহা দ্বিতীয় চন্দ্রবৎ পৃথিবীর সহগামী। ভূমধ্য হইতে তাহার কক্ষ প্রায় ৫০০০ মাইল, এবং ভূমধ্যভাগ হইতে প্রায় ৯০০০ মাইল অথবা চন্দ্র অপেক্ষা ছাব্বিশ মাইল নিকটে। তাহা ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটে একবার ঘুরিয়া থাকে, স্তব্ধতা প্রতিদিন উহা সাতবার করিয়া পৃথিবীর চারিদিক পরিভ্রমণ করে।

আমাদের দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ শ্রীপতির মতে—

“যাসাং গতির্দিবি ভবেদগণিতেন গম্যা

তান্তারকাঃ সকলখেচরতোহতিদূরে।

তিষ্ঠন্তি বা অনিয়তোদগতয়শ্চ তারা-

শস্ত্রাদধো হি নিবসন্তি তদন্তিতান্তাঃ ॥

শীতাংশুবজ্জলময়ান্তপনাং ক্ষুরন্তি

তাস্তাবহপ্রবহমাকৃতসন্ধিসংস্থাঃ।

পূর্বানিলৈঃ স্তিমিতভাবমুপাগতেহস্মি-

স্তারাঃ পতন্তি কুহচিদ্ গুরুভাবশেন ॥”

যাহাদিগের আকাশগতি গণিতশাস্ত্র দ্বারা জানা যায়, বাহারা সমস্ত গগনচারী জ্যোতিষ্কগণের অতিদূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে তারকা কহে। আর বাহাদের

গভীর নিয়ম নাই, তাহাদিগকে তারা কহে। তাহারা চক্রে অঙ্কগামিনী হইয়া তাহার অধোভাগে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই তারাগণ চক্রে ভ্রম জলময়ী; সূর্যের কিরণ দ্বারা দীপ্তিমতী হইয়া ক্ষুরিত হইয়া থাকে, ইহারা আবহ ও প্রবহ এই মারুতদ্বয়ের সন্ধিস্থলে সংস্থিত আছে, এই স্থান যখন ত্রিসিত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন গুরুত্ব হেতু পূর্ণগবন দ্বারা ভূমির উপর কোন স্থলে পাতিত হইয়া থাকে।

বরাহমিহিরের মতে,—“স্বর্গে শুভকল ভোগ করিয়া যাহারা পতিত হয়, তাহাদিগের স্নপের নাম উকা। ধিকা, উকা, অশনি, বিদ্যুৎ ও তারা ভেদে উকা পাঁচ প্রকার। উকা ও ধিকা এক পক্ষে, অশনি তিন পক্ষে এবং বিদ্যুৎ ও তারা ছয় দিনে ফল প্রদান করে। তারা এক চতুর্থাংশ, ধিকা অর্দ্ধাংশ এবং বিদ্যুৎ, উকা ও অশনি সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকে। অশনির আকৃতি চক্রাকার, ইহা গভীর শব্দের সহিত মঘায়া, হতী, অথ, গৃহ, বৃক্ষ ও জন্তু প্রভৃতিতে পতিত হয়। বিদ্যুৎ কুটলাকার এবং বিদ্বৃত, সহসা তট তট শব্দে পতিত হইয়া জীবগণের বিনাশ সাধন করে। ধিকা কৃশ, অন্নপুচ্ছবিশিষ্ট, প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারতুল্য এবং পরিমাণে ছই হস্ত। তারা এক হস্ত প্রমাণ, দীর্ঘাকৃতি, গুরু অথবা তাম্রবর্ণ, আকাশে উজ্জ্বল অথবা বক্রভাবে গমন করে। উকার শিরোভাগ অধিক বিদ্বৃত,—পতিত হইলে বৃদ্ধি পায়, পুচ্ছ কৃশ এবং আকার দীর্ঘ। এই উকা নানাপ্রকার।” [বৃহৎসংহিতা ৩৩ অঃ দেখ।]

একপে কলিকাতা চিত্রশালিকার (Museum) অনেকগুলি উকাপ্রস্তর দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে গোরক্ষপুরে ১৮৬১ খৃঃ ১২ই মে তারিখে একখানি উকাপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহার ওজন দুই মণের অধিক। এতদ্বিত্ত যশোর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা হইতেও বৃহৎ বৃহৎ উকাপ্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছে।

উকালোহের সহিত অপর ধাতুর সংমিশ্রণে নানাপ্রকার বস্তাদি প্রস্তুত হইতে পারে। শুনা যায়—পারস্তদেশের বাদশাহের এবং তিব্বতের লামার উকালোহনির্মিত তরবারি আছে।

উক্কাগ্নি (পুং) উটকবাগ্নিঃ। উকা।

উক্কাচক্র (ক্লী) ১ রক্তযামলোক প্রাথমজ্ঞের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্রবিশেষ। (“উক্কাচক্রং সর্বসারং মন্ত্রদোষাদি নির্ণয়ম্।”) ২

উক্কাজিহ্বা (পুং) উক্কেব জিহ্বা বস্ত। রামায়ণোক্ত ঐন্দ্রি রাক্ষসবিশেষ।

উদ্ভাপাত (পুং) উভানং পাতঃ। নাভস উৎপাত বিশেষ। আকাশ হইতে তারাদি খসিয়া পড়া। [উকা দেখ।]

উক্কামুখ (পুং) উক্কেব মুখং বগ্য। ১ প্রেতবিশেষ। (“বাস্তাশূলকামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাক্মুতঃ” মনু ১২।৭১।) (জী ভীষ্) ২ খ্যাক্শিয়ালি নামক শৃগালবিশেষ তৎপরিচয়—শৃগালিকা, লোমালিকা, দীপ্তজিহ্বা ও কিধি। [খ্যাক্শিয়ালী দেখ।]

উক্কামৎস্ত (পুং) মৎস্তবিশেষ, শুভক।

উক্কো (দেশজ) জীলোকের কপালে কৃত্রিমচিহ্ন।

উল্কুঘী (জী) উলা দাহেন কুক্ষতি, কুস্ব-ক-ভীষ্। উকা।

(“অশনির্যেব প্রথমোহমুখাঃ ব্রাহ্মনির্দিষ্টীয় উল্কঘী তৃতীয়ঃ।” শতপথ ব্রা° ১১।২।৭।২১।*। ‘উল্কুঘী উকা।’ সায়ন।)

উল্কুঘীমান্ (জি) উল্কাবিশিষ্ট। (“যত্র প্রাপাদি শশ উল্কুঘীমান্।” অথর্ববেদ ৫।১৭।৪।)

উন্টা (দেশজ) বিপরীত।

উল্ল (ক্লী) উৎ-লীড়-ল্লষণে-(উভায়নচ। উৎ ৪।৯৫) ইতি সাধু।

১ জরায়ু। ২ গর্ভবেষ্টনচর্য। ৩ গর্ভ। (গর্তাশয়ে জরায়ুবে। হেম ৩।২০৪) “জাতমাত্রং বিশোধ্যোদ্যাদানং সৈন্ধবসিধা।” বাভট উত্তরস্থান ১ অঃ।

“গর্তো জরায়ুণাবৃতঃ উৎ-জহাতি জন্মনা।” শুর্যসু ৭১৯।৩৬।

উল্লগ (জি) উৎ-বণ-অচ্-প্ৰযোদয়াদিভ্যাং সাধুঃ। ১ প্রবল,

অধিক, উৎকট। ২ উত্তট। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ ক্ষুট। (“হেতুর্লক্ষণ-সংসর্গাদিদ্যাদ্ব্যবস্থোষণানি চ।” মাধবনিদান) ৫ ভীক্ষু।

৬ প্রকাশ। ৭ নির্বাধ। (“তত্ত্বাসীদ্রুণো মার্গঃ পাদৈরিব দন্তিনঃ।” রঘু ৪।৩৩) (ক্লী) ৮ শরীরস্থিত বাত অথবা পিত্তের প্রকোপ জন্ত রোগ।

“নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।

আমি কাঁপি কামজরে সে বলে উষণ॥”

ভারতচন্দ্র—বিদ্যাসুন্দর।

উল্লুক (ক্লী) ওষতীতি। উবদাহে, উল্লুকদবোতি নিপা-

তনাং বস্ত লঃ মুক প্রত্যয়চ। ১ অঙ্গার। (“অষাহার্য পচনা-দ্রব্লুকমাদার।” শতপথব্রা° ৬।২।৭) ২ বৃক্ষবংশীয় রাজবিশেষ।

(ভারত সভা ৩৪।১৬।)

উল্লুক্য (পুং) উল্লুকে ভবঃ-বৎ। অগ্নি। (“অথ হৈক উল্লুক্যেন দহন্তি।” শতপথব্রা° ১২।৫।১।১৬।)

উল্লজেন (ক্লী) উৎ-লজি-লুট। ১ অতিক্রম করা, ডিগান।

(“সময়োল্লজেনেন পরাঙ্গনাসঙ্গতিং প্রবৃত্তে সতি।” কুমার ২।৩৫ শ্লোকের মল্লিনাথটীকা।)

উল্লজ্য (জি) উৎ-লজি-যৎ। উল্লজনের যোগ্য (বস্ত)।

উল্লজিত (জি) উৎ-লজি-ক্ত। ১ অতিক্রান্ত। ২ বাহা

পার হওয়া গিয়াছে।

উল্লঙ্কন (ক্ৰী) উৎ-লঙ্-লুট্। লাক দেওয়া।

উল্লল (ত্রি) উৎ-লল-অচ্। বহুলোময়ুক্ত, রোমশ।

উল্ললিত (ত্রি) উৎ-লল-ক্ত। ১ উচ্চলিত। ২ তরলিত।
৩ কল্পিত।

উল্লসন (ক্ৰী) উৎ-লস্-লুট্। ১ হর্ষজনক ব্যাপার। ২ রৌমাঞ্চ।

উল্লসিত (ত্রি) উৎ-লস্-ক্ত। ১ ক্ষুরিত। ২ উদ্গত।
৩ আনন্দিত।

উল্লাঘ (ত্রি) উৎ-লাঘ্-ক্ত, নিপাতনাৎ। ১ নীরোগ।
২ দক্ষ। ৩ তৃষ্ণা। ৪ দৃষ্ট।

(উল্লাঘোহপি শুভৌ দৃষ্টে দক্ষনীরোগয়োজিষু। মেদিনী। *।
কোন কোন মেদিনীতে দৃষ্টের স্থানে “কৃক” পাঠও দেখা
যায়।)

উল্লাপ (পুং) উৎ-লপ-ঘঞ্। শোক। রোগাদি জন্ম
আর্তনাদ। কাকুবাধ্য। (উল্লাপঃ কাকুবাগন্যোন্যোক্তিঃ
সংলাপসঙ্কেতঃ। হেম। ২। ২৭৫।)

(“খলোজাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারামনপঠৈঃ।” ভট্টহরি ৩। ৬।)

উল্লাপন (ক্ৰী) উৎ-লপ্-গিচ্-লুট্। বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা
শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা।

উল্লাপ্য (ক্ৰী) উৎ-লপ্-গিচ্-যৎ। প্রেম ও হাস্যবিষয়ক
নাটকবিশেষ। উল্লাপ্য “স্বর্গীয় ঘটনা লইয়া রচিত হয়,
সংগ্রামবর্ণনই ইহাতে অধিকাংশ; হাস্য, করুণ প্রভৃতি রস
এবং লক্ষ্যতপরিপূর্ণ। ইহার নায়ক উদাত্তগুণবিশিষ্ট, অন্ধ
একটি মাত্র।” কেহ কেহ বলেন, ইহাতে তিনটি অঙ্ক ও
একশটি শিল্পকাজ থাকে। উল্লাপ্যের মধ্যে ‘দেবীমহাদেব’
নামক সংস্কৃত গ্রন্থই প্রসিদ্ধ।

উল্লাস (পুং) উৎ-লস্-ঘঞ্। ১ গ্রন্থবিশেষের পরিচ্ছেদ,
যেমন কাব্যপ্রকাশে ১ম উল্লাস প্রভৃতি। ২ আশ্লাদ। ৩
প্রকাশ। (“সৌহিত্যবচনোল্লাসসহাসপ্রতিভাদিকৃৎ।”
সাহিত্যদর্পণ।) ৪ উদ্গমন।

(“নভোবিলম্বিভিঃ সেনারক্ষোরশিভিক্রুদ্ধৈঃ।

সপক্ষভূতুল্লাসনক্ষাঃ কুরুন্ শতক্রতোঃ।” কথাসরিৎ ১৪:১৮।)
৫ উজ্জলতা। ৬ বুদ্ধি।

উল্লাসী [সিন্] (ত্রি) উৎ-লস্-গিনি। ১ উল্লাসযুক্ত। ২
প্রভাবিশিষ্ট। ৩ আশ্লাদিত। (জিয়ার্ণ ভীষ্) (“স্বমনসামুল্লা-
সিনী মানসে।” চম্পালোক।)

উল্লিখিত (ত্রি) উৎ-লিখ্-ক্ত। ১ উৎকীর্ণ। ২ তনুভূত,
কমান। (“বহুৈব যজ্ঞোল্লিখিতো বিভাতি।” রঘু ১৬। ৩২। *।
(তানুল্লিখিতমুৎকীর্ণে তনুভূতে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী।) ৩
চিহ্নিত। ৪ উৎকীর্ণ। ৫ বাহ্য পূর্বে বলা হইয়াছে।

উল্ল (ত্রি) উৎ-লু-কিপ্। ১ উৎপাতনকারী। ২ (‘দেশজ’)
বোকা।

উল্লক (দেশজ) ১ বাসরবিশেষ। [উলুক দেখ।] ২
নীলবানর। ৩ বোকা।

উল্লঙ্কন (ক্ৰী) উৎ-লু-কিপ্-লুট্। ১ উপভাস। ২ উল্লঙ্কন।
("পাদকেশাংগুককরোল্লঙ্কনে চ পশ্যন দশ।" বাজবল্য ২। ২১৭।)

উল্লুণ্ঠন (ক্ৰী) উৎ-লুণ্ঠি-লুট্। ১ নিম্নের অভিপ্রায় গোপন
করিয়া অন্যপ্রকারে মনোভাব প্রকাশ করা। (“ধীরা-
ধীরা তু সোল্লুণ্ঠভাবিতৈঃ শ্বেনয়েদম্ম।”)

উল্লেখ (পুং) উৎ-লিখ্-ঘঞ্। ১ কথন। ২ খনন। ৩
অলঙ্কারবিশেষ।

“কচিদভেদাদ্ গৃহীতৃণাং বিষয়াণাং তথা কচিৎ।

একস্যানেকধোন্মেষো যঃ স উল্লেখ উচ্যতে।”

সাহিত্যদর্পণ ১০ম পরিচ্ছেদ।

অনুভাবক ও বিষয়ের ভেদাঙ্গুসারে যেখানে এক বস্তুর
বহুপ্রকারে উল্লেখ করা হয়, তাহাকে উল্লেখ অলঙ্কার বলে।

উল্লেখন (ক্ৰী) উৎ-লিখ্-লুট্। ১ বমন। ২ খনন, চাঁচা।
(“সম্মার্জ্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।

গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চভিঃ।” মনু ৫। ১২৪।

৩ উচ্চারণ। (“মাসপক্ষ তিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্কশঃ।

উল্লেখনমকুর্গাণো ন তত্ ফলভাগ্ ভবেৎ।” তিথ্যাদিতম্ব।)

৪ কীর্তন। ৫ নির্দেশ।

উল্লেখ্য (ত্রি) উৎ-লিখ্-যৎ। উল্লেখের যোগ্য। (“তদেতৎ
সিদ্ধয়ে মন্তঃ ধারোল্লেখ্যং দদামি তে।” কথাসরিৎ ২।)

উল্লোচ (পুং) উৎ-লোচ-ঘঞ্। অথবা
উৎ-লোচতি উৎ-লোচ-ঘঞ্। চম্পাতপ, বিভান, চাঁদোয়া।

উল্লোপ্য (ক্ৰী) উৎ-লুপ্-যৎ। গীতিবিশেষ।

উল্লোল (পুং) উল্লোড়য়তীতি, উৎ-(লোড়্ উদ্গাদে)
লোড়-গিচ্-অচ। বৃহৎতরঙ্গ, মহাটেউ, কল্লোল।

উবট, প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার। ইনি শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ড-
শাখার ভাষ্য এবং ঋগ্বেদীয় শৌনকপ্রাতিশাখ্য নামক
গ্রন্থ রচনা করেন। যজুর্বেদমন্ত্রভাষ্য পাঠে জানা যায়,
উবট বজ্রটের পুত্র, আনন্দপুর তাঁহার জন্মস্থান। যথা—

“আনন্দপুরবাস্তব্যবজ্রটাপ্যত্র যুহুনা।

মন্ত্রভাষ্যমিদং কৃৎস্নং পদবাক্যৈঃ স্থনিশ্চিতৈঃ।”

কাহারও মতে, ইনি ভোজরাজের রাজত্বকালে খ্রীষ্ট
একাদশ শতাব্দী অবত্ধিনগরে বিদ্যমান ছিলেন। ত্রিবিধ্যভক্তি-
সাহিত্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মতে, উবট কাশ্মীরদেশবাসী,
মন্ত্রট ও কৈয়টের সমসাময়িক।

“এবটো বর্ষটোই বৈশ্বকৃষ্ণেতি তে জরঃ।

কৈরটো ভাষ্যটাকাক্ষবটো বেদভাষ্যকৃৎ ॥” ঐ তত্ত্বিকা ৩১৮ পৃঃ।

কাহারও মতে ঋগ্বেদীয় শৌনকপ্রাতিশাখ্যভাষ্য করিবার পরে ইনি ঋগ্ভাষ্য করিয়াছিলেন।

উশৎ (ত্রি) বশ-শত্। আকাঙ্ক্ষাকারী।

উশতী (ত্ৰী) বশ-শত্-তীপ্ সস্ত্যসারণঃ। ১ আকাঙ্ক্ষণী।

২ অমঙ্গল বাক্য। (উশতী পুনঃ অন্ততাবাক্। হেম ২। ১৭)

উশনাঃ [শ্] (পুং) বশকাক্তৌ (বশেঃ কনসিঃ। উণ্ ৪। ২৩৭)

বশ-কনসি গৃহাদিবাং সস্ত্যসারণঃ। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য।

(“খ্যাতান্বেষণনসঃ পুত্রাশ্চত্বারোহস্বরযাজকাঃ।” ভারত আদি।) [শুক্র দেখ।]

উশানা (ত্ৰী) বশ-চানশ্—তান্ধীল্যবয়োগচনশক্তিবু চানশ্।

পা। ৩। ২। ১২২) পর্ত্তজাতযজ্ঞীয় ওষধিবিশেষ। (“তদৈ-

বশানানা নান্যোষধি জায়তে।” শতপথব্রা-৩। ৪। ১৩।)

উশিক্ [জ্] (ত্রি) উশ্রুতে বশ-ইজিঃ (বশঃ কিং। উণ্

২। ৭১।) ইতি কিং। ১ কমণীয়। (নিঘণ্টু) ২ মতি,

মেধাবী। (নিঘণ্টু ৩। ১৫)। ৩ অগ্নিঃ ৪ স্বতঃ। (উশিগর্ধো

স্বতেহপিচ। উজ্জলদত্ত।) (ত্ৰী) কক্ষিবানের মাতা।

উশী (ত্ৰী) বশ-ঈ সস্ত্যসারণঃ। অভিলাষ।

উশীক্ (ত্রি) কমণীয়। [উশিক্ দেখ।]

উশীনর (পুং) উশীপ্রদো বাজ্ঞাপ্রদো নরো যজ্ঞঃ। ১ গাক্ষার-

দেশ। ২ তজ্জনপদবাসী ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

“জাবিভাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।

কোলিসর্পানাহিকাস্তান্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলঙ্ঘং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।” ভারত অমু ৩৩। ২৩।)

৩ চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ; ইনি শিবরাজার পিতা এবং

মহামানব পুত্র। ইহার চরিত্র লঘুকে কথিত আছে যে—

“একদা ইন্দ্র ও অগ্নি উশীনরের ধর্ম্মবল জানিবার জন্ত ইন্দ্র স্ত্রেন এবং অগ্নি কপোতমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। স্ত্রেন-ভয়ে কপোত রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন স্ত্রেন বলিতে লাগিল, রাজন্! রাজকুল মধ্যে আপনিই একমাত্র ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তিত। আমার ভক্ষ্য কপোত আপনার আশ্রয় গ্রহণ করায় আমি ভোজনাতাবে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি; অতএব তাহাকে প্রদান করিয়া আপনার ধর্ম্মরক্ষা করুন। রাজা বলিলেন, এই কপোত তোমার ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই আমার আশ্রয় লইয়াছে, ইহাকে পরিত্যাগ না করাই আমার ধর্ম্ম; যে হেতু বিপ্র, গো ও মাতৃহত্যার সহিত শরণার্থভের ত্যাগকে তুল্যপাতক বলিয়া থাকে। স্ত্রেন বলিল, রাজন্! আহারের জন্তই

সর্বপ্রাণীর অস্তি হইয়াছে এবং আহারের দ্বারা ইহা সর্ব-জীব জীবিত রহিয়াছে; অন্যান্য সকল বিষয়ই পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকা বার, কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া কেহই দীর্ঘকাল বাঁচিতে সমর্থ হয় না। আহার না পাইলে আমার প্রাণরক্ষা হইবে না এবং আমার মৃত্যুতে আমার ত্রী পুত্রগণও বিনষ্ট হইবে। অতএব একটি কপোতের রক্ষার জন্য বহুপ্রাণী নষ্ট হইতেছে। যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা কুধর্ম্ম; এই উভয়ের মধ্যে গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। রাজা বলিলেন, পক্ষিন্! তোমার কথাগুলোই তোমাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে অধার্ম্মিকের ন্যায় কেন এরূপ অতুরোধ করিতেছ? ক্ষুধা শান্তির জন্য কপোত ব্যতিরেকে অপর বাহা অভিলাষ হয়, বলিবামাত্রই আমি দিতে প্রস্তুত আছি। রাজার ঈদৃশ বাক্যে স্ত্রেন কপোতপরিমিত রাজার মাংস প্রার্থনা করিল। রাজা অবিচলিতচিত্তে তাহাই স্বীকার করিয়া কপোত পরিমিত মাংস দিতে দিতে ক্রমে শরীরের সমুদায় মাংসই প্রদান করিয়াছিলেন।” (ভারত বন ১৩১ অঃ।)

উশীর (পুং, ত্ৰী) বশ-ঈরন্ সস্ত্যসারণঃ। (বশঃ কিং। উণ্ ৪। ৩১) ইতি কিং। বেণামূল। বদে বেণা ও পশ্চিমে খস বলে। (উশীর বীরণীমূলে। হেম ৪। ২২৪) (Andropogon maricatus) ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অভয়, নলদ, সেব্য, অমৃণাল, জলাশয়, লামজ্জক, লঘুলয়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, উষীর, মৃণাল, লঘু, লয়, অবদান, ইষ্ট, কাপথ, অবদাহেষ্টকাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, জলবাস, হরিপ্রিয়, বীর, বারগ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বীরতরু, শিশির, শীতমূলক, বিতানমূলক, জলমেদ, স্নগন্ধিক, স্নগন্ধিমূলক, কজ্জু।

বেণা তৃণ ৫। ৬ ফুট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার মূল পীতাত পাংশুবর্ণ, গন্ধ তীব্র, আবাদ কটু। ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বস্থানে এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। ইহার মূল পাখা ও খসখসের টাটার জন্য এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে যুরোপে ইহা স্নগন্ধী দ্রব্যের ন্যায় অনেকেই ব্যবহার করেন।

বেণামূল জল দিয়া বাটিয়া বহিঃপ্রয়োগ করিলে জরের অনেকটা শৈত্যসম্পাদন করে।

বৈদ্যক মতে বেণামূলের গুণ—ঘর্ম্ম, দৌর্গন্ধ, দাহ ও রক্তপিত্তরোগনাশক, শীতল, লঘু, তিক্ত এবং পাচক; মোহ, ভ্রম, অর ও পিত্তনাশক, এবং জলের স্নগন্ধকারক।

উশীরক (ত্ৰী) উশীর স্বার্থে কন্। [উশীর দেখ।]

উশীরবীজ (পুং) ১ বেণামূলের বীজ। ২ হিমালয়ের উত্তর পর্বতবিশেষ, মৈনাক পর্বত।

উশীরসুত্ব (পুং) বেণামূল্যের পোছা।

উশীরাদি চূর্ণ (ক্লী) চূর্ণবিশেষ। বেণামূল, ভগ্নরগাছকা, শুঠ, কাকলা, বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা, যষ্টিমধু, কপূর, বংশলোচন ও ভেজপাত, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান কৃষ্ণাঙ্ক চূর্ণ এই সকল চূর্ণ ৮ গুণ চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া ১০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তবমন, পিপাসা ও গাঢ়দাহ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর যজ্ঞভূমুরের রস ছই তোলা এক আনা চিনি সহ সেবন করিবে।

উশীরাদি পাচন (ক্লী) বেণামূল, বালা, মুখা, ধমে, শুঠ, বরাক্রান্তা, লোধ ও বেলশুঠ, প্রত্যেক বস্ত ১০ চারি আনা, অর্দ্ধসের পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে হাঁকিয়া লইয়া সেবন করিলে অরুচি, অতিশয় বেদনায়ুক্ত বিবন্ধ বাম, অরাতিসার ও রক্তাতিসার প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

উশীরাসব (ক্লী) বেণামূল, বালা, পদ্মমূল, গাভারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকান্ঠ, লোধ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, ছয়ালভা, আকনাদি, চিরাতা, যজ্ঞভূমুরের ছাল, শঠী, ক্ষেপাপাড়া, পটোলপত্র, কাকনছাল, জামছাল, মোচরস, প্রত্যেক ৮ তোলা, জ্রাক্ষা ১৬০ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, চিনি ১২০ সের, মধু ৬০, জল ৩/৮ সের; সমুদায় একটি নূতন গায়ে মুখ আবৃত করিয়া একমাস রাখিয়া দিবে, পরে ঐ আসব উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রমেহ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয়। রাখিবার পাত্রটি প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত করা আবশ্যিক।

উশীরিক (পুং) উশীর-(কিসরাভিভ্যঃ ঠন্, পা ৪।৪।৫০।) ইতি ঠন্। উশীর বাহার পণ্য, উশীরের ব্যবসাকারী। বাহুলকাং ঠন্। উশীরসম্বন্ধীয়।

উশীরী (ক্লী) উশীর-স্বার্থে ঙীষ্। ছোটকেশে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মিষি, শুঁড়া, অখাল, নীরজ, শর। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল; পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগ-নাশক।

উশেয় (ত্রি) বশ- (কৃত্যার্থে ভট্টকেন্কেজ্ঞননঃ। পা ৩।৪।১৪।) ইতি কেজ্ঞ। কমণীয়। (“আ যেমাত্তোরুশেয়ো জনিষ্ট।” ঋক্ ৮।৩।২)

উষ (বাত্) স্ক-ভাং-পর-সেট্। ১ দহন করা। ২ বধ করা। (“দণ্ডেনৈব ভমপ্যোষেৎ।” মনু ৯।২৭৩।)

উষ (পুং) উষ-ক। ১ কারমুক্তিকা। ২ প্রভাত। ৩ রাজির শেষ সময়। ৪ কারী। ৫ গুণ্ডলু। (উষ: কামিনি গুণ্ডলো, রাজি-

শেবে উবারাক কেচিনাহতদধারম্। উষ: কারমুক্তিকার্য্য প্রভাতে হপি পূমানরম্। মেদিনী।) (ক্লী) ৬ পাণ্ডুলবণ, পাকানুন। (রত্নমালা)

উষকু (পুং) সংহারকর্তা, মহেশ্বর।

উষণ (ক্লী) উষ-বাহুলকাং, ক্যান্ বা। ১ মরিচ। ২ পিপুলমূল। ৩ শুঠ। ৪ চই।

উষণা (ক্লী) উষণ-টাপ্। ১ পিঙ্গলী। ২ শুষ্ঠী। ৩ চবিক, চই।

উষণাদিচূর্ণ (ক্লী) মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিঙ্গলি, মুখা, আতাইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহত্তী, কণ্টিকারী, যষ্টিমধু, মূর্খামূল, বামনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মর্দন করিয়া এক মাষা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, লোহিতজ্বর, বিস্ফোটক, রোমাঙ্গিকা, জীর্ণজ্বর ও মহুরিকা ভাল হয়।

উষৎ (পুং) যজ্ঞবংশীর একজন রাজা; ইহীর পিতার নাম সুযজ্ঞ এবং পুত্রের নাম শিনেয়ু।

উষতী (ক্লী) উষ-শত্, তীষ্ আগমবিধেরনিত্যত্বাৎ চুম্ভাবঃ। অমঙ্গলবাক্য; যাহা শুনিলে অপরে মনঃকষ্ট পায়। (“যস্মাত্ত বাচা পর উষিজৈত নতাংবদেচ্ছতীং পাপলোক্যাম্।” ভারত আদি ১।৮৭।৮।)

উষদত্ত (পুং) যজ্ঞবংশীর রাজবিশেষ, ইনি আহি রাজার পুত্র।

উষদ্রথ (পুং) পুরুবংশীর রাজবিশেষ, তিত্তিকুর পুত্র, উশীনরের ভ্রাতা। (হরিবংশ ৩১ অঃ।)

উষপ (পুং) ওষতীতি উষদাহে- (উষিকুটিদলিকচিৎজিভ্যঃ কপন। উণ্ ৩।১৪২।) ইতি কপন। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চিতাগাহ। (উষপো বহিসূর্য্যয়োঃ। উজ্জলদত্ত।)

উষবুধ (পুং) (উবসি বুধ্যতে) উবস-বুধ-ক। ১ অগ্নি। (“সূর্য্যাত্ত রোচনাদিধান দেবা উষবুধঃ।” ঋক্ ১।১৪।২) ২ রক্তচিতা। ৩ বালক। (উষবুধো হরিবালশ্চ। উজ্জলদত্ত।)

উষঃ [স] (ক্লী) ওষতি হিনস্ত্যককারমিতি। উষ-(উষ:কিং। উণ্ ৪।২৩৩।) ইতি অসিপ্রত্যয়ঃ। স চ কিং। প্রত্যাধিকাল। (উষঃ প্রত্যাধি ক্লীবঃ। মেদিনী) (“আসীদাসন্ননির্কাগঃ প্রদীপার্জিরিবোষসি।” রঘু ১২।১।)

উষসী (ক্লী) (উষঃ দিবসঃ স্তি বিনাশরতি) উষ-সো-ক-তীপ্। সন্ধ্যাকাল। (মেদিনী।)

উষন্ত (পুং) চাক্রায়ণ ঋষি। (“ততো হোষন্ত চাক্রায়ণ উপ-রয়াম।” শতপথ ব্রা। ১৪।৬।৫১।)

উষন্তি (পুং) চাক্রায়ণ ঋষি। [উষন্ত দেখ।]

উষন্ত (ত্রি) উষ-বৎ। (বায়ুতুপিক্রবশো বৎ। পা ৪।২।৩১।) ইতি বৎ। প্রোভাতিক, উষাকালীন।

উবা (গ্রী.) উব-জিয়াং টাপ। ১. বেদোক্ত দেবতাবিশেষ।

ঋক্ ও সামসংহিতায় অনেক মন্ত্রে এই দেবী স্তত হইয়াছেন।

ঋক্ সংহিতায় মতে—ইনি আকাশের কন্যা। (“হুহিতা দিবঃ।” ১।৪৮।১২।) ভগ ও বরুণের ভগিনী (“ভগন্ত অসা বরুণন্ত আমিঃ।” ১।১২৩।৫।) এবং রাত্রির জ্যোতা সচোদরা। (ঋক্ ১।১২৪।৮।) ঋগ্বেদের অনেক স্থলে উভয় ভগিনী “নক্সোবসা” “উবসানক্সা” বলিয়া একত্র উক্ত হইয়াছেন। উবা সূর্য্যের প্রণয়িনী, তিনি মনুষ্যগণের আত্মা দিনে দিনে হ্রাস করিয়া প্রকাশিত হন।

উবা বেদসংহিতায় যেরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছেন, উদা-হরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকস্থল উদ্ধৃত করা গেল—

“উবা উচ্ছ্রীতী সমিধামে অগ্না উদ্যন্ত সূর্য্য উবিরা জ্যোতিরিশ্রেয়।

অমিনতী দৈব্যানি ত্রতানি অমিনতী মনুষ্যা যুগানি।

ঈদ্রুবাগ্নুপমা শব্দভীনাগ্নতীনাং প্রথমোবা ব্যাভ্যোৎ ॥ ২

এবা দিবো হুহিতা প্রত্যর্শি জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ।

ঋতন্ত পঞ্চামষেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি ॥ ৩

উপো অদর্শিঃধ্যু বো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়ানি।

অদ্বসন্ন সন্তো বোধয়ন্তী শব্দতমাগাং পুনরেষুবাগাং ॥ ৪

পূর্বে অর্ধে রজসো অশ্র্যন্ত গবাং জনিভ্যাকৃত প্রেকেকুং।

ব্য প্রথতে বিতরং বরীয় ওভা পৃণন্তী গিজেরুপস্থা ॥ ৫

ঋক্ ১মঃ, ১২৪ সূঃ।

অগ্নি সমিধু দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইলে উবা অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয়ের স্তায় বহুল জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। তিনি দৈবব্রতের অবিস্মকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃকরকারিণী, অতীত ও নিক্ত উবা সকলের সমান এবং আগানী উবা সকলের প্রথম। উবা ছাতিলাভ করিয়াছেন। উবা স্বর্গের হুহিতা, জ্যোতি দ্বারা আবৃত হইয়া পূর্নদিকে ক্রমে দেখা দেন, সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যক্রূপে ভ্রমণ করেন, তিনি কখন দিক্‌গণের হিংসা করেন না। সূর্য্য যেমন নিজ বক্ষ প্রকাশ করেন, নোধা ঋষি যেমন আপনায় প্রিয়বস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উবাও তেমনি আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। গৃহিণী জাগিয়া যেমন সকলকে জাগাইয়া থাকেন, উবাও সেইরূপ জগতের সকলকে জাগরিত করেন। তিনি অতিচারিকা-দিগের মধ্যে সর্বাগ্রে আগমন করেন। তিনি আকাশের পূর্বভাগে উৎপন্ন হইয়া দিক্‌সমূহের চৈতন্য বিধান করেন। তিনি জনকস্থানীয় স্বর্গ ও পৃথিবীর অঙ্কে থাকিয়া উভয়কে পূর্ণ করিয়া সুবিস্তৃত করেন।

ঋক্ সংহিতায় মতে উবাদেবী প্রতি দিন অবশুত রথে

উদিত হইয়া সূর্য্যের জিৎসং যোজন অগ্রে অবস্থিত করেন। যথা—

“সদৃশীরদ্য সদৃশীরিচ্ছ বো দীর্ঘং সচন্তে বরুণন্ত বাম।

অনবদ্যাজিৎসং যোজনানৈকেকা ক্রতুঃ পরিঘন্তি সদ্যঃ ॥”

ঋক্ ১।১২৩।৮।

আজও যেমন কালও তেমন, তাঁহার অনবদ্য। প্রতি-দিন উবাগণ বরুণের সূর্য্যের অবস্থিতি স্থান হইতে ৩০ যোজন অগ্রে অবস্থিত হন। এক এক উবা উদয়কালেই গমনাগমনরূপ কর্ম নির্বাহ করিয়া থাকেন।

ঋক্ সংহিতায় অনেক স্থলেই উক্ত আছে যে, ইজ্রই উবাকে উৎপন্ন করেন। (“যঃ সূর্য্যঃ যঃ উবসং জজান।” ২।১২।৭।) আবার ইজ্রই উবাকে বিনষ্ট করেন, এরূপও উল্লেখ আছে। (ঋক্ ৪।৩০।৮-১১)

বেদের নিষট্টু মতে উবার এই কয়েকটা নাম—

বিভাবরী। স্নরী। ভাষতী। ওদতী। চিত্রামবা।

অজ্জুনী। বাজিনী। বাজিনীবতী। সুরাবরী। অহনা।

দ্যোতনা। শেত্যা। অরুবা। সুরতা। স্নতাবতী।

স্নতাবরী। (নিষট্টু ১।৮)

পূর্বকালে গ্রীক এবং রোমকগণ উবাদেবীর পূজা করিতেন। গ্রীকেরা উবাদেবীকে হিয়স্ (Eos) এবং রোমকেরা অরোরা (Aurora) বলিতেন। তিনি হাইপেরিয়ান্ ও থেয়ার কন্যা, হিলিয়ন্ ও সিলিসের ভগিনী এবং টিটান অগ্নিরূপের পত্নী। হোমার উবাকে দিবাদেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২ প্রত্যা। ৩ বাণরাজার কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী।

[অনিরুদ্ধ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(উবা রাত্রিস্তদন্তে চ বাণস্যপি স্নতা তথা। বাৎস্পতি।)

উবাকল (পুং) উবায়াং কলঃ শব্দো যন্ত বহতী। কুকুট।

উষাপতি (পুং) উবায়াঃ পতিঃ স্বামী ৬-তৎ। অনিরুদ্ধ।

কৃষ্ণের পোত্র ও প্রজ্ঞার পুত্র। [উবা দেখ], [অনিরুদ্ধ দেখ।]

উষিত (ত্রি) বস বা উষ-ক্ত। ১ পদ্যুযিত। ২ দৃঢ়। ৩ নিবিষ্ট।

৪ স্থরিত। (উষিতং ব্যুষিতে দৃঢ়ে। মেদিনী।)

উষিতস্রবীন (ত্রি) উষিতা অবস্থিতা গাবো যজ। যেখানে গোগণ ভোজন করিয়াছে।

উবীর (পুং, ক্রী) উব-কীরচ্। [উবীর দেখ।]

* সামনাচার্য্যের মতে সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন পরিভ্রমণ করেন তাহা হইলে সূর্য্য একবারে ৭৯ যোজন ভ্রমণ করেন। উবা সূর্য্যের ৩০ যোজন পূর্বে গমন করিলে, সূর্য্যোদয়ের সাত্তে বাইস ২২২ পল পূর্বে উবার উদয় হইতেছে।

উবেশ (পুং) উষাঃ জিশঃ পতিঃ; ৬-তৎ। অনিরুদ্ধ।

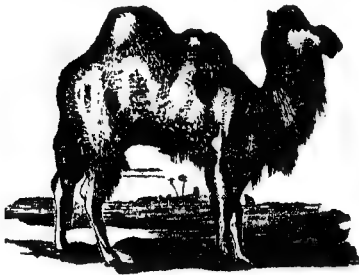
(হুতাশনিরুদ্ধ ঋষ্যাক উবেশো ব্রহ্মসুতঃ। হেম ২। ১৪৪)

উষ্ট্র (পুং) উষ-(উবি-খনিভ্যাং কিং। উণ্ ৪। ১৬১)

ইতি ঈন্ কিক্। পত্বেশেব, উট।

সংস্কৃত পর্যায়—ক্রমেল, ক্রমেলক, ময়, মহাজ, দীর্ঘগতি, বলী, করভ, দাসেরক, ধূসর, লম্বোষ্ঠ, বরণ, মহাজন্ম, জবী, জাজিক, দীর্ঘ, শৃঙ্খলক, মহান্, মহাগ্রীব, মহানাদ, মহাধ্বগ, মহাপৃষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজন্ম, গ্রীবী, ধূস্রক, শরভ, কণ্টকাশন, ভোলি, বহুতর, অধ্বগ, মরুধিপ বক্রগ্রীব, বাসন্ত, কুলনাশ, কুশনাশ, মরুপ্রিয়, দ্বিককুং, দুর্গলজ্জ্বন, তুতর, দাসের, দীর্ঘগ্রীব, কেলিকীর্ণ। সংস্কৃত ক্রমেল শব্দের সহিত অগন্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। যথা—

সংস্কৃত ‘ক্রমেল’, হিব্রু ‘গমেল’, গ্রীক ‘কামিলস্’, রোমক ‘কমেলস্’, ইতালীয় ‘কামেলো’, স্পেনীয় ‘কমেলো’, জার্মান ‘কমিল্’, ফরাসী ‘কমু’ (Chameau), ইংরাজী ‘ক্যামেল’ (Camel), আরবী ‘জেমল’।



উষ্ট্র।

উষ্ট্রজাতি আরবে, পারস্তে, তুরস্কের দক্ষিণ অংশে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, আফ্রিকাখণ্ডের ইজিপ্ট হইতে মরিতানিয়া দেশ অবধি, ভূমধ্যস্র সাগরের তীর হইতে সিনিগল নদীতীরবর্তী প্রদেশ পর্যন্ত এবং কানারি দ্বীপে বাস করে।

উষ্ট্র তিন জাতিতে বিভক্ত—হিণ্ডইন্, বেকতি, ইল-হৈরি। হিণ্ডইন্ সর্কাপেকা দীর্ঘ, ইহারা ১৫ মণ ভার বহন করিতে পারে। বেকতি হিণ্ডইন্ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহাদের পৃষ্ঠে ককুদাকৃতি দুইটি কুজ হয়, (তন্মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিলে কোন দিকে পড়িতে পারে না), ইহারা ৮।৯ মণ ভার বহন করিতে পারে।

ইলহৈরি অপর দুই জাতীর উষ্ট্র হইতে খর্ব্ব হইলেও ভারবহনে সর্কাপেকা পটু। ইহাদের মত বহুকালব্যাপী

ক্রতগামী পশু আর নাই; আমরা যে পক্ষীরাজ বোড়ার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু এই ইলহৈরির ক্রতগতি অনুধাবন করিলে ইহাদিগকেই সেই ‘পক্ষীরাজ’ বলিয়া অনুমিত হয়। আরব কবিগণ প্রাণ ভরিয়া ইহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। আরবেয়া বলিয়া থাকে, “যদি পথিমধ্যে হৈরি দেখিতে পাও, তাহার স্বামী তোমাকে সেলাম আলেকম্ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তুমি তাহাকে ‘আলেকঃ সেলাম’ বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইবে, হৈরি তাহার স্বামীকে পৃষ্ঠে করিয়া তোমার নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। কারণ ইলহৈরি বায়ুর ভ্রায় ক্রতগামী।” ইহারা অষ্টাহের মধ্যে প্রায় ৪৫০ কোশ আফ্রিকার চূর্ণম মরুপথ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

উষ্ট্রজাতি—রোমছক অর্থাৎ ভূত বস্ত্র উৎসারণপূরক পুনর্নবীকরণ করে, কিন্তু দত্ত সংখ্যাহুসারে অপর রোমছক পশু হইতে ইহাদের লক্ষণ ভিন্ন। অপর রোমছকদিগের কেবল অধোমাড়িতে ছেদন-দন্ত হয়, উর্কমাড়ির অগ্রভাগে ছেদনদন্ত হয় না। কিন্তু উষ্ট্রের উভয় মাড়িতেই ছেদনদন্ত আছে। ইহাদের সর্বমুণ্ড ৩৪ দন্ত হয়, ১৬টি উর্কমাড়িতে এবং ১৮টি অধোমাড়িতে। উর্কমাড়িতে দুই কসে ২ তীক্ষ্ণ এবং ১২ পেষণদন্ত থাকে, অধোমাড়িতে কসের ৬, তীক্ষ্ণ ৮ এবং ৫পেষণদন্ত ১০টি থাকে। উর্কমাড়ির কসের দন্ত অনেকটা তীক্ষ্ণদন্তের মত।

অপর রোমছক পশু হইতে উষ্ট্রের আর একটি লক্ষণ ভিন্ন। ইহাদের ঘন ও নোকার গুল্ফাহি (Tarsus) ভিন্ন ভিন্ন। অপর রোমছকদিগের ন্যায় খুর খণ্ডিত না হইয়া একশফের ন্যায় ইহাদের খুর জোড়া। ইহাদের ওষ্ঠ গলাখাদার মত ছেদিত। চক্ষুগোলক অতিবৃহৎ, তাহার কোটরের অনুপযুক্ত। নাসিকা বক্র ও সঙ্কোচন-যোগ্য। মস্তক বৃহৎ। গ্রীবা ক্ষীণ অথচ দীর্ঘ। পৃষ্ঠদেশ কুজ। উরু ও জন্ম অপরিমিত দীর্ঘ। পদ স্থূল দুই-মাঝ নখবিশিষ্ট, পদতল প্রপঞ্চ, এজন্য মরু মধ্য দিয়া যাইবার সময় বালুকা মধ্যে মগ্ন হয় না। ইহাদের উপরের ঠোঁট গলাখাদা বলিয়াই ইহারা বালুকাময় অরণ্যস্থিত কটকময় শৃঙ্গাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। নাসিকা বক্র ও সঙ্কোচন-যোগ্য হওয়াতেই ইহারা মরুভূমিতে ‘সিমুম্’ নামক সান্দ্র কালাস্তক বালুকাপ্রবাহ হইতে রক্ষা পায়। যাত্রাকালে যখন ‘সিমুম্’ নামক বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, তখন আরোহীগণ উষ্ট্র হইতে নামিয়া মাটিতে মুখ লুকাইয়া অতিকষ্টে প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু উষ্ট্রেরা সামান্য নাসিকা সঙ্কোচ করিয়াই উক্ত বায়ু হইতে অনায়াসেই রক্ষা পায়।

উট্টের পাকস্থলী বড় চমৎকার, উহা অপর সকল জন্তর পাকস্থলী হইতে ভিন্ন। প্রথমে উহা একটি থলি বলিয়া বোধ হয় তাহার পশ্চাৎ দিকে দুইটি ঘর, মধ্যে একটি কঠিন আলি দ্বারা বিভক্ত আছে, এই অংশ অন্ত্রনালীর ছিদ্রপথের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বরাবর নামিয়া গিয়াছে। এই থলিতে জলপোরা থাকে, আবৃত্তক হইলে উট্টেরা জল পুনরায় পান করিতে পারে। কোন কোন আরবীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলেন যে, যৎকালে মুহম্মদ টাবক্ নগরে গ্রীকদিগের বিপক্ষে গমন করেন, তৎকালে সৈন্যসামন্তগণ আহার ও পানীয় অভাবে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া আপন আপন উট্টকে বিনাশ করিয়া তাহার পাকস্থলীস্থ জল বাহির করিয়া পান করিয়াছিল। (Sale's Koran, p. 164) কিন্তু যুরোপের বর্তমান প্রাণীভবিদদেরা উক্ত ঘটনা স্বীকার করেন না।

ইহারা বনের কণ্টকতৃণ খাইতে ভালবাসে, পক্ষাধিক আহার না পাইলেও ইহারা কাতর অথবা ভারবহনে অক্ষম হয় না। অধিক দিন উপযুক্ত আহার না পাইলে পৃষ্ঠস্থিত ককুদের রক্তমাংস দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

অতি পূর্বকাল হইতেই উট্টজাতি মানবের ব্যবহারে আসিতেছে। বৈদিক সময়ের আর্যেরাও উট্টে চড়িতেন, ঋগ্বেদে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। (ঋক্ ৮। ৪৬। ২৮, ৩১) বোধ হয়, যুদ্ধকালেও তাহারা অশ্বাদির ছায় উট্টে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন, ঋগ্বেদের একস্থানে উক্ত আছে—

“যথা যুধ উট্টো ন পীপরোমৃধঃ।” ঋক্ ১। ১৩৮। ২।
তুমি উট্টের ন্যায় যুদ্ধে আমাদিগকে নিস্তার কর।

বৈদিক সময় হইতেই রাজগণ অশ্ব, গৌ এবং ধনাদির ন্যায় উট্ট ও দান করিতেন। (ঋক্ ৮। ৫। ৩৭, ৮। ৪৬। ৩১ ; ভারত, স্তম্ভ।)

অশ্বখান ও গোখানের ছায় পূর্বকালে উট্টখানও ব্যবহার ছিল। (মহু ২। ২০৪) তৎকালে ব্রাহ্মণেরা উট্টখানে আরোহণ করিতে পারিতেন না। মহু প্রভৃতির মতে, উট্টখানে উঠিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয়।

“উট্টখানং সমাক্রম্য ধরযানন্ত কামতঃ।

দ্বাদ্বা তু বিপ্রো দিখাসা প্রাণারামেণ ভজ্যতি ॥”

মহু ১১। ২০২।

ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করিয়া উট্টখান অথবা গর্দভখানে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিব্রজ হইয়া দান করিয়া প্রাণারাম দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

শাজে উট্টমাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“গৌধেরকুজরোষ্ট্রক সর্গং পর্জনমং তথা।

জব্যাদং কুকুটং গ্রাম্যঃ কুর্য্যৎ সঘৎসরং ব্রতম্ ॥”

শাখসংহিতা ১৭। ২১।

গোসাপের ছানা, হাতি, উট, পঞ্চনখযুক্ত পশু, মাংসাদি ও গ্রাম্য কুকুড়া খাইলে সঘৎসর ব্রত দ্বারা প্রারম্ভিত করিবে।

বাইবেলেও উট্টমাংস অভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“Because he cheweth the cud, but divideth not the hoof : he is unclean unto you.”

Leviticus, XI. 4.

উট্ট তোমাদের পক্ষে অশুচি, সে জাবর কাঁটে বটে, কিন্তু বিধও পুরবিশিষ্ট নয়।

আরবদেশীয় কবিগণ এই পশুকে ‘অরগ্যপোত’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অরগ্যপোত আরবদিগের প্রাণের মত প্রিয়, তাহারা ইহাদের মাংসে ও ছত্বে জীবন ধারণ করে, লোমে বস্ত্র প্রস্তুত করে ও শিবির প্রস্তুতকরণের উপাদান প্রাপ্ত হয়। এই বস্ত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিলাতে উট্টের লোমে তুলি প্রস্তুত হয়। উট্টের মল আরবদেশে আলানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার ঘূমে ‘নিশাদল’ প্রস্তুত হয়।

বৈদ্যক মতে, উট্টীছত্বে গুণ—লঘু, বাহ্য, লবণাস্বাদ ও দীপন ; ক্রিমি, কুষ্ঠ, আনাহ, শোথ ও উদররোগনিবারক।

উট্টীছত্বে গুণ—দীপন ও বাতশ্লেষ্মনাশক, জীর্ণ হইয়া কটুরস প্রাপ্ত হয়। ইহা পান করিলে শোথ, বিষ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শূল্য ও উদররোগ নষ্ট হয়।

উট্টমূত্রে গুণ—শাস, কাস ও অর্শোরোগ নাশক।

উট্টকণ্টকভোজনন্যায়, (পুং) শমীকণ্টকের ক্ষতজন্তু বহু-হুঃখ সহ্য করিয়াও উট্ট যেমন সামান্য ভোজনতৃপ্তি হুঃখের জন্ত শমীকণ্টক ভক্ষণ করে, মজ্জাব্য ও সেইরূপ যৎসামান্য হুঃখের আশয়ে সাংসারিক বহু হুঃখ ভোগ করে। ইহাই উট্টকণ্টক-ভোজনশ্রায়।

উট্টকর্ণ (পুং) ১ জনপদবিশেষ। সিদ্ধনদের উত্তরস্থিত স্লেচ্ছ দেশবিশেষ। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অষ্টকনি (Astaceni) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উট্টকর্ণিক (পুং) ১ দক্ষিণদিকস্থ বনন দেশ। ২ তৎদেশীয় লোক।

সহদেবের দিখিলয় বর্ণনে মহাতারতে উক্ত আছে।

(অক্কাংস্তালবনাংষ্টেব কলিঙ্গারষ্টকর্ণিকান্।) ভারত স্তম্ভ।)

উট্টকাণ্ডী-(দ্বী) উট্ট ইব কাণ্ডোংস্ত জাতিখাং জীয্। পুশ-

বিশেষ, দেশভেদে 'উটটি' বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—রক্তপুলী, করতকাঞ্চিকা, রক্তা, লোহিতপুলী ও কর্ণপুলী। রাজনির্ঘণ্টে ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকারক ও হৃদ্রোগনাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার বীজ মধুর, রস শীতল কিন্তু উষ্ণ গুণকারী, শুক্রবর্দ্ধক এবং স্তম্ভপ্ৰজনক।

উদ্ভূগ্ৰীব (পুং) ভগ্নদর রোগবিশেষ। হৃদ্রক্তের মতে,—প্রকোপিতপিত্ত বায়ু কর্জক অথঃ প্রেরিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলে, রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র, উন্নত, উদ্ভূগ্ৰীবাকার পীড়কার উৎপত্তি হয়, তাহাতে চুলকনাথং বেদনা হইয়া থাকে এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পাকিয়া উঠে। মাধবনিদানে ইহা 'উদ্ভূশিরোধর' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [ভগ্নদর দেখ।]

উদ্ভূধূসরপুচ্ছিকা (স্ত্রী) উদ্ভূত ধূসর: পুচ্ছ ইব পুচ্ছঃ মঞ্জরী যন্তাঃ। ১ বিটুটি নামক বৃক্ষবিশেষ। ২ উদ্ভূত পাদ ইব পাদো মূলং যন্তাঃ। উদ্ভূপাখী, মদনালী নামক বৃক্ষবিশেষ; ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শাতভীক, ভজবলী, ভূমিমত্তা।

উদ্ভূপক্ষী (স্ত্রী) ক্রতগামী ভূচরপক্ষীজাতীয় পক্ষীবিশেষ, উটপাখী। (Struthio camelus)। উটপাখীর ঠোট মাঝারি, বিস্তৃত এবং অন্তভাগ গোলাকৃতি; মাথা ছোট, গলা লম্বা, দুই পা অধিক বড় এবং অধিক বলিষ্ঠ। পায়ে দুইটি করিয়া চোটা, একটি ভিতর দিকে অপরটি বহির্দিকে; ভিতরদিকের চোটা অধিক বড় ও খাবার মত। ডানাতে উড়িতে পারে না। কিন্তু দোড়াইবার সময়ে বড় স্রবধা হয়। ডানায় ও লেজের কোমল পালক থাকে।

উটপাখী অপর সকল পক্ষী অপেক্ষা বড়, এজন্য ইহাকে 'পক্ষিরাজ' বলা যাইতে পারে। ইহাদের এক একটি চারি হইতে ছয় হাত পর্যন্ত উচ্চ হয়। জীজাতীয়েরা এককালে প্রায় ১০টি ডিম পাড়ে, এক একটি ডিম ২৪টি মুরগী ডিমের সমান।

ইহাদের খাড়ি পুরুষের পালক কাল ও চিকণ; স্ত্রী ও বাচ্চার পালক কাল অথচ কটা, মধ্যে মধ্যে সাদা। উটপাখীর ডানায় ও লেজের বড় বড় পালকগুলি সাদা, মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবিন্দু দেখা যায়। ইহাদের চক্ষু অতিশয় তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, অধিক দূরের জ্ঞেয়াদি সহজেই দেখিতে পারে। ইহার অধিক বলবান্। ঘটনাক্রমে ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে ইহার পদাঘাতে শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। প্রতি ঘণ্টায় ২০ ক্রোশের অধিক চলিতে পারে, অতিশয় ক্রতগামী হওয়ার সহজে ইহাদিগকে ধরা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা উটপাখীর ছাল গায়ে দিয়া ইহাদের নিকট অগ্রসর হয়, ইহার তাহাদিগকেও উটপাখী

মনে করিয়া আপনার কাছে আসিতে দেয়। এই উপায়ে তাহার উটপাখীর নিকটে গিয়া বিবাক্ত জীরপ্রহারে ইহাদিগকে বিনাশ করে।

উটপাখী আরব ও আফ্রিকার মরুভূমিতে বাস করে। ইহার শীঘ্র তৃষ্ণাতুর হয় না, দুই দশ দিন পরে যখন তৃষ্ণাভ হয়, তখন মরুভূমির মধ্য হইতে তরমুজ অথবা খরবুজ বাহির করিয়া তাহার জল পান করে। জুখা হইলে ছোট ছোট পাখী যেমন বালিকণা খুঁটিয়া খায়, ইহার সেইরূপ বড় বড় পাখর, লোহণ্ড, ইট, কাচের বাসন, তামার মুদ্রা, এমন কি হেঁড়া জুতাও গ্রাস করিয়া থাকে। আফ্রিকার লোকেরা উটপাখীর ডিম খায়। প্রাচীন কাল হইতে বিলাতে উটপাখীর পালকের বড় সমাদর। পুথিলে ইহার পোষ মানে। কিন্তু অচেনা লোককে কাছে আসিতে দেখিলে প্রায়ই তাহাকে আক্রমণ করে। বাইবেলে উটপাখীর মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে। (Leviticus XI. 16.)

উদ্ভূশিরোধর (স্ত্রী) ভগ্নদর রোগবিশেষ। [ভগ্নদর দেখ।]

উদ্ভূস্থান (স্ত্রী) উদ্ভূত স্থানং ৬তং। উদ্ভূগণের আবাস স্থান।

উদ্ভূসিকা (স্ত্রী) উদ্ভূস্তেব আসিকা আপনমিতার্থঃ। উদ্ভূগণ যেরূপে উপবেশন করে তক্রূপ আসন।

উদ্ভূিকা (স্ত্রী) উদ্ভূত আকৃতিরিব আকৃতির্থন্তাঃ। ১ মুগ্ধ সুরাপাত্রবিশেষ। উদ্ভূত স্ত্রী উদ্ভূ-কন্-টাপ্ অতইত্ম্। ২ উদ্ভূ। (উদ্ভূিকা মৃদভাণ্ডভেদে করতন্ত চ যোষিতি। হেম ৩। ১১) (‘‘ধূর্ভলবিল্পেপবিদারিতোদ্ভূিকা।’’ মাঘ ১২। ১৬)

উদ্ভূী (স্ত্রী) উষ-ভূন্-ভীষ্। ১ মদ্যপাত্র। ২ উদ্ভূের স্ত্রী।

উষ্ণ (পুং, স্ত্রী) উষ-নক্ (ইন্‌মিঞ্জীদ্ব্যবিভো নক্। উণ্ ৩। ২) ১ গ্রীষ্ম। ২ আতপ। ৩ পলাতু। ৪ উষ্ণা। ৫ অগ্নি। ৬ সূর্য্য। ৭ নরকবিশেষ। ৮ পিত্ত। ৯ ক্রোধবীপস্থ বর্ষবিশেষ। (ত্রি) ১ অশীতল। ২ তীব্র। ৩. অনলন। (উষ্ণা গ্রীষ্মদক্ষাতপাহিয়াঃ। হেম° অনে ২। ১৩৩)

বৈদ্যক মতে উষ্ণ বীৰ্য্য জব্য পিত্তপ্রকোপকারী, লঘু এবং বাতশ্লেষনাশক।

উষ্ণক (ত্রি) উষ্ণং কাৰ্য্যং যন্ত; উষ্ণ-কন্। ১ ক্ষিপ্ৰকারী। ২ পীড়িত। ৩ অগত। ৪ ক্রোধাদীপ্ত। ৫ বাহা শরীরের উষ্ণতা উৎপাদন করে। (পুং) ৬ অর। ৭ গ্রীষ্মকাল। (উষ্ণকন্ত নিদাঘে তাদাতুরে ক্ষিপ্ৰকারিণি। মেদিনী)

উষ্ণকটিবন্ধ (পুং) (Torrid-zone) কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী স্থান।

উষ্ণকর (পুং) উষ্ণঃ করঃ কিরণো বত, অথবা উষ্ণং করোতি, উষ্ণ-ক-অচ্। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ উষ্ণকারী।

উষ্ণকাল (পুং) উষ্ণকালো কালস্ত, কৰ্ম্মণা। গ্রীষ্মকাল।

(“তজ্জং নৈব ষতে দদ্যাৎ নৌককালে ন হুর্সলে।” অশ্বত ১)

উষ্ণগ (পুং) গ্রীষ্মকাল। (“চিৎতং রহসি মে সোম্য নদীকুল-
মিবোক্ষগঃ।” রামায়ণ ৫। ৩১। ৩৬।)

উষ্ণত (পুং) উষ্ণা গোঃ কিরণো যন্ত, ওকারন্ত হ্রস্বঃ। সূর্য্য।

উষ্ণদীপ্তি (পুং) উষ্ণা দীপ্তিরঃ কিরণা যন্ত। সূর্য্য।

উষ্ণনদী (স্ত্রী) উষ্ণাচাদৌ নদীচেতি নিত্যকৰ্ম্মধারয়।
বৈতরণী নদী।

উষ্ণপ্রস্রবণ (স্ত্রী) যে প্রস্রবণ হইতে উষ্ণ-জল নিঃসৃত হয়,
অথবা যে স্থানের জল সৰ্ব্বদাই উষ্ণ থাকিয়া প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীর নানা স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। তন্মধ্যে ভারত-
বর্ষে যে যে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ থাকায় অতি প্রাচীনকাল হইতে
তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাই উক্ত হইল।

বীরভূমে বজ্রেশ্বর নামে পবিত্র তীর্থস্থান আছে, এই
পুণ্য স্থানের মধ্যে কমবেশ ৮টি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়,
তন্মধ্যে সূর্য্যকুণ্ড নামক প্রস্রবণ প্রধান। সূর্য্যকুণ্ডের জল
উষ্ণ হইলেও ইহার জলে লতা জন্মাইয়া থাকে। জলের
উর্দ্ধভাগে যাহা জন্মে তাহা প্রায়ই সবুজ এবং অধোভাগে
অধিক তাপ জন্য কতকটা পিঙ্গলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।
উভয় তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে ১৬৪° হইতে ৯০°
ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ লক্ষিত হয়।

খান প্রদেশের ভিবলী তালুকের মধ্যে প্রায় ১৫০টি
উষ্ণকুণ্ড আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি খান জেলায় বৈতরণী
নদীর নিকট। উক্ত কুণ্ডগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে তীর্থ
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানকার পিণ্ডী পর্ব্বতের
নিকট অর্জুনকুণ্ড নামে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার
তাপ ১৩০°। পিণ্ডীগিরিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উষ্ণকুণ্ড
আছে; তাহাদের কৰ্ম্ম হইতে ধূম নির্গত হইয়া থাকে।
সিদ্ধপ্রদেশেও অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে মক্ষার হ্রদের
নিকট ভীলগিরির শিখরদেশে একটি অতিশয় উত্তপ্ত প্রস্রবণ
আছে, তাহার জলে হাত দেওয়া যায় না। সিদ্ধ প্রদেশের
লক্ষী নামক গ্রামেও কয়েকটি তপ্ত গন্ধকপ্রস্রবণ আছে।

পঞ্জাবের উত্তরাংশে হিমালয় পর্ব্বতের নিকট পার্শ্বতী
নদীর তীরে মণিকর্ণ নামক তীর্থ, এই পর্ব্বতময় প্রদেশেও
অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এই সকল পবিত্র প্রস্রবণই
বোধ হয় পূর্ব্বকালে উষ্ণগঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

“অপাং হ্রদং চ পুণ্যাখ্যং ভূগুপ্তকং চ পর্ব্বতম্।

উষ্ণগঙ্গে চ কোন্ডের। সামান্ত্যঃ সমুপশ্লিশ্।”

ভারত বন ১৩৫ অঃ।

মণিকর্ণের লোকেরা উষ্ণপ্রস্রবণের তাপে রন্ধনকার্য্য
নির্ব্বাহ করে, তাহাদের আলানি কাঠের প্রয়োজন হয় না।

কাশ্মীরের উত্তর লাধক প্রদেশেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র উষ্ণ-
প্রস্রবণ আছে। চট্টগ্রামের মধ্যে চন্দ্রনাথগিরির উপর
গীতাকুণ্ড নামে একটি পবিত্র প্রস্রবণ আছে, পূর্ব্বকাল হইতে
ঐ কুণ্ডটি হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া
প্রসিদ্ধ। ঐ কুণ্ড হইতে ধূম নির্গত হইয়া থাকে।

উষ্ণরশ্মি (পুং) উষ্ণা রশ্ময়োহন্ত বহত্ৰী। ১ সূর্য্য। ২ আকন্দ
গাছ।

উষ্ণবারণ (পুং, স্ত্রী) উষ্ণং আতপং বারয়তি। উষ্ণ-বৃ-ণিচ্-
ল্য। ছত্র, ছাতি। (“যদর্থমন্তোজমিবোক্ষবারণং। কুমার ৫। ২১।)

উষ্ণবীর্য্য (পুং) উষ্ণং বীর্য্যং যন্ত। ১ শিশুমার, শুভক। (ত্রি)
২ তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য। ৩ বলবান ব্যক্তি।

উষ্ণা (স্ত্রী) উষাতে বধ্যতে যয়া; উষবধে-নক্ টাপ্। ১ ক্ষয়-
রোগ, যক্ষ্মা। ২ সন্তাপ। ৩ পিত্ত।

উষ্ণাংশু (পুং) উষ্ণা অংশবো যন্ত বহত্ৰী। সূর্য্য।

উষ্ণাগম (পুং) উষ্ণস্ত আগমো যত্র। গ্রীষ্মকাল।

উষ্ণালু (ত্রি) উষ্ণ-শীতোষ্ণতৃপ্তোভ্যন্তরসহনে। ইতি আলুচ্।
১ যে উত্তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ। ২ আতপক্লান্ত।
৩ শীতলপ্রিয়।

(“উষ্ণালুঃ শিশিরে নিবীদতি তরোমূললবালে শিথী।”

বিক্রমোর্ধ্বী।)

উষ্ণাসহ (পুং) উষ্ণ আতপ আসহাতে যত্র; উষ্ণ-আ-সহ-
অচ্। ১ হেমন্তকাল। ২ (ত্রি) যে উত্তাপ সহিতে পারে না।

উষ্ণিকা (স্ত্রী) অন্নয়মমত্যাং, অন্ন-অন্নার্থে। (ব্রাহ্মণকোষিক-
সংজ্ঞায়াম্। পা ৫। ২। ১১) কন্। ইতি নিপাতনাৎ অন্নশব্দস্ত
উষ্ণাদেশঃ। টাপ্ অতইৎ। যবাণ্ড। (শ্রীণা বিলেপী তরলা
যবাগুরুযবিকাপি চ। হেম ৩। ৬১।)

উষ্ণিক্ [হ্] (স্ত্রী) উৎ-নিহ-কিন্। সপ্তাঙ্কর ছন্দোবিশেষ।
(গায়ত্র্যুষ্টিগুপ্তপুচ। ছন্দোমল্লরী) এই ছন্দঃ তিন প্রকার;
মধুমতী, কুমারললিতা ও মদলেখা।

উষ্ণীগঙ্গ (স্ত্রী) উষ্ণীভূতা গঙ্গা যত্র। ভূগপর্ব্বতস্থ তীর্থবিশেষ।
(ভারত বন-১৩৫ অঃ) [উষ্ণপ্রস্রবণ দেখ।]

উষ্ণীষ (পুং, স্ত্রী) উষ্ণং দ্ব্যভেদে হিনতি; উষ্ণ-ঈষ-ক। ১
শিরোবেষ্টন, পাগড়ি। বৈদ্যক মতে উষ্ণীষ ধারণের শুণ-
কাস্তিজনক, কেশবর্দ্ধক, আয়ুর্বর্দ্ধক, ধূলি, শীত এবং উষ্ণ-
নিবারক, প্রতিশ্রায় ও শিরঃশূলপ্রশমক এবং বর্ণ তেজস্বল
প্রভৃতির প্রবর্দ্ধক। ২ কিরীট, মুকুট। ৩ চিহ্নবিশেষ।
(উষ্ণীষশ্চ শিরোবেষ্টে কিরীটে লক্ষণান্তরে। মেঘিনী)

উরুস্তস্ত (পুং) উরু তত্ত্বাতি, উরু-তন্ত-অণ্। উরুরোগবিশেষ।
বৈদ্যক মতে শীতল, উষ্ণ, ত্র্যব, শুষ্ক, শুষ্ক ও বিধবস্তর
অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অধিকপরিমাণে পরিভ্রম; শরীরের
অধিক পরিমাণে সঞ্চালন, দিব্যবস্ত্র ও রাত্রি আগরণ প্রভৃতি
কারণে সঞ্চিত বাত, শ্লেয়া, মেদ এবং পিত্তকেও কুপিত করে,
তখন উরুস্থ অস্থি স্লেষপূর্ণ হওয়ার, উরুস্থ রক্ত, শীতল,
পরকীরের দ্বারা অচেতন, স্থানান্তরে গমন বা পদস্থাপনে
অশক্তি, ভায় ও অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্ত
মোহ, অকৃমর্দ, আর্দ্রবস্ত্র-অবগুণ্ঠনের দ্বারা অহুতব, তজ্জা,
বমন, অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে। অতিনিদ্রা, অতিমুগ্ধতা,
অলসতা, জ্বর, লোমহর্ষ, অরুচি, বমন, জন্মা ও উরুস্থরের
অবসন্নতা, এইগুলি উরুস্তস্তের পূর্বরূপ। বাহার উরুস্তস্তে
দাহ, বেদনা, স্থিতিবেধবৎ পীড়া এবং সর্কশরীরে কম্প হয়,
তাহার তাহাতেই মূত্ৰ্য বটিয়া থাকে। এই সমস্ত উপদ্রব-
শূল এবং ব্রহ্মদিনোৎপন্ন উরুস্তস্তের চিকিৎসা করিবে। কেহ
কেহ উরুস্তস্তকে আচ্যবাতও বলেন। (মাধবনিদান।)

উরুস্তস্তে স্নেহক্রিয়া, রক্তস্রাব, বমন, বিরেচন ও বস্তি-
কর্ম সম্পূর্ণ নিবিদ্ধ। যেরূপ চিকিৎসাতে শ্লেয়ার নিবারণ
হয়, অথচ বায়ুর প্রকোপ না হয়, এই রোগে সেইরূপ
চিকিৎসা কর্তব্য। প্রথমেই রক্ত ক্রিয়ার দ্বারা কক্ষের শক্তি
করিয়া, পরে বায়ুপ্রশমনের কার্য্য করিবে। ব্যায়াম, উচ্চ
স্থানে লক্ষ প্রদান, শোভের প্রতিফুলে সস্তরণ প্রভৃতি
কার্য্যে সমর্থ থাকিলে, কক্ষের জন্ত সেই সকল আচরণ
উপকারী।

চিকিৎসা—সর্ষপ ও উইমাটী মধুর সহিত বাটিয়া পুরুমত
প্রলেপ দিবে। ত্রিফলা, টে, শুট, পিপুলমূল এই সকলের
চূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত অথবা আমলা, হরীতকী, বহেড়া,
শুট, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত লেহন করিলে
উরুস্তস্ত রোগের উপশম হয়। এইরোগে ‘অষ্টকটুরতৈল’
বিশেষ উপকারী। তাহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—মুচ্ছিত
সর্ষপ তৈল ৮ সের, তজ্জ ৮২ সের, দধি ৮ সের, পিপুলমূল
২ পল, শুট ২ পল, (কেহ কেহ বলেন শুট ও পিপুলমূল
মিশিরা ২ পল) এই কক্ষের সহিত পাক করিয়া তৈলাবশেষ
থাকিতে হাঁকিয়া লইবে। (চক্রবর্ত্ত ২৪ অঃ।)

উরুস্তস্তা (স্ত্রী) উরোরিষ তত্ত্বাকৃতিবত্যাঃ। কদলীবৃক্ষ।
[কদলী দেখ।]

উর্জ (খাঙ্) চুরা পদ্য অকং সেট্। ১ জীবিত হওয়া।
২ বলিষ্ঠ হওয়া। (“বো হোবারমতি, স প্রাপিতি তমূর্জরতি।”
শতব্রা ৭। ৫। ১। ১৮)

উর্জ (স্ত্রী) উর্জ-কিপ্। ১ বল। ২ অমৃতরস নামক অন্ন
সারভূত রস। ৩ (স্ত্রী) অন্ন।

(“ভবঃ সমূহাকৃতিমপ্যশেবাদূর্জা অরুৎ প্রথিতপ্রকাশন।” ভট্টি)

উর্জ (পুং) উর্জরতি উৎসাহরতি শজ্জুন; উর্জ-পিচ্-অচ্।
১ কার্তিক মাস। ২ উৎসাহ। ৩ বল। ৪ দ্বিতীয় দশমস্তরের
সপ্তর্ষি মধ্যে একজন ঋষি। ৫ নিধাস। ৬ জীবন। ৭ বীৰ্য্য।
(উর্জক কার্তিকোৎসাহবলেণু প্রাপনেহপিচ্। মেদিনী)
("পুজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জকং বজ্জতি।" মধু ২। ৫৫)

উর্জ (স্ত্রী) উর্জ্যতে অন্নেন, উর্জ-ব-জ্। জল।

(“নম উর্জ ইবে ত্রয়াঃ পতয়ে বজ্জরেতসে।

তুষ্টিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্করসাম্বনে।” ভাগ ৪। ২৪। ৩৬)

উর্জযোনি (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত অহুঃ ৪ অঃ।)

উর্জব্য (পুং) ঋগ্বেদোক্ত রাজবিশেষ। (ঋক ৫। ৫। ১২০)।

উর্জস্ (স্ত্রী) উর্জ-অনু। ১ বল। ২ অন্নরসবিশেষ।
(ভারত অহুঃ ১১২ অঃ)

উর্জস্বল (ত্রি) উর্জ্যেবলমস্যাভ্যুত্তি, উর্জস্ (জ্যোৎস্ন-
তমিশ্রেতি) বলচ্। ১ অতিশয় বলবান্। (“ভোক্তার মূর্জস্বল-
মাশ্বদেহম্।” রঘু ২। ৫০) ২ দৃঢ়কার।

উর্জস্বী [নৃ] (স্ত্রী) উর্জস্-বিনি। অলঙ্কারবিশেষ।
যাহা দ্বারা অতিশয় রূপে অহঙ্কার প্রকাশিত হয়, তাহাকে
উর্জস্বি-অলঙ্কার কহে।

উর্জস্বী [নৃ] (ত্রি) অতিশয়িতং উর্জ্যেবলমস্যাভ্যুত্তি।
উর্জস্-বিনি। ১ অতিশয় বলবান্। ২ তেজস্বী।

উর্জা (স্ত্রী) উর্জ-ভাবে-অ-টাপ্। ১ বল। ২ উৎসাহ।
৩ বুদ্ধি। ৪ অন্নরস বিকৃতিবিশেষ।

উর্জাবান্ [নৃ] (ত্রি) উর্জা অস্যাভি, উর্জা-মতুপ্, মস্যা বঃ।
১ বলবান্। ২ বুদ্ধিযুক্ত। দ্বিগাং ভীপ্। (“উর্জাবতীঃ
মহাপুণ্যাং মধুমতীং ত্রিবন্ধ গাম্।” ভারত অহুঃ ২৬)

উর্জিত (ত্রি) উর্জ-জ-। ১ বলশালী। ২ বুদ্ধিযুক্ত।
৩ বিখ্যাত। ৪ তেজস্বী। ৫ উৎসাহ। (“উপপত্তিমদূর্জিতাশ্রয়ম্।”
কিরাত।)

উর্গ (ত্রি) উর্গা অত্যাতি, উর্গা- (অর্শাদিঘাৎ) অচ্। মেঘ-
লোম নির্মিত বজ্রাদি, কষল প্রভৃতি।

(“উর্গক রাক্ষসং টেব কীটজং পট্টজং তথা।” ভারত সভা ৫০ অঃ।)

উর্গদেশ, একটি প্রাচীন জনপদ। (ভারত সভা ৫১। ১৮)।
এখন কেহ কেহ উর্গদেশ বলিয়া থাকেন। এই জনপদ
কৈলাস ও হিমালয়ের মধ্যে, ইহার পূর্বে রাবণ হুদ ও উত্তর
পশ্চিমে লাধক প্রদেশ। নীতিঘাট নামক একটি পথ দ্বারা
এই স্থান তিব্বত হইতে যুক্ত হইয়াছে। এই পথ প্রায়

অর্ধ মাইল বিস্তৃত, এখানে উড়িদাদি বড় জন্মে না, স্থানে স্থানে কেবল তৃণাকারে প্রান্তর পড়িয়া আছে।

পতঙ্গ নদী পার হইয়া দেব নামক স্থানের কিছু উত্তরে গমন করিলে কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রাম লক্ষিত হয়, গ্রামগুলি নানা বর্ণে নানা ভাবে স্থাপিত, পূর্বে দেব নামক রাজগণ গ্রীষ্মকালে এইখানে আসিয়া বাস করিতেন। উৎদেশের মধ্যে এই স্থানটি অতি মনোরম, ইহার অদূরে গিরিমালা হইতে স্তূর্ণ উপর হয়। সেই ছোট ছোট পাহাড়গুলি গ্রেনাইট প্রস্তরের, তাহার মধ্যে মধ্যে অকীক প্রস্তরের স্তার প্রস্তর খণ্ডসকলও দেখা যায়। এখানকার লোকেরা স্রোতের জলে ধুইয়া স্বর্ণকণা আহরণ করে।

উৎদেশে ধরণীসংস্থিত, ইহাদের পিছনদিকের পা বড় এবং গায়ের লোমও বড় বড়। বস্ত্র অথবা গর্দভ প্রায়ই দেখা যায়। এখানে হরিণের মত দেখিতে এক প্রকার জন্তু আছে, ইহা এক একটি ইন্দুরের মত, কাণ দুইটি অতি বড় কিন্তু লাজুলীন। যে সকল ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, সেই সকল ছাগ এখানে অনেক পাওয়া যায়।

পূর্বে এই জনপদ সূর্য্যবংশীয় রাজপুতজাতির অধিকারে ছিল। তৎপরে লাধকের উগ্রপ্রকৃতি তাতারগণ এখানকার রাজার প্রাণবিনষ্ট করিলে, রাজবংশীয়গণ চীনসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিছুকাল চীনসম্রাটের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল, তৎপরে তিব্বতের দলাই লামার হস্তগত হয়।

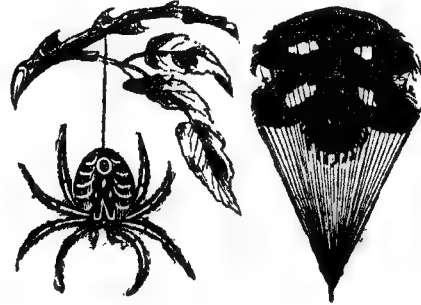
এখানকার অধিবাসীদিগকে উনিয়া (উর্নাত) বলে।
উর্নাত (পুং) উর্নো তত্ত্বনাভৌ যন্ত। নাভেরূপসম্বন্ধান-
মিত্যচ্। (জ্যোতিষঃ সংজ্ঞাছন্দসৌবহলম্। পা ৬। ৩। ৬৩।)
ইতি হ্রস্বঃ। কীটবিশেষ, লুতা, তন্তুবার, মর্কটক। এ দেশে 'মাকড়সা,' অথবা 'মাকসা' বলে। মাকড়সা নানাজাতীয় এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পৃথিবীর ক্রান্তি-
মণ্ডলেই অধিক। বিশেষতঃ কর্কটক্রান্তিতেই বৃহদাকারের দৃষ্ট হয়; তাহাদের এক একটি কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট শীকার করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, সময়ে সময়ে ছোট ছোট পাখীকেও আক্রমণ করে।

মাকড়সার মস্তকের ও উদরের উপরিভাগের ব্যবধানে বাদামী আকারের একখানি কঠিন কলক আছে, উদর তাহাতে সংযুক্ত থাকে। উদর কোলা ও বড় নয়ম। আটটি পা, প্রতি পারে সাতটি করিয়া গাঁইট, শেষ পারে কীকুইয়ের মত দুই কীটা থাকে। ইহাদের সম্মুখের চোয়াল পতঙ্গের মত নয়, ইহা সকল দিকেই নড়িতে পারে, চোয়ালের

শেষে ভীক কীটা থাকে, উহার নিকটে এক অতি ক্ষুদ্র ছিঁড় আছে, সেই ছিঁড় দিয়া বিবাক তরল পদার্থ নির্গত হয়। দুইটি চোয়ালের মধ্যে জিহ্বা, ইহা মুখের বহিরিঙ্গিয়া-
কারে রহিয়াছে।

সচরাচর মাকড়সার আটটি করিয়া চক্ষু থাকে, কোন কোনটার ছয়টি এবং অতি অল্পসংখ্যকেরই দুইটি থাকে। ইহাদের উদরের উপরিভাগে ক্রীটিকি ক্রীটিকি দাগ আছে, কোন জাতীরের সেই স্থানে অতি পরিষ্কার অনাবৃত ছাল দেখা যায়।

মাকড়সার কুস্কুস্কু সঞ্চরীয় ছিঁড় দুই অথবা চারি, ছিঁড়-
গুলি উদরের তলভাগে। মলবারের নিকটে তন্তুৎপাদক যন্ত্রগুলি অবস্থিত আছে। ইহাদের উপর স্তূর্ণ স্তূর্ণ ছিঁড় আছে, তন্মধ্যে হইতে অতি স্তূর্ণাকার তন্তু সকল বাহির হয়, সেই স্তূর্ণ তন্তু সকল একত্র হইয়া মাকড়সার জালে এক এক গাছি স্তূর্ণের মত দেখায়। তন্তুৎপাদকযন্ত্রসকল হইতে প্রথমে এক প্রকার চট্টটে পদার্থ নির্গত হয়, ঐ পদার্থ বায়ুস্পর্শে তন্তুর আকারে পরিণত হইয়া থাকে।



উর্নাত ।

তন্তু নির্গত হইলে মাকড়সা তাহাতে নানাকারে জাল প্রস্তুত করে। কেহ সেই জালে বাস করে, কেহ জালে কীটপতঙ্গ ধরিয়া তদ্বারা জীবিকানির্ভর করে, কেহ বা জাল প্রস্তুত করিয়া অপর কীটাদির শীকারের সুবিধা করিয়া দেয়। কেহ কেহ গর্তে বাস করিয়া থাকে।

প্রায় মাকড়সা মাঝেই গুটির মত কোয়ার মধ্যে আপনায় ডিম রাখে, ডিম পরিপুষ্ট হইলে সেই কোয়া কাটিয়া দেয়। যতদিন না ডিম ফুটিবার সময় হয়, কেহ সেই গুটি বা ডিম্বা-
ধার আপনায় পৃষ্ঠে করিয়া বেড়ায়, কেহ বকে কেহ বা উদরের উপর অতি যত্নে রক্ষা করে। এক একটি গুটিমধ্যে প্রায় ২০০০ ডিম থাকে। গুটি হইতে বাজা বাহির হইলে প্রথমাবস্থায় অতি ক্ষুদ্রাকারে তাহাদের আপন সাতার সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া থাকে।

মাকড়সার জী নানাপ্রকার, সকলগুলি প্রায় পুরুষ অপেক্ষা বড়। ইহাদের জী পুরুষে সহবাস বড় ভয়ানক; তৎকালে পুরুষ জীর মন যোগাইতে না পারিলে প্রায়ই জীকর্ষক বিনষ্ট হয়।

প্রায় সকল দেশেই মাকড়সা নানা আকারের ও নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মাকড়সাই পতঙ্গ অথবা ক্ষুদ্র জীবকে শীকার করিয়া বিনষ্ট করে। গঙ্গাতীরস্থ মুন্সের সহরের নিকট সময়ে সময়ে এক জাতীর বৃহৎ কাল ও লাল মাকড়সা দেখা যায়। তাহাদের জাল দেখিতে উজ্জল হরিৎ বর্ণ, এক একটা জাল হয় হাত হইতে বার হাত পর্যন্ত বড় হয়।

হিমালয়ের নিকট এক প্রকার পাটকিলা রঙের বড় বড় মাকড়সা আছে, শুনা যায় তাহাদের জালে পাখী পর্যন্ত ধৃত হয়। পাখী ধৃত হইলে, তাহারা বহুসংখ্যক মিলিয়া সেই পাখীকে নিঃশেষ করে।

সিংহলদ্বীপে এক জাতীর মাকড়সা আছে, তাহাদের পা অতি কঠিন। এমন কি টিক্‌টিকি পর্যন্ত সেই পদ দ্বারা ধৃত হয়।

কোন স্থান ক্ষত হইলে মাকড়সার জাল দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হয়। বিলাতে মাকড়সার জাল জ্যোতিষশাস্ত্রীর দূর-বীক্ষণযন্ত্রের তাররূপে ব্যবহৃত হয়।

উর্গনাতি (পুং) [উর্গনাত দেখ।]

উর্গব্রজ (ত্রি) উর্গমিব ব্রজীয়ঃ; উর্গ-ব্রজীয়স্, নিপাতনাৎ। কঞ্চলাদির জায় কোমল বস্ত। ("উর্গব্রজং প্রথম্ব।" কোশিক ২।৩। ১৩৭।)

উর্গবাতি (পুং) পুষোদরাদিত্যাং নস্ত বঃ। [উর্গনাত দেখ]

উর্গা (স্ত্রী) উর্গু-ডঃ-টাপ্ (উর্গোতে ডঃ। উগ্ ৫। ৪৭) ১ মেবাদির লোম, পশম। [পশম দেখ] (উর্গা-মেবাদি রোমানি। উজ্জলদত্ত) ২ ক্রমের মধ্যবর্তি মৃণালস্থত্রের জায় সূক্ষ্ম রোমরাজীর চিহ্নবিশেষ, এই চিহ্ন আবর্ত্তময় থাকিলে রাজচক্রবর্তী বা মহাযোগী হইয়া থাকে। ৩ চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের পত্নী।

উর্গাময় (স্ত্রী) উর্গা-বিকারার্থে-ময়ট্। মেবলোম নির্মিত সূত্রাদি। ("উর্গাময়ং কোতুক হস্তসূত্রম্।" কুমার)

উর্গায়ু (পুং) উর্গা অত্যন্ত, উর্গা-মুস্, সিদ্ধাৎ আতো ন লোপঃ। ১ মেবলোমনির্মিত কঞ্চলাদি। ২ মেঘ। ৩ উর্গনাত। ৪ কণভঙ্গ। ৫ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

(উর্গাঘূর্না কণভঙ্গে মেবকঞ্চলমেবরোঃ। মেদিনী)

উর্গাবন (ত্রি) উর্গা অত্যন্তি; উর্গা-বসচ্। ১ উর্গাযুক্ত।

২ মেবাদিলোমনির্মিত। ("উর্গাবনমিত্যেতৎ বরণত মাতিম্।" শতং দ্রা° ৭। ৫। ২। ৩৫)

উর্গাসূত্র (স্ত্রী) উর্গা এব সূত্রং। মেবাদিলোম।

("উর্গাসূত্রেণ কবরো বয়তি।" তরঙ্গবক্ ১৯। ৮০)

উর্গাস্তক (ত্রি) উর্গাযুক্ত, মেবাদিলোমরচিত।

উর্গু (ধাতু) অদা° উত° সন্° সেট্। আচ্ছাদন করা।

(উর্গু-ঞল আচ্ছাদনে। কবি° জ।) ("উর্গুনাং ন শত্রো-বৈর্ধানরাণামনীকিনীম্।" ভট্টি ১৪। ১০৩)

উর্গুবান (ত্রি) যে আচ্ছাদন করিতেছে।

উর্দ (ত্রি) উর্দ-অচ্। ক্রীড়াযুক্ত।

উর্দর (পুং) উর্দেদন দৃশ্যতি বিদ্যারয়তি, উর্দ-অল্, অচ্° বা।

(উর্জি দৃশ্যভেদরণটৌ পূর্কপদ্যাত্যলোপচ্। উগ্ ৫। ৪০)

১ বীর। ২ রাজস। ৩ বাস্তাদি রাধিব্যার পাত্রবিশেষ, কুশূল। (উর্দরঃ পুররকসোঃ। উজ্জলদত্ত)

উর্জ (ত্রি) উৎ-হাড্-ডঃ, পুষোদরাদিত্যাদ্রাদেশঃ। ১ উচ্চ।

২ উৎকৃষ্ট। ৩ উপরিহ। ৪ অনন্তর। ৫ পরিত্যক্ত। ৬

উচ্চতা। ৭ উর্জদেশ। ৮ মুদ্রাবিশেষ। ৯ উৎপাটিত।

উর্দ (হিন্দি) ১ শিবির, নবাবদিগের স্কাবার। ২ উত্তর পশ্চিমাকলে প্রচলিত ভাষা। এই ভাষা দিল্লী ও লক্ষ্যোর মুসলমান রাজদরবারে কথিত হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা এই ভাষা ব্যবহার করেন।

আরবী, পারসী ও তুর্কীশকে হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দ সহিত মিশ্রিত হইয়া এই ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ব্যাকরণপ্রণালী আরবী ও পারসী ভাষাভাষ্যে চলিতেছে।

উর্জক (পুং) উর্জঃ সন্° কারতি শকারতে, উর্জ-কৈ-কঃ। মুদ্রাবিশেষ। (মুদ্রকো মুরজঃ সোক্ত্যা লিঙ্গ্যর্জক ইতি ত্রিধা। হেম° ২। ২০৭)

উর্জকচ (ত্রি) উর্জা উৎপাটিতাঃ কচা যন্ত; বহুব্রী। বাহার চুল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

উর্জকণ্ঠী (স্ত্রী) উর্জ্ কণ্ঠঃ কণ্ঠকো বস্তাঃ; বহুব্রী। মহা-শতাবরী, শতমূলীবিশেষ। ("মহাশতাবরী চাত্তা শতমূল্যক-কণ্ঠিকা।" ভাবপ্র° ১ম)

উর্জকণ্ঠ (ত্রি) উর্জঃ কণ্ঠো যন্ত, বহুব্রী। বাহার ঐবদেশ উন্নত করা আছে।

উর্জকর্ম্ম (স্ত্রী) উর্জঃ উর্জদেশপ্রাপ্তার্থং কর্ম্ম। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল প্রাছাদি করা হয়।

উর্জকায় (পুং, স্ত্রী) কারন্ত উর্জঃ। ১ কটাদেশের উপরিহ অবয়ব। ২ উর্জ উন্নতঃ কারো যন্ত, বহুব্রী। বাহার উন্নত দেখ।

উর্জকেতু (ত্রি) উর্জ উন্নতঃ কেতুর্ভ্যন্ত বস্ত বাঁ। ১ বাহার

ধ্বজা' উখিত আছে। ২ যে নগরে বা বাটীতে ধ্বজা উড়িতেছে। (পুং) ৩ জনকবংশীয় রাজবিশেষ। ("উর্ককেতু সনজাজানজোহথ পুরজিৎ স্ততঃ।" ভাগ০ ৯।১২।১৩) (বাচ্য)
 উর্ককেশ (পুং) উর্ক উন্নতঃ কেশো যন্ত, বহব্রী। ১ স্থিতি-শাস্ত্রোক্ত কুশময় ব্রাহ্মণ। ২ (ত্রি) বাহার কেশ উন্নত। ("উর্ককেশো ভবেদ্রজ্ঞা লব্ধকেশস্ত বিষ্ণুঃ।" স্থিতি)

উর্কক্রিয়া (স্ত্রী) [উর্ককর্ম দেখ]

উর্কগ (ত্রি) উর্কং গচ্ছতি, উর্ক-গম ড। ১ উর্কগামী। ২ শিরোরোগ।

"উর্কগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত,

অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত।" অন্নদামঙ্গল।
 ৩ স্বর্ণগামী। ৪ সংপথ্যবলব্রী। ৫ পরমেশ্বর।

উর্কগতি (স্ত্রী) ১ উর্কগতি। ২ উন্নতস্থানে আরোহণ। ৩ স্বর্ণারোহণ। ৪ (ত্রি) উর্কগতির্বন্ত, উর্কগতিপ্রাপ্ত। ৫ মুক্ত।

উর্কগপুর (স্ত্রী) ১ আকাশস্থ গৃহ। ২ পুরনামক অল্পরের বাটী। ৩ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী।

উর্কগামী [ন] (ত্রি) উর্ক-গম-গিনি। যে উর্কে গমন করে।

উর্কচরণ (ত্রি) উর্কচরণো যন্ত। ১ বাহার চরণ উর্কগত। ২ অষ্টচরণ শরভ। ৩ উন্নতপদে তপস্যাকারী তপস্বীবিশেষ।

উর্কজানু (ত্রি) উর্কে জানুনী যন্ত বহব্রী। উন্নত-জানু, বাহার জানুঘর অধিক উচ্চ। উর্কজু। (উর্কজু রুর্কজাহুকঃ। উর্কজুশ্চ। হেম ৩। ১১৯)

উর্কজু (ত্রি) উর্কে জানুনী যন্ত, নিপাতনাং সাধুঃ। উর্কজাহ।

উর্কজু (ত্রি) উর্কে জানুনী যন্ত, (উর্কজিহাষা। পা ৫। ৪। ১৩০।) ইতি পক্ষে জানুনে জুঃ। উর্কজাহ।

("কণময়মহুভূয় স্বপ্নমূর্কজুরেব।" মাঘ ১১)

উর্কজন (ত্রি) উর্কে উৎপন্ন উর্ক-জন। উপরিস্থ।

উর্কতিলকী [ন] (ত্রি) উর্কম্নতং তিলকং অস্যাতি, উর্ক-তিলক-ইনি। উন্নততিলকবিশিষ্ট।

উর্কথা (অব্য) উর্ক-থাল্। ১ উর্ক প্রকারে। ২ উর্কে।

উর্কদংষ্ট্রকেশ (পুং) উর্কদংষ্ট্রকানাং কেশঃ পতিঃ, ৬তং। মহাদেব। ("নমোর্কদংষ্ট্রকেশায় শুক্রায়াবতভায় চ।" ভারত শাস্তি।)

উর্কদৃষ্টি (ত্রি) উর্কে দৃষ্টির্বস্যা, বহব্রী। ১ উর্কদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী। ২ উর্কনেত্র। ৩ (স্ত্রী) জ্বরের মধ্যবর্তী দৃষ্টি। ৪ উৎকৃষ্ট দৃষ্টি। ৫ মৃত্যুকালীন যেরূপ দৃষ্টি হয়, লোকে বাহ্যকে শিবদৃষ্টি বলে। ৬ যোগবিশেষ।

উর্কদেব (পুং) উর্ক উৎকৃষ্টশাস্ত্রো দেবশ্চেতি, কর্মধা। ১ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু।

উর্কদেশ (পুং) উর্কশাস্ত্রো দেশশ্চেতি, কর্মধা। উপরিভাগ।

উর্কদেহ (পুং) উর্ক উত্তরকালীনশাস্ত্রো দেহশ্চেতি, কর্মধা। মরণান্তর যে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উর্কদম (ত্রি) উর্কং-দম্-অচ্। উর্কহ। (উর্কদম। এই পাঠ উত্তম বলিয়া বোধ হয়।)

উর্কনভা [ন] (পুং) উর্কং নভো বস্যা, বহব্রী। আকাশের মধ্যদেশস্থ বায়ু।

উর্কপাত্র (স্ত্রী) উর্কং নেতব্যং পাত্রং, মধ্যপদ লো। উদ্বল প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র।

উর্কপাদ (পুং) উর্কঃ পাদা বস্যা, বহব্রী। ১ শরভ নামক মৃগ-বিশেষ। [শরভ দেখ]। (ত্রি) ২ বাহার পদ উর্কদেশে আছে।

উর্কপুণ্ড্র (পুং) উর্ক উন্নতঃ পুণ্ড্র ইক্ষুযষ্টিরিব। চন্দ্রনাদির দ্বারা কৃত ললাটস্থ লম্বাকৃতি তিলকবিশেষ। ব্রহ্মাও পুরাণে লিখিত আছে "ব্রাহ্মণ উর্কপুণ্ড্র, ক্রিয়ত্রিপুণ্ড্র, বৈষ্ণব অর্ধ চন্দ্রাকার ও শূদ্র বর্জলাকার তিলক করিল। জল, মৃত্তিকা, ভস্ম ও চন্দন দ্বারা উর্কপুণ্ড্র করা বিধেয়।" দেবীভাগবতে নারায়ণ বলিয়াছেন—"বৈদিক অর্থাৎ বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ উর্ক পুণ্ড্র, ত্রিশূল, বর্জুল, চতুর্কোণ বা অর্ধ চন্দ্রাকার প্রভৃতি কোন তিলকই ধারণ করিবে না।" ব্রহ্মাও পুরাণের মতে, অন্তি, অনাচারী ও পাপচিন্তাকারী ব্যক্তিও উর্কপুণ্ড্র ধারণ করিলে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। চণ্ডালতুল্য অনাচারী ব্রাহ্মণেরও উর্কপুণ্ড্রাঙ্কিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বর্ণপ্রাপ্তি হয়।" অনেক পুরাণাদির মতে—জপ, হোম, দান, বেদাধ্যয়ন ও পিতৃকার্যে উর্কপুণ্ড্র ধারণ নিষিদ্ধ; কিন্তু কুলাচার তাহা নহে। এইজন্ত ব্যাসোক্ত বচন অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধাদিকালে গন্ধবস্ত্র দ্বারা উর্কপুণ্ড্র করাই নিষিদ্ধ; অপরাপর বস্ত্তে করিবার কোন বাধা নাই।

উর্কপুঙ্গি (পুং) উর্কঃ পুঙ্গয়ো বিন্দবো বস্যা, বহব্রী। পত-বিশেষ।

উর্কবহী [ন] (ত্রি) উর্কং প্রাগগ্রং বহির্ঘেবাং বহব্রী। পিতৃলোক।

উর্কবাহ (পুং) উর্ক উর্কগতশাস্ত্রো বাহশ্চেতি, কর্মধা। ১ উত্তোলিত হস্ত। (ত্রি) উর্ক উত্তোলিতো বাহর্ধেন। ২ যে বাহ উত্তোলন করিয়াছে। ৩ পক্ষম মন্বন্তরের সপ্তবিধ মধ্যে একজন। ৪ সম্মানীয়সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা এক বা উভয় বাহ উর্কদিকে তুলিয়া রাখেন, একজনে ইহাদের নাম উর্কবাহ। ইহারা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা

নির্কাহ করেন। কেহ দিগন্তর বেশে, কেহ বা কেবলমাত্র
গৈরিক বস্ত্র গায়ে ঢাকা কিরা রাখেন। ৪ বলিষ্ঠ-পুরুষের।
(বিক্র ১। ১০। ১০)

উর্দ্ধবৃক্ষ (জি) উর্দ্ধবৃক্ষ। উর্দ্ধবোধন। (নিরুক্ত ১২। ৩৫)

উর্দ্ধভাক্ (জি) উর্দ্ধ ভক্তে, উর্দ্ধ-ভক্ত-বিশ্ণু। ১ উপরি-
ভাগস্থ। ২ উর্দ্ধদেশস্থ। ৩ (পুং) অগ্নিবিশেষ।

উর্দ্ধভাগ (পুং) উর্দ্ধ উপরিহো ভাগ একদেশঃ কর্ণধা।
উপরিভাগ।

উর্দ্ধম্ (অব্য) উৎ-স্বে-ভূ, উরাদেশঃ। [উর্দ্ধ দেখ]

(“উর্দ্ধং প্রাপ্য হৃৎকামজি বুনঃ হৃদির আয়তি।” মহ)

উর্দ্ধমু (পুং) গৌরামিক জনপদবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ড পু
৪৭। ৪৬, মৎস্য ১২০। ৪৮)

উর্দ্ধমুখী [ন] (পুং) উর্দ্ধ উত্তরাংশঃ মধ্যাতি, মধ্য-গিনি।
নৈঋতিক ব্রহ্মচারী। নৈঋতিক ব্রহ্মচার্যে গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম
সকল বিনষ্ট হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

উর্দ্ধমান (স্ত্রী) উর্দ্ধমাবোধ্য নীরতে অনেন। উর্দ্ধ-মা-মুটি।
১ ওজন করিবার জন্ত প্রস্তর বা লৌহ নির্মিত বাটখারা।
২ উপরদিকের পরিমাণ।

উর্দ্ধমুখ (জি) উর্দ্ধ মুখ বস্ত্র বহত্রী। ১ বাহার মুখ উর্দ্ধ
দিকে আছে। (“প্রবোধয়ত্যাচ্ছ মুখৈর্মুখৈঃ।” কুমার)
(স্ত্রী) ২ মুখের উর্দ্ধভাগ। ৩ উন্নত মুখ।

উর্দ্ধমুখী (পুং) গম্যাদীসম্প্রদায়বিশেষ; ইহারা উর্দ্ধদিকে
মুখ রাখেন বলিয়া উর্দ্ধমুখী নাম হইয়াছে। রামাৎ ও
নিমাৎ প্রভৃতি বৈরাগীদিগের মধ্যেও ‘উর্দ্ধমুখী’ দেখা যায়।

উর্দ্ধরেতা [ন] (পুং) উর্দ্ধ উর্দ্ধগং রেতো যস্য, বহত্রী।
১ মহাদেব। ২ সনকাদি মুনি। ৩ তপস্বীবিশেষ। ৪ ভীষ্ম।
৫ বাহার কখন রেতঃখলন হয় না।

উর্দ্ধরোমা [ন] (পুং) উর্দ্ধানি রোমানি যস্য, বহত্রী। ১
বন্দুত প্রভৃতি। ২ কুশদীপস্থ পর্বতবিশেষ। (জি) বাহার
রোম উন্নত হইয়াছে।

উর্দ্ধলিঙ্গ (পুং) উর্দ্ধ লিঙ্গ বস্ত্র, বহত্রী। মহাদেব। (বটঃ
কপদীপস্থ উর্দ্ধলিঙ্গঃ। হেম ২। ১১০)

উর্দ্ধলোক (পুং) উর্দ্ধচ্চাসৌ লোকশ্চেতি, কর্ণধা। স্বর্গ।
(গৌড়দ্বিধর্মলোকঃ। হেম ২। ১১)

উর্দ্ধবাত (পুং) উর্দ্ধো বাতঃ, কর্ণধা। উর্দ্ধগত বায়ু।

উর্দ্ধবৃত (স্ত্রী) উর্দ্ধবেষ্টনেন বৃতঃ, ওস্তঃ। উর্দ্ধদিকে আব-
ষ্টিত যজোপবীত। (“কার্পাসমুপবীতঃ তাষিপ্রত্যেকবৃত্তং
জিহ্বং।” মহ ২। ৪৪)

উর্দ্ধবৃত্তী (স্ত্রী) বৈদিক হৃদ্যবিশেষ।

উর্দ্ধশারী [ন] (জি) উর্দ্ধ-শী-গিনি। ১ উত্তানশারী ব্যক্তি,
বে চিং হইরা শরন করে। (পুং) ২ মহাদেব।

উর্দ্ধশোবম্ (অব্য) উর্দ্ধঃ সন্ ভব্যতি, উর্দ্ধ-ভব্য-পদ্বল্।
উর্দ্ধ থাকিয়াই যে সকল বৃক্ষাদি তরু হয়, তাহাদের শোবন।
(“যদোর্দ্ধশোবঃ তৃণবহিভুক্তঃ।” ভট্টিঃ ৩)

উর্দ্ধশাস (পুং) উর্দ্ধচ্চাসৌ শাসশ্চেতি, কর্ণধা। ১ দীর্ঘশাস।
২ মৃত্যুকালীন শাস।

উর্দ্ধসানু (পুং, স্ত্রী) উর্দ্ধক ভং সানু চেতি, কর্ণধা।
১ পর্বতাদির উপরিস্থ সমতল প্রদেশ। উপর্যুপরি উচ্চমান।
উর্দ্ধস্থিতি (স্ত্রী) উর্দ্ধাস্থিতির্ভব, বহত্রী। ১ অশ্বের পৃষ্ঠদেশ।
উর্দ্ধে স্থিতির্ভব। (জি) ২ উর্দ্ধস্থ ব্যক্তি। ৩ উর্দ্ধহান।

উর্দ্ধশ্রোতা [ন] (পুং) উর্দ্ধ উর্দ্ধগতঃ শ্রোতো বস্ত্র বহত্রী।
১ উর্দ্ধরেতা মুনিবিশেষ। ২ বৃক্ষাদি।

উর্দ্ধান্নন (জি) উর্দ্ধঃ অন্ননং গমনং বস্ত্র, বহত্রী। ১ উর্দ্ধগত
পক্ষী। ২ পক্ষীপস্থ পক্ষিবিশেষ। (স্ত্রী) কর্ণধা। ৩ উর্দ্ধগতি।

উর্দ্ধান্নায় (পুং) উর্দ্ধঃ আরাধ্যতে, উর্দ্ধ-আ-রা কর্ণধি বঞ।
বেদমার্গের অতিরিক্তরোধক তন্ত্রবিশেষ। ইহাতে শুকভক্তি,
কিকুর ষাটশাবতার, গৌরাদের মাহাত্ম্যকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের
পূজাবিধি, নারায়ণের স্তব এবং গম্যমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত
আছে। নারদ এই তন্ত্রের বক্তা এবং ব্যাসদেব ইহার শ্রোতা।

উর্দ্ধাবর্ত্ত (পুং) উর্দ্ধঃ আবর্ত্ততে অজ, উর্দ্ধ-আ-বৃত্ত-বঞ।
১ অশ্বপৃষ্ঠ। ২ আবর্ত্তবিশেষ।

উর্দ্ধানিত (পুং) উর্দ্ধ উপরিভাগে অনিতং বস্ত্র বহত্রী।
১ কারবেল, কর্ণা। উর্দ্ধমালিতং বেন। (জি) ২ উর্দ্ধোপবিষ্ট।

উর্দ্ধিন্ (পুং, স্ত্রী) ঋচ্ছতোতি, ঋ-মি, উরাদেশশ্চ; (অর্ধেকর্চ।
উণ্ ৪। ৪৪) ১ তরঙ্গ। ২ প্রকাশ। ৩ বেগ। ৪ ভঙ্গ।

৫ কাপড়ের চুনট। ৬ পীড়া। ৭ বেদনা। ৮ উৎকর্ষ।
৯ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ, পিপাসা এই ছয়টি।
১০ অধঃগতির গতিবিশেষ। ১১ ভ্রান্তি। ১২ সঙ্গ। ১৩ সমূহ।
১৪ শীঘ্র। ১৫ অজুরীক।

(উর্দ্ধিঃ স্ত্রীপুংসরোবীজ্যঃ প্রকাশে বেগতলয়োঃ।

বস্ত্রসঙ্কোচরেখারঃ বেদনা-পীড়রোরপিঃ। মেদিনী)

উর্দ্ধ্য (জি) উর্দ্ধো ভবঃ, উর্দ্ধি-বৎ। ১ তরলোৎপন্ন। ২ (স্ত্রী) জিরাং
টাপ্। রাজি। (“ভিরতমো দৃশ্য উর্ধ্যাহ। ঋক্ ৬। ৪৮। ৬।
‘উর্ধ্যাহ রাজিহু।’ শাখন।) (পুং) ৩ ভঙ্গবিশেষ।

উর্দ্ধিকা (স্ত্রী) উর্দ্ধি-বার্ধে কন, টাপ্। [উর্দ্ধি দেখ] উর্দ্ধিরিব
কারতি, উর্দ্ধি-কৈ-ক-টাপ্। ১ অজুরীক। ২ জ্বরওজন।

উর্দ্ধিন্ (জি) উর্দ্ধিরত্যত, উর্দ্ধি-ইনি। ১ উর্দ্ধিমুক্তবী
প্রভৃতি।

উর্নিয়ান্ [৭] (জি) উর্নিয়ান্টি, উর্নি-মত্ম্। ১ তরক-
যুক্ত। ২ বক্ত, বাহ্যিক চেউথেলানে বলে।

উর্নিয়ালী [৭] (পুং) উর্নিয়ান্ নালা বিক্যতে বলা, উর্নি-
নালা-ইকি। ১ মত্ম্।

(“চন্ড্র প্রকৃষ্ণোঁর্নিবোঁর্নিয়ালী।” বসু ৫। ৬১)

উর্নিয়া (জী) লম্বের পত্নী, জনকের ঔরসকন্যা।

উর্ক (পুং) উর্ক নামক কবির পিতা, এই কবি দ্বীর উর-
মেনে অধিবাস করিয়া অরিতুল্য অতি ভেদবী পুত্র লাভ
করিয়াছিলেন। ২ বাঙবানল। ৩ বাঙবানলবিশিষ্ট সমুদ্র।
৪ বহু। ৫ বিদ্যুত। (“সহস্রিহ্ম এনসো অতীক্ উর্কোঁ।”
বক ৪। ১২। ৫। ‘উর্কোঁ বিদ্যুতাঁ।’ সায়ন।)

উর্করা (জী) উর্করা। পুর্বোদরাদিহাং সাধুঃ। [উর্করা দেখ]

উর্কশর (পুং) তরকবন্দীর মহাবীর্যের পুত্র।

উর্কশী (জী) অর্গবেতাবিশেষ। [উর্কশী দেখ]

উর্কশীব (জী) উরচ অগ্নিবর্তোচ, সন্ধ্যা ৮°। উর ও জাহ। (বাচঃ)

উর্কসী (জী) উরো উবিতা। (পুর্বোদরাদিহাং সাধুঃ)
[উর্কশী দেখ]

উর্কসি (জী) উরোরসি, ৬-৩২। উরদেশের হাড়।

উর্কী (জী) উরদেশের মধ্যস্থ।

(“উরমধ্যে উর্কীনাম,, তত্র শোণিতকর্যং সন্ধিশোষণঃ।”
অশ্বত শারীর)

উর্ক্য (পুং) উর্ক তবঃ, উর্ক-বৎ। বাঙবানলের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা, ব্রহ্ম।

উর্ক্যাক (জী) উর্ক্যঃ পৃথিব্যা অকমিব। গোমরহত্রিকা।
ইহার সমস্ত পর্ব্যায়—দিলীর, শিলোদ্ধক, বশারোহ,
গোলাস। (হারাবলী।)

উর্ক। (জী) দেবতাড়ক তৃণ।

উলু(লু)পী [৭] (পুং) ১ শুভক নামক জলজন্তুবিশেষ।
২ মৎস্যবিশেষ।

উলুক (পুং) উলুক। [উলুক দেখ]

উব (বাত্) ভাদি পর সন্ধ্যা নেই। পীড়া দেওয়া। (উব
রোগে। কবি ক্র)

উব (পুং) উব-ক। ১ কারমুক্তিকা। ২ কর্ণরত্ন। ৩ চন্দ্রনাতি,
মলয় পর্বত। (জী) ৪ প্রত্যুৎকাল। ৫ শুক, বীর্য।

উবক (জী) উব-বাহে কন্। প্রত্যুৎ সময়।

উবণ (জী) উব-লুট্। ১ মরিচ। ২ শুভ। ৩ পিপুলমূল। ৪ চিতা।

উবণ। (জী) উবণ-টাপ্। ১ পিপুলী, পিপুল। ২ চাঞ্চ, চই।

উবর (জি) উব-র অথবা উব কারমুক্তিকাং রাতি দদাতি।
উব-রা-ক। লোণা হান। (“তত্র বিদ্যা ন বস্তব্য। তত্র বীজ-
নিবোধরে।” বসু ২। ১১২)

উবরজ (জী) উবরাং আরতে উবর-জন্-ড। ১ পাণ্ড
লম্ব। ২ সৌম্যক নামক অরক্যবিশেষ।

উববান্ [৭] (জি) উবো বিদ্যতেহ্য উব-মত্ম্ মন্য বঃ।
লোণা হান।

উবা (জী) উবাকাল। [উবা দেখ]

উব্র (পুং) [উব দেখ]

উব্রণ (জি) উব্রোহত্যয়া উব-ন। উব্রুক্ত পদার্থ।

উব্রণ্য (জি) উব নিবায়গীরধেন অতাতি, উব্র-বৎ।
উব্রনিবারক ত্রব্য।

উব্র [৭] (পুং) উব-মনিদ্। ১ গ্রীষ্ম। ২ তাপ।

উহ (বাত্) ভাদি আশ্ব সন্ধ্যা নেই। সন্ধ্যা জন্ত তর্ক
করা। (উহও বিতর্কে। কবি ক্র।)

উহ (পুং) উহ-বৎ। ১ বিতর্ক; শাস্ত্রের অনুবিরোধী যে তর্ক,
সমিধ পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবহাশনপূর্বক
শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করে, তাহাকেই উহ বলে। ২
অধ্যাহার। ৩ পরীক্ষা। ৪ অমমিত বিতর্কিত লিঙ্গের
পরিভাষ্য করিয়া অধরযোগ্য বিভক্ত্যদ্বির কল্পনা। ৫
আরোপ। ৬ সিদ্ধিবিশেষ। ৭ অনুমান।

উহগান (জী) সামগানের গ্রহবিশেষ। [সাম দেখ]

উহগীতি (জী) সামগানের গ্রহবিশেষ।

উহনী (জী) উহ-লুট্-ভীষ্। সন্ধ্যাক্ষনী, ঝাঁটা।

উহ। (জী) উহ-টাপ্। বিতর্ক। [উহ দেখ]

উহাপোহ (জি) উহতর্কঃ অপোহ অপগতো যজ, বহুব্রী।
১ তর্কশূত্র। ২ তর্কের দ্বারা বাহার সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে।
অধ্যয়নাদিতে সংশয়হীন। ৪ পুস্তকাদি প্রাপ্তি বিবরে
কৃতনিশ্চয়। ৫ দানাদিতে বিধানতশূত্র।

উহিত (জি) উহ-ক্ত। ১ তর্কিত। ২ অধ্যাত্ত। ৩
অনুমিত। ৪ সম্ভাবিত।

উহ। (জি) উহ-ণ্যৎ। ১ তর্কণীর, বাহা তর্ক দ্বারা নির্ণয়
করিতে হইবে। ২ ব্যবহার্য, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অথবা অর্ধ-
সমতি করিবার জন্ত যে অনুপস্থিত বাধ্য বা শব্দের উল্লেখ
করিতে হইবে। ৩ সীমানা শাস্ত্রোক্ত উহবিশেষ।

উহনীয় (জি) উহ-অনীয়। তর্কণীর। [উহ দেখ]

উহগান (জী) সামগানের গ্রহবিশেষ।

ঋ

ঋ (পুং) ১ ব্রহ্মবর্ণের সপ্তম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ব্রহ্ম, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে ইহা তিন প্রকার। বর্ণোচ্চারণ তত্ত্বোক্ত ইহার লিখনপ্রণালী—উর্দ্ধদেশে একটা বক্ররেখা দক্ষিণগত হইবে এবং বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি ত্রিকোণ চিত্রিত হইবে, পুনর্বার দক্ষিণদিকে অধোগামী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা পরাশক্তি বলিয়া বিখ্যাত, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবস্থান করেন। ঋকারের তত্ত্বোক্ত নাম—পূর, দীর্ঘমুখী, রুদ্র, দেবমাতা, ত্রিবিক্রম, ভারভূতি, ক্রিয়া, জুরা, রোচিকা, নাসিকা, বৃত্ত, একপাদশিরঃ, মালা, মণ্ডলা, শান্তিনী, জল, কর্ণ, কামলতা, মেঘঃ, নিবৃত্তি, গণনাযক, রোহিণী, শিবমুখী, পূর্ণগিরি, সপ্তমী। ২ ধাতুর অমুভবিশেষ (ঋচভ্যঃ। কবি° ক্র।) ৩ স্বর্গ। ৪ তপন। ৫ (জী) দেবমাতা অদিতি। ৬ (অব্য) হস্ত পরিহাস। ৭ নিন্দা। ৮ বাক্য। ৯ প্রাপ্তি। ১০ বাক্য বিকৃতি।

(‘রোচিকার্দক’ নাসা চ ভারভূতিত্রিবিক্রমঃ।

দেবমাতা রিপুয়ন্ত ঋকারন্তপনঃ স্তবঃ ॥

মাতৃকানিঘণ্টু।)

ঋ (ধাতু) ভাদি° পর° সক° অনিট্। ১ গমন করা। ২ প্রাপ্ত হওয়া। (ঋ গতোঁ প্রাপণে চ। কবি° ক্র।)

ঋ (ধাতু) অদা° পর° সক° অনিট্। গমন করা। (ঋ ইরল গত্যাং। কবি° ক্র।)

ঋ (ধাতু) জুহো° পর° সক° অনিট্। গত্যাৎ। (ঋ রলি গত্যাং। কবি° ক্র। র বৈদিকঃ।)

ঋ (ধাতু) স্বা° পর° সক° অনিট্। হিংসা করা (ঋরন হিংসনে। কবি° ক্র।)

ঋক্ (জী) ঋচ্যন্তে স্তূয়ন্তে অনয়া দেবাঃ, ঋচ্ কিপ্। ১ ঋচেন। ইহার শাখা একবিংশতি। ২ ঋচেনোক্ত মন্ত্র। ৩ স্তুতি। ৪ পূজা।

ঋক্‌চুস্ (অব্য) ঋচ্-শস্। ঋক্।

ঋক্ণ (ত্রি) ব্রশ্-ক্ত, (প্ৰযোদারাদিভ্যং বলাপঃ)। ছিন্ন।

ঋক্‌থ (জী) ঋচ্-স্তভৌ (পাতৃত্বাদিবচিরিচিসিচিভ্যহ্। উপ্-২। ৭) ইতি থক্। ১ ধন। ২ স্বর্ণ। ৩ জাতি প্রভৃতির সম্পত্তি বাহা উত্তরাধিকারস্বজ্ঞে লাভ করা যায়। (হিরণ্যং ত্রিবিং-দ্রায়ং রিক্‌থমুক্‌থং ধনং বহু। শকার্ণব।)

ঋক্‌থহর (ত্রি) ঋক্‌থং, হরতি ঋক্‌থ-জ-অচ। ১ যে উত্তরাধিকারস্বজ্ঞে বিষয় অধিকার করে। ২ অংশভাগী।

ঋক্ (জী, পুং) ঋ-স (সূত্রশিক্‌ভ্যবিভ্যঃ কিং। উপ্-৩। ৬৬।) ১ নক্ষত্র। (ঋক্‌ নক্ষত্রং। উজ্জলদত্ত)

“জ্যোত্সা গঃ থে বেহরী-রোবা-চিন্ন-মুখ্যঃ স্তম্ভাধানঃ।

রে মুখা বা পোহজঃ কৃষ্যজ্যোত্সা ইত্যর্কালিঙ্গৈঃ ॥”

জ্যোতিষ (অজ) ১৮।

২ রাশি। (রঘু ১২। ১৫)

যুরোপীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে ঋক্‌ নামক সত্তর রাশি আছে, ঐ রাশির নাম উর্সামেজর (Ursa major) এটি উত্তর রাশির মধ্যে একটি, এই রাশিতে সাতটা তারা থাকে। এই রাশির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে কতক দ্বিতারা ও কতক-গুলি নীহারিকা আছে।

ঋক্ (পুং) ঋক্-অচ্। ১ পর্ত্তবিশেষ, সপ্তকূলচল মধ্যে একটি। এই পর্ত্তের মধ্য দিয়া নর্মদানদী প্রবাহিত হইয়াছে।

“ঋক্‌বস্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যান্তে নর্মদাং পিবন।

সর্কর্কণামধিপতিভূম্নো নার্মৈব যুথপঃ ॥”

রামায়ণ ৬। ৩। ১০।

এই ঋক্‌বান্ পর্ত্তকে প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি ‘ওক্ষেটন’ (Ouxentun) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞাপর্ত্তের দক্ষিণপূর্বাংশ পূর্বে ‘ঋক্’ ‘ঋক্‌বান্’ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। হরিবংশের নিম্নলিখিত বচন দ্বারায় কতকটা অসুমান হয়—

“নর্মদাকূলমেকাকী নগরীঃ স্তুতিকাবতীম্।

ঋক্‌বস্তং গিরিঃ জিত্বা স্তুতিমত্যাযুস্বাস হ ॥”

হরিবংশ ৩৬। ১৫।

তিনি নর্মদাকূলে উপস্থিত হইয়া স্তুতিকাবতী নগরী অধিকার করিলেন, পরে ঋক্‌বান্ পর্ত্তে জয় করিয়া স্তুতি-মতীতে বাস করিতে লাগিলেন। [স্তুতিকাবতী ও স্তুতি-মতী দেখ।]

[কূলচল দেখ]। ২ ভদ্রক। ৩ সোণা গাছ। ৪ পুরুবংশীয় অজমীঢ় রাজার পুত্র। ৫ পোরব বিদূরথের পুত্র। ৬ পুরু-বংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। (ত্রি) ৭ মেকর নিকটস্থ পর্ত্তবিশেষ। (লিঙ্গপু ৪৯। ৪২) ৮ কৃতবেধন। (ঋক্‌ পর্ত্তভেদেস্তাত্তম্যকৈ শোণকৈ পুনান্। কৃতবেধনে হস্তলিঙ্গো নক্ষত্রে পুরপুংসকম্। মেদিনী)

ঋক্‌গন্ধা (জী) ঋক্‌স্তেব গন্ধা বগ্যাঃ, বহতী। বিকটক গাছ। ছাগলাজী, আবেগী, বৃক্‌দারক, জুদ, যুগাক্ষিগন্ধা, হগলা, মহাঝামা, জাম্বলী, জীর্ণবজল, কোটরপুস্পী, ঋক্‌গন্ধা, ছাগলাজ্বী, অজী, জুলা, হগলী, জুদক, জামা, ছাগলাজ্বিকা, দীর্ঘবাছকা, বৃদ্ধা, অজাজী (Argyrea speciosa, Sweet.)

হইতে পরিভ্রাণেচ্ছ "নবরস" বোদ্ধকামী "আধ্যাত্মিকী: কঃ" বজ্রকামী "সং সোম" গুণ্যকামী মধ্যবেলার "আগন: শোভতেৎ" ইত্যাদি যাহার বে প্রকার কামনা তদনুযায়ী ঋক্ যথাবিহিত জপ করিলে সর্বপ্রকারে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। গভীর্ণী প্রসব কালে "ঐমল্লিন" এই হুক্ত জপ করিলে গর্ভবেদনা অনুভব না করিয়া সুখে প্রসব করিতে পারে। কর্ণকালে, যশনকালে এবং ছেদনকালে ইত্যাদি দেবগণের হুক্ত দ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিলে সকল কৰ্ম অমোঘ হয় এবং কৃষিকার্যের উন্নতি হইতে থাকে। "বিজিগীষুর্বনম্পতি" এই হুক্ত জপ করিলে মূঢ়গর্ভা স্ত্রীলোকের অনার্যাসে গর্ভমোক্ষণ হয়। [ঋগ্বেদানের বিস্তৃত বিবরণ অগ্নিপুরাণ ২।৮অঃ দেখ।]

ঋগ্বেদ (পুং) ঋগেব বেদঃ। প্রথম বেদ। ইহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও স্মৃতিভেদে চারিপ্রকার।

ঋক্ সংহিতাই ঋগ্বেদের আদি গ্রন্থ, উহা সকল বেদ এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন।

ঋক্ সংহিতার আবার নানা শাখা আছে। বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে লিখিত আছে, কৃকবৈপার্যন বেদব্যাস বেদভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ প্রদান করেন।

"বিভেদে প্রথমং বিপ্র। পৈল ঋগ্বেদপাদপম্।

ইন্দ্রপ্রমত্তরে প্রোদাদ্ বাক্সলায় চ সংহিতে ॥ ১৬

চতুর্দ্ধা স বিভেদাথ বাক্সলির্বিজ। সংহিতাম্।

বোধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্ত শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ ॥ ১৭

বোধ্যাদিমঠরৌ তদবদ্যাক্ষবক্ষ্যপরাশরৌ।

প্রতিশাখাস্ত শাখায়াস্তস্যাভ্যে জগৃহ্মনৈ ॥ ১৮

ইন্দ্রপ্রমত্তিরেকাং তু সংহিতাং স্বহস্তং ভক্তঃ।

মাভুকেরং মহামান্নান মৈত্রেয়রথ্যাপন্নং তদা ॥ ১৯

তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্যযৌ।

বেদমিজস্ত সাকল্যঃ সংহিতাং ভামধীভবান্ ॥ ২০

চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।

তস্য শিষ্যাস্ত বে পঞ্চ তেবাং নামানি মে শৃণু ॥ ২১

মুদগলো গালবট্টশব বাৎস্যঃ শালীর এষ চ।

শিশিরঃ পঞ্চমন্ডালীমৈত্রেয়। স্তমহামুনিঃ ॥ ২২

সংহিতাক্রিতরক্ক্রে শাকপুর্নিরথেন্তরম্ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪ অঃ।

প্রথমে পৈল ঋগ্বেদরূপ বৃক্ষ হই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমত্তি ও বাক্সলি নামক শিষ্যদ্বয়কে হই সংহিতা প্রদান করেন। বাক্সলি আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বোধ্য-আদি শিষ্যকে প্রদান করিলেন। বোধ্য, অগ্নিমঠর, যাক্ষবক্ষ্য ও পরাশর এই চারিজনকে উক্ত শাখার প্রতিশাখা

অধ্যয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমত্তি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তাহার একাংশ মাভুকেরকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহার শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরার ক্রমশঃ ঐ শাখা বিস্তারিত হইয়া পুত্র শিষ্য সমূহে প্রচারিত হইল। বেদমিজ ও সাকল্য উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। তিনি আবার ঐ শাখা হইতে পাঁচ খানি সংহিতা রচনা করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে পাঠ করান। ঐ পাঁচজন শিষ্যের নাম মুদগল, গালব, বাৎস্য, শালীর ও শিশির। ইন্দ্রপ্রমত্তির দ্বিতীয় শিষ্য আপন অধীত ঋক্ বিভক্ত করিয়া তিন খানি সংহিতা করিলেন। বাক্সলিও অপর তিন খানি সংহিতা করেন। তিনি কালারনি, গার্গ ও কথাকব নামক তিনজন শিষ্যকে ঐ তিনখানি অধ্যয়ন করাইলেন।

ঋগ্বেদে ১০টি মণ্ডল আছে; তাহার প্রথম মণ্ডলে ২৪ অম্বুবাক, ১৯১ হুক্ত; দ্বিতীয়ে ৪ অম্বুবাক, ৪৩ হুক্ত; তৃতীয়ে ৫ অম্বুবাক, ৬২ হুক্ত; চতুর্থে ৫ অম্বুবাক, ৫৮ হুক্ত; পঞ্চমে ৬ অম্বুবাক, ৮৭ হুক্ত; ষষ্ঠে ৬ অম্বুবাক, ৭৫ হুক্ত; সপ্তমে ৬ অম্বুবাক, ১০৪ হুক্ত; অষ্টমে ১০ অম্বুবাক, ১০৩ হুক্ত; নবমে ৭ অম্বুবাক, ১১৪ হুক্ত; এবং দশম মণ্ডলে ১২ অম্বুবাক ১১১ হুক্ত; এইরূপে হুক্ত সমষ্টি ১০২৮। কিন্তু চরণব্যূহে লিখিত আছে,—

"তত্র ঋগ্বেদস্তাষ্টভেদো ভবন্তি চর্চ্চ। প্রাবকচর্চ্চকঃ প্রবণীয়-পারঃ ক্রমপারঃ ক্রমজটাঃ ক্রমরথঃ ক্রমশটঃ ক্রমদণ্ডশ্চেতি চতুস্পারায়ণমেতেবাং। শাখাঃ পঞ্চ ভবন্তি, আখ্যলারনী, সাংখ্যলারনী, শাকলা, বাক্সলা মাভুকাশ্চেতি তেষামধ্যয়নম্। অধ্যায়ানাং চতুঃষষ্টির্মণ্ডলানি দশৈব তু। বর্ণাণাং পরি-সংখ্যাতং যে সহস্রে বড়ুত্তরে। সহস্রমেকং স্তুতানাং নিবি-শঙ্কং বিকল্পিতম্। দশসপ্ত চ পঠ্যন্তে সংখ্যাতং বৈ পদ-ক্রমাৎ। একশতসহস্রং বা দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রাঙ্কিয়েতানি। চতুর্দশবাসিষ্ঠানামিতরেবাং পঞ্চাশীতিঃ। ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ। ঋচামশীতিঃ পাদশচ পারায়ণং প্রেকী-র্জিতম্। একচ একবর্গশচ নবকশচ তথা স্তুতঃ। দ্বৌবর্গৌ দ্বিঞ্চচৌ জ্যেয়ো ঋক্জয়ক শতং স্তুতম্। চতুর্গচাং পঞ্চসপ্ততা-ধিকক শতং তথা। পঞ্চাচাং তু দ্বিশতং সহস্রং কজসংবৃতম্। পঞ্চচত্বার্যধিকং তু বড়ুঞ্চাশ্চ শতজয়ম্। সপ্তাচাং শতজেরং বিংশতিশ্চাধিকং স্তুতঃ। অষ্ট ঋচাতু পঞ্চাশৎ পঞ্চাধিকা-ত্তথৈব চ। দশাধিকদ্বিসহস্রাঃ পঞ্চাশাং নিশ্চিতাঃ। বর্গসংজ্ঞা ন হুক্তস্য চত্বারশ্চাত্র কীর্তিতাঃ ॥"

ঋগ্বেদের চর্চ্চা, প্রাবকচর্চ্চক, প্রবণীয়পার, ক্রমপার, ক্রমজটা, ক্রমরথ, ক্রমশট ও ক্রমদণ্ড নামক আটটি ভেদ

বা স্থান। ইহাদের চারটি পারায়ণ। আখ্যায়নী, সাখ্যায়নী, শাকলা, বাহলা ও মাতৃকান্তেদে পাঁচটি শাখা। অধ্যায় ৬৪টি দশটি মণ্ডল, বর্ণের সংখ্যা ২০০৬; হুক্ত ১০১৭; বাসিষ্ঠের পদক্রম সংখ্যা ১৫২৫১৪; অপরের পদক্রম ৮৫ সংখ্যক। একের ১০৫৮০ পাদকে পারায়ণ বলে। প্রথম অষ্টকে এক বর্ণ ও এক ঞ্ক, দ্বিতীয় অষ্টকে দুই বর্ণ ও দুই ঞ্ক, তৃতীয়ে ১০০ ঞ্ক, চতুর্থে ১৭৫ ঞ্ক, পঞ্চমে ১২৪৫ ঞ্ক, ষষ্ঠে ৩০০ ঞ্ক, সপ্তমে ১২০ ঞ্ক এবং অষ্টমে ৫৫ ঞ্ক। পঞ্চশাখার ২০১০। পূর্ব কথিত চারটি বর্ণসংখ্যার নহে।

বাকল শাখা অমুসারে ঞ্কসংহিতার সংখ্যা এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“চতুর্থাংশ সমাখ্যাতং বটসপ্তত্বয়ং শতম্।

পঞ্চর্থে দ্বাদশশতান্যষ্টাবিংশোত্তরাণি চ ॥

শতত্বয়ং বট্ চক্ সপ্তপঞ্চাশত্ত্বয়ম্।

সপ্তচমেকোনজিংশত্বয়ং শতমেককম্ ॥

অষ্টচর্গাঃ পঞ্চপঞ্চাশবর্ণা স্ত্র্যানাধিকোত্তরাঃ।”

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| ১ বর্ণ (প্রতিবর্ণে) | ১ ঞ্ক | (১) |
| ১ ” | ২ ” | (২) |
| ২ ” | ২ ” | (৪) |
| ২৩ ” | ৩ ” | (২৭২) |
| ১৭৬ ” | ৪ ” | (৭০৪) |
| ১২২৮ ” | ৫ ” | (৬১৪০) |
| ৩৫৭ ” | ৬ ” | (২১৪২) |
| ১২২ ” | ৭ ” | (২০৩) |
| ৫৫ ” | ৮ ” | (৪৪০) |

২০৪২

১০৬২২

এখন অধেদের কেবল শাকল শাখা পাওয়া যায়, এই শাখার-বর্ণ ও ঞ্কাদি সংখ্যা গণনা করিলে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। শাকল শাখার—

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| ১ বর্ণ (প্রতিবর্ণে) | ১ ঞ্ক | (১) |
| ১ ” | ২ ” | (২) |
| ২ ” | ২ ” | (৪) |
| ২৭ ” | ৩ ” | (২২১) |
| ১৭৪ ” | ৪ ” | (৬২৬) |
| ১২০৭ ” | ৫ ” | (৬০৩৫) |
| ৩৪০ ” | ৬ ” | (২০৪০) |
| ১১২ ” | ৭ ” | (৮৩৩) |
| ৫২ ” | ৮ ” | (৪৭২) |

২০০০

১০৩৮১

শাকলের পদসংখ্যা ১৫০৭২২; বালখিলোর ১২০৭, বর্ণসংখ্যা ১৮; আখ্যায়ন শাখার পদসংখ্যা এইরূপ। সাঙ্খ্যায়ন শাখার পদসংখ্যা ১৫৩৭৩৪; বালখিলোর ১১৮৬ বর্ণসংখ্যা ১৭।

অধেদস্য তু শাখাঃ স্ত্যারেকবিশ্ণুভিসংখ্যাকাঃ।

কেহ কেহ বলেন অধেদের ২১ শাখা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, প্রধামতঃ পাঁচটিই শাখা, বাহারা ২১টি বলেন, তাহারা প্রশাখাগুলিও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

ঞকসংহিতার পারায়ণ দুই প্রকার, প্রকৃতিরূপ ও বিকৃতিরূপ। প্রকৃতিরূপ দুই প্রকার—রূঢ় ও যোগ। যেমন “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি রূঢ়; এবং “অগ্নিম্ জীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি যোগ।

বিকৃতিরূপ আট প্রকার। যথা—

“জটা মালা শিখা লেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।

অষ্টৌ বিকৃতিরঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মহর্ষিভিঃ ॥”

জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ, ঘন এই আট প্রকার বিকৃতিক্রম মহর্ষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। জটা-পটলে লিখিত আছে—

“ক্রমে যথোক্তে পদজাতমেব

ধিরভ্যাসেচ্ছত্তরমেব পূর্বম্।

অভ্যন্ত পূর্বক তথোত্তরে পদে

হবসানমেবং জটাভিবীরতে ॥”

জটা—ক্রম প্রকারে পদজাত পদঘর বা পদত্রয় দুইবার করিয়া পাঠ করিবে। পূর্বপদের ন্যায় উত্তরপদও অভ্যাস করিবে। তৎপরে পূর্ব ও উত্তরপদ একত্রিত করিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

“ক্রমাৎ ক্রমবিপর্যাসাবধর্চতাদিতোহন্ততঃ।

অন্তং চাদিরয়ে দেবং ক্রমমানেতি গীরতে ॥

মালা মালের পুষ্পাণাং পদানাং প্রথিনী হিতা।

আবর্তনে ক্রমস্তাং ক্রমব্যুৎক্রমসংক্রমাঃ ॥”

ক্রম প্রকারের বিপরীত ভাবে অর্থাৎ উত্তরভাগ প্রথমে এবং পূর্বভাগ শেষে পাঠ করিবে; ইহাকেই ক্রমমালা বলে। পুষ্পমালার ন্যায় পদমালাও প্রথিত থাকিবে, তাহাতে ক্রম, ব্যুৎক্রম ও সংক্রম ভেদে ত্রিবিধ আবর্তন ক্রম আছে।

শিখা—“পদোত্তরাঙ্গটামেব শিখামার্ব্যাঃ প্রচকতে।”

আর্য্যগণ উত্তরপদবিশিষ্ট জটাকেই শিখা বলিয়া থাকেন।

লেখা—“ক্রমবিজিততুঃপঞ্চপদক্রমমুদাহরেন্।

পৃথক্ পৃথক্ বিপর্য্যক্ত লেখা মাহুঃ পুনঃ ক্রমাৎ ॥”

প্রথমতঃ ক্রমাক্রমে ইহি তিন চারি পাঁচ পঞ্চ ক্রম পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ করিয়া পুনর্বার বিপরীতভাবে ক্রম বিভাগের নাম লেখা।

ধ্বজ—“ক্রমান্বয়ে ক্রমং সমাগন্তাঃ উচ্চারণেদ্যদি।

বর্গে চ ঋচি বজ্র ত্র্যং পঠনং স ধ্বজঃ স্মৃতঃ।”

যে বর্গে ও যে ঋচে আদির ক্রম সমাক্ উচ্চারণ করিয়া অণুক্রমের উচ্চারণপূর্বক পাঠ করা হয়, তাহার নাম ধ্বজ।

দণ্ড—“ক্রমমুক্তং বিপর্য্যক্ত পুনশ্চ ক্রমমুক্তম্।

অর্চ্চাক্রমেব মুক্তোক্তং ক্রমদণ্ডোহতিথীরতে॥”

ক্রম শূন্য উত্তরক্রম অর্চ্চ হইতে বিপরীত পাঠকে ক্রম-দণ্ড বলে।

রথ—“পাদশোহর্চ্চশো বাপি সহোক্ত্যাদিবজ্রথঃ।”

একপাদ বা অর্চ্চ একত্রে দণ্ডের জায় উচ্চারণ করাকে রথ বলে।

ঘন—“অটামুক্ত্যবিপর্য্যক্ত ঘনমাহর্মণীবিণঃ।”

পণ্ডিতগণ বিপরীতভাবে অটম উচ্চারণ করাকে ঘন বলিয়া থাকেন।

ঋক্ সংহিতায় যে যে দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে অথবা যে যে দেবতা এবং যে যে ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

অক্ষকিতব। অকা। অয়সী। অগ্নি, (আহবনীস, জাতবেদা, নিমগ্না, রক্ষোহা, বৈশ্বানর ও শৌচিক)। অজিরস অজি। অদিতি। অধিবরণ চন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র। অধোতা। অন্তরিক্। অন্ন। অপাংনপাং। অপা। অজা অহি। অভিধাপ। অরণ্যানী। অর্য্যমা। অলক্ষ্মীনাশ। অশ্বা। অশ্বিহর। অসমতি। অহিবৃষা। অমুনীতি। অহোরাত্র। আত্মা। আদিত্যগণ। আপ, (অপাংনপাং, গাব, সোম)। আপ্র। আপ্রিহ। আয়ী। আশীঃ। আসজ। ইয়। ইন্দু। ইন্দ্র ;—(কপিঞ্জলরূপী, বৈকুণ্ঠ)। ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাখ। ইলা। ইয়ুগণ। ইয়ুধি। ইয়্যা। উপমদ্রবা। মিত্রাতিথি পুত্র। উপাধ্যায়। উরুশী। উলুথল। উশনাঃ। উবা (বা সূর্য্যপ্রভা)। ঋক্। ঋতু। ঋত্বিক্। ঋতুগণ। ওষধি। ক। কবচ। কতশ্চৈদ্য। কাল সত্বংসরাশ্বা। কুংস। কুরজ। কুরুশ্রবণ জাগদজ্ঞা। কৃষি। কেনী। কোরবাণ। ক্ষত্রপতি। গজা। গর্ত্তাধাশী। গো। গুহু। গ্রাবণ। চন্দ্রমাঃ। চিত্র। জান। জ্যা। তনুনপাং। তাক্ষ্য। তিরিম্বির পারশব্য। জগদজ্ঞা। ঋষ্টা। দক্ষিণা। দধিক্রা। দম্পতি। দাম্ভ্য। দিক্। দ্বঃস্বপ্ননাশন। দ্বক্ষুতি। দ্যা বা পৃথিবী। দ্যা বাভূমি। দ্যৌঃ। জবিগোদ। জঘণ। দারদেবী। ধাতা।

নক্তা। নদীগণ। নরাশংস। নিরুজি। পনি। পথ্যাস্বতি। পরমাত্মা। পর্জন্ত। পর্জত। পবমান। পিতৃগণ। পিতৃমেঘঃ। পুরীষা। পুরুমীত বৈদমধ্যা। পুরুষ। পুরুষবাঃ ঐল। পুবা। পৃথিবী। পুন্নি। প্রজাপতি। প্রতোদ। প্রথব। বর্হিঃ। বৃষত্তক। বৃহস্পতি। ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্পতি। ভগ। ভারতী। ভাবযবা। ভাবযুক্ত। ভূমি। মণ্ডুক। মন্থ্য। মরুৎগণ। মিত্র। মৃত্যু। মৃত্যুবিমোচনী। বন্ধনাশন। যথানিপাত। যম। যমী। যুপ। রতি। রথ। রথ-গোপা। রশ্মি। রাকা। রাত্রি। রজ্র। রোদসী। রোদশা। লিঙ্কোক্তদেবতা। বনস্পতি। বরুণ। বসিষ্ঠ। বসিষ্ঠপুত্রগণ। বহুজ্র। বাক্। বাগাজ্জী। বামদেব। বায়ু। বাজোপতি। বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বামিত্র। বিশ্বাবজ্র। বিশ্বদেব। বিশ্ব। বুধাকপি। বেণ। ব্রহ্মিনী। শচী পৌলোমী। শাকধুমণ শুক্র। শুন। শুনাসির। শুভন। শ্রদ্ধা। স্বাহ। সদসস্পতি। সমিৎ। সরগু। সরমা। সরস্বতী। সাধ্য-গণ। সাহদেব্য সোমক। সিনীবাণী। সিদ্ধু। সুবজ্র। সূর্য্য। সূর্য্যা। সোম ;—(পবমান বা পুবা)। স্বাহাকৃতি। হরি। হরিশ্চন্দ্র প্রজাপতি। হবির্ধান। হস্ত। হোত্রা

ঋক্ সংহিতার ঋষিগণের নাম—

ঋক্ সংহিতার কোন কোন স্থলে ৩৩ জন দেবতা, আবার কোন থানে ৩৩৩৩ দেবের উল্লেখ আছে।

অংহোমুগ বামদেব্য, অকুষ্ঠা মাষা, অগস্ত্য, অগস্ত্যের স্বশা, অগ্নি, অগ্নিকৃষ। অগ্নিতাপস, অগ্নিপাবক, অগ্নি-বর্হিষ্ঠসহের পুত্র, অগ্নিবৈশ্বানর, অগ্নিশৌচীক, অগ্নিবৃত্ত হোয়, অঘমর্ষণ মধুচ্ছলঃ, অশ্বগুরব, অজমীঢ় গোহাজ, অত্রিগণ, অত্রিভোম, অত্রিসাঝা, অদিতি, অদিতি দাক্ষারণী, অনানত পারুচ্ছপি, অনিল বাতায়ন, অন্ধিও শ্রাবাধি, অগালা আজ্যেয়ী, অপ্রতিরথ, ঐন্দ্র, অভিভপা সৌরঃ, অভীবর্ত্ত আদিরস, অমহীষু আদিরস, অমরীষ বাধাগির, অযালা আদিরস, অরিষ্টেনেমি তাক্ষ্য, অরুণ বৈতহব্য, অর্চন হৈরুণ্যতুপ, অর্চনানা আজ্যেয়, অর্কুদ কাত্রবেয়, অবৎসার কাত্রপ, অবল্ল্য আজ্যেয়, অবমেধ ভারত, অশ্বহৃক কাধায়ন, অষ্টক বৈশ্বামিত্র, অষ্টাদমুদ্র বৈরুপ, অসিত কাশ্যপ, আত্মা, আয়ুকাধ, আসজপ্রা-যোগি, ইত ভার্গব, ইয়বাহ দার্ট্র্যত, ইন্দ্র, ইন্দ্রমুকুবান, ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমতি বাসিষ্ঠ, ইন্দ্রমাতৃ দেবজামি, ইন্দ্রদুবা, ইন্দ্রাণী, ইরিষিষ্ঠি কাধ, ইব আজ্যেয়, উচ্য আদিরস, উৎকীল কাত্য, উপমদ্র্য বাসিষ্ঠ, উপমদ্র্য বাসিষ্ঠ, উরুক্ষয় আমহীষব, উরুচক্রি আজ্যেয়, উরুশী, উলবাতায়ন, উশনা কাব্য, উক-আদিরস, উরুক্ষয় বামায়ন, উরুগ্রাবা আকুন্নি, উরুনাতা

ব্রাহ্ম, উর্জসমা আদ্রিস, অজিষা ভারদ্বাজ, অজিষা বার্ধাগির, অজিষা বৈরাজ বা শাকর, অজিষা বৈষামিত্র, অজিষা দৃষ্টিমিত্র, অজিষা বাতরশন, একদ্র নৌদ্র, এতদ্র বাতরশন, এবদ্র-মরদ্রাজে, কলিবান্ দীর্ঘতমা: (ঔশিজ), কধঘোর, কত বৈষামিত্র, কপোত নৈঋত, করিক্ত বাতরশন, কর্ণশ্রবাসিষ্ঠ, কলিপ্ৰোগাথ, কবষ ঐলুষ, কবি ভার্গব, কস্তপ মারীচ, কুংস আদ্রিস, কুমার আদ্রৈ, কুমার আদ্রৈ, কুমার যামায়ন, কুরুশ্রুতি কাধ, কুলগবাহ্বি শৈলুবি, কুশিক ঐবীরথি, কুশিক সৌভর, কুসৌদী কাধ, কুংস গাংসমদ, কৃতযশা: আদ্রিস, ক্রতু ভার্গব, ক্রশ কাধ, ক্রক আদ্রিস, কেতু আদ্রৈ, গয় আদ্রৈ, গয় প্লাত, গর্গ ভারদ্বাজ, গবিষ্টির আদ্রৈ, গাতু আদ্রৈ, গাথী কোশিক, গুংসমদ আদ্রিস শৌনহোত্র, গৌতম রাহুগণ, গোধা, গোপবন আদ্রৈ, গোষ্ঠিক কাধায়ন, গৌরীবুতি শাক্তা, বর্ষ শৌর, বর্ষ তাপস, ঘোর আদ্রিস, ঘোষা কাকীবতী, চকু মানব, চকু: সৌর, চিত্রমহা বাসিষ্ঠ, চ্যবনভার্গব, জমদগ্নি ভার্গব, জয় ঐন্দ্র, জয়কর্ণ সর্প ঐরাবত, জরিতা শাক্ত, জামদগ্ন্য, জুহু ব্রহ্মগম্পতি, জুহু বাতরশন, জেতা মাধুচ্ছল, তপূর্মীকা বাহ্মপত্য, তাষ পাথ্য, তিরশ্চীর আদ্রিস, ত্রদদ্র্য গৌরকুংস, ত্রিতআপ্ত্য, ত্রিশিরা: স্বাষ্ট্র, ত্রিশোক কাধ, ত্র্যকুণ ত্রৈবৃক, স্বষ্টা গর্ভকর্তা, দক্ষিণা প্রোজাপত্য, দমন যামায়ন, দিব্য আদ্রিস, দীর্ঘতমা: উচণ্য, হুমিত্র কোংস, হুবহু বন্ধিন, দৃঢ়চ্যুত আগন্ত্য, দেবমুনি ঐরশ্মদ, দেবরাত বৈষামিত্র, দেবল কাশ্রপ, দেববাত ভারত, দেবশ্রবা: ভারত, দেবশ্রবা: যামায়ন, দেবাত্তিথি কাধ, দেবাণি আষ্ট্রিবেণ, দ্যাতান মাক্তি, দ্যামবিশ্চর্ষণি আদ্রৈ, দ্যায়ীক ঋষিষ্ঠ, দ্রোণশাক্ত, দ্বিত আপ্ত্য, ধরুণ আদ্রিস, ঐব আদ্রিস, নভ: প্রভেদন বৈরুপ, নয় ভারদ্বাজ, নহব মানব, নাভাক কাধ, নাভানেদিষ্ট মানব, নারদ কাধ, নারায়ণ, নিরুশ্রি কাশ্রপ, নীপাত্তিথি কাধ, নৃমেধ আদ্রিস, নেম ভার্গব, নোখা গৌতম, পণি নামক অম্বরগণ, পতঙ্গ প্রোজাপত্য, পরাশুর শাক্ত্য, পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি, পর্ত্ত কাধ, পবিত্র আদ্রিস, পায়ু ভারদ্বাজ, পুনর্বৎস কাধ, পুরুমীচ আদ্রিস, পুরুমীচ সৌহোত্র, পুরুমেধ আদ্রিস, পুরুহমা আদ্রিস, পুরুরবা: ঐল, পুষ্টিগ কাধ, পুতদ্রক আদ্রিস, পুরণ বৈষামিত্র, পুরু আদ্রৈ, পৃথু বৈণ্য, পুন্নি অজগণ, পৃষত্র কাধ, পৌর আদ্রৈ, প্রোগাথ কাধ, প্রেচোতা: আদ্রিস, প্রোজাপতি, প্রোজাপতি পরমেষ্ঠী, প্রোজাপতি বাচ্য, প্রোজাপতি বৈষামিত্র, প্রোজাবান্ প্রোজাপত্য, প্রৈতর্দন কাশিরাজ দৈবোদাসি, প্রৈতিক্ত্র আদ্রৈ, প্রৈতিপ্রত আদ্রৈ, প্রৈতিতাহু আদ্রৈ, প্রৈতিরথ আদ্রৈ, প্রৈথ বাসিষ্ঠ, প্রৈথবহু আদ্রিস, প্রৈথবহু আদ্রৈ,

প্রৈয়োগ ভার্গব, প্রৈয় কাধ, প্রৈয়মেধ আদ্রিস, বহু গোপায়ন বা লোপায়ন, বহু আদ্রৈ, বাহুব্রহ্ম আদ্রৈ, বৃধ আদ্রৈ, বৃধ সৌম্য, বৃহদ্রক্থ বামদেব্য, বৃহদ্রি আধর্ষণ, বৃহদ্র্যতি আদ্রিস, বৃহস্পতি আদ্রিস, বৃহস্পতি লোক্য, ব্রহ্মাতিথি কাধ, ভরমান বার্ধাগির, ভরদ্বাজ বাহ্মপত্য, ভর্গ প্রোগাথ, ভাবব্য, ভিকু আদ্রিস, ভিষগাধর্ষণ, ভুবন আপ্ত্য, ভূতাংশ কাশ্রপ, ভৃগু বারুণি, মংস্ত সামদ, মথিত যামায়ন, মধুচ্ছল বৈষামিত্র, মহু আপ্সব, মহু বৈবস্বত, মহু সাধরণ, মন্য তাপস, মন্য বাসিষ্ঠ, মাতরিষা কাধ, মাক্তাতা যৌবনাথ, মাজ মৈত্রাবরুণি, মুলাল ভার্মাথ, মুর্ধ্বান্ আদ্রিস, মৃত্ত-বাহা দ্বিত আদ্রৈ, মৃত্তীক বাসিষ্ঠ, মেধ্যাতিথি কাধ, মেধ্য কাধ, মেধ্যাতিথি কাধ, যক্ষনাশন প্রোজাপত্য, যজ্ঞত আদ্রৈ, যজ্ঞ প্রোজাপত্য, যম বৈবস্বত, যমী, যমী বৈবস্বতী, যযাতি নাহব, রক্ষোহা ব্রাহ্ম, রাহুগণ আদ্রিস, রাতহব্য আদ্রৈ, রাজি ভারদ্বাজী, রাম জামদগ্ন্য, রেণু বৈষামিত্র, রেভ কাশ্রপ, রোমশা: লব ঐন্দ্র, লুশধানাক, লোপামুদ্রা, বৎস আদ্রৈ, বৎস কাধ, বৎসপ্রি ভালন্দন, বত্র বৈধানস, বরু আদ্রিস, বরুণ, বত্রি আদ্রৈ, বশ অখ্য, বাসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, বাসিষ্ঠপুত্র-গণ, বহু ভারদ্বাজ, বহুকর্ণ বাহুক, বহুক্রি বাহুক, বহুক্র ঐন্দ্র, বহুক্র বাসিষ্ঠ, বহুক্রপত্নী, বহুমনা রৌহিদ্র, বহুক্রত আদ্রৈ, বহুযব আদ্রৈ, বাগ্ আন্ত্রী, বাতজুতি বাতরশন, বামদেব গৌতম, বিন্দু আদ্রিস, বিপ্রজুতি বাতরশন, বিপ্র-বহু গোপায়ন বা লোপায়ন, বিভ্রাট সৌর্ষ্য, বিমদ, ঐন্দ্র, বিরূপ আদ্রিস, বিবহ্বান্ আদিত্য, বিবুহা কাশ্রপ, বিখক কাধি, বিখকর্মা ভোবন, বিখমনা বৈষম, বিখবারা-আদ্রৈ, বিখলান-আদ্রৈ, বিখামিত্র গাথিন, বিখাবহু দেবগন্ধর্ক, বিষ্ণু প্রোজা-পত্য, বিহব্য আদ্রিস, বীতহব্য আদ্রিস, বৃশজার, বৃষগণ বাসিষ্ঠ, বৃষাকপি ঐন্দ্র, বৃষাক্ত বাতরশন, বেন ভার্গব, বৈধানস (শত), ব্যাধ আদ্রিস, ব্যাভ্রপাদ বাসিষ্ঠ, শংসু বাহ্মপত্য, শকপুত নার্মেধ, শক্তি বাসিষ্ঠ, শক্কা যামায়ন, শচী পৌলোমী, শতপ্রভেদন বৈরুপ, শবর কাকীবান্, শশকর্ণ কাধ, শশত্যাঙ্গি-রস, শাৰ্ঘ্যাত মানব, শাস ভারদ্বাজ, শিখণ্ডিনী, শিবি ঔশীনর, শিরিষিষ্ঠ ভারদ্বাজ, শিশু আদ্রিস, শুন:শেপ আজিগষ্ঠি, শুনহোত্র ভারদ্বাজ, শ্রাবাথ আদ্রৈ, শ্রেন আদ্রৈ, শ্রদ্ধা কামায়নী, শ্রুতকক আদ্রিস, শ্রুতবহু গোপায়ন বা লোপায়ন, শ্রুতবিদ্র আদ্রৈ, শ্রুটিগ কাধ, সংবনন আদ্রিস, সংবরণ প্রোজাপত্য, সঘর্ষ আদ্রিস, সঙ্করু বামায়ন, সত্যধ্বতি বারুণি, সত্যপ্রবা আদ্রৈ, সদাপুণ্ আদ্রৈ, সত্রি বৈরুপ, সন্ধাস কাধ, সপ্তবি, সপ্তগ আদ্রিস, সপ্তত্রি আদ্রৈ, সপ্তি

বাকসুর, সপ্তম তারবাক, সরমা দেবতনী, সর্বহরি ঐন্দ্র, সবা আদ্রিস, সস আদ্রের, সহদেব বার্বাগির, সাধন ভোবন, সারিস্ত্র শাক, সার্পরাজী, সিকতা নিবাবরী, সিদ্ধকিং প্রৈয়মেধ, সিদ্ধবীপ আদ্রীর, স্কক আদ্রিস, স্ককীতি কাকীবান্, স্তম্ভর আদ্রের, স্তদাস্ পৈজবন, স্তনীতি আদ্রি-রস, স্তপর্ণ কাধ, স্তপর্ণ ভার্যাপুত্র, স্তবধু গোপায়ন, স্তমিত কোৎস, স্তমিত বাধ্যাধ, স্তরাধা বার্বাগির, স্তবেদা শৈরীবি, স্তব্ধা যৌবের, স্তহোত্র তারবাক, স্তহু আর্ভব, স্ত্র্যা সাবিজী, সোভরি কাধ, সোম, সোমাহতি ভার্গব, স্তমিত শাক, স্তামরশি ভার্গব, স্তম্ভাজের, হরিমন্ত আদ্রিস, হর্যাত প্রোগাথ, হবির্দান আদ্রিস, হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য, হিরণ্যত্প আদ্রিস।

ঋকসংহিতা পাঠ করিলে আর্ধ্যজাতির আদিম ইতিহাস, প্রাচীন আচার ব্যবহার, তাঁহাদের ধর্ম, মত ও বিশ্বাস প্রভৃতি হিন্দুজাতির অবজ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানা যায়। ইতিপূর্বে আর্ধ্যশব্দে এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। [আর্ধ্য দেখ।]

ঋকসংহিতায় যে সমস্ত দেবতার স্তব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐন্দ্র ও অগ্নি প্রধান। অথর্কী ঋষি সর্বপ্রথমে অগ্নি পূজা প্রচার করেন। (ঋক ৬। ১৬। ১৩)

ব্রাহ্মণমাত্রেই উচ্চাৰ্য্য গায়ত্রী, এই ঋকসংহিতারই একটি ঋক্। (৩। ৬২। ১০) এই প্রথম বেদ হইতে বোধ হয় অপর বেদে গৃহীত হইয়াছে। (শুক্লযজুঃ ৩। ৩৫, সাম ২। ৮। ১২) [গায়ত্রী দেখ।]

এই ঋকসংহিতাতেই হিন্দুজাতির ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদির মূল সূত্র অথবা আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যের গতি (১। ১২৩। ৮), সূর্য্যের ষাটশরশি (১। ১৬৪। ১), সৌর ও চান্দ্র বৎসর (১। ২৪। ৮ ও সায়নভাষ্য) প্রভৃতি জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিক প্রশ্নালী ঋকসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ঋকসংহিতার সময়েই ঋষিগণ সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি বিষয় সকল জানিতেন।

সূর্য্যের আলোক হইতে চন্দ্ৰের আলোক হয় তাহাও এই সংহিতায় সর্বপ্রথম বিবৃত হইয়াছে। সাধারণের কৌতু-হল নিবারণের জন্য সেই ঋকটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

“অজাহ গৌর মমত নামবহুর্গীচ্যং।

ইথা চন্দ্রমসো গৃহে॥”

সূর্য্যকিরণ ভ্রমণশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত হইয়া এইরূপে বহুতেজ প্রকাশ পাইরাছিল। এখানে বহুতেজের অর্থ সূর্য্য-তেজঃ। যাক্শমুনিও নিকট লিখিয়াছেন—

“তদেভেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যাতঃ অভ দীপ্তি ভবতি।” (নিকট ২। ৬) [অপরাণর বিবরণ বেদ শব্দে দেখ।]

ঋকসংহিতা কোন্ সময়ে সংগৃহীত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমাদের মতে, যে সময়ে আর্ধ্যসভ্যতা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হয়, যে সময়ে স্তব্ধা আর্ধ্যগণ অগ্নিপূজা প্রচার করিবার জন্য নানাদেশে পর্যটন করিতে আরম্ভ করেন? যদি শাক্ত মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই প্রাচীনকালে ষাপরের শেষভাগে কুরুবৈপায়ন প্রথম বেদের সংহিতাভাগ সংগ্রহ করেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ঋগ্বেদের চন্দ্রস্ ভাগ খৃষ্ট জন্মাব্দে ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত হয়। তাহারও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এই ঋকসংহিতাই সমগ্র সভ্যজগতের আদিগ্রন্থ।

“One thing is certain : there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig-veda.” (Max Muller's Origin and growth of Religion, p. 152.)

ঋগ্বেদের প্রাতিশাখার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রাদি এক সময়ে প্রচলিত ছিল, এক্ষণে কেবল ঐতরের ব্রাহ্মণ, শাখায়ন ব্রাহ্মণ, শাখায়নগৃহ ও শ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়ন শ্রৌত ও গৃহ-সূত্র পাওয়া যায়। [ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ঋঘা (জী) ঋ-ঘন্, গুণাত্যবঃ। হিংসা।

ঋঘাবান্ (জি) ঋঘা অত্যস্য, ঋঘা-মত্প, মস্য বঃ। হিংসক, (“কবীশস্ত ঋঘাবান্।” ঋক ১। ১৫২। ২। ঋঘাবান্ হিংসকঃ। সায়ন।)

ঋচ (ধাতু) তুদা° পর° সক° সেট্। স্ততি করা। (ঋচ-শহুত্যাং। কবি ক্র।)

ঋচস (জি) ঋচ-কহন্। স্তোতা।

ঋচসে (অব্য) ঋচ-কহন্। স্তব করিবার অস্ত।

ঋচীক (পুং) ঋচ-কৈক্। ১ সবিতাবিশেষ, ইনি দিবের পুত্র। ২ ভৃগুমুনি, জমদগ্নির পিতা।

ঋচীষ (জী) ঋচীতি, ঋচ-কীঘন্। পিঠে ভাজিবার পাত্র। (ক্রত্বোহধরীষমৃচীষমৃচীষং পিঠপাককৃত্। হেম ৪। ৮৬)

ঋচীষম (পুং) ঋচা স্তত্যা সমঃ, নিপাতনাৎ কীঘন্ বধক। ঋগ্বেদশেষের সমান গুণবিশিষ্ট।

ঋচেয় (পুং) পুরুবংশীর রাজা রৌজাষের পুত্র।

ঋচ্ছ (ধাতু) তুদা° পর° সক° অকক সেট্। ১ গমন করা।

২ শূর্য হওয়া। ৩ কঠিন হওয়া। কেহ কেহ মোহের স্থানে বিলীন হওয়া অর্থ করেন।

ঋচ্ছরা (ক্রী) ঋচ্ছতি প্রাপ্তোতি পরপুরুষং, ঋচ্ছ-(ঋচ্ছেররঃ। উণ্ ৩। ৩১।) ইতি অর জিয়াং টাণ্। বেড়া। (ঋচ্ছরা বেড়া। উচ্ছলদত্ত।)

ঋজ (ধাতু) ভাদি। আত্ম। সক্। অকঞ্চ সেট্। ১ হৈর্ধ্য। ২ জীবন। ৩ বলবতা। ৪ উপার্জন।

ঋজ (ধাতু) ভাদি। আত্ম। সক্। সেট্। ভর্জন করা, ভাজা। (ঋজি ও ভুজি। কবিং ক্র।)

ঋজিপ্য (ক্রি) ঋজু আপ্রোতি গচ্ছতি, আপ-যৎ (প্ৰবোদরাদিভ্যাং সাধুঃ।) সরলগামী, যে সোজাভাবে গমন করে।

ঋজিশ্ব [ন্] (পুং) ঋষেন্দোক্ত রাজবিশেষ।

ঋজীক (ক্রি) ঋজ-জৈকন্, কিত্ত (ঋজেশ্চ। উণ্ ৪। ২২) ১ উপহৃত। (ঋজীক উপহৃতঃ। উচ্ছলদত্ত।) ২ (পুং) ইন্দ্র। ৩ ধুম। ৪ সাধন।

ঋজীতি (পুং) ঋজু গচ্ছতি, ঋজু-ই-ক্তিচ্ (প্ৰবোদরাদিভ্যাং সাধুঃ।) ঋজুগামী বাণ।

ঋজীয (ক্রী) অর্জ্যতে রসোহস্মাৎ, অর্জ-জৈযন্, ঋজাদেশশ্চ। (অর্জজৈশ্চ। উণ্ ৪। ২৮) ১ গিটে ভাজিবার পাত্র; (ঋজীযং পিষ্টপচনং। অমর) ২ নরকবিশেষ। ৩ নীরস সোমলতা চূর্ণ। ৪ ধন। ৫ সোমলতা নিঃসৃত রস।

ঋজু (ক্রি) অর্জয়তি শুগান্, (অজিদৃশিকম্যসীতি। উণ্ ১। ২৮) ইতি সাধুঃ। ১ অবক্র, সোজা। (ঋজুঃ প্রাণঃ। উচ্ছলদত্ত।) ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অজিক্র, প্রাণ, প্রাণল ও সরল। ২ অমুকুল। ৩ স্তম্ভর। (পুং) ৪ বহুদেবের পুত্র বিশেষ। (“ঋজুং সংমর্দনং তদ্রং সত্বর্গমহীযম্।” ভাগ ২। ২৪। ৫৪।)

ঋজুকায় (ক্রি) ঋজুঃ কায়ো যন্ত, বহুব্রী। ১ অবক্রদেহ ব্যক্তি। (পুং) ২ কষ্টপমুনি।

ঋজুগ (ক্রি) ঋজু যথাস্থাত্তথা গচ্ছতি, ঋজু-গম-ড। ১ সরল ব্যবহারী। ২ যে সোজা চলে। ৩ (পুং) বাণ।

ঋজুতা (ক্রী) ঋজোর্ভাবঃ, ঋজু-তল্। ১ সরলতা। ২ অবক্রতা। ৩ অকাপট্য।

ঋজুরেখা (ক্রী) ঋজুশাসৌ রেখা। সরল রেখা।

ঋজুরোহিত (ক্রী) ১ ইন্দ্রধনু। (ধনুর্দেবায়ুধং তদৃজুরোহিতং। হেম ২। ৯৩) ২ কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রধনু হইতে রক্তবর্ণ ও সরলাকৃতি যে উৎপাতবিশেষ উদয় হয়, তাহাকেই ঋজুরোহিত বলে।

ঋজুবনি (পুং) ঋজুহন্ত, অমুকুলহন্ত। (ঋজু ৫। ৪১। ১৫।)

ঋজুশংস (ক্রি) ঋজু যথাত্তথা শংসতি কথয়তি ঋজু-শংস-অচ্। সরলভাবী।

ঋজুসর্প (পুং) ঋজুশাসৌ সর্পশ্চেতি নিঃকর্মধারণ। সর্পবিশেষ।

ঋজুক (পুং) ঋজ-উকঙ্। দেশবিশেষ, এই দেশ হইতে বিপাশা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

ঋজুকরণ (ক্রী) অনুজ্ ঋজু-ক্রিয়তে, ঋজু-অভূত তদভাবে চি-ক-লুট্। পূর্বদীর্ঘঃ। ১ পূর্বে সরল ছিল না এক্ষণে সরল করা। করণে লুট্। ২ সূক্ষ্মতোক্ত বস্তুকর্মবিশেষ।

ঋজুযৎ (ক্রি) ঋজু গচ্ছতি, ঋজু-ক্যচ্, ঋজু-শত্। ১ ঋজু-গামী। ২ ঋজুং গচ্ছতি বা, ঋজু-ক্যচ্, (প্ৰবোদরাদিভ্যাং জাদেশঃ) ঋজু-শত্। ঋজুগামী।

ঋজু (পুং) ঋজ-রন্, (ঋজোজ্ঞাগ্রবজ্জবিপ্রোত্যাদিনা নিপাতনাং রন্ শুণ্ডাভাবঃ। উণ্ ২। ২৮) ১ নায়ক। (ঋজো নায়কঃ। উচ্ছলদত্ত।) ২ (ক্রি) সরলগামী।

ঋজ্বী (ক্রী) ঋজু-জীয্। ১ সরলতাময়ী ক্রী। ২ গ্রহগণের গতিবিশেষ।

ঋজুমান (পুং) ঋজ-অমানচ্, কিত্ত। (ঋজিবৃষিমন্নিহিত্যঃ কিৎ। উণ্ ২। ৮৭) মেঘ (ঋজুমানো মেঘঃ। উচ্ছলদত্ত।)

ঋণ (ধাতু) তনা° উভ° সক্। সেট্। গমন করা। (ঋণহৃৎ গতো। কবিং ক্র।)

ঋণ (ক্রি) ঋণ-ক। গমনকারী। (ঋক্ ৬। ১২। ৫।)

ঋণ (ক্রী) ঋ-ক্ত, (ঋণমাধমর্যো। পা ৮। ২। ৬০।) গত্বক্। ১ কজ্জ, ধার, দেনা। পর্য্যুদক্ণ, উদ্ধার। মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ, এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞকর্ম দ্বারা দেবঋণ এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করেন। (“জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণজিভিঃ ঋণৈঃ ঋণী ভবতি ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।” মিতা°) ২ জলহর্গম ভূমি। (ক্রি) ৩ অঙ্কশাস্ত্রোক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট পদার্থবিশেষ, যে সংখ্যা কোনরাশি হইতে বিয়োগ করার পর অবশিষ্ট থাকে, সেই সংখ্যায়ুক্ত পদার্থ।

ঋণকাতি (ক্রি) ঋণবৎ ফলপ্রদা কাতিঃ স্ততির্যন্ত, বহুব্রী। অবশ্রুতফলদায়ক স্ততিশালী।

ঋণগ্রস্ত (ক্রি) ঋণেন গ্রস্তঃ, ৩-তৎ। বহুঋণযুক্ত।

ঋণগ্রাহক (ক্রি) ঋণং গ্রহাতি, ঋণ-গ্রাহ-ধূল্। অধমর্গ, ঋণকারক, যে ঋণগ্রহণ করে।

ঋণঞ্চয় (পুং) ঋষেন্দোক্ত রাজবিশেষ।

ঋণচিৎ (পুং) ঋণমিব চিনোতি, চি-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ঋণের ভায় তত্তবেচ্চক বলমান।

ঋণদান (ক্ৰী) ঋণ দানঃ, ৬-তৎ। ঋণপরিশোধ।
 ঋণদায়ক (জি) ঋণঃ দদাতি, ঋণ-দা-বুল্। ঋণদাতা,
 উত্তমর্গ।
 ঋণদাস (জি) ঋণেন দাসঃ, ৩-তৎ। দাসবিশেষ, যে ঋণের
 অস্ত্র দাসত্ব স্বীকার করে।
 ঋণমৎকুণ (পুং) ঋণে মৎকুণ ইব, ৭-তৎ। ঋণঃ পরকৃতর্গং
 মমৈব ইতি কুণতি-বদতি, ঋণ-অমৎ-কুণ-ক। প্রতিভূ,
 লম্বক, জামিন।
 ঋণমার্গণ (পুং) ঋণং মার্গয়তে, পরার্থঃ স্বগতত্বেন প্রার্থয়তে
 ঋণ-মার্গ-ল্যু। জামিন।
 ঋণমুক্ত (জি) ঋণাৎ মুক্তঃ, ৫-তৎ। যে ঋণ পরিশোধ
 করিয়াছে।
 ঋণমুক্তি (ক্ৰী) ঋণাৎ ঋণস্ত বা মুক্তির্ভবত্যস্মাৎ। ঋণ-
 মুচ্-ক্তি। ঋণ পরিশোধ; বিগণন।
 ঋণমোক্ষ (পুং) ঋণাৎ মোক্ষঃ, ৫-তৎ। ঋণ পরিশোধ।
 ঋণমোচন (ক্ৰী) ঋণাৎ মোচয়তি, ঋণ-মুচ-ণিচ্-ল্যু।
 কাশীস্থতীর্থবিশেষ। (কাশীখণ্ড)
 ঋণলেখ্য (ক্ৰী) ঋণগ্রহণের উপযোগী পত্র, তমস্ক।
 [তমস্ক দেখ।]
 ঋণাদান (ক্ৰী) ঋণস্ত আদানঃ, ৬-তৎ। ১ অধমর্গের নিকট
 হইতে উত্তমর্গের ঋণ আদায়। ২ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত অষ্টাদশ
 বিবাদান্তর্গত ব্যবহারবিশেষ।
 ঋণাবন্ (জি) ঋণ-বনিপ্ দীর্ঘশ্চ। ঋণী।
 ঋণান্তক (পুং) ঋণমন্তয়তি, ঋণ-অন্তি-বুল্। মঙ্গলগ্রহ।
 মঙ্গলগ্রহের আরাধনায় ঋণ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।
 ঋণাপকরণ (ক্ৰী) ঋণস্ত অপকরণং অপনোদনং ৬-তৎ।
 অপ-ক-ল্যুট্। ঋণপরিশোধ।
 ঋণাপনোদন (ক্ৰী) ঋণস্ত অপনোদনং, ৬-তৎ অপ-হৃদ্-ল্যুট্।
 ঋণশোধ।
 ঋণিক (জি) ঋণমস্তাতি, ঋণ-ঠন্। ঋণী।
 (“বিশুণং প্রতিদাতব্যং ঋণিকেষু তদ্ধনম্।” যাজ্ঞঃ।)
 ঋণধনিচক্র (ক্ৰী) তত্রোক্ত গ্রাহমন্ত্রের শুভাশুভ প্রকাশক
 চক্রবিশেষ।

রূপযামলে লিখিত আছে—

“কোষ্ঠান্যেকাদশাঙ্কে বদেন পুরিতানি চ।
 অকারাদিহকারান্তং লিখেৎ কোষ্ঠে কু তত্রবিৎ ॥
 প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠে যু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু।
 স্বরং স্বরং লিখেৎ তত্র বিচারে খলু সাধকঃ ॥
 শেষেষ্টেকশো বর্ণানু ক্রমতস্ত লিখেৎ স্থবীঃ ॥

ষট্ কালকালবিয়দগ্নিসমুদ্রবেদ-
 থাকশশূন্যদহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণীঃ।
 যুগ্মবিপক্ষবিয়দস্বরযুক্তশাঙ্ক-
 ব্যোমাকিবেদশশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ।
 নামাজ্বলাদকঠবাঙ্গাজতুক্তশেষঃ
 জ্যোতিষোদয়রাদিকশেষমুণং ধনং স্তাৎ ॥”

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| ৬ | ৬ | ৬ | ০ | ৬ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ৬ |
| অ | ই | উ | ঋ | ৳ | এ | ঐ | ও | ঔ | অং | অঃ |
| আ | ঈ | ঊ | ঋ | ৳ | ই | ঐ | ও | ঔ | অং | অঃ |
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | ট |
| ঠ | ড | ঢ | ণ | ত | থ | দ | ধ | ন | প | ক |
| ব | ভ | ম | য | র | ল | ব | শ | ষ | স | হ |
| ২ | ২ | ৫ | ০ | ০ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ৪ | ১ |

প্রথমে একাদশ কোষ্ঠ আঁকিয়া চারিভাগে পূরণ
 করিবে। সেই সকল কোষ্ঠে অকারাদিক্রমে হকার অবধি
 লিখিবে। প্রথম পাঁচ কোষ্ঠে হ্রস্ব ও দীর্ঘক্রমে দুই দুই বর্ণ
 লিখিয়া পরে ক্রমাগত এক একটি বর্ণ লিখিবে। তৎপরে
 কোষ্ঠ সকলের উপরে ক্রমাগত ৬, ৬, ৬, ০, ৩, ৪, ৪, ০, ০,
 ০, ৩; ও নীচে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪, ১, এই
 কয়েকটি অঙ্ক লিখিবে। সাধ্য বর্ণসমূহ অর্থাৎ স্বরব্যঞ্জনরূপে
 পৃথক কৃত বর্ণ এবং ৬ প্রভৃতি বর্ণসমূহের সহিত মিলিত অঙ্ক
 এবং সাধকের নামাঙ্করসমূহ স্বর ব্যঞ্জনরূপে পৃথক করিয়া ২
 প্রভৃতি অঙ্কসহ মিলিত করিলে পরে ঐ উভয়কে অর্থাৎ সাধ্য
 ও সাধকের অঙ্করাশিষয়কে ৮ দিয়া ভাগ করিবে, উভয়ের
 অর্থাৎ সাধ্যের অঙ্ক অধিক হইলে ঋণ ও সাধকের অধিক
 ধন জানিয়া মন্ত্র দিবে।

মনে কর সাধ্যমন্ত্র ঈং এবং সাধকের নাম হরি। মন্ত্রের
 অঙ্ক ৬ আর সাধকের (হ+অ ইহাদের অঙ্ক ১+২ এবং
 ঈ+ই ইহাদের অঙ্ক ০+২) অঙ্ক ৫। অতএব দেখা যাইতেছে
 সাধ্য অঙ্ক ৬ ও সাধকের অঙ্ক ৫ এখানে উভয়েই ৮ আট দিয়া
 ভাগ হয় না, ইহাতে সাধক অপেক্ষা সাধ্যের অঙ্ক এক অধিক
 এই জন্ম ঋণ হইল। ইহার বিপরীত হইলে ধন হয়।

মন্ত্র ‘ঋণযুক্ত’ হইলে শুভপ্রদ এবং ধনযুক্ত হইলে অন্ততপ্রদ
 হইয়া থাকে। তাহাতে সাধ্য অর্থাৎ মন্ত্রণ অধিক হইলে
 অপ কর্তব্য। যথা,—

“মন্ত্রো যদ্যধিকারঃ স্তাৎ তদা মন্ত্রং অপেৎ স্থবীঃ।

সমেহপি চ অপেয়মন্ত্রং ন অপেতু ঋণাধিকে ॥

শূন্তে মৃত্যুং বিজানীয়াৎ তস্মাচ্ছূন্তং বিবর্জয়েৎ ॥”

মন্ত্রবর্ণ অধিক বা সম হইলে অপিবে। ঋণ অধিক হইলে
 অপিবে না। আর শূন্তে মৃত্যু জানিবে।

ঋণী [ন্] (জি) ঋণমন্তব্য, ঋণ-ইনি। ঋণগ্রহণ, যে ধার করিরাছে। (“আরমানো বৈ ব্রাহ্মণজিতিঋণৈঋণী ভবতি।” জতি)

ঋণোদ্গ্রাহণ (ক্রী) ঋণ উদ্গ্রাহণ, ৬-তৎ। অধমর্ণের নিকট ঋণ আদায় করা।

প্রাপ্য ঋণের প্রার্থনা করিলেও যদি অধমর্ণ পরিশোধ না করে, তবে তাহার প্রতি ব্যবহার লক্ষ্যে মন্থ বলিরাছেন,— “ধর্ম, ব্যবহার, হল, আচরিত ও বলপ্রয়োগ ইহার উত্তরোত্তর যে কোন উপায়ের দ্বারা প্রাপ্য অর্থের উদ্ধার করিবে।” অধমর্ণের আত্মীয় স্ত্রীদুর্গণের নিকট প্রিয়বাক্যের দ্বারা অর্থ প্রার্থনা ও তাহার অনুগমন করাকে ধর্ম বলে। আদায়কাল পর্যন্ত অধমর্ণকে সাক্ষীদিব্যাদি মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ব্যবহার। ঋণিকের ধনসম্পত্তি কৌশলক্রমে সংগ্রহ করিয়া, তাহার দ্বারা ঋণ আদায়কে হল কহে। স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি বন্ধ করিয়া, অথবা তাহার দ্বারদেশে উপবিষ্ট থাকিয়া আদায় করার নাম আচরিত। নিজের বাটীতে লইয়া আসিয়া তাড়নাদি করাকে বল প্রয়োগ কহে।”

কাত্যায়ন বলেন,—“রাজা, প্রভু ও বিপ্লবের নিকট সাহসনা বাক্যে, জ্ঞাতি ও শত্রুদিগের নিকট ছলে, বণিক, কৃষক ও শিষ্যগণের নিকট উচ্চবাক্য প্রয়োগে এবং দুইব্যক্তির নিকট তাড়না করিয়া ঋণ গ্রহণ করিবে।

ঋত (ধাতু) ভাদি° পর, (ঈয়ঙপক্ষে) আত্ম, (গত্যাৰ্থে) সক (অত্যাৰ্থে) অক সেট্। ১ গমন করা। ২ স্পর্শ করা। ৩ ঐশ্বর্য। ৪ স্তম্ভ। ৫ দয়া।

ঋত (ক্রী) ঋ-ক্ত। ১ উৎসৃষ্টকারী ব্যক্তি। (“ঋতমুৎসৃষ্টলং জ্যেষ্ঠমুতং শ্রাদ্ধবাচিতম্। মৃতস্ত যাচিতং তৈক্ষং প্রমৃতং কর্ণং স্মৃতম্।” মন্থ ৪।৫) ২ জল। ৩ সত্য। (জি) ৪ দীপ্ত। ৫ পূজিত। (ঋতমুৎসৃষ্টলং জলে সত্যো দীপ্তে পূজিতে স্মৃতং। মেদিনী) (পুং) ৬ বিষ্ণু। (“সহিসত্যমৃতকৈব পবিত্রং পুণ্যমেব চ।” ভারত ১।১।২৫৩) ৭ সূর্য। ৮ পরব্রহ্ম। ৯ রক্ত। ১০ দেবতাবিশেষ। ১১ যজ্ঞ। ১২ দক্ষকন্তার গর্ভজাত ধর্মপুত্র। ১৩ মিমিলেশ্বর বিজয়ের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম শুনক।

ঋতজিৎ (পুং) ঋতং জয়তি, ঋত-জি-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ যজ্ঞবিশেষ। (জি) ২ যজ্ঞভোতা।

ঋততুঙ্গ (জি) ঋতং তুঙ্গং কীর্তিগন্ত, বহুব্রী। সত্যই বাহার কীর্তিস্বরূপ, যে সত্যের জন্ত বিখ্যাত।

ঋতধামা [ন্] (পুং) ঋতং ধাম অস্য, বহুব্রী। ১ বিষ্ণু। ২ পরমেশ্বর। ৩ ইন্দ্রবিশেষ, ইনিই ত্রয়োদশ মন্বন্তরের মন্থ হইবেন।

ঋতধ্বজ (পুং) ১ ব্রহ্মবিশেষ। ২ রক্তবিশেষ, একাদশ রক্তমধ্যে একজন। ৩ রাজা শত্রুজিতের পুত্র। ৪ বৈদিশ নগরের রাজা। ৫ প্রত্যদিনের নামান্তর।

ঋতনি (পুং) ঋতং জলং নয়তি, ঋত-নী-কিপ্, হ্রস্বশ্চ নিগা-তনাৎ। সূর্য।

ঋতপর্ণ (পুং) সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ; ইনি অযুতাস্থের পুত্র। নলরাজা ইহারই নিকট সারথি হইয়া কলিকোপের শেষকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অক্ষকৌড়ী ও গণনা বিষয়ে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কলিভয়নাশক নামাবলি মধ্যে ইহার নামও কীর্তিত আছে; (“কর্কোটকজ্ঞ নাগজ্ঞ দময়ন্ত্যা নলজ্ঞ চ। ঋতপর্ণজ্ঞ রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্।”)

ঋতপেয় (পুং) ঋতং স্বর্গকলং পেয়ং ভোগ্যমস্মাৎ, বহুব্রী। যজ্ঞবিশেষ।

ঋতপেশা [ন্] (পুং) ঋতং জলং পেশা রূপং যজ্ঞ, বহুব্রী°। বরুণ (“বরুণায় ঋতপেশে স দধীত।” ঋক্ ৫।৬৬।১)

ঋতপুত্ৰ (পুং) ১ যজ্ঞীয় হবির্ভোজক দেবতাবিশেষ। ২ সত্যস্বরূপ দেবতা।

ঋতম্ (অব্য) ঋত-কমি। সত্য।

ঋতস্তর (পুং) ঋতং বিভর্তি, ঋতম্-ভৃ-থচ্। ১ সত্যপালক। ২ পরমেশ্বর। (স্ত্রিয়াং টাপ্) ৩ প্রক্ষদীপান্তর্গত নদীবিশেষ। ৪ নিঃসন্ধি সমাধিহ প্রজাবিশেষ।

ঋতব্রত (পুং) শাকদ্বীপস্থ উপাসকবিশেষ।

ঋতবাদী [ন্] (জি) ঋতং সত্যং বদতি, ঋত-বদ-গিনি। সত্যবাদী।

ঋতসদৃ (পুং) ঋতে যজ্ঞে সীদতি, ঋত-সদ-কিপ্। অগ্নি। ঋতসদন (ক্রীং) ঋতায় যজ্ঞায় সীদত্যগ্নিন্, ঋত-সদ-লুট্। যজ্ঞার্থ উপবেশন স্থান।

ঋতসাপ (জি) যে যজ্ঞপ্রদান করে। (“যে চিহ্নিপূর্ব্ব ঋত-সাপ আসন্।” ঋক্ ১।১৭৯।২। ৩। ঋতসাপ ঋতস্ত যজ্ঞতাপরিতায়ঃ। সায়ন)

ঋতস্পতি (পুং) ঋতস্য যজ্ঞস্ত পতিঃ, ৬-তৎ। যজ্ঞপতি। ঋতাবন্ (জি) ঋতমন্ত্যতি, ঋত-বনিপ্ দীর্ঘশ্চ। যজ্ঞবিশিষ্ট। ঋতারুধ্ (জি) ঋতং যজ্ঞং বর্দ্ধয়তি, ঋত-বৃধ্ (অন্তত্ব-ত-নিজর্থে) কিপ্, দীর্ঘশ্চ। যজ্ঞবর্দ্ধক।

ঋতি (ক্রী) ঋতিন্। ১ কল্যাণ। ২ পথ। ৩ নিশা। ৪ স্পর্শ। ৫ গমন। ৬ অমঙ্গল। ৭ নরমেধ যজ্ঞের দেবতাবিশেষ।

ঋতিহর (জি) ঋতিং করোতি, ঋতি-হ-থচ্, যুচ্ চ। ১ শুভকারক। ২ অমঙ্গলকারক।

ঋতীয়া (জি) ঋত-জি-৩-টাং ১ ২ যথা। ২ জুলাই।
অর্জন, জিগীষ।

ঋতীযহ্ (জি) ঋতিং নীড়াং পক্ষা সহতে, ঋতি-সহ-কিপ,
দীর্ঘঃ বহুত। ১ পীড়াসহ। ২ পক্ষসহ।

ঋতু (পুং) ঋ-(অর্জেষ্ট তুঃ। উৎ ১।৭২) ইতি তুঃ
চকারাৎ কিল। কালবিশেষ। হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম,
বর্ষা, শরৎ এই ছয় কাল। বেদে পঞ্চঋতু এবং পাঁচাত্তা
পাঞ্চে চারি ঋতুর উল্লেখ আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, ঋতু হইবার কারণ কি?

আমাদের আদিবেদ ঋকসংহিতার মতে, সূর্য্যই ঋতুর
বিভাগকারী। যথা—

“উৎসংহারায়াহু তুর্দধররমতিঃ

সবিতা দেব আগাৎ।” ঋক্ ২।৩৮।৪।

বিরামহীন ও ঋতুবিভাগকারী জ্যোতিষ্মান সূর্য্য যখন
আবার উদিত হন, তখন মানব শয্যা ছাড়িয়া গাত্রোখান
করে।

ঋকসংহিতার মতে ঋতু পাঁচটি কেহ কেহ ছয়টি বলিয়া
থাকেন। যথা—

“পঞ্চপাদং পিতরং বাদশাকৃতিং

দিব আহঃ পরে অর্কে পুরীষিণং।

অথে মে অস্ত উপরে বিচক্ষণং

সপ্তচক্রে বহুর আহরপিতং।” ঋক্ ১।১৬৪।১২।

পঞ্চপাদ ও বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য স্বর্গের পরম
অর্কে থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে পুরীষী বলে। যখন
অপর অর্কে আসেন, কেহ কেহ ছয় অরযুক্ত সপ্তচক্রবিশিষ্ট
রথে অর্পিত করে।

এখানে পঞ্চপাদের অর্থ পঞ্চ ঋতু। সারনের মতে,
হেমন্ত ও শিশির এক বলিয়া পঞ্চ ঋতু বলা হইয়াছে।

পৃথিবীর কক্ষের গতি অনুসারে ঋতু পরিবর্তন হয়, ঋক্-
সংহিতায় তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

“পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে

ভস্মিমা তত্বত্ববনানি বিখা।

তত্ত্ব নাক্ষত্ৰপাণ্ডে তুরিতারঃ

সনাদেব ন সীর্ঘ্যতে সনান্তিঃ।” ১।১৬৪।১৩।

পরিবর্তনশীল পঞ্চ অরযুক্ত চক্রে নিখিল ভুবন গীন
আছে, তাহার অক্ষ অধিকতর ভাববহনেও ক্লান্ত হয় না,
তাহার সান্ধি চিরকাল সমান, কখন শীর্ণ হয় না।

সুপ্রত শিখিরাছেন—

“সংবৎসরাশ্রমো ভগবাদাদিত্যো গতিবিশেষো নাক্ষত্রিকসম্ভব-

কঠাকলায়ুর্ভূতাহোরায়শ্চক্ষমশির্ষরমসংবৎসরযুগপ্রতিভাগ
করোতি।” (সুপ্রহাস ৩ অঃ)

তগবান্ সূর্য্য গতিবিশেষ দ্বারা কালের সংবৎসররূপ
দেহকে অক্ষি, নিমেষ, কাঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, আহোরাত্র, পক্ষ,
মান, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ এই সকল অংশে বিভক্ত
করেন।

সুপ্রতের মতে—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত
এই ছয় ঋতু। বার্ষিক মাসের মধ্যে মাঘ ও কান্তন শিশির,
চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র
বর্ষা, আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত।
শীত উষ্ণ বর্ষাদি ঋতুর লক্ষণ। কাল চক্রসূর্য্য কর্তৃক বিভক্ত
হইয়া দুইটি অয়ন হয়, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়নের
সময়ে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতু হয়। এই সময়ে
চন্দ্র ভেজঃপূজ্য হয়। সেই জন্ত অন্ন, লবণ ও মধুর এই তিন
রস অর্থাৎ এই তিন রসের ওষধি সকল বিশেষরূপে জন্মে।
প্রাণিমায়ে ক্রমশঃ বলবান্ হয়। উত্তরায়ণ কালে শিশির,
বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু হয়। এই সময়ে সূর্য্য ভেজঃপূজ্য
হইয়া থাকেন, তাহাতে তিক্ত, কষায় ও কটু এই তিন রসই
বলবান্ হয় এবং প্রাণিদিগেরও বল ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে।

আয়ুর্কেন্দ্র মতে—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও
প্রাবৃত্ত এই ছয় ঋতু। ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্তিক অগ্রহায়ণ
শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ
গ্রীষ্ম এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃত্ত।

ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালে ওষধি সকল নূতন জন্মে,
কাজেই অন্নবীৰ্য্য, জলক্লেশমুক্ত ও সুতিকা মলপূর্ণ হয়। এই
ঋতুতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভূমি জলে আর্দ্র ও প্রাণিগণের
দেহও আর্দ্র থাকে। আর্দ্র দেহে শীতল বায়ুসংযোগে
অগ্নিমান্দ্য হয়। সুতরাং নূতন অন্নবীৰ্য্য ওষধি খাইলে
কিছা সেই অপরিষ্কার জল পান করিলে পরিপাকের কালে
অন্নরস হৃদ্বি পায়, শুদ্ধারা কোন কোন স্থানে গলা-জলিয়া
উঠে। বিদাহ অজীর্ণ, কারণ এই সময়ে পিত্তের সঞ্চয় হয়।
শরৎকালে আকাশ মেঘলুপ্ত হইলে ও কাদা শুকাইয়া গেলে
সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণ দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপিত।
পৈত্তিক জন্ত ব্যাধি জন্মে। হেমন্তকালে ওষধি সকল পরি-
পক ও বলবান্, জল নির্মল এবং সূর্য্যের ভেজঃক্রমশঃ হ্রাস
হয়। কাজেই হিম ও শীতল বায়ু দ্বারা প্রাণিগণের দেহ
জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এই কালে দিহু, শীতল, শুষ্কপাক
ও পিচ্ছিল ওষধিসমূহ ও জল দ্বারা শরীরে স্নেহের সঞ্চয় হয়।
বসন্তকালে জীব শরীর অন্ন জড়ীভূত থাকে। এইকালে

শরীরে পূর্ণ দক্ষিণ রেখা দৃষ্টকিরণ দ্বারা সর্বশরীরে ব্যাপিতা রেখা জন্ম রোগ আশ্রয়।

গ্রীষ্মকালে জল লঘু; ওষধি নীরস, ক্লক ও লঘু এবং দৃষ্টকিরণে প্রাণিগণের শরীরও শুষ্কপ্রায় হয়। এ প্রকার ওষধিতক্ষণ বা জলপান করিলে নীরস, ক্লকতা ও লঘুতা হেতু প্রাণীশরীরে বায়ুর সঞ্চয় হয়। প্রাবৃত্তিকালে ভূমি জলে আর্দ্র ও প্রাণীর দেহও আর্দ্র হইলে শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বাতিক জন্ম ব্যাধির কারণ উপস্থিত হয়। এইরূপে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের সঞ্চয় ও প্রকোপের কারণ হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে, হেমন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালে যে দোষ সঞ্চিত এবং শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃত্তি ক্রমাগত পিত্ত, স্নেহা ও বাতজন্ম যে সকল দোষ কুপিত হয়, তাহার প্রতিকার করা কর্তব্য।

কোন কোন দিন প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্নে প্রাবৃত্তির লক্ষণ, সন্ধ্যায় বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রি শরভের লক্ষণ এবং রাত্রি অবসানকালে হেমন্তের লক্ষণ লক্ষিত হয়। দিব্যরাত্রি মধ্যে একরূপ হইলে বাত, পিত্ত ও স্নেহায় সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রতিকার হইয়া থাকে। ঋতুর ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ যে যে ঋতু' যে সময়ে হওয়া উচিত তাহা না হইলে ওষধি ও জলের অবস্থা বিস্তৃত হয় এবং মামবগণের নানাপ্রকার অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। যথাকালে ঋতু হইলে ওষধি ও জল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহাদের ব্যবহার করিলে জীবগণের আয়ু বল ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ ঋতুর অভাব হয় না, তবে সময়ে সময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিশেষে একরূপ ঘটনা থাকে।

হেমন্ত ঋতুতে উত্তর দিক্ হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে দিক্ সকল ধূম ও ধূলিতে এবং পৃথিবী হিমে আবৃত্ত হয়। এই সময়ে হস্তী প্রভৃতি উদ্ভিদোজী প্রাণিগণ বলবান্ হইয়া উঠে। শিশির কালে অতিশয় শীত হয়, প্রবল বায়ু বহে এবং হেমন্তকালের সকল লক্ষণ ঘটয়া থাকে। বসন্তকালে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু বহে, পৃথিবী নানাপ্রকার উপাদেয় কল কূলে পরিণোভিত হয়, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণের লজ্জিতে প্রকৃতি স্নোহর বেশ ধারণ করেন। গ্রীষ্মকালে নৈঋত কোণ হইতে অমৃধকর বায়ু বহিতে থাকে; সূর্য্যের কিরণ তীক্ষ্ণ ও ভূমি সকল উত্তপ্ত ও দিক্ সকল প্রজ্জ্বলিতপ্রায় দৃষ্ট হয়; যক্ষ পক্ষপুং, জীবজন্তু ত্বাভূর হইয়া উঠে। প্রাবৃত্তিকালে পশ্চিমে বায়ু বহে; পশ্চিমদিক্স্থ বায়ু কষ্টক্ৰমে আবৃত্ত হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, বিহ্ব্য ও গভীর গর্জনের সহিত জল পড়িয়া থাকে। বর্ষাকালে নদীসকল

জলে পূর্ণ হয়, পৃথিবী বহু শস্তে পরিণোভিত হন, মেঘ জল গর্জন করিয়া বর্ষণ করে। শরৎকালে সূর্য্যের কিরণ ধরতর হয়, শ্বেতবর্ণ মেঘ থাকায় আকাশ নির্মল দেখায়; ভূমি সকল শুষ্ক হয় এবং সরোবরে পদ্ম কুমুদাদি জলজ ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

বসন্তকালে, যষ্টিক, যব, শীত, মৃদগ, নীবার, কোজ্রব প্রভৃতি শস্ত, লাব, বিকির (কশোত প্রভৃতি) প্রভৃতির মাংস যব, পটোল, নিম্ব, বার্তাকু, প্রভৃতির বাজন, তীক্ষ্ণ, ক্লক, কটু, ক্ষার, কষায়, শুষ্ক ও উষ্ণদ্রব্য, স্নান, মৈথুন, বল, বিহার প্রভৃতি উপকারী। মধুর রস, স্নিগ্ধ ও শুষ্ক দ্রব্য, এবং দিব্যানিজ্রা পরিভ্যাগ করিবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে যব, যষ্টিক, গোধূম, পুরাভন তণুল, উষ্ণোষ্ণ মাংস রস শুষ্কদ্রব্য, বলকর এবং যে সকল দ্রব্য কক্ষকর, ইহাদের ব্যবহার উপকারী। নদীজল, উষ্ণ ও ক্লক দ্রব্য, অন্ন জলযুক্ত শক্ত, মৌত্র, ব্যায়াম, দিব্যানিজ্রা, মৈথুন ও মদ্য পরিভ্যাগ করিবে। প্রত্যেক ঋতুতে এইরূপ ব্যবহার করিলে, তাহার ঋতু জন্ম রোগ উপস্থিত হয় না।

যুরোপীয় জ্যোতির্বিদগণের মতে, পৃথিবীর আক্ষিক স্থিতি হইতে তাহার কক্ষের সমকাত্মসারে ঋতুসকল উদ্ভিত হইয়া থাকে। সূর্য্য দক্ষিণ-অয়নান্তবিন্দু হইতে মহাবিশুবরেখায় গমন করিলে, ইহার মধ্যবর্তী সময় শীত, মহাবিশুব হইতে উত্তরা-য়নান্তবিন্দুতে আসিলে ইহার মধ্যবর্তী সময় বসন্ত; আবার ঐ স্থান হইতে তুলারাপিতে প্রবেশ করিলে ইহার মধ্যবর্তী কাল গ্রীষ্ম, আবার তথা হইতে দক্ষিণ-অয়নান্তবিন্দুতে আসিলে শরৎকাল হয়। সূর্য্যের গতি হইতে উক্ত ঋতু-পরিবর্তন পৃথিবীর গতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

২ জ্যৈষ্ঠঃ। [ঋতুমতী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ দীপ্তি। ৪ মাস। শ্রবীর।

(ঋতু: জীকুহ্মে মাসি বসন্তাদিশ্রবীরয়োঃ। বিশ্বং তে ২০।)

ঋতুকাল (পুং) ঋতো: কালঃ, (স্নাতো:শির ইত্যাদিবৎ) অভিন্ন ৬-ভং। জ্যৈষ্ঠের রজোদর্শনের প্রথম রাত্রি হইতে ঘোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত। [ঋতুমতী দেখ।]

ঋতুকালীন (ত্রি) ঋতুকালন্ত ইদং, জন্ম। ঋতুকালসম-কীয়, ঋতুকালে বাহা ঘটয়া থাকে।

ঋতুগামী [নৃ] (ত্রি) ঋতো গচ্ছতি, ঋতু-গম-গিনি। যে ঋতুকালে গন্তব্য হয়।

ঋতুগ্রহ (পুং) ঋতুমাং গ্রহো যজ্ঞ, বহত্রী। যজ্ঞবিশেষ।

ঋতুজিহ (পুং) মিথিলারাজবংশীয় জমকরাজা, ইনি কুশ-অজয়ের পরবর্তী সপ্তমপুরুষ।

ঋতুখা (অব্য) কালে কালে। (বিষ্ণু ৫।১৩)

ঋতুধর্ম (পুং) ঋতুনাং ধর্মঃ ৬-তৎ। ঋতুগণের অবস্থা, যে ঋতুতে বৈরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

ঋতুধামা [ন] (পুং) ঋতুধামকালীন ইজ্ঞ। (“ঋতু-পুত্রস্ত সাবর্ণো ভবিতা ঋতুধামা মনুঃ। ঋতুধামা চ তত্ত্বৈজ্ঞো ভবিতা শৃং মে হুরান্।” বিষ্ণু ২।৩২)

ঋতুপতি (পুং) ঋতুনাং পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ, ৬-তৎ। বসন্ত ঋতু।

ঋতুপরিবর্ত (পুং) ঋতুনাং পরিবর্তঃ, ৬-তৎ। এক ঋতুর পর অল্প ঋতুর আগমন।

ঋতুপর্ণ (পুং) রাজবিশেষ। [ঋতপর্ণ দেখ।]

ঋতুপা (পুং) ঋতুন্ পাতি রক্ষতি, পা-কিপ্। ঋতুযু সোমং পিবতি, ঋতুভির্দেবৈঃ সহ সোমং পিবতীতি বা, পা-কিপ্। বর্ষপালক, ইজ্ঞ।

ঋতুপাত্র (স্ত্রী) অশ্বথ প্রভৃতি কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। (“তন্মাদবধে ঋতুপাত্রে স্রাতাং কাশ্মার্যাময়েত্বেব ভবতঃ।” শত ব্রা ৪।৩।৩।৪)

ঋতুপ্রাপ্ত (ত্রি) ঋতুঃ তদযোগ্যঃ পুষ্পাদিঃ প্রাপ্তোহনেন। ১ যে সকল বৃক্ষের ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হয়, অবস্থায় বৃক্ষ। ২ যাহারা ফলমাত্র ভোজন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

ঋতুমৎ (ত্রি) ঋতু-মতুপ্। ঋতুযোগ্যফলপুষ্পবিশিষ্ট।

ঋতুমতী (স্ত্রী) ঋতুরম্মা অতীতি, ঋতু-মতুপ্-ভীষ্। ঋতুযুক্তা স্ত্রী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—রজঃশলা, স্ত্রীধর্ম্মিনী, অম্বী, আত্রয়ী মলিনী, পুষ্পবতী, উদ্যকা। (অমর)। বৈদ্যকোক্ত ঋতু-মতীর লক্ষণ—মুখ কিঞ্চিং ক্ষীত ও প্রসন্ন, মুখমধ্যে ও দন্তে অধিক ক্লেদসঞ্চয়, কৃষ্ণিদেশ, চক্ষুর্দৃষ্ণ ও কেশপাশের শিথিলতা; বাহু, স্তন, নিতম্ব, নাভি, উরু, জঘন ও কটাদেশের ক্ষুরণ হইয়া থাকে এবং সেই স্ত্রী সঙ্গদেহু, প্রিয়ভাবিনী, হর্ষ ও ঔৎসুক্যশালিনী হইয়া থাকে। (চরক।)

মহর্ষি স্মৃতিতে বলেন—

“নিয়তং দিবসেহতীতে সঙ্কুচ্যত্বজ্জং যথা।

ঋতৌ ব্যতীতে নার্যাস্ত যোনিঃ সংব্রিজেত তথা॥

মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাস্তদার্ত্ত্বম্।

জীবৎ কৃষ্ণং বিগচ্ছৎ বায়ুর্ঘোনিমুখং নয়েৎ॥

তর্ষাদ্বাদশাং কালে বর্ত্তমানমৃশ্ণু পুনঃ।

জর্যাপকশরীরাপাং ব্যতি পঞ্চাশতঃ ক্রমম্॥”

স্মৃতিতে শারীর অঃ।

দিবাবসান হইলে পক্ষ যেমন মুদিত হয়, সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলে নারীদিগের যোনিও মুদিত হয়। আর্ন্তব-শোণিত এক মাসে সঞ্চিত হয়, উহা জীবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ-

বিশিষ্ট হইয়া বায়ু কণ্টক ধমনী দ্বারা যোনিমুখে নীত হয়। স্ত্রীলোকের ঋতু ষাদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জীর্ণ হইলে ক্ষয় হয়।

ভাবমিশ্রের মতেও—

“ষাদশাৎসরাদৃক্ষ্যাপঞ্চাশৎ সমাঃ স্ত্রিয়ঃ।

মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যবর্ত্তবৎ শ্রবেৎ॥

আর্ন্তবস্ত্রাবদবস্যাৎ ঋতুঃ বোড়শরাত্রয়ঃ।

গর্ভগ্রহণযোগ্যস্ত স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥”

ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ৭ঃ, ১ম ভাগ।

বার বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ভগদ্বার দিয়া সম্ভাবতই মাসে মাসে আর্ন্তব নির্গত হয়। আর্ন্তব নিঃসরণের প্রথম দিবস হইতে বোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতু, তাহাই গর্ভগ্রহণ যোগ্যকাল।

বৈদ্যকগ্রন্থ হারীতের মতে—

“রজঃ সপ্তদিনং যাবৎ ঋতুশ্চ ভিষজাং বরঃ।”

হে ভিষক্শ্রেষ্ঠ! সপ্তদিন পর্য্যন্ত যাবৎ রজঃ হয়, তাহা-রই নাম ঋতু।

বাভটের মতে—

“ঋতুস্ত.ষাদশনিশাঃ পূর্বাভিপ্রশ্চ নিল্লিতাঃ।”

(শারীরস্থান ১ অঃ)

প্রথম দিবস হইতে ষাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল, ইহার প্রথম তিন দিন নিল্লিত।

ভগবান্ মহুর মতেও—

“ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ বোড়শ স্মৃতাঃ।

চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্ক্সমহোভিঃ সধিগহিতৈঃ॥” মনু ৩।৪৬।

শিষ্টনির্মিত প্রথম চারিদিন লইয়া স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় বোড়শ রাত্রি।

সংহিতাকারগণের মতে, ঋতু দুই প্রকার, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ ষাদশ বর্ষ হইতে রজোদর্শন হইলে তাহাকে প্রকাশিত ঋতু এবং ষাদশ বর্ষের পরে রজঃ প্রকাশিত না হইলে তাহাকে অপ্রকাশিত বা অন্তঃপুষ্প বলা যায়। যথা—

“বর্ষাদ্বাদশকাদৃক্ষ্যং যদি পুষ্পং বহির্নহি।

অন্তঃপুষ্পং ভবত্যেব পনসোড়ু দ্বাদশবৎ॥” কশ্যপ।

যদি বার বর্ষের পর পুষ্প বাহিরে প্রকাশিত না হয় তাহাকে পনস উড়ু দ্বাদশের মত অন্তঃপুষ্প বলা যাইতে পারে।

এদেশে ঋতুমতী বা প্রথম পুষ্পোদগম হইলে, তাহাকে “ফল দেখা” বলে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন্ তিথিতে আদ্য ঋতু হইলে কিরণ ফল হয়, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

প্রতিপদে আদ্য ঋতু হইলে বিধবা, দ্বিতীয়াতে পুত্রবর্ধিনী, তৃতীয়াতে সৌভাগ্যবতী, চতুর্থীতে সুখনাশিনী, পঞ্চমীতে হৃতগা, ষষ্ঠীতে সম্পত্তি ও সপ্তমীতে ধননাশিনী, অষ্টমীতে সুখ ও পুত্রবারিণী, নবমীতে ক্লেশভোগী, দশমীতে সুখ, একাদশীতে অর্থনাশ, দ্বাদশীতে রতিবর্ধিনী, ত্রয়োদশীতে মঙ্গলকারিণী, চতুর্দশীতে হৃতগা, পূর্ণিমা ও অমাবস্তার দুঃখ-রোগবিধ্বিনী হয়। চৈত্রমাসে আদ্য ঋতু হইলে বিধবা, বৈশাখে বহুপুত্রবতী, জ্যৈষ্ঠে কন্যা, আষাঢ়ে মৃত্যুদায়িনী, শ্রাবণে ধনহারিণী, ভাদ্রে হৃতগা এবং ক্রীষা, আশ্বিনে তপস্বিনী, কার্তিকে নিধিনী, অগ্রহায়ণে বহুপুত্রবতী, পৌষে ব্যভিচারিণী, মাঘে পুত্রস্বাধিতা এবং ফাল্গুনে সর্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আদ্য ঋতুতে জীলোকদিগের পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র সুখ-প্রদ, ভরণী কামবর্ধিনী, কৃত্তিকা দৈত্যতাকারিণী, রোহিণী সুখদা, মৃগশিরা কামভোগকর। আর্দ্রা সুখদা, পুনর্বসু সুখকর, পূষা সুখবর্ধিনী, অশ্লেষা অন্তঃকারিণী, মঘা শোকপ্রদা, পূর্ব ও উত্তর কন্থনীতে বৈধবা, হস্তা পুত্রবর্ধিনী, চিত্রা অঙ্গের সৌন্দর্য্যকারিণী, স্বাতি শুভকারিণী, বিশাখা সুখনাশিনী, অহরাধার অর্থভোগ, জ্যেষ্ঠার পতিবিরোধ, মূলার অন্তঃ, পূর্বাষাঢ়ার অর্থনাশ, উত্তরাষাঢ়ার সুখ, শ্রবণার সুখবৃদ্ধি এবং ধনিষ্ঠা প্রভৃতি অবশিষ্ট পাঁচ নক্ষত্র সুখপ্রদ হয়।

ঋতুমতী জী ঋতুর প্রথম দিন হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। দিবানিত্রা, অজ্ঞান, অশ্রপাত, মান, অহুলেপন, তৈলাদি মর্দন, নখচ্ছেদন, ধাবন, অতিশয় হান্ত বা উচ্চৈঃস্বরে কথন, উচ্চশব্দ শ্রবণ, অবলম্বন, বায়ুসেবন ও পরিশ্রম ত্যাগ করিবেন। কারণ গর্ভের সন্তান দিবানিত্রার দ্বারা নিত্ৰাশীল, অজ্ঞান ব্যবহার করিলে অন্ধ, অশ্রপাতের দ্বারা বিকৃত দৃষ্টি, মান ও অহুলেপনে দুঃখিত, তৈলাদি মর্দনে কুষ্ঠবৃদ্ধি, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অতিশয় কথনে প্রলাপী, অতিশয় শব্দশ্রবণে বদ্বির, অবলম্বনে চঞ্চল, বায়ু-সেবন ও পরিশ্রম করিলে উন্মত্ত এবং অতিশয় হান্ত করিলে দম্ব ওষ্ঠ, ভাদু ও জিহ্বা কপিশ বর্ণ হয়।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, জীলোক ঋতুমতী হইলে প্রথম তিন দিন কুশাসনে শয়ন, করতল, শয়্য বা পদ্মে হবিষ্যার ভোজন এবং স্বামিসহবাস পরিভাগ করিবেন। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বজ্রালঙ্কার পরিধান ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অগ্নে পতিকে মর্দন করিবেন। কারণ ঋতু স্নান করিয়া জীলোক বেদ্রপ পুরুষ মর্দন করেন, সেইরূপ সন্তান হয়। অনন্তর সন্তান জন্ম হইবে সকল নিয়ম আছে, পুরোহিত ভাষা

সমাধা করিবেন। [গর্ভাধান দেখ।] তৎপরে পতি ব্রহ্ম-মাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভাব্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে স্ত্রী ও হৃতযোগে শালিতবুলের অন্ন ভোজন করিবেন। পক্ষীও একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই দিবসে তৈল-মর্দন ও অধিক পরিমাণে মাষকলাই সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিবেন। পরে পতি বেদাদি শ্রবণাঙ্গ বিশ্বাস করিয়া ও পুত্রকাম হইয়া সেই রাজ্যে কিছা বর্ষ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে পক্ষীতে উপগত হইবেন। চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যত পরে সহবাস হয়, সন্তান ততই দৃষ্টপুষ্টি বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে আর সমাগম করিবে না।

ঋতুর প্রথম দিবস গমন করিলে আয়ুক্ষর, দ্বিতীয় দিবসে স্ত্রীকাগ্ধে সন্তান নষ্ট হয় এবং তৃতীয় দিবসে সন্তান অস-ম্পূর্ণ অঙ্গ বা অস্বাস্থ্য হয়। অতএব ঋতুর তিন দিবস গমন করিবে না; আবার দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনর্বার এক মাসের পর গমন করা উচিত। [গর্ভ দেখ।]

স্বস্তিশাস্ত্রের মতে ঋতুমতী হইলে আদ্য ঋতুতেই মঙ্গল-চার করিবে। যথা—

“প্রথমর্ভৌ তু পুণ্ড্রিণ্যাঃ পতিপুত্রবতী জিয়াঃ।

অক্ষতৈরাসনং কুর্ধ্যাত্তিস্তাংস্তারুপবেশয়েৎ ॥

হরিত্রাংগন্ধপুষ্পাদীনং দদ্যাত্তাং লবণং ॥

আশিষো বাচয়েয়ুতাঃ পতিপুত্রবতী ভব ॥

দীপৈর্নীরাজনং কুর্ধ্যাৎ সদীপে বাগয়েদগ্ধে ॥

তাঃ সর্বাঃ পুত্রয়েৎ পশ্চাৎ গন্ধপুষ্পাক্তাদিভিঃ ॥

লবণাপুপমুগাদি দদ্যাত্তাভ্যঃ স্বস্তিতঃ ॥”

প্রয়োগপারিজাত।

ঋতুমতী নারীর প্রথম ঋতুতেই পতিপুত্রবতী নারীগণ, অক্ষত দ্বারা আসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাহাকে বসাই-বেন। অনন্তর হরিত্রা, গন্ধপুষ্প, তাৎবূল ও মাল্যাদি প্রদান করিয়া “তুমি পুত্রবতী হইয়া পতির সহিত সুখে কাল যাপন কর” এই বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন। পরে তাহাকে প্রদীপবিশিষ্ট গৃহে বসাইয়া দীপ দ্বারা আরতি করিবেন। পশ্চাৎ সেই গৃহের গৃহিণীরা ঐ সকল পতিপুত্র-বতী রমণীগণকে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া আপন শক্তি অহুসারে তাহাদিগকে লবণ, মিষ্টক ও সুগন্ধি প্রদান করিবেন।

ঋতুযাত্রী (স্রী) ঋতুনাং যাত্রা, ৬-তম। পৌর্ণমাসের প্রথম দিবস। ঋতুযাত্রী (পু) ঋতুনাং যাত্রা, ৬-তম ঋতু-রাজন-৫-ট। (যোজা-হঃ সখিত্যট্। পা ৫।৪।১১।) বসন্তকাল।

ঋতুলিঙ্গ (স্ত্রী) ঋতুনাং লিঙ্গং চিহ্নম্, ৬৩৭। ১ ঋতুপর্বরে বসন্তাদি ঋতুচিহ্ন।

ঋতুরতি (পুং) ঋতুর্ বৃদ্ধির্ভুক্ত, বহুব্রীং। বৎসর।

ঋতুবেলা (স্ত্রী) ঋতুনাং বেলা কালঃ, ৬৩৭। ঋতুকাল।

ঋতুশস্ (অব্য) ঋতু-শস্। অতি ঋতুতে, কালে কালে।

ঋতুসন্ধি (পুং) ঋতোঃ সন্ধিঃ, ৬৩৭। ঋতুদ্বয়ের মিলনকাল, প্রথম ঋতুর শেষ সপ্তাহ এবং পরিবর্তি ঋতুর প্রথম সপ্তাহ, এই কালকে ঋতুসন্ধি বলে।

(“ঋতোরত্যাতি সপ্তাহারতুসন্ধিরিতি শ্রুতঃ।” বাটট।)

ঋতুসময় (পুং) ঋতোঃ সময়ঃ, ৬৩৭। ঋতুকাল।

ঋতুসংহার (পুং) ঋতুনাং সংহারো মেলনং যজ্ঞ। বহুং। মহাকবি কালিদাস প্রণীত বড় ঋতুবর্ণনাম্বক কুজ কাব্য।

ঋতুসেব্য (ত্রি) ঋতুর্ সেব্যঃ। ঋতুতেদাহসারে যখন বাহ্য ব্যবহার করা যায়।

যুজ্ঞতে লিখিত আছে, বর্ষাকালে প্রাণিদ্বিগের শরীর ক্লিন্ন ও অগ্নি মন্দ থাকে, বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া উঠে; এজন্য ক্রম বিশোধক ও দোষসংহারক কষায়, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, ঘন, যে বস্তু অধিক মিষ্ট বা অধিক ক্রক নহে সেই সকল পদার্থ, উষ্ণ এবং অগ্নির উদ্দীপক ভোজ্য আহার করিবে। এই সময়ে বৃষ্টির জলই পান করা সর্বোৎকৃষ্ট, নতুবা উষ্ণ জল মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ভূম-ধ্যাহ্ন বাস্প পরিহারের জন্য খাট, চৌকি প্রভৃতিতে শয়ন কর্তব্য। অতিরিক্ত জলপান, হিমসেবা, মৈথুন, আতপ, ব্যায়াম, দিবানিদ্রা এবং অজীর্ণকর ভোজন সর্বথা পরিত্যাগ করিবে। শরৎকালে কষায়, মধুর ও তিক্তরস, দ্রুৎ, মিষ্টান্ন, মধু, সর্ষপ্ৰকার তণ্ডুলাদি, জাকল (মুগাদির) মাংস, নদী, তড়াগ এবং পুষ্করিণী প্রভৃতির জল, হিতকারী; এতদ্বির পিত্ত-প্রশমনকারক সকল দ্রব্যই ব্যবহার করিবে। তীক্ষ্ণ বীৰ্য্য, অন্ন, উষ্ণ ও ক্ষারদ্রব্য, দিবানিদ্রা, রোজ, রাজিলাগরণ ও মৈথুন অহিতকারী। হেমন্ত ও শিশিরকালে লবণ, ক্ষার, তিক্ত, অন্ন ও কটুরস; তৈল, ঘৃত, উষ্ণ অন্ন, তীক্ষ্ণ পান, মাংসলাই, শাক, দধি, মিষ্টান্ন, নুতন তণ্ডুল, সকল প্রকার মাংস, মদ্য ও মৈথুন প্রভৃতি ব্যবহারে অনিষ্ট হয় না। উষ্ণজলেই স্নান করা বিধেয়।

ঋতুস্তোম (পুং) এক দিবস সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

ঋতুহুলা (স্ত্রী) অঙ্গরাবিশেষ। (“ঋতুহুলা যুতাটী চ বিখাটী পূর্ষতিত্যপি।” ভারৱা ১২৩।)

ঋতুস্নাতা (স্ত্রী) ঋতৌ ঋতুকালবিহিতচতুর্থাৎ দিবসে স্নাতা, ৭৩৭। ঋতুর চতুর্থ দিবসে শুদ্ধ হইবার জন্য যে স্নান করিয়াছে।

(“পূর্বে পঠেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমজনা।” যজ্ঞত।)

ঋতুস্নান (স্ত্রী) ঋতৌ ঋতুকালবিহিতদিনে স্নানম্, ৭৩৭। ঋতুকালীন চতুর্থ দিবসে যে স্নান।

ঋতুহরীতকী (স্ত্রী) ঋতুতেদে দ্রব্যাবিশেষ সহ মিশ্রিত হরীতকী। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, “বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে শর্করা, হেমন্তে শুঠ চূর্ণ, শীতে জীরা চূর্ণ, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে শুষ্ক সহ হরীতকীতক্ষণ অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন।”

ঋতে (অব্য) ঋত-কে। ১ ত্যাগ করা। ২ বিনা, ব্যতি-রেকে। এই শব্দের বোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। (“অবেহি মাং প্রীতযুক্তে তুরঙ্গমাং।” রঘু ৬.৬৩।)

(“অংশাদৃতে নিবিকল্প নীললোহিতরেতসঃ।” কুমার ২।৫০)

ঋতেকর্ম্ম (অব্য) ১ ত্যাগ করা। ২ বিনা।

ঋতেজা (ত্রি) ঋতে জায়তে, ঋতে-জন্-বিট্। যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন।

ঋতেয়ু (পুং) ১ ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মণের পুরোহিত। ২ পুরুষবংশীয় রাজবিশেষ। (মহাভারত।)

ঋতোদ্য (স্ত্রী) ঋত-বদ-ক্যপ্। সত্যবাক্য।

ঋত্বিক্ [জ] (পুং) ঋতৌ যজতে, ঋতু-যজ্-কিন্, (নিপা-তনাং সাধুঃ)। ১ পুরোহিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—যাজক, ভরত, কুরু, বাগ্‌যত, বৃদ্ধবর্হী, যতশ্রক, মরুৎ, নবাব ও দেববব। ২ কাব্যোক্ত নারকের ধর্ম্মসংগ্রহবিশেষ। (“ঋত্বিক্ পুরোধসঃ স্ত্রীত্র্যম্বিদস্তাপসাতথা ধর্ম্মে।” সাহিত্য দং ৩।৫১)

ঋত্বিয় (ত্রি) ঋতু-বস্, (হৃদসি বস্। পাং ৫।১।১০৬) ১ বাহার ঋতুকাল উপস্থিত। ২ ঋতুকালোৎপন্ন। ৩ ঋতুকালে কর্তব্য।

ঋত্বিযাবৎ (ত্রি) ঋত্বিরমস্ত্যভীতি, ঋত্বির মতুপ্, মস্ত বঃ, দীর্ঘশ্চ। ১ পুত্রোৎপাদন কর্ম্মযুক্ত। ২ পুত্রোৎপাদনে অমুঠের কর্ম্মযুক্ত।

ঋত্ব্য (ত্রি) ঋতুরত্ব প্রাপ্তঃ, তত্ব ভবং বা, ঋতু-মৎ, সংজ্ঞাপূর্বক বিধেরনিত্যত্বাৎ গণাভাবঃ, অজ্ঞবচ্চ। [ঋত্বির দেখ।]

ঋদুদর (পুং) যুহ উদরং যজ্ঞ, পুর্বোদরাদিত্বাৎ মজ্ঞ লোপঃ। ১ সোম। (ত্রি) ২ যুহ-উদরবিশিষ্ট। (ঋদুদরঃ সোমো যুদুদরে যুদুদরেষতি বা। নিক্কন্ত ৬।৪)

ঋদুপা (ত্রি) ১ অর্ধনপাতী। ২ গমনপাতী। ৩ দূরপাতী। ৪ মর্ম্মবেধী। ৫ গমনবেধী। ৬ দূরবেধী। (নিক্কন্ত ৬।৩৩।)

ঋদুর্ষ (পুং) [ঋদুপা দেখ]

ঋজ (স্ত্রী) ঋধ-জ। ১ মাড়ামাখ, বাহা খড় হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ২ নিষ্কান্ত। ৩ বৃদ্ধ। ৪ সমৃদ্ধ। ৫ সম্পন্ন।

ঋজি (স্ত্রী) ঋধ-জিন্। ১ বৃদ্ধি। ২ সম্পত্তি। ৩ সিদ্ধি।

৪ পরাক্রমী। ৫ লক্ষী। ৬ দেবতাবিশেষ। ৭ বৈদ্যকোক্ত
অষ্টবর্ণের অন্তর্গত ঔষধিবিশেষ।

ঋজিৎ (ত্রি) ঋজিরতাত্ত্বি, ঋজি-মতৃপ্। ১ বৃদ্ধিযুক্ত।
২ সম্প্রতিশালী। ৩ সিদ্ধিযুক্ত।

ঋধু (ধাতু) দিবা° পর° স্ক° সেট্ উদিৎ ইরিচ্। বৃদ্ধি।
(ঋধুনিম্ন বৃদ্ধৌ। কবি° ক্র।)

ঋধুক্ (অব্য) ১ সত্য। ২ বিরোধ। ৩ শীত্র। ৪ নিকট।
৫ লাঘব।

ঋধৎ (ত্রি) ঋধ-শত্। যে বর্জিত হইতেছে।

ঋক্ (ধাতু) তুদা° পর° স্ক° সেট্। ১ দান। ২ প্রশংসা।
৩ হিংসা। ৪ নিন্দা। ৫ যুদ্ধ। (ঋকশদানে প্রাচহিংসা
নিন্দাজ্ঞৌ। কবি° ক্র।)

ঋবীস (ক্ৰী) ঋ-অচ্ (প্ৰবোধদাদিহাং সাধুঃ)। ১ পৃথিবী।
২ পৃথিবীস্থ অগ্নি। (বাচ°)

ঋতু (পুং) অরি দেবমাতরি অদিতৌ তবতি, ঋ-তু-ডু।
১ দেবতা। ২ মেধাবী। ৩ যজ্ঞদেবতা। ৪ দেবগণবিশেষ,
ইহারাই বৈবস্বত মহত্ত্বের দেবতা। ৫ সুধার পুত্রগণ।

ঋকসংহিতায় ঋতু ইন্দ্র, অগ্নি ও অদিত্যের নামান্তররূপে
ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণমতে, ঋতু ব্রহ্মার পুত্র, ইনি তপো-
বলে বিত্তজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্ড্রপুত্র নিদাঘ
ইহার শিষ্য। পৌরাণিক মতে, ইনি চারিজন কুমারের মধ্যে
একজন।

অন্ধিরস গোজীর সুধার তিন পুত্র। এই তিনজন
বেদে 'ঋতবঃ' অর্থাৎ ঋতুগণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
এক এক জনের পৃথক্ নাম ১ম ঋতুকা, (ঋতু),
২য় বিভু, ৩য় বাজ। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে, ঋতুগণ
স্বর্ঘ্যমণ্ডলে বাস করেন, স্বর্ঘ্যের রশ্মিরূপে প্রকাশিত হন।
ঋকসংহিতামতে ঋতুগণ অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহারাই ইন্দ্রের
রথ ও অশ্বগণকে শোভাযিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্র
সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের পিতামাতার পুনর্দেবদান করেন।
মোক্ষমূলর সাহেব বৈদিক ঋতুর সহিত গ্রীকদিগের প্রাচীন
দেবতা অন্ধিরসের (Orpheus) সহিত সাদৃশ্যস্থাপন করিতে
চেষ্টা পাইয়াছেন।

৬ মুনিবিশেষ। ৭ নিকট জাতিবিশেষ। ৮ সৈন্যভেদ।

ঋতুক্ (পুং) ঋতবঃ ক্রিয়ন্তি বসন্তি বজ্র, ঋতু-ক্ৰি-ড। ১ বর্গ।
২ বজ্র। ৩ ইন্দ্র।

ঋতুকা [ন] (পুং) ঋতুকঃ বর্গঃ বজ্রঃ বা অন্ত্যত, ঋতুক-
ইনি (পশ্চিমঘাত্যুকাং। পা° ৭।১।৮৫) ইতি 'আ'
-আদেশঃ। ইন্দ্র।

ঋতুকা [ন] (পুং) ঋতুকঃ বর্গঃ বজ্রঃ বা অন্ত্যত, ঋতুক-
ইনি। ইন্দ্র।

ঋতুকীন (ত্রি) ঋতুকীং আচরতি, ঋতুকিন্—কিপ্। (অহু-
নাসিকন্ত কিব্বলোঃ কুণ্ডিতি। পা° ৬।৪।১৫) ইতি দীর্ঘঃ।
ইন্দ্রের ন্যায় আচারবিশিষ্ট।

ঋতু (ত্রি) উকতু°রত প্ৰবোধদাদিহাং সাধুঃ। উক হইতে
উৎপন্ন।

ঋতু (ধাতু) তুদা° পর° স্ক° সেট্ মুচাদি। বধ করা।
(ঋতুপশবধৌ। দুর্গাদাস টীকা)

ঋশ (ধাতু) সৌত্র° পর° স্ক° সেট্। ১ গমন। ২ স্তুতি।

ঋশ্য (পুং, ক্ৰী) ঋশ-ক্যপ্। ১ যুগবিশেষ। (চমুক চীন-
চমরাঃ সমুদৈর্গশ্য রৌহিষাঃ। হেম ৪।৩৬০।) ২ (ত্রি) বধ।

ঋশ্যক (ক্ৰী) ঋশ-কঃ (বৃহৎকঠেতি। পা° ৪।২।৮০)।
১ যুগসমিক্রষ্ট দেশাদি। ২ (ভাবে ক্যপ্) হিংসা।

ঋশ্যাদ (পুং) ঋশ্যং হিংসাং দদাতি, ঋশ্য-দা-ক। কৃপ।

ঋশ্যাদি (পুং) পাণিহৃত্য একটি গণ। ঋশ্য, ন্যাগ্রোধ, শর,
নিলাস, বিনাস, নিবাত, নিধান, নিবন্ধ, বিবন্ধ, পরিগৃহ,
উপগৃহ, অশনি, সিত, মত, বেঋন, উত্তরাশ্বন, অশ্বন, স্থল,
বাহু, ঋদ্র, শর্করা, অনভূহ, অরভু, পরিবংশ, বেধু, বরিণ,
খণ্ড, দণ্ড, পরিবৃত্ত, কর্মম ও অংশ এইগুলি ঋশ্যাদি। এই
কয়েকটি শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় হয়।

ঋশ্ব (ধাতু) তুদা° পর° স্ক° সেট্। ১ গমন। ২ বধ।
(ঋশীশ গতো। কবি° ক্র।)

ঋশ্বদৃগু (পুং) যজ্ঞবংশীর রাজবিশেষ। ইনি বৃজিনীবতের
পুত্র এবং চিত্ররথের পিতা। (ভারত অম্ব ১৪৭ অঃ।)

ঋশ্বত (পুং) ঋশ্ব-অভচ্, কিল। (ঋশ্ববৃথিত্যাং কিৎ। উণ° ৩।
১২৩।) ১ বৃষ। ২ কর্ণরক্ষ। ৩৪ কৃষ্ণীরপুচ্ছ। ৪ যে শব্দের
পরে সংযুক্ত থাকে, তাহার শ্রেষ্ঠতাবোধক। যেমন পুরুষর্ষভ
প্রভৃতি। ৫ ঔষধবিশেষ, ইহার মূলের আকার বৃষশৃঙ্গের
ন্যায়, মূলই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বলকারক,
শীতল, শুক্র ও কফজনক, মধুর, পিত্ত ও দাহনাশক, কাস,
বান্ধু ও কয়রোগ বিনাশক। হিমালয় শিখর ইহার উৎপত্তি
স্থান।

সংস্কৃত পর্যায়—বৃষ, ঋষভক, বীর, গোপতি, বীর, বিবালী,
ধূর্জক, কক্কাশ, পুন্ডব, বোতা, শূলী, ধূর্ঘা, ভূপতি, কামী,
ক্রকপ্রিয়, উকা, লাজুলী, গো, বজ্র, গোরক ও বনবাণী।
(ভাব প্রঃ) ৬ সপ্তস্বরান্তর্গত দ্বিতীয় স্বর, এই স্বর গুরু
স্বরের জায়, কেহ বলেন ইহা চাতকের স্বরের জায়; সাতিসুল
হইতে উৎপত্ত হইয়া এই স্বর অনারাসে ঋষভের স্বরের জায়

নির্ভর হইয়া থাকে। প্রবেশ হইতে প্রায় দুই মিনিট। এই সময়ের তিনটি ভক্তি, দয়াবতী, রজনী, ও রক্তিকা। ভক্তি-জ্ঞাতীও তিন ক্ষণ, যক্ষা, ও বৃহ। যখন প্রবেশের, কত্রিরভক্তি ও পিঙ্গবর্ণ; ইহার উৎপত্তি হানি থাকবীপ, ব্রহ্মা ইহার প্রবি ও দেবতা, হান: গায়ত্রী। (সমীভরস্রাকর।) (ঋত্ব দ্বৌষধান্তরে, অরতিস্থ যেরো: কর্ণরক্ত কুন্তীরপুঙ্খরো:। উত্তরস্থ: শ্রুত: শ্রেষ্ঠে। মেদিনী) ৭ পর্ণতবিশেষ। ৮ বরাহপুঙ্খ। ৯ মুনিবিশেষ। ১০ ভগবানের অবতারবিশেষ। ভাগবতোক্ত ২২ জন অবতারের মধ্যে অষ্টম। ইনি ভাগবতবর্ধাধিপতি নাভিরাজার ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে, ঋত্বদেব জন্মিবামাত্র তাহার সঙ্গে ভগবৎ লক্ষণ সকল দেখা গেল; সর্কজ সমতা, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও মহৈশ্বর্য সহ তাঁহার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি অসং ভেদ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও দম: প্রভৃতি গুণে সর্কপ্রধান হইলেন। কিছুকাল পরে নাভি রাজা আপন পুত্রকে রাজ্য দিয়া মরুদেবীর সহিত বদরিকাপ্রসমে প্রস্থান করিলেন। [নাভি দেখ।] ঋত্বদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইজ্র তাঁহাকে জয়ন্তী নামে একটি কন্যা দান করেন। সেই পত্নীর গর্ভে ঋত্বদেবের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ, তৎপরে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃশ, বিমর্ত, কীকট ইহারা সকলে ভরতের অঙ্গুগত। অপর নয় জন কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপলায়ন, আরিহোজ, ক্রমিল, চমস ও করভাজন, ইহারা সকলেই ভাগবতধর্মপ্রদর্শক। অবশিষ্ট ৮১ জন বিনীত বেমজ ও যক্ষশীল ব্রাহ্মণ হইলেন।

ঋত্বদেব আপন জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদান করিয়া পরমহংসধর্ম শিক্ষা করিবার জন্য সংসারত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি উল্লেখের স্তায় দিগদ্বারবেশে জালু-লাবিত কেশে ব্রহ্মাবর্ত হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একাকী তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত। কিন্তু তিনি জড়, মৃক, অন্ধ, বধির, গিলাচ বা উল্লেখের স্তায় বক্তব্যমান থাকিয়া কোন কথা কহিতেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দৃষ্ট-লোকে তাঁহার গায়ে মল, মূত্র, ঘৃণা, পণথর নিক্ষেপ করিয়া, ভাঙকা অথবা ভয় দেখাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই, কারণ তাঁহার মনোবিকার দূর হইয়াছিল। কখন

তিনি দুকিলেন, সংসারের লোক তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়াছে, তখন তিনি আত্মগরব্রত অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ একস্থানে থাকিয়া অশন, শয়ন, চর্কণ ও মনমুগ্ধ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় দেহ মলমূত্রে আবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ দিটার দুর্গন্ধ দূর হইল না। এইরূপে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি কোকন, বেকট, কুটক ও দক্ষিণ কণা-টক দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় কুটকচলের উপবনের নিকট কতকগুলি ক্ষুদ্রশিলা লইয়া সুখের মধ্যে দিলেন। পরে উল্লেখের স্তায় মেড়াইতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই বনে দাবানল উখিত হইল। সেই অনলে ঋত্বদেব ভস্মীভূত হইলেন।

ভাগবতে ঋত্বদেবের এইরূপ ধর্মমত উল্লিখিত আছে—

মহুযাগণ মানবদেহ ধারণ করিয়া তাহার সমুচিত আচরণ করিবে। যে সকলের হৃদয়, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সমাচার, আর বাহ্যর মন সকলের উপর সমান সেই মহৎ। বাহ্যদের গমে স্পৃহা নাই, পুত্রকলত্রাঘাতে প্রীতি নাই, বাহ্যরা ইন্দ্রের নির্ভর করিয়া চলে তাহারাই মহৎ। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই পাপ। কর্মস্বত্বাভাব মনই শরীরবন্ধের কারণ। জীপুর্বে মিলিত হইলে পরম্পরের প্রতি একপ্রকার প্রেমাকর্ষণ হয়, সেই আকর্ষণে মহামোহ জন্মে, কিন্তু যখন সেই আকর্ষণ আর থাকে না মন নিবৃত্তি পথে অগ্রসর হয়; তখন সংসারের অহঙ্কার দূর হইয়া মানব পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

ভাগবতে লিখিত আছে, ঋত্বদেব অসং ভগবান্ ও কৈবলাপতি, যোগচর্যা তাঁহার আচরণ, আনন্দ তাঁহার স্বরূপ। (ভাগবত ৫। ৪, ৫, ৬ অঃ)

জৈনেরা এই ঋত্বদেবকে আপনাদিগের আধিত্যধর বা আধিনাথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনধর্মশাস্ত্রের মতে—

ঋত্বদেব সর্কার্ষসিদ্ধি নামক বিদ্যান হইতে উত্তরাধারী নক্ষত্রে ধরমাণিতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইন্দ্রা-বংশীর নাভির ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে বিদীভা মপটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নয় মাস চারি দিনমাত্র গর্ভে ছিলেন। ইহার শরীর পরিমাপ ৫০০ বহু, ও লক্ষ্যকান্তি সুবর্ণপ্রায়। ইনি ইন্দ্রের পান করিয়া প্রেরায়নের মিকট ৪০০০ বাধুসহ চৈত্রাষ্টমীতে নীকিত হন। এক বর্ষকাল নামা দ্বান ভ্রমণ করিয়া পুরিমতল নামক স্থানে আগমন করেন। এই স্থানে কান্তন মাসে কৃকপক্ষে তিন দিন উপবাসের পর জল-

লাভ করেন। ইহার ৮ জন গণধর, ৮০০০ সাধু, ৩০০০০
ব্রাহ্মী, ২০০০ অবধি জামী, ১০০০০ কেবলী, ৩০০০০
জানক, ৫০০০০ জাবিকা, ৪৭৫০ চতুর্দশপূর্বী, ১২৭৫০ মন-
পর্যায় ছিল। ইহার প্রথম গণধরের নাম পুণ্ডরীক ও প্রথম
আর্যার নাম ব্রাহ্মী। ইহার আয় পরিমাণ ৮৪ লক্ষ পূর্ব।
ইনি অষ্টপদ নামক স্থানে চৈত্রমাসে কৃষ্ণায়োদশীতে পদ্মা-
সনে সৌকপদ প্রাপ্ত হন। (জৈনহরিসংখ্য ৮ সর্গ, আদিনাথ
পুরাণ ও জৈনতত্ত্বাদর্শ ১৯-২০ পৃঃ দেখ।)

ঋষভক (পুং) বৈদ্যকোক্ত অষ্টবর্ণীভূর্ত্ত ওষধি বিশেষ।

[ঋষভ দেখ।]

ঋষভধ্বজ (পুং) ঋষভো ঋষগণ্ঠিকমস্য, ধ্বজে অসর বা
বহত্রী। ১ মহাদেব। ২ বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ। (ঋষভ-
ধ্বজ এবোধপি শব্দরে চার্দনন্তরে। মেদিনী)

ঋষভকূট (পুং) হেমকূট পর্বত।

ঋষভগজবিলসিত (স্ত্রী) বোড়শাকর ছন্দোবিশেষ। (ভজি-
নগৈঃ স্বরাংমৃষভগজবিলসিতম্। বৃহতসংহা।)

ঋষভতর (পুং) ভারবহনাসমর্থ বৃষ।

ঋষভদ্বীপ (পুং, স্ত্রী) ঋষভইব খেতঃ দ্বীপঃ মধ্যপদলো।
দ্বীপবিশেষ, খেতদ্বীপ।

ঋষভী (স্ত্রী) ঋষভ-জাতৌ জীষ। ১ নরাকৃতি স্ত্রী। ২
শুকশিখী। ৩ বিধবা। ৪ শিরালী, শিরাবিশিষ্টা। (ঋ-
ভজ, স্ত্রী নরাকারযোষিত। শুকশিখ্যাং শিরালীয়াং বিধ-
বারাং কচিন্মতা। মেদিনী)

ঋষি (পুং) ঋষতি গচ্ছতি সংসারপারং, ঋষ-ইন্, কিচ্।
(ঐগণ্যং কিং। উণ্ ৪। ১১৯।) ১ জ্ঞানের দ্বারা সংসার-
পারগত বশিষ্ঠাদি। ২ শাস্ত্রপ্রণেতা আচার্য্য। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—সত্যবচ ও শাপাঙ্গ। ঋষি সাত প্রকার,
যথা—মহর্ষি, পরমর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, ঋতর্ষি, রাজর্ষি ও
কাণ্ডর্ষি। প্রত্যেক মন্ত্রের সপ্তর্ষিগণের নাম যথা—
সায়জুব মন্ত্রের—মরীচি, অজি অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু
ও বশিষ্ঠ। আরোচিব মন্ত্রের—উর্জ, শুভ্র, প্রাণ, দন্তোলি,
ঋষভ, নিশ্চর ও চার্কবীর। উত্তম মন্ত্রের—প্রমদাদি সপ্ত
বশিষ্ঠপুত্র। তামস মন্ত্রের—জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য,
চৈত্র, অগ্নি, বলক ও পীরব।

ঐশ্বর্য মন্ত্রের—হিরণ্যরোমা, বেদত্রী, উর্জবাহ, বেদবাহ,
ভূধামা, গর্ভজ ও বশিষ্ঠ। চাক্ষুব মন্ত্রের—সুমেধা, বিরজা,
হবিষ্মান, উরভ, মধু, অভিনামা ও সন্নিধু। বর্তমান বৈবস্বত
মন্ত্রের—অজি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ
ও কতপু। সাবর্ণিক মন্ত্রের—গালব, দ্বীপ্তিমান, পদমন্তর,

অথবাসা, কপ, ঋষ্যশূ ও ব্যাস। সাক্ষসাবর্ণিক মন্ত্রের—
দেধাতিধি, বহু, সত্য, জ্যোতির্মান, দ্যুতিমান, সরল ও হব্য-
বাহন। ব্রহ্মসাবর্ণিক মন্ত্রের—আপ, কুতি, হবিষ্মান,
সুকৃতি, সত্য, মাতাগ এবং বশিষ্ঠপুত্র অপ্রোক্তিম। ঋ-
সাবর্ণিক মন্ত্রের—হবিষ্মান, বরিষ্ঠ, ঐটি, আকুপি, নিশ্চর,
অনঘ ও বিষ্টি।

কৃত্তসাবর্ণিক মন্ত্রের—দ্যুতি, তপস্বী, স্তপণা, তপোমূর্ত্তি,
তপোনিধি, তপোরতি ও তপোধৃতি। দেবসাবর্ণিক মন্ত্রের—
দ্যুতিমান, অব্যয়, তদ্বদর্শী, নিরুৎসুক, নিরোহ, স্তপণা ও
মিস্রকম্প। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই ত্রয়োদশ মন্ত্রের রোচ্য
নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইন্দ্রসাবর্ণিক মন্ত্রের—অগ্নীধ, অগ্নিবাহ, শুচি, দ্রুত,
মধব, শুক্র ও অজিত।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ-মতে এই মন্ত্রের নাম ‘ভোক্তা’।
পুরাণান্তরে এই সকল সপ্তর্ষিগণেরও নাম সম্বন্ধে মন্ত্রভেদ
দেখা যায়।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীসহ বর্তমান
মন্ত্রের সপ্তর্ষিগণ যথা নক্ষত্রে অবস্থান করেন, এবং যথার
উদয়ে তাঁহাদিগের উদয় হইয়া থাকে।

কাশীখণ্ড মতে—শনিলোকের উর্দ্ধে এবং ঋবলোকের
অধোদেশে তাঁহাদিগের অবস্থিতি।

৩ বেদ। ৪ কিরণ। (ঋষির্বেদে বশিষ্ঠানৌ দীধিতৌ
চ পুমানয়ম্। মেদিনী) ৫ ভৃগুপ্রভৃতি মহর্ষি সন্তান।
ঋষিক, ঋষীক (পুং) ঋষেঃ পুত্রঃ, ঋষিসংজ্ঞায়াং কন্
পুং দীর্ঘশ্চ। ঋষিপুত্র, যে সমস্ত ঋষি পুত্রগণ গর্ত্তোৎপন্ন,
তাঁহাদিগেরই নাম ঋষিক বা ঋষীক।

ঋষিকুল্যা (স্ত্রী) ঋষীগাং কুল্যা, কৃত্তিমানসরিং ইব।
১ গঙ্গা, (ঋষিকুল্যা হৈমবতী স্বর্বাণী হরশেখরা। হেম
৪। ১৪৮।) ২ ঋষিদিগের কৃত্তিম অলাশয়। ৩ তীর্থবিশেষ।
৪ (ঋষিকুল্য হিতা ঋষি-কুল-যং) (স্ত্রী) ঋষিগণের হিত-
জনক মহানদীবিশেষ। ৫ (ঋষিকুলমর্হতি ইতি যং)
(স্ত্রী) ঋষিকুলযোগ্য। (স্ত্রী) ৬ সরস্বতী নদী। ৭ ভারতবর্ষস্থ
নদীবিশেষ। (মার্ক ৭। ৩, মন্ত্র ৩১৩। ১, বিষ্ণু পু)

(“ন এষ দেশপ্রবর উৎকল্যাণ্যো বিজ্ঞাতম্যঃ।

ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য দক্ষিণোদধিগামিনীম্।”

উৎকলখণ্ড ৬৪ অঃ।)

এই নদী উড়িষ্যার গুমসর এবং গঙ্গার প্রদেশে প্রবাহিত,

ইহার বর্তমান নাম ঋষিকুলি।

ঋষিগণি (পুং) মগধদেশীয় রাজগৃহের দিক্‌উত্তরী কুম্ভ

পর্বত। বর্তমান রাজগির। ("এব পার্শ্ব মহান্ তাত্তি
পশ্চমারিত্যমধুমান্। নিরাময়ঃ জুবেখ্যাত্যো নিবেশো মাগধঃ
ভূতঃ। বৈভারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভতথা। তথা
ঋষিগিরিতাত্ত ভূতাত্তৈত্যকপকমাঃ।" ভারত সভা ২০।)

ঋষিগুপ্ত (পুং) বৌদ্ধবিশেষ।

ঋষিগ্রাম (স্ত্রী) বারিভূমির অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।
মানসেন্দ্রী নদীতটে অবস্থিত।

"মানসেন্দ্রী নদীপার্শ্বে গঙ্গারাস্চোত্তরেণি চ।

ঋষিসংজ্ঞকঃ গ্রামকঃ স্থাপয়িত্বাতি বহুতঃ।"

ভা° ব্রহ্মবৈবর্ত ৫৭। ১০২।

ঋষিজাঙ্গলিকী (স্ত্রী) ঋক্ষগঙ্গা বৃক্ষ। [ঋক্ষগঙ্গা দেখ।]

ঋষিতর্পণ (স্ত্রী) ঋষীণাং তর্পণং ৬-তৎ। ঋষিদিগের উদ্দেশে
যে অলাঙ্গলি দেওয়া হয়।

ঋষিতীর্থ (পুং) শুভরাত্রের কাথিবাদের অন্তর্গত একটি
তীর্থ। (প্রভাসখণ্ড § ২২৮। ২। ১১)

ঋষিতোয়া (স্ত্রী) জুনাগড়ের নিকট দিয়া প্রবাহিত একটি
নদী। এই নদীর উপকূলে প্রভাসখণ্ডোক্ত উন্নতনগর।
(প্রভাস § ২৪৪। ১। ২) [উন্নতনগর দেখ।]

ঋষিপঞ্চমী (স্ত্রী) ঋষীণাং সপ্তর্ষীণাং পূজাং পঞ্চমী, ৬-তৎ।
ব্রতবিশেষ; এই ব্রতে সপ্তর্ষিদিগের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া
পূজা করিতে হয়, পূজার পর অকুষ্ঠ ভূমিজাত শাকমাজ
ভোজন করিবে। এইরূপে সাত বৎসর করিয়া, অষ্টম বর্ষে
সপ্তকলশস্থিত প্রতিমাতে সপ্তর্ষিগণের পূজাক্তে, যথাবিধি মন্ত্র
দ্বারা ১০৮টি তিলের হোম করিতে হয়, তৎপরে ব্রাহ্মণ-
ভোজন কর্তব্য।

ঋষিপট্টন (স্ত্রী) বারাণসীস্থিত বৌদ্ধদিগের একটি পবিত্র
স্থান। (অবদানশতক ৭৬)

ঋষিপ্রোক্তা (স্ত্রী) ঋষিভিঃ প্রোক্তা ভৈবজ্যার ইতি শেষঃ,
৩-তৎ। মাষপর্ণী বৃক্ষ। [মাষপর্ণী দেখ।]

ঋষিবন্ধু (পুং) ঋষিঃ বন্ধুরত, বহুব্রী। ১ শরত নামক ঋষি।
২ ঋষিমিত্র। (ত্রি) ৩ ঋষিবংশীয়।

ঋষিমনা [স্] (পুং) ঋষের্মনইব মনোহত, মধ্যপদলো°।
ঋষির জ্ঞান সর্কার্থদর্শী।

ঋষিযজ্ঞ (পুং) ঋষ্যদেভ্যকো যজ্ঞঃ, মধ্যপদলো°। গৃহস্থ-
দিগের কর্তব্য পঞ্চযজ্ঞ মধ্যে যজ্ঞবিশেষ, অধ্যয়নমাজ্জই এই
যজ্ঞের কার্য। মন্ত্রর মতে এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থগণের অবশ্য
পালনীয়। ("ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং তুতবজ্ঞকং সর্কদা। বৃষজ্ঞঃ
পিতৃযজ্ঞকং যথাশক্তি ন হ্যপরেৎ।" মন্ত্র। ৪। ২০।)

ঋষিলোক (পুং) ঋষীণাং লোকঃ, ৬-তৎ। সপ্তর্ষিগণের

অবস্থিতি স্থান। কাশীখণ্ডের মতে এই স্থান শশিলোকের
উর্ধ্ব এবং ঋষলোকের অধঃস্থিত।

ঋষিবানর, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি বুদ্ধবৈত্তর
ত্রিভঙ্গটীকা রচনা করেন।

ঋষিশ্রোদ্ধ (স্ত্রী) ঋষিভিঃ কর্তব্যং শ্রোদ্ধং, মধ্যপদলো°।
ঋষিদিগের কর্তব্য শ্রোদ্ধ; এই শ্রোদ্ধে কার্য অপেক্ষা আড়ম্বর
অধিক বলিয়া একটি কবিতা শুনা যায়,—("অজাযুদ্ধে ঋষি-
শ্রোদ্ধে প্রভাতে যেষড়ম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্মা-
রম্ভে লঘুক্রিয়া।" উড়ট)

ঋষিষেণ (পুং) রাজবিশেষ।

ঋষিষ্টুত (ত্রি) ঋষিভিঃ স্তুতঃ, আর্চ্যার্থং বহুং। ১ ঋষিগণ
বাহার স্তব করেন। (পুং) ২ ঋষি।

ঋষিসর্গ (পুং) ঋষীণাং সর্গঃ, ৬-তৎ। ব্রহ্মার আদেশানুসারে
ঋষিদিগের সৃষ্টি।

ঋষিস্তোম (পুং) একদিবস সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

ঋষিস্বর (পুং) ঋষিভিঃ সূর্য্যতে সূর্য্যতে, ঋষি-সূ-অপ্।
ঋষিগণের স্তুতিপাঠ।

ঋষী (স্ত্রী) ঋষি-স্ত্রীপ্। ঋষিপত্নী।

ঋষীবৎ (ত্রি) ঋষিঃ স্তোতৃষ্মেন অতাত্তি, ঋষি-মতৃপ্, (চন্দ্র-
সীরঃ। পা ৮। ২। ১৫।) ইতি মত্ৰ বঃ, দীর্ঘশ্চ। ১ ঋষি-
স্তুত। ২ ঋষিতোতা।

ঋষীবহ (ত্রি) ঋষীন্ বহতি, ঋষি-বহ-পচাদ্যচ্ দীর্ঘশ্চ।
ঋষিবাহক।

ঋষু (পুং) ঋষ-কৃ। ১ অনবরত গতি। ২ সূর্য্যরশ্মি।

ঋষ্টি (স্ত্রী) ঋষ্ হিংসার্য্য-ক্টিন্। ১ খড়্গ। ২ সাধারণ
অস্ত্রমাজ। ৩ দীপ্তি। (ত্রি) ৪ গমনাগমনশীল। ৫ (পুং)
ধর্ম্মসাবর্ণিক মন্বন্তরের ঋষিবিশেষ। ৬ প্রহরদোষ। ৭ অন্তত।

ঋষ্য (পুং, স্ত্রী) ঋষ-যৎ, নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। ১ সূগবিশেষ;
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহার বর্ণ নীল। লোকে এই
সূগকে সরোহ বলিয়া থাকে। হিন্দীতে ইহার নাম রৌউ।
ইহার মাংস মধুর, বলকারক, মিত্র, উষ্ণ ও ককপিভজনক।
২ কুরুবংশীয় দেবাতাবির পুত্র।

ঋষ্যকেতু (পুং) ঋষ্যঃ কেতৌ বত্, বহুব্রী। অনিরুদ্ধ;
অপর নাম রিষ্যকেতু, বিধকেতু ও ঋষ্যকেতন।

ঋষ্যগতা (স্ত্রী) ঋষ্যেণ ঋষিসমূহেন গতা জ্ঞাতা, ৩-তৎ। ১
শতমূলী। ২ জালকুলী। ৩ অতিবলা।

ঋষ্যগঙ্গা (স্ত্রী) ঋষ্যত্ সূগত্ গঙ্গ ইব গঙ্গো বত্ভাঃ, বহু°।
[ঋক্ষগঙ্গা দেখ।]

ঋষ্যজিহ্ব (স্ত্রী) স্রজতোক্ত মহাকূটরোগবিশেষ। এই

কুঠ শৈতিক, সুগজিহ্বার ভার ধরম্পর্শ, অত্যন্তদাহ এবং আত্যন্তরিক উন্মাদিশিষ্ট, অন্নদিনেই এই কুঠ পাকিয়া ফাটিয়া যায় এবং ইহাতে জিমি উৎপন্ন হয়। (মুক্ত) [চিকিৎসা কুঠরোগে দেখ।]

ঋষ্যমুক (পুং) একটি পর্বত। রামায়ণে লিখিত আছে, রাবণ সীতাহরণ করিয়া লইয়া গেলে, রামচন্দ্র নানাস্থান অতিক্রম করিয়া একটি পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে কবন্ধ নামক একজন দানব তাঁহাকে বলেন, পম্পী নদীর তীরে ঋষ্যমুক পর্বত আছে, সেইখানে সুগ্রীব বাস করেন, তিনি সীতার সংবাদ বলিয়া দিতে পারিবেন। (রামায়ণ অরণ্য ৭৩ সর্গ।)

প্রথমতঃ দেখা যাউক, পম্পানদী কোথায়? পম্পানদীর বর্তমান অবস্থিতি স্থির করিতে পারিলেই ঋষ্যমুক পর্বতের অবস্থিতি অনায়াসেই নির্ণীত হইবে।

অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মতে, পম্পানদী ঋষ্যমুক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অনান্ত্রিয়ার নিকট তুন্ডভদ্রা নদীতে মিলিত হইয়াছে। (Wilson's Mackenzie-collection, p. 188.)

বেঙ্গলার সাহেবের মতে, পম্পা বৃহদ্রদেশে, ইহার বর্তমান নাম রাম্প। (Archæological Survey of India, Reports, Vol. XIII. p. 57.)

উক্ত উভয় মতই অব্যক্তিক বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে লিখিত আছে—

“এব রাম শিবঃ পদ্ম যটৈরুতে পুষ্ণিতা ক্রমাঃ।

প্রভীতীঃ দিশমাপ্রিত্য প্রকাশতে মনোরমাঃ ॥ ২

জম্বুপিরালপনসা-জম্বুপ্রোথঙ্গকতিন্দুকাঃ।

অখথাঃ কর্ণিকারাস চূতাস্তাঙ্কে চ পাদপাঃ ॥ ৩

ধ্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকানকমালকাঃ।

নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্ণিতাঃ ॥ ৪

অগ্নিমুখ্যা অশোকাশ্চ সুরক্তাঃ পারিতত্তকাঃ।

* * *

চক্রমন্ডো বরান শৈলান্ শৈলাটঙ্কলং বনাধনম্ ॥ ১০

ভতঃ পুষ্ণিনীং বীরো পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ।

অশরীরামবিলম্বশাং সমতীর্থাংশৈবলাম্ ॥ ১১

রাম সজাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্।

ভজঃ হংসাঃ প্রবাঃ ক্রোকাঃ কুরুরাশ্চৈব রাববঃ ॥ ১২

বস্ত্রধরা নিকুঞ্জজি পম্পাসলিলগোচরাঃ।” অরণ্য ৭৩ সর্গ।

হে রাম! (পম্পার) পশ্চিমদিক্‌র্তী ঐ প্রদেশে বাইতে হইলে, এই পথই মঙ্গলকর। বাহার চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ

মনোহর বৃক্ষসকল প্রকাশ পাইতেছে, জম্বু, পিরাল, পনস, বট, প্রাক, তিলুক, অখথ, কর্ণিকার, আশ্র, ধব, নাগকেশর, করম্ব, তিলক, নীল, অশোক, কদম্ব, পুষ্ণিত, করবীর, রক্তচন্দন, রক্ত অশোক, পারিজাত ও অন্তান্ত বৃক্ষ যে স্থানে আছে।.....হে বীরবর! আপনারা এক পর্বত হইতে অপর পর্বতে ও একবন হইতে অপর বনে এইরূপে অনেক পর্বত ও অনেক বন অতিক্রম করিয়া পদ্মসমূহে সমাকীর্ণ পম্পা নদী প্রাপ্ত হইবেন। সেই নদী করবীরহীন, শৈবাল-শূত্র, বালুকাপরিবৃত, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে শোভিত। পম্পানদীতে হংস, মণ্ডুক, ক্রোঞ্চ, ও কুরুর পক্ষীগণ মনোহর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে।

অপরস্থানে লিখিত আছে—

“ঋষ্যমুক পম্পায়াঃ পুরতাং পুষ্ণিতক্রমঃ।

সুহঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ ॥” ৩২

উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্বকালে হতিনির্ধিতঃ ॥” ৩৩

হরারোহণ, নাগশিশু সমাকুল, পূর্বকালে ব্রহ্মকর্তৃক নির্ধিত, পুষ্ণিত বৃক্ষ শোভিত ঋষ্যমুক পর্বত সেই পম্পা নদীর সমুখে আছে।

“অস্তান্তীয়ে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ॥ ২৫

ঋষ্যমুক ইতি খ্যাতশিখরপুষ্ণিতপাদপঃ।”

অরণ্য ৭৫ সর্গ।

এই নদীর তীরে পূর্বোক্ত বিবিধ ধাতুমণ্ডিত ও পুষ্ণিত বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ ঋষ্যমুক পর্বত।

রামায়ণের সময়ে ঋষ্যমুক পর্বতে এই সকল উদ্ভিদ জন্মাইত—

“সৌমিত্রে! পশু পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসাঙ্ঘু।

পুষ্ণিতাং কর্ণিকারস্ত যষ্টিং পরমশোভিতাম্ ॥ ৭০

অধিকং শৈলরাজোহং ধাতুভিত্তি বিতৃষিতঃ।

বিচিত্রং স্রজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘট্টিতম্ ॥ ৭৪

গিরপ্রস্থান্ত সৌমিত্রে: সর্বতঃ সম্ভ্রপুষ্ণিতৈঃ।

নিম্পটৈঃ সর্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তা ইব কিংকটকৈঃ ॥ ৭৫

সুচুকুন্দার্কনাশ্চৈব স্রুজন্তে গিরিসাঙ্ঘু।

কেতকোদালকাশ্চৈব শিরীষঃ শিশপা ধবাঃ ॥ ৮০

শাকলাঃ কিংকটশ্চৈব রক্তাঃ কুহবকান্তথা।

তিনিশা নক্সমালাশ্চ চন্দনাঃ ভল্লনাশ্চথা ॥

হিত্তালাভিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্ণিতাঃ।

পুষ্ণিতান্ পুষ্ণিতাপ্রোভিত্তিতাভিঃ পরিবেষ্টিতাম্ ॥” ৮৩

কিঙ্কিয়া ১ সর্গ।

হে সুমিত্রানন্দন! পম্পার দক্ষিণভাগে এই গিরিসাঙ্ঘ

মধ্যে গরম শোভিত সুশুশিত কর্ণিকার বৃক্ষ দেখে। ঐ শৈল-
রাজ্য গৈরিকাদি বাতুলমূষে বিভূষিত হইয়া বাতুলবেণে বিভূষিত
রেণু উৎপন্ন করিতেছে। গিরিসাধুর চারিদিকে পুশিত
পত্রহীন কিংকর সকল বীণ হইতেছে। সুচুন্দ, অর্জুন,
কেতক, উদ্যাক, শিরীষ, শিখণ্ডা, ধব, শাল্মলী, কিংকর,
রক্তকুম্ভক, তিলিশ, করজ, চন্দন, তন্দন, হিঙ্গাল, পুষ্কাগ
ও তিলক প্রভৃতি পুশিত বৃক্ষ সকল দেখা যাইতেছে।

রামায়ণে আরও দৃষ্ট হয় যে, ঋষ্যমুক ও মলয় উভয়
নিকটস্থ, ঋষ্যমুক মলয়ের একদেশবর্তী।

“ঋষ্যমুকাতু হহমানু গতা তং মলয়ং গিরিম্।

আচচকে তদা বীরৌ কপিরাজায় রাঘবৌ ॥ ১ ॥”

কিকিঙ্ক্যা ৫ সর্গ।

হনুমান্ ঋষ্যমুক হইতে মলয়গিরিতে গিয়া কপিরাজ
সুগ্রীবের নিকট রত্নবীরষ্মণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

বর্তমান মাস্তাজ প্রদেশের অন্তর্গত জিরাহুর নামক রাজ্যে
‘গণৈ’ নামে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী যে
পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই পর্বতকে কেহ কেহ
পশ্চিমঘাট এবং দেশীয়েরা ‘অনমলয়’ বলে। ঐ নদীই
রামায়ণোক্ত ‘পশ্চা’ নদী বলিয়া আমরা সেই গ্রীকায় করা যায়
এবং ইহার উৎপত্তি স্থানই ঋষ্যমুক পর্বত, এক্ষণে ‘অনমলয়’
অর্থাৎ হস্তগিরি নামে বিখ্যাত।

রামায়ণে ঋষ্যমুক পর্বতের যে উদ্ভিদাদির বিষয় উল্লিখিত
হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অদ্যাপি এই ‘অনমলয়’ গিরিতে
পাওয়া যায়। বাস্তবিক এখানকার মত মনোরম উর্বরা
স্থান দক্ষিণাপথে প্রায় দৃষ্ট হয় না।

হট্টর সাহেব এই গিরিসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“The soil
supports a flora of extraordinary variety and
beauty; while the climate equals in salubrity that
of any sanitarium, and..... any plantation of
Southern India.” (Hunter's Imp. Gaz. India, 2nd
ed. Vol. I. p. 269.)

অতএব আমাদের মতে, এখানকার ‘অনমলয়’ পর্বতই
রামায়ণোক্ত ঋষ্যমুক।

ঋষ্যশৃঙ্গ (পূঃ) ঋষ্যস্ত যুগস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমস্য, বহঃ।
১ সুনির্দেশে। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার বৃত্তান্ত
এইরূপ আছে, যথা—“কস্তপবংশীয় মহাতেজা বিভাণ্ডক
নামক এক ঋষি ছিলেন, কোন সময়ে অপরা উর্বরীকে
দেখিয়া জলমধ্যে তাঁহার রেতঃ খলন হয়, একটি যুগী জল-
মিশ্র সেই রেতঃপান করিয়া গর্ভবী হইয়াছিল; এই যুগীও

শাপজ্ঞী কোন দেব কন্তা। যথাকালে যুগী এক পুত্র প্রসব
করিল, যুগী গর্ভে উৎপত্তিবশতঃ তাঁহার শৃঙ্গ হইয়াছিল;
এই জন্ত তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত হইলেন। পিতা ভিন্ন
কখন অপর ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়ার তাঁহার মন এক-
চর্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্ত হইত না।

এই সময়ে মশরথবন্ধু অন্ধখর লোমপাদ কোন অপরাধ-
বশতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তক পরিত্যক্ত হওয়ার, তাঁহার মজ্জ কার্যাদি
বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইন্দ্রও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যে
যুষ্টি দান বন্ধ করিলেন। লোমপাদ তখন বিব্রত হইয়া কোন-
রূপে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার
পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনি-
বার উপদেশ দিলেন। তদনুসারে রাজা এই দুষ্কর কার্য্যে কত-
গুলি বেস্তাকে নিযুক্ত করিলেন, তাহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে জলপথে
আনিবার পরামর্শ করিয়া নৌকাযোগে তপোবন সমীপে
উপস্থিত হইল, এবং দূরে নৌকা রাখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে
গমন করিল। নানারূপ ভাব ভঙ্কি, বিচিত্র মালা, বিবিধ
বস্ত্রাদি প্রদান ও নানাপ্রকার সুস্বাদু পেরাদি পান করাইয়া
ক্রমশঃ তাঁহাকে কামোন্মত্ত করিয়া পুনরীর নৌকায় প্রস্থান
করিল। পরে বিভাণ্ডক তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রের ঐরূপ
অবস্থা অবলোকনে তাঁহাকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিলেন।
বিভাণ্ডক তপস্যার্থ পুনরীর গমন করিবারাজ্য বেস্তাগণ
আসিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় তুলিয়া অতিদ্রুত্রে লোমপাদের
নিকট উপস্থিত হইল। লোমপাদ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে
অন্তঃপুরে রাখিলেন। তাঁহার আগমন মাত্রেই সমস্ত রাজ্যে
প্রভূত বর্ষণ হইয়া গেল। তখন লোমপাদ কৃতকৃতার্থ হইয়া
বিভাণ্ডকের অভিলাষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মিত্র দশ-
রথের শাস্তা নামক কন্তা ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্ভ্রাদান করিলেন।
এদিকে বিভাণ্ডক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পুত্রের আদর্শনে
ধ্যানস্থ হইয়া সজ্জদায় দেখিতে পাইলেন এবং ক্রোধে প্রজ্জ-
লিত হইয়া লোমপাদ রাজ্যে আগমন করিলেন। তাঁহার
আগমনে যাবতীয় লোক ভীত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের রাজ্য বলিয়া
ঘোষণা করিতে লাগিল। তখন বিভাণ্ডক পুত্রের জন্ত কোপ
পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র ও পুত্রবধূকে আদর প্রদর্শনপূর্বক
আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পরীক্ষা সেই রাজ্যেই
বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঋষ্যশৃঙ্গই মশরথ রাজার পুত্রোদ্ভি বন্ধ করেন, রামাদি
ব্রাহ্মচর্য্যের সেই বন্ধকলেই জয়প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ইনি
অভিশপ্ত প্রভাপশালী এক বহুনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। ২
সাব্দিক মন্তব্যের ঋষির্নির্দেশ।

ঋষ্যাক্ষ (পুং) ঐশ্ব্যরপুত্র অনিরুদ্ধ। [অনিরুদ্ধ দেখ]
(হৃতোহনিরুদ্ধ ঋষ্যাক্ষ উবেশো ব্রহ্মহৃৎ সঃ। হেম ২। ১৪৪)

ঋষ্যাদি (পুং) ঋষিরাদিরস্য, বহুব্রী। বৈদিক মন্ত্রের অবশ্য
জ্ঞাতব্য ঋষি প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়। সেই পাঁচটির নাম,—
আৰ্য, ছন্দ, দৈবত্ব, বিনিয়োগ ও ব্রাহ্মণ। (যোগি বাং।)

ঋষ্যাদিভ্যাস (পুং) ঋষ্যাদীনাং ভ্যাসঃ, ৬-তৎ। তত্রোক্ত
ভ্যাসসমূহ। মন্তকে ঋষিভ্যাস, যুখে ছন্দোভ্যাস, হৃদয়ে দেবতা-
ভ্যাস, অঙ্গদেশে বীজভ্যাস, পদদ্বয়ে শক্তিভ্যাস ও সর্কাদে
কীলকভ্যাস করিবে। (তন্ত্র)

ঋষ্য (ত্রি) ঋ-ব, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ বৃহৎ। ২ মহৎনাম।
ঋহৎ (ত্রি) রহ-শতৃ, (প্ৰযোদরাদিত্যাৎ সাধুঃ।) খর্যাকৃতি।

ঋ

ঋ, দীর্ঘ ঋকার, এই বর্ণ স্বরবর্ণের অষ্টম অক্ষর; ইহার উচ্চারণ
হান মুর্দ্ধা। উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিতভেদে এই বর্ণ তিন
প্রকার, এবং অমুদাত্ত ও অনমুদাত্ত ভেদে দুই প্রকার।
ইহার লিখনপ্রণালী প্রায়ই হ্রস্ব ঋকারের জায়, কেবল হ্রস্ব
ঋকারের নীচে একটি রেখা দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ
করিয়া বক্রভাবে বামদিকে গিয়া কুঞ্চিত হইয়া পুনর্বার
দক্ষিণদিকে আসিবে, এই মাত্র বিশেষ। (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র।)
তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ইহার নাম,—ক্রোধ, অতিথীশ, বাণী, বামনী,
গো, শ্রী, ধৃতি, উর্দ্ধমুখী, নিশানাথ, পদ্মমালা, বিনষ্টধী,
শশিনী, মোচিকা, শ্রেষ্ঠা, দৈত্যমাতা, প্রতিষ্ঠাতা, একদণ্ডা-
হ্রয়, মাক্তা, হরিতা, মিথুনোদয়া, কোমলা, শ্রামলা, মেধী,
প্রতিষ্ঠা, পতি, অষ্টমী, পাবক ও গন্ধকর্ষিণী।

(অতিথীশো বামনশ্চ মোচিকা বামনাসিকা।

দৈত্যমাতা চ দৈবজ্ঞ ঋকারস্ত্রিপুরাস্তকঃ।

মাতৃকানিষট্।)

২ বীজবর্ণাভিধান মতে, ইহা বাম নাসিকার নাম। ৩

ধাতুর অমুদাত্তবিশেষ (ঋচ্যাত্ত্বাহোহথঋর্কা। কবিং ক্রং।)

ঋ (ধাতু) ঐশাদি ক্র্যাদি পরং সৎ সেট্। গমন। (ঋগি
গভ্যাম্। কবিং ক্রং।)

ঋ (অব্য) ঋ-কিপ্। ১ বাক্যারম্ভ। ২ রক্ষা। ৩ নিষ্কা।

৪ ভয়। (ঋবাক্যারম্ভে রক্ষার্যং বকঃ স্বতোরনব্যয়ং।

দেবাচার্য্যং ননৌ চাপি ভৈরবে দম্বজে গতো। মেদিনী)

ঋ (ক্রী) ঋ-কিপ্। বকঃ।

ঋ (ক্রী) ১ দেবমাতা। ২ দানবমাতা। (ঋ-কিপ্) ৩ স্বতি।

৪ গমন।

ঋ (পুং) ১ নমুজ। ২ তৈরব, মহাদেব। ("ঋনন্দনাজিঃ
প্রমথেশসজে।" উটট।)

৯

৯, ১ স্বরবর্ণের নবম অক্ষর, ইহার উচ্চারণ হান দন্ত। এই
বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রুতভেদে তিন প্রকার; উদাত্ত, অমুদাত্ত
ও স্বরিতভেদে ত্রিবিধ, এবং ইহার অমুদাত্ত ও অনমু-
দাত্ত এই দুই প্রকার ভেদ আছে। কামধেনুতন্ত্রে লিখিত
আছে,—৯কার কুণ্ডলাকৃতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইহা পঞ্চগুণ
ও চারিজনময়, এই ৯কারে ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্কদা বাস
করেন। ইহার পঞ্চ প্রাণ, তিন গুণ, তিন বিন্দু এবং
পীতবিদ্যুজ্জ্বলতার জায় বর্ণ। ইহার লিখন প্রণালী—অধোদেশে
কুণ্ডলাকৃতি রেখা বক্রভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিকে
গমন করিবে। এই বর্ণে অগ্নি, মহাদেব ও বায়ু সর্কদা
অবস্থিতি করেন। (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র।)

তন্ত্রোক্ত ইহার নাম—স্বাগ্, শ্রীধর, শুদ্ধ, মেধা, ধ্রুতাবক,
বিরহ, দেবযোনি, দক্ষগুণ, মহেশ, কোত্ত, রক্তক, বিবেকর,
দীর্ঘজিহ্বা, মহেন্দ্র, লাক্ষ্মি, পরা, চন্দ্রিকা, পার্থিব, ধ্রুত,
দ্বিদন্ত, কামবর্দ্ধন, শুচিস্মিতা, নবমী, কান্তি, আয়াতকেতব,
চিত্তাকর্ষিণী, কাশ ও তৃতীয়কুলমুন্দরী।

(শ্রীধরশ্চ পরাস্বাগ্দক্ষগুণব্রিবেদকঃ।

একাজিৎ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ ব্যোমার্দ্ধ ৯স্বরঃ স্তবঃ॥

মাতৃকানিষট্।)

২ ধাতুর অমুদাত্তবিশেষ; এই অমুদাত্ত থাকিলে সেই
ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তিতে অঙ্ হয়। (৯সংবান্।
কবিং ক্রং)

৯ (অব্য) ১ দেবমাতা। ২ ভূমি। ৩ পরমত। (৯কারো
দেবতাস্বায়ং ভুবি কুঞ্চে চ কীপ্তিতঃ। মেদিনী)

১০

১০ (দীর্ঘ ঈকার) ১ স্বরবর্ণের দশম অক্ষর। ইহার উচ্চারণ
হান দন্ত। এই বর্ণ দীর্ঘ ও প্রুতভেদে ত্রিবিধ, উদাত্ত, অমুদাত্ত
ও স্বরিত ভেদে ত্রিবিধ, এবং অমুদাত্ত ও অনমুদাত্ত
ভেদে ইহার দুই প্রকার ভেদ আছে। কামধেনুতন্ত্রের
মতে, ঈকার পূর্ণচন্দ্রতুল্য, পঞ্চদেব ও প্রাণাত্মক, তিনগুণ
ও তিন বিন্দু বিশিষ্ট, চতুর্ভুজপ্রদ ও পরম কুণ্ডলী। ইহার
লিখনপ্রণালী—ঈকারের রেখা হ্রস্ব ঈকারের কোড় তুল্য,
এই রেখা বৈকুণ্ঠী বলিয়া বিখ্যাত, এই রেখার দুর্কা, বাণী ও

সরস্বতী অবস্থিতি করেন। (বর্ণোচ্চারিত) তত্রশাস্ত্রোক্ত ইহার নাম—কমলা, হরী, কবীকেশ, মধুভূত, সূক্ষ্মা, কান্তি, বাসগণ্ড, রক্ত, কামোদরী, সূরা, শান্তিকৃৎ, সত্যিকা, শক্ত, মারাবী, লোলুপ, বিরহ, কুশলী, সূহির, মাতা, নীলগীত, গজানন, কামিনী, বিশ্ববা, কাল, নিত্যা, শুভ, শুচি, কৃতী, সূর্য্য, বৈবোৎকর্ষিণী, একাকী ও দলুৎপ্রহ।

(কবীকেশো হরঃ সূক্ষ্মো বাসগণ্ডঃ কুবেরহৃৎ।

অর্ধকোষ্ঠে নীলচরণঃ কাকরূপঃ ক্রিষ্টকঃ। মাতৃকানিবট্)

পাণিনি মতে কাকরের দীর্ঘ নাই; কিন্তু বার্তিক হুজাঙ্গুগারে আবশ্যকস্থলে কাকরের স্থানে ক করিয়া লইতে হয়। (১) তিঃ বা। বার্তিক।) এজন্য তত্র ও হুজবোধ ব্যাকরণে স্বীকৃত দীর্ঘ ক বিরুদ্ধ নহে।

- ১ (অব্য) ১ দেবনারী। ২ নার্যাদ্বা। ৩ মাতা। (১) কাকরে দেবনার্য্যে ত্যাং নার্যাদ্ব্যস্তপি মাতরি। মেদিনী)
- ২ (জী) ১ বৈভ্যজী। ২ দলুৎপ্রহ। ৩ কামধেনুমাতা।
- ৩ (পু) ১ সর্গ। ২ মহাদেব।

এ

এ, ১ অরবর্ণের একাদশ অক্ষর, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু। এই বর্ণ দীর্ঘ ও স্পৃভভেদে দুই প্রকার, উদাত্ত, অহুদাত্ত ও ঋতিভেদে ত্রিবিধ এবং অহুদাত্তিক ও অনহুদাত্তিক ভেদে বিবিধ ভেদ আছে। কামধেনু তন্ত্রের মতে—একাদশ পরম, দিব্য, ব্রহ্মবিজ্ঞানবান্ধব, রত্নিনীকুহুম তুল্য, পঞ্চদেবমর, পঞ্চপ্রাণাত্মক, বিন্দুজ্বরবিশিষ্ট, চতুর্ভুজপ্রহ ও পরমকুণ্ডলী। ইহার লিখনপ্রণালী—বামদিকে হইতে একটি কুক্তিত রেখা দক্ষিণ দিকে আসিয়া অধোগত হইবে, পুনর্বার তথা হইতে সেই রেখা বামদিকে বাইবে। এই রেখার অগ্নি, মহাদেব ও বায়ু অবস্থিতি করেন। (বর্ণোচ্চারিত তন্ত্র)। একাকের তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত নাম,—বাতব, শক্তি, ক্রিষ্টী, সোষ্ঠ, ভগ, মরুৎ, সূক্ষ্মা, কৃত, অর্ধকেশী, জ্যোৎস্না, প্রজ্ঞা, প্রেমদান, ভর, জ্ঞান, কৃপা, ধীরা, জ্যোৎস্না, সর্গসমুদ্র, বহি, বিষ্ণু, ভগবতী, কুণ্ডলী, মোহিনী, বস, বোহিৎ, আধারশক্তি, ত্রিকোণা, জৈশ, সন্ধি, একাদশী, ভজা, পদ্মনাভ ও কুলাচল। বীজবর্ণাভিধানে—বাসগণ্ডাভ, মাকবীজ, বিজরা ও গুঠ, এই কয়েকটি নাম অধিক আছে।

(ক্রিষ্টীশঃ পদ্মনাভশ্চ শক্তিঃ সূক্ষ্মানুতো ভগঃ।

উর্ধ্বোষ্ঠগঃ কামরূপ একরূপঃ ক্রিষ্টকঃ। মাতৃকানিবট্)

২ বায়ুর অহুদাত্ত বিশেষ (এঃ সিটি অহুদাত্তঃ। কবিঃ কঃ)

এ (অব্য) ১ কৃতি। ২ অহুদাত্ত। ৩ অহুদাত্ত। ৪ আমরূপ। ৫ আমরূপ।

(এ হুদাত্তবর্ণাহুদাত্তকামরূপকৃতিবু। মেদিনী)

এ (পুং) এতি প্রামোক্তি সর্গে বিশ্ব, ইন্-অহু। বিষ্ণু।

এই (সর্গনাম ইন্-শব্দের অপভ্রংশ) সূক্ষ্মবৃত্ত বা অগ্রবর্তী বস্ত্র বোধক।

এক (জি, সর্গনাম) এতিতি, ইন্-কন্, (ইন্-তীকাপাশ্যল্যজি-মতিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩। ৪০।) ১ প্রধান। ২ অহু। ৩ কেশল। (একক কেশলে প্রোষ্ঠে ইতরমিহ বাচ্যবৎ। বিশ্ব) ৪ আদি সংখ্যা। ৫ অধিতীর। ৬ সত্য। ৭ সমান। ৮ অন্ন। ৯ প্রথম। ১০ কোন। ১১ একসংখ্যাবিশিষ্ট। ১২ পরমেশ্বর। ১৩ বিষ্ণু। ১৪ ঐলবংশীর রাজবিশেষ। (ভাগঃ ২। ১৫। ২।) ১৫ অগ্নি। ১৬ সূর্য্য। ১৭ দেবরাজ। ১৮ বস।

পরমায়া, বিষ্ণু, ক্রিতি, গণেশদত্ত, শুক্রচক্ৰ, এইগুলি এক সংখ্যার্থবোধক শব্দ।

একআড়া (গ্রাম্য) একমাণ।

একক (জি) এক-কন্। অসহার, একলা, একটি মাত্র (“বিধিরেককচক্রচারিণম্।” নৈষধ। ২। ৩৬)

এককর (জি) একং করোতীতি এক-ক-ট। (দিবা বিতা নিশেতি। পা ৩। ২। ২১।) একমাত্রকারক।

এককর্ণ, ভারতবর্ষের অন্তর্গত জনপদবিশেষ। (মৎস্ত ১১। ২৫, মার্কণ্ডেয় ৫৮। ৩৭)

এককর্ম্মকারী (জি) একং কর্ম্ম করোতীতি, এককর্ম্ম-ক-ণিনি। এক কার্য্যকারক।

এককার্য্য (জি) একং সমানং কার্য্যং যত, বহুব্রী। সমান কার্য্যকারক।

এককাল (পুং) একস্তারং কালশ্চ, কর্ম্মধাৎ। ১ এক সময়। ২ সমকাল। (জি) একঃকালোহস্ত বহুব্রী। একসাময়িক।

এককালীন (জি) এককাল-থঞ্। ১ সমকালীন। ২ বাহা একসময়ে অথবা একবারে উৎপন্ন হয়।

এককালীনতা (জী) এককালীন-ভল্। ১ সমকালীনের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ এক সময়ে হওয়া।

এককুণ্ডল (পুং) একং কুণ্ডলং যত, বহুব্রী। ১ বলরার। ২ কুবের।

(এককুণ্ডল আখ্যাতো বলভজ্ঞে ধনাবিশে। মেদিনী)

এককুষ্ঠ (রী) সূক্ষ্মতোক্ত একাদশ সূক্ষ্ম কুষ্ঠাভ্যন্তরিত কুষ্ঠ-বিশেষ; যে কুষ্ঠে শরীর কৃকবর্ণ, অথবা রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠও অনাধ্য। [চিকিৎসা কুষ্ঠে দেখ।]

এককোষ্ঠি (জি) যে সকল গ্রামী এককোষ্ঠ চূর্ণনর আবারে অবস্থান করে; ইহাদিগের নাম শিরঃপণী। কটিল-অভ্য,

অর্গেন্ট, বেলেন, মাইট, অক্টোপস প্রভৃতি প্রাণি সকল এককোষীয় অতৃপ্ত।

একগম্য (জি) একঘন গম্য; এক-গম-৭৭। ১ একমাত্র লতা। ২ একমাত্র নির্দিক্রক জানের দ্বারা যে অঞ্চল চিহ্নানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একগুরু (পুং) একো গুরুত্ব, বহুতী। সতীর্থ, এক অধ্যাপকের দ্বারা।

একগুঁরে (দেশজ) একরোখা, যে কাহারও অহুরোধে নিজের মৌক্ ছাড়ে না।

একগ্রাম (পুং) একশাসনো গ্রামশ্রেণি, কর্মধা। ১ অভিন্ন গ্রাম। (“একগ্রামে চতুঃশালে হৃদিকে রাষ্ট্রবিপ্লবে। পতিনা নীরমানারাঃ পুরঃ শুক্রো ন দ্ব্যতি।” জ্যোতিঃ।)

একগ্রামীণ (জি) একমিন্ গ্রামে ভবং, একগ্রাম-খণ্ড। এক গ্রামের অধিবাসী।

একগ্রামীয় (জি) একমিন্ গ্রামে ভবং, এক-গ্রাম-ই; (গহাদিত্যচ। পা° ৪। ২। ১৩৮।) একগ্রামবাসী।

একঘরিয়্যা (দেশজ) সমাজদ্রষ্ট, দলদ্রষ্ট।

একচক্র (স্ত্রী) একং চক্রং বস্তু, বহুতী°। ১ হরিগৃহ বা শুভপুরী নামক পুরীবিশেষ।

ত্রিকাংশেব নামক অভিধানে লিখিত আছে—

“একচক্রং হরিগৃহং শুভপূর্য্যখবর্ত্তনি।” ২। ১। ১২।

এখানে হরিগৃহ ও শুভ একচক্রের পর্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

অধ্যাপক উইলসন্ প্রভৃতি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, শুভের (একচক্রার) বর্ত্তমান নাম শম্ভলপুর।

ঐ মত ঠিক নহে, বর্ত্তমান শম্ভলপুর মহাভারতের একচক্রানগরী হইতে পারে না। [একচক্রা দেখ।]

২ (জি) যে একাকী বিচরণ করে। ৩ সূর্য্যদেবের রথ।

৪ একমাত্র রাজবিশিষ্ট দেশ। ৫ (পুং) অহুরবিশেষ, মহাভারতে এই অহুর প্রতিবিদ্যা নামে বিখ্যাত। (ভারত সত্য° ৬৭। ২২।)

একচক্রা (স্ত্রী) মহাভারতাত্ত একটি প্রাচীন নগর।

জতুগৃহদাহের পর পঞ্চপাণ্ডব কৃত্তীর সহিত শুণ্ডভাবে গঙ্গা-তীরে আগমন করেন। তথায় নৌকাযোগে গঙ্গার পরপারে আসিয়া, ক্রমাপত্ত দক্ষিণাভিমুখে বাইতে লাগিলেন। ক্রমে এক গভীর অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, এই বনে ভীম, হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করেন। তৎপরে নানাহান অভিক্রম করিয়া ব্যাসদেবের আজ্ঞার একচক্রা নগরীতে রাক্ষসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। (ভারত আদি ১৪৯—১৫৭ অঃ দেখ।)

এখন দেখা বাউক একচক্রা কোথায়? একচক্রা নগরী লইয়া বহুদিন হইতে বড় পোলবোণ চলিতেছে। বঙ্গবাসীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন, একচক্রা মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা নামক গ্রামের নিকট, এখানে এখনও বকরাঙ্গসের হাড় আছে। আবার পশ্চিমাঙ্গলের লোকেরা বলে, সাহাবাদ জেলার, এইরূপ অনেক মত প্রচলিত আছে। তবে কাহার মত প্রকৃত তাহাই বীমাংসা করা আবশ্যক।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি গাঙ্গীপুর (চেনচু) হইতে মহা-সার (মো-হো-স-লো) নামক গ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের পরে একটি স্থানে আসিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন, সেই স্থানে পূর্বে এক নরভোজী রাক্ষস বাস করিত। তাহার উৎ-পাতে সকলে বিপদগ্রস্ত হইলে বুদ্ধদেব তাহাকে শাসন করেন।

উক্ত মহাসার গ্রামের বর্ত্তমান নাম মাসার, উহা সাহা-বাদ জেলার অন্তর্গত আরা নগরের নিকট অবস্থিত। অত-এব চীনপরিব্রাজক মহাসার গ্রাম হইয়া আরানগরে আসিয়া-ছিল, সহজেই অহুমান করা যায়। বর্ত্তমানকালে আরাতে একটি প্রবাদ আছে যে, পঞ্চপাণ্ডব অননী কুস্তিসহ এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানে বক রাক্ষসের বাস ছিল, ভীম তাহাকে নিহত করেন। সুতরাং এই স্থান মহা-ভারতের একচক্রানগরী বলিয়া অহুমান করা বাইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্বে যে এখানে নরমাংসভক্ষক রাক্ষস বাস করিত, এই প্রবাদ যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনা পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে।

বর্ত্তমান আরার আর একটি প্রাচীন নাম চক্রপুর, ইহার পার্শ্বেই বকরি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, এখানকার লোকের বিশ্বাস এই বকরি গ্রামে বকরাঙ্গস বাস করিত। মহাভারতেও লিখিত আছে, একচক্রার নিকট বকরাঙ্গস বাস করিত।

“সমীপে নগরতাত্ত বকো বসতি রাক্ষসঃ।”

আদিপর্ব্ব ১৬০। ৩।

এখানকার ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, ভীম মল্লবারে বক রাক্ষসকে বধ করিয়া চক্রপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র চক্রপুরের নাম ‘আরা’ হইল।

মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, একচক্রা নগরীর অনতি-দূরে বেজকীরগৃহ নামে একটি নগর ছিল—

“বেজকীরগৃহে রাজা নায়ং নরসিহাস্বিতঃ।

উপায়ং তং ন কুরুতে বদ্বাদপি স মন্মথীঃ।

* আর শব্দ মল্লবারের একটি নাম।

অনাময়ঃ জনস্তাত যেন তাদন্য শাসিতম্ ॥

এতদর্হা বয়ঃ নুনং বসামো হুর্ললত যে ।

বিবরে নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ কুরাজানামুপাশ্রিতাঃ ॥

ব্রাহ্মণাঃ কত বাস্তব্যাঃ কত বা হন্দচারিণঃ ॥

আদি ১৬২।ক-১১।

এই নগরের অনতিদূরে বেত্রকীয়গৃহে এক রাজা বাস করেন, তিনি জার কাহাকে বলে জানেন না, তিনি নিত্যন্ত অস্বাধ, এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বল নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, এরূপ কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের পাত্র, কিন্তু অকর্মণ্য হুর্লল রাজার রাজত্বে থাকিয়া সর্বদাই উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও ইচ্ছাধীন হইয়া চলিতে হয় ?

উপরোক্ত বর্ণনাপাঠে বোধ হইতেছে, মহাভারতের সময় একজন নগরী বেত্রকীয়গৃহরাজার অধিকারভুক্ত ছিল, পরে বক রাক্ষস আসিয়া অধিকার করিয়া বসে।

বর্তমান আরা নগরের দক্ষিণপূর্বে ৫।৭ ক্রোশ দূরে 'বিতা' বা 'বেতা' নামে একটি অতি প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, গ্রামটি ভগবানগঞ্জের ঠিক উত্তরপার্শ্বে পুনপুন নদীর ধারে। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। (Archaeological Survey of India, Rept. Vol. VIII. p. 19.) বৌদ্ধদিগের অভ্যুত্থানের পূর্বে এখানে বোধ হয় হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল। এই 'বিতা' বা 'বেতা' গ্রামই মহাভারতের 'বেত্রকীয় গৃহ' বলিয়া বোধ হয়। ইহার কিছু দূরে পুনপুন নদী অপরপারে আরার নিকট আর একটি 'বিতা' গ্রাম আছে, ইহা দ্বারা অনুমান হয়, প্রাচীন 'বেত্রকীয়' রাজ্য পুনপুন নদীর পূর্বপার হইতে বর্তমান আরানগর অবধি বিস্তৃত ছিল।

একচক্রবর্তিতা (জী) একচক্রবর্তিনো ভাবঃ, একচক্র-বর্তিন্-তল্। সমগ্রপৃথিবীর শাসনকর্তৃত্ব, যে ভূমণ্ডলকে একটি চক্রের স্থায় করিয়া রাজত্ব করে, তাহার ধর্ম বা কর্ম।

একচর (পুং) একঃ সন্ চরতি, এক-চর-পচাদ্যচ্। ১ যে একাকী বিচরণ করে। ২ সর্পাদি হিংস্রক জন্তু। ৩ গজার। ৪ যুগ্মজন্তু।

একচরণ (পুং) একশ্চরণো যন্ত, বহুব্রী। ১ একপদবিশিষ্ট। ২ একপদবিশিষ্ট মনুষ্যবিশেষ। ৩ জনপদবিশেষ।

একচর্য্যা (জী) একত্ চর্য্যা, চর-ভাবে ক্যপ্-টাপ্। একাকীর অবস্থায় গমন।

একচারী [ন্] (জি) একঃ সন্ চরতি, এক-চর-গিনি। ১ যে ব্যক্তি একাকী বিচরণ করে। (পুং) ২ বুদ্ধদেবের সহচরবিশেষ।

একচ্ছায় (জি) একা অবচ্ছিন্না ছায়া আচ্ছাদনং যন্ত, ব্রহ্মঃ বহুব্রী। এক-আচ্ছাদনবিশিষ্ট।

একচ্ছায়ী (জী) অধমর্ণের অর্থাৎ বাহ্যকে কর্ক দেওয়া হইয়াছে তাহার সাদৃশ্য।

(“একচ্ছায়ী প্রবিষ্টানাং দাত্তো যন্তত্র দৃশ্যতে।” কাভ্যা° দৃ°।)

একচিত্ত (জি) একমেকবিষয়াসক্তং চিত্তং যন্ত, বহুব্রী।

১ অনন্তচিত্ত, বাহার চিত্ত এক বিষয়ে স্থির হইয়া আছে।

(একমভিন্নং চিত্তং যন্ত) ২ অভিন্নচেতা, বাহার সহিত মনো-ভাবের সম্পূর্ণ এক্য আছে।

একচূর্ণি (পুং) মূনিবিশেষ, তৈত্তিরীর যজুর্কেন্দ্রের একজন ভাষ্যকর্তা। সায়ণাচার্য্য তৎকৃত বেদভাষ্যে একচূর্ণির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

একচেটিয়া (দেশজ) একমাত্র ব্যক্তির আয়ত্ত।

একজ (জি) একস্মাৎ জায়তে, এক-জন-ড। ১ এক হইতে উৎপন্ন। ২ সহোদর সহোদরী।

একজটা (জী) একা একসংখ্যকা মুখ্যা বা জটা যন্তাঃ, বহুব্রী। ১ উগ্রতারা।

ধ্যানে ইহার মূর্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—চতুর্ভুজ, কৃষ্ণবর্ণ, মুণ্ডমালাবিভূষণ, দক্ষিণহস্তের মধ্যে উর্দ্ধ হস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে ইন্দ্রীবর, বামহস্তেরে কর্জী ও খপ্পর, মস্তকে গগনস্পর্শী একটা জটা, মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা, বক্ষ-দেশে সর্পহার, আরক্ত নয়ন, কটীদেশে ব্যাত্রচর্ম ও কৃষ্ণ বস্ত্র; বামপদ শবহৃদয়ে ও দক্ষিণপদ সিংহ পৃষ্ঠে বিস্তৃত, অট্টহাস্ত, ভীষণ গর্জন ও মূর্তি ভয়ঙ্করী। ইহার অষ্ট যোগিনী, তাহারিগের নাম,—মহাকালী, ক্রত্যাগী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, জামরী, মহারাজি ও ভৈরবী। (কালিকাপুরাণ ৬১ অঃ।)

নেপালের বৌদ্ধেরা এই দেবীকেই একজটা-আর্য্যভাট্টা-দেবী নামে পূজা করিয়া থাকেন। নেপালের বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, অবলোকিতেশ্বর বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বকে এই দেবীর পূজা বলিয়াছিলেন। (ভারাতোত্তরশতনাম-স্তোত্র নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ) ২ রাবণনিযুক্ত একজন বিক-টাকার রাক্ষসী। (রামায়ণ ৪।২০।৫)

একজটা কামদেব (পুং) উৎকলদেশের গঙ্গাবংশীয় রাজ-বিশেষ। ইনি গজেশ্বরের পুত্র, এবং গঙ্গাবংশীয় প্রথম রাজা চোরগঞ্জের পোত্র। গজেশ্বর কোন কার্যের জন্য মহাপাণে লিপ্ত হইলে, তৎপত্নী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া একজটা কামদেবকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কামদেব রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে অনেকগুলি সংকার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি পুরীর প্রাচীন মন্দির তাজিরা সেইখানে নূতন মন্দির আরম্ভ করেন।

কিছু ভাহার নির্মাণকার্য শেষ হইতে না হইতেই কামদেব অকালে কালকবলে নিপতিত হইলেন। মাদলাপঞ্জীর মতে, ইনি ১০৮৮ শক হইতে ১০৯৩ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভাহার পুত্রের নাম মনন-মহাদেব। কোন কোন উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্তে একজটার নাম একজটা মহাদেব, কোন কোন গ্রন্থে কামদেব এইরূপ নাম পাওয়া যায়।

একজন্মা [ন্] (পুং) একং সূখ্যমবিতীয়ং বা জন্ম যন্ত, বহুব্রীং। ১ রাজা। ২ শূত্র, ইহাদিগের উপনয়ন সংস্কার না থাকায় ইহার। বিজ শ্রেণী হইতে বিভিন্ন।

একজাত (ত্রি) একজাত জাতঃ, ৫তং। ১ সহোদর, সহোদর। ২ এক বস্ত্র হইতে উৎপন্ন।

একজাতি (পুং) একা জাতি জন্ম যন্ত বহুব্রীং। ১ শূত্র। (ভ্রাক্ষণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্ত শূত্রো নান্তি তু পঞ্চমঃ ॥” মম্ব ১০। ৪) (একা সমানা জাতির্ভুক্ত)। ২ সমানজাতি।

একজাতীয় (ত্রি) একঃ প্রকারঃ, এক-জাতীয়ঃ; (প্রকার-বচনে জাতীয়ঃ। পা° ৫। ৩। ৬৯।) একপ্রকার।

একজীববাদ (পুং) বেদান্তদর্শনের বাদবিশেষ, তাহাতে জীব এক বলিয়া সমর্থিত আছে।

একজ্যোতিঃ [স্] (পুং) একং প্রধানং সর্বাভিভবকরং জ্যোতিরন্ত। বহুব্রীং। শিব।

একজ্বর (পুং) জ্বরোগবিশেষ। [জ্বর দেখ।]

একটা (দেশজ) একটি বস্ত্র।

একটি (দেশজ) একত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট বস্ত্র।

একটু (দেশজ) অল্পমাত্র বস্ত্র।

একটুকু (দেশজ) কিছুমাত্র বস্ত্র।

একত (পুং) ১ দেববিশেষ। ২ মূনিবিশেষ।

একতঃ (ত্রি) এক-তসিল্। ১ প্রথমতঃ। ২ একপার্শ্বে। ৩ এক হইতে। ৪ এক পক্ষে। ৫ এক দিকে। (“যাত্যেকতোহন্ত-শিখরং পতিরোবধীনামাবিকৃতাকর্ণপুংসর একতোহর্কঃ ॥” ইতি শকুন্তলা ৪।)

একতন্ত্রী (ত্রি) একং তন্ত্রমন্ত্রাভি, এক-তন্ত্র-ইনি। সমানকর্ম।

একতম (ত্রি) এক-ডতমচ্, (একাচ্চ প্রাচাম্। পা° ৫। ৩। ৯৪) বহুর মধ্যে এক।

(“অঙ্গাণি বা শরীরং বা ব্রহ্মদৈকতমং বৃণু।” ভারত° অং)

একতর (ত্রি) এক-ডতরচ্, (একাচ্চ প্রাচাম্। পা° ৫। ৩। ৯৪) হরের মধ্যে একটি।

একতরফ (পারস্য) একদিক্।

একতা (স্ত্রী) একত্ব ভাবঃ, এক-তল্-টাণ্। ১ এক্য। ২ একত্ব। ৩ অভিন্নতা। ৪ মুক্তিবিশেষ।

একতান (ত্রি) একেন ভাবরসেন তন্ততে, তন-অণ্। ১ একাগ্র, এক বিষয়ে আগত। ২ একত্ব ও একতালবিশিষ্ট গীতি বাদ্যাদি।

একতার (ত্রি) একা তারা যত্র। বহুব্রীং, হ্রস্বঃ। একটিমাত্র তারাবিশিষ্ট। (একতারং নতো দৃষ্টা স্বত্বব্যো নারদো মুনিঃ। ইতি শ্বতিঃ।)

একতারা (দেশজ) একতন্ত্রী শব্দের অপভ্রংশ। বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; ইহাতে অলাবুর খোলে চামড়ার আচ্ছাদন এবং এক বংশদণ্ড সংযোজিত থাকে, বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটি কাণ, ঐ কাণ হইতে আচ্ছাদিত চর্ম পর্য্যন্ত একগাছি লৌহের অথবা পিত্তলের তার সংলগ্ন থাকে। অনেক ভিক্ষুক এই যন্ত্রযোগে গান করিয়া বেড়ায়।

একতাল (পুং) একঃ সমানস্তালো যত্র, বহুব্রীং। ১ তানবিশিষ্ট গীত বাদ্যাদি। (ত্রি) ২ (একমাত্রঃ তালস্তালত্বকো যত্র) একমাত্র তালবৃক্ষবিশিষ্ট পর্বতবিশেষ।

(“একতাল ইবোৎপাতগবনপ্রেরিতো গিরিঃ।” রঘু ১৫। ২৩।)

একতীর্থী [ন্] (পুং) একং সমং তীর্থং আশ্রমো হস্ত্যন্ত, ইনি। সতীর্থ, এক শ্রমের শিষ্য।

একতেশ্বর, (পুং) বাঁকুড়ার ১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ঝারিকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার একতেশ্বর নামক শিবমন্দির দেখিবার যোগ্য বটে, ঐ মন্দিরে মহাদেবের একটি লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, লিঙ্গের নাম একতেশ্বর।

একতেশ্বরের মন্দিরের গাঁথনি অতি প্রশংসনীয়, ইহার ভিত্তি যেরূপ দৃঢ়, তেমন আর এ অঞ্চলে দেখা যায় না। মন্দিরটি অতি প্রাচীন, প্রধানতঃ লালবেলেপাথরে নির্মিত, মধ্যে দুই তিন বার ইহার সংস্কার হইয়াছিল, নচেৎ এতদিন ধূলিশায়ী হইত।

একতোদহ (ত্রি) একতো দন্তা যন্ত, বহুব্রীং দৎ-আদেশঃ। একপাটা দন্তযুক্ত পশু-আদি, গজ প্রভৃতি।

একত্র (অব্য) এক-ত্রল্, (সপ্তম্যাত্রল্। পা° ৫। ৩। ১০।) ১ একস্থানে। ২ একসঙ্গে।

একত্রিক (পুং) যন্ত্রবিশেষ।

একত্রিংশ (ত্রি) ১ একত্রিশ, ত্রিশ অপেক্ষা এক সংখ্যা অধিক। ২ একত্রিশ সংখ্যার পূরণ।

একত্রিংশৎ (ত্রি) একত্রিশ।

একত্ব (স্ত্রী) একত্ব ভাব, এক-ত্ব। ১ একতা। ২ অভিন্নতা। ৩ সাম্য। ৪ মুক্তিবিশেষ।

একদ্বংষ্ট্র (পুং) একা দ্বংষ্ট্রা বস্যা, বহুব্রী হ্রস্বঃ। গণেশ।
 একদণ্ডী [ন] (পুং) একঃ কেবলো দণ্ডোহস্তাতি, এক-
 দণ্ড-ইনি। সন্ন্যাসীবিশেষঃ। যখন হৃদয়ে সনাতন ব্রহ্ম-
 মাত্রের নিশ্চয় হয়, তখন বিধি-অনুসারে উপবীত শিখা
 প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী একমাত্র দণ্ড অবলম্বন
 করিয়া থাকেন। চতুর্বিধ সন্ন্যাসী মধ্যে হংসশ্রেণীই সন্ন্যাসী-
 রই এক দণ্ডধারণে ব্যবস্থা। [সন্ন্যাসী দেখ।]
 একদন্ত (পুং) একো দন্তো যন্ত, বহুব্রী। গণেশ; কোন সময়ে
 গণেশকে ষারপাল রাখিয়া শিবচূর্ণা কণোপকথন করিতে-
 ছিলেন; এই সময়ে পরশুরাম শিবদর্শন ইচ্ছায় আসিয়া
 গণেশকে ষার ত্যাগ করিতে বলেন, গণেশ তাহা স্বীকার
 না করায়, উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই যুদ্ধে পরশুরামের
 কুঠারঘাতে গণেশের একটি দন্ত ভগ্ন হইয়াছিল। সেই অবধি
 গণেশের নাম একদন্ত হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত)।
 (দৈবমাতুরো গজাট্যেকদন্তো লম্বোদরাধুগৌ। হেম ২।১২১।)
 একদা (অব্য) একস্মিন্ কালে, এক-দা; (সর্কেকাঙ্কিৎ
 যতদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫।) ১ একসময়ে।
 ২ যুগপৎ।
 একদিক্ [শ্] (স্ত্রী) ১ একদিক্। ২ একপার্শ্ব।
 একদৃক্ [শ্] (পুং) একমভিন্নং পশুতীতি, এক-দৃশ-কিপ্।
 ১ মহাদেবঃ। ২ তত্ত্বজ্ঞানী। ৩ ব্রহ্মজ্ঞানী। (একা দৃক্ যন্ত)
 ৪ কাক, রামবাণে কাকের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল।
 ৫ (ত্রি) কাণ। (কাণঃ কনন একদৃক্। হেম ৩।১১৬।)
 ৬ (ত্রি) (একমেব পক্ষং পশুতি যঃ) এক পক্ষাশ্রয়ী।
 একদৃষ্টি (স্ত্রী) একা একবিষয়ী দৃষ্টিঃ, কর্মধা। ১ একমাত্র
 বিষয়ে দৃষ্টি। ২ (একাদৃষ্টির্যন্ত, বহুব্রী)। (ত্রি) ৩ কাক।
 ৪ কাণ।
 একদেব (পুং) একঃ প্রধানো দেবঃ, কর্মধা। পরমেশ্বর।
 একদেবত (ত্রি) একা দেবতা যন্ত, বহুব্রী। ১ অগ্নিহোত্রাদি।
 ২ (স্ত্রী, কর্মধা) একদেবতা।
 একদেবত্যা (ত্রি) একাং শ্রেষ্ঠাং দেবতামহতীতি। এক-
 দেবতা-যৎ। শ্রেষ্ঠ দেবতাপূজক।
 একদেশ (পুং) একচ্চাসৌ দেশশ্চেতি কর্মধা। ১ একস্থান।
 ২ এক অংশ।
 একদেশবিভাবিত্যায় (পুং) একদেশঃ সাধ্যস্ত বিভা-
 বিভো যেন। স চাসৌ ভায়শ্চেতি কর্মধা। যে তর্কে
 প্রমাণাদি দ্বারা সাধ্যের একদেশ অস্বীকৃত করান যায়।
 একদেশী (ত্রি) একো হস্তিহো দেশো বাসস্থানেনোত্তাতীতি
 ইনি। একদেশবাসী।

একদেহ (পুং) একঃ সুখ্যো দেহো যন্ত, বহুব্রী। ১ বৃদ্ধগ্রহ।
 ২ (একঃ তুল্যো দেহো যন্ত) বংশ, গোত্র। ৩ দম্পতী,
 জীপুরুষ। ৪ (কর্মধা) একদরীর।
 একদ্বার (পুং) ত্ত্বদ্বারট প্রদেশের মধ্যস্থিত বটতীরের
 নিকটস্থ একটি প্রাচীন তীর্থ। (প্রভাস ৪।৮০।২।১)
 একদ্যু (পুং) একেন পরমাত্মনা দিব্যতি, দিব্-কিপ্-উট্।
 কেবল পরমাত্মচিন্তক, আত্মারাম নামক শ্রাবিবিশেষ।
 একধর্ম্মী (ত্রি) একভুলো ধর্ম্মোহস্তাতি, এক-ধর্ম্ম-ইনি।
 সমানধর্ম্মবিশিষ্ট।
 একধন (স্ত্রী) একমেব ধনম্, মধ্যপদলো। ১ একমাত্র ধন।
 ২ (একমযুগ্মং ধনং ধীরমানমুদকং যন্ত বহুব্রী)। অযুগ্ম
 সংখ্যক কলস। ৩ (একং সুখ্যং ধনং কর্মধা) শ্রেষ্ঠধন।
 ৪ অবিভক্ত ধন। ৫ (একং ধনং যন্ত) (ত্রি) একমাত্র,
 ধনশালী।
 একধা (অব্য) এক-ধা, (সংখ্যায় বিধার্থে ধা। পা ৫।
 ৩।৪২।) এক প্রকার।
 একধুর (ত্রি) একা ধূর্যন্ত, এক-ধূর-অ। (খক্ পূরকৃঃ
 পথ্যমানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪।) একভারবাহী গরু প্রভৃতি।
 একধুরীণ। একধুরাবহ।
 একধুরা (স্ত্রী) একা ন দ্বিতীয়া ধূঃ, কর্মধা। ১ একভার।
 ২ (ত্রি) (ধূর্বহতীতি অণ, তন্ত্র নৃক্) একভারবাহকপশু।
 ৩ (ত্রি, অন্ত্যার্থে অচ্) একভারবিশিষ্ট।
 একধুরাবহ (ত্রি) একধুরায়াঃ, বহঃ ৬-উৎ। একভার-
 বাহক পশু। (অমর)
 একধুরীণ (ত্রি) একধুরাং বহতি যঃ এক-ধূর-ণ (একধুরা-
 নৃক্চ। পা ৪।৪।৭২।) অথবা একস্ত রথস্ত লান-
 লাদেক্ষী ধুরং বহতি যঃ। একভারবাহক। (এক ধুরী-
 নৈকধুরাবুভাবেকধুরাবহে। হেম ৪।৩২৮।)
 একনক্ষত্র (স্ত্রী) একং নক্ষত্রং যন্ত, বহুব্রী। একটি তারা-
 বিশিষ্ট নক্ষত্র; আর্দ্রা, চিত্রা ও স্বাতিনক্ষত্র একতারাময়। ২
 অমাবস্তা। ৩ একটি নক্ষত্র।
 একনট (পুং) একো সুখ্যো নটঃ, কর্মধা। প্রধান নাট্য-
 প্রবর্তক; কথনাপ্রাণ।
 একনয়ন (ত্রি) একং নয়নং যন্ত, বহুব্রী। কাণা, বাহার একটি
 চক্ষু। [একদৃক্ দেখ]
 একনবতি (স্ত্রী) একেন অধিকা নবতিঃ, মধ্যপদলো।
 একানব্বই, ৯১ সংখ্যা।
 একনাথ (পুং) একঃ প্রধানং নাথঃ, কর্মধা। প্রধান রাজা।
 একনাথভট্ট, (পুং) একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। দাক্ষিণাত্যের

প্রতিষ্ঠান (পৈথান) নগরে ইহার অঙ্গ হয়। ইনি অর্থ-
স্বার্থপ্রকাশিকা নামে একখানি চণ্ডীটিকা প্রণয়ন করেন।

একনায়ক (পুং) একঃ প্রথানং নায়কঃ, কর্মধাৎ। মহাদেব।

একনায়করাজ্যভক্ত (ক্ৰী) এক রাজার মতাম্বসারে যে
রাজ্যশাসনকার্য্য নির্বাহিত হয়।

একনিশ্চয় (পুং) ১ কোন এক বিষয়ে বহুজনের ঐক্য মত।
২ (ত্রি) কোন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়।

একনিষ্ঠ (ত্রি) একা একবিষয়ী নির্ঠা যন্ত, বহুব্রী। একাসক্ত,
যাহার এক বিষয়ে আসক্তি আছে।

একনীত (ত্রি) যথ। (ভাগ ৪।২৬।২।)

একনেত্র (পুং, ত্রি) [একদৃক্ দেখ]

একপক্ষ (ত্রি) একঃ পক্ষো যন্ত, বহুব্রী। ১ সহায়। ২
(একঃ অধিতীয়ঃ পক্ষঃ, কর্মধাৎ) (পুং) একপক্ষ।

একপঞ্চাশ (ত্রি) একপঞ্চাশং পূরণার্থে ডট্। যে একার
সংখ্যার পূরণ করে।

একপঞ্চাশৎ (ত্রি) একেন অধিকা-পঞ্চাশৎ। একার,
পঞ্চাশ অপেক্ষা এক অধিক সংখ্যা।

একপতিক (ক্ৰী) একঃ সমানঃ পতির্যস্যঃ, বহুব্রী। ক-টাপ্।
সপত্নী, একপতির ক্ৰী।

“সর্কাসামেকপত্নীনাংমেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।

সর্কাস্তান্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতী মনুঃ।” মনু ৯।১৮৩।

একপত্নী (ক্ৰী) একো অধিতীয়ঃ পতির্যস্তাঃ। ১ পতিব্রতা।

(“তাকাবশং দিবসগণনা তৎপরামেকপত্নীম্।” মেঘ। ৪১০)

২ (একঃ সমানঃ পতির্যস্তাঃ) সপত্নী।

একপত্রিক (ক্ৰী) একং গন্ধবস্মাৎ শ্রেষ্ঠং পত্রং যস্তাঃ,
বহুব্রী। ক-টাপ্ অত ইঃ। গন্ধপত্র বৃক্ষ। [গন্ধপত্র দেখ]

একপত্রোৎপত্তিক (ত্রি) যে সকল বৃক্ষের অঙ্গুর সময়ে
একটি মাত্র পত্র উদ্গত হয়। নারিকেল, খর্জুর, তাল,
কদলী প্রভৃতি এই জাতীয় বৃক্ষ।

একপদ (ক্ৰী) একং পদং পদমাত্রোচ্চারকণালো যন্ত, বহুব্রী।

১ তৎক্ষণাৎ, (তৎক্ষণে স্তাৎ একপদম্। বিখ) (একং

প্রশস্তং পদং স্থানং, কর্মধাৎ) ২ বৈকুণ্ঠ। ৩ বিভক্ত্যন্ত পদ।

৪ একস্থান। ৫ বাস্তবমণ্ডল এককোষ্ঠরূপস্থান। ৬ (ত্রি)

একপদবাচ্য। ৭ (পুং) শৃঙ্গারবন্ধবিশেষ। ৮ বাস্তবগণের

আরাধ্য দেবতাবিশেষ। ৯ (একং পদং চরণং যন্ত, ত্রি)

একপদবিশিষ্ট। ১০ (পুং, ক্ৰী) একপদবিশিষ্ট যুগবিশেষ।

একপদবান্ (ত্রি) একপদ-মতুপ্, যস্য বঃ। একপদবিশিষ্ট।

একপদ্য (ত্রি) একপদ্যিন্ তুল্যে পদে অধিকারে তিষ্ঠতি,

একপদ্য-ক। ১ সমান কার্য্যকারী। ২ তুল্য সম্বন্ধশালী।

একপদ্যি (অব্য) একপদ-ইচ্ছ, (বিদগ্ধ্যাদিত্যচ। পা
৫।৪।১২৮) নিপাতনাৎ সাধুঃ। একপদ্যের দ্বারা প্রয়োগ
করিতে পারা যায় একপ অস্ত্রবিশেষ।

একপদী (ক্ৰী) একঃ পাদো যস্যঃ, একপাদ-ডীপ্, ডীপ্
বা; পাদস্য পদাদেশঃ। ১ পদ। ২ (একঃ পাদো যস্যঃ)
একপদ বিশিষ্ট। ৩ ছন্দের এক চতুর্থাংশ বিশিষ্ট ঞক্।

একপদে (অব্য) ১ অকস্মাৎ। ২ একবারে। ৩ এক চেষ্টায়।

একপরি (অব্য) দ্যুতক্রৌড়ার ব্যবহারবিশেষ, যেরূপ
ভাবে অক্ষ পতিত হইলে অঙ্গ হয়, তাহার বিপরীত ভাবে
পতিত হওয়া।

একপর্ণা (ক্ৰী) একমেব পর্ণং আহারো যস্তাঃ। মেনকা গর্ভসমুৎ
হিমালয়ের কচ্ছাত্রের মধ্যে একটি কন্যা; ইনি একটিমাত্র
পত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। (হরি ১৮ অঃ।)

একপর্ণিকা (ক্ৰী) একপর্ণ-কন্-টাপ্ অত ইষম্। পার্শ্বতী।
ইনি তপস্যাকালে একটিমাত্র পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ
করিয়াছিলেন।

একপর্বতক (পুং) পর্বতবিশেষ। (ভারত সভা ১৯ অঃ।
বর্তমান রোহিলখণ্ডের দক্ষিণস্থিত গিরিমালা।

একপলাশ (পুং) একঃ পলাশো যস্য, বহুব্রী। একমাত্র
পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ।

একপাটলা (ক্ৰী) একং পাটলং পুলাং আহারো যস্যঃ।
হিমালয়ের কচ্ছা, পার্শ্বতীর ভগিনী। ইনি একটিমাত্র পুলা
ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

একপাৎ (পুং) একঃ পাদো যস্য, পাদদ্বয়স্যাত্মলোপঃ,
(সংখ্যাসূপূর্বস্য। পা ৫।৪।১৪০।) ১ শিব। ২ বিষ্ণু।
৩ (ত্রি) যাহার একটি পদ, খজ, খোঁড়া।

একপাতিন্ (ত্রি) একঃ সন্ পতিত, এক-পত-গিনি। ১
যে একাকী পতিত হয়।

একপাদ (পুং) একশ্চাসৌ পাদশ্চ, কর্মধাৎ। ১ একপদ।

২ (একঃ পাদোহস্য) পরমেশ্বর। ৩ একচরণযুক্ত। ৪

অম্বরবিশেষ। ৫ একপদে অবলম্বন করিয়া তপস্কারী।

৬ জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ। মহাভারতে

এই জনপদ দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(সভা ৩০ অঃ।) গ্রীক ঐতিহাসিক মেগেস্টিনিন্স একপাদ

জাতিকে ওকুপেদিন্স (Okupedes) এবং টিসিয়ান্ মনোপোদিন্স

(Monopodes) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সম্ভবতঃ

কিরাতজাতি বলিয়া অহমিত হয়। [কিরাত দেখ।]

একপাদিকা (ক্ৰী) একপদে অবলম্বন করিয়া পক্ষীদিগের
অবস্থানবিশেষ।

(“অখাবলম্ব্য কণমেকপাদিকাম্।” নৈষধ ১ম স।)

একপাতুক (ত্রি) একা পাতুকা বস্যা, বহুব্রী। একপাদ, বাহার এক পা।

একপিঙ্গ (পুং) একং পিঙ্গং নেত্রং যস্য, বহুব্রী। কুবের। কুবেরের এক নেত্র সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে;—কুবের অতি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইয়া দেখেন, গৌরী মহাদেবের বামপার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তাহা দেখিয়া কুবের চিন্তা করিলেন, এ সৰ্ব্বদা স্নানরী রমণী কে? যেরূপ ইহার সৌভাগ্য শ্রী, তাহাতে আমার অপেক্ষাও তপস্যাবল অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রুর ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায়, তাঁহার বামচক্ষু ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। তখন দেবী মহাদেবের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ‘এ অতি ভক্ত, অতএব তোমার পুত্রতুল্য’ এইরূপ পরিচয় দিয়া কুবেরকে নানারূপ বর দিলেন এবং দেবীর পদতলে পতিত হইতে বলিলেন। কুবের সেইরূপ অহুষ্ঠান করিলে, দেবী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, যে তোমার ক্ষুণ্ণ চিত্ত বামনেত্রের দ্বারা ‘একপিঙ্গ’ বলিয়া বিখ্যাত হও।

একপিঙ্গল (পুং) একং পিঙ্গলং নেত্রং যস্য, বহুব্রী। কুবের [একপিঙ্গ দেখ]

একপিণ্ড (ত্রি) একঃ সমানঃ পিণ্ডঃ শ্রাদ্ধাদেঃ পিণ্ডঃ দেহো বা যস্য, বহুব্রী। সপিণ্ড, জ্ঞাতিবিশেষ।

একপিতৃক (ত্রি) একঃ সমানঃ পিতা যস্য, বহুব্রী কঃ। এক পিতার ঔরসজাত।

একপুত্রতা (স্ত্রী) এক পুত্রস্য ভাবঃ, একপুত্র-তল-টাপ্। একমাত্র পুত্র হওয়া।

একপুরুষ (পুং) একঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ, কর্মধা। ১ পরমেশ্বর। ২ প্রধান পুরুষ। ৩ একঃ পুরুষো যস্মিন্, বহুব্রী (ত্রি) বেধানে একটিমাত্র পুরুষ আছে। ৪ একঃ পুরুষো ভোক্তা যত্র, এক পুরুষভোগ্য রাজ্যাদি।

একপুঙ্কল (পুং) একং পুঙ্কলং মুখং যস্য, বহুব্রী। কাহল নামক বাদ্যবিশেষ।

একপুষ্পা (স্ত্রী) একং পুষ্পং যস্যঃ, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ; বাহার একটিমাত্র পুষ্প উৎপন্ন হয়।

একপ্রস্থ (পুং) পরিমাণবিশেষ, ৩২ পল, ১/২ হুই সের।

একফলা (স্ত্রী) একং ফলমস্যঃ, বহুব্রী টাপ্। ঔষধি-বিশেষ।

একফলী (স্ত্রী) একং ফলমস্তাঃ, ভীষ্। ঔষধিবিশেষ।

একভক্ত (স্ত্রী) একং ভক্তং ভোজনং যত্র, বহুব্রী। ১ ভক্ত-

বিশেষ; এই ভক্তকালে রাজিতে আহার পরিত্যাগ করিয়া দিবসের দুইপ্রহর সময়ে একবার মাত্র আহার করিতে হয়। বিষ্ণুধর্মোক্তরে এই ভক্তের নিয়ম ও কলাদি এইরূপ লিখিত আছে,—“যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ও সৰ্ব্বদীর্ঘে অহিংসা এবং একাহার ও প্রত্যহ ‘বাহুদেবার নমঃ’ এই মন্ত্র ৮ শত বার জপ করেন, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি এইরূপ নিয়মে সপ্তংসর কাল অতিবাহিত করেন, তিনি পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং দশ সহস্র বৎসর স্বর্গভোগ করিয়া, সেই পুণ্যকর হইলে পুনর্বার মর্ত্যে আগমন করিয়াও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন।”

২ (একমেব ভজতে) (ত্রি) একমাত্র ব্যক্তির অহু-গত। ৩ (একং অধিতীয়ং ব্রহ্ম ভজতে) (ত্রি) একমাত্র পরমেশ্বরের ভক্ত। ৪ (একো মুখ্যঃ ভক্তঃ, কর্মধা) প্রধান ভক্ত।

একভক্তি (স্ত্রী) একা অনন্যবিষয়া ভক্তিঃ, কর্মধা। ১ এক-মাত্র বিষয়ে ভক্তি। (একা অনন্যবিষয়া ভক্তির্ব্যসা, বহুব্রী। (ত্রি) ২ নিভান্তভক্ত।

একভঙ্গীনয় (পুং) একামেকরূপাং ভঙ্গীমধিকৃত্য নয়ঃ, মধ্যপদলো। জ্ঞারবিশেষ। একরূপ বহু বিষয়ের মধ্যে কোন স্থলে একের প্রবৃত্তি থাকিলে, এই ন্যায়বলে ভঙ্গপ অন্য বিষয়েরও প্রবৃত্তি হইতে পারে।

একভার্য্য (পুং) একা ভার্য্যা যত্র, বহুব্রী হ্রস্বঃ। ১ বাহার একটি পত্নী। ২ (একেন ভার্য্যঃ) (ত্রি) একজনের প্রতীপাল্য।

একভার্য্যা (স্ত্রী) একসৈব ভার্য্যা, ৬-তৎ। সাধনী, পতিব্রতা।

একভাব (পুং) একশ্চাসৌ ভাবশ্চেতি, কর্মধা। ১ এক স্বভাব। ২ এক অভিপ্রায়। ৩ অভেদ। ৪ সমভাব। ৫ (একমিন্ ভাবঃ) এক বিষয়ে অমুরাগ। ৬ (একস্য ভাবঃ) একের অভিপ্রায়। ৭ একরূপ।

একভূত (ত্রি) ১ একটি ভূত। ২ এক বিষয়ালক্ত।

একভূম (পুং) একা ভূমির্ভূম, বহুব্রী। একতলা গৃহ।

একভোজন (স্ত্রী) একবারমাত্র ভোজন। [একভক্ত দেখ]

একমতি (স্ত্রী) একা অনন্যবিষয়া মতিঃ, কর্মধা। ১ এক বিষয়ালক্ত মন। ২ (একমিন্ বিষয়ে মতির্ভূম, বহুব্রী) (ত্রি) এক বিষয়ে চিন্তাশীল।

একমনাঃ [স্] (ত্রি) একমিন্ বিষয়ে মনোহস্য, বহুব্রী। একাত্মচিন্তে চিন্তাকারী।

একমাত্র (ত্রি) একা মাত্রা বত্, বহুব্রী। একটিমাত্র বিষয়, কেবল।

একমুখ (ত্রি) একং মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ একটি দ্বার

বিশিষ্ট প্রবাসি। ২ ক্রতাকবিশেষ, [ক্রতাক দেখ]। (ত্রি) ৩ (একং যুৎ প্রধানং যত্র) একপ্রধান দ্যুতক্রীড়াদি।
 একমূল্য (ত্রি) একং মূল্যং বস্যাঃ, বহুব্রী। ১ শালপাণী। ২ অস্ত্রসী। ৩ (ত্রি) এক মূল্যবিশিষ্ট।
 একষষ্ঠিকা (ত্রি) একা ষষ্টিরিব, উপনিং। হারবিশেষ, একনরী। হারাবলী।
 একযোনি (ত্রি) একা সমা বোনিজ্জাতিকৃত্য, বহুব্রী। ১ একজাতি। ২ (একা সমা বোনিজ্জৎপত্তিস্থানং বস্য) এক স্থান হইতে উৎপন্ন।
 একরজ (পুং) একো যুথো রজঃ রজনজব্যং, কর্শ্বা। ভূজ-রাজ। [ভূজরাজ দেখ]
 একরস (পুং) একোহনন্তবিবরকো রসঃ, কর্শ্বা। ১ একা-ভিপ্রায়। ২ একবিষয়ে আভূরক্তি। ৩ (একো রসো যত্র) (ত্রি) অভিন্ন স্বভাব। ৪ নাটকাদি; ইহাতে শূলাদির অন্তর্ভূত কোন একটি মাত্র রস অঙ্গী ও অন্ত্যন্ত রস অঙ্গী-ভূত থাকে।
 একরাজ (পুং) একো রাজতে, এক-রাজ-কিপ্। ১ সার্ক-ভৌম রাজা, সম্রাট। ২ (একএব রাজতে) পরমেশ্বর।
 একরাজ (পুং) একরাজন্-টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যচ্। পা ৫।৪।১১।) ১ একটি রাজা। ২ প্রধান রাজা।
 একরাত্র (ক্ৰী) এক অহোরাত্র।
 একরাশি (পুং) একশচাসৌ রাশিচ, কর্শ্বা। ১ মেঘাদি মধ্যে একটি রাশি। ২ কোন বস্তুর একটি স্তূপ। ৩ অধিক।
 একরিক্তী [ন্] (পুং) একস্য পিতৃঃ রিক্তমন্ত্যস্য, এক-রিক্ত-ইনি। ১ এক পিতার সম্পত্তির অংশিদার। ২ (একং সমানং রিক্তমন্ত্য্যক্তি) তুল্যধনী। ৩ অবিভক্ত ধনী।
 একরূপ (ত্রি) একং সমানং রূপং অস্য, বহুব্রী। ১ সমান-রূপ। ২ (কর্শ্বা) একমাত্র রূপ।
 একরূপ্য (ত্রি) একস্যাং আগতঃ, এক-রূপ্য, (হেতুমহ-ব্যোভ্যোহন্যাতরস্যাং রূপ্যঃ। পা ৪।৩।৮১) ১ একস্থান হইতে আগত। ২ (একমেব রূপ্যম্) একমাত্র রোপ্য। ৩ (একং রূপ্যং যত্র, বহুব্রী) একমাত্র রোপ্যবিশিষ্ট।
 একরোখা (দেশজ) একগুঁয়ে, শত অহরোধেও যে নিজের অভিলষিত বিষয় পরিত্যাগ করে না।
 একর্ক (পুং, ক্রীং) একা ঋক্, কর্শ্বা। ১ এক ঋক্। ২ (একা ঋক্-যত্র, বহুব্রী) (ক্ৰী) এক ঋক্যুক্ত পুত্র। ৩ (ত্রি) এক ঋক্ আরাধ্য দেববিশেষ।
 একর্ক (পুং) এক-ঋক্, কর্শ্বা। এক ঋক্।

একল (ত্রি) এক-লা-ক। একাকী, একলা।
 একলব্য (পুং) একা অঙ্গুলির্গব্য। গুরুদক্ষিণাশ্রম জ্ঞেয়া যত। নিবাদরাজ হিরণ্যধরুর পুত্র। হরিবংশের মতে—ইহার পিতার নাম প্রভদেব; কিন্তু নিবাদ কর্তৃক প্রতীপালিত হওয়ার নিবাদপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনাকারণ গুরুভক্তি দেখাইয়া একলব্য কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে,—“একলব্য অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের নিকট আসিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য তাঁহাকে নিবাদপুত্র জানিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন না; তখন এক-লব্য কোন অরণ্য মধ্যে গিয়া দ্রোণাচার্যের কাঠময় একটি প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিলেন এবং অনন্যমনে তাঁহার আরাধনা করিয়া যোগবলে অস্ত্র-শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যোগবলে অস্ত্রই হউক বা গুরুভক্তিবলেই হউক, বাণ প্রয়োগে একলব্যের অভিশয় লঘুহস্ততা জন্মিল। দ্রোণশিষ্য কোরব ও পাণ্ডুপুত্রগণ গুরুর সহিত সেই বনে যুগ্মা করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের একটি কুকুর হঠাৎ একলব্যকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মলিন দেহ, কৃষ্ণাজিন ও জটাশাশ দর্শনে চীৎকার আরম্ভ করিল। একলব্য অতি লঘুহস্তে সেই কুকুরের মূখে সাতটি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কুকুর শরপূর্ণ বদনে পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সেই বাণক্ষেপ-কারীর ভয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার শিক্ষার উৎকর্ষ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অহুসস্থান করিতে করিতে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একলব্য তাঁহাদিগকে হিরণ্যধরুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। কুরুপাণ্ডবগণ যথাসময়ে প্রত্যাগত হইয়া আচার্যের নিকট সমুদায় বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে দ্রোণাচার্যকে নির্জনে পাইলে, অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন, আমরা অপেক্ষা আপনায় ভাল শিষ্য হইবে না, বলিয়া-ছিলেন, তবে নিবাদকুমার এরূপ হইল কেন? দ্রোণ এই প্রস্ত্রে রূপকাল চিন্তা করিয়া অর্জুনসহ একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; একলব্যও নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চনাদি সম্পাদন করিয়া “আমি আপনায় শিষ্য” বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য বলিলেন, যদি প্রকৃতই তুমি আমার শিষ্য, তাহা হইলে আমার দক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য বলিলেন, গুরো! অহুমতি করুন, কি দক্ষিণা দিব, আমার অদের কিছুই নাই। একলব্য এইরূপ প্রতীকৃত হইলে, দ্রোণাচার্য বলিলেন, যদি দক্ষিণা-দান তোমার অবশ্য কর্তব্য হয়, তাহা হইলে তোমার দক্ষিণ

হস্তের অর্জুণ আমার প্রদান কর। একলব্য এইরূপ শুক
আজ্ঞাতেও অবচলিতচিত্তে দ্ব্যস্তঃকরণে বীর অর্জুণ প্রদান
করিলেন। তাহাতে তাঁহার বাণপ্রয়োগ একেবারে বন্ধ হইল
না বটে কিন্তু তাদৃশ লক্ষ্যতা আর রহিল না।" (ভারত
আদি ১৩৪ অঃ।)

একলাই (দেশজ) কাজ করা সাধা চাদর।

একলিঙ্গ (ক্ৰী) একং লিঙ্গঃ যত্র, বহুব্রী। ১ সিদ্ধিসাধন স্থান
বিশেষ, পঞ্চকোশ মধ্যে যেখানে অস্ত্র লিঙ্গ দেখা যায় না,
তাহাকেই একলিঙ্গ কহে, সেই স্থান অতিশয় সিদ্ধিপ্রদ।
২ (পুং) (একং লিঙ্গং পুংস্বাদি বস্য) একলিঙ্গক শব্দ,
বাহ্যকে অজহলিঙ্গ বলে, এই শব্দ অস্ত্রলিঙ্গক শব্দের বিশে-
ষণ হইলেও তাহার লিঙ্গের পরিবর্তন হয় না। ৩ (পুং)
একং লিঙ্গলনেত্ররূপং চিহ্নং যন্ত। কুবের। [একপিঙ্গ দেখ]

৪ মেবারের রাজপুতগণের প্রধান উপাস্ত্র দেবতা।
উদয়পুর রাজধানী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে গিরিপথ মধ্যে
একলিঙ্গদেবের মন্দির স্থাপিত। এই মন্দিরের চারিপাশে
গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ, তাহাদের মধ্য হইতে অনেকগুলি সুনির্মল
নির্মল অবিরাম গতি প্রবাহিত হইতেছে, এই গিরিমালায়
যে সকল বৃক্ষ আছে তাহাও একলিঙ্গদেবের নামে উৎসর্গী-
কৃত। একলিঙ্গদেবের মন্দির সাধারণ শিবমন্দিরের মত,
নিম্নতল খেতমর্ম্মরপ্রস্তরে অলঙ্কৃত, মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ
স্তম্ভসমূহে শোভমান, মধ্যে সংহাররূপী মহাদেবের মূর্তি, তাহাই
একলিঙ্গ নামে বহুকাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে।
লিঙ্গের সম্মুখে সুবৃহৎ নন্দীমূর্তি। একলিঙ্গদেবের মন্দির-
প্রাঙ্গণের চারি ধারে অস্ত্রান্য দেবতার মন্দিরও আছে।

একলিঙ্গভাক্ (ত্রি) ১ যে বৃক্ষের পুষ্পসকল একজাতীয়
কেশরবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র পরাগকেশর বা গর্ভ-
কেশরবিশিষ্ট হয়, তাহাকে একলিঙ্গভাক্ বৃক্ষ বলে।

একলু (পুং) একং লুনাতি, লু-কিপ্। ঋষিবেশব।

একবক্ত (পুং) একং ভীষণধ্বেন মুখ্যতমং বক্তং অস্য, বহুব্রী।
১ অস্ত্রবিশেষ। ২ (ক্ৰী) একমুখী ক্রতাক্।

একবচন (ক্ৰী) একমেকসং উচ্যতে অনেন, বহু করণে লুট্।
ব্যাকরণোক্ত একসংবচক বিভক্তি। সূ, অম্, টা, ডে, ওসি,
ওস্, ভি, এই ৭টি বিভক্তি একবচনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

একবৎ (ত্রি) একোহস্যাপ্তি, এক-মতুপ্, মত বঃ। ১ এক
সংখ্যাবিশিষ্ট। ২ (অব্য) একস্যোব, এক-বতি। একটির স্তায়।

একবস্তাব (পুং) একেন তুল্যো ভাবঃ ভবনং, ভ-ভৎ।
শব্দনিষ্ঠ একবচনান্তরূপ কার্য।

একবর্ণ (ত্রি) একো বর্ণো যত্র, বহুব্রী। ১ একমাত্র বর্ণ-

বিশিষ্ট। ২ ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদশূন্য কাল, কলিকালের
শেষ অবস্থা। ৩ (একঃ বর্ণঃ ব্রহ্মণং বক্ত) একব্রহ্মণ, একব্রহ্মণ।
৪ (পুং) একএব বর্ণঃ। শুক্রাদি মধ্যে একটি বর্ণ। ৫ ব্রাহ্ম-
ণাদি মধ্যে একটি জাতি। ৬ একটি অক্ষর। ৭ (পুং)
(একো মুখ্যো বর্ণঃ) শ্রেষ্ঠবর্ণ। ৮ শ্রেষ্ঠজাতি। ৯ বীজগনি-
তোক্ত তুল্য বর্ণবিশিষ্ট সমাজীয় ব্যববিশেষ।

একবর্ণসমীকরণ (ক্ৰী) একবর্ণো তুল্যরূপো-সমীকরিতো
অনেন, কু-লুট্। বীজগণিতোক্ত বীজচতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী
বীজবিশেষ।

একবর্ণিক- (ত্রি) একবর্ণং অর্হতি, একবর্ণ-ঠক্। অগাধারণ,
একমাত্র বিজ্ঞাতিদিগের প্রতিপাল্য সত্যার্থ।

একবর্ণী (ক্ৰী) একমেব শব্দং বর্ণয়তীতি, একবর্ণ-অচ্-গোরা-
দিব্যাং ভীষ্। বাদ্যবিশেষ, করতালী।

একর্ষিবকা (ক্ৰী) একো বর্ষো যস্যঃ, একবর্ষ-কন্-টাণ্ অত
ইষঞ্চ। একবৎসর বয়সের বৃক্ষ।

(চতুর্ভুজহারী ষোড়শাঙ্গরক্তেকাদিবর্ষিক। হেমং ৪। ৩৩৮।)

একবসন (ত্রি) একং বসনং যত্র, বহুব্রী। ১ উত্তরীয় বস্ত্র-
শূন্য, একমাত্র পরিধেয়ধারী। ২ একঞ্চ তৎ বসনঞ্চৈতি,
কর্ম্মধা (ক্ৰী) কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্র। ৩ একখানি বস্ত্র।
৪ একজাতীয় বস্ত্র। ৫ (ত্রি) একজাতীয় বস্ত্রবিশিষ্ট।

একবস্ত্র (ত্রি) [একবসন দেখ]

একবাক্য (ক্ৰী) একং একার্থং বাক্যং, কর্ম্মধা। ১ এক
অর্থবোধক বাক্য। ২ অবিসম্বাদী বাক্য। ৩ (একং অবিসম্বাদি
বাক্যং যস্য, বহুব্রী) (ত্রি) একমতাম্বুসারি বাক্যযুক্ত।

একবাক্যতা (ক্ৰী) একবাক্য তল্-টাণ্। বাক্যের ঐক্য।

একবাদ (পুং) একোহস্তিরস্বরো বাদঃ বাদ্যম্, কর্ম্মধা।
ডিণ্ডিম নামক বাদ্যবিশেষ।

একবাল্য (ক্ৰী) একমস্তিরস্বরং বাদ্যম্। ডিণ্ডিম।

একবাসা [স্] (পুং) একং বাসোহস্য, বহুব্রী। [এক-
বসন দেখ।] ("নামমদ্যাদেকবাসাঃ।" মনু ৪। ৪৫।)

একবিংশ (ত্রি) একবিংশতঃ পূরণঃ, একবিংশৎ ভট্ (তস্য
পূরণে ভট্। পা ৫। ২। ৪৮।) একবিংশতির পূরণ,
যে সংখ্যার দ্বারা একুশ সংখ্যা পূর্ণ হয়।

একবিংশতি (ক্ৰী) একেন অধিকা বিংশতিঃ, মধ্যপদলো।
বিংশতি অপেক্ষা একসংখ্যা অধিক, একুশ (২১)।

একবিংশতিতম (ত্রি) একবিংশতি-তমট্, (বিংশত্যা-
ভ্যন্তমভ্যন্তরস্যাম্। পা ৫। ২। ৫৫।) একবিংশতির পূরণ।

একবিংশতিধা (অব্য) একবিংশতি-প্রকারার্থে-ধা। (সংখ্যার
বিধার্থে-ধা। পা ৫। ৩। ৪২।) একবিংশতি-প্রকার।

একবিশংস্তোম (পুং) একবিশংস্তাসৌ স্তোমশ্চ, কর্মধা। এক-
বিশংস্তি মন্ত্রগণিত সমবেদোক্ত পৃষ্ঠাাদি নামক ভূতিবিশেষ।

একবিধ (ত্রি) একা বিধা প্রকারোহ্য, বহুব্রী হ্রস্বঃ।
একপ্রকার, এক রকম।

একবিলোচন (ত্রি) একং বিলোচনং চক্ষুর্যস্য, বহুব্রী।
১ কাণা। ২ (পুং) জনপদবিশেষ। ৩ কুবের [একপিল
দেখ] ৪ (পুং, ত্রী) কাক। ৫ (স্ত্রী) (কর্মধা) একটি চক্ষু।

একবিষয়ী [ন্] (ত্রি) একো বিষয়ো হস্তাতীতি ইনি।
১ একটিমাত্র বিষয়ে আসক্ত। ২ একমাত্র বিষয়বিশিষ্ট।

একবীজপত্রিক (ত্রি) যে সকল উদ্ভিদের অঙ্গুরোৎ-
পত্তিকালে একটিমাত্র পত্রোদগম হয়। ইহার অপর নাম এক-
পত্রিক, ইংরেজি নাম 'মনোকটিলিডন (Mono-cotyledon.)

একবীর (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মহাবীর,
সত্ত্ববীর ও স্ত্রীবীরক। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ,—মদকারক,
অতিশয় উষ্ণ, কটু, বেদনা ও বাতনাশক, কটি পৃষ্ঠাশ্রিত বাত
ব্যাদি এবং পক্ষাবাত বিনাশক। (ত্রি) ২ (একোহৃদ্বিতীয়ো
বীরঃ কর্মধা।) প্রধানবীর, অতিশয় বীর্যবান্।

একবীরাকল্প (পুং) তত্ত্ববিশেষ, এই তত্ত্বে বীর্যচারদিগের
আরাধ্য দেবতার রহস্ত উক্ত আছে।

একবৃক্ষ (পুং) একো বৃক্ষোহত্র বহুব্রী। ১ স্থানবিশেষ,
চারিক্রোশের মধ্যে যেখানে অপর বৃক্ষ দেখা যায় না, সেই
স্থানকে একবৃক্ষ কহে। ২ (কর্মধা) একটি মাত্র বৃক্ষ।

একবৃত্ত (স্ত্রী) একদৈব বর্ততে, বৃত্ত-কর্ত্তরি কিপ্ ভূগাগমঃ।
১ একরূপে বর্ত্তমান। ২ (একধা বর্ত্ততে অত্র, আধারে
কিপ্) স্বর্লোক। ৩ (একদৈব বর্ত্ততে, ভাবে কিপ্)
একরূপ আবর্ত্তন।

একবৃন্দ (পুং) ১ অশ্রুতোক্ত কঠগত বৃথরোগবিশেষ।
কঠমধ্যে গোলাকার, উন্নত দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট যে শোথ হয়,
তাহাকে একবৃন্দ বলে, ইহা কঠিন স্পর্শ, গুরু এবং অপাকী
অর্থাৎ পাকে না। এই রোগে প্রথমতঃ যে কোন উপায়ে
রক্তমোক্ষণ করিবে, পরে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার্য।
দারু হরিদ্রা, সিমছাল, শালবৃক্ষের ছাল, ইন্দ্রযব প্রত্যেক
ত্রয্য ১০ অর্দ্ধ তোলা, ১/১০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ
পোরা থাকিতে সেই জল পান করিবে। অথবা কটকী,
আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুখা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ত্রয্য
১/১০ আনা অর্দ্ধ সের গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোরা থাকিতে
ঐ কাথ পান করিবে। ২ (স্ত্রী) একরাশি।

একব্রুব (পুং) একোহৃদ্বিতীয়ো ব্রুবঃ, কর্মধা। ১ একটি ব্রুব।
২ (একো ব্রুবো বস্ত, বহুব্রী) (ত্রি) বাহার একটি ব্রুব।

একবেণি [ণী] (স্ত্রী) একীকৃত্য সংস্কারভাবেন ভূতীকং
সংহতিং প্রাপ্তা বেণীঃ, কর্মধা। প্রোবিত তর্ককার বেণী।
নারিকার পতিনহ বিচ্ছেদকালে একবেণি ধারণ কাব্যাদিতে
প্রসিদ্ধ। ("ধৃতৈকবেণিঃ।" শকুন্তলা ৭ অঃ।)

একবেশ্য [ন্] (স্ত্রী) একেনৈবাধিষ্ঠিতং বেশ্য গৃহম্,
কর্মধা। যে গৃহে একটিমাত্র প্রাণী থাকে।

একশত (স্ত্রী) একশিতং শতম্, কর্মধা। ১ একশ, ১০০।
(ত্রি) (একেনাধিকং শতম্) ২ একাধিক শত। ৩ একশত-
সংখ্যায়ুক্ত।

একশতক (ত্রি) একশতং পরিমাপমন্ত, একশত-কন্।
১ একশত পরিমাপবিশিষ্ট। ২ (স্ত্রী) (স্বার্থে-কন্) একশত।

একশতধা (অব্য) একশত-ধা। (সংখ্যায় বিধার্থে ধা।
পা ৫।৩।৪২।) একশত প্রকার।

একশফ (পুং, স্ত্রী) একঃ শফঃ খুরো বস্ত, বহুব্রী। ১ (ত্রি)
যাহাদিগের খুর জোড়া, অর্থাৎ খণ্ডিত নহে। ২ (পুং) অশ্ব।

একশঃ (অব্য) এক-শস্। একবার।

একশাখ (ত্রি) একা শাখা যন্ত, বহুব্রী হ্রস্বঃ। ১ বেদের
তুল্যাশাখাবিশিষ্ট। ২ একটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষাদি।

একশাল (পুং) গ্রামবিশেষ। গুরত রাজগৃহ হইতে অযো-
ধ্যায় আলিবার কালে এই গ্রামে উপস্থিত হন। এই স্থান
হাগুমতী নদীতীরে অবস্থিত। ("একশালে হাগুমতীং বিনতে
গোমতীং নদীম্।" রামায়ণ ২।৭১।১৬।)

একশিতিপাদ্ (পুং) একঃ শিতিঃ ক্রকঃ পাদোহ্য,
বহুব্রী। অশ্ববিশেষ; যাহার একটি পা লাদা, অশ্বমেধ যজ্ঞে
এই অশ্ব বরুণদেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয়।

একশৃঙ্গ (পুং) একং শৃঙ্গং যস্য, বহুব্রী। ১ বিষ্ণু, বারম্বার
মহাভরে অকাল প্রলয় উপস্থিত হইলে বিষ্ণু একশৃঙ্গবিশিষ্ট
মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (কালিকাপু ৩২ অঃ।)
২ একটি শৃঙ্গবিশিষ্ট পশু। ৩ পিতৃগণবিশেষ। (লিঙ্গপু।
৪৯। ৪৭, ৫০। ৭) ৪ একটি শিখরবিশিষ্ট পর্বত। ৫ গুণ্ডার।
[গুণ্ডার দেখ।]

বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ঋষিবিশেষ, পজাবপ্রান্তে সহরিনাহল
নামক স্থানে ইহার একটি স্তূপ আছে। [একশৃঙ্গী দেখ।]

একশৃঙ্গী, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত একজন ঋষিকুমার, কাভপের বীর্ঘ্যে
হরিনীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্কের মত ইহারও জন্ম হয়। ইহার মাথার
একটি শৃঙ্গ থাকায় ইহার একশৃঙ্গ নাম হইল। কাভপ-
রাজের কন্ডার সহিত একশৃঙ্কের বিবাহ হয়। বোধিসত্ত্বাবদান
কল্পলতার মতে, ইনিই বুদ্ধ। [নলিনী অবদান দেখ।]

একশেষ (পুং) একঃ শেষো হ্রস্বশিটৌ বদ্য, বহুব্রী। ১ শেষ

সর্বদা বিশেষ, এই সময়ে হই বা ভৌতিক শব্দের একটিমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে বিবচন বা বহুবচন বৃদ্ধ হয়। যেমন মাতা ৮ পিতা ৮ পিতৃর্নো। ২ (একঃ শব্দঃ মূলমণ্য) একশিকড়বৃদ্ধ বৃদ্ধবিশেষ। ৩ অতিশয়।

একশৈল (স্ত্রী) বরজলের প্রাচীন নাম।

একশ্রুতি (ত্রি) একা শ্রুতির্ন্য, বহুব্রী। ১ উদাত্ত, অজুদাত্ত ও বরিত্ত এই ত্রিবিধ শব্দের মিশ্রিত শব্দ। ২ (স্ত্রী) একমাত্র শব্দশ্রুতি। ৩ এক কর্ণবিশিষ্ট। ৪ (একা শ্রুতিঃ। কর্ণধা) (স্ত্রী) একবেদ।

একযষ্টি (ত্রি) একযষ্টিয়া: পূরণম্, একযষ্টি-ডট্। যে সংখ্যার দ্বারা একযষ্টি সংখ্যা পূর্ণ হয়।

একযষ্টি (স্ত্রী) একেন অধিকা যষ্টিঃ, মধ্যপদলো। ৬০ বাট্ অপেক্ষা একসংখ্যা অধিক; একযষ্টি, ৬১।

একশিরা (দেশজ) কোষবৃদ্ধি রোগ; কাহারও কাহারও কেবল একদিকের কোষ বৃদ্ধি হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহার একশিরা নাম হইয়াছে। সাধারণতঃ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার নিকটবর্তী দিন হইতে এই রোগের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, তাহাতে কোষে অতিশয় বেদনা এবং ২ দিন ৩ দিন একজ্বর হইয়া থাকে। অনেকে ইহাকে 'বাতশিরা' বলিয়া থাকে। বৈদ্যক মতে ইহার নাম বৃদ্ধি, এই রোগ বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, মেদঃ, মূত্র ও অম্ল এই সাতটি কারণে উৎপন্ন হয়। এই সকল দোষের অজমত কোন দোষ কুপিত হইয়া, কোষ-বাহিনী ধমনী আশ্রয় করে, তজ্জন্মই কোষবর্ধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার পূর্বরূপ, ব্যতি, কটী, মুক ও মেটুদেশে বেদনা, বাত নিরোধ ও ফলকোষের বৃদ্ধি হয়।

বাতবৃদ্ধি—বায়ু পরিপূর্ণ ভিত্তির দ্বার বিস্তৃত, কর্ণশাকার ও অকারণ বেদনাবিশিষ্ট হয়। পিত্তবৃদ্ধি—পক যজ্ঞদুগ্নের দ্বার আকারবিশিষ্ট, জ্বর, দাহ এবং সস্তাপযুক্ত, অন্নকালেই বৃদ্ধি পায় এবং পাকিয়া উঠে। শ্লেষ্মবৃদ্ধি—কঠিন স্পর্শ, অন্ন বেদনায়ুক্ত, শীতল ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়। রক্তবৃদ্ধি—পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহাতে ক্রমবর্ণ ঝোটক সমূহের দ্বারা আবৃত হয়। মেদোবৃদ্ধি—মুহ, মিথ, কণ্ডু-বিশিষ্ট, অন্ন বেদনায়ুক্ত ও আকারে তালফলের দ্বার হইয়া থাকে। মূত্রবৃদ্ধি—মূত্রবেগধারক ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে, এই বৃদ্ধি অলপূর্ণ ভিত্তির দ্বার গমনাদি সময়ে সঞ্চালিত হয়, ইহাতে মূত্রকণ্ডু, বৃষণধরে বেদনা এবং কোষবর্ধ ফুলিয়া উঠে। ভাববহন, বলবান্ জন্মের সহিত বুদ্ধাদি, বৃদ্ধাদি হইতে পতন ও এইরূপ অজ্ঞাত্ত পরিশ্রম জন্ম বায়ু কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অপর স্থানান্তরে একদেশের সহিত অধোগত

হইয়া, কুঁচকি স্থানে উপস্থিত হয় এবং ভবায় গ্রহিল্পে অবস্থান করে। এই সময়ে কোন প্রতিক্রিয়া না হইলেই ক্রমে ঐ বায়ু কলকোষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধিশোথ উৎপাদন করে; ইহার আকার কোলা ভিত্তির মত। কোনরূপে কোষস্থান পীড়িত হইলেই, অম্লসহ বায়ু উর্দ্ধগত হয় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্বার অধোগত হইয়া শোথ উৎপাদন করে। ইহারই নাম অম্লবৃদ্ধি। এই অম্লবৃদ্ধিকে অসাধ্য বলিয়া থাকে।

সাধারণতঃ একশিরা প্রথম হইবামাত্র, দোক্তা তামাক-পত্র, কদম্বপত্র ও জরাজীর্ণ অগ্নিসম্মুখে রুটির দ্বার করিয়া তাহার দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে উপশম হয়।

আফুলো চালিতাগাছের দক্ষিণদিকের শিকড় মাছলি দ্বারা কটদেশে ধারণ করিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

বাতিক বৃদ্ধি রোগে শুগুণ্ড ৪ মাসা, এরণ্ডতৈলে পেষণ করিয়া ২ পল গোমূত্রের সহিত সেবন করিবে। কফ বৃদ্ধিতে গোমূত্র ২ পল ও এরণ্ডতৈল ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। পৈত্তিক বৃদ্ধিতে একমাস কাল এরণ্ড তৈল ২ তোলা ২ পল ছুণ্ডের সহিত পান করিবে। রক্ত চন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণামূল, নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ, ছুণ্ডের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক বৃদ্ধির দাহ ও শোথ নিবারিত হয়।

শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার বৃদ্ধি আরোগ্য হয়। গব্যদুগ্ধ ও সৈন্ধব লবণ সমভাগ অন্নকাল মৃত শায়কের মধ্যে রাখিয়া সপ্তাহকাল সূর্য্যাকিরণে পাক করিবে, পরে ঐ দ্রুত মাশিশ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বৃদ্ধিরোগও আরোগ্য হয়। মূত্রবৃদ্ধিতে ত্রীহিমুখ অম্ল দ্বারা ভেদ করিয়া স্রাব করাইবে। বাম কোষ বৃদ্ধি হইলে সেবনীর দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণ কোষ বৃদ্ধি হইলে বামদিকে অম্ল করিতে হয়। (লিঙ্গমূল হইতে শুষ্কদেশ পর্য্যন্ত যে একটি শেলাইয়ের দ্বার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকেই সেবনী বলে।) সর্বদা পশ্চাৎভাগ হইতে টানিয়া নেংটি কিছা কাচ, জালিয়া, এই সকল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

একসপ্ততি (স্ত্রী) একাধিকা সপ্ততিঃ, মধ্যপদলো। ৭১ একাত্তর সংখ্যা।

একসত্ত (পুং) একা সত্তা বস্ত, বহুব্রী। ১ জগদীশ্বর, জগৎরূপ একটি সত্তার তিনিই অধীশ্বর, এ জন্য তাঁহাকে একসত্ত বলিয়া থাকে। (ত্রি) একসত্তাবিশিষ্ট।

একসর্গ (ত্রি) একসিন্ধু বিষয়ে সর্গো নিশ্চয়ো বস্ত, বহুব্রী। ১ একনিশ্চয়, একপ্রতিভ। ২ (কর্ণধা) (পুং) একটি স্রষ্টা।

একসহস্র (ত্রি) একসহস্রং একাধিক সহস্রং বা পরিমাণমত, বহুব্রী। এক হাজার বা হাজার এক পরিমাণবিশিষ্ট। ২ (স্রী) (কর্মধা) এক হাজার, ১০০০। ৩ একাধিক হাজার, ১০০১।

একসূত্র (পুং) একং সূত্রং যন্ত, বহুব্রী। ডমরু বাদ্য; ইহা এক একটি সূত্রের দ্বারা বাজান যায়।

একসূনু (ত্রি) একোহবিভীঃ সূনুর্ভূত, বহুব্রী। ১ বাহার একটিমাত্র পুত্র। ২ (কর্মধা) (পুং) একটি পুত্র।

একস্থ (ত্রি) একস্থি তিষ্ঠতি, স্থা-ক। একস্থানে স্থিত।

একহংস (স্রী) একঃ শ্রেষ্ঠো হংসো যন্ত, বহুব্রী। ১ তীর্থ সরোবরবিশেষ।

(“একহংসে নয়ঃ স্রাজা গৌসহস্রকলং লভেৎ।”

ভারত বন ৮৩ অঃ।)

২ (পুং) জীবাশ্ম। ৩ (কর্মধা) একটি হংস।

একহায়ন (পুং) একো হায়নো বয়োমানং যন্ত, বহুব্রী। এক বৎসরের বাছুর।

একহায়নী (স্রী) একহায়ন-ডীর্ঘ (দামহায়নাস্তাচ্চ। পা ৪।১।২৭।) ১ এক বছরের বকুন। ২ উদ্ভিদবিশেষ; যে সকল উদ্ভিদ বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া একবৎসরের মধ্যে জীবনের বাবতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বীজোৎপাদন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে একহায়নী বা একবর্ষীয় বলে।

একহারী (দেশজ) ১ কৃশ, যাহাকে হাড় মাসে জড়িত বলে। ২ একমাত্র।

একহৃদয় (ত্রি) একমভিন্নং হৃদয়ং যন্ত, বহুব্রী। ১ অভিন্ন-হৃদয়। বাহার সহিত মনোভাবের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ২ (একস্থিৎ বিষয়ে হৃদয়ং যন্ত।) একাগ্রচিত্ত।

একা (স্রী) এক-টাপ। ১ দুর্গা। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—যে রূপ ক্ষটিক বিবিধ বর্ণের প্রভা প্রাপ্ত হইলে, তাহাও বিবিধ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ একমাত্র দেবীও গুণবশেই বহু বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন। (দেবীপুং ৪৫ অঃ।) ২ অধিতারী। ৩ একাকিনী। ৪ (দেশজ) একাকী।

একাংশ (পুং) এক এব অংশঃ, কর্মধা। একভাগ।

একাকার (ত্রি) একস্তল্য আকারো যন্ত, বহুব্রী। ১ সমান আকারবিশিষ্ট। ২ মিশ্রিত।

একাকী [ন] (ত্রি) এক-আকিনিচ্। (একাদাকিনিচ্চাসহারে। পা ৫।৩।৫২।) অসহার, একলা, একা, একক, একল। (“একাকী হয়মারুহ জগাম গহনং বনম্।” চণ্ডী।)

একাক্ষ (পুং) একমক্ষি যন্ত, এক-অক্ষি-বচ্; (বহুব্রীহৌ সক্ষ্যাক্ষোঃ স্রাজাং বচ্। পা ৫।৪।১১৩) ১ কাক।

পদ্মপুরাণে কাকের একনেত্র্য সন্ধে লিখিত আছে,—“বনগমনের পর চিত্রকূট পর্বতে অবস্থিতি কালে, একদা রাম, সীতার কোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কোন এক কামুক কাক সীতার কূচদেশে তীক্ষ্ণ নখাবাত করিল; রাম এই ছুট কাকের এইরূপ আচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ব্রহ্মাজ্ঞা নিক্ষেপ করিলেন। কাক প্রাণ ভরে নানা স্থানে নানা দেবতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল; কিন্তু স্বীয় প্রাণ নাশের আশঙ্কায় কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। তখন কাক বিধাতার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় চাহিল, বিধাতা স্বয়ং আশ্রয় দিতে না পারিয়া, তাহাকে রামের শরণাগত হইতে পরামর্শ দিলেন। সেই উপদেশ মত কাক প্রাণভয়ে বিগ্ন অবস্থায় রামের নিকট পতিত হইল; সীতা তাহার এই ছরবহা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রামকে তাহার জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। রামও কল্পগার্ত্তি হইয়া তাহার একটি চক্ষু মাত্র বাণভোগ্য করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন।” (ত্রি) ২ একনেত্র্য-বিশিষ্ট, কাণা।

একাক্ষর (স্রী) একমবিতীৰ্যমক্ষরম্, কর্মধা। ১ একটি স্বরবর্ণ। ২ ওঁকার। ৩ (একমক্ষরং যন্ত, বহুব্রী) (ত্রি) একটি অক্ষরবিশিষ্ট।

একাক্ষরকোষ (পুং) অভিধান বিশেষ, এক একটি অক্ষরাদিক্রমে অক্ষর অবলম্বন করিয়া এই অভিধান লিখিত।

একাগ্র (ত্রি) একং অগ্রং পুরোগতং জেয়মন্ত, বহুব্রী। ১ অনন্যচিত্ত, এক বিষয়ে আসক্ত। ২ অনাকুল।

(একাগ্রমনালিঙ্গং স্রাদেকতানেহগ্যানাকুলে। মেদিনী।)

একাগ্রচিত্ত (ত্রি) একাগ্রং একবিষয়াসক্তং চিত্তং বস্যা, বহুব্রী। একমনাঃ, এক বিষয়েই বাহার চিত্ত আসক্ত।

একাগ্রতা (স্রী) একাগ্রস্য ভাবঃ, একাগ্র-তল্-টাপ। ১ এক বিষয়ে আগক্তি। ২ ত্রিগুণাত্মকচিত্তে সঙ্কল্পের উদ্ভেক এবং রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষেপ, তজ্জাদির অভাব হইলে বিষয়াস্তরের অবলম্বনরূপ সংসর্গশূন্য চিত্তের ধর্মবিশেষ।

একাগ্রত্ব (স্রী) একাগ্রস্য ভাবঃ, একাগ্র-ত্ব, (তস্য ভাব-ত্বতলো। পা ৫।১।১১২।) [একাগ্রতা দেখ]

একাগ্রদৃষ্টি (ত্রি) একস্থিরেব অগ্রে পুরোগতে দৃষ্টিরস্যা, বহুব্রী। ১ একমাত্র বিষয়ে বাহার দৃষ্টি। ২ (কর্মধা) (স্রী) এক বিষয়ে দৃষ্টি।

একাগ্রমনাঃ (ত্রি) একাগ্রং একবিষয়াসক্তং মনো বস্যা, বহুব্রী। একাগ্রচিত্ত।

একাগ্র্য (ত্রি) একং অগ্র্যং বস্যা, বহুব্রী। একাগ্র। ইহার

সংকট পর্যায়—একতান, অনন্যবৃত্তি, একারন, একসর্গ, একাঙ্ক ও একাদশগত।

একাদশী (ত্রি) একটিমাত্র বীজাতক যাপবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—এই বাণ কণ ইন্দ্রকে বীর কবচ দান করিয়া অর্জুন বিনাশের জন্য তাঁহার নিকট প্রাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটোৎকচের ভীষণ সমরে ভীত হইয়া এই বাণে তাহাকেই বিনাশ করেন।

একাদ্ধ (পুং) একং হৃদয়ভেদে বুধ্যঃ অনমস্য, বহত্ৰী। ১ বুধগ্রহ। ২ (স্ত্রী) চন্দন। একমহিতীরমঙ্গলং, কর্ণধা। ৩ এক অঙ্গ। একং শ্রেষ্ঠমঙ্গলং। ৪ মন্তক। (পুং, স্ত্রী) একমভিন্নং অঙ্গং চিত্তং শরীরং বা যয়োঃ। ৫ দম্পতি।

একাঙ (পুং) একমণ্ডল্য, বহত্ৰী। একবৃষণবিশিষ্ট অশ্ববিশেষ।

একাদ্বা (পুং) একো হতিঃ আত্মা, কর্ণধা। ১ অধিতীর আত্মা। একোহতিঃ আত্মা যস্য বহত্ৰী। (ত্রি) ২ অভিন্ন-হৃদয়। এক আত্মা স্বরূপং যস্য। ৩ একরূপ। (এক অসহায় আত্মা যস্য) ৪ সহায়শূন্য আত্মা।

একাদ্বাবাদী [ন্] (ত্রি) একএব আত্মেতি বকুঃ শীলমস্য, এক-আত্ম-বদ-গিনি। ১ বেদান্তমতাবলম্বী। বেদান্তে ব্রহ্ম অধিতীর বলিয়া স্বীকৃত আছেন। ২ বেদান্তশাস্ত্র।

একাদশ [ন্] (ত্রি) একেন অধিকাদশ, মধ্যপদলো। ১ দশ হইতে একসংখ্যা অধিক; এগার ১১। (একাদশন্ পূরণার্থে ভূট্) একাদশং। ২ যে সংখ্যার দ্বারা একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। ৩ একাদশ সংখ্যায়ুক্ত।

একাদশক (ত্রি) একাদশ পরিমাণমস্য, একাদশ-কন্। একাদশ পরিমাণবিশিষ্ট।

একাদশকৃৎসু (অব্য) একাদশন্-কৃৎসুচ্ (সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃষ্টিগণনে কৃৎসুচ্। পা ৫। ৪। ১৭) একাদশবার।

একাদশদ্বার (স্ত্রী) একাদশদ্বারানি রক্তাণ্যস্য, বহত্ৰী। শরীর; শরীর মধ্যে চক্ষু কণ নাসিকার ছইটি করিয়া ছয়, মুখ এক, ব্রহ্মরন্ধ্র এক, নাভি এক ও অধোদেশে শুষ্ক ও মেট্র ছই, এই একাদশটি ছিহ্ন আছে। সাধারণত ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি বাদ দিয়া লোকে নবদ্বার বলিয়া থাকে।

একাদশাহ (পুং) একাদশানাং অহাং সমাহারঃ, একাদশ—অহন্-টচ্। ১ এগারদিনের সমাহার। ২ (একাদশাহো অন্ত্যস্য অচ্) একাদশ দিবস সাধ্য বক্তবিশেষ। ৩ ব্রাহ্মণদিগের একাদশ দিবসে কর্তব্য শ্রাদ্ধ।

একাদশতমু (পুং) একাদশ তনবো যত, বহত্ৰী। মহাদেব; একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ লভ্য হইবার নাম একাদশতমু ও একাদশকল্প। একাদশ নাম বধা—অন,

একপাং, অহির, শিখাশী, অপরাধিত, অ্যবক, ধীবেধর, বুধাকশি, শকু, হরণ ও ইধর।

একাদিক্রম (ত্রি) একাদিরেকপ্রকৃতিঃ ক্রমো যত, বহত্ৰী। আরম্ভপূর্বক, অনুক্রম।

একাদিক্রমে (দেশজ) প্রথম হইতে।

একাদশিন্ (ত্রি) একাদশ সংখ্যা পরিমাণ মস্যাভীতি, একাদশ-ভিনি। একাদশ সংখ্যা পরিমিত।

একাদশী (স্ত্রী) একাদশানাং পুরণী, একাদশন্-ভট্-স্ত্রীপ্। ১ তিথিবিশেষ; এই তিথিতে শুক্লপক্ষে সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা নির্গত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। স্থতিশাস্ত্রোক্ত ইহার নামান্তর হরিদিন ও হরিবাসর।

তত্ত্ব একাদশীর এইরূপ ব্যবস্থা আছে—বৈষ্ণব, সপুত্রক, গৃহী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণএকাদশীতে উপবাসের নিত্য অধিকার। বৈষ্ণব ও তাদৃশ অন্ত্য ব্যক্তিদিগের হরিশরনের মধ্যবর্ত্তি সময়ে কৃষ্ণএকাদশীতে নিত্য অধিকার। অপুত্রক গৃহীদিগের সকল একাদশীতেই উপবাস কর্তব্য। কাম্য উপবাসে সকলেরই সমান অধিকার। নিত্য উপবাসে রবি শুক্রাদি দোষ মানিবার আবশ্যক নাই। অষ্টম বর্ষ হইতে অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত মানব এই উপবাসে অধিকারী। বিধবাগণের সমুদায় একাদশীতেই নিত্য অধিকার, তাহাতে মলমাসাদি কোন দোষই বাধক হয় না।

একাদশীর উপবাসবিধি,—পারণ দিনে দ্বাদশী পাইলে পূর্ণা ত্যাগ করিয়া ষষ্ঠা একাদশীতে গৃহী উপবাস করিবে; কিন্তু তাহা না হইলে গৃহী পূর্ণা দিনে ও তত্তির অপর দিনে এবং বিধবাগণ পর দিনে উপবাস করিবে। যে দ্বিঃ উদয়ের ছই দণ্ড পূর্ব হইতে একাদশী আরম্ভ হয়, তাহাকেই পূর্ণা একাদশী বলে। পূর্ব দিন দশমী ও পর দিন দ্বাদশীযুক্ত হইলে পরদিনেই উপবাস কর্তব্য। অকপোদয় কালে দশমী থাকিলে, তাহাকে বিদ্ধা একাদশী কহে। বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। এরূপ অবস্থার দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা উচিত।

হরিভক্তিবিলাস মতে উপবাস ব্যবস্থা,—বৈষ্ণবগণ উপবাসের পূর্ব দিনে প্রাতঃ দান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান প্রকৃতি স্নেহ করিবে, তৎপরে—

“দশমীদিনমারম্ভ করিবেহং ব্রতং তব।

ত্রিদিনং দেবদেবেণ নির্জিয়ং কুর্ন কেশব ॥”

“হে দেবদেবেশ! আমি দশমী দিন হইতে ত্রৈলোক্য ব্রত করিব, এই তিনদিন আমার নির্জিয় কর।”

এই ক্ষণ বলিয়া, মহোৎসব সহকারে লক্ষ্য করিবে।
হরিনিনে কামলবর্ণ পরিভ্যাগ করিয়া একবার বাজ হবিষ্যার
ভোজন করিবে, স্তম্ভিকাশয়নে শরম করিবে এবং জীসন্ত
পরিভ্যাগ করিয়া পূর্বোক্তমতে স্মরণপূর্বক অবস্থান করিবে।

কল্পপুরাণে দশমী দিবসে কাংস্য পাত্র, মাংস, মধু,
মধু, মিথ্যাভাষ্য, হইবার ভোজন, পরিশ্রম ও পায়ণ দিনের
নিবিদ্ধ কার্য সকল নিবিদ্ধ আছে।

দেবলোক্ত উপবাসদিন কর্তব্য,—

উত্তরাস্য হইয়া জলপূর্ণ উড়ুঘর পাত্র গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত
মন্ত্রপাঠ সহকারে তিন অঞ্জলি পুষ্পদান ও মস্তপূত জল পান
করিয়া উপবাস গ্রহণ করিবে।

মন্ত্র—“একাদশ্যঃ নিরাহারঃ স্থিতিহমপরেহহনি।

ভোক্ত্যমি পুণ্ডরীকাক শরণং মে ত্বচ্ছ্যাত ॥”

“হে পুণ্ডরীকাক অচ্ছ্যাত ! আমি একাদশীতে নিরাহারী
ধাকিরা, পরদিনে ভোজন করিব, তুমি আমার আশ্রয় হও।”
উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই নিরাহার, সমাহিত চিত্ত, সম্যক
বিধানানুসারে স্নান, স্নানান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান, জিতে-
স্ত্রিতা অবলম্বন করিয়া, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বহুবিধ
উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, স্তোত্র, মঙ্গোরম নৃত্যগীত ও
বাদ্যাদি সহকারে যথারিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ
করিবে। কল্পপুরাণেও রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা ঐরূপ
লিখিত আছে, বিশেষতঃ রাত্রির প্রত্যেক প্রহরে হরির
আরতি করিবার বিধান আছে।

পারণ দিনে কর্তব্য সম্বন্ধে কাত্যায়ন বলিয়াছেন, প্রাতঃ-
কালে চন্দ্র করিয়া ত্রিহরির পূজা সমাপন পূর্বক—

“অজ্ঞানতিমিরাক্তত্ব ত্রতেনানেন কেশব।

প্রসীদ জুযুথো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥”

“হে নাথ কেশব ! এই ত্রতের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তুমি
অজ্ঞান তিমিরাক্তকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান কর।” এই মন্ত্রপাঠ
করিয়া উপবাস সমর্পণ করিবে, তাহার পর হরিকে স্মরণ
করিয়া ব্রত সিদ্ধির জন্ত পারণ করিবে। যে ব্যক্তি পারণ দিনে
বাদশী অভিক্রম করিয়া, অরোদশীতে ভোজন করে, তাহার
শত জন্ম পর্যন্ত নরক বাস হইয়া থাকে। বাদশী অন্নকণ
হারী হইলে অন্নপোদর সময়ে এমৎ অভ্যাস হইলে নিশীথ
কালের পর পারায়ণ কর্তব্য। বাদশীর প্রথম অংশেরও নাম
হরিবালর, অতএব ঐ অংশ ভ্যাগ করিয়া পারণ করা
উচিত। কল্পপুরাণে এই সকল বাদশীতে নিবিদ্ধ জব্য, যথা—
মধু, মাংস, জ্বর, তৈল, ব্যারহ, জোহ, মৈথুন, পরাশ,
কাংস্তপাত্র, তাবুল, লোভ, নির্দাল্যভজন, মিথ্যাভাষ্য, প্রবাস,

দিবাশয়, অজ্ঞান, শিলাপিষ্ট জব্য, মধুর, হৃৎকোভা, হিংসা,
ছোলা, কোরদ্বক ও ভবধ।

একাদশীতে উপবাসে অনমর্ষ হইলে, পুত্র অথবা অপর
ব্রাহ্মণকে উপবাস করাইবে। কিম্বা যথাসক্তি ব্রাহ্মণদ্বিরকে
দান করিবে। (বাহু পুং)

মার্কণ্ডেয় বলেন—বালক, বৃদ্ধ ও আকুরগণ, একবার
আহার অথবা কলমূল আহার করিয়াও একাদশী করিবে।
কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে—শরন, উখান, পার্শ্ব পরিবর্তন এবং
একাদশীতে কলমূলহার কর্তব্য নহে। তত্ত্বসাগরের মতে—
একাদশীর ভ্রার অপর কোন পুণ্য কার্যই নাই, ইহা বর্গ,
মোক্ষ, রাজ্য ও পুত্রপ্রদ।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—যে তক্তিসহকারে একাদশী
ব্রত করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোক ও বিষ্ণুবরুণপ্রাপ্ত হয়।

নানা পুরাণে একাদশীর বড়্বিংশটি নাম কথিত আছে
যথা,—অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণএকাদশীর নাম উৎপন্ন ১, শুক্লা
মোক্ষা ২, পোষের কৃষ্ণা সকলা ৩, শুক্লা পূজনা ৪, মাঘের
কৃষ্ণা ঘটুতিলা ৫, শুক্লা জয়া ৬, ফাল্গুনের কৃষ্ণা বিজয়া
৭, শুক্লা আমর্দকী ৮, চৈত্রের কৃষ্ণা পাপমোচনী ৯, শুক্লা কামনা
১০, বৈশাখের কৃষ্ণা বন্ধধিনী ১১, শুক্লা মোহিনী ১২, জ্যৈষ্ঠের
কৃষ্ণা অপরা ১৩, শুক্লা নির্জলা ১৪, আষাঢ়ের কৃষ্ণা যোগিনী
১৫, শুক্লা পদ্মা ১৬, শ্রাবণের কৃষ্ণা কামিকা ১৭, শুক্লা পূজনা
১৮, ভাদ্রের কৃষ্ণা অজা ১৯, শুক্লা বামনা ২০, আশ্বিনের কৃষ্ণা
ইন্দ্রিয়া ২১, শুক্লা পাশাঙ্কনা ২২, কার্তিকের কৃষ্ণা রমা ২৩, শুক্লা
প্রবোধিনী ২৪, মলমাসের শুক্লা জুমরা ২৫, কৃষ্ণা কমলা ২৬।

স্মৃতিশাস্ত্রে কৃষ্ণা একাদশীতে মাতাশিতার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা
আছে। কিন্তু হরিতত্ত্ববিলাস মতে বৈষ্ণবসিঙ্গের পক্ষে
তাহা নিবিদ্ধ। তাঁহাদের ব্যবস্থা এই, একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ
দিন উপস্থিত হইলে সেদিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া বাদশীতে শ্রাদ্ধ
করিবে। ব্রহ্মবৈবর্তে লিখিত আছে, একাদশীতে শ্রাদ্ধ
করিলে, দাতা, ভোক্তা ও প্রেতলোক নরকস্থ হইয়া থাকে।

একাদশীতে অন্যগ্রহণ করিলে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত জোষী,
রূপসহ, সুভাবী, বজ্জকারী, বজনপ্রতিপালক, মহানতি,
দেবতা ও গুরুজনপ্রিয় এবং হৃষ্টচেতা হইয়া থাকে। (কোটি-
প্রদীপ)। (জি) ২ এগার সংখ্যাবিশিষ্ট, (“একাদশী
ধার্ম্মরাত্রী কোরবাণাং মহাচমুঃ।” ভারত ভীষ ১৬। ২১।)

একাদশীতত্ত্ব (কৌ) স্মৃতিশাস্ত্রের অংশবিশেষ, এই অংশে
একাদশীর বিবরণ বর্ণিত আছে।

একাদশীতত্ত্ব (কৌ) একাদশী মনিকৃত্য ব্রতম্, মধ্যপরলোকে
একাদশী তিথিতে উপবাসাদি কর্ম কার্য। [একাদশী দেখ।]

একাদি (ত্রি) এক আদিবর্ত, বহুব্রী°। ১ এক হইতে পরাধি পর্যন্ত সংখ্যা। ২ ঐ সংখ্যা বিশিষ্ট।

কবিকল্পলতার একাদি সংখ্যাবাচক কতকগুলি শব্দ সংগৃহীত আছে, যথা—১ এক, ব্রহ্ম, ইন্দ্রহস্তী, ইন্দ্রাশ্ব, গণেশ-দত্ত, শুক্রচক্ষু। ২ দ্বয়, পঞ্চ, মনীরুদ্র, অসিধারা, রাম-নন্দন। ৩ ত্রয়, কাল, অগ্নি, ভুবন, গজামার্গ, জৈশদ্বক, গুণ। ৪ চতুর্ন, বেদ, ব্রহ্মাশ্ব, জাতি, সমুদ্র, হরিবাহু, ঐরা-বত্তদন্ত, সেনাক, উপায়, বাস, যুগ, আশ্রম। ৫ পঞ্চ, পাণ্ডব, ক্রতুজ্ঞ, ইন্দ্রিয়, স্বর্গতরু, এত, অগ্নি। ৬ ষষ্ঠ, বজ্রকোণ, ত্রিশিরোনেত্র, তর্কজ, দর্শন, চক্রবর্তী, কান্তিকেশরাজ, গুণ, রস। ৭ সপ্ত, পাতাল, ভুবন, মূনি, দ্বীপ, সূর্য্যাস্ব, বাস, সমুদ্র, নৃপ, রাজ্যাদ, ব্রীহি, বহি, শিখাদি। ৮ অষ্ট, যোগাজ, বহু, জৈশমুতি, দিগুগজ, সিদ্ধি। ৯ নব, অজ, দ্বার, ভূখণ্ড, ছিন্নরাবণমস্তক, ব্যাঘ্রীশ্বন, হুসারুণ্ড, সেবধি, অজ, রস, গ্রহ। ১০ দশ, হস্তাঙ্গুলি, শঙ্কুবাহু, রাবণমৌলি, কৃষ্ণাবতার, দিক্, বিচ্ছেদেবা, অবস্থা, চক্রাশ্ব। ১১ একাদশ, ক্রতু, কুরুজাজেনা। ১২ দ্বাদশ, সূর্য্য, রাশি, সংক্রান্তি, কান্তিকেশবাহু, শারীরকোষ্ঠ, কান্তিকেশনেত্র, রাজমণ্ডল। ১৩ ত্রয়োদশ, তাঙ্গুল, গুণ। ১৪ চতুর্দশ, বিদ্যা, মনু, ত্রিদিব, রাজা, ভুবন, জবতারকা। ১৫ পঞ্চদশ, তিথি। ১৬ ষোড়শ, চক্রকলা। ১৭ অষ্টাদশ, দ্বীপ, বিদ্যা, পুরাণ, স্থিতি, ধাতু। ২০ বিংশতি, রাবণহস্ত, অঙ্গুলি। ১০০ শত, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, শতভিষকতারকা, পুরুষাযুঃ, রাবণাঙ্গুলি, পদ্মদল, ইন্দ্রযজ্ঞ, সমুদ্রযোজন। ১০০০ সহস্র, জাহ্নবীপথ, অনন্তশীর্ষ, পদ্মদল, রবিবাণ, অর্জুনহস্ত, বেদশাখা, ইন্দ্রচক্ষু।

একাদেশ (পুং) একশ্যাসৌ আদেশশ্চ, কর্মধা°। ১ ব্যাকরণোক্ত উভয় শব্দ বা উভয় স্থান গ্রহণ করিয়া একটিমাত্র আদেশ। ২ এক আজ্ঞা।

একাদশবিংশতি (ত্রি) একেন নবিংশতিঃ, এক-আহুক্ ; (একাদশৈকত চাহুক্। পা ৬।৩।৭৬।) অন্ননাসিকো বিকল্পঃ। একোনবিংশতি, উনিশ, ১৯।

একাধিপতি (পুং) একঃ প্রধানো অধিপতিঃ। প্রধান অধিপতি, চক্রবর্তী রাজা, সম্রাট।

একানংশা (স্ত্রী) একো ন অংশো যন্তাঃ, বহুব্রী°। পার্শ্বভী ; হরিবংশে লিখিত আছে, যশোদা-গর্ভে যোগমারা এই নাম গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একানুদ্বিষ্ট (ত্রি) একমহুদ্বিষ্টম্। একের উদ্দেশে প্রদত্ত প্রদ্ব।

একান্ত (স্ত্রী) একান্তিরেব অন্তঃ সমাপ্তিবর্ত, বহুব্রী°। ১ অন্ত্যস্ত, অতিশয়, ভর, অতিবল, ভূষণ, অন্ত্যর্ধ, অতিমাত্র,

উৎপাদ, নির্ভর, ভীষ, নিত্যস্ত, গাঢ়, বাঢ়, দৃঢ়। ২ (ত্রি) অন্ত্যস্ত বিশিষ্ট। ৩ বাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। ৪ নির্জন। (একান্তঃ স্ত্রীমত্যাধে নির্জনে তদুযুক্তে ত্রিযু। শব্দাঙ্কি।)

একান্তচারী [ন] (ত্রি) একান্ত-চর-গিনি। নির্জনে ভ্রমণকারী।

একান্ততা (স্ত্রী) একান্ত-তল-টাণ্। ১ অতিশয়। ২ নির্জনতা।

একান্তত্যাগবাদ (পুং) বৌদ্ধদিগের বাদবিশেষ ; বস্তুর এক স্বরূপতা আছে, এই স্বরূপের ত্যাগ প্রতিপাদক বাদ।

একান্তদুঃসমা (স্ত্রী) দুঃসমা সমা বর্ষঃ দুঃসমা, একান্তঃ দুঃসমা, ২ তৎ। বৌদ্ধকল্পিত কালবিশেষ।

একান্তর (ত্রি) একমন্তরং ব্যবধানম্ যন্ত, বহুব্রী°। ১ একান্তরবর্তী। ২ একদিন ব্যবধানে ভোজনরূপ ব্রতবিশেষ। ৩ একদিন ব্যবধানে উপবাস ব্রতবিশেষ, সাধারণতঃ ইহাকে পালাভর্য কহে। বৈদ্যকোক্ত ইহার নাম তৃতীয়ক জর। (“তৃতীয়ক স্ত্রীয়েহক্।” মাধবনি°।)

একান্তসুসমা (স্ত্রী) সুসমা সমা বর্ষঃ সুসমা, একান্তঃ সুসমা, ২ তৎ। বৌদ্ধোক্ত মতাসুসমী কালবিশেষ।

একান্তী [ন] (ত্রি) একান্ত মন্ত্যতি, একান্ত-ইনি। ১ অতিশয় যুক্ত। ২ বিফুভক্ত বিশেষ।

(“একান্তেনাসমো বিফুর্ষম্মাদেবাং পরায়ণঃ।

তন্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাক্রদ্বাংগবত্চেতসঃ।”

গরুড় ১৩১ অঃ।)

একান্ত (ত্রি) একং এককালপকং অন্নং যজ, বহুব্রী°। ১ একবার খাইয়া ব্রতপালন। ২ (একমবিত্তকমন্নং যন্ত) একান্তভুক্ত পরিবার। ৩ (একমেকবারং অন্নং ভোজনং যন্ত) একবার ভোজী। ৪ সহভোজী। ৫ (দেশজ) একপঞ্চাশৎ, ৫১।

একান্তবিংশতি (ত্রি) একেন নবিংশতিঃ চাহুক্, অন্ননাসিকশ্চ। একোনবিংশতি, ১৯।

একান্তভুক্ত (ত্রি) একান্তঃ ভুক্তি, একান্ত-ভুক্ত-কিপ্। [একান্ত দেখ।]

একাত্ত (স্ত্রী) একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

কল্পপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে,—

“স বর্ততে নীলগিরিবোজনেহজ তৃতীয়কে।

ইদম্ভোক্তাক্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতেবিহঃ।” ১২ অঃ।

“চতুর্দেহস্থিতোহহং বৈ যজ নীলমণীময়ঃ।

ততোত্তরত্যাং বিখ্যাতং বনমেকাক্রকাস্বয়ম্॥ ১৩ অঃ।

উক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, একাক্রকানন উৎকল দেশে এবং নীলাচলের দুই বোজন উত্তরে অবস্থিত। এখন দেখা যাউক, এই স্থানের একরূপ নামকরণ হইবার কারণ কি।

কপিলসংহিতার লিখিত হইয়াছে—

“একাত্তরবৃক্ষভাগীং পুরাকলে তু বুদ্ধিদঃ ।

তত্র একো বতশ্চাত্তরমাদেকাত্তরং বনম্ ॥ ৫৫

মহোচ্ছারঃ পুশাধী চ নববিজ্রমপন্নবঃ ।

ধর্ম্মার্থমোককামাশ্চ যত্র বৃক্ষে কলানি চ ॥ ৫৬

তং বৃক্ষং গোপনীরক চকার মুরনাপনঃ ।

তত্ৰ মূলে মহেশস্ত তন্নামা ধ্যাতিমাগতঃ ॥ ৫৭

১৩ অধ্যায় ।*

পুরাকলে সেই স্থানে বুদ্ধিদারক এক আত্ম বৃক্ষ ছিল। সেই বনে কেবলমাত্র একটি আত্ম বৃক্ষ থাকায়, তাহার নাম ‘একাত্তরবন’ হইয়াছে;—এই বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ, জ্বলন্ত শাখাবিশিষ্ট এবং নবনব কিশলয় ও পল্লবশোভিত। তাহার ফল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ধর্ম্ম ফলপ্রদায়ক। সেই গোপনীর বৃক্ষ স্বয়ং মুরারি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এখন একাত্তরকাননে ভূমি পরিমাণ এবং চতুঃসীমা নির্ণয় করা আবশ্যক।—কপিলসংহিতার মতে, ইহার পরিমাণ এককোশমাত্র।

“সমস্তাং ক্রোশমাত্রৈ চ কোটিলিঙ্গাবতা মহৌ ॥” ১১ । ৩ ।

একাত্তর-চন্দ্রিকা-নামক একখানি আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থের মতে—

“ক্ষেত্রস্য পূর্বদিকে চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা ।

ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুর্যাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্ ॥

ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মূনে ॥”

একাত্তর-চন্দ্রিকায় এই স্থানের যেকোন চতুঃসীমা নিরূপিত হইয়াছে। উদ্ভাঙে ইহা এক ক্রোশ বিস্তৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

“খণ্ডাচলং সমাদাদ্য যত্রাণ্ডে কুণ্ডলেখরঃ ।

আদাদ্য বারাহীদেবী বহিরলেখরাবধি ॥”

খণ্ডপিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কুণ্ডলেখরের মন্দির পর্য্যন্ত এবং বারাহীদেবীর মন্দির হইতে বহিরলেখরের মন্দির অবধি মণ্ডলাকার ভূমিই একাত্তরকানন।

হৃদয়পুরাণের মতে, এই একাত্তরক্ষেত্রের অপর নাম শান্তব-ক্ষেত্র। পুরাকালে ভগবান্ শঙ্কু এই এই ক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন,—

* ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ নামকরণ লক্ষিত হয়—

“একাত্তরবৃক্ষভাগীং পুরাকলে যিষোত্তমাঃ ।

দারা তত্তেব তৎ ক্ষেত্রমেকাত্তর ইতি বৃতম্ ॥”

৩৯ অঃ; ১২ শ্লোঃ ।

“ইখমেতৎ পুরাক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্মিতম্ ।”

তত্র সাংকায়মাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা ।

যদেতচ্ছান্তবং ক্ষেত্রং ভবসো নাপনং পরম্ ॥”

উৎকলখণ্ড ১৩শ অঃ ।

এই স্থানে ভগবান্ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এই লিঙ্গের নামানুসারে সকলেই এই পুরাক্ষেত্রকে ‘ভুবনেশ্বর’ বলিয়া থাকেন। এখন এই স্থান পুরীক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং ২০°৪৪' উত্তর অক্ষরেখার ও ৪৫°৫২'২৬" পূর্বরাশিমায় অবস্থিত। এখন দেখা যাউক, এই ভূমিখণ্ড পূর্বকালে কেন বিখ্যাত হইয়াছিল, কেনই বা কাশীসদৃশ বলিয়া অভিহিত হইত ?

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

হৃদয়পুরাণের উৎকলখণ্ডে এইরূপ বিবরণ উক্ত হইয়াছে,—

“পুরাকালে ভগবান্ দেবাদিদেব পার্শ্বতীসহ ঋতুরালয়ে বাস করিতেছিলেন। দেবী নিত্য নিত্য অভিনব আমোদে পতিকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। একদা কয়েকজন পুরহী দেবীকে সোধোদন করিয়া কহিলেন, সতি! ভূমি অতি সৌভাগ্যবতী, তোমার বৃক্ষ পতি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যৌবনোন্মত্তা তোমার স্তন্য কামিনীর সহিত নিয়ত রমণ করিতেছেন। তাঁহার কোন ভাবনা চিন্তা নাই, ঋতুরের আশ্রয়ে থাকিয়া ইচ্ছামত দেবভোগ উপভোগ করিতেছেন। কবে তিনি নিজ গৃহে গমন করিবেন? তখন পার্শ্বতী উত্তর করিলেন, আমি তপস্তার বরে সেই নিভুল নির্ধন বৃক্ষকে লাভ করিয়াছি। রাজি আসিলে, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারি না, তাই তিনি এখানে আছেন। পার্শ্বতীর মাতা কস্তাকে সোধোদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বৎসে! তোমার পতির কোন্ গুণ আছে, যে গুণে ভূমি পতির প্রেমা লাভ করিবার জন্য এত ব্যগ্র? ভূমি বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া আমার গৃহে অবস্থান কর।’

পতিনিষ্টা শুনিয়া পতি-সোহাগিনী সতী পতির নিকট আসিয়া কহিলেন, স্বামিন্! তোমার আর ঋতুরালয়ে বাস করা উচিত নহে। (চিরকালই কি এখানে থাকিতে হইবে?) তোমার বাসভোগ্য স্থান কি জগতে নাই? দেবীর কথায় মহাদেব সকলেই ব্রূহিতে পারিলেন। তখন উভয়ে ব্রূহতে আরোহণ করিয়া মধ্যমেশে গমন করিলেন। তৎপরে সর্ব্বতীর্থ অতিক্রম করিয়া গঙ্গার উত্তরতীরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মহাদেব গৌরীর বাসের জন্য গরম রমণীয় পঞ্চকোশপরিমিত বারাণসী নামক পুরী নির্মাণ করিলেন।

* * * ছাপর যুগে এই কাশীধামে কাশিরাজ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্তা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করেন। তৎকালে মহাদেব তাঁহাকে এই বর দেন যে, যুদ্ধকালে যুঝে আরোহণ করিয়া কাশিরাজের হইয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিবেন। ...এক সময়ে চক্রধর বিষ্ণু কাশিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত কাশীধামে চক্র নিক্ষেপ করেন। মহাদেবও ভক্তের রক্ষার জন্য প্রমথগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সুদর্শন-চক্র-প্রভাবে প্রমথগণ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন মহাদেব ক্ষত্রমুষ্টি ধারণ করিয়া পাণ্ডপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অমোঘ পাণ্ডপত অস্ত্রও ব্যর্থ হইল; কাশীধাম দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। কাশীধাম ধ্বংস হয় দেখিয়া মহাদেব বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ-চক্র গদাধর বিষ্ণু গরুড়াসনে আরোহণ করিয়া মহাদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে সোধাধন করিয়া কহিলেন, ‘ধৃক্টি! তোমার এ দুর্ভিক্ষ কোথা হইতে আসিল? একজন সামান্ত কীটাত্মকীট রাজার হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে! আমার কি প্রভাব, তাহা কি তুমি জান না? সত্য তোমার পাণ্ডপত অস্ত্র দুর্জয়; কিন্তু আমার ক্রোধরূপ চক্রের নিকট তুমিও পরিভ্রাণ পাইতে পার না! আমার অবজ্ঞা করিয়া ‘তুমি তাই’ এখনও জীবিত রহিয়াছ! তুমি কি জান না, বহুতর তপস্যা করিয়া আমার শরীরাত্ম লাভ করিয়াছ? এখন যদি তোমার গৌরীর সহিত থাকিতে বাগনা থাকে, যদি বারাগসী পুরী চিরকাল রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আমার আজ্ঞায়, আমার নামে বিখ্যাত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন কর। তথায় নীলগিরির উত্তরে একাত্তরনামক বনে গিয়া পার্শ্বতী-সহ স্নানক্লেদে বাস কর।’ বাহুদেবের কথা শুনিয়া মহাদেব অবনতশিরে কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ‘দেবদেব জগন্নাথ! তোমার আদেশ পালন করা শ্রেয়। আমি মুচ, তাই তোমার অপমান করিয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রধামে গমন করিব।’ অনন্তর মহাদেব এই স্থানে আগমন করিলেন। এই স্থান পুরাকালে মহাদেবকর্তৃক নিখিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে সর্কপাণ দূর হয়।’

কশিলসংহিতায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—‘পুরাকালে কাশীই মহেশ্বর যুনিবর নারদকে বলিয়াছিলেন, ‘নারদ! আর এখানে থাকিব না, এই কাশীধাম শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। এখন এই স্থান জনাকীর্ণ ও ভগোবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।’ (জনাকীর্ণ স্থানে বাস করা উচিত নহে।)

জ্ঞানবিহীন নাস্তিকেরা উপদ্রব করিতেছে। ধর্ম আর থাকে না, সকলেই অধর্মাচারী হইতেছে। হবির্ভাগও এখানে লোপ হইল। পার্শ্বতীর জন্ত অভিযত্রে এই পুরী স্থাপন করিয়া ছিলাম। পার্শ্বতীর কটিকর স্থান আমার হর্বদারক বটে, কিন্তু আর এখানে থাকিতে মন সরিতেছে না। কোথায় পরম স্থান আছে, এখনই আমার বল।’ নারদ কহিলেন, ‘লবণসমুদ্রের তীরে নীলশৈল নামে একটি বিখ্যাত পর্বত আছে, তাহারই উত্তরে প্রসিদ্ধ একাত্তরক্ষেত্র। সেই বিজন বনে অনন্তের সহিত জগদগুরু রমানাথ “বাহুদেব” নাম ধারণপূর্বক অবস্থান করিতেছেন। সেই পরমগুহ্য স্থান প্রজাপতি এমন কি, আপনি পর্য্যন্ত জানেন না; দেবতা-দিগেরও কথাই নাই। জগদ্বাথের কোলে থাকিয়াও অস্বপ্ন লক্ষ্মী সেই পরমগুহ্য একাত্তরক্ষেত্র অবগত নহেন। জনার্দন! সেই স্থানে থাকিয়া অনন্তের সহিত স্থিতি-স্থিতি-লয় করিতে-ছেন। সেই স্থানে রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ ও বলরাম সর্বদা বাস করিতেছেন। আমি বহুদিন-ব্যাপী তপস্তা দ্বারা বাহুদেবকে তুষ্ট করিয়া সেই স্থান অবগত হইয়াছি। আমি অনন্ত ও জগন্নাথ, আমাদের তিন জনেরই কেবল সেই স্থানে গতিবিধি আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণের কোন সম্পর্ক নাই।’

মহাদেব নারদের কথা শুনিয়া একাত্তরকাননে যাইতে উদ্যত হইলেন। পার্শ্বতীকে সাজ-সজ্জায় ভূষিত হইতে বলিলেন। অনন্তর কাশীনাথ কাশী পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বতী-সহ একাত্তর-কাননে গমন করিলেন। শিব পূণ্যক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথকে সোধাধন করিয়া কহিলেন, ‘হে পরমানন্দ পদ্মনাভ শ্রুচোচন! হে ত্রীমূর্ত্তিধর হরি! তোমার নমস্কার! হে নীল-জীমূত-কলেবর! ত্রৈলোক্যনাথক! দেবগণের বরদাতা! পীড়িত ভীত-ভ্রাণকারিন্! একাত্তরনিবাস পীতাধর! হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিন্! তোমার নমস্কার। কল্পণাসাগর ভক্তবন্ধো জগন্নাথ! তুমিই জগতের আদিকারণের কারণ! তোমার সহস্র সহস্র রম্যস্থান আছে জানি, কিন্তু এই একাত্ত্রে তোমার গুপ্তরূপ জানিলাম না? হরি! তুমিই আমার বলিয়াছিলে, আমি তোমার অর্ক-শরীর, কিন্তু এখন কেন আমার স্বতন্ত্র করিলে? তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ আর তোমার শয্যা অনন্ত, এই দুজনেই কেবল এই স্থান জানিয়াছে; কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম না। হরি! আমার প্রতি আর অহুগ্রহ নাই। লীলামর! তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে? তোমার প্রেমভক্ত গোপীগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল, আর সমকাদি ঋষিগণ মুক্তিলাভস্বরূপ অদ্যাপি আপনাদের ঈশ্বরেচ্ছার নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বর!

আমার একবার করণানরনে অবলোকন কর। আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয় স্থানে আমাকেও বাস করিতে দাও।' পার্বতীপতি এইরূপে শব্দ করিলে, বিষ্ণু চক্ষু মেলিয়া হস্তমুখে বলিলেন, 'শস্তো! তোমার হিতের জন্য যাহা বলি শুন। আমি আনন্দের সহিত তোমায় থাকিতে দিব। কিন্তু তোমাকে একটি সত্য করিতে হইবে। তুমি শপথ করিয়া বল, আর কাশী যাইবে না, স্বর্গের সহিত এই মনোহর কাননে বাস করিবে?' শব্দর কহিলেন, কেমন্ করিয়া আমি কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করি? সেখানে যে আমার জাহ্নবী এবং সর্কর্ভীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। বাহুদেব উত্তর করিলেন, 'মহেশ্বর! এইখানে আমার সমুখে পাপনাশিনী নান্দী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। আমার অধিকোণে আমারই পদনিঃস্থতা গঙ্গা-যমুনা নান্দী জাহ্নবী নদী প্রবাহিত হইতেছে। নারদ অথবা অনন্ত, কেহই ইহার বিষয় অবগত নহে। এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ আছে, সে সকলও একে একে তোমায় বলিব। এখন আমার কাছে সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে? শব্দর কহিলেন, 'সত্য, মধুসূদন! সত্য আমি বলিতেছি, সত্যই আমি তোমার কাছে থাকিব, আমি পুনরায় সত্য করিতেছি, বারাণসী অথবা অপর কোন ক্ষেত্রে আর যাইব না।' এই বলিয়া শব্দর বিষ্ণুর দক্ষিণপার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গ, —'ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যভ মহানীল মূর্তি।' (এই মূর্তি ত্রিভুবনেশ্বর বা ভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত।)

শিবপুরাণে আবার ভিন্নপ্রকার উপাখ্যান পাওয়া যায়। শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে;—

"একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! এই কাশীধামসদৃশ আর কোথায় আপনার পুণ্যতীর্থ আছে? স্বর্গে, মর্ত্যে অথবা পাতালে, যেখানেই থাকুক অমুগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করুন। তখন শব্দর পার্বতী-দেবীকে প্রেমাম্বলে আপনার অঙ্গে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'দেবি! তুমি নানা প্রকারে আমার পরিতুষ্ট করিয়াছ, তাই আজ তোমার কাছে পৃথিবীর মধ্যে একটি অতিগুহ্য ক্ষেত্রের বিষয় বলিব। দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট মহাক্ষেত্র উৎকলক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যাপাদনিঃস্থতা একটি পুণ্যসলিলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর নাম গঙ্গ-বতী। ইহাই সাক্ষ্য গঙ্গা। এই নদীর তীরে পুণ্যতম পুণ্যক্ষেত্র 'একাত্তর' বিরাজ করিতেছে। এই কানন সর্কর্ভীর্থ্য সম্পন্ন, বড়গুপ্তপরিবেশিত এবং কৈলাসের স্তায় সমৃদ্ধিশালী; এখানে অশোক, বকুল, তিলক, কর্ণিকার, চন্দন, উপচন্দন,

বিষ, বট, পনস, পিচুর্মর্দ, আত্র, আত্রাতক, নাগরজ, নারিকেল, কোবিদার, পুংকর, গুবাক, কদলী, কদম্ব, চম্পক, কেশর, নাগকেশর, কেতকী, তুলা, আমলক, মালতী, মাধবী, জাফা, ময়ীচ, জাতী, যুথী, মলিকা, করবীর, কুরটক, কুল্ল, মল্লার প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষলতাদি আছে, সকল ঋতুতেই এই সকল বৃক্ষ ফল ফুলে শোভিত হয়। হে দেবি! শুক, সারী, কপোত, ময়ূর, টিট্টিত, চক্রবাক, চকোর, জলকুকুট, কদম্ব, কলহংস প্রভৃতি পক্ষী সকল তথায় মধুর স্বরে কুজন করিতেছে। এইখানে স্বচ্ছসলিল সরোবর সকল চারিদিকে দিব্য সোপানে অলঙ্কৃত, কুমুদ ও পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আমার এই পরমক্ষেত্র একাত্তরকানন সুরাসুর নরগণের চুস্ত্রাণ্য। এই কানন বারাণসীসদৃশ কোটি-লিঙ্গ-বিভূষিত। কল্যাণি! তোমার প্রীতির জন্যই এই গুপ্ত স্থান বর্ণনা করিলাম।' পার্বতী কহিলেন, 'ভগবন্ শস্তো! তোমায় নমস্কার। হে ভুবনেশ্বর! আমার রক্ষা কর। তোমার মুখে পরম কাহিনী শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। নাথ! তোমার গুপ্ত বন দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। যদি তুমি অনুমতি দাও, তাহা হইলে, সেই পরম কানন একবার দেখিয়া আসি।' মহাদেব উত্তর করিলেন, 'যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু হে পার্বতী! সেই পরম রমণীয় স্থানে তোমাকে একাকিনী যাইতে হইবে। সেই স্থানে তুমি যে যে রূপ ধারণ করিবে, সেই সেই রূপে আমিও তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। তুমি অগ্রে সেই পুণ্যক্ষেত্রে গমন কর, আমিও প্রথমথগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় যাইতেছি।' শব্দরের আদেশ শুনিয়া, যুগনয়না দেবী পার্বতী সিংহে আরোহণ করিয়া একাত্তরক্ষেত্রে গমন করিলেন। মহাদেব যাহা বাহা বলিয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্তই দেখিতে পাইলেন। আহা! সিদ্ধ-দেবর্ষি-সেবিত, নানাবিধ-তরু গুহ্মাদি শোভিত বিবিধ-পক্ষিসমাকুল স্বর্ণকূট কি মনোহর! দেবী এইখানে শ্বেত-ক্লষ্ণ-অরুণ-বর্ণাভ লিঙ্গবর দর্শন করিলেন। পরে এই ক্ষেত্রে ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন। এই বনান্তরে তিনি ব্রহ্মমধ্য হইতে বিনির্গত সহস্রসংখ্যক গাভী দেখিতে পাইলেন। ঐ গাভীগণ একটি লিঙ্গের নিকট আসিয়া প্রত্যহ কীর প্রদান করিত। পরে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া বরুণলোকে চলিয়া যাইত। আজ বিন্মরোৎফুল্ললোচনা দেবী পার্বতী স্বচক্ষে সেই ঘটনা দেখিলেন। তিনি এক যষ্টি ধারী ঐ গাভীগণকে তাড়াইয়া ত্রিভুবনেশ্বরের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাদের কীর

দ্বারা লিঙ্গবরকে দান করাইয়া নয়ন মুদিত করিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। ঘটনাক্রমে একদিন সেইখানে কীৰ্ত্তি ও বাস নামে দুইজন অন্নর আগমন করিল। উভয় সহোদর রূপ-বোঁবন-সম্পন্ন। দিব্য-কুণ্ডলধারিণী গন্ধ-মালাচর্চিত্তা সুবেশা পীনোরত-পয়োধরা যুগনয়না চন্দ্রাননা গোপীরূপা দেবী গোপীকে দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ উভয়ে অনন্য-বশবর্তী হইয়া কৃতাজলিপুটে দেবীকে সন্মোহন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, হে চন্দ্রমুখি! সস্তাপদারিকে! তুমি কে? তুমি গান্ধর্বী, রাজকন্যা, না সমুদ্রতনয়া? কিংবা কামবিমোহিনী রতি? না ইন্দ্রের মনোহারিণী শচী? আমরা বিনতি করি, বল তুমি কে? তখন গোপী কহিলেন,—‘আমি সমুদ্রতনয়া নই, আমি পুলোমাকঙ্কা শচীও নই, আমি রাজ-কন্যা অথবা গান্ধর্বীও নই। আমি একজন সামান্ত গোপালিনী।’ উভয় ভ্রাতা দেবীর পরিচয় পাইয়া বিনীতভাবে বলিল,—‘অরি সুল্লারি! আমাদের উভয়কে একবার কৃতার্থ কর। তোমার সুল্লার ক্রতঙ্গী ও অধরক্ষুট আধ-আধ হাসি দেখিবার জন্ম বড়ই উৎসুক হইরাছি। তোমার অঙ্গ-স্পর্শ-জনিত সুখবারি পান করিবার আশায় আমরা আকুল হইরাছি।’ ‘ধিক! পরজীলোলুপ মূঢ়বুদ্ধি পাণ্ডী, এরূপ অসদভিপ্রায় কেন তোদের মনে উদয় হইল? শীঘ্রই তোদের বমালয়ে যাইতে হইবে।’ এই বলিয়া গিরিসুতা তাহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন উভয় ভ্রাতা অবাচ্ হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—একি? কাহাকে আমরা দেখিলাম? সেই মায়াময়ী অবলা কে?...এ দিকে দেবী আপনার অবস্থা জানাইবার জন্ম শিবকে অরণ করিলেন। মহাদেব কাশীধামে অগ্নিকালের জন্ম আর অপেক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি আপন প্রমথগণকে পুর্ব্যস্ত পরিভ্যাগ করিয়া নীলোৎপল স্তম্ভবেশে সুরলী বাজাইতে বাজাইতে একান্তকাননে উপস্থিত হইলেন। স্তম্ভধর বেণুনিবাসে সমুদয় কানন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; শুক, সারী, ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল; গো ও যুগসকল চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল, তরুলতা কুসুমভূষণে ভূষিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। জিনয়না গোপী হাসিতে হাসিতে গোপবেশধারী পতির নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে পুরুষ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?’ তৎক্ষণে গোপরূপধর হর প্রসন্নবদনে দেবীকে সন্মোহন করিয়া কহিলেন, ‘হে গোপরমণি! মধুরভাষিনি! আমি জিজ্ঞাসা করি, বল, তুমি কে?’

গোপবেশধারী ত্রিপুরারি রীতু বাক্য শুনিয়া দেবী

তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ‘গোকুলপতে! আমি তোমারই গৃহিণী! তোমার বিবাহের অমৃতরস দান করিয়া আমার তোমার দাসী কর। প্রভো! আমি তোমার কথা-মত আসিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ অন্নরদ্বয় আমার বিয় জন্মাই-তেছে। সেই হঠাৎ অন্নরদ্বয়কে বিনাশ কর, আর আজ্ঞা কর, কিরূপে আমি তোমার সেবা করিব?’ শব্দ করিলেন,—‘পূর্বকালে এই পৃথিবীতে ক্রমিল নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিবিধ বাগ যজ্ঞাদি করেন; তদুপলক্ষে ঋত্বিকগণকে দক্ষিণাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করেন; তাহাতে দেবগণ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন—‘হে রাজন্! তোমার অভিলাষমত বর প্রার্থনা করা’ রাজাও চাহিয়াছিলেন,—‘দেবগণ! আমার পুত্রদ্বয় পুরুষ অথবা স্ত্রী দ্বারা বিনষ্ট না হরা’ দেবগণও ‘তথাক্ত: বলিয়া সেই বর প্রদান করিয়াছিলেন। এখন তুমি গিয়া সেই দুই পুত্রকে বিনাশ কর।’ শব্দের আজ্ঞা পাইয়া দেবী গোপালিনী পুষ্পচয়নের নিমিত্ত পুষ্পশোভিত লতিকাবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্নরদ্বয় যুগনয়নকে দেখিতে পাইয়া কৃতাজলিপুটে কহিতে লাগিল,—‘হে বরকল্যাণি! দেবি! তুমিই আমাদের জীবন! আমরা বহুদিন হইতে তোমাকে পাইবার জন্ম বহুকষ্টে যাপন করিতেছি।’ তখন দেবী কহিলেন, ‘হে মহাবীরদ্বয়! আমার একটি ব্রত আছে, যদি তোমরা সেই ব্রত পূর্ণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের রমণী হইব। আমি বাহার স্বর্কে ও মস্তকে পদতর দিয়া দাঁড়াইব, সে ব্যক্তি যদি আমাকে তুলিতে সক্ষম হয়, আমি তাহারই পত্নী হইব। গোপীর বাক্য শুনিয়া সানন্দে অন্নরপুত্র উভয়ে দেবীকে তুলিবার আশায় তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইল। উভয়ে যত্ন নত করিয়া দেবীকে আরোহণ করিতে বলিল। মহাদেবী সেই অন্নরদ্বয়কে পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা দেবীকে তুলিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত মহাবুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন দেবী পুনরায় উভয়কে পদতলে দলন করিলেন; অন্নরদ্বয় দারুণ আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। পার্বত্যী কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে অন্নরদ্বয় নিহত হইয়াছিল, অদ্যাশি তথায় দেবী পুষ্যসলিল স্নানার্থে হ্রদরূপে অবস্থান করিতেছেন।’ (শিব উপপুরাণ ২৬ অঃ।)

* এই হ্রদের নাম বিন্দুহ্রদ। একত্রিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ-দিগে কতে, এই হ্রদে অবগাহন করিলে সর্কভীর্ণের কল লাভ হয়।

‘তত্র বিন্দুসরতীর্থে তীর্থবিশুদ্ধিপুরিতম্।’

তত্র সন্মহাভায়ে সর্কভীর্ণাশুগাহনম্।’ ব্রহ্মপুরাণ।

বাংলাদেশে এই জলাশয়কে গোসাপর বদিয়া থাকে।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে অহাদেবের একাত্তকাননে আগমন-বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়। বাহা হউক, এই একাত্তকাননে অতি পূর্বকাল হইতে যে একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আদিপুরাণ ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

“সর্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমজ্জলভম্।

লিঙ্গকোটসমায়ুক্তং বারাগসীসমপ্রভম্॥”

একাত্তকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসম্বিতম্॥” ৩৯ অঃ

এই শ্লোকের দ্বারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পূর্বকালে এই ক্ষেত্র বারাগসীসদৃশ পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

ব্রাহ্ম, পাদ, শিব ও একাত্তপুরাণ, কপিলসংহিতা, উৎকল-

খণ্ড, একাত্তচরিত্রিকা ও ভুবনেশ্বরমাহাত্ম্য প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মতে এখানে বহুসংখ্যক তীর্থ ছিল, তন্মধ্যে বিন্দুতীর্থ, গন্ধবতী, শঙ্করবাণী, কপিলতীর্থ ও সোমতীর্থ সর্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও পাঁচ ছয় শত দেবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরই একাত্তকাননের প্রধান মন্দির। এই মন্দির উচ্চে প্রায় ১৫০ ফিট। এই মন্দিরের অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রাচীন হিন্দু শিল্পীগণ অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দের মাদলাপঞ্জীর-মতে,—উৎকলরাজ যযাতিবংশীয় ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির



ভুবনেশ্বরের মন্দির।

নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরটি যেরূপ নির্জন স্থানে, বিশেষতঃ যেরূপ ধরণে নির্মিত, দেখিলেই কাশীধাম অথবা ইন্ড্রভবন বলিয়া মনে হয়। আহা! গুণ্যসলিল বিন্দুভ্রদ কেমন ধীরভাবে এই মন্দিরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে! নৌকার চড়িয়া এই ভ্রদের মধ্য হইতে, মন্দির দর্শন করিলে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। এই নির্জনপ্রদেশে আগমন করিলে আর লগ্নারে স্মরণিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, যেন চিরদিন জীবনের অন্তিম দশা অবধি এই পুণ্যক্ষেত্রে থাকিয়া

সেই পরম পিতার অপূর্বলীলা প্রাণ ভরিয়া মানসনেজে অবলোকন করি। এখানে আসিলে লগ্নারের রোগ, শোক, আলা, বস্রণা, প্রকৃতই ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানে যেন মৃত্তিমতী শান্তিদেবী চিরবিরাজমান রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরে আরও কয়েকটি বৃহৎ দেবালয় আছে, যথা—রামেশ্বর উচ্চে ৭৮ ফিট, যমেশ্বর ৬৭ ফিট, রাজরাসী ৬৩ ফিট, অনন্তবাহুদেব ৬০ ফিট, ভগবতীমন্দির ৫৪ ফিট, বারি-দেউল ৫৩ ফিট, নাগেশ্বর ৫২ ফিট, দিকেশ্বর ৪৭ ফিট,

কপিলেশ্বর ৪৬ ফিট, কেশবেশ্বর ৪৬ ফিট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফিট, যুদ্ধেশ্বর ৩৫ ফিট, কোপারি ৩৫ ফিট এবং সোমেশ্বরের মন্দির উচ্চতায় ৩৩ ফিট।

ভুবনেশ্বরের নাট-মন্দির যথাক্রমে শরীর বংশধর শালিনী কেশরী নির্মাণ করেন। ভোগমণ্ডপ ৭৯২-৮১১ খৃঃ মধ্যে কমলকেশরী কর্তৃক নির্মিত হয়।

শ্রীক্ষেত্রের পক্ষীর মতে, ভুবনেশ্বরের মোহন বা চাঁদনির নির্মাণ কার্য যথাক্রমে শরীর সময়ে প্রারম্ভ হয়, এবং ৫৮৮ শকে (?) লগাটেন্দু বা অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে স্তম্ভপন্ন হয়।

একাত্তরশ্রীকায় মতে মহাদেব এই মন্দির ও ইহার নিকটস্থ তীর্থ (সর:) নির্মাণ করেন, তাঁহার অলাবু নির্মিত ভিক্ষাপাত্রের অল হইতে এই তীর্থ হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অলাবুতীর্থ হইয়াছে।

“অশ্বিনী ক্ষেত্রবনে রম্যে তৈক্ষণাত্মক মামকং।

কুণ্ডল উদকাধারং তীর্থভূতং ভবিষ্যতি ॥

অলাবুতীর্থং বিখ্যাতং স্বং প্রদাদাদিবাস্ত মে।

ভূতানাং হিতমত্যর্থং প্রদাদং কর্তু মর্হসি ॥

এবমধ্বিতি দেবেশস্তমলাবুং বিজেরিতম্।

স্পর্শরামাস হস্তেনাহভবদ্বিবেয়া মহাহ্রদঃ ॥

ভূরঃ প্রাহ হরস্তট এব মে নির্মিতঃ স্বরং।

যজ্ঞভবদ্বনিপ্রেষ্টঃ পরিপূর্ণশ্চ পাবনঃ ॥

অলাবুতীর্থমিদং লোকে বিখ্যাতং জনপাবনম্।

অষ্টায়তনমধ্যোহন্দো গতিমিষ্টাং প্রদায়কম্ ॥

দেবপিতৃমহুয়াগাং ভোগার্থীর নির্মিতম্ ॥”

মাদলাপক্ষীর মতে—প্রসিদ্ধ অলাবুকেশ্বরের মন্দির ৫৯৯শকে অলাবুকেশরী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০০ ফিট।

বর্ণাজিমহোদধি নামক গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের যাজ্ঞাপকৃতি লিখিত হইয়াছে। প্রথমে তীর্থবাজী বিন্দুনাগরে দান করিয়া পরে পরে নিম্নলিখিত মন্দিরে গিয়া দেবলিঙ্গ দর্শন করিবেন—
১ অনন্তবাহুদেব; ২ গোপালিনী; ৩ চণ্ডকৃষ্ণ; ৪ কাঙ্কিকেশ্বর; ৫ গণেশ; ৬ বৃষভ; ৭ কল্পবৃক্ষ; ৮ সাবিত্রী; ৯ লিঙ্গরাজ; ১০ একাক্ষেশ্বর; ১১ উগ্রেশ্বর; ১২ বিশ্বেশ্বর; ১৩ চিত্রাঙ্কেশ্বর; ১৪ শবরেশ্বর; ১৫ লজ্জুকেশ্বর; ১৬ শক্বেশ্বর; ১৭ কেশবেশ্বর; ১৮ তারুতীর্থ; ১৯ শ্রীকৃষ্ণেশ্বর; ২০ লাক্ষ্মীশ্বর; ২১ সোমেশ্বর; ২২ শিখরীশ্বর; ২৩ দর্দ্রেশ্বর; ২৪ অনন্তেশ্বর; ২৫ সোমহ্রদেশ্বর;—২৬ কপিলকুণ্ড; ২৭ সূর্য্যেশ্বর; ২৮ বৃক্ণেশ্বর; ২৯ বোগমাতাহ্রদ; ৩০ কেশব-

শ্বর; ৩১ দ্বিতীয়েশানেশ্বর; ৩২ বসেশ্বর; ৩৩ গঙ্গাধরী; ৩৪ লক্ষ্মীশ্বর; ৩৫ ভুলোকেশ্বর; ৩৬ ক্রত্বেশ্বর; ৩৭ কোটি-তীর্থেশ্বর; ৩৮ স্বর্ণলেশ্বর; ৩৯ শবরেশ্বর; ৪০ জুরেশ্বর; ৪১ সিদ্ধেশ্বর; ৪২ সূর্য্যেশ্বর; ৪৩ শক্বেশ্বর প্রভৃতি; ৪৪ কেশবেশ্বর; ৪৫ কেশবকুণ্ড; ৪৬ মরুতেশ্বর; ৪৭ হাটকেশ্বর; ৪৮ দৈত্যেশ্বর; ৪৯ চক্রেশ্বর; ৫০ ব্রহ্মেশ্বর; ৫১ ব্রহ্মকুণ্ড; ৫২ গোকাণ্ডেশ্বর; ৫৩ উৎপলেশ্বর; ৫৪ ভাষ্করেশ্বর; ৫৫ কপালমোচকেশ্বর; ৫৬ পরশুরামেশ্বর; ৫৭ অলাবুকেশ্বর; ৫৮ উত্তরেশ্বর; ৫৯ ভীমেশ্বর; ৬০ বজ্রভকেশ্বর; ৬১ বাসিষ্ঠ ও বামদেব;—৬২ রামরামেশ্বর; ৬৩ নীতা, মাক্তেশ্বর; ৬৪ গৌলহ্রদেশ্বর; ৫৫ পরমেশ্বর; ৬৬ কেশবেশ্বর; ৬৭ ভক্রেশ্বর; ৬৮ কুটুম্বেশ্বর; ৬৯ কপালিনী; ৭০ শিখরেশ্বর; ৭১ পূর্বেশ্বর; ৭২ বৈদ্যানাথ; ৭৩ অষ্টহ্রদেশ্বর; ৭৪ আত্মাতকেশ্বর; ৭৫ মধ্যমেশ্বর; ৭৬ ভীমেশ্বর; ৭৭ ভৈরবেশ্বর; ৭৮ জলেশ্বর; ৭৯ কপিলেশ্বর; ৮০ সূর্য্যেশ্বর; ৮১ বহিরদেশ্বর।

প্রত্যেক বৃহদেবালয়ের নিকটেই এক একটি পুণ্যতীর্থ সরোবর আছে; তাহাদের মধ্যে বিন্দুনাগর, পাপনাশিনী, গঙ্গা-যমুনা, কোটিতীর্থ, ব্রহ্মকুণ্ড, মেঘকুণ্ড, অলাবুকুণ্ড, রামকুণ্ড ও কপিলহ্রদই প্রধান ও পুণ্যপ্রদ।

একায়ন (ত্রি) একময়নামপ্রণো যন্ত, বহুত্রী*। ১ একাগ্র। ২ একবিষয়াক্ষতিত। ৩ (একময়নং স্থানং, কর্ণধা) (স্ত্রী) একস্থান।

একায়নগত (ত্রি) একশ্রিয়রনে গতং জ্ঞানমন্ত, বহুত্রী*। ১ একাগ্র। ২ (একময়নং গতং প্রাপ্তং যেন) একস্থান গত।

একায় (পুং) স্বরবর্ণের একাদশ অক্ষর [এ দেখ]

একায়ণ (দেশজ) এইজন্ত।

একার্ধ (পুং) একো অধিতীয়ঃ অর্থঃ, কর্ণধা*। ১ এক প্রয়োজন। ২ এক অভিধের শব্দ। ৩ এক পদার্থ। (ত্রি) ৪ (একো হর্থো যন্ত, বহুত্রী*) এক প্রয়োজনযুক্ত। ৫ এক অভিধের। একার্ধতা (স্ত্রী) একার্ধ্যতা ভাবঃ, একার্ধ-তল-টাণ্। অর্ধের বা উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা না থাকা।

একার্ধসমুপেত (ত্রি) একার্ধেন অভিধার্ধেন সমুপেতং যুক্তং, ততঃ। ১ এক অর্ধবিশিষ্ট। ২ এক উদ্দেশ্যযুক্ত।

একাঙ্ক (স্ত্রী) একো অঙ্কো যন্তাঃ, বহুত্রী*। এক বৎসর বয়স্ক বকনা।

একাব্রব (ত্রি) একমতিরমববং যন্ত, বহুত্রী*। ১ এক পরীরবিশিষ্ট। ২ (একং সমুৎপন্নং অববং বলা) কুল্য পরীরবিশিষ্ট। ৩ (কর্ণধা) (স্ত্রী) একটিমাত্র অঙ্গ।

একাবলী (জী) একাশ্রোঁ আবলী মালা, কর্মধা। ১ একনর মালা। ২ অলকার বিশেষ, ইহার লক্ষণ, যথা সাহিত্যদর্পণে,—

“পূর্ব পূর্ব প্রতি বিশেষণে পর পরম্।

স্থাপ্যন্তেহপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তৈকাবলী বিধা ॥”

পূর্ব পূর্ব পদের প্রতি পর পর পদ যদি বিশেষণরূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হয়, তাহাকে একাবলী অলকার কহে।

৩ একাদশাক্ষরা ছন্দোবৃত্তি বিশেষ। এই ছন্দ বাজলা ভাবার আরোহ দেখা যায়। ইহার একাদশ বর্ণে এক চরণ, বর্ধে ও নবমে যতি হইবে। যেমন—

“উচ্চৈঃস্বরে সদা ভোমাকে ডাকি।

কর কর কর করিছে আঁখি।

বক হুন্বে হুখী পাণাগকার।

প্রতিধ্বনিচ্ছলে কান্দিছে হার ॥” সত্তাবশতক।

প্রতি চরণের অন্ত্যে যতি হইলে, তাহাকে ভঙ্গ একাবলী কহে। যথা—

“যখন দহন দহে গহন।

পবন সহায় হয় তখন ॥

সেই বায়ু হরে দীপশিখার।

কীণের গোরব বল কোথায় ॥”

মিশ্র একাবলীতে যতির নিয়ম থাকে না। যেমন—

“বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।

এ গাঁথনি আয়ি নহে ভোমার ॥” বিদ্যাভূম্বর।

একাত্তি (জী) একেনাধিকা অশীতিঃ, মধ্যলো।

একাদিক অশীতি, একাত্তি ৮১।

একাত্তিপদ (জী) একাত্তিঃ পদাত্ত, বহুব্রী। প্রথম গৃহরন্ত বা গৃহ প্রবেশকালে বাস্তপূজার জন্য যে বাস্তমঙ্গল করা হয়; ইহাতে তির্ধ্যাক ও উর্দ্ধপ্রদেশে দশটি রেখার দ্বারা একাত্তি কোঠ করা হইয়া থাকে। [বাস্তমণ্ডল দেখ]

একাত্তয় (জি) এক আশ্রয় আধারো অবলম্বনং বা যত্ন, বহুব্রী। ১ অনন্যগতি। ২ একজনের আশ্রিত। ৩ এক কার্যাবলম্বী। ৪ (কর্মধা) (পুং) এক আধার।

একাত্তিত (জি) একমাত্রিতঃ, ২তৎ। ১ একের শরণাপন্ন। ২ অনন্যগতি।

একাত্তিতগুণ (পুং) একমিন্ পদার্থে আশ্রিতো গুণঃ। একবৃত্তিধর্ম। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে নিয়োক্ত পদার্থগুলি একবৃত্তিধর্ম বলিয়া উক্ত আছে, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একক, একপৃথক্ব, পরিমাণ, পরস্ব, অপারস্ব, বুদ্ধি, স্রব, হৃৎ, ইচ্ছা, ক্রোধ, বদ্ব, শুক্ল, অস্ব, স্নেহ, সংকার, অদৃষ্ট ও শব্দ।

একাক্ষিকা (জী) ১ মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। ২ এই অষ্টমীতে কর্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। ৩ শচী। (অধর্কবেদ)। ৪ প্রজাপতির কন্যাবিশেষ।

একাত্তিল (পুং) একমহি লাতি, লা-ক। বকবৃক্ষ।

একাত্তিলা (জী) একাত্তিল-টাণ্। ১ বকবৃক্ষ। ২ পাঠা, আকনাদি। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অবঠা, অবঠকী, পাঠা, কুচলা, পাণচেলিকা, বরা, তিক্তা, প্রাচীনোকা ও শিবাবুকা। (একাত্তিলা বনভিত্তিকোবধৌ পুংসি বকপুংসে চ। মেদিনী।)

একাসনিক (জি) একাসনস্যারং, একাসন-ইকন্। একাসনের উপবৃক্ষ।

একাহ (পুং) একমহঃ, এক-অহন্-টচ্। (উত্তমৈকাত্ত্যাক। পা ৫।৪।২০) ইত্যনেন নাহাদেশঃ। ১ একদিন। ২ একদিন-সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞবিশেষ।

একাহগম (পুং) একাহেন গম্যতে, গম্ কর্মণি অচ্। একদিবসে গম্য স্থান।

একাহার (পুং) একো অধিতীর আহারঃ, কর্মধা। একদিবসে একবারমাত্র ভোজন।

একাহারী [ন্] (জি) এক এবাহারোহস্যাস্তি, এক-আহার-ইনি। যে একবারমাত্র ভোজন করে।

একাহিক (জি) একাহ-ঠন্। একদিন সাধ্য।

একি (দেশজ) ১ একমাত্র। ২ তুল্য, সমান। ৩ আশ্চর্য্য-স্থচক শব্দ।

“একি লো একি লো একি লো দেখি লো

এ চাহে উহার পানে।” ভারত-বিদ্যাভূম্বর।

একীকরণ (জী) এক-অভূত তদ্বাবে দ্বি-ক-লুট্। একত্রীকরণ, অনেক বস্তু একত্র করিয়া রাখা।

একীভাব (পুং) এক-অভূততদ্বাবে দ্বি-ভূ-ঘঞ্। এক হওয়া, মিলিত হওয়া।

একীয় (জি) একমিন্ তিষ্ঠতীতি, এক-ছ। ১ একপক্ষ। ২ সহায়। ৩ এক সম্বন্ধীয়।

একুন (দেশজ) সমষ্টি, মোট।

একুনে (দেশজ) সমষ্টিতে। মোটে।

একুশ (দেশজ) একবিশতি, একাদিক হুড়ি।

একুশে (দেশজ) মাসের একবিশ দিন বা তারিখ।

একেএকে (দেশজ) একটি একটি করিয়া।

একেকগ (পুং) একমীকণং যস্য, বহুব্রী। ১ কাঁক। ২ কাণা। ৩ শুক্রাচার্য্য। পুরাণে ইহার একনেত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে,—বলিরাজ যে সময়ে শুক্রাচার্য্যের নিবেদন না শুনিয়া বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করিতে

উদাত্ত হইলেন, তখন জল ব্যক্তিরূপে দান অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তুকাচাৰ্য্য স্বরূপে জলপাতের মুখ অবরোধ করিয়াছিলেন ; বামনদেব এই চাকুরী অবগত হইয়া ক্রোধাৱা জলপাতের হিঙ্গ অধেষণ হলে তাঁহার একনেত্র নষ্ট করিয়া দেওয়ার তুকাচাৰ্য্য একনেত্র হইয়াছেন।

একেশ্বর (ত্রি) একোহবিত্তীর ঈশ্বরঃ। ১ প্রধান অধিপতি। ২ একাকী।

একৈক (ত্রি) ১ এক একটি। ২ এক একজন।

একৈকশঃ (অব্য) একৈক-শব্দঃ। ১ এক একটি করিয়া। ২ এক একবার।

একৈকিকা (স্ত্রী) আকনা দি লতা।

একোজী, তঞ্জোরের প্রথম মহারাষ্ট্র রাজা। শাহজীর পুত্র, তুকাবাইয়ের গর্ভজাত ; প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবীর শিবজীর বৈমাত্রেয়। ১৬৩৮ খৃঃ, শাহজী বিজয়পুরের জুলতানের দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া কর্ণাটক অতিমুখে যাত্রা করেন। পথে জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী ও দ্বিতীয় পত্নী তুকাবাই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ১৬৫৩ খৃঃ, চঙ্গগিরিহর্গ অধিকার করিতে গিয়া শম্ভুজী কালগ্রাসে পতিত হন। কর্ণাটক জয় হইলে শাহজী বাজোলার জায়গীর পাইলেন, তথায় তাহার মৃত্যু হইলে ১৬৬৪ খৃঃ, তুকাবাইয়ের বন্ধে একোজী পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন।

১৬৭৪ খৃঃ, তৎকালীন তঞ্জোররাজকে ভর দেখাইয়া কোশলপূর্বক বিনা রক্তপাতে তঞ্জোরহর্গ হস্তগত করিয়া সমস্ত দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। [তঞ্জোর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

একোজীর তিন পুত্র ১ম শাহজী, ২য় শরভোজী, ৩য় তুকাজী। ১৬৮৭ খৃঃ, তাহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজী রাজা হন।

একোদক (পুং) একং তুলামুদকং যন্ত, বহুব্রী। এক-গোত্রজ উর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ।

একোদর (পুং, স্ত্রী) একং অভিন্নং উদরং জন্মক্ষেত্রং যন্ত, বহুব্রী। ১ সহোদর সহোদরা। ২ (স্ত্রী) তুল্য উদর।

একোদ্ধিষ্ট (স্ত্রী) একঃ প্রেত এব উদ্ধিষ্টো যন্ত, বহুব্রী। প্রেতোদ্যেপে শ্রাদ্ধবিধেঃ ; মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয়। এই শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে কর্তব্য। যত্ন লিখিয়াছেন,—পূর্বাঙ্কে বৈদিক, অপরান্ধে পার্শ্বণ ও মধ্যাহ্নে একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে।

“পূর্বাঙ্কে দৈবিকং শ্রাদ্ধমপরান্ধে তু পার্শ্বণং।

একোদ্ধিষ্টং তু মধ্যাহ্নে শ্রাদ্ধং ক্রিণীমিত্যকম্ ॥” যত্ন।

কৃতপের প্রথমভাগে ও আবর্তনের নিকটবর্তিকালে একোদ্ধিষ্ট আরম্ভ করিবে। পশ্চিমদিগবর্তিত হারা যে সময়ে পূর্বাঙ্কে বাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ের নামই আবর্তন কাল। একোদ্ধিষ্ট কালে কোন বিষ উপস্থিত হইলে, অস্ত্রমাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্রই অধিকারী, পুত্রের অভাবে পত্নী, ও পত্নী অভাবে সহোদর পিতৃ জল দান করিবে। যদিও পুত্র শব্দের দ্বারা ষাট প্রকার পুত্রই শ্রাদ্ধাধিকারী হইবার সম্ভাবনা, তথাপি কলিতে অস্ত্র পুত্রের নিবেদন থাকায় ঔরস ও দত্তকপুত্র স্মৃতিতে হইবে। বাজবল্য বলিয়াছেন, যে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র, পত্নী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, ভগিনী, ভাগিনেয়, সপিণ্ড ও সৌদক, ইহাদিগের পূর্বপূর্বের অভাব হইলে উত্তরোত্তর ব্যক্তি শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে ; কিন্তু যেখানে পিতার পরে পিতামহের মৃত্যু হইবে, সে সকল স্থলে পিতামহের দত্তকাদি পুত্র না থাকিলেই পৌত্রের অধিকার। দাক্ষিণাত্য গ্রন্থে লিখিত আছে, পত্নী ও দৌহিত্র উভয় বিদ্যমান থাকিলে, পত্নীর অধিকার ; দৌহিত্র ও ভ্রাতৃপুত্র উভয় বিদ্যামানে, বিভক্তার হইলে, দৌহিত্র এবং অবিভক্তার হইলে ভ্রাতৃপুত্র ; ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র উভয় বিদ্যামানে কনিষ্ঠ হইলে ভ্রাতা, এবং ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ হইলে ভ্রাতৃপুত্র শ্রাদ্ধ করিবে।

[শ্রাদ্ধ দেখ।]

একোদ্দেশ (পুং) একস্ত উদ্দেশঃ, ভুতং। একের উদ্দেশ, একবিষয় লক্ষ্য করা।

একোন (ত্রি) একেন উনং অনম্, মধ্যপদলোং। এক সংখ্যা কম ; যেমন একোনবিশতি, একোনচত্বারিংশৎ ইত্যাদি।

একোশিকা (স্ত্রী) একা মুখ্যা উশিকা কমনীয়া, কর্মধাং। আকনা দি বৃক্ষ।

একোষ (পুং) একঃ অবিচ্ছিন্ন ওষঃ প্রবাহঃ, কর্মধাং। অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ।

এক্সার (আরব্য) অঙ্গীকার।

এক্সারুনা (পারস্ত) অঙ্গীকারপত্র।

এখতিয়ার (আরব্য) ক্ষমতা, অধিকার।

এখন (দেশজ) এই সময়ে।

এখানে (দেশজ) এই স্থানে।

এগানা (পারস্ত) ১ এক, এক আনে, একলা। ২ ফেরল।

এগার (দেশজ) একাদশ, ১১।

এগারই (দেশজ) ঝালের এগার দিন।

এগুয়ান (দেশজ) অগ্রবর্তী হওয়া।

একোপেক্ষা (দেশজ) অলভনি করা।

এক্ (ধাতু) ভাদি আশ্ব সন্ধ্যাং সেট্। বীণা। (এক্-বীণাঃ কবিঃ ক্রঃ।)

এক্ (ধাতু) ভাদি পর সন্ধ্যাং সেট্। কল্পন। (এক্ কল্পে। কবিঃ ক্রঃ।)

একধু (পুং) এক-অধু। কল্প।

একম (ক্ৰী) এক-তাবে-লুট্। কল্পন।

একম্ভ (দেশজ) এই নিমিত্ত।

একি (ত্রি) এক-ইন্। বাতরোগগ্রস্ত।

একৈহার (আরব্য) প্রকাশ করণ, গুণ ব্যক্ত করা।

এক্য (ত্রি) আ-বক্তৃ-ক্যপ্ সম্ভাসারণম্। সমাকল্পণে যজনীয়।

এটে (দেশজ) ১ কলাগাছের মূল। ২ শক্ত করিয়া।

এঠ্ (ধাতু) ভাদি আশ্ব সন্ধ্যাং সেট্। বাধা দেওয়া। (এঠ্ বাধনে। কবিঃ ক্রঃ।)

এড় (পুং) ইল-অপ্পে-অচ্ ডলয়োটৈক্যম্। অথবা আ-ইড়-অঞ্। বহির, কালা। (অকর্ণ এড়ো বহিরঃ। মেদিনী)

এড়ক (পুং) এড় স্বার্থে-কন্। ইল-ধূলু বা। ১ মেঘ। ২ বনছাগল।

এড়কা (ক্ৰী) এড়কস্ত জী, টাপ্। মেঘী।

এড়গজ (পুং) এড়ো মেঘ এব গজো যন্ত, ভজকস্বাং। চক্র-মর্দক, চাক্ষুশে গাহ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—চক্রমর্দ, প্রপুষ্টি, মজ্জ, মেঘলোচন, পদ্মাট, চক্র ও পুষ্পাট। (Cassia Tora) বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—বায়ু, কক, কৃষ্ণ, স্বাদোষ, শুষ্ক, উদররোগ ও অশৌরোগনাশক এবং কটু। [চক্রমর্দ দেখ।]

এড়মুক (ত্রি) এড়বৎ মুকশ্চ, কর্ণধা। ১ বাক্শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি শূন্য; কালা ও বোবা। ২ শঠ, প্রতারক। (এড়মুকোহন্যলিঙ্গঃ স্যাব শঠে বাক্শ্রুতিবর্জিতে। মেদিনী।)

এড়ান (দেশজ) ১ রক্ষা পাওয়া। ২ বাদ দেওয়া।

এড়ক (ক্ৰী) ইড়-উক (উল্কারয়চ্। উণ্ ৪।৪১) পুষোদর-দিবাৎ-হৃদ্যচ্। ১ অন্তর্গত অস্থি। ২ অন্তর্গত কঠিনদ্রব্য। ৩ ছিটেবেড়া।

এড়ক (ক্ৰী) উল্কারয়চ্। উণা ৪।৪১। ইতি সাধুঃ। [এড়ক দেখ] এড়ক শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ("এড়কান্ পুংলিঙ্গান্তি বর্জয়িত্বান্তি সেবতাঃ।" ভারত বন ১৯০।৬৩।)

এড়োক (ক্ৰী) [এড়ক দেখ।]

এণ (পুং, ক্ৰী) এতি ক্রতঃ গচ্ছতীতি, ই-বাহুলকাৎ ণ। ১ হরিণ। ২ কুম্ভমৃগবিশেষ। ভাবপ্রকাশে কুম্ভমৃগকে এণ বলিয়া লিখিত আছে। বৈদ্যকোক্ত ইহার মাংস শুণ, —

কবার, মধুরস, পিত্ত-রক্ত, কক ও অয়রিনাশক, মংগোদী, রোচক, জল্য ও বলকারী। (রাক্ষসজ্ঞঃ।)

এণক (পুং) এণ-স্বার্থে কন্। কুম্ভমৃগ।

এণ্ডিলক (পুং) এণো মৃগন্ডিলকমিব বস্ত্র, বহতী। কুম্ভাক, চক্র।

এণদুক (ত্রি) এণ্ড মৃগির দুষ্ চতুর্ভজ, বহতী। মৃগনৈজ, বাহার চক্ৰ মৃগচক্ৰ ন্যায়।

এণ্ডুৎ (পুং) এণং বিভর্তীতি, এণ-ডু-কিপ্ তুগাগমঃ। চক্র। (জৈবাত্তকোহজচ্চ কলাশংশদ্বারাভূদিত্ত্ববিধূরজিত্ত্বম্। হেম ২।১১।)

এণরিপু (পুং) এণস্য রিপুঃ শত্রুঃ ৬তৎ। সিংহ।

এণাজিম (ক্ৰী) এণস্য অজিনং চর্ম ৬তৎ। মৃগচর্ম।

এণীপচন (ক্ৰী) এণী পচ্যতে অত্র, পচ-লুট্। দেশবিশেষ, তদেশবাসিগণ অবধা-জী-পত্ন হত্যা করিয়া ভোজন করে বলিয়া তাহাদিগের দেশ এণীপচন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এণীপদ (ত্রি) এণ্যাঃ পাদাবিব পাদৌ অস্যা, বহতী। মৃগী-পদাকার পদবিশিষ্ট।

এত (ত্রি) আ-ইণ্-ক্ত। ১ আগত। ২ নানাবিধ বর্ণযুক্ত। ৩ (দেশজ) অধিকপরিমাণ বিশিষ্ট।

এত (পুং) আ সমাক্ এতীতি, আ-ই-কর্তরি ক্ত। ১ মৃগ। ২ মিশ্রিতবর্ণ। (এতঃ কর্তর আগতে। মেদিনী।)

এতথ (পুং) ১ বিচিত্র অর্থ। ২ সাধারণ অর্থমাত্র।

এতৎ (ত্রি) ইণ্-এতেজট্। উণ্ ১।১৩২। অতোহদিঃ তুড়াগমশ্চ। এই, অগ্রবর্ত্তিব্যববোধক সর্বনাম শব্দ।

এতন্তুল্য (ত্রি) এতেন তুল্যঃ ৩তৎ। ইহার তুল্য।

এতৎসম (ত্রি) এতেন সমঃ তুল্যঃ, ৩তৎ। ইহার সমান।

এতদ্ (ত্রি) ইণ-অদি-তুড়াগমশ্চ (এতেজট্ চ। উণ্ ১।১৩২) এই, অগ্রবর্ত্তিবোধক সর্বনাম শব্দ।

এতদতিরিক্ত (ত্রি) এতন্মাদতিরিক্তো হৃদিকঃ, ৩তৎ। ইহা অপেক্ষা অধিক।

এতদনস্তর (ত্রি) এতন্মাদনস্তরং, ৩তৎ। ইহার পর।

এতদন্ত (ত্রি) এহো অন্তঃ অবলানং যন্ত, বহতী। এই পর্য্যন্ত। ("এতদন্তস্ত গত্যো ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃত্যঃ।" মহা ১।৫০।)

এতদস্তর (ত্রি) এতন্মাদস্তরং, ৩তৎ। ইহার পর।

এতদপেক্ষা (অব্য) ইহা অপেক্ষা, এর চেয়ে।

এতদবধি (ত্রি) এবঃ অবধিঃ সীমা যন্ত, বহতী। ১ এই পর্য্যন্ত। ২ এই হইতে।

এতদবহু (ত্রি) এহা অবস্থা যন্ত, বহতী বহুঃ। এইমত অবস্থা প্রাপ্ত।

এতদ্বিত্ত (ত্রি) অতঃ, শেষ পক্ষে।

এতদর্শ (ত্রি) এইদর্শ।

এতদর্শে (অব্য) এই কারণে।

এতদাত্ম্য (ত্রি) এব আত্মা স্বভাবো যন্ত তন্ত ভাবঃ, ভাবার্থে ব্যঞ্। এতদ্রূপতা এইরূপের ভাব।

এতদানি (ত্রি) এব আদি বস্ত, বহুব্রীঃ। এই হইতে বাহার আদি।

এতদিতর (ত্রি) এতদানিতরঃ, ৫৩৭। ইহা তির।

এতদীয় (ত্রি) এতন্ত ইদং, এতদ্-দৃঃ। এতৎস্বকীয়, ইহার।

এতদুত্তম (ত্রি) এতদুত্তমঃ, ৫৩৭। ইহা অপেক্ষা উত্তম।

এতদেব (অব্য) এতদ্-এব। এই-ই।

এতদগত (ত্রি) এতদ্বিন্ গতঃ প্রবিষ্টঃ, ৭৩৭। ইহার মধ্যবর্তী।

এতদ্বৈতুক (ত্রি) এব হেতুর্ভূত, বহুব্রীঃ কপ্। এই কারণ-বিশিষ্ট।

এতদ্বিত্ত (ত্রি) এতদ্ব্যং ভিন্নঃ, ৫৩৭। ইহা ভিন্ন।

এতদ্রূপ (ত্রি) এতদেব রূপং স্বরূপং যন্ত। এইরূপ।

এতদ্বৎ (ত্রি) এতদ্-বতুপ্। এতদ্বিশিষ্ট। ৫৩৭। (অব্য) এইরূপ।

এতন (পুং) আঙ-ই-তন। নিঃশ্বাস। (নিঃশ্বাসঃ পান এতনঃ। হেম° ৩। ৮।)

এতদ্ব্যধো (অব্য) ইহার মধ্যে।

এতদ্ব্যত্র (ত্রি) এতদ্-মাত্রচ্ (প্রমাণেদয়সজ্জদয়ঃ মাত্রচ্। পা ৫। ২। ৩৭) এই পরিমাণ।

এতদ্বি (অব্য) ইদম্-হিল্, এতাদেশচ্। (ইদমোহিল্। পা ৫। ৩। ১৬। এতত্তৌ রথোঃ। পা ৫। ৩। ৪) এই-কালে, সম্প্রতি।

এতশ (পুং) ইণ-তশন (ইণতশনুতশনুনৌ। উণ° ৩। ১৪২।) ব্রাহ্মণ। (এতশো ব্রাহ্মণঃ। উজ্জলদত্ত)

এতশস্ (পুং) ইণ-তশনু। (ইণতশনুতশনুনৌ। উণ° ৩। ১৪২।) ব্রাহ্মণ।

এতস (পুং) ইণ-বাহলকাৎ তসন্ ব্রাহ্মণ। (বেদগর্ভঃ শমীগর্ভঃ সাবিজ্ঞো মৈত্র এতসঃ। হেম° ৩। ৪৭৭)

এতাদৃক্ (ত্রি) এতদ্বি দৃষ্টতে, এতদ্-দৃশ-ক্। ইহার জায়।

এতাদৃক্ (ত্রি) এতদ্বি দৃষ্টতে, এতদ্-দৃশ-ক্। এইরূপ।

এতাদৃশ (ত্রি) এতদ্বি দৃষ্টতে, এতদ্-দৃশ-টক্। ইহার মত।

এতাবৎ (ত্রি) এতদ্-বতুপ্ (বস্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা ৫। ২। ৩৯।) এই পরিমাণ।

এতাবতা (অব্য) ইহার দ্বারা।

এতাবন্দা (ত্রি) এতাবৎ-মাত্রচ্। এই পরিমাণ মাত্র।

এতাবা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হোটলাটের অধীন আশ্রা বিভাগের একটি জেলা। অক্ষা° ২৩°২১'৮" এবং ২৭° ০' ২৫" উঃ মধ্যে, দৈর্ঘ্য° ৭৮° ৪৭' ২০" এবং ৭৯° ৪৭' ২০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই জেলার উত্তরে মৈনপুরী ও করখাবাদ; পশ্চিমে যমুনা নদী, আগ্রা-জেলার, চম্বল, কুমারী নদী ও গোমালির রাজ্য; দক্ষিণে যমুনা ও পূর্বে কানপুর। ভূমি পরিমাণ প্রায় ১৬৩৯ বর্গমাইল।

এই জেলার মধ্য দিয়া পাণ্ডু, রিন্দ বা অরিন্দ, সেলর, যমুনা, চম্বল, কুমারী (কুমারী), এই কয়েকটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে চম্বল নদীর জল বহু কাচের মত পরিষ্কৃত।

এতাবার প্রাকৃতিক দৃষ্ট মনোহর। অন্তর্বেদীর সমতল ক্ষেত্র ও যমুনার তটপ্রদেশ হইতে চম্বল নদীতটস্থ গিরিসঙ্কট ও খাত সকল বিক্ষাগিরির বহিভাগ রূপে বিরাজ করিতেছে।

এই ভূভাগের স্থানে স্থানে স্তম্ভা স্তম্ভা উর্বরা ভূমি, আবার কোন স্থান উর্বররূপে পরিণত রহিয়াছে। নানা স্থানেই নতুনত পাদপরাজি শোভা পাইতেছে। এই ভূ-ভাগের পূর্বাংশ ব্যতীত বন জঙ্গল প্রায় নাই। এখানে বাঘ, নেকড়ে, শিয়াল, নীলগাই, হরিণ, বন শূকর, সজাক প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তু এবং নানা জাতীয় পক্ষী বীকে বীকে দেখা যায়। বিষধর সর্পের মধ্যে কেউটিয়া ও কন্নাত শাপ প্রায়ই বাহির হয়। জলে নানা জাতীয় মৎস্য, কচ্ছপ, শিঙক, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে গম, যব, জোয়ার, বজরা, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, নীল ও স্থানে স্থানে ধাতু জন্মে।

ইতিহাস—অতি পূর্বকাল হইতে এখানে হিন্দু রাজদিগের রাজত্ব ছিল। প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। [Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 101; Jour. Beng. As. Soc. Vol. XLII. pt. I. p. 314, দেখ।]

এক সময়ে এইস্থান যে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল, প্রাচীন নগরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। এখানকার রাজপুত্র জাতির মধ্যে তদা বার যে, তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষগণ প্রায় খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এতাবাত আসিয়া উপনিবেশ করেন। তৎপরেই কনৌজব্রাহ্মণগণ আসিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে রাজপুত্র ও কনৌজব্রাহ্মণেরাই এখানকার জমিদার।

তদা বার, গিজলীর সাক্ষুৎ এবং কুতবউদ্দীন উভয়েই এক

এক রাস এখানে পৰ্য্যাপন করিয়াছিল। কিন্তু এখানকার তৎকালীন দেশীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, সেই দারুণ হুসমেরে মুসলমানদিগের অল্প আধিপত্যকালেও এখানকার হিন্দুরাজগণ স্বাধীনতা লষ্ট করেন নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে মোগলবীর বাবর এই জেলা আক্রমণ করেন এবং তাহা হুমায়ুনের পলায়নকাল পর্যন্ত মোগলদিগের হস্তগত ছিল। শেরশাহ এখানকার নানাহানে রাত্তা প্রভৃত ও স্থানে স্থানে প্রহরী স্থাপন করিয়া, হাতকাঠ নামক স্থানে ১২০০০ অশ্বারোহী নিযুক্ত করেন। অকবর পাদশাহ এইস্থান আগ্রা, কনৌজ, কান্নি ও ইরিচের সরকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দিল্লীর শাসনাধীন করিতে পারেন নাই।

মোগলদিগের অবস্থা মন্দ হইলে, মহারাষ্ট্রগণ এতাবা হস্তগত করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য তাহাদের বেদখল হইল। সেই সময়ে এইস্থান আগ্রাহর্গের সৈন্যদিগের বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় এইস্থান অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃঃ. নজফ খাঁ প্রবল হইলেন, তিনি মহারাষ্ট্রদিগের বিপক্ষে অজয়ধারণ করিলেন; এদিকে অযোধ্যার নবাবউজীর গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া এইস্থান তাঁহারই বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই গোলযোগের সময়ে এতাবা কখন নবাব উজীর, কখন বা মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল, শেষে অযোধ্যারাজ্যের শাসনাধীন হইল।

এই সময় ঠগীদের উৎপাত বিলক্ষণ ছিল। ১৮০১ খৃঃ এতাবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসিলে ঠগীদের উৎপাত কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের দারুণ দ্রুতিক্রমে এইস্থান একবারে উৎসন্ন গিয়াছিল। গঙ্গার পরঃ-প্রণালী খুলিবার পর হইতেই দেশের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৫৭ খৃঃ, এখানেও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। মীরাতের যুদ্ধ সংবাদ ২ দিন পরে এখানে আসিয়া পৌঁছিল। বিদ্রোহীরা সপ্তাহকাল মধ্যে উত্তেজিত হইয়া প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর প্রাণবিনাশ করিতে লাগিল। কিছু দিন পরেই বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া বশোবস্তনগর অধিকার করিল। ২৩এ মে তারিখে, এখানকার সৈন্যনিবাস স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু সেই দিনই বাজাকালে সৈন্তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে; ইংরাজকর্মচারী ও তাহাদের রক্ষণীগণ অতিক্রমে বড়পুরে আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। নান্দীর বিদ্রোহীরা এতাবা অধিকার করিয়া মাইনপুরীতে

উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা অনেক কষ্টে ও অনেক যুদ্ধের পর ১৮৫৮ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী এতাবাসহর উদ্ধার করেন, কিন্তু তখন এতাবাজেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ ও সেরগড় নামক স্থান বিদ্রোহীরা দখলে রাখিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা কিছু করিতে পারেন নাই। ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অযোধ্যা হইতে একদল বিদ্রোহী এই প্রদেশে আগমন করে, তাহাদের অধিনায়ক ফিরোজশাহ, এই ব্যক্তি হরচন্দপুর নামক স্থানে ইংরাজসৈন্য কর্তৃক পরাস্ত হয়। তৎপরে বিদ্রোহের গোলযোগ ক্রমে ক্রমে থামিয়া যায়। বিদ্রোহের সময়ে এতাবার অধিবাসীরা ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল, তাহাদের রাজভক্তি শুধু অনেক ইংরাজসৈন্য প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। এতাবা জেলায় প্রায় সাত লক্ষ লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কাইয়, বণিক, গদরিয়া, কাছী, লোধী, কোরী, ধানক, ভেলী, নাই, বাক্কই, ধোণা, চামার, কুমার, ও লোহার জাতি বাস করে।

এতাবা জেলার এই তিনটি প্রধান নগর—এতাবা, ফকুদ, ওয়রা। এতাবা হইতে ২২৪৭০০ টাকা কর আদায় হয়। এতাবা, এতাবা জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ৪৫' ৩২" উঃ, দেশা ৭৯° ৩' ১৮" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের বাস। এখানে হাট-বাজার, মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, পুলিশের আড্ডা, ঔষখালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

এখানকার কুড়ম্বী জাতিরা স্বত, ছোলা, সরিষা ও জুলার ব্যবসা করিয়া থাকে। এই নগর পেঠা নামক মিষ্টান্নে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে 'আস্থল' নামে একটি বৃহৎ মন্দির আছে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে গোপালদাস নামক একজন ব্রাহ্মণ এই মন্দিরে নরসিংহ মূর্তি স্থাপন করেন। এছাড়া শিবমন্দির, জৈন মন্দির ও মুসলমান মসজিদ আছে।

এতেক (দেশজ) এতদ শব্দের অপভ্রংশ। এই। এই পরিমাণ। এতেলা (অব্য) খবর দেওয়া।

এৎলানামা (পারস্ত) ১ সংবাদপত্র। ২ খবরের চিঠি।

এৎবার (পারস্ত) ১ বিখ্যাস। ২ রবিবার।

এৎবারী (আনুব্য) বিখ্যাসী।

এৎমাম (আরব্য) আবাদি জমী।

এৎমামদার (পারস্ত) কৃষক, জোদদার।

এৎমামদারী (পারস্ত) জোতদারি কার্য।

এথা (দেশজ) এইস্থানে।

এদর (ইদর) ওজরাটের কাথিরাবাদের অন্তর্গত একটি প্রধান রাজপুত রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরসীমা—শিরোহী ও

উত্তরপুর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বোম্বাইপ্রদেশ এবং পূর্বে
হুজুরপুর। এখানকার লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের উপর।
অনুযায়ী প্রায় ১১ হাজার মিলি আর্ডি।

কোলি জাতির সংখ্যাই বেশী, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেনিয়া,
কুনবি প্রভৃতি জাতিও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে
স্থানে মুসলমান, জৈন ও হুই এক ঘর পাশীও বাস করে।

পূর্বকালে এখানে কোলিজাতির রাজত্ব ছিল, রাজাদের
নাম ভলহুর কোলি। এই বংশীয় শেষ রাজার নাম শমলা।
তিনি অতিশয় লম্পট ও পাগাচরী ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রী
বড়ম্বর করিয়া সোণাগরাওকে আক্রমণ করেন, তিনি এখানে
আগিয়া শমলাকে বিনাশ করেন এবং ইদররাজ্য অধিকার
করেন। সোণাগরাও হইতে ১২ পুরুষের পর জগন্নাথরাও
ইদরের রাজা হন। এই সময়ে মুরাদ বক্স জজরাটের
জুবানর। ১৬৫৬ খৃঃ, মুরাদের দৌরাখো জগন্নাথ রাজ্য
ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তৎপরে মুরাদ এখানে একজন
দেশাই (সহকারী) নিযুক্ত করেন।

১০২৯ খৃষ্টাব্দে, যোধপুররাজের হুই ভাই আনন্দসিংহ
ও রায়সিংহ কতকগুলি অস্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া স্বরা-
সে ইদর জয় করিলেন। এখন হইতে ইদরে রাজপুত
অধিকার স্থাপিত হইল। ইদররাজ্য প্রধানতঃ সাতটি জেলায়
বিতক্ত হয়—১ ইদর, ২ আক্কদনগর, ৩ মোরাস, ৪ বায়াদ,
৫ হরদোল, ৬ পরান্তিক, ৭ বিজাপুর এছাড়া অপর পাঁচটি
জেলা ইদররাজ্যের করদরূপে নির্দিষ্ট হইল। এই ঘটনার
কয়েক বর্ষ পরে পুরোঁক 'দেশাই' আপনার হুতরাজ্য
পুনরায় পাইবার আশায় পেশোবাকে উত্তেজিত করেন।
তিনি বাছাজী ছবাজী নামক এক ব্যক্তিকে ইদর জয় করিতে
পাঠাইলেন, বথাসময়ে বাছাজী ইদররাজ্যে পৌঁছিলেন, সুযোগ
পাইয়া জগন্নাথ রাওয়ের কতকগুলি রাজপুত কর্মচারী বাছা-
জীর সঙ্গে মিলিত হইল। যুদ্ধে আনন্দসিংহ নিহত হইলেন,
বাছাজীর জয় হইল। তিনি কতকগুলি সৈন্যসামন্ত রাখিয়া
আক্কদাবাদে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রায়সিংহ সৈন্য
সংগ্রহ করিয়া ইদররাজ্য পুনরায় অধিকার করিলেন।
আনন্দসিংহের পুত্র শিবসিংহ রাজা হইলেন, রায়সিংহ তাঁহার
অভিভাবক থাকিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ, রায়সিংহের মৃত্যু হয়।
ইহার কিছুদিন পরে পেশোবা ইদর রাজ্যের পরান্তিক, কীরা-
পুর এবং মোরসা, রায়াদ, ও হরদোল এই তিন জেলার
অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইলেন, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক গাইকোন্ডার
হাতে পড়িল; তিনি এককালে দখল না করিয়া শিবসিংহের
সহিত করের বন্দোবস্ত করিলেন, প্রতি বর্ষে ইদরের নিমিত্ত

২৪০০০ টাকা, এবং আক্কদনগরের জন্য ৮০০০ টাকা
কর দাখ্য হইল। ১৭৯১ খৃঃ, শিবসিংহের মৃত্যু হয়, তাঁহার
পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভবানসিংহ রাজা হন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই
তিনি পরলোক গমন করিলেন তাঁহার দশবৎসরের বাককপুত্র
গজীন্দরর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে রাজ্য
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাহাতে শিবসিংহের অপর পুত্রগণ কেহ
আক্কদনগর গ্রহণ করিয়া বাধীন হইলেন, কেহ মোরসায়
প্রভৃতি দখল করিয়া কিছুকাল ভোগ দখল করিলেন। শিব-
সিংহের দ্বিতীয় পুত্র, জগ্ৰামসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র
করণসিংহ আক্কদনগর উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত হইলেন।
১৮০৫ খৃঃ, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র তজ-
সিংহ উত্তরাধিকারী হন। ১৮৪০ খৃঃ, ইনি আবার যোধপুর
রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; তদবধি তিনি যোধপুরে বাস করিতে
লাগিলেন, কিন্তু আক্কদনগরের দাবী ছাড়িলেন না।
১৮৪৬ খৃঃ, ব্রীটিশ গবর্ণমেন্টের বন্দোবস্ত অনুসারে আক্কদনগর
মোরসা ও বায়াদ পুনরায় ইদর রাজ্যের অন্তর্গত হইল।
তৎকালে ইংরাজভক্ত মহারাজ যুবানসিংহ (K. C. S. I.)
ইদরের রাজা ছিলেন, ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়, ১৮৮২ খৃঃ
তৎপুত্র কেশরীসিংহ ইদরের মহারাজা হইলেন। ইনি
ইদর রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; ইহার সম্মানার্থ ১৫টি তোপ
বন্দ আব্দে। এখনও ইদরের রাজারা গাইকোন্ডাররাজকে
৩০০৪০ টাকা কর দিয়া থাকেন।

২ ইদর রাজ্যের প্রধাননগর অক্ষা° ২৩°৫০' উঃ এবং
দেশা ৭২°৪' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানকার লোক সংখ্যা
ছয় হাজারের উপর। এখানে ডাকঘর ও ঔষধালয় আছে।
এধু (খাতু) ভাদি আত্ম অক সেট। বুদ্ধি। (এধু বুদ্ধি।
কবি° ক্র°।)

এধ (পুং) ইধাতে অনেনাশিঃ, ইধ-বঞ্ (হলচ। পা° ৩।
৩। ১২১ নিপাতনাং সাধুঃ।) ইজন, আলানি কার্ঠ।

এধঃ [স্] (ক্রী) এধ-অনু। ইজন।

এধতু (পুং) এধ-চতুঃ (এধিরহোচতুঃ। উপ° ১। ৭৯।)

১ পুরুষ (এধতুঃ পুরুষো মতঃ। উজ্জলমতঃ) ২ অগ্নি। (এধতুঃ
পুরুষে হরৌ না। মেদিনী।) ৩ (ত্রি) বুদ্ধিবৃত্ত।

এধমান (ত্রি) এধ-শানচ। বর্তমান, যে বর্তিত হইতেছে।

এধা (ক্রী) এধবুদ্ধৌ অ-উপ। লম্বি।

এধার (দেশজ) ১ এদিক। ২ এজীর। ৩ এই পার্শ্ব।

এধিত (ত্রি) এধ-ক। বুদ্ধি প্রাপ্ত।

এজঃ [স্] (ক্রী) এতি গচ্ছতি-প্রাপ্তিভাসিনা, ইধ-অনু,
বুদ্ধিবৃত্ত। ১ পাপা ২ অপরাধ। ৩ নিদা।

এপ্রকারে (অব্য) এইরূপে।

এপ্রযুক্ত (জি) এইজন্ত।

একাঁড় ওকাঁড় (দেশজ) একদিক্ হইতে অত্ৰদিক্ পর্য্যন্ত।

এম (জি) ইণ-কর্মণি ম। প্রাপ্য বিষয়।

এমত (দেশজ) এইরূপ।

এমন (ক্ৰী) ইণ-মনিন্। ১ পথ। ২ অবস্থিতি স্থান।
৩ গমন।

এমারৎ (আরব্য) অটালিকা।

এমারতী (আরব্য) অটালিকার কার্য, রাজমিস্ত্রীর ব্যবসায়।

এমুড়া (দেশজ) এদিকের শেষ।

এমুড়া ওমুড়া (দেশজ) এদিক্ হইতে ওদিকের শেষ পর্য্যন্ত।

*এয়ো (দেশজ) সধবা স্ত্রী।

এয় (দেশজ) ইহার।

এয়কা (ক্ৰী) ভূগবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গুজ্জরমুলা, শিষী, গুজ্জা ও শরী। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ, শীতল, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারী, বায়ুকোপক, মূত্ররুদ্ধ, অশ্মরী দাহ ও পিত্তরক্ত নাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)। চক্রদত্তের টীকাকার এয়কা শব্দে ‘হোগলা’ অর্থ লিখিয়াছেন। *

এয়ঙ্গ (পুং) এরতি সম্ভব ভ্রমভীতি, আ-জৈর-অজচ্। মংস্ত-বিশেষ, রাজা মংস্ত। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বিষ্টভী। ভোজনে পেট ফাঁপে। শীতল ও গুরুপাক। (ভাবপ্রকাশ)।

এরণ, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলার একটি প্রাচীন নগর; বীণানদীর বামধারে, এবং বেজবতী নদী হইতে প্রায় ৮ কোশ দূরে; অক্ষা ২৪° ৫' ৩০'' উঃ ও দেশা ৭৮° ১৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এরণ আজকালের নগর নহে। যে সময়ে হিন্দুরাজগণ প্রবল প্রতাগে আধিপত্য করিতেছিলেন, যে সময়ে স্বাধীন গুপ্তরাজগণ ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন, তৎপূর্বে এই নগর স্থাপিত হয়। তৎকালে ইহার নাম ‘এরকৈন’ * ছিল, তাহা প্রাচীন শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে। নগরের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার তিনদিকে স্বচ্ছশিলা বীণা নদী প্রবাহিত হইতেছে;—এইরূপ মনোহর স্থান দেখিয়াই প্রাচীন হিন্দুরাজগণ নগরাদি স্থাপন করিতেন।

হিন্দুরাজের কীর্তিস্তম্ভ এখনও এরণনগরে শোভা পাই-

তেছে। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে যে, রাজা ভরত ঐ কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ বৃধগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার ভ্রাতা মাতৃবিষ্ণু ও ধনুবিষ্ণু উভয়ে যে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকারজনক, ইহার কারুকার্য অতি সুন্দর। এই শিলা-স্তম্ভের পাদদেশে খোদিত লিপি রহিয়াছে, ঐ শিলালিপির শেষভাগে লিখিত আছে “শতে পঞ্চ-বট্যাধিকে বর্ষাণাং ভূগতো চ বৃধগুপ্তে। আবাচমাস-শুক্র-বাদশ্যং হরগুরোদি-বসে।” বৃধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬৫ (গুপ্ত) সন্থতে আবাচমাসে শুক্র বাদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে (এই স্তম্ভ স্থাপিত হয়)। স্তম্ভের শিরোদেশে দুইটি বৃগল মূর্তি দণ্ডায়মান, একটি মন্দিরের দিকে পশ্চিমমুখী, অপরটি নগরের দিকে পূর্বমুখী হইয়া রহিয়াছে। পশ্চিমভাগে অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর মন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মন্দিরে বিষ্ণুর মহাবরাহমূর্তি বিরাজমান, মূর্তি উচ্চে ১০ ফিট, দর্শন করিলে হিন্দুমাত্রেয়ই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চারণ হয়। সেই বরাহমূর্তির মধ্যদেশে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা ধন্যবিষ্ণুর নাম ও পরিচয় খোদিত হইয়াছে। তাহার অদূরে রাজা ভোরমাণের অমুশাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই মন্দিরের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, নানাস্থান পড়িয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট বাহা আছে তাহাও আর বুদ্ধি থাকে না। সেই মন্দিরের তথ্য স্তম্ভ সকল অবলোকন করিলে প্রাচীন হিন্দু শিল্পীগণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই স্তম্ভগুলি যে সূচাক্রমে বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্মিত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন “The ornamentation is, perhaps, too elaborate, but several parts of it are very rich and beautiful.”

বরাহমন্দিরের উত্তরদিকে বিষ্ণু, নরসিংহ প্রভৃতির কয়েকটি মন্দিরও আছে।

নগরের ভোরগণারের দক্ষিণদিকে কিছুদূরে দানাবীর নামে একটি বৃহৎ স্তূপ এবং কয়েকটি সতীস্তম্ভ আছে।

এরণ্ড (পুং) এরতি বায়ু, আ-জৈর-অজচ্। দ্রুতবিশেষ, ভেরাণ্ডা গাছ। (Ricinus Communis.) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যাঙ্গপুচ্ছ, গন্ধর্ব্বহস্ত, উরুবৃক, রুবৃক, চিঙ্গক, চহু, পঞ্চাঙ্গুল, মণ্ড, বর্দ্ধমান, ব্যাঙ্কক, রুবৃক, রুবৃক, বৃক, অমণ্ড, আমণ্ড, ব্যাঙ্কন, কাণ্ড, তরুণ, গুরু, বাভারি ও দীর্ঘপত্রক। (রাজনির্ঘণ্ট)।

এরণ্ড বেষ্ট ও লোহিত ভেদে বিবিধ। আমণ্ড, চিঙ্গ,

* এই স্থানে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোনটিতে ‘এরকৈন’ নাম দৃষ্ট হয়। (Archaeological Survey of India, Repts. Vol. X. p. 77.)

সর্জনহত, পঞ্চাঙ্গ, বর্জমান, দীর্ঘক, অবশ, বাতাসি, তরুণ ও কৃষ্ণ, এই কয়েকটি পর্যায় খেত এরওঁবোধক। কৃষ্ণ, উষ্ণ, কৃষ্ণ, ব্যাধিগ্ৰস্ত, বাতাসি, চক্ষু ও উত্তানপত্রক, এই কয়েকটি রক্ত এরওঁবাচক।

এরওঁ পত্রের গুণ—বাতস, কক, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ, নাশক, এবং পিত্তরক্তের প্রকোপক। কচিপাতা গুণ, বতি-শূল, কক, বাত, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বুদ্ধিরোগ বিনাশক।

এরওঁ ফলের গুণ—অতিশয় উষ্ণ, গুণ, শূল, বায়ু, বহুৎ, গ্ৰীহা, উদর ও অর্শোরোগ নাশক, কটু ও অম্ল্যাদীপক।

এরওঁমজ্জাওঁ ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, ভেদক এবং বাত-রোগ জন্ম উদররোগ বিনাশক। (ভাবপ্রকাশ।)

এরওঁকে আরব্য ভাষায় 'খিরবা' ও পারসীতে 'বেদাজির' কহে। হাকিমীমতে খেত ও রক্ত এরওঁের মধ্যে রক্ত এরওঁই অধিক ফলদায়ক। ১০টি বীজের শাঁস মধুর সহিত বাটিয়া খাইতে দিলে জ্বালাপের কাজ হয়। সকল প্রকার বাতরোগে ও জ্বীলোকের স্তম্ভপান করাইবার সময় স্তনে অধিক ব্যথা বোধ হইলে ইহার বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার পাতারওঁ গুণ বীজের জায়, তবে কিছু অল্প। কেহ অহিফেন অথবা কোন প্রকার বিষ খাইলে এরওঁের রস ব্যবহারে বমন হইয়া বিধাদি উঠিয়া যায়।

ইরোপীয় চিকিৎসকের মতে এরওঁবীজ কটু ও ভেদক। রইল সাহেবের মতে, ইহা বাইবেলে 'গোর্ড' (Gourd) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ডাক্তার উইলিয়ম লিথিয়াছেন, পশ্চিম আফ্রিকার জ্বীলোকেরা স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্ত ইহার পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। (Lancet, Sept. 1850) কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে এরওঁ পাতা জ্বীলোকদিগের দুগ্ধ সঞ্চয় কমাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। (Dymock's Materia Medica of Western India, p. 579 দেখ।)

ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই এরওঁগাছ জন্মে। বাজারে দুই প্রকার এরওঁবীজ পাওয়া যায়, ছোট ও বড়। ছোট বীজ হইতে উত্তম তৈল পাওয়া যায়। তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বড় বীজের তৈল এদেশে প্রাচীনে আলাইয়া থাকে।

এরওঁক (পুং) এরওঁ-বার্বে কন্। এরওঁবৃক।

এরওঁজ (ত্রি) এরওঁজারিতে, এরওঁ-জন্ড। এরওঁ বৃক্ষজাত।

এরওঁতৈল, এরওঁবীজোৎপন্ন তৈলবিশেষ, ভেরাওয়ার তৈল। (Castor oil.)

এই তৈল তিন প্রকার উপায়ে প্রস্তুত হয়—১ নিফর্গ যারা, ২ সিদ্ধ করিয়া এবং ৩ ছুরাণার প্রয়োগ দ্বারা। নিফর্গ

করিয়া বে তৈল পাওয়া যায়, তাহাই খুব পরিষ্কার হয়। শিশুগণের পক্ষে ইহাই বড় উপকারী।

এরওঁতৈলে ৭৪.০০ ভাগ অম্লার, ১০.২২ ভাগ উদমন, ১৫.৭১ ভাগ অম্লজন থাকে।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, এরওঁতৈলের গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পিচ্ছিল, শুষ্ক, বৃষা, বরংহাপক, স্বকের স্বাছ্যকর, শান্তিজনক, মেণাবর্দ্ধক, বলকারক, জীবৎ কষায় রস, স্নায়ু, যোনিশোধক, শুক্রদোষনিবারক, আমগন্ধি, স্বাছ্যরস, স্বাছ্যপাক, তিক্ত, কটু ও ভেদক। ইহা ব্যবহার করিলে বিষম জ্বর, জ্বালা, গৃষ্ঠশূল, গুহশূল, বাতোদর, আনাহ, গুণ, অজীর্ণা, কটিবেদনা, আমবাত ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

হাকিমী মতে—পক্ষাবাত, শ্বাস, কাশ, শূল, আশ্মান, বাত, উদরী ও জ্বীলোকের আর্শব রোগে এরওঁতৈল বিশেষ উপকারী।

ইরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে—অজীর্ণ রোগে পাক-স্থলী ও অন্ত্রের ব্যথা হইলে প্রত্যহ আধ ছটাক এরওঁতৈল বিশেষ উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এরওঁতৈলে যেরূপ উপকার হয়, এমন আর কোন ঔষধে হয় না। তাহার বায়ু ও উদরশূলেও এরওঁতৈল প্রয়োগ করেন।

এরওঁপত্রিকা (দ্রী) এরওঁ পত্রমিব পত্রমত্যাঃ, কন্। টাপ্ অত ইবন্। দস্তীবৃক।

এরওঁফলা (দ্রী) এরওঁ কলমিব কলমত্যাঃ, দস্তীবৃক। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—লঘুদস্তী, বিশল্যা, উদ্বরণী, এরওঁফলা, লীড়া, স্তেনবণ্টা, যুগপ্রিয়া, বারাহাদী, নিকুন্ত ও মকুলক।

এরওঁ (দ্রী) আ-ঈর-অণ্ড-টাপ্। পিঙ্গলী। [পিঙ্গলী দেখ।]

এরওঁ, নদীবিশেষ। এই নদী নর্মদা নদীতে মিলিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুতীর্থ বলিয়া এটি হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মপুরাণের রেবাথণ্ডের মতে, এই তীর্থে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। এই নদীতীরে এরওঁখর নামে শিবলিঙ্গ আছে।

“এরওঁসঙ্গমে স্নানে পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে।

এরওঁখরলিঙ্গস্ত সর্গপাপপ্রশমনঃ।” রেবাথণ্ড ৩২। ৪।

এরওঁ (ত্রি) আ-ঈর-উণ্। গতা, গমনকারী।

একবার (পুং) আ-ঈর-কিপ্, এরওঁ বৃণোতি বারমতি বা, বৃঞ্-উণ্। কীকুড়বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ব্যালপত্রা, লোমশা, ছুলা, ভোরফলা, হস্তিদন্তফলা ও ককটী। বৈদ্য-কোক্ত ইহার গুণ,—স্বাদ, শীতল, জীবৎ কষায়, কক ও বাহু-কারক, জীবৎ পিত্তকর, কচিকারক, অম্ল্যাদীপক, মোহনাশক

শুকপাক ও বিটভী। পক্ষ এর্কাক দাছ, তুকা ও ক্রান্তিবিনাশক।
(হারীত ও চরক।)

এলক (পুং) এলতি ক্রিপতি বলিরূপেণ আশ্রয়নম্, এল-
বুল। বহা, এডক ডলরোটেক্যম্। মেব।

এলগিন্, (James Bruce, Earl of Elgin and Kincardine),—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ১৮১১ খৃঃ লণ্ডননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ বিদ্যাবলে এম্ এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৮৪১ খৃঃ রাজকীয় কার্যে প্রবেশ করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ মার্চ মাসে জ্যামেসকার শাসনকর্তা হইয়া যান। এখানে তাঁহার কার্যদক্ষতা শুণে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। অল্পদিন পরেই সেক্রেটারী অব দি গ্রেট লর্ড এলগিন্কে কানাডার গভর্ণর জেনারেল পদে নিয়োগ করিলেন। কানাডায় তিনি যেরূপ রাজনীতি ও শাসন কৌশল দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ আর কোন গভর্ণর পারেন নাই। তাঁহার শাসনে মুগ্ধ হইয়া অতি বড় শত্রুও তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে কানাডার আত্মশাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহার সময় হইতে বৃটীশ আমেরিকার সহিত ইউনাইটেড ষ্টেটসের বাণিজ্য ব্যবসা প্রচলিত হয়। ১৮৫৫ খৃঃ জন্মভূমিতে ফিরিয়া যান, এই সময়ে তিনি ফাইফসারের লর্ড-লেফটেনেন্ট নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৭ খৃঃ চীনরাজ্যের কাণ্টন নগরে ইংরাজ ও চীনসৈন্যে যুদ্ধ বাধে। লর্ড এলগিন্ সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত (Plenipotentiary Extraordinary) হইয়া সৈন্সজে কাণ্টনের ইংরাজদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত প্রেরিত হইলেন। তিনি পথে অনিলেন, ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত। তখন তিনি লর্ড ক্যানিংএর সাহায্যের জন্ত তাঁহার সৈন্তদলকে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ সিপাহীবিদ্রোহ মিটিলে লর্ড এলগিন্ চীনে উপস্থিত হইলেন। তিনসিন্ নামক স্থানে করাসীদূত বেরন গ্রেনের সহযোগে সন্ধি হইল, সেই সন্ধিপত্রাদ্বারা ইংরাজেরা নির্বিনাশে বিনা ব্যয়ে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তিনি জাপানের সহিত সন্ধি করিলেন যে ইংরাজেরা অল্প মাগুলে বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে, লর্ড এলগিন্ টকুহর্গের ইংরাজদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, তথাকার চীনেরা তাহাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এলগিন্ সৈন্সজে উপস্থিত হইলেন। এবার চীনের রাজধানী পেকিন নগরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। চীনের গোলযোগ মিটিয়া গেল।

এদিকে লর্ড ক্যানিংএর শাসনকাল ফুরাইল। ১৮৬২ খৃঃ ১২ই মার্চ লর্ড এলগিন্ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিমে যাত্রা করিলেন। আগ্রার দরবার হইল। উত্তরপশ্চিমের রাজগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। তৎপরে তিনি সিমলা শৈলে গমন করেন। তথা হইতে কিরিবার সময় পীড়িত হইলেন; হিমালয়ের একটি ধর্মশালায়, ১৮৬৩ খৃঃ ২০এ নবেম্বর তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এলঙ্গ (পুং) এরঙ্গ-রক্ত লঃ। মস্তবিশেষ; দেশভেদে ইহাকে এলাঙ্গা, রায়কড়া ও রায়খাঁড়া বলিয়া থাকে। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ, মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, মলবদ্ধকারক, কফ ও বায়ুনাশক, মেধা, অগ্নি ও পুষ্টিকারক, শীতল, শুষ্ক ও স্নেহপ্রণাদক। (চক্র-দ্রব্যগুণ)

এলবালু (ক্লী) এলেব বগতে, এলা-বল্-উণ্। গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, লালুকা।

(“সৈলবালু পরিপেলব মোচাঃ।” বাভট। ১। ১৫ অঃ)

এলবালুক (ক্লী) এলবালু-স্বার্থে কন্। গন্ধদ্রব্য, লালুকা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ঐলয়, জুগন্ধি, হরিবালুক, বালুক, হরিবালুক, আলুক, এলবালুক, কপিষত্ক, গন্ধত্ক ও কুষ্ঠগন্ধি। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ, অতিশয় উষ্ণ, কষায়, কফ, বায়ু, মূচ্ছা, জ্বর ও দাহনাশক, অতিশয় রুচিকারক; কণ্ঠ, ত্রণ, হৃদ্বি, পিপাসা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ ও ক্রিমিবিনাশক।

এলবাস (আরব্য) যাবনিক পরিচ্ছদবিশেষ।

এলবিল (পুং) কুবের।

এলা (স্ত্রী) ইল-অচ্-টাণ্। এলাচি। (Cardamom) ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বহুলগন্ধা, ঐল্লী, জাবিড়ী, কপোত-পর্বা, বালা, বলবতী, হিমা, চন্দ্রিকা, সাগরগামিনী, গাঙ্গালী-গর্ভ, এলীকা ও কায়হা। এলা বিবিধ, দুগ ও হুন্স; দুগ এলাকে বড় এলাচি ও হুন্স এলাকে ছোট এলাচি বা জল-রাটি এলাচি বলিয়া থাকে। ছোট এলাচির সংস্কৃত পর্যায়—উপকৃক্ষিকা, তুখা, কোরকী, ত্রিপুটা, ক্রটি, বয়হা, তীক্ষ্ণগন্ধা, হৃদ্রোলা ও ত্রিপুটা। বড় এলাচির পর্যায়—পৃথ্বিকা, চন্দ্রবালা, নিফুটি, বহলা, হুলা, মালেরা ও তাড়কাকল। এলাচয়ের বৈদ্যকোক্ত গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, জুগন্ধি, পিত্তরোগ ও কফনাশক, হৃদ্রোগকারক এবং মলভেদ, বমন ও শুক্রনাশক। উভয় এলাচি মধ্যে বড় এলাচির বিশেষ গুণ—শূল, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, হৃদ্বি ও বায়ুনাশক।

মূল এলার বিশেষ গুণ—কফ, শ্বাস, কাশ, অর্শঃ ও
মূত্রকৃত্ত নাশক।



এলাচ গাছ।

এলাচিগাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। দক্ষিণ দেশেই
কিছু অধিক। আমরা সচরাচর তিন প্রকার এলাচ দেখিতে
পাই, ছোট, মাঝারি ও বড়। মাঝারি ও বড় একজাতীয়,
ছোট এলাচ স্বতন্ত্রজাতীয়।

ছোট এলাচ (*Elektaria cardamomum*) দাক্ষিণাত্যে
বিস্তৃত জন্মে। ত্রিবাঙ্কুরের বনে এক এক স্থানে প্রায় ৩০০০
হইতে ৫০০০ ফিট জমি ব্যাপিয়া এলাচ গাছের ঝাড় দৃষ্ট হয়।
এই গাছ চারি বর্ষে বড় হইয়া থাকে এবং সপ্তম বর্ষে ফল হয়।
ফল হইলে ক্রমেকরা শাখা প্রশাখা হইতে বীজকোষ ছিড়িয়া
আনে। ত্রিবাঙ্কুরের গ্রোণাইট প্লেস্তরময় জমীর উপর এলাচ
গাছ জন্মে। প্রথমে যুরোপে এলাচ ছিল না, এদেশ হইতে
লইয়া যায়। মুসলমান লেখকগণ ‘কাকুলা’ ও ‘হিল’ নামে
এলাচের উল্লেখ করিয়াছেন, হাকিমী গ্রন্থে দুই প্রকার এলা-
চের উল্লেখ পাওয়া যায়, শিবার (ছোট) ও কিবার (বড়);
ছোট জীজাতীয় ও বড় পুংজাতীয়। ছোট এলাচের মণ ৭৫
হইতে ১০০ টাকা। কাগচি, মালাবারী, ওজরাটী, পৈতিকি
ও সিংহলী এই কয় প্রকার ছোট এলাচ। বোম্বাই ও কলি-

কাতার মালাবারী ও ওজরাটী ছোট এলাচের চলন বেশী।
ব্যঞ্জনাদি সঙ্গন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বড় এলাচ
বঙ্গদেশে জন্মে। পান ও মিষ্টানে এই এলাচ দেয়। বড়
এলাচের মণ ১০০—১২০ টাকা।

এলাক (পুং) মূনিবিশেষ।

এলাকা (আরব্য) সীমানা, অবিকৃত স্থান।

এলাকানার (পারস্ত) সীমানানার।

এলাঙ্গ (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (*Cyprinus marginatus*)

এলাচ (চি) (দেশজ) এলা। [এলা দেখ।]

এলাদি গণ (পুং) এলাইচ, তগর, পাছকা, কুড়, জটামাংসী,
গন্ধতণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুক, পদ্ম-
নখী, শঙ্খিনী, গেঠেলা, সরলকাষ্ঠ, শুড়ম্বক, চোর কাঁচকি,
বালা, শুগ্গলু, ধুনা, শিলারস, কন্দুরখোটা, অশুরু, গন্ধপিড়িঙ,
বেণারমূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পদ্মাগ পুষ্প। এই সকল বস্তু
বায়ু, কফ ও বিষের শাস্তিকারক, শরীরের বর্ণ প্রসাদক, এবং
কণ্ঠ, পিড়কা ও কোষ্ঠ রোগের নিবৃত্তিকর।

এলাদিগুড়িকা (জী) রক্তপিডাধিকারের ঔষধবিশেষ।
বড় এলাচি, তেজপত্র, দারুচিনি, প্রত্যেক ১ তোলা;
পিপ্পলি অর্ধপল; মিহরি, যষ্টিমধু, থর্জুর ও জ্রাকা, প্রত্যেক
একপল, চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মর্দন করিয়া ২ তোলা
পরিমাণ বটিকা করিবে, ইহা সেবনে রক্তপিডাদি বহু রোগ
বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত রক্তপিত্ত।)

এলাপর্ণী (জী) এলায়াঃ পর্ণমিব পর্ণমস্তাঃ। রান্না, দেশ-
ভেদে ইহাকে কাঁটা আসকলি বা এলানি বলিয়া থাকে।
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুবহা, রান্না ও বৃক্করসা।

এলাপত্র (পুং) এলাপত্রমিব আকারো যন্ত, বহুব্রীঃ। সর্প-
বিশেষ। মহাভারত ও পুরাণাদিমতে কস্তুরের ওরসে কস্তুর
গর্ভে ইহার জন্ম।

বৌদ্ধগ্রন্থেও এলাপত্র নাগরাজরূপে অভিহিত হইয়াছে।
ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, “বুদ্ধদেব বৎসালে
তুষিত নামক লোকে ছিলেন, তখন তিনি দুইটি শ্লোক বলিয়া-
ছিলেন। বুদ্ধ জন্মাইবার পূর্বে কেহই সেই শ্লোক পড়িতে
পারিত না। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলে অনেকেই শ্লোক পড়িতে
পারিত, কিন্তু বৃত্তিতে পারিত না। সুবর্ণপ্রভাস নামে কোন
নাগরাজ সেই শ্লোক তক্ষশিলাবাসী এলাপত্রকে দেখাইয়া
বলেন, তুমি সর্বত্র গমন কর, যে ইহার অর্থ করিতে পারিবে
তাহাকে লক্ষ টাকা দান করিবে। এলাপত্র তাঁহার কথায়
নানা স্থান হইয়া বায়াপসীর ঋষিপট্টন নামে এক মনোরম
স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নন্দ নামে এক ব্যক্তি

বুদ্ধের নিকট ঐ শ্লোক লইয়া গিয়া তাঁহারই মুখ হইতে ইহার অর্থ শ্রবণ করিলেন। পরে এলাপত্র নগরের মুখে গুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ৰ উন্নীলিত হইল। বুদ্ধের নির্বাণের পর কয়েক দল বৌদ্ধ অভ্যাচারে প্ররীড়িত হইয়া গান্ধার রাজ্যে বাইতেছিল, এই সময়ে একদল ভোটসৈন্ত ভিক্ষুকগণের পশ্চাত্ত্বর্তী হয়। বৌদ্ধভিক্ষুক একটি হ্রদের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে নাগরাজ এলাপত্র বৃদ্ধ মহাবীর বেশ ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দেন। তাঁহারা আপন আপন হুঃখ জানাইয়া বলিল যে, তাঁহারা আপনাদিগের জীবনরক্ষা ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত গান্ধাররাজ্যে বাইতেছে। এলাপত্র বলিলেন, এই স্থান হইতে গান্ধার ৪৫ দিনের পথ, তোমাদের নিকট দেখিতেছি ১৫ দিনের পথ্য আছে, অবশিষ্ট দিন কিরূপে অতিবাহিত করিবে? ভিক্ষুকগণ বুঝিল সমূহ বিপদ, তখন সকলেই আর্জিনাদ করিতে লাগিল। এলাপত্র সকলকে ধামাইয়া বলিলেন, তোমরা কাঁদিওনা, ধর্ম্মের জন্য আমি জীবন দিতে পারি। দেখ, এই হ্রদের উপর আমি সেতু হইয়া থাকিব, তোমরা অনায়াসেই অল্প দিন মধ্যে গান্ধারে পৌঁছিতে পারিবে। তৎপরে এলাপত্র বৃহদাকার সর্পবেশ ধরিয়া সেই হ্রদের উপর শয়ন করিলেন, ভিক্ষুকগণ অনায়াসে তাহার উপর দিয়া হ্রদ উত্তীর্ণ হইল। সেই অবস্থায় এলাপত্র প্রাণ পরিত্যাগ করেন। হ্রদ শুকাইয়া গেলে তাহার দেহ পরিত্যক্ত হইল।”

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএনসিয়াং তক্ষশিলায় “এলাপত্রহ্রদ” দেখিয়া গিয়াছিলেন। (Fo kwō ki. ch. XXXV.; Si-yu-ki, Bk. III.) কানিংহাম সাহেব বর্তমান হসন-আবদালের ‘বাবাবলি’ নামক প্রস্তরবেশকে বৌদ্ধোক্ত প্রাচীন এলাপত্রনাগের হ্রদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (Archæological Survey of India, Vol. II. p. 135.)

এলাপুত্র, একটি প্রাচীন গিরি বা গিরিধ্বজ। প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে এই ধ্বজ বা গিরিতে পল্লবরাজ কৃষ্ণ বাস করিতেন। ইহার নিকটে শ্রবস্ত্র মন্দির ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে বর্তমান বেরাবল বা সোমনাথপত্তনের অপর নাম এলাপুত্র। (Ancient Geography of India, p. 319) কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ ক্রিটের মতে, এই স্থান উত্তর কানাড়ার অন্তর্গত, ইহার বর্তমান নাম য়েলাপুত্র, অক্ষা ১৪°৫৯′ উঃ ও দৈর্ঘ্য ৭৪°৪৭′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। (Indian Antiquary, Vol. XI. p. 124)

এলাবতী (স্ত্রী) এলা প্রসবধেন অন্ত্যাতাঃ, এলা-মতুপ্, মত বঃ, এলালতা।

এলাহিয়ৎ (আরব্য) স্বর্ণ।

এলীকা (স্ত্রী) আ-ইল-উক-ন-টাপ্। স্কটল্যান্ড, হোট এলাচ।

এলুক (স্ত্রী) ইল-উক। গন্ধব্যাবিশেষ।

এলুয়া (দেশজ) শিথিল, আলগা।

এলেনবরা, (Edward Law Ellenborough),—ভারত-বর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল। তিনি প্রথম লর্ড এলেনবরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃঃ, লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃঃ, ডিউক অব ওয়েলিংটনের শাসনকালে এলেনবরা বোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি হন। ১৮৪২ সালে ভারতবর্ষের শাসন ভার লইয়া এদেশে আগমন করেন। যে সুখ্যাতি লর্ড অক্লামণ্ডের ভাগ্যে ঘটে নাই, এলেনবরা সেই সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্ত যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নির্বিবাদে স্বত্ব-স্বচ্ছন্দে কার্য্য চালাইয়া যাইবেন,—কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সেরূপ ঘটিল না। ১৫ই মার্চ, তিনি প্রধান সেনাপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—“ব্রীটিশ গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সামরিক মর্যাদা পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে। যাহাদের জন্ত ব্রীটিশসৈন্ত অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, যাহাদের হস্তে ব্রীটিশ নরনারী অপমানিত হইয়াছে, অনেকে বন্দী থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; সেই দুর্বৃত্ত আফগানদিগকে শাসন করিতে হইবে। জেলালাবাদ, গিজনী, খিলাত-ই-খিলজী ও কান্দাহার হইতে ইংরাজসৈন্ত স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া আসুক। আফগানিহানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। যে রাজাকে (শাহজাদাকে) আমরা আফগানরাজ্যে বসাইয়া ছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে, সে ব্যক্তি আপন স্বজাতির নিকট উপযুক্ত নয়।”

এই সময়ে আফগানপ্রান্তে রণবাদ্য বাজিতেছিল। উত্তরভাগে ব্রীটিশের জয়নাদে আফগান ভূমি ঘন ঘন কাঁপিতেছিল;—আবার দক্ষিণভাগে ব্রীটিশের হাফাকার ধ্বনিতে সমস্ত ব্রীটিশরাজ্য প্রমাদ গণিতেছিল। লর্ড এলেনবরা প্রধান সেনাপতিকে লিখিবার পরেই গুনিলেন, সেনাপতি সেল ও পোলকের সময়কোশলে জেলালাবাদে ব্রীটিশসৈন্ত জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণে ভারী বিপদ, সেনাপতি ইংলণ্ড পিসীন উপত্যকা হইয়া হিকলুজই নামক প্রদেশ দিয়া বাইতেছিলেন, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থানে তিনি বিপদ হস্তে পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহার ৫০০ শত সৈন্য এই বুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তিনি কোরেটার পলাইয়া আসিয়া গড়-খাই করিয়া স্বদলে আশ্রয় করিতেছেন।

এলেনবরার মত কিরিল, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,

“২৮এ মার্চ তারিখে ইংলণ্ডের সেনাদল বেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়। এখন সেনাপতি নট সৈন্যে কিরিয়া আসিয়া তাঁহার সেনাদলকে যত শীঘ্র পারেন ভারতের সংলগ্ন নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া দিউন।”

সেনাপতি পোলক ও নট সাহেব অসমসাহসে আফগানদিগকে পরাস্ত করিতেছিলেন, এক্ষণে গভর্ণরের আদেশপত্র পাইয়া উভয়ে মর্মান্বিত হইলেন। কিন্তু এই বীরত্ব তথোৎসাহ হইবার লোক নহেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্য সেনাধ্যক্ষেরাও এই সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কেহই সৈন্যদিগকে জানিতে দিলেন না। তাঁহারা জানিতেন, সেনাগণ যদি এই সংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে পলাইয়া আসিবার জন্ত তাহাদিগের উৎকর্ষা বাড়িবে। তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ যথাসময়ে রসদাদি না পাইয়া হয় ত পথি মধ্যে সকলকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। তাঁহারা যে জন্ত আফগানিস্থানে ছিলেন, তাহাতেই মনোযোগ দিলেন। লর্ড এলেনবরা আপনায় মত আর পরিবর্তন করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি ইংরাজেরা আফগানিস্থান ছাড়িয়া চলিয়া আসে, যদি বন্দী ইংরাজকর্মচারী মুক্তিলাভ করিতে না পারে এবং আফগানেরা রীতিমত শাসিত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও সামরিক সকল ব্যক্তিকে তাঁহাকে এবং বৃটীশ গভর্ণমেন্টকে ঘৃণা করিবেন। এসকল জানিয়াও তিনি এই সময়ে বলিতে লাগিলেন, “ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দূরদেশে সৈন্তসামন্তগণ বহু দিন থাকিলে চলিবে না। ইহাতে ভারতবর্ষের অনিষ্ট হইবে এবং আমাদেরও রাজকার্য্যে ব্যাঘাত হইবে। সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে অগ্রে ভারতবর্ষকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য।”

এদিকে বাহার অন্য আফগানিস্থানে এত যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই শাহজাদাকে কয়েক জনে মিলিয়া বিনাশ করিল। পোলক ও নট সাহেব নানাস্থানে জয় লাভ করিতে লাগিলেন। ৪ঠা জুলাই, এলেনবরা নটসাহেবকে লিখিলেন, “আফগানিস্থানের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিয়া আমি আপনাদিগকে কিরাইয়া আসিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনায় সৈন্যসামন্তের অবস্থা ক্রমশঃই ভাল দেখিতেছি, এখন আমার মত স্বতন্ত্র, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। যদি আপনি গিজনী, কাবুল ও জেলালাবাদ অভিযুগে বাইতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে রসদ, শকট ও সমস্ত ধরঙ্গা পাইবেন। আমাদের উক্ত আশা আছে, যদি এই মহাত্রত উদ্যাপন করিতে পারি, বদেশ এবং

এই ক্ষুদ্র আসিয়াখণ্ডে কি ক্ষত্র কি মিত্র সকলের নিকট যুগ দেখাইতে পারিব। কিন্তু যদি চেষ্টা নিফল হয়, তবে নিঃসন্দেহই সর্বনাশ হইবে; এখন বিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে, লাভ যেমন লোকসানও ততোধিক।”

সুবিজ্ঞ এলেনবরা এইরূপে দুইদিক্ রাখিলেন। যদি ইংরাজ সেনাপতি বিফল হন, তাহা হইলে দোষ তাহারই হইবে, আবার যদি সফল হন, তাহা হইলে এলেনবরার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তিনি ফাঁকতালে সুখ্যাতি লাভ করিবেন।

সেই দিন হইতে সকলে জানিলেন, এলেনবরার মনোভাব কিরিয়াছে। এলেনবরা আদেশ প্রচার করিলেন, “যদি আপনারা বাহুবলে গিজনী ও কাবুল জয় করিতে পারেন; যদি সেই হিন্দুবিদ্রোহী জুলতান মাক্কুদের কবর হইতে তাহার যষ্টি এবং সোমনাথমন্দিরের স্তূপের লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই সমস্ত ভারতবর্ষ জানিবে আপনাদিগের বীরত্ব অসীম, আপনাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়।”

শুভদিনে লর্ড এলেনবরা ভারতে আসিয়াছিলেন। যথার্থই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; যে রজভূমে লর্ড অক্লাণ্ড নিফল হইয়া হতাশ অন্তরে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ লর্ড এলেনবরা সেই স্থানে বসিয়া শুনিলেন আফগানরাজ্য জয় হইয়াছে, বৃটীশসৈন্য মুক্ত হইয়াছে, আর তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। বৃটীশসৈন্য মহাসমারোহে কিরিয়া আসিলেন। লর্ড এলেনবরা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সম্মান বিতরণ করিলেন। তাঁহারা মাক্কুদের কবর হইতে সিংহদ্বার আনিয়া বড়লাটকে উপহার দিল। লোকে ঘোষণা করিল, সোমনাথের সিংহদ্বার আবার ভারতে কিরিয়া আসিল। সাধারণেও তাহাই বিশ্বাস করিল। কিন্তু সেই দ্বার সোমনাথের সিংহদ্বার কি না তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ঐতিহাসিক বিভারিজ সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ঐ দ্বার সোমনাথের নহে। “The gates were not those of Somnath, and their date was much more recent than the time of Mahmood of Ghuznee.” (Beveridge's History of India, Vol. III. p. 459.)

আফগানিস্থানের গোলোযোগ মিটল বটে,—কিন্তু লর্ড এলেনবরা স্থির হইতে পারিলেন না। সিন্ধুপ্রদেশের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল। পূর্বে হইতে সিন্ধুদেশের আমীরগণ ইংরাজদিগের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, মধ্যে লর্ড মিন্টোর সহিত সন্ধি হওয়ার সিন্ধুদেশে একজন রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়। এখন আমীররা রেসিডেন্টের উপর

বিস্তৃত হইয়া তাঁহার বাটী আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্ত সার চার্লস্ নেগিয়ার প্রধান সেনাপতি হইয়া সিদ্ধদেশে প্রেরিত হইলেন। ১৮৪৩ খৃঃ ২৪এ মার্চ আন্দারগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। সিদ্ধদেশ ইংরাজের অধিকারে আসিল।

ঠিক এই সময়ে গোয়ালিয়র রাজ্যে গৃহবিবাদে নৃত্যপাত হইল। ১৮৪৩ খৃঃ জনকজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রয়োজন বর্ষের বিধবা পত্নী নিকটসম্পর্কীয় ভগীরথ রায় নামে একজন বালককে দত্তক গ্রহণ করিলেন। মামাসাহেব নামে জনকজীর এক পিতৃব্য ছিলেন। ইংরাজ রেসিডেন্টের সহিত তাঁহার কিছু বনিষ্ঠতা ছিল। রেসিডেন্টের সাহায্যে ইনি ভগীরথ রায়ের অভিভাবক হইয়া গোয়ালিয়র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এদিকে মহারানী কোনদিকে কর্তৃত্ব করিতে না পারিয়া বাহাতে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই পক্ষ হইল, একপক্ষ মহারানীর দিকে, অপরপক্ষ মামাসাহেবের দিকে। বিবাদ অল্পে ক্ষান্ত হইল না। শেষে রাজ্যের শত্রুগণ একত্র হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিল। গোয়ালিয়রের গৃহবিবাদে সঙ্কে সঙ্কে ইহার চতুর্দিকস্থ অপর রাজ্যসমূহের শান্তিভঙ্গ হইতে লাগিল। লর্ড এলেনবরা দেখিলেন যে, এই অবস্থায় মনোযোগী হওয়া উচিত, নহিলে ভবিষ্যতে ঘোর অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

তখন লর্ড এলেনবরা স্বয়ং সৈন্যে গোয়ালিয়র অভিযুগে অগ্রসর হইলেন। ২৩এ ডিসেম্বর গোয়ালিয়রের নিকট মহারাজপুর নামক স্থানে বিপক্ষেরা সম্মুখীন হইল। ইংরাজ ও গোয়ালিয়র-সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি গফ, এবং লিটলার, ভেলিয়াট ও ডেনিস প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিস্তর সৈন্যনাশের পর ইংরাজদিগের জয় হইল। এদিকে ইংরাজ সেনাপতি গ্রে সাহেব গোয়ালিয়রের দক্ষিণপশ্চিম সীমা অতিক্রম করিতে ছিলেন, এই সময়ে ১২০০০ মহারাষ্ট্রসৈন্য ১৪টি তোপ লইয়া পুনিয়ার নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এখানে গ্রে সাহেবের নিকট তাহারাও পরাস্ত হইল।

এতদিন ইংরাজেরা গোয়ালিয়রকে একটি স্বাধীন রাজ্য ভাবিতেন; কিন্তু এখন লর্ড এলেনবরা ঐ রাজ্য আপনায় করতলগত মনে করিলেন। আজ হইতে গোয়ালিয়রের মহারানী ইংরাজরাজের বৃত্তিভোগী হইলেন। লর্ড এলেনবরার আদেশে গোয়ালিয়রের রাজকীয় ক্ষমতা ইংরাজের হাতে আসিল, নামে মাত্র একজন বালক সিংহাসনে বসিতেন। এই সময়ে লর্ড এলেনবরা এদিকে যেমন গোয়ালিয়র রাজ্য লইয়া

ব্যাপ্ত ছিলেন, তদিকে বিলাতে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর তাঁহাকে তৎপদের অস্থায়ীকৃত ভাবিয়া তাঁহার ভারতবর্ষ ভাগের বন্দোবস্ত করিতেছিল। তাঁহার অপ্রকৃত গোমনাথের খারের কথা বিলাতে রাষ্ট্র হয়, তাহাতে সকলেই ভাবিলেন যে তাহার অভিজ্ঞতা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষতঃ তিনি যে সিদ্ধদেশের আমীরদিগের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগকে পীড়ন করেন, তাহাও ডাইরেক্টরেরা অস্বীকার ভাবিলেন। এ ছাড়া সকল বিষয়েই ডাইরেক্টরদিগের সহিত তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল।

১৮৪৪ খৃঃ ২১এ এপ্রেল, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সার রবার্ট পীল লিখিলেন, “গত বৃদ্ধবার মহারানী কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন, যে আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে যেসকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষমতাবলে তাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছামত ভারতবর্ষের গভর্নরজেনারেলকে ফিরিয়া বাইবার আদেশ করিয়াছেন।”

এলেনবরার মস্তকে যেন বজ্রবাত হইল, তাঁহার আশা ভরসা, রাজনীতি, কৌশল ব্যর্থ হইল। সময় না হইতেই স্নানমুখে বিলাত যাত্রা করিলেন। তথায় ১৮৪৫ খৃঃ তিনি জল-যুদ্ধবিভাগের প্রধান সচিব (First Lord of the Admiralty) হইলেন। ১৮৪৬ খৃঃ ঐ পদে স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। তৎপরে যে কয়দিন বাঁচিয়া ছিলেন, পার্লামেন্টের লর্ড সভায় মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের কথা তুলিয়া তাহারই আলোচনা করিতেন। ১৮৭১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এলেম (আরব্য) ১ চাতুরী। ২ স্থতিশক্তি। ৩ সুবিবার ক্ষমতা।
এলেমবাজ (পারস্ত) ১ বুদ্ধিমান। ২ চতুর। ৩ কার্যনিপুণ।
এলো (দেশজ) শিখিল, আলগা।

এলবালুক (ক্লী) [এলবালুক দেখ।]

এব (অব্য) ইণ-বন্, (ইণশীভুত্যাং বন্। উণ ১।১৫২)
১ নিশ্চয়। ২ সাদৃশ্য। ৩ নিয়োগ। ৪ ব্যাক্যপূরণ। ৫ দূত-
প্রয়োগ। ৬ বিনিগ্রহ। ৭ অনিয়োগ। ৮ পরিতব। ৯ ঈষদর্থ।
১০ অস্ত্রযোগ ব্যবচ্ছেদ। ১১ অব্যোগ ব্যবচ্ছেদ। ১২ অত্যন্তা-
যোগ ব্যবচ্ছেদ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—এবং, তু, পুনঃ,
এবং, বা। ১৩ (ত্রি) গমনকারী। ১৪ (ক্লী) গমন।

এবজ্ঞ (ত্রি) এবং জ্ঞেয় বস্তু, বহুব্রী। এইরূপ জ্ঞপ্তক।
এবম্ (অব্য) ১ সাম্য। ২ সাদৃশ্য। ইহার সংস্কৃতপর্যায়—
বৎ, বা, যথা, তথা, ইন। ৩ অস্বীকার। ৪ অর্থ প্রস্ত।
৪ পরকৃতি। ৫ জিজ্ঞাসা। ৬ এই প্রকার। ৭ অস্থপ্রস্ত।
(এবম্ প্রকারে স্তাবকারেহবধারণে। অস্থপ্রস্তপরকৃতাণ্যমা
পৃচ্ছদ্যোরপি। মেদিনী।) ৮ নিশ্চয়। ৯ নির্দেশ।

এবম্বিধ (জি) এবম্ বিধা প্রকারো বস্ত বহুব্রীং। এই প্রকার।

এবন্তুত (জি) এবং তবন্তুতি তু-কর্তরি ক। এইরূপ।

এবংরূপ (জি) এবং রূপমন্ত, বহুব্রীং। ১ এইপ্রকার। ২ (কর্মধা) (ক্রী) এইপ্রকার রূপ।

এবমাদি (জি) এবমাদিগন্ত, বহুব্রীং। ১ এই নিমিত্ত। ২ এই হইতে।

এবয়া (জি) এব এবং অবনং বা যাতি, বা-কিপ্; (পূর্বো-দরাদিবাং সাধুঃ)। রক্ষক।

এবয়ামরুৎ (পুং) এবয়া রক্ষকো মরুৎ বস্ত, বহুব্রী। ঋষি-বিশেষ।

এবযাবন্ (পুং) যা-বনিপ্; এবস্ত এবম্ প্রকারস্ত বাবা। ১ রক্ষক। ২ বিজ্ঞ। ৩ এইরূপ গমনশীল।

এব্রা (আরব্য) নামঞ্জর।

এবার (পুং) এব এবম্ ছতি, ঋ-অণ্। সোমবিশেষ।

এবার (দেশজ) এই সময়।

এবারৎ (আরব্য) ১ ভাবার পদ্ধতি। ২ ব্যাক্যাংশ।

এবাবদ (পুং) এবমেবাবদতি, এব-আবদ-অচ্। ১ ঋচ্-বিশেষ। ২ (আরব্য) এইলজ।

এব্ (ধাতু) ভাদি° আশ্ব° সক° সেট°। গমন। (এবুৎগতো)। কবিজ্ঞ°।)

এব্ (ক্রী) এব-ভাবে-কিপ্। ১ গতি। ২ ইচ্ছা।

এব (পুং) এতদ্-স্ব। অগ্রবর্তি পুরুষ।

এষণ (পুং) ইব্-ল্যুট্। ১ লৌহনির্মিত বাণ। ২ গমন। ৩ অন্বেষণ। ৪ ইচ্ছা। ৫ নিক্তি।

এষণা (ক্রী) ইব-গিচ্-ভাবে যুচ্। ১ ইচ্ছা। ২ প্রেরণ।

এষণিক। (ক্রী) ইযাতেহনরৈতি। ইব্-ল্যুট্। স্বার্থে কন্ টাপ্-অতইত্বক্। ১ নিক্তি। ২ অস্ত্রবিশেষ, [এষণী দেখ।]

এষণী (ক্রী) ইব্-ল্যুট্-জিৎ। ১ নিক্তি। ২ জুক্রতোক্ত অস্ত্র-বিশেষ; এই অস্ত্র ত্রণ মধ্যে প্রয়োগ করিয়া পূমাদি স্রাব করাইতে হয়, ইহার মুখদেশ কেঁচোমুখের ভায়। সাধারণ কথায় ইহাকে শলাকা বলিয়া থাকে।

(এষণী ত্রণমার্গাহুসারিণ্যাক তুলাভিদি। মেদিনী)

এষণীয় (জি) ইব-বা এব-অনীয়। ১ গম্য। ২ বিজ্ঞাব্য, যে ত্রণ স্রাব করাইবার উপযুক্ত। ৩ বাহনীর।

এবা (ক্রী) ইব-অ-টাপ্। ১ ইচ্ছা। ২ অগ্রবর্তিনী ক্রী।

এসাবীর (পুং, ক্রী) এসাবাৎ প্রতিগ্রহেচ্ছাবাৎ বীরঃ, ৭তৎ। স্থানাস্থানবিবেচনাশূন্ত হইয়া প্রতিগ্রাহক নিম্নিত ব্রাহ্মণ-বিশেষ।

এবিন্ (জি) ইব-নিমি। ইচ্ছক, অভিলাষকারী।

এষিতা [ত্] (জি) ইব-তুচ্। ইচ্ছক।

এষ্টব্য (জি) ইব্-তব্য। বাহনীর।

এষ্টা [ত্] (জি) ইব-তুচ্। অভিলাষক।

এষ্টি (ক্রী) আ-যজ-ইব বা ক্তিন্। ১ অভিযজন। ২ অভি-কামনা।

এষ্য (জি) ইব-কর্মণি প্যৎ। ১ বাহনীর। ২ (ভাবে প্যৎ) (ক্রী) জুক্রতোক্ত অষ্টবিধ শল্য কর্মের একটি কর্মবিশেষ। অত্যন্তরহ শল্যাতির অন্বেষণ করাকেই এষ্যকর্ম কহে; এই কর্ম যুগ ধরা কাঠে, অথবা বংশ, নল, নাড়ী ও শুক জলাবু প্রভৃতিতে শিক্ষা করিতে হয়। ৩ (জি) এষণকার্যসাধ্য রোগবিশেষ। ৪ গন্তব্য।

এসুরার ও এসুরাজ, (আরব্য) সন্ধ্যাত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সেতার ও সারঙ্গী এই বিবিধ যন্ত্রের অন্তর্করণে উৎপত্তি। এই যন্ত্রের ঋর্ণর হইতে দস্ত পর্যন্ত সমুদায় অবয়বটি কাঠনির্মিত। ঋর্ণরটি কতকাংশে সারঙ্গীর ন্যায় এবং দণ্ড অবিকল সেতারের দণ্ডরূপ। সেতারের ন্যায় ইহারও পাঁচটি তার আছে, অধিকন্তু সুরসহযোগিতার নিমিত্ত ইহাতে পিতলের কতকগুলি পার্শ্বতন্ত্রিকা ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটি কোমলকণ্ঠী ক্রীড়াতির গানের মধুরতাবর্দ্ধনের নিমিত্তই প্রয়োজন এবং তাহাদিগের গীতানুবর্তী হইয়া বাদিত হয়। কখন কখন ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপেও বাদিত হইয়া থাকে। এসুরারের আকৃতি ময়ূরের মত করিলে তাহাকে হিন্দিভাষায় “তাউন্” কহে।

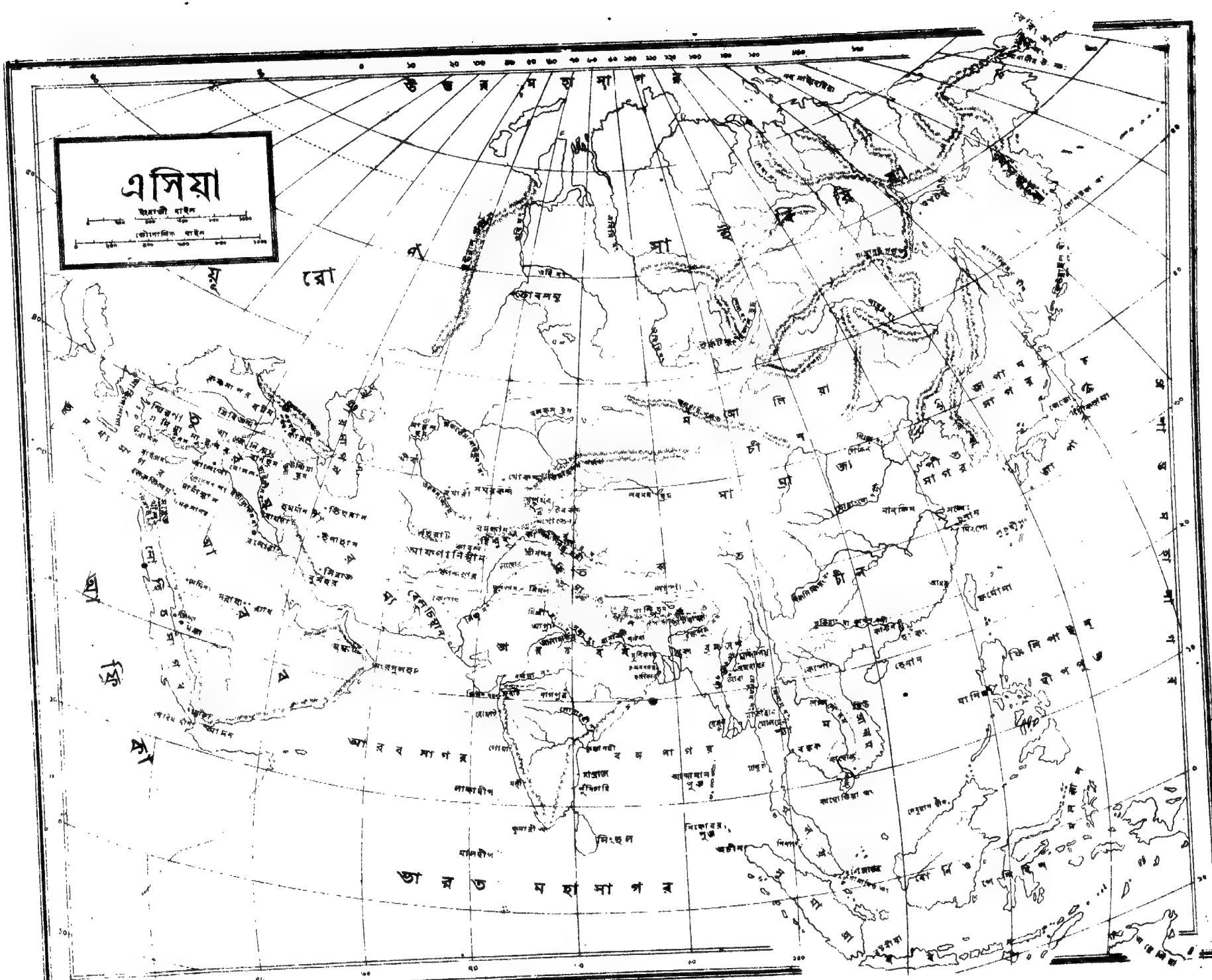
এসিয়া, পৃথিবীর চারিটি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি মহাদ্বীপ। যুরোপ ও উত্তর আফ্রিকার পূর্ব হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

অতি পূর্বকালে এই মহাদ্বীপের নাম এসিয়া ছিল না, তৎকালে এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে আর্য ঋষিগণ জম্বদ্বীপ অথবা জম্বুদ্বীপ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এসিয়া নামটি যবনপ্রমত্ত। যুরোপীয় ভূগোলবেত্তারা বলিয়া থাকেন, বর্তমান এসিয়া মাইনরের একটি ক্ষুদ্র ভেলাকে পূর্বকালে ‘এসিয়া’ বলিত। গ্রীসদেশের যবনগণ ঐ স্থান হইতে পূর্বদিক-বিজয়ে অগ্রসর হন। এসিয়া মাইনরের পূর্বদিকে যতদূর তাহারা ভ্রম করিয়াছিল অথবা যে যে স্থানের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহারা এই সমস্ত ভূভাগের নাম এসিয়া রাখিয়াছিল। কালে এই বিস্তীর্ণ মহাদ্বীপ এসিয়া নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এসিয়া নামটি নিত্য আধুনিক নয়, গ্রীসের আদিকবি হোমার এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন—

এসিয়া

১০০ মাইল
১০০ কিলোমিটার



"Not less their number than the embodied carnes,
Or milk-white swans in Asia's* wat'ry plains,
That, o'er the windings of Clysster's springs,
Stretch their long necks, and clap their rustling wings."

Pope's Iliad, Bk. II. 540-4.

কোন কোন গ্রীকভাবাবিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, হোমার যে 'এসিয়াস' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন তৎপাঠে এমন বোধ হয় না যে এসিয়া নামে কোন ভূভাগ তাঁহার জানা ছিল। তিনি 'এসিয়াস' (Asia) নামে লিঙ্গীয় দেশের রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে আমরা বাদাম্ব-বাদে ইচ্ছুক নহি, সত্য মিথ্যা যুরোপীয় পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। যাহা হউক আমরা গ্রীসের প্রাচীন কবি হিসিয়দের পুস্তকে এসিয়া নাম পাইয়াছি। তাঁহার মতে এসিয়া একজন অপ্সরার নাম, তিনি ওসেনস্ (Oceanus) ও টেথিসের (Tethys) কন্যা, প্রমিথিসের (প্রমথ) ভাৰ্য্যা। হিরোদো-তস্ লিখিয়াছেন, গ্রীকদের মতে প্রমিথিস্ পত্নীর নামানুসারে এসিয়াখণ্ডের নাম হইয়াছে। কিন্তু লিঙ্গীয়ান্রা এই মত স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন কোটিস্ (Cotys) পুত্র এসিয়াস্ (Asia) হইতে 'এসিয়া' নাম হইয়াছে। তাঁহাদের মত সপ্রমাণ করিবার জন্ত, তাঁহারা নার্মিশের এসিয়ান্ জাঁতির উল্লেখ করিয়া থাকেন।" (Herodotus, Melpomene, XLV.) ঐতিহাসিক ষ্ট্রোবোর মতে, লিঙ্গীয়ান্ প্রাচীন নাম এসিয়া।

ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, এসিয়া শব্দের অর্থ সূর্য্য এবং এসিয়ান্ শব্দের অর্থ সূর্য্যালোকবাসী অর্থাৎ পূর্বাধিবাসী।

এখন দেখা যাউক প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ এসিয়ার বিষয় কিরূপ জানিতেন।

হোমারের বর্ণনায় জানা যায়, ট্রয়যুদ্ধের অনেক পূর্বে হইতে এসিয়া ও যুরোপে সংগ্রহ ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধ বহুতাবেনর, যৌরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিষম শত্রুতা। সেই প্রাচীন গ্রীকজাতি এসিয়ামাইনর অবধি জানিতেন, এই স্থানে আসিয়া আয়োনিয় গ্রীকজাতি উপনিবেশ করে। তাহারাই প্রাচীন হিন্দুজাতির নিকট বসন বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্ট জন্মের ৫৫০ বর্ষ পূর্বে পারস্তসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তৎকালে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে বেসুয়তাব পর্বত, উত্তরে কাস্পীয় সাগর এবং দক্ষিণে সিঙ্কনদ ইহার মধ্যবর্তী সমুদ্র স্থান লইয়া পারস্তসাম্রাজ্য হয়। লিঙ্গীয়রাজ্য পারস্ত-

*সূর্য্যই (Asius) নামে (Asia) পাঠ আছে।

প্রকোপে ধ্বংস হইল, নিকপার অসহিষ্ণু গ্রীকযবনদেরা পারস্তের অধীনতা স্বীকার করিল। তখন হইতে তাহার অধীন প্রজারূপে আসিয়া এসিয়াখণ্ডের সন্ধান পাইতে লাগিল। এই সময়ে গ্রীক যবনরাই অনেক স্থানে গিয়া সেই স্থানের বিষয় অবগত হইয়াছিল। তৎকালে কোন কোন স্থানের মানচিত্র পর্য্যাপ্ত অঙ্কিত হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতসের পুস্তক পাঠ করিলে, পারস্ত সাম্রাজ্যের ভূবৃত্তান্ত জানা যায়। হিরোদোতস্ সাম্রাজ্যের বহিভূত দেশসকলের বিষয় বড় লেখেন নাই, যাহাও বা অল্প লিখিয়াছেন, তাহাও ভ্রমপূর্ণ।

পারস্তসম্রাট্ কায়রসের সমসাময়িক জেনোকন, সম্রাটের সঙ্গে থাকিয়া পারস্তসম্রাজ্যের অনেক বিষয়গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎকৃত গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবীর আলেক্সান্দার এসিয়াখণ্ডের অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন, তিনি যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্য দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, ডিশিয়াকীস্ নামক তাঁহারই একজন সমর-সহচর একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই সেই দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদ নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া গিয়া-ছেন। এই সময়ে আলেক্সান্দার তাঁহার নৌসেনাপতি নিরকাসকে সিঙ্কনদের মোহানা দিয়া ইফ্রেতিস্ নদীতে পাঠাইয়া দেন। এই নৌসেনাপতির জলযাত্রায় গ্রীকগণ অনেকস্থানের ভূবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

ফিনিসীয়জাতি অতি পূর্বকাল হইতেই এসিয়াখণ্ডের সমুদ্রতীরস্থ অনেক স্থানেই বাণিজ্যের অল্পরোধে বাতায়ত করিতেন। যুরোপীয় প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে ফিনিসীয়েরা অধিক পরিমাণে এসিয়াখণ্ডের নানাদেশের বিষয় অবগত ছিল; সেই পূর্বকালে তাহারা যে যে দেশে বাতায়ত করিত সেই সেই দেশের বিষয়গ মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া-ছিল। সেই সময়ে টায়র নগরে ফিনিসীয় বণিক্দিগের বাণিজ্যভাণ্ডার ছিল। মাকিদনবীর টায়রনগর ধ্বংস করিলে, বণিক্গণ আলেক্সেন্দ্রিয়া নগরে বসবাস আরম্ভ করে। তাহাদের নিকট হইতে গ্রীকবণিক্গণ এসিয়া-খণ্ডের প্রধান প্রধান বন্দরের সংবাদ পাইয়া অনেকেই জল-পথে গমনাগমন করিতে থাকে। ক্রমে ইজিপ্টের লোকেরাও জলপথে মলয়বন, সিংহল প্রভৃতি জনপদে আসিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সিংহল অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই। সিংহল-বাসীদের নিকট তাহারা কলিঙ্গ প্রভৃতি ভারতের পূর্বতপ-

কুলস্থ জনপদের সন্ধান পাই। এই বণিকদের নিকট ইজিপ্টের গ্রীকগণ রত্নগ্রন্থ ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের পরিচয় পাইল।

আলেক্সান্দারের পরে সিরীয় অধিপতি সিলুক্স নিকেটর গজ্ঞানদী তীরস্থ জনপদসকল অধিকার করিতে প্রয়াসী হন, তিনি মেগেস্থিনিস্ নামক এক ব্যক্তিকে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় দূত করিয়া পাঠান। তৎকালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে ছিল। মেগেস্থিনিস্ বহুদিন মগধের রাজসভায় থাকিয়া ভারতবর্ষের জনপদাদির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি ভূবৃত্তান্ত রচনা করেন, গ্রীকগণ সেই পুস্তক পাঠে ভারতবর্ষের বিবরণ কতকটা জানিতে পারিল।

গ্রীকগণ এসিয়ায় আসিয়া অনেক নগর জনপদাদির গ্রীক ভাষায় নাম রাখিয়াছিল। রোমকেরা প্রবল হইয়া উঠিলে তাহারা গ্রীকদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস্ নদীর উপকূল প্রদেশ হইতে আর্মেনিয়ার পর্বতমালা পর্যন্ত রোমকসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মিশ্রিদেশের সহিত যুদ্ধকালে রোমকসৈন্যদল ককেশস্ পর্বতে আসিয়া উপনীত হয়। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের বিষয় কেহই জানিত না। তাহারা ক্রমাগত কাস্পীয় সাগরের তীরে আসিয়া শুনিল, এখানে এক বিস্তৃত পথ আছে, সেই পথ দিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যাদি চলিয়া থাকে। তথায় আর একটি পথের অনুসন্ধান হইল, এই পথ দিয়া সমস্ত মধ্য এসিয়ার গতিবিধি চলে, এই পথ খননকার নিকটে অদ্যাপি রহিয়াছে। এইরূপে রোমকেরা এসিয়াখণ্ডের অনেক স্থান অবগত হইল। অনন্তর গ্রীক ও রোমক ভৌগোলিকগণ পূর্ব ও নব-সংগৃহীত এসিয়ার বিবরণ একত্র করিয়া ভূগোল প্রচার করিলেন। তাঁহাদের অনেকেরই পুস্তক লোপ হইয়াছে, কেবল ট্রেবো, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি কয়েকজনের গ্রন্থমাত্র আমরা দেখিতে পাই। টলেমির পূর্বে পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ভারতমহাসাগরের পূর্বাংশস্থিত দ্বীপসমূহ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিকটবর্তী কোন দ্বীপের বিষয় অবগত ছিলেন না। টলেমির গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি উক্ত হইয়াছে।

তৎপরবর্তীকালে মুসলমানগণ এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত সংগ্রহে সন্নিবৃত্ত হইয়াছিল। যখন মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রভাবে এসিয়ার অনেক স্থানের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ে নূতন ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিমাঝেই মঙ্গলদর্শন অতি পুণ্যকর্ম বলিয়া ভাবিত। তাই অনেকেই

দূরদেশান্তর হইতে পথপর্যটনে মঙ্গল বাইত, গমনকালে অনেক নূতন স্থান তাহাদের চক্ষে পড়িত; বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সেই স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের গ্রন্থে এখন লুপ্তপ্রায়, বাহাও বা আছে, তাহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে ইবন্ হকল, এড্রিসি, ইবন্ বতুতা প্রভৃতি কয়েকজনের গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাই। বিশেষতঃ ইবন্ বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে কবরাজ্যের ইউরল পর্বত হইতে দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ পর্যন্ত অনেক স্থানের ভূবৃত্তান্ত জানা যায়। তিনিসদেদ্বীপ প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট্ কবলাই খাঁর রাজসভায় বহুদিন ছিলেন, তিনি উক্ত সম্রাট্ কর্তৃক দূতরূপে এসিয়ার নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাতার, মোগলীয়া, চীন, জাপান, তিব্বত, পেশু, বালালা, মহাচীন, সপ্তদ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, মলয়বর, অর্মজ, আদেন, প্রভৃতি নানাস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুরোপীয় ভৌগোলিকগণ তাঁহাকেই সমগ্র এসিয়া মহাদ্বীপের আবিষ্কারকর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

তৎপরে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণ ক্রমাগত এসিয়ার আসিতে লাগিলেন, নানাস্থান অধিকার করিলেন, নানাস্থানে আসিয়া উপনিবেশ করিলেন, এবং অনেক স্থানের ভূবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা যে এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত জানিতে পারি, তাহা যুরোপীয় ভৌগোলিকদিগের পরিশ্রমের ফল। [ভারতবর্ষের আর্থ-ঐক্যগণ ভারতবর্ষ ছাড়া এসিয়ার অপরাপর ভূভাগের কি প্রকার ভূবৃত্তান্ত জানিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জম্বুদ্বীপ শব্দে দেখ।]

সীমা—এসিয়ার উত্তরসীমা উত্তর মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে যুরোপ, ককেশাসাগর, আর্মেনি়েলগো, ভূমধ্যসাগর, এবং লোহিতসাগর। উত্তর পূর্বের প্রান্তভাগে বেরিংপ্রণালী দ্বারা কাম্বুচীকা ও উত্তর আমেরিকা স্বতন্ত্র হইয়াছে, এইরূপ দক্ষিণপশ্চিমে সুরেন্দ্র খালের দ্বারা এসিয়া ও আফ্রিকার প্রভেদ হইয়াছে। ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ একত্র করিয়া লইলে সমস্ত এসিয়া-খণ্ড প্রায় চতুর্কোণাকার দেখায়। এসিয়ার ভূমি পরিমাণ প্রায় ২০,০০০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫ কোটি।

এই মহাদেশ অপর সকল মহাদ্বীপ হইতে যেমন আরভনে বড়, তেমন জলবায়ু, বাহ্য ও উর্বরতা প্রভৃতি সর্বত্র অপার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এসিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অন্য হইতে ভিন্ন। আফ্রিকা পরিদর্শন করিলে প্রধানতঃ হুইভাগ দেখা যায়,

উত্তর ভাগ নিম্ন ও দক্ষিণভাগ সমতল। যুরোপের সর্বত্রই ক্ষেত্রসকলের মধ্যে মধ্যে গিরি শৈলাদি দূরে দূরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আমেরিকার বাও দেখিতে পাইবে, দক্ষিণ হইতে পশ্চিম দিয়া যত উত্তরে যাইবে, ততই উচ্চতম স্থান নরনগোচর হইবে। কিন্তু এসিয়ার আকৃতি উক্ত তিনটি হইতেই স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যভাগ সমতলভূমি, সমুদ্রতট হইতে অধিক উচ্চ। ঐ সমতল ভূমির চারিদিকে আবার নিম্নভূমি রহিয়াছে। সমতল ভূমির মাঝে মাঝে উচ্চ পর্বতমালা, যদিও ঐ পর্বত অতি বৃহৎ ও অতি উচ্চ, কিন্তু সমতলভূমির আয়তন অল্প-সারে অতি অল্পস্থান জুড়িয়া আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এসিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট সমতল ভূমি দুইপ্রকার, কোন স্থান উচ্চ, আবার কোন স্থান নিম্ন। পূর্বভাগে তিব্বতের মালভূমি ও গোবি মরুভূমি ৪০০০ হইতে ১০,০০০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ। পশ্চিমাংশে ইরানের মালভূমি ৪০০০ ফিটের অধিক উচ্চ নয়। পূর্বভাগের আয়তন প্রায় ৭,৬০০,০০০ বর্গমাইল এবং পশ্চিম ভাগে প্রায় ১,৭০০,০০০ বর্গমাইল।

উক্ত সমতল ভূমির উত্তরপশ্চিম সীমা টরস্ ও ককেশস্ পর্বত, এলবর্জ পর্বত এবং কাস্পীয়সাগরবর্তী তাহারই ঢালু ভূমি। উত্তরে সাইবেরিয়ায় অল্টাই পর্বত এবং উত্তর পশ্চিমে মৌরিয়ান নামক পার্বত্যপ্রদেশ। পূর্বে চীনরাজ্যের মধ্যবর্তী তুবার গিরিমালা, দক্ষিণে হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত। পশ্চিমে বেলুচিস্থানের পর্বতমালা, পারস্তরাজ্যের মধ্যবর্তী পারস্তোপসাগরের নিকটস্থ জগ্রস পর্বত, এই পর্বত ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিম যুখে গিয়া টরস্ ও আমেনস্ গিরিশৃঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থান হইতে তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেতিস্ নদী উৎপন্ন হইয়াছে। সমতল ভূমির দক্ষিণস্থ হিমালয়গিরি পৃথিবীর সকল পর্বত অপেক্ষা উচ্চ, ইহার এক একটি শৃঙ্গও অতি উচ্চ যথা—ধবলগিরি (২৭,৬০০ ফিট), কাঞ্চনজঙ্ঘ (২৮,১৭৮), গোসাই স্থান (২৪,৭০০ ফিট), যমুনোত্তরী (২৫,৬৬৯ ফিট), নন্দাদেবী (২৫,৬৯৩ ফিট), চমলারি (২৩,৯২৯ ফিট), জৈমিনী (২১,৬০০ ফিট) এবং পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম শৃঙ্গ দেবডগ (২৯,০০২ ফিট)।

এসিয়ার উত্তরাংশে সাইবেরিয়া নামক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, এই স্থান সমস্ত যুরোপ খণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ।

ইরানের মালভূমি তিনভাগে বিভক্ত, ইরান, আর্মেনিয়ার পার্বত্যপ্রদেশ, এবং এনাটোলিয়ার সমতলভূমি। প্রথম ভাগ ৩০০০ ফিট উচ্চ, ইহার অধিকাংশই কঙ্কর ও বালুকাময় লবণ-ক্ষেত্র, চারি দিকে গিরিমালা প্রাচীররূপে বেষ্টিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগে আর্মেনিয়ার গিরিমালা, কুর্দিহান ও অজের-বিজান। এই ভূভাগেই প্রসিদ্ধ আরারট পর্বত আছে। তৃতীয় ভাগ এনাটোলিয়া, এই ভূভাগ ককেশসাগরের তটস্থ পর্বতমালা হইতে দক্ষিণপশ্চিমে টরস্ পর্বত পর্যন্ত গিরিশৃঙ্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ককেশসাগরের নিকটস্থ কোন কোন স্থান বন জঙ্গলে পরিবৃত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথের মালভূমি ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। উহা পশ্চিমে মলয়বর উপকূল হইতে পশ্চিম-ঘাট পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং পূর্বে করমণ্ডল উপকূল হইতে পূর্বঘাট পর্বত দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জও মালভূমি আছে।

এসিয়ার ছয়টি নিম্নভূমি প্রধান। ১ম, উত্তরে সাইবিরিয়ার নিম্নভূমি, অল্টাই ও ইউরাল পর্বতের উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তর মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত, ইহার অনেকস্থানই শীতপ্রধান, অন্ধকারময় ও উষ্ণ। ২য়, বুচারের নিম্নভূমি কাস্পীয় সাগর ও আরাল হ্রদের মধ্যে। এই ভূভাগ কেবল কঙ্করময়। ৩য়, সিরীয় ও আরবের নিম্নভূমি, ইহার দক্ষিণ অংশ শুষ্ক মরুভূমি, কিন্তু উত্তরাংশে ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস্ নদীর জল পাওয়া যায়। ৪র্থ, ভারতবর্ষের নিম্নভূমি, ইহার মধ্যেই ৪০০ মাইল বিস্তৃত মরুস্থলী; এবং বঙ্গদেশের বিস্তৃত উর্বরক্ষেত্র। ৫ম, কাবোজ, শাম ও ত্রক্ষরাজ্যের ইরাবতী নদীপ্রবাহিত ভূভাগ। ৬ষ্ঠ, চীনের নিম্নভূমি প্রায় ২,১০,০০০ বর্গ-মাইল, পিকিন নগরের পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান অতিশয় উর্বরা, চীনেরা এই স্থানকে জগতের উদ্যান বলিয়া থাকে।

এসিয়াখণ্ডে নিম্নলিখিত দেশাদি আছে—

দেশ।

প্রধান নগর।

তুরক..... { স্মিরণা, আলোপো, দামাস্কাস, জেরুজিলাম, বোঘদাদ, মোসল, বসোরা, ত্রিবিজল।

আরব (তুরস্কের অধিকৃত)...মক্কা, মেদিনা, জিদ্দা।

ঐ (স্বাধীন)...মস্কট, আদন, মোচা, রাধ, দরায়।

পারস্ত...তিহরান, ইস্পাহান, বৃহদ্র, সিরাজ, হমদান।

আফগানিস্থান...কাবুল, কান্দহার, হিরাত, বদখান।

বেলুচিস্থান...কেশাং।

ভারতবর্ষ... { কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বারাণসী, আলাহাবাদ, লাহোর, লুহাট, কোন্সাই, মাদ্রাজ।

ব্রহ্ম... { মাদ্রাস, আবা, অমরাপুর, রেঙ্গুন, মাদ্রাস, মেন, মাদ্রাই, মলয়, শিলাপুর।

| | | | |
|----------------------|-----|---|----------------|
| ভ্রাম | ... | ... | বহুক। |
| কাঁচোজ | ... | ... | সৈগান। |
| আনাম | ... | ... | চিউ, কেশো। |
| লেয়স | ... | ... | লকন। |
| চীন | ... | পেকিন্, নান্‌কিন্, সত্বেং, নিংপো, আমর, কণ্টন। | |
| তিব্বত (চীনের অধীন) | ... | লাশা। | |
| স্বাধীনভাভার | ... | বুখারা, খীবা, খশঘর, ইরক্ক, খোতেন। | |
| কব... | { | (সাইবেরিয়া) ...ভোবলক, ইকটক, সমরকন্দ, খোকন্দ, বটম, কারস, আর্দাহন। | |
| জাপান | ... | ... | জোডো, যোকহামা। |
| পিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ | ... | ... | মানিলা। |
| (যব) | ... | ... | বটবীরা। |
| শুমাত্রা | ... | ... | অচীন। |

[প্রত্যেক দেশের বিস্তারিত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ।]

অন্তরীপ—পূর্ব অন্তরীপ বেরিং প্রণালীর নিকট। সেবেরো—সাইবেরিয়ার উত্তর। লোপট্কা—কাম্বাটকার দক্ষিণ। নিংপো—চীনের পূর্ব। কাঁচোডিয়া—আনামের দক্ষিণ। রোমানিও—মলয়ের দক্ষিণ। কুমারী—ভারতবর্ষের দক্ষিণ। মসলিম—অমর্ত্ত প্রণালীর মধ্যে। রহুলহু—আরবের পূর্বে।

দ্বীপ—সাইপ্রস ও রোডস্। শেলিবিস্, বোর্নিওর পূর্বে। মলকাস্ বা স্পাইন্ দ্বীপ শেলিবিসের পূর্বে। মানিলা-দ্বীপপুঞ্জ বোর্নিওর উত্তরপূর্বে। বর্গিও, যব ও শুমাত্রা ভারত-মহাসাগরে। সিংহল ভারতবর্ষের দক্ষিণ। আন্দামান ও নিকোবর বঙ্গোপসাগরে। লাক্ষা ও মালদ্বীপ, ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমে। হেনান ও হংকং চীনের দক্ষিণ। ফর্মোসা, চুসাম ও লুচুদ্বীপ, চীনের পূর্বে। জাপান দ্বীপ, চীনভাভারের পূর্বে। কিউরাইল দ্বীপ জাপান ও কাম্বাটকার মধ্যে। মব সাইবেরিয়া।

উপদ্বীপ—এসিয়া মাইনর, আরব, ভারতবর্ষ, পূর্ব উপদ্বীপ, মলয়প্রান্তরদ্বীপ, কোরিয়া, কাম্বাটকা।

পর্বত—ইউরাল, ককেশস্, আর্মেণিয়ান্, টরস, লেবেনন, হোরেব, সিনাই, এলবর্জ, হিন্দুকুশ, কো-হি-বাবা, হিমালয়, কারাকোরম্, পমির, চীন-গিরিমালা, তিয়ান্সুন, অল্টাই ও রবোনই।

হ্রদ—কাস্পীয়, আরল, লবনয়, বল্কস্, বৈকাল, মরু, বাণ, উর্গিয়া, পার্টি।

নদী—অকর্ভেস (সাইহুং); ওকসস্ (আমু); লেনা, ওবি, এনিসি; ইউক্রেতিস্, ভাইগ্রীস্; পদা, সিঙ্ক ও ব্রহ্মপুত্র

নদ; ইরাবতী, সেলুএন্ অপর নাম খেলুএন্; মিনাম, কাঁচোডিয়া; হোয়াংহো, ইরংলিকিরং, শিহো, চুকিরং অপর নাম কাণ্টন; আমুর অপর নাম সেবেলিয়ন।

বিদেশীয় অধিকার—এখন এসিয়ার নানান্যায় বিদেশী-রেরা অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষ, ত্রাঙ্গ, পিনাং, মলয়, শিলাপুর, আণ্ডামান, নিকোবর, সিংহল, লেবুয়ান দ্বীপ, আরবের আদেন বন্দর, পেরিমদ্বীপ, হংকং ও সাইপ্রস্ দ্বীপ ইংরাজের অধিকারে। দক্ষিণ কাঁচোজ; ভারতবর্ষের পুঁদিচারি, মহী ও চন্দ্রনগর ফরাসী অধিকারে। শুমাত্রার দক্ষিণাংশ, যব, শেলিবিস্ ও মালাকাস্ দ্বীপ ওলন্দাজের অধিকারে। ভারতবর্ষের গোয়া ও পঞ্জিম পর্ন্ত গীজদের অধিকারে এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ স্প্যানিস্দিগের অধিকারে।

এসিয়াথণ্ডে নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও নানাপ্রকার জীবজন্তু বাস করে, সমস্ত উদ্ভিদ ও সমস্ত জন্তু এখন প্রকৃতরূপে প্রণীত হয় নাই। [সাইবেরিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্ত, আরব প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ দেশের উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বিবরণ দেখ।]

জাতি—এসিয়াথণ্ডে নানাজাতির বাস। যুরোপীয়গণ এই সকল জাতিকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—মোগলীয়, আর্য ও সেমিতিক; [আর্য, মোগলীয় ও সেমিতিক দেখ।] তৎপরে ইহাদের ভাষার উচ্চারণ অনুসারে আবার এই কয়েকটি বিভাগ হইয়াছে—

১ম, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, পূর্ব উপদ্বীপের উত্তরাংশে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা একাক্ষর ভাষা ব্যবহার করে। ২য়, মধ্য এসিয়া এবং উত্তরাংশে কতকদূর পর্যন্ত তুর্ক, মোগল ও তুঙ্গস্ জাতির বাস, ইহাদের ভাষায় আরবী অক্ষর এবং অনেক আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩য়, কাম্বাটকাবাসী সোমোইদ জাতি, ইহারা এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করে। ৪র্থ, ভারত মহাসাগরীয় মলয় ও পলিনেসীয় জাতি ইহারা মলয়ভাষা অথবা মলয়মিশ্রিত অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করে। ৫য়, আর্যজাতি—ইহাদের মূলভাষা সংস্কৃত, পারস্ত অথবা আর্মেনিয় মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করে। ৬ষ্ঠ, ককেশস্ জাতি—ইহাদের ভাষা তুর্কি এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। ৭ম, দক্ষিণাত্য জাতি—তারিল, কর্গাট, জৈলঙ্গ ও সিংহলী ভাষা ব্যবহার করে। ৮ম, সেমিতিকজাতি—ইহারা হিব্রো ও আরবী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধর্ম—এসিয়াথণ্ডে যেমন নানাজাতির ধর্ম, তেমনি ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, চীনের

লোকেরা বুদ্ধ, কনুচি ও লাওচির উপাসক; তিব্বতের বৌদ্ধ-গণ বলাই-লামার পূজক; আরব, পারস্য ও ভারতের কোন কোন জাতি ইসলামধর্মাবলম্বী; আর্মেনিয়ার, সিরীয়া, কুর্দি-স্থান এবং ভারতের কতকগুলি লোক খৃষ্টীয়ধর্মাবলম্বী, সাইবেরিয়ার লোকেরা গ্রীকমতাবলম্বী এবং এশিয়ার উত্তর-প্রান্তবাসীগণ জড়োপাসক। [হিন্দু, বৌদ্ধ, লামা, মুহম্মদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

পৃথিবীর মধ্যে এশিয়ার লোকেরাই প্রথমে সুসভ্য হন। তাহাদের মধ্যে আর্য্যজাতিরাই গণনাভীত কাল হইতে সম-ধিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। [আর্য্য দেখ।]

এস্তাহার (আরব্য) বিজ্ঞাপন পত্র।

এহ (ত্রি) আ-ঈহ-অচ্। ১ সম্যক্চেষ্টায়ুক্ত। ২ (পুং) জ্ঞো।

এহি (ত্রী) আ-ঈহ-ইন্। সম্যক্ চেষ্টাশীলা ত্রী।

এহীড় (ক্রী) যে সকল কণ্ঠে 'এহি ঈড়ে' এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

এহেতুক (দেশজ) এইজন্য।

ঐ

ঐ ১ ষাদশস্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু। ঐকার দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দ্বিবিধ, এবং উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিতভেদেও ইহার ত্রিবিধ ভেদ, তাহাতে আবার অমু-নাসিক ও অনমুনাশিক এই দ্বিবিধ ভেদ আছে। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে, "ঐকার পরম, দিব্য, মহাকুণ্ডলিনী, কোটি চন্দ্রত্বলা, পঞ্চপ্রাণময়, ব্রহ্মাবিষ্ণু ও রুদ্রময়, বিন্দুত্রয়-যুক্ত এবং সদাশিবময় বর্ণ।" ইহার লেখনপ্রণালী—একা-রের দক্ষিণ ভাগে মধ্যদেশ হইতে একটি উর্দ্ধগত বক্ররেখা দিতে হয়। ঐ সমস্ত রেখার চন্দ্র, ইন্দ্র ও সূর্য্য অবস্থিতি করেন। ইহার মাত্রা ছর্গা, বাণী ও সরস্বতী এই ত্রিবিধ-শক্তিময়ী। (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র)।

তন্ত্রে ঐকারের এই কয়েকটি নাম আছে—লজ্জা, ভৌতিক, কান্তা, বায়বী, মোহিনী, বিভূ, দক্ষা, দামোদরপ্রজ্ঞ, অধর, বিকৃতমুখী, কমান্বক, জগদ্বোনি, পর, পরনিবোধকারী, জ্ঞান, অমৃত, কপদিত্রী, পীঠেশ, অগ্নি, সমাত্তক, ত্রিপুরা, লোহিতা, রাজ্ঞী, বাগ্‌জব, ভৌতিকাসন, মহেশ্বর, ষাদলী, বিমল, সরস্বতী, কামকোট, বামজাহ্নব, অংগমান, বিজয় ও জটা। বীজবর্ণাভিধানোক্ত নাম—দন্তাত্ত ও বোনি।

(নানানুভূতৌ ভৌতিককণ্ঠধরো দামোদরত্বথা।

বাগীশো বর্ষতরদা ঐকারত্রিপুরত্বথা ॥ মাতৃকাকোব।)

২ ধাতুর অমুবদ্ধবিশেষ, ঐকার অমুবদ্ধযুক্ত বস্তুনির্দেশ মধ্যে পঠিত; তাহাতে ঐ সকল ধাতুর লিট্ প্রভৃতি বিভ-ক্তিতে সম্প্রসারণ হইয়া থাকে।

ঐ (অব্য) এতীতি, আ-ইণ্-বিচ্। ১ আহ্বান। ২ আমন্ত্রণ। ৩ স্বরণ।

(ঐ শব্দো দৃষ্টতে হৃতৌ নৃত্যামন্ত্রণয়োঃপি। মেদিনী।)

৪ সোধোদন। ৫ দূরস্থ বস্তুবোধক।

ঐ (পুং) এতি প্রাপ্তোতি সর্কম্, আ-ইণ্-বিচ্। মহেশ্বর।

(ঐকারো না বিরূপাক্ষঃ। ইত্যেকাক্ষরকোষ।)

ঐক (ত্রি) এক-স্বার্থে অণ্। ১ একার্থবোধক। ২ এক স্বাক্ষর।

ঐকতান (ক্রী) একতান-অণ্। বাদ্যবিশেষ; কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র একস্বরে বাদিত হইলে, তাহাকে ঐকতান বলে।

ঐকতানবাদন (ক্রী) কতকগুলি ভিন্নজাতীয় যন্ত্র বিভিন্ন গ্রামের স্বরসংযোগে এককালে বাদিত হইলে ঐকতানবাদন কহে। আমাদের দেশে "আখড়াই বাদ্য" "নৌবত"* ও রোসন-চৌকী" প্রভৃতি অনেক প্রকার বাদ্য প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের যুগপৎ স্বরসংযোগ না থাকায়, উহারা ঐকতানবাদন মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, মহাদেব চারিহস্তে রুদ্রবীণা, ডমরু প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র যুগপৎ বাজাইতেন, সুতরাং তাহা একপ্রকার ঐকতান-বাদন বলা অসম্ভব নয়; কিম্বা রামা-রণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম এবং অপরূপ পুরাণ ও উপপুরাণে দেবাসুর প্রভৃতির যে সকল যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে বিবিধ জাতীয় যুদ্ধযন্ত্র এককালে বাদিত হইত, সুতরাং তাহাকেও একপ্রকার ঐকতানবাদন বলা অযুক্ত নহে।

ঐকতানবাদন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক। অনাবৃত স্থানে বাজাইতে হইলে বৃহদাকৃতিযন্ত্রনিঃসৃত উচ্চস্বরের আবশ্যক, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অর্থাৎ বংশী, বীণা, বেহালা, এসবার প্রভৃতি বাজাইলে সুমিষ্ট লাগে। বিরাট-পর্কের বিরাট রাজহুহিতা উত্তরার সঙ্গীতশালা আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদনের অভ্যন্তর দৃষ্টান্তস্থল।

হিন্দুরাজগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঐকতান-বাদনের আদর করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের নানাস্থানে মন্দির ও ওহাটৈত্যা প্রভৃতিতে খোদিত মূর্তিসকল

* করা, হালি ও বাহারি আজন্ম তোরনের* ও পারস্ত কোণারপ্রভে দেখা আছে যে সেদেশের বাহশাহ 'নৌবত' প্রচলন করেন।

দর্শন করিলে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। নানা প্রকার সঙ্গীত যন্ত্র এই সকল মূর্তি সহিত খোদিত বা অঙ্কিত রহিয়াছে। [যন্ত্র, বাদ্য, সঙ্গীত প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

মুসলমান রাজাদিগের সময়ে ঐকতান সঙ্ঘঙ্গীয় অধিকাংশ যন্ত্র হিন্দুদিগের এবং অল্পাংশ যন্ত্র পারস্য আরব প্রভৃতি দেশ-রাসীদিগের নিকট হইতে লইয়া নূতনরূপ ঐকতান-বাদনের সৃষ্টি হয়। সম্রাট আকবরের নাকারাদানা অর্থাৎ নাগারা-শালার ঐকতান-বাদনের জন্ত নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত। যথা—(১) কুবর্গী ইহার সাধারণ নাম দামামা। এই যন্ত্র অন্যান্য আঠার ঘোড়া থাকিত।

(২) চল্লিশটা নাকারা অর্থাৎ নাগারা।

(৩) চারিটি ডুহল।

(৪) অন্যান্য চারিটা করণা; এই যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা অস্ত্র কোন ধাতব পদার্থে নির্মিত।

(৫) ভারতবর্ষীয় এবং পারস্যদেশীয় সর্গা। এই যন্ত্র নয়টি এক সঙ্গে বাদিত হইত।

(৬) ভারতবর্ষীয়, পারস্যদেশীয় এবং যুরোপীয় নাকির যন্ত্র।

(৭) গোশূলাকৃতি পিত্তলের শিং অর্থাৎ শূল যন্ত্র।

(৮) তিন ঘোড়া সীজ অর্থাৎ বৃহৎ করতাল।

সম্রাট আকবর শাহ ঐকতান-বাদনের উন্নতির জন্ত নিজে খোয়ানি জমাইত স্থরে দুই শতাধিক গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক সুবিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিতেন, বিশেষতঃ নাগারা বাদন ক্রিয়ায় তিনি সাতিশর বিচক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

আসিরীয় এবং বাবিলীয় জাতিদিগের কর্তৃক দেবপূজা এবং মঙ্গলকার্যে সঙ্গীত বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। তন্ত্ৰ-দেশীয় খোদিত প্রতিমূর্তি এবং রাজা নেবুকাডনেজার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণনির্মিত বেল দেবতার নিকট সঙ্গীত উপাসনাদির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়;—

“তখন জনৈক রাজদূত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে মানব-গণ! যখন তোমরা বংশী প্রভৃতি শুষ্ক যন্ত্রের, বীণা প্রভৃতি তন্ত যন্ত্রের, ঢাকা প্রভৃতি আনন্দ যন্ত্রের, এবং ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, তখন মহারাজ নেবুকাডনেজারের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমূর্তি বেল দেবতার নিকট সকলে প্রণত হইবে।” (Daniel. III. 4, 5)

উপরি উক্ত দেশদ্বয়ের রাজারা আমোদের জন্ত রাজ-সভাতেও সঙ্গীতচর্চা করিতেন। কারণ জানা গিয়াছে যে, বিন্দুসারী রাজা দরায়ুস যখন ভবিষ্যৎকাল দানিয়েলকে

সিংহ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণাদে প্রভাগমন করেন, তখন তিনি অনাহারে এবং ঐকতান-বাদনাদি শ্রবণ না করিয়া রাজি বাপন করিয়াছিলেন। (Dan. VI. 18) ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট ঐকতানিক যন্ত্রসকল বাদিত হইত।

আসিরীয় ও বাবিলীয়দিগের জ্ঞান জেরুসালেম রাজ-সভাতেও ঐকতানিক সঙ্গীত হইত। দায়ুদ ও সলোমন ভূপালদ্বয়ের সময়ে ইহা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মন্দিরস্থ ধর্ম-সঙ্ঘঙ্গীয় বহুসংখ্যক বাদক ও গায়ক ব্যতীত রাজকীয় ঐকতান ছিল। দায়ুদ-পুত্র সলোমন পার্শ্ব-ভোগবিলাসের অসারতা ও অস্থায়িতা সঙ্ক্ষে তদীয় ঐক-তানের উল্লেখ করিয়াছিলেন;—“আমি নানাপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের জ্ঞান পুংগায়ক, স্ত্রী-গায়িকা এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্র-ব্যবসারীদিগের দ্বারা নানাপ্রকার আনন্দ অমুভব করিয়া-ছিলাম।” (Eccles. II. 8)

অধুনা পারস্যদেশে হার্প (Harp) যন্ত্র প্রায় দেখা যায় না বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা ঐকতানিক যন্ত্রসমূহের মধ্যে উচ্চদরের যন্ত্র ছিল। সার রবার্ট কার্-পোর্টার (Sir Robert Ker-Porter)। কারমান্শা নগরীর নিকটস্থ তক্তিবোস্তা পর্বতে এতৎসংঘঙ্গীয় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত মূর্তি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, ৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষে পারস্যদেশীয় রাজা খসরু পারভিজ কর্তৃক স্থাপিত। এই মূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি মূর্তি দুইটি উন্নত থিলানে সজ্জিত ছিল। আসিরীয়-দিগের খোদিত প্রতিমূর্তির জ্ঞান আর কতকগুলি জীলোক নোকোরোহে হার্প যন্ত্র বাজাইতেছে। বটিং সাহেবও পারস্যদেশীয় বীণকতানবাদন (Harp Concert) সঙ্ক্ষে অনেক বলিয়াছেন। (Bunting's Historical and Critical Dissertation on the Harps in his "General Collection of the Ancient Music of Ireland.")

উপরে কথিত হইল, ৬০০ খৃষ্টাব্দে পারস্যদেশে ঐকতান প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত, এসকল মূর্তির মধ্যে একটি মূর্তি ব্যাগ-পাইপ বাজাইতেছে দৃষ্ট হয়; এই যন্ত্র ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে নাগবন্ধ যন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। আসিরীয়, হিব্রু, রোমক ও গ্রীক জাতিরাও এই যন্ত্র অবগত ছিল।

হিরোডোটাস্ (৪৮৪ খৃঃ পূঃ) বলেন যে, মিসরীয়দিগের দেবোদ্দেশে বাৎসরিক পর্কাহ সমূহের মধ্যে বুবস্তিস্ নগরে দারানা দেবীর পূজার্থ মেলা হইত। ঐ মেলায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নোকোরোহ করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিত এবং

সেই সময়ে কতকগুলি পুরুষ বংশী এবং কতকগুলি রমণী কুজ চক্ৰা যুগপৎ বাজাইত। অবশিষ্ট পুরুষ ও জীলোকেরা করতালি দিয়া আনন্দমুচক ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিত।

প্রাচীন মিসরে হার্প, তাম্বুরা, ফ্লুট প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদন প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে বার্লিন এবং লিডেন নগরের চিত্রশালায় একটি খোদিত দৃশ্য আছে। লেপসিয়াস বগেন প্রাচীন মিসরীয়েরা শুদ্ধ কতকগুলি বংশী-সারাও ঐকতানবাদন করিত। (Lepsius's Egyptian Antiquities) বংশী ঐকতানের একটি খোদিত দৃশ্য গিজের পিরামিডের তলস্থিত সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। লেপসিয়াসের মতে উহা খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসরেরও পূর্বের হইবে।

ঐকধ্যম্ (অব্য) এককালে, একেবারে।

ঐকপত্য (ক্লী) একপতেভাবঃ-ব্যঞ্। ১ চক্রবর্তিভ, একাধিপত্য।

ঐকপদিক (ত্রি) একপদিন্ পদে ভবঃ, এক-পদ-ঠঞ্। ১ একপদজ। ২ একস্থানোৎপন্ন। ৩ বাক্যবিশেষ।

ঐকপদ্য (ক্লী) একপদন্ত ভাবঃ, একপদ-ব্যঞ্। অনেক পদের একরূপ অর্থ বোধ করান।

ঐকভাব্য (ক্লী) একে ভাবো যন্ত, তন্ত ভাবঃ; একভাব-ব্যঞ্। একস্বভাবতা।

ঐকমত্য (ক্লী) একং মতং যোবাং তেবাং ভাবঃ; একমত-ব্যঞ্। ১ একরূপ অভিপ্রায়। ২ সমান সম্মতি। ৩ (ঐক-মত্যমজ্ঞাতি, ইতি অচ্) (ত্রি) একমত যুক্ত।

ঐকরাজ্য (ক্লী) একরাজন্ত ভাবঃ, একরাজ-ব্যঞ্। একাধিপত্য, চক্রবর্তিতা।

ঐকলব্য (পুং) একব্যঃ অপত্যম্, একলু-ব্যঞ্। একলু নামক ঋষির-পুত্র।

ঐকবাক্য (ক্লী) একবাক্যন্ত ভাবঃ, একবাক্য-অণ্। ১ একরাক্যতা। ২ একবিষয়ে বহুজনের মতের একতা হওয়া।

ঐকশতিক (ত্রি) একশতমস্যাতি, একশত-ঠঞ্। বাহার একশত সংখ্যক বস্তু আছে।

ঐকশফ (ত্রি) একশকন্ত ইদং, একশক-অণ্। জোড়া ধূর-যুক্ত পশু সম্বন্ধীয়।

ঐকশ্রুত্য (ক্লী) একা শ্রুতি র্থজ, তন্ত ভাবঃ, ঐকশ্রুত-ব্যঞ্। উদাত্ত অহুদাত্ত ও ব্রহ্মিত এই ত্রিবিধ স্বরের সন্নিবৃত্ত ব্রহ্মবিশেষ।

ঐকসহস্রিক (ত্রি) একসহস্রমস্তাতি, একসহস্র-ঠঞ্। একসহস্র সংখ্যক বস্তু বাহার আছে।

ঐকাগারিক (ত্রি) একসহস্রমাগারং প্রয়োজনমন্ত একাগারি-ইকট্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। (ঐকাগারিকট্টোরে। পা ৫। ১। ১১৩।) ১ চোর। ২ একগৃহবাসী।

ঐকাগ্র (ত্রি) একাগ্র-স্বার্থ-অণ্। একাগ্রচিত্ত, বাহার চিত্ত একবিষয়ে আসক্ত।

ঐকাগ্র্য (ক্লী) একাগ্রন্ত ভাবঃ, একাগ্র-ব্যঞ্। একাগ্র-চিত্ততা।

ঐকাক্স (ক্লী) একাক্সন্ত ভাবঃ, একাক্স-অণ্। ১ একাক্ষতা। ২ শরীরের সাদৃশ্য।

ঐকাত্ম্য (ক্লী) একআত্মা স্বরূপং যন্ত, তন্ত ভাবঃ, একাত্ম-ব্যঞ্। ১ ঐক্য। ২ একস্বরূপতা।

ঐকার্থ্য (ক্লী) একার্থন্ত ভাবঃ, একার্থ-ব্যঞ্। ১ একার্থের স্থাপনা। ২ একপ্রয়োজন।

ঐকাদশিন্ (ত্রি) একাদশানাং সজ্জঃ, একাদশ-ইনি। দেবতা সহিত একাদশ যাজ্ঞিক পশুবিশেষ।

ঐকাদিকরণ্য (ক্লী) একাদিকরণস্য ভাবঃ, একাদিকরণ-ব্যঞ্। ১ সমানাদিকরণতা। ২ তুল্যবিভক্তিবৃদ্ধ পদবয়ের অর্থের অভেদ-বোধকত্ব।

ঐকান্তিক (ত্রি) একান্তমবশ্যং ভাবী, একান্ত-ঠঞ্। ১ নিশ্চিত। ২ প্রগাঢ়। ৩ দৃঢ়। ৪ অত্যন্ত।

ঐকান্তিক (ত্রি) একমন্তঃ বৃত্তং অধ্যয়নে অন্ত। (কর্ম্মা-ধ্যয়নে বৃত্তম্। পা ৪। ৪। ৬৩।) ইতি ঠক্। বাহার অধ্যয়নকালে বিপরীত উচ্চারণ হয় বা উচ্চারণ স্থগিত হয়, সেইরূপ কুছাত্র।

ঐকাহিক (ত্রি) একাহে ভবঃ, একাহ-ঠক্। ১ একদিন সাধ্য। ২ একদিন অন্তরে উৎপন্ন।

ঐকাহিকজ্বর (পুং) একাহভবো ঠক্। ঐকাহিকো জ্বরঃ, কর্ম্মধা। একদিন মধ্যে বাদ দিয়া যে জ্বর প্রকাশ পায়। বৈদ্যকে ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে।

(“তৃতীয়কন্ত ত্রীয়েহহি চতুর্থহি চতুর্থকঃ।” মাধব নিঃ।)

ইহার ঐবধ—‘কাকজল্যা, বলা, শ্রামা, ব্রহ্মদত্তী, কৃতাজলি, পূন্নিপর্ণী, অপার্মাণ ও ভূজরাজ ইহার অন্ততম কোন একটির মূল পুষ্যানক্ষত্রে যত্নপূর্বক তুলিয়া রক্তবর্ণ সূতার দ্বারা বাঁধিয়া দিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়। বিছুটির মূল ১৪০ দেড় খণ্ড বাসিজলের সহিত পেচন করিয়া পান করিলে, অথবা ঐ মূল মত্তকে বাঁধিলে ঐকাহিক জ্বর আরোপ্য হয়।

ঐক্য (ক্লী) একন্ত ভাবঃ, এক-ব্যঞ্। ১ একতা। ২ সাদৃশ্য।

ঐকব (ত্রি) ইকোবিকারঃ, ইকু-অণ্। ইকুবিহার, ভুজাশি। [ইকুদেব।]

ঐক্ষুক (ত্রি) ইক্ষৌ সাধু-ইক্ষু-ঠক্ নিপাতনাৎ সাধু। ইক্ষু-বর্জক ক্ষেত্রাদি, বাহাতে ইক্ষু ভাল হয়।

ঐক্ষুভারিক (ত্রি) ইক্ষুভারঃ বহতি, ইক্ষুভার-ঠক্। ইক্ষুবাহক।

ঐক্ষুক (পুং) ইক্ষুকোরপত্যম্। ইক্ষুকু-অণ্। ইক্ষুকু-বংশীয়।

ঐক্ষুদ (ক্লী) ইক্ষুদ্যাঃ ইদম্, ইক্ষুদী-অণ্। ইক্ষুদী বৃক্ষের ফল। এই ফল হইতে একরূপ তৈল উৎপন্ন হয়, ঋষিগণ তাহাই ব্যবহার করিতেন।

ঐচ্ছিক (ত্রি) ইচ্ছয়া নিবৃত্তঃ ইচ্ছা-ঠক্। ইচ্ছাধীন, যাহা ইচ্ছাপূর্বক করা হয়।

ঐড় (পুং) এড়া অন্ত্যত্র। এড়া-অণ্। এড়াশব্দ যুক্ত অধ্যায় বা অনুবাক্।

ঐড়ক (পুং) এড়ক-বার্ধে-অণ্। ১ মেঘাকার পদ্মবিশেষ। ২ (ত্রি) মেঘসম্বন্ধীয়।

ঐড়বিড় (পুং) ১ কুবের। ২ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিক্ষেপিত হওয়ার পর নাড়ীকবচ ক্ষত্রিয়-কুলের মূলস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র ঐড়বিড়। (ভাগবত। ৯।৯।৩২।)

ঐড়ুক (ক্লী) এড়ুক এব, বার্ধে অণ্। [এড়ুক দেখ।]

ঐণ (ত্রি) এণস্ত ইদং, এণ-অণ্। মৃগসম্বন্ধীয়, মৃগচর্চা প্রভৃতি।

ঐণিক (ত্রি) এণং মৃগং হতি, এণ-ঠক্। মৃগহস্তা ব্যাধ, সিংহ প্রভৃতি।

ঐণীপচন (ত্রি) ঐণীপচনদেশে ভবঃ, ঐণীপচন-অন্। ঐণী-পচনদেশীয়। [ঐণীপচন দেখ।]

ঐণেয় (ত্রি) এণ্যা ইদম্, ঐণী-টঞ্। ১ মৃগসম্বন্ধীয় চর্চাদি। ২ রতি বন্ধবিশেষ।

ঐণিনেয় (পুং) বেদের শাখাবিশেষ।

ঐতরেয় (পুং) ঐতরেদেব শাখাবিশেষ। ভাষ্যকারদিগের মতে মহিদাস ঐতরেয় নামক একজন ঋষি এই শাখার প্রবর্তক। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে, মহিদাস ঐতরেয় পূর্ণজান লাভ করিয়াছিলেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের মতে “ইতরার্য্য অপত্যং ঐতরেয়ঃ”

অর্থাৎ ইতরার্য্য পুত্র বলিয়া ইহার নাম ঐতরেয়।

সায়ণাচার্য্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যের উপক্রমণিকায় মহিদাস ঐতরেয়ের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

“কোন মহর্ষির অনেকগুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে একজনের নাম ইতরা, তাঁহার মহিদাস নামে এক পুত্র জন্মে। ‘অরণ্য-

কাণ্ডোক্ত’ তিনিই ‘মহিদাস ঐতরেয়’। মহর্ষি অপর পত্নীর পুত্রদিগকে ভালবাসিতেন, কিন্তু মহিদাসকে দেখিতে পারিতেন না। কোন যজ্ঞসভার তিনি মহিদাসকে উপেক্ষা করিয়া অপর পুত্রগণকে কোলে করেন। ইতরা আপনায় পুত্রের স্নানযুগ দেখিয়া আপন কুলদেবতা ভূমির কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন ভূমিদেবতা দিব্যমূর্তি ধরিয়া যজ্ঞসভার আবির্ভূত হইলেন, মহিদাসকে দিব্য সিংহাসন প্রদান করিয়া এবং সেই সিংহাসনে বসাইয়া সকল পুত্র অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত হইবে এবং এই (ঐতরেয়) ব্রাহ্মণের প্রতিভাষণরূপ বর প্রদান করিলেন।”

একণে ঐতরেয় শাখার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায়।

ঐতিকায়ন (পুং) ইতিকস্ত ঋষেরপত্যম্, ইতিক-কক্। ইতিক ঋষি বংশীয়।

ঐতশ (পুং) ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ। ইনি ‘ঐতশ প্রলাপ’ নামক বৈদিক গ্রন্থের প্রণেতা।

ঐতিশায়ন (পুং) ইতিশস্ত ঋষেরপত্যম্, ইতিশ-কক্। ইতিশ ঋষিবংশীয়।

ঐতিহাসিক (ত্রি) ইতিহাসাদাগতঃ, ইতিহাস-ঠক্। ১ ইতিহাসগ্রন্থ হইতে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। ২ (ইতিহাসং বেত্তাধীতে বা ঠক্) ইতিহাসবেত্তা। ৩ ইতিহাসপাঠক।

ঐতিহ্য (ক্লী) ইতিহ-বার্ধে ঞ্যঃ, (অনস্তাবসথেন্ধিতৈভব-জা ঞ্যঃ। পা ৫।৪।২৩।) পারম্পর্য্য উপদেশ, বহুদিন হইতে বহুযুগে যে উপদেশ বাক্য চলিয়া আসিতেছে। ইতিহ্য।

(“ঐতিহ্যং নাম আশ্রোপদেশো বেদাদিঃ।” চরক।)

পৌরাণিকদিগের মতে ঐতিহ্য একটি প্রমাণ। এই বটবৃক্ষে বক্ষিণী বাস করে এইরূপ পরম্পরাগত বাক্যই ঐ বৃক্ষে বক্ষিণীবাসের প্রমাণ।

ঐদংমুগীন (ত্রি) অগ্নিন্ যুগে সাধু, ইদংমুগ-থঞ্। এই যুগের উপযোগী।

ঐনস (ক্লী) এন এব, বার্ধে অণ্। পাপ।

ঐন্দব (ক্লী) ইন্দুদেবতা হস্ত, ইন্দু-অণ্। ১ মৃগশিরা নক্ষত্র। ২ (ত্রি) চক্রেসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ চাক্ষুর্য্য নামক ব্রতবিশেষ। ৪ চাক্ষুস্য।

ঐন্দবী (ক্লী) ঐন্দব-ভীপ্। সোমরাজী নামক বৈদ্যকোক্ত জব্যবিশেষ।

ঐন্দ্র (ক্লী) ইন্দ্রো দেবতা হস্ত, ইন্দ্র-অণ্। ১ জ্যোতীর্নক্ষত্র। ২ মূলবিশেষ, সাধারণতঃ বনজাদি বৃক্ষে; ইহার সংস্কৃত-পর্যায়,—বনার্জিকা, বনজা ও অরণ্যনার্জিকা। বৈদ্যক মতে

ইহার গুণ, কটু, অন্ন, কচি, বল ও অগ্নিকারক। (রাজ-নির্ঘণ্ট) ৩ (ত্রি) ইন্দ্রস্বকীয়। ৪ ইন্দ্রের উদ্দেশে আহত হবিঃ প্রভৃতি। ৫ (পুং) ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, অর্জুন ও বালিবানর প্রভৃতি। ৬ ইন্দ্রকৃত ব্যাকরণ। ৭ বৃষ্টির জল।

ঐন্দ্রজালিক (পুং) ইন্দ্রজালেন ক্রীড়তীতি, ইন্দ্রজাল-ঠক্। ইন্দ্রজালকারক, বাজীকর। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,— প্রতীহারক, মার্যাকারক, কোহৃতিক, মারাবী, ব্যাসক, মারী ও মায়িক।

ঐন্দ্রদ্যুম্ন (ক্লী) ইন্দ্রদ্যুম্নমধিকৃত্য কৃতমাধ্যানং। ইন্দ্রদ্যুম্ন-অণ্। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত ঘটিত মহাভারতের আখ্যান-বিশেষ।

ঐন্দ্রলুপ্তিক (ত্রি) ইন্দ্রলুপ্ত-ঠক্। টাকরোগবিশিষ্ট। খল্লোট, থলতি।

(খলতিস্ত খলোট ঐন্দ্রলুপ্তিকঃ। হেম ৩। ১১৬।)

ঐন্দ্রবায়ব (ত্রি) ইন্দ্রবায়ু দেবতে অস্ত্র; ইন্দ্রবায়ু-অণ্। ১ ইন্দ্রবায়ু স্বকীয় হবিঃ প্রভৃতি। ২ ইন্দ্রবায়ু স্বকীয়।

ঐন্দ্রশর্শ্ব (পুং) ইন্দ্রশর্শ্বণো-২পত্যম্ পুমান্-ইঞ্। ইন্দ্রশর্শ্ব নামক রাজার পুত্র।

ঐন্দ্রশির (পুং) হস্তবিশেষ। (রামায়ণ ২। ৭০। ২২।)

ঐন্দ্রসেনি (পুং) ইন্দ্রসেনস্ত্র অগত্যম্ পুমান্, ইঞ্। ইন্দ্র-সেননামক নরপতির পুত্র।

ঐন্দ্রাশ্ব (ত্রি) ইন্দ্রাশ্বী দেবতে অস্ত্র, অণ্। ১ ইন্দ্রাশ্বস্বকীয়। ২ ইন্দ্র ও অগ্নি উদ্দেশে আহত হবিঃ প্রভৃতি।

ঐন্দ্রাপোষ (ত্রি) ইন্দ্রাপোষণো দেবতে অস্ত্র অণ্। উপধা অতো লোপশ্চ। ১ ইন্দ্র ও সূর্যস্বকীয়। ২ ইন্দ্র ও সূর্য উদ্দেশে আহত হবিঃ প্রভৃতি।

ঐন্দ্ররাণ (পুং) ইন্দ্ররাণ্যতাম্ পুমান্, ইন্দ্র-ফক্। ইন্দ্রের পুত্র।

ঐন্দ্রায়ুধ (ত্রি) ইন্দ্রপ্রদত্তং আয়ুধং যজ্ঞ, বহুব্রী। ইন্দ্র-প্রদত্ত অস্ত্রবিশিষ্ট।

ঐন্দ্রাবৈষ্ণব (ত্রি) ইন্দ্রবিষ্ণু দেবতে অস্ত্র অণ্। ইন্দ্র ও বিষ্ণু স্বকীয় চক্র প্রভৃতি।

ঐন্দ্রাসৌম্য (ত্রি) ইন্দ্রসৌম্যো দেবতে অস্য ব্যঞ্। ইন্দ্র ও সৌমস্বকীয়।

ঐন্দ্রি (পুং) ইন্দ্রস্যাগত্যম্ পুমান্, ইন্দ্র-ইঞ্। ১ ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত। ২ অর্জুন। ৩ বালিবানর। ৪ কাক।

ঐন্দ্রিয় (ত্রি) ইন্দ্রিয়েণ প্রকাত্তে, ইন্দ্রিয়-অণ্। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃত বস্তু, প্রত্যক্ষ বস্তু।

ঐন্দ্রিয়ক (ত্রি) ইন্দ্রিয়েণ অহুত্বতে, ইন্দ্রিয়-বৃঞ্। ১ প্রত্যক্ষ। ২ ইন্দ্রিয়গ্রাহ। (পুং) ৩ ইন্দ্রিয়ালিঙ্গ ব্যাবিশেষ।

শব্দাদি বিষয়ের মিথ্যাযোগ, অভিযোগ ও অব্যয় অস্ত্র ইন্দ্রিয়ে বে ব্যাবি উপস্থিত হয়, তাহাকে ইন্দ্রিয় ব্যাবি বলে। (চরক।)

ঐন্দ্রী (ক্লী) ইন্দ্রস্যা ইন্দ্ৰম্, ইন্দ্র-অণ্-জীপ্। ১ শচী। ২ দুর্গা। ৩ ইন্দ্রবাক্যী, রাখালশশা। ৪ পূর্বদিক্। ৫ এলাচ।

ঐন্দ্রন (ত্রি) ইন্দ্রনব্য ইন্দ্ৰম্ ইন্দ্রন-অণ্। ইন্দ্রনস্বকীয়, কাঠস্বকীয়।

ঐন্দ্রায়ন (পুং) ইন্দ্রস্য ঋষেরপত্যম্ পুমান্-কক্। ইন্দ্রনামক ঋষিবংশীয়।

ঐন্দ্ৰ (ত্রি) ইনে সূর্যে স্বামিনি বা ভবঃ, ইন্-ণ্য। ১ সূর্য-ভব। ২ স্বামিভব।

ঐন্দ্ৰ (পুং) বাবদিগ্ জাতি। এই জাতি দাক্ষিণাত্যের কুর্গ প্রদেশে বাস করে। ইহারা চুতার ও কামারের কার্য করে। ইহাদের মধ্যে ৩০ ঘর আছে। ইহাদের আচার ব্যবহার কোড়গজাতির জায়।

ঐভাবত (পুং) ইভাবতোহপত্যম্ পুমান্-অণ্। ইভাবত নামক ঋষির পুত্র।

ঐভী (ক্লী) ইভ ইত্যাখ্য যজ্ঞাঃ, ইভ-অণ্-জীষ্। (প্রজা-দিত্যশ্চ। পা ৬। ৪। ৩৮।) হস্তিযোবা লতা।

ঐম্বকুল বা গোলা। দাক্ষিণাত্যের নীচজাতিবিশেষ। ইহারা কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের গোষাক কোড়গজাতির মত, কিন্তু কোড়গদিগের সহিত ইহারা বিবাহের আদান প্রদান অথবা আহারাদি করে না। কুর্গপ্রদেশে ছয় প্রকার গোলাজাতি দেখা যায়।

ঐয়ী (পুং) নীচজাতিবিশেষ। ইহারা দাক্ষিণাত্যের মহারা প্রদেশে বাস করে।

ঐয় (ত্রি) ইয়ান্নাঃ ভবঃ, অণ্। ১ অন্নমণ্ড। (ক্লী) ২ ব্রহ্ম-লোকস্থ সরোবরবিশেষ। (ত্রি) ৩ ভূমিজাত। ৪ জলজাত।

ঐয় (পুং) একজন অতি প্রাচীন হিন্দুরাজ।

ঐয়ক্য (ত্রি) এরক্য-ণ্য। এরক্যজাত। [এরক্য বেষ।]

ঐরাবণ (পুং) ইরয়া জলেন বনতি শকারতে, ইরা-বন পচা-দ্যাচ্; অথবা ইরা সুরা বনমুদকং যস্মিন্, তজ্ঞ ভবঃ অণ্। ১ ঐরাবত হস্তী। ২ জৈনমতে অশ্বরূপের সপ্তম বর্ষ। (জৈনধর্মবিংশ ৫। ১৮)

ঐরাবত (পুং) ইরা জলানি সন্ত্যজ, মতৃপ্, মস্য ঋঃ, ইরা-বান্ সমুদ্রঃ, তজ্ঞ ভবঃ অণ্। অথবা ইরাবত্যা বিদ্যুতোহরম্, অণ্। ১ ইন্দ্রহস্তী। ঐরাবত শুক্রবর্ণ, চতুর্ভুজবিশিষ্ট, সমুদ্রমহনকালে উৎপন্ন হয়। এইট পূর্বদিক্গগন। ইহার অপর নাম অন্নমাতক, ঐরাবণ, অন্নমুদক, শ্বেতহস্তী, বরনাগ,

ইজ্জতুল্ল, হস্তিমল্ল, সনাদান, সুনামা, শ্বেতকুল্ল, গলাগ্রী
ও নাগমল্ল। বধা, বিজ্জপুরাণে। ১। ২। ২৫।

“ইজ্জাক্স প্রবোধী বিপ্রো দেবরাজোহপি তং পুনঃ।

আক্কেয়াবতং ব্রহ্মন্! প্রবোধমরাবতীন্।”

২ নাগরজ্জ। ৩ লক্কুচ বৃক্ষ। ৪ নাগবিশেষ।

(ঐরাবতোহব্রহ্মভদ্রে নারকে লক্কুচক্রমে। নাগভেদে চ
পুংসি স্যাৎ। মেদিনী।) ৫ (ইরাবান্ মেঘঃ, তত্র ভবঃ, অণ্
(ক্ৰী) ইজ্জবহুঃ। ৬ (ইরাবতী অণ্) ইরাবতী নদীর
সন্নিকটে দেশ।

ঐরাবতক্ষেত্র (ক্ৰী) কাবেরী নদীতীরস্থ একটি প্রাচীন
তীর্থস্থান। ঐরাবতক্ষেত্র মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

“ইজ্জ বৃজ্জাত্মর বধজনিত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য
এই স্থানে আসিয়া তপস্যা করেন এবং লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন
করেন। ইজ্জের ঐরাবত এই স্থানে শিবের রূপায় পুনর্জীবন
প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য এই স্থানের নাম ঐরাবতক্ষেত্র হইয়াছে।”

ঐরাবতী (ক্ৰী) ইরাবত ইয়ম্, ইরাবৎ-অণ্-ভীপ্। ১
বিদ্যাৎ। ২ ঐরাবত ক্ৰী। ৩ বটপত্রীবৃক্ষ। ৪ উত্তর-
মার্গের নক্ষত্রবিশেষের নামান্তর। ৫ পঞ্চালদেশীয় নদী-
বিশেষ; এই নদীর আধুনিক নাম রাবী, ইহার বেদোক্ত
নাম পরুক্ষী।

ঐরিকিন, (ক্ৰী) এরণ নগরের প্রাচীন নাম। কানিংহাম
সাহেবের মতে, এরণের প্রাচীন নাম এরকেন। [এরণ দেখ।]

ঐরিণ (ক্ৰী) ইরিণে উবরভূমৌ ভবং ইরিণ-অণ্। পাদালু।

ঐরয়েয় (ক্ৰী) ইরা-ঢক্। ১ মধ্য। ২ মজল। ৩ (জি) অন্নাদি।

ঐর্য্য (ক্ৰী) ইর্য্যার হিতম্, ইর্য্য-ব্যঞ্। স্ত্রুপ্রত্যোক্ত অঙ্গন-
বিশেষ।

ঐল (পুং) ইলারা অপত্যম্ পুমান্, ইলা-অণ্। ইলাপুত্র।
ইহার অশ্ব নাম পুঞ্জরবা ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন।

ঐলবালুক (ক্ৰী) এলবালুক-স্বার্থে অণ্। এলবালুক।
[এলবালুক দেখ।]

ঐলবিল (পুং) ইলবিলারা অপত্যম্ পুমান্, ইলবিল-অণ্।
ইলবিলাপুত্র, কুবেয়। (অমর)

ঐলা, (ক্ৰী) নদীবিশেষ। (সহ্যাদ্রিখণ্ড বদরীমাহাত্ম্য ২২ অঃ।)

ঐলাক (জি) ঐলাকাস্য হ্রাঃ অণ্, যজ্ঞলোপঃ। ঐলা-
ক্যার হ্রাঃ।

ঐলিক (পুং) ইলিভাঃ ভবঃ ঠক্। ইলিনীর পুত্র ভংহনামক
রাজা, ইনি হুম্বাদার পিতামহ ছিলেন।

ঐলেন্ন (ক্ৰী) ১ এলবালুক। ২ (ইলারা অপত্যম্ পুমান্)
(পুং) পুঞ্জরবা। ৩ মজল।

ঐশ (জি) ঐশস্য ইয়ম্, অণ্। ঐশসবক্ষীর।

ঐশানী (ক্ৰী) ঐশানস্যেয়ম্, ঐশান-অণ্-ভীপ্। ১ ঐশান
কোণ। ২ শক্তিবিশেষ। ৩ দুর্গা।

ঐশিক (জি) ঐশস্য অয়ম্, ঐশ-ঠক্। ঐশসবক্ষীর।

ঐশী (ক্ৰী) ঐশস্য ইয়ম্, অণ্-ভীপ্। ১ ঐশসবক্ষিনী। ২ দুর্গা।

ঐশ্বরী (ক্ৰী) ঐশ্বরস্য ইয়ম্, অণ্-ভীপ্। ঐশ্বর সঘক্ষিনী।

ঐশ্বর্য্য (ক্ৰী) ঐশ্বরস্য ভাবঃ, ঐশ্বর-ব্যঞ্। ১ ঐশ্বরধর্ম্ম।

ইহার পর্য্যায়—বিভূতি ও ভূতি। ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ,
অগ্নিমা ১, লঘিমা ২, প্রাপ্তি, ৩, প্রাকাম্য ৪, মহিমা ৫,
ঐশিষ ৬, বশিষ ৭ ও কাম্যবসারিতা ৮। ২ সম্পত্তি। ৩
প্রভুত্ব। ৪ শাসনকর্তৃত্ব।

ঐশ্বর্য্যবৎ (জি) ঐশ্বর্য্যমত্যাভ, ঐশ্বর্য্য-মতুপ্, মত্ভ বঃ।
ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

ঐশ্বর্য্যকর্ম্মা [ন] (পুং) ঐশ্বর্য্যঃ কর্ম্ম যত্, বহুব্রী। ঐশ্বর
কর্ম্মযুক্ত।

ঐষমঃ [স্] (অব্য) অষিন্ বৎসরে ইতি নিপাতনাৎ
সাধুঃ; (সম্যঃ পক্ষৎপর্য্যায়ম ইত্যাদি। পা ৫। ৩।
২২।) বর্ত্তমান বৎসরে।

ঐষমস্তন (জি) ঐষমো ভবঃ, ঐষমস্-তন; (ঐষমোহঃ
খসো হস্ততরস্তান্। পা ৪। ২। ১। ৫।) ঐষমসবক্ষীর, এই
বৎসরের।

ঐষমন্ত্য (জি) ঐষমো ভবঃ, ঐষমস্-ত্যাণ্। এই বৎসরের।

ঐষাবীর (জি) দুর্জল, শক্তিহীন।

ঐষীক (ক্ৰী) ইষীকমেব, স্বার্থে অণ্। ১ [ইষীক দেখ।]
২ ইষীক সঘক্ষীর। ৩ মহাতারতোক্ত পরিতবিশেষ।
৪ অস্ত্রবিশেষ।

ঐষুকারী (পুং) ইষুকারস্ত অপত্যম্, ইষুকার-ইঞ্। বাণ
নির্ম্মাতার পুত্র; বাহার বাণ প্রস্তুত করে তৎশীল।

ঐষুকারিতত্ত্ব (ক্ৰী) ঐষুকারিণাং বিষয়ো দেশঃ, ঐষুকারি-
তত্ত্বল্; (ভৌরিক্যাদৈষু কার্য্যাদিত্যো বিধল্ তত্ত্বলৌ। পা
৪। ২। ৫৪।) ১ ঐষুকারিবিষয়। ২ ঐষুকারি দেশ।

ঐষুকার্য্যাদি (পুং) পাণিহ্যুক্ত গণবিশেষ; ঐষুকারি, সার-
স্তারন, চাক্ষারণ, ব্যাক্ষারণ, ত্র্যাক্ষারণ, ঔড়ারন, কোলারন,
খাড়ারন, দাসরিজি, দাসরিজারণ, শৌড়ারণ, দাক্ষারণ, শাঙ্ক-
তারন, তাক্ষারণ, শৌড়ারণ, সৌবীর, সৌবীরারণ, শরত্,
শৌত্, শরত্, বৈশ্বমানব, বৈশ্বধেনব, মড়, তুণ্ডদেব, বিশ্ব-
দেব ও শাপিত্তি; এই সকল শব্দ ঐষুকার্য্যাদি গণান্তর্গত।
ইহাদিগের উত্তর বিধল্ ও তত্ত্বল্ প্রত্যয় হয়।

(ভৌরিক্যাদৈষু কার্য্যাদিত্যো বিধল্ তত্ত্বলৌ। পা ৪। ২। ৫৪।)

ঐষ্টিক (পুং) ইষ্ট-ঠক্। ১ ইষ্টির ব্যাখ্যান গ্রন্থ। ২ বজের হিত-
কর বিষয়। ৩ অন্তর্বেদিক কর্মবিশেষ। (জি) ৪ বজসাদানে সমর্থ।
ঐহলৌকিক (জি) ইহলোকে ভবঃ, ইহলোক-ঠক্। ১
বর্তমান জন্ম সম্বন্ধীয়। ২ মর্ত্যলোক সম্বন্ধী।
ঐহিক (জি) ইহ ভবঃ, ইহ ঠক্। ১ ইহলোকজাত, ইহ-
লোকেয়। ২ ইহলোক সম্বন্ধীয়।

ও

ও ১ অরবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর; ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও
ওষ্ঠ। এই বর্ণ দীর্ঘ ও স্পৃহত্বভেদে দ্বিবিধ; উদাত্ত, অমুদাত্ত ও
অরিত্তভেদে ত্রিবিধ; এবং তাহাতে অমুনাসিক অনমুনাসিক
ভেদে দুই প্রকার। কামধেনুস্তোত্রে লিখিত আছে, ওকার
পঞ্চদেবময়, রক্তবিদ্যুতাকার, ত্রিগুণাত্মক, দৈব, পঞ্চপ্রাণময়,
দেবমাতা এবং পরম কুণ্ডলী। ইহার লিখন প্রণালী—
বামদিক্ হইতে কুণ্ডলী হইয়া দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে
কুঞ্চিত হইবে, তৎপরে অধোদেশে পুনর্বার বামদিক্গামী
হইবে। সেই সকল রেখার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবস্থান।
ইহার মাত্রা ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি। (বর্ণোচ্চার তত্ত্ব।)

ওস্ত্রশাস্ত্রোক্ত ওকারের নাম,—সত্য, পৌষ, পশ্চিমাস্ত্র,
ঐতি, স্থিরা, সন্দ্যোজাত, বাহুদেব, গায়ত্রী, দীর্ঘজ্যক,
আপ্যায়নী, উর্দ্ধদন্ত, লক্ষ্মী, বাণী, মুখী, বিজ, উদ্দেশ-
দর্শক, ভীত, কৈলাস, বজ্রধাক্কর, প্রণবঃ, ব্রহ্মহুত্র, অজেশ,
সর্বমঙ্গলা, ত্রয়োদশী, দীর্ঘনাশা, রতিনাথ, দিগম্বরী, ত্রৈলোক্য-
বিজয়া, প্রজ্ঞা ও প্রীতি বীজাদিকর্ষিণী। মাতৃকাস্ত্রে উর্দ্ধ-
দন্ত পঙক্তিতে স্থাপন করা হয় বলিয়া, অভিধানে 'উর্দ্ধদন্ত-
পঙক্তি ওকারের একটি নাম।

২ ধাতুর অমুবন্ধবিশেষ, (ও নিষ্ঠাতনঃ। কবি* ক্র*)

ও (অব্য) ১ সম্বোধন। ২ আহ্বান। ৩ স্বরণ। ৪ অমুকল্পা।
(ও সম্বোধন আহ্বানে স্বরণে চাষুকল্পনে। মেদিনী।)

ও (পুং) ১ ব্রহ্মা। ২ (দেশজ) অগ্রবর্তী ব্যক্তি বোধক।
৩ ইতর শ্রেণীর জীগণ স্বামীর উদ্দেশে 'ও' শব্দ প্রয়োগ
করিয়া থাকে।

ও (অব্য) ওকার, প্রণব। [ওন্ দেখ।]

ওআওআ (দেশজ) বৃকবিশেষের নাম। (Tetranthera
fruticosa.)

ওআক (অব্য) ১ বহন বেগের শব্দ। ২ বকবিশেষ। ৩ বক-
বিশেষের অব্যক্ত শব্দ।

ওআকবক (দেশজ) বকবিশেষ। (Gallinula rhytorax.)

ওআড় (দেশজ) লেপ, তোবক, বালিশ প্রভৃতির আবরণ বস্ত্র।

ওক (ক্ৰী) উচ-ক, নিপাতনাং সাধুঃ। ১ গৃহ। ২ আশ্রয়।
ও (পুং) পক্ষী। ৪ (পুং) শূত্র, বৃবল।

ওকঃ [স্] (ক্ৰী) উচ্যতে সমবৈতি অনিন্, উচ-অনিন্।
১ আশ্রয়। ২ গৃহ। ৩ স্থান।

ওকণ (পুং) কেশকোট, উকুণ।

ওকণি (পুং) মৎকুণ, উকুন।

(ওকণঃ পুমান্ ওকণিষ্ঠাপি না যুকে। শব্দার্থ।)

ওকরী (ক্ৰী) রাজগৃহের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।

ওবিষ্য পুরাণান্তর্গত ব্রহ্মধণ্ডে লিখিত আছে—

“কলিযুগের মধ্যে এখানে শতজীবী কুবকজাতি বাস
করিবে। কলিকালে ওকরীর নারীগণ বেস্তা ও বিজগণ
বেস্তাবৃত্তিপরায়ণ হইবেন। এখানকার লোকেয়া পাপের
জন্ত সর্পাঘাতে বিনষ্ট হইবে।” (ব্রহ্মধণ্ড ৩৩। ৫০-৫২ শ্লোকঃ)

ওকার (পুং) ও। “বর্ণস্বরূপে কারতকারো।” ইতি কারঃ।

ও [ও দেখ।]

ওকালৎ (আরব্য) উকিলের কার্য।

ওকালতী (আরব্য) উকিলের ব্যবসার।

ওকালৎনামা (পারস্ত) উকিলের নিয়োগ পত্র।

ওকিবন্ (জি) উচ কহু। সমবেত, একত্রিত।

ওকুল (পুং) উচ-উলচ্, নিপাতনাং সাধুঃ। অর্দ্ধগন্ধ। অপক
গোধূম। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ,—শুক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর,
বলকারক, রক্ত ও বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক এবং মত্ততা
বর্দ্ধক।

ওকোদনী (ক্ৰী) ওকঃ আশ্রয়স্থানমদনং যন্তাঃ, বহুব্রী-
ভীপ্। যুক, উকুণ।

ওকোদশানী (ক্ৰী) প্রাচীর।

ওকণী (ক্ৰী) ওচ-কণ অচ্-ভীপ্। উকুণ।

ওখলডাঙ্গা (দেশজ) উত্তরপশ্চিমের কুমায়ুন প্রদেশের মধ্যবর্তী
একটি গ্রাম। মোরলাবাদ হইতে আলমোরা যাইবার পথে,
কোশীলা নদীর ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ১৪' ২০" উঃ,
দেশা ৭৯° ৩৯' পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। এই
স্থানে অতি উৎকৃষ্ট চাউল পাওয়া যায়।

ওখানে (দেশজ) ঐখানে, অগ্রবর্তী স্থানে।

ওগণ (জি) অবগণ্যতে, অব-গণ-কর্মণি-ক, সম্প্রসারণক।
অবগণ্য, অপ্রজ্ঞা সহকারে যাহাকে গণনা করা হয়।

ওগীয়স্ (জি) উগ্র, অভ্যন্ততেন্দ্রী।

ওগো (দেশজ) সম্বোধনম্বচক পদ।

ওঘ (পুং) উচ-ঘঞ, পুৰোধনাদিঘাৎ সাধুঃ। ১ সমুহ। ২
নদীবৈগ। ৩ পরম্পরা। ৪ উপদেশ। ৫ ক্রতনৃত্য।

(—ওঙ্কার বেগে জনতঃ। বৃক্ষে পরম্পরায়াক্রম-
নৃত্যোপদেশয়োঃ। মেদিনী)

ওষদেব, (পুং) প্রাচীন শিলালিপি বর্ণিত উচ্চকরের
একজন মহারাজ, ইহার পত্নী কুমারদেবী (Inscriptionum
Indicarum Vol. III. 119.)

ওষরথ (পুং) রাজবিশেষ, ওষবান্ নৃপতির পুত্র।

ওষবৎ (ত্রি) ওষঃ জলবেগাদিরন্ত্যন্ত, ওষ-মতৃপ, মন্ত বঃ।
১ জলবেগাদিযুক্ত। (পুং) ২ রাজবিশেষ, ইনি ওষরথের
পিতা। (ভারত অমৃ ২ অঃ।)

ওষবতী (স্ত্রী) মহাতারতোক ওষবান্ রাজার কন্যা; ইনি
স্বামীর আজ্ঞাহুসারে বিজয়পথারী অতিথি ধর্মকে আত্মা পর্য্যন্ত
প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান
করেন, তদনুসারে তিনি লোকের উপকারার্থ অর্জুনেদের দ্বারা
নদীতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ভারত অমৃ ২ অঃ।)
কুরুক্ষেত্রস্থ। নদীবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম)

ওগর (পুং) এক প্রকার সরস্বতী। ইহারা 'যোগী' বলিয়া
পরিচয় দেয়। ইহাদের হাতে দড়িঝড়ান যষ্টি থাকে।

ওগরেরা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করে না। কাহারও মৃত্যু
হইলে তাহাকে পোড়ায় না। শবদেহের সমাধি হয়। সিদ্ধ
প্রদেশে দুই একজন ওগর যোগী দেখিতে পাওয়া যায়।

ওঙ্কার (পুং) ওম্-কার। ১ প্রণব। প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ
করিয়া পরে বেদাধ্যায়ন করিতে হয়। ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া
প্রথমে ওঙ্কার ও অংশক নির্গত হইয়াছিল, এজন্য এই দুইটি
শব্দ মাত্রলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। [ওম্ দেখ।] ২ আরম্ভ।
৩ সপ্ত সামাংয়ের প্রথম অবয়ব। ৪ লিঙ্গবিশেষ।

(“ওঙ্কারং প্রথমং লিঙ্গং দ্বিতীয়ং ত্রিলাচনম্।” কালীখণ্ড।)

ওঙ্কারমাক্ষাতা (পুং) মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত
নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী একটি পবিত্র দ্বীপ। অক্ষা ২২° ১৪'
উঃ, দৈর্ঘ্য ৭৬° ১৭' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ইহার চলিত নাম মাক্ষাতা। ওঙ্কারমূর্ত্তিধারী মহাদেবের
মন্দির থাকায় এই স্থানকে ওঙ্কারমাক্ষাতাও বলে। মাক্ষা-
তার প্রাচীন নাম 'বৈদূর্য্যশৈল' ছিল। স্বল্পপুরাণের রেবা-
খণ্ডে লিখিত আছে, রাজা মাক্ষাতা ওঙ্কারের নিকট প্রার্থনা
করেন, ওঙ্কার লিঙ্গ তাহাকে সন্তুষ্ট হইয়া বৈদূর্য্যশৈলের
পরিবর্ত্তে মাক্ষাতা নাম রাখিলেন। *

মাক্ষাতোবাচ।

* যদি তুতোহসি বেবেশ। বরং দাতুং বসিচ্ছসি।

বৈদূর্য্যো নাম শৈলেন্দ্রো মাক্ষাতাখ্যাতুমর্ষতু।

দেবহাসে সখং হোতবৎ স্বল্পমাক্ষাতবিষ্যতি।

অরবানং তপঃ পূজা তথা প্রার্থনাসমুদয়ঃ।

এই দ্বীপের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার কিছুদূরে কাবেরী
নামে নর্মদা নদীর একটি শাখা প্রবাহিত হইতেছে, আবার
ঐ নামে আর একটি ছোট নদী নর্মদাতে মিলিত না হইয়া
মাক্ষাতার নিকট কাবেরী সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। এক-
স্থানে দুইটি সঙ্গম, এরূপ পবিত্র তীর্থ ভারতবর্ষে অতি অল্প।
আমাদের পুরাণাদির তীর্থমাহাত্ম্য মতে, এরূপ তীর্থে বাস
করিলে অথবা স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়।

এখানকার নর্মদার উত্তরপার্শ্বে সবুজবর্ণের পাহাড়
দেখিতে পাইবে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া যেখানে নদী বহি-
তেছে, তথাকার জল গভীর, স্বচ্ছ ও শান্ত। এই জলে অসংখ্য
কচ্ছপ ও মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এত
নির্ভীক বা বিশ্বাসী যে ঘাটের ধারে মুড়ি ছড়াইয়া দিলে
নির্ভয়ে আসিয়া খাইতে থাকে। এই দ্বীপের পরিমাণ প্রায়
অর্দ্ধ বর্গকোশ।

ওঙ্কার লিঙ্গ আজ কালের নয়। স্বল্প, শিব, পদ্ম প্রভৃতি
পুরাণে ওঙ্কারের নাম উক্ত হইয়াছে। †

যে কুর্কতি নরাত্তেবাং শিবলোকনিবাসিতা।

ভক্ত ওষচনং শ্রদ্ধা মাক্ষাতুঃ পরমেশ্বরঃ।

উবাচ বচনং দেবো মাক্ষাতারং মহীপতিম্।

সর্বমেতন্মুপশ্রেষ্ঠ। মধ্যপ্রদেশাদুবিষ্যতি।

যন্মে চোদ্রং মহীপাল। দুই...দ্বীপময়ঃ।

তদা প্রভৃতি মাক্ষাতা বৈদূর্য্যো গীরতে গিরিঃ।

অত্র তীর্থন্ত মাহাত্ম্যামাক্ষাতুঃপ্রমুখা নৃপাঃ।

সর্বকামসমাপন্য লোকে ক্রীড়তি বৈকবে।

প্রবণাৎ কীর্তনাবাপি হরমেধকলঃ লভেৎ।*

স্বল্পপুরাণে রেবাখণ্ডে ২২ অঃ।

† “ওঙ্কারক বখা-হাসীং তথা চ প্রয়তঃ পুনঃ।

কস্মিন্চিৎ সময়ে চাত্র নারদো তপস্বাং তথা। ৪২

গোকর্ণাখ্যং শিবং গতা আগতো বিজ্ঞানেশ্বরম্।

তত্রৈব পূজিতস্তেন বহমানপুরঃসরম্। ৪৩

মরি সর্বক বিদ্যোত ন নুনং হি কথ্যচন।

ইতি মানং তথা শ্রদ্ধা নারদো মানহা তথা। ৪৪

নিবন্তসংহিতস্তত্র শ্রদ্ধা বিদ্যোতঃপ্রবীক্ষিতম্।

কিং নুনকং তথা দৃষ্টং মরি নিবাসকারণম্। ৪৫

তচ্ছ্রদ্ধা নারদো ব্যাক্যনুবাচ প্রয়তঃ পুনঃ।

মরি তু বিদ্যোত সর্বং সেরস্বজ্ঞতরং পুনঃ। ৪৬

দেবেষপি বিভাগোহস্ত ন তবান্তি কথ্যচন।

ইত্যুক্ত। নারদস্তত্র অপ্যম চ বখাগতম্। ৪৭

বিজ্ঞান পরিভ্রমো যৈ যিপেব জীবিতাদিকম্।

বিবেচনং তথা শব্দং সমাখ্যে অপ্যমাহম্। ৪৮

ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব ওঙ্কারং যজ্ঞকে ধরম্।

কৃতা চৈব পুনস্তত্র পার্শ্বীং শিবমূর্ত্তিকাম্। ৪৯

আর্য্যাব তথা শব্দং বখানক নিরন্তরম্।

ন চতাল তদা দ্বানান্ধিবখানপরিপারঃ। ৫০

প্রসরন্ত তদা শব্দজ্ঞং হি স্বং মনসেপিভম্।

তত্রৈব চ বর্ণনামাস হুল্লভং বোধিনামপি। ৫১

স্বপং বখোক্তং যেষাম্ তজ্জানানীপিতকং বৎ।

যদি প্রসরো বেকশ। বুদ্ধিঃ যৈহি বখোক্তম্। ৫২

শিবপুরাণে লিখিত আছে।—

“কোন সময়ে মহর্ষি নারদ গোকর্ণ তীর্থে হইয়া বিদ্যা-পূর্কতে আগমন করেন। এখানে বিদ্যা বহুসম্মানে তাঁহার পূজা করিলেন। পূর্কে নারদের বিশ্বাস ছিল যে বিদ্যা-পূর্কতের সকল আছে, কিছুই অভাব নাই, সেই জন্যই বিদ্যা ‘আমার সব আছে’ বলিয়া অহঙ্কার করেন। তাই নারদ নিশ্বাস ফেলিলেন। বিদ্যা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবন্! আমি কি দোষ করিয়াছি যে আপনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।” নারদ কহিলেন; “বিদ্যা তোমার সকলি আছে, কিন্তু তোমার উপর দেবতাগণ বাস করেন না, মেরু তোমা অপেক্ষা উচ্চ, তাহাতে দেবগণ বাস করেন।” এই বলিয়া নারদ যথা হইতে আসিয়া ছিলেন তথায় চলিয়া গেলেন। তখন বিদ্যা আপনাকে ধিকার দিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শিবের পূজা করিবার ইচ্ছায় এখন যেখানে ওঙ্কার বিদ্যমান, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এক মাটির শিব নির্মাণ করিলেন এবং একস্থানে থাকিয়া অচলভাবে ছয়মাস কাল শিবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। আশুতোষ প্রসন্ন হইলেন, বিদ্যাকে সোধোদন করিয়া কহিলেন, ‘তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।’ তখন বিদ্যা কাতরকণ্ঠে বলিলেন, ‘হে দেবাদিদেব! যদি প্রসন্ন হইলে, তবে আমার ইচ্ছামত শরীর বৃদ্ধ করিয়া দাও। প্রভো! তোমার যে জ্যোতির্ময় (ওঙ্কার) রূপ সকল বেদে বর্ণিত হইয়াছে সেই ভক্তবাহিত রূপে আমায় দেখা দাও।’ মহাদেব ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, মনোভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ‘কি করি, অন্তত বরদান অন্যের হৃৎকজনক হইবে বটে, তথাপি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।’ এই সময়ে দেব ও ঋষিগণ শিবের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সেইখানে সেইরূপে থাকিতে অমরোদন করিলেন। মহাদেব মানবের জ্ঞানের অন্য তথ্য রহিলেন। এইরূপে একমূর্তি

কিং করোমি যদা তেন ত্রিরতে দীপতে ময়া।
ন যুক্তঃ পরমুখ্যায় বরদানঃ সমান্ততম্ ॥ ৫৩
তথাপি দত্তবাত্তত্র যথেষ্টমি তথা পুনঃ।
এবং চ সময়ে দেবা ধ্বংসক তথা ২মলাঃ ॥ ৫৪
সম্পূজ্য শঙ্করং তত্র হাতব্যমিতি চাক্রবন্।
তথৈব কৃতবান্ দেবো লোকানাং হৃৎকজনকঃ ॥ ৫৫
ওঙ্কারে চৈব যত্নে বৈ লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ।
পার্শ্বিবে চ ভদ্রাক্ষপে লিঙ্গমেকং বিশাকৃতম্।
এবং ধ্বংসঃ সমুৎপন্নঃ লিঙ্গমেকং বিশাকৃতম্।
এগবে চোঙ্কারশ্চ নামাসীৎ স সদাশিবঃ ॥ ৫৬
পার্শ্বিবে চৈব বজ্রাতঃ তদাসীদমরেশ্বরঃ ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৬ অঃ।

ওঙ্কার ও পার্শ্বিবে লিঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। ওঙ্কার-মূর্তির নাম সদাশিব এবং পার্শ্বিবে লিঙ্গের নাম অমরেশ্বর।”

এখন বীপের মধ্যভাগে ওঙ্কারলিঙ্গের মন্দির এবং নদীর দক্ষিণভাগে অমরেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। এখানকার পূজকেরা ওঙ্কারকে আদিলিঙ্গ বলিয়া থাকেন। বেরাধেও ওঙ্কারকে আদিদেব বলা হইয়াছে।

“ওঙ্কারমাদিদেবঞ্চ যে বৈ ধ্যায়ন্তি নিত্যশঃ।” ২২ অঃ।

তীর্থযাত্রীগণ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিবার ইচ্ছায় গমন করিলে অগ্রে ওঙ্কার দর্শন করিয়া তৎপরে শিবের পার্শ্বলিঙ্গ অমরেশ্বর দর্শন করেন।

পশ্চিমের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ওঙ্কার মূর্তিকেই লিঙ্গের প্রকৃত লিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন।

যখন দেববিষেবী জুলতান মাসুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে, তখনও ওঙ্কার ও অমরেশ্বরের মন্দিরের অবস্থা ভাল ছিল। তখন উক্ত দুই মন্দির ছাড়া, অনেকগুলি লিঙ্গ ও তাঁহাদের মন্দির বিদ্যমান ছিল। সেই সকল প্রাচীন মন্দির বিধর্মী যবনের উৎপাতে কয়েকটি এককালে নষ্ট, কোনটির ধ্বংসাবশেষ, কোনটি বা অজহীন অবস্থায় রহিয়াছে। আহা! খৃষ্টের চতুর্দশ শতাব্দীতে দেববিষেবী যবনেরা এখানে আসিয়া কত যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোনস্থানে গগনস্পর্শী মন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে, কোথায় অলঙ্কৃত মন্দির ভবন বিধ্বস্ত হইয়া তথায় কুকুরশৃগালের বাসভূমি হইয়াছে, কোথায় ভগ্ন দেবদেবীর মূর্তি গড়াগড়ি যাইতেছে—ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রাণে ব্যথা জন্মাইতেছে। পাহাড়ের উপর সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের সুরম্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবে। এই মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার, প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে ১৪ ফিট উচ্চ ১৪ তন্তু বিশিষ্ট এক একটি মোহন (Porch) শোভা পাইতেছে। মন্দিরের ভিত্তির পাথরের উপরে সারি সারি হাতি আঁকা। এখন কেবল দুইটি হাতি প্রকৃত আকারে আছে, অপরগুলি বিকৃত হইয়াছে। এই মন্দিরের কিছু দূরে গৌরীসোমনাথের মন্দির। এখন এই মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়। এক সময়ে এই মন্দির দর্শন করিবার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম হইত। বেরাধেও লিখিত আছে—

“সোমনাথং ততো বিদ্ধি কল্যাণীতীর্থমশ্রিতম্।

সোমনাথনাথিতঃ তীর্থং ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ॥” ৯ অঃ।

সোমনাথ নর্মদা নদীর তীরবর্তী, চন্দ্র এই তীর্থে আরাধনা করিয়াছিলেন, এই তীর্থ ভোগ ও মোক্ষকলদায়ক।

এখানকার পূজকেরা বলেন, যে পূর্বে সোমনাথ ষেতবর্ণ

ছিলেন, বিধর্মী যখন এই মূর্তি ধ্বংস করিতে আসিলে এই মূর্তি প্রতিবিম্বিত হইল, সেই প্রতিবিম্বে যখন শূকরের ছানা দেখিতে পাইল। তখন সেই বিধর্মী মুসলমান ক্রোধে অধীর হইয়া সোমনাথকে অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রহান করিল, সেই অবধি সোমনাথ কুরুবর্ণ হইয়াছেন।

সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সবুজ পাথরের নন্দী-মূর্তি আছে। যখন তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া কেলিয়াছে।

মাক্ষাতাধীপে প্রায় সমস্তই শিবমন্দির; কিন্তু ইহার কিছু দূরে নন্দাদেবের উত্তর তীরে শিব মন্দির ব্যতীত অনেকগুলি বিষ্ণু ও জৈন দেবদেবীর মন্দির আছে। যেখানে নন্দাদেবী দ্বিধারা হইয়াছেন, সেই মুখে বড় বড় অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে ২৪টি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, এ ছাড়া বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মন্দিরে বিষ্ণুর বৃহদাকার মহাবরাহমূর্তি নয়নগোচর হয়। সেই মন্দিরে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার কিছু দূরে রাবণনালা, ঐ নালায় মধ্যে ১৮½ ফিট উচ্চ এক কাল পাথরের মূর্তি আছে। ঐ মূর্তির দশহাত এক মুণ্ড, কেহ কেহ তাহাকে রাবণের মূর্তি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দশমুণ্ড কুড়ি হাত হইত। তাহা শিবসঙ্গিনী মহাকাশীর মূর্তি, তাহার বক্ষঃস্থলে বৃশ্চিক, ডান পার্শ্বে ইন্দুর এবং পাদদেশে উলঙ্গ শিব পতিত রহিয়াছে।

নদী হইতে কিছু দূরে আরো কয়েকটি জৈনমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দির মধ্যে কতকগুলি জৈন দেবদেবীর মূর্তি আছে, মন্দিরের গায়ে জৈনধর্মের চক্র ও চক্রাদির প্রতিকৃতি খোদিত হইয়াছে।

পূর্বে এই স্থান ভীল রাজাদিগের অধিকারে ছিল। বর্তমান মাক্ষাতার রাজারা বলিয়া থাকেন, ভারতসিংহ নামে একজন চোহান রাজপুত্র তাহাদের আদিপুরুষ। তিনি ১১৬৫ খৃঃ, নাথুভীলকে পরাস্ত করিয়া মাক্ষাতা অধিকার করেন। তিনি নাথুভীলের কন্যাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। এখনও ওঙ্কারের কিছু দূরে পাহাড়ের উত্তরে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির নাথুর বংশধরদিগের অধীনে রহিয়াছে। নাথুভীলের সময়ে দুর্জয়নাথ নামে একজন গৌসাই ওঙ্কারের পূজা করিতেন। এখানে প্রবাদ আছে যে, তৎকালে কালভৈরব ও মহাকাশী নরমাংস আহার করিতেন, সেই ভয়ে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসিতে সাহসী হইত না। যাত্রীগণের হিতের জন্য দুর্জয়নাথ ভগোবলে কাশীদেবীকে ডুই করিয়া তাহাকে ওহা মধ্যে স্থাপন

করিলেন, কিন্তু কালভৈরব কালভৈরব সহজে তুষ্ট হইলেন না, দুর্জয়নাথ তাহার সন্তোষের জন্য নরবলির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তদবধি কালভৈরব নরবলি পাইয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে ১৮২৪ খৃঃ, ইংরাজ কর্তৃকতারি যত্নে এই প্রথা উঠিয়া যায়। দুর্জয়নাথের শিষ্যপরম্পরা ওঙ্কারের পূজা করিয়া আসিতেছেন। প্রতি বর্ষে ১৫ই কার্তিকে ওঙ্কারজীর মহোৎসব হয়।

ওঙ্কারা (ক্রী) বুদ্ধ শক্তি বিশেষ।

ওঁ ছা (দেশজ) ১ কুংসিং। ২ সর্ক্সাপেক্ষা মন্ড।

ওজ (ধাতু) অদন্তচুরা° পর° অক° সেট°। বল, তেজঃ। (ওজৎক বলে। কবি°ক্র°।)

ওজ (পুং) ওজ-অচ্। ১ মেঘাদিষাদশরাশির মধ্যে অযুগ্ম রাশি। ২ অযুগ্ম মাত্র।

ওজন (আরব্য) ত্রব্যাদির পরিমাণ করা, তোল করা।

ওজর (আরব্য) ১ আপত্তি। ২ ছল।

ওজঃ [স্] (ক্রী) উজ্জ অর্জবে-অগ্নু, বলোপশ্চ। (উজ্জ-বলে বলোপশ্চ। উগ্ ৪। ১১১। উজ্জ ধাতুর উত্তর অগ্নু প্রত্যয় হইয়া বল অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং উজ্জের ব লোপ হয়।) ১ বল। ২ দীপ্তি। ৩ অবলম্বন। ৪ প্রকাশ। ৫ মেঘাদি ষাদশ রাশিমাধ্যে ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ও ১১শ রাশি। ৬ সমাসবাহুণ্য এবং পদাভ্যন্তরতা কাব্যগুণ; এই গুণযুক্ত রীতির নাম গোড়ী। ৭ শব্দাদির কোশল। ৮ জ্ঞান-স্মরণগণের পটুতা। ৯ রসাদি সপ্তধাতুর সারভাগজ ধাতু বিশেষ। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—সর্ক্সশরীরস্থ, স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, শুক্লবর্ণ, কফাক্তক এবং শরীরের বল পুষ্টিকারক। ভ্রমরগণ যেমন ফলপুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, ওজোধাতুও সেইরূপ নানা ধাতু হইতে শরীরে সঞ্চিত হইয়া থাকে। অভিঘাত, ক্ষয়, কোপ, শোক, চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্ষুধাদ্বারা ওজঃ ক্ষীণ হয়। ওজঃকরে শরীর শীর্ণ, সজ্জিহ্বানের বিশেষ, গাত্রের অবসন্নতা, মূর্ছা, বাৎসক্কর, মোহ, প্রলাপ ও মূঢ়া ঘটয়া থাকে। ওজঃ ব্যাপন হইলে, শুক্লগাত্রতা, গাত্রের শুক্লত্ব, বর্ণভেদ, প্রাণি, তন্ত্রা ও নিত্রাধিকা হয়।

ওজস্বৎ (ত্রি) ওজো হস্তান্ত, ওজঃ-মতৃপ্, মত্ বঃ। ১ বল-বান্। ২ তেজস্বী। ৩ দীপ্তিশালী।

ওজস্বল (ত্রি) ওজো হস্তান্তি, ওজঃ-বলচ্। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্।

ওজস্বিতা (ক্রী) ওজস্বিনো ভাবঃ, ওজস্-তল্, টাপ্। ১ বলবত্তা। ২ তেজস্বিতা।

ওজস্বী [ন্] (ত্রি) ওজো হস্তান্তীতি, ওজস্-বিনি। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্। ৩ দীপ্তিবান্।

ওজ্জ্বল (ত্রি) বজ্জ-ও-মনিপ্। ১ প্রেরক। ২ (ত্রি) বেগ।

ওজ্জারা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষের নাম।

ওজ্জিষ্ঠ (ত্রি) ওজ্জ-ইষ্টন্, (অতিশয়নভমবিষ্ঠনো)। পা ৫।৩।৫৫। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্। ৩ দীপ্তিশালী।

ওজ্জয়স্ (ত্রি) ওজ্জ-ইয়স্, (দ্বিবচন বিভক্ত্যোপপদেত্তর-বীরসুনো)। পা ৫।৩।৫৭। ১ তেজস্বী। ২ বলবান্। ৩ দীপ্ত।

ওঝা (দেশজ) ১ মস্তাদিধারা বাহারা সর্পদষ্ট ভূতগ্রস্ত প্রভৃতি রোগীদিগকে আরোগ্য করিয়া থাকে। ২ বাহারা ভূত নামায়। ৩ বাজীকর। ৪ মৈথিলী ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিশেষ। দাক্ষিণাত্যের চান্দা, রায়পুর, হসলবাদ প্রভৃতি স্থানেও ইহার বাস করে, তথায় ভাট, গায়ক অথবা ভিক্কে-কের বেশে ইহাদিগকে দেখা যায়।

ওঝালি (দেশজ) ওঝার ব্যবসায়।

ওঝিয়াল গোঁড়। মধ্য প্রদেশের গোঁড়জাতির শাখাবিশেষ। রাজপুতনার চারণদিগের জায় ইহার বীণা বাজাইতে বাজাইতে স্বজাতীয় বীরপুরুষদিগের কীর্ত্তি গান করিয়া বেড়ায়। হাতে পাখীর পালক থাকে। ভারুই পাখী ও ধনচিড়া পাখীর চর্চ্ছ বিক্রয় করে। এদেশের লোকের বিশ্বাস ধনচিড়া পাখীর ছাল ঘরে রাখিলে ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, তাই অনেকেই ওঝিয়ালদের নিকট হইতে আদর করিয়া ধনচিড়া কিনিয়া লয়। ওঝিয়ালদের জ্বীলোকেরা এখানকার অপর হিন্দুসমূহের গায়ে উকী করিয়া দেয়, এখানে হিন্দুবালা মনে করেন, যে ওঝিয়ালদের জ্বীর হাতে উকী পরিলে আর বৈধব্য দশা ভোগ করিতে হয় না।

মানা ওঝিয়াল নামক আর এক শ্রেণীর ওঝিয়াল আছে, তাহারা অপর গোঁড়জাতির সহিত আহার করে না, তাহারা আপনাদিগকে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

ওটা (দেশজ) অগ্রবর্তী বস্তুবোধক।

ওঠা (দেশজ, উত্থানশব্দের অপভ্রংশ)। ১ উত্থিত হওয়া। ২ ইতর ব্যক্তির বমন হওয়াকে 'ওঠা' বলিয়া থাকে।

ওঠাওঠি (দেশজ) বারম্বার উপবেশন ও উত্থান করা।

ওড়ঘোড় (দেশজ) নানাবিধ গোলযোগ করিয়া কোন বিষয় গোপন করা।

ওড়চাকা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Sonneratia acida)

ওড়চাকা গাছ ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, পূর্ব-বঙ্গে, সিন্ধুপ্রদেশে, সালশেট দ্বীপে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশে এবং মলয়, পিনাং, শিলাপুর, মালাকাস্ ও নব গিনি প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এই গাছ ৪০ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। এইগাছ হইতে হাল্কা নরম কাঠ পাওয়া যায়। ইহার ফল ছোট

ছোট গোলাকার, পাতা ডিম্বাকার অথচ চোটালো, ফলের বহিরাবরণে ছয়টি ছিদ্র ও ছয়টি পাপড়ি থাকে। ইহার কাঠে জলধান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ওড়ন (দেশজ) উড়িয়া যাওয়া।

ওড়ফুল (দেশজ) ওড়পুষ্পের অপভ্রংশ, জবাফুল। [জবা দেখ।]

ওড়ব (পুং) পাঁচটি সুরবিশিষ্ট রাগ। ইহাতে সং গং মং ধং নিং এই পাঁচটি সুর থাকে।

ওড়া (দেশজ) উড়িয়া যাওয়া।

ওড়ান (দেশজ) ১ উড়াইয়া দেওয়া। ২ গোপন করা।

ওড়িকা (স্ত্রী) ধাতুবিশেষ, উড়িধান। ইহার সংস্কৃতপর্যায়—ওড়ী ও নীবার। বৈদ্যকমতে ইহারগুণ,—শীতল, রূক্ষ, কফবায়ুবর্ধক এবং পিত্তনাশক।

ওড়ী (স্ত্রী) উড়িধান।

ওড়্র (পুং) আ-উন্দী-রক্, দন্ত উদ্ভব্। ১ জবাফুলের গাছ। ২ উড়িষ্যাদেশ। [উৎকল দেখ।] ৩ (ত্রি) উড়িষ্যা-দেশবাসী। (ওড়্র: পুমান্ বৃক্ষভেদে পুংভূমি দেশভেদকে। শকাঙ্কি) দেশার্থবাচক ওড়্রশব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

ওড়্রদেশ (পুং) উড়িষ্যাদেশ।

ওড়্রপুষ্প (স্ত্রী) ওড়্রকণ্ঠে পুষ্পক্ষেতি, কর্ম্মধাং। ১ জবাফুল। ২ ওড়্র পুষ্পবস্ত্র। জবাগাছ।

(ওড়্রপুষ্পং জবাবৃক্ষে তৎপুষ্পে চ নপুংসকম্। শকাঙ্কি।)

ওড়্রাখ্যা (স্ত্রী) ওড়্রমাখ্যা যজ্ঞাঃ, বহুব্রীং। জবাফুল বৃক্ষ।

ওড়্র (ত্রি) আ-বহ-ক্ত। সম্যক্রূপে যাহা বহন করা হইয়াছে।

ওণি (ত্রি) ওণ-ইন্। অপনয়নকারী।

ওণী (স্ত্রী) ওণি-ঔপ্। স্বর্ণ মর্ত্ত্য।

ওৎ (দেশজ) অন্তরাল, আবডাল।

ওত (ত্রি) আ-বেঞ্-ক্ত। ১ অন্তর্ব্যাপ্ত। ২ যে বস্ত্র বোনা হইয়াছে। ৩ কাপড়ের টানার সূতা।

ওতন্ (আরব্য) বাড়ী, ঘর।

ওতপ্রোত (ত্রি) সর্কস্থানব্যাপ্ত।

ওতপিদরম্। তেনিবল্লী প্রদেশের একটি বিভাগ, ভূমি পরিমাণ ১০৭৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা তিনলক্ষের কিছু কম। তেনিবল্লী প্রদেশের তুতিকোরিন নামক প্রসিদ্ধ বন্দর এই তালুকের অন্তর্গত। ইহার প্রধান নগর ওতপিদরম্।

ওতু (পুং, স্ত্রী) অবতি রক্ষতি গৃহমাখ্যতাঃ, অব-তুন্, (সিতনি-গমিমসিচ্যাবিধাঞ্ কৃশিভ্যাস্তুন্। উণ্ ১।৭০। সি, তন্, গম্, মস্, বচ্, অব, ধা, কৃশ্, এই সকল ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয় হয়।) উট (অরব্রেস্ত্যাতি। পা ৬।৪।২০।) বিড়াল। (ওতুবিড়ালঃ। উজ্জলদত্ত।)

ওর্ধা (দেশজ) ঐ স্থানে, অগ্রবর্তী স্থানে।

ওদন (পুং, ক্রী) উল্ল-বৃচ্, নলোপশ্চ। (উল্লেনলোপশ্চ।

উপ ২। ৭৬। উল্ল ধাতুর উত্তর বৃচ্ প্রত্যয় হয় এবং ন লোপ হয়।) ১ অন্ন। ২ ভক্ষ্য। (ওদনো হস্তী ভক্ষম্। উল্লেননত।)

ওদনপাকী (ক্রী) ওদনস্ত পাকইব পাকো যন্তাঃ বহুক্রী।

ওদনপাক-ভীষ্। ১ ওষধি বিশেষ। ২ নীলঝিণ্ডি।

ওদনাহ্বয়া (ক্রী) ওদনস্ত আহ্বা ইব আহ্বা যন্তাঃ, বহুক্রী।

মহাসমজা, বেলেড়া।

ওদনিকা (ক্রী) বলা, বেড়োলা।

ওদনী (ক্রী) ওদন ইব আচরতি, ওদন-কিপ্-ভীষ্। বেড়োলা।

(বলারামোদনী জিয়াম্। মেদিনী।

ওদনীয় (ক্রি) ওদন-যৎ, (বিভাষাহবিরপূপাদিত্যঃ। পা

৫। ১। ৪।) ভক্ষ্য বস্ত।

ওদিক্ (দেশজ) ১ অগ্রবর্তী দিক্। ২ পূর্বকথিত দিক্।

ওদোধান (দেশজ) ধাত্তবিশেষ। [ধাত্ত দেখ।]

ওদ্র বা বুদ্ধব। অসভ্যজাতিবিশেষ। ইহারা অতিশয় রলিষ্ঠ ও মাংসপ্রিয়, বিশেষতঃ বরাহ ও ইন্দুর খাইতে বড় ভালবাসে। শারীরিক পরিশ্রমে ইহারা বড় গটু, যখন যে কাজ পায় তাহাই করে। তবে একটু বাধা এই যে অল্প জাতির সঙ্গে কোন কাজ করিতে ভালবাসে না। ইহারা স্বজাতি সহ একত্র হইয়া কৃষিকার্য্য এ ছাড়া পথ ষাট কুপ প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্য করে। পূর্বে ইহারা ভূতপ্রোক্তের পূজা করিত, এখন সকলেই বৈষ্ণব হইয়াছে, তবু যেসময় নামক উপদেবতাকে এখনও অত্যন্ত ভয় ভক্তি করে। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহার কারণ এই, একজনের অধিক ক্রী থাকিলে তাহার আয়ও অধিক হয়। ইহাদের ক্রীলোকেরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জন করে।

ওদ্র (পুং) উল্ল ক্লেদনে-ভাবে মনু, ন লোপঃ, শুণ্শ (অবো-দৈধৌগপ্রশ্রথহিমশ্রথাঃ। পা ৬। ৪। ২৯।) ক্লেদ।

ওদ্রান্ (ক্রি) উল্ল-মনিন্, ন লোপশ্চ। ওষধি।

ওধস্ (ক্রী) পণ্ডিত, পালান।

ওন্দন (পুং) ১ মজল। ২ কনিষ্ঠ।

ওপাড়া (দেশজ) এক গ্রামের পাড়াস্বর, অপর পরী।

ওপার (দেশজ) অপর তীর, নদীর তীরাস্বর।

ওম্ (অব্য) অবতি রক্ষতীতি, অব-মন্, টিলোপঃ (অব-তেষ্টিলোপশ্চ। উপ ১। ১৪১। অব ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার টি অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়।) উট্চ (অবহেত্যাতি। পা ৬। ৪। ২০।) প্রণব।

যোগস্বজকার লিখিয়াছেন—

“তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ।” ১। ২৭।

ঈশ্বরের বাচক প্রণব অর্থাৎ ওঁ বলিলে ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, যে শব্দ উচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরকে ডাকা হয় ও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা হয়, প্রতি ও স্মৃতিতে এই ওঁ শব্দটি কিরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতযজুর্বেদের মাধ্যম্নিন শাখায় সর্বপ্রথম ‘প্রণব’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়—

“প্রণবৈঃ শত্ৰাণাং রূপশ্চরসা সোমহোম্যাপ্যতে।” ১৯। ২৫।

“ওম্প্রতিষ্ঠ।” ২। ১৩। তাহার পর কৃষ্ণযজুঃ প্রভৃতি শাখায় সংহিতা ভাগে ওম্ অথবা প্রণব শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বেদের সংহিতা অর্থাৎ প্রাচীনতম ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ওমের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই গণনাভীত কাল হইতেই ঋষিগণ ওঙ্কারতত্ত্ব প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়া ছিলেন। ঋগ্বেদের ঐতরের ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“ওম্হিত্যচঃ প্রতিগর এবং তথৈতি গাথায় ওমিতি বৈ দৈবং তথৈতি মাহুযম্।” ৭। ১৮।

সকল বেদের প্রায় সকল উপনিষদেই ওম্ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায় এবং তৎপাঠে ওমের এই কয়প্রকার গূঢ়ার্থ প্রদীপাদিত হইয়াছে।

১ম—সেতু। অর্থর্কবেদ সংহিতায় ওম্ ‘সেতু’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। (৬। ১০, ৮। ৪)

২য়—মন। (ছান্দোগ্য)

৩—কায়। (ছান্দোগ্য)

৪—রথ। (মৈত্রী উপ ২। ৬০)

৫—উড়ুগ। (খৈতান্তর ২। ৮)

৬—উদগীথ। (ছান্দোগ্য ১। ১)

৭—শাস। (ছান্দোগ্য ৭। ২)

৮—অগ্নি } “তেনো প্রথম মোক্ষারামকমাসীৎ। তত্তে-
৯—তেজঃ } জোহনেনৈনবোমিত্যেব তত্ত্ব্যয়তি।” মৈত্রী উপ।

১০—জ্যোতিঃ। “দীপ্যতোম্ জ্যোতিঃ। প্রকাশনা-
জ্যোতিঃ। প্রণবাথ্য প্রণেতারমরূপো বিতনিজো বিজরো
বিমৃত্যুর্নিশোকো ভবভীত্যেবং হ্রাহ” মৈত্রী উপ ৬। ২৫।

১১—বাক্ } (ছান্দোগ্য ২। ২০)

১২—শব্দ }

১৩—রস। (তৈত্তিরীয় উপ ২। ৭)

১৪—জল। “আপো জ্যোতিঃসোহমৃতং ব্রহ্মকৃত্বং
স্বরোম্।” মৈত্রী উপ ৬। ৩৫।

১৫—মিথুন। (ছান্দোগ্য ১।৬)

১৬—জের। (বোগশাস্ত্র)

১৭—যুগ। "ওকারো যুগঃ।" প্রাণাঘ্নিহোজ উপঃ।

১৮—সর্গ। "ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্গম্।" তৈত্তিরীয় উপঃ ১।৮।

উপরের অর্থগুলি দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে সেই বিদ্বান্।

১৯—আরম্ভ। ২০—স্বীকারব্যাক্য। ২১—অনুমতি।

২২—অপাকৃতি। ২৩—অস্বীকার।

ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য এক "ওম" শব্দ নানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে এ সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত।

ওমিতি হ্যাপারতি তত্তোপব্যাব্যাহানম্।" ৩।১।১।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথঃ শুভা এতন্মিথুনং বাগেবর্ক প্রাণঃ সাম যদাক্ চ প্রাণশ্চক্ চ সাম চ।" ছান্দোগ্য ৩।৫।

ওঁ এই অক্ষরস্বরূপ উদগীথকে উপাসনা করিবে। যেহেতু ওঁ এই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সামগান প্রভৃতি করা হয়, সেই হেতু এই ওঁকারই উদগীথ অতএব ওঁকারের ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। ৩।১।১।

ব্যাক্যই ব্রহ্ম, প্রাণই সাম এবং ওঁ এই অক্ষরই উদগীথ। ব্যাক্য ও প্রাণই ব্রহ্ম ও সামের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম ও সাম-শব্দ ব্যাচ্য মিথুন। ৩।১।৫।

"শুভা এতন্মিথুনমোমিত্যেতদগ্নিরক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুর্নো সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবজ্ঞোজ্ঞস্ত কামং।"

"আপয়িতাহৈব কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-ক্ষরমুদগীথমুপাস্তে।" ৩।১।৬—৭।

যেমন ক্রীপাক্ষরের পরস্পর মিলনে কামবৃত্তি কৃত্তার্থ হয়, সেইরূপ ব্যাক্যরূপ ক্রী ও প্রাণরূপ পুরুষের যখন মিথুন(মিলন) হয়, তখন তাহাদের পরস্পরের কাম লাভ হয়। ৩।১।৬।

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মত দৃষ্টি করিয়া উদগীথ ওঁকারের উপাসনা করে সে যখন বাহা ইচ্ছা করে তখনই সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ৩।১।৭।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে লিখিত আছে—

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্গং। ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথম্ বা অপ্যো প্রাবয়েত্যা প্রাবরন্তি। ওমিতিসামানি গারন্তি, ওঁশোমিতি শত্ৰুণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্ষ্যপ্রতিগরং প্রতিগৃণান্তি। ওমিতি ব্রহ্মাপ্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোজ-বহুজানান্তি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রোক্ষ্যমাণঃ। ব্রহ্মোপ্রাগু-বানীতি। ব্রহ্মবো পামোতি।" ৮।১।

ওঁকারই ব্রহ্ম, এই সংগারে সকলই ওঁকার। সর্গল কার্যের আদিতে ওঁকার প্রয়োগ করিবে। বৈদিক জৈন বিবর শুনাইতে হইলে প্রথমেই ওঁকার উচ্চারণ করিতে হইবে। ওঁকার প্রয়োগপূর্বক সামগান করিতে হয়। শত্রু পাঠ করিতে প্রথমে ওঁশোং এই ব্যাক্য পাঠ করিতে হইবে। অধ্বর্ষ্যগণ যখন শত্রুপাঠ করিবে, তাহার পূর্বে ওঁ উচ্চারণ করিবে। ব্রহ্ম কণ্ঠ্যারম্ভের পূর্বে ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অগ্নিহোজ বাগ করিতে বলিবে। ওঁকার উচ্চারণপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিলে বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়।

প্রোলোপনিষদে লিখিত আছে—

"পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোকার শুশ্রাবিধানেন তেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি। ২। স যদ্যেকমাত্রমভিধারীত স তেনৈব সংবেদিততুর্গমেব জগত্যাভিসম্পদ্যতে। তদুচো মনুষ্য-লোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পদ্যে মহিমানমুভবতি। ৩। অথ যদি বিমাত্রেন মনসি সম্পদ্যতে সোহন্তরিকং বজ্জুভিক্রমীতে। সোম লোকং স সোম-লোকে বিভূতিমমুভুয় পুনরাবর্ততে। ৪। যঃ পুনরন্তরিত্রি-মাত্রৈগৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধারীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পদঃ। যথা পাদোদরদ্ব্য বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপুনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিক্রমীতে ব্রহ্মলোকং স এতন্মাজ্জীবনং পরাংপরং পুরিশরং পুরুষমীকতে তদেতো ল্লোকো ভবতঃ। ৫। তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যাঃ প্রযুক্তা অন্যান্যাসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ। ক্রিয়ান্ন বাহ্যাত্তরমধ্য-মাস্তু সমাক্ প্রযুক্তাস্তু ন কম্পতে জঃ। ৬। ঋগ্তিরেতং বজ্জুভিরন্তরিকং স সামভির্ভুক্তং করয়ো বেদয়ন্তে। তমোকারে-ণৈবায়তনেনাঘেতি বিদ্বান্ যতচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়ং পর-ক্ষেতি" ৭। ৭। প্রোলোপনিষৎ ৫ প্রঃ।

ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম, বিদ্বানেরা এই ওঁকার দ্বারা (ওঁকার উপাসনা দ্বারা) পর ও অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ২।

যে ব্যক্তি একমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকারের উপাসনা করে সে অতি সজ্বরই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

ওঁকারের প্রথম মাত্রা ঋগ্বেদ স্বরূপ। এই ঋগ্বেদ স্বরূপ প্রথম মাত্রা উপাসকের মনুষ্যলোক প্রাপক (প্রথম মাত্রা উপাসনা করিলে মনুষ্যলোক প্রাপ্তি হয়) এই মনুষ্য লোক সেই উপাসক ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নানাবিধ মহিমা অনুভব করে ৩।

যে ব্যক্তি ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট ওঁকারের উপাসনা করিবে সে বজ্জুর্বেদ স্বরূপ ত্রিমাত্রা দ্বারা অন্তরিকলোক প্রাপ্ত হইবে,

তৎপরে সোমলোকে নানাবিধ বিভূতি অল্পভব করিয়া ইহলোকে আগমন করিবে। ৪।

যে ব্যক্তি ত্রিমাাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার দ্বারা সেই পরমপুরুষকে ধ্যান করে সে স্বর্গরূপ তেজঃসম্পন্ন হয়। যেমন সর্প প্রাচীন চৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া কষ্ট হইতে বিনির্মুক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত উপাসকও সামরূপ ওঁকার কর্তৃক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং জীবগম্যরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে বিনি উৎকৃষ্ট সেই সর্বশরীরাত্মপ্রবিষ্ট পরমব্রহ্মকে দেখিতে পায়।

সেই ওঁকারের মৃত্যুমতী তিনটি মাত্রা—অকার, উকার ও মকার। সেই তিনটি আত্মার ধ্যান ক্রিয়াতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত তিন মাত্রারই পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে এবং ইহাদের এক বিষয়েই প্রয়োগ করা হয়। কোন ক্রিয়াতেই ইহাদের অপ্রয়োগ হয় না, কিন্তু সমুদায় বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যবিধ ক্রিয়াতে প্রয়োগ করাই হয়। যে ব্যক্তি ওঁকারের বিভাগ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত সে কখনও বিচলিত হয় না। ৬। জ্ঞানিগণ ঋক্ স্বরূপ প্রথম মাত্রা দ্বারা ইহলোক, যজুঃস্বরূপ দ্বিতীয় মাত্রা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও সামরূপ তৃতীয় মাত্রা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং ওঁকাররূপ সাধন দ্বারাই অরামৃত-ভর-বিহীন শান্ত পরমব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়। ৭।

মাতৃক্যোপনিষদে লিখিত আছে—

“ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তত্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সৰ্বমোক্তার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপেক্ষাকার এব।” “সৰ্বং হ্যেতৎস্বাক্ষ্যমাত্মব্রহ্ম সোহম-মাত্মা চতুষ্পাদং”।

এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, আমাদের যে জীব আত্মা তিনিও ব্রহ্ম, সেই আত্মার অভিন্ন ব্রহ্ম চারি অংশে অবস্থিত। ২৥

ব্রহ্মপ রজু প্রভৃতি সর্পাদি বিবর্তের অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠায় ব্রহ্ম যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, সেই মত ওঁকার সমুদয় বাক্যপ্রপঞ্চের একমাত্র আধার (অর্থাৎ এই ওঁকারেতেই সমুদয় বাক্য পরিকল্পিত।) সেই ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু ওঁকার ব্রহ্মের অভিধায়ক। (অভিধায়ক শব্দ অভিধেয় হইতে ভিন্ন নহে) ওঁকার বিবর্ত শব্দাভিধেয় প্রাণ ও ঘটাদি সকলই আত্মার ধর্ম, কিন্তু উক্ত প্রাণাদি অভিধায়ক বাক্য হইতে ভিন্ন নহে, এই জন্ত লিখিত আছে “বাচাবন্তগং বিকারো নাম ধেয়ং” বাক্য দ্বারা আরম্ভ বস্তুমাত্রই নাম মাত্র। সুতরাং অক্ষরাত্মক ওঁকারই পরিদৃষ্টমান সমুদয় হইতে অভিন্ন, “ওঁকারই সমুদয়” এইরূপ উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ওঁকারের উপাসনা দ্বারা চিত্ত যখন নির্মল হইবে,

তখনই ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবে, তাহা হইলে ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। এই ওঁকার ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলিয়া ব্রহ্মের নিকটবর্তী। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য সকলই ওঁকার।

“সোহমাত্মাহ্যাক্ষরমোক্তারোহিমাত্রাৎ পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি। ৮। আগরিত-স্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথম মাত্রাপ্রেরাদিমত্বাৎপ্রাপ্তি হ বৈ সর্কান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯। স্বপ্নস্থান-তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাভ্যন্তরত্বাৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসমুত্তিঃ সমানশ্চ ভবতি নাত্মাব্রহ্মবিৎকূলে ভবতি য এবং বেদ। ১০। সুষুপ্তস্থানঃ প্রোজো মকারতৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্কমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ১১। অমাত্রাশ্চতুর্ধেহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহবৈত এবমোক্তার আত্মৈব সংবিশত্যাশ্বানাহিমানং য এবং বেদ। ১২।

সেই আত্মা, অক্ষরকে অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে এবং আত্মার পাদ স্বরূপ অকার, উকার ও মকারকে অধি-কার করিয়া অক্ষর (ওঁকার) সর্কদা অবস্থিত। আত্মার পাদই ওঁকারের মাত্রা। ৮।

যে স্থান হইতে প্রাণিগণ আগরিত হয়, সেই স্থানই বৈশ্বানর শব্দবাচ্য অকার, এই অকারই ওঁকারের প্রথম মাত্রা। যে ব্যক্তি ব্যাপিত্ব ও আদিমত্ব দ্বারা অকার ও বৈশ্বানরের সাম্য উপাসনা করে, সে সমস্ত অভীষ্টকল লাভ করে ও সমুদায়ের আদি হয়। ৯।

স্বপ্নস্থান তৈজসই ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার, ইহাকে যে ব্যক্তি উৎকর্ষ ও প্রোজা বিশ্বের মধ্যস্থ জানিয়া তৈজস দৃষ্টি দ্বারা উপাসনা করে তাহার জ্ঞানসমুত্তি বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়; তাহার পক্ষে শক্রমিত্র উভয়ই সমান হয়, তাহার বংশে কেহই ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হয় না। ১০।

প্রোজা নামক সুষুপ্ত স্থানই তৃতীয় মাত্রা মকার। মিতি এবং অপীতি দ্বারা মকার ও প্রোজের সাম্য উপাসনা করিলে জগতের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত ও ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হওয়া যায়। ১১।

যিনি তুরীয়ব্রহ্ম তিনি কোন ব্যবহারের বিষয় নহেন, তিনি প্রপঞ্চবিহীন এবং মঙ্গলময়। ইনিই “একমেবা-দ্বিতীয়ং” এই মহা বাক্যের লক্ষ্য এবং ওঁকার স্বরূপ ও সমুদায়ের জীবাত্মভাবে বিরাজ করিতেছেন। যিনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন তিনিই স্বীয় জীবাত্মা দ্বারা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। ১২।

অথর্ক শিরার মতে—“হদি বমসি যো নিত্যং তিজে।
মাজা: পরন্ত সঃ।” বিনি ক্রমরে নিত্য আছেন, সেই
আপনি প্রণব অ-উ-ম এই তিনমাত্রা। সেই হৃদিস্থিত পুরু-
ষের উত্তর ভাগ ওকার, তিনিই সর্বব্যাপি, অনন্ত, তারক,
ব্রহ্ম, হুগ, বৈষ্ণাভ, ব্রহ্ম; বিনি ব্রহ্ম তিনি এক, তিনিই
কল্প, তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই মহেশ্বর। অনন্তর অথর্ক-
শিরা নির্দেশ করিতেছেন—

“অণ কন্মাহচ্যতে ওকার: ? যন্মাহচ্যার্থ্যমাণ এব প্রাণান্
উর্দ্ধমুংক্রাময়তি তন্মাহচ্যতে ওকার:। অণ কন্মাহচ্যতে
প্রণব: ? যন্মাহচ্যার্থ্যমাণ এব ঋগ্যজু: সামাথর্ক্যাদিরসং ব্রহ্ম
ব্রাহ্মণেভ্য: প্রণাময়তি নাময়তি চ তন্মাহচ্যতে প্রণব:।”

অথর্ক শিখোপনিষদে ওকারের স্বরূপ বিশেষ করিয়া
বর্ণিত হইয়াছে। এই উপনিষদ বলেন *—

“প্রণমত: ওঁ এই অক্ষর প্রয়োগ করিয়া ধ্যান করিবে।
ওঁ এই অক্ষরের পাদ চারিটি, চতুস্পাদবিশিষ্ট এই অক্ষরই
পরমব্রহ্ম। ইহার অকারস্বরূপ প্রথম মাত্রা পৃথিবী।
ঋক মন্ত্রদ্বারা উপলক্ষিত বলিয়া ঋগ্বেদ বলে, ইহার ব্রহ্মা, বসু,
গারুড়ী ও গার্হপত্য দেবতা। দ্বিতীয় পাদ উকার অন্তরিক
বজ্রমন্ত্র দ্বারা উপলক্ষিত হয় বলিয়া তাহাকে বজ্রবেদ
বলে, ইহার দেবতা বিষ্ণু, কল্প, জিহ্বা ও দীক্ষণাশি। তৃতীয়
পাদ দুইটি মকার, সাম মন্ত্র দ্বারা উপলক্ষিত হয় বলিয়া সাম
বেদ বলা যায়। দেবতা বিষ্ণু ও আদিত্য, জগতী আহবনীর।
ওঁকারের শেষে যে অর্ধমাত্রা আছে তাহাই লুপ্তঅকার। ইহার
বিরাম লোপ পাইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট অস্পষ্ট হয় না। অথ-
র্ক মন্ত্রদ্বারা সংযোজিত হয় বলিয়া ইহাকে অথর্কবেদ বলে।
ইহার দেবতা সংবর্তক অগ্নি, বায়ু বিরাট ও এক ঋষি
নামক ঋষি।

ওকারের শিরোভাগে মাত্রা অতি রমণীয়া দীপ্তিমতী এবং
স্বপ্রকাশী। ওকারের প্রথম মাত্রা (অকার) রক্তবর্ণ, ইহাতে
সর্বদা ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মাই ইহার অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতা। দ্বিতীয় মাত্রা (উকার) শুক্লবর্ণ, ইহাতে কল্প
অবস্থান করেন, ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা ও কল্প। তৃতীয় মাত্রা

(মকার) কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন, তাহার অধি-
ষ্ঠাতাও বিষ্ণু। চতুর্থ মাত্রা (লুপ্তমকার, সর্ক বর্ণময়, ইহাতে
বিদ্যা বিরাজমান; ঈশ্বরই ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। এই
ওকারের চারিপদ এবং চারিদুগ আছে। নাদসংজ্ঞক লুপ্ত
মকাররূপ অর্ধমাত্রা এই ওঁকারের চতুর্থ মাত্রা, ইহাকে হুগ-
মাত্রা বলে। হুগমাত্রা হুগ, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে তিন প্রকার।
ওঁ একমাত্রা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে হুগ বলা যায় এবং
বিমাত্রাবিশিষ্ট (ওঁ ওঁ) এইরূপ উচ্চারিত হইলে তাহাকে
দীর্ঘ বলা যায়। ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট হইয়া (ওঁ ওঁ ওঁ) এইরূপ
উচ্চারিত হইলে প্লুত বলা হইয়া থাকে। অহুগমরূপ
শাস্ত্রভাবাপন্ন স্বপ্রকাশ চতুর্থমাত্রা প্লুত প্রয়োগে অভিব্যক্ত
হয়, তাহা কোনও শব্দ দ্বারা অভিভূত হয় না। ওকার
একবার মাত্র উচ্চারিত হইলেই, মনের সহিত সকল
প্রাণবায়ুকে ষট্চক্রভেদপূর্বক হুয়ানাদী দ্বারা উর্দ্ধদেশে
(শিরোদেশে) উৎক্রামিত করে, এই জন্তই ইহাকে
ওকার বলে।

সকল প্রাণ বায়ুর নমনতা ও কুস্তকাদি দ্বারা গতি রোধ
করে বলিয়া ওকারকে ‘প্রণব’ বলা যায়। ওকার চারিভাগে
অবস্থিত বলিয়া চারিদেবতা (ব্রহ্মা, কল্প, বিষ্ণু ও ঈশ্বর)
ও চারিবেদের (ঋক, যজু, সাম ও অথর্কের) উৎপত্তিস্থান।
অকার উকার প্রভৃতি যে ওকারের পাদ আছে; ধ্যানকালে
তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু অকারাদিবিশিষ্ট
ওকারকেই ধ্যান করিবে, তাহা হইলে অকারাদির
(অধিষ্ঠাতা) দেবতাগণ সমুদায় দু:খ ও ভয় হইতে
উপাসককে অবশ্রুই জ্ঞান করিবেন। জ্ঞানকারী বলিয়া
স্বয়ং বিষ্ণু, ওকার ও তাহার মাত্রার ধ্যান করিয়াছিলেন।
সেজন্তই তিনি অম্লরগকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
ইন্দ্রিয়সংযত করিয়া ওকারের ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়াই
পিতামহ ব্রহ্মা (বৃহৎ) হইয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মা জগৎ
সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে হেতু ঈশ্বরই সমুদায়
সৃষ্টির একমাত্র কর্তা, সেই জন্ত বিষ্ণু ওকারাত্মক নাদাত্মক
শাস্ত্রব্রহ্ম মন স্থির করিয়া সেই ওকারাত্মক জগদীশ্বরকে
ধ্যান করিয়াছিলেন। ওকারাত্মক পরমেশ্বর; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,
ইন্দ্র এবং পঞ্চভূতের সহিত সমুদায় ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়া-
ছেন। তিনি সকল কারণের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একমাত্র
মঙ্গলময় ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের মধ্যেই
একভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই এই অপরিচ্ছিন্ন
আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে নাদাত্মক প্রণবের কথা বলা
হইল, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কল্প, ঈশ্বর ও শিব এই পাঁচটি

* ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যান: ধ্যানিতব্যম্। ওমিত্যেতদক্ষরমত
পাদম্ভাষ্যো বেদান্তভাষ্যো বেদান্তভাষ্য:। চতুস্পাদেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম,
সুর্কাস্য মাত্রা পৃথিব্যকার: স ঋগ্ভির্জবেদো ব্রহ্মা বসবো গারুড়ী গার্হপত্য:।
দ্বিতীয়ান্তরিকমুকার:, স যজুর্ভির্জবেদো বিষ্ণু রজাতিপু দীক্ষণাশি:।
তৃতীয়া দৌর্ভকার স সামভি: সামবেদো বিষ্ণুরাদিত্যজগত্যাহবনীর:।
বাবনানিহস্য চতুর্ভিমাত্রা সা লুপ্তমকার:, সৌমধর্কণৈর্মন্ত্রৈরথর্কবেদ:
সংবর্তকোহগ্নিরমুক্তে বিরুদ্ধক ঋষি। ইত্যাদি।

দেবতা আছে এইরূপ ধ্যানকালে জানিতে হইবে। যেমন অধিক বস্তু করিলে কলও অধিক হইয়া থাকে। সেইরূপ লক্ষ্যবস্তু ওকারকে স্থিরচিত্তে কলকালও ধ্যান করিলে শত শত বস্তুকল লাভ করা যায়। সমুদায় জ্ঞান, বোপ ও ধ্যানে এই মঙ্গলময় ওকারই একমাত্র অবলম্বন।

বৈদিক যজ্ঞ বাগ বস্তু আছে সে সমুদায় পরিভ্যাগ করিয়া ওকার অধারন করিলে বিজগৎ নিশ্চয়ই গর্ত বাস হইতে মুক্ত হইবে, তাহাকে আর গর্তবাসঅনিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।”

ত্রৈলোক্যনিবন্ধে লিখিত আছে—

“আত্মানমরশিঃ কৃষা প্রণবকোত্তরারশিঃ।

ধ্যাননির্মল্যভানানাক্ষেপং পশ্চৈরিগুচবৎ ॥”

আত্মাকে অরশি (নির্মল্যকাঠ) করিয়া ও প্রণবকে উত্তরারশি করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ নির্মল্যনামা গুচবস্তুর মত পরমাত্মাকে দেখিবে।

দুইটি কাঠ পরস্পর মিলন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়—সেই দুইয়ের নীচের টিকে অরশি ও উপরেরটিকে উত্তরারশি বলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ওকারই ব্রহ্ম জানিবার একমাত্র উপায়, তাই ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদে ওকারের ব্রহ্মগণিবেশ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বহুত্বং ব্রহ্মবাদিত্বিঃ।

শরীরং তত্ত বক্ষ্যামি স্থানং কালং লয়ং তথা ॥

তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোকা বেদান্তয়োঃস্থয়ঃ।

তিপ্রো মাত্রাঙ্কিমাত্রা চ ত্র্যাক্ষরস্ত শিবস্ত চ ॥

ঋত্থো গার্হপত্যন্ত পৃথিবী ব্রহ্ম এব চ।

অকারস্ত শরীরস্ত ব্যাখ্যাভং ব্রহ্মবাদিত্বিঃ ॥

বজ্রব্দোহস্তরিক্ষক দক্ষিণাশ্চৈব চ।

বিষ্ণুস্ত ভগবান্ দেব উকারঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

সামবেদস্তথা দ্বৌচাহবনীয়াস্তথৈব চ।

ঈশ্বরঃ পরমো দেবো মকারঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

স্বর্ধ্যমণ্ডলমিভাত্যাকারঃ শব্দমধ্যগঃ।

উকারস্তত্রঙ্গকাশস্তত্ব মধ্যো ব্যবহিতঃ ॥

মকারস্তত্রঙ্গিসঙ্কাশো বিধূমো বিদ্যাতোপমঃ।

তিপ্রো মাত্রাণ্ডগা জ্ঞেয়াঃ সোমস্বর্ধ্যান্নিতৈজসঃ ॥

শিখাভা দীপসঙ্কাশা বস্মিন্ন পরিবর্ততে।

অঙ্কিমাত্রা তু সা জ্ঞেয়া প্রণবস্তোপরিস্থিতা ॥

কাণ্ডবটানিনাদস্ত যথা লীরতি শাণ্ডয়ে।

ওকারস্ত তথা বোজ্যঃ শান্তয়ে সর্বনিবৃত্ততা ॥”

ব্রহ্মবাদিগণ যে ও এই অক্ষরকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে।

জাহ্নব-শরীর, স্থান, কাল ও লয় রহিতেরি। সেই অক্ষর মঙ্গলময় ওকারের তিন দেবতা; তিন লোক, তিন বেদ, তিন অগ্নি, ও সার্ব্ভূমিমায়া আছে। ঋত্থেব, গার্হপত্যগ্নি, পৃথিবী ও ব্রহ্মা অকারের শরীর। ইহাই ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। বজ্রব্দেব, অস্তরিক্ষ, দক্ষিণাশ্চি ও ভগবান্ বিষ্ণু উকারের শরীর। সামবেদ, বর্গ, আহবনীয়া ও ঈশ্বর মকারের শরীর। স্বর্ধ্যমণ্ডলসদৃশ দীপ্তিমান্ অকার। শব্দেব মধ্যে অবস্থিত ও চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিমান্ উকার উক্ত অকারের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ধূমরহিত অর্থাৎ অতিশয় দীপ্তিশালী, অগ্নিসদৃশ এবং বিদ্যাকামের জ্ঞান শোভমান মকার। উক্ত ওকারের তিনটী মায়া ক্রমে চন্দ্র, স্বর্ধ্য ও অগ্নির তুল্য ভেদে সম্পন্ন। ইহা হইতে দীপসদৃশ শিখা ও দীপ্তি কখনও বিযুক্ত হয় না। যে মাত্রা ওকারের উপরিভাগে আছে তাহাকে অঙ্কিমাত্রা বলে। কাণ্ড (কাঁদি) ও বটীর শব্দ উথিত হইলে যেমন চিত্তের শান্তি জন্মে, সেইরূপ ওকারের উচ্চারণ করিলে চিত্তে শান্তি অমূল্য হয়, অতএব যে ব্যক্তি সমুদায় ইষ্ট কল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্বদা ওকারের উচ্চারণ করিবেন।”

লিঙ্গপুরাণে ওকারের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়প্রার্থি মধ্যে শেষ শব্দ্যর ওইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া দেন। তখন বিষ্ণু উঠিয়া হাসিমুখে কহিলেন, ‘বৎস ব্রহ্মন্! তোমার কুশল ত? বৎস! তোমার মঙ্গল ত?’ ব্রহ্মা বিষ্ণুর এইরূপ সন্মোদনে মনে মনে কিছু চট্টয়া বিষ্ণুকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, ‘কি আশ্চর্য! আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। তুমি কোন্ লজ্জায় আমাকে ‘বৎস বৎস’ বলিয়া সন্মোদন করিতেছ?’ এইরূপ অনেক বাক্য বিতণ্ডা হইতে হইতে শেষে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময়ে উভয়ের সম্মুখে এক অদ্বিত জ্যোতির্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। তখন উভয়ে যুদ্ধ পরিভ্যাগ করিয়া সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গ কোথা হইতে আসিল, তাহারই অঙ্গলক্ষ্যন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধোগামী হইলেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইলেন না। এদিকে ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া মহাবেগে উর্দ্ধগামী হইলেন, কিন্তু তিনিও লিঙ্গের অঙ্গ পাইলেন না। পরে উভয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া জ্যোতির্লিঙ্গকে প্রণামপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়ে ‘ইহা কি! ইহা কি!’ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রকরণেই স্নিগ্ধময় হইতে যুদ্ধ হইতে লাগিল।

উভয়ে সেই ও—ও—ও এইরূপ উচ্চারিত সুত্বর শুনিলেন।
ব্রহ্মা ও বিষ্ণু 'এই মহাশব্দ কি! এই মহাশব্দ কি' এইরূপ
চিন্তা করিতে করিতে পাঁচাইয়া উঠিলেন। তখন উভয়ে
দেখিতে পাইলেন, নিজের দক্ষিণ ভাগে আদ্যবর্ণ অকার,
উত্তরে উকার, মধ্যস্থলে মকার ও তাহার উপর নাদবিন্দু,
পরে তদুপরি তৎসমুদ্রায়ের সমবায়রূপ ওকার শোভা পাই-
তেছে। দক্ষিণদিগস্থ অকার স্বর্ধ্যমণ্ডলের জায়, উত্তরস্থিত
উকার অগ্নির জায় এবং মধ্যবর্তী মকার চন্দ্রমণ্ডলের জায়
তেজোময়। উপরে বাহা দুই হইল, তাহা শুক্ল-ক্ষটিকের জায়
তেজঃসম্পন্ন, ইহা কুরীর স্তভায়ঃ ত্রিগুণাভীত, অমৃতস্বরূপ,
নিকল, নিরূপদ্রব, স্বচ্ছসৌন্দর্য, কেবল, শূন্য, বাহ্যভাস্তররহিত,
স্তিতরে ও বাহিরের স্বরূপ, আদি মধ্য ও অন্তরহিত, এবং
জ্ঞানস্বকারণ। অকার, উকার, মকার এই তিন বর্ণ তিন
মাত্রারূপে এবং নাদ অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থান করিতেছে।
ইহাই শব্দ ব্রহ্ম; ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ
অকার, উকার ও মকার এই তিন মাত্রারূপে অবস্থান করি-
তেছে। ঐ শব্দব্রহ্মই বিশ্বাত্মা। এই সময় হইতে অতী-
জ্রিরপ্রকাশক বেদ আবির্ভূত হইলেন। এই বেদ হইতে
নিখিল জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। বিষ্ণু এই বেদবাক্য দ্বারা
পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলেন। তখন যজুর্বেদ বলিলেন,
ভগবান্ ব্রহ্ম অচিন্ত্য; একাক্ষর প্রণব তাঁহারই বাচক, সেই
একাক্ষরবাচ্য ব্রহ্মই পরমকারণ, অমৃতস্বরূপ, ঋতুস্বরূপ,
সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও পরাংপর পরম ব্রহ্মস্বরূপ। শব্দ
ব্রহ্মরূপ একাক্ষর হইতে অকারস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন
হইয়াছেন। ঐ একাক্ষর হইতেই উকারস্বরূপ বিষ্ণু উৎপন্ন
হইয়াছেন এবং ঐ একাক্ষর হইতে মকারস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্ম
উৎপন্ন হন। ইহার মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, উকার-
রূপ বিষ্ণু পালনকর্তা এবং মকাররূপ ব্রহ্ম ঐ দুইজনের প্রেতি
অহুগ্রহকারী। ইহাদের মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা বীজস্বরূপ,
উকাররূপ বিষ্ণু যোনিস্বরূপ এবং মকাররূপ ব্রহ্ম নিষেক-
কর্তা। এই বীজ, যোনি, নিষেকী ও শব্দ ব্রহ্মরূপ মহেশ্বর
এই চারি প্রণবাত্মক। শব্দব্রহ্মরূপ নিষেককর্তা মহেশ্বরের
স্বচ্ছাঙ্গসারে আপনাকে পৃথক করিয়া অবস্থান করিতেছেন।
এই শব্দ ব্রহ্মরূপ মহেশ্বরের লিঙ্গ হইতেই অকারস্বরূপ বীজের
উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই বীজ আবার উকাররূপ যোনিতে
পতিত হইয়া বদ্ধিত হইতে লাগিল। পরে তাহা হইতে এক
সোণার ডিম উৎপন্ন হইল। সহস্র বর্ষ পরে মহেশ্বরের ইচ্ছায়
উহা বিধগ্ন হইলে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। তাহার উর্দ্ধ-
ভাগে সূর্য এক অধোভাগে পাতাল উৎপন্ন হইল। এই বে

অকার রূপ চতুর্ভুজ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই সর্ব-
লোকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি শব্দ, রস ও তমঃ এই গুণত্রয়
ভেদে তিন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।" লিঙ্গ ৭ম অঃ।
[শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৩ অঃ দেখ।]

ভগবান্ মহুর মতে,—

“অকারকাপ্যকারক মকারক প্রজাপতিঃ।

বেদজরায় নিরুদ্বহং তুর্ভুবন্যরিত্তি ত্রিধা ॥” ২। ৭৩।

অকার, উকার ও মকারকে এবং ভূঃ, ভুব, স্ব এই
ব্যাধিত্রয়কে প্রজাপতি ব্রহ্মা যথাক্রমে তিন বেদ হইতে
উচ্চার করিয়াছেন।

অক্ষরনিষষ্ঠ মতে—

“ওকারো বর্জুলন্তারো বিষ্ণুঃ শক্তিদ্রিদেবতা।

প্রণবো মন্ত্রগর্ভশ্চ পঞ্চদেবো ঋবঃ শিবঃ ॥

মন্ত্রান্যং পরমং বীজং মূলমাদ্যশ্চ তারকঃ।

শিবাশি ব্যাপকো ব্যক্তঃ পরং জ্যোতিশ্চ সংবিদঃ ॥”

ওকার বর্জুল, তারক, বিষ্ণু, শক্তি, দ্রিদেবতা, প্রণব, মন্ত্র-
গর্ভ, পঞ্চদেব, ঋব, শিব, আদিমন্ত্র, পরমবীজ, মূল, আদ্য-
তারক, শিবাশি ব্যাপক, ব্যক্ত, শ্রেষ্ঠ, জ্যোতিঃ ও সংবিদ।

এই ও শব্দ মন্ত্রবিশেষ, এই মন্ত্র ভগবানের অতিপ্রিয়।
তাই গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ও তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মগজ্জিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥

তস্মাদোমিত্যাদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।

প্রবর্ত্ততে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

তদিত্যনভিসঙ্খ্যায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে যোক্ষকাক্ষিক্তিঃ ॥

সত্তাবে সাধুভাবৈ চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছকঃ পার্থ যজ্ঞ্যতে ॥”

গীতা ১৭ অঃ, ২৩-২৬ শ্লোকঃ।

পরমাত্মা ব্রহ্মের এই তিনটি নাম আছে ও—তৎ-সৎ।
এই ব্রহ্ম যাহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা ওকারের উচ্চারণ করিয়া
যজ্ঞ, দান ও তপত্যাগি ক্রিয়া সর্বদা অহুষ্ঠান করেন। যাহারা
যোক্ষকাক্ষী তাঁহারা 'তৎ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা-
রহিত তপ, যজ্ঞ ও দানাদি কার্যের অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন।
হে পার্থ! এই 'সৎ' শব্দটি সাধুতার বুঝাইবার জন্য বলা
হইয়া থাকে, এ ছাড়া যজ্ঞ, তপত্যাগ ও দানাদি প্রশস্ত কার্যেও
'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়। (অতএব ও—তৎ-সৎ এই ত্রিবিধ
ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেই সকল কার্য সিদ্ধ হইতে পারে।)
যোগেশ্বর মতে এই ও মন্ত্র রূপ নী করিলে কোনমতেই

যোগী সিদ্ধ হইতে পারেন না। এই মন্ত্র অণু করিলে পরম-
কারিক ভগবান্ ভক্তগণের চিত্তের একাগ্রতাসাধক শক্তি
প্রদান করেন। যোগস্বত্রকার বলিয়াছেন—

“ভজ্যপদ্মদর্শনমবশ্যম্।

ভক্তঃ প্রত্যেক্ চেতনাদিগমোহপ্যন্তরারাতাশাস্ত্ৰম্।”

সেই প্রণবের অণু ও তাহার অর্থ ভাবনা করিলে ঈশ্বরতত্ত্ব
সাক্ষাৎকার হয় এবং ব্যাধি, অকর্মণ্যতা, সংশয়, অনবধানতা,
আলস্য, ইন্দ্রিয়ের বিবরণ প্রবণতা প্রভৃতি অন্তরার দূর হয়।

ভগবান্ মনু বলেন,—

“প্রাক্কুলান্ পর্য্যাপানীনঃ পবিত্রৈষ্টৈশ্চ পাবিতঃ।

প্রাণায়ামৈস্তিভিঃ পুতন্তত ওকার মর্হতি ॥” ২। ৭৫।

কতকগুলি কুশ পূর্ব্বে রাখিয়া তাহার উপর বসিয়া
হুই হাতে কুশ লইয়া পবিত্র হইবে। পরে পঞ্চদশ ব্রহ্মস্বর
উচ্চারণের উপযুক্ত সময়ে তিন বার প্রাণায়াম দ্বারা ওঙ্কার হইলে
পর ভবে প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হয়।

কিন্তু যোগীরা বেক্রপ ভাবে ওঙ্কার অণু করেন, তাহা বড়
সহজ নয়। যোগী প্রথমে কেবল অকার অণু করেন, রীতিমত
অভ্যাস হইলে, পরে অপর অকার উচ্চারণ করিতে হয়।

[ওঙ্কারের উচ্চারণপ্রণালী অ ২ পৃষ্ঠা দেখ।]

ওম্ যোগীদের প্রধান অবলম্বন। তাই যোগশিখোপনি-
ষে লিখিত আছে—

“ও যোগশিখাং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবেষু চৌস্তমাং।

বলা তু ধ্যায়তে মন্ত্রং গাজকম্পোহতিজায়তে ॥ ১

আসনং পদ্মকং বদ্ধা যজ্ঞস্তথাপি যোচতে।

কুর্য্যাদাসাগ্রদৃষ্টিকং হস্তৌ পাণৌ চ সংযুতৌ ॥ ২

মনঃ সর্ব্বত্র সংযম্য ওঙ্কারং তজ্জ চিত্তয়েৎ।

ধ্যায়তে সততং প্রোক্তো হুংকৃষ্য পরমেষ্টিনম্ ॥ ৩

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগশিখা বলিতেছি,—মন্ত্রের ধ্যান কালে
গাজকম্প উপস্থিত হয়।

পদ্মাসন অথবা অন্ত কোন অভিলষিত আসন করিয়া, নালাগ্রে
দৃষ্টিস্থাপন এবং হস্ত, পদ ও মনঃসংযমপূর্ব্বক হৃদয়ে পরমেষ্টিকে
অবস্থিত করিয়া প্রোক্তগণ ওঙ্কার চিন্তা করিয়া থাকেন।

যোগতত্ত্বোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই—

“ত্রয়ো লোকার্যো বেনাদ্রয়ঃ সঙ্খ্যাত্রয়ঃ সূত্রাঃ।

ত্রয়োহগ্রয়ো গুণাত্রীণি স্থিতাঃ সর্ব্বৈ ত্রয়াকরে ॥ ৬

ত্রয়ানামকরে প্রোক্তে যোগীভীতেহপ্যর্দ্ধমকরম্।

ভেষ সর্ব্বমিদং প্রোষ্টং লঙ্ঘ্য তৎপরমং পদম্ ॥ ৭

পুষ্পমধ্যে বলা গজাঃ সরোমধ্যেহতি পপিবৎ।

ভিলমধ্যে বলা তৈলং পাবাশেখিব কাঞ্চনম্ ॥ ৮

হরি স্থানে স্থিতঃ পদ্মঃ ততঃ পদ্মনথোবুধম্।

উর্দ্ধনালমথোবিন্দুভূত মধ্যো স্থিতঃ মনঃ ॥ ৯

অকারে শোচিতং পদ্মভূতারেণৈব ভিন্যতে।

মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা ॥ ১০

ওঙ্কারে কটিকমভাশং কিঞ্চিং সূর্য্যমরীচিবৎ।

লভতে যোগবুদ্ধ্যাক্ষা পুরুষোত্তমভংপরঃ ॥ ১১

তিন লোক, তিন বেদ, তিন সঙ্খ্যা, তিন দেবতা, তিন
অগ্নি, তিন গুণ, এই সমস্তই তিন অকারে সন্নিবেশিত আছে।
যে ব্যক্তি এই তিন অকার পাঠ করিয়া, পরে অর্দ্ধমকর পাঠ
করে, তাহার পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। পুষ্পমধ্যে গজ,
হৃৎ মধ্যে সূর্য, তিল মধ্যে তৈল ও পাবাশ মধ্যে কাঞ্চনের
ভার, হৃদয়ে অধোবুধ উর্দ্ধনাল পদ আছে, তন্মধ্যে মনের
অবস্থান। অকারের দ্বারা পদ্মশোচিত ও উকারের দ্বারা
ভিন্ন হইয়া মকারে শব্দ লাভ করে। অর্দ্ধমাত্রা নিশ্চল।
ঈশ্বরতৎপর যোগিগণ সূর্য্যাকিরণের দ্বারা ওঙ্কার কটিকুল্য
কোন এক পদার্থ লাভ করিয়া থাকেন।

নাদবিন্দু উপনিষদের মতে—

“ওম্ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারতৃত্যঃ সূতঃ।

মকারস্তত্র পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা ॥ ১

আগ্নেরী প্রথম মাত্রা বারবৈবুবা বশাঙ্গগা ॥ ৬

ভাহুমণ্ডলসঙ্খ্যা ভবেদ্বাত্রা তথোত্তরা।

পরমা চার্দ্রমাত্রা চ বাক্রণীং তাং বিহুর্ধ্বাঃ ॥ ৭

কলাত্রয়াননা বাপি ভাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।

এব ওঙ্কার আধ্যাতো ধারণাভিনিবোধত ॥ ৮

অকার দক্ষিণ, এবং উকার উত্তরপক্ষ, মকার তাহার
পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা মস্তক। প্রথম মাত্রা আগ্নেরী, দ্বিতীয়া
বারবী, তৃতীয়া ভাহুমণ্ডলসমী, এবং অর্দ্ধমাত্রাকে পণ্ডিতগণ
বাক্রণী বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে কলাত্রয়াননা
মাত্রা প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে ওঙ্কার কথিত হইল,
ধারণাধারা অমৃতব করিয়া লইবে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদে লিখিত আছে—

“ভূমিভাগে সমে রম্যো সর্ব্বদোষবিবর্জিতো।

কৃষ্ণা মনোমরীং রক্ষাং জপ্তা তৈবাপ্য মণ্ডলম্ ॥ ১৭

পদ্মকং স্বভিকং বাপি তত্রাসনমথাপিবা।

বদ্ধা যোগাসনং সম্যগুত্তরাভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮

নাসিকাপুটমুখ্য পিয়ারিকেন মাক্রতম্।

আকৃষ্য ধীরেদগ্নিং শব্দমেবাভিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯

ওমিত্যেকাকরং ত্রয় ওমিত্যেকেন রেচয়েৎ।

নিবাসয়েৎ বহুগং কুর্য্যাদাসনবল্লভম্ ॥ ২০

সর্বদোষশূন্য সমস্তল রম্য ভূমিতাপে মনোময়ী রক্ষা-
বিধান করিয়া মণ্ডল রূপ করিবে, অনন্তর পদ্মক, বস্তিক
অথবা তজ্জাগন নামক বোগাসন করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন
পূর্বক, একটি অঙ্গুলি দ্বারা নাসাপটে আচ্ছাদন করিয়া অপর
নাসাপটের দ্বারা বায়ু আকর্ষণপূর্বক অগ্নি শব্দ চিত্তা করিবে।
(তৎপরে) ওম্ একাক্ষর ব্রহ্মব্রহ্মণ, এই এক ওম্শব্দের দ্বারা
রেচক করিয়া দিব্যমন্ত্রের দ্বারা আশীর্বাদ করিবে।

যোগী বাজ্যবাক্য লিখিরাছেন—

“বর্ণজাম্বিকাঃ স্তোত্রে রেচক-পূরককৃত্তকাঃ।

স এব প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তদ্বয়ঃ॥”

রেচক, পূরক ও কৃত্তক, ইহারা তিনটি বর্ণাঙ্কক, সেই
তিন বর্ণ প্রণব, এবং প্রাণায়াম সেই প্রণবময়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—

“অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরজয়ম্।

এতা এব জয়ো মাত্রাঃ সাব-রাজস-তামসাঃ॥

নিষ্ঠুর্ণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্রমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।

গাক্ষারীতি চ বিজ্ঞেয়া গাক্ষারব্রহ্মসংশ্রয়া।

পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মুদ্রিন লক্ষ্যতে ॥ ৪

তথা প্রযুক্ত ওকারঃ প্রতিনির্ধাতি মুদ্রিনি।

ওথোকারময়ো যোগী স্বকরে স্বকরো ভবেৎ ॥ ৬

প্রাণো ধমুঃ শরো হ্যাম্মা ব্রহ্ম বেধ্যমমৃতমম্।

অপ্রমত্তেন বেদ্যং শরবৎ তন্মরো ভবেৎ ॥ ৭

ওমিত্যেতৎ জয়ো বেদোজয়ো লোকান্তয়োহময়ঃ।

বিষ্ণু ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্ সামানি যজুঃবি চ ॥ ৮

মাত্রাঃ সার্দ্রাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।

তত্র যুক্তত্ব যো যোগী স তত্তরমাপূর্য্যৎ ॥ ৯

অকারব্ধ তুলোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।

সব্যজ্ঞনো মকারশ্চ ঋলোকঃ পরিকল্প্যতে ॥ ১০

ব্যক্তা তু প্রথম মাত্রা দ্বিতীয়াহব্যক্তসংজ্ঞিতা।

মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্ ॥ ১১

অনেনৈব ক্রমেণতা বিজ্ঞেয়া বোগভূময়ঃ।

ওমিত্যাক্ষরপাৎ সর্বং গৃহীতং সদসত্তবেৎ ॥ ১২

হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।

তৃতীয়া চ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা ॥ ১৩

ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোকারসংজ্ঞিতম্।”

মার্কণ্ডেয় পুং ৪২ অঃ।

অকার, উকার ও মকার, এই তিনটি অক্ষর; লব্ধ,
রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ তিনটি মাত্রা; আরও ইহাতে
নিষ্ঠুর্ণ যোগিগম্য অর্দ্ধমাত্রা অবস্থিত, গাক্ষার ব্রহ্মের আশ্রয়

অন্ত তাহাকে গাক্ষারী বলিয়া থাকে, যত্নকে প্রযুক্ত হইলে
পিপীলিকা গতিস্পর্শের দ্বারা লক্ষ্য হয়। ওকার প্রযুক্ত হইলে
যেমন যত্নকে প্রতিনির্গত হয়, সেইরূপ ওকারময় যোগী
অক্ষরে অক্ষর হইয়া থাকেন। প্রাণ ধমুঃ স্বরূপ, আম্মা শর-
স্বরূপ, এবং ব্রহ্মবেধ্যস্বরূপ; অপ্রমত্ত হইয়া শরবৎ তাহাকে
বিন্দু করিতে পারিলে, ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ওম্ এই শব্দ
তিন বেদ, তিনলোক, তিন অগ্নি, ব্রহ্মা বিষ্ণু হর ও ঋক্ সাম
যজুঃ। ইহাতে সাড়েতিন মাত্রা। যে যোগী তাহাতে যুক্ত
হয়, তাহার ব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে। অকার তুলোক, উকার
ভুবলোক, এবং সব্যজন মকার ঋলোক; প্রথম মাত্রা ব্যক্তা,
দ্বিতীয়া অব্যক্তা, তৃতীয়া চিৎশক্তি ও অর্দ্ধমাত্রা শ্রেষ্ঠপদ
বলিয়া কহিত। এইরূপে এই সমস্তকে বোগ ভূমি জানিবে।
ওম্ শব্দ উচ্চারণে সমুদায় অসৎ সং হইয়া যায়। ইহার
প্রথম মাত্রা হ্রস্বা, দ্বিতীয়া দীর্ঘা, তৃতীয়া প্লুতা ও অর্দ্ধমাত্রা
বাক্যের অগোচর। এই অক্ষরময় ব্রহ্মের নাম ওকার।

গোরক্ষসংহিতায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।

ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং শক্তিরোমিতি ॥”

আদ্যাশক্তিস্বরূপ প্রণব হইতে তিনটি শক্তি সমুৎপন্ন
হইয়াছিল, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। ইচ্ছাশক্তি
গৌরী (ইনি তমোগুণ অমুসারে মহেশ্বরের সহিত আছেন।)
ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী (ইনিই রজোগুণ অমুসারে ব্রহ্মার সহিত
সৃষ্টি কার্য্য করিতেছেন।) জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী (ইনি সত্ত্বগুণ
অমুসারে বিষ্ণুর সহিত সদ্ভতা থাকিয়া পালন করেন।) গায়ত্রী-
[তত্র, প্রণবোপনিষৎ, মহানির্বাণতন্ত্র, কঠোপনিষৎ দেখ।]

এখন সকলে বুঝিলেন, ওকার কি?—মূল কথা, ওমই
হিন্দুধর্মশাস্ত্রের মূল তত্ত্বস্বরূপ; যিনি ওকার বুঝিতে চেষ্টা
করিয়াছেন; তিনিই হিন্দুধর্ম কপকিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রেও ওম্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভোট
দেশের বৌদ্ধগণ ‘ওম্ হন্ হন্’ এই পবিত্র শব্দ ধর্মকর্মাদিতে
উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ভোট দেশের কোন কোন গৃহের
ছাদে ঐ তিনটি কথা খোদিত দেখা যায়। তাহার উহার
‘বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্ত্ব’ এই তিন অর্থ করেন। তাহার কথন
কখন ‘ও’ মণি পদ্ম হন্’ এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া
থাকেন।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেমন ও’ অর্থাৎ অ-উ-র এই তিন
বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা
ঈশ্বরকে বুঝাইয়া আছেন, প্রাচীন মিশরের লোকেরাও সেই-
রূপ ‘আমোন্-রা,’ ‘আমোন্নিউ’ ও ‘সিরেক-রা’ ঈশ্বরের

পরিচায়ক এই ভিন নাম উচ্চারণ করিলেন। এই জিহ্বাটাই
প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের জুপিটার, নেপচুন ও প্লুটো।

ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) ইংলণ্ডের একজন
বিখ্যাত বোদ্ধা। তাঁহার আসল নাম আর্থার ওয়েলেসলি।
ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধি মাত্র।

ওয়েলিংটন পিতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পিতার নাম
ম্যারেট (First Earl of Mornington)। ১৭৬৯ খৃঃ ১লা
মে, আর্লস্‌ডের ডজন দুর্গনাথক স্থানে ওয়েলিংটনের জন্ম হয়।
বীরপুঙ্খবের বাল্যকালে সচরাচর বেক্রপ ঘটয়া থাকে, ওয়েলিং-
টনের জীবনে তাহার অভাব হয় নাই। তবে কথা এই
যে, তিনি বালককাল হইতে রণবিদ্যার যেমন ক্রমশঃই
উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি লেখাপড়ায় তেমন
উন্নতি করিতে পারেন নাই। তবে যে তাঁহার প্রতি সরস্বতী
দেবী এককালে বিমুগ্ধ ছিলেন তাহাও নহে।

১৭৮৭ খৃঃ, ওয়েলিংটন সর্বপ্রথমে পদাতিক সেনাবিভাগে
প্রবেশ করেন। ছয় বৎসর মধ্যেই তিনি সৈনিক বিভাগে
একজন লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে,
হলণ্ডে যুদ্ধ উপস্থিত। ওয়েলিংটন ডিউক অব ইরেকের সাহা-
য্যার্থে একজন সেনানায়ক হইয়া নেদরলণ্ডে গমন করিলেন।
তৎকালে যে যে রণক্ষেত্রে তিনি অয় উপস্থিত হইয়াছিলেন,
সেই সেই স্থানে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৭ খৃঃ, কেরারী মাসে ওয়েলিংটন সর্বোচ্চ কলিকা-
তার আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বর্ষে ৪টা অক্টোবর, তাঁহার
বড়ভাই মাকুইস্ অব ওয়েলেসলি ভারতবর্ষের গবর্ণর-
জেনারেল হইয়া আসিলেন। এই সময়, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট
সেখিলেন যে তাঁহাদের নামসম্মত আর থাকে না। টিপু-
সুলতান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কয়েকদল করাসীসৈন্য
সুলতানের সঙ্গে যোগ দিয়াছে; টিপু সুলতান ঘোষণা করি-
য়াছেন যেহেতু হউক ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর
করিতে হইবে। গবর্ণর জেনারেল প্রথমে মিষ্ট কথার টিপুকে
ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 'তবি ভোলবার মন্ন';
টিপু মনে দ্বাধা স্থির করিয়াছেন তাহাই করিবেন; তিনি
বলিয়া পাঠাইলেন, কোনমতেই তিনি ইংরাজদিগের সহিত
সন্ধি করিবেন না। বরং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে
লাগিলেন। কাজেই ইংরাজেরা আর স্থির থাকিতে পারি-
লেন না। বেঙ্গলে ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইল। নিজাম
তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। নিজামের কথামত ওয়ে-
লিংটন একজন সেনানায়ক কর্ণেল হইলেন। ১৭৯৯ খৃঃ,
১২এ মার্চ তারিখে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধিল। এই

যুদ্ধে ওয়েলিংটন রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে ইংরা-
জেরা শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিলেন। ৪টা মে তারিখে ঐ
স্থান আক্রান্ত হইল। শত্রুগণ পৃষ্ঠ দেখাইলেন। টিপুসাহেব
নিহত হইলেন। ওয়েলিংটন শ্রীরঙ্গপত্তনের শাসনভার পাই-
লেন। মহিষুরের রাজা তাঁহাকে আপন প্রতিনিধিস্বরূপ
দেখিতে লাগিলেন। ওয়েলিংটনের কর্তৃত্বকালে মহিষুরের
সাময়িক ও রাজনৈতিক উভয় বিভাগেই অনেক উন্নতি
হইয়াছিল।

সেই সময়ে চুণ্ডিয়া বাঘ নামে একজন মহারাষ্ট্র বীর
৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের বিপক্ষে
অস্ত্রধারণ করিলেন, তাঁহার প্রবল প্রতাপে ইংরাজসেনা
অস্থির হইয়া পড়িল। ওয়েলিংটন দুইমাস ধরিয়া তাহার সঙ্গে
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনিও বড় কিছু করিতে
পারেন নাই, তবে তাঁহার অদৃষ্টের বড় জোর কিনা, তাই
ঘটনাক্রমে চুণ্ডিয়া নিহত হইলেন। ওয়েলিংটনের জয় হইল।

তখন ইঞ্জিপ্টের সঙ্গে ইংরাজদের গোলযোগ চলিতে-
ছিল। বিলাত হইতে সংবাদ আসিল ওয়েলিংটনকে ইঞ্জিপ্টে
যাইয়া তথাকার ইংরাজসৈন্যগণকে সাহায্য করিতে হইবে।
ওয়েলিংটনও ইম্পিট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহিষুর
হইতে বোম্বাই আসিলেন, এখানে, আসিয়া লোহিতসাগরে
যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সাজা
গোঁজাই সার হইল, তাঁহার ইঞ্জিপ্টে যাওয়া ঘটিল না, তিনি
পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কাজেই তাঁহাকে মহিষুরে ফিরিতে
হইল। এখানে তিনি দুইবর্ষ ছিলেন।

১৮০২ খৃঃ, ওয়েলিংটন মেজর জেনারেল হইলেন, তৎপর
বর্ষে তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর
হইলেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রনায়কদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতে-
ছিল। পেশোবা বলবান্ মহারাষ্ট্রদিগের হাতে পড়িয়া নাম
মাত্র উপাধি ভোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে দৌলতরায়
সিদ্ধিয়া মালব ও খাঁদেশের রাজা ছিলেন; তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও
গোলাগুলি বিস্তার ছিল, হোলকরও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া
উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে হোলকর নর্মদা পার হইয়া পুণা-
অতিমুখে যাত্রা করেন, এইখানে তিনি পেশোবা ও সিদ্ধি-
য়াকে পরাস্ত করিয়া পুণা অধিকার করিলেন। পেশোবা-
গিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় লইলেন। ইংরাজদিগেরও কতকটা
সুবিধা হইল। ওয়েলিংটন সর্বোচ্চ পুনর্ভূষিত যাত্রা
করিলেন, পথে শুনিলেন হোলকর পুনানগরী পৌঁছাইয়া
ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র অশ্বা-

রোহী সৈন্ত সঙ্গে লইয়া ৩০ ক্রোশ পথ ৩০ ঘণ্টার উত্তীর্ণ হইয়া পুনঃ পৌঁছিলেন, এইরূপে তিনি পুনঃনগরী রক্ষা করিলেন। হোলকরের সৈন্তগণ বিনাযুদ্ধে নগর পরিত্যাগ করিল, পরমাসে পেশোবা আপন রাজধানীতে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এদিকে সিক্কিয়ার বেরারের রাজার সহিত যোগ দিয়া ইংরাজ ও নিজামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন গবর্ণর জেনারেল ওয়েলিংটনের উপর প্রধান সৈন্যপত্ন্যভার অর্পণ করিয়া আদেশ করিলেন, যেরূপ সুবিধায় হউক তিনি পেশোবা ও নিজামের রাজা বন্ধ করিবেন। ওয়েলিংটন দশহাজার সৈন্ত সঙ্গে লইয়া সিক্কিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। প্রথম কয়েকবার সিক্কিয়ার পড়তা পড়িয়াছিল, ওয়েলিংটনের রণকৌশল ও কূটরণনীতি ব্যর্থ হইল। শেষে তিনি পুনা হইতে হটয়া আসিয়া আক্রমণের উপনীত হইলেন। এখানে সিক্কিয়ার কয়েকদল সৈন্য আড্ডা করিয়াছিল। ওয়েলিংটন আসিবামাত্র যুদ্ধ হইল, শেষে সিক্কিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ দেখাইল। ২৪এ আগষ্ট, ওয়েলিংটন গোদাবরী পার হইয়া ২৯এ তারিখে আরজাবাদে পৌঁছিলেন। সেপ্টেম্বর মাস আসিল। ওয়েলিংটন শুনিলেন সিক্কিয়া আবার ১৬ দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সৈন্যগণ ফরাসী সৈনিক পুরুষ দ্বারা চালিত হইতেছে এবং সিক্কিয়ার সৈন্যগণ কেতনা নদীতীরে দলবদ্ধ হইয়াছে। ওয়েলিংটন আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, একদিক্ দিয়া তিনি এবং অপরদিকে কর্ণেল ষ্টিভেন্সন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে সিক্কিয়া ও বেরারের রাজা আপন আপন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বহির্গত হন, এই সময়ে তাঁহাদের পদাতিগণ তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিল। এই সংবাদ ওয়েলিংটনের কাছে পৌঁছিল, তিনি তখন স্থির করিলেন অগ্রে তাঁবু আক্রমণ করাই উচিত, কারণ তিনি যেখানে ছিলেন তথা হইতে বিপক্ষের তাঁবু তিন ক্রোশমাত্র ব্যবধান। তিনি প্রায় দুই ক্রোশ পথ আসিয়া এক উচ্চস্থান হইতে দেখিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার মহারাষ্ট্র সৈন্য কেতনানদীর উত্তরকূলে অবস্থান করিতেছে। ওয়েলিংটন বামদিক দিয়া মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি নদীর এ পারে কতকগুলি সহস্র সৈন্য রাখিয়া বাছা বাছা অশ্বারোহী ও পদাতি লইয়া নদী পার হইলেন। পরপারে আসিয়া তিনি আপন সেনাদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন, দুইভাগ পদাতি ও একভাগ অশ্বারোহী। এই সময়ে সিক্কিয়া আপন সৈন্যদিগকে প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সিক্কিয়ার ঘন ঘন

তোপ আঘাতে ইংরাজসৈন্য হত আহত ও বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। ওয়েলিংটন দেখিলেন, এবার ব্যাপার কিছু গুরুতর। তিনি আপন সৈন্যগণকে তোপ ছাড়িয়া বন্ধুচালাইতে আদেশ দিলেন। ঘোর ঘনরবে এককালে সহস্র সহস্র বন্দুক শব্দ হইতে লাগিল। ওয়েলিংটন অসমসাহসে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু প্রথমে ইংরাজদিগের কিছুমাত্র আশা ছিল না, সিক্কিয়ার সৈন্যগণ বন্দুক প্রহারে ছত্রভঙ্গ হওয়ার ওয়েলিংটন তাঁহাদের তোপ ও রসদাদি লুটিতে লাগিলেন। এখানে সিক্কিয়ার সৈন্তগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু আশাশী নামক গ্রামে সিক্কিয়ার অপর সৈন্তগণ একত্র হইয়া ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শত শত ইংরাজসৈন্ত ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন ওয়েলিংটন উত্তেজিত হইয়া এবং আপন সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিয়া মার মার শব্দে বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ওয়েলিংটনের দুইটি রণ-অশ্ব বিনষ্ট হইল, তাঁহার আর্দালির মাথা উড়িয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে আপন প্রাণরক্ষা করিলেন। শেষে ওয়েলিংটনের জয়লাভ হইল, বৃতীশের জয়চক্কা বাজিয়া উঠিল। শত্রুগণ যে যেখানে পারিল, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

এইরূপে মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। সিক্কিয়া আর ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না, এইরূপ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু বেরারের রাজা সহজে ধামিলেন না। তিনি সিক্কিয়ার অশ্বারোহী সৈন্ত ও আপন দলবল সঙ্গে লইয়া আর্গাম রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ২৯ নবেম্বর ১৮০৩ খৃঃ, ওয়েলিংটন আর্গাম ক্ষেত্রে বেরাররাজের সম্মুখীন হইলেন। প্রথমে ইংরাজদিগের বিস্তার সৈন্ত হত হইয়াছিল। তবে ওয়েলিংটনের বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে এই ভীষণ সমরেও জয়োপার্জন করিয়াছিলেন। বেরারের রাজা বেগতিক বুঝিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অমূল্যে বেরারের রাজা ইংরাজদিগকে কটক সমেত বালেশ্বর ছাড়িয়া দিলেন। ৩০এ ডিসেম্বর সিক্কিয়াও ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ এবং অনেকগুলি দুর্গ বৃতীশ গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দিলেন। পর বর্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েলিংটন আর একবার গোদাবরী পার হইলেন। এবার কয়েকজন স্বাধীন সামন্তকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণপথে শান্তিস্থাপন করিলেন। এই মহৎ কার্যের জন্য ভারতবর্ষের চারিদিক্ হইতে তাঁহার প্রশংসাজ্ঞানি উঠিল, পার্লামেন্টের সভ্যপন

তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কে. সি. বি. (K. O. B.) উপাধি প্রদান করিলেন।

১৮০৫ খৃঃ, তিনি ইংলণ্ডে কিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও তিনি স্থির ছিলেন না, তখন যে স্থানে ইংরাজ সম্পর্কে কোনরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল,—সেখানেই ওয়েলিংটন উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যুদ্ধের বিষয় এই যে জরলন্দী তাঁহাকে জুলিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি পার্লিয়ার্মেন্টে আসন পাইয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃঃ, ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়েলিংটন আরল্ অব লংকোর্ডের তৃতীয় কন্যা ক্যাথারিন্ পাচেকহারকে বিবাহ করেন। কিন্তু সম্পতি অল্প দিনই গৃহশান্তি অক্ষত করিয়াছিলেন। কারণ ওয়েলিংটন তৎ পরবর্ষেই প্রাথমিকের রাধিকা যুদ্ধবাজার বাহির হইলেন। এই সময়ে করাসীরা স্পেনদেশে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, ওয়েলিংটন তাহাদিগকে স্পেন হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সৈন্যে বাহির হইলেন। তিসিরা নামক নগরপ্রাঞ্চণে তিনি জুনো নামক করাসী বীরকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের পর তিনি পর্তুগালের সিদ্ধা নগরে সন্ধি স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডে কিরিয়া আসিলেন। এখানে তিনি আরল্গণ্ডের চিফ্ সেক্রেটারীর পদ পাইলেন। সন্মত জন মুরের মৃত্যু হইলে তিনি স্বপদ পরিত্যাগ করিয়া পর্তুগালের রাজধানী লিসবন্ নগরে আসিয়া গুলিলেন, জুল্ট নামক একজন করাসীবীর অপটো আক্রমণ করিয়াছে। তখন পর্তুগালের যুবরাজের আদেশে ওয়েলিংটন প্রধান সেনাপতি হইয়া করাসীসৈন্যের পশ্চাৎদর্শী হইলেন। তলবেরা নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, উভয় পক্ষেই অনেক হত আহত হইলে পর ওয়েলিংটনই জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ তিনি পার্লিয়ার্মেন্ট হইতে দুই উপাধি পাইলেন; ১ম বেরন ডোরো অব ওয়েলেমলি (Baron Douro of Wellesley), ২য় তাইকাউন্ট ওয়েলিংটন অব তলবেরা (Viscount Wellington of Talavera)। ১৮১০ খৃঃ, মসিনা নামক করাসী সেনাপতি বাছা বাছা করাসীসৈন্য লইয়া ওয়েলিংটনের বিপক্ষে অগ্রসর হইলেন। ওয়েলিংটন দেখিলেন যে তাঁহাদের সঙ্গে সন্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলে হরত তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি বসাকো নামক স্থানে হাটরা আসিলেন। এখানে করাসীরা হুইবার আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই, বরং বিলম্বণ কতি-এত হইয়া কিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। অকস্মেৎ মসিনা আপন সৈন্যাদিগের রসদ সংগ্রহ করিতে না পারায়, তিনি সত্বরম্ কামক স্থানে চলিয়া আসিলেন। এই সময়ে ওয়ে-

লিংটন তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শেষে করাসীসৈন্য বিপর্যস্ত হইয়া মসিনো পার হইলেন। এইরূপে ওয়েলিংটনের বীরত্ব পর্তুগালরাজ্য করাসীহস্ত হইতে মুক্ত হইল। তৎপরে ওয়েলিংটন অল্‌রিডা অবরোধ করিলে, করাসী সেনানায়ক মসিনা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অল্‌মিডা উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ওয়েলিংটন অল্‌মিডা ধ্বংস করিয়া বসাকো অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তাহার সঙ্গে ৯০০০ সৈন্য মাত্র অবশিষ্ট। তিনি বিলাতে সাহায্যের জন্য লিখিলেন, কিন্তু কে তাহার কথা শোনে! মার্সাল বেরেসকোর্ড তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন, “তাঁহাদের মাথা খারাপ হইয়াছে।” সাহায্য অভাবে ওয়েলিংটন পর্তুগালের সীমার কিরিয়া আসিলেন। পরবর্ষে ওয়েলিংটন সিউদাদ্ রজিগো-জর্গ, বসাকো এবং অবশেষে শালামাঙ্কা জয় করিলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত যে সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। বিশেষতঃ শালামাঙ্কাযুদ্ধে জয় হইলে তাঁহার ধন্য ধন্য সুখ্যাতি পড়িয়া গেল। এই যুদ্ধে তিনি ৭০০০ করাসীসৈন্য বন্দী করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটনের এই অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় পাইয়া পার্লিয়ার্মেন্ট হইতে তিনি মার্কুইস্ অব ওয়েলিংটন (Marquis of Wellington) উপাধি এবং দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইলেন। যে মাসে স্পেন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে রাজা জোসেফ সেনাপতি জর্ডমের সহিত সটেন্যে উপস্থিত ছিলেন। ওয়েলিংটন ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে পৌঁছিয়া যুদ্ধ বোম্বা করিলেন। এই যুদ্ধে করাসীরা পরাস্ত হইল, তাহাদের ১৫১টি কামান ও গোলাগুলি ওয়েলিংটন কাড়িয়া লইলেন। এমন কি রাজা জোসেফের গুপ্তপ্রাচীদি পর্যন্ত ওয়েলিংটনের হস্তগত হইয়াছিল। এতদিন পরে স্পেনরাজ্য শত্রুকবল হইতে মুক্ত হইল।

এখন ওয়েলিংটন করাসীসৈন্যের পশ্চাৎদর্শী হইয়া করাসীরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বহু কষ্ট ও অনেক যুদ্ধের পর পাম্প্লোনা নগর অবরোধ করিলেন। এদিকে ১০ই ডিসেম্বর করাসী সেনাপতি জুল্ট তাঁহাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধ ক্রমাগত ৮ দিন চলিয়াছিল। অষ্টম দিবসে জুল্ট পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। ২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৮১১ খৃঃ, অর্থস্ নগরে ওয়েলিংটন আবার জুল্টকে পরাস্ত করেন। তৎপরে কয়েকবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রান্তের রাজধানী পাব্লিস নগরে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে পারিস্ নগরে বেলপোলিসন আপন পদ

ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। [নেপোলিয়ন দেখ।] জর্জন ও কবের সৈন্যসমূহী তথায় আসিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিল। এমন সময়ে ওয়েলিংটন পারিসে প্রবেশ করিলেন। সকলেই যুদ্ধকর্ত্তে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধি এবং চল্লিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইলেন। তদবধি তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইলেন। ২৮এ জুন, ওয়েলিংটন বিলাতের লর্ড সভার প্রথম আসন পাইলেন। ১৮১৪ খৃঃ, জুলাই মাসে তিনি ফ্রান্সের রাজসভার প্রধান রাজদূতরূপে নিয়োজিত হইলেন। প্রসিদ্ধ মহাবীর নেপোলিয়ন যখন সমস্ত যুরোপ আপনার বশে আনিতে সচেষ্ট হন, যে সময়ে যুরোপীয় রাজন্যবর্গ ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরস্পর সাহা-য্যের জন্য একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ওয়েলিংটন ব্রিটিশ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া নেপোলিয়নের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। লিগ্নি ও কোটার ব্রু নামক স্থানে দুইবার যোঁরতর যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে প্রসিয়া সেনানায়ক বুচার ওয়েলিংটনের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু উক্ত দুইটি যুদ্ধেই নেপোলিয়ন বিচলিত হইলেন না, বরং অসংখ্য ব্রিটিশ ও প্রসিয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ১৮১৫ খৃঃ, ১৮ই জুন আগিল, যুরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণ নেপোলিয়নের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সকলে ওয়াটার্লু রণক্ষেত্রে মিলিত হইল। ওয়েলিংটন ও বুচারের উৎসাহে সমস্ত যুরোপীয় সৈন্য নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিল। আজ বীরকেশরী নেপোলিয়ন সমগ্র রাজত্বমণ্ডলীর বড়যন্ত্রে পড়িয়া পরাস্ত হইলেন। ভাগ্যবান ওয়েলিংটন আজ ওয়াটার্লু বিজ্ঞতা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তৎপরে ওয়েলিংটন পারিস নগরে আসিলেন। এখানে সন্ধিপত্রাদ্বারাে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের কর্ত্ত্ব পাইলেন। ওয়েলিংটন তিন বৎসরকাল পারিস নগরে অবস্থান করেন। এখানে অনেকে তাঁহার প্রাণবধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বিধি বাহার উপর অগ্রসর, তাহার কে কি করিতে পারে? ১৮১৮ খৃঃ, সম্মিলিত যুরোপীয় সৈন্যগণ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করিল। এই সময়ে রুশ, অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়ার রাজগণ ওয়েলিংটনকে আপনাদের সৈন্যবর্গের ফিল্ড-মার্শাল (Field-marshal) করিয়া দিলেন। ওয়েলিংটন পার্লিয়ামেন্ট হইতে পুনরায় বিশ লক্ষ টাকা উপহার পাইলেন। তিনি ইংলণ্ডের সেনাপতিগণের যুদ্ধাঙ্গবিত্তাগের অধিনায়কপদ (Master-general of the Ordnance) প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ-জর্জের রাজ্যাভিষেক কালে ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের

লর্ড হাই কনষ্টেবল (Lord High Constable of England) হইয়াছিলেন।

১৮২৬ খৃঃ, ওয়েলিংটন রাজদূত হইয়া কবের রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে গমন করেন। এই সময়ে গ্রীস ও তুরস্কে বিবাদ চলিতেছিল। ওয়েলিংটন কবসম্রাট নিকোলাসকে লণ্ডনহারা তাঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া বিবাদ মিটাইতে বহুবান্ হইয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃঃ ডিউক অব ইরকের মৃত্যু হইল। ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান সেনাপতি হইলেন। এই বর্ষ হইতে তিনি রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে চতুর্থ জর্জের আদেশে ক্যানিং শাসনসমিতির প্রধান সচিব হওয়ার তিনি আপন উচ্চপদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইবার আশা নাই, এক্ষণ আশা কখন করেন না, এক্ষণ আশা যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি এতদিন পাগল হইতেন। বাহাউক ক্যানিংয়ের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন।

১৮৩০ খৃঃ, ফরাসীবিপ্লব ঘটে। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ পার্লিয়ামেন্টে সংস্কারপে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ওয়েলিংটন অকৃতোত্তরে সংস্কারকদিগের বিরুদ্ধে আপন মত পার্লিয়ামেন্টে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাজ্যের হলফুল পড়িয়া গেল। সকলে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। শেষে ওয়েলিংটনের মত রহিল না, ব্রাউহাম নামক এক ব্যক্তির প্রস্তাবে সংস্কার আইন প্রচলিত হইল, ওয়েলিংটন আপন পদ ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে লণ্ডনের লোকেরা সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা বিক্রম করিতে লাগিল, কেহ কেহ গিয়া তাঁহার বাটীর দর জানালা ভাঙ্গিয়া দিল;—পথে দৌড়িলে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তবে তিনি একজন গোঁড়া সংস্কারক ছিলেন না, তাই অবাধে এই সকল উৎপাত সহ্য করিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ, জাছুয়ারী মাসে, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার নির্বাচিত হইলেন। এই বর্ষে নবেম্বর মাসে, কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে লর্ড রবার্ট পীল রোম হইতে কিরিয়া আসিলে ওয়েলিংটন তাঁহাকে এই পদ সমর্পণ করেন।

রানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক কালে ফরাসী সেনাপতি লুইট লণ্ডনে গিয়াছিলেন। বীর বীরের মর্ম্ম জানে, তাই ওয়েলিংটন বাহার সহিত এক সময়ে যোঁরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ সেই যুদ্ধকে নিজের বাটীতে লুইয়া আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

১৮৪২ খৃঃ, ওয়ালমের দুর্গে অগ্নি ত্তিষ্টোরিয়া ওয়েলিংটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই বর্ষে পুনরায় তিনি প্রধান সেনাপতিপদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ, তিনি 'শতের আইন' উঠাইয়া দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন এবং অবশেষে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি 'সামরিক আইনের' পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, এই আইন চালাইবার জন্য তিনি লর্ড সভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাই তাঁহার জীবনের শেষ বক্তৃতা হইয়াছিল, কারণ আর তাঁহাকে সাধারণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল না। তিনি ১৮৫২ খৃঃ, ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ালমের দুর্গে অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই দিবস মধ্যাহ্ন কালে জ্ঞাও দুই পুত্রকে চক্ষের জলে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ড আজ তাঁহার এক অমূল্য রত্ন হারাইলেন! মহাসমারোহে ওয়েলিংটনের শবদেহ সেন্ট পলস্ কাথিড্রাল নামক প্রসিদ্ধ গির্জায় বিখ্যাতবীর নেলসনের পার্শ্বে সমাধিস্থ হইল। সমস্ত গ্রেটব্রিটন শোকবেশ পরিধান করিলেন।

ওয়েলেসলি (Richard Colley, Marquis of Wellesley.)

ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বোকা ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ১৭৬০ খৃঃ, ২০এ জুন, আরলিংগের ডবলিন্ নগরে ওয়েলেসলির জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি ভালরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ছিলেন। সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছেন, কোথায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ আচ্ছাদে কাল কাটাইবেন, না পিতৃহীন হইলেন; সংসারের বিষম ভার ঝাড়ে পড়িল। ওয়েলেসলির পিতা অনেক ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন। যুবক ওয়েলেসলি বহু কষ্টে পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন এবং সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব মাতার উপর সমর্পণ করিলেন। ওয়েলেসলির পারিবারিক অবস্থা বড় ভাল নয়, কার্যকষ্টে মান সন্ত্রম রক্ষা হয় মাত্র; কিন্তু এরূপ গতিক হইয়া পড়িল যে, আর মান সন্ত্রম রাখা দায়। তখন কি করিবেন, পিতার নাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি মাত্র তাঁহার ভরসা। যুবক ওয়েলেসলি কপাল চুকিয়া বিলাতের আইরিস্ লর্ড সভায় প্রবেশ করিলেন। যাহার গুণ থাকে, অবশ্যই সে এক সময় না এক সময়ে লোকের চোখে পড়িতে পারে। ওয়েলেসলি ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জের সুনয়নে পড়িলেন। তাঁহার কারণ এই যে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ পীড়িত হইলে কয়েকজন মন্ত্রী প্রিন্স অব ওয়েলস্কে যুবারাজ করিয়া তাঁহার হস্তে রাজকুমার্য অর্পণ করিতে বস্বান্বন। কিন্তু ওয়েলেসলি তাঁহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া

তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিলেন, আইরিস্ সদভাগ সকলই ওয়েলেসলির পক্ষ হইলেন। তৃতীয় জর্জ আরোগ্য হইয়া উঠিলে ওয়েলেসলিকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। রাজার বক্ত্রে ওয়েলেসলির কপাল ফিরিল। তিনি দুই একটি উচ্চপদ গ্রহণের পর আইরিস্ প্রতি কোম্পিলের মেম্বর এবং সেন্ট পাট্রিকের একজন নাইট (Knight) নির্বাচিত হইলেন।

এদিকে কর্ণওয়ালিসের ভারত শাসনকাল উত্তীর্ণ হইল। ১৭৯৭ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর ওয়েলেসলি (লর্ড মার্গিটন) ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইলেন। আজ ওয়েলেসলি উচ্চ সম্মান উচ্চপদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই সম্মম বজায় রাখা বড় সহজ কথা নয়। এই সময়ে নেপোলিয়ন ইজিপ্ট জয় করিয়া ভারত আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছিলেন। টিপু সুলতান ফরাসীকর্মচারীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে ভারত হইতে বিদূরিত করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। ওয়েলেসলি দেখিলেন প্রবল বিপক্ষরূপ বিপদসমুদ্র যেন ভারতের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া ইংরাজদিগকে ভাসাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, এই সময়ে যদি তিনি ষ্রোভোবেগ সম্বরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মান, সন্ত্রম, সহায়, সম্পত্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলই অতল জলে নিমগ্ন হইবে, ইংরাজদিগের সকল আশা ভরসায় ছাই পড়িবে। প্রথমে ওয়েলেসলি টিপু সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু 'চোরা না' শোনে ধর্মের কাহিনী'; টিপুকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে কি না, তাই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন গভর্ণর জেনারেল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। টিপু বিলম্ব না করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ওয়েলেসলি আর বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দেশীয় ও ইংরাজ সৈন্যের রণদক্ষতায় মালাবেল্লী নামক স্থানে বৃটীশের জয় হইল। তৎপরে একমাস অবরোধের পর শ্রীরঙ্গপত্তন বৃটীশ অধিকারভুক্ত হইল। টিপু সুলতান নিহত হইলেন। টিপু অধিকৃত মাল্লোর দুর্গ ও কয়েকটি জেলা ইংরাজদের থাকিল এবং সমস্ত রাজ্য তথাকার প্রাচীন হিন্দুরাজদিগের উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। তৎপরে ওয়েলেসলি ভারতের বাণিজ্য এবং গবর্ণমেণ্টের কর বৃদ্ধি করিবার জন্য বস্বান্বন হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে বড় একটা পীড়ন না করিয়া বাণিজ্য ও অপর্যাপন্ন নানা উপায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দিগ্গণ আর বাড়াইয়া ছিলেন অর্থাৎ পূর্বে বার্ষিক সাত লক্ষ আর হইতেছিল, তাঁহার সময়ে ১৫ লক্ষ হইল। ভারতের সহিত এসিয়া খণ্ডের অপর স্থানের সংসর্গ রাখিবার জন্য তিনি নানা স্থানে প্রতিনিধি

পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যিটু কথায় কাজ করিতেন, তবে যেখানে শক্ত না হইলে চলিত না, সেখানে সেইরূপ কড়া হইয়া চলিতেন। ১৮০১ খৃঃ, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইঞ্জিনেট সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময়ে মহারাজেরা ইংরাজদিগের বিপক্ষে উঠিয়াছিল, ওয়েলেস্লি গঙ্গা ও যমুনায় যথাবর্তী প্রবেশ করিয়া সিদ্ধিা ও বেরারের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাজ যুদ্ধের সময় তাঁহার তৃতীয় সহোদর ওয়েলিংটন তাঁহার মানসম্মত রক্ষা করিয়াছিলেন। [ওয়েলিংটন দেখ।]

ওয়েলেস্লি ছয় সাত বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার গবর্ণর জেনারেল পদ যায় নাই। ১৮০৫ খৃঃ তিনি স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে গবর্ণমেন্ট ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। এদিকে বিলাত যাইবামাত্র বিপক্ষগণ তাঁহার ঘোষ বাহির করিতে লাগিলেন। সকলে বলিতে লাগিল যে তিনি ভারতবর্ষে গিয়া অস্ত্রাঘর খরচপত্র করিয়া আসিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজাদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন, বিশেষতঃ অযোধ্যার নবাবের প্রতি তিনি বিরূপ অস্ত্রাঘর করিয়াছেন, তাঁহার জায় গবর্ণর জেনারেলের উপস্থিত হয় নাই। পল সাহেব ঐ সকল ঘোষের বিচারের জন্য পার্লামেন্টে দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতে ওয়েলেস্লির কোন ক্ষতি হইল না, পল সাহেবের কথা সকলে উড়াইয়া দিলেন। বিলাতে গিয়াও ওয়েলেস্লি নিশ্চিত ছিলেন না। এখানেও তিনি অনেক উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আর্লওর লর্ড লেফটেনেন্টের পদ ও লর্ড চ্যান্সেলরের পদই শ্রেষ্ঠ।

১৮৪২ খৃঃ, ২৬এ সেপ্টেম্বর, ৮৩ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ওয়েলেস্লির মৃত্যু হয়।

ওর (দেশজ) সীমা, শেষ।

(“এ সখি হামার চুখেরি নাহি ওর

মহ তাদর এ ভরবাদর শূদ্ধ মন্দির বোর।” বিদ্যাপতি।)

ওরফে (আরব্য) ১ অথবা। ২ প্রতিনিধি। ৩ মারকৎ।

ওরন্দা (দেশজ) ১ যে আপনায় কর্তব্য বুকে না। ২ যে অপকার্য সম্পত্তি বিনষ্ট করে।

ওরসা (দেশজ) সিন্ধ, তিজা।

ওল (জি) আঙ-উল-ক, (পুর্বোদরানিধাৎ।) অর্জি, তিজা।

ওল (পুং) স্বনাম গ্যাত মূলবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, শূরণ, কন্দ, কন্দল ও অর্শোদ্র। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ— অম্লদীর্ঘক, ত্বক, কষায়, কণ্ডুকারী, কটু, বিঠভী, বিশদ,

কচিকায়ক, কফজ্ঞপ্ত অর্শোনাশক, লঘু, প্রীহণশীলক, অর্শোরোগের বিশেষ হিতকর এবং সমগ্র কন্দশাকের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। (ভাবপ্রকাশ।) দক্ষ, রক্তপিত্ত ও কূটরোগ থাকিলে ওল তক্ষণ নিষিদ্ধ।

ওলের হিন্দী নাম জমীন্দক, তামিল ককণ ও তেলগু ভাষায় মুঞ্চাকন্দ কহে।

ওলগাছ দুই হইতে চারিহাত পর্যন্ত বড় হয়। ভাল জমিতে চাষ করিলে দশ পনের দের বড় ওল পাওয়া যায়। বুনো ওল স্বভাবতঃই কুটুকুটে, কিন্তু চাষ করা ওল তেমন নয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই ওল জন্মে, প্রায় সকল স্থানের লোকেই ওল খাইয়া থাকে। সিংহল, ব্রহ্ম, মালাকাস্ প্রভৃতি স্থানেও ওল জন্মে।

ওলজ (ধাতু) ভাদি° পর° সক° সেট্। নিক্বেপ করা (ওলজিক্বেপণে। কবি ক্র।)

ওলড (ধাতু) চুরা° উভ° সক° সেট্। উৎক্ষেপ করা (ওলডিকিউৎক্ষেপে। কবি ক্র।)

ওলা (দেশজ) ১ মিষ্ট খাদ্যবিশেষ। চিনিতে প্রস্তুত হয়, ইহা পান্য করিয়া খায়। বর্তমান ও তারকেশ্বরের ওলা প্রসিদ্ধ। ২ অবতরণ করা, নামা।

ওলন্দাজ, ইউরোপের অন্তর্গত হলণ্ড বা নেদরল্যান্ড দেশের অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে। ওলন্দাজ শব্দ হলণ্ডার্স শব্দের অপভ্রংশ। ইংরেজীতে ইহাদিগকে ডচ বলে। ডচ শব্দ জার্মান শব্দের তুল্যার্থবাচক। ওলন্দাজেরা ইকো জার্মানবংশোৎপন্ন। ইংরাজী ভাষার সহিত ইহাদিগের ভাষায় অনেক সোসাদৃশ্য আছে।

“অধ্যবসায়ের অসাধ্য কিছুই নাই,” ওলন্দাজেরা এ কথায় সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। হলণ্ডের অনেক স্থান সমুদ্রের জলে নিমগ্ন থাকিত, ইহারাই বাঁধ বাঁধিয়া সে উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে এবং ক্রমেই সমুদ্রকে দূর হইতে দূরতর স্থানে হটাইয়া দিতেছে। এইরূপে বাস্তুকাপূর্ণ বেলাত্মিকেও ক্রমে ক্রমে শক্তশালিনী করিয়া তুলিতেছে। ইহারাই অগ্নিবাদির জন্য তৃণপূর্ণ গোষ্ঠ নির্জিট করিয়া দিয়া গার্হস্থ্য পণ্ড জাতির বিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কৃষি ও শিল্প বিদ্যাতে ইহারাই বিশেষ পারদর্শী এবং বস্ত্রবন্দন, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি কার্যের জন্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

ওলন্দাজেরা সংস্কারবলম্পন্ন। তাহারাই বুদ্ধ শিতানাতার বিশেষ সম্মান করে এবং সেই জন্য সারসল্যাবীকেও বড় ভালবাসে। ইহারাই মিতব্যয়ী, যদিও সাহসের জন্য ভাদৃশ

বিখ্যাত নহে কিন্তু স্বাবলম্বী। বিদ্যা চর্চার জন্য ইহারা সুবিখ্যাত। ইহাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মবাজকদিগের উপদ্রব নাই। সকলেই ইচ্ছাপূরূপ শাস্ত্রাহুণীলন করিতে পারে। ধর্মবাজকেরা স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানের লোকদিগকেই কেবল ধর্মমত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ওলন্দাজেরা সাধারণতঃ প্রটেস্ট্যান্ট।

ষোড়শ শতাব্দীতে যুরোপে ধর্মমত লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। এই সময়ে মার্টিন লুথার রোমের পোপ-দিগের ধর্মসম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রভুতা অস্বীকার করেন। ওলন্দাজেরাও তাঁহার মতাবলম্বী হয়। সুতরাং তাহারাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িল। তৎকালে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ হলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক; কাজেই প্রজাবর্গকে নিজ মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া লুথারশিষ্যদিগকে নির্বাসন করিতে লাগিলেন এবং অমুসন্ধান নামক বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রটেস্ট্যান্টদিগকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইতে আদেশ দিলেন। এ কার্য দ্বারা তাবৎ প্রজাই তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। ক্রমে প্রজাবিত্রোহ দেখা দিল। এক পক্ষে যুরোপের তৎকালিক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সেনাপতি ও সেনানীগণ, অপর পক্ষে দীন, দরিদ্র, সহায়হীন প্রজামণ্ডলী। বহুকাল ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। এক সময়ে ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের কিছু সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে জুটক্রেসের যুদ্ধ ও সর ফিলিপ সিড্‌নির মৃত্যু ঘটয়াছিল। যদিও এইরূপে কোথাও কখনও কিছু সাহায্য পাইয়াছে বটে, কিন্তু ওলন্দাজেরা অধ্যবসায়ের বলেই ফিলিপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছিল। তাহার শতবার পরাস্ত ও পৃথুদন্ত হইয়াও পশ্চাৎপদ হয় নাই। শেষে তাহাদেরই জয় হইল। ফিলিপ শত চেঁচা করিয়াও হলণ্ড বশে আনিতে পারিলেন না। হলণ্ডে সাধারণতঃ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ফিলিপ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্তুগালের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তৎকালে কেবল পর্তুগিজেরাই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিত। ওলন্দাজেরা তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া যুরোপের তাবৎ স্থানে বিক্রয় করিত। ইহাতেও তাহাদের প্রভুত লাভ হইত। ওলন্দাজদিগকে জয় করিবার জন্য ফিলিপ পর্তুগিজদিগকে ওলন্দাজদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে ওলন্দাজেরা তথোৎসাহ না হইয়া একমুখিক্রমে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য চালাইতে মনস্থ করিল এবং এক বণিকসমিতি কর্ণেলিয়স্ হটমানকে

৪ খানি জাহাজের অধ্যক্ষ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কর্ণেলিয়স্ মরিতাদি মসলা বোঝাই লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও পর্তুগিজেরা যে সর্বত্রই স্থণিত ও অনাহুত হইরাছে এই কথা প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া আমষ্টারডামের বণিকেরা ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তান নেককে ৮ খানি জাহাজের সহিত এ দেশে পাঠাইলেন ও ব্যবসীপে কুঠী স্থাপন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তান নেক কৃতকার্য হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলে অনেকেই ঈর্ষাপন্নবশ হইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। এই সময়ে সকল ওলন্দাজবণিকেরই বাণিজ্য লোপের আশঙ্কা ঘটিয়াছিল। বাহা হউক, গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সকল বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং সকল দল একত্র করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম দিলেন। তাঁহার পূর্বে দেশের বাণিজ্য স্থানে সকল বিষয়ে ক্ষমতা পাইলেন, অর্থাৎ স্বাধিকৃত দেশের মধ্যে আবশ্যকমতে আইন প্রস্তুত, জিত দেশ অধিকারে রাখিবার জন্ত আবশ্যকমত পূর্বদেশের রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ সন্ধি করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এইরূপে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্রপাত হইল। ইহাতে একটু নূতন এই থাকিল যে যৎকালে পর্তুগিজেরা কেবল স্বদেশের গবর্নমেন্টের আজ্ঞামুসারে কার্য করিত, কিন্তু ওলন্দাজেরা এ দেশেও একটা সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্ব স্ব রক্ষার জন্য হলণ্ড গবর্নমেন্টের অধীন থাকিলেও আপন কার্যক্ষেত্রে এক প্রকার স্বাধীন থাকিল।

যত্ন ও পরিশ্রমেই ফললাভ হয়। ওলন্দাজেরাও শীঘ্র নীচ যব ও মালাকাস প্রভৃতি দ্বীপে বখেটে প্রতিপত্তি স্থাপন করিল। পর্তুগিজেরা সর্বত্রই ওলন্দাজদিগের নিকট পরাস্ত হইতে লাগিল। এডমিরাল ওয়ারিক চৌদ্দখানি জাহাজ লইয়া ব্যবসীপে উপস্থিত হইয়া বটেভিয়া নগরেন্দ্র পত্তন করিলেন। মসলার বাণিজ্য হইতে ১৬২২ সালে পর্তুগিজেরা একবারেই বিদূরিত হইল। ওয়ারিক জাপান, ফিলিপাইন, প্রভৃতি দ্বীপের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন ও বটেভিয়া নগর শীঘ্রই ইহাদের বাবতীর বাণিজ্যস্থানের কেন্দ্র হইল। ১৬৭৬ সালের পূর্বে ওলন্দাজেরা বাঙ্গালার সহিত বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত হইবার চেষ্টা করে নাই। ১৬৭৬ সালে তাহার চুঁচুড়ার প্রথম বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করে। ইতিপূর্বেই সিংহল প্রভৃতি স্থান পর্তুগিজদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল ও মলয়বন্দ উপকূলে কোচিন প্রভৃতি স্থানও অধিকার করিয়াছিল। তৎকালে লোকে ওলন্দাজ-

দিগকে সম্মান করিত, কেবল তাহাদের সাহসে বা যুদ্ধ নিপুণতার জন্য নহে, ওলন্দাজগণ প্রথমতঃ সত্য ও ন্যায় এতদূর মানিয়া চলিতেন যে কোন স্থানের লোকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে সেখান হইতে কুঠী উঠাইয়া লইয়া যাইত। পর্তুগিজেরা প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের লোকদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। সুতরাং ভারতবর্ষীয়েরা শীঘ্রই ওলন্দাজদিগের ভক্ত্যায় মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। কিন্তু এসিয়ার জল বায়ুর এমনই গুণ যে সত্যপ্রিয় ওলন্দাজেরা শীঘ্রই প্রবল অসত্যপ্রিয় ও অত্যাচারী হইয়া পড়িল এবং ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ে শীঘ্রই তাহাদের পতন হইল।

১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্বেই ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় মসলাবাণিজ্যে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইংলণ্ড ও হলণ্ডের গবর্ণমেন্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয় কোম্পানির লোক লইয়া একটা সম্মতিক্রমী সভা সংস্থাপন করিয়া দিলেন ও তদ্বারা আশু সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। কিন্তু এই সভায় ওলন্দাজসভ্যের সংখ্যাই অধিক ছিল, সুতরাং তদ্বারা তাহার ইচ্ছামত সমস্ত কার্যই চালাইতে লাগিল। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে আঁমস্টারাম ইংরাজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া দশজন ইংরাজ ও অপর দশ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিল। বিচারে সকলেরই প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনায় ইংরাজেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। উভয় জাতির মধ্যে ভয়ানক বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত মনোমালিন্য থাকিয়া অবশেষে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগের নিকট ৮,৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। কিন্তু বিবাদ মিটিল না। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগের বৈরিতার জন্য ভারতবর্ষের পূর্ব বা পশ্চিম উপকূলে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৬৬৫ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত হলণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি করে।

অবশেষে ফরাসীবিপ্লব আরম্ভ হইলে তাহাদের প্রতাপের হ্রাস হইয়া যায়। ইংরাজেরা সিংহল প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইয়া অন্যান্য স্থানেও তাহাদের প্রতিপত্তি থর্ব্ব করেন। সেই পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা কিয়ৎ পরিমাণে হতশ্রী হইল।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগকে বাটাম হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এক চেটুরী মসলাবাণিজ্য অকুশল রাখিয়াছিল। ১৬৮৭ অব্দে হলণ্ডের

প্রিন্স উইলিয়াম ইংলণ্ডের রাজা হইলে উভয় জাতির মধ্যে সৌজন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু বাণিজ্যবিষয়ে ওলন্দাজদিগেরই প্রাধান্য থাকিয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ওলন্দাজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুরোপে যে বিশেষ বহিঃজলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বরং ওলন্দাজেরা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজদিগকে দূর করিবার জন্য মিরজাফরের অহুরোধে বটেভিয়া হইতে ৭ খানি রণতরী পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু পরাস্ত হইয়া এ মতলব পরিত্যাগ করে। অবশেষে ১৭৮৯ অব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ফরাসী সেনাপতি পিচেগু হলণ্ড অধিকার করিলেন। তদবধি ওলন্দাজেরা ফরাসীদিগের শাসনাধীন হইল। এদিকে ফরাসীশত্রু ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যস্থানগুলি অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলেন। সিংহল প্রভৃতি স্থান তাহাদের হস্তগত হইল। যদিও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আমিস সন্ধি দ্বারা ওলন্দাজেরা অনেক বিদেশীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি সিংহল ও কেপকলনি ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হইলে হলণ্ড প্রথমতঃ তাহার ভ্রাতা লুইয়ের অধীনে ও পরে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে ওলন্দাজেরা ইংলণ্ড আক্রমণের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন এবং ভারত মহাসাগরে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই উপদ্রব নিবারণের জন্ত বটেভিয়া আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। সেই অবধি ওলন্দাজেরা হতশ্রী হইল। যদিও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পারিসের সন্ধি দ্বারা তাহার উক্তস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইল, কিন্তু পূর্ববৎ আর প্রবল হইতে পারে নাই।

এক্ষণে ওলন্দাজদিগের অবস্থা উন্নত নহে। তাহাদের স্থিতিশীল অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এখনও তাহাদের মসলার বাণিজ্য আছে। বটেভিয়া তাহার প্রধান স্থান। এখানে একজন গবর্ণরজেনারেল ও কয়েকজন মন্ত্রীসমাজের সদস্য আছেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীসমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন না। দ্বীপবাসী ওলন্দাজেরা জাতীয় ভাবে একটু দীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা নাই বলিলে হয়।

ওলাউঠা, কঠিন রোগবিশেষ। ইহাতে পেট নামার ও বমন উঠে বলিয়া ইহার নাম ওলাউঠা হইয়াছে। কাহারও মতে এই রোগ প্রথমে উলাতে হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উলাউঠা হয়। [উলা দেখ।]

“অনেকে বলেন, ‘পূর্বে এদেশে ওলাউঠা রোগ ছিল না, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নদীরা, যশোর প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়; ১৮১৮-১৯ খৃঃ, সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্বে বিস্ফটিকা নামে এক প্রকার রোগ ছিল, তাহার লক্ষণ ওলাউঠারই মত, কিন্তু ততদূর সাম্প্রতিক নহে। বিস্ফটিকা রোগ অবিকাল স্থায়ী এবং ইহাতে অল্প লোকেরই মৃত্যু হয়।”

কিন্তু আমাদের বিবেচনার বৈদ্যকোক্ত বিস্ফটিকা রোগই এখনকার ওলাউঠা। বিস্ফটিকার নিদান ও লক্ষণাদি পাঠ করিলে সহজেই স্বীকার করিতে হয়, এখন যাহাকে আমরা ওলাউঠা বলি, অতি প্রাচীনকালে তাহাকেই বিস্ফটিকা রোগ বলিত। এখন যেমন ওলাউঠা কালসন্ধান ভয়ানক রোগ বলিয়া সকলেই জানেন, প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে বিস্ফটিকা রোগও মৃত্যুপ্রসূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মহর্ষি সূত্রত লিখিয়াছেন—

“সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেহনিলঃ ॥

যত্রাজীর্ণেন সা বৈদৈর্যক্র্যতে তু বিস্ফটিকা ॥”

উত্তর তন্ত্র ৫৬ অঃ।

অজীর্ণ হেতু যদি রোগীর শরীরে সূচী বিক্রেয় ম্যার বেদনা জন্মাইয়া বায়ু অবস্থিতি করে, তবে বৈদ্যগণ তাহাকে বিস্ফটিকা বলিয়া থাকেন। প্রাচীন বৈদ্যগণ বলেন যে আব্রুর্বেদজ্ঞ, অথচ যে পরিমিত আহার করে, তাহার কখনই বিস্ফটিকা রোগ হয় না। লোভী, ইঞ্জিয়পরবশ, বাহ্যরক্ষা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও যাহারা অপরিমিত আহার করে, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

সূত্রতের মতে বিস্ফটিকারোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—

“মূর্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা শূলং ব্রমোদেষ্টেনজ্জ্বদাহাঃ।

বৈবর্ণ্যকম্পো হৃদয়ে ক্লমন্ত ভবন্তি তন্ত্রাঃ শিরশ্চ ভেদঃ ॥”

বিস্ফটিকা রোগে মূর্ছা, অতিশয় ভেদ, বমি, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাতেপায়ে খালধরা, হাইউঠা, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়বেদনা ও শিরঃশূল হইয়া থাকে।

মহর্ষি চরক বলেন,—

“মাত্রায়াপ্যভ্যবস্কন্তং পথ্যং চান্নং ন জীৰ্যতি।

তং বিবিধমামপ্রদোষমাক্ষতে ভিষজঃ বিস্ফটিকামলসকঞ্চ।

তত্র বিস্ফটিকামূর্চ্চাশ্চ প্রবৃত্তামদোষাঃ যথোক্তরূপাঃ বিদ্যাৎ।

শূলানাহারমর্দমুখশোষমূর্ছা ভ্রমাদিবেষম্য শিরাসকোচন শুভ্রনানি বাতলিঙ্গানি।

অরাতিসারাতর্দাহ তৃকামদ্রমপ্রলপনানি পিত্তলিঙ্গানি, হৃদিররোচকাবিপাক অরালস্য গাত্রগৌরবানি ব্রমলিঙ্গানি।”

পরিমিত মাত্রার সুপথ্য আহার ও পরিপাক না হইয়া দুই প্রকার আমাশয় উৎপাদন করে। তাহাদিগের নাম বিস্ফটিকা ও অলসক। বিস্ফটিকা উর্দ্ধ ও অধোমার্গ দিয়া প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ ইহাতে ভেদ বমন উভয়ই ঘটিয়া থাকে।

বায়ু জন্য বিস্ফটিকার শূল, আনাহ, অজমর্দ, মুখশোষ, মূর্ছা, ভ্রম, অগ্নির বিষমতা, শিরাসকোচ ও শুভ্রন হয়।

পিত্তজন্য বিস্ফটিকায় অর, অধিক ভেদ, অন্তর্দাহ, তৃকা, মত্ততা, ভ্রম ও প্রলাপবাক্য প্রকাশ পায়।

শ্লেষ জন্য বিস্ফটিকায় হৃদি, অরুচি, অপরিপাক, শীত অর, আলস্ত ও শরীরভার বোধ হয়। যুরোপীয়গণ ওলাউঠাকে কলেরা (Cholera) বলেন। ‘কলেরা’ গ্রীক শব্দ ইহা ‘কোলো’ অর্থাৎ পিত্ত হইতে উৎপন্ন। সর্বপ্রথমে হিপোক্রেটিস নামক গ্রীকচিকিৎসক ‘কলেরা’ রোগের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে ‘কলেরা’ দুই প্রকার সরস ও নীরস। ষাণ্ড্য দূষিত হইয়া কটুভিত্তক রস হইতে সরস ‘কলেরা’ এবং পাক-হুলীর বায়ু দূষিত হইয়া নীরস ‘কলেরা’ উৎপন্ন হয়। এখনকার যুরোপীয় চিকিৎসকগণ ওলাউঠা রোগ প্রধানতঃ দুইভাগ করেন। যথা—ব্রিটিশ কলেরা (British Cholera) ও এশিয়াটিক কলেরা (Asiatic Cholera)।

এলোপাথী মতাবলম্বী যুরোপীয় ডাক্তারেরা আমাদের চরকের মত ওলাউঠা রোগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—পৈত্তিক ওলাউঠা (Bilious Cholera or British Cholera), বাতিক ওলাউঠা (Flatulent Cholera) এবং সান্নিপাতিক ওলাউঠা (Spasmodic Cholera)। পৈত্তিকের (Bilious Cholera) লক্ষণ—পিত্তের অর্জাব, অতিবেগে ও অতিকষ্টে ভেদ, বমি, উদরের পেশীসমূহে আক্ষেপ ও অতিশয় বেদনা, জিহ্বা শুক অথবা চট্টটে, অতিশয় পিপাসা, অতি অল্প ও ঘোলাটে মূত্রত্যাগ; নাড়ী প্রথমে ঠিক থাকে কিন্তু যেমন রোগ বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে নাড়ীও হ্রাস ক্রীণ এবং অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগ বাড়ি বাড়ি হইলে রোগী শক্তিহীন ও অবসর হইয়া পড়ে; নাড়ী অতিশয় ক্রীণ, এলোমেলো, সময়ে সময়ে নাড়ী পাওয়া যায় না। শরীর শীতল হয়, সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন মূর্ছা ঘটে।

গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কখন কখন বসন্তকালেও দেখা দেয়।

বাতিক ওলাউঠার পেটকাঁপা, অতিশয় পেটব্যথা, পেটখোঁচা, কপে কপে বমনের ইচ্ছা, উৎকর্ষা, মলিনতা ও বায়ু নিঃসরণের সহিত জলবৎ মল নির্গত হয়। শরীর অসাড় হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসে। বাতিক ওলাউঠা প্রায় সচরাচর হয় না, তবে অতিভোজন, দেহ অতিশয় উষ্ণ থাকিতে থাকিতে শীতল জল পান, অপক ফল, বিশেষতঃ অপক কুল, ফুটি, তরমুজ ও জ্বাতি প্রভৃতি বিবাক্ত ফল ভক্ষণ, স্নোজাদির অধিক উত্তাপ লাগাইয়া তৎক্ষণাৎ দেহ ভিজান, অধিক তৈলাক্ত বা গুরুপাক মত্ত ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

উক্ত কয়েক প্রকার ওলাউঠার অপেক্ষা 'এসিয়াটিক কলেরা' আরও সাক্ষাতিক। আয়ুর্কেন্দ্রজ্ঞ কোন কোন চিকিৎসক ইহাকেই 'বাতোষণ সন্নিপাত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশের লোকেরা ইহাকে আসল ওলাউঠা বলিয়া থাকেন। এই রোগ ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত এসিয়া-খণ্ডে, তৎপরে যুরোপ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই রোগ যখন যে গ্রামে অথবা যে দেশে প্রবল হয় তখনই তথাকার লোকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, নহিলে এক একজন করিয়া অধিকাংশ লোককেই ইহার প্রকোপে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। এই রোগে প্রথমতঃ মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, কাণে ভেঁ ভেঁ শব্দ, পেট গুড় গুড়, অত্যন্ত পেটব্যথা, শরীর কাহিল হইয়া পড়া এবং ক্ষুদ্রে অতিশয় ভার বোধ হয়। রোগ কঠিন হইলে রোগীও অচেতন হইয়া পড়ে। এই রোগে কোন কোন স্থলে অজীর্ণরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময়ে ইহার প্রতিকার না হইলে সঙ্গে সঙ্গে বমন, শূল, শিরাস্ফোট, আকম্প, উদ্বেগ ও মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। সচরাচর এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে এবং ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। এই রোগে প্রথমে দুই একবার জলের মত ভেদ হয়, তৎপরে চেলুনির জলের আকারে মল নির্গত হইতে থাকে। অতিশয় কষ্টদায়ক পাকস্থলীপ্রদাহ ও কখন কখন বক্ষাহির নিরে প্রদাহ হয়। ঘন ঘন শ্বাস, অতিশয় তৃষ্ণা, শীতল জল পান করিবার জ্ঞান প্রবল ইচ্ছা, শীতল জল পান করিলে কিয়ৎকাল আরাম বোধ হয়, আবার কণকাল পরে বমি হইয়া উঠিয়া যায়। রোগী ক্রমশঃই অধিক অবসন্ন, অস্থির, উৎকণ্ঠিত ও ভীত হয়, অতিশয় অজমর্দ, বিশেষতঃ পদদ্বয় সঙ্কোচ হইয়া কাঠের মত কঠিন হইয়া উঠে। বুক জলিতে থাকে এবং নাড়ী অতি সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। ভেদ হইবার সময় কোন কষ্ট হয় না। যদি ভেদ ব্যারে কম হয়, অথচ দেহের সামর্থ্য ও নাড়ী দুর্বল

হইয়া পড়ে, তাহাহইলে শীঘ্রই জীবন সংশয় হইয়া থাকে। রোগ বৃদ্ধি পাইলেই শেবাবস্থা দেখা দেয়। সেই সময়ে শিরাসঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে পা হইতে সমস্ত অঙ্গ হিম হইয়া থাকে, মুখ ও ঠোঁট কালিমা, নীলবর্ণ ও শীতল হয়, দেহ এবং জিহ্বা কঁকড়িয়া যায়। সর্বশরীরে চটুচটে ঘাম ও রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হয়। শ্বস ক্রীণ ও অস্পষ্ট হইয়া আসে, রোগী সংজ্ঞাহীন হয়। চক্ষুর কোণ বসিয়া যায় ও চক্ষু কপালে উঠে, মুখ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, এইরূপে রোগীর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

মহর্ষি শ্রুত বলেন—

“যঃ শ্রাবদজ্যেষ্ঠ নখোহন্নসংজ্ঞো বম্যকিতোহভ্যন্তর বাতনেজঃ।
কামস্বরঃ সর্ববিমুক্তসন্ধির্বায়ায়রোহসৌ পুনরাগমায়॥”

ওলাউঠা ও অলসক রোগীর যদি দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্রাববর্ণ হয়, চক্ষুঃ যদি ভিতরে বসিয়া যায়, মোহ, বমি, ক্রীণ শ্বস ও সন্ধিসমূহ শিথিল হয়, তবে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

আয়ুর্কেন্দ্রবিশারদ ভাবমিশ্রের মতে—

“নিদ্রানিশোহরতিঃ কল্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা।

অনী উপদ্রবা ঘোরো বিসৃচ্যাঃ পঞ্চদারুণাঃ॥”

অনিদ্রা, মানি, কল্প, মূত্ররোধ ও অজ্ঞানতা বিসৃচী রোগে এই পাঁচটি দারুণ উপদ্রব ঘটিলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

এই রোগের শুভলক্ষণ এই—রোগীর হাবভাব পরিবর্তন হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উষ্ণ, নাড়ীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল, শ্বাস ফেলিতে কম পরিশ্রম, বমন বন্ধ, সংজ্ঞাহীন না হইয়া শাস্ত্যাব এবং মল চেলুনিজলের মত না হইয়া যদি অল্প পিত্তযুক্ত হয়, তাহাহইলে রোগী ক্রমে ক্রমে আরাম হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অতি সাবধানে চিকিৎসা করিতে হয়। প্রথমে চিকিৎসা না হইলে, যদি রোগীর অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে, তবে শ্বসং ধ্বস্তরীও রোগীকে ফিরাইতে পারেন না। এই রোগের প্রথমাবস্থায় অজীর্ণ রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাই দেশীয় চিকিৎসকগণ প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগের মত চিকিৎসা করিতেন।

চক্রপানি দত্তের মতে—

“বিসৃচিকায়াং বমিতং বিরিক্তং শূলভিত্ত্বামহুজং বিদিশা।

পেরাদিভির্দীপনপাচনৈশ্চ সম্যক্ ক্কাধার্ত্তং সমুপক্রমেত॥”

চক্রদত্ত ৬।৮০।

বিসৃচিকা রোগীকে ঔষধ দ্বারা বমন ও বিরচন করাইয়া তাহাকে উপবাসী রাখিলে, পরে খুব খুধা হইলে অগ্নিসান্দ্য-

বিহিত পেরানি ও খাতখককারি লীপন খাঁচন প্রয়োগ করিবে। কুড় ও সৈকর সিকিজন, চুঙ্গ চারিজন ও তৈল ১ গ্রহ দিয়া তৈল পাক করিলে জৈবরূপ থাকিতে ওলাউঠা রোগীর উত্তরে মর্দন করিবে। ইহাতে খসী ও শূল অবশ্য নিবারন হইবে।

লাকটিরি, তেজপাত, মাদা, অঙ্কুর, শজিনা, কুড়, বচ ও শুক্লা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মর্দন করিলে বিহুটিকা মষ্ট হয়। পিপাসার কষ্ট না পাইলে লবঙ্গের কাথজল, অথবা জাতিফলের কাথজল অথবা তাদনামুখার কাথজল অর্দ্ধেক জাল দিয়া অর্দ্ধশেষ হইলে তাহা পান করিতে দিবে। (চক্রদত্ত)

মহবি হৃৎকণ্ঠের মতে, রোগ আশ্রয় না হইলে পদদ্বয় দধি, অধির ভাং ও ভৌক বমন করাইবে। অন্নপরিপাক হইলে লবঙ্গ, পাচন ও বিরোচন প্রয়োগ করিবে। এই সকলের দ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে মুছা, অভিষয় ভেদ প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হয়। ইহাতে আশ্বাসনও প্রয়োজ্য।*

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এলিয়াটিক কলেরাকে এদেশের কবিরাজেরা “বাতোক্ষ সন্নিপাত” বলিয়া থাকেন।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে—

“বাতোক্ষে সন্নিপাতে দশমূলজলং পিবেৎ।

এয়ওতৈলমিশ্রং বা বাতকোপপ্রশান্তয়ে।”

বাতোক্ষ সন্নিপাত রোগে বাতরোগ শান্তির মন্ত্র এয়ও-তৈল মিশ্রিত করিয়া দশমূলের জল পান করিবে।

চক্রদত্তের মতে, রোগী অজ্ঞান হইলে তন্তুলশালা দ্বারা ভাংরা হই পা দধি করিবে।†

এলোপাথী—রোগের প্রথম অবস্থায় অহিকেন ১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রার প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু প্রবল হইয়া উঠিলে সেই অহিকেনের সঙ্গে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রার ক্যালো-মেল মিশাইয়া খাইতে দিবে। যদি আকোপ, তলপেটের উপর ব্যথা এবং অন্তরঙ্গ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তবে প্রথম অবস্থার পরম জলে তাপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অগুত লক্ষণ দেখা গেলে এমোনিয়া, কপূর,

ইথর, ত্রাণ্ডি প্রভৃতি অতি অল্প পরিমাণ অহিকেনের সহিত প্রয়োগ করিবে। এ অবস্থায় অধিক আকিম ব্যবহার করিবে না। অথবা নিম্ন ঔষধটি খাইতে দিবে।

স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটিক ... ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা।

ললকিউরিক ইথর ... ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা।

ডাইনম্ গালিসাই (ত্রাণ্ডি) ... ৪ ড্রাম হইতে ১ ডল।

ক্যাম্পারমিকশ্চার (কপূর মিশ্রিত জল) ১ ঔন্স। সমস্ত মিশ্রিত করিয়া একমাাত্রা, ধমনীর ক্ষীণাবস্থার সেবন করা-ইবে। রোগীর অবস্থামত বতবার আবশ্যক, প্রয়োগ করিবে।

হোমিওপ্যাথী—ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসাই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক কলদারক। এই চিকিৎসার অব-স্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। যথা—

১ম, সামান্য অবস্থা। এই অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ভেদের সহিত বল থাকে সে পর্য্যন্ত ‘ক্যাম্পার’ প্রয়োগে অধিক উপকার হয়, এমন কি কেবল এই ঔষধ দ্বারা এই উৎকট রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। গর্ভবতীকে এই ঔষধ অধিক খাওয়াইবে না। মাত্রা—নিভাত শিশুর পক্ষে দিকি ফোঁটা, বালকবালিকাকে ১ হইতে ৩ ফোঁটা, বয়স বেশী হইলে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা এবং নেশাখোরকে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। এই ঔষধ পরিকার চিনির সঙ্গে খাওয়ান উচিত। বার বার পাতলা ভেদ, বমি হওয়া বা গা বমি বমি করা; মধ্যে মধ্যে পেট ব্যথা; অন্ন পিপাসা, বিশেষতঃ ভেদ অপেক্ষা বমি অধিক হইলে ‘ইপিকাক’ প্রয়োগ করিবে। প্রথম অবস্থার পরম ভেদ হইলে ‘একোনাইট’;—গ্রীষ্মের জন্ত ভেদ হইলে ‘চারনা’;—শুষ্কপক বা শুষ্কপাক জ্বরা আহার করিয়া ভেদ হইলে ‘পল্‌নাটিল’;—পাতলাভ, বাসিকটী প্রভৃতি আহার অথবা পুরাপান করিয়া ভেদ হইলে ‘নক্স-তমিকা’; ভেদের সময় পেটে ব্যথা না থাকিলে বা পেট কাঁপা থাকিলে ‘রিসিনস্’ খাইতে দিবে।

২য়, প্রবল অবস্থা। গাজদাহ, ছটকটানি, জিহ্বা শুক ও কৃষ্ণাভা শুক, দুধমতল রক্তহীন বা কালিমার্ণ, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও চক্ষুর নীচে কাল দাগ পড়া, পেটের মধ্যে জ্বালা; জলের মত, সবুজ, কাল প্রভৃতি রক্তের আভাবুৎক বমন; পিপাসা অধিক কিছু পান করিতে অক্ষম, পান যাইতেই বমন বা ভেদ; চালুনির জলের মত ভেদ; গা ঠাণ্ডা; নাকী ক্ষীণ ও শুষ্ক; আঙ্গুলে ও পায়ের ডিমে বিল ধরা, বর ডাড়া, মূত্রবদ্ধ, অকলস হইয়া পড়া, অন্ন অন্ন বান; প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠা; মৃত্যু ভয় প্রভৃতি লক্ষণ হইলে “আর্শেনিক” ব্যবহার করিবে। বার বার ক্ষুদ্রা

* “সাব্যাহ পাকোদ্যবহং প্রশস্ত-

মগ্নিপ্রভাপো ধনক ভীকম্।

পকে ভতোহরে তু বিলম্বনং ত্যাং

সম্পাচনং চাপি বিরোচনং বা।

বিগুজ্জবহন্ত হি সন্ধ্যা এব

মুছাতিসারাদিরূপৈতি শাতিম্।

আশ্বাসনং চাপি বহতি পথাম্।” হৃৎক উত্তর তন্ত্র ৫৬ অঃ।

† “বিহুচ্যামতিবৃদ্ধায়াং পাকোদ্যবহং প্রশস্ততে।

বমনং কলমে পূর্বে লবণেন্দোকাবসিগা।”

পটানির ভাষা বা জলের সহিত সাদা থলথলে জলবৎ ভেদ ; বমন ; অভ্যন্তর তৃকা ; চক্ষু ছোট হওয়া ও বসিয়া যাওয়া ; চকের নীচে নীল লাগ পড়া ; মুখ কঁকাসিয়া, হাত পা জিহ্বা বা সর্কশরীর হীন হওয়া ; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ; হাতে, পায়ে, চোয়ালে বা পায়ের ডিমে খিলখরা ; নাড়ী ক্লীণ ও হ্রস্বল ; মধ্যে মধ্যে হিকা ; মূত্ররোধ ; চেহারা বিবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ঘটিলে “ভেরেটম্ এলবম্” খাইতে দিবে। যদি পেটের বেদনার রোগী অস্থির হয় একবার ‘আর্সেনিক’ ও একবার ‘ভেরেটম্’ পাল্টা পাল্টা খাইতে দিবে। যদি হাতে পায়ে ও আঙ্গুলে অভ্যন্তর খিলখরে, তবে ‘কুপ্ৰম্’ প্রয়োগ করিবে।—হাতে, পায়ে, ঘুকে বা সর্কাজে খিল খরিলে “সিকেল করনিউটম্” দিবে। যদি অধিক পিপাসা হয়, তাহা হইলে কেবল জল না দিয়া সরদার গুলি আঙুণে পোড়াইয়া জলে ফেলিবে, জলের রং পরিবর্তন হইলে হাঁকিয়া লইয়া সেই জল এক এক ঝিল্লুক পান করিতে দিবে। বরফ পাইলে ঐরূপ জলের আবশ্যক নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক টুকরা বরফ দিলেই চলিবে। অধিক ঘাম হইলে শুঁটের শুঁড়া দিয়া মালিস করিবে। হাত পা শীতল হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া আন্তে আন্তে বুলাইবে।

৩য়, হিম অবস্থা। যদি রোগী হিমাক্ত হইয়া পড়ে, নাড়ী না পাওয়া যায়, হাত পা অতিশয় ঠাণ্ডা হয় ; কপালে বা সর্কাজে অধিক ঘাম হইতে থাকে, তেজ ও বসি বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে, এরূপ হলে “কার্ভোজেনটেব্লিস্” দিবে। জিহ্বা, নিখাস ও সর্কশরীর ঠাণ্ডা, নাড়ী না পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ হইলে “একোনাইট” দিবে।

৪র্থ, বিকার অবস্থা। চক্ষু লাল ও চুলু চুলু, চক্ষুর তারা বড় হওয়া, কখন কখন ভরফর দৃষ্টি ; মাথা গরম ও মাথা-ব্যথা, নিকটস্থ লোককে কামড়াইতে যাওয়া ; গায়ে থুথু দেওয়া, চুল ধরিয়া টান, বিছানা হাতড়ান, দাঁত কিড়িমিড়ি, মুখ বিকৃতি, চীৎকার, গায়ের কাপড় খুলিয়া কেলা প্রভৃতি লক্ষণে “বেলেডোনা” দিবে। ক্রমাগত বকিতে থাকে ও হাঁকিয়া হাঁকিয়া উঠিতে যার এরূপ হলে “হাইওশারামস” দিবে। সর্কদা মাক খোঁচা ও পেটব্যথা, মুখে জল উঠা, এই সকল লক্ষণে “সিনা” ব্যবহার করিবে। অতিশয় হিকা হইলে “সাইকিউটা” এবং মূত্ররোধ এবং তজ্জন্ত পেট টন টন করিলে “ক্যাথারাইডিস্”। ক্রম ৩।

প্রত্যাব করাইতে হইলে জলের জ্বালার মাটি নাতির গার্মিনিকে দিবে, জলপেটে একখানি ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া কর্তব্য।

পূর্বে এদেশের সম্রাজ ব্যক্তির ওলাউঠা রোগে হস্তিভাল ভদ্র ব্যবহার করিতেন, এখনও কেহ কেহ ব্যবহার করেন। পরিশ্রমে ওলাউঠার হুজপাত হইলে পূর্ব হইতে ছেলেনের কোমরে একটি করিয়া ভামার পরলা খুলাইয়া দেয়। বাস্তবিক ভাষাতে যে ওলাউঠা নষ্ট হয়, তাহা হোমিওপ্যাথিক ‘কুপ্ৰম্’ (Copper) ঔষধের ক্ষণ পাঠ করিলে সহজেই হ্রাসকম্ হয়।

ওলাউঠা রোগের পথ্য বুঝিয়া দেওয়া সুকঠিন। প্রথমে লাগ বা এরাকট হাঁকিয়া হুই এক ঝিল্লুক দিবে, পরে পান-লের পাতা বা কচি ডুমুরের ঝোল, ভাঙ্গুর দাদখানি চাউলের ভাত, এরূপ কিছুদিন লঘু পথ্য দিবে।

ওল্ল (পুং) ওল। [ওল দেখ।]

ওষ (পুং) উষ-দাহ-ঘঞ্। ১ হা। ২ পা। ৩ শীত।

ওষণ (পুং) উষ-লুট্। কটুরস, ঝাল।

(কটু: স্যামোষণো মুখশোধনঃ। হেম। ৬। ২৫।)

ওষণী (স্ত্রী) ওষণ-ভীষ্। শাকবিশেষ ; দেশ ভেদে ইহার সাধারণ নাম পুড়্যাতি বা পুড়িয়া। বৈদ্যাকোক্ত ইহার গুণ—কফ ও বায়ুনাশক।

ওষধি (স্ত্রী) ওষা ধীযভেহজ ; ওষ-ধা-কি। উদ্ভিদবিশেষ। ফল পাকিলেই যে সকল উদ্ভিদ শুক হইয়া যায়, তাহাকেই ওষধি বলে। ঔষধোগোষাণী কতিপয় ওষধির লক্ষণ নির্দেশ করিয়া সূক্ষ্মত নাম ভেদ করিয়াছেন, যথা—

“যে সকল ওষধি কপিলবর্ণ, বিচিত্রমণ্ডলবিশিষ্ট, সর্প-তুলা, পাঁচটি পাতাবিশিষ্ট, এবং পরিমানে পঞ্চ অরসি, তাহাদিগের নাম অঙ্গগরী। ১। নিম্পত্র, স্বর্ণবর্ণ, হুই অঙ্গুল পরিমিত মূলবিশিষ্ট, সর্পাকার ও প্রান্তদেশে রক্তিমামৃত্ত ওষধির নাম ষেতকাপোতি। ২। হুইটিমাত্র পত্রবিশিষ্ট, মূলে অরুণবর্ণ ও মণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ, হুই অরসি পরিমিত, এবং গোণাসিকাকৃতি ওষধির নাম পোনসী। ৩। অধিক আটা-যুক্ত, রোমশ, মুহু, ইক্ষুরসমৃদ্ধ মূলবিশিষ্ট এবং ইক্ষুর ন্যায় আকৃতিযুক্ত ওষধির নাম কৃষ্ণকাপোতি। ৪। কৃষ্ণসর্পাকৃতি কন্দসম্ভব ওষধির নাম বারাহী। ৫। একটি পত্রযুক্ত, মহা-বীর্ঘ, অঙ্গনতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ওষধির নাম ছত্রা। ৬। কন্দসম্ভব, রক্তোভরবিনাশক ওষধির নাম অতিছত্রা। ৭। ছত্রা ও অতিছত্রা এই উভয় ওষধিই অরামৃত্যু নিবারক, এবং ষেতকাপোতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। মনোরম আকৃতি, ময়ূর পক্ষের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট, কন্দোৎপন্ন, স্বর্ণবর্ণ আটাযুক্ত ওষধির নাম কন্যা। ৮। অতিশয় ক্ষীরযুক্ত এবং মূলদেশ বাহ্যর গজাকৃতি, হস্তিকর্ণ, পলাশ পত্রের ন্যায় হুইটিমাত্র পত্রযুক্ত,

তাহার নাম করেণু। ৯। বাহার মূলভাগ ছাগী স্তনের ন্যায়, বাহাতে আটার ভাগ অধিক এবং শুষ্ক ন্যায় বাহার আকৃতি এবং শব্দ কুল প্রভৃতির ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ তাহাকে অজা বলে। ১০। শ্বেতবর্ণ, বিচিত্র পুষ্পযুক্ত, কাকমাটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ওষধির নাম চক্রকা, ইহা জরামৃত্যু নিবারক। ১১। প্রশস্ত মূলযুক্ত, পাচটিমাত্র রক্তবর্ণ ত্রুকো-মল পত্রবিশিষ্ট, এবং সূর্য্যের ভ্রমণ অনুসারে পরিবর্তনশীল ওষধির নাম আদিভাপগিনী। ১২। স্বর্ণবর্ণ, সন্ধীর, পদ্মিনী-তুল্য ওষধির নাম ব্রহ্মহৃৎকলা; এই ওষধি চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া থাকে। ১৩। অরতি পরিমিত, গুন্ডাকার, ছই আঙ্গুল পরিমিত পত্রযুক্ত, নীলোৎপলসম পুষ্প এবং অঙ্গনবর্ণ ফলবিশিষ্ট, স্বর্ণবর্ণ, কীর্ত্তক ওষধির নাম শ্রাবণী। ১৪। শ্রাবণীর ন্যায় অজ্ঞাত গুণযুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ ওষধিকে মহাশ্রাবণী বলে। ১৫। লোমযুক্ত দ্বিবিধ ওষধির নাম গোলোমী ও অজলোমী। ১৬, ১৭। মূল সমুত্তর বিচ্ছিন্ন পত্রযুক্ত ওষধির নাম হংসপাদী। ১৮। অপরাপর ওষধির ন্যায় রূপযুক্ত এবং শব্দসদৃশ পুষ্পবিশিষ্ট ওষধির নাম শব্দপুষ্পী। ১৯। অতিশয় বেগযুক্ত সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ওষধির নাম বেগবতী। ২০। সীম সম ওষধির নাম সোম। ২১। অশ্রদ্ধাশালী, অলস, ক্রুতর ও পাপকর্ম্ম ব্যক্তি এই ওষধি উৎপাটন করিতে পারে না। প্রথমোক্ত সাত প্রকার ওষধি উৎপাটন করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

“মহেন্দ্ররামকৃষ্ণাং বারণানাং গবামপি।

তপসা তেজসা বাপি শ্রোম্যক্ষ্যং শিবায় বৈ॥”

বসন্তকালে আদিভাপগী, বর্ষাকালে অজগরী ও গোনদী; কাশ্মীরদেশের ক্ষুদ্র মানস নামক দিবা সরোবরে করেণু, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, গোলোমী, অজলোমী ও মহতী শ্রাবণী; কোশিকী নদীর পূর্বপারে যে বোজনদ্রব বন্দীক-ব্যাণ্ড ভূমি আছে, সেইখানে শ্বেত কাপোতী ও বন্দীকের শিখরদেশে, মলয় পর্বতে, এবং নলসেতুতে বেগবতী প্রাপ্ত হওয়ার যায়।” সুশ্রুত।

ওষধিগর্ভ (পুং) ওষধীনাং গর্ভ উৎপত্তির্ভাষ্যং, বহত্বী। ১ চন্দ্র। ২ সূর্য্য।

ওষধিজ (ত্রি) ওষধিভ্যো জ্ঞায়তে, ওষধি-জন-ড। ১ ওষধি। ২ (পুং) ওষধি হইতে উৎপন্ন অগ্নি।

ওষধিপতি (পুং) ওষধীনাং পতিঃ, ভতং। ১ চন্দ্র। ২ কপূর। ৩ সোমলতা।

ওষধিপ্রস্থ (পুং) ওষধি বহলং প্রস্থং সাধুর্ভজ, বহত্বী।

১-হিমালয়; হিমালয়ে অধিকাংশ ওষধিই উৎপন্ন হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ২ হিমালয়স্থ নগরবিশেষ।

(“বজ্রগজা নিপতিতা পুরা ব্রহ্মপুরাংস্থতা।

ওষধিপ্রস্থনগরস্তাদ্রৈ সাধুর্ভজমঃ।” কালিকা ৪১)

ওষধী (স্ত্রী) ওষধি-ডীপ্। [ওষধি দেখ।]

ওষধীপতি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ কপূর।

ওষধীশ (পুং) ওষধীনাং ঈশঃ, ভতং। ১ চন্দ্র। ২ কপূর।

ওষম্ (অব্য) উষ-ণ মূল্। বারম্বার পাক করিয়া।

ওষিষ্ঠ (ত্রি) অরমেবাং অতিশয়েন ওষী, ওষিন্-ইঠন্ (অতি-শায়নে ভগবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫।) অতিশয় দাহকারক।

ওষ্ট্রাবিন্ (ত্রি) উষ-ষ্ট্রন্, তদন্তাভীতি বিনি। দাহকারী।

ওষ্ঠ (পুং) উষাতে দহতে উষ্ণস্পর্শেন, উষ-থন্। (উষিকু-গতিভাষ্যহ্ন। উপ্ ২। ৪। উষ, কৃষ্ণ গৈ, ঋ, এই সকল

ধাতুর উত্তর থন্ প্রত্যয় হয়।) উপর চৌট, যদিও ওষ্ঠ শব্দে উত্তর চৌট বুঝাইতে পারে, তথাপি উপর চৌটেই ওষ্ঠ শব্দের ব্যবহার করার উপর চৌট অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রদনচ্ছদ, দশনবাস, দন্তবাস, দন্তবস্ত্র ও রদ-চ্ছদ। (ওষ্ঠো দন্তচ্ছদঃ। উজ্জলদন্তঃ) ওষ্ঠ-স্বার্থে কন্। ওষ্ঠক।

ওষ্ঠক (ত্রি) ওষ্ঠে প্রসিতং, ওষ্ঠ-কন্। (বাক্যেভ্যঃ প্রসিতে। পা ৫। ২। ৬৬।) ওষ্ঠে ব্যাপ্ত।

ওষ্ঠকর্ণক (পুং) জনপদবিশেষ।

ওষ্ঠকোপ (পুং) ওষ্ঠস্ত কোপো বজ্র, বহত্বী। ওষ্ঠ রোগ। [ওষ্ঠরোগ দেখ।]

ওষ্ঠজাহ (স্ত্রী) ওষ্ঠ-জাহচ্ (তন্ত্র পাকমূলে গীবাদি কর্ণা-দিভ্য। কুরজাহটৌ। পা ৫। ২। ২৪) ওষ্ঠমূল।

ওষ্ঠপুষ্প (পুং) ওষ্ঠ ইব রক্তিমং পুষ্পং যন্ত, বহত্বী। ১ বহুক ফুলের বৃক্ষ। ২ (ওষ্ঠ ইব পুষ্পং) (স্ত্রী) বহুক পুষ্প।

ওষ্ঠপ্রকোপ (পুং) ওষ্ঠস্ত প্রকোপো বজ্র, বহত্বী। ওষ্ঠরোগ।

ওষ্ঠরোগ (পুং) ওষ্ঠগতো রোগঃ, মধ্যগদ লোং। ওষ্ঠগত-রোগ। বৈদ্যক মতে এই রোগ আট প্রকার, বায়ুজন্য,

পিত্ত জন্ম, কফ জন্ম, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও অতিবাতজ অর্থাৎ আগন্ত। বাতজ ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠকর্ণশ,

ধরধরে, শুষ্ক এবং বাতজ বেদনাবিশিষ্ট হয়, এই রোগে ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া উৎপাটিত হওয়ার ন্যায় বাতনা অস্থূলত

হইয়া থাকে। পিত্তজ ওষ্ঠ রোগে, ওষ্ঠ পীতবর্ণ ও বেদনায়ুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা ব্যাপ্ত হয়, এবং ঐ সকল পিড়কা পাকিয়া

উঠে ও অত্যন্ত দাহ হয়। মেদোজ ওষ্ঠরোগে, ওষ্ঠসমবর্ণ বেদনাহীন পিড়কার উৎপত্তি হয় এবং ওষ্ঠের পিচ্ছিল, শীতল-

স্পর্শ ও শুষ্ক হইয়া থাকে। সন্নিপাত জন্ম ওষ্ঠ রোগে

বহুবিধ পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং ওঠষ্মের কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ, কোন স্থানে পীতবর্ণ ও কোন স্থানে শ্বেতবর্ণ হয়। রক্তজ ওঠ রোগে ঋতুর কলবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয়, সেই সকল পিড়কা নিপীড়ন করিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় এবং ওঠষ্ম ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। মাংসজ ওঠ রোগে ওঠষ্ম গুরু, স্থূল, মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত এবং ওঠদেশে কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেদোজ ওঠ রোগে ওঠষ্ম স্ন্যতমণ্ড তুল্য, কণ্ডুবিশিষ্ট ও গুরু হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে নির্মূল ক্ষটিকতুল্য স্রাব নিরন্তর নিঃসৃত হয়। অভিঘাত জন্ত ওঠ রোগে ওঠ বিদীর্ণ অথবা উৎপাটিত হইয়া যায়, সে ত্রণ আরোগ্য হয় না। বায়ুজন্য ওঠ রোগে তাপিন তৈল, ধূনা, গুগগুল, ষষ্টিমধু ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে। পৈত্তিকে সর্বপ্রথমে বিরেকক ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক, পরে তিক্তরস পান ও তিক্তরস উপকরণের সহিত ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে প্রথমতঃ জলোকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া, শর্করা, ঐ, মধু ও অনন্তমূল সমভাগে দুগ্ধে পেষণ করিয়া, অথবা বেণামূল, রক্তচন্দন ও ক্ষীরকাকোলী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। রক্ত ও অভিঘাত জন্য ওঠরোগেও পিত্তজন্য রোগের চিকিৎসা কর্তব্য। কফজন্ত হইলে রক্ত মোক্ষণ করাইয়া ত্রিকটু, মাজিমাটি ও স্ববন্ধার সমভাগে মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মেদো জন্ত ওঠ রোগে প্রিয়ঙ্বু ও ত্রিফলা পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিবে। কেবল ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ প্রলেপ দিলেও উপকার হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার ওঠত্রণই ক্ষুটিত হইলে, ধূনা, ধূতুরাকল ও গিরিমাটির সহিত তৈল কিষা স্ন্যত পাক করিয়া ঐ তৈল ব্যবহার করিবে। (চক্রদত্ত মুখ*।)

ওষ্ঠাগতপ্রাণ (ত্রি) ওষ্ঠরোগগতাঃ প্রাণা যন্ত, বহত্রী*। স্ন্যতপ্রাণ; বাহার প্রাণ বহির্গত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

ওষ্ঠাধর (পুং) ওষ্ঠশ্চ অধরশ্চ তৌ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনজন্ত সংস্কৃতে 'ওষ্ঠাধরৌ' পদ হইবে। উপর ও নীচের ঠোঁট।

ওষ্ঠী (স্ত্রী) ওষ্ঠ ইব আচরতি, ওষ্ঠ-কিপ্-অচ্-ঊপ্। বিষফল, তেলাকুচ।

ওষ্ঠোপমফলা (স্ত্রী) ওষ্ঠোপমানি ফলানি যতাঃ, বহত্রী*। তেলাকুচার লতা।

ওষ্ঠ্য (ত্রি) ওষ্ঠে ভবৎ, ওষ্ঠ-যৎ। ওষ্ঠ হইতে বাহার উৎপত্তি।

ওষ্ঠ্যবর্ণ (পুং, স্ত্রী) ওষ্ঠ্যাশাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্মধা*। উ উ ও ও প ক ব ভ ম এই কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, একজন্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে।

ওষ্য (ত্রি) আ-উষ্যঃ। ঐবৎ উষ্য।

ওসার (দেশজ) গ্রন্থ, পরিসর।

ওস্থানে (দেশজ) ১ সমুখবর্তী স্থানে। ২ পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে।

ওহ (পুং) আ-বহ-ক, সম্প্রদায়গণক। ১ সম্যক্‌বহন। ২ (ত্রি) বাহক। ৩ প্রাপক।

ওহত্রক্ষান্ (পুং) উহত্রক্ষযুক্ত। (নিরুক্ত ১৩। ১৩)

ওহস্ (ত্রি) আ-উহ-অহস্। ১ বহন সাধন স্তোত্রাদি।

ওহাবী, মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। মুহম্মদ ইবন্ আবদুল ওহাব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ওহাব ১৬৯১ খৃঃ, আরবের নেজ্‌দ প্রদেশের অন্তর্গত এল আয়না নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যরাই ওহাবী নামে বিখ্যাত।

ওহাবীরা গোঁড়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাঁহারা এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না। তাঁহাদের মতে মুহম্মদ ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্য, ধর্মপ্রচারের জন্ত আসিয়াছিলেন, অতএব তিনি সাধারণ মনুষ্য হইতেছেন, স্মৃতিরূপে তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তিনি পূজা পাইতে পারেন না।

ওহাবের প্রধানশিষ্য বা দাস আপন ভরবারি প্রভাবে সমস্ত যেমেন প্রদেশে ওহাবী মত প্রচার করিয়াছিল। ওহাবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আবদুল আজিজ আপন পিতৃমত প্রায় সমস্ত আরবদেশে প্রচার করেন। ১৮০৩ ও ১৮০৪ খৃঃ, ওহাবীরা মক্কা ও মেদিনানগর জয় করিয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি লুট করিয়া লয়। এই সময়ে নবসংস্কারকগণ উত্তেজিত হইয়া প্রাচীন গোরস্থান সকল ধ্বংস করিয়া ফেলে। ১৮১৩ খৃঃ পর্যন্ত ওহাবীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে মুহম্মদ আলীপাশা তাহাদিগের কবল হইতে মক্কা ও মেদিনা উদ্ধার করেন। কিন্তু ওহাবীদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই। ১৮১৪-১৮১৫ খৃঃ, তিনি ওহাবীদিগকে দমন করিবার জন্ত আয়োজন করেন। তিনি কায়রো হইতে আপন পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে সসৈন্তে প্রেরণ করেন। হিব্রাহিমের আক্রমণে ওহাবীরা হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রধান নায়ক আবদুল্লা ইবন সাউদ্ পরাজিত হইলেন। এই সময়ে কতকগুলি ওহাবী ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদিগের ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক বিজ্ঞ মুসলমান ওহাবী মত গ্রহণ করিলেন।

খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে বিস্তর লোক ওহাবী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিল। ঊনবিংশতাব্দীর মধ্যভাগে ওহাবীরা পাটনার মিলিত হয়, তাহারা নানাস্থান হইতে ওহাবী সংগ্রহ করিয়া ইরাকদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, ধর্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ হইতেছে শুনিয়া অনেক মুসলমানই

তাহাদের সহিত যোগ দিল। কেহ বা অর্থ দ্বারা, কেহ বা বাহু দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিল। সকলে পাটনা হইতে সিভান। গিরিমুখে অগ্রসর হইল। এইখানে ১৮৬৩ খৃঃ, বোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অনেক সম্রাট ইংরাজ কর্তারী এবং বিতর ইংরাজসৈন্য রণস্থল পরন করিল। যুদ্ধের সময়ে পাটনার ওহাবী মোলবীরা মুসলমানদিগের সাহায্যের জন্য অনেক অর্থ-মোহর ও হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। এখনও যদি কোথাও ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়, ওহাবীরা গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নগরে নগরে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য আদায় করে। এইরূপে তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া মুসলমান বৌদ্ধদিগের সাহায্যের জন্য পাঠাইরা দেয়। তাহারা ওহাবী, ফরাজী, হিদায়তী, মহম্মদী বা নরামু সলমান নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ, বেঙ্গল, বাংলাদেহ ও মহীশূরে অনেক ওহাবী বাস করে।

ওহে (অব্য) সোধোনহচক শব্দ। সমবয়স্ক বা বাহ্য সহিত গুরুত্ব ভেদ না করিয়া ব্যবহার করা যায়, সেই সকল ব্যক্তিকেই 'ওহে' বলিয়া সোধোন করিতে পারা যায়। অন্তর্জ জীলোকে, 'ওগো' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঔ

ঔ, ১ ব্রহ্মবর্ণের চতুর্দশ অক্ষর, ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ও কর্ণ। এই বর্ণ দীর্ঘ ও প্লুতভেদে দ্বিবিধ এবং উদাত্ত, অধুদাত্ত ও ঋতিভেদে ত্রিবিধ, তাহাতেও আবার অধুনাসিক ও অনধুনাসিকভেদে দ্বিবিধভেদ আছে। কামধেয় তত্ত্বমতে, ঔকার রক্তবিহীনতার কারণ, কুণ্ডলী, পঞ্চপ্রাণ ও সদাশিবস্বর, জৈশ্বরসংযুক্ত ও চতুর্দশগুণপ্রদ; এইবর্ণে ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা অবস্থিতি করেন। ইহার লেখনপ্রণালী—'ঔকারের মধ্যস্থলে দক্ষিণদিক হইতে একটি রেখা উর্দ্ধগত হইয়া কিঞ্চিৎ বামদিকগত হইবে। ঐ সকল রেখার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অবস্থান; মধ্যগত রেখা 'ঔ' (বর্ণোদ্ধার তত্ত্ব)।

ঔকারের তত্ত্বোক্ত নাম,—শক্তিক, নান, ভেজস, বাম-জজ্বক, ময়, উর্দ্ধগ্রহণ, শঙ্কর, সদাশিব, অধোদন্ত, কঠোঠ, সর্দর্শণ, সরস্বতী, আজ্ঞা, উর্দ্ধমুখী, শান্ত, ব্যাপিনী, প্রকৃত, পরঃ, অনন্তা, আলিনী, ব্যোমা, চতুর্দশী, রতিপ্রিয়, নেত্র, আশ্রকবিশী, জালা, বালিনিকা ও তুণ্ড। বীজবর্ণাভিধানে ঐশ্বর্যশর ও সত্যাত এই দুইটি অধিক নাম আছে। মাতৃকা-ক্রমে অধোদন্তে প্রাপ্ত করিকার বিধান থাকায়, 'অধোদন্ত' একটি নাম হইয়াছে। ২ ধাতুস্বর অধ্বনিক্রম; যে ধাতুর

ঔকার ইং বার, তাহার উত্তর ইট্ হয় না। (ঔরনিট্। করিঃ ক্রঃ)।

ঔ (অব্য) ১ আহ্বান। ২ সোধোন। ৩ বিরোধ। ৪ নির্ণয়। (ঔ সোধোনে আখ্যাতঃ বিরোধে হপি সমীরিতম্। নির্ণয়ে অব্যয়মাহ্বানে। শব্দার্থঃ) ৫ শূদ্রদিগের প্রণব। তত্ত্বসার শ্রুত কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—'ঔকার নামক চতুর্দশ স্বর অধ্ব্যর স্বরবিশেষের দ্বারা শূদ্রদিগের সেতু বলিয়া কথিত হয়।'

(“চতুর্দশস্বরো বোহসৌ সেতুরৌকারসংজিতঃ।

সচাস্ত্রস্বরাদাত্য্যং শূদ্রাণাং সেতুরচ্যতে।”)

ঔ (পুং) ১ অনন্ত। ২ নিশ্বন। (স্ত্রী) ৩ পৃথিবী। (স্ত্রী তু বিশ্বস্তরারঃ ত্রাং পুমাং নিশ্বনে নৃতঃ। মেদিনী)

ঔক্ধিক (জি) উক্ধং সারাবরবতেদঃ বেত্তি অধীতে বা ঔক্ধ-ঠক্। ১ উক্ধ নামক সামবেদ্যের অধ্যোতা। ২ উক্ধবিজ্ঞাতা।

ঔক্ (স্ত্রী) উক্ধাং ব্রহ্মাণঃ সমূহঃ, অণ-টিলাপশ্চ। ১ ব্রহ্মসমূহ।

ঔক্ (স্ত্রী) উক্ধাং সমূহঃ, উক্ধ-বৃক্ (গোত্রোক্তোক্তো-রত্নরাজরাজভেত্তি। পা ৪। ২। ৩২।) ব্রহ্মসমূহ। (ঔক্ কং ব্রহ্মসমূহে। শব্দার্থঃ)।

ঔখীয় (জি) উখেন প্রোক্তমধীরতে অণ্। উখলিখিত ব্রাহ্মণাধারী।

ঔখ্য (জি) উখায়াং নিম্পন্নঃ, উখা-মৎ-স্বার্থে ব্যাঞ্। ১ বাহা স্থালীতে পাক করা হইয়াছে, অন্নাদি। ২ নগরীবিধেব।

ঔখ্যেয়ক (জি) উখায়াং জাতঃ, উখা-চকঞ্ (কত্র্যাদিত্যো চকঞ্। পা ৪। ২। ২৫) স্থালীপক।

ঔগ্রসেনি (পুং) উগ্রসেনস্তাপত্যং পুমান্। উগ্রসেন-ইঞ্। উগ্রসেনের পুত্র, কংস।

ঔঘ (পুং) ওঘ-স্বার্থে অণ্। জলসমূহ।

ঔচধ্য (পুং) উতথাত্তাপত্যং পুমান্ অণ্, পুত্বোদরানিহাং সাধুঃ। ঔচধ্য, উতথ্য ঋষির পুত্র, ইহার নাম দীর্ঘতম।

ঔচিচী (স্ত্রী) উচিত্তত্ভ ভাবঃ, উচিত-ব্যঞ্-ভী-ব লোপঃ; (হনত্কিত্তত্ভ। পা ৬। ৪। ১৫০।) ১ ঔচিচ্য, উপযুক্ততা। ২ সত্য।

ঔচিচ্য (স্ত্রী) উচিত্তত্ভ ভাবঃ, উচিত-ব্যঞ্। ১ উপযুক্ততা, যোগ্যতা। ২ সত্য।

ঔচ (জি) উচত্ভ ভাবঃ, উচ-অণ্। উচতা।

ঔচ্য (জি) উচ-ব্যঞ্। উচতা, উপরিক্রমের বাণ।

ঔকৈঃপ্রবাস (পুং) উকৈঃ প্রবাস-স্বার্থে অণ্। ইজের অব। [উকৈঃপ্রবাস দেখ।]

ঔজস (ক্ৰী) ওজস্-স্বার্থে-অণ্। ওজঃ [ওজঃ দেখ।]
 ঔজসিক (ত্রি) ওজসা বর্জিতে, ওজস্-ঠক্। ১ তেজস্বী।
 ২ বলবান্।
 ঔজস্র (ক্ৰী) ওজসো ভাবঃ, ওজস্-ব্যঞ্। ১ তেজস্বিতা।
 ২ উগ্রতা।
 ঔজ্জয়নক (ত্রি) উজ্জয়িত্বা ইদম্, উজ্জয়িনী-নুঞ্। উজ্জয়িনী-
 সযকীয়।
 ঔজ্জিহানি (পুং, ক্ৰী) উজ্জিহানস্ত অপত্যম্, উজ্জিহান-
 ইঞ্। উজ্জিহানের পুত্রাদি।
 ঔজ্জল্য (ক্ৰী) উজ্জলস্ত ভাবঃ, উজ্জল-ব্যঞ্। ১ উজ্জলতা।
 ২ দীপ্তি।
 ঔড় (ত্রি) উক্-ক, নলোপঃ, দন্ত ডঃ, ততঃ স্বার্থে অণ্। আর্জ।
 ঔড়ব (পুং) ওড়ব-স্বার্থে অণ্। পক্ষ্মরমিশ্রিত রাগ।
 [ওড়ব দেখ।]
 ঔড়বি (ত্রি) ওড়বমুশীলরতি, ওড়ব-ইঞ্। ওড়বরাগের
 অমুশীলনকারী।
 ঔড়ুপ (ত্রি) উড়ুপেন নিবৃত্তম্, উড়ুপ-অণ্। (সকলাদি-
 ভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫।) ১ চক্রেণ দ্বারা উৎপন্ন। ২ ভেলার
 দ্বারা নিষ্পন্ন।
 ঔড়ুপিক (ত্রি) ঔড়ুপেন প্রবেশ তরতি, উড়ুপ-ঠক্।
 ১ উড়ুপের দ্বারা যে পার হইয়াছে। ২ (উড়ুপস্ত ইদম্)
 উড়ুপ সযকীয়।
 ঔড়ুশ্বর (ক্ৰী) ১ কূষ্ঠ রোগবিশেষ; এই কূষ্ঠ দাহ ও রক্তমা-
 যুক্ত কণ্ডুবিশিষ্ট এবং উড়ুশ্বরতৈলসম্পূর্ণযুক্ত। [ইহার
 চিকিৎসাদি কূষ্ঠে দেখ।] ২ তাত্র। ৩ তাত্রমাত্র। (ত্রি)
 উড়ুশ্বর কাষ্ঠ সযকীয়। ৪ (পুং) চতুর্দশ যমাত্তর্গত যমবিশেষ।
 ৫ ভপস্বীবিশেষ। ৬ দেশবিশেষ।
 ঔড়ুলোমি (পুং, ক্ৰী) উড়ুলোমো হপত্যম্। উড়ুলোমন-
 ইঞ্। উড়ুলোমার পুত্রাদি।
 ঔড়ু (পুং) ওড়ুদেশানাং রাজা, ওড়ু-অণ্। ১ ওড়ুদেশের
 রাজা। ২ ওড়ুদেশবাসী।
 ঔৎকর্ষ (ক্ৰী) উৎকর্ষা-স্বার্থে-ব্যঞ্। উৎকর্ষা।
 ঔৎকর্ষ্য (ক্ৰী) উৎকর্ষস্ত ভাবঃ, উৎকর্ষ-ব্যঞ্। উৎকর্ষতা।
 ঔতমি (পুং) উত্তমতাপত্যম্, উত্তম-ইঞ্। ১ উত্তমের পুত্র
 সযবিশেষ। ২ (ত্রি) উত্তম সযকীয়।
 ঔতমের (পুং) উত্তম-ঠক্। [ঔতমি দেখ।]
 ঔত্তর (ত্রি) উত্তরতি-অস্মাৎ, উৎ-তৃ-অণ্-স্বার্থে অণ্।
 উত্তীর্ণকারী।
 ঔত্তরপথিক (ত্রি) উত্তরপথেন গচ্ছতি, উত্তরপথ-ঠক্।

১ উত্তর পথে গমনকারী। ২ (উত্তরপথেন আহতম্) উত্তর-
 পথের দ্বারা আহত বস্ত্র। ৩ উপাসকবিশেষ।
 ঔত্তরপদিক (ত্রি) উত্তরপদং গৃহাতি, উত্তরপদ-ঠক্। যে
 উত্তর পদ গ্রহণ করে।
 ঔত্তরবেদিক (ত্রি) উত্তরবেদ্যাং ভবঃ; উত্তরবেদী-ঠক্।
 উত্তরবেদীতে উৎপন্ন কর্মাদি।
 ঔত্তরাধর্য (ক্ৰী) উত্তরাধরাণাং ভাবঃ, উত্তরাধর-ব্যঞ্।
 উর্দ্ধনিম্নতা।
 ঔত্তরাহ (ত্রি) উত্তরস্মিন্ ভবঃ, উত্তর-আহঞ্। (উত্তরা-
 দাহঞ্। পা ৪।২।১০৪। বার্তিক ৭।) উত্তর কালাদিতে
 উৎপন্ন।
 ঔত্তরেয় (পুং) উত্তরায় অপত্যং পুমান্, উত্তরা-ঠক্। অভি-
 সম্ব্যপন্নো উত্তরার পুত্র, পরীক্ষিত।
 ঔত্তানপাদ (পুং) উত্তানপাদস্ত অপত্যং পুমান্, উত্তান-
 পাদ-অণ্। উত্তানপাদ রাজার পুত্র, ঐব। [ঐব দেখ।]
 ঔত্তানপাদি (পুং) উত্তানপাদস্তাপত্যং পুমান্, উত্তান-
 পাদ-ইঞ্। ঐব।
 ঔৎপত্তিক (ত্রি) উৎপত্ত্যা অবিসৃক্তঃ উৎপত্তি-ঠক্। ১ নিত্য
 সযক্; শব্দের সহিত অর্থের যে সযক্, সেই নিত্য সযক্কে
 ঔৎপত্তিক সযক্ বলিয়া থাকে। ২ স্বভাব।
 ঔৎপাত (ত্রি) উৎপাতস্ত ইদম্, উৎপাত-অণ্। ১ উৎপাত
 সযকীয়। ২ উৎপাতজ্ঞাপক শাস্ত্রবিশেষ।
 ঔৎপাতিক (ত্রি) উৎপাতে ভবঃ, উৎপাত-ঠক্। ১ দৈব-
 বিপত্তি জন্ম; দৈববিপত্তিকালে বাহ্য উৎপন্ন হয়। ২ (উৎ-
 পাতায় প্রভবতি, ঠক্) উৎপাতসম্পাদক।
 ঔৎপাদ (ত্রি) উৎপাদং তদাবেকগ্রহণ বা বেত্তি অধীতে
 বা, অণ্। ১ উৎপাদবেত্তা। ২ উৎপাদজ্ঞাপক গ্রন্থাধ্যায়ী।
 ৩ (উৎপাদে ভবঃ, অণ্) উৎপাদ জন্ম।
 ঔৎপুট (ত্রি) উৎপুটেন নিবৃত্তম্, উৎপুট-অণ্; (সকলা-
 দিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫।) প্রফুল্ল, প্রফুটিত।
 ঔৎপুটিক (ত্রি) উৎপুটেন হরতি, উৎপুট-ঠক্ (হরত্যাৎ-
 সঙ্গাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১৫।) ঠোট বা মুখের দ্বারা হরণকর্তা।
 ঔৎস (ত্রি) উৎসে ভবঃ, উৎস-অণ্। ১ প্রস্রবণ হইতে
 উৎপন্ন। ২ (উৎসস্ত ইদম্, অণ্) উৎসসযকীয়।
 ঔৎসজিক (ত্রি) উৎসজেন হরতি, উৎসজ-ঠক্ (হরত্যাৎ-
 সঙ্গাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১৫।) যে ক্রোড় দ্বারা হরণ করে।
 ঔৎসর্গিক (ত্রি) উৎসর্গস্ত ভাবঃ, উৎসর্গ-ঠক্। সামান্ত
 বিধিযোগ্য। ২ ছাড়িয়া দেওয়া। ৩ দেবপুত্রাদির শেষে
 উৎসর্গসযকীয়।

ঔৎসায়ন (পুং) উৎসস্তাপত্যং পুমান্, উৎস-কঞ্। (অখা-
দিভ্যঃ কঞ্। পা ৪।১।১১০।) উৎস ঋষিবংশীয়।

ঔৎসুক্য (ক্লী) উৎসুক্য ভাবঃ, উৎসুক-ব্যঞ্। ১ উৎকর্ষা।

২ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারী ভাববিশেষ, তাহার লক্ষণ—

“ইষ্টানবাস্তুরৌৎসুক্যং কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা।

চিন্ততাপ স্বরাস্থেনদৌর্ঘনিশ্চিস্তাদিক্।”

(সাহিত্য দ-৩।১৫৬।)

প্রিয়জনের অপ্রাপ্তি জন্ত ঔৎসুক্য উপস্থিত হয়, তাহাতে
কালক্ষেপে অধৈর্য্য, মনস্তাপ, ব্যস্ততা, স্বৈরাচার ও দীর্ঘ
নিশ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩ ইচ্ছা। ৪ আগ্রহ।

ঔদক (ত্রি) উদকেন পূর্ণং তদন্তাতি, উদকন্ত ইদং বা, অণ্।

১ জলপূর্ণ কুন্তযুক্ত। ২ জলীয়, জলসম্বন্ধীয়।

ঔদকি (পুং, ক্লী) উদকস্তাপত্যম্, উদক-ইঞ্। উদক নামক
ঋষির পুত্রাদি।

ঔদকি (পুং, ক্লী) উদকস্তাপত্যং, উদক-ইঞ্। উদক ঋষির
পুত্রাদি।

ঔদজ্জায়নি (পুং) উদজ্জস্তাপত্যম্, উদজ্জ-কিঞ্; (তিকাদিভ্যঃ
কিঞ্। পা ৪।১।১৫৪।) উদজ্জ ঋষির পুত্রাদি।

ঔদঞ্জন (ত্রি) উদচ্যতে উৎক্ৰিপ্য প্রিয়তে ইন্নি, ইতি উদ-
ঞ্জনো জলাধারস্তত্ত্বদম্, অণ্। জলাধারস্থিত জল।

ঔদঞ্জনক (ত্রি) উদঞ্জন-বুঞ্ (বৃহৎকঠজিলেতি। পা
৪।২।৮০।) জলাধারের নিকটস্থ স্থানাদি।

ঔদঞ্জবি (পুং, ক্লী) উদঞ্জোপরত্যং-ইঞ্। উদঞ্জ ঋষির পুত্রাদি।

ঔদঞ্জি (পুং, ক্লী) উদঞ্জস্তাপত্যম্, ইঞ্। উদঞ্জ ঋষির পুত্রাদি।

ঔদনিক (ত্রি) ওদনং শিরসস্ত, ওদন-ঠঞ্। স্থপকার, পাচক।

ঔদন্ত (পুং) মুণ্ডিত ঋষি।

ঔদন্তি (পুং) ওদন্তস্তাপত্যং পুমান্, ঔদন্ত-ইঞ্। ঔদন্ত
ঋষির পুত্র।

ঔদপান (ত্রি) উদপানাদাগতঃ, উদপান-অণ্, (তুণ্ডিকা-
ভ্যোহণ্। পা ৪।৩।৭৬।) ১ রাজপ্রাসাদ করাদি। ২

(উদপানে তন্মায়ক গ্রামভেদে ভবঃ, অণ্) উদপান গ্রাম
সম্বন্ধীয়। ৩ জলাধার সম্বন্ধীয়।

ঔদমেধীয় (ত্রি) উদমেধেরিদম্, উদমেধি-ছ; (রৈবতিকা-
দিভ্যশ্চঃ। পা ৪।৩।১৩১।) উদমেধি সম্বন্ধীয়।

ঔদমেয়ি (পুং) উদমেয়স্তাপত্যং পুমান্, উদমেয়-ইঞ্।
উদমেয়ের পুত্র।

ঔদয়িক (ত্রি) উদয়ে লগ্নকালে ভবঃ, উদয়-ঠঞ্। লগ্ন-
কালোৎপন্ন।

ঔদয়িক (ত্রি) উদয়ে প্রসিতঃ, উদয়-ঠঞ্। ১ উদয়পুরণের

জন্ত সামর্থ্য না থাকার কেহ নিন্দা করিলেও তাহার প্রতি
হিংসাশূন্য পেটুক। ২ সাধারণ পেটুক মাত্র।

ঔদর্য্য (ত্রি) উদরে ভবঃ, বৎ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ উদরস্থিত
অনলাদি। ২ অভ্যন্তর প্রবিষ্ট।

ঔদল (পুং) ঋষিবিশেষ; ইনি চিকিৎসাদি ছয় প্রবর্ত্তগত
একজন ঋষি।

ঔদবাপি (পুং, ক্লী) উদবাপস্তাপত্যম্। উদবাপ-ইঞ্।
উদবাপের পুত্রাদি।

ঔদবাপীয় (ত্রি) ঔদবাপেরিদম্-ছ। ঔদবাপি সম্বন্ধীয়।

ঔদবাহি (পুং) উদবাহস্তাপত্যং, উদবাহ-ইঞ্। ঋগ্বেদী-
দিগের তর্পণীয় ঋষিবিশেষ।

ঔদম্বিত (ক্লী) উদম্বিৎ-অণ্, (উদম্বিতো হন্যতরসাম্। পা
৪।২।১২।) লবণজল দ্বারা সংস্কৃত ষোল।

ঔদম্বিতক (ক্লী) উদম্বিত-ঠক্; (উদম্বিতো হন্যতরসাম্।
পা ৪।২।১২।) ঠস্য ক, (ইহমুক্তান্তাৎ কঃ। পা ৭।৩।৫১।)
অর্দ্ধজলমিশ্রিত ষোল।

ঔদম্বান (ত্রি) উদম্বানং শীলমস্য-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা
৪।৪।৬২।) জলবাসীশীল, যে জলে বাস করে।

ঔদার্য্য (ক্লী) উদারস্য ভাবঃ, উদার-ব্যঞ্। ১ উদারতা।
২ বাক্যের গুণবিশেষ, বাক্যের অর্থ গোরব। ৩ সাধিক নায়-
কের গুণবিশেষ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা,
ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটি নায়কের আভাবিক গুণ। নিরস্তর
বিনীত ভাবকেই ঔদার্য্য বলে। ৪ বেদান্তোক্ত মনোবৃত্তি-
বিশেষ। পঞ্চদশীতে লিখিত আছে,—শাস্ত, ঘোরা ও মূঢ়া
এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তি; তন্মধ্যে বৈরাগ্য, কান্তি ও ঔদার্য্যকে
ঘোরা বলে।

ঔদাসীন্য (ক্লী) উদাসীনস্য ভাবঃ, উদাসীন-ব্যঞ্। ১ উদা-
সীনতা, বিপদ সম্পর্কে উপেক্ষা। ২ রহিত হওয়া, না থাকা।
৩ অহুরাগের নিবৃত্তি।

ঔদাস্ত (ক্লী) উদাসস্ত ভাবঃ, উদাস-ব্যঞ্। ১ বৈরাগ্য।
২ অহুরাগাদি শূন্যতা। ৩ অমনোযোগ। ৪ অবজ্ঞা, উপেক্ষা।

ঔদীচ্য, গুজরাটের ব্রাহ্মণ শ্রেণীবিশেষ। ইহার ১১ শ্রেণীতে
বিভক্ত। ১ সিদ্ধপুর ঔদীচ্য, ২ সিহোর ঔদীচ্য, ৩ তোলকীর
ঔদীচ্য, ৪ কুনবিগর, ৫ মোচিগর, ৬ দর্জিগর, ৭ গন্ধর্ব্বগর,
৮ কোলিগর, ৯ মাড়বারী ঔদীচ্য ১০ কচ্ছী ঔদীচ্য, ১১ বাগ-
দীর ঔদীচ্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পুরোহিতের কার্য্য
করে। অনেকে নীচ জাতি পুরোহিত্য করার সম্মান-
লোকেয়া ইহাদের হাতে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।

ঔদীচ্যেরা কচ্ছ, গুজরাট ও কাশ্মীর উপসাগরের উপকূলে

বাস করে। ইহার আনুষ্ঠানিকত সকলপ্রকার কার্যই করিয়া থাকে।

এই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম তিন শাখাই জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারা নীচ জাতির বসন করেন না। ইহাদের মধ্যে শাখাতেদে পরম্পর বিবাহাদি প্রচলিত নাই।

ঔজ্জ্বর (ত্রি) উজ্জ্বর-অঞ্ (প্রাণিরজতাদিভ্যোইঞ্। পা ৪। ৩। ১৫৪।) ১ বজ্জডুঘুর সম্বন্ধীয়।

(পুং) ২ উজ্জ্বরস্ত বিকারঃ, উজ্জ্বর-অঞ্। উজ্জ্বরপাত। ৩ উল্খল। (ঔজ্জ্বর উল্খলঃ। হেম ৩। ৫২০।) ৪ উজ্জ্বরঃ সন্ধ্যামিন্ দেশে, (তদাম্মিরস্তীতি দেশে তন্মাস্মি। পা ৪। ২। ৬৭) যে দেশে উজ্জ্বর জন্মে। মহাভারতোক্ত দেশবিশেষ। (সভা ৫১। ১৩)। বরাহমিহিরের বর্ণনায় এইরূপ অহুমান হয় যে এই জনপদ সম্ভবতঃ পঞ্জাব প্রদেশে ছিল। কাহারও মতে, বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশের কাণ্ডা জেলার অন্তর্গত হুরপুর তহশীলের প্রাচীন নাম দহ্বরী বা ঔজ্জ্বর ছিল। (Archæological Survey of India, Vol. XIV. 116.)

পূর্বকালে ভারতবর্ষে ঔজ্জ্বর নামে আর একটি জনপদ ছিল, পাশ্চাত্য ভৌগোলিক পেরিপ্লাস্ সেই স্থানকে মোম্বরস (Mombaros) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এই জনপদ সম্ভবতঃ বর্তমান কচ্ছ প্রদেশে বলিয়া অহুমান করা যায়।

৫ যমেদ মূর্ত্তিবিশেষ। ৬ কৌশিকমুনির শাখা। (ক্লী) ৬ বজ্জডুঘুর কাঠ। ৭ বজ্জডুঘুর ফল। ৮ কুষ্ঠবিশেষ। [কুষ্ঠ দেখ।] ৯ তত্ত্ব। জিরাং ভীপ্। ১০ উজ্জবশাখা।

ঔজ্জ্বরক (পুং) উজ্জ্বরস্ত বিষয়ো দেশঃ, উজ্জ্বর-বৃঞ্। ১ উজ্জ্বরবিষয় দেশ। ২ (ক্লী) (উজ্জ্বরগাং সমূহঃ, বৃঞ্) উজ্জ্বর সমূহ।

ঔজ্জ্বরায়ণ (পুং) উজ্জ্বরস্ত অপত্যং পুমান্, উজ্জ্বর-কচ্। উজ্জ্বরবংশীয়।

ঔজ্জ্বরী (পুং) উজ্জ্বরস্তাপত্যং পুমান্, উজ্জ্বর-ইঞ্। উজ্জ্বরবংশীয়।

উদ্গাত্ৰ (ক্লী) উদ্গাতৃ ধর্ম্ম্যন্, উদ্গাতৃ-অঞ্। ১ উদ্গাতা নামক ঋষিকের কর্তব্য। ২ উদ্গাতার কর্ম্ম।

উদ্গাহমানি (পুং) উদ্গাহমানস্ত অপত্যং পুমান্, উদ্গাহমান-ইঞ্। উদ্গাহমানবংশীয়।

উদ্গ্ৰহণ (ত্রি) উদ্গ্ৰহণায় সাধু, উদ্গ্ৰহণ-অঞ্, হান্সস্বাৎ হত্ ভঃ। উর্দ্ধগ্রহণের উপযুক্ত।

উদ্গুত (ত্রি) উদ্গু-বৃঞ্। উদ্গুতের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

উদ্দালক (ক্লী) উদ্দালেন লকিতম্, উদ্দাল-অঞ্-সংজ্ঞার্যং কন্। ১ বন্দীক-কীটলকিত মধু; বন্দীকমধ্যস্থ কপিলবর্ণ

কীটগণ জল কপিলবর্ণ যে মধু লকর করে তাহার নাম উদ্দালক মধু। বৈদ্যাকোক্ত ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কটু ও কুষ্ঠরোগ বিনাশক (ভাবপ্রঃ)। ২ তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে স্নান করিলে সর্কপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

উদ্দালকায়ন (পুং) উদ্দালকস্তাপত্যম্ পুমান্, উদ্দালক-কচ্। ১ উদ্দালক অবিবংশীয়।

উদ্দালকি (পুং) উদ্দালকস্তাপত্যম্ পুমান্, উদ্দালক-ইঞ্। উদ্দালকপুত্র, গোতম ঋষি।

উদ্দেশিক (ত্রি) উদ্দেশস্ত ইদম্, উদ্দেশ-ঠক্। উদ্দেশসম্বন্ধীয়।

উদ্ধত্য (ক্লী) উদ্ধতস্যভাবঃ, উদ্ধত-ব্যাঞ্। অবিনীত ভাব, ধুষ্টতা।

উদ্ধারিক (ত্রি) উদ্ধারায় প্রভবতি, উদ্ধার-ঠঞ্। উদ্ধারের জন্ত যাহা প্রদত্ত হয়।

(“বিপ্রসৌদ্ধারিকং দেবমেকাংশস্ত প্রধানতঃ।” মধু ৯। ১৫০।)

উদ্ধারি (পুং) উদ্ধারস্য ঋষেরপত্যম্, ইঞ্। উদ্ধার ঋষির পুত্র, ঋগুিক ঋষি।

উত্তিভ্জ (ক্লী) উদ্-ভিদ্-জন-ড-স্বার্থে অঞ্। পাক্ষা লবণ। [উত্তিদ্ দেখ।]

উত্তিদ (ক্লী) উত্তিদ-স্বার্থে অঞ্। ১ পাক্ষা লবণ। ২ সম্ভারি লবণ। এই লবণ স্বরংই ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ধনিজ। বৈদ্যাকোক্ত ইহার গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বমনকারক, বায়ুর অহুলোমক, তিত্ত, কটু; কোষ্ঠবদ্ধতা, আনাহ ও শূলনাশক।

৩ জলবিশেষ, যে জল নিয়ত্ৰুটি হইতে উপরদিকে উথিত হয় অর্থাৎ জলাশয়স্থ জল। বৈদ্যাকোক্ত এই জলের গুণ—মধুর, পিত্তনাশক ও অগ্নিদাহী। সূত্রতে লিখিত আছে, বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের অভাব হইলে উত্তিদ অর্থাৎ কূপ তড়াগাদির জল ব্যবহার করিবে।

৪ বৃক্ষাদি জাত দ্রব্য। বৈদ্যকে বৃক্ষাদি হইতে মূল, বহুল, কাষ্ঠ, নির্ধাস, ডাঁটা, রস, পল্লব, ফল, কীট, ফল, পুষ্প, তন্তু, তৈল, কণ্টক, পত্র, কন্দ ও অঙ্গুর; এই সকল দ্রব্যের গ্রহণ বিধি আছে। (চরক° সূত্র° ১।)

উত্তিদ্য (ক্লী) উত্তিদো ভাবঃ, উত্তিদ-ব্যাঞ্। বৃক্ষাদির উৎপত্তি।

উদ্যাব (ত্রি) উদ্যাবস্য ব্যাখানোগ্রহঃ, উদ্যাবে তবো বা, উদ্যাব-অঞ্। ১ উদ্যাব ব্যাখাগ্রহ। ২ উদ্যাবজাত।

উষাহিক (ক্লী) উষাহ কালে লকম্, উষাহ-টঞ্। বিবাহে প্রাপ্তবয়স্ক, জীবন। এই ধনে জাতিগণের অংশ নাই। বাজ-বক্য বলেন—“পিতৃধনের কতি না করিয়া, বাহা স্বরং উপার্জন করে, অথবা মিত্র হইতে বা উষাহকালে বাহা প্রাপ্ত হয়, জাতিগণের তাহাতে অংশ নাই।”

“পিতৃভ্রাব্যাবিনাশেন বদন্যৎ ব্রহ্মজ্ঞয়েৎ ।

মৈত্রমৌষাহিককৈব দারাদানানং ন তদ্ ভবেৎ ॥”

ঔষেপ (ত্রি) উষেপ-অণ্ । ১ উষেপ সম্পাদিত । ২ উষে-
পের নিকটবর্ত্তি দেশাদি ।

ঔধস (ত্রি) উধস-ইদম্, উধস-অণ্ । ১ উধস্ সম্বন্ধীয় । ২
(ক্লী) পশু-দুহ্য ।

ঔধস্তু (ক্লী) উধসি ভবৎ, উধস্-বাঞ্ । পশু দুহ্য ।

ঔন্নত্য (ক্লী) উন্নত্যা ভাবঃ, উন্নত-বাঞ্ । ১ উন্নতি । ২ উচ্চতা ।

ঔন্নত্রে (ক্লী) উন্নতঃ কর্ণ ভাবো বা, উন্নত-অণ্ । ১ উন্ন-
তার কার্ধ্য, উন্নয়ন, উত্তোলন । ২ উন্নত্ব ।

ঔপকর্ণিক (ত্রি) উপকর্ণে ভবঃ, উপকর্ণ-ঠক্ । কর্ণ সমীপে
উৎপন্ন ।

ঔপকলাপ্য (ত্রি) উপকলাপে ভবম্, উপকলাপ-ঞ্য ।
কলাপ সমীপবর্ত্তী ।

ঔপকায়ন (পুং) উপকসাপত্যম্ পুমান্, উপক-কক্ ।
উপকবংশীয় ।

ঔপকূলিক (ত্রি) উপকূলস্য ইদম্, উপকূল-ঠক্ । উপকূল
সম্বন্ধীয় ।

ঔপগব (পুং) উপগোরপত্যম্ পুমান্, উপগোরিদম্ বা ;
উপগ-অণ্ । ১ উপগুর পুত্র, উপগুবংশীয় । ২ উপগুসম্বন্ধীয় ।

‘উপগু’ গোপজাতির নামান্তর, লক্ষণশক্তিদ্বারা তাহার
পুরোহিতকে ও বকার ; আরও হারিত বচনে উক্ত আছে,—

“যৎ বর্ণং যাজয়েৎ বস্ত স তদ্বর্ণমাপুয়াৎ ॥”

যে যে বর্ণের যাজক, তাহারও সেই বর্ণের অগ্নিয়া থাকে ।

(হারিত ।)

ঔপগবক (ক্লী) ঔপগবানং সমূহঃ, ঔপগব-বুঞ্ (গোত্রো-
ত্রোরজ্জতি । পা ৪।২।৩৯ ।) ঔপগব সমূহ ।

ঔপগবি (পুং) উপগবস্য গীম্পতে রপত্যম্ পুমান্, উপগব-
ইঞ । ১ গীম্পতিপুত্র । ২ বৃহস্পতিছাত্র উদ্ধব ।

ঔপগ্রস্তিক (পুং) উপগ্রস্তঃ গ্রাসকালং ভূতঃ, ঠক্ । রাহগ্রস্ত
চক্র বা সূর্য্য ।

ঔপগ্রহিক (পুং) উপগ্রহ-ঠক্ । রাহগ্রস্ত চক্র ও সূর্য্য ।

ঔপচারিক (পুং) উপচার । ২ (ত্রি) (উপচারস্য ইদম্,
ঠক্) উপচার সম্বন্ধীয় ।

ঔপছন্দসিক (ত্রি) উপছন্দসানিবৃত্তম্, উপছন্দস-ঠক্ । ১
প্রিয়বাক্যের দ্বারা নিম্পন্ন । ২ (ক্লী) মাত্রাবৃত্ত বিশেষ ;—

“বড়্ বিষমেহষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমেহ্ম্যর্নোনিরন্তরাঃ ।

ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েহস্তেরলৌ গুরুঃ ॥

পর্য্যন্তে বৌ তথৈব শেষ মৌপছন্দসিকং সূর্য্যভিকৃতম্ ॥”

বিষম অর্থাৎ প্রথম তৃতীরপাদে ৬ মাত্রা ও সম অর্থাৎ
দ্বিতীয় চতুর্থ পাদে ৮ আট মাত্রা থাকিলে এবং ঐ সমস্ত মাত্রা
কেবল লঘু বা কেবল গুরু না হইলে, অথচ সম অর্থাৎ দ্বিতীয়
চতুর্থ বর্ষ মাত্রা তৃতীয়াদি মাত্রার আশ্রিত না হইলে এবং
পরিশেষে র (মধ্যবর্ণ লঘু ও তাহার উত্তরপার্শ্বস্থ দুইটি গুরু-
বর্ণবিশিষ্ট অক্ষরজয়ের নাম র) একটি লঘু ও একটি গুরু
বর্ণ থাকিলে, তাহাকে বৈতালীয় ছন্দঃ কহে । এই বৈতা-
লীয়ের প্রতিপাদের শেষভাগে ব (আদ্যক্ষর লঘু ও পরবর্ত্তী
অক্ষরদ্বয় গুরু হইলে তাহার নাম ব) ও র গণ থাকিলে ঔপ-
ছন্দসিক বৃত্ত হয় ।” (বৃত্তরং) ৩ পুশিতাগ্রা নামক ছন্দঃ ।
[পুশিতাগ্রা দেখ ।]

(“পুশিতাগ্রাতিধং কেচিদৌপছন্দসিকং বিদুঃ ।” বৃত্তরং ।)

কহে কহে পুশিতাগ্রা বৃত্তকেই ঔপছন্দসিক বলেন ।

ঔপজানুক (ত্রি) উপজানু আনুসমীপে ভবঃ, উপজানু-
ঠক্ । আনুর সমীপবর্ত্তী ।

ঔপতস্বিনি (পুং) উপতস্বিনস্যাপত্যম্ পুমান্, উপতস্বিন-
ইঞ । উপতস্বিন-পুত্র, রাম নামক ঋষিবিশেষ ।

ঔপদেশিক (ত্রি) উপদেশেন জীবতি, উপদেশ-ঠক্, (বেত-
নাদিত্যো জীবতি । পা ৪।৪।১২ ।) ১ উপদেশোপজীবী ।
২ (উপদেশেন প্রাপ্তঃ ঠক্) উপদেশানুসারে প্রাপ্ত ।

ঔপদ্রবিক (ত্রি) উপদ্রব মধিকৃত্য কৃতঃ, উপদ্রব-ঠক্ ।
উপদ্রববিষয়ক গ্রন্থ ; যাহাতে উপদ্রবের বিষয় বর্ণিত আছে ।
(“অথাৎ ঔপদ্রবিকমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।” সূত্রত ।)

ঔপদ্রুট্য (পুং) উপদ্রুট-স্বার্থে বাঞ্ । পুরুষমধ্যমজীয় দেববিশেষ ।

ঔপধর্ম্য (ক্লী) উপধর্ম্যস্য ইদম্, উপধর্ম-বাঞ্ । ১ উপধর্ম-
বাঞ্ । ১ উপধর্ম সম্বন্ধীয় । ২ (স্বার্থে বাঞ্) (পুং) উপধর্ম ।

ঔপধেনব (পুং) উপধেনোরপত্যম্ পুমান্, উপধেন-অণ্ ।
ধনস্তরি-শিষ্য ঋষিবিশেষ ।

ঔপধেয় (ক্লী) উপধি-স্বার্থে চঞ, (হৃদিকপধিবলৈচঞ্ । পা
৫।১।১৩ ।) রথের অবরবিশেষ ।

ঔপনায়নিক (ত্রি) উপনয়নং প্রয়োজনমস্য, উপনয়ন-ঠক্,
বিপদবৃদ্ধিশ্চ ; অথবা উপনারন-ঠক্ । ১ উপনয়নে প্রয়ো-
জনীয় বিধান । ২ (উপনয়নার হিতম্, ঠক্) উপনয়ন-
সাধক দ্রব্যাদি ।

ঔপনাসিক (ত্রি) উপনাসং ভবঃ, উপনাস-ঠক্ । নাসিকার
সমীপজাত ।

ঔপনিধিক (ক্লী) উপনিধি-স্বার্থে-ঠক্ । ১ কি দ্রব্য তাহা
প্রকাশ না করিয়া বাহ্য অপরের নিকট রাখিতে দেওয়া হয় ।
২ ভোগ করিবার জন্য প্রীতিপূর্ব্বক যে দ্রব্য অর্পিত হয় ।

উপনিষৎক (ত্রি) উপনিষদাভ্যন্তরীণ, উপনিষৎ-ঠক্। (বেতনা-দিত্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) উপনিষৎক উপদেশা-সারে বাহারা জীবিকানির্ভাহ করে।

উপনিষদ (পুং) উপনিষদ্-অণ্। ১ উপনিষদ্ মাত্রেয় বেদ্য পরমাখ্য। ২ (ত্রি) ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয়। ৩ (ত্রি) ব্রহ্ম প্রতি-পাদক বাক্যাদি। ৪ উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম। ৫ উপনি-ষদের বাখ্যা গ্রন্থাদি।

উপনীতিক (ত্রি) উপনীতি নীতিসমীপে ভবঃ, উপনীতি-ঠক্। ১ কটীদেশের সমীপবর্তী।

উপপক্ষ্য (ত্রি) উপপক্ষ্য ইদম্, উপপক্ষ্য-ব্যঞ্। বহুমূল্য সম্বন্ধীয়।

উপপত্তিক (ত্রি) উপপত্ত্য-কৃতম্, উপপত্তি-ঠক্। যুক্তিযুক্ত।

উপপাতিক (ত্রি) উপপাতেন সংস্পৃষ্টঃ, উপ-পাত-ঠক্। গোবধাদি উপপাতকে যে লিপ্ত।

উপপাতুক (ত্রি) উপপাতুক ইদম্, উপপাতুক-ঠক্। ১ দেব-দেহসম্বন্ধীয়। ২ নারিকিৎসকসম্বন্ধীয়।

উপবাহবি (পুং) উপবাহোরপত্যম্ পুমান্, উপবাহ-ইঞ্। উপবাহবংশীয়।

উপভূত (ত্রি) উপভূতা পাণ্ডেয় সঞ্চিতঃ, উপভূত-অণ্। ১ অখ-কাঠের যজ্ঞপাত্রে সঞ্চিত। ২ (উপভূত ইদম্) উপভূতসম্বন্ধীয়।

উপমন্ত্যব (পুং) উপমন্ত্যোরপত্যম্ পুমান্, উপমন্ত্য-অঞ্। উপমন্ত্যপুত্র।

উপম্নিক (ত্রি) উপম্না নির্দিষ্টঃ, উপম্না-ঠক্। উপম্না দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়।

উপম্য (ক্লী) উপম্য এব, স্বার্থে ব্যঞ্। সাদৃশ্য; ইহার সংকৃত পর্যায়—অহুকার, অহুহার, সাম্য, তুল্য, উপম্য, কক্ষ, উপমান। চরকসংহিতায় লিখিত আছে, “একের দ্বারা অন্তের সাদৃশ্য প্রকাশকে উপম্য কহে।” (চরক-বিমান°।)

উপযজ (ত্রি) উপযজ-ইদম্, উপযজ-অণ্। পণ্ডিত সম্বন্ধীয়।

উপয়িক (ত্রি) উপায়েন জাতঃ, উপায়-ঠক্, হৃষচ্। ১ ভ্রাতৃ। ২। উপযুক্ত। ৩ (স্বার্থে ঠক্) উপায়।

(“শিবমোপয়িকং গরীরসীম্।” ভারবি ২।৩৫।)

উপযোগিক (ত্রি) উপযোগঃ প্রয়োজনমত্, উপযোগ-ঠক্। উপযোগ জন্ত।

উপরাজিক (ত্রি) উপরাজ-ঠক্, (কাণ্ডাদিত্যঠক্ ঞ্ঠো। পা ৪।২।১১৬।) ১ রাজসমীপসম্বন্ধীয়। ২ রাজসদৃশসম্বন্ধীয়।

উপরাধ্য (ক্লী) উপরাধরত্ কৰ্ম্ম তাবো বা, উপরাধ-ব্যঞ্ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিত্যঃ কৰ্ম্মণি চ। পা ৫।১। ১২৪।) ১ উপসেবকের কার্য। ২ উপসেবকতা।

উপরিষ্ঠ (ত্রি) উপরিষ্ঠাৎভবঃ, উপরিষ্ঠ-অণ্। উপরে উৎপন্ন। উপরিষ্ঠিক (পুং) উপরিষ্ঠঃ প্রয়োজনমত্, উপরিষ্ঠ-ঠক্। পিলুদণ্ড। (পৈলবদ্যোপরিষ্ঠিকঃ। হেম ৩।৪৭৯।)

উপরোধিক (পুং) উপরোধঃ প্রয়োজন মত্, উপরোধ-ঠক্। ১ পিলুদণ্ড। ২ উপরোধ সম্বন্ধীয়।

উপল (ত্রি) উপলদাগতঃ, উপল-অণ্, (তত্ত্বাদিত্যো হণ্। পা ৪।৩।৭৬।) ১ উপল হইতে আগত। ২ (উপ-লন্ত ইদম্) প্রান্তরসম্বন্ধীয়।

উপবসথিক (ত্রি) উপবসথে ভবঃ উপবসথ-ঠক্। উপবসথে কর্তব্য কর্ম্মাদি। [উপবসথ দেখ।]

উপবসথ্য (ত্রি) উপবসথেভবঃ, উপবসথ-ব্যঞ্। ১ উপবসথে কর্তব্য। ২ (উপবসথ্য ইদম্) উপবাসসম্বন্ধীয়।

উপবস্ত (ক্লী) উপবস্ত-অণ্। উপবাস। (উপবস্তৃপবাসঃ। হেম ৩।৫০৬।)

উপবাস (ত্রি) উপবাসে দীযতে, উপবাস-অণ্, (যুটাদিত্যো হণ্। পা ৫।১।১৭।) ১ উপবাসব্রতে দেয়বস্ত। ২ (উপ-বাস্য ইদম্) উপবাস সম্বন্ধীয়।

উপবাসিক (ত্রি) উপবাসে সাধু, উপবাস-ঠক্; (শুভাদি-ভাঠক্। পা ৪।৪।১০৩।) ১ উপবাসের উপযোগী। ২ (উপবাসায় প্রভবতি) উপবাস সমর্থ।

উপবাস্ত (ক্লী) উপবাস-স্বার্থে-ব্যঞ্। উপবাস।

(“লক্ষ্মণেন যদানীতং পীত্বা বারি সমাহিতঃ।

উপবাস্তং তদাকারীভাববঃ সহ সীতয়া।”

রামা° ২-৮৭ অঃ।)

উপবাহ (পুং) উপবাহ-স্বার্থে-অণ্। ১ উপবাহন, রথাদি।

উপবিন্দবি (পুং) উপবিন্দোরপত্যম্ পুমান্; উপবিন্দু-ইঞ্। উপবিন্দু পুত্র।

উপবেশিক (ত্রি) উপবেশেন জীবতি, উপবেশ-ঠক্। (বেতনা-দিত্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) বেশের দ্বারা বাহারা জীবিকানির্ভাহ করে, বহুসঙ্গী।

উপশ্লেষিক (ত্রি) উপশ্লেষণে নিবৃত্তঃ, উপশ্লেষ-ঠক্। আধারবিশেষ, বাহার একদেশমাত্রে আধেয় অবস্থান করে। (“উপশ্লেষিকো বৈষয়িকো হতিব্যাপকচেতাধারজিহা।” “সপ্তম্যধিকরণে” ইত্যন্তবৃত্তো সি° কো°।) সিদ্ধান্তকৌমু-দিত্তে ত্রিবিধ আধার লিখিত আছে,—উপশ্লেষিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক।

উপসংক্রমণ (ত্রি) উপসংক্রমণে দীযতে, উপসংক্রমণ-অণ্ (যুটাদিত্যো-হণ্। পা ৫।১।১৭।) উপসংক্রমণে দেয় বস্ত। [উপসংক্রমণ দেখ।]

ঔপসংখ্যানিক (জি) উপসংখ্যানত ইদম্, উপসংখ্যান-
ঠক্। উপসংখ্যান সম্বন্ধীয়। [উপসংখ্যান দেখ।]

ঔপসদ (পুং) উপসৎ শব্দো হস্ত্যশিন্, উপসদ-অণ্। (বিমুক্তা-
দিত্যো ২৭। পা ৫।২।৩১।) ১ উপসদ শব্দ যুক্ত স্বাধার বা
অম্ববাক্। ২ (উপসদ সমীপস্থানং তৎ অস্ত্রান্তি, অণ্।) বস্।

ঔপসর্গিক (পুং) উপসর্গ-ঠক্। ১ সন্নিপাতজ রোগ। বৈদ্যক
মতে,—কক্, অম্বলোম বায়ু ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া
রোগংপাদন করিলে রোগী বেদ শীতলতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়
এবং বায়ু প্রতিলোম হইলে কিছু স্বাস্থ্য বোধ করে;
ইহাকেই ঔপসর্গিক বা সন্নিপাতজ রোগ কহে। অত্রুত
বলিয়াছেন,—“পূর্কোংগর ব্যাধির নিদানাদি দ্বারা যে অপর
ব্যাধি তাহার সহিত মিলিত হয়, তাহাকে ঔপসর্গিক বলে,
এইরোগ উপদ্রব হইতেই উৎপন্ন হয়।” (“ঔপসর্গিক রোগাশ্চ
সংক্রামন্তি নরারম্।” মাধ° নি° টীকা।) ২ পাপরোগাদি।
৩ ভূতাদির আবেশ লক্ষ্য রোগ। ৪ (জি) উপসর্গসম্বন্ধীয়।

ঔপসীর্ষ্য (জি) উপসীর্ষ্যভবঃ, উপসীর্ষ্য-ঞা, (গন্তীয়া-
ঞাঞাঃ। পা ৪।৩।৫৮। বার্তিক-ঞাঞাকরণে পরিমুখা-
দিত্য উপসংখ্যানম্।) লাক্‌লোংগর।

ঔপস্থান (জি) উপস্থানং শীলমন্ত, উপস্থান-ণ, (হজাদিত্যো
ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) উপস্থান-শীল, উপাসক।

ঔপস্থানিক (জি) উপস্থানেন জীবতি, উপস্থান-ঠক্, (বেত-
নাদিত্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২।) সেবাব্যবসায়ী, উপ-
সনাই বাহাদিগের উপজীবিকা, চাকর।

ঔপস্থিক (জি) উপস্থেন জীবতি, উপস্থ-ঠক্। ১ আরকশ-
জীবী। ২ (জী, টাপ্) বেস্তা।

ঔপস্থ্য (জি) উপস্থাত্তবম্, উপস্থ-ব্যঞ্। জননেত্রিয় লক্ষ্য সুখাদি।

ঔপহারিক (জি) উপহারায় সাধু, উপহার-ঠক্। উপহারের
উপযোগী।

ঔপাধিক (জি) উপাধি-ঠক্। ১ উপাধিকৃত। ২ উপাধি
সম্বন্ধীয়। [উপাধি দেখ।]

ঔপাধ্যায়ক (জি) উপাধ্যায়াদাগতঃ, উপাধ্যায়-বুঞ্;
(বিদ্যাধোনিসম্বন্ধেত্যো বুঞ্। পা ৪।৩।৭৭।) উপাধ্যায়
হইতে যাহা লাভ করা যায়।

ঔপানহ (পুং) উপানহ-ঞা। ১ বৃক্ষ। ২ চন্দ্র।

ঔপায়িক (জি) উপায়েন জাতঃ, উপায়-ঠক্। ১ দ্রব্য।
২ উপযুক্ত।

ঔপাবি (পুং) উপাবতাপত্যম্ পুমান্। উপাব অবির পুত্র।
২ উপাবংশীয়।

ঔপাসন (জি) উপাসনো বিবাহাদিঃ, তত্র ভবঃ, উপাসন-

অণ্। বিবাহাদিতে নৈভ্যিককর্তব্য হোমাদি; এই হোম
প্রত্যহ প্রাতে ও সাংকালে দুইবার করিতে হয়। প্রথমে
সাংকালেই আরম্ভ করা উচিত, আরম্ভের রাত্রিতে ৯ ঘটিকা
অতীত হইয়া গেলে আর সে রাত্রিতে আরম্ভ না করিয়া পর
রাত্রিতে আরম্ভ করিবে। হোমারম্ভের পূর্বেই যদি বিবাহাদি
নিষ্ঠিরা বার, তাহা হইলে বিধানানুসারে স্থানীপাক করিয়া হোম
আরম্ভ করিতে হয়। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং চন্দ্র
উদিত থাকিতে থাকিতে হোম কর্তব্য। হোমের মধ্যকাল সম্বন্ধে
অত্রি বলিয়াছেন,—প্রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য্যমূর্ত্তি ভূমি
হইতে এক হাত উখিত হইয়া অগ্রভব না হয় সেই সময়ে
এবং রাত্রে ঠিক প্রদোষকালেই হোম সম্পাদন করিবে।” এই
হোম অকরণ সম্বন্ধে গর্গ বলিয়াছেন,—“দারপরিগ্রহ করার পর
ক্ষণকাল মাত্রও অগ্নিবিদ্যা অবস্থান করিবে না, করিলে পতিত
হইতে হয়। দান, সন্ধ্যা, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি বেক্ষণ অবশ্য
কর্তব্য, সেইরূপ ঔপাসনও অবশ্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি
বিবাহাদি পরিত্যাগ করিয়াও আপনাকে গৃহস্থ বিবেচনা
করে, তাহার অন্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।”

ঔপোদিত (পুং) উপোদিত্তাপত্যম্ পুমান্, উপোদিত-ইঞ্।
উপোদিত কৃষির পুত্র।

ঔম্ (অব্যয়) [ঔ দেখ।]

ঔমক (স্ত্রী) উমার বিকারঃ, উমা-বুঞ্, (উমোংরোকার্।
পা ৪।৩।১৫৮।) মসিনা বিকার। [উমা দেখ।]

ঔমায়ন (জি) উমার নিমিত্তং সংযোগঃ, উৎপাতো বা উমা-
ফঞ্। ১ মসিনা সংযোগ। ২ মসিনা হইতে উৎপন্ন উৎপাত।

ঔমীন (জি) উমানাং ভবনং ক্ষেত্রাচ্চ, উমা-থঞ্, (বিভা-
তিলমাবোমেতি। পা ৫।২।৪।) ১ মসিনা পূর্ণগৃহ। ২
মসিনার ভূমি।

ঔরগ (স্ত্রী) উরগত ইদম্, উরগ-অণ্। ১ অগ্নেবা নক্ষত্র।
(জি) ২ সর্প সম্বন্ধীয়।

ঔরজ (পুং) উরজত মেঘত ইদম্, উরজ-অণ্। ১ কবচ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—উর্গায়, আবিক ও ধনুক। ২ মেঘ-
মাংস। বৈদ্যকোক্ত মেঘমাংসের গুণ,—স্বাদু, পিত্ত ও ক্লেম
বর্দ্ধক এবং শুষ্ক। ৩ (স্ত্রী) মেঘদ্রব, বৈদ্যকোক্ত ইহারগুণ—
মধুর, দ্রিগ্, শুষ্ক, পিত্তকফবর্দ্ধক, কেবলমাত্র বায়ুর এবং বায়ু
লক্ষ্য কাসের হিতজনক। ৩ ধনুস্ত্রির অন্যতম শিবা।

ঔরজক (স্ত্রী) উরজাণাং সমূহঃ, উরজ-বুঞ্; (গোত্রো-
কোত্রোরজেতি। পা ৪।২।৩৯।) মেঘ সমূহ।

ঔরজিক (জি) উরজঃ পণ্যমন্ত, উরজ-ঠক্। মেঘবিক্রয়োপ-
জীবী, বাহারা মেঘ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

ঔরশ (পুং) ঔরশজননদ্বানী। [ঔরশ দেখ।]

ঔরস (পুং, ক্রী) ঔরসা উৎপাদিতঃ, ঔরস-অণ্। ১ সমান জাতীয়া বিবাহিতা ভার্য্যাগর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করা হয়, তাহাকেই ঔরস পুত্র কহে, বাদশ প্রকার পুত্র মধ্যে এই পুত্রই শ্রেষ্ঠ। (মহু ৯। ১৬৬।) ২ অসবর্ণা গর্ভে স্বজাত পুত্রও ঔরস নামে অভিহিত হয়।

(“অজানমজ্জুনচাপি নিহতং পুত্রমোরসম্।”

ভারত ভীষ্ম ৯১ অঃ।)

৩ (ক্রি) জন্মোৎপন্ন।

ঔরসিক (ক্ৰী) ঔরস-স্বার্থে-ঠক্। বক্ষঃ।

ঔরস্ত্র (পুং, ক্রী) ঔরসোভবঃ, ঔরস-বৎ-স্বার্থে-অণ্। ১ ঔরস পুত্র। ২ (ক্ৰী) বক্ষঃস্থলজাত।

ঔর্ণ (ক্রি) ঔর্ণায়াঃ বিকারঃ, ঔর্ণা-অঞ্। মেঘলোমজাত কবল।

ঔর্ণাবত (ক্রি) ঔর্ণাবতো হ্রস্ব, অণ্। ঋষিবিশেষ।

ঔর্ণনাত (ক্রি) ঔর্ণনাত্ত ইদম্, ঔর্ণনাত-অণ্। ঔর্ণনাতস্বকীয়।

ঔর্ণিক (ক্রি) ঔর্ণায়া নিমিত্তং সংযোগ উৎপাতো বা, ঔর্ণা-ঠক্। ১ ঔর্ণানিমিত্ত সংযোগ। ২ ঔর্ণানিমিত্ত উৎপাত।

ঔর্ককালিক (ক্রি) ঔর্ককালে ভবঃ, ঔর্ককাল-ঠক্। ১ ঔর্ককালোৎপন্ন। ২ ঔর্ককালস্বকীয়।

ঔর্কদেহ (ক্রি) ঔর্কদেহ ইদম্, ঔর্কদেহ-অণ্। ঔর্কদেহ স্বকীয়।

ঔর্কদেহিক (ক্রি) ঔর্কদেহায় সাধু, ঔর্কদেহ-ঠক্। মরণান্তর শাস্ত্রোক্ত কার্যাদি, মৃত্যুর দিন হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত পিণ্ডাদিধান প্রভৃতি যে সকল কার্য করা হয়।

ঔর্কদেহিক (ক্রি) ঔর্কদেহায় সাধু, ঔর্কদেহ-ঠক্। মৃত্যুর পর প্রোক্তোদেশে যে সকল কার্য করা হয়।

ঔর্কন্দমিক (ক্রি) ঔর্কন্দমে ভবঃ, ঔর্কন্দম-ঠক্। ঔর্কন্দমোৎপন্ন।

ঔর্কস্রোতসিক (ক্রি) ঔর্কস্রোতসি আসক্তঃ, ঔর্কস্রোতস-ঠক্। শৈব, শিবভক্ত।

ঔর্ক (ক্ৰী) ঔর্ক্য ভবম্, ঔর্কী-অণ্। ১ ঔর্কদলবণ। ২ (ঔর্ক-বর্ধনপত্যম্) ঔর্ক ঋষিরপুত্র। ৩ ভূমিজাত। ৪ (পুং) ভৃগু-বংশীয় ঋষিবিশেষ। ৫ বাড়বনল। ভারতে বাড়বনলের উৎপত্তি কথা এইরূপ লিখিত আছে যে “কত্রিয় কর্তৃক ভৃগুর অপমানের পর ঔর্কঋষি যখন গর্ভমধ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন সেই সময়ে কত্রিয়গণ ভৃগুপত্নীর গর্ভ নাশ করিতে উন্মত্ত হইলে, ঔর্ক উরুভেদ পূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত তপস্তা করিতে লাগিলেন; পিতৃপুরুষ তাঁহার সেই উগ্রতপস্তার সর্ব প্রাণী বিনষ্ট হইবে দেখিয়া পিতৃলোক হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া ক্রোধ ত্যাগ করিতে অহরোধ করিলেন; কিন্তু ঔর্ক কত্রিয়গণের

সেই হিংসা শরণ করিয়া কিছুতেই ক্রোধ শরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন পিতৃগণ বলিলেন, জল সর্বলোক-ময়, জলেই সর্বলোকের অবস্থান; সর্বলোকের বিনাশ জন্ত তোমার যে ক্রোধাগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জলে নিক্ষেপ কর, তাহাতেই তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। ঔর্ক এইরূপ অমরুদ্ধ হইয়া সমুদ্র মধ্যেই সেই ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি সমুদ্রমধ্যে বৃহৎ অশ্বমুণ্ডরূপী হইয়া মুখদ্বারা অগ্নি উৎপীড়ন করিয়া জলপান করিতে লাগিল।” ৬ ভারতাস্তর্গত উপাখ্যানবিশেষ।

ঔর্কশ (ক্রি) ঔর্কশ্চ ইদম্, ঔর্কশী-অণ্। ১ ঔর্কশী স্বকীয় ২ (পুং) ঔর্কশ্চ অপত্যম্ পুমান্ ঔর্কশী-পুত্র, পঞ্চপ্রবরাস্তর্গত মুনিবিশেষ।

ঔর্কশেয় (পুং) ঔর্কশ্চ অপত্যম্, ঔর্কশী-ঠক্। অগস্ত্যমুনি। [অগস্ত্য দেখ।]

(অগস্ত্যোহগস্তিঃ পীতাকির্বাতিপিবিধি বটোত্তবঃ।

মৈত্রাবরুণিরায়মে ঔর্কশেয়ান্নিমাংকর্তে।

হেমং ২। ৩৬-৩৭।)

ঔলপি (পুং) উলপত্ত অপত্যম্, উলপ-ইঞ্। উলপ-পুত্র।

ঔলপী [ন্] (পুং) উলপেন প্রোক্তং ছন্দোহধীতে, উলপ-ণিনি। উলপ-লিখিত ছন্দোগ্রহ পাঠক।

ঔলান (ক্ৰী) অবলম্বন।

ঔলুক (ক্ৰী) উলুকানাং সমূহঃ, উলুক-অঞ্। উলুকসমূহ, পেঁচাসকল।

ঔলুক্য (পুং) উলুকত্ত অপত্যম্ পুমান্, উলুক-বঞ্, (গর্গা-দিত্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫।) ১ উলুক ঋষির পুত্র কণাদ, ইনিই বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা। ২ বৈশেষিক দর্শনজ্ঞ।

(বৈশেষিকঃ স্রাদ্দোলুক্যঃ। হেমং ৩। ৫২৬।)

ঔলুথল (ক্রি) উলুথলে ক্লঃ, উলুথল-অণ্। ১ উলুথলে কুট্টিত বস্ত্র। ২ (উলুথলে ভবঃ) উলুথলোৎপন্ন শব্দাদি।

ঔবেণক (ক্ৰী) গীতবিশেষ; যাজ্ঞবল্ক্য সাত প্রকার গীত উক্ত আছে,—অপরাস্তক, উল্লোগ্য, মন্ত্রক, প্রকরী, ঔবেণক, সরোবিন্দু ও উত্তর।

ঔশনস (ক্ৰী) ঔশনসা শুক্রেন প্রোক্তম্, ঔশনস্-অণ্। ১ শুক্রাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থ। ২ (ক্রি) (ঔশনস ইদম্।) শুক্রা-চার্য্য স্বকীয়।

ঔশনসী (ক্ৰী) ঔশনসো হপত্যম্ ক্রী। শুক্রাচার্য্যের কন্যা, দেবদানী; রাজা যযাতির সহিত ইহার পরিণয় হইয়াছিল।

ঔশিজ (পুং) ঔশিজ-স্বার্থে-অণ্ (প্রজাদিত্যম্। পা ৫। ৪। ৩৮।) ১ ইচ্ছাবৃত্ত। ২ পঞ্চপ্রবরাস্তর্গত ঋষিবিশেষ।

ঔশীনর (পং) ঔশীনরতাপতাম্, পুমান্, উশীনর-অণ্। উশীনর-পুত্র শিবি প্রভৃতি। উশীনরের পাঁচ ভাৰ্যা গৰ্ভে পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল;—ভাৰ্যা নৃগাগৰ্ভে পুত্র নৃগ, কুমোগৰ্ভে কুমি, নবাগৰ্ভে নব, দেবাগৰ্ভে সূত্র ও দুষবতীগৰ্ভে শিবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঔশীনরি (পং) ঔশীনরতাপতাম্, উশীনর-ইঞ্। উশীনর-পুত্র। ("ঔশীনরি: পুণ্ডরীক: শৰ্ণাতি: শরভ: শুচি:।" ভারতসং ৮ অঃ।)

ঔশীর (ক্লী) বশ-ঈরন্-স্বার্থে অণ্। ১ শয্যা। ২ আসন। ৩ চামর। ৪ (ঔশীরং চামরমন্ত্যত্, উশীর-অচ্) চামরদণ্ড।

৫ (উশীরাদ্ভবম্, অণ্) উশীরজ, বেণামূল দ্বারা নির্মিত।

(ঔশীরং শরনাসনে। উশীরজে চামরে চ দণ্ডেচ।

হেমং অনেং ৩। ৫২৭।)

ঔশীর (পং) ঔশীরতাম্, উশীর-অণ্। চামরদণ্ড।

ঔষণ (ক্লী) উষণত্ ভাবঃ, উষণ-অণ্। কটুরস, কাল।

ঔষণশৌণ্ডী (ক্লী) ঔষণে কটুরসে শৌণ্ডী বিখ্যাতা ৭তং। শুষ্কী, শুট।

ঔষদশ্বি (পং) ঔষদশ্বতাপতাম্, ঔষদশ্ব-ইঞ্। ঔষদশ্ব রাজার পুত্র, ইহার নাম বহুমান্, ইনি যযাতির দৌহিত্র।

(ভারত আদি ৯৩ অঃ।)

ঔষধ (ক্লী) ঔষধেরিদম্ ঔষধিরেব বা, ঔষধি-অণ্ (ঔষধে-রজাতৌ। পা ৫। ৪। ৩৭।) ১ রোগনাশক দ্রব্য; ইহার বৈদ্যকোক্ত পর্যায়—ভেষজ, ভৈষজ্য, অগদ, জায়ু, জৈজ্র, আয়ুৰ্যোগ, গদ্যারতি, অমৃত ও আয়ুর্জব্য।

বৈদ্যকমতে ঔষধ তিনভাগে বিভক্ত; কতকগুলি কুপিত দোষ দ্ব্যের প্রশমক, কতকগুলি তাহাদের শোধক, এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম অবস্থাতেই উপযোগী। পিচকারীকার্যে দেয়, বিরচক ও বমনকারক দ্রব্য; এবং তৈল, ঘৃত ও মধু, সাধারণতঃ দৈহিক রোগে এই কয়েকটি ঔষধ উপযোগী। মানস রোগে বুদ্ধি, ধৈর্য ও আত্মজ্ঞান ঔষধ।

যে সকল স্থান লাঙ্গলাদি দ্বারা করিত হয় না, যেখানে বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই এবং যেস্থান স্নিগ্ধ, মৃদু, হ্রি, সমতল, কৃষ্ণ, পৌর অথবা লোহিতবর্ণ, সেই সকল স্থানজ ঔষধ গ্রহণ করিবে। গৰ্ভ, প্রসূত বা ককরাদি বিশিষ্ট, নিম্নোন্নত, বন্ধীক, আশান, দেবমন্দির ও বালুকাময় স্থানে যে সকল ঔষধ উৎপন্ন হয়, তাহা উপযোগী নহে। পূৰ্ব্বোক্ত স্থানজাত হইলেও যদি কীট-জুট, অথবা অত্র, আতপ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতির আঘাতে মৃত হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিবে না। মূল লইতে হইলে যে সকল মূল সরস, পরিপুষ্ট, মুক্তিকার বহুদূর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য।

কেহ কেহ বলেন প্রাবৃট্, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে মূল, পত্র, স্বক, কীর, সার ও ফল গ্রহণ করিবে; কিন্তু সূক্ষ্মত তাহাতে দোষ দেখাইয়া বলিয়াছেন সৌম্য ঋতুতে সৌম্য ঔষধ ও আশ্বের ঋতুতে আশ্বের ঔষধ সংগ্রহ করা উচিত। যে সকল ঔষধ বীৰ্য্যবান্ এবং এক বৎসর অতিক্রম হয় নাই, তাহাই রোগনাশক; কেবলমাত্র মধু, ঘৃত, গুড়, পিঙ্গলী ও বিড়ল, এই কয়েকটি দ্রব্য পুরাতন হইলেই উপকারপ্রদ হয়। পৃথিবী ও জলগুণাধিক্য স্থানের বিরচক ঔষধ, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণ ভূয়িষ্ঠ স্থানের বমনকারক, উত্তরগুণ ভূয়িষ্ঠ স্থানের বমন বিরচনকারক এবং আকাশগুণবহুল স্থানের প্রশমক ঔষধ অধিক গুণশালী হইয়া থাকে।

মূল মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ছাল এবং সূক্ষ্ম মূল হইলে কাষ্ঠ ছাল সমস্তই গ্রহণ করিবে। বটাদির ছাল, বীজাদির সার, তালীশাদির পত্র, ত্রিকলা প্রভৃতির ফল, চিত্তার মূল, ওলের কন্দ, ধাতকীর পুষ্প, খদিরাদির সার ও কণ্টকারীর সমস্তই গ্রহণ করিতে হয়। বেলের কচিফল ও শোনালুর পক-ফল গ্রাহ্য। ঔষধের স্থানবিশেষের উল্লেখ না থাকিলে, মূলই গ্রহণ করিতে হয়। যোগবিশেষে ঔষধের পরিমাণ যেরূপ লিখিত থাকে, কাঁচা বা আর্দ্র ঔষধ দিতে হইলে তাহার ষিগুণ দেওয়া উচিত।

কিছুপে কোন অবস্থায় কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া ব্যবহার করিতে পারিলেই তাহাতে অমৃততুল্য ফললাভ হয়, নতুবা বিব বজ্র প্রভৃতির দ্বারা অপকার সাধন করে। ঔষধের নাম, রূপ ও গুণ সাধারণতঃ এই তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিলেই ঔষধ জানা হইয়াছে বলা যায় না; ঐ সমস্ত জ্ঞাতব্যের সহিত ঔষধের যোগ প্রশালী ও জানা বিশেষ আবশ্যক, যেহেতু যোগবিশেষের দ্বারা বিষ ও উপকারী এবং সামান্য ঔষধ ও বিষের দ্বায় অপকারী হইয়া থাকে।

জলপান করিয়া, উপবাসের পর, ক্রীণ অবস্থার, অক্লীণ সময়ে, আহারের পর এবং পিপাসাকালে সংশোধন প্রভৃতি কোন ঔষধই সেবন কর্তব্য নহে। সাধারণতঃ অন্নহীন ঔষধই সেবনের ব্যবস্থা, তাহাতে ঔষধের অধিক বীৰ্য্য প্রকাশ ও নিঃসন্দেহ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও মূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা করিবে না, তাহাতে তাহাদিগের অভ্যস্ত স্নান ও বলকর হইতে পারে।

আহারের কিছু পূর্বে তাহাদিগের ঔষধ সেবন করা উচিত, তাহাতে ঔষধ অন্নাবৃত হওয়ার বারম্বার মুখ দিয়া

উঠিতে পারে না, পরিপাকও শীঘ্র হয় এবং বলহানিও হইতে পারে না।

ঔষধ পরিপাক হইলে, বায়ুর অমূল্যম, স্নেহতা, ক্ষা-
ত্ফার প্রকাশ, মন প্রফুল্ল, শরীর হালকা বোধ, ইন্দ্রিয় সকল
নির্মল ও উপারোগ্য হইয়া থাকে। ঔষধ সম্পূর্ণ জীর্ণ না
হইতেই, অথবা আহাৰের সম্যক পরিপাক না হইতেই
ঔষধ সেবন করিলে পীড়ার শাস্তি না হইয়া অশ্রান্ত রোগেরও
উৎপত্তি হইয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে ঔষধের পরিপাক না
হইলে, শরীরে ক্লান্তি, দাহ, অবসন্নতা, ভ্রম, মূৰ্ছা, শিরঃপীড়া,
অস্থিবোধ ও বলহানি হয়।

ঔষধ সেবনে মাত্রার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই; দোষ,
অগ্নি, বল, বয়স, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা
স্থির করিতে হয়।

[ঔষধের পরীক্ষা প্রভৃতি অশ্রান্ত বিষয় পরিভাষা দেখ।]

২ বিষ্ণু নামান্তর। ৩ (ত্রি) ওষধিজাত, তত্বাদি।

ঔষধাজীব (ত্রি) ঔষধেন আজীবতি, ঔষধ-আ-জীব-অচ।

ঔষধবিক্রেতা, ঔষধ বিক্রয়ই বাহার উপজীবিকা।

ঔষধালয় (পুং) ঔষধানাং আলয়ঃ, ভূতং। যেখানে নানা-
বিধ ঔষধ বিক্রয়ের জন্ত সর্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়।

ঔষধি (স্ত্রী) আ-ওষধিঃ। ১ সম্যক ওষধি। ২ (ওষধিরিয়ম্,
ইঞ) ওষধি সম্বন্ধীয়। ৩ ওষধি, যেসকল উদ্ভিদ ফল পাকি-
লেই বিনষ্ট হইয়া যায়। (ওষধিঃশ্রাদৌষধিচ ফলপাকাব-
সানিকা। হেম* ৩/১১৭।)

ঔষর (স্ত্রী) উষরে ভবঃ, উষর-অণ্। ১ পাণ্ড লবণ। ২ অয়-
স্বাস্ত বিশেষ। ৩ উষর মৃত্তিকোৎপন্ন।

ঔষরক (স্ত্রী) উষর-স্বার্থে কন্। মৃত্তিকা লবণ, সাধারণতঃ
ইহাকে খারী লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সার্কগুণ,
সার্কসংসর্গলবণ, উষরক, সাধর, বহুলবণ, মেলকলবণ ও মিশ্র।
বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—কটু, কার, তিক্ত, বিনাহী, বায়ু ও
কফনাশক, পিত্ত এবং মলবদ্ধতা ও মূত্রশোধনকারক।

(রাজনির্ঘণ্ট।)

ঔষস (ত্রি) উষসি ভবঃ, উষস-অণ্। ১ উষাকালোৎপন্ন। ২
(উষস ইদম্, অণ্।) উষাসম্বন্ধীয়।

ঔষস্ত (ত্রি) উষস-ব্যঞ। ১ উষাকালোৎপন্ন। ২ উষা-
সম্বন্ধীয়।

ঔষত্ত্ব (ত্রি) উষত্ত্বরিদম্, উষত্ত্ব-অণ্। ১ উষত্ত্ব ঋষি-
সম্বন্ধীয়। ২ ছানোগনিষদের উষত্ত্বচরিত নামক ব্রাহ্মণ
কাণ্ডবিশেষ।

ঔষস্ত্য (ত্রি) উষত্ত্বরিদম্, উষত্ত্ব-ব্যঞ। [ঔষত্ত্ব দেখ।]

ঔষসিক (ত্রি) উষসি ভবঃ, উষস-ঐঞ। উষাসম্বন্ধীয়।

ঔষিক (ত্রি) উষসি ভবঃ, ঐঞ। উষাকালোৎপন্ন।

ঔষ্ট্র (স্ত্রী) উষ্ট্রস্ত ইদম্, উষ্ট্র-অণ্। উষ্ট্রসম্বন্ধীয়। বৈদ্যকোক্ত
ঔষ্ট্রহৃৎকের গুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, কিঞ্চিৎ লবণ রস, শ্বাস, লঘু, এবং
শোণ শুষ্ক উদর অর্শঃ ক্রিমি কুষ্ঠ ও বিষনাশক। ঔষ্ট্র দধি—
পরিপাকে কটুরস, স্নেহং কার, গুরু, বিরেচক, বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ,
ক্রিমি ও উদর রোগনাশক। ঔষ্ট্র মূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, উদর
ও উন্মাদ রোগ এবং বায়ু ও ক্রিমিনাশক। (সুশ্রুত।)

ঔষ্ট্রক (স্ত্রী) উষ্ট্রাণাং সমূহঃ, উষ্ট্র-বৃঞ (গোত্রোষ্ট্রোরব্রাজ
রাজনোতি। পা ৪।২।৩৯।) ১ উষ্ট্রসমূহ। ২ (উষ্ট্রশ্রেদম্,
বৃঞ) উষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

ঔষ্ট্ররথ (স্ত্রী) উষ্ট্ররথশ্রেদম্, উষ্ট্ররথ-অঞ (পত্রপূর্বাদঞ।
পা ৪।৩।১২২।) উষ্ট্ররথ-সম্বন্ধীয়।

ঔষ্ট্রায়ণ (পুং) উষ্ট্রস্তাপত্যম্, উষ্ট্র-কক্। উষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

ঔষ্ট্রিক (ত্রি) উষ্ট্রে ভবঃ, উষ্ট্র-ঐক্। উষ্ট্রজাত হৃৎ প্রভৃতি।
[ঔষ্ট্র দেখ।]

ঔষ্ঠ (ত্রি) ঔষ্ঠবদাকারোহস্ত্যস্ত, ঔষ্ঠ-অণ্। ঔষ্ঠের আকারের
শ্রায় কাষ্ঠাবয়ব যুক্ত আশ্বিনগ্রহপাত্র।

ঔষ্ঠ্য (ত্রি) ঔষ্ঠে ভবঃ, ঔষ্ঠ-ব্যং-স্বার্থে অণ্। ১ ঔষ্ঠজাত।
২ ঔষ্ঠের দ্বারা উচ্চার্য বর্ণ—উ উ প ফ ব ভ ম ও ঔ এই
কয়েকটি ঔষ্ঠ্য বর্ণ।

ঔফ (স্ত্রী) উফস্ত ভাবঃ, উফ-অণ্। ১ উফতা। ২ উতাপ।
৩ সস্তাপ।

ঔফিজ (স্ত্রী) উফিজ-স্বার্থে অণ্। ১ পাগড়ী। ২ (ত্রি)
পাগড়ীসম্বন্ধীয়।

ঔফিহ (ত্রি) উফিহি ভবঃ, উফিহ-অঞ (উৎসাদিত্যো
হঞ। পা ৪।১।৮৬) ১ উফিক্ ছন্দোজাত। ২ উফিক্
ছন্দঃসম্বন্ধীয়। ৩ উফিক্ছন্দো দ্বারা যে দেবতার স্তব করিতে
হয়, সূর্য্য।

ঔফীক (ত্রি) উফীষে শোভতে, উফীয-অণ্ (প্ৰবোধরা-
দিষাৎ।) ১ উফীষধারী। ২ উফীষধারী দেশবিশেষ। ৩
উফীষধারী নৃপতি।

ঔফ্য (স্ত্রী) উফস্ত ভাবঃ, উফ-ব্যঞ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিত্যঃ
কর্ণণি চ। পা ৫।১।১২৮।) উফতা; তেজের স্বাভাবিক
গুণ। বৈদ্যকমতে পিত্তেরও স্বাভাবিক গুণ ঔফ্য।

ঔফ্য (স্ত্রী) উফগো ভাবঃ, উফন-ব্যঞ। ১ উফতা। ২ উফ-
স্পর্শ। তেজোগুণ-বহুল পদার্থ মাজেই ঔফ্যতার উপলব্ধি
হইয়া থাকে। পার্থিব শরীর স্পর্শেও যে উফতা অনুভব হয়,
তাহা শরীরের নহে, যেহেতু মৃতশরীরে রূপাদি সমস্ত গুণ নষ্ট

উন্নতা অল্পভূত হয় না, এইজন্য সেই উন্নতা জীবাত্মার বলিয়া
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে।

অং (২)

অং (২) তত্ত্বমতে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ, ইহার নাম অঙ্কস্বার।
এই বর্ণের অঙ্কর সমাঙ্গার হুজ্জে যোগ না থাকিলেও ইহা বহু-
গত কার্য্য নির্বাহ করে বলিয়া পাণিনিমতে ইহাকে অযোগ-
বাহ বলে। যুদ্ধবোধমতে ইহার নাম 'হু'। বিন্দুমাাত্র ইহার
আকৃতি, ইহাকে অঙ্কনাসিক বর্ণ বলে, ন ও ম স্থানে এই
বর্ণের উৎপত্তি হয়। কামধেনুতন্ত্রের মতে "অংকার বিন্দুযুক্ত,
পীতবর্ণ বিদ্যাৎতুল্য, পঞ্চপ্রাণায়ক, ত্র্যক্ষাদি দেবময়, সর্কজ্ঞান-
ময় ও বিন্দুত্রয়যুক্ত।" অংএর লেখন প্রাণালী—"অংকারের
উপরিভাগে দক্ষিণদিকে একটি বিন্দুমাাত্র। রেখাসমূহে ত্র্যক্ষা
বিষ্ণু ও রুদ্র অবস্থান করেন; বিন্দুময়ী রেখাকে আদ্যাশক্তি
কহে।" (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব।)

তত্ত্বোক্ত ইহার নাম—অংকার, চক্ষু, দন্ত, ঘটিকা,
সমগুহক, প্রহায়, ত্রীমুখ, প্রীতি, বীজবোনি, বৃষধ্বজ, পর,
শশী, প্রমাণীশ, সোমবিন্দু, কলানিধি, অক্রুর, চেতনা, নাদ-
পূর্ণ, হৃৎসহর, শিব, মঙ্গলময়, শঙ্ক, নরেশ, সূর্য্যহৃৎপ্রবর্তক,
পূর্ণিমা, রেবতী, শুক্ল, কন্ডাচর, বিয়ত্রবি, অমৃতাকর্ষিণী, শূত্র,
বিচিত্রা, ব্যোমরূপিণী, কেদার, রাজিনাশ, কুজিকা ও বৃন্দবৃন্দ।

অং (ক্লী) ১ পরত্রক্ষ। ২ মহেশ্বর।

("বিন্দুর্বিদর্গঃ সূর্য্যুথঃ শরঃ সর্কীয়ুথঃ সহঃ।"

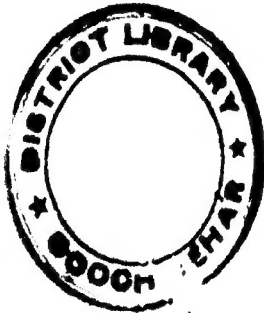
ভারত অঙ্ক। ১৭। ১২৬।

অঃ

অঃ (ঃ) বিদর্গ, দুইটি বিন্দুমাাত্র, তত্ত্বমতে বোড়শ স্বরবর্ণ।
অংকার উচ্চারণের অন্ত ইহারও উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। পাণিনি-
মতে এইবর্ণও অযোগবাহ। যুদ্ধবোধমতে ইহার নাম বিঃ,
ন ও ম স্থানে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কামধেনুতন্ত্রে
এইরূপ লিখিত আছে, অংকার পরমেশ, রক্তবর্ণ, বিদ্যাৎতুল্য,
পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, সর্কজ্ঞানময়, আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত,
মূর্ত্তিমান্ কুণ্ডলী, বিন্দুত্রয়বিধিষ্ট ও শক্তিত্রয়যুক্ত; ঐ সকল
শক্তি কিশোরবরুদা শিবপত্নী। ইহার লিখনপ্রাণালী,—
অংকারের দক্ষিণদিকে উর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশে দুইটিবিন্দু।
ঐ সকল রেখার ত্র্যক্ষা বিষ্ণু ও মহেশ অবস্থান করেন।
ইহার মাাত্রা শক্তি এবং বিন্দুত্রয়যুক্ত রেখা আদ্যাশক্তি।
(বর্ণোচ্চারতত্ত্ব।)

তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত ইহার নাম—অঃ, কণ্ঠক, মহাসেন, কালা-
পূর্ণা, অমৃততা, হরি, ইচ্ছা, ভজা, গণেশ, রতি, বিদ্যামুখী, স্রব,
বিবিন্দু, রসনা, 'সোম, অনিরুদ্ধ, হৃৎসহচক, বিজিল্ল, কুণ্ডল,
বজ্র, সর্গ, শক্তি, নিশাকর, সূন্দর, সূর্য্যশা, অনন্তা, গণনাথ ও
মহেশ্বর।

অঃ (পুং) মহেশ্বর।



দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

